920d

শ্রীমহাভারত।

দ্রোণপর্ব্ব।

শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজমহতাব্‌চন্দ্‌বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণতত্ত্ববাগীশ ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথবিদ্যাবাচস্পতি দ্বারা অনুবাদিত এবং

উক্ত তত্ত্ববাগীশ দ্বারা পর্য্যালোচিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৯৩।

বিজ্ঞাপন।

এই মহাভারত কার্য্যালয়ের পূর্ব্বাধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণতত্ত্ববাগীশ মহাশয় দ্রোণপর্ব্বের প্রথম হইতে একশত চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করত শ্রীলশ্রীমন্মহারাজ রাজেন্দ্র বাহাদুরের আদেশানুসারে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইয়া অবশিষ্টভাগ অনুবাদের নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ করেন, আমি তাঁহার সেই আজ্ঞানুসারে অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাকে সমাপ্ত করি পরন্তু উল্লিখিত তত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের দ্বারা মৎকৃত অনুবাদের আদ্যোপান্ত পরিশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। বীররসসার এই দ্রোণপর্ব্বে শস্ত্রজ্ঞ-প্রবর অর্জ্জুনকুমার যুবা অভিমন্যুর অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ ও শোকাবহ মৃত্যু ও পুত্রশোকার্ত্ত মহাবীর অর্জ্জুনের স্বীয় অস্ত্রবল-প্রভাব ও কৃষ্ণের আশ্চর্য্য মন্ত্রণাকৌশলে সহস্র সহস্র বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া জয়দ্রথ বিনাশরূপ অসম্ভব প্রতিজ্ঞা পূরণ এবং কুরুকুলাচার্য্য ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ বৃদ্ধ দ্রোণের ষোড়শ-বর্ষীয় যুবাবৎ অপরিসীম শৌর্য্য প্রকাশ ঐরূপ উভয়-পক্ষীয় অসংখ্য মহারথিগণের ভূরি ভূরি বীরত্ববিষয় বর্ণিত আছে; ইহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষবাসী আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষগণের অসাধারণ বীর্য্য ও বুদ্ধিকৌশল এবং উৎসাহাদির বিষয় অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে অদ্ভুতাদি নানারসের আবির্ভাব না হয়? পরন্তু অস্মদাদির ভ্রমপ্রমাদ বশত যদি ইহার কোন কোন স্থানে দোষ লক্ষিত হয় সহৃদয় পাঠকগণ স্ব স্ব ঔদার্য্যগুণে তাহা সংশোধন পূর্ব্বক অত্রস্থ অপূর্ব্ব আখ্যান সকল পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন ইত্যলমধিকেনেতি।

শ্রীকেদারনাথবিদ্যাবাচস্পতি।

মহাভারতীয় দ্রোণপর্ব্বের সূচীপত্র।

প্রকরণ … … … …	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
ভীষ্ম নিহত হইলে জনমেজয়ের জিজ্ঞাসামতে বৈশম্পায়ন-কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র ও তৎ পুত্রের অবস্থা বর্ণন … … … … …	১	১	৩
ভীষ্মের রক্ষা বিধান ও তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক উভয় পক্ষের যুদ্ধ সজ্জা … … … …	১	২	৯
কর্ণের আগমন, ভীষ্ম বধ জন্য দুঃখ প্রকাশ ও কৌরবদিগকে আশ্বাস প্রদান … … …	৩	১	৭
কর্ণের ভীষ্ম-সমীপে গমন ও তাঁহার প্রার্থনা মতে ভীষ্ম-কর্ত্তৃক তাঁহাকে যুদ্ধার্থে অনুমতি প্রদান … … … … …	৪	২	৩২
দ্রোণের সেনাপতিত্বে অভিষেক	৬	২	৮
ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে সঞ্জয়ের সংক্ষেপে দ্রোণের যুদ্ধ ও বধ বৃত্তান্ত কথন … … …	৮	১	১৬
দ্রোণ বধ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের অনুতাপ ও সঞ্জয়-সমীপে বিশেষরূপে দ্রোণ বধ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা	১১	১	২২
সঞ্জয়ের বিশেষরূপে দ্রোণ বধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন … … …	১৭	২	১২
দ্রোণের দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির-গ্রহণ বিষয়ক ছল-পূর্ব্বক বর প্রদান … … … …	১৭	২	১৬
উক্ত বরদান শ্রবণ জন্য ভীত যুধিষ্ঠিরকে অর্জ্জুনের আশ্বাস প্রদান … … … …	১৯	১	৩
উভয় পক্ষের যুদ্ধারম্ভ … …	১৯	২	৯
দ্রোণের পরাক্রম … … …	১৯	২	১৯
উভয়-পক্ষীয় বীরগণের দ্বৈরথ-যুদ্ধ ও প্রথম দিবসের যুদ্ধ অবহার … … … …	২০	২	২৮
দ্রোণের মন্ত্রণা শুনিয়া ত্রিগর্ত্ত-রাজদিগের অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠির নিকট হইতে অপসারিত ও নিহত করিবার প্রতিজ্ঞা ও দ্বিতীয় দিবসে তাহাদিগের আহ্বান মতে অর্জ্জুনের যুদ্ধে গমন	২৬	২	৩৩
অর্জ্জুনের ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ ও সুধন্বার বধ … …	২৯	২	১১
উভয়-পক্ষের ব্যূহ রচনা ও যুদ্ধারম্ভ … … … … …	৩১	২	২১
যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার গ্রহণেচ্ছু দ্রোণের যুদ্ধ দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থে সত্যজিতের দ্রোণের সহিত যুদ্ধ ও দ্রোণ-কর্ত্তৃক সত্যজিতের বধ হইলে যুধিষ্ঠিরের অপযান … … …	৩৪	১	২৪
পাণ্ডব-পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের দ্রোণের প্রতি আক্রমণ ও তাঁহাদিগের রথ-চিহ্ন কথন … …	৩৫	১	১৪
ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপ … …	৪১	১	৮
উভয়-পক্ষীয় বীরগণের পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ … … … …	৪২	১	১
ভীমের হস্তে দুর্য্যোধনের পরাজয় ও রাজা অঙ্গের বিনাশ	৪৪	২	১
ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে ভীমাদির পরাজয় ও দশার্ণ রাজাদির বিনাশ … … … …	৪৫	১	১৯
ভগদত্তের হস্তীর নিনাদ শুনিয়া ও উত্থিত ধূলিপটল দেখিয়া অর্জ্জুনের সংসপ্তক সহিত যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ভগদত্তের সমীপে আগমন চেষ্টা ও সংশপ্তকগণের			

প্রকরণ … … … …	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
তাহাতে বাধা প্রদান …	৪৭	১	২৬
সংসপ্তকাদিগকে পরাজিত ও নিহত করিয়া অর্জ্জুনের গমন-পূর্ব্বক ভগদত্তের সহিত যুদ্ধ	৪৮	২	২০
ভগদত্তের পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক বৈষ্ণবাস্ত্র ত্যাগ ও তাহা কৃষ্ণের স্ব হৃদয়ে গ্রহণ ও অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ভগদত্তের সংহার …	৫০	১	১
অর্জ্জুনের পরাক্রমে শকুনির দুই ভ্রাতার বধ, শকুনির পলায়ন ও অন্যান্য যোদ্ধাগণের পরাজয় … … … … …	৫১	২	২৫
দ্রোণের বিনাশ ও রক্ষা নিমিত্ত উভয়-পক্ষের যুদ্ধ … …	৫৩	১	৩৩
অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে নীল রাজার বিনাশ … … …	৫৪	১	২২
শঙ্কুল যুদ্ধ ও দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধাবহার … … …	৫৪	২	১৭
সংক্ষেপে অভিমন্যুর বিনাশ কথন … … … … …	৫৭	২	৩৩
অভিমন্যু প্রশংসা ও তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে কৌরব-পক্ষের চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ … … …	৫৯	১	১৭
চক্রব্যূহ ভেদ করিতে অভিমন্যুর প্রতিজ্ঞা ও ভেদ-পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ … … …	৬০	১	৭
দুর্য্যোধন-প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে অভিমন্যুর পরাক্রম প্রকাশ	৬৩	১	১২
দ্রোণ-কর্ত্তৃক অভিমন্যুর প্রশংসা ও অভিমন্যুকে সংহার করিতে দুঃশাসনাদির প্রতি দুর্য্যোধনের আদেশ … … … …	৬৫	২	১
অভিমন্যু হস্তে দুঃশাসনাদির পরাজয় ও কর্ণভ্রাতার বিনাশ	৬৬	১	১৮
চক্রব্যূহ দ্বারে জয়দ্রথের সহিত সসৈন্য পাণ্ডবগণের যুদ্ধ ও পরাজয় … … … … …	৬৮	২	৩৩
অভিমন্যু হস্তে বশাতি রাজের ও অন্যান্য প্রধান বীর ও বহুল সৈন্যের বধ … … …	৭০	২	১৭
অভিমন্যু হস্তে কর্ণাদির পরাজয় ও অশ্বকেতু প্রভৃতির বধ …	৭৪	২	২১
অভিমন্যুর সংহার নিমিত্ত শকুনি-প্রভৃতির মন্ত্রণা ও কর্ণ-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক তাঁহাকে ধনুর্ব্বাণ ও রথাদি-বিহীন করণ … …	৭৫	১	৩১
অভিমন্যু বধ … … …	৭৬	২	৫
কৌরব-পক্ষের হর্ষ ও পাণ্ডব-পক্ষের বিষাদ ও তৃতীয় দিবসের যুদ্ধাবহার … … …	৭৭	১	২৯
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আগমন-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান …	৭৮	২	২৮
নারদ ও অকম্পন রাজার উপাখ্যানে মৃত্যু-প্রজাপতি সংবাদ	৮০	২	৬
শ্বিত্যরাজা-প্রভৃতি ষোড়শ রাজার উপাখ্যান … …	৮৫	১	১৭
যুধিষ্ঠিরকে শোকাপনোদন উপদেশ করিয়া ব্যাসের অন্তর্দ্ধান ও যুধিষ্ঠিরের শোক শান্তি ও অর্জ্জুনকে কি বলিব এইরূপ চিন্তা … … … …	১০০	১	৫
অর্জ্জুনের অনিষ্ট শঙ্কা ও তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের শান্ত্বনাদি …	১০০	২	৩৩
কৃষ্ণার্জ্জুনের শিবিরে গমন ও স্বজনদিগকে বিষণ্ণ দেখিয়া ও			

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
অভিমন্যুকে না দেখিয়া অর্জ্জুনের বিলাপ ও কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক তাঁহার শান্ত্বনা	১০১	২	১২
অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসামতে যুধিষ্ঠিরের অভিমন্যু বধ বৃত্তান্ত কথন	১০৪	১	৬
জয়দ্রথ বধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা	১০৫	১	২৮
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে জয়দ্রথের দুর্য্যোধন-সমীপে পলায়নের অনুজ্ঞা প্রার্থনা ও জয়দ্রথকে দুর্য্যোধন ও দ্রোণের আশ্বাস প্রদান	১০৬	২	১২
কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথন	১০৮	১	১১
অর্জ্জুনের কথানুসারে কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সুভদ্রার সান্ত্বনা	১১০	২	৯
সুভদ্রার বিলাপ	১১১	২	১৬
কৃষ্ণ, সুভদ্রার নিকট হইতে অর্জ্জুন-সমীপে গমন করিলে অর্জ্জুনের শৈববলি প্রদান ও কৃষ্ণের স্ব শিবিরে গমন এবং পাণ্ডব-পক্ষগণের অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার চিন্তা ...	১১৩	২	২০
কৃষ্ণের নিজ রথ প্রস্তুত রাখিবার নিমিত্তে দারুকের প্রতি আদেশ	১১৪	২	৫
অর্জ্জুনের স্বপ্ন দর্শন ও স্বপ্নে মহাদেবের প্রসন্নতা ও পাশুপত অস্ত্র লাভ	১১৫	১	৩৩
চতুর্থদিবসের প্রভাতে যুধিষ্ঠিরের নিদ্রাভঙ্গ ও স্নানাদি ...	১১৮	২	৩১
যুধিষ্ঠির শিবির-মধ্যে সভামণ্ডপে উপবেশন করিলে তথায় কৃষ্ণাদির আগমন ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের আশ্বাস প্রদান	১২০	১	৪
যুধিষ্ঠির-সমীপে অর্জ্জুনের আগমন ও স্বপ্ন-বৃত্তান্তাদি কথন	১২১	১	৩২
পাণ্ডব-পক্ষের যুদ্ধসজ্জা ও রাজা যুধিষ্ঠিরের রক্ষা-নিমিত্ত সাত্যকির প্রতি অর্জ্জুনের আদেশ	১২১	২	২২
ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা ও বিলাপ	১২২	২	৩২
ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে সঞ্জয়ের আক্ষেপ	১২৫	১	১৯
চতুর্থদিবসের প্রাতে জয়দ্রথের প্রতি দ্রোণের উপদেশ ও চক্রশকট ব্যূহ নির্ম্মাণ	১২৬	১	২৫
অর্জ্জুনের যুদ্ধে গমন ও সুনিমিত্ত দর্শন এবং কৌরবদিগের যুদ্ধোদ্যম ও দুর্নিমিত্ত দর্শন	১২৭	২	১০
দুর্ম্মর্ষণ-সৈন্য ও দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনের কৌরব ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ ...	১২৮	২	২১
দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও তাঁহাকে কৌশল-পূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া জয়দ্রথের অভিমুখে গমন	১৩১	১	২৬
যুদ্ধে কৃতবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া কাম্বোজ-সৈন্যাভিমুখে অর্জ্জুনের গমন ও তাঁহার পার্ষ্ণিরক্ষক দুই জনের কৃতবর্ম্মা-কর্ত্তৃক যুদ্ধে অবরোধ	১৩৩	২	৩১
অর্জ্জুনের হস্তে শ্রুতায়ুধ ও সুদক্ষিণ-প্রভৃতি বহু মহারথি ও সৈন্যগণের বিনাশ	১৩৪	২	৯
দুর্য্যোধন ও দ্রোণের কথোপকথন	১৩৮	২	২৬
দ্রোণ-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের কবচ			

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
বন্ধন … … … …	১৪০	১	২৩
ব্যূহদ্বারে উভয়-পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ … … … …	১৪২	১	৮
ধৃষ্টদ্যুম্নের ও তাঁহার রক্ষার্থে সমাগত সাত্যকির সহিত দ্রোণের তুমুল যুদ্ধ … … …	১৪৫	২	৩১
ব্যূহ মধ্যে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে বিন্দ ও অনুবিন্দের বিনাশ ও তাঁহাদিগের বহু সৈন্য বধ …	১৪৮	২	৯
অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক রণস্থলে সরোবর নির্ম্মাণ ও তাহাতে তাঁহার অশ্বদিগের কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক স্নান ও জলপান এবং ভূতলস্থিত অর্জ্জুনের সহিত রথী কৌরবদিগের যুদ্ধ	১৪৯	২	২৭
অর্জ্জুনের রথারোহণ-পূর্ব্বক জয়দ্রথাভিমুখে গমন ও কৌরবদিগের বিস্ময় … … …	১৫১	২	৮
গমনকালে কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথন ও জয়দ্রথকে দূর হইতে দর্শন … … … …	১৫৩	১	৯
দ্রোণের বিহিত কবচ পরিধায়ী দুর্য্যোধনের অর্জ্জুন-সমীপে গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ ও পরাজয়	১৫৪	১	৩
দুর্য্যোধন-রক্ষার্থী বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ … …	১৫৬	২	৩৩
উভয়-পক্ষীয় রথীগণের রথধ্বজ বিবরণ … … … …	১৫৮	২	২৪
ব্যূহদ্বারে যুদ্ধে দ্রোণের পরাক্রমে যুধিষ্ঠিরের অপযান …	১৬০	১	২০
ব্যূহদ্বারে উভয়-পক্ষের দ্বৈরথযুদ্ধ ও ক্ষেমধূর্ত্তি-প্রভৃতির বধ …	১৬২	১	১
সোমদত্ত-পুত্রের দ্রৌপদীপুত্রগণ সহিত যুদ্ধ ও পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ও অলম্বুষের ভীম সহিত যুদ্ধ ও পলায়ন … … …	১৬৩	১	২৮
ঘটোৎকচ সহিত অলম্বুষের যুদ্ধ ও পঞ্চত্ব প্রাপ্তি …	১৬৪	২	৩২
দ্রোণ সহিত সাত্যকি-প্রভৃতি পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ	১৬৬	১	৩১
পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি শ্রবণে অর্জ্জুনের অনিষ্টাশঙ্কায় যুধিষ্ঠিরের চিন্তা ও সাত্যকিকে প্রশংসাপূর্ব্বক অর্জ্জুন-সমীপে গমনার্থ আদেশ … … … …	১৬৭	২	১৮
যুধিষ্ঠির সমীপে সাত্যকি কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অনিষ্ট শঙ্কার অসম্ভাবনাদি কথন ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে অর্জ্জুন নিকট গমন … … … …	১৭০	১	২১
দ্রোণের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ ও কৌশলক্রমে দ্রোণকে অতিক্রম-পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া কাম্বোজ-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ … … … …	১৭৫	১	৩০
ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপ ও সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্র-প্রতি তাঁহার পূর্ব্বকৃত অনবধানের ফল আদি কথন	১৭৮	১	১
ভীমাদির সহিত যুদ্ধে কৃতবর্ম্মার বিজয় ও সাত্যকির নিকট পরাজয় … … … … …	১৮০	১	১৩
সাত্যকির সহিত যুদ্ধে জলসন্ধের পঞ্চত্ব ও দ্রোণাদির পরাজয় … … … … …	১৮২	১	৩৩
সাত্যকির গমন ও সুদর্শনের বধ-পূর্ব্বক কাম্বোজ ও যবন-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ … …	১৮৭	১	৫

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
সাত্যকির নিজ সারথির সহিত কথোপকথন	১৮৮	১	৬
সাত্যকি-কর্ত্তৃক বহুল সৈন্য ও সেনাপতি পরাজয়-পূর্ব্বক দুঃশাসনের পরাজয়	১৯০	১	১৪
দ্রোণের তিরস্কার বাক্যে দুঃশাসনের পুনর্ব্বার সাত্যকির নিকট গমন	১৯৪	১	১২
ব্যূহদ্বারে দ্রোণের সহিত পাণ্ডব পক্ষদিগের যুদ্ধ ও বীরকেতু-প্রভৃতির বিনাশ	১৯৫	১	১৭
সাত্যকি-কর্ত্তৃক দুঃশাসনের পরাজয়	১৯৬	২	২৯
ব্যূহদ্বারে উভয়-পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ	১৯৮	১	১৮
দ্রোণের সহিত যুদ্ধে বৃহৎক্ষত্র-প্রভৃতির বধ	২০০	১	৫
সাত্যকির সাহায্যার্থে যাইবার নিমিত্ত ভীমসেনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের আদেশ	২০৩	১	৫
ভীমসেনের সাত্যকি-সমীপে গমন, দ্রোণকে পরাজিত করিয়া ব্যূহ-মধ্যে প্রবেশ ও তৎ-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের নয় সহোদরের বিনাশ	২০৬	১	৮
দ্রোণ পুনর্ব্বার ভীমসেনকে নিবারণার্থ শর বর্ষণ করিতে থাকিলে ভীমসেন পুনর্ব্বার দ্রোণকে পরাজয় করিয়া ভোজ-সৈন্য-প্রভৃতি অতিক্রম-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সিংহনাদ ও তৎ শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের হর্ষ	২০৮	১	১
ভীমের সহিত কর্ণের যুদ্ধ ও পরাজয়	২০৯	২	৩১
দ্রোণের সহিত দুর্য্যোধনের জয়দ্রথ রক্ষার্থ কথোপকথন ...	২১১	১	২৭
দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুন-পার্ষ্ণিরক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজার যুদ্ধ ও পরাজয়	২১২	১	২৭
ভীমের সহিত দ্বিতীয় বার যুদ্ধে কর্ণের পরাজয়	২১৩	১	১১
ভীমের সহিত তৃতীয় বার যুদ্ধে কর্ণের পরাজয়	২১৫	১	৩৩
ভীমের সহিত যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্জ্জয়ের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ...	২১৮	২	১৬
ভীমের সহিত চতুর্থ বার যুদ্ধে কর্ণের পরাজয় ও ভীম-কর্ত্তৃক দুর্ম্মুখের সংহার	২১৯	১	১২
ভীমের সহিত যুদ্ধে কর্ণের পঞ্চম বার পরাজয়	২২০	১	৮
ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপ, সঞ্জয়ের উক্তি ও ভীমের সহিত যুদ্ধে দুর্ম্মর্ষণ-প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতার বিনাশ	২২০	২	৫
ভীমের সহিত ষষ্ঠ বার যুদ্ধে কর্ণের পরাজয় ও চিত্র-প্রভৃতি সপ্ত ভ্রাতার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ...	২২২	১	২৬
ভীমের সহিত কর্ণের যুদ্ধ ও শত্রুঞ্জয়-প্রভৃতি সপ্ত ভ্রাতার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ও ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের হর্ষ	২২৩	১	১৫
দুর্য্যোধনের চিন্তা ও সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে আক্ষেপোক্তি	২২৫	২	১
কর্ণের সহিত ভীমের তুমুল যুদ্ধ ও পরাজয়	২২৬	১	৮

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
অর্জ্জুনের শরাঘাতে কর্ণের ভীমের নিকট হইতে অপযান	২৩১	১	২১
ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপ ও সাত্যকির সহিত যুদ্ধে রাজা অলম্বুষের বধ	২৩১	২	৩২
সাত্যকির দুঃশাসন-প্রমুখ বহু ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র ও বহুল সৈন্য পরাজয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণার্জ্জুন দর্শন	২৩২	২	৩০
সাত্যকি দর্শনে কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথন	২৩৩	২	২৩
সাত্যকির সহিত ভূরিশ্রবার যুদ্ধ	২৩৪	২	১৯
কৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ভূরিশ্রবার হস্ত চ্ছেদন	২৩৬	২	২১
ভূরিশ্রবা-কর্ত্তৃক অর্জ্জুন ও বৃষ্ণিবংশের নিন্দা	২৩৭	২	৩২
ভূরিশ্রবার প্রায়োপবেশন, যোধগণ-কর্ত্তৃক কৃষ্ণার্জ্জুনের নিন্দা, ভূরিশ্রবার প্রতি কৃষ্ণার্জ্জুনের উক্তি ও সাত্যকি-কর্ত্তৃক ভূরিশ্রবার মস্তকচ্ছেদন	২৩৮	২	১২
মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যকি-কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইবার হেতু কথন	২৪০	২	১৫
অর্জ্জুনের জয়দ্রথ বধে যত্ন ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি মহারথদিগের সহিত যুদ্ধ	২৪২	১	৬
অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের জয়দ্রথ বধ বিষয়ক উপায় কথন ও যোগ দ্বারা সূর্য্যাচ্ছাদন এবং জয়দ্রথ-রক্ষক যোদ্ধাদিগের প্রতি অর্জ্জুনের পরাক্রম প্রকাশ	২৪৮	২	৭
কৃষ্ণের উপদেশ ক্রমে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক জয়দ্রথের মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক সমন্তপঞ্চকে তদীয় পিতার ক্রোড়ে নিক্ষেপ	২৫০	১	১৮
কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কৃপাচার্য্যকে শরাঘাতে বিহ্বল দেখিয়া বিলাপ	২৫১	২	২৯
কৃষ্ণের রথারোহণ পূর্ব্বক সাত্যকির কর্ণের সহিত যুদ্ধ	২৫৩	১	৭
ভীমের বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুনের কর্ণের প্রতি তিরস্কার-বাক্য ও কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথন	২৫৬	২	৩০
কৃষ্ণের অর্জ্জুনকে যুদ্ধভূমি প্রদর্শন	২৫৭	১	৩১
কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ, জয়দ্রথ-বধ-বার্ত্তা শ্রবণে হর্ষ ও কৃষ্ণ-প্রভৃতির সহিত কথোপকথন	২৫৮	১	২৯
দুর্য্যোধনের বিষাদ ও দ্রোণের সহিত দুর্য্যোধনের কথোপকথন	২৬০	২	১০
দুর্য্যোধন ও কর্ণের কথোপকথন	২৬৪	১	৭
প্রদোষ কালে উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম	২৬৫	২	২০
যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পরাজয়	২৬৬	২	৩৩
দ্রোণের সহিত যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ও কেকয়গণের ও শিবিরাজার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি	২৬৭	২	১
ভীমের সহিত যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ প্রভৃতির বধ	২৭০	১	১৩
সাত্যকির সহিত যুদ্ধে সোমদত্তের পরাজয় ও দ্রোণের পরাক্রম প্রকাশ	২৭১	১	৩২
অশ্বত্থামার ঘটোৎকচের সহিত			

প্রকরণ … … … …	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
তুমুল যুদ্ধ ও পরাক্রম প্রকাশ	২৭৩	২	১৩
সাত্যকি ও ভীমের সহিত সোমদত্ত ও বাহ্লীকের যুদ্ধ এবং সোমদত্তের মোহ ও বাহ্লীকের বধ	২৭৯	২	৯
ভীমের সহিত যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের দশ পুত্র ও কর্ণের ভ্রাতা-প্রভৃতির বিনাশ ও দ্রোণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম প্রকাশ … … … …	২৮০	১	২০
দুর্য্যোধনের নিকটে কর্ণের গর্ব্ব বাক্য, কর্ণ কৃপ ও অশ্বত্থামার বিবাদ এবং দুর্য্যোধনের দ্বারা তাহার শান্তি … … …	২৮১	২	১
কর্ণের সহিত পাণ্ডব পক্ষের যুদ্ধ ও অশ্বত্থামার সহিত দুর্য্যোধনের কথোপকথন … …	২৮৫	১	২২
ধৃষ্টদ্যুম্নাদির সহিত যুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাক্রম প্রকাশ …	২৮৯	১	৪
উভয় পক্ষের সঙ্কুল যুদ্ধ …	২৯১	১	২৪
সাত্যকির সহিত যুদ্ধে সোমদত্তের বধ … … …	২৯২	১	৬
উভয় পক্ষের দীপোদ্দীপনপূর্ব্বক যুদ্ধ … … … … …	২৯৪	১	১৬
উভয় পক্ষ রথীদিগের দ্বৈরথ-যুদ্ধে কৃতবর্ম্মার হস্তে যুধিষ্ঠিরের পরাজয় … … … …	২৯৭	১	২৮
সাত্যকির সহিত যুদ্ধে ভূরির নিপাত ও অশ্বত্থামার সহিত ঘটোৎকচের যুদ্ধ … …	২৯৯	১	১
ভীমের হস্তে দুর্য্যোধনের পরাজয় … … … … …	৩০০	২	৫
কর্ণের সহিত যুদ্ধে সহদেবের পরাজয় … … …	৩০১	১	৩০
উভয় পক্ষের দ্বৈরথ যুদ্ধ …	৩০২	১	১৩
দুর্য্যোধনের বাক্যানুসারে দ্রোণ ও কর্ণের প্রভূত পরাক্রম প্রকাশ … … … …	৩১১	২	২৫
যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের কথোপকথন ও কৃষ্ণার্জ্জুনের ঘটোৎকচের প্রতি কর্ণ বধার্থে আদেশ … … … …	৩১৪	১	২৫
ঘটোৎকচের সহিত অলম্বলের যুদ্ধ ও বিনাশ … … …	৩১৬	১	১৭
কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের যুদ্ধ	৩১৮	১	৪
অলায়ুধের আগমন, ভীমের সহিত যুদ্ধ ও ঘটোৎকচের হস্তে বিনাশ … … …	৩২২	২	২৬
কর্ণের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রদত্ত শক্তি-দ্বারা ঘটোৎকচের বধ …	৩২৭	১	২৬
ঘটোৎকচের বধে পাণ্ডবদিগের দুঃখ এবং কৃষ্ণের হর্ষ ও অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসামতে তৎ কারণ কথন … … … …	৩৩০	২	১৫
ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসামতে সঞ্জয়ের ইন্দ্রদত্ত শক্তি-দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রহার না করিবার হেতু কথন	৩৩৩	২	২১
ঘটোৎকচের বিনাশে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ও কর্ণ বধার্থে গমনোপক্রম এবং তাঁহাকে ব্যাসের সান্ত্বনা করণ … … …	৩৩৬	২	২৯
সমর স্থলে উভয় পক্ষের নিদ্রা	৩৩৮	২	২৫
দ্রোণ ও দুর্য্যোধনের কথোপকথন ও কৌরব পক্ষের সৈন্য দ্বৈধী করণ … … …	৩৪১	২	২৬
পাণ্ডব পক্ষের সৈন্য দ্বৈধী করণ, উভয় পক্ষের যুদ্ধ এবং দ্রোণের			

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
হস্তে বিরাট ও দ্রুপদের বিনাশ ...	৩৪৩	১	৬
নকুলের সহিত যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পরাজয় ...	৩৪৫	১	২৪
উভয় পক্ষ বীরগণের যুদ্ধ ও দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের তুমুল সংগ্রাম ...	৩৪৭	২	৮
উভয় পক্ষের সঙ্কুল যুদ্ধ ...	৩৪৯	২	২৮
দ্রোণ বধের উপায় প্রস্তাব ও সাত্যকির পরাক্রম ...	৩৫২	২	১৮
উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ, ঋষিগণের উপদেশ ও যুধিষ্ঠির মুখে নিজ পুত্রের বিনাশ শ্রবণে দ্রোণের মরণাবধারণ ...	৩৫৫	১	১৬
দ্রোণাচার্য্যের যোগাবলম্বন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন-হস্তে শিরশ্ছেদন ...	৩৫৭	২	৩৩
কৌরব সৈন্যের পলায়ন ও দ্রোণের মৃত্যু শ্রবণে অশ্বত্থামার ক্রোধ ...	৩৬০	২	৫
ধৃতরাষ্ট্রের, পিতৃ বিনাশ শ্রবণে অশ্বত্থামার অনুষ্ঠান জিজ্ঞাসা এবং অশ্বত্থামার পাঞ্চাল বধে প্রতিজ্ঞা ও নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ	৩৬১	২	১
কৌরবদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধোদ্যম দর্শনে যুধিষ্ঠিরের তৎকারণ জিজ্ঞাসা ও অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরের প্রতি আক্ষেপোক্তি ...	৩৬৬	১	১৪
ভীমের অর্জ্জুনের প্রতি আক্ষেপোক্তি এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির বিবাদ ও কৃষ্ণাদি দ্বারা তৎশান্তি ...	৩৬৮	১	৩০
অশ্বত্থামার পরাক্রম ও নারায়ণাস্ত্রের প্রভাব ...	৩৭৩	১	২০
কৃষ্ণার্জ্জুন-কর্তৃক নারায়ণাস্ত্র হইতে ভীমের পরিত্রাণ ...	৩৭৫	২	১৫
নারায়ণাস্ত্র নিবৃত্তি এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির সহিত যুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাজয় ...	৩৭৬	২	১
অশ্বত্থামার নিকটে সাত্যকির পরাজয় দর্শনে অর্জ্জুনাদির অশ্বত্থামার নিকটে গমন ও ভীমের পরাজয় ...	৩৭৮	১	৬
অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ	৩৮১	১	১
অশ্বত্থামা ও বেদব্যাসের কথোপকথনে কৃষ্ণার্জ্জুনাদির মাহাত্ম্য বর্ণন ...	৩৮২	২	২৬
অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসামতে ব্যাস-কর্তৃক যুদ্ধে অর্জ্জুনের অগ্রগামী রুদ্রদেবের মাহাত্ম্য বর্ণন ...	৩৮৫	১	৩১
দ্রোণপর্ব্ব পাঠের ফল কথন ...	৩৯১	১	৯

দ্রোণপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত।

দ্রোণপর্ব্ব।

দ্রোণাভিষেক প্রকরণ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! পাঞ্চাল্য শিখণ্ডী কর্ত্তৃক অপ্রতিম-সত্ত্ব অনুপম-বলবিক্রমশালী জ্যেষ্ঠপিতৃব্য দেবব্রত ভীষ্ম হত হইলে বীর্য্যবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বাষ্পাকুল-নয়নে কি রূপ চেষ্টা অবলম্বন করিলেন। হে ভগবন্! তাঁহার পুত্রও ভীষ্ম দ্রোণাদি মহারথগণ দ্বারা মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া রাজ্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, হে তপোধন! সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরের ধ্বজ স্বরূপ পিতামহ নিপতিত হইলে সেই কুরুরাজই বা কি চেষ্টা করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জনাধিপতি কৌরব্যরাজ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত নিহত হইয়াছেন শুনিয়া সাতিশয় চিন্তা ও শোকে সন্তপ্ত হইলেন; শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি অনবরত দুঃখ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা গবল্গণ-নন্দন সঞ্জয় পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। অম্বিকা-পুত্র ধৃতরাষ্ট্র রাত্রিকালে শিবির হইতে হস্তিনাপুরে সমাগত সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র-জয়াকাঙ্ক্ষী রাজা, ভীষ্মের পতন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথাকুল-চিত্তে আতুরের ন্যায় বিলাপ করত কহিলেন, হে তাত! কাল-প্রেরিত কুরুগণ মহাত্মা ভীমপরাক্রম ভীষ্ম পতনে শোকসন্তপ্ত হইয়া কি করিলেন? সেই দুরাধর্ষ শূর মহাত্মা ভীষ্ম নিহত হইলে তাঁহারা শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? হে সঞ্জয়! মহাত্মা পাণ্ডবদিগের উদীর্ণ মহৎ সৈন্যগণ তখন ত্রিলোকীরও তীব্র ভয় উৎপাদন করিতে পারে। হে সঞ্জয়! কুরুশ্রেষ্ঠ দেবব্রত নিহত হইলে সেই নৃপতিগণ যাহা করিলেন; তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দেবব্রত নিহত হইলে আপনকার পুত্রগণ যাহা করিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, আপনি একমনা হইয়া আমার নিকট শ্রবণ করুন। সত্যপরাক্রম ভীষ্ম নিহত হইলে আপনার পুত্রগণ পরাজয় জন্য দুঃখ চিন্তা এবং পাণ্ডবগণ ভাবি জয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে প্রজানাথ! উভয় দলে বিস্মিত ও প্রহৃষ্ট হইলেন, ক্ষত্রধর্ম্মের নিন্দাও করিতে লাগিলেম, এবং অমিততেজা মহাত্মা ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া নতপর্ব্ব শর দ্বারা উপধানের সহিত শয্যা কল্পনা করিয়া দিলেন। তাঁহার রক্ষার বিধান করত তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক পরস্পর সম্ভাষণাদি করিয়া তাঁহার অনুমত্যনুসারে পুনরায় ক্রোধ-সংরক্ত-নয়নে পরস্পর নিরীক্ষণ করত কাল-প্রেরিত হইয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। ত্বদীয় ও পাণ্ডব সৈন্যগণ তূর্য্য ও ভেরী-নিনাদের সহিত নির্গত হইতে লাগিল।

হে রাজেন্দ্র! ভরত-শ্রেষ্ঠগণ জাহ্নবী-সুত পতিত হইলে পর দিন ক্রোধের বশতাপন্ন ও কাল কর্ত্তৃক হতচিত্ত হইয়া মহাত্মা ভীষ্মের কথা অগ্রাহ্য করত শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক সত্বর নির্গত হইলেন। আপনকার এবং আপনকার পুত্রের দুর্ম্মন্ত্রণা বশত শান্তনু-তনয়ের নিপাত হইলে সমস্ত রাজগণের সহিত কুরুগণ ভীষ্ম-বিহীন হইয়া শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে রক্ষক-হীন ছাগ ও মেষ-বৃন্দের ন্যায়, যেন মৃত্যু-কর্ত্তৃক সমাহূত হওত সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পতিত হইলে কুরু-সেনা নক্ষত্র-শূন্য অন্তরীক্ষ, বায়ুশূন্য আকাশ, নষ্টশস্যা পৃথিবী, অসংস্কৃতা বাণী, বলিরাজ-শূন্য অসুর-সেনা, পতিবিহীনা স্ত্রী, শুষ্ক তোয়া নদী, হতপতিকা বৃকাক্রান্তা হরিণী ও শরভাহতসিংহা মহতী গিরি-গুহার ন্যায় হইল। লব্ধ-লক্ষ্য বলবান্ বীর পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সাতিশয় পীড়িতা সেই সকল কুরু-সেনা তৎকালে প্রবল বাতাহতা সমুদ্রগামিনী ভগ্না তরণির ন্যায় ব্যাকুলা ও ভীতা হইল। সেই দেবব্রত হীন সৈন্য মধ্যে সৈনিক নৃপতি গণ ত্রাসান্বিত এবং যেন পাতাল-নিমগ্ন হইল। অনন্তর, যে প্রকার গৃহস্থ ব্যক্তি বিদ্যা তপস্যা প্রদীপ্ত অতিথি প্রার্থনা করে, তাহার ন্যায় কুরুগণ সর্ব্ব শস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ কর্ণকে স্মরণ করিলেন, কেন না কর্ণের পরাক্রম দেবব্রতের সদৃশ। হে ভারত! যে প্রকার আপদগ্রস্ত ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ তাঁহাদিগের মন কর্ণের প্রতি উপগত হইল, তাঁহারা কর্ণ কর্ণ বলিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, "মরণ ভয় রহিত সূতপুত্র রাধেয় কর্ণই আমাদিগের হিতকর; সেই মহাযশা কর্ণ অমাত্য বন্ধু পরিবৃত হইয়া দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। তাঁহাকে অবিলম্বে আহ্বান কর।" যে নরপ্রধান মহাবাহু কর্ণ বল বিক্রমে মহারথগণ অপেক্ষা দ্বিগুণ, রথী ও অতিরথ সংখ্যায় অগ্রগণ্য ও শূরতম; যিনি যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্র সহও যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারেন; তাঁহাকে ভীষ্ম পূর্ব্বে সর্ব্ব ক্ষত্রিয় সমক্ষে বল বিক্রমশালী মহারথদিগের সঙ্খ্যা গণনাতে অর্দ্ধরথ মধ্যে গণনা করিয়াছিলেন। তিনি সেই কোপ বশত গঙ্গাপুত্রকে কহিয়াছিলেন "হে কৌরব্য! তুমি জীবিত থাকিতে আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না। তুমি যদি মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে পার, তবে আমি দুর্য্যোধনের অনুমত্যনুসারে বন গমন করিব। অথবা যদি পাণ্ডব কর্ত্তৃক তুমি হত হইয়া স্বর্গ গমন কর, তাহা হইলে আমি এক রথী হইয়াই, তুমি যাহাদিগকে মহারথ জ্ঞান করিতেছ, তাহাদিগের সকলকে নিহত করিব।" মহাবাহু মহাযশা কর্ণ এই কথা বলিয়া আপনার পুত্রের অনুমত্যনুসারে দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। হে ভারত! সমর-বিক্রান্ত অপরিমিত-পরাক্রম ভীষ্ম সমরে পাণ্ডবগণের অনেক সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই শূর সত্যসন্ধ মহাবল ভীষ্ম নিহত হইলে আপনকার পুত্র গণ, যেমন পারার্থী গণ নৌকা আকাঙ্ক্ষা করে, সেই রূপ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। আপনার পুত্রগণ ও সৈন্যগণ সমস্ত রাজগণের সহিত হা কর্ণ! বলিয়া ব্যাকুল-চিত্ত হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন। "হে কর্ণ! এই তোমার যুদ্ধ সময় উপস্থিত হইয়াছে।" যেমন বিপদ্ কালে বন্ধুর প্রতি মন যায়, সেই রূপ পরশুরাম শিষ্য দুর্ব্বার-পৌরুষ কর্ণের প্রতি আমাদিগের মন এই হেতু ধাবমান হইল যে, যেমন গোবিন্দ মহাভয় হইতে দেবগণকে ত্রাণ করেন, সেই রূপ কর্ণ আমাদিগকে এই মহাবিপদ্ হইতে ত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় এই প্রকারে কর্ণের কথা পুনঃপুন কীর্ত্তন করিতেছেন, ঐ সময়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র আশীবিষবৎ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কুরুগণের আশ্রয় ভীষ্ম নিহত হইলে তোমাদিগের মন যে তৎ কালে তনুত্যাগে কৃতোৎসাহ সূতপুত্র রাধানন্দনের প্রতি লগ্ন হইয়াছিল, তাহাতে সেই কর্ণকে তো দেখিতে পাইয়াছিলে? সেই সত্যপরাক্রম কর্ণ তো সংভ্রান্ত আর্ত্ত

সম্ভ্রান্ত ত্রাণার্থীদিগের আশা মিথ্যা করেন নাই? সেই ধনুর্দ্ধরবর তো তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন? তিনি তো ভীষ্মের স্থান পূরণ করত শত্রুগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া আমার পুত্রগণের জয়াশা সফলা করিয়াছিলেন?

ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্নে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপ! অগাধ সাগরে ভগ্ন নৌকার ন্যায় ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন জানিয়া অধিরথ স্থত-পুত্র কর্ণ আপনকার পুত্রের সেনাদিগকে ব্যসন হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত সহোদরবৎ উপনীত হইলেন। ধনুর্ধরাগ্রণী অরিকর্ষণ কর্ণ পুরুষেন্দ্র অক্ষয় বীর মহারথ শান্তনুনন্দনকে নিপাতিত শুনিয়া সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রথিসত্তম ভীষ্ম শত্রু কর্তৃক হত হইলে, যেমন পিতা পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেই রূপ কর্ণ সত্বর হইয়া অর্ণব-নিমগ্ন নৌকার ন্যায় আপনকার পুত্রের সেনাগণকে সন্তারণ করিতে সমাগত হইলেন। তিনি আসিয়া কহিতে লাগিলেন, যে প্রকার চন্দ্রে চিহ্ন চির কাল বিদ্যমান থাকে, সেই রূপ যাঁহাতে ধৃতি, বুদ্ধি, পরাক্রম, সার, সত্য, স্মৃতি, সমস্ত বীর-গুণ, দিব্য অস্ত্র সকল, সন্নতি, প্রিয় বাক্য ও অসূয়া-রাহিত্য সর্ব্বদা ছিল, সেই কৃতজ্ঞ দ্বিজ-শত্রুঘাতক পরবীরহন্তা ভীষ্ম প্রশান্ত হওয়াতে আমি সমস্ত যোধগণকেই নিহত মনে করিতেছি। ইহলোকে কর্ম্মের বিপাক বশত কোন পদার্থই কখন নিত্য স্থিতি করিতে পারে না; যখন মহাব্রত দেবব্রত হত হইয়াছেন, তখন কোন্ ব্যক্তি অদ্য সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নিঃশঙ্ক হইয়া জীবিত থাকিতে পারে? হে মানবগণ! বসুপ্রভাব বসুবীর্য্য-সম্ভূত বসুন্ধরাধিপ ভীষ্ম যখন বসুলোকে গমন করিলেন, তখন তোমাদিগকে অর্থ, পুত্র, পৃথিবী, কুরুগণ ও এই সকল সেনাগণ নিমিত্ত শোক করিতে হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহাপ্রভাব বরদ লোকেশ্বর মহাতেজা ভীষ্ম নিপাতিত ও কুরু সৈন্যগণ পরাজিত হইলে কর্ণ পূর্ব্বোক্ত কথা বলিতে বলিতে সাতিশয় দুর্ম্মনা ও অশ্রুপূর্ণ-নয়ন হইলেন। হে রাজন্! কর্ণের এই রূপ বচন শুনিয়া আপনার পুত্রগণ ও সৈনিক পুরুষেরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে রাজগণ স্ব স্ব সেনা নিনাদিত করিয়া সুসজ্জিত করিলে সর্ব্ব মহারথ-শ্রেষ্ঠ কর্ণ রথীশ্রেষ্ঠগণকে পুনর্ব্বার হর্ষজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন, আমি এই অনিত্য সতত গমনশীল জগৎ চিন্তা করত অস্থিরই লক্ষ্য করিতেছি, তোমরা সকলে বর্ত্তমান থাকিতে গিরি-তুল্য কুরুশ্রেষ্ঠ কি প্রকারে রণে পাতিত হইলেন? ভূতলাশ্রিত দিবাকরের ন্যায় মহারথ শান্তনু-পুত্র নিপাতিত হওয়াতে, যেমন বৃক্ষগণ গিরিপ্রপাতন ক্ষম বায়ুকে সহিতে পারে না, সেই রূপ পার্থিবগণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহিতে অক্ষম। যেমন সেই মহাত্মা ভীষ্ম রণে কুরু সেনাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রূপ এক্ষণে সংগ্রামে আমাকে হতপ্রধান আর্ত্ত হতোৎসাহ অনাথ কুরু সৈন্য রক্ষা করিতে হইবে। আমি আত্মাতে ঈদৃশ মহাভার সমাহিত করিয়া লইলাম, জগতের অনিত্যতা ও যুদ্ধশৌণ্ড ভীষ্ম নিপাতন দেখিয়া যুদ্ধে ভয় কি হেতু করিব? আমি রণে পরিভ্রমণ করত শর সমূহ দ্বারা সেই কুরু-বৃষভ পাণ্ডবগণকে যম-সদনে প্রেরণ করিয়া জগতে পরম যশ লাভ করিব, অথবা তাহাদিগের দ্বারা যুদ্ধে নিপাতিত হইয়া শয়ন করিব। যুধিষ্ঠির ধৈর্য্যশীল, বুদ্ধিমান্, ধার্ম্মিক ও সত্ত্ববান্; বৃকোদর শত হস্তীর তুল্য বিক্রমী; যুবা অর্জ্জুন ইন্দ্রতনয়; অতএব তাহাদিগের বল দেবতাদিগেরও সুজেয় নহে। যে রণে যমোপম বিক্রমী নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দেবকী-নন্দন আছেন, কাপুরুষ ব্যক্তি সেই রণে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলে, যেমন প্রাণধারী জীব মৃত্যুমুখ হইতে নিবৃত্ত হয় না, সেই রূপ কখনই তাহা

হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। মনস্বী ব্যক্তিরা বর্দ্ধিত জগল্লোককে তপস্যা দ্বারা এবং বলকে বল দ্বারা বাধিত করিয়া থাকেন, অতএব আমার মন নিশ্চয়ই বল দ্বারা শত্রু নিবারণে ও স্ব রক্ষণে ব্যবসিত হইতেছে। হে সারথি! অদ্য রণে যাইয়াই শত্রুদিগের বল প্রতিহত করিয়া তাহাদিগকে জয় করিব; এরূপ মিত্রদ্রোহ আমার সহনীয় নহে। যে ব্যক্তি সৈন্যদিগের ভগ্নাবস্থায় আসিয়া সাহায্য করে, সেই মিত্র। হে সৎপুরুষ! আমি এই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করিব; আমি প্রাণ ত্যাগ করিয়াও ভীষ্মের অনুগমন করিব। হয়, যুদ্ধে সমস্ত শত্রুগণকে নিপাত করিব; না হয়, তাহাদিগের দ্বারা হত হইয়া বীর লোকে গমন করিব। হে সূত! যখন ধার্ত্তরাষ্ট্রের পৌরুষ পরাভূত হইয়াছে, এবং স্ত্রী বালকগণ রোদন-পূর্ব্বক শব্দ করিতেছে, তখন আমার ইহা কর্ত্তব্য কার্য্যই জানিতেছি। অতএব অদ্য রাজার শত্রুগণকে পরাজিত করিব। এই ঘোর রণে প্রাণ ত্যাগ করিয়াও কুরুগণকে রক্ষা ও পাণ্ডবগণকে ও অন্যান্য শত্রুদিগকে হনন করত দুর্য্যোধনকে রাজ্য দান করিব। হেমময় শুভ্র মণি রত্ন বিচিত্র কবচ, সূর্য্য প্রকাশ উষ্ণীষ, অগ্নি বিষ ও সর্প-তুল্য ধনুক ও শর-নিচয় সজ্জিত করিয়া দাও। ষোড়শ প্রকার তূণীর যোজনা কর; দিব্য ধনুক সকল অসি, শক্তি, গুর্ব্বী গদা ও স্বর্ণ বিচিত্র নাভিসমন্বিত শঙ্খ আহরণ কর। আর এই স্বর্ণ-নির্ম্মিতা বিচিত্রা নাগকক্ষ্যা, ইন্দীবর-তুল্য দিব্য বিচিত্র ধ্বজ এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রে পরিষ্কৃত করিয়া সমরোপযুক্ত গ্রথিত বিচিত্র মালা ও লাজ আনয়ন কর। হে সূতপুত্র! শুভ্র মেঘ-সঙ্কাশ, পুষ্ট, মন্ত্রপূত জলে স্নাত ও তপ্ত-কাঞ্চন ভাণ্ড সমন্বিত শীঘ্রগামী অশ্বগণকে শীঘ্র আনয়ন কর। হেমমালাবনদ্ধ চন্দ্র সূর্য্যসন্নিভ রত্নে বিচিত্রিত যুদ্ধোপযুক্ত দ্রব্যে সমন্বিত সম্প্রহারোপপন্ন অশ্বে সংযোজিত উত্তম রথ সজ্জিত করিয়া আনয়ন কর। বেগবান্ বিচিত্র চাপ, সংহনন সংযুক্ত উত্তম জ্যা, শরপূর্ণ মহাতূণ সকল ও গাত্রাবরণ সজ্জিত করিয়া দাও। হে বীর! আর যাত্রিক শুভ সামগ্রী দধিপূর্ণ কাংস্য ও সুবর্ণ দ্রব্য আনয়ন কর; বাদ্যকরেরা মস্তকে মালাবন্ধন-পূর্ব্বক জয়-সূচক ভেরী বাদন করুক। হে সূত! যে স্থানে কিরীটী, ভীম, ধর্ম্মপুত্র, নকুল ও সহদেব আছে, তথায় শীঘ্র রথ চালনা কর; আমি যুদ্ধে সমাগত হইয়া তাহাদিগকে হনন করিব বা সেই শত্রুদিগের দ্বারা নিহত হইয়া ভীষ্মের সমভিব্যাহারী হইব। যেখানে সত্যধৃতি রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, বাসুদেব, সাত্যকি ও সৃঞ্জয়গণ আছেন, আমি বোধ করি, তত্রস্থ সৈন্য সমুদায় রাজগণ কর্ত্তৃক অজেয়। যদিও সর্ব্বহর সদা অপ্রমত্ত মৃত্যু, যুদ্ধ স্থলে সেই কিরীটীকে অভিরক্ষণ করেন, তথাপি আমি তাহাকে যুদ্ধে নিপাত করিব; অথবা ভীষ্ম পথে যম সদনে গমন করিব। সেই শূরগণের মধ্যে আমি অবশ্যই যাইব; কিন্তু তাহাতে আমি এই বলিতেছি, যাহারা মিত্রদ্রোহী, পাপাত্মা এবং অল্প ভক্তি, তাহাদিগকে আমি সহায় চাহি না।

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণ সমৃদ্ধি-যুক্ত দৃঢ় সকুবর হেম-পরিষ্কৃত পতাকাবান্ বাতজব হয়যুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া জয় নিমিত্ত গমন করিলেন। সেই উগ্রধন্বা কর্ণ দেবগণ সংপূজ্যমান দেবেন্দ্রের ন্যায় মহাত্মা কুরুগণ কর্ত্তৃক সংপূজ্যমান হইয়া যে স্থানে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের অবসান হয়, তথায় গমন করিলেন। সেই অধিরথি মহারথ ধনুর্দ্ধর অগ্নিতেজা অমিতৌজা সূর্য্য-সঙ্কাশ কর্ণ কৃতমঙ্গলাচার হইয়া বরূথ সমন্বিত সধ্বজ সুবর্ণ মুক্তা মণি রত্ন-শোভিত সদশ্ব-যুক্ত হুতাশনপ্রভ মেঘস্বন স্বীয় শুভ রথে আরোহণ করিয়া বিমানস্থ সুররাজের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

কর্ণ নির্য্যাণে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অমিতৌজা সর্ব্ব ক্ষত্রিয়ান্তক গুরু মহাত্মা মহাধনুর্দ্ধর পিতামহ ভীষ্মকে মহাবাত

শোষিত সমুদ্রের ন্যায় অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক দিব্যাস্ত্র দ্বারা পাতিত, শর শয্যা শায়িত, অতলস্পর্শ অপার সাগর পারেচ্ছু ব্যক্তিদিগের দ্বীপ স্বরূপ থাকিলেও তাঁহাকে যমুনা জল শ্রোত স্বরূপ শর সমূহে পরিপ্লুত এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক ভূতল পাতিত অসহ্য মৈনাক পর্ব্বত, আকাশচ্যুত আদিত্য ও অভাবনীয় পূর্ব্ব কালীন বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত মহেন্দ্রবৎ নির্জ্জিত ও ধরণী-তল পাতিত দেখিয়া আপনকার পুত্রগণের জয়াশা, বর্ম্ম ও শর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া গেল। মহারাজ! যুদ্ধে ভীষ্মের নিপাতনে সমুদায় সৈন্যেরই মোহ জন্মিল। কর্ণ রথারোহণে আগমন করিয়া সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরের লক্ষ্য ও সর্ব্ব সৈন্যের শ্রেষ্ঠ আপনকার জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য মহাব্রত পুরুষ-প্রবর ভীষ্মকে ধনঞ্জয় শরে পরিব্যাপ্ত ও বীর শয্যায় শায়িত দেখিয়া রথ হইতে অব-তীর্ণ হইলেন এবং আর্ত্ত ও শোক মোহ পরিপ্লুত হইয়া বাষ্পাকুল-নয়নে তাঁহার নিকট গমন করি-লেন। তথায় গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বন্দনা করত কহিতে লাগিলেন, হে ভারত! আপনার মঙ্গল হউক, আমি কর্ণ; আপনি আমার প্রতি ক্ষেমকর বাক্য প্রয়োগ ও নেত্রপাত করুন। বোধ করি, কেহ সুকৃতের ফল সম্যক্ ভোগ করিতে পায় না, যেহেতু আপনি ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ হইয়াও ভূতলে শয়ন করিয়াছেন। হে কুরুসত্তম! আমি এক্ষণে কুরুদিগের কোশ-সঞ্চয়, মন্ত্রণা, ব্যূহ রচনা ও প্রহ-রণ বিষয়ে এমন কোন বিশুদ্ধ বুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তিকে সহায় দেখিতেছি না, যে, কুরুগণকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে? আপনি বহু বহু যোধগণকে বিনাশ করিয়া এক্ষণে পরলোকে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ ভূপাল! যেমন সংক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রগণ মৃগক্ষয় করে, সেইরূপ পাণ্ডবগণ অদ্যাবধি কুরুক্ষয় করিবেক। যেমন অসুরগণ বজ্রপাণি হইতে ভীত হয়, সেইরূপ অদ্য কুরুগণ গাণ্ডীব ঘোষের বীর্য্যজ্ঞ হইয়া সব্যসাচী অর্জ্জুন হইতে ত্রাসিত হই-বেক। অদ্য অশনি-স্বন সদৃশ গাণ্ডীব মুক্ত শর সক-লের শব্দ কুরু ও অন্যান্য পার্থিবগণকে ত্রাসিত করিবেক। হে বীর! যেমন সমিদ্ধ মহাজ্বাল অগ্নি বৃক্ষগণকে দহন করে, সেইরূপ অদ্য কিরীটীর বাণ সকল ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দগ্ধ করিবেক। অরণ্যে বায়ু ও অগ্নি একত্রিত হইয়া যে যে স্থানে বিচরণ করে, সেই সেই স্থলেই ভূরি ভূরি তৃণ গুল্ম ও দ্রুমগণকে দহন করে। অর্জ্জুন সমুদ্ধৃত অগ্নিতুল্য এবং কৃষ্ণ বায়ু তুল্য, ইহাতে সংশয় নাই, ইহাঁরা উভয়ে মিলিত হইয়া অদ্য কুরু বন দগ্ধ করিবেন। হে নরসিংহ ভারত! পাঞ্চজন্য ও গাণ্ডীবের শব্দ শুনিয়া সমস্ত কুরু-সৈন্যই ভয় প্রাপ্ত হইবেক। হে বীর! আপনা ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়েরা অমিত্রকর্ষী রথারূঢ় কপি-ধ্বজের রণ সমাগমে তাঁহার শব্দ সহ্য করিতে সক্ষম হইবেক না। মনীষীগণ যাঁহার দিব্য কর্ম্ম সকলের প্রশংসা করেন, আপনা ব্যতিরেকে কোন্ রাজা সেই অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়েন? মহাত্মা ত্র্যম্বকের সহিত যাঁহার অলৌকিক সংগ্রাম হইয়াছিল, যিনি সেই ত্র্যম্বক হইতে অপর সাধা-রণের দুর্লভ বর প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাকে মাধব রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আপনি দেব দানব-পূজিত ক্ষত্রিয়ান্তকর রামকে রণে পরাজিত করিয়াছিলেন, আপনি তাদৃশ বীর্য্যশালী হইয়াও যাঁহাকে পূর্ব্বে জয় করিতে পারেন নাই, সেই রণ-শ্লাঘী পাণ্ডু-পুত্রের সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারিবে? এক্ষণে যদি আপনি আমাকে অনুমতি করেন, তবে আমি অদ্য সেই দৃষ্টিবিষ সুঘোর শূর আশীবিষ-তুল্য যুদ্ধশৌণ্ড পাণ্ডবকে অস্ত্র বলে নিপাত করিতে সক্ষম হই।

কর্ণ বাক্যে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, কুরু বৃদ্ধ পিতামহ, কর্ণের ঐ রূপ পুনঃপুন কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে দেশ-কালোচিত এইরূপ কথা কহিলেন, যেমন সমুদ্র সিন্ধু গণের, ভাস্কর জ্যোতির্গণের, সাধুগণ সত্যের, উর্ব্ব-

রা ভূমি বীজ সকলের এবং পর্জ্জন্য স্থাবর জঙ্গমগণের আশ্রয়, সেইরূপ তুমি সুহৃদ্গণের আশ্রয় হও। যে প্রকার অমরগণ ইন্দ্রের অনুজীবী হয়েন, সেইরূপ তোমার বান্ধবগণ তোমার অনুজীবী হউন। তুমি শত্রুগণের মান হানি করিয়া মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া দেবগণের গতি বিষ্ণুর ন্যায় কৌরবগণের গতি হও। হে কর্ণ! তুমি দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া স্বীয় বাহুবল বীর্য্য দ্বারা রাজপুরে গমন করিয়া কাম্বোজগণকে, গিরিব্রজে গমন করিয়া নগ্নজিৎ প্রভৃতি রাজগণকে ও বিদেহ, গান্ধার এবং অম্বষ্ঠগণকে জয় করিয়াছ। হে কর্ণ! তুমি পূর্ব্বে হিমালয়ের দুর্গবাসী রণ-কর্কশ কিরাতগণকে জয় করিয়া দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী করিয়াছ। তুমি যুদ্ধে উৎকল, মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, নিষাদ, ত্রিগর্ত্ত ও বাহ্লীক রাজগণকে পরাজিত করিয়াছ। হে বীর কর্ণ! তুমি দুর্য্যোধনের হিতৈষী হইয়া মহাবল বীর্য্য দ্বারা বহু বহু রাজগণকে সেই সেই সংগ্রামে পরাজয় করিয়াছ। হে তাত! যেমন দুর্য্যোধন কৌরবদিগের গতি, সেই রূপ জ্ঞাতিকুল বান্ধবের সহিত তুমিও কৌরবদিগের গতি হও। আমি শিব-বচনে তোমাকে বলিতেছি, যাও, শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর; যুদ্ধে কুরুগণকে অনুশাসন কর এবং দুর্য্যোধনের জয়াধান কর। দুর্য্যোধন যেমন আমার পৌত্র-সম, সেই রূপ তুমিও আমার পৌত্র-তুল্য; অতএব ধর্ম্মত আমরা দুর্য্যোধনের নিকট যেরূপ, তোমার পক্ষেও সেই রূপ। হে নরশ্রেষ্ঠ! মনীষীগণ কহেন, সাধুদিগের যৌন-সম্বন্ধ অপেক্ষাও সাধুসম্বন্ধ বিশিষ্ট, অতএব তুমি সত্যে সঙ্গত হইয়া "এই সকল কুরুগণ আমার" এই রূপ নিশ্চয় করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। সূর্য্যতনয় কর্ণ এই রূপ ভীষ্ম বচন শুনিয়া তাঁহার চরণে অভিবাদন করিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণ সন্নিধানে গমন করিলেন। কর্ণ আসিয়া যোদ্ধা নরগণের যুদ্ধার্থ অপ্রতিম মহৎ অবস্থিতি দেখিয়া সেই সকল ব্যূহিত ও অস্ত্রবদ্ধোরস্ক সৈন্যগণকে সম্যক্ উৎসাহিত করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরুগণ সেই মহাবাহু সর্ব্ব সেনাগ্রণী মহাত্মা কর্ণকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দ সহকারে ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত, সিংহনাদ ও ধনুঃশব্দ ইত্যাদি বিবিধ নিনাদ দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্ পূজা করিলেন।

কর্ণাশ্বাসে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দুর্য্যোধন রথস্থ পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া হর্ষ-পুলকিতচিত্তে কহিলেন, মদীয় সৈন্য সকল তোমার ভুজবলরক্ষিত হইয়া সনাথ হইল মনে করিতেছি, এক্ষণে যাহা সমুচিত ও হিত হয়, তাহা অবধারণ কর।

কর্ণ কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনিই তাহা বলুন, যেহেতু আপনি প্রাজ্ঞতম রাজা; অর্থপতি যেরূপ কার্য্য দর্শন করিতে পারেন, অপরে সে প্রকার পারে না। হে নরেশ্বর! আমরা সকলেই আপনকার অভিপ্রায় শ্রবণে অভিলাষ করিতেছি, আমি জানি আপনি অন্যায্য কথা বলেন না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, কর্ণ! বয়ঃক্রম, বিক্রম ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ব যোধগণ-সম্মত ভীষ্ম সেনানী হইয়াছিলেন। সেই অতি যশস্বী মহাত্মা ভীষ্ম উত্তম যুদ্ধ দ্বারা দশ দিন আমাদিগের সেনাগণকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার পর কাহাকে সেনাপতি করিতে বিবেচনা কর? হে যোধপ্রবর কর্ণ! যেমন জলে নাবিক-শূন্য নৌকা হীয়মান হয়, সেই রূপ নায়ক ব্যতিরেকে সেনাগণ মুহূর্ত্ত কালও স্থিতি করিতে পারে না। কর্ণধার-রহিত নৌকা ও সারথি শূন্য রথ যেমন শীঘ্র নষ্ট হয়, সেই রূপ সেনাপতি ব্যতিরেকে সেনাগণ নষ্ট হয়। যেমন বিদেশীয় বণিক্ ব্যক্তি অপরিচিত পথে মহাবিপদে পতিত হয়, সেই রূপ নায়ক-হীন সেনা সমস্ত বিপদ্

প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি মদীয় সমস্ত সৈন্যস্থ মহাত্মাদিগের মধ্যে ভীষ্ম সদৃশ উপযুক্ত এক জন সেনাপতি অনুসন্ধান কর। তুমি যাহাকে উপযুক্ত বোধ করিবে, আমরা তাঁহাকেই সেনাপতি করিব, সংশয় নাই।

কর্ণ কহিলেন, এই বর্ত্তমান পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাজগণ সকলেই সেনাপতি হইতে পারেন, সংশয় নাই। ইহাঁরা সকলেই কুল, দৃঢ়কায়, জ্ঞান, বল, বিক্রম ও বুদ্ধি-সম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, যুদ্ধে অনিবর্ত্তী এবং অগ্রগামী; তবে একদা সকলকেই সেনাপতি করা হইতে পারে না; তন্নিমিত্ত ইহাঁদিগের মধ্যে বিশেষ গুণ-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে সেনাপতি করা উচিত। কিন্তু এই রাজগণ পরস্পর স্পর্দ্ধী; ইহাঁদিগের মধ্যে এক জনের সম্মান করিলে অপরেরা বিমনা হইবেন এবং আপনার হিতকর হইয়া যুদ্ধ করিবেন না। অতএব ঐ সর্ব্ব যোধশ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ স্থবির আচার্য্য দ্রোণকে সেনাপতি করা কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের প্রণীত নীতিশাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ থাকিতে অপর কেহ সেনাপতি হইতে পারেন না? হে ভারত! দ্রোণ সমরাগ্রণী হইলে আপনার সমস্ত রাজগণ মধ্যে কোন যোদ্ধা এমত নাই, যে, তাঁহার অনুগমন না করিবেন। হে রাজন্! উনি সেনাপতি-প্রধান, শস্ত্রধারি-প্রধান, বুদ্ধিমান্‌গণের প্রধান এবং আপনার গুরু। হে দুর্য্যোধন! যেমন দৈত্য-জয়ার্থী অমরগণ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়াছিলেন, সেই রূপ এই আচার্য্যকে আপনি শীঘ্র সেনাপতি করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বচন শুনিয়া সেনা মধ্যগত দ্রোণকে কহিতে লাগিলেন, আপনি বর্ণ, কুল, শাস্ত্র, বয়ঃক্রম, বুদ্ধি, বীর্য্য, নৈপুণ্য, অধৃষ্যত্ব, অর্থজ্ঞান, নীতি, জয়, তপস্যা, কৃতজ্ঞতা ও অনান্য সমস্ত গুণে শ্রেষ্ঠ; আপনার সমান আর কেহ রাজগণের রক্ষিতা নাই। হে দ্বিজসত্তম! যেমন ইন্দ্র দেবগণকে রক্ষা করেন, সেই রূপ আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন; আমি আপনাকে সেনানায়ক করিয়া শত্রু জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যেমন কপালী রুদ্রগণের, পাবক বসুগণের, কুবের যক্ষগণের, ইন্দ্র দেবগণের, বশিষ্ঠ বিপ্রগণের, ভাস্কর জ্যোতির্গণের, ধর্ম্মরাজ পিতৃগণের, বরুণ জলজন্তুগণের, শশী নক্ষত্রগণের ও উশনা দৈত্যগণের শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ আপনি আমাদিগের সর্ব্ব সেনাপতিদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়া সেনাপতি হউন। হে অনঘ! এই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আপনার বশবর্ত্তিনী হউক, আপনি এই সকল সেনায় ব্যূহ সজ্জিত করিয়া, যেমন ইন্দ্র দানব নাশ করেন, সেই রূপ শত্রু জয় করুন। যেমন কার্ত্তিকেয় দেবতাদিগের অগ্রে গমন করেন, সেই রূপ আপনি আমাদিগের অগ্রে গমন করুন। যেমন গোগণ বৃষভের অনুগমন করে, সেই রূপ আমরা যুদ্ধে আপনকার অনুগমন করিব। উগ্রধন্বা মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন আপনাকে অগ্রে দেখিয়া দিব্য শরাসন বিস্ফারণ করিয়া প্রহার করিতে পারিবেন না। হে পুরুষসিংহ! আপনি সেনাপতি হইলে আমি সানুচর সবান্ধব যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয় করিতে পারিব।

সঞ্জয় কহিলেন, দুর্য্যোধন দ্রোণকে এই রূপ কহিলে, সমস্ত রাজগণ মহৎ সিংহনাদ দ্বারা আপনার পুত্রকে আনন্দিত করিয়া দ্রোণকে জয় জয় শব্দে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সেনাগণও সহর্ষ-চিত্তে দুর্য্যোধনকে অগ্রে করিয়া মহাযশঃ-প্রার্থী হইয়া দ্বিজোত্তম দ্রোণকে সম্বর্দ্ধনা করিল।

দ্রোণ কহিলেন, আমি ষড়ঙ্গ বেদ, মানবী অর্থবিদ্যা, শৈব ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র জানি। তোমরা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আমার যে সকল গুণ বলিলে, আমি সেই সকল গুণ সার্থক করিবার অভিলাষে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব। হে রাজন্! আমি রণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে কোন প্রকারে বিনাশ করিতে পারিব না; সেই পুরুষর্ষভ আমারই বধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। আমি সমস্ত সোমবংশকে নাশ

করত যুদ্ধ করিব, পাণ্ডবগণ হর্ষিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দুর্য্যোধন এই রূপে দ্রোণের অনুজ্ঞাত হইয়া যথাবিধি দ্রোণকে সেনাপতি করিলেন। যেমন পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ স্কন্দকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই রূপ দুর্য্যোধন-প্রভৃতি রাজগণ দ্রোণকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর দ্রোণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলে নানাবিধ বাদিত্র ধ্বনি ও শঙ্খের মহাশব্দে হর্ষ প্রাচুর্ভূত হইল। অনন্তর কৌরবেরা দ্বিজবরগণের পুণ্যাহ ঘোষণা, স্বস্তিবাদ, সূত মাগধ ও বন্দিগণের স্তব, গীত ও জয় শব্দ এবং সৈন্যদিগের নর্ত্তন দ্বারা দ্রোণকে যথাবিধি সৎকার করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত বোধ করিলেন।

দ্রোণাভিষেকে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারথ ভারদ্বাজ দ্রোণ সৈনাপত্য প্রাপ্ত ও আপনার পুত্রগণের সহিত জয়ার্থী হইয়া সৈন্যগণকে যথাবিধি ব্যূহিত করিয়া প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সিন্ধুরাজ, কলিঙ্গরাজ ও আপনকার পুত্র বিকর্ণ বর্ম্মিত হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তৎ পশ্চাৎ শকুনি, প্রবর অশ্বসাদী বিমল প্রাসযোধী গান্ধারগণের সহিত প্রয়াণ করিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রভৃতি রাজগণ যত্নবান্ হইয়া বাম দিক্ রক্ষা করত গমন করিতে লাগিলেন। তৎ পশ্চাৎ যবন ও শকগণ কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণকে অগ্রে করিয়া মহাবেগবান্ অশ্বে ধাবমান হইলেন। মদ্র, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, শিবিগণ, শূরসেন, শূদ্র, মলদ, সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে পুরস্কৃত করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া গমন করিলেন। সূর্য্যনন্দন কর্ণ সৈন্যদিগকে বলবর্দ্ধিত ও স্ব সৈন্যগণকে হর্ষযুক্ত করত সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন। তাঁহার মহাকায় প্রদীপ্ত সূর্য্যদ্যুতি হস্তিকক্ষ মহাকেতু স্বকীয় সেনাগণকে হর্ষিত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। তখন কর্ণকে দেখিয়া কেহ ভীষ্ম পতন জন্য ব্যসন মনে করিলেন না,—সমস্ত রাজা ও কুরুগণ ভীষ্ম শোক বিস্মৃত হইলেন। বহু বহু যোধগণ মিলিত ও হৃষ্ট হইয়া কহিতে লাগিল, যে, পাণ্ডবগণ কর্ণকে দেখিয়া রণে অবস্থান করিতে পারিবে না। কর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারেন, ইহাতে হীনবীর্য্য, হীনপরাক্রম, পাণ্ডবদিগকে যে, জয় করিবেন, তাহার আর কথা কি? বাহুশালী ভীষ্ম রণে পার্থগণকে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু কর্ণ রণে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। হে নরনাথ! তাহারা এই রূপ জল্পনা দ্বারা রাধেয় কর্ণকে পূজা ও প্রশংসা করত নির্গত হইল।

হে রাজন্! দ্রোণ আমাদিগের দলে শকট ব্যূহ রচনা করিলেন। বিপক্ষ পাণ্ডবগণের দলে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ প্রীত মনে ক্রৌঞ্চ ব্যূহ বিধান করিলেন। তাঁহাদিগের ব্যূহ প্রমুখে পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া অবস্থিত হইলেন। অমিততেজা মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন পার্থের সর্ব্ব সৈন্যের ককুদ ও সর্ব্ব ধনুষ্মানের আশ্রয় স্বরূপ আদিত্যপথগামী কপিকেতু তৎ পক্ষীয় সৈন্য গণকে প্রদীপ্ত করিতে লাগিল। যেমন যুগান্তকালে প্রজ্বলিত সূর্য্যকে পৃথিবী প্রকাশ করিতে দেখাযায়, সেই রূপ ধীমান্ পার্থের সেই কেতু সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ যোধগণের শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব, ভূতশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও চক্রশ্রেষ্ঠ সুদর্শন, এই চারি তেজ বহন করত বিপক্ষ পক্ষের অগ্রে উদ্যত কালচক্রের ন্যায় স্থিতি করিতে লাগিল। আপনকার সৈন্যগণের অগ্রে কর্ণ এবং বিপক্ষ সৈন্যগণের অগ্রে অর্জ্জুন, এই দুই মহাত্মা এই রূপে স্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে সেই কর্ণ ও অর্জ্জুন সমরে পরস্পর জাতসংরম্ভ,

সযত্ন ও বধৈষী হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহসা মহারথ দ্রোণ সমাগত হইলে পর বসুধা ঘোরতর আর্ত্তনাদে সহসা পরিপূর্ণা হইয়া কাঁপিতে লাগিল। পরে কৌশেয় নিকর সদৃশ তীব্র তুমুল ধূলিপটলী বাতোদ্ধূত হইয়া দিবাকর ও আকাশকে সমাবৃত করিল। মেঘশূন্য আকাশ হইতে মাংস, অস্থি ও রুধির বর্ষণ হইতে লাগিল। হে নৃপ! সহস্র সহস্র গৃধ্র, শ্যেন, কাক, বক ও বায়স আপনার সেনাগণের উপর্য্যুপরি পড়িতে লাগিল। বহু বহু ভয়প্রদ গোমায়ুগণ নিদারুণ রব করত মাংস ভক্ষণ ও শোণিতপানোৎসুক হইয়া আপনার সেনাগণের দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমন করিতে লাগিল। সেই সংগ্রাম স্থলে জাজ্বল্যমানা উল্কা পুচ্ছে সমাবৃতা হইয়া নির্ঘাত ও কম্পনের সহিত, আপনার সমুদায় সেনাগণ সমক্ষে দীপ্যমানা হইয়া পড়িতে লাগিল। হে রাজন্! সেনাপতি প্রয়াণ করিলে সূর্য্যের মহান্ পরিবেশ, সবিদ্যুৎ ও গর্জ্জনশীল মেঘে সমাযুক্ত হইল। বীরগণের জীবন ক্ষয়কারক এই সকল দুর্নিমিত্ত ও অনান্য বহু প্রকার সুদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। অনন্তর পরস্পর বধৈষী কুরু পাণ্ডব সেনাদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাঁহাদিগের শব্দ দ্বারা জগৎ আপূরিত হইল। সেই সুসংরব্ধ প্রহারী জয়াকাঙ্ক্ষী পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর নিশিত শর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধর মহাদ্যুতি অর্জ্জুন শত শত তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করত মহাবেগে অভিধাবন করিলেন। হে রাজন্! পাণ্ডব গণ দ্রোণকে আগত দেখিয়া সৃঞ্জয়গণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার প্রতি পৃথক্ পৃথক্ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন বাত দ্বারা মেঘগণ বিশীর্ণ হয়, সেই রূপ মহতী পাঞ্চাল সেনা দ্রোণ দ্বারা ভিদ্যমানা সঙ্কোভিতা ও বিশীর্ণা হইতে লাগিল। দ্রোণ যুদ্ধে বহু বহু দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করত ক্ষণ কাল মধ্যে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে পীড়িত করিলেন। যেমন দানবগণ বাসব-কর্ত্তৃক বধ্যমান হয়, সেই রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোবর্ত্তী পাঞ্চালগণ দ্রোণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহারথ দিব্যাস্ত্রবিৎ শূর যাজ্ঞসেনি ধৃষ্টদ্যুম্ন শর বর্ষণ দ্বারা দ্রোণ-সৈন্যকে বিবিধ প্রকারে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। বলবান্ পৃষত-সন্তান শর বর্ষণ দ্বারা দ্রোণের শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া সমস্ত কুরু সৈন্যকে বধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ সংগ্রামে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়া স্ব সৈন্যদিগকে বিশেষ রূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। যেমন ইন্দ্র অতিক্রুদ্ধ হইয়া দানবগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করেন, সেই রূপ দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি সহসা মহৎ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন সিংহ দ্বারা ক্ষুদ্র মৃগগণ বিভিন্ন ও বিশীর্ণ হয়, সেই রূপ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ দ্রোণ শরে কম্পমান হইয়া ভগ্ন হইতে লাগিল। হে রাজন্! বলী দ্রোণ পাণ্ডবগণের সৈন্য মধ্যে প্রজ্বলিত অলাতচক্রের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তিনি ব্যোমচর নগর রূপ, শাস্ত্র বিধানানুসারে কল্পিত, বাতচঞ্চল পতাকা-সংযুক্ত, নৃত্যরূপ গতি বিশেষে গম্যমান অশ্বে সংযোজিত, দেদীপ্যমান, স্ফটিকবৎ বিমল-কেতু-যুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া শত্রু সেনাগণকে ত্রাসিত করত সংহার করিতে লাগিলেন।

দ্রোণ-পরাক্রমে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডবগণ দ্রোণকে সেই রূপে আপনাদিগের অশ্ব, সারথি, রথ, হস্তী, নিহত করিতে দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কোন প্রকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনঞ্জয়কে কহিলেন, তোমরা সর্ব্ব প্রকার যত্নে দ্রোণকে নিবারিত কর। অর্জ্জুন, অনুগ গণ সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সমুদায় মহারথগণ যুধ্যমান

দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। কৈকেয়গণ, ভীমসেন, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, মৎস্যরাজ, দ্রুপদ-পুত্রগণ, দ্রৌপদী-পুত্রগণ, ধৃষ্টকেতু, সাত্যকি, চেকিতান, মহারথ যুযুৎসু ও অন্যান্য পাণ্ডবানুগত পার্থিবগণ ক্রুদ্ধ ও হৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব কুলবীর্য্যানুরূপ অনেক প্রকার সমর কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ভারদ্বাজ দ্রোণ রণে সেই সেনাগণকে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সংরক্ষ্যমাণ দেখিয়া কোপে চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণন করত দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ু মেঘগণকে কম্পিত করে, সেই রূপ সমর-দুর্ম্মদ দ্রোণ তীব্র কোপে রথে অবস্থান করিয়া পাণ্ডব সেনা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন; উন্মত্তের ন্যায় হইয়া রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি গণের প্রতি ধাবন করত বিচরণ করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! তাঁহার বাতবেগ রক্তবর্ণ কুলীন অশ্বগণ রক্তলিপ্তাঙ্গ ও অবিশ্রান্ত হইয়া গমন করত শোভা প্রকাশ করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণের যোধগণ অন্তকতুল্য ধাবমান যতব্রত ক্রুদ্ধ দ্রোণকে দেখিয়া ইতস্তত বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্যদিগের পলায়ন, পুনরাবর্ত্তন, অবস্থিতি ও দর্শন সময়ে ভয়ানক পরম দারুণ শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দ শূরগণের হর্ষ-জনক ও ভীরুগণের ভয়ানক হইয়া সমুদায় পৃথিবী বিবর ও আকাশ বিবর পরিপূরিত করিল। অনন্তর পুনরায় দ্রোণ রণ স্থলে আপন নাম শ্রবণ করাইয়া শত্রুগণের প্রতি শত শত শর বিকিরণ করত আপনাকে ভয়ানক রূপ করিয়া তুলিলেন। হে প্রভো! সেই বলী স্থবির দ্রোণ যুবা সদৃশ হইয়া পাণ্ডুপুত্রের সেনাগণ মধ্যে কালবৎ উগ্ররূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যোধগণের মস্তক ও অলঙ্কৃত বাহু কর্ত্তন পূর্ব্বক প্রতি পক্ষ রথ সকল মনুষ্য শূন্য করত মহারব করিয়া উঠিলেন। হে বিভো! তাঁহার হর্ষ শব্দে ও বাণ বেগ দ্বারা রণে প্রতিযোধগণ শীতার্দ্দিত গোগণের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। দ্রোণের রথঘোষ, জ্যানিনাদ ও ধনুঃ শব্দ দ্বারা আকাশে মহাশব্দ হইতে লাগিল। তাঁহার ধনুর্নিষ্ক্রান্ত সহস্র সহস্র বাণ, সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন করত রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতির উপর পড়িতে লাগিল। পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সেনাগণ ধনুকের মহাবেগ সমুৎপাদক ও অস্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি স্বরূপ সেই দ্রোণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্রোণ সেই কুঞ্জর অশ্ব পদাতি সহিত প্রতিপক্ষ সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি অচির কাল মধ্যে মহীকে শোণিত কর্দ্দমময়ী করিলেন। অনবরত পরমাস্ত্র বিস্তৃতি ও শর সমূহ নিক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দিকে শরজাল সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার কৃত শরজাল সমস্ত দিকেই দৃষ্ট হইল। যেমন মেঘ সকলে বিদ্যুৎ বিচরণ করে, সেই রূপ তাঁহার রথকেতুকে পদাতি, অশ্ব ও রথে বিচরণ করিতে দেখা গেল। দ্রোণ অদীন-চিত্তে ধনুর্বাণ হস্তে কৈকেয়-রাজ পঞ্চভ্রাতা ও পাঞ্চাল-রাজকে শর দ্বারা নির্ম্মথিত করিয়া যুধিষ্ঠির সৈন্যে ধাবমান হইলেন।

ভীমসেন, ধনঞ্জয়, শিনি-পৌত্র, দ্রুপদপুত্রগণ, শৈব্যনন্দনগণ, কাশিপতি ও শিবিরাজা, হর্ষ সহকারে নিনাদ করিয়া শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন করিলেন। দ্রোণের ধনুর্নিঃসৃত সুবর্ণ-চিত্র পুঙ্খ বাণ সকল তাঁহাদিগের গজ, অশ্ব ও পদাতি-বর্গের শরীর ভেদ করিয়া শোণিত লিপ্ত গাত্রে মহী প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই রণ-ভূমি শর-নিকৃত্ত পতিত যোধ, গজ ও অশ্ব গণ দ্বারা সমাবৃত হইয়া কাল মেঘ সমাবৃত আকাশের ন্যায় হইল। দ্রোণ আপনার পুত্রের হিতৈষী হইয়া শিনি-পৌত্র, ভীম, অর্জ্জুন, অভিমন্যু, বাহিনীপতি পাঞ্চাল, কাশিপতি ও অন্যান্য বীরগণকে সহসা মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হে কৌরবেন্দ্র ভূপাল! সেই মহাত্মা দ্রোণ সমরে এই সকল ও অন্যান্য পরাক্রম কার্য্য করিয়া, যেমন প্রলয় কালীন সূর্য্য সমস্ত লো-

ককে সন্তাপিত করেন, সেই রূপ বিপক্ষ পক্ষ প্রতাপিত করিয়া ইহ লোক হইতে স্বর্গ গমন করিলেন। সেই স্বর্ণরথারূঢ় শূর দ্রোণ এই রূপে পাণ্ডব পক্ষীয় শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধা সংহার করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক রণে নিপাতিত হইলেন। সেই ধৃতিমান্ দ্রোণ, সমরে অনিবর্ত্তী শৌর্য্যসম্পন্ন দুই অক্ষৌহিণী হইতেও অধিক প্রতিপক্ষ সেনা নিপাত করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! স্বর্ণ-রথস্থ দ্রোণ অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়া পাণ্ডব সহ পাঞ্চালগণ-কর্ত্তৃক অশুভ ও ক্রূর কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা নিহত হইলেন। হে রাজন্! যুদ্ধে আচার্য্য নিহত হইলে প্রাণীগণ ও সেনাগণের নিনাদে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। প্রাণীগণের 'অহো ধিক্' এই শব্দ ভূমি, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, দিক্ ও বিদিক্ অনুনাদিত করিয়া তুমুল রূপে উত্থিত হইল। দেবগণ, পিতৃগণ এবং তাঁহার পূর্ব্বতন বান্ধব গণ মহারথ ভারদ্বাজকে সেই রণ-স্থলে নিহত দেখিতে পাইলেন। পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, সেই সিংহনাদ দ্বারা মহীমণ্ডল কম্পিত হইল।

দ্রোণ বধ শ্রবণে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সর্ব্ব শস্ত্রধারিগণের মধ্যে অস্ত্রযুদ্ধ-নিপুণ দ্রোণ এমন কি কর্ম্ম করিতেছিলেন যে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাঁহাকে হনন করিতে পারিল? তাঁহার কি রথ ভঙ্গ হইয়াছিল? কি তাঁহার শর নিক্ষেপ কালে ধনুক বিশীর্ণ হইয়াছিল? কিম্বা তিনি অনবহিত ছিলেন যে, তাহাতে তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন? হে তাত! সেই মহারথ, দান্ত, শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষণীয়, কৃতী, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দূর লক্ষ্যবেধী, বিচিত্রযোধী, অস্ত্রযুদ্ধে পারগ, দিব্যাস্ত্রধারী, অক্ষয় বীর রণে যত্নপরায়ণ হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে স্বর্ণপুঙ্খ অনেক অনেক বাণ সমূহ বিকিরণ করত দারুণ কর্ম্ম করিতে থাকিলে পার্ষত-বংশীয় পাঞ্চালরাজ-পুত্র কিপ্রকারে তাঁহাকে বধ করিল? যখন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক দ্রোণ নিহত হইলেন, তখন আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, দৈবই পুরুষকার অপেক্ষা বলবান্। যে বীরেতে যোজন, সন্ধান, মোক্ষ ও সংহার এই চতুর্ব্বিধ অস্ত্র-বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যিনি ধনুর্বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রযোদ্ধাদিগের আচার্য্য ছিলেন, তাঁহাকে আমার নিকটে যুদ্ধে নিহত কীর্ত্তন করিতেছ! অদ্য সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত স্বর্ণ-রথস্থ স্বর্ণ-পরিচ্ছদ দ্রোণ হত হইয়াছেন শুনিয়া আমি শোক নিবারণ করিতে পারিতেছি না। সঞ্জয়! পর দুঃখে কেহ মরে না, ইহা নিশ্চিত; যেহেতু আমি দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত দ্রোণকে নিহত শুনিয়াও জীবিত আছি। যখন আমাদিগের নীতি-প্রদর্শক নিয়ন্তা দ্রোণাচার্য্য বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, তখন দৈবই শ্রেষ্ঠ বোধ করিতেছি; সুনীতি বা পৌরুষ কোন কার্য্যকর নহে। আমার হৃদয় নিশ্চিত পাষাণময়; যেহেতু দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়াও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ ও রাজপুত্রগণ ব্রাহ্ম ও দৈব অস্ত্র-বিদ্যা নিমিত্ত যাঁহাকে উপাসনা করিতেন, তিনি কি প্রকারে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলেন? সাগরের শোষণ, সুমেরুর গমন ও ভাস্করের পাতনের ন্যায় দ্রোণের পাতন আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। যে শত্রুতাপন দ্রোণ দুষ্টগণের প্রতিষেদ্ধা ও ধার্ম্মিকগণের রক্ষিতা ছিলেন, যিনি দীন দুঃস্থগণের নিমিত্ত প্রাণ দান পর্য্যন্তও করিতেন, যাঁহার বিক্রমে আমার মন্দভাগ্য পুত্রের জয়াশা ছিল; যিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সমান ছিলেন, তিনি কি প্রকারে হত হইলেন? তাঁহার সেই সকল রক্তবর্ণ, বৃহৎ, হিরণ্ময় জাল-সমাবৃত, বাতজব, রণে সর্ব্ব শস্ত্রের অতিগামী, বলশালী, হ্রেষারবকারী, দান্ত, সাধু-বাহী, সংগ্রাম দৃঢ় সিন্ধু-দেশীয় অশ্বগণ কি বিহ্বল হইয়াছিল? হে তাত! সেই দ্রোণের সুবর্ণ রথে নিযুক্ত ঘোটক সকল হস্তিগণের বৃংহিত, শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনি,

ধনুর্গুণ শব্দ, শর বর্ষণ ও অন্যান্য শস্ত্র সকল সহ্য করিতে পারিত; তাহারা ব্যথা বা শ্বাস দ্বারা ক্লিষ্ট হইত না এবং শীঘ্রগামী, শত্রুগণের অজেয় ও নর-বীর জন কর্ত্তৃক সমাহিত ছিল; সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা শত্রু-পরাজয়ের সম্ভাবনাই ছিল; এতাদৃশ ঘোটক সকল পাণ্ডব-সেনা হইতে কি হেতু উত্তীর্ণ হইতে পারিল না? যিনি যুদ্ধে বিপক্ষ শূরদিগকে ক্রন্দন করাইতেন, এতাদৃশ দ্রোণ স্বর্ণ শোভিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া কি রূপ কার্য্য করিয়াছিলেন? ধনুর্দ্ধরগণ সমস্ত লোক মধ্যে যাঁহার বিদ্যা উপজীব্য করেন, সেই বলবান্ সত্যসন্ধ দ্রোণ যুদ্ধে কি কার্য্য করিয়াছিলেন? স্বর্গে ইন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ সেই ভীষণ-কর্ম্মা দ্রোণের প্রত্যুদ্গমন কোন্ কোন্ মহারথ করিয়াছিলেন? সেই সংগ্রামে পাণ্ডবগণ স্বর্ণ-রথস্থ দিব্যাস্ত্রবর্ষী মহাবল দ্রোণকে দেখিয়া পরাহত হইয়াছিল; পরে আবার পাঞ্চাল্য, অনুজগণ ও সর্ব্ব সৈন্যের সহিত ধর্ম্মরাজ কি প্রকারে দ্রোণকে সর্ব্ব প্রকারে আক্রমণ করিলেন? বোধ হয়, অগ্রে অর্জ্জুন অস্মৎপক্ষীয় অন্যান্য রথীকে অজিহ্মগ শর দ্বারা সমাবৃত করিয়াছিলেন; তৎপরে পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিরীটী-সংরক্ষিত ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতীত অপর কাহাকেও এমন দেখি না যে, তেজস্বী দ্রোণকে বধ করিতে পারে। আমি বোধ করি, যেমন পিপীলিকাগণ কর্ত্তৃক উদ্বেজিত সর্পকে যে কোন ব্যক্তি সংহার করিতে পারে, সেই রূপ পাঞ্চালাধম শূর ধৃষ্টদ্যুম্ন কেকয়, চেদি, কারূষ, মৎস্য ও অন্যান্য দেশীয় রাজগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া, দুষ্কর কর্ম্মে সংসক্ত আচার্য্যকে নিহত করিয়াছে। যিনি সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া, স্রোত সকলের আশ্রয় সাগরের ন্যায়, ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় ছিলেন, যে শত্রুতাপন দ্রোণ ক্ষাত্রধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মেরই আশ্রিত ছিলেন; সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি প্রকারে শস্ত্র দ্বারা বধ প্রাপ্ত হইলেন? তিনি অসহিষ্ণু হইয়া পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে সর্ব্বদা আমা হইতে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু যে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, সেই কর্ম্মের ফল এই। লোকে সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরগণ যাঁহার কর্ম্মের অনুজীবী, সেই সত্যসন্ধ সুকৃতী দ্রোণকে পাণ্ডবেরা রাজ্যাভিলাষে কি প্রকারে নিহত করিল? যিনি স্বর্গস্থ ইন্দ্র-তুল্য শ্রেষ্ঠ মহাসত্ত্ব মহাবল ছিলেন, যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যগণ তিমিকে নিহত করে, সেই রূপ পার্থগণ তাঁহাকে কি প্রকারে নিহত করিল? ক্ষিপ্রহস্ত বলবান্ দৃঢ়ধনুঃ ও অরিন্দম কোন পুরুষ বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া যাঁহার নিকটে সমাগত হইলে জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে পারিত না এবং বেদকামী ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মঘোষ ও ধনুর্ব্বেদী রাজগণের জ্যাঘোষ যাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করিত না; সেই অদীন পুরুষশ্রেষ্ঠ লজ্জাশীল অপরাজিত সিংহ ও হস্তি সদৃশ বিক্রমী দ্রোণের নিধন আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। হে সঞ্জয়! যাঁহাকে ও যাঁহার বল ও যশ কেহ ধর্ষণ করিতে পারিত না, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে অন্যান্য রাজগণের সমক্ষে কি প্রকারে সমরে বধ করিল? তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট থাকিয়া কে কে অগ্রে যুদ্ধ করিয়াছিল, কে কে দুর্গম গতি স্বীকার করত তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল? কে কে সেই মহাত্মার দক্ষিণ ও বামচক্র রক্ষা করিয়াছিল? কে কে সেই যুধ্যমান বীরের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল? কে কে সেই স্থলে তনুত্যাগ করিয়া প্রতিকূল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল? তাঁহার যুদ্ধে কোন্ কোন্ বীর পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছে? তাঁহার রক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত মূঢ় ক্ষত্রিয়েরা কি ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। অথবা কেহই কি তাঁহাকে রক্ষা করে নাই? তিনি কি রক্ষকশূন্য হইয়া একাকী শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন? তিনি তো পরমাপদ্গ্রস্ত হইয়াও শূরত্ব প্রযুক্ত শত্রু

ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না, তবে শত্রু-কর্ত্তৃক কি প্রকারে হত হইলেন? হে সঞ্জয়! আর্য্য ব্যক্তি অতি বিষম আপদে যথা শক্তি পরাক্রমের কার্য্য করিবেন, এই যে বিধি আছে, তাহাও তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল,—তাত! আমার মন মুগ্ধ হইতেছে; এক্ষণে কথা নিবর্ত্তিত কর; পুনরায় লব্ধ-চেতন হইয়া তোমাকে আনুপূর্ব্বীক্রমে প্রশ্ন করিব।

ধৃতরাষ্ট্রানুতাপে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সুত-পুত্র সঞ্জয়কে এই রূপ জিজ্ঞাসা করিয়া মনো দুঃখে অত্যন্ত কাতর ও পুত্রদিগের জয়ের প্রতি নিরাশ হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। পরিচারিকাগণ তাঁহাকে সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া সুশীতল জলে সেচন ও পবিত্র-গন্ধান্বিত ব্যজন দ্বারা বীজন করিতে লাগিল। ভরতকুল স্ত্রীগণ তাঁহাকে পতিত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন এবং কর দ্বারা তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন। উত্তমাঙ্গনাগণের কণ্ঠ বাষ্প দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহারা ধীরে ধীরে ভূমিতল হইতে রাজাকে উত্থাপন করিয়া আসনে বসাইলেন। তখন রাজা মূর্চ্ছাপন্ন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া আসনে অবস্থিত হইলেন; স্ত্রীগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহীপতি ক্রমে ক্রমে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া কম্পিত কলেবরে সঞ্জয়কে পুনরায় যাথাতথ্য ক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যেমন জ্যোতি র্দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করিয়া আদিত্য উদিত হন, সেই রূপ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, দ্রোণের প্রতি সমাগত হইলে গলিতমদ, ক্রুদ্ধ, তরস্বী, প্রদীপ্ত, আসক্ত-চিত্ত এবং ঋতুমতী করিণী সঙ্গম নিমিত্ত প্রতি মাতঙ্গের প্রহারক ও প্রতি গজ-যূথপতির অজেয় মাতঙ্গ-তুল্য সেই প্রসন্নবদন যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া কোন্ যোদ্ধা দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল? যে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বীর ধৈর্য্যশীল সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির একাকী অন্যান্য বীর সমূহকে অতিক্রম করিতে পারেন; যে মহাবাহু ভীষণ দৃষ্টিপাত করিয়াই সমস্ত দুর্য্যোধন-সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন; অধিক কি, যিনি দৃষ্টিপাত মাত্রেই সৃষ্টি বিনাশ করিতে সমর্থ হন, সেই বিজয়াসক্ত অক্ষয় ধনুর্দ্ধর দান্ত বহুপূজ্য যুধিষ্ঠিরকে কোন্ কোন্ যোদ্ধা নিবারণ করিয়াছিল? মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ যোদ্ধা সেই দুর্দ্ধর্ষণীয় নরব্যাঘ্র অক্ষয় বীর ধনুর্দ্ধারী কুন্তীপুত্র রাজার নিকটে সেই রণে গমন করিয়াছিল?

যে মহাবলশালী, মহাকায়, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, অযুত হস্তি-তুল্য পরাক্রমী ভীমসেন, শত্রু সৈন্য মধ্যে মহৎ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যিনি অতি বেগে আসিয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আগত দেখিয়া কোন্ কোন্ শূর তাঁহার অভিমুখ হইয়াছিল?

যখন ধনুঃ স্বরূপ বিদ্যুৎ প্রভা-যুক্ত, জলদ সদৃশ, ভয়ঙ্কর, পরম বীর্য্যবান্, রথী, মেঘ বর্ণ রথস্তম্ভের সমাশ্রিত, মেঘ গর্জ্জন ন্যায় রথ-নেমি শব্দকারী, শর শব্দে অতি বন্ধুর, রোষ স্বরূপ পবনে উদ্ধূত, মনের অভিপ্রায়ের ন্যায় শীঘ্রগামী, মর্ম্মবেধী, বাণধারী, তুমুল-মূর্ত্তি অর্জ্জুন ইন্দ্রের ন্যায় মেঘবৎ তুমুল অশনি সম বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তল ও নেমি শব্দে সর্ব্ব দিক্ বিস্ফূর্জ্জন করত শোণিত রূপ জলে চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে মৃত মানব দেহে পৃথ্বীতল সমাকীর্ণ করিতে করিতে রৌদ্র মূর্ত্তিতে আগমন করিয়াছিলেন, এবং সেই ধীমান্ বিজয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া গৃদ্ধপত্র-সংযুক্ত শিলা-শাণিত শর সমূহে দুর্য্যোধন পুরোগামী যোদ্ধা গণকে অভিষেচন করিতেছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি রূপ হইয়াছিল? যখন সেই কপিবর-ধ্বজ পার্থ শর বর্ষণে আকাশকে সমাচ্ছন্ন করত আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া তোমরা কি প্রকার হইয়াছিলে? অর্জ্জুন যে তোমাদিগের সমীপে অতি ভীষণ শব্দ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন, সেই

গাণ্ডীবের শব্দেই তো তোমাদিগের সৈন্য বিনাশ হয় নাই ? যেমন বায়ু প্রবল বেগে বহন করত মেঘ সকল বিধ্বস্ত করে, সেই রূপ ধনঞ্জয় ত ইষু দ্বারা তোমাদিগের প্রাণ নষ্ট করেন নাই ? যাঁহার নাম শুনিলে সেনাগ্রবর্ত্তী সমস্ত লোক কম্পিত হয়, সেই গাণ্ডীবধন্বাকে কোন্ ব্যক্তি রণে সহ্য করিতে পারে! সেই অর্জ্জুনের রণে অবশ্যই সেনাগণ কম্পিত ও বীরগণ ভয়াবিষ্ট হইয়াছিল ; এমত স্থলে কোন্ কোন্ বীর দ্রোণকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই এবং কোন্ কোন্ ক্ষুদ্র ব্যক্তি ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল ? কোন্ কোন্ বীর সেই যুদ্ধে অমানুষজেতা ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ? মদীয় সেনাগণ সেই শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনের বেগ ও বর্ষাকালীন মেঘ গর্জ্জন-তুল্য গাণ্ডীব নির্ঘোষ সহিতে পারে না। কৃষ্ণ যাহার সারথি এবং ধনঞ্জয় যাহার যোদ্ধা, আমি বোধ করি, সে রথ দেবাসুরগণেরও অজেয়।

যখন সুকুমার, যুবা, শূর, দর্শনীয়, মেধাবী, নিপুণ, ধীমান্, সত্যপরাক্রম পাণ্ডুনন্দন নকুল যুদ্ধে মহাশব্দ দ্বারা সৈনিক সকলকে ব্যথিত করত দ্রোণের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল, তখন কোন্ কোন্ শূর তাহাকে অবরোধ করিল ?

যখন ক্রুদ্ধ আশীবিষ-তুল্য সুদুর্জ্জয় সহদেব যুদ্ধে মদীয় সৈন্য মর্দ্দন করত সমাগত হইয়াছিল, তখন সেই আর্য্যব্রত, অমোঘ বাণ, লজ্জাশীল, অপরাজিত সহদেবকে কোন্ কোন্ বীর অবরোধ করিল?

যিনি সৌবীর রাজের মহতী চমু ভেদ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ভোজ-কন্যাকে মহিষী গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যে পুরুষশ্রেষ্ঠে কেবল সত্য, ধৈর্য্য, শৌর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য নিত্য অবস্থান করে ; যিনি বলবান্, সত্যকর্ম্মা, অদীন, অপরাজিত ও যুদ্ধে বাসুদেব সম, এবং যিনি বাসুদেবকে প্রাপ্ত হইয়াও ধনঞ্জয়ের উপদেশে শরাস্ত্র কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন ; সেই অস্ত্রশিক্ষায় অর্জ্জুন-সম সাত্যকিকে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি বারণ করিয়াছিল ? যে বৃষ্ণিবংশ-প্রবর শূর, বীর, অস্ত্র, যশঃ ও বিক্রম বিষয়ে রামের সমান; যেমন কেশবে ত্রৈলোক্য অবস্থান করে, তাহার ন্যায়, যাহাতে সত্য, ধৃতি, মতি, শৌর্য্য ও অনুত্তম ব্রাহ্মাস্ত্র, এই সকল অবস্থান করে, সেই দেব দুর্জ্জেয়, গুণ-সম্পন্ন, মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে কোন্ কোন্ শূর বারণ করিয়াছিল ?

যে পাঞ্চালগণের প্রধান বীর, বান্ধবগণের একান্ত প্রিয়, এবং তুমুল যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও কাতর নহে ; যে সর্ব্বদা উত্তম কর্ম্ম প্রিয়, যুদ্ধে বিপুল বেগশীল, ধনঞ্জয় হিতে নিযুক্ত ও আমার অনর্থ নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে ; এবং যে যম, কুবের, আদিত্য, মহেন্দ্র ও বরুণের তুল্য, বিখ্যাত মহারথ, সেই উত্তমৌজা দ্রোণ প্রতি ধাবন করিলে, কোন্ কোন্ শূর তাঁহাকে বারণ করিয়াছিল ? যে একাকী স্বজন বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রয় লইয়াছে ; সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণ প্রতি ধাবমান হইলে কে তাহাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত ছিল ? যে কেতুমান্ বীর, গিরি-দ্বারে পলায়িত দুরাক্রমণীয় রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিল, কে তাঁহাকে দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল ? যাহাতে সমস্ত বিদ্যা, গুরু ধনঞ্জয় অপেক্ষাও অধিকতর এবং যাহাতে সর্ব্বদা অস্ত্র, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যমান আছে, এবং যে বীর্য্যে কৃষ্ণ-তুল্য, বলে ধনঞ্জয় সমান, তেজে আদিত্য সদৃশ ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-তুল্য, সেই বিস্তৃতানন অন্তক সম মহাত্মা অভিমন্যুকে দ্রোণ প্রতি ধাবমান দেখিয়া কোন্ কোন্ বীর নিবারণ করিয়াছিল ? তরুণ-বয়স্ক, তরুণ-বুদ্ধি, পরবীর-ঘাতী, সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যু যখন দ্রোণকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইল ? যেমন সিন্ধুগণ সমুদ্রাভিমুখে ধাবন করে, সেই রূপ নরব্যাঘ্র দ্রৌপদী-পুত্র সকল যখন দ্রোণ প্রতি অভিমুখ হইল, তখন তাহাদিগকে কোন্ কোন্

বীর অবরোধ করিয়াছিল? যে বালকগণ ক্রীড়া কৌতুক পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ উত্তম ব্রত ধারণ করত অস্ত্র-শিক্ষার্থ ভীষ্ম নিকটে বাস করিয়াছিল, সেই ক্ষত্রঞ্জয়, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রবর্ম্মা ও মানদ, এই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নন্দন চারি বীরকে কোন্ কোন্ শূর দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল? বৃষ্ণিগণ যাঁহাকে যুদ্ধে শত যোদ্ধা অপেক্ষাও বিশিষ্ট করিয়া মানিয়া থাকেন, সেই মহাধনুর্দ্ধর চেকিতানকে কে দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল? যিনি যুদ্ধে কলিঙ্গ-রাজগণের নিকট হইতে কন্যা হরণ করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধক্ষেম-নন্দন অদীনাত্মা অনাধৃষ্টি দ্রোণের প্রতি আক্রমণ করিলে, কে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল? ধার্ম্মিক, সত্যবিক্রম, রক্তবর্ণ বর্ম্ম, রক্তবর্ণ আয়ুধ ও রক্তবর্ণ ধ্বজ বিশিষ্ট, সুতরাং ইন্দ্রগোপকীট সদৃশ, পাণ্ডবদিগের মাতৃষ্বস্পুত্র এবং জয়ার্থী কৈকেয় পঞ্চ ভ্রাতা দ্রোণকে হনন করিতে আগত হইলে, কোন্ কোন্ বীর তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল? রাজগণ বারণাবতে সংরব্ধ ও বধেচ্ছু হইয়া ছয় মাস যুদ্ধ করিয়াও যে যোধপতিকে পরাজয় করিতে পারেন নাই, সেই ধনুর্দ্ধর শ্রেষ্ঠ শূর সত্যসন্ধ মহাবল নরব্যাঘ্র যুযুৎসুকে কোন্ কোন্ বীর দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল? যিনি কন্যা হরণার্থ বারাণসীতে কন্যার্থী মহারথ কাশিরাজ-পুত্রকে সমরে ভল্ল দ্বারা রথ হইতে নিপাতিত করেন এবং যিনি দ্রোণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন, পার্থগণের মন্ত্রীপ্রবর দুর্য্যোধনের অনর্থ নিমিত্ত নিযুক্ত রণে যোধগণের নির্দ্দহন ও বিদারণকারী মহারথ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাভিমুখে আগত হইলে, কোন্ কোন্ শূর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল? কোন্ কোন্ শূর রাজা, দ্রুপদের উৎসঙ্গে বর্দ্ধিত অস্ত্রজ্ঞতম শস্ত্রগুপ্ত শিখণ্ডীকে দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল? যিনি মহান্ রথ ঘোষ দ্বারা এই সমগ্রা পৃথিবীকে চর্ম্মবৎ পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন; যিনি প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করত সুমিষ্ট অন্ন পান-সমন্বিত সুদক্ষিণা-যুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সর্ব্বমেধ যজ্ঞ অবাধে আহরণ করিয়াছিলেন; যিনি গঙ্গা-স্রোতে যত সিকতা থাকে, তাবৎ পরিমিত গো দান করিয়াছেন; যাঁহার দুষ্কর কর্ম্ম সকল দেখিয়া দেবগণ কহেন যে, "কোন মানব পূর্ব্বে ঈদৃশ কর্ম্ম করে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ করিতে পারিবেক না; স্থাবর জঙ্গম ত্রিলোকী মধ্যে এই শিবি-বংশীয় ঔশীনর রাজার তুল্য যজ্ঞ সম্ভার সম্পাদন কর্ত্তা আর দ্বিতীয় কেহ জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না।" এবং লোকবাসী মানুষগণ যাহার সমান গতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে না, সেই ঔশীনরের নপ্তা প্রবল শত্রুঘাতী মহারথ শৈব্য ব্যাদিতানন যম সদৃশ হইয়া যখন দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন, তখন তাঁহাকে কে নিবারণ করিয়াছিল? মৎস্যরাজ বিরাটের অমিত্রঘাতী রথ সৈন্য সমরে দ্রোণ প্রতি ধাবমান হইলে কোন্ কোন্ বীর তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল? হে বীর! যাহা হইতে আমার মহাভয় হয়, সেই বৃকোদর-পুত্র, মহাবল-পরাক্রম, মায়াবী, পার্থগণের জয়ার্থী, মদীয় পুত্রগণের কণ্টক স্বরূপ, মহাকায় রাক্ষস বীর ঘটোৎকচকে দ্রোণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া কে নিবারণ করিয়াছিল? সঞ্জয়! এই সকল ও এতদ্ভিন্ন বহু বহু বীর যাহাদিগের নিমিত্ত রণে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত, তাহাদিগের অজেয় কি আছে? সম্যক্ প্রকারে লোক গুরু লোক নাথ সনাতন দিব্যভাবাপন্ন দিব্যাত্মবান্ প্রভু নারায়ণ পুরুষব্যাঘ্র শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণ যে পাণ্ডবদিগের আশ্রয়, হিতার্থী ও রণে সহায়, তাহাদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা কি? যাঁহার দিব্য কর্ম্ম সকল মনীষীগণ কীর্ত্তন করেন, এক্ষণে আমি আত্ম স্থৈর্য্যার্থে তাঁহার সেই কর্ম্ম সকল ভক্তি-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিব।

ধৃতরাষ্ট্র বাক্যে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! গোবিন্দ যে সকল

কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা অন্য পুরুষের অসাধ্য, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। হে সঞ্জয়! গোপ-কুলে যখন মহাত্মা কৃষ্ণ সম্বর্দ্ধিত হয়েন, তখনকার তাঁহার বাহুবল ত্রিলোক বিশ্রুত। তৎকালে কৃষ্ণ যমুনা বনবাসী উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য-বল বায়ুবেগী অশ্বরাজকে ও গোগণের উপস্থিত মৃত্যু স্বরূপ বৃষরূপী ঘোরকর্ম্মা দানবকে ভুজ দ্বয় দ্বারা বিনাশ করেন। পদ্মলোচন কৃষ্ণ মহাসুর প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, পীঠ ও অমর-তুল্য মুরকে বধ করিয়াছেন। আর জরাসন্ধ-পালিত মহাতেজা কংসকে বিক্রম দ্বারা সগণে রণে নিপাতিত করেন। অমিত্রঘাতী কৃষ্ণ বলদেবকে সহায় করিয়া ভোজরাজ কংসের মধ্যম ভ্রাতা তরস্বী বীর্য্যবান্ সুনামা রণ-বিক্রান্ত সমগ্র অক্ষৌহিণীপতি শূরসেন-রাজকে সসৈন্যে ব্যাপাদিত করেন। পরম কোপন দুর্ব্বাসা ঋষি, সস্ত্রীক কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরমারাধিত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ বর দান করেন। পদ্মলোচন বীর কৃষ্ণ স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে রাজগণকে পরাজিত করিয়া গান্ধাররাজের কন্যা বিবাহ করেন; তখন অসহনশীল রাজগণ সুজাতীয় অশ্বগণের ন্যায় তদীয় বৈবাহিক রথে যুক্ত হইয়া প্রতোদ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন। জনার্দ্দন সমগ্র অক্ষৌহিণীপতি মহাবাহু রাজা জরাসন্ধকে উপায়াবলম্বনে পর দ্বারা ঘাতিত করেন। রাজসেনাপতি বিক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল অর্ঘ্যার্থ বিবদমান হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে পশু বৎ সংহার করেন। মধুবংশ-তিলক কৃষ্ণ সমুদ্র-কুক্ষিতে বিক্রম দ্বারা দুরাক্রমণীয় শাল্ব-রক্ষিত আকাশস্থ সৌভ নামক দৈত্যপুর নিপাত করেন। কৃষ্ণ রণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মাগধ, কাশি, কোশল, বাৎস্য, গার্গ্য, করূষ, পৌণ্ড্র, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য, পার্ব্বত্য, দাশেরক, কাশ্মীরক, ঔরসিক, পিশাচ, মুদ্গল, কাম্বোজ, বাটধান. চোল, পাণ্ড্য, ত্রিগর্ত্ত, মালব ও সুদুর্জ্জয় দরদ দেশীয় ও অন্যান্য নানা দিক্ হইতে সমাগত এবং খস ও শক দেশীয় রাজগণকে ও সানুচর যবনরাজকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণ পূর্ব্বে মকরাদি জলজন্তু-সংবৃত সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সলিলান্তর্গত বরুণকে জয় করেন। কৃষ্ণ যুদ্ধে পাতালতলবাসী পঞ্চজন নামক অসুরকে হনন করিয়া দিব্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করেন। মহাবল কৃষ্ণ অর্জ্জুন সহিত, খাণ্ডব দাহে অগ্নিকে তোষিত করিয়া দুর্দ্ধর্ষ আগ্নেয় চক্রাস্ত্র প্রাপ্ত হন। বীর কৃষ্ণ গরুড়ারোহণে অমরাবতী গমন পূর্ব্বক মহেন্দ্র ভবন হইতে তাঁহাকে ত্রাসিত করত পারিজাত হরণ করেন; কৃষ্ণের বিক্রম জানিয়া ইন্দ্রকেও পারিজাত হরণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কোন রাজা যে, অজিত আছেন, ইহা আমরা শুনি নাই। হে সঞ্জয়! আমার সভাতে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ যে মহৎ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহা করিতে পারে? আমি ভক্তি পূর্ব্বক শরণাপন্ন হইয়া ঈশ্বর কৃষ্ণকে যে দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার শাস্ত্র বিদিত সমস্তই প্রত্যক্ষবৎ সুবিদিত রহিয়াছে। হে সঞ্জয়! বিক্রমী বুদ্ধিমান্ হৃষীকেশ কৃষ্ণের কর্ম্মের অন্ত জানিতে পারা যায় না। গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, বিদূরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, সারণ, উল্মুক, নিশঠ, বীর্য্যবান্ ঝিল্লীবভ্রু, পৃথু, বিপৃথু, সমীক, অরিমেজয় ইত্যাদি বলবান্ প্রহারপটু বৃষ্ণি বীরগণ যদি মহাত্মা কেশব কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কথঞ্চিৎ পাণ্ডবানীককে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় সকলেই সংশয়াপন্ন হয়। যে দিকে জনার্দ্দন সেই দিকেই অযুত হস্তি বলধারী কৈলাশ শিখর সদৃশ বনমালী বীর হলধর। হে সঞ্জয়! দ্বিজাতিগণ সেই বাসুদেবকে সর্ব্ব জগতের পিতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হে বৎস সঞ্জয়! যদি উনি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত স্বয়ং বর্ম্মিত হইয়া যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহার প্রতিযোদ্ধা হইবেক না, যদিও সমুদায় কুরুগণ কথঞ্চিৎ পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারে, তাহা হইলে বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ তাহাদিগের নিমিত্ত শস্ত্র-প্রবর ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত নরপতি ও কৌরবগণকে নিপাত করিয়া কুন্তীকে পৃথিবী

দান করিতে পারেন। যাহার হৃষীকেশ সারথি ও ধনঞ্জয় যোদ্ধা, সেই রথের প্রতি কোন্ রথ প্রতি-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক? অতএব কোন উপায়েই কুরু-গণের জয় দেখিতে পাই না। সে যাহা হউক, সংপ্রতি, যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল, তৎ সমুদায় আমাকে বল। অর্জ্জুন কৃষ্ণের আত্মা, এবং কৃষ্ণও কিরীটীর আত্মা; অর্জ্জুনেতে নিত্য বিজয় এবং কৃষ্ণেতে চিরন্তনী কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। অর্জ্জুন সর্ব্ব লোক মধ্যে অপরাজিত এবং কৃষ্ণেতে সমুদায় গুণই প্রাধান্য, ভূয়িষ্ঠ ও অপরিমিত রূপে বর্ত্তমান আছে। দুর্দ্দৈব ক্রমে মৃত্যু-পাশ-পুরস্কৃত দুর্য্যোধন মোহ বশত অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে জানিতে পারে নাই। দুর্য্যোধন দৈব যোগ বশত মোহিত ও মৃত্যুপাশে পুর-স্কৃত হইয়াই দাশার্হ কৃষ্ণ ও পাণ্ডব অর্জ্জুনকে জানি-তে পারে নাই। ইহাঁরা উভয়ে পুরাতন দেব মহাত্মা নর নারায়ণ। ইহাঁরা একাত্মা হইলেও মর্ত্য লোকে মানুষেরা ইহাঁদিগকে দ্বিধাভূত দেখেন। এই দুরা-ক্রমণীয় যশস্বী দুই জন মনে মনে ইচ্ছা করিলেই এই সকল সেনা বিনাশ করিতে পারেন, তবে মানুষ-শরীরধারী বলিয়া তাহাতে ইচ্ছা করিতেছেন না। মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের বধ যুগ বিপর্য্যয়ের ন্যায় লোকের মোহ জনক হইয়াছে, অতএব কোন ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন, নিত্য ক্রিয়া বা অস্ত্র-বিদ্যা দ্বারা মৃত্যু হইতে নিস্তীর্ণ হইতে পারে না। হে সঞ্জয়! লোক-পূজিত বীর শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ভীষ্ম ও দ্রোণ হত হইয়াছেন শুনিয়াও আমি জীবিত আছি! পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের যে শ্রী দেখিয়া আমরা অসূয়া করিয়াছিলাম, এক্ষণে ভীষ্ম ও দ্রোণের বধ শ্রবণ করিয়া সেই শ্রী তাঁহারই অনুগতা অর্থাৎ আমাদিগের অপ্রাপ্যা জানিলাম। আমার নিমিত্তই কুরুবংশের এই ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। হে সুত! কাল-পরিপক্ক জীবের বধ নিমিত্ত তৃণও বজ্র-তুল্য হয়; অদ্য যাঁহার কোপে মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিপাতিত হইলেন; সেই যুধিষ্ঠির লোক মধ্যে এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন। প্রকৃতি বশত ধর্ম্ম তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে; আমাদিগের প্রতি অধর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছে, অতএব এই ক্রূর কাল আমার সর্ব্বনাশ নিমিত্ত আসন্ন হইয়াছে। হে তাত! মনস্বী মনুষ্য কোন বিষয় এক প্রকার চিন্তা করে, কিন্তু তাহা দৈব বশত অন্য প্রকার হইয়া উঠে, অতএব এই অপরিহার্য্য সাধ্যাতীত অতি-কৃচ্ছ্র জনক অচিন্তনীয় যে ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে যে প্রকার যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

ধৃতরাষ্ট্রানুতাপে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ যে প্রকারে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক সূদিত হইয়া নিপাতিত হইয়াছেন, তৎ সমস্ত আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারথ ভরদ্বাজ-পুত্র সর্ব্ব সৈন্য মধ্যে সেনা-পতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনকার পুত্রকে কহিলেন, হে ভূপাল কৌরবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্মের নিধনানন্তর আপনি আমাকে যে সেনাপতি করিয়া মানিত করিলেন, হে ভারত! তাহার ফল আপনি লাভ করুন। আমি আপনার কি অভিলাষ পূর্ণ করিব, তাহা ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করুন।

অনন্তর কর্ণ দুঃশাসনাদি পরিবৃত রাজা দুর্য্যো-ধন সেই জয়ি-প্রবর দুরাক্রম্য আচার্য্যকে কহিলেন, যদি আমাকে বর দান করেন, তবে আপনি রথি-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবিত রাখিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক আ-মার নিকট আনয়ন করুন।

অনন্তর কুরুগণের গুরু দ্রোণ আপনার পুত্রের বচন শ্রবণ করিয়া সেনাগণকে প্রহর্ষিত করত তাঁহা-কে কহিলেন, রাজা কুন্তীসুত ধন্য; যেহেতু আপনি তাঁহার বধ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া গ্রহণ আকাঙ্ক্ষা করি-তেছেন। হে নরব্যাঘ্র! আপনি কি নিমিত্ত তাঁহার বধ আকাঙ্ক্ষা করিলেন না? আপনি যে আমার

নিকট তাঁহার বধক্রিয়া সম্পাদন নিমিত্ত বলিলেন না, তাহাতে ইহাই নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ধর্ম্ম-রাজের দ্বেষ্টা কেহ নাই। আপনি যে তাঁহার জীবন ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয়, আপনি আপন কুল রক্ষা করিতেছেন; অথবা হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! আপনি সম্প্রতি যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া পরে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দান দ্বারা তাঁহার সহিত সৌভ্রাত্র বিধান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব ধীমান্ রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য ও শুভক্ষণজন্মা। যখন আপনিও তাঁহাকে স্নেহ করিতেছেন, তখন তিনি যথার্থই অজাতশত্রু।

হে ভারত! দ্রোণ এই রূপ কহিলে, আপনার পুত্রের হৃদয় স্থিত চিরন্তন ভাব সহসা প্রকাশিত হইল। বৃহস্পতি তুল্য ব্যক্তিরাও অভিপ্রায় গোপন করিতে পারেন না; অতএব হে রাজন্! আপনার পুত্র প্রহৃষ্ট-চিত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে আচার্য্য! যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের বধ হইলে আমার বিজয় হইবে না; যেহেতু যুধিষ্ঠির হত হইলে অর্জ্জুন আমাদিগের সকলকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিবে। দেবতারাও তাহাদিগের সকলকে নিহত করিতে সমর্থ হন না; তাহাদিগের মধ্যে যে জীবিত থাকিবেক, সেই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবেক। এই নিমিত্ত সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির আনীত হইলে পুনরায় বন গমন পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত করিব; তাহা হইলে পাণ্ডবগণ সকলেই তাঁহার অনুগামী হইয়া পুনরায় অরণ্যে গমন করিবেক; তাহা হইলেই আমার দীর্ঘ কাল জয় হইল; অতএব আমি কখনই ধর্ম্মরাজের বধ ইচ্ছা করি না।

বিষয়-মর্ম্মজ্ঞ বুদ্ধিমান্ দ্রোণ তাঁহার ঐ কুটিল অভিপ্রায় জানিয়া চিন্তা-পূর্ব্বক এই বলিয়া ছল-পূর্ব্বক বর দান করিলেন, যদি বীর অর্জ্জুন যুদ্ধে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করেন, তবে আমি পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠকে আপনার বশে আনয়ন করিয়াছি, নিশ্চয় করুন। বৎস! ইন্দ্রাদি দেব ও অসুরগণও রণে পার্থের সম্মুখে প্রত্যুদ্গমন করিতে পারেন না; অতএব আমি রণে তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিব না। তিনি আমার শিষ্য বটেন, সংশয় নাই, কিন্তু তিনি সুকৃতী, তরুণ-বয়স্ক, যুদ্ধে একায়ন-গত ও অস্ত্র-কার্য্যে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! তিনি ইন্দ্র ও রুদ্রের নিকট নানাবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহাতে আবার আপনি তাঁহাকে অমর্ষিত করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে আমি যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিব না। আপনি সেই অর্জ্জুনকে যে কোন উপায়ে পারেন, যুদ্ধ স্থল হইতে অপসারিত করিবেন, তাহা হইলে আপনার দ্বারা ধর্ম্মরাজ জিত হইবেন। হে পুরুষর্ষভ! তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেই আপনার জয় হইবে, বধ করিলে কোন প্রকারে জয় হইবার নহে; পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিলেই তিনি গৃহীত হইবেন। হে রাজন্! নর-ব্যাঘ্র কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় কথঞ্চিৎ অপসারিত হইলে যদি ধর্ম্মরাজ সংগ্রামে আমার সমক্ষে মুহূর্ত্ত মাত্রও অবস্থান করেন, তবে আমি সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ সেই রাজাকে গ্রহণ করিয়া আপনার বশে আনয়ন করিব, সংশয় নাই। হে রাজন্! ফাল্গুণের সমক্ষে ইন্দ্রাদি দেব ও অসুরগণও সমরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে পারেন না।

সঞ্জয় কহিলেন, দ্রোণ এই রূপ ছল ক্রমে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে মূর্খতম আপনার পুত্রগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে গৃহীত বলিয়াই বোধ করিলেন। আপনার পুত্র, দ্রোণকে পাণ্ডবদিগের সাপেক্ষ বলিয়া জানিতেন; তন্নিমিত্ত দ্রোণের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা জন্য সেই মন্ত্রণা বহু জনের অবগতি নিমিত্ত ব্যক্ত করিলেন। হে অরিন্দম! অনন্তর দুর্য্যোধন পাণ্ডব রাজকে গ্রহণ করিবার মন্ত্রণা সৈন্যগণ-মধ্যে উদ্ঘোষিত করিয়া দিলেন।

দ্রোণ বর দানে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, দ্রোণ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহ করিবেন, ইহা সৈনিকেরা শ্রবণ করিয়া বাণ শব্দ, শঙ্খ ধ্বনি ও সিংহনাদ করিয়া উঠিল। হে ভারত! ধর্ম্মরাজও তৎক্ষণাৎ আপ্ত চর দ্বারা দ্রোণের ঐ রূপ প্রতিজ্ঞা যাথার্থ্য রূপে জানিতে পারিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ সমস্ত ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য রাজগণকে আনাইয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি অদ্য দ্রোণের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া থাকিবে, এক্ষণে যাহাতে তাহা সত্য না হয়, সেই রূপ নীতি বিধান কর। হে অমিত্রকর্ষণ! দ্রোণ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে ছল আছে। হে মহাধনুর্দ্ধর! তিনি সেই ছল তোমাতেই সমাধান করিয়াছেন; অতএব হে মহাবাহো! তুমি অদ্য আমার অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ কর; যেন দ্রোণ দ্বারা দুর্য্যোধনের মনোরথ পূর্ণ না হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজন্! আমার যেমন কোন প্রকারে আচার্য্যের বধ কর্ত্তব্য নহে, সেই রূপ আপনাকে পরিত্যাগ করাও ইচ্ছা নহে। হে পাণ্ডব! যদি যুদ্ধে আমাকে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাচ আমি কখন আচার্য্যের প্রতিকূল হইব না। দুর্য্যোধন যখন যুদ্ধে আপনকার নিগ্রহ করিয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছে, তখন সেই পাপাত্মার এই জীব লোকে কোন প্রকারে কামনা পূর্ণ হইবে না। যদি নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত আকাশ পতিত হয় এবং পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, তথাপি আমি জীবিত থাকিতে দ্রোণ আপনাকে কখনই নিগ্রহ করিতে পারিবেন না। যদি বজ্রধারী ইন্দ্র বা বিষ্ণু স্বয়ং দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া রণে তাঁহার সাহায্য করেন, তথাপি তিনি যুদ্ধে আপনাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। হে রাজেন্দ্র! আমি জীবিত থাকিতে সর্ব্ব শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ হইতে ভয় করা আপনার উচিত নয়। হে রাজেন্দ্র! আমি আর এক কথা নিবেদন করি, শ্রবণ করুন,—আমার প্রতিজ্ঞা কখন অন্যথা হয় না। আমি যে কখন মিথ্যা কথা কহিয়াছি, কি পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছি, কি প্রতিশ্রুত প্রতিপালন করি নাই, তাহা আমার স্মরণ হয় না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবগণের শিবিরে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক সকল বাজিতে লাগিল, এবং গগন-স্পর্শী সুভৈরব সিংহনাদ ও ধনুর্জ্যাতল শব্দ হইতে লাগিল। মহাতেজা পাণ্ডবগণের সেই শঙ্খ নির্ঘোষাদি শুনিয়া আপনকার সেনা মধ্যেও বাদ্য যন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল। হে ভারত! অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধেচ্ছু ও ব্যূহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সংগ্রামে অবতরণ করিল। পরে পাণ্ডব ও কুরুগণে এবং দ্রোণ ও পাঞ্চালগণে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সৃঞ্জয়গণ বিবিধ প্রযত্নেও দ্রোণ-রক্ষিত সেনাগণকে নিপাতিত করিতে পারিল না, এবং আপনার পুত্রের উদাররথ প্রহরণশীল যোধগণও অর্জ্জুন-পালিতা পাণ্ডবী সেনা ধর্ষণ করিতে পারিল না। পরস্পর রক্ষ্যমাণ সেই সেনাগণ রাত্রি প্রসুপ্ত সুপুষ্পিত বনরাজির ন্যায় ক্ষণ মাত্র স্তব্ধ হইয়া রহিল।

হে রাজন্! অনন্তর রুক্ম-রথ দ্রোণ বিরাজমান সূর্য্যের ন্যায়, প্রতিপক্ষ সেনাগণকে নির্মথিত করত সেনা মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একাকী দ্রোণ রণে উদ্যত হইয়া লঘুহস্তে শর বর্ষণ করত রথারোহণে এমন বিচরণ করিতে লাগিলেন যে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ ত্রাস প্রযুক্ত তাঁহাকে অনেক বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! দ্রোণ-নিক্ষিপ্ত ঘোরতর শর সকল পাণ্ডব সেনাকে ত্রাসিত করত সর্ব্ব দিকে চলিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন কালে প্রখরতর শত শত রশ্মি বিশিষ্ট সূর্য্য যে রূপ দৃষ্ট হয়, দ্রোণ সেই রূপ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। হে ভারত! যেমন দানবেরা সমরে ক্রুদ্ধ মহেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, সেই রূপ পাণ্ডবগণের মধ্যে কেহ সমর ক্রুদ্ধ সেই দ্রোণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও শক্ত হইল না। প্রতাপবান্ দ্রোণ সত্বর হইয়া সৈন্যগণকে মোহিত করত শানিত

শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন-সৈন্য কম্পিত করিলেন, এবং অজিহ্মগ বাণ দ্বারা দিক্ সকল সংরুদ্ধ ও আকাশ আচ্ছন্ন করত, যে স্থলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিলেন, সেই স্থলে পাণ্ডব সেনাগণ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির গ্রহণ প্রতিজ্ঞায় দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, যেমন অনল তৃণাদি দহন করে, সেই রূপ দ্রোণ পাণ্ডব সেনা মধ্যে মহা তুমুল উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ ক্রুদ্ধ রুক্ম-রথ দ্রোণকে সাক্ষাৎ উদিত অগ্নির ন্যায় সৈন্য দহন করিতে দেখিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। যুদ্ধে তিনি এরূপ লঘুহস্তে বিস্তৃত রূপে ধনুক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, যে, তাহার টঙ্কার শব্দ বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। তাঁহার লঘুহস্ত-বিমুক্ত রৌদ্রতর বাণ সকল রথী, সাদী, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তিনি গ্রীষ্মাবসানে পুনঃপুন গর্জ্জনশীল বর্দ্ধিত মেঘের ন্যায় মুহুর্মুহু সিংহনাদ সহকারে প্রস্তর বর্ষণ বৎ বাণ বর্ষণ করত প্রতিপক্ষগণের ভয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! প্রভু দ্রোণ রণ মধ্যে অলৌকিক রূপে বিচরণ করত শত্রুগণের ক্ষোভ ও ভয় প্রবর্দ্ধিত করিতে থাকিলেন। যেমন বিদ্যুৎ মেঘ মধ্যে বিরাজমান হয়, সেই রূপ তাঁহার স্বর্ণ-পরিষ্কৃত ধনুক ভ্রমণশীল রথ রূপ মেঘ মধ্যে পুনঃপুন দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই সত্যবান্ প্রাজ্ঞ ধর্ম্মনিষ্ঠ বীর যুগান্ত কালের নিয়ন্তার ন্যায় ভয়ানক নদী প্রবাহিত করিলেন। হে রাজন্! সেই নদী অমর্ষ রূপ বেগ হইতে সমুৎপন্না হইল; তাহার চতুর্দ্দিকে মাংসাশীগণ বিচরণ করিতে লাগিল। সেই নদী সৈন্য রূপ জল বেগে পরিপূর্ণা হইয়া বীর রূপ বৃক্ষ সকলকে প্রবাহ দ্বারা লইয়া যাইতে লাগিল। তাহার জল, কেবল শোণিত; আবর্ত্ত, রথ সকল; তীর, হস্তী ও অশ্বগণ; উৎপল, কবচ-নিচয়; পঙ্ক, মাংসরাশি; বালুকা, মেদ মজ্জা ও অস্থি; এবং ফেণরাশি, পতিত উষ্ণীষ সমূহ হইল। সংগ্রাম রূপ মেঘে পরিব্যাপ্ত সেই নদীর মৎস্য, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রবৃন্দ; জলজন্তু, নর নাগ ও অশ্ব; প্রবাহ, শরবেগ; ভাসমান কাষ্ঠ সকল, শরীর চয়; কচ্ছপ, রথ সকল; পাষাণ-নির্ম্মিত তট, মস্তক-নিচয়; মীন, খড়্গ নিকর এবং তাহার হ্রদ, রথ ও হস্তীযূথ হইল। মহারথ সকল নানাভরণে বিভুষিত সেই নদীর আবর্ত্ত; এবং ভুমি-রেণু সকল, তাহার ঊর্ম্মিমালা হইল। ঐ শোণিত নদী মহাবীর্য্যবান্‌গণের অনতি কষ্টে তরণীয়া এবং ভীরুগণের দুস্তরণীয়া হইল। উহার শোণিত জলে শত শত শরীরের সম্বাধ হইতে লাগিল। কঙ্ক ও গৃধ্রগণ তাহাতে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার বেগে সহস্র সহস্র মহারথ যম সদনে উপনীত হইতে লাগিলেন। শূরগণ ব্যাল রূপে তাহাতে সমাকীর্ণ হইলেন। প্রাণী সমূহ তাহার সেবা করিতে লাগিল। তাহাতে ছিন্ন ছত্র সকল মহাকায় হংসের ন্যায় প্রকাশিত, মুকুট সকল বিবিধ পক্ষী রূপে শোভিত এবং চক্র সকল কূর্ম্ম রূপে, গদা সকল কুম্ভীর রূপে ও শর সকল ক্ষুদ্র মৎস্য রূপে বিরাজিত হইল। হে রাজসত্তম! বলশালী দ্রোণ এতাদৃশী ভয়ঙ্কর কাক গৃধ্র শৃগাল সমূহের নিষেবিতা শত শত শরীরের সম্বাধ সমন্বিতা কেশ রূপ শৈবালবতী ভীরু জন ভয়প্রদায়িনী নদী উৎপাদন করিয়া শত শত প্রাণীদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক সেই নদীর প্রবাহ দ্বারা যমালয়ে উপনীত করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির প্রমুখ সমস্ত রাজগণ মহারথ দ্রোণকে স্থানে স্থানে সেই সকল সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। আপনকার পক্ষীয় দৃঢ়বিক্রম সমস্ত যোধগণও সেই সকল শূরদিগকে অভিদ্রুত হইতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাহাতে উভয় পক্ষের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। শত

শত মায়া-বিদ্যায় নিপুণ শকুনি সহদেবকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সারথি, ধ্বজ ও রথ সহিত তাঁহাকে শাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাদ্রী-সুত অনতি-ক্রুদ্ধ হইয়া শর দ্বারা শকুনির কেতু, ধনুক, সারথি ও অশ্বগণকে ছেদন করিয়া পশ্চাৎ শকুনিকে ষষ্টি শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সুবলপুত্র গদা গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক সেই গদা দ্বারা সহদেবের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। হে রাজন্! সেই দুই মহাবল শূর বিরথ ও গদা-হস্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় রণে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দ্রোণ পাঞ্চালরাজকে দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলে পাঞ্চালরাজ তাঁহাকে বহু শরে বিদ্ধ করিলেন। তিনি পুনরায় ততোধিক শর দ্বারা পাঞ্চালরাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বীর ভীমসেন বিংশতি শাণিত শর দ্বারা বিবিংশতিকে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। হে মহারাজ! বিবিংশতি সহসা ভীমের অশ্ব, ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। বীর ভীমসেন যুদ্ধে সেই শত্রুর তাদৃশ বিক্রম সহ্য না করিয়া গদা দ্বারা তাঁহার শিক্ষিত অশ্বসকল নিপাতিত করিলেন। হে রাজন্! মহাবল বিবিংশতি অশ্ব-শূন্য রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, যেমন এক মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। বীর শল্য হাসিতে হাসিতে প্রিয় ভাগিনেয় নকুলকে যেন স্নেহ ও কোপ উভয়েরই সহিত শর বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর প্রতাপবান্ নকুল যুদ্ধে তাঁহার অশ্ব, ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও ধনুক ছেদন করিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। ধৃষ্টকেতু কৃপাচার্য্য-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বহুবিধ শর ছেদন করিয়া সপ্ততি শর দ্বারা কৃপকে বিদ্ধ করিলেন এবং তিন শর দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিপ্র কৃপ মহৎ শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি নারাচ দ্বারা কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে সপ্ততি শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। যেমন শীঘ্রগামী বায়ু অচলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেই রূপ ভোজ-বংশীয় কৃতকর্ম্মা সপ্তসপ্ততি শানিত শর দ্বারা শিনি-নন্দন সাত্যকিকে চঞ্চল করিতে পারিলেন না। সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সুশর্ম্মার মর্ম্মস্থানে সাতিশয় আঘাত করিলেন। সুশর্ম্মাও তোমর দ্বারা তাঁহার জত্রু দেশে তাড়না করিলেন। বিরাট মহাবীর্য্যবান্ মৎস্যগণে পরিবৃত হইয়া সমরে সূর্য্য-তনয় কর্ণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তৎকালে সুত-পুত্রের দারুণ পৌরুষ প্রকাশিত হইল, তিনি সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! স্বয়ং দ্রুপদরাজ, ভগদত্তের সহিত সঙ্গত হইলেন; তাঁহাদিগের উভয়ের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। পুরুষর্ষভ ভগদত্ত নতপর্ব্ব শর দ্বারা রাজা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিয়া তদীয় সারথি, ধ্বজ ও রথ বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর দ্রুপদরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা মহারথ ভগদত্তের বক্ষঃস্থল শীঘ্র আহত করিলেন। অস্ত্রবিশারদ যোধশ্রেষ্ঠ সোমদত্ত-পুত্র ও শিখণ্ডী উভয়ে প্রাণীগণের ত্রাস-জনক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! বীর্য্যবান্ ভূরিশ্রবাঃ রণে প্রবল বাণ সমূহ দ্বারা মহারথ যাজ্ঞসেনি শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে প্রজানাথ ভারত! শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া নবতি বাণে সোমদত্ত-পুত্রকে অস্থির করিলেন। রৌদ্রকর্ম্মা রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ উভয়ে পরস্পর জয়ৈষী হইয়া অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইহারা উভয়ে দর্প সহকারে শত শত মায়া সৃষ্টি করিয়া অন্তর্হিত হইয়া অতি বিস্ময়-জনক রূপে বিচরণ করিতে লাগিল। দেবাসুর-যুদ্ধে মহাবল বলাসুর ও ইন্দ্রের যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল; চেকিতান অনুবিন্দের সহিত সেই রূপ অতি ভীষণ যুদ্ধ করি-

তে লাগিলেন। হে রাজন্! পূর্ব্ব কালে যেমন বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; সেই রূপ লক্ষ্মণ ক্ষত্রদেবের সহিত অতিশয় সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর পৌরব মহানাদ করত যথাবিধান ক্রমে সুসজ্জিত চলিত অশ্ব-যুক্ত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর মহাবল অরিন্দম অভিমন্যু ত্বরিত ও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার সম্মুখে ধাবন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পৌরব শর সমূহ দ্বারা সুভদ্রা-নন্দনকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুন-নন্দনও তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও ধনুক কর্ত্তন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। এবং অন্য সপ্ত আশুগ বাণ দ্বারা পৌরবকে বিদ্ধ করিয়া অপর পঞ্চ সায়ক দ্বারা তাঁহার সারথি ও অশ্ব বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি সেনাগণকে আনন্দিত করত সিংহ বৎ নিনাদ করিয়া অতি সত্বর পৌরব-নাশক এক শর পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন। হৃদিকা-নন্দন কৃতবর্ম্মা সেই ঘোর-দর্শন বাণ সন্ধিত দেখিয়া দুই শর দ্বারা অভিমন্যুর সেই বাণ সহিত ধনুক ছেদন করিলেন। পরবীর-বিনাশক অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনুক ত্যাগ করিয়া চর্ম্ম ও শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন, এবং অনেক তারা শোভিত সেই চর্ম্ম ও অসি লঘু-হস্তে ভ্রামণ করিয়া আপন বীর্য্য প্রদর্শন করত গতি বিশেষে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তিনি চর্ম্ম ও খড়্গের ভ্রামণ, উদ্ভ্রামণ, প্রকম্পন ও পুনরুত্থান এতাদৃশ লঘু-হস্তে নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন, যে, সেই খড়্গ ও চর্ম্মের আকৃতি গ্রহ হইল না। অভিমন্যু ঈর্ষা অবলম্বন করিয়া গরুড়ের সমুদ্র ক্ষোভ-পূর্ব্বক নাগ গ্রহণ ও নিক্ষেপের ন্যায়, সহসা লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া পৌরবের রথারোহণ করত তাঁহার কেশাকর্ষণ, পদাঘাতে সারথির হনন ও অসি দ্বারা রথের ধ্বজ ছেদন করিলেন। সমস্ত রাজগণ পৌরবকে বিগলিত কেশ ও সিংহ কর্ত্তৃক পাত্যমান বৃষভের ন্যায় অচেতন দর্শন করিতে লাগিলেন। পরন্তু রাজা জয়দ্রথ পৌরবকে অভিমন্যু-কর্ত্তৃক অনাথ বৎ কেশে আকৃষ্যমাণ ও তাঁহার বশ প্রাপ্ত এবং পতিত দেখিয়া সহ্য করিলেন না। তিনি ময়ূরাঙ্কিত শত কিঙ্কিণীজালে সমন্বিত চর্ম্ম ও খড়্গ লইয়া নিনাদ সহকারে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। অনন্তর অভিমন্যু সিন্ধুরাজকে দেখিয়া পৌরবকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রথ হইতে শ্যেনপক্ষি বৎ উৎপতিত হইয়া নিপতিত হইলেন, এবং নানা দিক্ হইতে শত্রুগণের প্রেরিত প্রাস, পট্টিশ ও নিস্ত্রিংশ সকল অসি দ্বারা ছেদন ও চর্ম্ম দ্বারা অবরোধ করিতে লাগিলেন। বলশালী শূরবর অভিমন্যু সৈন্যদিগকে নিজ বাহু বল প্রদর্শন-পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম উদ্যত করিয়া পিতার অত্যন্ত বৈরী বৃদ্ধক্ষত্র-পুত্র জয়দ্রথের প্রতি অভিমুখ হইয়া, যেমন সিংহ হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ ধাবমান হইলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে পাইয়া ব্যাঘ্র ও কেশরীর ন্যায় সহর্ষে খড়্গ, দন্ত, নখ ও আয়ুধ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। অসি ও চর্ম্মের সম্পাত, অভিঘাত ও নিপাতে কেহ সেই নরশ্রেষ্ঠ দ্বয়ের মধ্যে কাহারো কিছুমাত্র অবকাশ লক্ষ করিতে পারিল না। তাঁহাদিগের নিম্নে পতন, অসি-চালন-ধ্বনি, শস্ত্রের অবকাশ প্রদর্শন ও বহিঃপ্রদেশ ও অন্তর প্রদেশে নিপাত, উভয়ের সমান রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই উভয় মহাত্মাকেই পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া বাহ্য ও অন্তর-মার্গে গতি বিশেষে বিচরণ করিতে দেখা গেল। অনন্তর যশস্বী অভিমন্যু খড়্গ বিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে জয়দ্রথ তাঁহার চর্ম্মের পার্শ্ব প্রান্তে খড়্গ প্রহার করিয়া ফেলিলেন। সিন্ধুরাজের বল-প্রেরিত সেই মহান্ খড়্গ অভিমন্যুর প্রদীপ্ত চর্ম্ম পার্শ্বস্থ খচিত স্বর্ণ-পত্র মধ্যে লগ্ন হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। খড়্গ ভগ্ন হইল দেখিয়া সিন্ধুরাজ লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে ছয় পা গমনে পুনরায় স্ব রথে আরোহণ

করিলেন। অভিমন্যুও স্বীয় রথে অধিরোহণ করিলেন। সমস্ত ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ সমর-যুক্ত রথবরস্থ অভিমন্যুকে একবারে চতুর্দ্দিকে অবরোধ করিলেন। অনন্তর মহাবল অর্জ্জুন-পুত্র জয়দ্রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া খড়্গ ও চর্ম্ম উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যেমন ভাস্কর ভুবনে তাপ প্রদান করেন, সেই রূপ বীর শক্রহন্তা অভিমন্যু সিন্ধুরাজকে পরাজিত করিয়া সেই সৈন্যগণকে তাপিত করিলেন।

শল্য সমরে অভিমন্যুর প্রতি প্রদীপ্তা অগ্নি শিখার ন্যায় সর্ব্ব লৌহময় কনক-ভূষণ ভয়ানক এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। যেমন গরুড় নাগরাজকে গ্রহণ করে, সেই রূপ অর্জ্জুন-নন্দন লম্ফ দিয়া সেই বৈদূর্য্য-খচিত শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং অসিও নিষ্কোশ করিলেন। অমিত-তেজা সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ মিলিত হইয়া তাঁহার বল বীর্য্য ও দ্রুতকারিতা দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বীর শক্রহন্তা সৌভদ্র ভুজবীর্য্য বলে শল্যের প্রতি সেই শক্তিই নিক্ষেপ করিলেন। সেই নির্ম্মোক-শূন্য ভুজগ-সদৃশী শক্তি শল্যের রথে আসিয়া সারথিকে হনন পূর্ব্বক রথ হইতে পাতিত করিল। অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, কৈকেয়, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ইহাঁরা সাধু সাধু ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এবং অপলায়নশীল সৌভদ্রকে হর্ষিত করিবার নিমিত্ত বিবিধ বাণ শব্দ ও বিস্তর সিংহনাদ হইতে লাগিল। আপনকার পুত্রগণ শত্রুর বিজয় লক্ষণ সেই হর্ষ কোলাহল সহ্য করিতে পারিলেন না। হে মহারাজ! অনন্তর যেমন জলদগণ পর্ব্বতে বর্ষণ করে, সেই রূপ তাঁহারা সকলে মিলিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শানিত শর সকল সহসা তাঁহার উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অমিত্রঘ্ন আর্ত্তায়ন-নন্দন শল্য নিজ সারথির পরাভব মনে করিয়া এবং তাঁহাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু ও ক্রুদ্ধ হইয়া সৌভদ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অভিমন্যু পরাক্রমে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি নানা প্রকার বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ যে রূপ বর্ণন করিলে, এই সকল শুনিয়া আমার চক্ষুষ্মান্ হইতে ইচ্ছা হইতেছে। মানবগণ এই দেবাসুর যুদ্ধ সম আশ্চর্য্য রূপ কুরু পাণ্ডব যুদ্ধ জগতে কীর্ত্তন করিবে। এই তুমুল যুদ্ধ শুনিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না, অতএব তুমি আমার নিকট শল্য ও অভিমন্যুর যুদ্ধ পুনর্ব্বার কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, নিজ সারথি সাদিত হইয়াছে দেখিয়া শল্য ক্রুদ্ধ-চিত্তে সর্ব্ব লৌহময় গদা উদ্যত করিয়া নিনাদ সহকারে রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। ভীম শল্যকে অভিমন্যুর প্রতি দীপ্ত কালাগ্নি ও দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় আগত দেখিয়া মহতী গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক অতি বেগে ধাবমান হইলেন। সৌভদ্রও বজ্র সদৃশী মহা গদা গ্রহণ করিলেন, ভীম তাঁহাকে নিবারণ করিলেও তিনি শল্যকে ‘আইস আইস’ বলিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন অভিমন্যুকে বারণ করিয়া সমরে শল্যের অভিমুখে অচল গিরির ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। যেমন শার্দ্দূল কুঞ্জরের অভিমুখীন হয়, সেই রূপ মহাবল মদ্ররাজও ভীমকে দেখিয়া শীঘ্র তাঁহার অভিমুখবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর তূর্য্যনিনাদ, সহস্র সহস্র শঙ্খ ধ্বনি, ভেরীরব ও বীরগণের সিংহনাদ হইতে লাগিল। এবং শত শত কুরু পাণ্ডব সেনা উহাঁদিগকে ঐ রূপ সমরোন্মুখ দেখিয়া পরস্পর স্ব স্ব পক্ষের জয়ৈষী হইয়া ধাবন করিতে করিতে ‘সাধু সাধু’ এই রূপ শব্দ করিতে লাগিল। মদ্রাধিপ ব্যতিরেকে সমস্ত রাজ-মধ্যে কোন ব্যক্তি সংগ্রামে ভীমসেনের বেগ সহিতে পারে না, এবং বৃকোদর ব্যতিরেকেও অন্য কেহ এই জগতে মহাত্মা মদ্ররাজের গদা-বেগ সহ্য করিতে উৎসাহ করিতে পারে না। অনন্তর ভীমসেন স্বর্ণপট্টনিবদ্ধা মহতী গদা যখন উদ্‌ভ্রামণ করিতে লাগিলেন, তখন তাহা প্রজ্বলিত হইয়া লোকের চিত্ত-প্রফুল্লকর হইতে লাগিল। এ দিকে শল্যও মহা বিদ্যুৎ প্রতিভা

মহতী গদা লইয়া মণ্ডলাকার বর্ত্মে পদচার ক্রমে যখন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই গদাও সর্ব্ব প্রকারে শোভমানা হইল। শল্য ও বৃকোদর উভয়েই গদা রূপ শৃঙ্গ উদ্যত করিয়া গর্জ্জন-শীল মহা বৃষভের ন্যায় মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও গদা ভ্রামণ বিষয়ে সেই পুরুষ-সিংহ দ্বয়ের মধ্যে কাহারো কোন বিশেষ লক্ষিত হইল না। শল্যের মহা ভীষণাকৃতি মহতী গদা ভীমসেন কর্ত্তৃক তাড়িতা হওয়াতে প্রকাশিত অগ্নি শিখা সহকারে ঝটিতি কম্পিতা হইল, এবং ভীমসেনের গদাও শল্যের গদা দ্বারা অভিহত হইয়া বর্ষা ঋতুর প্রদোষ কালীন খদ্যোতাবৃত বৃক্ষের ন্যায় প্রদীপ্ত হইল। হে ভারত! মদ্ররাজের চালিত গদা সমরে অগ্নি বর্ষণ করিয়া আকাশ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু ভীমসেনের গদা পতন্তী মহতী উল্কার ন্যায় শল্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার সৈন্যগণের সন্তাপ জন্মাইতে লাগিল। গদা-যোদ্ধাদিগের শ্রেষ্ঠ সেই উভয় গদা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ কারিণী নাগ-কন্যা দ্বয়ের ন্যায় অগ্নি সৃষ্টি করিতে লাগিল। যেমন দুই মহা ব্যাঘ্র নখ দ্বারা এবং দুই মহা গজ দন্ত দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করে, সেই রূপ তাঁহারা উভয়ে শ্রেষ্ঠ গদা দ্বারা পরস্পর সমবেত হইয়া সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষণ কাল মধ্যে সেই দুই মহাত্মা মহা গদা দ্বারা অভিহত ও রুধিরাক্ত হইয়া পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। সেই দুই পুরুষ-সিংহের গদাঘাত শব্দ ইন্দ্রের অশনি শব্দের ন্যায় সমস্ত দিকেই শ্রুত হইতে লাগিল। যে প্রকার পর্ব্বত ভিদ্যমান হইলেও কম্পিত হয় না, সেই রূপ ভীমসেন বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে মদ্ররাজের গদা দ্বারা আহত হইয়াও কম্পিত হইলেন না। এবং মহাবল মদ্রাধিপতিও ভীমের গদা বেগে অভিহত হইয়া ধৈর্য্য বশত বজ্রাহত গিরির ন্যায় অচল রহিলেন। তৎ পরে পুনরায় উভয়ে গদা উদ্যম করিয়া মহা বেগে ভ্রমণ করত অন্তর পথস্থ হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করিলেন। তৎ পরেই সহসা অষ্ট পদ লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক হস্তীর ন্যায় সমবেত হইয়া লোহদণ্ড দ্বারা পরস্পর অভিঘাত করিলেন, এবং পরস্পরের বেগ ও গদা দ্বারা অতিশয় আহত হইয়া ক্ষিতিতলে ইন্দ্র ধ্বজের ন্যায় এক কালেই উভয়ে পতিত হইলেন। পরে মহাবল কৃতবর্ম্মা বিহ্বল ও পুনঃপুন নিশ্বাস ত্যাগী শল্যের নিকটে তৎক্ষণাৎ সমাগত হইলেন। হে মহারাজ! মহারথ কৃতবর্ম্মা, মদ্রাধিপতিকে গদা-পীড়িত, গজ সদৃশ বিচেষ্টমান ও মূর্চ্ছাকুল দেখিয়া আপন রথে তুলিয়া লইয়া শীঘ্র রণ হইতে অপসারিত করিলেন। কিন্তু সুমহাবাহু বীর ভীমসেন নিমেষ মাত্র মত্তবৎ বিহ্বল থাকিয়া পুনরুত্থিত হইয়া গদা-হস্তে দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইলেন। হে মান্যাগ্রগণ্য! আপনার পুত্রগণ এবং গজ, পত্তি, অশ্ব ও রথ সৈন্য সকল মদ্রাধিপতিকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া কম্পিত হইল। পাণ্ডবেরা জয়-সূচক সিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বনি প্রভৃতি করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া আপনকার পক্ষীয় সেই সকল সৈন্য ব্যথিত ও ভীত হইয়া বাত চালিত মেঘ নিচয়ের ন্যায় দিক্ বিদিক্ ধাবমান হইল। হে রাজন্! মহারথ পাণ্ডবগণ আপনকার পক্ষীয়দিগকে জয় করিয়া দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় রণে বিরাজমান হইলেন এবং হর্ষিত হইয়া অনবরত সিংহনাদ এবং শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক বাদ্য ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

শল্যাপযানে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! বীর্য্যমান্ বৃষসেন আপনকার সুমহৎ সৈন্যকে ইতস্তত ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া একাকী অস্ত্রবিদ্যা প্রভাবে তাহাদিগকে সংস্থাপিত করিলেন, এবং সংগ্রামে দশ দিকেই বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই বাণ সকল প্রতিপক্ষ নর, বাজি, রথ ও হস্তি সৈন্য ভেদ করিয়া

বিচরণ করিতে লাগিল। মহারাজ! তাঁহার সহস্র সহস্র প্রবল বাণ সকল প্রদীপ্ত হইয়া গ্রীষ্ম কালীন সূর্য্য কিরণের ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! রথী ও সাদীগণ তাঁহার শরে পীড়িত হইয়া বাতভগ্ন দ্রুমের ন্যায় সহসা ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। মহারথ বৃষসেন রণে শত শত সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও গজ সমূহ নিপাত করিলেন। হে রাজন্! সমরে বৃষসেনকে নির্ভয়ে একাকী বিচরণ করিতে দেখিয়া সমস্ত রাজা মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। নকুল-নন্দন শতানীক বৃষসেনের নিকট অভ্যাগত হইয়া মর্ম্মভেদী দশ নারাচ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কর্ণ-নন্দন বৃষসেনও তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া রথ ধ্বজ নিপাতিত করিলেন। দ্রৌপদীর অন্যান্য পুত্রগণ ভ্রাতা শতানীকের সাহায্যার্থে তথায় সমাগত হইলেন, এবং অবলীলাক্রমে শর সমূহ দ্বারা কর্ণ-পুত্রকে আচ্ছাদন করিয়া অদৃশ্য করিলেন। হে মহারাজ! দ্রোণ-পুত্র প্রভৃতি মহারথগণ সিংহনাদ করিয়া, যেমন জলদগণ পর্ব্বতগণকে বৃষ্টি দ্বারা আচ্ছাদন করে, সেই রূপ নানাবিধ শর দ্বারা সেই মহারথ দ্রৌপদেয়গণকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে বেগে ধাবমান হইলেন; তাহা দেখিয়া পাঞ্চাল, কৈকেয়, মৎস্য, সৃঞ্জয়গণ ও পুত্র-হিতার্থী পাণ্ডবগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া সত্বরে তাঁহাদিগের প্রতি প্রত্যুদ্যাত হইলেন। যেমন দানবগণের সহিত দেবতাদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ ত্বদীয় যোদ্ধৃগণের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর রোমাঞ্চ-জনক যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই রূপে কুরু পাণ্ডব বীরগণ পরস্পর আক্রোশী হইয়া সুসংরব্ধ চিত্তে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই অসীম-তেজা যুযুৎসু যোধগণের ক্রোধ বশত তাঁহাদিগের শরীর, আকাশে গরুড় ও পন্নগগণের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই রণভূমি ভীম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি প্রভৃতি মহাবীরগণ দ্বারা উদিত কাল সূর্য্য বৎ দীপ্তি পাইতে লাগিল। পরস্পর প্রহারকারি যোধগণের সেই যুদ্ধ, মহাবল দানবগণের সহিত বলবান্ দেবগণের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তৎ সদৃশ হইল। অনন্তর উদ্ধূত সমুদ্রের শব্দ সদৃশ শব্দ সহকারে যুধিষ্ঠির সৈন্য আপনকার সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে লাগিল, তাহাতে আপনকার সৈন্যের অনেক মহারথও পলায়ন করিলেন।

দ্রোণ, সৈন্যদিগকে বিপক্ষ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া “শূরগণ! পলায়ন করিও না” এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ চতুর্দ্দন্ত হস্তীর ন্যায় দ্রুতবেগে পাণ্ডব সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। যুধিষ্ঠির কঙ্কপত্র-যুক্ত শাণিত বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ সত্বর তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন। যেমন বেলাভূমি সাগরকে সীমাতিক্রমণ করিতে দেয় না; সেই রূপ পাঞ্চালদিগের যশস্কর যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক কুমার নামে কোন ব্যক্তি সেই ধাবমান দ্রোণকে নিবারণ করিলেন। দ্বিজর্ষভ দ্রোণকে কুমার কর্ত্তৃক নিবারিত দেখিয়া পাণ্ডব সেনা সিংহনাদ সহকারে সাধু সাধু বলিয়া উঠিল। মহাবল কুমার সংক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুন সিংহনাদ করত রণে অনেক সহস্র শর দ্বারা দ্রোণকে নিবারণ করিয়া অপরিশ্রান্ত ভাবে লঘুহস্তে তাঁহার বক্ষঃস্থলে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, শূর আর্য্যব্রত-নিষ্ঠ মন্ত্রাস্ত্র-কুশল চক্ররক্ষক সেই কুমারকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর দ্বিজবর দ্রোণ সমস্ত সৈন্যের মধ্যগত হইয়া সমস্ত দিক্ ভ্রমণ করত আপনকার সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ বাণ দ্বারা শিখণ্ডীকে, বিংশতি বাণ দ্বারা উত্তমৌজাকে, পঞ্চ শর দ্বারা নকুলকে, সপ্ত বাণ দ্বারা সহদেবকে, দ্বাদশ বাণ দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে, তিন তিন বাণ দ্বারা দ্রৌপদেয়দিগকে, পঞ্চ সায়ক দ্বারা সাত্যকিকে এবং দশ শরে মৎস্যরাজকে বিদ্ধ করিয়া অন্যান্য প্রধান প্রধান যোধ-

গণকে সংকোচিত করিলেন ; পরে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর যুগন্ধর, বাতোদ্ধূত মহার্ণব বৎ সংক্রুদ্ধ মহারথ দ্রোণকে শরবর্ষণ দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া যুগন্ধরকে ভল্ল অস্ত্র দ্বারা রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, কৈকেয়রাজগণ, সাত্যকি, শিবি, পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত, বীর্য্যবান্ সিংহসেন ও অন্যান্য বহুল যোদ্ধা যুধিষ্ঠির রক্ষার্থে অগ্রসর হইয়া বহু শর বর্ষণ দ্বারা দ্রোণের পথ অবরোধ করত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। হে রাজন্! পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত, পঞ্চাশৎ শাণিত শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা দেখিয়া জনগণ চিৎকার করিতে লাগিল। সিংহসেন মহারথ দ্রোণকে সত্বর বিদ্ধ করত প্রতিপক্ষ মহারথগণকে ত্রাসিত করিয়া হর্ষ সহকারে হাস্য করিলেন। অনন্তর দ্রোণ নয়ন বিস্ফারিত, ধনুর্জ্যা মার্জ্জিত ও হস্ততল মহা শব্দিত করিয়া সিংহসেনের প্রতি অভিক্রুদ্ধ হইলেন, এবং দুই ভল্ল অস্ত্রে সিংহসেন ও ব্যাঘ্রদত্তের দেহ হইতে কুণ্ডল সহিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে শর সমূহ দ্বারা সেই সকল পাণ্ডব যোধগণকে মর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের রথ নিকটে যমের ন্যায় সমাগত হইলেন। হে রাজন্! যতব্রত দ্রোণ সমীপস্থ হইলে যুধিষ্ঠির সৈন্য মধ্যে "রাজা হত হইলেন" বলিয়া মহাশব্দ উত্থিত হইল। আপনকার সৈনিকেরাও দ্রোণের বিক্রম দেখিয়া কহিতে লাগিল, "অদ্য ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র রাজা দুর্য্যোধন কৃতার্থ হইবেন ; এই মুহূর্ত্ত মধ্যেই দ্রোণ পাণ্ডবরাজকে যুদ্ধে গ্রহণ করিয়া সহর্ষ চিত্তে রাজা দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিবেন।" আপনকার সেনাগণ এই রূপ জল্পনা করিতেছে, এমন সময়ে মহারথ কৌন্তেয় অর্জ্জুন রথারোহণে দ্রুতবেগে রথঘোষে রণস্থল নিনাদিত করত শোণিত স্বরূপ জলময়ী রথ স্বরূপ আবর্ত্তময়ী শূরগণের অস্থি সমূহ পরিকীর্ণা প্রেতকুলের অপহারিণী লোক-সংহারিণী নদী সৃষ্টি করিয়া তথায় আগমন করিলেন। তিনি সহসা ইষুজালে কুরুগণকে বিদ্রাবিত, দিক্ সকল আচ্ছাদিত ও দ্রোণ সেনাগণকে মোহিত করত সেই শর সমূহ স্বরূপ মহাফেণ-যুক্তা প্রাসাস্ত্র রূপ মৎস্য নির্করে সমাকুলা শোণিত নদী বেগে উত্তীর্ণ হইয়া দ্রোণ সৈন্যে উপদ্রুত হইলেন। যশস্বী কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন এমত শীঘ্রহস্তে বাণ সন্ধান ও বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাহার অবকাশ কেহ লক্ষ করিতে পারিল না। মহারাজ! কি দিক্, কি অন্তরীক্ষ, কি স্বর্গ, কি মেদিনী, কিছুই দৃষ্ট হইল না, সকলই বাণময় হইয়া গেল। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন সেই সংগ্রামে বাণে বাণে মহা অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন। তখন সূর্য্য ধূলিপটলীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া অস্তগত প্রায় হইলেন ; তৎকালে কে শত্রু, কে সুহৃদ্, বোধগম্য হইল না। অনন্তর দ্রোণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরুগণ নিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। অর্জ্জুনও বিপক্ষ পক্ষকে ত্রস্ত ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রমে ক্রমে স্ব সৈন্যগণের অবহার করিলেন। যেমন ঋষিগণ সূর্য্যের স্তব করেন, সেই রূপ পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ প্রহৃষ্ট চিত্তে মনোজ্ঞ বচন দ্বারা অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই রূপে শত্রুগণকে জয় করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন হর্ষিত চিত্তে সৈন্যগণকে অগ্রে লইয়া স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। যেমন চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্র-চিত্রিত নভোমণ্ডলে বিরাজমান হয়, সেই রূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অতি উৎকৃষ্ট মরকত, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, সুবর্ণ, রৌপ্য, হীরক, প্রবাল ও স্ফটিক মণি-চিত্রিত রথে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

দ্রোণাভিষেক প্রকরণ ও পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

সংশপ্তক বধ প্রকরণ। ২।

সঞ্জয় কহিলেন, হে প্রজানাথ! অবহারানন্তর

উভয় সেনা যথা ভাগক্রমে যথা বিধি স্ব স্ব শিবিরে নিবিষ্ট হইলে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে দেখিয়া অতিশয় দুর্ম্মনা হইয়া সলজ্জ ভাবে বলিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সংগ্রামে ধনঞ্জয় থাকিতে দেবতারাও যুধিষ্ঠিরকে ধর্ষণ করিতে পারিবেন না। আপনারা যত্নপরায়ণ থাকিলেও আপনাদিগের সমক্ষেই পার্থ যেরূপ কার্য্য করিলেন, তাহা আপনারা দেখিলেন; অতএব 'কৃষ্ণ ও পাণ্ডব অজেয়' আমার এই কথায় সংশয় করিবেন না। হে রাজন্! যদি কোন উপায় দ্বারা শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অপসারিত করিতে পারেন, তাহা হইলে যুধিষ্ঠির আপনার বশবর্ত্তী হইবেন। হে নৃপ! কোন ব্যক্তি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া অন্য স্থানে অপসারিত করিয়া লইয়া যাউক, তাহা হইলে অর্জ্জুন তাহাকে জয় না করিয়া কোন প্রকারে নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না। অর্জ্জুন যে সময়ে সেই যুদ্ধে ব্যাবৃত থাকিবেন, সেই সময়ের মধ্যেই আমি সৈন্য ভেদ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধর্ম্মরাজকে ধরিয়া আনিব। যুধিষ্ঠির যদি আমাকে রণে সমাগত দেখিয়া অর্জ্জুন নিকটে না থাকিলে রণ পরিত্যাগ করিয়া না যান, তবে আপনি তাঁহাকে ধৃত বলিয়াই জানিবেন। হে মহারাজ! এই রূপে আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার অনুগ গণের সহিত আপনার বশে আনয়ন করিয়া দিব, সংশয় নাই। পাণ্ডবরাজ যদি মুহূর্ত্ত কালও সংগ্রামে থাকেন; সংগ্রাম হইতে অপসৃত না হন, তবে আমি তাঁহাকে অবশ্যই আনয়ন করিব। ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করা বিজয় অপেক্ষাও বিশিষ্ট।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দ্রোণের বচন শুনিয়া ত্রিগর্ত্তাধিপতি ভ্রাতৃগণের সহিত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন আমাদিগের বারম্বার অপকার করিয়াছে, আমরা নিরপরাধ, তথাপি সে আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। তাহার সেই সকল পৃথগ্বিধ অত্যাচার স্মরণ করত আমরা ক্রোধানলে দহ্যমান হইতে থাকি, রাত্রিতে আমাদিগের নিদ্রা হয় না। আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই সেই অর্জ্জুন যুদ্ধে অস্ত্র সম্পন্ন হইয়া চক্ষুর্গোচর হইয়াছে, অতএব আমাদিগের যে কার্য্য চিরাভিলষিত, তাহা সংপ্রতি সম্পন্ন করিব। উহাকে সংগ্রাম স্থল হইতে বহির্নিক্রান্ত করিয়া নিহত করিব, তাহা হইলে আপনকার প্রিয় কার্য্য এবং আমাদিগেরও যশ হইবে। অদ্য পৃথিবী হয় অর্জ্জুন শূন্যা, না হয় ত্রিগর্ত্ত শূন্যা হইবেক, আমরা আপনকার নিকট ইহা সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, কদাচ মিথ্যা হইবেক না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ভারত! সত্যরথ, সত্যবর্ম্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু ও সত্যকর্ম্মা, এই পঞ্চ ভ্রাতা শপথ করিয়া অযুত রথের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং মালব ও তুণ্ডিকের গণ তিন অযুত রথের সহিত ও ত্রিগর্ত্ত দেশীয় প্রস্থলাধিপতি নরব্যাঘ্র সুশর্ম্মা অযুত রথ, মাবেল্লকগণ, ললিত্থগণ, মদ্রকগণও ভ্রাতৃবর্গের সহিত গমন করিলেন। অনন্তর প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য অযুত রথী শপথ নিমিত্ত নানা স্থান হইতে সমাগত হইলেন। অনন্তর সকলে অগ্নি আনাইয়া পৃথক্ পৃথক্ কুশ চীর ও বিচিত্র কবচ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সকলেই শত সহস্র দক্ষিণা-প্রদায়ী, বীর পদবাচ্য, যাগশীল, পুত্রবান্, লোক-বিশ্রুত ও কৃতকৃত্য; সকলেই বদ্ধ কবচ, ঘৃতাক্ত, কুশ চীর পরিধায়ী, মৌর্ব্বীমেখলাধারী ও শরীর নিস্পৃহ হইয়া যশ ও বিজয়ের সহিত আত্মার যোগ করিবার অথবা ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন ও সদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য যে লোক সকল, তাহা সুযুদ্ধ দ্বারা প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে ব্রাহ্মণ গণকে পৃথক্ পৃথক্ নিষ্ক, গো ও বস্ত্র দানে পরিতৃপ্ত করত পরস্পর সম্ভাষণ-পূর্ব্বক দৃঢ় নিশ্চয় সহকারে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রণে ব্রত ধারণানন্তর অর্জ্জুনবধার্থ সেই অগ্নি সমীপে সর্ব্ব প্রাণী নিকটে উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিলেন, আম-

রা যদি যুদ্ধে ধনঞ্জয়কে বিনাশ না করিয়া নিবৃত্ত হই, কিম্বা তৎকর্ত্তৃক বাধিত হইয়া ভয়ে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে, যাহারা মিথ্যাবাদী, ব্রহ্ম-হত্যাকারী, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীগামী ও ব্রহ্মস্বাপহারী এবং যাহারা রাজ দত্ত অন্নে পালিত হইয়া যথা সময়ে রাজ কার্য্য না করে, যাহারা শরণাগত ব্যক্তি-কে পরিত্যাগ করে, যাহারা যাচ্ঞাকারী ব্যক্তিকে হনন করে, যাহারা গৃহ দাহ করে, যাহারা গোহত্যা করে, যাহারা লোকের অপকার করে, যাহারা ব্রাহ্মণ দ্বেষী, যাহারা মোহ বশত ঋতু কালে ভার্য্যা গমন না করে, যাহারা শ্রাদ্ধ করিয়া তদ্দিবসে মৈথুন করে, যাহারা আত্মার যথার্থ ভাব গোপন করিয়া অন্যথা প্রকাশ করে, যাহারা গচ্ছিত অপহরণ করে, যাহারা প্রতিজ্ঞা পালন না করে, যাহারা নপুংসকের সহিত যুদ্ধ করে, যাহারা দীনের দ্রব্যা-পহারী, যাহারা নাস্তিক, অগ্নি ত্যাগী, মাতৃ ত্যাগী ও পিতৃ ত্যাগী এবং যাহারা অন্যান্য পাপাচরণও করে; তাহারা পর কালে যে সকল পাপ লোকে গমন করে, আমরা যেন সেই সকল লোক প্রাপ্ত হই। আর যদি আমরা যুদ্ধে অলৌকিক দুষ্কর কর্ম্ম করিতে পারি, তবে তো আমাদিগের অভীষ্ট লোক প্রাপ্তি হইবেই, তাহাতে সংশয় নাই।

হে রাজন্! তাঁহারা এই রূপ বলিয়া দক্ষিণ দিকে অর্জ্জুনকে আহ্বান করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরপুরঞ্জয় পার্থ সেই সকল রাজগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! আমার এই ব্রত আছে, কেহ যুদ্ধে আমাকে আ-হ্বান করিলে আমি নিবৃত্ত হইব না। সংপ্রতি রাজ-গণ আমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত শপথ করিয়াছেন, সেই সংশপ্তক অর্থাৎ শপথকারী রাজ-গণ মহাযুদ্ধ নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিতেছেন। ঐ সুশর্ম্মা আপন ভ্রাতাগণের সহিত রণে আমাকে আহ্বান করিতেছেন; অতএব গণের সহিত ঐ সু-শর্ম্মার বধ নিমিত্ত আপনি আমাকে অনুজ্ঞা করুন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি যুদ্ধে আহ্বান সহিতে পারি না; আপনকার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যুদ্ধে শত্রুগণ হত হইয়াছে, ইহা আপনি নিশ্চিত জানুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৎস! তুমি দ্রোণের যাহা কর্ত্তব্য অভিপ্রায়, তাহা শুনিয়াছ; অতএব যাহাতে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ না হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। হে মহারথ! দ্রোণ বলবান্, শূর, শিক্ষিতাস্ত্র ও অশ্রান্ত; তিনি আমাকে গ্রহণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজন্! এই পাঞ্চালশ্রেষ্ঠ সত্যজিৎ অদ্য আপনাকে যুদ্ধে রক্ষা করিবেন; ইনি থাকিতে আচার্য্য মনোরথ সিদ্ধি করিতে পারিবেন না। হে প্রভো! যদি এই পুরুষব্যাঘ্র সত্যজিৎ রণে হত হন, তাহা হইলে সকলে একত্রিত হইয়া আপ-নাকে রক্ষা করিলেও আপনি কোন প্রকারে রণে থাকিবেন না।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সস্নেহ দৃষ্টিতে অবলোকন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া অনুমতি দান ও ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। বলবান্ পার্থ যুধিষ্ঠিরকে উক্ত প্রকার নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক, যে-মন ক্ষুধিত সিংহ ক্ষুধা শান্তি নিমিত্ত মৃগগণের প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ, ত্রিগর্ত্তগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুন-বিহীন হইলে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পরম হর্ষ প্রাপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইল। তৎ পরে যেমন বর্ষা কালে গঙ্গা ও সরযূ উভয় নদীর প্রবল প্রবাহ বেগ-পূর্ব্বক মিলিত হয়, সেই রূপ কুরু পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ বল-পূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইল।

ধনঞ্জয় গমনে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সংশপ্তকগণ

সমতল ভূমি প্রদেশে অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ সজ্জিত করিয়া পরম হর্ষ সহকারে যুদ্ধার্থ ব্যবস্থিত হইলেন। সেই সকল নরব্যাঘ্রগণ কিরীটীকে আসিতে দেখিয়া হর্ষ সহকারে মহাশব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই শব্দে দিক্ বিদিক্ ও আকাশ আচ্ছন্ন হইল; সকল স্থানই সেই শব্দে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে তাহার প্রতিধ্বনি হইল না। ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে সাতিশয় হর্ষযুক্ত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক কৃষ্ণকে কহিলেন, দেবকী-নন্দন! ঐ দেখ, ত্রিগর্ত্তরাজ ভ্রাতৃগণ অদ্য যুদ্ধে মরিতে ইচ্ছু হইয়া রোদিতব্য বিষয়ে হর্ষিত হইয়াছে। অথবা উহাদিগের যথার্থই এ হর্ষ কাল উপস্থিত; যেহেতু অধম নরগণের অপ্রাপ্য যে উত্তম লোক সকল, তাহা উহারা প্রাপ্ত হইবেক।

অর্জ্জুন মহাবাহু হৃষীকেশকে এই রূপ কহিয়া রণে ব্যূহ-সজ্জিত সেই ত্রিগর্ত্ত সৈন্যগণের সমীপস্থ হইলেন। অনন্তর দেবদত্ত হেমপরিষ্কৃত শঙ্খ লইয়া বাদ্য করত মহাশব্দে সর্ব্ব দিক্ পরিপূরিত করিলেন। সেই মহাশব্দে সংশপ্তক সৈন্য সকল যুদ্ধ স্থলে প্রস্তর বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রণস্থলে অবস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের বাহনগণ বিবৃত্ত নেত্র, স্তব্ধ কর্ণ, স্তব্ধ গ্রীব ও স্তব্ধ চরণ হইয়া মূত্র ও রুধির স্রাব করিল। তাঁহারা সংজ্ঞা লাভ করিয়া সৈন্যদিগকে ব্যবস্থাপিত করত এক কালে সকলেই অর্জ্জুনের উপর কঙ্কপত্র-যুক্ত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পঞ্চ দশ বাণে সেই সহস্র সহস্র বাণ না আসিতে আসিতেই পথি মধ্যে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে দশ দশ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুনও তিন তিন বাণ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! তৎ পরে তাঁহারা প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ শরে পার্থকে বিদ্ধ করিলেন; পরাক্রমী অর্জ্জুনও দুই দুই বাণে তাঁহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। যেমন মেঘগণ বৃষ্টি দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, সেই রূপ তাঁহারা সংক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় শর দ্বারা কেশব ও অর্জ্জুনকে পরিপূরিত করিলেন। যেমন ভ্রমর-নিচয় বনে প্রফুল্ল বৃক্ষগণের উপর পতিত হয়, সেই রূপ সহস্র সহস্র শর রণে অর্জ্জুনের উপর পড়িতে লাগিল। অনন্তর সুবাহু, সব্যসাচী অর্জ্জুনের কিরীটে দৃঢ় প্রস্তর সারময় ত্রিংশৎ শর বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন সেই সকল কিরীটাসক্ত হেমপুঙ্খ সরলগামী বাণ দ্বারা স্বর্ণভূষণ-ভূষিত উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন, এবং সেই যুদ্ধে ভল্লাস্ত্র দ্বারা সুবাহুর হস্তাবাপ ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা, সুরথ, সুধর্ম্মা, সুধন্বা ও সুবাহু, ইহাঁরা প্রত্যেকে দশ দশ বাণ দ্বারা কিরীটীকে বিদ্ধ করিলেন। কপিবর ধ্বজ অর্জ্জুন তাঁহাদিগের সকলকেই পৃথক্ পৃথক্ বাণ দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের রথের কাঞ্চন ধ্বজ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অগ্রে শর নিকরে সুধন্বার ধনুক ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব ছেদন করিলেন; পরে তাঁহার দেহ হইতে উষ্ণীষ-যুক্ত মস্তক অপহরণ করিলেন।

সেই বীর সুধন্বা নিপতিত হইলে তাঁহার অনুগামীগণ ভয়ে ত্রস্ত হইয়া দুর্য্যোধন-সৈন্যের দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। যেমন সূর্য্য অংশু দ্বারা অন্ধকার সংহার করেন, ইন্দ্রনন্দন সংক্রুদ্ধ হইয়া সেই রূপ অবিচ্ছিন্ন শরজাল দ্বারা সেই মহাচমূ সংহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর সব্যসাচী ক্রুদ্ধ হওয়াতে সেই সমস্ত সৈন্য ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়িত হইলে ত্রৈগর্ত্তদিগের ভয় উপস্থিত হইল। তাঁহারা পার্থ কর্ত্তৃক সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা বধ্যমান হইয়া ত্রস্ত মৃগগণের ন্যায় বিমুগ্ধ হইলেন। অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া পলায়মান মহারথগণকে কহিলেন, শূরগণ! তোমরা পলায়ন কেন করিতেছ? ভয় করিও না; তোমরা প্রধান প্রধান বীর হইয়া সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে তাদৃশ উৎকট শপথ করিয়াছ, এক্ষণে দুর্য্যোধন সৈন্য মধ্যে গিয়া কি বলিবে?

এতাদৃশ কর্ম্ম করিলে আমরা অবশ্যই অবহাসাস্পদ হইব; অতএব তোমরা সকলে মিলিয়া যথাবশিষ্ট সৈন্য সহ নিবৃত্ত হও। হে রাজন্! সেই বীরগণ তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিয়া পুনরায় পরস্পরকে হর্ষিত করত মুহুর্মুহু সিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর নারায়ণী ও গৌপালী সেনা প্রভৃতি সংশপ্তকগণ মৃত্যুই নিবৃত্তির উপায় মনে করিয়া পলায়নে নিবৃত্ত হইলেন।

সুধন্বা বধে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, সেই সংশপ্তকগণকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া অর্জ্জুন মহাত্মা বাসুদেবকে কহিলেন, হৃষীকেশ! সংশপ্তকগণের প্রতি অশ্বগণকে চালনা কর; আমি বোধ করি, ইহারা জীবন্ত থাকিতে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেক না। অদ্য আমার বাহু, ধনুক ও ঘোরতর অস্ত্রের বল দেখ; যেমন রুদ্র পশুগণের নিপাত করেন, সেই রূপ আমি ইহাদিগের নিপাত করিব। অনন্তর কৃষ্ণ হাস্য-পূর্ব্বক শিব বাক্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া, যেখানে যেখানে দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুন যাইতে ইচ্ছা করিলেন, সেই সেই স্থানে রথ চালনা করিতে লাগিলেন। সেই পাণ্ডুর বর্ণ অশ্ব-যুক্ত রথ দ্রুত চালিত হইয়া আকাশগামী বিমানের ন্যায় রণ স্থলে শোভা পাইতে লাগিল। হে রাজন্! পূর্ব্ব কালে দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের রথ যেমন শোভা পাইয়াছিল, অর্জ্জুনের রথ মণ্ডলাকার গতি ও গতিপ্রত্যাগতি ক্রমে গমন-পূর্ব্বক সেই রূপ বিরাজমান হইল। অনন্তর নারায়ণী সেনা ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ আয়ুধ হস্তে লইয়া ধনঞ্জয়কে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছাদন করত পরিবেষ্টন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা মুহূর্ত্ত মাত্রে কৃষ্ণ সহিত কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে শর বর্ষণ দ্বারা অদৃশ্য করিলেন। অর্জ্জুন সেই রণে ক্রোধে দ্বিগুণ বিক্রম সহকারে গাণ্ডীব ধনুক মার্জ্জিত করিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং মুখে ক্রোধ লক্ষণ ভ্রূকুটী বন্ধন করিয়া দেবদত্ত মহা শঙ্খের বাদ্য করিলেন। অনন্তর শত্রু সমূহ বিনাশ নিমিত্ত ত্বষ্টা প্রজাপতির প্রদত্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্র প্রভাবে সহস্র সহস্র অর্জ্জুন রূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহারা বহুল অর্জ্জুন রূপে বিমোহিত হইয়া আত্ম পক্ষকে শত্রু অর্জ্জুন মনে করিয়া পরস্পর হনন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া "এই অর্জ্জুন, ঐ গোবিন্দ, এই ইহারা উভয়েই" এই রূপ বলিতে বলিতে পরস্পর হতাহত হইতে লাগিলেন। সেই যোধগণ মোহ বশত আপনা আপনি প্রবল অস্ত্র দ্বারা পরস্পরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন প্রেরিত সেই ত্বাষ্ট্র অস্ত্র সেই প্রতিপক্ষ যোধগণের বিমুক্ত সহস্র সহস্র শর ভস্মসাৎ করিয়া সেই সকল বীরদিগকে যম-সদনে প্রেরণ করিল।

অনন্তর বীভৎসু হাস্য করিয়া ললিথ, মালব, মাবেল্লক ও ত্রৈগর্ত্তক যোধগণকে শর দ্বারা সাতিশয় পীড়িত করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষত্রিয়গণ বীর ধনঞ্জয়ের শরে বধ্যমান ও কাল প্রেরিত হইয়া তাঁহার প্রতি নানাবিধ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই ঘোরতর শর বৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কি অর্জ্জুন, কি কৃষ্ণ, কি রথ, কিছুই দৃষ্টিগম্য হইল না। অনন্তর উদ্দিশ্য লাভ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহারা পরস্পর হর্ষ ধ্বনি করিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণার্জ্জুন হত হইয়াছে" বলিয়া পরস্পর প্রীতি লাভ করত স্ব স্ব বসন প্রকম্পন করিতে লাগিলেন, এবং সহস্র সহস্র ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ধ্বনি এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণের গাত্র হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে লাগিল; তিনি খিন্ন হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে শত্রুঘাতী পার্থ! তুমি কোথায়, তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না? তুমি কি জীবিত আছ? ধনঞ্জয় তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া সত্বর বায়ব্য অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত শর বৃষ্টি

সংহরণ করিলেন। ভগবান্ বায়ু, শুষ্ক পত্র সমূহের ন্যায় সেই অশ্ব, গজ, রথ ও আয়ুধ সমেত সংশপ্তকগণকে উড়াইতে লাগিলেন। হে রাজন্! যেমন বৃক্ষ হইতে উড্ডীন পক্ষীগণ শোভা পায়, সেই রূপ তাঁহারা বায়ু দ্বারা উড্ডীন হইয়া বহুল শোভা পাইতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে তাদৃশ ব্যাকুল করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া শাণিত বাণ দ্বারা তাঁহাদিগের শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধা হনন করিতে লাগিলেন। ভল্ল দ্বারা কোন কোন যোদ্ধার মস্তক, কোন কোন যোদ্ধার অস্ত্র সহিত বাহু এবং কোন কোন যোদ্ধার হস্তিশুণ্ড সদৃশ উরু ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কাহারো পৃষ্ঠ ছেদন, কাহারো পদ কর্ত্তন, কাহারো মস্তিষ্ক নিঃসারণ, কাহারো করতল ভেদ, কাহারো অঙ্গুলি ছেদ, কাহাকেও বা অন্যান্য অঙ্গবিহীন করিলেন। এবং গন্ধর্ব্ব নগরাকার বিধিবৎ কল্পিত রথ সকলকে শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া রাজগণকে অশ্ব, রথ ও গজ বিহীন করিলেন। সেই রণ স্থলের কোন কোন স্থানে রথ সকলের ধ্বজ ছিন্ন হওয়াতে ঐ সকল রথ মুণ্ড তাল বনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। যেমন বৃক্ষ সহিত পর্ব্বত সকল ইন্দ্র বজ্রে আহত হইয়া পতিত হয়, তাহার ন্যায় পতাকা, অঙ্কুশ ও ধ্বজ-যুক্ত নাগগণ উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী মনুষ্য সহিত পতিত হইতে লাগিল। পার্থের শরাঘাতে চামর, অলঙ্কার ও কবচ সমন্বিত অশ্বগণের অন্ত্র ও নেত্র স্রস্ত হইতে লাগিল; তাহারা গতাসু হইয়া আরোহীর সহিত ক্ষিতিতলে পড়িতে লাগিল। পার্থ বাণে নিহত পদাতিগণের অসি, নখর, ঋষ্টি ও অন্যান্য অস্ত্র সকল ছিন্ন এবং বর্ম্ম ও মর্ম্ম প্রভিন্ন হওয়াতে তাহারা কাতর ভাবে রণ ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ হত হইয়াছে, কেহ কেহ হত হইতেছে, কেহ কেহ পতিত হইয়াছে, কেহ কেহ পতিত হইতেছে, কেহ কেহ ভ্রমণ করিতেছে, কেহ কেহ বা আর্ত্তনাদ করিতেছে, এতাদৃশ মনুষ্য সমূহ দ্বারা সেই সংগ্রাম ক্ষেত্র অতি ভয়ানক রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। অতি মহা ধূলিপটলী উদ্ধূত হইয়াছিল, তাহা রুধির বৃষ্টি দ্বারা শান্ত হইল। রণস্থল শত শত কবন্ধে সঙ্কুল হইয়া দুর্গম্য হইয়া উঠিল। অর্জ্জুনের রথ প্রলয় কালীন পশু সংহারক রুদ্র দেবের ক্রীড়া স্থানের ন্যায়, ভয়ঙ্কর ও বিকৃত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। সংশপ্তকগণ পার্থ শরে বধ্যমান হইলে তাঁহাদিগের অশ্ব, গজ ও রথ, ব্যাকুল হইয়া পড়িল; তাঁহারা ক্ষীণ হইয়া ইন্দ্রলোকের আতিথ্য স্বীকার করত অর্জ্জুনের রথাভিমুখেই ধাবন করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই রণ ভূমির সর্ব্ব স্থান নিহত ও মৃত মহারথগণে ইতস্তত সমাকীর্ণ হইল।

অর্জ্জুন এই রূপ রণ মত্ত হইলে, অবসর বুঝিয়া দ্রোণাচার্য্য সেনা ব্যূহ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রহার ক্ষম যুধিষ্ঠির পক্ষীয় সৈনিক গণ সত্বর হইয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষাভিলাষে ধাবমান দ্রোণকে প্রতিরুদ্ধ করিলেন, তাহাতে উভয় পক্ষের অতি তুমুল যুদ্ধারম্ভ হইল।

অর্জ্জুন যুদ্ধে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহারথ ভরদ্বাজ-পুত্র সেই রাত্রি অতিবাহিত করণানন্তর দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ বচন বলিয়া পার্থের সহিত সংশপ্তকগণের যোগ বিধান করিয়া দিলে অর্জ্জুন সংশপ্তক বধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলে পর তিনি স্ব সৈন্যদিগকে সুপর্ণ ব্যূহ সজ্জিত করত ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার মানসে পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির তৎকালে দ্রোণের সুপর্ণ ব্যূহ দেখিয়া স্ব পক্ষে মণ্ডলার্দ্ধ ব্যূহ রচনা করিলেন।

মহারথ দ্রোণ সেই সুপর্ণ ব্যূহের মুখ হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সহোদরগণ ও অনুগগণের সহিত, তাহার মস্তক হইলেন। শর নিক্ষেপে প্রধান কৃতবর্ম্মা ও কৃপ এই দুই জন তাহার দুই চক্ষু হইলেন।

ভূতশর্ম্মা, ক্ষেমশর্ম্মা, বীর্য্যবান্ করকাক্ষ, কলিঙ্গগণ, সিংহলগণ, প্রাচ্যগণ, শূদ্রগণ, আভীরগণ, দশেরকগণ, শকগণ, যবনগণ, কাম্বোজগণ, হংসপথগণ, শূরসেনগণ, দরদগণ, মদ্রগণ ও কেকয়গণ ইহাঁরা গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমূহে পরিবৃত এবং অতিবর্ম্মিত হইয়া তাহার গ্রীবা দেশে থাকিলেন। ভূরিশ্রবাঃ, শল্য, সোমদত্ত ও বাহ্লিক এই কয়েক জন বীর অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব আশ্রয় করিলেন। অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ইহাঁরা দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামাকে অগ্রে করিয়া তাহার বাম পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। কলিঙ্গ, অম্বষ্ঠ, মাগধ, পৌণ্ড্র, ভদ্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পার্ব্বতীয় ও বশাতিগণ তাহার পৃষ্ঠদেশে থাকিলেন। সূর্য্যতনয় কর্ণ জ্ঞাতি, পুত্র, বান্ধব ও নানা দেশীয় মহতী সেনা সমভিব্যাহারে তাহার পুচ্ছদেশে স্থিতি করিলেন। হে রাজন্! জয়দ্রথ, ভীমরথ, সম্পাতি, ঋষভ, জয়, ভূমিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবল নৈষধরাজ, এই সকল যুদ্ধ-বিশারদ যোধগণ ব্রহ্মলোক কামনায় মহা সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই সুপর্ণ ব্যূহের বক্ষঃস্থলে স্থিতি করিলেন। দ্রোণের বিহিত পদাতি, অশ্ব, রথ ও গজ-যুক্ত ঐ ব্যূহ যেন পবনান্দোলিত সাগরাকারে নৃত্য করিতে লাগিল। যেমন গ্রীষ্ম কালে বিদ্যুৎ সহিত মেঘগণ গর্জ্জন করিতে করিতে সর্ব্ব দিক্ হইতে নির্গত হইতে থাকে, সেই রূপ সেই ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুযুৎসুগণ নির্গত হইতে লাগিল। হে রাজন্! প্রাগ্জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত তাহার মধ্যে বিধিবৎ সজ্জিত গজে আরোহণ-পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া উদয় গিরিস্থ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজন্! কার্ত্তিকী পূর্ণিমার চন্দ্র সদৃশ, মাল্যদাম-শোভিত শ্বেত ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি ধৃত হওয়াতে তিনি সাতিশয় শোভমান হইলেন। নীলাঞ্জনরাশিপ্রভ তাঁহার মদান্ধ হস্তী মহামেঘ সমূহে অতি বর্ষিত বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি নানা বিধ আয়ুধ ও ভূষণধারী পর্ব্বত প্রদেশীয় বীর মহীপালগণে সমন্বিত হইয়া দেবগণ পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় সমর যাত্রা করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে বিপক্ষের অজ্ঞেয় সেই অলৌকিক ব্যূহ দেখিয়া পারাবত সবর্ণাশ্ব-যোজিত রথারোহী ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে প্রভো! আমি অদ্য যে রূপে ঐ ব্রাহ্মণের আয়ত্ত না হই; তুমি সেই রূপ নীতি বিধান কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে সুব্রত! দ্রোণ আপনাকে গ্রহণ করিতে সযত্ন হইলেও গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমি অদ্য দ্রোণকে তাঁহার অনুগগণের সহিত নিবারণ করিব। হে কৌরব্য! আমি জীবিত থাকিতে আপনার উদ্বেগ নাই, দ্রোণ রণে আমাকে জয় করিতে কোন প্রকারে সমর্থ হইবেন না।

সঞ্জয় কহিলেন, পারাবত সবর্ণাশ্ব যোজিত রথারূঢ় মহাবল দ্রুপদতনয় এই রূপ কহিয়া স্বয়ং বাণ বিকিরণ করিতে করিতে দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাগত দেখিয়া অনিষ্ট দর্শন প্রযুক্ত ক্ষণ কাল অনতি হৃষ্ট চিত্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া আপনকার পুত্র শত্রুকর্ষণ দুর্ম্মুখ দ্রোণের প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করিলেন। হে ভারত! মহাশূর ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত দুর্ম্মুখের অতি ভয়ানক তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর হইয়া শরজাল দ্বারা দুর্ম্মুখকে আচ্ছন্ন করিয়া মহা শর সমূহ দ্বারা দ্রোণকে অবরোধ করিতে লাগিলেন। দুর্ম্মুখ দ্রোণকে অবরুদ্ধ দেখিয়া অতি কুপিত হইয়া নানা বিধ শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্ম্মুখ উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণ বহুবিধ শর দ্বারা যুধিষ্ঠির সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ু দ্বারা মেঘ সকল চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হয়, সেই রূপ যুধিষ্ঠির সৈন্য দ্রোণের বাণে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

হে রাজন্! মুহূর্ত্ত মাত্র সেই যুদ্ধ মধুর দর্শন হইল; তৎ পরেই উন্মত্ত বৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল। হে রাজন্! সেই যুদ্ধে পরস্পর আত্ম পর জ্ঞান রহিল না; অনুমান ও সংজ্ঞা দ্বারা যুদ্ধ হইতে লাগিল। কেবল যোধগণের শিরো-ভূষণ, কণ্ঠভূষণ ও বর্ম্মস্থ ভূষণের কিরণ সমূহ সূর্য্য প্রভা বৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল। রথ, অশ্ব ও হস্তীগণের পতাকা সকল ইতস্তত পরিকীর্ণ হওয়াতে তাহাদিগকে বকরাজি বিরাজিত মেঘের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। উদ্ধত হইয়া নরগণ নরগণকে, অশ্বগণ অশ্বগণকে, রথীগণ রথীগণকে ও শ্রেষ্ঠ বারণগণ বারণগণকে হনন করিতে লাগিল।

ক্ষণ কাল মধ্যে সমুচ্ছ্রিত পতাকা বিশিষ্ট গজগণের পরস্পর ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাহারা পরস্পর সংলগ্ন গাত্রে অন্যান্যকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের দন্ত সঙ্ঘর্ষণে ধূম সহিত অগ্নি উত্থিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের পতাকা সকল প্রকীর্ণ ও দন্তের ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হওয়াতে এবং তাহারা শূন্যে উল্লম্ফনপূর্ব্বক আকাশাবলম্বন করাতে তাহারা বিদ্যুৎ সহিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন হস্তী বিক্ষেপ করিতেছে, কোন কোন হস্তী শব্দ করিতেছে, কোন কোন হস্তী ভূতলে নিপতিত হইতেছে; ইহাতে সেই রণভূমি শরৎ কালীন মেঘ পরিব্যাপ্ত আকাশের ন্যায় হইয়া উঠিল। হস্তীগণের উপর বাণ ও তোমর অস্ত্র বর্ষণ হইতে লাগিল; তাহারা তাহাতে হন্যমান হইয়া প্রলয় কালীন মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। তোমর ও বাণ দ্বারা আহত সমুদায় হস্তী মধ্যে কোন কোন হস্তী ত্রাসিত হইল; কোন কোন হস্তী মহাশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল; কোন কোন হস্তীগণ অন্যান্য হস্তীর দন্তে অভিহত হইয়া ঔৎপাতিক মেঘের ন্যায় ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। প্রধান প্রধান হস্তী অন্যান্য হস্তির প্রতিকূলতাচরণ করিলে তাহারা মহামাত্রের তীক্ষ্ন অঙ্কুশ দ্বারা উন্মথিত ও চালিত হইয়া সেই সকল প্রধান হস্তীকে পুনঃপুন আঘাত করিতে লাগিল। মহামাত্র সকল অন্যান্য মহামাত্রদিগকে শর ও তোমরাস্ত্রে তাড়িত করিলে তাহারা অঙ্কুশ ও অন্যান্য অস্ত্র বিহীন হইয়া হস্তী হইতে পৃথিবীতলে পতিত হইতে লাগিল। অনেক মাতঙ্গ মনুষ্য হীন হইয়া নিনাদ করিতে করিতে ছিন্ন মেঘের ন্যায় পরস্পর মিলন পূর্ব্বক নিপতিত হইল। অনেক যোধগণ হস্তী পৃষ্ঠেই নিহত ও নিপতিত হইল; এবং অনেক গজারোহী যোদ্ধার অস্ত্র শস্ত্র পতিত হইয়া গেল; সেই সেই বৃহৎ হস্তী তাহাদিগকে বহন করিয়া এক পথেই দিগ্ দিগন্তর প্রস্থান করিতে লাগিল। কত শত হস্তী তোমর, ঋষ্টি ও পরশু দ্বারা তাড়িত ও তাড্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া হত্যা স্থলে পতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের শৈল সদৃশ দেহ সমূহের ইতস্তত পতনে পৃথিবী আহতা হইয়া সহসা কম্পিতা ও নিনাদিতা হইতে লাগিল। গজারোহী মনুষ্য ও পতাকার সহিত পাতিত মাতঙ্গ সমূহ দ্বারা পৃথিবী যেন বিস্তীর্ণ পর্ব্বত সমূহে শোভা পাইতে লাগিল। রথিগণ ভল্লাস্ত্র দ্বারা গজস্থ মহামাত্রদিগের হৃদয় নির্ভেদ করিয়া দিলে তাহাদিগের অঙ্কুশ ও তোমর বিকীর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহারাও গজ হইতে নিপতিত হইল। অনেকানেক গজ নারাচের আঘাতে ক্রৌঞ্চ পক্ষী বৎ শব্দ করিতে করিতে স্বকীয় ও পরকীয় সৈন্য মর্দ্দন করত দিগ্ দিগন্তে ধাবমান হইয়া পতিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! পৃথিবী গজ, অশ্ব ও যোধগণের শরীর সমূহে সমাবৃতা ও মাংস শোণিত কর্দ্দমে সমাকুলা হইল। অনেক হস্তী দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা বড় বড় সচক্র রথ সকল রথিগণের সহিত উৎক্ষেপণ করিয়া চক্র বিহীন করিল।

রথ সকল রথি বিহীন হইল, এবং অশ্ব সকল মনুষ্য বিহীন ও মাতঙ্গ সকল আরোহি বিহীন

হইয়া ভয় ব্যাকুল চিত্তে দিগ্বিদিক্ পলায়ন করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে বধ করিতে লাগিল। এই রূপে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিছুই আর বোধগম্য হইল না। মনুষ্য সকল গুল্ফ পর্য্যন্ত লোহিত কর্দ্দমে অবমগ্ন হইতে লাগিল। যেমন মহাবৃক্ষগণ দীপ্যমান দাবানল দ্বারা প্রদীপ্ত হয়, সেই রূপ বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকা সকল শোণিতসিক্ত হওয়াতে তত্রস্থ সমস্তই রক্ত-বর্ণ দৃষ্ট হইল। অশ্ব, রথী ও মনুষ্য সমূহ নিপাতিত হইয়া রথনেমি দ্বারা আবর্ত্তিত ও পুনঃ কর্ত্তিত হইতে লাগিল। সৈন্য সকল গমনশীল গজ সমূহ রূপ মহাবেগে, মৃত নরগণ রূপ শৈবাল সমূহে ও ভ্রমণশীল রথ সমূহ রূপ তুমুল আবর্ত্তে সাগর রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যোদ্ধা স্বরূপ বণিকৃগণ জয় স্বরূপ ধন লাভের অভিলাষী হইয়া বাহন স্বরূপ পোত সকল দ্বারা সেই সাগরে অবগাহন করিয়া নিমগ্ন হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হইল না। শর বর্ষণ দ্বারা যোধগণের চিহ্ন সকল বিলুপ্ত হওয়াতে তাহা-দিগের মধ্যে কেহ কাহাকেও আত্ম পক্ষ, কি পর পক্ষ বলিয়া বোধ করিতে পারিল না। এই রূপ ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য বিপক্ষগণকে মোহিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন।

সঙ্কুল যুদ্ধে একোন বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর যুধিষ্ঠির দ্রোণকে সমী-পাগত দেখিয়া নির্ভয় চিত্তে মহাশর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে যুদ্ধে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহাসিংহ হস্তি-যুথপতিকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, গজ-যূথের যে রূপ শব্দ হয়, যুধিষ্ঠির সৈন্য মধ্যে সেই রূপ হলহলা শব্দ হইল। সত্যবিক্রম শূর সত্যজিৎ দ্রোণকে যুধিষ্ঠির গ্রহণেচ্ছু দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষা নিমিত্ত আচার্য্য দ্রোণের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত আচার্য্য ও সত্যজিৎ উভয়ে ইন্দ্র ও বলিরাজের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া সৈন্যদিগের ক্ষোভ জন্মিল। পরে মহা-ধনুর্দ্ধর সত্যবিক্রম সত্যজিৎ প্রবলাস্ত্র নিষ্কাশন-পূর্ব্বক শাণিত ধার শর দ্বারা দ্রোণের উপর অভি-ঘাত করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সারথির প্রতি সর্প বিষ সদৃশ সাক্ষাৎ যম-তুল্য পাঁচটী শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে সারথি মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর শক্রঘাতী সত্যজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা দশ দশ বাণে দ্রোণের অশ্ব সকল, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে মণ্ডলাকারে সৈন্যের অগ্রভাগে ভ্রমণ করত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে দ্রোণের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অরিন্দম দ্রোণ সংগ্রামে তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইহার কাল উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর আচার্য্য, সত্বর হইয়া মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ দশ বাণ দ্বারা তাঁহার বাণের সহিত শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করি-লেন। হে রাজন্! প্রতাপবান্ সত্যজিৎ অতি শীঘ্র অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া কঙ্কপত্র বিশিষ্ট ত্রিংশৎ শর দ্বারা দ্রোণকে আহত করিলেন। হে রাজন্! যুদ্ধে সত্যজিৎ দ্রোণকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিলেন দেখিয়া পাণ্ডব পক্ষগণ হর্ষনাদ ও বস্ত্র কম্পন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তৎকালে বলবান্ বৃকও পরম ক্রুদ্ধ হইয়া ষষ্টি শর দ্বারা দ্রোণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন; তাহা অদ্ভুত প্রায় হইল। মহাবেগশীল মহারথ দ্রোণ তাঁহাদিগের শর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিয়া ছয়টী শর গ্রহণ-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সত্যজিতের ধনুক ছেদন-পূর্ব্বক বৃক, তাঁহার সারথি ও তাঁহার অশ্ব সকল নিহত করি-লেন। অনন্তর সত্যজিৎ অন্য এক দৃঢ় ধনুক গ্রহণ করিয়া বহু বাণে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত দ্রোণ-কে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণ এই রূপে পাঞ্চাল্য সত্য-জিৎ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে আর ক্ষমা করিলেন না, অতি সত্বর তাঁহার বিনাশার্থ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সহস্র সহস্র শর বৃষ্টি করিয়া তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনুক, মুষ্টি, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথি-

কে সমাকীর্ণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য পুনঃপুন ধনুক ছেদন করিলেও পরমাস্ত্র-কুশল সত্যজিৎ দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ মহারণে মহাত্মা সত্যজিৎকে তাদৃশ উদ্ধত দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই পাঞ্চাল মহারথ মহাকায় সত্যজিৎ সংহার প্রাপ্ত হইলে যুধিষ্ঠির দ্রোণ হইতে ভীত হইয়া বেগে অশ্ব চালনা পূর্ব্বক রণ হইতে অপসৃত হইতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, কেকয়, চেদি, মৎস্য, কারূষ ও কোশলগণ হৃষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠির রক্ষার্থে দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। যেমন অনল তূলরাশি দগ্ধ করে, সেই রূপ শত্রুসূদন আচার্য্য, যুধিষ্ঠির গ্রহণার্থ সেই সকল সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

মৎস্যরাজের কনিষ্ঠ শতানীক দ্রোণকে পুনঃপুন সেই সৈন্যগণ দগ্ধ করিতে দেখিয়া তাঁহার অগ্রে ধাবমান হইলেন। তিনি সূর্য্যরশ্মি প্রভ কর্ম্মার-মার্জ্জিত ছয় শরে সারথি ও অশ্বগণ সহিত দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ক্রূরকর্ম্মা শতানীক দুষ্কর কর্ম্ম করিবার মানসে শত শত শরে মহারথ দ্রোণকে সমাকীর্ণ করিয়া পুনঃপুন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, ইত্যবকাশে সত্বর হইয়া দ্রোণাচার্য্য ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার কুণ্ডল-ভূষিত মস্তক দেহ হইতে অপহরণ করিলেন; তাহা দেখিয়া মৎস্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য মৎস্যগণকে জয় করিয়া পুনঃপুন চেদি, কারূষ, কেকয়, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডু-সেনাগণকে পরাজিত করিলেন। যেমন অগ্নি বন দগ্ধ করে, সেই রূপ দ্রোণকে ক্রুদ্ধ হইয়া সেনা দহন করিতে দেখিয়া সৃঞ্জয়গণ কম্পমান হইল। তিনি যখন উৎকৃষ্ট ধনুক আকর্ষণ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শত্রু হনন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ধনুর্গুণ শব্দ সমস্ত দিকেই শ্রুত হইতে লাগিল। দ্রোণের লঘুহস্ত-মুক্ত ভীষণ বাণ সকল নাগ, অশ্ব, পদাতি, রথী ও গজারূঢ়গণকে নির্মথিত করিতে লাগিল। যেমন হেমন্তকালাবসানে পুনঃপুন গর্জ্জনশীল প্রবল বায়ুমিশ্রিত মেঘ শিলা বর্ষণ করে, সেই রূপ তিনি পুনঃপুন সিংহনাদ সহকারে শর বর্ষণ করিয়া পর পক্ষের ভয়োৎপাদন করিতে লাগিলেন। মিত্রদিগের অভয়-প্রদ বলী শূর মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্য দ্রোণ সৈন্যগণকে ক্ষোভিত করিয়া রণ স্থলের সর্ব্ব দিকেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। অপরিমিত-তেজা দ্রোণের হেম-ভূষিত শরাসন তখন মেঘ মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত দিকেই দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে ভারত! তিনি যখন রণ স্থলে সাতিশয় ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার রথ ধ্বজ স্থিত শোভমান চিত্রিত বেদি হিমালয় গিরির শিখরাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেমন সুরাসুর-পূজিত বিষ্ণু দৈত্যগণকে মর্দ্দিত করেন, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে অতি মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সত্যবাদী, প্রাজ্ঞ, বলবান্, সত্যবিক্রম, মহানুভাব শৌর্য্য-সম্পন্ন আচার্য্য দ্রোণ প্রলয় কালীন রুদ্রদেব নির্ম্মিতা প্রাণি সংহারিণী নদীর ন্যায় ভীরু জনের ভীষণ-রূপা নদী সৃষ্টি করিলেন। সেই নদীর তরঙ্গ, কবচনিচয়; আবর্ত্ত, ধ্বজ সমূহ; ধ্বংসনশীল মহাকূল, যোধগণ; মহাগ্রাহ, গজ ও তুরঙ্গগণ; মীন, অসিবৃন্দ; শর্করা, বীরগণের অস্থিচয়; কচ্ছপ, ভেরী ও মুরজ সমূহ; নৌকা, চর্ম্ম ও বর্ম্ম নিবহ; শৈবাল শাদ্বল, কেশচয়; প্রবাহ, শর সমূহ; শ্রোত, ধনুঃ সমূহ; সর্প সকল, ছিন্ন বাহু সমূহ; প্রবাহ, রণ ভূমি; ভাসিত ও প্রবাহিত বস্ত্র, কুরু ও সৃঞ্জয়গণ; পাষাণ, মনুষ্য শির; মৎস্য বিশেষ, শক্তি অস্ত্র সকল; ভেলা, গদা সকল; ফেণ, উষ্ণীষ ও বসন সমূহ; সরীসৃপ, বিকীর্ণ অন্ত্র সকল; কর্দ্দম, মাংস শোণিতরাশি; ক্ষুদ্র গ্রাহ, ক্ষুদ্র হস্তীগণ; তীরস্থ বৃক্ষ, ধ্বজ সকল; এবং কুম্ভীর, সাদী সমূহ হইল। দুরাক্রমণীয়া মৃতদেহ-সম্বাধ-সংযুক্তা ঘোর রূপা ভীষণ দর্শনা তীব্রা বীর-সংহারিণী যমালয় পর্য্যন্ত প্রবাহিণী দুর্গম্যা সেই নদীতে ক্ষত্রিয়গণ নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, এবং রাক্ষস, কুক্কুর ও শৃগালাদি মহাভীষণ মাংসাশী

গণ ঐ নদীতে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির পুরোবর্ত্তী রাজগণ সকলে মহারথ দ্রোণকে কৃতান্তের ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। যেমন আদিত্য রশ্মিজাল দ্বারা বিশ্বমণ্ডল দগ্ধ করেন, তাহার ন্যায় দ্রোণ শরজাল দ্বারা সৈন্য দগ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহাকে তাঁহারা মিলিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিলেন। আপনকার পক্ষ রাজা ও রাজপুত্রগণও উদ্যতাস্ত্র হস্তে সেই মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাঁহাদিগকে অবরোধ করিলেন। অনন্তর শিখণ্ডী নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণ, ক্ষত্রধর্ম্মা বিংশতি বাণ, বসুদান পঞ্চ বাণ, উত্তমৌজা তিন বাণ, ক্ষত্রদেব সপ্ত বাণ, সাত্যকি শত বাণ, যুধামন্যু অষ্ট বাণ, যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বাণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ বাণ ও চেকিতান তিন বাণ দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সত্যসন্ধ দ্রোণ মদস্রাবী কুঞ্জরের ন্যায় রথ সৈন্য অতিক্রম করিয়া দৃঢ়সেনকে নিপাতিত করিলেন। ক্ষেম রাজা নির্ভয়ে অস্ত্র প্রহার করিতেছিলেন, দ্রোণ তাঁহাকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। ক্ষেম বাণ বিদ্ধ হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য সেনাগণের মধ্যে বিচরণ করত স্ব পক্ষদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বয়ং কাহারও রক্ষাধীন হইলেন না। তিনি দ্বাদশ শর দ্বারা শিখণ্ডীকে ও বিংশতি শর দ্বারা উত্তমৌজাকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা বসুদানকে যম সদনে প্রেরণ করিলেন। এবং ক্ষেমধর্ম্মাকে অশীতি ও সুদক্ষিণকে ষড় বিংশতি শরে এবং ক্ষত্রদেবকে ভল্ল দ্বারা রথনীড় হইতে পাতিত করিলেন। অনন্তর চতুঃষষ্টি শরে যুধামন্যুকে ও ত্রিংশৎ শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর রাজসত্তম যুধিষ্ঠির গুরু দ্রোণের নিকট হইতে বেগবান্ অশ্বারোহণে অপসরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাঞ্চাল-রাজ-নন্দন দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। দ্রোণ অশ্ব, সারথি ও ধনুক সহিত তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; যেমন আকাশ হইতে জ্যোতিঃ পদার্থ নিপতিত হয়, সেই রূপ তিনি হত হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন। সেই পাঞ্চালগণের যশস্কর রাজপুত্র হত হইলে "দ্রোণকে নিহত কর, দ্রোণকে নিহত কর" এই রূপ মহাশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল! বলশালী দ্রোণ সেই অতিসংরব্ধ পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয়, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব সেনাগণকে সাতিশয় বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। আচার্য্য দ্রোণ কুরু সেনায় সমাবৃত হইয়া সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বৃদ্ধক্ষেম-সুত, চিত্রসেন-সুত, সেনাবিন্দু, সুবর্চ্চা ও অন্যান্য ভূরি ভূরি নানা দেশীয় রাজগণকে পরাজয় করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পক্ষ যোধগণ জয় লাভ করিয়া মহারণে চতুর্দ্দিকে দ্রবমাণ পাণ্ডব সেনাগণকে হনন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহন্যমান দানবগণের ন্যায় পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয় রাজগণ মহাত্মা দ্রোণ হইতে কম্পিত হইতে লাগিলেন।

দ্রোণ বিক্রমে বিংশতি তম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই মহাযুদ্ধে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ দ্রোণাচার্য্য দ্বারা ভগ্ন হইলে অন্য কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়গণের যশস্কর, সৎপুরুষগণের সেবিত এবং কাপুরুষদিগের অসেবিত উৎকৃষ্ট বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? সৈন্য সকল ভগ্ন হইলেও যিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনিই শূর ও উন্নত বীর। কি আশ্চর্য্য! জৃম্ভমাণ ব্যাঘ্র তুল্য ও মদস্রাবী কুঞ্জর সদৃশ যুদ্ধে অবস্থিত, সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত বদ্ধ কবচ বিচিত্রযোধী মহাধনুর্দ্ধর শত্রু ভয় বর্দ্ধন কৃতজ্ঞ সত্যনিরত দুর্য্যোধন-হিতৈষী নরব্যাঘ্র দ্রোণকে দেখিয়া যে কেহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এমন পুরুষ কেহই কি ছিল না? সঞ্জয়! কোন্ কোন্ বীর রণোদ্যত শূর দ্রোণকে

সৈন্য মধ্যে তথাবিধ অবস্থিত দেখিয়া যুদ্ধে অভিমুখ হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যেমন সিন্ধুর প্রবল প্রবাহ দ্বারা তরণি বিচলিত হয়, সেই রূপ পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, চেদি, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণকে দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত প্রাণ-সংহারক শর সমুহ দ্বারা বিচলিত ও ছেদিত দেখিয়া রথী, গজারোহী ও পদাতি সেনা সহিত কৌরবগণ সিংহনাদ ও নানা বাদ্য নিনাদ দ্বারা সমস্ত রণ স্থল পরিপুরিত করিলেন। সৈন্য মধ্যবর্ত্তী স্বজনগণ পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব পক্ষ দিগকে তথাবস্থ দেখিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে হাসিতে হাসিতে কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! ঐ দেখ, যেমন বন্য মৃগগণ সিংহ দ্বারা ত্রাসিত হয়, সেই রূপ পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে ত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিতেছে। উহারা যে পুনরায় আর যুদ্ধ করিবেক, আমার এমন বোধ হয় না; যেমন প্রবল বাত দ্বারা মহাবৃক্ষ সমূহ ভগ্ন হয়, সেই রূপ উহারা দ্রোণ কর্ত্তৃক ভগ্ন হইতেছে। উহারা মহাত্মা দ্রোণের রুক্মপুঙ্খ শর সমূহে পীড্যমান ও ঘুর্ণমান হইয়া ইতস্তত নানা পথে বিদ্রবণ করিতেছে। ঐ দেখ, অন্যান্য অনেকে, কৌরব্যগণ ও মহাত্মা দ্রোণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া অগ্নি বেষ্টিত কুঞ্জরগণের ন্যায় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছে। দ্রোণের সুশানিত শর নিকর উহাদিগের শরীরে ভ্রমর শ্রেণীর ন্যায় আবিষ্ট হওয়াতে উহারা পলায়ন পর হইয়া পরস্পর শরীরে সংলগ্ন হইতেছে। কর্ণ! ঐ মহাক্রোধী ভীম অন্যান্য পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বিহীন ও মদীয় যোধগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমার আনন্দ হইতেছে। আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দুর্ম্মতি ভীম অদ্য জগৎকে দ্রোণময় দেখিয়া জীবন ও রাজ্যে নিরাশ হইতেছে।

কর্ণ কহিলেন, ঐ পুরুষসিংহ মহাবাহু ভীম জীবিত থাকিতে কখন যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবে না; এ সকল সিংহনাদও সহ্য করিবে না। আমার বিবেচনায় পাণ্ডবেরা সকলে যুদ্ধদুর্ম্মদ, শূর, বলবান্ ও কৃতাস্ত্র; উহারা যুদ্ধে ভগ্ন হইবার নহে। বিশেষত বিষ, অগ্নি, দ্যূতক্রীড়া ও বনবাস জন্য ক্লেশ স্মরণ করিয়া কদাচ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেক না। ঐ মহাবাহু অমিত-তেজা কুন্তীপুত্র বৃকোদর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের প্রধান প্রধান মহারথদিগকে সংহার করিবে। অসি, ধনুক, শক্তি, অশ্ব, নাগ, নর, রথ ও লৌহময় দণ্ডে আমাদিগের সমুহ সমুহ সেনা বিনাশ করিবে। সাত্যকি প্রভৃতি মহারথগণ, পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ, উহার অনুবর্ত্তী হইতেছে; বিশেষত অন্যান্য পাণ্ডবেরাও শূর, বলবান্, বিক্রান্ত ও মহারথ; আবার উহাদিগের বিশেষ রূপে প্রযোজক সংরব্ধ ভীম; সুতরাং ঐ কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা যেমন মেঘগণ সূর্য্যকে আবরণ করে, সেই রূপ বৃকোদরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করত দ্রোণকে আক্রমণ করিবে। যেমন মুমূর্ষু শলভগণ দীপের নিকট গমন করে, সেই রূপ উহারা একত্র মিলিত হইয়া গমন-পূর্ব্বক যতব্রত আচার্য্যকে পীড়ন করিবে। উহারা সকলেই কৃতাস্ত্র, অতএব দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবে, সংশয় নাই। আমি বোধ করি, আচার্য্যের উপর ইহা অতিভার অর্পিত হইয়াছে; অতএব চলুন, আমরা, আচার্য্য যে স্থানে আছেন, সেই স্থানে শীঘ্র গমন করি; যেন উহারা বৃকগণের মহাগজ হননের ন্যায় যতব্রত আচার্য্যকে হনন করিতে না পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বচন শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অতি শীঘ্র দ্রোণের রথ নিকট প্রয়াণ করিলেন। তথায় নানা বর্ণ অশ্বে সমারূঢ়, দ্রোণাচার্য্য বধের অভিলাষী রণ প্রবৃত্ত পাণ্ডবগণের মহান্ শব্দ হইতেছিল।

দ্রোণ যুদ্ধে এক বিংশতি তম অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ২১॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীম প্রভৃতি যে

সকল যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের প্রতি যুদ্ধোদ্যত হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলের রথ চিহ্ন সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, বৃকোদর চিত্র-বর্ণ মৃগ-সবর্ণ অশ্ব যুক্ত রথারোহণে গমন করিলেন। তাহা দেখিয়া শূর সাত্যকি রজত বর্ণাশ্ব যোজিত রথারোহণে ধাবমান হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ যুধামন্যু চাতক পক্ষি বর্ণ অশ্ব যুক্ত রথারোহণে স্বয়ং অশ্বগণকে ত্বরিত করিয়া অতি ক্রোধে দ্রোণের রথ সমীপে ধাবমান হইলেন। পাঞ্চালরাজ-সুত ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বর্ণভাণ্ড ভূষিত পারাবত সম বর্ণ মহাবেগশীল অশ্ব সংযোজিত রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যতব্রত ক্ষত্রধর্ম্মা পিতার সাহায্যার্থ ও মনোরথ সিদ্ধি মানসে শোণ বর্ণ অশ্ব যুক্ত রথে যুদ্ধাভিমুখ হইলেন। শিখণ্ডি-পুত্র ক্ষত্রদেব পদ্মপত্র বর্ণ মল্লিকা-লোচন শোভনালঙ্কৃত অশ্ব যোজিত রথে আরোহণ করিয়া স্বয়ং অশ্বগণকে ত্বরিত করিয়া গমন করিলেন। শুক পক্ষি সবর্ণ দর্শনীয় কাম্বোজ দেশীয় অশ্বগণ নকুলের রথ বেগ-পূর্ব্বক বহন করিয়া ত্বদীয় সৈন্যগণের প্রতি অভিদ্রুত হইল। হে ভারত! মেঘ সবর্ণ অশ্বগণ হৃষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণকে লক্ষ করিয়া যুদ্ধ নিমিত্ত উত্তমৌজাকে বহন করিতে লাগিল। বেগে বায়ু তুল্য তিত্তিরি সদৃশ চিত্র বর্ণ অশ্বগণ সেই তুমুল যুদ্ধে উদ্যতায়ুধ সহদেবকে বহন করিতে লাগিল। বায়ু তুল্য ভয়ানক বেগশীল কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছ লোম বিশিষ্ট দন্ত বর্ণ অশ্বগণ নরসিংহ যুধিষ্ঠিরকে বহন করিতে লাগিল। সমস্ত সৈন্যগণ বেগে পবন সদৃশ উত্তম হেম বর্ণ অশ্ব বাহনে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল। সুবর্ণ-পরিচ্ছদ পাঞ্চাল্যরাজ দ্রুপদ সেই সকল সৈন্যের রক্ষাধীন হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদ যুদ্ধে সর্ব্ববিধ শব্দ সহিষ্ণু চিহ্ন বিশেষ যুক্ত ললাটে শোভিত অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক রাজগণের মধ্যে থাকিয়া নির্ভীক চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রাজা বিরাট সমস্ত মহারথগণের সহিত সত্বর তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। কৈকেয়, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টকেতু, ইহাঁরা স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে মৎস্যরাজ বিরাটের অনুগামী হইলেন। পাটলি পুষ্প সবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বগণ সেই অমিত্রঘাতী মৎস্যরাজকে বহন করত শোভা পাইতে লাগিল। হরিদ্রা সম বর্ণ হেমমালী বেগশীল অশ্বগণ বিরাট রাজের পুত্রকে ত্বরা সহকারে বহন করিতে লাগিল। কেকয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতা ইন্দ্রগোপকীট সবর্ণ অশ্ব যোজিত রথে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের সকলেরই সুবর্ণ তুল্য দীপ্তি, লোহিত বর্ণ রথ ধ্বজ, হেমমালা পরিধান এবং তাঁহারা সকলেই যুদ্ধ-বিশারদ; তাঁহাদিগকে বর্ম্মিত হইয়া মেঘের জল বর্ষণের ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে করিতে গমন করিতে দেখা গেল। তুম্বুরু দত্ত আমপত্র বর্ণ দিব্য অশ্ব সকল অমিত-তেজা পাঞ্চাল্য শিখণ্ডীকে বহন করিতে লাগিল। দ্বাদশ সহস্র পাঞ্চালীয় মহারথ মধ্যে ছয় সহস্র মহারথ শিখণ্ডীর অনুগমন করিল। হে আর্য্য! সারঙ্গ সদৃশ শবল বর্ণ হয়গণ নরসিংহ শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতুকে ক্রীড়া করত বহন করিতে লাগিল। অতি বলান্বিত চেদিরাজ দুর্জ্জয় ধৃষ্টকেতু কাম্বোজ দেশীয় ভস্ম বর্ণ অশ্বে ধাবমান হইলেন। পলাল ধূম সবর্ণ শীঘ্রগামী অশ্বগণ কৈকেয়পতি সুকুমার বৃহৎক্ষত্রকে বহন করিতে লাগিল। মল্লিকা-লোচন পদ্ম বর্ণ বাহ্লিক দেশীয় সুন্দর অলঙ্কৃত অশ্বগণ শিখণ্ডি-পুত্র শূর ক্ষত্রদেবকে বহন করিতে লাগিল। স্বর্ণভাণ্ড-পরিচ্ছন্ন কৌশেয় সবর্ণ ধৈর্য্যশালী অশ্বগণ অরিন্দম সেনাবিন্দুকে বহন করিতে লাগিল। ক্রৌঞ্চ বর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বগণ যুবা সুকুমার মহারথ কাশিরাজ-পুত্রকে বহন করিতে লাগিল। হে রাজন্! কৃষ্ণগ্রীব মনো বেগ সম বেগশীল শ্বেত বর্ণ সারথি-প্রীতিকর অশ্বগণ রাজপুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে বহন করিতে লাগিল। মাষপুষ্প সবর্ণ বাজিগণ রণে ভীম-পুত্র প্রিয়দর্শন সুতসোমকে

বহন করিতে লাগিল। সহস্র সোম সদৃশ সেই ভীম-পুত্র কুরুদিগের উদয়েন্দু নামক পুরে সোমলতাদল মধ্যে জন্মিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সুত-সোম হয়। তরুণাদিত্যপ্রভ শালপুষ্প সবর্ণ হয়গণ শ্লাঘনীয় নকুল-পুত্র শতানীককে বহন করিতে লাগিল। ময়ূর গ্রীবা সবর্ণ অশ্বগণ কাঞ্চনাচ্ছন্ন যোক্তৃ যুক্ত হইয়া নরব্যাঘ্র দ্রৌপদী-নন্দন শ্রুতকর্ম্মাকে বহন করিতে লাগিল। চাষপত্র সবর্ণ অশ্বগণ যুদ্ধে পার্থ তুল্য ও শাস্ত্রের নিধি স্বরূপ দ্রৌপদী-পুত্র শ্রুত-কীর্ত্তিকে বহন করিতে লাগিল। যিনি যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক সেই কুমার অভি-মন্যুকে পিশঙ্গ বর্ণ অশ্বগণ বহন করিতে লাগিল। যিনি একাকী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন, বৃহৎকায় অশ্বগণ রণে সেই যুযুৎসুকে বহন করিতে লাগিল। পলাল-কাণ্ড সবর্ণ সুন্দর অলঙ্কৃত অশ্বগণ প্রহৃষ্ট হইয়া সেই তুমুল যুদ্ধে বেগশীল বার্দ্ধক্ষেমিকে বহন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বর্ণ পদ যুক্ত অশ্বগণ স্বর্ণময় উর-শ্ছদ যুক্ত ও সারথি সুযন্ত্রিত হইয়া কুমার সৌচি-ত্তিকে বহন করিতে লাগিল। পৃষ্ঠে সুবর্ণ পরিচ্ছন্ন কৌশেয়-সবর্ণ সুবর্ণ-মাল্য-ধারী ধৈর্য্যশীল হয়গণ শ্রেণিমানকে বহন করিতে লাগিল। অরুণ বর্ণ অশ্ব গণ অস্ত্রবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্ম্য বেদে পারদর্শী সত্যধৃতিকে বহন করিতে লাগিল। যে সেনাপতি পাঞ্চাল দ্রোণকে বিনাশ করণার্থ আপনার ভাগে লইয়াছিলেন; পারাবত সবর্ণ অশ্বগণ সেই ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে বহন করিতে লাগিল। সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্‌, বসুদান ও কাশিরাজ-পুত্র বিভু, ইহাঁরা ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগামী হইলেন। প্রভদ্রক ও কাম্বোজ দেশীয় ষট্‌ সহস্র যোদ্ধা কাম্বোজ দেশীয় বেগশীল সুবর্ণ মাল্যধারী নানা বর্ণ প্রধান প্রধান অশ্ব বাহনে শরাসন বিস্তার ও উদ্যত অস্ত্র সহকারে স্বর্ণ বিচিত্র ধ্বজ সমন্বিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শত্রুদিগকে শর নিকরে প্রকম্পিত করিয়া যম তুল্য হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের ত্রাস উৎপাদন করত ধৃষ্টদ্যুম্নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পিঙ্গল কৌশেয় বর্ণ সুবর্ণ-মাল্য-ভূষিত অম্লান চিত্ত অশ্বগণ চেকিতানকে বহন করিতে লাগিল। সব্যসাচীর মাতুল কুন্তিভোজরাজ পুরু-জিৎ ইন্দ্রায়ুধ সবর্ণ সদশ্ব যোজিত রথে আরূঢ় হইয়া গমন করিলেন। আকাশ বর্ণ অশ্বগণ সুবর্ণ-পরিচ্ছদ সমন্বিত হওয়াতে নক্ষত্র চিত্রিত আকাশ সদৃশ হইয়া রাজা রোচমানকে যুদ্ধার্থ বহন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বর্ণ পদ যুক্ত স্বর্ণজাল পরিচ্ছদ সমন্বিত কর্ব্বূর বর্ণ শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে বহন করিতে লাগিল। শ্যেন পক্ষী বৎ বেগশীল পদ্ম মৃণাল বর্ণ বিচিত্র অশ্বগণ সুদামাকে বহন করিতে লাগিল। শশ লোহিত বর্ণ পাণ্ডুর বর্ণ লোমরাজি সমন্বিত অশ্বগণ পাঞ্চাল দেশীয় গোপতি-পুত্র সিংহ-সেনকে বহন করিতে লাগিল। পাঞ্চালগণের মধ্যে বিখ্যাত নরসিংহ জনমেজয় সর্ষপ পুষ্প সবর্ণ ঘোটক বাহনে যুদ্ধে গমন করিলেন। মাষ বর্ণ বেগশীল বৃহৎকায় হেমমাল্যবান্‌ দধি সবর্ণ পৃষ্ঠ চন্দ্রমুখ সমন্বিত অশ্ব সকল পাঞ্চাল্যকে বহন করিতে লাগিল। ভদ্রক দেশীয় শরকাণ্ড সদৃশ পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণ শৌর্য্য-সম্পন্ন বাজিগণ দণ্ডধারকে উদ্বহন করিতে লাগিল। রাসভ বৎ অরুণ বর্ণ মূষিকপ্রভ-পৃষ্ঠ অশ্ব গণ সংযত হইয়া উল্লম্ফন করত ব্যাঘ্রদত্তকে বহন করিতে লাগিল। বিচিত্র মাল্য-ভূষিত কৃষ্ণ বর্ণ আশ্চর্য্য-জনক ঘোটকগণ পাঞ্চাল্য নর-প্রবর সুধ-ন্বাকে সমুদ্বহন করিতে লাগিল। ইন্দ্রের অশনি-সমস্পর্শ ইন্দ্রগোপকীট সবর্ণ দর্পণ বৎ মসৃণ বিস্ময়-জনক অশ্বগণ চিত্রায়ুধকে উদ্বহন করিতে লাগিল। হেমমালাধারী চক্রবাক-সমকুক্ষি অশ্বগণ কোশলা-ধিপতির পুত্র সুক্ষত্রকে বহন করিতে লাগিল। শবল বর্ণ বৃহদাকার দান্ত হেমমালাধারী উচ্চ উৎ-কৃষ্ট অশ্বগণ যুদ্ধে ক্ষেম-পুত্র সত্যধৃতিকে বহন করি-তে লাগিল। শুক্লরাজা শুক্ল ধ্বজ, শুক্ল কবচ, শুক্ল অশ্ব ও শুক্ল ধনুক, এক শুক্ল বর্ণ এই সমুদায়ে সমন্বিত

হইয়া যুদ্ধে অভিদ্রুত হইলেন। শশাঙ্ক সদৃশ সমুদ্র সম্ভূত অশ্বগণ সমুদ্রসেন-পুত্র রুদ্রতেজা চন্দ্রসেনকে বহন করিতে লাগিল। নীলোৎপল সবর্ণ স্বর্ণ-ভুষিত চিত্র-মাল্যধারী অশ্বগণ চিত্ররথ শৈব্যকে বহন করিতে লাগিল। কলায় পুষ্প বর্ণ শ্বেত-লোহিত-লোমরাজি সমন্বিত অশ্ব শ্রেষ্ঠগণ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রথসেনকে বহন করিতে লাগিল। লোকে যাঁহাকে সর্ব্ব মনুষ্য অপেক্ষা শূরতম বলে; শুক্ল বর্ণ হয়গণ সেই পটচ্চরহন্তা রাজাকে বহন করিতে লাগিল। কিংশুক সম বর্ণ অশ্বগণ বিচিত্রাস্ত্র-ধারী চিত্রমাল্য-ভুষিত চিত্রবর্ম্ম-সম্পন্ন চিত্রধ্বজ চিত্রায়ুধকে বহন করিতে লাগিল। নীলরাজা নীল বর্ণ ধ্বজ, নীল বর্ণ কবচ, নীল বর্ণ ধনুক ও নীল বর্ণ অশ্বগণ, এক নীল বর্ণ এই সমুদায়ে শোভিত হইয়া অভিদ্রুত হইলেন। চিত্র নামক রাজা রত্ন-চিহ্নিত নানা রূপ আশ্চর্য্য-জনক বর্ম্ম, ধ্বজ, কার্ম্মুক, বাজিগণ ও পতাকায় সমন্বিত হইয়া যুদ্ধে অভিগত হইলেন। পুষ্কর বর্ণ হয়োত্তমগণ রোচমানের পুত্র হেমবর্ণকে বহন করিতে লাগিল। যোধ ও ভদ্রকার দেশীয়, শরদণ্ডানুদণ্ডি, শ্বেতাণ্ড বিশিষ্ট, কুক্কুটাণ্ড বর্ণ হয়গণ দণ্ডকেতুকে বহন করিতে লাগিল। কেশব কর্তৃক যাঁহার নরাধিপতি পিতা নিহত ও কবাট ভগ্ন এবং বন্ধুগণ পলায়িত হইয়াছিল, যিনি সেই হেতু ভীষ্ম, রাম, দ্রোণ ও কৃপ হইতে অস্ত্র লাভ করিয়া অস্ত্র বিদ্যায় রুক্মি, কর্ণ, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের সাদৃশ্য প্রাপ্তি পূর্ব্বক দ্বারকা বিনাশ ও সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিলে প্রাজ্ঞ হিতার্থি সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া কৃষ্ণের সহিত বৈরানুবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্ব রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই ঐশ্বর্য্য বীর্য্য সমন্বিত সাগর-চিহ্নিত-ধ্বজ সমন্বিত বলশালী পাণ্ড্য রাজা বৈদূর্য্যমণি-জালাচ্ছন্ন চন্দ্ররশ্মি-প্রভ অশ্ব যোজিত রথারোহণে দিব্য শরাসন বিস্ফারণ করিতে করিতে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসক পুষ্প সবর্ণ অশ্বগণ পাণ্ড্যের অনুগামী চতুর্দ্দশ অযুত মহারথিদিগকে বহন করিতে লাগিল। নানা বর্ণ ও নানাকৃতি-মুখ বাজিগণ রথচক্র-চিহ্নিত ধ্বজ বিশিষ্ট ঘটোৎকচকে বহন করিতে লাগিল। যিনি একাকী ভরত-বংশীয় সমস্তের মত উল্লঙ্ঘন ও সমস্ত অভীষ্ট পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি ভাবে যুধিষ্ঠিরের আশ্রয় লইয়াছেন; মহাসত্ত্ব মহাকায় বাহগণ সেই উচ্চ ধ্বজ সমন্বিত সুবর্ণময় রথারূঢ় লোহিত-লোচন মহাবাহু বৃহন্তকে বহন করিতে লাগিল। সুবর্ণ বর্ণ উত্তম অশ্বগণ সেনা-মধ্যস্থ ধর্ম্মজ্ঞ রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠ-রক্ষকদিগকে বহন করিতে লাগিল। দেবরূপী বহুল প্রভদ্রকগণ অন্যান্য বিবিধ বর্ণ সদশ্ব বাহনে যুদ্ধে ধাবমান হইলেন। হে রাজেন্দ্র! ভীমসেন সমবেত সেই সকল কাঞ্চন ধ্বজ প্রভদ্রক বীরগণ ইন্দ্র সহিত দেবগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সকল সমাগত সৈন্য অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। পরন্তু, দ্রোণাচার্য্য সর্ব্ব সৈন্য অতিক্রম করিয়া শোভমান হইলেন।

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্যের উত্তম কৃষ্ণাজিন বিশিষ্ট ধ্বজ ও স্বর্ণময় শুভ কমণ্ডলু অতীব শোভা পাইতে লাগিল। ভীমসেনের বৈদূর্য্য মণি শোভিত রজতময় মহাসিংহ চিহ্নিত ধ্বজ অতীব দীপ্তি পাইতে লাগিল। কুরুশ্রেষ্ঠ মহাতেজা যুধিষ্ঠিরের গ্রহগণান্বিত সুবর্ণময় সোম-চিহ্নিত ধ্বজ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহার সেই ধ্বজে নন্দ ও উপনন্দ নামক বিপুল দিব্য মৃদঙ্গ দ্বয় ছিল, তাহা যন্ত্র দ্বারা আহন্যমান হইয়া মধুর নিনাদ ও হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল। নকুলের রথে, সুবর্ণময় পৃষ্ঠ অত্যুগ্র ও ভীষণ রূপে অবস্থিত শরভাঙ্কিত মহা ধ্বজ দৃষ্ট হইল। সহদেবের রথে ঘণ্টা ও পতাকা-বিশিষ্ট দুর্দ্ধর্ষ শত্রু শোক বর্দ্ধন রজত নির্ম্মিত শ্রীযুক্ত হংস শোভিত ধ্বজ দৃষ্ট হইল। দ্রৌপদী-নন্দন পঞ্চ ভ্রাতার পঞ্চ রথ-ধ্বজ ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনী-কুমার দ্বয়ের প্রতিমায় অলঙ্কৃত ছিল। কুমার অভিমন্যুর রথে

উজ্জ্বল তপ্ত-কাঞ্চন সদৃশ হিরণ্ময় শার্ঙ্গ পক্ষী সংযুক্ত ধ্বজ নিরীক্ষিত হইল। হে রাজেন্দ্র! ঘটোৎকচের রথে গৃধ্র ধ্বজ শোভা পাইতেছিল। পূর্ব্বে রাবণের অশ্ব যেমন কামগামী ছিল, সেই রূপ ঘটোৎকচের অশ্বগণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

রথচিহ্ন কথনে দ্বাবিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বৃকোদর প্রভৃতি যে সকল ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দেবতাদিগেরও সেনাগণকে ব্যথিত করিতে পারেন। পুরুষ ভাগ্য বশতই কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং ভাগ্য বশতই নানাবিধ পুরুষার্থ প্রকাশিত হয়। যে যুধিষ্ঠির অরণ্যে দীর্ঘ কাল জটিল, অজিন-বাসা ও লোকের অজ্ঞাত হইয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন এক্ষণে তিনিই দৈবযোগে যুদ্ধার্থ মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়াছেন; অতএব আমার পুত্রের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি অশুভ হইতে পারে? মনুষ্য নিশ্চয়ই ভাগ্যযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কেন না স্বয়ং যাহা ইচ্ছা না করে, ভাগ্য তাহা প্রতিপাদন করিয়া দেয়; দেখ, যুধিষ্ঠির দ্যূত-ক্রীড়া নিমিত্ত বনবাসাদিতে ক্লেশিত হইয়াও ভাগ্য বশত পুনরায় সহায় সমূহ প্রাপ্ত হইলেন। মূঢ় দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমার নিকট এই রূপ বলিয়াছিল, "হে তাত! সংপ্রতি কেকয়রাজগণ, কাশিকগণ ও কোশলগণ যুদ্ধে আমার পক্ষে সমাগত হইয়াছেন; চেদিগণ ও বঙ্গগণ আমার আশ্রয় লইয়াছেন; পৃথিবীর অধিকাংশ বহুল রাজগণ যেমন আমার পক্ষে আছেন, পাণ্ডব পক্ষে তাদৃশ নাই।" হে সূত! অদ্য সেই সকল সেনাগণের মধ্যে থাকিয়াও যখন দ্রোণ যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে নিহত হইলেন, তখন ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যায়? ভাগ্যই বলবান্, নতুবা রাজগণের মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বদা যুদ্ধাভিনন্দী সর্ব্বাস্ত্র-পারগ মহাবাহু দ্রোণের মৃত্যু সম্ভাবনা কি? আমি ভীষ্ম দ্রোণের মৃত্যু শ্রবণ করিয়া সুদারুণ সন্তাপ প্রাপ্ত ও মহা মোহাবিষ্ট হইয়াছি; জীবিত থাকিতে আর উৎসাহ করি না।

হে বৎস! বিদুর আমাকে পুত্রপ্রিয় দেখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমার ও দুর্য্যোধনের পক্ষে তাহা সঙ্ঘটিত হইল। তাঁহার কথানুসারে যদি আমি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পুত্রের রক্ষার্থ ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে অতি নৃসংশ কর্ম্ম হইত; কিন্তু অন্য সমস্ত পুত্র জীবিত থাকিত। যে মনুষ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থপর হয়, সে ঐহিক পারত্রিক উভয় লোক হইতেই হীন ও ক্ষুদ্র ভাব প্রাপ্ত হয়। সঞ্জয়! সংপ্রতি আমাদিগের প্রধানের বিনাশ হওয়াতে এই রাষ্ট্রস্থ সমস্ত লোকেরই উৎসাহ ভগ্ন হইল, সুতরাং আর যে কেহ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দেখিতে পাই না। যে ক্ষমাশীল ধুরন্ধর পুরুষ-সিংহ ভীষ্ম দ্রোণ আমাদিগের সর্ব্বদা উপজীব্য ছিলেন, তাঁহারা যখন গত হইলেন, তখন অবশিষ্ট অন্য কেহ কি প্রকারে জীবিত থাকিবে? সঞ্জয়! এক্ষণে স্পষ্ট করিয়া বল, কি রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল? কোন্ কোন্ বীর যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহারা যুদ্ধে অপকৃষ্ট হইয়াছিল এবং কোন্ কোন্ নরাধমেরা ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল? রথীপ্রবর ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছেন, তাহাও আমার নিকট বল। ভ্রাতৃব্য ধনঞ্জয় ও বৃকোদর হইতেই আমার মহা ভয় হয়। হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ প্রবৃত্ত হইলে আমার অবশিষ্ট সৈন্যের যে অতি দারুণ সন্নিপাত হয়, তাহা কি রূপ হইয়াছিল, ব্যক্ত কর। বৎস! তাহারা যুদ্ধাভিমুখ হইলে তৎ কালে তোমাদিগের মন কি প্রকার হইল এবং আমাদিগের সৈন্যগণ মধ্যে কোন্ কোন্ শূর সেই রণে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল।

ধৃতরাষ্ট্র বাক্যে ত্রয়োবিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডবগণ সকলে দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলে দ্রোণকে, মেঘ সমূহে আচ্ছাদ্যমান ভাস্করের ন্যায়, তাঁহাদিগের শরজালে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া আমাদিগের মহা ভয় উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের সৈন্যগণের উদ্ধৃত ধূলিপটলীতে আপনকার সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিল; আমাদিগের দৃষ্টি পথ রুদ্ধ হইয়া গেল; মনে করিলাম, দ্রোণ হত হইলেন। দুর্য্যোধন সেই শূর মহাধনুর্দ্ধরগণকে অতি নৃশংস কর্ম্ম করিতে উৎসুক দেখিয়া সত্বরে স্ব সৈন্যগণকে প্ররোচন বাক্যে কহিলেন, হে ক্ষত্রিয় গণ! তোমরা যথা শক্তি, যথোৎসাহ ও যথা বিক্রম, সুযোগানুসারে উহাদিগকে নিবারণ কর। অনন্তর আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ ভীমকে সমীপে দেখিয়া আচার্য্যের প্রাণ রক্ষা মানসে বাণ বিকিরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় বাণ দ্বারা ভীমকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীমও বাণে বাণে তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহা তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই রূপ সেই সকল প্রাজ্ঞ শূর প্রহার-নিপুণ রাজ গণ রাজা দুর্য্যোধনের আদেশে রাজ্য ও মৃত্যু ভয় ত্যাগ করিয়া শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃতবর্ম্মা দ্রোণের প্রতি সমাগত সমর-শোভী শূর শিনি-পৌত্রকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট কৃতবর্ম্মাকে শর সমূহে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন এক মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, সেই রূপ কৃতবর্ম্মাও সাত্যকিকে আক্রমণ-পূর্ব্বক বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুপতি উগ্রধন্বা জয়দ্রথ যত্নবান্ হইয়া সমাগত মহাধনুর্দ্ধর ক্ষত্রধর্ম্মাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রধর্ম্মা ক্রোধাকুল হইয়া সিন্ধুপতির ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিয়া দশ নারাচে তাঁহার সমস্ত মর্ম্ম স্থানে তাড়না করিলেন। সিন্ধুপতি লঘু-হস্তে অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া লৌহময় শর নিকরে ক্ষত্রধর্ম্মাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুবাহু যত্নবান্ হইয়া পাণ্ডবার্থ যত্নবান্ মহারথ শূর ভ্রাতা যুযুৎসুকে দ্রোণ রক্ষার্থে নিবারণ করিতে লাগিলেন। যুযুৎসু শাণিত পানিত শর দ্বয় দ্বারা ধনুর্ব্বাণ বিক্ষেপকারী সুবাহুর পরিঘ-তুল্য ভুজ দ্বয় ছেদন করিলেন। যেমন বেলা ভূমি ক্ষুব্ধ সাগরকে নিবারণ করে, সেই রূপ মদ্ররাজ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজও মর্ম্মবেধী বহু বাণে তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। মদ্রপতি চতুঃষষ্টি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনঃপুন সাতিশয় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব দুই ক্ষুরাস্ত্রে সেই মদ্রপতির ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিলেন, তাহা দেখিয়া জনগণ চিৎকার শব্দ করিয়া উঠিল। রাজা বাহ্লীক সৈন্য সমবেত হইয়া শর সমূহে সসৈন্য সমাদ্রুত রাজা দ্রুপদকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন মদস্রাবী মহা যূথপতি দুই গজের যুদ্ধ হয়, সেই রূপ সসৈন্য সেই দুই বৃদ্ধ রাজার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। যেমন পূর্ব্ব কালে ইন্দ্র ও অগ্নি বলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ সৈন্য সহ অবন্তীনাথ বিন্দ ও অনুবিন্দ সসৈন্য মৎস্যরাজ বিরাটের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাহাতে মৎস্য সৈন্যগণের কেকয় সৈন্যগণের সহিত দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ কোলাহল-যুক্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল; উভয় পক্ষীয় অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথী নির্ভয়ে সংগ্রামবর্ত্তী হইল।

সভাপতি ভূতকর্ম্মা দ্রোণের প্রতি ধাবমান নকুল-পুত্র শতানীককে শর নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নকুল-পুত্র সুশাণিত তিন ভল্ল দ্বারা ভূতকর্ম্মার বাহু দ্বয় ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিবিংশতি বিক্রমশীল শরৌঘবর্ষী বীর সুতসোমকে দ্রোণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া অবরোধ করিতে লাগিলেন। বর্ম্মিত সুতসোম সংক্রুদ্ধ হইয়া সরলগামী শর সমূহ দ্বারা

স্বীয় পিতৃব্য বিবিংশতিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আর অগ্রসর হইলেন না। ভীমরথ লৌহময় শাণিত ছয় বাণে অশ্ব ও সারথির সহিত শাল্বকে যম সদনে প্রেরণ করিলেন। হে মহারাজ! চিত্রসেন-পুত্র ময়ূর সদৃশ অশ্ব যোজিত রথারোহণে ধাবমান আপনকার পৌত্র শ্রুতকর্ম্মাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পরস্পর বধৈষী আপনকার সেই দুই পৌত্র স্ব স্ব পিতার কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা সেই মহাযুদ্ধে প্রতিবিন্ধ্যকে অগ্রে অবস্থিত দেখিয়া পিতা দ্রোণের মান রক্ষা নিমিত্ত তাঁহাকে শর সমুহে নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রতিবিন্ধ্য পিতৃ মানার্থে যুদ্ধে অবস্থিত ক্রুদ্ধ সেই সিংহ-লাঙ্গুল-ধ্বজ সমন্বিত অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে নরনাথ! যেমন বীজ বপন কালে কৃষিগণ বীজ বপন করে, সেই রূপ দ্রৌপদী-পুত্র দ্রোণ-পুত্রকে শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন। দুঃশাসন-পুত্র দ্রৌপদী-গর্ব্ভজাত অর্জ্জুন-পুত্র মহারথ শ্রুতকীর্ত্তিকে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান দেখিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ-তুল্য কৃষ্ণা-নন্দন সুশাণিত তিন ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদন করিয়া দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! যিনি উভয় সেনা মধ্যে শূরতম, সেই পটচ্চরহন্তাকে লক্ষ্মণ নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই পটচ্চরহন্তা লক্ষ্মণের ধনুক ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শর বর্ষণ করত শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ যুবা বিকর্ণ সমরে ধাবমান যজ্ঞসেন-পুত্র যুবা শিখণ্ডীকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী শরজাল দ্বারা তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন। বলবান্ আপনকার পুত্র বিকর্ণও সেই বাণ সমূহকে পরাহত করিয়া সমরে শোভমান হইলেন। অঙ্গদ, যুদ্ধে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান বীর উত্তমৌজাকে সংরুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের প্রীতি-জনক সেই তুমুল সংগ্রাম সৈনিকদিগের পরম-প্রীতিবর্দ্ধনকর হইল। বলবান্ মহাধনুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান বীর পুরুজিৎকে বৎসদন্ত বাণ দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। পুরুজিৎ নারাচ অস্ত্রে দুর্ম্মুখের ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যস্থলে আঘাত করিলেন। সেই বিদ্ধ নারাচ দ্বারা দুর্ম্মুখের মুখ মৃণাল-যুক্ত পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কর্ণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান লোহিত ধ্বজ কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতাকে শর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহারাও অতি সন্তপ্ত হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা কর্ণকে তাড়না করিতে লাগিলেন। কর্ণও শরজালে তাঁহাদিগকে পুনঃপুন আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কর্ণ এবং সেই পঞ্চ ভ্রাতা বাণ বর্ষণ দ্বারা অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া কিছুই আর দেখিতে পাইলেন না। দুর্জ্জয়, জয় ও বিজয়, আপনকার এই তিন পুত্র নীলরাজা, কাশিরাজ ও জয়ৎসেন, এই তিন জনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। যেমন ভল্লূক, মহিষ ও বৃষভের সহিত সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষুর যুদ্ধ হয়, সেই রূপ তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইল; তাহা দেখিয়া দর্শকদিগের প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্ষেমধূর্ত্তি ও বৃহৎ এই দুই ভ্রাতা তীক্ষ্ণ শর দ্বারা দ্রোণাভিমুখে ধাবমান সাত্বতকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বনে মত্ত মহাগজ দ্বয়ের সহিত এক সিংহের যুদ্ধ হয়, তাঁহাদিগের সেই রূপ অত্যাশ্চর্য্য যুদ্ধ হইতে লাগিল। চেদিরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া, দ্রোণাভিমুখে ধাবমান যুদ্ধ-প্রিয় এক মাত্র অম্বষ্ঠ-রাজকে শর দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন্। অনন্তর অম্বষ্ঠ অস্থিভেদিনী শলাকা দ্বারা তাঁহাকে নির্ভিন্ন করিলেন, তাহাতে চেদিরাজ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। অক্ষুদ্রাশয় শারদ্বত কৃপ ক্ষুদ্রক শর দ্বারা সংক্রুদ্ধ বৃষ্ণিবংশীয় বৃদ্ধক্ষেম-নন্দনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। যাহারা বিচিত্র যোধী কৃপ ও বৃদ্ধক্ষেম-নন্দনের যুদ্ধ দেখিয়াছে, তাহারা সেই যুদ্ধেই নিবিষ্ট চিত্ত থাকে, তাহাদিগের অন্য আর কোন কর্ম্মে চিত্তাবেশ হয় না।

দ্রোণের যশো বৃদ্ধির অভিলাষে সোমদত্ত-পুত্র,

দ্রোণাভিমুখে ধাবমান অতন্দ্রিত রাজা মণিমান্‌কে অবরুদ্ধ করিলেন। মণিমান্ সত্বর তাঁহার ধনুক, ধ্বজ, পতাকা, সারথি ও ছত্র ছেদন করিয়া রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর অমিত্রহন্তা সোমদত্ত-নন্দন যূপকেতু শীঘ্র রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া গমন-পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথির সহিত মণিমান্‌কে ছেদন করিলেন। তৎ পরেই স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া অন্য ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বয়ং অশ্ব-রশ্মি ধারণ করত পাণ্ডবী সেনা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন অসুরগণের প্রতি ইন্দ্র ধাবমান হয়েন, সেই রূপ দুর্জ্জয় রাজা পাণ্ড্যকে ধাবমান দেখিয়া সম যোগ্য বীর বৃষসেন নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঘটোৎকচ দ্রোণ বিনাশের অভিলাষী হইয়া গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, পট্টিশ, প্রস্তরাস্ত্র, মুষল, মুদ্গর, চক্র, ভিন্দিপাল, পরশ্বধ, পাংশু, বাত, অগ্নি, সলিল, ভস্ম, লোষ্ট্র, তৃণ ও বৃক্ষ, এই সকলের দ্বারা সেনাগণকে ক্ষুণ্ণ, রুগ্ন, ভগ্ন, নিহত, বিদ্রাবিত, বিক্ষিপ্ত ও বিভীষিত করিতে করিতে সমাগত হইল। রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা সেই রাক্ষসকে সমাহত করিতে লাগিল। পূর্ব্ব কালে যেমন ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ রাক্ষসাধিপতির অগ্রগণ্য সেই রাক্ষস দ্বয়ের যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই রূপে উভয় পক্ষীয় রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সঙ্কুল সৈন্যদিগের শত শত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইতে লাগিল। দ্রোণের বিনাশ ও দ্রোণের জীবন রক্ষা, এই উভয় উদ্দেশে সমাসক্ত উভয় পক্ষীয় যোধগণের যাদৃশ যুদ্ধ হইল, এতাদৃশ সংগ্রাম আমাদিগের আর কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। হে প্রভো! ঐ বহু প্রকার বিস্তৃত যুদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টি করিবার সময়ে এই যুদ্ধ ভয়ানক, এই যুদ্ধ আশ্চর্য্য, এই যুদ্ধ অতি তীব্র, এই রূপ বোধ হইতে লাগিল।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধে চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৪॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! এই রূপে পাণ্ডব পক্ষ সমুদ্যত ও মৎ পক্ষীয়গণ বিভাগ ক্রমে প্রত্যুদ্গত হইলে সেই উভয় পক্ষীয় তরস্বী যোধগণ কি প্রকার যুদ্ধ করিল? এবং অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের প্রতি এবং সংশপ্তকেরাই বা অর্জ্জুনের প্রতি কি রূপ যুদ্ধ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উভয় পক্ষীয় যোধগণ সেই প্রকার ভাগক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও প্রত্যুদ্গত হইলে আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন স্বয়ং গজ সৈন্য লইয়া ভীমের প্রতি প্রত্যুদ্গত হইলেন। যেমন একটা হস্তী অন্য হস্তীর সহিত এবং একটা বৃষ অন্য বৃষের সহিত যুদ্ধে সঙ্গত হয়, সেই রূপ যুদ্ধ-কুশল বাহু বীর্য্য সমন্বিত ভীমসেন, রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া গজ সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং অচির কাল মধ্যে গজ সৈন্য নির্ভেদ করিতে লাগিলেন। গিরি-সন্নিভ সর্ব্বাঙ্গে গলিত মদ গজগণ ভীমসেনের নারাচ দ্বারা মত্ততা-বিহীন ও বিমুখ হইতে লাগিল। যেমন সমুদ্ধত বায়ু মেঘ-মণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, সেই রূপ পবন-পুত্র ভীম তৎ সমুদায় নাগ-সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। যেমন ভুবন মধ্যে উদিত সূর্য্য কিরণ বর্ষণ করত শোভমান হয়েন, সেই রূপ ভীম সেই নাগগণে বাণ বর্ষণ করত শোভমান হইলেন। যেমন আকাশে মেঘ সকল সূর্য্য কিরণে নানাবিধ হইয়া প্রকাশ পায়, গজগণ ভীম বাণে অভিহত ও গ্রথিত হইয়া সেই প্রকার প্রকাশ পাইতে লাগিল। দুর্য্যোধন ভীমকে সেই রূপে গজগণকে সমাহত করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীম রক্তলোচন হইয়া ক্ষণ কাল মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত করিবার অভিলাষে শাণিত শর দ্বারা রাজাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বাঙ্গে শর বিদ্ধ ও সংক্রুদ্ধ হইয়াও যেন হাসিতে হাসিতে সূর্য্যরশ্মি-প্রভ নারাচ সমূহ দ্বারা ভীমসেনের প্রতি আঘাত করিতে লাগিলেন। পাণ্ড-

পুত্র ভীম সত্বর এক ভল্লে তাঁহার ধ্বজ স্থিত রত্ন-চিত্রিত মণিময় নাগ ও এক ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন।

হে আর্য্য! মাতঙ্গারূঢ় রাজা অঙ্গ, দুর্য্যোধনকে ভীম কর্ত্তৃক পীড্যমান দেখিয়া ভীমের ক্ষোভ জন্মাই-বার মানসে সমাগত হইলেন। ভীমসেন অঙ্গের সেই নাগপ্রবরকে মেঘ গর্জ্জন শব্দে আপতিত হইতে দেখিয়া কতক গুলি নারাচ দ্বারা তাহার কুম্ভের অভ্যন্তরে সাতিশয় আঘাত করিলেন। সেই নারাচ তাহার দেহ ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে পতিত হইল, এবং সে হস্তীও বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূ-তলে পতিত হইল। হস্তীর পতন কালে যেমন সেই ম্লেচ্ছরাজ অঙ্গ পতিত হইতেছিলেন; অমনি বৃকো-দর শীঘ্রহস্তে ভল্ল দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করি-লেন। সেই বীর নিপতিত হইলে তাঁহার সেনাগণ পলায়ন করিতে লাগিল; অশ্ব, হস্তী ও রথ সকল ভীত ও ত্বরান্বিত চিত্তে পদাতিদিগকে মর্দ্দন করি-তে করিতেই ধাবমান হইল।

সেই সমস্ত সৈন্য ভগ্ন ও চতুর্দ্দিকে প্রদ্রুত হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজা ভগদত্ত কুঞ্জরারোহণে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। যে হস্তী দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্য দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, রাজা ভগদত্ত সেই বংশীয় হস্তী দ্বারা ভীমকে আ-ক্রমণ করিলেন। সেই প্রবল বৃহৎ হস্তী দুই পদ ও কুঞ্চিত শুণ্ড দ্বারা ভীমকে আক্রমণ করিয়া ক্রুদ্ধ ও ব্যাবৃত্ত-লোচন হইয়া বৃকোদরকে যেন প্রমথিত করতই তাঁহার অশ্ব সহিত রথ অবিশেষ রূপে চূর্ণ করিল। ভীমও দুই পদে ধাবমান হইয়া হস্তীর গাত্রে সংসক্ত হইলেন। তিনি অঞ্জলিকাবেধ বিদ্যা জানেন বলিয়া দূরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন না; সেই অন-শ্বর হস্তীকে তাঁহার বধাকাঙ্ক্ষী জানিয়া তাহার গাত্রের অভ্যন্তর গত হইয়া অঞ্জলিকাবেধ বিদ্যায় নৈপুণ্য হেতু কর দ্বারা পুনঃপুন তাহার গাত্রে প্রহার করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত নাগের বলধারী শোভ-মান সেই নাগ তখন ভীমের বিনাশ মানসে কুলাল-চক্রের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে লা-গিল। তাহাতে ভীম তখন তাহার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। সেই অবসরে গজ তৎক্ষণাৎ ভীমকে শুণ্ড দ্বারা অবনত করিয়া দুই জানু দ্বারা আঘাত করিল এবং তৎক্ষণাৎ গ্রীবাদেশে বেষ্টন-পূর্ব্বক বধ করিতে চেষ্টা করিল। বৃকোদর আবর্ত্তন দ্বারা শুণ্ড বেষ্টন হইতে মুক্ত হই-য়া পুনরায় তাহার গাত্রে সংলগ্ন হইলেন। অনন্তর যখন দেখিলেন, স্ব সৈন্য হইতে প্রতিযোদ্ধা গজ আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন সেই নাগ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন। হে আর্য্য! অনন্তর সমস্ত সৈন্যগণ ‘অহো ধিক্! ভীমসেন হস্তী দ্বারা নিহত হইল,’ এই রূপ মহা-ঘোর শব্দ করিয়া উঠিল। হে রাজন্! পাণ্ডব সেনা গণ সেই নাগ দ্বারা সন্ত্রস্ত হইয়া যথায় ভীম ছিলেন, তথায় সহসা অভিক্রুত হইলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে নিহত মনে করিয়া পাঞ্চাল্যগণের সহিত, ভগদত্তকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠগণ রাজা ভগদত্তকে চতুর্দ্দিকে রথ সমূহে বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর শত সহস্র তীক্ষ্ণ শর বিকিরণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতেশ্বর ভগদত্ত অঙ্কুশ দ্বারা সেই বাণ সকল নিবারণ করিয়া গজ দ্বারা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সেনা-গণকে অতি পীড়ন করিতে লাগিলেন। হে নর-নাথ! গজযুদ্ধে বৃদ্ধ ভগদত্তের অতি অদ্ভুত বিক্রম অবলোকন করিলাম। দশার্ণাধিপতি আশু ও বক্র-গামী এক মত্ত হস্তী দ্বারা প্রাগ্‌জ্যোতিষকে আক্র-মণ করিলেন। যেমন পূর্ব্ব কালে সবৃক্ষ পর্ব্বত দ্বয়ের পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ সেই ভীষণ মূর্ত্তি দুই নাগে যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পতির নাগ, প্রথমত নিবৃত্ত ও অপসৃত হইয়া তৎ পরেই গমন-পূর্ব্বক দশার্ণাধিপতির নাগের পার্শ্ব প্রদেশে আঘাত করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিল।

হস্তীর পতন কালে দশার্ণপতির আসন যেমন প্রচলিত হইতেছিল, অমনি ভগদত্ত সূর্য্যরশ্মি-প্রভ তীক্ষ্ণ সপ্ত তোমর দ্বারা সেই নাগ স্থিত শক্রকে সংহার করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির মহৎ রথ সৈন্য দ্বারা বিভাগ ক্রমে রাজা ভগদত্তকে চতুর্দ্দিকে অবরোধ করিলেন। যেমন পর্ব্বতের বন মধ্যস্থ হুতাশন জ্বলমান হইয়া শোভা পায়, সেই রূপ সেই কুঞ্জরস্থ ভগদত্ত রথিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্ব দিকে সমাবৃত হইয়া শোভমান হইলেন এবং সেই পরস্পর সংশ্লিষ্ট উগ্রধন্বা পুনঃপুনঃ শরবর্ষী রথিমণ্ডলের মধ্যে হস্তীর সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর সহসা সেই মহাগজকে পরিগ্রহ করিয়া যুযুধানের প্রতি চালনা করিলেন, তাহাতে সেই মহানাগ শুণ্ড দ্বারা শিনি-পৌত্রের রথ বেষ্টন করিয়া প্রক্ষেপ করিল; যুযুধান তথা হইতে অতি বেগে পলায়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহার সারথি সিন্ধু-দেশীয় মহাকায় অশ্ব সকল সমুত্থাপিত করিয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক রথোপরি আরোহণ করত সাত্যকির নিকটে গিয়া অবস্থিত হইল। হস্তী অন্তর পাইয়া সত্বর রথমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে রথস্থ রাজগণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সমস্ত রাজগণ সেই আশুগামী হস্তী দ্বারা ত্রাসিত হইয়া সেই একমাত্র হস্তীকে শত শত হস্তী বোধ করিতে লাগিলেন। যেমন দানবগণ ঐরাবতস্থ দেবরাজ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াছিল, সেই রূপ সমস্ত পাণ্ডব পক্ষগণ গজারোহী ভগদত্ত কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেন। যখন পাঞ্চালগণ ইতস্তত পলায়ন করেন, তখন তাঁহাদিগের ধাবমান হস্তী ও অশ্বের অতি মহান্ ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল।

এইরূপে পাণ্ডুসেনাগণকে ভগদত্ত কর্ত্তৃক সমরে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া ভীমসেন অতি ক্রোধভরে পুনরায় প্রাগ্জ্যোতিষের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রাগ্জ্যোতিষ ভগদত্তের হস্তী শুণ্ড-নিঃসৃত বারি দ্বারা তাঁহার রথের অশ্বগণকে পরিষিক্ত করত বিত্রাসিত করিল, তাহাতে অশ্বগণ ভীমসেনকে লইয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। তদনন্তর আকৃতীর পুত্র যম-সদৃশ রুচিপর্ব্বা রথারোহণে সত্বর শর বর্ষণ করিয়া ভগদত্তকে পরিষিক্ত করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। পরে সুন্দর দেহ-সন্ধি-সমন্বিত পর্ব্বতনাথ ভগদত্ত নতপর্ব্ব এক শরে সেই রুচিপর্ব্বাকে যম ভবনে উপনীত করিলেন। সেই বীর নিপতিত হইলে সুভদ্রা-নন্দন, দ্রৌপদেয়গণ, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু ও যুযুৎসু, সেই হস্তীকে সাতিশয় পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হস্তিজিঘাংসু হইয়া ভৈরব নিনাদ করত সেই হস্তীর উপর মেঘের জলধারা সেচনের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রণকৃতী ভগদত্ত অঙ্কুশ, পার্ষ্ণি ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা হস্তীকে উত্তেজন-পূর্ব্বক চালিত করিলে, হস্তী স্তব্ধ কর্ণ ও স্তব্ধ চক্ষু হইয়া শুণ্ড প্রসারণ করত দ্রুত গমন-পূর্ব্বক পদ দ্বারা যুযুৎসুর অশ্বে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার সারথিকে মর্দ্দিত করিল। হে রাজেন্দ্র! তখন যুযুৎসু ত্বরান্বিত হইয়া রথ হইতে অপক্রান্ত হইলেন। পরন্তু পাণ্ডব পক্ষ অন্যান্য যোধগণ হস্তীর বিনাশ মানসে ভীষণ সিংহনাদ সহকারে তাহার প্রতি শর বর্ষণ করিতেই লাগিলেন। আপনার পুত্র যুযুৎসু ত্রস্ত ও ভীত হইয়া অভিমন্যুর রথে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন। যেমন আদিত্য ভুবন মধ্যে রশ্মিজাল পরিত্যাগ করত প্রদীপ্ত হয়েন, সেই রূপ রাজা ভগদত্ত গজস্থ হইয়া শক্রমণ্ডলীতে শরজাল মোচন করত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। পরন্তু অভিমন্যু দ্বাদশ, যুযুৎসু দশ এবং দ্রৌপদেয়গণ ও ধৃষ্টকেতু তিন তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন মহা মেঘ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা গ্রথিত হইয়া শোভা পায়, সেই রূপ হস্তী, যোধগণের অতি যত্ন নিক্ষিপ্ত বাণ সমূহে গ্রথিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। পরন্তু শক্র শরে অর্দ্দিত হইয়াও নিয়ন্তার কৌশল ও প্রযত্নে চালিত হইয়া শত্রুদিগকে দক্ষিণ ও বাম

পার্শ্বে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যেমন বনে পশু-পাল পশুগণকে দণ্ড দ্বারা তাড়িত করে, সেই রূপ ভগদত্ত পুনর্ব্বার সেই পাণ্ডব সেনা বিদ্রাবণ করিতে লাগিলেন। যেমন সত্বর শ্যেন পক্ষীর আক্রমে কাক সমূহের শব্দ হয়, সেই রূপ পাণ্ডব পক্ষীয় সেনার পলায়ন কালে অতীব শব্দ হইতে লাগিল। হে নৃপ! ক্ষুভিত সমুদ্র যেমন বণিক্‌দিগের ভয়প্রদ হয়, সেই রূপ নাগরাজ প্রবরাঙ্কুশে তাড়িত হইয়া পূর্ব্ব কালীন সপক্ষ অদ্রিরাজের ন্যায় রিপুগণের সাতিশয় ভয় জনক হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধে হস্তী, রথ, অশ্ব ও পার্থিবগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়ন কালে তাহাদিগের অতি ভয়ানক শব্দে ভূমণ্ডল, আকাশ-মণ্ডল, স্বর্গ, দিক্ ও বিদিক্ সমাবৃত হইল। পূর্ব্ব কালে যেমন বিরোচন যুদ্ধে সুর-রক্ষিত দেবসেনা-গণকে বিলোড়ন করিয়াছিলেন, সেই রূপ রাজা ভগদত্ত সেই নাগপ্রবর দ্বারা শক্র সৈন্যগণকে বি-লোড়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বায়ু সাতিশয় বহন করাতে ধূলিপটলী আকাশ ও সৈনিকগণকে পুনঃপুন সমাচ্ছন্ন করিল এবং হস্তীও চতুর্দ্দিগে দ্রুতপদে ধাবমান হইতে লাগিল, ইহাতে লোক সকল সেই এক হস্তীকে যেন বহুল গজ যূথ বোধ করিতে লাগিল।

ভগদত্ত যুদ্ধে পঞ্চ বিংশতিতম অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ২৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহাবাহু! আপনি অর্জ্জুনের সংগ্রাম কার্য্য যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। ভগদত্ত গজ দ্বারা তাদৃশ সাংগ্রামিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ধূলি সমূহ সমুদ্ভূত হইতেছিল, এবং হস্তী মহানিনাদ করিতে-ছিল; কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন ঐ ধূলিপটলী নিরীক্ষণ এবং গজ নিস্বন শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমি বোধ করি, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত ত্বরমাণ হইয়া গজ দ্বারা সেনাগণের প্রতি উপদ্রব করিতেছেন; ঐ গজেরই এরূপ নিনাদ হইতেছে। আমার মতে ভগদত্ত যুদ্ধে গজযান কৌশলে ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন নহেন; পৃথিবীতে গজযুদ্ধ-বিশারদের মধ্যে ভগদত্ত প্রধান বা দ্বিতীয় রূপে গণনীয়। তাঁহার হস্তীও শ্রেষ্ঠ; যুদ্ধে উহার প্রতি যোদ্ধা গজ নাই। ঐ হস্তী সর্ব্ব শস্ত্রের অতি-ক্রমগামী, কৃতকর্ম্মা এবং অশ্রান্ত। সে, সমস্ত শস্ত্র প্রহার ও অগ্নিস্পর্শ সহ্য করিতে পারে; সেই এক হস্তীই অদ্য সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য বিনাশ করিতে পারে; আমরা দুই জন ব্যতিরেকে অন্য কেহ সেই হস্তীকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব যেখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি আছেন, তুমি সত্বর হইয়া সেই স্থানে রথ লইয়া চল। বয়ঃক্রম ও হস্তি বলে দর্পিত সেই শক্রকে অদ্য আমি ইন্দ্রের প্রিয় অতিথি করিয়া প্রেরণ করিব।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বচন শুনিবামাত্র, যথায় ভগদত্ত পাণ্ডব সেনা বিমর্দ্দন করিতেছিলেন, তথায় গমনে রথ চালনা করিলেন। তাঁহাকে প্রয়াণ-পর দেখিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র মহারথ সংশপ্তকগণ সমারোহ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আহ্বান করিতে লাগিলেন। ঐ চতুর্দ্দশ সহস্র মধ্যে দশ সহস্র ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহা-রথ, আর চারি সহস্র বাসুদেবের অনুগত মহারথ ছিল। হে আর্য্য! এক দিকে ভগদত্ত চমূগণকে বিমর্দ্দন করিতেছেন, অপর দিকে সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতে অর্জ্জুন চিন্তা করিলেন, 'এক্ষণে নিবৃত্ত হই, কি যুধিষ্ঠিরের নিকট ভগদত্তের বধে গমন করি, এই দুই কর্ম্মের মধ্যে কোন্ কর্ম্ম শ্রেয়' এই রূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার চিত্ত দ্বৈধ হইল। হে কুরুপ্রবর! শেষে তাঁ-হার বিচার দ্বারা এই সদ্বুদ্ধির কার্য্য হইল যে, তিনি সংশপ্তক বধেই স্থিরনিশ্চয় হইলেন। মহারথি-প্রবর ইন্দ্রাত্মজ কপিবর-কেতন অর্জ্জুন সহস্র সহস্র সংশপ্তক রথীর বিনাশার্থ রণে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্য্যোধন ও কর্ণের অর্জ্জুন বধের উপায় বিষয়ে এই বুদ্ধি হইয়াছিল যে, এক দিকে সংশপ্তকগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে অর্জ্জুনের আহ্বান, অন্য দিকে ভগদত্ত কর্ত্তৃক পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি উপদ্রব, এক কালে এই দুই ব্যাপার দুই দিকে উপস্থিত হইলে অর্জ্জুন কোন্ দিক্ রক্ষা করিবে, এই চিন্তায় তাহার মনে দ্বৈধ উৎপন্ন হইবে, তাহা হইলে তাহাকে বিনষ্ট করা যাইতে পারিবে ; এই ভাবিয়া তাঁহারা যুগপৎ উক্ত দুই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া অর্জ্জুনের মনে দ্বৈধ উৎপাদনের কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন সেই দ্বৈধভাব দ্বারাই তাঁহাদিগের কল্পিত উপায় পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন,—সংশপ্তক-গণের প্রধান প্রধান বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণের উক্ত অভিপ্রায় ব্যর্থ করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর সংশপ্তক মহারথগণ অর্জ্জুনের প্রতি শত সহস্র নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, অশ্বগণ ও রথ তাঁহা-দিগের নিক্ষিপ্ত শরে সমাচিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন না। যখন কৃষ্ণের অঙ্গ হইতে স্বেদ নিঃসৃত হইতে লাগিল, এবং তিনি মোহ প্রাপ্ত হইলেন, তখন অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সংশপ্তকদিগের সকল-কেই নিহত করিতে লাগিলেন। শরাসন, বাণ, জ্যা ও তল সহিত শত শত ভুজ এবং ধ্বজ, বাজী, সারথি ও রথী তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রে ছিন্ন হইয়া ক্ষিতি-তলে পতিত হইতে লাগিল। বৃক্ষ সহিত পর্ব্বত শিখর ও মেঘ তুল্য সুসজ্জিত হস্তীগণ পার্থের শরে আরোহীর সহিত আহত হইয়া ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের শরে অশ্বগণের কুথা ও বল্গা প্রবিদ্ধ ও ভাণ্ড ছিন্ন হইয়া গেল; অশ্ব সকল আরো-হীর সহিত মথিত ও গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল। নরগণের ঋষ্টি, প্রাস, অসি, নখর, মুদ্গার ও পরশ্বধ সহিত বাহু সকল কিরীটীর ভল্লাস্ত্রে ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। হে আর্য্য! যোধ-গণের নবোদিত আদিত্যমণ্ডল, অম্বুজ ও চন্দ্রের তুল্য-রূপ মস্তক সকল অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হইয়া ভূতলসাৎ হইতে লাগিল। ফাল্গুন ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রু সংহার করিতে আরম্ভ করিলে সেনাগণ প্রাণি সংহা-রক নানা রূপ শর সমূহে অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। যেমন হস্তী পদ্মবন বিক্ষোভিত করে, সেই রূপ ধনঞ্জয় সৈন্যদিগকে ক্ষোভিত করিতে থাকিলে, দর্শকগণ সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। মধুকুলতিলক কৃষ্ণ ইন্দ্রের ন্যায় পার্থের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া পরম বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি অদ্য রণে যে কর্ম্ম করিলে, আমার বিবেচনায় ইহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরেরও দুষ্কর ; শত শত সহস্র সহস্র সংশপ্তক মহারথদিগকে রণে তোমার বাণে যুগপৎ পতিত হইতে দেখিলাম। মহারাজ! অন-ন্তর যে সকল সংশপ্তক তথায় অবস্থিত ছিলেন, অর্জ্জুন তাঁহাদিগের ভূয়িষ্ঠ বিনাশ করিয়া কৃষ্ণকে ভগদত্তের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন।

সংশপ্তক বধে ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন দ্রোণ সৈন্যের সমীপে গমনেচ্ছু হইলে কৃষ্ণ তাঁহার মনোবেগগামী হেম-ভূষিত শ্বেত বর্ণ অশ্বগণকে চালনা করিলেন। তখন সুশর্ম্মা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ অর্জ্জুনকে দ্রোণ-তাপিত ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ গমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধ প্রার্থনায় তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। অন-ন্তর শ্বেতবাহন অজিতঞ্জয় ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, হে অচ্যুত! এ দিকে সুশর্ম্মা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ যুদ্ধার্থ আমাকে আহ্বান করিতেছে, এবং উত্তর দিকে আমাদিগের সৈন্য সমস্ত ধ্বংস হই-তেছে, ইহাতে সংশপ্তকেরা অদ্য আমার মনকে দ্বৈধীভূত করিল। আমি এক্ষণে সংশপ্তকগণকে হনন করিব, কি শত্রু-পীড়িত স্বজনগণকে রক্ষা

করিব? এই দুইয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয় হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই বচন শুনিয়া, ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা যে দিকে অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতেছিলেন, সেই দিকে রথ চালনা করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন সপ্ত শরে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার রথ, ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং ত্বরান্বিত হইয়া ছয় শরে ত্রিগর্ত্তাধিপতির ভ্রাতাকে অশ্ব ও সারথি সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা তৎকালোচিত বাক্য বলিয়া অর্জ্জুনের প্রতি ভুজগ-সন্নিভা লৌহময়ী এক শক্তি এবং কৃষ্ণের প্রতি এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন তিন তিন শরে সেই শক্তি ও তোমর ছেদন-পূর্ব্বক শর সমূহ দ্বারা সুশর্ম্মাকে মোহিত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। তিনি ভূরি ভূরি শর বর্ষণ করিতে করিতে উগ্ররূপ ধারণ-পূর্ব্বক ইন্দ্রের ন্যায় আগমন করিতে লাগিলেন; তৎকালে আপনকার সৈনিকদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিল না। যেমন অনল তৃণ কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে, সেই রূপ ধনঞ্জয় বাণে বাণে সমস্ত কৌরব্য মহারথদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। যেমন প্রজাগণ অগ্নি-স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেই রূপ তাঁহারা সেই ধীমান্ কুন্তী-পুত্রের অসহ্য বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি শর বর্ষণে প্রতিপক্ষ সৈনিকদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া গরুড় পক্ষি বৎ বেগে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের প্রতি প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ভরত-কুলের মঙ্গলকর ও যুদ্ধে শত্রুগণের অশ্রু-বর্দ্ধন যে বিশুদ্ধ ধনুক আনত করিতেন, এক্ষণে তিনি সেই ধনুকই দুর্দ্যূত দেবনকারী আপনকার পুত্রের নিমিত্তে—ক্ষত্রিয়-কুল বিনাশের নিমিত্তে সংযত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেমন নৌকা পর্ব্বতে লাগিয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, সেই রূপ আপনকার সেনা পার্থ দ্বারা সাতিশয় বিক্ষোভ্যমাণ হইয়া বিশীর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর দশ সহস্র ধনুষ্মান্ বীর যুদ্ধে ক্রূরমতি করিয়া জয় বা পরাজয় নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি আপতিত হইল। যুদ্ধে সর্ব্ব ভার-সহন-ক্ষম অর্জ্জুন তাদৃশ আপদে অধৈর্য্য ও ত্রস্ত-চিত্ত না হইয়া সেই গুরু ভার ধারণ করিলেন। যে প্রকার মদস্রাবী ষষ্টি বর্ষ বয়স্ক হস্তী ক্রুদ্ধ হইয়া নল বন মর্দ্দন করে, সেই রূপ অর্জ্জুন কুপিত হইয়া আপনকার সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

এই রূপে সৈন্যগণ প্রমথিত হইলে নরাধিপ ভগদত্ত সেই নাগ দ্বারা সহসা ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। নরব্যাঘ্র ধনঞ্জয় রথে থাকিয়াই সেই নাগকে প্রতিগ্রহণ করিলেন। সেই রথ ও হস্তীর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ধনঞ্জয় ও ভগদত্ত দুই মহাবীর যথাবিধি সজ্জিত রথ এবং গজ দ্বারা সংগ্রাম মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ভগদত্ত মেঘ-তুল্য হস্তী বাহনে থাকিয়া মেঘ-বাহন ইন্দ্রের ন্যায়, ধনঞ্জয়ের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীর্য্যবান্ ইন্দ্র-তনয় শর বর্ষণ করিয়া ভগদত্তের শর বর্ষণ নিকটে না আসিতে আসিতেই ছেদন করিলেন। অনন্তর রাজা ভগদত্ত সেই শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া শর সমূহে মহাবাহু অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, পরে মহা শরজাল দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদিগের বধার্থ তাঁহার সেই নাগরাজকে চালনা করিলেন। জনার্দ্দন সেই ক্রুদ্ধ অন্তকোপম হস্তীকে আসিতে দেখিয়া সত্বর বাম দিকে রথ প্রবর্ত্তনা করিলেন। ধনঞ্জয় তৎকালে দক্ষিণ পার্শ্ব স্থিত সেই মহা হস্তীকে আরোহীর সহিত মৃত্যুসাৎ করিতে সুবিধা প্রাপ্ত হইলেও ধর্ম্ম ভাবিয়া মৃত্যু সাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

ভগদত্ত যুদ্ধে সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের প্রতি কি রূপ যুদ্ধ করিলেন, এবং ভগদত্তই বা ধনঞ্জয়ের প্রতি কি করিলেন, তুমি তাহা আনুপূর্ব্বী ক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, যখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভগদত্তের সহিত সমবেত হইলেন, তখন সমস্ত লোক তাঁহাদিগকে মৃত্যুর করাল দন্ত মধ্যে পতিত মনে করিতে লাগিল। হে প্রভো! ভগদত্ত গজস্কন্ধ হইতে রথস্থ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ণ আকৃষ্ট কার্ম্মুক হইতে নিঃসৃত, কৃষ্ণ-লৌহ-নির্ম্মিত, শিলা শাণিত হেমপুঙ্খ কতক গুলি বাণে দেবকী-পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। ভগদত্ত প্রেরিত অগ্নি-স্পর্শ-সম সুতীক্ষ্ণ সুপত্র সমন্বিত সেই সকল বাণ দেবকী-পুত্রকে ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে গমন করিল। পার্থ ভগদত্তের ধনুক ছিন্ন ও বর্ম্ম নিহত করিয়া যেন তাঁহাকে লালন করত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত সূর্য্য-রশ্মি-সম চতুর্দ্দশ তীক্ষ্ণ তোমর ধনঞ্জয়ের উপর নিক্ষেপ করিলে, ধনঞ্জয় সেই প্রত্যেক তোমর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিলেন। তদনন্তর মহৎ শরজাল দ্বারা হস্তীর বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন বর্ম্ম বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হস্তী অর্জ্জুনের শর সমূহে বিধ্বস্ত-বর্ম্মা ও সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া মেঘ শূন্য ও বারিধারাক্ত পর্ব্বতরাজের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর ভগদত্ত বাসুদেবের প্রতি হেমদণ্ডান্বিত লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন সত্বর তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া, পরে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ ছেদন-পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। হে জনাধিপ! ভগদত্ত অর্জ্জুনের সুপুঙ্খ ও কঙ্কপত্রযুক্ত শর নিকরে অতি বিদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের মস্তকে কতক গুলি তোমর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই তোমর দ্বারা অর্জ্জুনের কিরীট পরিবৃত্ত হইল। অর্জ্জুন সেই কিরীট সংযত করিতে করিতেই রাজা ভগদত্তকে কহিলেন, "তুমি এই ক্ষণে লোক সকল সুদৃষ্ট কর আর দেখিতে পাইবে না।" ভগদত্ত অর্জ্জুনের ঐ কথা শ্রবণে সংক্রুদ্ধ হইয়া এক ভাস্বর ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুন এবং কৃষ্ণের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পার্থ ত্বরমাণ হইয়া তাঁহার ধনুক ও তূণীর সকল ছেদন করিয়া দ্বিসপ্ততি শর দ্বারা সমস্ত মর্ম্ম স্থানে প্রহার করিলেন। অনন্তর মর্ম্ম-বিদ্ধ ভগদত্ত ব্যথিত হইয়া বৈষ্ণবাস্ত্র মন্ত্রে অঙ্কুশ অভিমন্ত্রিত করিয়া অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। কেশব পার্থকে আবরণ করিয়া সেই ভগদত্ত প্রেরিত সর্ব্বঘাতি অস্ত্র নিজ বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিলেন। ঐ বৈষ্ণবাস্ত্র কেশবের বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া বৈজয়ন্তীমালা স্বরূপ হইল। অনন্তর অর্জ্জুন ক্ষুণ্ণমনা হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, হে অনঘ! আমি তোমার অশ্ব সংযমন করিব মাত্র, যুদ্ধ করিব না। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে না। যদি আমি ব্যসনী কিম্বা অস্ত্র নিবারণে অশক্ত হইতাম, তাহা হইলে বরং তোমার এ কর্ম্ম করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি থাকিতে তোমার এ কর্ম্ম করা উচিত হয় নাই। আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে সুর, অসুর ও মর্ত্য লোক সহিত জগৎ জয় করিতে পারি, ইহা ত তোমার বিদিত আছে?

অনন্তর বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই অর্থ-যুক্ত বাক্য কহিলেন, হে বিশুদ্ধ-চিত্ত পার্থ! তুমি এক গুহ্য পুরাবৃত্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। আমার সনাতন মূর্ত্তি চতুষ্টয় আছে; আমি এই জগতে লোক-ত্রাণার্থ উদ্যত হইয়া আত্মাকে বিভাগ করিয়া ঐ চারি মূর্ত্তিতে লোকের হিতসাধন করিয়া থাকি। আমার এক মূর্ত্তি ভূলোকে স্থিত হইয়া তপশ্চর্য্যা করে; দ্বিতীয় মূর্ত্তি জগতের সৎ ও অসৎ কর্ম্ম দর্শন করে; তৃতীয় মূর্ত্তি মানুষ লোক আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করে; চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র বর্ষ কাল নিদ্রিত ও শয়ান থাকে।

যখন আমার চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র বর্ষ পরে উত্থান করে, তখন সেই মূর্ত্তি বরযোগ্য মানবদিগকে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিয়া থাকে। একদা সেই কাল উপস্থিত দেখিয়া পৃথিবী আমার নিকট তাঁহার পুত্র নরকাসুরের নিমিত্ত যে বর যাচ্ঞা করেন, তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবী কহিলেন, "আমার পুত্র বৈষ্ণবাস্ত্র-সম্পন্ন হউক, তৎপ্রযুক্ত তাহাকে দেবাসুরগণ যেন বধ করিতে না পারে, আপনি আমাকে এই বর দান করুন।" আমি পৃথিবীর এই রূপ প্রার্থিত বর শ্রবণ করিয়া তৎকালে পৃথিবীর পুত্রকে অমোঘ পরম বৈষ্ণব অস্ত্র প্রদান করিলাম এবং বলিলাম, হে পৃথ্বি! এই বৈষ্ণবাস্ত্র তোমার পুত্রের রক্ষণার্থ দিলাম, ইহা অমোঘ হউক; তোমার পুত্রকে কেহ বধ করিতে পারিবেক না। তোমার পুত্র এই অস্ত্রে অভিরক্ষিত হইয়া সর্ব্বদা শত্রুবল পীড়ন করিবেক ও জগতে দুরাধর্ষ হইবেক। মনস্বিনী পৃথ্বী দেবী তাহাই হউক বলিয়া কৃতকার্য্যা হইয়া গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র সেই নরকাসুরও সেই অস্ত্র প্রভাবে দুরাধর্ষ ও শত্রুতাপন হইয়া উঠিল। হে মান্যবর! সেই আমার অস্ত্র সেই নরকাসুরের নিকট হইতে এক্ষণে ভগদত্তকে আশ্রয় করিয়াছে। ইন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি লোকেও কেহ ইহার অবধ্য নহে; এই হেতু তোমার রক্ষা নিমিত্ত আমি এই অস্ত্র অন্যথা পরিবর্ত্তিত করিলাম। হে পার্থ! এক্ষণে এই পর্ব্বতেশ্বর বৈষ্ণবাস্ত্র-বিহীন হইয়াছে; অতএব আমি যেমন পূর্ব্বে নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলাম, সেই রূপ সুরদ্বেষ্টা বৈরী দুর্দ্ধর্ষ এই ভগদত্তকে তুমি বিনষ্ট কর।

মহাত্মা কেশব পার্থকে ঐ রূপ কহিলে, মহামনা মহাবাহু পার্থ অসম্ভ্রান্ত হইয়া সুতীক্ষ্ণ বাণ সমূহ দ্বারা ভগদত্তকে সমাকীর্ণ করিলেন, এবং তৎ পরেই নাগরাজের কুম্ভ দ্বয়ের অভ্যন্তরে এক নারাচ প্রহার করিলেন। যেমন পন্নগ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, এবং যেমন বজ্র পর্ব্বত ভেদ করে, সেই রূপ সেই অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত বাণ সেই নাগের অভ্যন্তরে পুঙ্খের সহিত প্রবেশ করিল। তখন ভগদত্ত সেই হস্তীকে বারংবার উত্তেজনা করিলেও, যেমন স্বামী দরিদ্র হইলে তাহার ভার্য্যা তাহার কথা গ্রাহ্য করে না, সেই রূপ সেই হস্তী ভগদত্তের অভিপ্রেত কার্য্য আর করিল না; গাত্র বিষ্টম্ভন-পূর্ব্বক দন্ত দ্বারা অবনি গত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিল। তৎ পরেই অর্জ্জুন আনতপর্ব্ব অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাজা ভগদত্তের হৃদয় নির্ভেদ করিলেন। রাজা ভগদত্ত কিরীটীর বাণে ভিন্ন-হৃদয় ও গতাসু হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। যেমন মৃণাল তাড়ন দ্বারা পদ্ম হইতে পত্র পরিভ্রষ্ট হয়, সেই রূপ তাঁহার মস্তক হইতে শ্রেষ্ঠ উষ্ণীষ পরিভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইল। যেমন সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতাগ্র হইতে পতিত হয়, সেই রূপ হেম-মাল্য-বিভূষিত রাজা ভগদত্ত সুবর্ণভাণ্ড শোভিত গিরি-সন্নিভ হস্তী হইতে পতিত হইলেন। যেমন বলবান্ বায়ু বৃক্ষগণকে ভগ্ন করে, সেই রূপ ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুন যুদ্ধে ইন্দ্র-সখা ইন্দ্রবিক্রম নরপতি ভগদত্তকে সংহার করিয়া আপনকার জয়াকাঙ্ক্ষী অন্যান্য সৈনিক নরগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

ভগদত্ত বধে অষ্টাবিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর পার্থ ইন্দ্রের নিত্যপ্রিয় এবং সখা অমিতৌজা প্রাগ্জ্যোতিষকে হনন করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর গান্ধাররাজের শত্রুবিমর্দ্দন বৃষক ও অচল নামে দুই পুত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনে মিলিয়া অর্জ্জুনের অগ্র পশ্চাৎ থাকিয়া ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক মহাবেগ নিশিত শর দ্বারা তাঁহাকে সাতিশয় পীড়ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নিশিত শর দ্বারা সুবল-পুত্র বৃষকের অশ্ব, ধনুক, সারথি, ছত্র, ধ্বজ ও রথ

তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন, এবং নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার অনুগ গান্ধারগণকে পুনঃপুন আকুলিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ সমূহ দ্বারা উদ্যতায়ুধ পঞ্চ শত গান্ধার বীরকে যম লোকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর মহাভুজ বৃষক হতাশ্ব রথ হইতে শীঘ্র অবতরণ করিয়া ভ্রাতার রথে আরোহণ এবং অন্য ধনুক গ্রহণ করিলেন। তখন এক-রথারূঢ় বৃষক ও অচল দুই ভ্রাতা শর বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনকে পুনঃপুন বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বৃত্র ও বলাসুর উভয়ে ইন্দ্রকে প্রহার করিয়াছিল, সেই রূপ আপনার শ্যালক ক্ষত্রিয় মহাত্মা দুই ভ্রাতা বৃষক ও অচল মুহুর্মুহু অর্জ্জুনকে সাতিশয় প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালীন দুই মাস ঘর্ম্ম ও জল দ্বারা লোককে কষ্ট প্রদান করে, সেই রূপ লব্ধলক্ষ সেই দুই গান্ধার বীর অর্জ্জুনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অর্জ্জুন এক বাণে সেই রথস্থ সংশ্লিষ্টাঙ্গ নরব্যাঘ্র বৃষক ও অচলকে বিনাশ করিলেন। সেই এক লক্ষণ-সমন্বিত সিংহ-বিক্রম লোহিত-লোচন মহাভুজ বীর সহোদর দ্বয় গতাসু হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন। তাঁহাদিগের বন্ধুজন-প্রিয় দেহ দ্বয় দশ দিকে পবিত্র যশ বিস্তার করিয়া ভূমি গত হইয়া অবস্থিত হইল।

হে নরনাথ! আপনকার পুত্রগণ সমরে অপলায়ী মাতুল দ্বয়কে নিহত দেখিয়া অর্জ্জুনের প্রতি সাতিশয় অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত মায়া-বিদ্যা-বিশারদ শকুনি ভ্রাতৃ দ্বয়কে নিহত দেখিয়া অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে সংমোহিত করিয়া মায়া সৃষ্টি করিলেন। ঐ মায়া-প্রভাবে শত শত লগুড়, অয়োগুড়, প্রস্তর, শতঘ্নী, শক্তি, গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শূল, মুদ্গর, পট্টিশ, কম্পন, ঋষ্টি, নখর, মুষল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক, বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি, চক্র, বিশিখ, প্রাস ও অন্যান্য বিবিধ আয়ুধ দিক্ বিদিক্ হইতে অর্জ্জুনের উপর পড়িতে লাগিল। এবং খর, উষ্ট্র, মহিষ, ব্যাঘ্র, সিংহ, সৃমর, চিল্লক, ঋক্ষ, শালাবৃক, গৃধ্র, কপি, সরীসৃপ, বিবিধ পক্ষী ও বিবিধ রাক্ষস ক্ষুধিত ও সংক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর দিব্যাস্ত্র-বিশারদ শূর কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় বাণ-জাল বর্ষণ করত তাহাদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। সেই মায়া-নির্ম্মিত জন্তু সকল শূর অর্জ্জুনের প্রবল দৃঢ় শরে সমাহত হইয়া মহাশব্দ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অনন্তর অর্জ্জুনের রথে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল, এবং সেই অন্ধকার মধ্য হইতে পরুষ বাক্য সকল নির্গত হইয়া অর্জ্জুনকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই মহাযুদ্ধে মহাজ্যোতি অস্ত্র দ্বারা সর্ব্ব প্রাণি-ভয়ঙ্কর সেই ঘোর অন্ধকার বিনাশ করিলেন। অন্ধকার বিনষ্ট হইলে ভয়ানক জল বর্ষণ আবির্ভূত হইল। অনন্তর অর্জ্জুন জল বিনাশার্থ আদিত্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত জলরাশি শুষ্ক হইয়া গেল। শকুনি এই রূপে বহু প্রকার মায়া সৃষ্টি করিলেন, যখন যে মায়া করিলেন, অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে অস্ত্রবলে তাহা বিনাশ করিলেন। এই রূপে মায়া সকল হত হইলে অর্জ্জুন-শরাহত শকুনি সামান্য মানবের ন্যায় ভীত হইয়া বেগগামী অশ্ব-যানে পলায়ন করিলেন।

অনন্তর অস্ত্রবিদ্ অর্জ্জুন অরিবর্গকে আপন ক্ষিপ্র-হস্ততা প্রদর্শনার্থ শর সমূহ দ্বারা কৌরব সেনার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেমন গঙ্গা পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া দ্বিধা বিভিন্ন হয়েন, সেই রূপ আপনার সৈন্য পার্থ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দ্বিধা বিভিন্ন হইল। হে রাজন্! কিরীটীর শরে পীড্যমান হইয়া কোন কোন বীর দ্রোণের এবং কোন কোন বীর আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনের আশ্রয় লইলেন। অনন্তর সৈন্যগণ ধূলি-সমাচ্ছন্ন হওয়াতে অর্জ্জুন আর দৃষ্টিগোচর হইলেন না; কেবল দক্ষিণ দিক্ হইতে গাণ্ডীবের নির্ঘোষ শ্রুত হইতে লাগিল। গাণ্ডীব নির্ঘোষ শঙ্খ, দুন্দুভি ও অন্যান্য

বাদ্য শব্দকে অতিক্রম করিয়া গগণ-স্পর্শী হইল। অনন্তর পুনরায় দক্ষিণ দিকে অর্জ্জুনের সহিত চিত্র-যোধী যোধগণের সংগ্রাম হইতে লাগিল; আমি তখন দ্রোণের অনুবর্ত্তী হইলাম। হে ভারত! যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ ইতস্ততঃ শত্রু সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। হে ভারত! যেমন বর্ষা কালে প্রবল বায়ু আকাশস্থ মেঘগণকে বিধ্বস্ত করে, সেই রূপ অর্জ্জুন আপনকার সেনাগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই ধাবমান ইন্দ্র-বিক্রম মহাধনুর্দ্ধর উগ্র নরব্যাঘ্র অর্জ্জুনকে কেহই নিবারণ করিতে পারিল না। আপনার সেনাগণ পার্থ-শরে হন্যমান ও ব্যথিত হইয়া স্ব বর্গীয় বহু বিধ লোককে বিধ্বংসন করিয়াই বিদ্রবণ করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের ধনুর্নির্গত কঙ্কপত্রী মর্ম্মভেদী বাণ সকল শলভের ন্যায় দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া পড়িতে লাগিল। হে মান্যাগ্রগণ্য! সেই বাণ সকল তুরঙ্গ, গজ, রথ ও পদাতিবর্গকে ভেদ করিয়া পন্নগগণের বল্মীক প্রবেশের ন্যায় ভূ গর্ত্তে প্রবেশ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন কুঞ্জর, অশ্ব ও পদাতিগণের প্রতি দ্বিতীয় শর নিক্ষেপ করেন নাই, তাহারা প্রত্যেকে এক এক শরাঘাতেই রুগ্ন ও গতাসু হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। তৎ কালে রণস্থল নিপাতিত শর-বিদ্ধ ও নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্ব সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র রূপ হইয়া উঠিল। কুক্কুর শৃগাল ও কাক সকল মাংসাদি ভক্ষণ লালসায় নিনাদ করিতে লাগিল। পার্থের শরে পীড়িত হইয়া পিতা পুত্রকে, সুহৃদ্ সুহৃদকে এবং পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করিল; স্বয়ং স্বয়ং আত্ম-রক্ষণে ব্যগ্রচিত্ত হইল; স্ব স্ব বাহনকেও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

অর্জ্জুন পরাক্রমে একোনত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যখন ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক সৈন্য সকল ভগ্ন এবং তোমরা উপদ্রুত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলে, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইল? সৈন্য সকল আশ্রয় স্থান না পাইয়া ভগ্ন হইলে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পুনর্ব্ব্যবস্থাপিত করা দুষ্কর; তখন তাহা যে রূপ হইয়াছিল, তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে প্রজানাথ! তৎ কালে আপনার পুত্রের প্রিয়াভিলাষী বীরগণ লোক মধ্যে যশোরক্ষা নিমিত্ত দ্রোণের সাহায্যার্থ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। বিপক্ষের অস্ত্র সমুদায় সমুদ্যত ও যুধিষ্ঠির সসৈন্যে পরাক্রম সহকারে বেগে দ্রোণের প্রতি আপতিত হইলে, সেই ভয়ানক সমরে তাঁহারা নির্ভয়ের ন্যায় আর্য্যকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহারা বীর অমিতৌজা ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে আপতিত হইলেন। নিষ্ঠুর পাঞ্চাল গণ, দ্রোণকে নিহত কর দ্রোণকে নিহত কর বলিয়া স্ব পক্ষ যোধগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এবং আপনার পুত্রেরা, যেন দ্রোণকে নিহত করিতে না পারে, যেন দ্রোণকে নিহত করিতে না পারে, এই বলিয়া সমস্ত কুরু সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষের পণ দ্রোণের বধ, কুরু পক্ষের পণ দ্রোণের রক্ষা, এই রূপে দ্রোণকে পণ রাখিয়া উভয় পক্ষের যেন দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। দ্রোণ পাঞ্চালগণের যে যে রথিদিগকে নির্ম্মথিত করিতে থাকেন, পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সেই রথিদিগের প্রতি সাহায্যার্থ প্রবৃত্ত হয়েন। এই রূপ পরস্পর যোধগণের স্ব স্ব ভাগের প্রতি-যোদ্ধার বিপর্য্যয় সংঘটিত ও ভয়ানক সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত হইলে, বীরগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল; এবং ভীরুগণও শত্রুদিগের প্রতি সমুদ্যত হইল। সেই যুদ্ধে পাণ্ডবগণ শত্রুগণ হইতে কোন ক্রমে বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহারাই আপনাদিগের বনবাসাদি ক্লেশ সমূহ স্মরণ করিয়া আমাদিগের সেনাগণকে বিচলিত করিতে লাগি-

লেন। মহাসত্ত্ব লজ্জাবান্ পাণ্ডবগণ অমর্ষ-বশম্বদ ও প্রাণ-নিস্পৃহ হইয়া সেই মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রোণকে হনন করিতে লাগিলেন। সেই অমিত-তেজা পাণ্ডবগণ প্রাণ পণ করিয়া তুমুল যুদ্ধ-রূপ দ্যূতক্রীড়া করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের অস্ত্র-পাত যেন লৌহ ও শিলাপাত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! বৃদ্ধগণ যে কখন তথাবিধ সংগ্রাম পূর্ব্বে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন, এমত তাঁহাদিগের স্মরণ হয় না। সেই বীর বিমর্দ্দন সমরে প্রত্যাবৃত্ত মহৎ সৈন্য সমূহের ভারে পৃথিবী পীড়িতা হইয়া যেন প্রকম্পিতা হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্য সমূহের প্রবর্ত্তন সময়ে তাহাদিগের অতি ভীষণ রব আকাশকে স্তব্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর রণচারী দ্রোণাচার্য্য নিশিত শর সমূহে সহস্র সহস্র পাণ্ডব সেনা আক্রমণ-পূর্ব্বক প্রভগ্ন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অদ্ভুত-কর্ম্মা দ্রোণ কর্ত্তৃক প্রমথ্যমান হইতে থাকিলে, সেনাপতি পাঞ্চাল্য স্বয়ং সমুদ্যত হইয়া দ্রোণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে দ্রোণ ও পাঞ্চা-ল্যের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। আমার বোধ হয়, সেই যুদ্ধের উপমা নাই।

অনন্তর যেমন অনল তৃণরাশি দহন করে, সেই রূপ শরস্ফুলিঙ্গ ও ধনুঃশিখা-সম্পন্ন অনল-তুল্য নীল রাজা শরস্ফুলিঙ্গ দ্বারা কুরু-বাহিনী দগ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ বক্তৃপ্রধান অশ্বত্থামা নীল-কে সৈন্য দহন করিতে দেখিয়া হাস্য-পূর্ব্বক কহি-লেন, হে নীল! তোমার শর-শিখায় বহু যোধগণকে দগ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? তুমি একমাত্র আমার সহিত যুদ্ধ কর, আমাকেই ক্রোধ-পূর্ব্বক সত্বর প্রহার কর। তখন নীল সায়ক সমূহ দ্বারা পদ্ম সমূহ প্রভ পদ্মলোচন প্রফুল্ল-পদ্ম-বদন অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করি-তে লাগিলেন। অশ্বত্থামা তাঁহার বাণে সহসা অতি বিদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ তিন ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নীল, শ্রেষ্ঠ খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অশ্বত্থামার মস্তক ছেদন করিতে মানস করিলেন। পরন্তু অশ্বত্থামা হাসিতে হাসিতে এক ভল্ল দ্বারা উদ্যত খড়্গধারী নীলের দেহ হইতে কুণ্ডলালঙ্কৃত সুনাসা-শোভিত মস্তক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। পূর্ণচন্দ্র-মুখ পদ্মপত্র-লোচন দীর্ঘকায় নীল-পদ্ম সম-কান্তি-সম্পন্ন নীল নিহত হইয়া ক্ষিতি-তলে নিপতিত হইলেন। উজ্জ্বল তেজা নীল আ-চার্য্য-পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইলে পাণ্ডবী সেনা সাতি-শয় আকুল ও ব্যথিত হইল। হে মান্যাগ্রগণ্য! তৎ কালে পাণ্ডবদিগের সমস্ত মহারথ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন এক্ষণে দক্ষিণ দিকে অবশিষ্ট সংশপ্তক ও নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে-ছেন, তিনি কি প্রকারে আসিয়া আমাদিগকে এই শত্রুহস্ত হইতে ত্রাণ করিবেন।

নীল বধে ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, বৃকোদর শত্রু-কর্ত্তৃক সৈন্য ধ্বংস সহিতে না পারিয়া বাহ্লীককে ষষ্টি ও কর্ণকে দশ শরে প্রহার করিলেন। দ্রোণ তাঁহার প্রাণ সংহা-রের আশয়ে ষড়্বিংশতি তীক্ষ্ণ-ধার অজিহ্মগ বাণে সমস্ত মর্ম্ম স্থানে আঘাত করিলেন, এবং উপর্য্যু-পরি শরাঘাতের অভিলাষে তৎ পরেই অগ্নি সম স্পর্শ সর্প-বিষোপম ষড়্বিংশতি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং কর্ণ দ্বাদশ, রাজা দুর্য্যোধন ছয় ও অশ্বত্থামা সপ্ত শরে তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিলেন। মহাবল ভীমসেনও তাঁহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি দ্রোণকে পঞ্চাশৎ, কর্ণকে দশ, দুর্য্যোধনকে দ্বাদশ ও অশ্বত্থামাকে অষ্ট বাণে প্রতি-বিদ্ধ করিয়া তুমুল নিনাদ করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন মৃত্যুকে সামান্য বোধ করিয়া প্রাণ-নিস্পৃহ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজাতশত্রু যুধি-ষ্ঠির ভীমকে রক্ষা কর বলিয়া আত্মীয় যোধগণকে আদেশ করিলেন। অমিততেজা যুযুধান প্রভৃতি ও

মাদ্রী-তনয় দ্বয় ভীমসেনের নিকট গমন করিলেন। সেই সকল ভীম প্রভৃতি মহাবীর্য্য পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথগণ সুসংরব্ধ ও সমেত হইয়া মহাধনুর্দ্ধরগণের রক্ষিত দ্রোণ সৈন্য ভেদ করিতে সমাগত হইলেন। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ অব্যগ্রচিত্তে সেই সকল মহারথদিগকে প্রতিগ্রহণ করিলেন। আপনার পক্ষ যোধগণও অন্তঃকরণ হইতে মৃত্যু ভয় বহিষ্কৃত করিয়া সেই সকল পাণ্ডব পক্ষীয় অতি বলশালী সমরযোধি মহারথ বীরদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন; তখন সাদীগণ সাদীগণের প্রতি ও রথীগণ রথিগণের প্রতি প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধে শক্তি, অসি ও পরশু অস্ত্রের অতি সম্পাত হইতে লাগিল। প্রকৃষ্ট রূপে কটুকোদয় অসিযুদ্ধ হইতে লাগিল। কুঞ্জরদিগের পরস্পর সম্পাতে মহাদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। কেহ কুঞ্জর হইতে, কেহ বা অশ্ব হইতে লম্বমান মস্তকে পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন রথী বাণ-নির্ভিন্ন হইয়া রথ হইতে পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন মনুষ্য বর্ম্মশূন্য হইয়া পতিত হইলে কোন হস্তী তাহার বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া মস্তক চূর্ণ করিল। কোন কোন হস্তী অপর নিপাতিত হস্তিগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিল, এবং দন্ত দ্বারা অবনি গত হইয়া বহু রথিদিগকে ভেদ করিতে লাগিল। নরগণের অস্ত্র সকল কোন কোন হস্তীর দন্তে সংলগ্ন হওয়াতে তাহারা তৎ সমেত হইয়া শত শত মনুষ্যকে মর্দ্দন করত সমরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী কৃষ্ণ-লৌহ-নির্ম্মিত বর্ম্মধারী পতিত নর, অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণকে স্থূল নল বনের ন্যায় পোথিত করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ লজ্জান্বিত হইয়াই যেন কাল বশত সুদুঃখ-জনক গৃধ্রপত্রাধিবাসিত শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। এরূপ নির্ম্মর্য্যাদ সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল যে, রথারোহণে সম্মুখস্থ হইয়া মোহ বশত পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে বধ করিতে লাগিল। কোন রথের অক্ষ ভগ্ন এবং কোন রথের ধ্বজ ও ছত্র ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইল। কোন কোন অশ্ব ছিন্ন যুগকাষ্ঠের অর্দ্ধ খণ্ড লইয়াই ধাবমান হইল। কাহার সখড়্গ বাহু ও কাহার সকুণ্ডল মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত হইল। কোন এক বলবান্ হস্তী ক্ষিতিতলে রথ নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিল। হস্তী রথি-কর্ত্তৃক নারাচে সমাহত এবং অশ্ব গজ কর্ত্তৃক আরোহীর সহিত নিহত হইয়া ভূতলসাৎ হইতে লাগিল। সেই সুদারুণ মহৎ উন্মত্ত বৎ সংগ্রামে হা তাত! হা পুত্র! হা সখে! তুমি কোথায় রহিয়াছ, ঐ স্থানে থাক, কোথায় ধাবমান হইতেছ? প্রহার কর, আহরণ কর, ইহাকে বধ কর, এই রূপ উচ্চারিত বাক্য সকল হাস্য, চিৎকার ও গর্জ্জিত শব্দের সহিত শ্রুত হইতে লাগিল। নর, অশ্ব ও গজের শোণিত ধারায় রণস্থলের উত্থিত ধূলি উপশমিত হইল এবং ভীরু জনের চিত্ত ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। রথারোহী বীর রথচক্র দ্বারা বিপক্ষ রথি বীরের রথচক্র সমাসক্ত করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপের পথ ও কালের অবকাশাভাবে গদা দ্বারা মস্তক চূর্ণ করিতে লাগিল। সেই দ্বীপ রহিত রণসাগরে দ্বীপ প্রাপণেচ্ছু শূরগণের পরস্পর কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক মুষ্টি, নখ ও দন্ত দ্বারা দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। কাহারও খড়্গ সহিত, কাহারও শরাসন সহিত, কাহারও বাণের সহিত এবং কাহারও অঙ্কুশ সহিত উদ্যত বাহু ছিন্ন হইতে লাগিল। কেহ কাহার প্রতি আক্রোশ করিতে লাগিল, কেহ বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, কেহ বা কাহাকে নিকটে পাইয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিল। কেহ কেহ শব্দ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, কেহ কেহ শব্দ শুনিয়া ত্রস্ত হইল, এবং কেহ কেহ শাণিত শরে আত্ম পক্ষের, কেহ কেহ বা পর পক্ষের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। গিরিশৃঙ্গনিভ কোন কোন মাতঙ্গ নারাচাস্ত্রে নিহত ও পতিত হইয়া উষ্ণ কালীন নদীতটের ন্যায় হইল। পর্ব্বতোপম কোন কোন-মদস্রাবী হস্তী পদ দ্বারা অশ্ব ও

সারথি সহিত রথীকে নিপীড়িত করিয়া ভূতলে অবস্থান করিল। কৃতাস্ত্র রুধিরসিক্ত শূরগণকে প্রহার করিতে দেখিয়া দুর্ব্বল-চিত্ত ভীরু ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে মোহ জন্মিতে লাগিল। সমস্ত সৈন্য আবেগান্বিত হইল, তাহাদিগের দ্বারা সমুত্থিত ধূলিতে দর্শন পথ বিনষ্ট হইয়া গেল, কিছুই আর লক্ষ্য হইল না, সুতরাং উন্মত্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই দ্রোণ বধের সময় বলিয়া ত্বরিত পাণ্ডবগণকে আরও ত্বরান্বিত করিলেন। যেমন হংসগণ সরোবরে আপতিত হয়, সেই রূপ বাহুশালী পাণ্ডবগণ সেনাপতির শাসনানুসারে দ্রোণ রথের প্রতি হনন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণের রথ নিকটে গ্রহণ কর, আক্রমণ কর, নির্ভয়ে ছেদন কর এই রূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং শল্য তাঁহাদিগকে শর নিক্ষেপ দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। আর্য্যধর্ম্মানুবর্ত্তী সংরব্ধ দুর্নিবার্য্য দুরাধর্ষ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ শরার্ত্ত হইয়াও দ্রোণকে পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর দ্রোণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত বাণ বর্ষণ করত চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব পক্ষদিগের নিধন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তাঁহার বজ্রধ্বনি সদৃশ জ্যা ও তল নির্ঘোষ বহু মানবদিগকে ত্রাসিত করত দিক্ বিদিক্ শ্রুত হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে জিষ্ণু বহু সংশপ্তক পরাজয় করিয়া যে স্থানে দ্রোণ পাণ্ডবগণকে মর্দ্দিত করিতেছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। অর্জ্জুন বহুল সংশপ্তক যোধগণকে নিহত করিয়া শর সমূহ রূপ মহাবর্ত্তশালী শোণিত জলময় মহাহ্রদ উত্তীর্ণ হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন। আমরা সেই সূর্য্য-তুল্য-তেজা কীর্ত্তিমান্ অর্জ্জুনের চিহ্ন তেজঃ প্রদীপ্ত বানর ধ্বজ দর্শন করিলাম। সেই অর্জ্জুন যুগান্ত কালীন সূর্য্য-সদৃশ হইয়া অস্ত্র কিরণ দ্বারা সংশপ্তক সমুদ্র শোষণ করিয়া কুরুগণকে অতি তাপিত করিতে লাগিলেন। যেমন যুগান্তে উত্থিত ধূমকেতু সর্ব্ব প্রাণীকে দগ্ধ করে, সেই রূপ অর্জ্জুন শস্ত্র তেজো-দ্বারা সমস্ত কুরুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথী যোধগণ তাঁহার শর সমূহে আহত হইয়া মুক্তকেশে ক্ষিতিতলে পতিত হইতে লাগিল। পার্থ-বাণে হত হইয়া কেহ কেহ আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিল, কেহ নিনাদ করিতে লাগিল, কেহ বা গত প্রাণ হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। যাহারা দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং যাহারা পতিত বা পরাঙ্মুখ হইল, তাহাদিগকে তিনি যোদ্ধাদিগের নিয়ম স্মরণ করিয়া আঘাত করিলেন না। অনেকের রথ, অশ্ব ও হস্তী ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া গেল, তাহারা প্রায়শ পরাঙ্মুখ হইয়া হাহাকার রব ও কর্ণ কর্ণ বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

কর্ণ শরণার্থী কুরুগণের সেই আক্রন্দন শুনিয়া ভয় নাই, ভয় নাই, বলিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। কৌরবগণের মধ্যে রথি শ্রেষ্ঠ অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর কর্ণ তাহাদিগের হর্ষ বর্দ্ধন হইয়া আগ্নেয় অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। ধনঞ্জয় শরজাল দ্বারা দীপ্ত শরাসন শরধারী কর্ণের শর সমূহ নিবারণ করিলেন। কর্ণও অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের জ্বলিত তেজঃ-সম্পন্ন বাণ সকল নিবারণ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার শর সমূহ বিসর্জ্জন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম ও সাত্যকি কর্ণের সমীপে গিয়া তাঁহাকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। রাধানন্দন শর বৃষ্টি দ্বারা অর্জ্জুনের অস্ত্র নিবারিত করিয়া তিন শরে তাঁহাদিগের তিন জনেরই শরাসন ছেদন করিলেন। সেই তিন বীর নিকৃত্তায়ুধ হইয়া বিষহীন ভুজগ বৎ হইলেন; তখন রথ হইতে শক্তি সমুৎক্ষেপ করিয়া সিংহের ন্যায় সাতিশয় নিনাদ করিতে লাগিলেন। তেজঃ প্রদীপ্ত ভুজগ সদৃশ সেই মহা শক্তি তাঁহাদিগের ভুজাগ্র হইতে মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিতে

লাগিল। বলবান্ কর্ণ তিন তিন অজিহ্মগ ভল্ল দ্বারা সেই সকল শক্তি ছেদন করিয়া পার্থের প্রতি বাণ বর্ষণ করত নিনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সপ্ত বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত তিন শরে কর্ণের কনিষ্ঠকে নিহত করিলেন। অনন্তর তৎক্ষণাৎ ছয় অজিহ্মগ বাণে শত্রুঞ্জয়কে নিহত করিয়া ভল্ল দ্বারা বিপাঠের মস্তক রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। এই রূপে একাকী কিরীটী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের ও কর্ণের সমক্ষে তাঁহার তিন ভ্রাতাকে সংহার করিলেন।

অনন্তর ভীম স্বরথ হইতে গরুড়ের ন্যায় উৎপতিত হইয়া তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা কর্ণ-পক্ষীয় পঞ্চ দশ যোদ্ধা নিহত করিলেন; এবং পুনরায় স্ব রথে আরোহণ করিয়া অপর ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক দশ বাণে কর্ণ ও পঞ্চ বাণে তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ভাস্বর অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিষধরাজ বৃহৎক্ষত্র ও চন্দ্রবর্ম্মাকে বধ করিলেন; অনন্তর স্ব রথে আসিয়া অন্য ধনুক ধারণ-পূর্ব্বক সিংহনাদ করত ত্রিসপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্র-সম-তেজা শিনি-পৌত্রও অন্য ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক চতুঃষষ্টি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, এবং সুনিক্ষিপ্ত দুই ভল্লে কর্ণের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া পুনরায় তিন বাণে কর্ণের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও জয়দ্রথ সাত্যকি-স্বরূপ সাগর নিমগ্ন কর্ণকে উদ্ধার করিলেন। আপনার শত শত অন্যান্য প্রহারক্ষম পত্তি, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ বিপক্ষদিগের ত্রাসোৎপাদন করত কর্ণ-সমীপে ধাবমান হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, অভিমন্যু, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে প্রাণ পণে আপনার ও পর পক্ষীয় সমস্ত ধন্বিদিগের প্রাণি ক্ষয়কর ঘোরতর রণ হইতে লাগিল। পদাতি, রথী, গজারোহী ও সাদী গজারোহী, সাদী, রথী ও পদাতির সহিত, রথী গজারোহী, পদাতি ও সাদীর সহিত এবং রথী ও পদাতি রথী ও গজারোহীর সহিত এবং সাদীতে সাদীতে, গজারোহীতে গজারোহীতে, রথিতে রথিতে ও পদাতিতে পদাতিতে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই রূপে সেই সকল ভয়-রহিত মহা যোদ্ধাদিগের মাংসাশি প্রাণি হর্ষকর যম-রাষ্ট্র-বর্দ্ধন মহাসঙ্কুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনন্তর নর, রথ, গজ ও অশ্বগণ কর্ত্তৃক অনেকানেক গজ, রথ, পদাতি ও অশ্ব নিহত হইল; গজ দ্বারা গজ, অশ্ব দ্বারা অশ্ব, রথ দ্বারা রথ ও পদাতি দ্বারা পদাতিগণ উদ্যতাস্ত্র হইয়াই নিহত হইতে লাগিল। রথ দ্বারা গজ, বড় বড় গজ দ্বারা বড় বড় অশ্ব, অশ্ব দ্বারা নর ও প্রবল রথি দ্বারা অশ্ব প্রমথিত হইয়া ক্ষিতিতলে নিষণ্ণ হইতে লাগিল; কাহারো জিহ্বা, কাহারো দশন, কাহারো চক্ষু নিঃসৃত হইয়া গেল এবং কাহারো বর্ম্ম ও কাহারো ভূষণ প্রমথিত হইয়া পড়িল। অনেকে বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে নিহত হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে ক্ষিতিগত হইল। কেহ কেহ অশ্ব ও গজের পদাঘাতে তাড়িত হইয়া পোথিত, এবং কেহ কেহ ভগ্ন রথকাষ্ঠে, কেহ কেহ অশ্বখুরে, কেহ কেহ বা রথচক্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইল। সেই সুদারুণ জন-ক্ষয়কর ও শ্বাপদ, পক্ষী এবং রাক্ষসগণের প্রমোদকর সংগ্রামে মহাবল যোধগণ কুপিত হইয়া পরস্পর সংহার করত বেগে বিচরণ করিতে লাগিল। হে ভারত! অনন্তর দিবাকর অস্তাচল অবলম্বিত হইলে উভয় পক্ষীয় সেনা সাতিশয় ক্লান্ত ও রুধিরোক্ষিত হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে শনৈঃশনৈ গমন করিতে লাগিল।

সঙ্কুল যুদ্ধে একত্রিংশত্তম অধ্যায় ও সংশপ্তক বধ প্রকরণ সমাপ্ত॥৩১॥

অভিমন্যু বধ প্রকরণ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপাল! অমিততেজা অর্জ্জুন

কর্ত্তৃক পূর্ব্বে আমরা রণ হইতে ভগ্ন ও রাজা যুধিষ্ঠির রক্ষিত হইলে দ্রোণাচার্য্যের সংকল্প বিফল হইল। আপনকার পক্ষ সকলেই লব্ধ লক্ষ বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত, হীন, ধ্বস্ত-কবচ, ধূলি-সমাচ্ছন্ন ও অতীব উপহাসগ্রস্ত হইয়া দশ দিক্ শূন্যাবলোকন করত দ্রোণাচার্য্যের অনুমতিক্রমে অবহার করিলেন। অনন্তর প্রাণি সকল অর্জ্জুনের বহুল গুণ প্রশংসা ও কেশবের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ কীর্ত্তন করিতে লাগিল; তাহাতে আপনার পক্ষ সেই সকল যোধগণ শাপগ্রস্তের ন্যায় চিন্তাপরায়ণ হইলেন, তাঁহাদিগের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তদনন্তর শিবির নিবেশনে নিশাবমান হইলে বাগ্মি-প্রবর দুর্য্যোধন শত্রুগণের বৃদ্ধি দর্শনে বিমনায়মান ও সংরব্ধ হইয়া সর্ব্ব যোধগণের সাক্ষাতে প্রণয় ও অভিমান বশত দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমরা অবশ্যই আপনকার বধ্য পক্ষ হইয়াছি, কেন না আপনি যুধিষ্ঠিরকে সমীপে প্রাপ্ত হইয়াও গ্রহণ করেন নাই। আপনি সংগ্রামে শত্রুকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, সে দেবগণ সহিত পাণ্ডবদিগের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও আপনকার চক্ষুঃ সমীপে আসিয়া কদাচ মুক্ত হইতে পারে না। আর্য্যগণ কোন প্রকারে ভক্তের আশা ভঙ্গ করেন না, কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আমার প্রতি প্রীতি-পূর্ব্বক বর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ তাহার অন্যথাচরণ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ কথিত হইলে, তিনি লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার প্রিয় কার্য্য করিতেই চেষ্টা করিয়া থাকি, আপনি আমাকে তাহার অন্যথাচারী জ্ঞান করিবেন না। কিরীটী যাহাকে রক্ষা করেন, সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণও তাহাকে জয় করিতে পারেন না। যেখানে বিশ্বস্রষ্টা গোবিন্দ ও অর্জ্জুন সেনা রক্ষা করিয়া থাকেন, সেখানে প্রভু মহাদেব ব্যতীত কাহার বল, পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়? হে তাত! আমি সত্য বলিতেছি, ইহা কদাচ অন্যথা হইবেক না; অদ্য উহাদিগের এক জন প্রধান মহারথকে নিপাতিত করিব। হে রাজন্! আমি এমন এক ব্যূহ রচনা করিব যে, তাহা দেবগণেরও ভেদ করিতে সাধ্য হইবে না; কিন্তু আপনারা কোন উপায় দ্বারা অর্জ্জুনকে তথা হইতে অন্য স্থানে অপসারিত করিবেন, যুদ্ধে তাঁহার অজ্ঞাত বা অসাধ্য কিছুই নাই; তিনি দিব্য ও মানুষিক সমস্ত অস্ত্র জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

হে রাজন্! দ্রোণ এই রূপ বলিলে, পুনরায় সংশপ্তকগণ দক্ষিণ দিকে অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অনন্তর সংশপ্তক শত্রুগণের সহিত অর্জ্জুনের এমন সংগ্রাম হইতে লাগিল যে, তাদৃশ যুদ্ধ আর কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। এ দিকে, যেমন শরৎ কালে মধ্যাহ্নে সূর্য্য প্রতাপশালী ও দুর্দ্দর্শনীয় হয়েন, দ্রোণ যে ব্যূহ রচনা করিলেন, তাহা সেই রূপ প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। হে ভারত! অভিমন্যু জ্যেষ্ঠ তাতের আদেশে যুদ্ধে সেই দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ অনেকধা ভেদ করিলেন। তিনি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া—সহস্র সহস্র বীর সংহার করিয়া পরিশেষে বিপক্ষ ছয় বীরের সাহায্যে দুঃশাসন-পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। হে নরপাল! অভিমন্যু নিহত হইলে পাণ্ডবেরা শোকাকুল হইলেন এবং আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়া সেই দিবসের যুদ্ধ অবহার করিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পুরুষসিংহ অর্জ্জুনের পুত্র অপ্রাপ্ত-যৌবন অভিমন্যুকে রণে নিহত শুনিয়া আমার মন সাতিশয় বিদীর্ণ হইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তারা এই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে নিদারুণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ধর্ম্মে নির্ভর করিয়া শূরগণ রাজ্যাভিলাষী হইয়া বালকের প্রতি শস্ত্রপাত করিল। গবল্গণ-নন্দন! অভিমন্যু বালক ও অত্যন্ত সুখী ছিল, সে অভীতের ন্যায় রণে বিচরণ করিতে থাকিলে শিক্ষিতাস্ত্র বহু যোদ্ধা তাহাকে কি রূপে নিহত করিয়াছিল এবং অমিততেজা সেই বালকই

বা রথ সৈন্য ভেদ করিতে ইচ্ছা করিয়া কি রূপ রণ-ক্রীড়া করিয়াছিল; তৎ সমস্তই আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে অভিমন্যুর নিপাতন বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কুমার অভিমন্যু সেই সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিবার মানসে যে প্রকার রণ-ক্রীড়া এবং দুর্বার্য্য জয়শীল বীরদিগকে যে প্রকার নিপীড়িত করিয়াছিলেন, আমি আপনকার নিকট তৎ সমুদয় আনুপূর্ব্বীক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যে প্রকার বহুল তৃণ গুল্ম দ্রুম সঙ্কুল অরণ্য, দাবাগ্নি পরিব্যাপ্ত হইলে বনবাসী সকলের ভয় হয়, সেই প্রকার অভিমন্যুর আক্রমে আপনকার পক্ষীয় যোধগণের ভয় হইয়াছিল।

দ্রোণ প্রতিজ্ঞায় দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩২॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপতি! কৃষ্ণ ও পঞ্চ পাণ্ডব সমরে অতিশয় উগ্রকর্ম্মা এবং দেবতাদিগেরও দুরাসদ, ইহাঁদিগের পরিশ্রম-সামর্থ্য কর্ম্ম দ্বারাই ব্যক্ত আছে। সত্ত্ব, কর্ম্ম, অন্বয়, বুদ্ধি, কীর্ত্তি, যশঃ ও শ্রী, এই সকল গুণে কৃষ্ণের সমান কোন পুরুষ হয় নাই এবং হইবেও না। সত্যধর্ম্মরত দান্ত রাজা যুধিষ্ঠির বিপ্র-পূজাদি সমূহ গুণে সর্ব্বদাই স্বর্গ প্রাপ্তি যোগ্য। যুগান্ত কালীন অন্তক, বীর্য্যবান্ জামদগ্ন্য ও রথস্থিত ভীমসেন এই তিন জন সমান রূপে কথিত হইয়াছেন। প্রতিজ্ঞা-পালনদক্ষ গাণ্ডীবধন্বা পার্থের সদৃশী উপমা পৃথিবী মধ্যে দেখিতে পাই না। অত্যন্ত গুরুভক্তি, ধৈর্য্য, বিনয়, দম, অসাদৃশ্য ও শৌর্য্য, এই ছয় গুণ নকুলে নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। বীর সহদেব শাস্ত্রজ্ঞান, গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য, সত্ত্ব, রূপ ও পরাক্রমে অশ্বিনী-কুমার দেব দ্বয়ের সদৃশ। কৃষ্ণ এবং পাণ্ডববর্গে যে সকল গুণ আছে, অভিমন্যুতে সেই সমস্ত গুণই বর্ত্তমান ছিল। অভিমন্যু ধৈর্য্যে যুধিষ্ঠিরের, চরিত্রে কৃষ্ণের, কর্ম্মে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের, রূপ, বিক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানে ধনঞ্জয়ের এবং বিনয়ে নকুল ও সহদেবের সমান।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূত! অপরাজেয় অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল, তাহা আনুপূর্ব্বীক্রমে শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার নিকট মহৎ বন্ধু বিনাশ কহিতেছি, আপনি শোক করিবেন না, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! আচার্য্য চক্র ব্যূহ রচনা করিলেন; তাহাতে ইন্দ্র-তুল্য রাজগণ সন্নিবেশিত এবং সূর্য্যতেজা রাজকুমার সকল স্থানে স্থানে বিন্যস্ত হইলেন; তৎ কালে সমস্ত রাজপুত্র ঐ চক্র ব্যূহে সমবেত হইলেন। সুবর্ণ-নির্ম্মিত ধ্বজ শোভিত, রক্তাম্বর-পরিধায়ী, রক্ত ভূষণ ভূষিত, রক্ত পতাকা সমন্বিত, হেমমালাধারী, চন্দনাগুরু-চর্চ্চিত গাত্র, পুষ্প মাল্যদাম-ভূষিত, সূক্ষ্মাম্বরধারী সমস্ত যোদ্ধৃগণ কৃতপ্রতিজ্ঞ, একত্র সমবেত ও যুযুৎসু হইয়া এক কালে অভিমন্যুর উপর ধাবমান হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দশ সহস্র ধনুর্দ্ধর আপনকার পৌত্র প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে অগ্রে করিয়া গমন করিলেন। তাঁহারা পরস্পর সমান দুঃখ-সহিষ্ণু, সমান সহায় সমন্বিত, পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধমান এবং পরস্পরের হিত কার্য্য-নিরত ছিলেন। হে রাজেন্দ্র! শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন সেই সৈন্য ব্যূহ মধ্যে মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুঃশাসনে পরিবৃত হইয়া দেবরাজের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে চামর ব্যজন ও মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধৃত হইয়াছিল, তিনি উদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই ব্যূহের প্রমুখে সেনা-নায়ক দ্রোণাচার্য্য এবং শ্রীমান্ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! দেবতুল্য আপনকার ত্রিংশৎ পুত্র অশ্বত্থামাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সিন্ধুরাজের পার্শ্বে স্থিতি করিতে লাগিলেন। গান্ধাররাজ মায়াবী শকুনি, শল্য ও

ভূরিশ্রবাঃ, এই তিন মহারথ, সিন্ধুরাজের অপর পার্শ্বে বিরাজমান হইলেন। অনন্তর মৃত্যুকে নিবৃত্তির উপায় মনে করিয়া আপনকার ও বিপক্ষের যোধগণের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

চক্র ব্যূহ নির্ম্মাণে ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, ভীমসেন প্রমুখ পার্থগণ দ্রোণ-রক্ষিত অধর্ষণীয় সেই ব্যূহিত সৈন্যের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিক্রমশাল কুন্তিভোজ, মহারথ দ্রুপদ, অর্জ্জুন-পুত্র, ক্ষত্রধর্ম্মা, বৃহৎক্ষত্র, বীর্য্যবান্ চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, নকুল, সহদেব, ঘটোৎকচ, যুধামন্যু, বিক্রান্ত অপরাজিত শিখণ্ডী, দুর্দ্ধর্ষ উত্তমৌজা, মহারথ বিরাট, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিশুপাল-তনয়, সহস্র সহস্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর্য্য শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধোৎসুক কেকয় ও সৃঞ্জয়গণ ও অন্যান্য অনেকে স্ব স্ব গণের সহিত সহসা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। বীর্য্যবান্ দ্রোণও অসম্ভ্রান্ত চিত্তে মহৎ শর সমূহ দ্বারা সমীপস্থ সেই সকল যোধগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। যেমন মহা জলপ্রবাহ দুর্ভেদ্য গিরিকে পাইয়া এবং মহা জলাশয় বেলাভূমি পাইয়া অগ্রসর হইতে পারে না, সেই রূপ তাঁহারা দ্রোণকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত শর সমূহে ব্যথিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না। তৎ কালে দ্রোণের এই অদ্ভুত ভুজবল দর্শন করিলাম যে, পাঞ্চালগণ সৃঞ্জয়গণের সহিত একত্র হইয়াও তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

যুধিষ্ঠির সেই রণোদ্যত অতি ক্রুদ্ধ দ্রোণকে দেখিয়া তাঁহার নিবারণের উপায় বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনন্তর, দ্রোণকে অন্য কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না, ইহা মনে করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অম্লান পরাক্রম অভিমন্যুর প্রতি অবিষহ্য গুরুভার অর্পণ করিলেন। তিনি বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যুকে কহিলেন, বৎস! চক্র ব্যূহের ভেদ কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা আমরা অবগত নহি, অতএব অর্জ্জুন আসিয়া যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা না করেন, তুমি এমন উপায় কর। হে মহাবাহু! তুমি, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন, এই চারি জন ব্যতিরেকে চক্র ব্যূহ ভেদ করণে সমর্থ অপর ব্যক্তি নাই। বৎস! তোমার পিতৃকুল, মাতুলকুল এবং এই সমস্ত সৈন্যগণের মনোরথ পূর্ণ কর,—শীঘ্র অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দ্রোণ-সৈন্য বিনাশ কর। তাহা হইলে ধনঞ্জয় সংশপ্তক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবেন না।

অভিমন্যু কহিলেন, আমি যুদ্ধে পিতৃগণের জয় নিমিত্ত অবিলম্বে দ্রোণ-সৈন্যের দৃঢ়তর অত্যুগ্র চক্র ব্যূহ অবগাহন করিব। পরন্তু পিতা আমাকে উহার ভেদ করিবারই উপায় উপদেশ করিয়াছেন, তথা হইতে নির্গমনের উপায় উপদেশ করেন নাই; অতএব তথায় কোন আপদ্ উপস্থিত হইলে নির্গমনে শক্ত হইব না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস যোধপ্রবর! তুমি ঐ সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিয়া আমাদিগের প্রবেশ দ্বার প্রস্তুত করিয়া দাও; তুমি যে পথ দিয়া যাইবে, সেই পথে আমরাও তোমার অনুগমন করিব। বৎস! তুমি যুদ্ধে ধনঞ্জয় সমান, আমরা তোমার প্রতি প্রণিধান করিয়া চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করত তোমার অনুগামী হইব।

ভীম কহিলেন, আমি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও প্রভদ্রকগণ আমরা সকলে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। তুমি একবার ব্যূহ ভেদ করিয়া যে যে স্থানে যাইবে, আমরা প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে নিহত করিতে করিতে সেই সেই স্থানের সৈন্য ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

অভিমন্যু কহিলেন, যেমন পতঙ্গ জ্বলন্ত অগ্নিতে

প্রবেশ করে, সেই রূপ আমি অদ্য সংক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গম্য দ্রোণ সৈন্যে প্রবেশ করিব, আজি পিতৃ মাতৃ বংশের হিতকর এবং পিতা ও মাতুলের প্রীতি-জনক কর্ম্ম করিব। আমি বালক, কিন্তু অদ্য সমস্ত প্রাণীগণ সংগ্রামে সমূহ সমূহ শত্রু সৈন্যদিগকে একমাত্র এই বালকের হস্তে নিহত নিরীক্ষণ করিবে। আমার সংগ্রামে যদি কেহ অদ্য জীবিত থাকিয়া মুক্ত হয়, তবে আমি পার্থ এবং সুভদ্রার সন্তান নহি। যদি আমি এক রথে আরোহণ করিয়া সমগ্র ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে অষ্টধা ভেদ না করি, তবে আমি অর্জ্জুনের পুত্রই নহি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুভদ্রানন্দন! তুমি সাধ্য, রুদ্র, বায়ু, বসু, অগ্নি ও আদিত্যের ন্যায় বিক্রম-সম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পুরুষব্যাঘ্রগণ কর্তৃক সু-রক্ষিত দুর্গম্য দ্রোণ-সৈন্য ভেদ করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিলে; অতএব তোমার বল বৃদ্ধি হউক।

সঞ্জয় কহিলেন, তাঁহার সেই কথা শুনিয়া অভি-মন্যু সারথিকে কহিলেন, সুমিত্র! তুমি দ্রোণ-সৈন্যের অভিমুখে অশ্ব চালনা কর।

অভিমন্যু প্রতিজ্ঞায় চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! অভিমন্যু ধীমান্ ধর্ম্মরাজের বচন শ্রবণ করিয়া যাও যাও বলিয়া সারথিকে দ্রোণ সৈন্য সমীপে যাইতে আদেশ করিলে, সারথি অভিমন্যুকে কহিলেন, হে আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ আপনার প্রতি অতি ভার অর্পণ করিয়া-ছেন, কিন্তু আপনার এই গুরুতর কার্য্য সাধ্যায়ত্ত কি না, বুদ্ধি দ্বারা অবধারণ করিয়া এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আচার্য্য দ্রোণ অস্ত্রবিদ্যায় কৃতী ও শ্রম-সহিষ্ণু; আপনি যুদ্ধ-বিশারদ বটেন, কিন্তু অত্যন্ত সুখপালিত।

অনন্তর অভিমন্যু হাস্য করিয়া সারথিকে কহি-লেন, হে সারথে! আমি অমরগণ পরিবৃত ঐরাবত স্থিত ইন্দ্রের সহিতও সংগ্রাম করিতে পারি; ঐ দ্রোণ বা ক্ষত্রিয়বর্গ আমার বিস্ময়কর নহে। হে সুতজ! এই শত্রু-সৈন্য আমার ষোড়শ ভাগের এক ভাগও হইতে পারে না; বিশ্ব বিজয়ী মাতুল বিষ্ণু বা পিতা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধেও আমার ভয় হয় না। অনন্তর অভিমন্যু সারথির বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে "দ্রোণানীকের প্রতি অবিলম্বে গমন কর" বলিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সারথি অনতি-হৃষ্টচিত্তে ত্রিবর্ষ বয়স্ক স্বর্ণভাণ্ড বিভূষিত অশ্ব সকল বেগে চালনা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহা-বেগ পরাক্রম অশ্বগণ সুমিত্র সারথির চালিত হইয়া দ্রোণ সমীপে ধাবমান হইল। দ্রোণ প্রভৃতি সমস্ত কৌরব পক্ষ তাঁহাকে সেই রূপে আগত দেখিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। যেমন সিংহ শিশু, হস্তি সমূহকে আক্রমণ করে, সেই রূপ সুবর্ণবর্ম্মা উচ্ছ্রিত সুন্দর কর্ণিকার ধ্বজ শোভিত অভিমন্যু যুদ্ধা-ভিলাষে দ্রোণ প্রভৃতি সেই মহারথবর্গকে প্রতিগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে চক্র ব্যূহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আহ্লাদিত চিত্তে যুদ্ধারম্ভ করি-লেন। যেমন গঙ্গার পতনে সমুদ্রের আবর্ত্ত মুহূর্ত্ত কাল হয়, সেই রূপ তৎকালে সৈন্যদিগের আবর্ত্ত হইল। মহারাজ! অভিমন্যুর দ্রোণ-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ কালে উভয় পক্ষ শূরগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল, তাহাতে ভয়ানক তুমুল সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। সেই অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইলে অভিমন্যু দ্রোণের সমক্ষেই ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন। গজারোহী, সাদী, রথী ও পদাতিগণ মহাবল-পরাক্রান্ত অভি-মন্যুকে বিপক্ষ মধ্যে শত্রু হনন করিতে করিতে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া উদ্যতাস্ত্র-হস্তে তাঁহাকে পরি-বেষ্টন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানা বিধ বাদ্য-ধ্বনি, তর্জ্জন, গর্জ্জন, উৎক্রোশন, হুঙ্কার ও সিংহনাদ সহকারে থাক্ থাক্ বাক্যে ঘোরতর হলহলা শব্দ

করত যাইস্ না, ঐ স্থানে থাক্, আমার সম্মুখে আয় এই আমি এই খানে আছি এই রূপ বাক্য পুনঃপুন বলিতে বলিতে হস্তিনিনাদ, ভূষণ-ধ্বনি, হাস্য রব, অশ্বগণের ক্ষুর শব্দ ও রথ চক্র নির্ঘোষে পৃথিবীকে প্রতি নাদিত করিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। রণ-মর্ম্মজ্ঞ মহাবীর অভিমন্যু তাঁহাদিগের আপতন কালেই সত্বর হইয়া অগ্রেই মর্ম্মভেদী শর সমূহ দ্বারা দ্রুত হস্তে তাঁহাদিগের সমূহ সমূহ যোদ্ধাকে দৃঢ়রূপে নিহত করিতে লাগিলেন। যেমন শলভ গণ অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই রূপ তাঁহারা যুদ্ধে অভিমন্যুর শানিত নানা বিধ শর সমূহে হন্যমান ও বিবশ হইয়া অভিমন্যুর সম্মুখে পতিত হইতে লাগিলেন। যেমন যজ্ঞে কুশ সমূহ দ্বারা বেদিকে আস্তীর্ণ করে, সেই রূপ অভিমন্যু অতি শীঘ্র তাঁহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা রণভূমি আস্তীর্ণ করিলেন। তিনি আপনকার পক্ষ সহস্র সহস্র যোদ্ধার শরাসন, শর, অসি, চর্ম্ম, অঙ্কুশ, অশ্বরশ্মি, তোমর, পরশু, গদা, অয়োগুড়, প্রাস, ঋষ্টি, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শক্তি, কম্পন, প্রতোদ, মহাশঙ্খ, কুন্ত, মুদ্গার, ক্ষেপণীয়, পাশ ও উপল, এই সকল অস্ত্রধারী, কেশ মুষ্টিধারী, চর্ম্মপট্টিকা ও অঙ্গুলিত্রাণে আবদ্ধ, কেয়ূর ও অঙ্গদে বিভূষিত, মনোহর গন্ধানুলেপন চর্চ্চিত, সুবৃত্ত বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেমন গরুড় কর্ত্তৃক ছিন্ন পঞ্চ-মুখ পন্নগ সমূহ দ্বারা ভূমি শোভা পায়, সেই রূপ রুধির যুক্ত প্রকম্পিত সেই সকল বাহু দ্বারা রণভূমি শোভা পাইতে লাগিল। তিনি উত্তম নাসিকা, মুখ ও কেশপাশ সমন্বিত, সুচারু কুণ্ডল-বিশিষ্ট, ক্রোধ বশত সন্দষ্টৌষ্ঠপুট, বহু শোণিত বমনকারী, মণি রত্ন বিরাজিত সুচারু মাল্য, মুকুট ও উষ্ণীষ শোভিত, অমৃণাল নলিন তুল্য, দিবাকর ও নিশাকর সম প্রভ, যথা কালে হিত ও প্রিয়বাদী, পবিত্র গন্ধান্বিত বহু বহু শত্রু-মস্তকে রণ স্থল বিস্তীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ! দেখিলাম, অর্জ্জুন-নন্দন শানিত শর সমূহ দ্বারা সর্ব্ব দিকেই নানা বিধ কল্পিত গন্ধর্ব্ব নগরাকার সহস্র সহস্র রথ ঈষা, যুগ, ত্রিবেণু, জঙ্ঘা, চরণ, চক্রকীলক, চক্র, উপস্কর, নীড়, উপকরণ, উপস্তরণ ও রথি বিহীন এবং তাহার দণ্ড সকল বিক্ষেপ দ্বারা উন্নতানত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। শত্রু পক্ষীয় গজ, গজারোহী ও তাহাদিগের পতাকা, অঙ্কুশ, ধ্বজ, তূণ, বর্ম্ম, কক্ষা, কণ্ঠভূষণ, কম্বল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দন্তের ও পদের অগ্রভাগ, মাল্য ও পদানুগদিগকে সুশাণিত-ধার শর সমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন। বানায়ুজ, পার্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহ্লিক দেশীয় স্থির পুচ্ছ, স্থির কর্ণ ও স্থির চক্ষু, বেগবান্ সাধুরূপে বহনশীল উত্তম উত্তম বহুল অশ্বকে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস-যোধী শিক্ষিত যোদ্ধা আরোহীর সহিত নিপাতিত করিলেন। কোন কোন অশ্বের জিহ্বা ও কোন কোন অশ্বের চক্ষু নিক্ষিপ্ত, কোন কোন অশ্বের অন্ত্র ও যকৃৎ বিকীর্ণ, কোন কোন অশ্বের আরোহী যোদ্ধা নিহত, কোন কোন অশ্বের চামর, কুথা ও আস্তরণ বিধ্বস্ত, কোন কোন অশ্বের ঘণ্টিকা শ্রেণী বিচ্ছিন্ন এবং কোন কোন অশ্বের চর্ম্ম কবচ নিকৃত্ত করিয়া ফেলিলেন। কোন কোন অশ্ব তাঁহার শরাঘাতে বিষ্ঠা মূত্র ও রুধিরে সমাপ্লুত হইল। ঐ সকল অশ্ব এই রূপে মাংসাশি প্রাণিগণের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া রণ স্থলে নিপতিত হইল। যেমন অচিন্তনীয় বিষ্ণু একাকী পূর্ব্ব কালে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন,—দৈত্যগণকে মর্দ্দন করিয়াছিলেন, সেই রূপ অভিমন্যু আপনকার সৈন্যগণকে তিন ভাগ করিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। যেমন অমিততেজা মহাদেব ঘোরতর অসুর সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, সেই রূপ অভিমন্যু যুদ্ধে শত্রু-দুঃসহ কর্ম্ম করিয়া আপনকার সমূহ পদাতি বিনাশ করিলেন। যেমন পূর্ব্ব কালে সেনাপতি কার্ত্তিকের আসুরী সেনা বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, সেই রূপ সেনাগণকে এক মাত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিশিত শর দ্বারা সাতিশয় বিমর্দ্দিত দেখিয়া আপনকার যোধবর্গ ও

পুত্রগণ শক্র জয়ে নিরুৎসাহ ও চকিত-নেত্র হইয়া দশ দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের মুখ শুষ্ক হইতে লাগিল; গাত্র হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত ও লোমাঞ্চ হইতে লাগিল; এবং তাঁহারা পলায়নে কৃতোৎসাহ ও জীবিতার্থী হইয়া হত পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও সম্বন্ধিদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোত্র ও নাম উল্লেখ করত পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে অশ্ব ও হস্তী সত্বর চালিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অভিমন্যু পরাক্রমে পঞ্চ ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, দুর্য্যোধন সেই সৈন্যদিগকে অমিত-বিক্রম সুভদ্রা-নন্দন কর্ত্তৃক প্রভগ্ন হইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনকে অভিমন্যুর সম্মুখে আগত দেখিয়া সেই সমস্ত রাজগণকে কহিলেন, বীর্য্যবান্ অভিমন্যু যে পর্য্যন্ত আমাদিগের সাক্ষাতে লক্ষ হনন না করে, তোমরা তাহার পূর্ব্বেই ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহার প্রতি গমন কর, কৌরব রাজকে রক্ষা কর। অনন্তর কৃতজ্ঞ সুহৃদ্ বলবান্ ও সমর জয়ী রাজগণ ভয়ত্রস্ত হইয়াও আপনকার পুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন, এবং দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, বৃহদ্বল, মদ্ররাজ, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল, পৌরব ও বৃষসেন নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে করিতে মহৎ শর বর্ষণে সৌভদ্রকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শর বর্ষণে অভিমন্যুকে মোহিত করিয়া তাঁহার মুখাক্ষিপ্ত গ্রাসের ন্যায় দুর্য্যোধনকে বিমুক্ত করিলেন, তাহা অর্জ্জুন-তনয় সহ্য করিলেন না। তিনি মহৎ শর সমূহ দ্বারা সেই অশ্ব ও সারথির সহিত মহারথগণকে পরাঙ্মুখ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। দ্রোণ প্রভৃতি রথিগণ আমিষাশী সিংহ স্বরূপ অভিমন্যুর সিংহনাদ শ্রবণে পুনর্ব্বার অতি সংরব্ধ হইয়া তাহা সহ্য করিলেন না। রথ সমূহ বেষ্টন দ্বারা তাঁহাকে গৃহ গতের ন্যায় করিয়া নানা বিধ বাণজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আপনকার পৌত্র অভিমন্যু তীক্ষ্ণ শর সমূহে তাঁহাদিগের বাণজাল অন্তরীক্ষে ছেদন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগকেও প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অনন্তর তাঁহারা সাতিশয় কোপিত হইয়া আশীবিষোপম শর দ্বারা অপরাঙ্মুখ সৌভদ্রকে হনন করিবার মানসে পরিবেষ্টন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! যেমন বেলা ভূমি সমুদ্রকে সীমা লঙ্ঘন করিতে দেয় না, সেই রূপ অভিমন্যু একাকী বাণ সমূহ দ্বারা আপনকার ক্ষুব্ধ সাগর সদৃশ সেই সৈন্য সাগরকে অগ্রসর হইতে দিলেন না। পরস্পর হননকারী যুধ্যমান শূর অভিমন্যু বা তাঁহার শক্র মধ্যে কেহ পরাঙ্মুখ হইল না।

সেই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সংগ্রামে দুঃসহ নয়, দুঃশাসন দ্বাদশ, কৃপ তিন, দ্রোণ আশীবিষোপম সপ্তদশ, বিবিংশতি সপ্ততি, কৃতবর্ম্মা সপ্ত, বৃহদ্বল আট, অশ্বত্থামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্রপতি ছয়, শকুনি দুই ও দুর্য্যোধন তিন বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। হে নৃপ! সেই ধনুর্দ্ধারী প্রতাপবান্ অর্জ্জুন নন্দন যেন নৃত্য করিতে করিতে তিন তিন শরে তাঁহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর অভিমন্যু আপনকার আত্মজবর্গ দ্বারা ত্রাসামান ও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার শিক্ষা ও অভ্যাস কৃত বল প্রদর্শন করত, গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগশীল নিয়ন্তৃ বশীভূত দান্ত অশ্বগণ দ্বারা সত্বর আগমনকারী রাজা অশ্মক-পুত্রকে নিবারণ করিলেন,—থাক্ থাক্ বলিয়া দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে এক বাণে তাঁহার সারথি, চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব, এক বাণে তাঁহার ধ্বজ, দুই বাণে তাঁহার দুই বাহু, এক বাণে তাঁহার ধনুক, এবং এক বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন।

অনন্তর বীর অশ্মকপতি সৌভদ্র কর্ত্তৃক হত হইলে সমস্ত সৈন্য পলায়ন পরায়ণ হইয়া গমন করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, গান্ধাররাজ, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, সুষেণ, কুণ্ডভেদী, প্রতর্দ্দন, বৃন্দারক, ললিত্থ, প্রবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুর্য্যোধন, সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরের বাণে অতিবিদ্ধ হইয়া কর্ণের প্রতি শত্রু-দেহভেদী এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! যেমন বল্মীকে সর্প প্রবেশ করে, সেই রূপ সেই বাণ কর্ণের তনুত্রাণ ও দেহ ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে প্রবেশ করিল। যেমন ভূকম্প হইলে পর্ব্বত কম্পিত হয়, সেই রূপ কর্ণ অভিমন্যুর অতি প্রহারে ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইলেন। অনন্তর বলবান্ অভিমন্যু সংক্রুদ্ধ হইয়া অন্য তিন নিশিত বাণে দীর্ঘলোচন, সুষেণ ও কুণ্ডভেদী, এই তিন জনকে নিহত করিলেন। পরে কর্ণ পঞ্চবিংশতি, অশ্বত্থামা বিংশতি ও কৃতবর্ম্মা সপ্ত নারাচে তাঁহাকে প্রহার করিলেন। তখন ইন্দ্র-পৌত্র শরাচিত-সর্ব্বাঙ্গ ও ক্রুদ্ধ হইয়া পাশহস্ত অন্তকের ন্যায় সৈন্য-মধ্যে বিচরণ করত দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। মহাবাহু অভিমন্যু শর বর্ষণ দ্বারা সমীপস্থ শল্যকে আচ্ছাদন করিয়া আপনকার সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! শল্য অস্ত্রজ্ঞ অভিমন্যুর মর্ম্মভেদী শরে অভিহত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট ও মোহিত হইলেন। সৈন্যগণ শল্যকে যশস্বী সৌভদ্রের অস্ত্রাঘাতে তাদৃশ বিদ্ধ দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিল। আপনার পক্ষ সমস্ত যোধগণ সেই মহাবাহু শল্যকে শর সমাবৃত দেখিয়া সিংহ পীড়িত মৃগ-যূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল। মহাত্মা অভিমন্যু অন্তরীক্ষ স্থিত পিতৃ, দেব, চারণ ও সিদ্ধগণ এবং পৃথিবীস্থ প্রাণী সমূহ কর্ত্তৃক রণ যশে সমন্বিত ও প্রশংসিত হইয়া ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায় রণ স্থলে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

অভিমন্যু পরাক্রমে ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যখন অর্জ্জুন-পুত্র মহা ধনুর্দ্ধরদিগকে শর নিকরে প্রমথিত করিতেছিল, তখন মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাহাকে নিবারণ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! কুমার অভিমন্যু, দ্রোণাচার্য্য রক্ষিত রথ সৈন্য ভেদ করিতে ইচ্ছা করিয়া যে রূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। মদ্রপতিকে অভিমন্যুর শর নিকরে অবসাদিত দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে সমাগত হইলেন। তিনি দশ বাণে অভিমন্যুকে অশ্ব ও সারথির সহিত বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া মহা শব্দে সিংহনাদ করিলেন। অভিমন্যু লঘুহস্তে তাঁহার মস্তক, গ্রীবা, পাণি, পদ, ধনুক, অশ্ব চতুষ্টয়, ছত্র, ধ্বজ, সারথি, ত্রিবেণু, চক্র, যুগ, ঈশা, তূণীর, উপাকর্ষ, পতাকা, দুই জন চক্ররক্ষক ও সমস্ত উপকরণ সমান রূপে ছেদন করিলেন; কেহ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না। যেমন অমিত বেগ বায়ু দ্বারা মহাবৃক্ষ ভগ্ন হয়, সেই রূপ তিনি ছিন্ন ও প্রবিদ্ধ-বস্ত্রালঙ্কার হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তাঁহার অনুচরগণ বিত্রস্ত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। হে ভারত! অভিমন্যুর সেই কার্য্য দেখিয়া অন্তরীক্ষস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণী প্রসন্ন হইয়া শব্দ সহকারে 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিলেন।

মহারাজ! শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিপতিত হইলে তাঁহার বহু বহু সৈন্য সংক্রুদ্ধ হইয়া নানা বিধ অস্ত্র হস্তে অভিমন্যুকে আপনাদিগের কুল, বাসস্থান ও স্ব স্ব নাম শ্রবণ করাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধাবমান হইল। তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন বলোৎকট

বীর রথে, অশ্বে ও গজে, কোন কোন বীর পদব্রজে মহৎ বাণ শব্দ, রথের নেমি নাদ, হুঙ্কার, ক্ষ্বেড়িত, উৎক্রুষ্ট, সিংহনাদ, গর্জ্জন শব্দ, ধনুষ্টঙ্কার ও তলত্র ধ্বনি শব্দ সহকারে কেহ কেহ বা 'তুমি আমাদিগের নিকট জীবিত থাকিয়া মুক্ত হইতে পারিবে না' এই রূপ বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সুভদ্রানন্দন সেই শূরগণকে সেই রূপ প্রলাপ বাক্য কহিতে কহিতে আসিতে দেখিয়া হাস্য-পূর্ব্বক, তাহাদিগের মধ্যে অগ্রে যে যে তাঁহাকে প্রহার করিল, তাহাদিগকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন শূর অভিমন্যু বিচিত্র ও লঘুভাবে অস্ত্র-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া মৃদু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় হইতে যে সকল অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের অনুরূপ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি গুরুভার ও ভয় দূরে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক পুনঃপুন বাণ সন্ধান ও মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুক চতুর্দ্দিকেই মণ্ডলাকারে বিস্ফুর্য্যমাণ হইয়া শরৎ কালীন অতি দীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে ভারত! যেমন প্রলয় কালীন মেঘের মহাবজ্র পরিত্যাগ সময়ে গর্জ্জন ধ্বনি হয়, তাঁহার সুদারুণ জ্যা শব্দ ও তল নিনাদ সেই রূপ শ্রুত হইতে লাগিল। লজ্জাশীল সম্মানকারী প্রিয়দর্শন অভিমন্যু অমর্ষ-পূরিত হইয়া যেন বীরগণের সম্মানার্থ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তিনি বর্ষার অবসানে শরৎ কালীন ভগবান্ দিবাকরের ন্যায় মৃদু হইয়া তীব্র হইলেন। যেমন দিবাকর কিরণ পরিত্যাগ করেন, সেই রূপ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত বহুল স্বর্ণপুঙ্খ শিলা শানিত বিচিত্র শর মোচন করিতে লাগিলেন। সেই মহাযশা, দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতে ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঠ, নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল ও অঞ্জলিক অস্ত্র দ্বারা প্রতিপক্ষ রথিসৈন্যগণকে সমাকীর্ণ করিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ অস্ত্র-পীড়িত হইয়া রণ বিমুখ হইল।

অভিমন্যু পরাক্রমে সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অভিমন্যু যে আমার পুত্রের সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া আমার চিত্তে লজ্জা ও সন্তোষ উভয়েরই আবির্ভাব হইতেছে। হে গবল্গণ-সুত! অসুরগণের সহিত সেনাপতি কুমারের রণক্রীড়ার ন্যায় কুমার অভিমন্যুর সমস্ত রণ ক্রীড়া বিস্তার ক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই এক কুমারের বহু যোধগণের সহিত অতি ভয়ঙ্কর যে তুমুল রণ ক্রীড়া হইয়াছিল, তাহা আমি আপনকার নিকট কীর্ত্তন করি। উৎসাহবান্ রথস্থ অভিমন্যু উৎসাহসম্পন্ন আপনকার সমস্ত রথির প্রতিই বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অলাতচক্রের ন্যায় বিচরণ করত দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, বৃহদ্বল, দুর্য্যোধন, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা, মহাবল শকুনি ও অন্যান্য রাজগণ এবং তাঁহাদিগের বিবিধ সৈন্যগণকে শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন। হে ভারত! প্রতাপবান্ সেই তেজস্বী সৌভদ্রকে সকল দিকেই অমিত্রগণকে পরমাস্ত্র দ্বারা প্রমথিত করিতে দেখা গেল। আপনকার সৈন্যগণ সেই অমিততেজা সৌভদ্রের চরিত দর্শন করিয়া পুনঃপুন কম্পিত হইতে লাগিল।

হে ভারত! অনন্তর প্রতাপবান্ মহাপ্রাজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য অভিমন্যুর সংগ্রাম-নৈপুণ্য দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে যেন আপনকার পুত্রের মর্ম্ম ভেদ করিয়াই কৃপাচার্য্যকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, এই তরুণবয়স্ক অভিমন্যু সমস্ত সুহৃদ্বর্গ, রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, অন্যান্য বন্ধুবর্গ, সম্বন্ধী ও মধ্যস্থ সুহৃদ্গণকে আনন্দিত করত পাণ্ডবদিগের অগ্রে গমন করিতেছেন। আমি বোধ করি, যুদ্ধে ইহাঁর সমান অন্য কেহ ধনুর্দ্ধর নাই; ইনি ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত সেনা ধ্বংস করিতে পারেন, কি নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছেন না, বলিতে পারি না। আপনার পুত্র দ্রোণের সেই প্রীতি-সম্পন্ন বচন শ্রবণে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-পূর্ব্বক হাস্য করিয়া অভি-

মন্যুর প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কর্ণ, বাহ্লিক, দুঃশাসন, মদ্ররাজ ও তত্রস্থ অন্যান্য সেই সেই মহারথগণকে কহিলেন, সর্ব্ব রাজার গুরু ব্রহ্মজ্ঞতম দ্রোণ মুগ্ধ হইয়া এই রণে অর্জ্জুন-পুত্রকে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। আমি তোমাদিগের নিকট সত্য বলিতেছি, দ্রোণ আততায়ী হইলে উহাঁর নিকট হইতে যমও মুক্ত হইতে পারেন না; মনুষ্যের কথা কি! উনি অর্জ্জুনের পুত্রকে শিষ্য বলিয়া রক্ষা করিতেছেন। শিষ্য, পুত্র এবং তাহাদিগের সন্তান ধর্ম্মশীলদিগের প্রিয় হইয়া থাকে। এই অভিমন্যু দ্রোণ কর্ত্তৃক সংরক্ষ্যমাণ হওয়াতে আপনাকে বীর্য্যবান্ বলিয়া মনে করিতেছে; অতএব তোমরা এই আত্মগর্ব্বী মূঢ়কে অতি শীঘ্র সংহার কর। হে রাজন্! রাজগণ রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই সংরব্ধ ও জিঘাংসু হইয়া অভিমন্যুর প্রতি অভিগত হইলেন।

কুরু-শার্দ্দূল দুঃশাসন, দুর্য্যোধনের সেই বচন শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনকাকে বলিতেছি, আমি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষেই ইহাকে বধ করিব। যেমন রাহু দিবাকরকে গ্রাস করে, সেই রূপ আমি সৌভদ্রকে গ্রাস করিব। এই কথা বলিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে কুরুরাজকে বলিলেন, অতি মানী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, সৌভদ্র আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, শুনিয়া অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিবে, সংশয় নাই। পাণ্ডুর অন্য সন্তানেরা ঐ দুই জনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অক্ষমতা প্রযুক্ত আপন আপন সুহৃদ্বর্গের সহিত এক দিবসেই প্রাণ ত্যাগ করিবে। অতএব আপনার এই শত্রু হত হইলেই অন্য সমস্ত শত্রু হত হইবে। মহারাজ! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা করুন, আমিই আপনকার এই রিপু বিনাশ করিব। হে রাজন্! আপনকার পুত্র দুঃশাসন এই রূপ বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্খ সহকারে শর বিকিরণ করিতে করিতে সৌভদ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। অরিন্দম অভিমন্যু দুঃশাসনকে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া তীক্ষ্ণ ষড়্‌বিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সংক্রুদ্ধ দুঃশাসন মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় রণে অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; অভিমন্যুও তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। রথ শিক্ষা-বিশারদ সেই দুই মহারথ রথ দ্বারা বাম ও দক্ষিণ দিকে মণ্ডলাকারে বিচিত্র বিচরণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরগণ লবণ সমুদ্রের মহা শব্দের ন্যায় শব্দ মিশ্রিত পণব, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ক্রকচ, মহানক, ভেরি ও ঝর্ঝর বাদ্য নাদ করিতে লাগিল।

দুঃশাসন যুদ্ধে অষ্টাত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, শর বিক্ষত-গাত্র ধীমান্ অভিমন্যু হাস্য করিতে করিতে সন্নিহিত শত্রু দুঃশাসনকে কহিলেন, তুমি শূর, মানী, ক্রোধপরায়ণ, নিষ্ঠুর এবং ধর্ম্মত্যাগী, ভাগ্য ক্রমেই তোমাকে সংগ্রামে আসিতে দেখিলাম। তুমিই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে সভা মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কটু বাক্য দ্বারা প্রকোপিত করিয়াছিলে, দ্যূতক্রীড়ায় জয় লাভ দ্বারা উন্মত্ত হইয়া বাহ্বা বাহ্বা বলিয়া ভীমসেনকেও কোপিত করিয়াছিলে. সেই মহাত্মার কোপ বশতই তুমি এই রণে উপস্থিত হইয়াছ। রে দুর্ম্মতে! তোমার পরধনাপহরণ, বিবাদ, ক্রোধ, লোভ ও নির্ব্বুদ্ধিতা এবং মহাত্মা উগ্রধন্বা আমার পিতা পিতৃব্যের প্রতি অনিষ্ট চিন্তা, জীবনান্তকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও রাজ্যাপহরণ জন্য সেই মহাত্মাদিগের কোপ হেতুই তুমি এই রণ স্থলে উপস্থিত হইয়াছ। তুমি সেই সকল অধর্ম্মের উগ্রতর ফল সদ্যঃ প্রাপ্ত হইবে, অদ্য আমি সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে তোমাকে শাসন করিব। অদ্য আমি রণে চির ক্রোধান্বিত কৃষ্ণা ও পিতার ক্রোধ শান্তি-পূর্ব্বক

অভিলাষ পূর্ণ করিয়া অঋণী হইব। অদ্য আমি রণে ভীমসেনের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। যদি তুমি রণ পরিত্যাগ করিয়া না যাও, তবে আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্ত হইতে পারিবে না। এই রূপ বলিয়া মহাবাহু বীর শক্রহন্তা অভিমন্যু দুঃশাসনের সংহারক কালাগ্নি সদৃশ ও বায়ু-বেগশীল বাণ সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। যেমন পন্নগ বল্মীক ভেদ করিয়া গমন করে, সেই রূপ সেই বাণ তাঁহার বক্ষঃস্থলে আসিয়া জত্রুদেশ ভেদ করিয়া পুঙ্খের স হত নির্গত হইল। পরে পুনরায় দুঃশাসনের উপর অগ্নি সম স্পর্শ পঞ্চ বিংশতি বাণ আকর্ণ সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! তাহাতে দুঃশাসন গাঢ় বিদ্ধ, ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে অভিমন্যু শরে পীড়িত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া ত্বরমাণ হইয়া রণ মধ্য হইতে অপসারিত করিল।

অনন্তর পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদীর পুত্রেরা, বিরাট, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ তাহা দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্যেরা আহ্লাদিত হইয়া নানা বিধ বাদ্য যন্ত্র বাদিত করিতে লাগিল। ধ্বজাগ্রে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনী-কুমার দ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তিধারী মহারথ দ্রৌপদী-পুত্রগণ অত্যন্ত বৈরী দুঃশাসনকে পরাজিত দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে অভিমন্যুর কর্ম্ম দর্শন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির-প্রমুখ সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কেকয় গণ, ধৃষ্টকেতু, মৎস্য, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষ সকলেই হৃষ্ট ও ত্বরিত হইয়া দ্রোণ সৈন্য ভেদ করিতে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের সহিত আপনকার পক্ষ জয়াকাঙ্ক্ষী অনিবর্ত্তী শূরগণের মহা যুদ্ধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দুর্য্যোধন কর্ণকে কহিলেন, দেখ, বীর দুঃশাসন আদিত্যের ন্যায় প্রতাপবান্ হইয়া শক্র সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, কিন্তু অভিমন্যুর নিকট পরাস্ত হইলেন; আর এই বলোন্মত্ত সিংহ বিক্রান্ত পাণ্ডবগণ সুসংরব্ধ হইয়া অভিমন্যুকে রক্ষা করিতে ধাবমান হইতেছে। অনন্তর আপনার পুত্রের হিতকারী কর্ণ সংক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ শর সকল দুরাসদ অভিমন্যুর উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং তীক্ষ্ণ প্রবল বাণে অভিমন্যুর অনুচরবর্গকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহামনা অভিমন্যু দ্রোণ সমীপে গমন মানসে সত্বর হইয়া ত্রিসপ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে কোন রথী সেই মহারথ-মর্দ্দনকারী ইন্দ্র-পৌত্রের দ্রোণ সমীপে গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর অস্ত্রজ্ঞ প্রবর প্রতাপবান্ সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রণী মানী জয়েচ্ছু রাম-শিষ্য কর্ণ শত শত উত্তমাস্ত্র প্রদর্শন করত সমরে দুর্দ্ধর্ষ শক্র অভিমন্যুকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। দেব-সঙ্কাশ অর্জ্জুন-নন্দন রাধানন্দনের অস্ত্র বর্ষণে অতি পীড়িত হইয়াও বিষণ্ণ হইলেন না, প্রত্যুত, শিলা শানিত আনতপর্ব্ব ভল্ল সমূহ দ্বারা অন্যান্য শূরগণের ধনুশ্ছেদন করিয়া হাস্য করিতে করিতে মণ্ডলাকার ধনুর্ম্মুক্ত আশীবিষোপম শর দ্বারা ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণের সহিত কর্ণকে শীঘ্রহস্তে পীড়ন করিতে লাগিলেন। কর্ণও সন্নতপর্ব্ব বাণ সকল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুন-নন্দন অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সেই সকল বাণ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ বীর অভিমন্যু মুহূর্ত্ত মাত্রে এক বাণে কর্ণের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে বিপদাপন্ন দেখিয়া দৃঢ় ধনুক উদ্যত করিয়া শীঘ্র অভিমন্যুর নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডব ও তাঁহাদিগের অনুচর জনেরা হর্ষনাদ ও বাদ্য ধ্বনি এবং অভিমন্যুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দুঃশাসন ও কর্ণ পরাজয়ে একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণের কনিষ্ঠ অতিশয় গর্জ্জন ও পুনঃপুন জ্যাকর্ষণ করত সেই দুই মহাত্মার দুই রথের মধ্যস্থলে আপতিত হইলেন, এবং হাসিতে হাসিতে ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্ব সহিত দুরাসদ অভিমন্যুকে শীঘ্রহস্তে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনকার পক্ষগণ পিতৃ পিতামহোচিত অলৌকিক কর্ম্মকারী অভিমন্যুকে তাঁহার শরে ব্যথিত দেখিয়া আনন্দিত হইল। পরন্তু অভিমন্যু হাস্য করিতে করিতে কার্ম্মুকাকর্ষণ-পূর্ব্বক এক শরে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন। হে রাজন্! যেমন পর্ব্বত হইতে বাতনির্ধূত কর্ণিকার পুষ্প পতিত হয়, সেই রূপ ভ্রাতাকে রথ হইতে নিহত ও পতিত দেখিয়া কর্ণ সাতিশয় ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন। অভিমন্যু কঙ্কপত্র যুক্ত শর সমূহে কর্ণকে বিমুখ করিয়া শীঘ্র অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সেই তিগ্মতেজা মহাযশা ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ সম্পন্ন সৈন্য ভেদ করিতে লাগিলেন। ওদিকে কর্ণ অভিমন্যুর বহুতর বাণে বিধ্যমান হইয়া বেগগামী অশ্বে রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন; অনন্তর তাঁহার সৈন্য ভগ্ন হইতে লাগিল।

হে রাজন্! অভিমন্যুর শর সমূহ, শলভপুঞ্জ ও জলধারার ন্যায় আকাশকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল; তৎ কালে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আপনার পক্ষ যোধগণ শানিত শরে হন্যমান হইলে তন্মধ্যে সিন্ধুরাজ ব্যতীত কেহ আর রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর পুরুষ-সিংহ অভিমন্যু শঙ্খ বাদ্য-পূর্ব্বক শীঘ্র ভারতী-সেনাভিমুখে অভিগত হইলেন; তৃণরাশি মধ্যে নিক্ষিপ্ত অগ্নির ন্যায় বেগ-পূর্ব্বক শানিত শরনিকরে রিপুগণকে দগ্ধ করত সৈন্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সেনা মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিশিত শর সমূহে রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করত রণ ভূমিকে শত শত কবন্ধ-সঙ্কুলা করিলেন। অনেকে অভিমন্যুর ধনুর্ম্মুক্ত প্রবল বাণ প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া জীবন রক্ষার্থ আত্ম পক্ষদিগকেই ধ্বংস করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল। তাঁহার বহু বহু ভয়ঙ্কর নিশিত বাণ রথ, নাগ ও অশ্বগণকে সংহার করিয়া ভূগত হইতে লাগিল। আয়ুধ, অঙ্গুলিত্র, গদা, অঙ্গদ ও হেমাভরণে ভূষিত বাহু সকল ছিন্ন ও পতিত হইয়া রণ ভূমিতে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র শর, শরাসন, খড়্গ, সকুণ্ডল মস্তক ও মাল্য-শোভিত মৃত দেহ রণ ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। হে নরনাথ! ক্ষণ কাল মধ্যে ভগ্ন, নিহত ও বিস্তৃত হস্তী, অশ্ব, ক্ষত্রিয় দেহ, রথের ঈশা, দণ্ড, বন্ধুর, অন্যান্য উপকরণ, চক্র, যুগ, অক্ষ ও বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজ, চর্ম্ম, ধনুক, শক্তি, বাণ ও অসি ইতস্তত পতিত হওয়াতে রণক্ষেত্র ভয়ঙ্কর ও অগম্য হইয়া উঠিল। হতাহত ক্ষত্রিয়গণের পরস্পর ক্রন্দনে ভীরু জনের ভয়বর্দ্ধন মহা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই শব্দে সর্ব্ব দিক্ প্রতিনাদিত হইতে লাগিল; পরন্তু অভিমন্যু অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতি-সঙ্কুল সৈন্যগণকে নিহত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। যেমন অগ্নি শুষ্ক তৃণরাশি মধ্যে প্রদীপ্ত দৃষ্ট হয়েন, সেই রূপ অর্জ্জুননন্দনকে ভারত সৈন্য মধ্যে রিপু দাহ করিতে দেখা গেল। হে ভারত! তৎ কালে তিনি সৈন্যধূলিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত দিগ্‌বিদিক্ ভ্রমণ করাতে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। ক্ষণ মধ্যে আবার দেখিলাম তিনি মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় শত্রুদিগকে সন্তাপিত করিয়া গজ, অশ্ব ও নরগণের পরমায়ু হরণ-পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছেন। হে মহারাজ! ইন্দ্রপৌত্র অভিমন্যু ইন্দ্রের ন্যায় সৈন্য মধ্যে নিরতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

অভিমন্যু পরাক্রমে চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই বালক অত্যন্ত

সুখী, স্বকীয় বাহুবলে দর্পিত, যুদ্ধে অতি বিশারদ, বীর ও সৎকুলজাত; সে প্রাণ-নিস্পৃহ হইয়া ত্রিবর্ষীয় সদশ্ব যোজিত রথারোহণে আমাদিগের সৈন্যে গাহমান হইলে যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্য হইতে কোন্ বলবান্ বীর তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়, ধৃষ্টকেতু ও মৎস্যগণ সংরব্ধ হইয়া তখন রণে অভিগত হইলেন। অভিমন্যুর পিতৃব্য ও মাতুল পক্ষীয় এবং পূর্ব্বোক্ত সকলে প্রহার ক্ষম সৈন্য ব্যূহ সজ্জিত করিয়া অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহার অনুসরণ ক্রমে ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষ যোধগণ সেই সকল শূরদিগকে আসিতে দেখিয়া বিমুখ হইলেন। আপনকার তেজস্বী জামাতা আপনকার পুত্রের সেই মহৎ সৈন্যগণকে বিমুখ দেখিয়া পাণ্ডবদিগকে অবরোধ করিতে ইচ্ছু হইয়া প্রত্যুদ্গত হইলেন। হে মহারাজ! সিন্ধুরাজ-পুত্র জয়দ্রথ সেই পুত্রগৃদ্ধী সসৈন্য পার্থগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। যেমন হস্তী ক্রম নিম্ন ভূমিস্থ শত্রুদিগকে তথা হইতে অনায়াসে নিবারণ করে, সেই রূপ উগ্রধন্বা মহাধনুর্দ্ধর জয়দ্রথ দিব্যাস্ত্র প্রদর্শন করত তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমি বোধ করি, সিন্ধুরাজের উপর অতি ভার অর্পিত হইয়াছিল; তিনি একাকী ভ্রাতৃপুত্র রক্ষার্থী ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিলেন? আমি সিন্ধুরাজকে অতি অদ্ভুত বল বীর্য্য ও শৌর্য্যবান্ বোধ করিতেছি। তুমি তাঁহার সেই প্রবল বল বীর্য্য ও কর্ম্ম আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তিনি এমন কি দান, হোম, বা তপস্যা করিয়াছিলেন যে, তিনি একাকী ক্রুদ্ধ পার্থগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা জয়দ্রথ দ্রৌপদী হরণ কালে যে ভীমসেন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই অভিমানে তিনি বরলাভার্থী হইয়া অতি মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি বিষয় সুখ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া ক্ষুৎ পিপাসা রৌদ্র সহিষ্ণু, কৃশ ও শিরা বিস্তৃত শরীর হইয়া কঠোর তপস্যাচরণ করত সনাতন ব্রহ্ম মহাদেবের স্তুতি-পূর্ব্বক আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ মহাদেব তাঁহার প্রতি দয়া করিলেন। ভক্তানুকম্পী হর সিন্ধুরাজ-পুত্র জয়দ্রথকে তাঁহার নিদ্রা সময়ে কহিলেন, জয়দ্রথ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি কি বর লাভ করিতে ইচ্ছা কর, বল। মহাদেব এই রূপ কহিলে নিয়তব্রত জয়দ্রথ প্রণত ও প্রাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে দেব! আমি সমরে একাকী রথারোহণে মহাবল পরাক্রান্ত সমস্ত পাণ্ডবকে জয় করিতে ইচ্ছা করি। জয়দ্রথ এই রূপ বর প্রার্থনা করিলে, দেবনাথ শিব জয়দ্রথকে বলিলেন, হে সৌম্য! আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি, তুমি পার্থ ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর চারি জন পাণ্ডবকে জয় করিতে পারিবে। রাজা জয়দ্রথ মহাদেবকে যে আজ্ঞা বলিয়া জাগরিত হইলেন। মহারাজ! জয়দ্রথ সেই বর প্রভাবে এবং দিব্যাস্ত্র বল দ্বারা একাকীই সমস্ত পাণ্ডব সেনা নিবারণ করিলেন। তাঁহার জ্যাতল শব্দে শত্রুগণের ভয় এবং আপনকার সৈন্যগণের পরমাহ্লাদ হইল। হে রাজন্! আপনকার পক্ষ যোদ্ধাগণ সিন্ধুরাজের উপর সমস্ত ভার অর্পিত দেখিয়া সিংহনাদ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সৈন্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ পরাক্রমে এক চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি যে আমাকে সিন্ধুরাজের বিক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সিন্ধুরাজ পাণ্ডবদিগের সহিত যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সারথির বশম্বদ সাধুবাহী সিন্ধু দেশীয় বায়ু

সম বেগশীল বৃহৎ অশ্বগণ জয়দ্রথকে বহন করিতে লাগিল। তাঁহার গন্ধর্ব্ব-নগরাকার বিধিবৎ কল্পিত রথ ও তাহার রজত নির্ম্মিত বরাহ রূপ ধ্বজ অতি শোভিত হইল। যেমন আকাশে তারাপতি চন্দ্রমা শোভা পায়, সেই রূপ তিনি শ্বেতচ্ছত্র শ্বেত পতাকা শ্বেত চামর ব্যজনাদি নানা বিধ রাজ চিহ্ন দ্বারা সুশোভিত হইলেন। তাঁহার মুক্তা বজ্রমণি ও স্বর্ণ-ভূষিত লৌহময় বর্ম্ম জ্যোতির্গণাবৃত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অভিমন্যু বিপক্ষ ব্যূহের যে অংশ বিদারণ করিলেন, জয়দ্রথ মহা শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক বাণ বর্ষণ করত সেই অংশ সৈন্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। তিনি তিন বাণে সাত্যকিকে, অষ্ট বাণে বৃকোদরকে, ষষ্টি বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে, দশ বাণে বিরাটকে, পঞ্চ বাণে দ্রুপদকে সাত বাণে শিখণ্ডীকে, পঞ্চবিংশতি বাণে কৈকেয়গণকে, তিন তিন বাণে দ্রৌপদী-পুত্রদিগকে ও সপ্ততি বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া মহৎ বাণজালে অবশিষ্ট যোধগণকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। হে রাজন্! অনন্তর প্রতাপবান্ রাজা ধর্ম্মপুত্র হাসিতে হাসিতে সিত পীত ভল্ল দ্বারা 'এই তোমার কার্ম্মুক ছেদন করি' বলিয়া তাঁহার ধনুক ছেদন করিলেন। জয়দ্রথ চক্ষুর নিমেষ মাত্রে অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া দশ বাণে যুধিষ্ঠিরকে ও তিন তিন বাণে অন্য যোধ গণকে বিদ্ধ করিলেন। ভীম তাঁহার লঘু হস্ততা দেখিয়া তিন ভল্লে তাঁহার ধনুক, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। বলবান্ সিন্ধুপতি পুনরায় অন্য ধনুক গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া ভীমের ধ্বজ, ধনুক ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। যেমন সিংহ গিরির অগ্রে আরোহণ করে, সেই রূপ, ভীমসেন ছিন্নধন্বা হইয়া অশ্ব শূন্য রথ হইতে সাত্যকির রথে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। অনন্তর আপনকার পক্ষ যোধগণ সিন্ধুরাজের সেই অদ্ভুত বিশ্বাসাযোগ্য কর্ম্ম দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিলেন। তিনি যে একাকী অস্ত্র প্রভাবে সংক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিলেন, তাহাতে তত্রস্থ দর্শক সর্ব্ব প্রাণীগণ তাঁহার বিক্রম-কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে আরোহী প্রধান যোধগণের সহিত হস্তী সকল অভিমন্যুর অস্ত্রাঘাতে নিহত হওয়াতে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ-পথ পরিষ্কৃত ও দর্শিত হইয়াছিল, কিন্তু সিন্ধুরাজ তাহা রুদ্ধ করিলেন। পাণ্ডব, মৎস্য, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ, এই সকল বীর যত্নবান্ হইয়া একাদি ক্রমে সিন্ধুরাজকে আক্রমণ করিলেন। যে যে বীর সমাহিত হইয়া আপনকার দ্রোণ রক্ষিত সৈন্য ভেদ করিতে যত্ন করিলেন, সিন্ধুরাজ বর প্রভাবে তাঁহাদিগের সকলকেই নিবারণ করিলেন।

জয়দ্রথ পরাক্রমে দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪২॥

সঞ্জয় কহিলেন, জয়ার্থী পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইলে বিপক্ষ সেনাগণের সহিত আপনার সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। যেমন মকর, সাগর আলোড়ন করে, সেই রূপ দুরাসদ তেজস্বী সত্যসন্ধ অভিমন্যু প্রবেশ করিয়া আপনকার সেনাগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান যোধ নৃপগণ অরিন্দম অভিমন্যুকে শর বর্ষণে সৈন্যদিগকে ক্ষোভিত করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে সমাগত হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত অভিমন্যুর ঘোরতর নিবিড় যুদ্ধ হইতে লাগিল। বলবান্ অর্জ্জুন-নন্দন সেই সকল অমিত্রগণের রথ সমূহে সংরুদ্ধ হইয়া সরলগামী শর সমূহ দ্বারা বৃষসেনের সারথি ও ধনুক ছেদন করিয়া অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন; অশ্বগণ বাণ বিদ্ধ হইয়া পবন সম বেগে গমন-পূর্ব্বক বৃষসেনকে রণ হইতে অপসারিত করিল। অভিমন্যুর সারথি অন্তর পাইয়া তৎক্ষণাৎ রথ অপসারিত করিল। সারথির তাদৃশ

নৈপুণ্য দেখিয়া রথিগণ হর্ষ সহকারে সাধু সাধু বলিয়া চিৎকার শব্দ করিয়া উঠিলেন।

ও দিকে অভিমন্যুর রথ বশাতিরাজের নিকট উপস্থিত হইল। বশাতিরাজ সংক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় শত্রু প্রমথনকারী অভিমন্যুকে সমীপে দেখিয়া সত্বর তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং রুক্মপুঙ্খ ষষ্টি শরে অভিমন্যুকে সমাকীর্ণ করিয়া কহিলেন, আমি জীবিত থাকিতে তুমি আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া মুক্ত হইতে পারিবে না। পরন্ত অভিমন্যু লৌহময় বর্ম্মধারী বশাতিরাজের হৃদয়ে দূরগামী এক ইষু বেধ করিলেন; তাহাতেই তিনি গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। হে রাজন্! বশাতিরাজকে নিহত দেখিয়া ক্ষত্রিয় প্রধানেরা ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসু হইয়া নানা বিধ ধনুর্বিস্ফালন করত আপনকার পৌত্র অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করিলেন। তৎকালে সেই অরিগণের সহিত অভিমন্যুর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন-নন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের ধনুর্বাণ, শরীর এবং মাল্য ও কুণ্ডল যুক্ত মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। রণস্থলে খড়্গ, অঙ্গুলিত্র, পট্টিশ, পরশ্বধ ও স্বর্ণাভরণ-ভূষিত হস্ত সকল ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে দেখা গেল। মাল্য, আভরণ, বস্ত্র, বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, হার, মুকুট, ছত্র, চামর, উপস্কর, আসন, ঈষা, দণ্ডক, বন্ধুর, অক্ষ, চক্র, নানা বিধ যুগ, অনুকর্ষ, পতাকা, সারথি, অশ্ব, ভগ্ন রথ ও হস্তী নিহত ও পতিত হওয়াতে রণভূমি সমাকীর্ণ হইল। নানা বিধ নানা দেশাধিপতি জয়লুব্ধ বীর ক্ষত্রিয়গণের মৃতদেহে রণ ভূমি অতি দারুণ হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ অভিমন্যুর রণ মধ্যে সমস্ত দিগ্‌ বিদিক্ বিচরণ কালে তাঁহার মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল; কেবল তাঁহার বর্ম্ম, আভরণ, শরাসন ও বাণ, যাহা যাহা স্বর্ণ নির্ম্মিত ছিল, তাহারই উজ্জ্বলতা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তিনি যখন যোধ মণ্ডলীর মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিত হইয়া শর সন্ধান ও নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না।

অভিমন্যু পরাক্রমে ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, যেমন কাল উপস্থিত হইলে অন্তক সর্ব্ব প্রাণীর প্রাণ হরণ করেন, সেই রূপ অভিমন্যু সর্ব্ব শূরগণের আয়ু হরণ করিতে লাগিলেন। সেই বলবান্ ইন্দ্র-তুল্য বিক্রান্ত ইন্দ্রপৌত্র অভিমন্যু সেই সৈন্যগণকে আলোড়ন করত ইন্দ্রের ন্যায় অতীব শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! যেমন তেজঃ প্রদীপ্ত ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র মৃগকে আক্রমণ করে, সেই রূপ ক্ষত্রিয়-প্রবর যমোপম অভিমন্যু সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই সত্যশ্রবাকে আক্রমণ করিলেন। সত্যশ্রবা আক্রান্ত হইলে মহারথ গণ ত্বরমাণ হইয়া বিবিধ শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। ক্ষত্রিয়-পুঙ্গবগণ 'আমি অগ্রে, আমি অগ্রে' বলিয়া স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক অর্জ্জুন-পুত্রের বধার্থ সমাগত হইলেন। যেমন সমুদ্র মধ্যে তিমি নামক জলচর ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে পাইয়া গ্রাস করে, সেই রূপ অর্জ্জুন-সুত সেই ধাবমান ক্ষত্রিয়গণের, উপদ্রুত সেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। যেমন নদী সকল সমুদ্রে গিয়া আর প্রত্যাগত হয় না, সেই রূপ যে যে অপলায়ী যোধগণ তাঁহার সমীপে গমন করিতে লাগিল, তাহারা আর প্রত্যাগত হইল না। সেই সমস্ত সেনা সাগর মধ্যে মহা গ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত ও বায়ু বেগ-কম্পিত নৌকার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মদ্রদেশাধিপতির রুক্মরথ নামে এক বলবান্ পুত্র অত্রস্ত হইয়া সেই ত্রস্ত সেনাগণকে আশ্বাস করত কহিলেন, হে শূরগণ! ভয় কি! আমি থাকিতে এ কি করিতে পারে; আমিই ইহার জীবন সংহার করিব, তাহাতে সংশয় নাই। এই রূপ বলিয়া সেই বলবান্ রুক্মরথ সুসজ্জিত প্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন।

তিনি অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে তিন, দক্ষিণ বাহুতে তিন এবং বাম বাহুতে তিন বাণ বিদ্ধ করিয়া সিংহ-নাদ করিলেন। অর্জ্জুন-নন্দন তাঁহার শরাসন ও ভুজ দ্বয় ছেদন করিয়া সুন্দর চক্ষু ও ভ্রূযুক্ত মস্তক কর্ত্তন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। হে রাজন্! অভিমন্যুর জীবন-সংহারেচ্ছু যশস্বী শল্য-পুত্র মানী রুক্মরথকে অভিমন্যুর হস্তে নিহত ও নিপতিত দেখিয়া সংগ্রাম-দুর্ম্মদ প্রহার-নিপুণ স্বর্ণ ধ্বজ মহারথ তাঁহার বয়স্য রাজপুত্রগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাল প্রমাণ চাপ আস্ফালন করত শর বর্ষণে অর্জ্জুন-পুত্রকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। সমরে একাকী শূর অপরাজিত সৌভদ্রকে শিক্ষা-বলসম্পন্ন অতি ক্রোধী শূর তরুণবয়স্ক রাজ-পুত্রগণের শর-জালে আচ্ছাদ্যমান দেখিয়া দুর্য্যোধন অতি হৃষ্ট হইলেন এবং মনে করিলেন, এবারে অভিমন্যু যম সদনে গমন করিল। সেই রাজনন্দনগণ নিমেষ মাত্রে প্রত্যেকে নানা বিধ স্বর্ণপুঙ্খ তিন তিন শরে অর্জ্জুন-পুত্রকে অদৃশ্য করিলেন। হে নরনাথ! অভিমন্যুকে এবং তাঁহার সারথি, অশ্ব ও ধ্বজের সহিত রথকে কণ্টক ব্যাপ্ত সজারুর ন্যায় শর ব্যাপ্ত দেখিতে লাগিলাম। হে ভারত! তিনি অতি বিদ্ধ ও তোত্র বিদ্ধ গজের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া গান্ধর্ব্ব অস্ত্র ও দুর্লক্ষ রথ গতি কৌশল প্রয়োগ করিলেন। পূর্ব্ব কালে অর্জ্জুন তপস্যা করিয়া তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব-গণের নিকট যে গান্ধর্ব্ব অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অভিমন্যু তদ্দ্বারা শত্রুদিগকে মোহিত করিলেন। হে রাজন্! অলাতচক্রের ন্যায় রণ স্থলে ভ্রমণ-পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে সেই অস্ত্র প্রদর্শন করত এক অভিমন্যু যেন শত সহস্র অভিমন্যু হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগি-লেন। হে নৃপ! শত্রুতাপন অভিমন্যু রথচর্য্যা ও অস্ত্র মায়া দ্বারা শত শত ক্ষত্রিয়দিগকে মোহিত করিয়া তাঁহাদিগের শরীর ভেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শানিত শর নিকরে প্রাণীগণের প্রাণ পর-লোকে প্রেরিত এবং শরীর সকল পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। তিনি শানিত ভল্ল দ্বারা তাঁহা-দিগের ধনুক, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, কেয়ূর-ভূষিত বাহু ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। ফলবান্ পঞ্চ-বর্ষীয় আম্র উদ্যান ভগ্ন হইলে যেমন দেখায়, সেই রূপ সেই শত রাজপুত্রকে অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পতিত হইতে দেখা গেল। দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ সর্পসন্নিভ সুকুমার সুখ-সেবিত সেই রাজকুমার-দিগকে এক মাত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া ভীত হইলেন। রথী, সাদী ও গজ যোদ্ধা সকল পদাতিদিগকে মর্দ্দিত করিয়াই পলায়ন করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন সংক্রুদ্ধ হইয়া সৌ-ভদ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু ক্ষণ মাত্র তাঁহাদিগের উভয়ের তুমুল পূর্ণ সংগ্রাম হইল; পরিশেষে আপনকার পুত্র, অভিমন্যুর শর নিকরে প্রপীড়িত হইয়া বিমুখ হইলেন।

দুর্য্যোধন পরাজয়ে চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি অনেকের সহিত এক অভিমন্যুর তুমুল ঘোরতর সংগ্রাম ও তাঁহার অত্যদ্ভুত বিশ্বাসাযোগ্য বিক্রম এবং জয় কীর্ত্তন করিতেছ। কিন্তু আমি উহা অতি অদ্ভুত মনে করি না, কারণ তাঁহাদিগের পক্ষে ধর্ম্ম আশ্রয় হইয়াছেন। সে যাহা হউক, শত রাজপুত্র নিহত ও দুর্য্যোধন বিমুখ হইলে পর আমার পক্ষ যোধগণ অভিমন্যুর নিমিত্তে কি উপায় করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা শুষ্ক বদন, চঞ্চল নেত্র, ঘর্ম্মাক্ত, লোমাঞ্চিত দেহ, শত্রু জয়ে নিরুৎসাহ ও পলায়নে কৃতোৎসাহ হইয়া নিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃদ্ ও অন্যান্য সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব স্ব যান, অশ্ব ও হস্তিগণকে ত্বরিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে সেই রূপে প্রভগ্ন দেখিয়া দ্রোণ, অশ্ব-থামা, বৃহদ্বল, কৃপ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা ও

শকুনি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অপরাজিত অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! তাঁহারাও আপনকার পৌত্র অভিমন্যুর শর প্রহারে প্রায় বিমুখ হইলেন।

অনন্তর একমাত্র সুখপালিত অস্ত্র-বিশারদ মহাতেজা লক্ষ্মণ বাল্য-স্বভাব ও দর্প প্রযুক্ত নির্ভয় হইয়া অভিমন্যুর প্রতি অভিগত হইলেন। তাঁহার পিতা পুত্রবৎসল দুর্য্যোধন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অন্যান্য মহারথগণও দুর্য্যোধনের অনুগামী হইলেন। যেমন মেঘ সকল পর্ব্বতের উপর জল বর্ষণ করে, সেই রূপ তাঁহারা অর্জ্জুন-নন্দনের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন চতুর্দ্দিগ্‌গামী বায়ু মেঘ বিচলিত করে, সেই রূপ তিনি একাকী তাঁহাদিগকে নির্মথিত করিলেন। যে প্রকার এক মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, সেই প্রকার তিনি দুর্দ্ধর্ষ প্রিয়দর্শন পিতৃ সমীপস্থিত শূর ধনুর্দ্ধর অত্যন্ত সুখ-সংবর্দ্ধিত কুবের-পুত্র সদৃশ আপনকার পৌত্র লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া নিশিত শর দ্বারা বীর-শত্রু-হন্তা অভিমন্যুর দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। হে মহারাজ! আপনার পৌত্র মহাবাহু অভিমন্যু দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার পৌত্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি এক্ষণে ইহলোক উত্তম রূপে দর্শন করিয়া লও, অবিলম্বেই পরলোকে যাইবে; আমি তোমার বান্ধবগণের সমক্ষে তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। বীর শত্রুহন্তা মহাবাহু অভিমন্যু এই রূপ বলিয়া মোক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ-সন্নিভ এক ভল্ল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভল্ল অভিমন্যুর ভুজ নিষ্ক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণের সুনাসা, সুকেশ ও সুন্দর ভ্রূ শোভিত সুদর্শনীয় সকুণ্ডল মস্তক হরণ করিল। রাজ-পুত্র লক্ষ্মণকে নিহত দেখিয়া লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। অনন্তর ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন প্রিয় পুত্রের পতন দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, তোমরা এই অভিমন্যুকে বধ কর। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও হৃদিকনন্দন কৃতবর্ম্মা, এই ছয় রথী অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করিলেন। অভিমন্যু তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও পরাঙ্মুখ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সিন্ধুরাজের মহা সৈন্য আক্রমণ করিতে বেগে গমন করিলেন। বর্ম্মধারী কলিঙ্গ ও নিষাদগণ এবং বীর্য্যবান্ ক্রাথরাজ-পুত্র গজ সৈন্য দ্বারা তাঁহার পথ রোধ করিলেন। হে নরনাথ! তৎকালে তাঁহাদিগের অতি সুদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। যেমন সদাগতি বায়ু আকাশে জলদগণকে বিধ্বস্ত করে, সেই রূপ অর্জ্জুন-পুত্র গজ-সৈন্যকে অবলীলাক্রমে দলন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রাথপুত্র শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিলেন, তাহা দেখিয়া দ্রোণ প্রভৃতি রথীগণ পুনরায় তাঁহার প্রতি পরমাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে সমীপে অভিগত হইলেন। অভিমন্যু ত্বরান্বিত হইয়া বাণে বাণে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রাথপুত্রের বধ মানসে অপ্রমেয় শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে পীড়িত করিলেন, অনন্তর তাঁহার ধনুর্ব্বাণ ও কেয়ূর সহিত বাহু দ্বয় এবং ধ্বজ, ছত্র, সারথি, অশ্বগণ ও কিরীট-শোভিত মস্তক এক বারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! কুল, শীল, জ্ঞান, বল, কীর্ত্তি ও অস্ত্রবলে সুসম্পন্ন সেই ক্রাথপুত্র নিপতিত হইলে, সেই সকল বীর পুরুষেরা সকলেই প্রায় রণ-বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

ক্রাথ বধে পঞ্চ চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৫॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ত্রিবর্ষীয় বলবান্ কুলীন আকাশে লম্ফনকারী অশ্ব যোজিত রথে সমারূঢ় তরুণ বয়স্ক, সংগ্রামে অপরাজিত অভিমন্যুকে কুলানুরূপ কর্ম্ম করত সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া কোন্ শূরেরা নিবারণ করিয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডব-নন্দন অভিমন্যু ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই নিশিত শর দ্বারা আপনকার সমস্ত পার্থিবগণকে বিমুখ করিলেন। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল, হৃদিক-নন্দন কৃতবর্ম্মা, এই ছয় রথী তাঁহাকে প্রতিরোধ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ সিন্ধুরাজের প্রতি অতি ভার সমাহিত দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপদ্রুত হইল। অন্যান্য মহাবল বীরগণ তাল প্রমাণ ধনুক বিস্ফালন করত বীর অভিমন্যুর প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বীর-শত্রু-হন্তা অভিমন্যু রণে বাণ দ্বারা সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর সর্ব্ব বিদ্যাপারগ বীরগণকে স্তম্ভিত করিলেন, এবং দ্রোণকে পঞ্চাশৎ, বৃহদ্বলকে বিংশতি, কৃতবর্ম্মাকে অশীতি, কৃপকে ষষ্টি এবং অশ্বত্থামাকে দশ বাণ আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া বিদ্ধ করিলেন। পরে শত্রুগণের সমক্ষে জলপায়িত শাণিত কর্ণি অস্ত্রে কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি কৃপাচার্য্যের অশ্বগণ, পার্ষ্ণি রক্ষক ও সারথিকে নিপাতিত করিয়া দশ বাণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। বলবান্ অভিমন্যু আপনকার বীর পুত্রগণের সমক্ষে কুরুবংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বীর বৃন্দারকের প্রাণ বিনাশ করিলেন। অশ্বত্থামা অভিমন্যুকে শত্রুদিগের প্রধান প্রধান যোদ্ধারে নির্ভয়ে নিপাতিত করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। হে নরপাল! অভিমন্যুও আপনকার পুত্রগণের সমক্ষে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে অশ্বত্থামাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা অভিমন্যুকে অতি তীক্ষ্ণ বক্রধার উগ্রতর ষষ্টি বাণে বিদ্ধ করিয়াও মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় কম্পিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর বলবান্ মহাতেজা অভিমন্যু ত্রিসপ্ততি স্বর্ণপুঙ্খ অজিহ্মগ শরে অপকারী অশ্বত্থামাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। পুত্রবৎসল দ্রোণ অভিমন্যুর প্রতি শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং অশ্বত্থামাও পিতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অভিমন্যুর উপর ষষ্টি বাণ নিক্ষেপ করিলেন, এবং কর্ণ দ্বাবিংশতি, কৃতবর্ম্মা চতুর্দ্দশ, বৃহদ্বল পঞ্চাশৎ ও শারদ্বত কৃপ দশ ভল্ল প্রহার করিলেন। অভিমন্যু সর্ব্ব দিক্ হইতে তাঁহাদিগের শাণিত শরে পীড্যমান হইয়া তাঁহারদিগের প্রত্যেককে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। কোশলাধিপতি বৃহদ্বল তাঁহার বক্ষঃস্থলে কর্ণি প্রহার করিলেন। তিনি কোশলাধিপের অশ্ব, ধ্বজ, শরাসন ও সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কোশলরাজ বিরথ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার দেহ হইতে সকুণ্ডল মস্তক ছেদন করিতে ইচ্ছা করিলেন, ইত্যবসরে অভিমন্যু কোশলরাজ-পুত্র বৃহদ্বলের হৃদয়ে বাণ বেধ করিবা মাত্র বৃহদ্বল ভিন্ন-হৃদয় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পরে অভিমন্যু খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী দশ সহস্র মহাত্মা ক্ষত্রিয়দিগকে অশিব বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে ভগ্ন করিলেন। অভিমন্যু এই রূপে রণে বৃহদ্বলকে নিপাতিত করিয়া শরবৃষ্টি দ্বারা আপনকার যোধগণকে স্তব্ধ করিতে লাগিলেন।

বৃহদ্বল বধে ষট্ চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! অভিমন্যু কর্ণকে সাতিশয় প্রকোপিত করিবার মানসে পুনর্ব্বার তাঁহার কর্ণে কর্ণি বাণ বিদ্ধ করিয়া পঞ্চাশৎ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। হে ভারত! কর্ণও তাঁহাকে তাবৎ পরিমিত শর দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অভিমন্যু কর্ণের নিক্ষিপ্ত শর সমূহে সমাচিত সর্ব্বাঙ্গ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ণের দেহও রুধিরাক্ত করিলেন। শূর কর্ণও শরাচিত সর্ব্বাঙ্গ ও শোণিতাপ্লুত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অভিমন্যু ও কর্ণ দুই মহাত্মাই শরাচিত সর্ব্বাঙ্গ ও রুধিরাপ্লুত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর অভিমন্যু কর্ণের চিত্রযোধী শূর ছয় জন মন্ত্রীকে অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও

রথের সহিত বিনাশ করিলেন এবং অসম্ভ্রান্ত চিত্তে দশ দশ শরে অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অনন্তর ছয় অজিহ্মগ শরে মগধরাজ-পুত্রকে বিনাশ করিয়া অশ্ব ও সারথি সহিত তরুণ-বয়স্ক অশ্বকেতুকে নিপাতিত করিলেন। তৎ পরে এক ক্ষুরপ্র দ্বারা কুঞ্জর-ধ্বজ মার্ত্তিকাবত দেশীয় ভোজকে উন্মথিত করিয়া শর বর্ষণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুঃশাসন-নন্দন চারি শরে অভিমন্যুর চারি অশ্ব ও এক শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর অভিমন্যু ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া সাত বাণে দুঃশাসন-পুত্রকে বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমার পিতা কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন; ভাগ্যক্রমে তুমি যুদ্ধ করিতে জান, কিন্তু অদ্য আমার নিকট হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। এই কথা বলিয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত এক নারাচ দুঃশাসন-পুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু অশ্বত্থামা তিন শরে সেই নারাচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে অভিমন্যু অশ্বত্থামার ধ্বজ ছেদন করিয়া তিন বাণে শল্যকে তাড়না করিলেন। শল্যও অসম্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া গৃধ্রপত্র যুক্ত নয় বাণে অভিমন্যুর হৃদয়ে আঘাত করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অনন্তর তিনি শল্যের শরাসন ছেদন করিয়া পার্ষ্ণি রক্ষক ও সারথিকে হননান্তর লৌহময় ছয় শরে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন; শল্য অন্য রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর অভিমন্যু শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চ্চা ও সূর্য্যভাস এই পঞ্চ জনকে বধ করিয়া শকুনিকে বিদ্ধ করিলেন।

শকুনি তাঁহাকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, আমরা সকলে মিলিয়া ইহাকে বধ করি; নতুবা এ অগ্রেই আমাদিগকে এক এক করিয়া বিনাশ করিবে। অনন্তর সূর্য্যপুত্র কর্ণও দ্রোণকে কহিলেন, এ অগ্রেই আমাদিগের সকলকেই বধ করিতেছে, অতএব আপনি শীঘ্র ইহার বধোপায় বলুন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ তাঁহাদিগের সকলকে কহিলেন, তোমাদিগের মধ্যে কি কেহ এমন আছে যে, এই কুমারের ক্ষণ মাত্র অবকাশ দেখিতে পায়? এ পিতার অনুরূপ সর্ব্ব দিকে বিচরণ করিতেছে; দেখ, ইহার কি রূপ লঘুচারিতা! এই কুমার এমন শীঘ্র শীঘ্র বাণ সন্ধান ও নিক্ষেপ করিতেছে যে, ইহার রথবর্ম্মে কেবল ধনুর্ম্মণ্ডলই দৃষ্ট হইতেছে। এই বীর-শত্রু-হন্তা সুভদ্রাপুত্র পুনঃপুন শর দ্বারা আমার প্রাণ ব্যথিত ও মোহিত করিতেছে; পরন্তু আমি ইহার কার্য্য দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। রণে ইহার লঘু বিচরণ দেখিয়া আমার অতীব আনন্দ জন্মিতেছে। মহারথগণ সংরব্ধ হইয়া ইহার অণু মাত্রও রন্ধ্র দেখিতে পাইতেছেন না। রণে মহাস্ত্র সকল যে রূপ লঘুহস্তে সর্ব্ব দিকে ক্ষেপণ করিতেছে, তাহাতে ইহাকে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন অপেক্ষা কোন রূপে বিশেষ বোধ হয় না। অনন্তর কর্ণ অভিমন্যুর শরে আহত হইয়া পুনরায় দ্রোণকে কহিলেন, আমি অভিমন্যুর শরে পীড্যমান হইয়া আর তিষ্ঠিতে পারি না, তবে রণে থাকা উচিত বলিয়াই রহিয়াছি; তেজস্বী কুমারের পরম দারুণ অগ্নি সম ঘোরতর শর সকল আমার হৃদয় ব্যথিত করিতেছে।

আচার্য্য অল্প হাস্য করিয়া কর্ণকে কহিলেন, ইহার কবচ অভেদ্য এবং এই যুবা আশুপরাক্রম, এবং আমি ইহার পিতাকে কবচ ধারণের উপদেশ দিয়াছিলাম; এই শত্রুপুর-বিজয়ী কুমার তাহার স্থানে সেই কবচ ধারণের সমুদায় কৌশল শিক্ষা করিয়াছে। হে রাধানন্দন! তোমরা যদি সমাহিত হইয়া বাণ সমূহ দ্বারা ইহার ধনুক, জ্যা, প্রগ্রহ, অশ্ব, পার্ষ্ণি ও সারথিকে ছেদন করিতে সমর্থ হও, তবে তাহাই কর; পশ্চাৎ ইহাকে বিমুখ করিয়া প্রহার করিও। ইহার ধনুর্ব্বাণ থাকিতে দেবাসুর

গণও ইহাকে জয় করিতে পারিবেন না। যদি তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, তবে ইহাকে বিরথ ও ধনুর্ব্বিহীন কর। কর্ণ আচার্য্যের তাদৃশ বচন শুনিয়া ত্বরা সহকারে বাণ দ্বারা সেই লঘুহস্ত কুমারের শর নিক্ষেপ কালে শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ভোজ তাঁহার অশ্ব এবং কৃপাচার্য্য তাঁহার পার্ষ্ণিরক্ষক ও সারথিকে বিনাশ করিলেন। অবশিষ্ট মহারথেরা ছিন্নধন্বা সেই বালকের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই ছয় মহারথ ত্বরাবান্ ও নির্দ্দয় হইয়া অনবরত শর বর্ষণে রথ-বিহীন সেই কুমারকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সেই শ্রীমান্ বালক রথ বিহীন ও হত শরাসন হইয়া স্বকীয় ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে খড়্গ চর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক আকাশমার্গে উৎপতিত হইলেন। তিনি পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগে পেচকাদি সদৃশ গতি ক্রমে অতিশয় বল প্রকাশ ও লাঘব সহকারে আকাশে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধরগণ, 'ঐ খড়্গধারী অভিমন্যু আমার দিগেই আসিতেছে' বলিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করত তাঁহার রন্ধ্রান্বেষী হইয়া তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা শত্রুঞ্জয়ী দ্রোণ ত্বরান্বিত হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার মুষ্টিধৃত মণিময় মুষ্টি শোভিত খড়্গ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণ কতক গুলি নিশিত বাণে তাঁহার উত্তম চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি খড়্গ চর্ম্ম রহিত ও শরপূর্ণ-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে লম্ফ প্রদান করত অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে অবতরণ-পূর্ব্বক চক্র গ্রহণ করিয়া দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার অঙ্গ চক্র ও ধূলি দ্বারা উজ্জ্বল এবং উন্নত হস্তে চক্র ধৃত হওয়াতে তিনি অতীব শোভমান হইলেন; তিনি চক্র হস্তে বাসুদেবের অনুরূপ কার্য্য করিয়া ক্ষণ কাল ভয়ঙ্কর রূপে রণে অবস্থান করিলেন। তাঁহার পরিহিত বর্ম্মাদি হইতে রুধির ক্ষরণ হইতেছিল; সেই অমিত বলধারী প্রভু সেই সকল প্রধান রাজগণ মধ্যে ভ্রূকুটীকুটিল মুখে সেই মূর্ত্তিতে ঘোরতর সিংহনাদ করত অতি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

অভিমন্যু পরাক্রমে সপ্ত চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, বিষ্ণু-ভগিনীর আনন্দকর অতিরথ অভিমন্যু বিষ্ণুর ন্যায় আয়ুধ ধারণ করিয়া যেন দ্বিতীয় জনার্দ্দন হইয়া রণে বিরাজমান হইলেন। রাজগণ তাঁহার পবনোদ্ধূত কেশাগ্র যুক্ত ও উদ্যত প্রধানাস্ত্র এবং দেবগণেরও দুর্দ্দর্শনীয় শরীর দেখিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার সেই চক্র ছেদন করিলেন। মহারথ অভিমন্যু তখন এক মহাগদা গ্রহণ করিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে শরাসন, রথ ও চক্র বিহীন করিলেও তিনি গদা হস্তে অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা তাঁহার সেই জ্বলন্ত বজ্র সদৃশ উদ্যত মহাগদা দেখিয়া তিন পদ লম্ফ প্রদান করত রথ হইতে অপক্রান্ত হইলেন। পরন্তু অভিমন্যু সেই গদা দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্ব, পার্ষ্ণি-রক্ষক ও সারথিকে সংহার করিয়া শরাচিত সর্ব্বাঙ্গে সজারুর ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি সুবল-দায়াদ কালিকেয় এবং তাঁহার অনুচর গান্ধার দেশীয় সপ্ত সপ্ততি যোদ্ধা এবং ব্রহ্ম ও বশাতি দেশীয় দশ জন রথী ও কৈকেয় দেশীয় সপ্ত রথী ও দশ কুঞ্জর ধ্বংস করিলেন। পরে সেই গদা দ্বারা দুঃশাসন-পুত্রের অশ্ব সহিত রথ চূর্ণ করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন-পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া গদা উত্তোলন-পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া অভিমন্যুর প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যেমন পূর্ব্ব কালে মহাদেব এবং অন্ধকাসুর পরস্পর প্রহার করিয়াছিলেন, সেই রূপ তাঁহারা দুই ভ্রাতায় গদা উদ্যত করিয়া পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন দুই বীর রণ মধ্যে এই রূপ প্রহার করিতে করিতে উভয়েই গদাহত হইয়া ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর

কুরুগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন দুঃশাসন-পুত্র উত্থিত হইয়া, অভিমন্যু উত্থিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মস্তকে গদা প্রহার করিলেন। বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু একে ব্যায়ামে আক্রান্ত ছিলেন, তাহাতে আবার মহাবেগ-পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে গদাঘাত হওয়াতে তিনি বিচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। হে রাজন্! এক বন্য হস্তী বহু ব্যাধ-কর্ত্তৃক নিহত হইলে যেমন দেখায়, সেই রূপ সেই এক বীর, হস্তীর পদ্মবন ভঞ্জনের ন্যায়, সমস্ত সেনা ক্ষোভিত করিয়া বহু জন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণ স্থলে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যেমন হেমন্ত কালের পরে দাব দাহ করিয়া অগ্নি শান্ত হয়, সেই রূপ শান্ত ও পতিত সেই শূর অভিমন্যুকে আপনার যোধগণ পরিবেষ্টন করিলেন। যেমন প্রবল পবন, বৃক্ষাগ্র ভগ্ন করিয়া নিবৃত্ত হয়, এবং সূর্য্য জগৎ সন্তাপিত করিয়া অস্তগত হয়, সেই রূপ কুরু-সৈন্যকে সন্তাপিত ও ভগ্ন করিয়া ভূপতিত, অস্তগত রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ও শুষ্ক সাগর সদৃশ, পূর্ণচন্দ্র-বদন, কাকপক্ষাবৃত-লোচন অভিমন্যুকে দেখিয়া আপনকার পক্ষীয় মহারথী গণ পরম হর্ষ সহকারে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোধগণের পরম হর্ষ হইল, কিন্তু প্রতিপক্ষ বীরগণের নেত্র হইতে জলধারা গলিত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষস্থ প্রাণিগণ বীর অভিমন্যুকে অম্বর-চ্যুত চন্দ্রের ন্যায় নিপতিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "দ্রোণ প্রভৃতি ছয় জন মহারথী যে একমাত্র বালককে নিহত করিয়া ভূতল-শায়ী করিল, ইহা আমাদিগের মতে ধর্ম্ম্য কার্য্য হয় নাই।"

মহারাজ! যেমন নক্ষত্র-মালা সম্পন্ন অন্তরীক্ষ পূর্ণচন্দ্র দ্বারা শোভা পায়, সেই মহাবীর অভিমন্যু নিহত ও পতিত হইলে মেদিনী সেই রূপ বহুধা শোভমানা হইল। রুক্ম-পুঙ্খ শর, বীরগণের সকুণ্ডল দীপ্যমান মস্তক, বিচিত্র পরিস্তোম, পতাকা, চামর, কুথা, ছিন্ন ভিন্ন উত্তম উত্তম বস্ত্র, রথ, নাগ, অশ্ব ও মনুষ্যের সুপ্রভ অলঙ্কার, মোকমুক্ত ভুজঙ্গম সদৃশ শানিত পীত খড়্গ, ছিন্ন ধনুক, শর, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, কম্পন ও অন্যান্য বিবিধ আয়ুধ সমূহে রণভূমি পরিব্যাপ্তা ও রুধির সমূহে পরিপ্লুতা হইয়া শোভমানা হইল। অভিমন্যুর অস্ত্রে নিপাতিত শোণিত সিক্ত আরোহির সহিত নির্জীব ও শ্বাস যুক্ত অশ্ব সমূহ, অঙ্কুশধারী মহামাত্র, বর্ম্ম আয়ুধ ও ধ্বজ সহিত শরোন্মথিত পর্ব্বতাকার বিস্তীর্ণ হস্তি সমূহ, নিহত গজ সমন্বিত ক্ষুভিত হ্রদের ন্যায় বিস্তীর্ণ অশ্ব সারথি ও রথি বিহীন মহা মহা ভগ্ন রথ এবং বিবিধাস্ত্র-ভূষিত নিহত পদাতি নিকরে রণভূমি বিষমা, ঘোররূপা ও ভীরুগণের ত্রাস-জনিকা হইল। সেই চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ দ্যুতিমান্ বীরকে পতিত দেখিয়া আপনার পক্ষ যোধগণের পরম হর্ষ ও পাণ্ডব পক্ষগণের অতীব কষ্ট হইল। হে রাজন্! অপ্রাপ্ত-যৌবন শিশু অভিমন্যু নিহত হইলে ধর্ম্মরাজের সমস্ত সেনা তাঁহার সমক্ষে পলায়ন করিতে লাগিল। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, অভিমন্যুর বিনাশে সৈন্যদিগকে দুঃখিত ও পলায়মান দেখিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমাদিগের সেই বীর অভিমন্যু যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইয়া হত হইয়াছে, সুতরাং তাহার স্বর্গ লাভ হইয়াছে; তোমরা স্থির হও; ভয় করিও না, আমরা শত্রু জয় করিব। যোধপ্রধান মহাতেজা মহাবিক্রম ধর্ম্মরাজ দুঃখিত সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার এই রূপ বলিয়া দুঃখের অপনোদন করিলেন। হে বীরগণ! অভিমন্যু অগ্রে যুদ্ধে সর্প সম শত্রু রাজপুত্রগণকে নিপাতিত করিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগের অনুগমন করিয়াছে। অভিমন্যু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমান কার্য্য করিয়া দশ সহস্র যোদ্ধা ও মহারথ কোশলাধিপতিকে বধ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছে। পুণ্যকর্ম্মা অভিমন্যু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া সহস্র সহস্র রথী, সাদী, গজী ও পদাতিদিগকে নিপাতিত করিয়া সংগ্রাম হইতে পুণ্যবান্ লোকদিগের নির্জ্জিত ভাস্বর লোকে গমন

করিয়াছে; অতএব তাহার নিমিত্তে শোক কি? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমরা পাণ্ডবদিগের সেই প্রধান বীরকে নিপাতিত করিয়া শর নিকরে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবরে সায়াহ্নে শিবিরে গমন করিতে লাগিলাম; গমন করিতে করিতে দেখিলাম, বিপক্ষেরা গ্লানি যুক্ত ও বিচেতন প্রায় হইয়া শনৈঃশনৈ রণ স্থল হইতে অপগত হইতেছেন। দিবাকর অস্তপর্ব্বতের পদ্মাকৃতি মুকুট স্বরূপ হইয়া অবলম্বমান হইলেন; শিবা রবে ভয়ঙ্কর, অশিব ও অদ্ভুত রূপ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। দিবাকর উত্তম অসি, শক্তি, ঋষ্টি, বরূথ, চর্ম্ম ও অলঙ্কার রাশির প্রভাকে ভর্ৎসনা করত আকাশ ও পৃথিবীকে যেন এক রূপ করিয়া প্রিয় তনু পাবকে প্রবেশ করিলেন। বজ্রপাতিত, মহামেঘ সমূহ ও অচল শৃঙ্গ সন্নিভ, বৈজয়ন্তী অঙ্কুশ বর্ম্ম ও মহামাত্র সহিত অনেক অনেক নিপাতিত গজে পৃথিবী পরিকীর্ণা হইয়া অগম্যা হইয়াছিল। মহামহা রথ সকলের রথী, অশ্ব ও সারথি সকল নিহত, উপকরণ ও সমভিব্যাহারী পদাতি সকল চূর্ণিত এবং ধ্বজ পতাকা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল; হে নরাধিপ! নগর সকল শত্রু কর্ত্তৃক নিহত ও ছিন্ন ভিন্ন হইলে পৃথিবী যেমন দেখায়, ঐ সকল চূর্ণিত রথ দ্বারা রণস্থল সেই রূপ দেখাইতেছিল। অনেকানেক আরোহীর সহিত অশ্ব এবং রথের অশ্ব সকল নিহত ও তাহাদিগের কাহারো জিহ্বা, কাহারো দশন, কাহারো অন্ত্র ও কাহারো চক্ষু নিক্ষিপ্ত এবং অলঙ্কার ও আস্তরণ সকল প্রবিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; পৃথক্ পৃথক্ রূপ ঐ সকল নিপতিত অশ্বে ধরাতল ভয়ঙ্কর বিকট দর্শন হইয়াছিল। মহার্হ শয্যায় শয়ন-যোগ্য রাজ গণ তৎ কালে নিহত হইয়া অনাথের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র ও বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন এবং হস্তী অশ্ব রথ ও অনুগগণ বিপন্ন হইয়াছিল। কুক্কুর, শৃগাল, বায়স, বক, সুপর্ণ, বৃক, তরক্ষু, রক্তপায়ী পক্ষিগণ এবং ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও পিশাচগণ অতীব হর্ষিত হইয়া মৃত মনুষ্যাদির ত্বক্ ভেদ-পূর্ব্বক শোণিত, বসা, মজ্জা, মাংস ও অন্ত্র পান ভোজন ও আকর্ষণ করিতেছিল। অনেক রাক্ষস হাস্য-পূর্ব্বক শব আকর্ষণ করিতে ছিল। তৎ কালে রণাঙ্গনের মধ্য দিয়া ভয়াবহ বৈতরণী নদীর ন্যায়, যোধবরগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিতা শরীর-সংঘাত প্রবাহিণী এক অতি ভয়ানক নদী বহিতেছিল। রক্ত উহার জল, রথ উহাতে উড়ুপ, কুঞ্জর উহার শৈল সঙ্কট, মানুষের মস্তক উহার উপলখণ্ড, মাংস উহার কর্দ্দম এবং ছিন্ন ভিন্ন নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র উহাতে মাল্য স্বরূপ হইয়াছিল এবং মৃত ও অর্দ্ধমৃত প্রাণী সকল উহাতে প্রবাহিত হইতেছিল। ঐ নদীতে প্রাণীদিগের ভয়প্রদ দুর্দ্দর্শনীয় ভয়ঙ্কর রূপ ভৈরবগণ, পিশাচ সমূহ এবং কুক্কুর, শৃগাল ও মাংসাশী পক্ষীগণ আনন্দিত হইয়া পান ভোজন করিতেছিল। এবং স্থানে স্থানে কবন্ধ সমূহ সমুত্থান ও উল্লম্ফন-পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছিল। মহারাজ! মনুষ্যগণ সেই সন্ধ্যা সময়ে তাদৃশ যমরাষ্ট্রবর্দ্ধন উগ্রদর্শন রণ ভূমি শনৈঃশনৈ অবলোকনপূর্ব্বক তথা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহারা আগমন কালে ইন্দ্র-তুল্য মহারথ অভিমন্যুকে নিপতিত দেখিতে পাইলেন; তাঁহার মহার্হ আভরণ অপগত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে রণ স্থলে বেদিস্থ আহুতি-শূন্য অনুজ্জ্বল অগ্নির ন্যায় নিরীক্ষণ করিলেন।

অভিমন্যু বধে অষ্টাচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই রথযূথপতি মহাবীর সুভদ্রা-নন্দন নিহত হইলে সমস্ত যোধগণ তদ্গত-চিত্ত ও শোক কাতর হইয়া রথ, বর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভ্রাতুষ্পুত্র অভিমন্যুর শোকে সাতি-

শয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা! যেমন গো-গণের মধ্যে কেশরী প্রবেশ করে, সেই রূপ অভিমন্যু আমার প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত অবাধে দ্রোণ-বিরচিত ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। যাহার অস্ত্র প্রভাবে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ শূর মহাধনুর্দ্ধর সুশিক্ষিতাস্ত্র প্রতিপক্ষ যোধগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, এবং যে আমাদিগের অত্যন্ত শক্র দুঃশাসনকে রণে বিচেতন ও পরাঙ্মুখ করিয়াছিল, সেই বীর দুস্তর মহার্ণব সদৃশ দ্রোণ সৈন্য ভেদ করিয়া পরিশেষে দুঃশাসন-পুত্রের গদা প্রহারে বৈবস্বত সদনে গমন করিল। এক্ষণে আমি অর্জ্জুন ও মহাভাগা সুভদ্রার সহিত কি প্রকারে সাক্ষাৎ করিব! আহা! তিনি আর প্রিয় পুত্রকে দেখিতে পাইবেন না! আমরা সেই কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের নিকট কি প্রকারে এই অর্থ-শূন্য অসম্বদ্ধ অসমীচীন কথা কহিব। আমিই স্বার্থকাম ও জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সুভদ্রা, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের ঈদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিলাম! লুব্ধ ব্যক্তি দোষ দেখিতে পায় না; মনুষ্যের মোহ বশতই লোভে প্রবৃত্তি হয়; যেমন মধুলাভার্থী ব্যক্তি পর্ব্বতে আরোহণ করে, আপনার পতন সম্ভাবনা বুঝিতে পারে না, সেই রূপ আমি ঈদৃশ বিপদ্ বুঝিতে পারি নাই। সুভোজ্য, যান, শয্যা ও ভূষণ দিয়া যাহার পুরস্কার করা সমুচিত হয়, আমরা ঈদৃশ বালককে রণে পুরস্কৃত করিলাম। যে ষোড়শ বর্ষীয় বালক ছিল, যুদ্ধ বিষয়ে তাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই, সদশ্বের ন্যায় সে বিষম শঙ্কটে প্রেরিত হইয়া কি প্রকারে মঙ্গল লাভ করিতে পারে? হায়! আমরাও সেই কোপপ্রদীপ্ত বীভৎসুর কৃপণ দৃষ্টিতে দগ্ধ হইয়া অদ্য ভূতলে অভিমন্যুর অনুশায়ী হইব। যিনি অলুব্ধ, বুদ্ধিমান, লজ্জাশীল, ক্ষমাবান্, রূপবান্, বলবান্, দৃঢ় শরীর, মানী, ধীর, লোকপ্রিয়, সত্যপরায়ণ ও তেজস্বী, এবং যাঁহার কর্ম্ম বর্দ্ধনশীল, পণ্ডিতগণ যাঁহার কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন, যিনি যুদ্ধে নিবাতকবচ ও কালকেয়গণকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি চক্ষুর্নিমেষ মাত্রে হিরণ্যপুরবাসী ইন্দ্র-শক্র পৌলোমকে তাহার অনুগ গণের সহিত বিনাশ করিয়াছেন এবং যে বিভু, অভয়ার্থী শক্র গণকেও অভয় দান করেন, আমরা অদ্য ভয় প্রযুক্ত তাঁহার পুত্রকে রণে রক্ষা করিতে পারিলাম না? পরন্তু দুর্য্যোধন পক্ষ যোদ্ধাদিগের সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, কেননা ধনঞ্জয়, পুত্রের বিনাশে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরবগণকে নিঃশেষিত করিবেন। ক্ষুদ্রাশয় ক্ষুদ্র-সহায় দুর্য্যোধন স্ব পক্ষ ক্ষয় দেখিয়া আতুর ও শোকাকুল হইয়া অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিবে। এই দেবরাজ-পৌত্র অপ্রতিম-বীর্য্য অনন্য-পৌরুষ অভিমন্যুর বিনাশ দেখিয়া আমার জয় কি রাজ্য কি অমরত্ব লাভ কি সুরগণের সহবাস, কিছুই আর প্রীতিকর হইবার নহে।

যুধিষ্ঠির বিলাপে একোন পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥
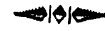
সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বিলাপ করিতে জানিতে পারিয়া তথায় সহসা আগমন করিলেন। ভ্রাতুপুত্রের শোকে কাতর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথা বিধি অর্চ্চনা করিলে, তিনি উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাজা তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! অধার্ম্মিক মহারথ মহাধনুর্দ্ধর বহু জন পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এক অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছে। বীর শক্রহন্তা অভিমন্যু, বালক ছিল বটে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি বালকের ন্যায় ছিল না; সে অনুপায়েও বিশেষ রূপে যুদ্ধ করিয়াছিল। আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম "তুমি সংগ্রামে বিপক্ষের ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার করিয়া দাও, আমরা তদ্দ্বারা প্রবেশ করিব।" অনন্তর সে ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্বার রোধ করিয়া আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। যুদ্ধজীবী

ক্ষত্রিয়দিগের সমানে সমানে যুদ্ধ করাই বিহিত; কিন্তু শত্রুগণ যে ঈদৃশ অন্যায় যুদ্ধ করিয়া বালক অভিমন্যুকে বিনাশ করিল, তন্নিমিত্ত আমি সাতিশয় সন্তপ্ত ও শোকার্ত্ত হইয়াছি; তাহাই পুনঃপুন চিন্তা করিতেছি; কোন প্রকারে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপ! ভগবান্ ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে শোক-ব্যাকুল মানসে বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে ভরতর্ষভ যুধিষ্ঠির! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ এবং সর্ব্ব শাস্ত্রবিশারদ; তোমার সদৃশ মহাত্মারা বিপদে মুগ্ধ হন না। সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন পুরুষ-প্রধান বালক হইয়াও রণে বহু বহু শত্রু ধ্বংস-পূর্ব্বক অবালক সদৃশ কর্ম্ম করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। যুধিষ্ঠির! মৃত্যুকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না; মৃত্যু দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণকেও সংহার করে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এই মহাবলবান্ পৃথিবীপাল সকল নিহত হইয়া সেনাগণ মধ্যে মৃতসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতলে শয়ন করিয়াছেন। কেহ অযুত নাগের বলধারী, কেহ বা বায়ু সম বেগ ও বল-বিশিষ্ট; কিন্তু তাঁহারাও তত্তুল্য বল বীর্য্য শালী মনুষ্য কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের হন্তা যে কেহ রণ স্থলে কোথাও ছিল এমন বোধ হয় নাই; কারণ তাঁহারা সকলেই বিক্রম, তেজ ও বল সমন্বিত ছিলেন। সকলেরই মনে মনে "আমি জয় করিব, আমি জয় করিব" এই রূপ নিশ্চয় ছিল, অথচ সেই সকল প্রাজ্ঞ বীর পুরুষেরা গতায়ু হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছেন। এবং মৃত এই শব্দও তাঁহাদিগের প্রতি অর্থবৎ প্রয়োগ হইতেছে। ঐ রাজগণ সকলেই প্রায় ভীষণ-পরাক্রম হইয়াও মৃত হইয়াছেন। এবং রাজপুত্রগণও শূর বীর ছিলেন, তাঁহারাও ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে শত্রু বশম্বদ, অভিমান-শূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইলেন। এ বিষয়ে আমার এই সংশয় হইতেছে; মৃত এই সংজ্ঞা কি হেতু হয়, মৃত্যু কি পদার্থ, কি প্রকার ও কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, এবং মৃত্যু প্রজাগণকে কি প্রকারে সংহার করে ও কি প্রকারেই বা ইহ লোক হইতে লইয়া যায়? হে অমর সদৃশ পিতামহ! আপনি তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, যুধিষ্ঠির এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ মহর্ষি তাঁহাকে এই আশ্বাস বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে নৃপ! পূর্ব্ব কালে নারদ ঋষি, রাজা অকম্পনকে যাহা কহিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা এই স্থানে সেই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ রূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! আমার বিবেচনায় সেই রাজা অকম্পনও ইহ লোকে অসহ্যতম পুত্র-শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি সেই উপাখ্যান-প্রতিপাদিত মৃত্যুৎপত্তি বিবরণ কীর্ত্তন করি, তাহা শ্রবণ করিলে তুমি স্নেহ নিবন্ধন দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। হে তাত! আমি ঐ পুরাবৃত্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর; এই আখ্যান পুষ্টি ও আয়ুর্বৃদ্ধি কর, শোক ও শত্রু বিনাশন এবং মঙ্গল-জনকের মধ্যে মঙ্গল জনক। হে মহারাজ! এই প্রিয় পবিত্র রম্য উপাখ্যান পাঠ করিলে বেদাধ্যয়নের তুল্য ফল প্রাপ্তি হয়। ইহা রাজ্য ও আয়ুষ্মান্-পুত্র প্রার্থী নৃপবর সকলের নিত্য নিত্য প্রাতঃকালে শ্রবণীয়। পূর্ব্বে সত্যযুগে অকম্পন নামে রাজা ছিলেন; তিনি সংগ্রাম মধ্যে শত্রুগণের বশবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার হরি নামে এক পুত্র ছিল। হরি, বলে নারায়ণ তুল্য, শ্রীমান্, অস্ত্র-কুশল, মেধাবী ও যুদ্ধে ইন্দ্র সম বলবান্ ছিলেন। তিনি বহু প্রকারে শত্রু পরিবৃত হইয়া রণ মধ্যে বহু বহু যোদ্ধা ও গজগণের উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। শত্রুতাপপ্রদ রাজপুত্র হরি রণ মধ্যে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে শত্রুগণ কর্ত্তৃক সেনা মধ্যে নিহত হইয়া পতিত হইলেন। রাজা অকম্পন অশৌচান্তে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিলেন, অনন্তর দিবা রাত্রি শোক চিন্তা করিতে

লাগিলেন, কোন রূপেই আত্ম সুখ লাভ করিতে পারিলেন না।

যুধিষ্ঠির! অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহার পুত্রশোক জানিতে পারিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন। মহাভাগ রাজা, দেবর্ষিসত্তম নারদকে আগত দেখিয়া যথা বিধি পূজা-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট কথারম্ভ করিলেন। যে রূপ সংগ্রাম, তাহাতে যে রূপে শত্রুদিগের জয় ও যে প্রকারে পুত্রের বিনাশ হইয়াছিল, তৎ সমস্ত বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, আমার পুত্র মহাবীর্য্যবান্, ইন্দ্র ও বিষ্ণু সম তেজস্বী ও বলী ছিল, বহু শত্রু মিলিয়া পরাক্রম দ্বারা তাহাকে সংহার করিয়াছে। হে ভগবন্! মৃত্যু কে? মৃত্যুর বলবীর্য্য ও পৌরুষই বা কি প্রকার? হে সুধীবর! আমি আপনার নিকট ইহা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

তাঁহার সেই কথা শুনিয়া বরদ প্রভু নারদ পুত্রশোক-নাশক এই মহৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নারদ কহিলেন, হে বসুধাধিপ মহাবাহু! আমি যে একটী আখ্যান সবিস্তর শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টি কালে প্রজাগণকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর জগৎকে ক্রমশ প্রজা পূর্ণ হইতে দেখিয়া প্রজা সংহার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে বসুধাধিপ! তিনি চিন্তা করিয়াও সংহারের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না; অনন্তর তাঁহার রোষ বশত আকাশ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল; সেই অগ্নি, জগৎ দাহ করিতে ইচ্ছু হইয়া সমস্ত দিক্ অন্তর্দ্দেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর ভগবান্ প্রভু স্বর্গ ভূমি ও আকাশ প্রভৃতি সমস্ত চরাচর জগৎকে জ্বালামালায় সমাকুল করিয়া দহন করিতে লাগিলেন। স্থাবর জঙ্গম ভূত-নিচয় তাঁহার মহা ক্রোধাগ্নিতে নিহত হইয়া ত্রাসিত হইল। অনন্তর জটাধারী স্থাণু নিশাচরপতি হর মহাদেব, পরমেষ্ঠী দেব ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব প্রজা হিতার্থে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে জ্বলন্ত অগ্নি সদৃশ মহামুনি পরম দেব ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, হে পুত্র! হে স্থাণু! তুমি স্বেচ্ছা হেতু জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; তুমি বর প্রদানের যোগ্য পাত্র; অতএব তোমার যাহা অভিলাষ; ব্যক্ত কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব।

যুধিষ্ঠির শোকাপনোদনে পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে বিভু! তুমি প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলে, তাহাতে নানাবিধ প্রাণী সকল সৃষ্ট হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে সেই সকল প্রজাদিগকে তোমার ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি আমার দয়া হইতেছে; অতএব হে ভগবন্! হে প্রভু! তুমি প্রসন্ন হও।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাদেব! আমার প্রজা সংহার করিবার ইচ্ছা নাই, তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাই হইবে; পরন্তু পৃথিবীর হিতার্থে আমার ক্রোধ হইয়াছে। এই বসুমতী পৃথ্বী দেবী বর্দ্ধিত প্রজা সমূহের ভারে পীড়িতা হইয়া সংহারের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি এই অপরিমিত প্রজা সমূহ সংহারের নিমিত্ত অনেক প্রকার চিন্তা করিলাম, কিছুই উপায় স্থির করিতে পারিলাম না, সেই হেতু আমার ক্রোধ উপস্থিত হইল।

রুদ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ বসুধাধিপ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, রোষ সংহার কর, স্থাবর জঙ্গম প্রজা সকল বিনষ্ট না হউক। হে ভগবন্! তোমার প্রসাদে এই জগৎ ভবিষ্যৎ অতীত ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই অবস্থিত হউক। তুমি ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া ক্রোধ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছ, সেই অগ্নি পর্ব্বত, বৃক্ষ, সরিৎ, পল্বল, তৃণ ও সমস্ত উলপ দগ্ধ করিতেছে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ ভস্মসাৎ হইতেছে। হে ভগবন্! তুমি জগতের প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার রোষ না থাকে, আমার এই প্রার্থনা।

হে দেব! সমুদায় জগৎ নশ্বর—নষ্ট হইবেই; কিন্তু সংপ্রতি তোমা হইতে কোন প্রকারে নষ্ট হইতেছে; অতএব তেজ সম্বরণ কর, ঐ তেজ তোমাতেই লীন হউক। হে দেব! তুমি প্রজাগণের হিত কামনায় সম্যক্ প্রকারে দৃষ্টিপাত কর; যাহাতে এই সমস্ত প্রাণীগণ রক্ষা পায়, তাহা কর। এই প্রজাগণ যেন উৎপাদন শক্তি রহিত হইয়া অভাব প্রাপ্ত না হয়। হে লোকনাথ! তুমি আমাকে এই লোক মধ্যে জগৎ সংহারে নিযুক্ত করিয়াছ, অথচ আপনি লোক বিনাশ করিতেছ। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, এই নিমিত্ত আমি এই কথা বলিতেছি যে, এই স্থাবর জঙ্গম জগৎ বিনষ্ট না হয়।

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মা প্রজা হিত-জনক এই বচন শ্রবণ করিয়া আত্ম তেজ স্বীয় অন্তরাত্মাতে ধারণ করিলেন। অনন্তর লোক-পূজিত প্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা অগ্নিকে উপসংহৃত করিয়া জগতের সৃষ্টি ও সংহার বিষয়ক বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মা ব্রহ্মা যখন রোষাগ্নি উপসংহার করেন, তখন তাঁহার সমস্ত লোমকূপ হইতে এক নারী প্রাদুর্ভূত হইল। হে রাজেন্দ্র! সেই নারীর শরীর কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গল মিশ্রিত বর্ণ; তাঁহার জিহ্বা, মুখ ও লোচন রক্তবর্ণ এবং তাঁহার কুণ্ডলাদি সমস্ত অলঙ্কার কাঞ্চনময়। তিনি সেই রূপে ব্রহ্মার লোমকূপ হইতে নিঃসৃতা হইয়া বিশ্বেশ্বর শিব ও ব্রহ্মাকে অবলোকন-পূর্ব্বক হাস্যমুখে দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিলেন। হে মহীপাল! অনন্তর জগৎ সৃষ্টি সংহারের ঈশ্বর ব্রহ্মা তাঁহাকে মৃত্যু বলিয়া আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি প্রজা সংহরণ কর! তুমি সংহার-বুদ্ধিতে আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; অতএব আমার আদেশে তুমি সমস্ত স্থাবর জঙ্গম সংহার কর; এরূপ করিলে, তোমার শ্রেয় হইবেক।

কমল-লোচনা অবলা মৃত্যু ব্রহ্মা কর্তৃক ঐ রূপ আদিষ্ট হইয়া অতিশয় চিন্তা-পূর্ব্বক সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রাণীর হিত নিমিত্ত দুই হস্তে তাঁহার অশ্রু গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিলেন।

মৃত্যুৎপত্তি কথনে এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

নারদ কহিলেন, সেই অবলা দুঃখ সম্বরণ-পূর্ব্বক অবনতা লতার ন্যায় ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রজাপতিকে কহিলেন, হে বাগ্মিপ্রবর! তুমি কি প্রকারে ঈদৃশী নারী সৃষ্টি করিলে? আমি জানিয়া শুনিয়া কি রূপে প্রজাগণের অহিত ও ক্রূর কর্ম্ম করিব? হে ভগবন্! আমি এই অধর্ম্ম কার্য্য হইতে ভয় পাইতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যাহাদিগের প্রিয় বয়স্য, পুত্র, ভ্রাতা, পিতা ও পতির মৃত্যু হইবেক, তাহারা তাহাদিগের নিমিত্তে আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে; আমি তাহাদিগের নিকট ভীত হইতেছি। হে ভগবন্! তাহারা দীন ভাবে রোদন করিয়া অশ্রুপাত করিবে, আমি সেই অশ্রুবিন্দু হইতে ভীতা হইয়া তোমার শরণাপন্না হইতেছি। হে সুরোত্তম! আমি যমের ভবনে গমন করিয়া প্রজা বিনাশ করিব না। হে বরদ দেব পিতামহ! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নত মস্তকে তোমার প্রসন্নতা ও তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার প্রসাদে আমি তপস্যার অনুষ্ঠান করি; হে ভগবন্! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর দান কর। তুমি অনুমতি করিলে আমি ধেনুকাশ্রমে গমন করি; তথায় গিয়া তোমারই আরাধনে রতা হইয়া কঠোর তপস্যা করি। হে দেবেশ! আমি বিলাপকারী প্রাণীগণের পরম প্রিয় প্রাণ হরণ করিতে পারিব না; আমারে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা কর।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু! আমি প্রজা সংহার নিমিত্তই সংকল্প করিয়া তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি; যাও, তুমি সমস্ত প্রজা সংহার কর, এ বিষয়ে বিচার

করিও না; ইহা অবশ্য হইবে, অন্যথা হইবার নহে; তুমি আমার এই কথা পালন করিলে লোকে অনিন্দিতা হইবে।

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মা মৃত্যুকে এই রূপ কহিলে মৃত্যু ভীতা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিলেন, প্রজাগণের হিতার্থী হইয়া সংহারে মনোনিবেশ করিলেন না। প্রজাপতিপতি পিতামহ দেব তখন তূষ্ণীম্ভূত এবং সত্বর প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর সমুদায় লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিলেন, তখন সমস্ত লোক তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইল।

সেই অপরাজিত ধীমান্ ভগবান্ ব্রহ্মার রোষ শান্ত হইলে মৃত্যু নাম্নী কন্যা তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তিনি প্রজা সংহারে অস্বীকৃতা ও অপহৃতা হইয়া সত্বর ধেনুকাশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর প্রজা-হিতার্থিনী হইয়া প্রিয় ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি-পূর্ব্বক তথায় এক পাদে স্থিতি করিয়া এক বিংশতি পদ্ম সংখ্যক বৎসর ঘোরতর তীব্র তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন। পরে পুনর্ব্বার এক পাদে স্থিতি করিয়া ত্রয়ো বিংশতি পদ্ম সংখ্যক বর্ষ ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। তৎ পরে অযুত পদ্ম পরিমিত বর্ষ মৃগগণের সহিত বিচরণ করিলেন। তৎ পরে পাপ-রহিত হইয়া শীতল-জল-পূর্ণা পবিত্রা নন্দায় গমন-পূর্ব্বক জলে অবস্থান করিয়া অষ্ট সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর পুনরায় নিয়মাবলম্বন-পূর্ব্বক প্রথমে পুণ্য কৌশিকীতে গমন করিয়া তথায় বায়ু ভক্ষণ এবং জল মাত্র পান করিয়া নিয়মাচরণ করিলেন। অনন্তর সেই পবিত্রা কন্যা পঞ্চ গঙ্গ ও বেতস তীর্থে বহু বিধ তপো বিশেষ দ্বারা শরীর শীর্ণ করিলেন। তৎ পরে গঙ্গা ও প্রধান তীর্থ মহামেরুতে গমন-পূর্ব্বক প্রাণায়াম-পরায়ণা ও নিশ্চেষ্টা হইয়া স্থিতি করিলেন। পরে সেই পরম শোভনা কন্যা, যে স্থানে পূর্ব্ব কালে দেবতারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই হিমালয়-শৃঙ্গে গমন করিয়া নিখর্ব্ব সংখ্য বৎসর অঙ্গুষ্ঠ মাত্রে নির্ভর করিয়া অবস্থান করিলেন; তৎ পরে পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও মলয় তীর্থে গমন-পূর্ব্বক অভীষ্ট নিয়মানুষ্ঠান করিয়া স্বীয় দেহ ক্ষয় করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তিনি এই রূপে অন্য দেবতার আরাধনা না করিয়া নিরন্তর ব্রহ্মার প্রতি দৃঢ় ভক্তি-পূর্ব্বক কেবল তাঁহাকেই আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর লোক পিতা অব্যয়াত্মা ব্রহ্মা সমস্ত লোক ও সেই কন্যার প্রতি প্রীত হইয়া হৃষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি কি হেতু এরূপ অত্যন্ত তপস্যাচরণ করিতেছ? অনন্তর মৃত্যু ভগবান্ পিতামহকে পুনরায় কহিলেন, হে প্রভু সর্ব্বেশ্বর দেব! আমাকে যেন স্বস্থ প্রজাগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া সংহার করিতে না হয়, তাহারা যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিবে, তাহা আমার অসহ্য। আমি তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করি, যেন আমাকে প্রজা নিধন করিতে না হয়। আমি অধর্ম্মের ভয়ে ভীতা হইয়া তপস্যা অবলম্বন করিয়াছি। হে মহাভাগ! তুমি এই ভীতার প্রতি অক্ষয় অভয় দান কর; আমি নিরপরাধিনী নারী; আমি আর্ত্তা হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার আশ্রয় হও।

অনন্তর ভূতভব্যভবিষ্যবেত্তা প্রভু পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি এই প্রজা সংহার করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। হে ভদ্রে! আমার কথা কখন মিথ্যা হইবেক না, অতএব হে কল্যাণি! তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সংহার কর, ইহা করিলে সনাতন ধর্ম্ম তোমাকে পবিত্র করিবেন। লোকপাল যম ও ব্যাধি সকল তোমার সহায় হইবে, এবং অন্যান্য দেবগণ ও আমি আমরা তোমাকে বর দান করিব যে, তুমি পাপ হইতে মুক্তা ও রজোগুণ হইতে রহিতা হইয়া খ্যাতি প্রাপ্তা হইবে। হে মহারাজ! মৃত্যু-রূপা কন্যাকে ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, ঐ কন্যা কৃতা-

ঞ্জলিপুটে নত মস্তকে বিভু ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে প্রভু! যদি ঐ কর্ম্ম আমা ব্যতিরেকে না হয়, তবে তোমার আজ্ঞা আমি শিরোধৃত করিলাম; কিন্তু আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ, নির্লজ্জতা ও পরস্পরের পরুষ বাক্য, ইহারা পৃথক্ রূপে প্রাণীগণের দেহ বিনাশ করিবেক।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু! তাহাই হইবে; তোমার মঙ্গল হউক, তুমি জীবগণকে পরলোকে আনয়ন করিও; তোমার অধর্ম্ম হইবে না। হে শুভে! আমি তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিব না। আমার হস্তে তোমার যে সকল অশ্রু বিন্দু পতিত হইয়াছে, তাহারাই প্রাণীগণের দেহজ ব্যাধি হইবেক, তাহারাই মরিষ্যমাণ প্রাণিগণকে মারিবেক, তাহাতে তোমার অধর্ম্ম হইবে না, তুমি ভয় পাইও না। হে ভদ্রে! তোমার অধর্ম্ম হইবে না, তুমিই প্রাণিগণের ধর্ম্ম স্বরূপ এবং ধর্ম্মের নিয়ন্ত্রী হইবে; অতএব তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণা, ধর্ম্ম-পালিনী ও ধরিত্রী হইয়া প্রাণিদিগকে নিয়মিত করিবে। তুমি কাম ও রোষ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিগণকে পরলোকে নীত করিবে, তাহাতে সনাতন ধর্ম্ম তোমাকে ভজনা করিবেক। প্রাণীরা মিথ্যাচারী, অধর্ম্মই সেই মিথ্যাচারীদিগকে ধ্বংস করিবে, পরন্তু তুমি আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিবে। যেহেতু অধর্ম্মই পাপাত্মাদিগের মিথ্যাচরণ হেতু তাহাদিগকে সংহারে নিমগ্ন করিবে, সেই হেতু তুমি অসংহার-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এই ক্ষণ অবধি জীবদিগের জীবন হরণ করিবে।

নারদ কহিলেন, সেই নারী, ব্রহ্মা যে তাঁহাকে মৃত্যু নামে সম্বোধন করেন, তাহাতে এবং শাপ ভয়ে ভীতা হইয়া তাঁহার নিকট 'বাঢ়ং' বলিয়া স্বীকার করিলেন। সেই মৃত্যু কাম, ক্রোধ ও আসক্তি রহিত হইয়া অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ হরণ করেন। অন্তকালে প্রাণীদিগের আপনা হইতেই ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ ব্যাধি রোগ শব্দে কথিত হয়, উহা দ্বারা জীবগণ রুগ্ন হইয়া থাকে; ঐ ব্যাধিই প্রাণীদিগের অন্ত কালে মৃত্যুর হেতু হয়, অতএব তুমি বৃথা শোক করিও না। হে রাজশ্রেষ্ঠ! প্রাণীগণের মরণান্তে যেমন ইন্দ্রিয় সকল পরলোকে গমন করিয়া স্ব স্ব বৃত্তি বিশিষ্ট এবং তৎ পরে পুনরায় সন্নিবৃত্ত হয়, সেই রূপ সমুদায় প্রাণীও মরণান্তে পর লোকে গমন করিয়া বৃত্তিমন্ত ও তৎ পরে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণও মনুষ্যের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়া থাকেন। অপিচ, মহাবলবান্ ভয়ানক শব্দ সমন্বিত সর্ব্ব ব্যাপী অনন্ততেজা অসাধারণ বায়ুই ভীষণ উগ্র রূপ হইয়া প্রাণিদিগের দেহ ভেদ করিয়া থাকে, তাহার কখন গতি প্রত্যাগতি নাই। হে রাজেন্দ্র! সমস্ত দেবতারাও মর্ত্য নাম বিশিষ্ট; অতএব আপনি পুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না, আপনার পুত্র রমণীয় বীর লোকে গমন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তি-পূর্ব্বক নিত্য সুখ ভোগ করিতেছেন; তিনি দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যবান্ লোকদিগের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ মৃত্যুকে প্রজাদিগের প্রাণহর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; প্রজাগণের কাল উপস্থিত হইলে ঐ দেববিহিত মৃত্যু তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন। প্রাণীগণ স্বয়ংই আপনাদিগের নাশের মূল; দণ্ডপাণি যম উহাদিগকে নাশ করেন না, অতএব ধীরগণ মৃত্যুকে বিধাতার সৃষ্ট নিশ্চয় সত্য জানিয়া মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করেন না।

ব্যাস কহিলেন, নারদের এই রূপ অর্থ যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অকম্পন সখা নারদকে কহিলেন, হে ভগবন্ ঋষিসত্তম! আমি অদ্য আপনার নিকট এই ইতিহাস শুনিয়া কৃতার্থ, শোক-শূন্য ও প্রীত হইলাম, এক্ষণে আপনাকে অভিবাদন করি। অপরিমিত ধীমান্ ঋষিবর প্রধান দেবর্ষি নারদ সেই রাজা কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া শীঘ্র নন্দন বনে গমন করিলেন। এই ইতিহাস শুনিলে

বা শুনাইলে পুণ্যবান্, যশস্বী, স্বর্গ-প্রাপ্ত, আয়ুষ্মান্ ও ধন্য হয়।

হে যুধিষ্ঠির! মহাবীর্য্য মহারথ রাজা অকম্পন এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া এবং ক্ষত্রিয় শূরগণের ধর্ম্ম ও তদনুসারে পরম গতি লাভ হয় জানিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ অভিমন্যু সমস্ত ধন্বী গণের সমক্ষে রণে অভিমুখ ও যুধ্যমান হইয়া অসি, গদা, শক্তি ও ধনুর্ব্বাণ দ্বারা বহুল শত্রু জয় করিয়া নিহত হইয়াছেন। তিনি সোমের পুত্র ছিলেন, যুদ্ধে মৃত্যু দ্বারা বিগত-পাপ হইয়া পুনর্ব্বার সোম লোকে নীত হইয়াছেন, অতএব হে পাণ্ডু-তনয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক প্রমাদ রহিত ও সুসংরব্ধ হইয়া পুনরায় শীঘ্র যুদ্ধের উপক্রম কর।

মৃত্যু প্রজাপতি সংবাদে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ মৃত্যুর উৎপত্তি ও অনুপম কর্ম্ম শ্রবণানন্তর মুনিকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পুণ্যকর্ম্মা ইন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী গুরুবৎ পূজ্য সত্যবাদী পাপ রহিত পুরাতন রাজর্ষিগণ যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক তথ্য বাক্য কীর্ত্তন দ্বারা পুনর্ব্বার আপনি আমাকে সমাশ্বাসিত ও জীবিত করুন, এবং কোন্ কোন্ পুণ্যবান্ মহাত্মা রাজর্ষি কিয়ৎ-পরিমিত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ব্যাস কহিলেন, শ্বিত্য রাজার পুত্র সৃঞ্জয় নামে রাজা ছিলেন; পর্ব্বত ও নারদ দুই ঋষি তাঁহার সখা ছিলেন। একদা ঐ দুই ঋষি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজা কর্ত্তৃক বিধিমত পূজিত ও প্রীত হইয়া তথায় সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে রাজা সৃঞ্জয় সেই দুই ঋষির সহিত সুখাসীন আছেন, এমন সময়ে তাঁহার সুচুহাসিনী পরমসুন্দরী কন্যা সেই স্থানে আগমন করিলেন, এবং পিতাকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহার পিতা সৃঞ্জয়ও তাঁহাকে তদনুরূপ অষ্টবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া অভিনন্দিতা করিলেন। অনন্তর পর্ব্বত ঋষি সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য বদনে কহিলেন, এই চঞ্চলাপাঙ্গী সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না কাহার দুহিতা? এই নারী সূর্য্যের প্রভা, কি অগ্নির শিখা, কিম্বা চন্দ্রের কান্তি, অথবা শ্রী, হ্রী, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি বা সিদ্ধি, ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ হইবেন? রাজা সৃঞ্জয় দেবর্ষি পর্ব্বতের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! ইনি আমার কন্যা; ইনি আমার নিকটে বর প্রার্থনা করিতেছেন।

নারদ কহিলেন, হে নৃপ! আপনি যদি সুমহৎ শ্রেয় অভিলাষ করেন, তবে এই কন্যাটী আমার ভার্য্যা নিমিত্ত আমারে দান করুন। সৃঞ্জয় হৃষ্ট হইয়া নারদের নিকটে 'দদানি' বলিয়া স্বীকার করিলেন।

পর্ব্বত অতি ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে কহিলেন, হে বিপ্র! আমি ইহাঁকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অগ্রে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তাহাতে ইনি আমার ভার্য্যা হইয়াছেন; পরন্তু আমি যাঁহাকে বরণ করিয়াছি, তুমি তাঁহাকেই বরণ করিলে; তন্নিমিত্ত আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তুমি ইচ্ছানুসারে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না। পর্ব্বত এইরূপ কহিলে নারদ তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, বরের 'আমার এই ভার্য্যা' এইরূপ জ্ঞান, এবং 'আমার এই ভার্য্যা' এইরূপ বাক্য, কন্যাদাতার বুদ্ধিপূর্ব্বক দান, লৌকিকাচার প্রযুক্ত দাতা ও গৃহীতার সম্ভাষণ দ্বারা বরবধূর মিলন, উদক প্রোক্ষণ পূর্ব্বক দান, বর কর্ত্তৃক পাণিগ্রহণ, আর বৈবাহিক মন্ত্র, এই সপ্ত প্রকার, বিবাহের লক্ষণ; এই সমস্ত হইলেও যে পর্য্যন্ত সপ্তপদী গমন না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত ভার্য্যাত্ব সিদ্ধি

হয় না ; অতএব এই কন্যাতে তোমার কার্য্যের সম্পাদন হয় নাই, ইহাতে অকারণে তুমি আমাকে যে অভিশাপ দিলে, তন্নিমিত্ত আমিও তোমাকে অভিশাপ দিতেছি যে, তুমিও আমা ব্যতিরেকে স্বর্গে যাইতে পারিবে না। এইরূপে সেই দুই ঋষি পরস্পর অভিশাপ প্রদান করিয়া সেই স্থানে বাস করিতে থাকিলেন।

অনন্তর সেই রাজা শুচি হইয়া পুত্র কামনায় যথাশক্তি যত্নপূর্ব্বক পান ভোজন ও বস্ত্রদান দ্বারা ব্রাহ্মণ গণের উৎকৃষ্টরূপে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন সময়ে তপস্যা ও স্বাধ্যায়নিরত বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণগণ রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্র নিমিত্তে নারদকে কহিলেন, হে দেবর্ষে! রাজাকে ঈপ্সিত পুত্র দান কর। ব্রাহ্মণগণ নারদকে এইরূপ কহিলে তিনি সৃঞ্জয়কে কহিলেন, হে রাজর্ষি! ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার পুত্র ইচ্ছা করিতেছেন, তুমি যাদৃশ পুত্র ইচ্ছা কর, তাহার বর প্রার্থনা কর। রাজা প্রাঞ্জলি হইয়া গুণান্বিত যশস্বী তেজস্বী কীর্ত্তিমান্ অরিন্দম এক পুত্র প্রার্থনা করিলেন। কাল ক্রমে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। সেই পুত্র মূত্র, পুরীষ, স্বেদ ও ক্লেদ, যাহা পরিত্যাগ করেন, তাহা স্বর্ণ হইতে লাগিল; তন্নিমিত্ত সেই পুত্রের 'সুবর্ণষ্ঠীবী' নাম কৃত হইল। সেই লব্ধ পুত্রের প্রভাবে রাজার ধন, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অপরিমিত হওয়াতে তিনি ইচ্ছাক্রমে সমুদায় স্বর্ণ নির্ম্মিত করিলেন। গৃহ, প্রাকার, দুর্গ, ব্রাহ্মণগৃহ, শয্যা, আসন, যান, স্থালী, পিঠর, পাত্র এবং অন্যান্য যাহা কিছু রাজ-ভবনের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য শিল্প বস্তু ছিল, কালক্রমে তৎসমুদায়ই স্বর্ণময় হইল।

একদা দস্যুগণ রাজার তাদৃশ ঐশ্বর্য্য শ্রবণে সকলে মিলিত হইয়া ধনাপহরণে উদ্যত হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলিল, আইস, আমরা রাজার পুত্রকেই গ্রহণ করি, কেন না সেই যাবতীয় স্বর্ণের মূল, অতএব তন্নিমিত্তই যত্ন করিব। অনন্তর দস্যুগণ লুব্ধ হইয়া রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বল দ্বারা সুবর্ণষ্ঠীবী রাজপুত্রকে হরণ করিল। উপায়ানভিজ্ঞ মূঢ় দস্যুগণ রাজপুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করত খণ্ড খণ্ড করিয়া বিনষ্ট করিল, কিন্তু কিছু মাত্র ধন দেখিতে পাইল না। এইরূপে রাজ-পুত্রের প্রাণ বিনাশ হইলে পর, রাজার বরলব্ধ ধন সকলও নষ্ট হইল। দুষ্টাচারী মূর্খ দস্যুগণও পৃথ্বী মধ্যে সেই অদ্ভুত কুমারকে নষ্ট করিয়া ধন প্রাপ্ত না হওয়াতে পরস্পর ক্রোধ বশতঃ হতাহত হইয়া সেই দুষ্কর্ম্মের প্রভাবে ঘোর নরকে গমন করিল।

এদিকে মহাতপস্বী রাজা বরদত্ত পুত্রের নিধনে সাতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া বহুধা করুণ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ রাজাকে পুত্র শোকার্ত্ত ও বিলপমান জানিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন, এবং তিনি সেই দুঃখার্ত্ত অচেতা বিলাপমান রাজা সৃঞ্জয়কে যাহা কহিলেন; হে যুধিষ্ঠির! তাহা শ্রবণ কর। নারদ কহিলেন, সৃঞ্জয়! তোমার গৃহে ব্রহ্মবাদী আমরা বাস করিয়া থাকি, তুমি এতাদৃশ মনুষ্য হইয়া কামনায় অপরিতৃপ্ত হইয়া কি মরিবে? হে সৃঞ্জয়! আমরা অবিক্ষিত পুত্র মরুত্ত রাজারও মরণ শুনিয়াছি; সংবর্ত্ত বৃহস্পতির প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া যাঁহার যাজন কর্ম্মে বৃত হইয়াছিলেন; ভগবান্ প্রভু শিব যাঁহারে বর দান করিয়াছিলেন; যাঁহার বিবিধ যজ্ঞে যজনান্তে বৃহস্পতি-প্রমুখ দেবর্ষিগণ, ইন্দ্রাদি অমরগণ এবং সমস্ত প্রজাপতি হিমালয়ের স্বর্ণময় প্রত্যন্ত গিরিতে একত্র উপবেশন করিয়াছিলেন; যাঁহার যজ্ঞের সমস্ত পরিচ্ছদ সুবর্ণ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং যাঁহার যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজগণ ভোজনার্থী হইয়া মনোভীষ্ট পবিত্র অন্ন, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু প্রভৃতি উত্তম উত্তম সমুদায় ভক্ষ্য ভোজ্য অভিলাষানুসারে ভোজন করিয়াছিলেন। যাঁহার সমস্ত যজ্ঞেই বেদ পারগ ব্রাহ্মণ গণের নিমিত্তে পরিষ্কৃত বস্ত্র ও আভ-

রূপ অভিলাষানুরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। যে রাজর্ষির গৃহে মরুদ্গণ পরিবেষ্টা এবং বিশ্বদেবগণ সভাসদ্ হইয়াছিলেন। যে বীর্য্যবান্ রাজার যজ্ঞীয় হবি ভোজনে তৃপ্ত হইয়া দেবগণ সুবৃষ্টি দ্বারা রাজ্যের শস্য সম্পত্তি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। যিনি ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন ও সমুদায় দান দ্বারা ঋষি, পিতৃ ও দেব গণের এবং সুখজীবী পৌর বর্গের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং শয্যা, আসন, যান, দুস্ত্যজ্য স্বর্ণরাশি ও অসংখ্য ধন বিপ্রগণকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র যাঁহার প্রজা সকলকে নিরাময় করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সেই শ্রদ্ধাবান্ রাজর্ষি মরুত্ত ঐ সকল পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা অক্ষয় পুণ্যলোকে গমন করিয়াছেন তিনি পুত্র, কলত্র, ক্ষত্রিয়, আমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত যৌবনাবস্থায় সহস্র বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

ব্যাস কহিলেন, নারদ রাজা সৃঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া পুনরায় তাঁহাকে শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সেই অবিক্ষিত-পুত্র মরুত্ত রাজা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্বরহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গ রহিত ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যবান্ হইয়াও যখন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তখন হে সৃঞ্জয়! অযাজ্ঞিক ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তুমি অনুতাপ করিও না।

ষোড়শরাজিকে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! সুহোত্র রাজারও মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়াছি। যিনি পৃথিবীতে এক মাত্র বীর, ও শত্রুদিগের অধর্ষণীয় ছিলেন, এবং সকলেই যাঁহাকে দর্শন করিতে অভিলাষুক হইত। যিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ঋত্বিক্ পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে আপনার শ্রেয় জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং আপনার শ্রেয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের মতস্থ হইয়া চলিতেন। যিনি প্রজাপালন, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ, শত্রুজয়, এই সকল বিশেষ রূপে জানিয়া ধর্ম্মানুসারে ধনাগমের চেষ্টা করিতেন। যিনি ধর্ম্মানুসারে দেবগণের আরাধনা, ধনুর্ব্বিদ্যা দ্বারা শত্রুজয় এবং স্বকীয় গুণরাশি দ্বারা সর্ব্ব প্রাণীর মনোরঞ্জন করিতেন। যিনি বসুমতীকে ম্লেচ্ছ ও চৌর বিবর্জ্জিত করিয়া উপভোগ করিয়াছিলেন। পর্জন্য যাঁহার রাজ্যে চিরকাল স্বর্ণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নদী সকল স্বর্ণময়ী হইয়া সাধারণের ব্যবহার্য্য হইয়াছিল। ঐ সকল নদীতে বহু বহু নানাবিধ স্বর্ণ ময় গ্রাহ, কর্কট ও মৎস্য প্রবাহিত হইত। যাঁহার রাজ্যে পর্জন্য সুবর্ণময় অপরিমিত বিবিধরূপ কাম্য বস্তু সকল বর্ষণ করিতেন এবং ক্রোশ পরিমিত সুবর্ণময় বাপী সকল ছিল। যিনি সুবর্ণময় সহস্র সহস্র বামন ও কুব্জরূপ নানা প্রকার মকর কচ্ছপ ও কুম্ভীরাদি বিহিত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। যে রাজর্ষি কুরুজাঙ্গলে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সেই সমস্ত অপরিমিত সুবর্ণময় বস্তু জাত দান করিয়াছিলেন। তিনি সহস্র অশ্বমেধ, শত রাজসূয়, পুণ্যজনক প্রভূত দক্ষিণাসমন্বিত ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য বিবিধ যজ্ঞ এবং অন্যান্য কাম্য নৈমিত্তিক যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিয়াছেন।

ব্যাস কহিলেন নারদ রাজা সৃঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সেই রাজা সুহোত্র দান সমেত বিত্ত, গর্ব্বরহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গ রহিত ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যবান্ ছিলেন, সৃঞ্জয়! যখন এতাদৃশ রাজাও কালগ্রস্ত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দানাদি সৎকর্ম্ম রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তুমি অনুতাপ করিও না।

ষোড়শরাজিকে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! শুনিয়াছি, বীর্য্যসম্পন্ন রাজা পৌরবকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। যিনি দশ লক্ষ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। সেই রাজর্ষির অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাদেশ হইতে বেদাধ্যয়ন রীতিজ্ঞ ও ব্রহ্মানুষ্ঠায়ী পণ্ডিত যে কিয়ৎপরিমিত আসিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা হয় নাই। সেই যজ্ঞে বেদ স্নাত বিদ্যাস্নাত ও ব্রতস্নাত বদান্য প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণগণকে উত্তমরূপ অন্ন, বসন, গৃহ, শয্যা, আসন ও বাহন সকল প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করা হইয়াছিল, এবং নট নর্ত্তক ও গন্ধর্ব্ব রূপ গায়কগণ সর্ব্বদা উদ্যোগী হইয়া স্বর্ণচূড়-পক্ষ্যাকার দীপাধার হস্তে লইয়া নৃত্য গীতাদি দ্বারা সেই সকল সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে হর্ষিত করিয়াছিল। তিনি প্রতিযজ্ঞে যথাকালে যথোক্ত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঋত্বিক্ ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকেও ইচ্ছানুসারে দশ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র কাঞ্চনবর্ণা প্রমদা ও ধ্বজ পতাকাসহিত হেমময় দশ সহস্র রথ দক্ষিণা দান করেন, এবং দশ লক্ষ কন্যাকে স্বর্ণাভরণভূষিত ও রথ অশ্ব ও হস্তীতে সমারূঢ় করিয়া প্রত্যেক কন্যার সহিত গৃহ, ক্ষেত্র ও এক শত করিয়া গো দক্ষিণা রূপ দান করেন। এবং স্বর্ণমালা ভূষিত বিশালদেহ এক কোটি গো এবং সহস্র সহস্র দাস দক্ষিণা প্রদান করেন; এতদ্ভিন্ন হেমশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর ও দোহনার্থ কাংস্যপাত্র যুক্তা সবৎসা গো এবং বহুল দাসী, দাস, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ছাগ ও মেষ দান করিয়াছিলেন। সেই অনুষ্ঠিত বিস্তৃত যজ্ঞে বিবিধ রত্ন ও অন্নের পর্ব্বত সকল দক্ষিণা প্রদান করেন। পুরাবৃত্ত-বেত্তা প্রাচীনগণ এই গাথা গান করিয়া থাকেন, "অঙ্গরাজ পৌরবের সমস্ত যজ্ঞই যথোক্ত ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত, শুভ সূচক ও অধিক গুণশালী হইয়া সর্ব্ব কামনা সম্পাদক হইয়াছিল।"

ব্যাস কহিলেন, নারদ রাজা সৃঞ্জয়কে এইরূপ বলিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সেই রাজর্ষি পৌরব দান সমেত বিত্ত, গর্ব্বরহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ও সঙ্গ-রহিত ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যশীল ছিলেন; সৃঞ্জয়! যখন তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তখন অযাজ্ঞিক ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তোমার অনুতাপ করা উচিত হয় না।

ষোড়শ রাজিকে পঞ্চ পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! আমরা শুনিয়াছি, উশীনর-পুত্র শিবি রাজাও মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, যিনি এই সাগর পর্ব্বত কানন ও দ্বীপের সহিত সমুদায় পৃথিবীকে রথঘোষে প্রতিনাদিত করিয়া, চর্ম্মের দেহ বেষ্টনের ন্যায়, পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান শত্রু জয় করিয়া সপত্নজিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং পূর্ণ দক্ষিণা প্রদান দ্বারা নানাবিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সেই বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ রাজা প্রচুর ধন লাভ করিয়া তৎসমস্তই দান করিয়াছিলেন, এবং যুদ্ধ বিষয়ে সমুদায় রাজাদিগের পূজিত ছিলেন। তিনি এই পৃথিবী জয় করিয়া বহু ফলান্বিত বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিয়া সহস্র কোটি নিষ্ক প্রদান করেন, এবং পুণ্যজনিকা পৃথিবীকে হস্তী, অশ্ব, নর, মৃগ, গো, ছাগ, ও মেষ সমূহের সহিত ব্রাহ্মণসাৎ করেন। মেঘের জল বর্ষণে যত ধারা পতিত হয় এবং আকাশে যাবৎসংখ্য নক্ষত্র, গঙ্গায় যাবৎ পরিমিত সিকতা, পর্ব্বতের যাবৎ সংখ্য মহা উপল খণ্ড এবং সমুদ্রে যাবৎ সংখ্যক রত্ন ও প্রাণী থাকে, রাজা শিবি যজ্ঞেতে তাবৎ সংখ্য গো প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ভিন্ন কেহ তাঁহার যজ্ঞের তুল্য যজ্ঞ করিতে পারেন নাই। কোন রাজা তাঁহার অনুরূপ যজ্ঞ করিতে পূর্ব্বেও পারেন নাই, এক্ষণেও পারেন না এবং পরেও পারিবেন না। তিনি সর্ব্বকামপ্রদ বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া-

ছিলেন। সেই সকল যজ্ঞে যুপ, আসন, গৃহ, প্রাকার ও তোরণ, সকলই স্বর্ণ নির্ম্মিত, এবং অন্ন পান পবিত্র ও সুস্বাদু, এবং দধি দুগ্ধের বৃহৎ বৃহৎ হ্রদ সমন্বিত নদী ও শুভ্র অন্নের পর্ব্বত সকল প্রস্তুত হইয়াছিল। অযুত অযুত নিযুত নিযুত ব্রাহ্মণ আসিয়া নানা বিধ ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন ও প্রিয় কথা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে এই রূপ কথা নিয়তই কথিত হইয়াছিল, 'হে জন সকল! স্নান কর, পান কর, ভোজন কর, তোমাদিগের যাহাতে অভিরুচি হয়, তাহাই কর,।' ভগবান্ রুদ্রদেব তাঁহার পুণ্য কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দান করিয়াছিলেন যে, "দান করিলে তোমার ধন অক্ষয় হইবে, এবং তোমার শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, সৎক্রিয়া, প্রাণী গণের প্রতি যথাবৎ প্রিয়তা ও উৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভ হইবে," এই সকল অভিলষিত বর লাভ করিয়া তিনি যথা কালে স্বর্গ গমন করিয়াছেন।

ব্যাস কহিলেন, নারদ এই রূপ কহিয়া পুনর্ব্বার শ্বিত্য-নন্দন বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, শিবি রাজা তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন, সৃঞ্জয়! তিনিও যখন মৃত্যু-হস্তে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য হীন স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তোমার অনুতাপ করা সমুচিত হয় না।

ষোড়শরাজিকে ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৬॥

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দশরথ-নন্দন রামও লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন; প্রজাগণ তাঁহাকে ঔরস পুত্রের ন্যায় অনুমোদন করিত। তিনি অপরিমিত-তেজা ছিলেন; তাঁহাতে অসংখ্যেয় গুণ ছিল। তিনি পিতার আজ্ঞা পালনার্থ বনে বনিতার সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস করিয়াছিলেন, এবং জনস্থানে তপস্বীগণের রক্ষণার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেন। তিনি সেই স্থানে জনক-নন্দিনী ভার্য্যা সীতা দেবীর সহিত বাস করিতে থাকিলে, ঐ সময়ে রাবণ নামে রাক্ষস সেই বনে রাম ও লক্ষ্মণকে মোহিত করিয়া সীতা দেবীকে হরণ করে। যেমন পূর্ব্ব কালে মহাদেব অন্ধকাসুর বধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ মহাবাহু রাম দেবাসুরের অবধ্য, শত্রুগণের অপরাজিত, দেব ব্রাহ্মণ-কণ্টক, পুলস্ত্য-নন্দন রাবণকে তাহার সেই অপরাধ হেতু অনুগগণের সহিত বিনাশ করেন। তিনি প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া দেবর্ষি ও দেবগণের পূজিত হইয়াছিলেন, এবং কীর্ত্তিমণ্ডলে অখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব প্রাণীর প্রতিই অনুকম্পা ছিল। তিনি বিধি পূর্ব্বক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করত মহা যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন, ত্রিগুণ দক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া হবির্দ্বারা দেবরাজের আনন্দ জন্মাইয়াছিলেন, এবং বহু গুণ দক্ষিণা সহকারে অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞও সম্পাদন করেন। দেহী দিগের যে সমস্ত রোগ হইয়া থাকে, তিনি তৎ সমুদায় রোগ ও ক্ষুৎ পিপাসা জয় করিয়াছিলেন। তিনি সতত গুণ-সম্পন্ন ও স্ব তেজে দীপ্যমান হইয়া সমুদায় প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া শোভমান ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন কালে পৃথিবীতে ঋষি, দেব ও নরগণের একত্র সহবাস হইত। তৎ কালে প্রাণীগণের বল-হানি ও প্রাণ, অপান ও সমান বায়ুর বিকৃতি ভাব হইত না; তেজঃপদার্থ সকল দীপ্যমান ছিল; অনর্থাপাত হইত না; সমস্ত প্রজা গণ দীর্ঘায়ু ছিল; যুবা ব্যক্তির মৃত্যু হইত না এবং স্বর্গবাসী দেবগণ ও পিতৃগণ প্রীত হইয়া চতুর্ব্বেদ-বিধানক্রমে বিবিধ হব্য, কব্য ও পূর্ত্তহুত হবিঃ প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার রাজ্যে দংশ, মশক, ব্যাল ও সরীসৃপ ছিল না; প্রাণিগণের জলমজ্জনে ও অগ্নি-মাঝে মৃত্যু হইত না, এবং কেহ অধর্ম্ম-প্রিয়, মূর্খ বা লুব্ধ

ছিল না; সকলেই শিষ্ট ও যাগাদি ক্রিয়া-কলাপ-সম্পন্ন ছিল। জন স্থানে রাক্ষসেরা দৈব ও পৈত্র কার্য্যের বিঘ্ন করিতে থাকিলে, তিনি ঐ রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া দেব ও পিতৃগণকে হব্য কব্য দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য কালে পুরুষ সকলের পরমায়ু সহস্র বর্ষ এবং তাহাদিগের সহস্র পুত্র হইত, এবং তৎ কালে কনিষ্ঠের শ্রাদ্ধ জ্যেষ্ঠকে করিতে হয় নাই। মহাবলশালী রাম শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিত-লোচন, মত্ত মাতঙ্গ সম বিক্রম, আজানুলম্বিত বাহু, সুন্দর ভুজ-বিশিষ্ট ও সিংহস্কন্ধ ছিলেন। তিনি একাদশ সহস্র বৎসর সর্ব্ব প্রাণীর চিত্তরঞ্জন-পূর্ব্বক রাজ্য করিয়াছিলেন। তৎ কালে প্রজাগণের মুখে ' রাম, রাম, রাম,' এই রূপ কথা সর্ব্বদা উচ্চারিত হইত। তাঁহা হইতে জগৎ সুখের স্থান হইয়াছিল। পরিশেষে রাম আপনা হইতে ও স্বকীয় অংশ ভ্রাতৃত্রয় হইতে উৎপন্ন দুই দুই পুত্র দ্বারা রাজবংশ অষ্টধা বিভক্ত করিয়া চতুর্ব্বিধ প্রজা সমভিব্যাহারে সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন।

ব্যাস কহিলেন, নারদ এই রূপ বলিয়া পুনরায় শ্বিত্য-পুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, সৃঞ্জয়! রাম তোমার পুত্র ও তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন, তিনিও যখন লোকান্তর গত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত তোমার স্বীয় পুত্রের নিমিত্তে শোক করা উচিত নহে।

ষোড়শরাজিকে সপ্ত পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! ভগীরথ রাজারও মৃত্যু হইয়াছে, শুনিয়াছি। যিনি ভাগীরথী গঙ্গাকে কাঞ্চনময় স্থণ্ডিলে পরিব্যাপ্তা করিয়াছিলেন, এবং স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা দশ লক্ষ কন্যা, রাজগণ ও রাজপুত্রগণকে ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। যে সকল কন্যা ব্রাহ্মণসাৎ করেন, তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি চতুরশ্ব যোজিত এক এক রথ, প্রত্যেক রথের প্রতি এক শত করিয়া স্বর্ণমাল্য-ভূষিত হস্তী, এক এক হস্তীর প্রতি সহস্র করিয়া অশ্ব, এক এক অশ্বের প্রতি এক শত করিয়া গো এবং এক এক গোর প্রতি পাঁচ টা করিয়া ছাগ ও মেষ ছিল। তিনি গঙ্গা-তীরে প্রবাহ সমীপে বিবিক্ত স্থানে ভূয়সী দক্ষিণা প্রদান করিতে থাকায় ঐ স্থান দক্ষিণা ভারে নিম্ন হইয়া গেল, তাহাতে ভাগীরথী গঙ্গা যেন অতি ব্যথিতা ও নিম্নগা হইয়া জল সমূহ দ্বারা প্রবাহ রূপে রাজার ক্রোড়ে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ স্থানে রাজার ঊরুদেশে গঙ্গা উপবেশন করেন, এই জন্য উহা উর্ব্বশী তীর্থ হইল, এবং গঙ্গা তাঁহার ক্রোড়ে অধিষ্ঠান করেন, এবং পূর্ব্ব পুরুষের উদ্ধার করেন, এই হেতু তাঁহার দুহিতৃত্ব ও পুত্রত্ব ভাব প্রাপ্ত হইলেন। সূর্য্যতুল্য-তেজস্বী গন্ধর্ব্বগণ প্রীত হইয়া প্রিয়বাদী পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণকে এই গাথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, " সমুদ্রগামিনী গঙ্গা দেবী ভূরি দক্ষিণাপ্রদ যজমান ইক্ষ্বাকুনন্দন ভগীরথকে পিতা বলিয়া বরণ করেন।" ইন্দ্র বরুণাদি দেবগণ তাঁহার সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত বিঘ্নরহিত নিরাময় যজ্ঞ সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে যে ব্রাহ্মণ যেখানে যেখানে নিজ নিজ প্রিয় অভিলাষ করিয়াছিলেন, প্রভু ভগীরথ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সেই সেই স্থানে তৎ সমস্ত প্রদান করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণের যে ধন প্রিয়, তাহা তাঁহার অদেয় ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রসাদে ব্রহ্ম লোকে গমন করিয়াছেন। সূর্য্য ও চন্দ্র, রশ্মি দ্বারা সর্ব্ব দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া যে বর্ত্ম দ্বারা গমনাগমন করেন, এই পৃথিবীস্থ অন্যান্য রাজগণ সেই বর্ত্ম দ্বারা গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া সর্ব্ব বিদ্যাভিজ্ঞ তেজস্বী সেই ভগীরথ রাজার আশ্রয় লইয়াছিলেন।

ব্যাস কহিলেন, নারদ এই রূপ কহিয়া পুনরায়

শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা ভগীরথ তোমার পুত্র ও তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; সৃঞ্জয়! তিনিও যখন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা সমুচিত হয় না।

ষোড়শরাজিকে অষ্ট পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৮॥

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! ইলবিলানন্দন দিলীপ রাজারও মৃত্যু হইয়াছে, শুনিয়াছি। তাঁহার শত শত যজ্ঞে অযুত অযুত প্রযুত প্রযুত তত্ত্বজ্ঞানার্থ-সম্পন্ন, পুত্র-পৌত্র-বিশিষ্ট অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করত বসুধাকে বসুসম্পূর্ণা করিয়া ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞপথ সকল হিরণ্ময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ রাজা দিলীপকে এবং তাঁহার যজ্ঞীয় উলুখল, চষাল ও যুপকে যেন ক্রীড়া স্থল মনে করিয়া আগমন করিতেন। তাঁহার যজ্ঞে রাগষাডব নামক পানীয় ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য পান ভোজন দ্বারা অনেকে মত্ত হইয়া পথি মধ্যে শয়ন করিত। তাঁহার এক আশ্চর্য্য কার্য্য এই ছিল, যাহা, অন্যান্য রাজার সহিত উপমিত হয় না,—তিনি জলোপরি যুদ্ধ করিতে থাকিলে, তাঁহার চক্র দ্বয় জলে মগ্ন হইত না। যে মহাত্মারা, দৃঢ়ধন্বা সত্যবাদী রাজা দিলীপকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও স্বর্গ জয়ী হইয়াছেন। সেই রাজার ভবনে বেদাধ্যয়ন ধ্বনি, ধনুষ্টঙ্কার ধ্বনি এবং পান কর, ভোজন কর, ইত্যাদি বাক্য ধ্বনি কখন বিরত হয় নাই।

ব্যাস কহিলেন, নারদ এইরূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা দিলীপ তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! তিনিও যখন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত পুত্র নিমিত্ত তোমার পরিতাপ করা সমুচিত হয় না।

ষোড়শরাজিকে একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৯॥

নারদ কহিলেন, যুবনাশ্ব-পুত্র রাজা মান্ধাতাও কাল কবলে পতিত হইয়াছেন, শুনিয়াছি। দেব, অসুর ও মনুষ্যলোক মধ্যে রাজা মান্ধাতা ত্রৈলোক্য বিজয়ী ছিলেন। অশ্বিনী কুমার দুই দেবতা তাঁহাকে তাঁহার পিতার উদর হইতে নিষ্কাশিত করেন। কোন সময়ে রাজা যুবনাশ্ব মৃগয়া বিচরণ করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইলেন, তাঁহার বাহনও ক্লান্ত হইল। তিনি সেই প্রদেশে যজ্ঞধুম লক্ষ করিয়া যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞীয় পৃষদাজ্য ভোজন করিলেন। তাহাতে তাঁহার জঠরে পুত্র জন্মিল। ভিষক্ প্রবর অশ্বিনীকুমার দ্বয় তাহা দেখিয়া তাঁহার জঠর হইতে পুত্র সন্তান নিঃসারিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন। দেবগণ সেই দেবকান্তি সন্তানকে তাঁহার পিতার উৎসঙ্গে শয়ান দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'এই সন্তান কাহাকে উপলক্ষ করিয়া পান করিবে?' ইন্দ্র অগ্রেই কহিলেন, 'এই বালক আমাকে উপলক্ষ করিয়া পান করুক।' অনন্তর ইন্দ্রের অঙ্গুলি সকল হইতে অমৃতময় দুগ্ধ প্রাদুর্ভূত হইল। ইন্দ্র যে করুণাপ্রযুক্ত কহিলেন, 'মাং ধাস্যতি' অর্থাৎ 'আমাকে উপলক্ষ করিয়া পান করিবে' এই নিমিত্তে তাহার 'মান্ধাতা' এই অদ্ভুত নাম হইল। তদনন্তর মহাত্মা যুবনাশ্বপুত্রের নিমিত্তে ইন্দ্রের হস্ত হইতে ঘৃত ও দুগ্ধ ধারা ক্ষরিতে লাগিল। সেই বালক ইন্দ্রের হস্ত অবলম্বন পূর্ব্বক ঘৃত দুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

সেই বীর্য্যবান্ বালক দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ বৎসর বয়স্কতুল্য হইলেন। কালক্রমে সেই বালক মান্ধাতা নামে প্রসিদ্ধ রাজা হইলেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, ধৈর্য্যশীল, ধীর, সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা এক দিবসে কৃৎস্না পৃথিবী জয় করেন; জনমেজয়, সুধন্বা, গয় পুরু, বৃহদ্রথ, অসিত, রাম এবং মনুজগণকে পরাজিত করেন। সূর্য্য যে স্থান হইতে উদিত এবং যে স্থানে অস্ত গত হয়েন, সেই সমুদায় প্রদেশই মান্ধাতার অধিকৃত কথিত হইয়াছে। তিনি শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দশ যোজন পরিমিত, পদ্মরাগ মণি খচিত, স্বর্ণ নির্ম্মিত, যোজন পরিমিত উচ্চ মৎস্য সকল ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে বহু প্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য অন্নের পর্ব্বত সকল প্রস্তুত হইয়া ব্রাহ্মণভুক্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের ভোজন কালে 'আরও অতিরিক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য দিতেছি' এইরূপ বাক্য পরিবেষ্টাগণ নিয়ত বলিত। অন্নের পর্ব্বত নিচয়ে ও অন্নপান সমূহে যজ্ঞ প্রদেশ শোভিত হইয়াছিল। ঘৃত হ্রদ, সূপ পঙ্ক, দধি ফেণ ও গুড় সলিল সম্পন্ন, মধু ও ক্ষীরের প্রবাহ বিশিষ্ট শুভ নদী সকল পর্ব্বত সকলকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। দেবগণ, অসুরগণ, নরগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ, পক্ষিগণ ও বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণগণ, সকলেই সেই যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের মধ্যে অবিদ্বান্ কেহ ছিলেন না। রাজা মান্ধাতা এই সসাগরা পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে ধন পরিপূর্ণা করিয়া ব্রাহ্মণসাৎ করত পরলোক গমন করেন। তিনি সর্ব্ব দিক্ যশে পরিপূর্ণ করিয়া পুণ্যবান্ লোকদিগের গম্য লোকে গমন করেন।

ব্যাস কহিলেন, নারদ এই রূপ কহিয়া পুনরায় পিতাপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা মান্ধাতা তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা জ্ঞান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ও সঙ্গ-বিহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! তিনিও যখন কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বকীয় পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা উচিত নহে।

ষোড়শরাজিকে ষষ্টিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নহুষ রাজার পুত্র যযাতি রাজাকেও পর লোক প্রাপ্ত হইতে শুনিয়াছি। তিনি শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, শত বাজপেয়, সহস্র পুণ্ডরীক, সহস্র অতিরাত্র, কামনা পূর্ব্বক চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম ও অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞ প্রভৃত দক্ষিণা সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদ্বেষী ম্লেচ্ছদিগের যে সমস্ত ধন পৃথিবী মধ্যে ছিল, তৎ সমুদায় তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। তিনি দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদিগের সহায়তা করিতেন, এবং পৃথিবীকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া ঋত্বিক্ চতুষ্টয়কে দান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানিতে এবং শর্ম্মিষ্ঠাতে উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদন করেন। সর্ব্ব বেদজ্ঞ রাজা যযাতি দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় আপন অভিলাষানুসারে সমুদায় দেবারণ্যে বিহার করিয়াছিলেন। যখন সুখভোগ্য নানা বিধ কাম্য বস্তুর উপভোগ করিয়াও কামনার সমাপ্তি করিতে পারিলেন না, তখন তিনি এই গাথা গান করিয়া ভার্য্যার সহিত বন প্রব্রজ্যা করিলেন। 'এই পৃথিবীর যাবতীয় ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী, যদি কাহারও হয়, তথাপি তাহার কামনার পরিতৃপ্তি হয় না, এই জানিয়া মনুষ্যের শান্তিভাব আশ্রয় করা বিধেয়।' মহারাজ যযাতি এই বিবেচনা করত ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক পুরু নামক পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বন প্রয়াণ করেন।

ব্যাস কহিলেন, নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা যযাতি তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ও সঙ্গ বিহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন ; হে সৃঞ্জয় ! এতাদৃশ রাজাও যখন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত তোমার পুত্র নিমিত্ত শোক করা সমুচিত নয়।

ষোড়শরাজিকে একাধিক ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

নারদ কহিলেন, সৃঞ্জয় ! নাভাগ-নন্দন অম্বরীষ রাজারও মৃত্যু হইয়াছে, শুনিয়াছি। তিনি এক রথে দশ লক্ষ রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শস্ত্রযুদ্ধ-বিশারদ অন্যান্য শত্রু রাজগণ জয়ৈষী হইয়া চতুর্দ্দিকে অশিব কঠোর বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি অবলীলাক্রমে বল প্রভাবে ও অস্ত্র বলে তাঁহাদিগের ছত্র, আয়ুধ, ধ্বজ, রথ ও প্রাসাস্ত্র ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে বশীভূত করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা বর্ম্মহীন ও দুর্ব্বল হইয়া জীবন প্রত্যাশায় 'আমরা তোমারই' এই বাক্য দ্বারা বিনতি-পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। হে বিশুদ্ধ-চিত্ত ! তিনি এই রূপে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়া পৃথিবী জয় পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে শত যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। সেই সকল যজ্ঞে বিপ্রেন্দ্র ও অন্যান্য জনগণ পরমার্চ্চিত ও পরিতৃপ্ত হইয়া নানা বিধ সুস্বাদু রস-সম্পন্ন অন্ন ভোজন করেন ! মোদক, পূরিকা, অপূপ, শক্তু, ধমক (ঘৃত-পক্ব পিষ্টক বিশেষ), কৃষ্ণজীরক ও দ্রাক্ষা সম্বলিত শস্কুলী (পিষ্টক বিশেষ), করম্ভ (দধি মিশ্রিত শক্তু), সুকৃত অন্ন, সূপ, মৈরেয়ক, পূপ, রাগষাড়ব যাবক, (মিষ্টান্ন মোদক বিশেষ), অন্যান্য সুগন্ধি, সুকোমল ও সুযুক্ত মিষ্টান্ন, ঘৃত, মধু, ক্ষীর, জল, রস সম্পন্ন দধি, বিবিধ সুস্বাদু ফল ও মূল, এই সকল নানা বিধ ভক্ষ্য ভোজ্য পানীয় পান ভোজনে ব্রাহ্মণগণ অতীব পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি আপন আপন অভিলাষানুসারে আত্ম সুখার্থে নানা বিধ মদ্য পান করত মত্ত ও হৃষ্ট হইয়া নাভাগ-নন্দনের স্তুতি সংযুক্ত গাথা গান, বাদ্য ও নৃত্য করত আমোদ প্রমোদ করিয়াছিল। সেই সকল যজ্ঞে রাজা অম্বরীষ, দশ প্রযুত যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন এমত দশ লক্ষ রাজা দক্ষিণা রূপে ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করেন। তাঁহারা সকলেই স্বর্ণ কবচ পরিধারী, শ্বেত ছত্র শোভিত, সুবর্ণময় রথারোহী, এবং সকলেরই সহিত পরিচ্ছদ ও অনুযাত্রীগণ ছিল। তিনি রাজ্যাঙ্গ রাজদণ্ড ও রাজকোষ সহিত সেই সকল রাজাদিগকে ব্রাহ্মণসাৎ করেন। মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া অনুমোদন-পূর্ব্বক এই রূপ বলিয়াছিলেন, রাজা অম্বরীষ অপরিমিত দক্ষিণা সহকারে যে রূপ যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করিলেন, এই প্রকার কখন কেহ পূর্ব্বে করে নাই, পরেও করিতে পারিবে না।

ব্যাস কহিলেন, নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা নাভাগনন্দন অম্বরীষ তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ও সঙ্গ বিহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন ; হে সৃঞ্জয় ! এতাদৃশ রাজাও যখন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বকীয় পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা সমুচিত হয় না।

ষোড়শরাজিকে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয় ! রাজা শশবিন্দুকেও কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতে শুনিয়াছি। সেই সত্যপরাক্রম শ্রীমান্ রাজা বিবিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মার লক্ষ ভার্য্যা ছিল,

এক এক আর্য্যমতে সহস্র করিয়া পুত্র হয়। সেই কুমারেরা সকলেই পরাক্রমশীল, বেদপারগ, হিরণ্য কবচধারী, মহাধনুর্দ্ধর, রাজা ও নিযুত যাজী ছিলেন। তাঁহারা মুখ্য মুখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং সকলেই অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদিগের পিতা রাজ প্রধান শশবিন্দু অশ্বমেধ যজ্ঞে সেই সমস্ত পুত্রদিগকে ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। এক এক রাজপুত্রের পশ্চাৎ এক শত করিয়া স্বর্ণভূষিতা রথারূঢ়া কন্যা ছিল, এবং এক এক কন্যার পশ্চাৎ এক শত করিয়া হস্তী, এক এক হস্তীর পশ্চাৎ এক শত করিয়া রথ, এক এক রথের পশ্চাৎ এক শত করিয়া হেমমাল্যধারী বলবান্ অশ্ব, এক এক অশ্বের পশ্চাৎ সহস্র করিয়া গো, এবং এক এক গোর পশ্চাৎ ছাগ ও মেষ সমূহ ছিল; মহাভাগ শশবিন্দু নৃপতি অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে এতাদৃশ অপরিসীম ধন ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করেন। সেই অশ্বমেধ মহা যজ্ঞে যাবৎ পরিমিত ও যে প্রকার দারুনির্ম্মিত যূপ ছিল, তদ্ব্যতীত তাবৎ পরিমিত সেই প্রকার যূপ কাঞ্চনময় হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ভোজন নিমিত্তে সর্ব্ব স্থানে অন্ন পান সমূহ প্রস্তুত হইয়াছিল; এমন কি, ক্রোশ পরিমিত উচ্চ পর্ব্বত-সমান বহু সংখ্য অন্ন রাশি প্রস্তুত হয়। ব্রাহ্মণাদি ভোজন সম্পন্ন হইলে ত্রয়োদশটী অন্ন পর্ব্বত উদ্বৃত্ত হয়। তাঁহার অধিকার সময়ে জনপদ সকল তুষ্ট পুষ্ট জনগণে সমাকীর্ণ, বিঘ্ন-রহিত ও অনাময় ছিল; তিনি এই পৃথিবী দীর্ঘ কাল ভোগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

ব্যাস কহিলেন, নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা শশবিন্দু তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা দান সম্বেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ও সঙ্গ-বিহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! এতাদৃশ রাজাও যখন লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দক্ষিণা রহিত পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

ষোড়শরাজিকে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয় রাজারও মৃত্যু হইয়াছে, শুনিয়াছি। তিনি এক শত বৎসর যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন-ভোজী হইয়াছিলেন। অগ্নি তাঁহাকে বর প্রদান করিতে মানস করিলে, তিনি এই বর প্রার্থনা করেন “আমি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম এবং গুরুর প্রসন্নতা দ্বারা বেদ জানিতে ইচ্ছা করি; অন্যের হিংসা না করিয়া স্বধর্ম্ম দ্বারা অক্ষয় ধন ইচ্ছা করি; আমার সর্ব্বদা যেন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে শ্রদ্ধা জন্মে; সবর্ণা ভার্য্যাতে পুত্র জন্মে; অন্ন দান করিতে শ্রদ্ধা হয়; এবং ধর্ম্ম বিষয়ে মন রত হয়। হে পাবক! আমার আরও একটী বর প্রার্থনীয় এই, আমার ধর্ম্ম কার্য্যের সমাপনে কোন বিঘ্ন না হয়।” অগ্নি তাঁহাকে ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। গয় রাজা তৎ সমস্ত বর প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মত শত্রু জয় করেন।

তিনি শত বৎসর ব্যাপিয়া দর্শপৌর্ণমাস যাগ, নব-শস্যাগমন নিমিত্তক যাগ, চাতুর্ম্মাস্য যাগ ও অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞ দক্ষিণা প্রদান সহকারে শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করেন। তিনি এক শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে এক লক্ষ ছয় অযুত গো, দশ সহস্র অশ্ব, এবং লক্ষ নিষ্ক প্রদান করিয়াছিলেন। সমস্ত নক্ষত্রে প্রত্যেক নক্ষত্র বিহিত দ্রব্য সকল দক্ষিণা প্রদান করিয়া সোম ও অঙ্গিরার ন্যায় নানা বিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন, এবং অশ্বমেধ মহা যজ্ঞে রত্ন রূপ শর্করা যুক্তা সুবর্ণ-নির্ম্মিতা পৃথিবী করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। তাঁহার যজ্ঞে সমুদায় যূপ রত্ন খচিত, কাঞ্চনময় ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব প্রাণিগণের মনোহর হইয়াছিল। তিনি সকল প্রাণীকে সন্তুষ্ট করিয়া ঐ সকল সর্ব্ব কাম সমৃদ্ধ যূপ ব্রাহ্মণ-

গণকে সম্প্রদান করিয়া হর্ষিত করিয়াছিলেন। সমুদ্র বন দ্বীপ নদী নদ সরোবর নগর রাষ্ট্র স্বর্গ ও অন্তরীক্ষে যে সকল বিবিধ প্রাণিগণ বসতি করেন, তাঁহারা গয় রাজার যজ্ঞ সম্পদে পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "গয় নৃপতির যজ্ঞ সদৃশ অন্য কোন যজ্ঞ হয় নাই।" ঐ যজ্ঞের বেদী পশ্চিম দিকে যে এক টী হইয়াছিল, তাহা দীর্ঘে ষট্‌-ত্রিংশৎ যোজন ও প্রস্থে ত্রিংশৎ যোজন পরিমিতা; এবং পূর্ব্ব দিকে যে এক টী হইয়াছিল, তাহা চতুর্ব্বিংশতি যোজন পরিমিতা। ঐ দুই টী বেদীই স্বর্ণময়ী এবং মুক্তা ও হীরক মণি খচিতা হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্র, আভরণ ও তদ্ভিন্ন যথা বিহিত ভূরি দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। এবং ভক্ষ্য ও পানীয় সামগ্রীর পর্ব্বত ও নদী এতাদৃশ অধিক হইয়াছিল যে, পঞ্চ বিংশতি টী অন্ন-পর্ব্বত ও খেচরান্ন-বাহিনী বহুল রস-নদী, ভোজনাবশিষ্ট উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রকার রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধ দ্রব্যও অবশিষ্ট ছিল। সেই কর্ম্মের প্রভাবে রাজা গয়, ভুবন বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি স্বরূপ অক্ষয় বট এবং প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম সরোবর ত্রিলোক বিশ্রুত হইয়া রহিয়াছে।

ব্যাস কহিলেন, নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা গয় তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্‌ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! যখন এতাদৃশ রাজাও লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্র নিমিত্তে তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

ষোড়শরাজিকে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! সাঙ্কৃতি রন্তিদেব নৃপতিরও মৃত্যু হইয়াছে, শুনিয়াছি। ঐ মহাত্মার পাচক ব্রাহ্মণ দুই লক্ষ ছিল। তাঁহার ভবনে অতিথি, অভ্যাগত ও ব্রাহ্মণদিগকে দিবারাত্র ভক্ষ্য পানীয় পক্ক ও অপক্ক সামগ্রী পরিবেশন ও অপরিসীম ধন প্রদান করা হইত। তিনি চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ন্যায় পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করত ব্রাহ্মণসাৎ এবং ধর্ম্মানুসারে শত্রুদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। তিনি এমত সংশিতব্রত ও বিধিবৎ সত্র-যাজী হইয়াছিলেন যে, বহু পশু স্বর্গাভিলাষে তাঁহার নিকট আসিয়া যজ্ঞে প্রাণ দিতে উপস্থিত হইত। তাঁহার অগ্নিহোত্র-গৃহ-সদৃশ মহানস হইতে চর্ম্মরাশি নিঃসৃত রস-ধারা বহিয়া এক নদী উৎপন্না হয়; ঐ নদী চর্ম্মণ্বতী নামে বিখ্যাতা হইয়াছে।

হে ভূপাল! এক শত অষ্ট পল পরিমিতি সুবর্ণকে এক নিষ্ক বলা যায়, এমত বহু সংখ্যক নিষ্ক তিনি ব্রাহ্মণদিগকে স্ব-ক্ষমতানুসারে প্রদান করিয়াছিলেন। 'তোমারে নিষ্ক প্রদান করিতেছি, তোমারে নিষ্ক প্রদান করিতেছি,' এই কথা বলিয়া লক্ষ লক্ষ নিষ্ক দিতেন। কোটি নিষ্ক প্রদান করিয়া 'অদ্য অল্প নিষ্ক প্রদান করা হইল' বলিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নিষ্ক দান করিতেন। মহারাজ! তিনি এক দিবসে যাবৎ পরিমিত নিষ্ক প্রদান করিয়াছেন, অপর কেহ জীবন কালেও তাহা প্রদান করিতে পারিবেন না। রাজা রন্তিদেব, "দানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-হস্ত না পাইলে আমার চিরন্তন মহৎ দুঃখ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই," এই রূপ বলিতে বলিতে ধন দান করিতেন। তিনি এক শত করিয়া সুবর্ণ-ভূষিত গবী ও তাহার সহিত সহস্র করিয়া সুবর্ণ-ভূষিত বৃষ এক শত বৎসর অর্দ্ধ মাস পর্য্যন্ত প্রতি দিন দান করিয়াছিলেন, এবং ঋষিগণকে অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞের উপযোগী উপকরণ সকল প্রদান করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন করক, কুম্ভ, স্থালী, পিঠর, শয্যা, আসন, যান, প্রাসাদ, গৃহ, নানা বিধ বৃক্ষ, পর্ব্বত ও উপবন প্রদান করেন; এই সমস্তই ধীমান্‌ রন্তিদেবের সুবর্ণময় ছিল। পুরাবিদ

জনেরা রন্তিদেবের অলৌকিক সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া এই গাথা গান করিয়াছিলেন, "আমরা কুবের সদনেও এতাদৃশ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য কখন পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর করি নাই, মনুষ্য গৃহের তো কথাই নাই; রন্তিদেবের গৃহ নিশ্চয়ই অমরাবতী স্বরূপ।"

সাঙ্কৃতি রন্তিদেবের গৃহে যে এক রাত্রি অতিথি বাস করিয়াছিল, ঐ রাত্রিতে এক বিংশতি সহস্র গো হনন করা হয়। মণি-কুণ্ডল-ভূষিত সূদগণ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিল, "পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসে যে রূপ মাংস হইত, তদ্রূপ অদ্য হয় নাই, অতএব অদ্য তোমরা অধিক করিয়া সূপ ভক্ষণ কর।" রাজা রন্তিদেবের যে সমস্ত সুবর্ণ ছিল, সে সমুদায়ই তিনি যজ্ঞ কার্য্যে ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত হব্য কব্য দেবগণ ও পিতৃগণ যথা কালে প্রত্যক্ষ হইয়া গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণও স্ব স্ব অভিলষিত দ্রব্যাদি সন্তুষ্ট-চিত্তে গ্রহণ করিতেন।

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা রন্তিদেব তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা ধন, ধর্ম্ম, সুখ ও বলে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! যখন তিনিও কাল-কবলে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তোমার শোক করা কর্ত্তব্য হয় না।

* ষোড়শরাজিকে পঞ্চ ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্তরাজার পুত্র ভরতেরও মৃত্যু হইয়াছে, শুনিয়াছি। তিনি শৈশবাবস্থায় বন মধ্যে অন্যের অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি এমন বলবান্ ছিলেন যে, নখ দন্ত রূপ আয়ুধ বিশিষ্ট, তুষার বৎ শুভ্র বর্ণ সিংহ সকলকে বল দ্বারা নির্বীর্য্য করিয়া আকর্ষণ ও বন্ধন করিতেন। অতি বলবান্ হিংস্র ব্যাঘ্র সকলকে অনায়াসে জন্তুরাশি সংযুক্ত মনঃশিলা শিলার ন্যায় বশীভূত করিতেন। অতি বলবান্ শ্বাপদাদি হিংস্র পশু ও তত্তুল্য-শরীর হস্তী গুলার দংষ্ট্রা গ্রহণ করিয়া তদুপরি অধিরোহণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে শুষ্ক-মুখ করিয়া বশীভূত করিতেন। উগ্র বলশালী বন্য মহিষ গুলাকে ধৃত করিয়া আকর্ষণ করিতেন। শত শত বল দর্পিত সিংহ ধরিয়া বল-পূর্ব্বক দমন করিতেন, এবং বলবান্ সৃমর গাণ্ডার প্রভৃতি নানা জন্তু ধরিয়া গল বন্ধনে আকর্ষণ করত তাহাদিগকে দমন পূর্ব্বক কৃচ্ছ্র-গত প্রাণ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। তাঁহার সেই কার্য্য দেখিয়া বনবাসী বিপ্রর্ষি গণ তাঁহার নাম 'সর্ব্বদমন' রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মাতা তাঁহাকে 'প্রাণি হিংসা করিও না' বলিয়া নিষেধ করিতেন।

মহারাজ! সেই শকুন্তলা-পুত্র মহীপাল ভরত শত অশ্বমেধ যমুনা তীরে, ত্রিশত অশ্বমেধ সরস্বতী তীরে এবং চতুঃ শত অশ্বমেধ গঙ্গা তীরে নিষ্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করিয়া পুনরায় প্রচুর দক্ষিণা সহকারে মহা যজ্ঞ সকল নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উকথ, বিশ্বজিৎ এবং সহস্র সহস্র বাজপেয় যাগ সুসম্পন্ন করেন। মহাযশা ভরত ঐ যজ্ঞোপলক্ষে দ্বিজগণকে ধন প্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়া শুদ্ধ জাম্বুনদ স্বর্ণের এক সহস্র পদ্ম সংখ্যক সুবর্ণ কণ্ব মুনিকে প্রদান করেন। তাঁহার যজ্ঞ-যূপ দৈর্ঘ্যে শত ব্যাম পরিমিত হইয়াছিল; ইন্দ্রাদি দেবগণ আগমন করিয়া দ্বিজগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহা সমুচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। তিনি শত শত অযুত অযুত কোটি কোটি অলঙ্কৃত অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, হিরণ্য, দাসী, দাস, ধান্য, দুগ্ধবতী সবৎসা গো, গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত্র, বিবিধ পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণে প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ ভরত অতি মহাত্মা, সার্ব্বভৌম, শত্রু-বিজয়ী এবং অপরের অপরাজিত ছিলেন।

ব্যাস কহিলেন, যুধিষ্ঠির! নারদ সৃঞ্জয়কে এই

রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্য-পুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ ভরত তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! যখন এতাদৃশ ভূপালও মৃত্যুমুখে পড়িয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্র নিমিত্ত তুমি শোক করিও না।

ষোড়শরাজিকে ষট্ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

নারদ কহিলেন, সৃঞ্জয়! বেণরাজার পুত্র পৃথুও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়াছি। তাঁহারে মহর্ষিগণ রাজসূয় যজ্ঞে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা যত্ন-পূর্ব্বক সকলকে পরাভব করিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে লোকে 'পৃথু' বলিয়াছিল। তিনি আমাদিগের সকলকে ক্ষত হইতে অর্থাৎ অনিষ্ট হইতে ত্রাণ করেন, এই জন্য 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। বেণ-নন্দন পৃথুকে দেখিয়া প্রজা সকল বলিয়াছিল, 'আমরা আপনকার অনুরক্ত হইলাম' প্রজাদিগের এই রূপ অনুরাগ প্রযুক্ত তাঁহার 'রাজা' এই নাম হইল। সেই রাজার অধিকারে শস্যের নিমিত্ত ভূমি কর্ষণ করিবার প্রয়োজন হইত না; পৃথিবী অভিলাষানুরূপ শস্যাদি প্রদান করিতেন; সমুদায় গবীই কুম্ভ পরিপূর্ণ দুগ্ধ দান করিত; পুষ্পের প্রতি দলেই মধু হইত; দর্ভ সকল সুবর্ণময়, সুখস্পর্শ ও সুখাবহ হইত; সেই কুশের বস্ত্রে প্রজাদিগের পরিধান ও শয়ন হইত; ফল সকল অমৃত কল্প, সুস্বাদু ও কোমল হইত; তাহাই প্রজাগণ আহার করিত; কেহ নিরাহার থাকিত না; মনুষ্যেরা অরোগী ছিল; সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ ও নির্ভয়ে কাল হরণ করিত, এবং বৃক্ষমূলে বা গিরি গুহাতে স্বেচ্ছানুসারে বাস করিত। রাষ্ট্র বা নগরের বিভাগ ছিল না, এবং প্রজাগণ স্বেচ্ছানুসারে যথা সুখে প্রমুদিত চিত্তে জীবন যাপন করিত। পৃথু রাজা সমুদ্র যাত্রা করিলে, সমুদ্রের জল স্তম্ভিত হইত, এবং পর্ব্বত-পথে গমন করিলে, পর্ব্বতেরা পথ প্রদান করিত। তাঁহার গমন কালে তোরণাদি দ্বারা রথ ধ্বজের বাধা ঘটিত না।

হে সৃঞ্জয়! একদা রাজা পৃথু সুখাসীন আছেন, ঐ সময়ে বনস্পতি সকল, শৈল সকল, দেবগণ, অসুরগণ, মহোরগগণ, সপ্তর্ষিগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরা গণ এবং পিতৃগণ তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, আমাদিগের রাজা, রক্ষিতা ও পিতা স্বরূপ; অতএব তুমি আমাদিগের প্রভু হইয়া আমাদিগকে এমন অভিলষিত বর প্রদান কর যে, আমরা তাহাতে যথা সুখে চির কাল তৃপ্তি লাভ করিতে পারি।

বেণ-নন্দন 'তাহাই হইবে' বলিয়া চিন্তা-পূর্ব্বক অপ্রতিম ভীষণ শর সকল ও আজগব ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে বলিলেন, হে বসুধে! তুমি আগমন কর, আগমন কর তোমার মঙ্গল লাভ হউক, শীঘ্র ইহাঁদিগের বাঞ্ছিত দুগ্ধ ক্ষরণ কর; অনন্তর আমি যাঁহার যাহা অভিলষিত অন্ন প্রদান করিব।

বসুধা কহিলেন, হে বীর! তুমি আমারে দুহিতা বলিয়া কল্পনা কর। প্রভু পৃথু 'তাহাই হউক' বলিয়া স্বীকার করিলেন। তদনন্তর, সেই সকল প্রাণীগণ পৃথিবীকে দোহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমত বনস্পতি গণ দোহন করিতে উত্থিত হইলে, পৃথিবী বৎস, দোহন-কর্ত্তা ও দোহন-পাত্রের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিলেন; তখন পুষ্পিত শাল বৃক্ষ বৎস, প্লক্ষ বৃক্ষ দোগ্ধা, ছিন্ন হইতে যে অঙ্কুর হয়, তাহা দুগ্ধ এবং উডুম্বর শুভ দোহন পাত্র হইল। পর্ব্বতগণ দোহন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, উদয় পর্ব্বত বৎস, মহা গিরি সুমেরু দোগ্ধা, রত্ন ও ওষধি সকল দুগ্ধ এবং প্রস্তরময় দোহন পাত্র হইল। যখন দেবগণ দোহন করেন, তখন ইন্দ্র দোগ্ধা ও তেজস্কর অমৃত দুগ্ধ হইল। অসুরেরা আম পাত্রে মায়া

দোহন করিল; তখন দ্বিমূর্দ্ধা অসুর দোগ্ধা এবং বিরোচন বৎস হইল। মনুষ্যেরা কৃষি ও শস্য দোহন করিলেন; তখন পৃথু দোগ্ধা এবং স্বায়ম্ভুব মনু বৎস হইলেন। নাগবর্গ অলাবু পাত্রে বিষ দোহন করিল; তাহাদিগের ধৃতরাষ্ট্র নাগ দোগ্ধা এবং তক্ষক বৎস হইল। অক্লিষ্টকর্ম্মা সপ্তর্ষিরা বেদ দোহন করিলেন; বৃহস্পতি তাঁহাদিগের দোগ্ধা, ছন্দ দোহন-পাত্র এবং সোমরাজ বৎস হইলেন। রাক্ষসেরা আম পাত্রে অন্তর্ধান দোহন করিল; তাহাদিগের দোগ্ধা বৈশ্রবণ এবং বৃষধ্বজ বৎস হইলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণ পদ্ম পাত্রে পুণ্য গন্ধ দোহন করিলেন; তাঁহাদিগের দোগ্ধা প্রভু বিশ্বরুচি এবং বৎস চিত্ররথ হইলেন। এবং পিতৃগণ রজত পাত্রে স্বধা দোহন করিলেন; তাঁহাদিগের বৎস বৈবস্বত এবং দোগ্ধা অন্তকারী যম হইলেন। মহারাজ! সেই সকল প্রাণীগণ, যে সকল পাত্র ও বৎস দ্বারা পৃথিবী হইতে যে যে স্ব স্ব অভীষ্ট দোহন করিলেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা অদ্য পর্য্যন্ত চির কাল জীবন যাপন করিতেছেন।

প্রতাপবান্ রাজা বেণ-পুত্র পৃথু বিবিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ এবং প্রাণীগণকে তাহাদিগের স্ব স্ব মনোভিলষিত পরিপূরণ করত পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, এবং যে কোন বস্তু পার্থিব ছিল, তৎ সমস্ত হিরণ্ময় করিয়া অশ্বমেধ মহা যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ষট্ ষষ্টি সহস্র নাগ সুবর্ণ-ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণসাৎ করেন, এবং এই সমুদায় পৃথিবীকেও মণি-রত্ন-বিভূষিতা ও সুবর্ণময়ী করিয়া বিপ্র বর্গকে প্রদান করেন।

ব্যাস কহিলেন, যুধিষ্ঠির! নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজা পৃথু তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে ভূপাল! যখন এমন রাজাও কাল-কবলে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা সমুচিত হয় না।

ষোড়শরাজিকে সপ্ত ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

নারদ কহিলেন, সৃঞ্জয়! বীরলোকের নমস্কৃত জমদগ্নি-নন্দন, মহাতপা, অতি যশস্বী, শূর রামও অপরিতৃপ্ত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইবেন। ঐ মহাত্মা এই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক সুখী করিয়া সায়ং কালে আগমন করিতেন। অপরিমিত উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য হয় নাই। অনুগ ক্ষত্রিয়গণের সহিত কার্ত্তবীর্য্য, জামদগ্ন্য রামের পিতাকে পরামৃষ্ট ও বৎসকে অপহরণ করিলে, রাম কাহাকেও না বলিয়াই সমরে শত্রু-কর্ত্তৃক অপরাজেয় কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করেন। তৎ কালে সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় যেন মৃত্যু সমীপে সমাগত হয়; প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য রাম, তাহাদিগের চতুঃষষ্টি অযুত ক্ষত্রিয়কে এক এক করিয়া শরাসন দ্বারা জয় করেন; তদতিরিক্ত চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রহ্মদ্বেষী ক্ষত্রিয় ও দন্তকূর দেশীয় নৃপতিকে বিনাশ করেন। তিনি মুষল দ্বারা এক সহস্র, খড়্গ দ্বারা এক সহস্র এবং উদ্বন্ধন দ্বারা এক সহস্র ক্ষত্রিয় সংহার করেন। পিতার বধ জনিত ক্রোধাকুল ধীমান্ জমদগ্নি-নন্দনের হস্তে রথ, অশ্ব ও গজের সহিত হৈহয় দেশীয় বীরগণ নিহত হইয়া সমর শায়ী হয়। তিনি দশ সহস্র ক্ষত্রিয়দিগের কথিত অত্যর্থ বাক্য সহ্য না করিয়া পরশু দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করেন। বিপ্রগণ কাশ্মীরাদি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, "হে ভৃগুনন্দন! হে রাম! তুমি ধাবমান হইয়া আগমন কর" এই রূপ বাক্য বলিয়া আক্রন্দন করিলে, প্রবল প্রতাপ রাম কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, রক্ষোবাহ, বীতিহোত্র, ত্রিগর্ত্ত, মার্ত্তিকাবত ও শিবি, এই সমস্ত দেশ ও অন্যান্য

দেশ হইতে সহস্র সহস্র করিয়া সমাগত শত সহস্র কোটি ক্ষত্রিয়দিগকে সুশাণিত বাণ দ্বারা বিনাশ করেন।

ভৃগুনন্দন রাম ইন্দ্রগোপক বর্ণ ও বন্ধুজীব পুষ্প সবর্ণ ক্ষত্রিয়-রুধিরের প্রবাহে পঞ্চ সরোবর পরিপূর্ণ এবং অষ্টাদশ দ্বীপ বশীভূত করিয়া প্রচুর দক্ষিণা সহকারে পুণ্যজনক এক শত যজ্ঞ নিষ্পাদন করেন। ঐ যজ্ঞে মহর্ষি কশ্যপ বিধি-পূর্ব্বক নির্ম্মিত, শত শত সর্ব্ব বিধ রত্নে পরিপূর্ণ, শত শত পতাকা ও মাল্য দ্বারা বিভূষিত, সুবর্ণময়, উচ্চ অষ্ট নল পরিমিত বেদি, গ্রাম্য ও আরণ্য পশুগণে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী এবং হেম-ভূষিত লক্ষ গজ জামদগ্ন্য রামের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করেন। মহাত্মা রাম পৃথিবীকে দস্যুহীনা ও শিষ্ট ও ইষ্ট জনে সমাকীর্ণা করিয়া অশ্বমেধ মহা যজ্ঞে কশ্যপকে প্রদান করেন। মহাবীর প্রভু রাম পৃথিবীকে এক বিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া এক শত যজ্ঞ নিষ্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন প্রদান করেন। মরীচি-পুত্র কশ্যপ ব্রাহ্মণ এই সপ্ত দ্বীপা পৃথিবী রামের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া রামকে কহিলেন, তুমি আমার আজ্ঞানুসারে পৃথিবী হইতে নির্গত হও। সেই যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ রাম ব্রাহ্মণ শাসন রক্ষা করত কশ্যপের বাক্যানুসারে শর পাতে সরিৎপতি সাগরকে প্রোৎসারিত করিয়া সেই পথ দিয়া গমন-পূর্ব্বক গিরি শ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র পর্ব্বতে বসতি করিলেন। জামদগ্ন্য রাম এই রূপে ভৃগুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, অতি যশস্বী, মহা তেজস্বী ও শত শত গুণ-সমন্বিত হইয়াও লোকান্তর গমন করিবেন। দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গ বিহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ সেই রামও যখন মৃত্যুর বশতাপন্ন হইবেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা সমুচিত নহে। সৃঞ্জয়! এই সকল শ্রেষ্ঠতর মনুষ্যেরা তোমা অপেক্ষা দান, জ্ঞান, শৌর্য্য ও ভোগ এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং অন্যান্য ভদ্র বিষয়েও শত গুণে অধিক, অথচ সকলেই কালের বশম্বদ হইবেন।

ষোড়শরাজিকে অষ্ট ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৮॥

ব্যাস কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! রাজা সৃঞ্জয় দেবর্ষি নারদ-মুখে পুণ্যজনন ও আয়ুর্বৃদ্ধিকর এই ষোড়শরাজিক উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া কিছুই বলিলেন না,—মৌনী হইয়া থাকিলেন। ভগবান্ নারদ ঋষি, সৃঞ্জয়কে মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক সমাসীন দেখিয়া কহিলেন, হে মহাতেজস্বী! আমি যে আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, তাহা তুমি শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছ ত? না, শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে তাহা যেমন নিষ্ফল হয়, সেই প্রকার ইহা নিষ্ফল হইল?

সৃঞ্জয় নারদ-কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক নারদকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাবাহো! যাজ্ঞিক দক্ষিণা-প্রদ পুরাতন রাজর্ষিদিগের এই উৎকৃষ্ট ধন্য আখ্যান শ্রবণ করিয়া, সূর্য্য কিরণ দ্বারা যেমন তমো নাশ হয়, সেই রূপ আমার বিস্ময় দ্বারা শোক বিনষ্ট হইয়াছে; আমি বীত পাপ ও ব্যথা শূন্য হইয়াছি; এক্ষণে আমাকে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বলুন।

নারদ কহিলেন, তুমি ভাগ্য প্রযুক্তই শোক-শূন্য হইয়াছ, এক্ষণে যে বর অভিলাষ করিবে, তাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবে; তাহাতে সংশয় করিও না, আমরা মিথ্যাবাদী নহি।

সৃঞ্জয় কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি যে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাতেই আমি প্রীতি লাভ করিয়াছি; যাহার প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহ জগতে তাহার কিছুই দুর্লভ নাই।

নারদ কহিলেন, সৃঞ্জয়! তোমার পুত্রকে দস্যুগণ

বৃথা নিহত করিয়াছে, তাহাতে সে কষ্ট জনক নরকে গমন করিয়াছে; অতএব আমি সেই নরক হইতে উদ্ধৃত করিয়া তোমার পুত্রকে পুনর্ব্বার তোমারে প্রদান করিতেছি।

ব্যাস কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তদনন্তর দেবর্ষি নারদ প্রসন্ন হইয়া সৃঞ্জয়ের কুবের-তনয় তুল্য পুত্রকে সৃঞ্জয়ের নিকট প্রদান করিলে, অদ্ভুত প্রভা-সমন্বিত তাঁহার পুত্র তাঁহার নিকট প্রাদুর্ভূত হইল। রাজা সৃঞ্জয় পুত্র লাভ করিয়া প্রীতিমান্ হইলেন। অনন্তর প্রচুর দক্ষিণা সহকারে পুণ্যজনক নানা যজ্ঞ নিষ্পাদন করিলেন। মহারাজ! সৃঞ্জয়ের পুত্র অকৃতার্থ, ভীত, নিঃসন্তান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত ছিল, এবং যুদ্ধেও নিহত হয় নাই, এই নিমিত্ত সে পুনর্ব্বার জীবিত হইল। পরন্তু তোমার ভ্রাতৃ-পুত্র অভিমন্যু শূর, বীর ও কৃতাস্ত্র ছিল, সে বীরতা প্রকাশ-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র শত্রুকে সন্তাপিত করিয়া সৈন্যাভিমুখে সংগ্রাম করত নিহত হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মচর্য্য, প্রজ্ঞা, বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞ সমূহ দ্বারা লোকে যে সকল অক্ষয় স্বর্গ গমন করে, অভিমন্যু সেই লোকে গমন করিয়াছে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা নিত্য নিত্য পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বর্গবাসী ব্যক্তিরা স্বর্গ হইতে ইহ লোকে আসিতে কামনা করেন না; অতএব সংগ্রাম-হত স্বর্গ প্রাপ্ত অর্জ্জুন-পুত্রকে এই মর্ত্য লোকে অল্প এবং অপকৃষ্ট ভৌম-সুখ উপভোগ নিমিত্ত আনয়ন করিতে পারা যায় না। ধ্যান-বিরিক্ত-দর্শন যোগীগণ যে গতি লাভ করেন, উৎকৃষ্ট যাগশীলগণ যে গতি প্রাপ্ত হন, এবং তপোধন গণ সমুজ্জ্বল তপস্যা দ্বারা যে গতি লাভ করেন, তোমার ভ্রাতুপুত্র সেই অক্ষয়া গতি লাভ করিয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ক্ষত্রিয়োচিত দেহ লাভ করিয়া অন্তকালে তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় চন্দ্র সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত রূপ আত্ম রশ্মি দ্বারা চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছে; অতএব তাহার নিমিত্ত শোক করা সমুচিত হয় না। হে নিষ্পাপ ধর্ম্মরাজ! তুমি এই রূপ জানিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক স্থির-চিত্ত হইয়া পুনরায় শত্রু জয় করিতে প্রবৃত্ত হও। আমাদিগের জীবিত ব্যক্তির নিমিত্তেই শোক করা উচিত হয়, স্বর্গগত ব্যক্তিরা কোন প্রকারে শোকের যোগ্য নহে। মহারাজ! শোক চিন্তা করিলে তাহা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এই নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষ, অভিমান ও সুখ চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রেয় নিমিত্ত যত্ন করিবেন; পণ্ডিতেরা ইহা জানিয়া শোক করেন না; শোক ভাবিলেই শোক, নতুবা শোক নহে, তুমি এই রূপ জানিয়া সংযত হও, উত্থান কর, শোক করিও না। মৃত্যুর উৎপত্তি, অনুপম তপস্যা, সর্ব্ব প্রাণীর সমভাব, সংসার সম্পত্তি সকল চঞ্চল, এবং সৃঞ্জয়ের মৃত পুত্র যে কারণে পুনরায় জীবিত হইয়াছিল, এই সমুদায় তুমি শ্রবণ করিয়াছ; অতএব, হে মহারাজ! তুমি এই সকল জানিয়া শুনিয়া শোক করিও না, আমি আত্ম কার্য্য সাধন করিতে চলিলাম। এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস অন্তর্হিত হইলেন।

মহারাজ! মেঘবর্ণ-প্রভ ধীমান্-প্রবর বাগীশ্বর ভগবান্ ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিয়া গমন করিলে যুধিষ্ঠির, মহেন্দ্র-তুল্য তেজস্বী ন্যায়ার্জ্জিত-বিত্ত পূর্ব্বতন পার্থিবেন্দ্রগণের তাদৃশ যজ্ঞ সম্পত্তি শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া শোক রহিত হইলেন, এবং পুনর্ব্বার দীনভাবে এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ধনঞ্জয়কে কি বলিব?

যুধিষ্ঠির শোকাপনয়নে একোন সপ্ততিতম অধ্যায় ও অভিমন্যু বধ প্রকরণ সমাপ্ত। ৬৯।

প্রতিজ্ঞা প্রকরণ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতবংশ-প্রবর! ভয়ঙ্কর

প্রাণি-ক্ষয়কর সেই দিবস অবসান হইল; আদিত্য অস্তমিত হইলেন; সন্ধ্যা কাল উপস্থিত হইল; সৈন্য সকল রণ স্থল হইতে অপযান করিল। সেই সায়াহ্ন সময়ে শ্রীমান্ কপিধ্বজ ধনঞ্জয়, দিব্যাস্ত্র দ্বারা সংশপ্তকগণকে নিহত করিয়া জয়শীল রথে কৃষ্ণের সহিত সমারূঢ় হইয়া স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ-কণ্ঠস্বরে গোবিন্দকে কহিলেন, কেশব! আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে, বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না, অনিষ্ট-সূচক অঙ্গ স্পন্দন হইতেছে, এবং শরীরও অবসন্ন হইতেছে; আমার অন্তঃকরণে অনিষ্ট শঙ্কা হইতেছে, তাহা অপসৃত হইতেছে না; পৃথিবী, আকাশ ও চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর উৎপাত সকল আমাকে ত্রাসিত করিতেছে। আমি বহু প্রকার অনিষ্ট-সূচক উৎপাত দেখিতেছি; আমার পূজনীয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এবং তাঁহার অমাত্যদিগের মঙ্গল তো?

বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! অবশ্য তোমার ভ্রাতা এবং তাঁহার অমাত্যদিগের কুশল হইবেক, সন্দেহ নাই; প্রত্যুত, অন্যবিধ যৎ কিঞ্চিৎ মাত্র অনিষ্ট হইবে, তজ্জন্য তুমি শোক করিও না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর সেই দুই বীর সন্ধ্যোপাসনা করিয়া রথোপরি তদ্দিবসের বীর-বিমর্দ্দন বিষয়ক রণ-বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে করিতে প্রয়াণ করিতে লাগিলেন! সংগ্রামে অতিদুষ্কর কর্ম্ম সমাধানান্তে তাঁহারা উভয়ে নিজ শিবিরে উপনীত হইলেন, দেখিলেন, শিবির আনন্দ-শূন্য ও শোভা-বিহীন হইয়াছে। অনন্তর পরবীর-হন্তা বীভৎসু শ্রীহীন শিবির অবলোকন করিয়া অস্বস্থ চিত্তে কহিলেন, জনার্দ্দন! অদ্য মঙ্গল-সূচক তূর্য্য নাদ হইতেছে না, এবং উডুম্বর নিস্বন ও দুন্দুভি নির্ঘোষ মিশ্রিত শঙ্খ-ধ্বনি ও করতাল-ধ্বনি মিশ্রিত বীণা বাদ্যও হইতেছে না, এবং কোন সৈন্য মধ্যে বন্দীগণ মঙ্গল-সূচক গান ও রমণীয় স্তুতি পাঠ করিতেছে না। যোধগণ আমাকে দেখিয়া পূর্ব্বে যে রূপ কার্য্য করিতেন, তাহা অদ্য করিতেছেন না; আমাকে সম্ভাষণও করিতেছেন না, প্রত্যুত অধোমুখ হইয়া অপসৃত হইতেছেন। হে মাধব! আমার ভ্রাতাদিগের কোন অমঙ্গল তো ঘটে নাই? আত্মীয় স্বজনদিগকে ব্যাকুল দেখিয়া আমার চিত্ত-প্রাশস্ত্য হইতেছে না; পাঞ্চালরাজ বা বিরাট বা আমাদিগের অন্যান্য যোদ্ধাদিগের তো কোন অমঙ্গল হয় নাই? হে মানপ্রদ মাধব! অন্যান্য দিনে আমি রণ হইতে সমাগত হইলে অভিমন্যু ভ্রাতা গণের সহিত প্রহৃষ্ট হইয়া হাস্যমুখে যথা রীতি আমার নিকট আসিত, অদ্য আসিতেছে না কেন?

সঞ্জয় কহিলেন, এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডবদিগকে অতীব অস্বস্থ ও ম্লান-চিত্ত দেখিলেন। কপিধ্বজ কিরীটী ভ্রাতা, পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্রদিগকে অত্যন্ত অস্বস্থ দেখিয়া এবং অভিমন্যুকে না দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমাদিগের সকলের মুখবর্ণ অপ্রসন্ন দেখিতেছি, তোমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় আমার প্রতি অভিনন্দন করিতেছ না, এবং অভিমন্যুকেও দেখিতে পাইতেছি না। আমি শুনিয়াছিলাম, আচার্য্য দ্রোণ চক্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই বালক ব্যতীত অপর কাহারো সাধ্য ছিল না যে, তাহা ভেদ করে। আমি তাহাকে চক্র ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিবার উপদেশ দিয়াছিলাম, পরন্তু তাহা হইতে নির্গমনের উপদেশ প্রদান করি নাই; তোমরা তো সেই বালককে শত্রু-সৈন্যের চক্র ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করাও নাই? সেই মহাধনুর্দ্ধর পরবীর-হন্তা অভিমন্যু তো সংগ্রামে বহুল শত্রু-সৈন্য-সঙ্কুল সেই চক্র ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া শত্রু-হস্তে নিহত হয় নাই? অদ্রিজাত সিংহের ন্যায় বিক্রমশীল, লোহিত-লোচন, মহাবাহু, কৃষ্ণ-তুল্য অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে হত হইয়াছে, বল। আমার নিত্য প্রিয়, মহাধনুর্দ্ধর, সুকুমার সেই দেবেন্দ্র-পৌত্র কি প্রকারে যুদ্ধে হত হইয়াছে, বল।

জননী কুন্তী, সুভদ্রা, দ্রৌপদী এবং কেশব, ইহাঁদিগের সকলের নিত্য প্রিয় সেই অভিমন্যুকে কাল-প্রেরিত হইয়া কে নিহত করিয়াছে, বল। বিক্রমে, শাস্ত্রজ্ঞানে এবং মাহাত্ম্যে বৃষ্ণিসিংহ মহাত্মা কেশবের তুল্য সেই অভিমন্যু কি প্রকারে সংগ্রামে হত হইয়াছে, বল। আমার সতত লালিত পালিত সেই সুভদ্রা-প্রিয় শূর পুত্রকে যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যাহার কেশাগ্রভাগ কোমল ও কুঞ্চিত, চক্ষু মৃগ শাবকের ন্যায় মনোহর, বিক্রম মত্ত হস্তীর ন্যায়, আকৃতি শাল পোতের ন্যায় উন্নত, সম্ভাষণ হাস্য মিশ্রিত, এবং বাল্যাবস্থাতেও অবালকের ন্যায় আচরণ; এবং যে গুরু-বাক্যের অতিক্রম কখন করে না, অপ্রিয়-বাক্য প্রয়োগ করে না, নীচ লোকের অনুগমন করে না, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয় না, প্রত্যুত যুদ্ধার্থ অভিনন্দনই করিয়া থাকে, যুদ্ধে বিপক্ষকে অগ্রে প্রহার করে না, এবং নির্ভীক হইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে; শান্ত, মাৎসর্য্য-হীন, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, মহাবাহু, দীর্ঘ-পুণ্ডরীক লোচন, ভক্তানুকম্পী, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ, জ্ঞান-সম্পন্ন, শিক্ষিতাস্ত্র, শত্রুশোক-বর্দ্ধন, পিতা ও পিতৃব্যের জয়ৈশী এবং স্বজনগণের প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিরত মৎ পুত্র সেই অভিমন্যুকে যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যে রথীগণ মধ্যে মহারথ বলিয়া গণিত, প্রদ্যুম্নের, কেশবের ও আমার প্রিয় শিষ্য, এবং সংগ্রাম কার্য্যে আমা অপেক্ষা অর্দ্ধ গুণ অধিক, সেই তরুণ পুত্রকে যদি আমি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি যমালয়ে গমন করিব। তাহার সেই সুন্দর নাসিকা, ললাট, চক্ষু, ভ্রূ ও ওষ্ঠ-শোভিত বদন দেখিতে না পাইলে আমার অন্তঃকরণের শান্তি কোথায়? তাহার তন্ত্রী-স্বন সদৃশ সুখকর এবং পুংস্কোকিল স্বর সদৃশ সুরম্য কণ্ঠ-স্বর শুনিতে না পাইলে আমার অন্তঃকরণের শান্তি কোথায়? সেই বীর প্রবরের দেব-দুর্লভ অনুপম রূপ অদ্য দেখিতে না পাইলে আমার অন্তঃকরণের শান্তি কোথায়? অভিবাদন-নিপুণ, পিতৃ আজ্ঞা পালক সেই পুত্রকে যদি অদ্য দেখিতে না পাই, তবে আমার হৃদয়ের শান্তি কোথায়? সেই বীরাগ্রগণ্য সনাথ-প্রবর সুকুমার সর্ব্বদা মহার্হ শয্যায় শয়ন-যোগ্য হইয়াও অনাথের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। মহার্হ শয্যায় শয়ন করিলে যাহাকে বরাঙ্গনা গণ উপসেবন করিত, এক্ষণে সে ক্ষত বিক্ষত শরীরে রণ-শায়ী হওয়াতে অশিব শিবাগণ তাহার উপসেবন করিতেছে। পূর্ব্বে নিদ্রিত হইলে সূত, মাগধ ও বন্দীগণ স্তুতিপাঠাদি দ্বারা যাহাকে জাগরিত করিত, এক্ষণে শ্বাপদগণ বিকৃত স্বরে তাহাকে জাগরিত করিতেছে। যাহার মনোহর মুখমণ্ডল ছত্র-ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইবার উপযুক্ত, এক্ষণে সেই বদন রণ রেণুতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। হা পুত্র! যে, তোমারে সর্ব্বদা দেখিয়াও অপরিতৃপ্ত থাকিত, সেই ভাগ্যহীনের নিকট হইতে তুমি কাল কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক যমপুরীতে নীত হইলে; এক্ষণে সুকৃতীদিগের আশ্রয় সেই যম পুরীর সভা তুমি স্বকীয় প্রভা দ্বারা রম্য ও উদ্ভাসিত করাতে উহা অতিশয় শোভমানা হইয়াছে। বৈবস্বত, বরুণ, ইন্দ্র ও কুবের তোমাকে ভয়শূন্য প্রিয় অতিথি প্রাপ্ত হইয়া অর্চ্চনা করিতেছেন।

মহারাজ! পোত ভগ্ন হইলে বণিক্ যেমন ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করে, সেই রূপ অর্জ্জুন মহা দুঃখার্ত্ত হইয়া বহুধা বিলাপ করত যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কুরুনন্দন! অভিমন্যু কি নরবীর দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক সংগ্রাম হইতে স্বর্গাভিমুখে গমন করিয়াছে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সেই নরশ্রেষ্ঠের সহিত বহু যোদ্ধা সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলে, সে সহায়-হীন হইয়া সাহায্য প্রার্থনায় আমাকে চিন্তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। অনুমান করি, দ্রোণ

কর্ণ কৃপ প্রভৃতি নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা সুধৌতাগ্র নানা বিধ তীক্ষ্ন তীক্ষ্ন বাণে আমার পুত্রকে পীড়ন করিতে থাকিলে, সে অচেতন প্রায় হইয়া, " আমার পিতা এস্থলে থাকিলে আমারে পরিত্রাণ করিতেন " এই বলিয়া পুনঃপুন বিলাপ করত সেই নৃশংস গণ কর্ত্তৃক ধরা পাতিত হইয়াছে! না, সে আমার ঔরস, কৃষ্ণের ভাগিনেয়, এবং সুভদ্রার গর্ব্ভজাত হইয়া কখনই শরণার্থী হইয়া ঐ রূপ কথা বলিবার যোগ্য নহে। আমার হৃদয় পাষাণময় অতি কঠিন যে, সেই দীর্ঘবাহু লোহিত-লোচন পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না! সেই মহা ধনুর্দ্ধর নৃশংস-স্বভাব সকলে কি প্রকারে আমার বালক পুত্র কৃষ্ণ-ভাগিনেয়ের প্রতি মর্ম্মভেদী হইয়া শর নিকর নিক্ষেপ করিল! আমি প্রত্যহ শত্রু হনন করিয়া আসিলে সেই অদীনাত্মা আমার নিকটে আসিয়া আমাকে অভিনন্দিত করিত, সে কি জন্য অদ্য আমাকে নিরীক্ষণ করিতে আসিতেছে না? সে নিশ্চয়ই রুধিরোক্ষিত ও ভূতল পতিত হইয়া অঙ্গ সৌষ্ঠব দ্বারা আদিত্যের ন্যায় মেদিনীকে শোভিতা করিয়া শয়ন করিয়াছে। আমি সুভদ্রা নিমিত্ত শোক করিতেছি, তিনি রণে অপরাঙ্মুখ পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া শোকার্ত্তা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। সুভদ্রা এবং দ্রৌপদী অভিমন্যুকে দেখিতে না পাইয়া আমাকে কি বলিবেন? আমিই বা সেই দুঃখার্ত্তাদিগকে কি বলিব? পুত্র-বধূকেই বা কি বলিয়া বুঝাইব? আমার হৃদয় নিতান্তই পাষাণ ময়, কেন না শোক-কর্ষিতা পুত্রবধূকে রোদন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবেক না। ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দর্পের সহিত সিংহনাদ আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম, এবং যুযুৎসু যে সেই বীরদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহাও কৃষ্ণ শুনিয়াছিলেন। যুযুৎসু উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, অহে অধার্ম্মিক মহারথগণ! তোমরা অর্জ্জুনকে না পারিয়া বালক হত্যা করিয়া কি সিংহনাদ করিতেছ? অতঃপর পাণ্ডবদিগের বল দেখিতে পাইবে। এইক্ষণে সংগ্রামে কৃষ্ণার্জ্জুনের অপ্রিয় কার্য্য ও তাঁহাদিগের শোক উৎপাদন করিয়া তোমরা প্রীত হইয়া কি সিংহনাদ করিতেছ? তোমাদিগের এই পাপ কর্ম্মের ফল শীঘ্রই আগত প্রায়; তোমরা যে এই তীব্র অধর্ম্ম করিলে, ইহার ফল অচিরেই তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। মহাবুদ্ধিমান্ বৈশ্যা-পুত্র যুযুৎসু ক্রোধ ও দুঃখ-পরীত হইয়া এই রূপ ভর্ৎসনা করত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।—হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে সেই রণ স্থলে কি নিমিত্ত ইহা বল নাই? আমি জানিতে পারিলে তখনই ঐ নিষ্ঠুর ক্রূরাত্মা মহারথদিগকে শর নিকরে দগ্ধ করিয়া ফেলিতাম।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পার্থকে পুত্র-শোকার্ত্ত, অশ্রুপূর্ণ-লোচন, অতি কাতর ও নিতান্ত দুঃখ-সমন্বিত হইয়া চিন্তিত হইতে দেখিয়া কৃষ্ণ 'এরূপ করিও না' বলিয়া হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক বলিলেন, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধই বিশেষ জীবিকা, অতএব শৌর্য্য-সম্পন্ন অনিবর্ত্তী ক্ষত্রিয় সকলেরই এই পথ। হে সজ্জাতি-সম্পন্ন প্রবর! ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ঋষিরা যুধ্যমান অনিবর্ত্তী শূরদিগের এই গতিই সন্বিধান করিয়াছেন। যুদ্ধে অনিবর্ত্তী বীর পুরুষদিগের যুদ্ধ-মরণই শ্রেয়, অতএব অভিমন্যু পুণ্যাত্মা লোকদিগের প্রাপ্য লোকে গমন করিয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। হে ভরতর্ষভ মানপ্রদ! বীর মাত্রেরই প্রার্থনীয় যে "আমি যেন সংগ্রামে অভিমুখ হইয়া মরি।" সেই বীর অভিমন্যু মহাবলবীর্য্যবান্ রাজপুত্রদিগকে রণে বিনাশ করিয়া রণাভিমুখ হইয়া বীরাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে। হে পুরুষেন্দ্র! পূর্ব্বতন ধর্ম্ম-কর্ত্তারা ক্ষত্রিয়দিগের এই যুদ্ধ-মৃত্যুই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত করিয়াছেন, অতএব তুমি শোক করিও না। হে মানদ ভরত-সত্তম! তুমি শোকা-

বিষ্ট হওয়াতে এই তোমার ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্গণ এবং রাজগণ সকলেই কাতর হইয়াছেন; তুমি ইহাঁদিগকে সান্ত্ব বাক্যে আশ্বাসিত কর। কোন বেদিতব্য বস্তু তোমার অবিদিত নাই, অতএব ভবাদৃশ ব্যক্তিরা শোক করিবার যোগ্য নহেন।

অদ্ভুত-কর্ম্মা কৃষ্ণ পার্থকে এই রূপে আশ্বাসিত করিলে, পার্থ সমুদায় ভ্রাতাকে গদ্গদ-বাক্যে বলিলেন, সেই দীর্ঘবাহু বিশাল-স্কন্ধ দীর্ঘ-পুণ্ডরীক-লোচন অভিমন্যু রণে কি প্রকারে নিহত হইয়াছে, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। বল, কে কে আমার পুত্রের বৈরী হইয়াছিল, রথ হস্তী অশ্ব ও অনুগগণের সহিত তাহাদিগকে সংগ্রামে আমা কর্ত্তৃক নিহত দেখিতে পাইবে। অস্ত্রযুদ্ধে পারদর্শী তোমরা সকলে অস্ত্র-হস্তে বিদ্যমান থাকিতে সে বজ্রহস্ত ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেও তোমাদিগের সম্মুখে কি নিধন প্রাপ্ত হইতে পারে? যদি আমি পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে আমার পুত্রকে রণে রক্ষা করিতে অপারগ জানিতাম, তাহা হইলে আমিই তাহাকে রক্ষা করিতাম। তোমরা রথস্থ হইয়া শর বর্ষণ করিতে থাকিলে, শত্রুরা কি প্রকারে তোমাদিগকে পরাভব করিয়া অভিমন্যুর নিধন সাধন করিল? অহো! যে স্থলে তোমাদিগের সাক্ষাতে সমরে অভিমন্যু নিপাতিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমাদিগের কিছু মাত্র পৌরুষ বা পরাক্রম নাই। তোমাদিগকে নিন্দা করা বৃথা, পরন্তু আমি আপনাকেই নিন্দা করি, কেন না তোমরা ভীরু, অকৃতনিশ্চয় ও অতি দুর্ব্বল, এমত অবস্থায়ও আমি তোমাদিগের প্রতি এই ভারার্পণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলাম। যখন তোমরা আমার পুত্রকে রণে রক্ষা করিতে পারিলে না, তখন তোমাদিগের বর্ম্ম, শস্ত্র ও আয়ুধ সকল কেবল ভূষণার্থ ও তোমাদিগের বাক্য কেবল সভায় বলিবারই নিমিত্ত হইয়াছে।

প্রবল গাণ্ডীব ও অসিধারী বীভৎসু যখন দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ কথা বলিলেন, তখন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও কেহ সমর্থ হইল না। তিনি পুত্র-শোকে অতিসন্তপ্ত অশ্রুপূর্ণ-মুখ ও অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎ কালে বাসুদেব বা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ব্যতীত অন্য কোন সুহৃদ্ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কি সম্ভাষণ করিতেও পারিলেন না। বাসুদেব ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, উভয়ে তাঁহার মনোগত ভাব জানিতেন, এবং তিনিও ঐ উভয়ের প্রতি প্রিয়তা ও যথেষ্ট সম্মান করিতেন, সুতরাং উহাঁরা উভয়ে তাঁহার সকল অবস্থাতেই কোন কথা বলিতে সমর্থ হইতেন। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র-শোকে নিরতিশয় পীড়িত-চিত্ত এবং ক্রোধাবিষ্ট কমল-লোচন অর্জ্জুনকে উপস্থিত বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুন বিলাপে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহু! তুমি সংশপ্তক বধ নিমিত্ত প্রস্থান করিলে আচার্য্য আমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি সৈন্য দ্বারা এক ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থিত হইলে আমরাও রথ সৈন্যে প্রতি ব্যূহ রচনা করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের রথীগণ আমাকেও রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং আচার্য্যকেও নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি সুশানিত শর নিকরে আমাদিগকে অতি পীড়ন করিতে থাকিলেন। তিনি আমাদিগকে ক্ষিপ্র-হস্তে এমন শর পীড়িত করিতে লাগিলেন যে, আমরা পীড্যমান হইয়া তাঁহার সৈন্য-ব্যূহ নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইলাম না, ভেদ করিবার বিষয় কি! তখন আমরা অনুপম বলশালী সুভদ্রা-নন্দনকে বলিলাম 'বৎস! তুমি সৈন্য-ব্যূহ ভেদ কর' সেই বীর্য্যবান্ আমার দিগের আদেশ

ক্রমে সদশ্বের ন্যায় একাকীই সেই অসহ্য ভার বহন করিতে উদ্যত হইল। বীর্য্য-সমন্বিত সেই বালক ত্বৎ শিক্ষিত অস্ত্রের উপদেশ বলে, গরুড়ের সাগর প্রবেশের ন্যায়, বিপক্ষ সৈন্যে প্রবেশ করিল। সেই মহাবীর যে পথ দিয়া চমূ মধ্যে প্রবেশ করিল, আমরা তাহার অনুগামী হইয়া সেই পথ দিয়া প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু সিন্ধুরাজ-পুত্র ক্ষুদ্রাশয় জয়দ্রথ ভগবান্ রুদ্র দেবের প্রদত্ত বর প্রভাবে আমাদিগের সকলকে নিবারণ করিতে লাগিল; আমরা কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারিলাম না।

হে বৎস! অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলরাজ বৃহদ্বল এবং কৃতবর্ম্মা, এই ছয় জন রথী অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। সেই মহারথেরা সকলে সেই বালককে পরিবেষ্টন করিয়া শর নিচয়ে পীড়িত করিতে থাকিলে, সে যথা শক্তি পরম যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিতে থাকিল; পরিশেষে সেই বহু মহারথেরা সকলে তাহাকে রথ-বিহীন করিলেন। সে বিরথী ও পরম সংশয় প্রাপ্ত হইলে, দুঃশাসন-পুত্র, সেই বালকের প্রাণ বিনাশ করিল। সেই পরম ধর্ম্মাত্মা অভিমন্যু সহস্র সহস্র মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তী সংহার করিয়া অষ্ট সহস্র রথ, নয় শত হস্তী, দুই সহস্র রাজপুত্র, অন্যান্য অলক্ষিত বহু বহু বীর এবং রাজা বৃহদ্বলকে যুদ্ধে স্বর্গে নিযোজিত করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। সেই পুরুষব্যাঘ্র যে এই রূপে স্বর্গ লোকে গমন করিয়াছে, ইহা আমাদিগের শোকের পরা কাষ্ঠা হইয়াছে।

অনন্তর অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ব্যথিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তত্রস্থ সকলে কাতর ও বিষণ্ণ-বদন হইয়া ধনঞ্জয়কে গ্রহণ-পূর্ব্বক অনিমেষ-নেত্রে পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দ্র-তনয় ধনঞ্জয় কিয়ৎ ক্ষণ পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত, ক্রোধ-মূর্চ্ছিত ও জ্বর-কম্পিত-তুল্য হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করত হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন, আমি তোমাদিগের নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কল্য আমি জয়দ্রথকে বিনাশ করিব, কিন্তু যদি সে ভীত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া না যায়; অথবা সে দেবকী-সুত কৃষ্ণের বা—হে মহারাজ! আপনকার শরণাপন্ন না হয়। যদি কেহ রণে তাহার রক্ষার্থ আমার সহিত যুদ্ধ করে, এমন কি, যদি দ্রোণাচার্য্য কিম্বা কৃপাচার্য্যও তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগের সকলকেই শর-নিচয়ে সমাচ্ছাদিত করিব। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ গণ! যদি সংগ্রামে আমি এই রূপ কার্য্য না করি, তাহা হইলে আমি যেন শূর লোকের পূজিত পুণ্য লোক সকল প্রাপ্ত না হই। আমি যদি জয়দ্রথকে বিনষ্ট না করি, তাহা হইলে মাতৃ-হত্যাকারী, পিতৃঘাতী, গুরুদাররত, পিশুন, সাধু-গণের প্রতি অসূয়াকারী, নিন্দুক, গচ্ছিত-হারক, বিশ্বাস-ঘাতী, ভুক্তপূর্ব্বা স্ত্রীর নিন্দাকারী, অযশস্বী, ব্রহ্মঘ্ন, গোঘাতী এবং যে, পায়স যবান্ন শাক কৃশর সংযাব পূপ ও মাংস, এই সকল দ্রব্য দেব ব্রাহ্মণকে না দিয়া ভোজন করে, সেই সকল পাপাত্মারা যে যে লোকে গমন করে, আমি যেন সেই সেই লোকে গমন করি। আমি যদি জয়দ্রথের প্রাণ বিনাশ না করি, তাহা হইলে, বেদাধ্যায়ী ও অত্যন্ত প্রশংসিত উত্তম ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, সাধু ও গুরু লোকদিগের অবমানকারী লোকেরা যে লোকে গমন করে, আমি যেন সেই লোকে গমন করি, এবং পদ-দ্বারা ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নি স্পর্শকারী ও জলে শ্লেষ্ম, পুরীষ ও মূত্র পরিত্যাগকারী ব্যক্তিদিগের যে গতি, সেই গতি প্রাপ্ত হই। আমি যদি জয়দ্রথকে সংহার না করি, তাহা হইলে, যাহারা নগ্ন হইয়া স্নান করে, যাহাদিগের গৃহে অতিথির আগমন নিষ্ফল হয়, যাহারা

উৎকোচ গ্রহণ করে, যাহারা মিথ্যা বাক্য বলে, যাহারা বঞ্চনা করে, যাহারা আত্মাপহারী, যাহারা মিথ্যা বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে এবং যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা ভৃত্য, পত্নী ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে বিভাগ করিয়া না দিয়া তাহাদিগের সাক্ষাতে মিষ্টান্ন ভোজন করে, সেই সকল লোকদিগের যে গতি হয়, আমি যেন সেই গতি লাভ করি। যদি আমি জয়দ্রথের প্রাণ সংহার না করি, তাহা হইলে, শীত-ভীত ব্রাহ্মণ এবং রণ-ভীত ক্ষত্রিয়দিগের যে কষ্ট-জনক গতি হইয়া থাকে, আমি যেন সেই গতি প্রাপ্ত হই। আমি যদি জয়দ্রথকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে, যে ক্রূরাত্মা, আজ্ঞাবহ সাধুচরিত্র আশ্রিতের প্রতি-পালন না করে, যে, উপকারী ব্যক্তির নিন্দা করে এবং যে, প্রতিবেশী যোগ্যপাত্রকে শ্রাদ্ধ সামগ্রী প্রদান না করে, কিম্বা অযোগ্যপাত্রকে বা শূদ্রা-পতিকে প্রদান করে, এই সকল ব্যক্তিরা এবং মদ্যপ, ভিন্ন-মর্য্যাদ, কৃতঘ্ন ও ভ্রাতৃ-নিন্দক ব্যক্তিরা যে গতি প্রাপ্ত হয়, আমার যেন শীঘ্র সেই গতি হয়। অন্যান্য যে সকল ধর্ম্মহীন ব্যক্তির উল্লেখ করিলাম না, তাহাদিগের যে গতি হয়, আমি যদি জয়দ্রথের বধ না করি, তবে সেই গতি প্রাপ্ত হই। এতদ্ভিন্ন অপর প্রতিজ্ঞাও এই করিতেছি, শ্রবণ কর। এই রাত্রি প্রভাত হইলে কল্য সূর্য্যাস্ত মধ্যে যদি ঐ পাপাত্মা জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে, এই স্থলেই আমি প্রজ্বলিত অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব। সুর, অসুর, মনুষ্য, পক্ষী, উরগ, পিতৃ, নিশাচর, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ প্রভৃতি এবং তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ যে কোন প্রাণী হউন, কেহই আমার ঐ শত্রুকে আমার নিকট হইতে কল্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি সে রসাতলে, অন্ত-রীক্ষে, দেবপুরে বা দিতিপুরে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও আমি কল্য তথায় গমন করিয়া শত শত শরে সেই শত্রুর মস্তক ছেদন করিব; এই বলিয়া তিনি বাম দক্ষিণ উভয় হস্তে গাণ্ডীবে টঙ্কার দিলেন। সেই টঙ্কার ধ্বনি অর্জ্জুনের বাক্য-শব্দ অতিক্রম করিয়া অন্তরীক্ষ স্পর্শ করিল। অর্জ্জুন এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিলেন, এবং অর্জ্জুনও সংক্রুদ্ধ হইয়া দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। কৃষ্ণের মুখবায়ু-পরিপূরিত শঙ্খের ধ্বনিতে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ও দিক্ সকল যুগান্ত কালের ন্যায় প্রকম্পিত হইল। তদনন্তর চতুর্দ্দিক্ হইতে পাণ্ডব পক্ষদিগের বাদিত্র ঘোষ ও সিংহনাদ হইতে লাগিল।

অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা প্রকরণে এক সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিন্ধুরাজ-পুত্র জয়দ্রথ পুত্রবৎসল পাণ্ডবদিগের সেই মহা শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং চার-মুখে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বিবরণ জ্ঞাত হইয়া স্ব শিবির হইতে উত্থিত হইলেন। তিনি শোকমুগ্ধ-চিত্ত, নিরতিশয় দুঃখার্ত্ত, এমন কি, অগাধ বিপুল শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনে মনে অনেক প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজগণ-সমীপে গমন করিলেন। তিনি অভিমন্যুর পিতার ভয়ে ভীত হইয়া লজ্জিত-চিত্তে সেই সকল রাজা-দিগের সকাশে শোক প্রকাশ-পূর্ব্বক এই কথা বলি-লেন, যে দুর্ব্বুদ্ধি, পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কামার্ত্ত ইন্দ্রের ঔরসে জন্মিয়াছে, সে একমাত্র আমাকে যমালয়ে প্রেষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে; অতএব হে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ গণ! আপনাদিগের কুশল হউক, আমি প্রাণ রক্ষার্থ স্ব গৃহে গমন করি; অথবা, হে বীরগণ! আপনারা তাহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া আ-মাকে রক্ষা করুন, আমার প্রতি অভয় বিধান করুন। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, কর্ণ, মদ্ররাজ, বা-হ্লিক, দুঃশাসন প্রভৃতি, আপনারা সকলে যমের হস্ত হইতেও মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিতে পারেন, পরন্তু এক অর্জ্জুনের হস্ত হইতে কি আমাকে রক্ষা

করিতে পারিবেন না? পাণ্ডবদিগের হর্ষ-শব্দ শ্রবণ করিয়া আমার যার পর নাই ভয় হইয়াছে; মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে। গাণ্ডীবধন্বা নিশ্চয়ই আমাকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, নতুবা পাণ্ডবেরা এই শোক সময়ে হর্ষ সহকারে চিৎকার ধ্বনি কি জন্য করিবে? দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও রাক্ষস গণও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে উৎসাহী হইতে পারেন না, আপনারা নরাধিপ হইয়া কি প্রকারে পারিবেন? অতএব আপনার দিগের মঙ্গল হউক, আপনারা আমাকে অনুজ্ঞা করুন, আমি এমন অদৃশ্য হইয়া গমন করি, যে পাণ্ডবেরা আমাকে দেখিতে না পায়।

রাজা দুর্য্যোধন আত্ম কার্য্যের গুরুতা প্রযুক্ত সেই ভয়-ব্যাকুলিত-চেতা জয়দ্রথকে তাদৃশ রূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ভয় করিও না, তুমি এই সকল ক্ষত্রিয় বীরদিগের মধ্যে থাকিলে, কে তোমাকে রণে আহ্বান করিতে পারিবে? আমি, কর্ণ, দুরাসদ চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, মহাবাহু বিকর্ণ, দুর্ম্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, উদ্যতায়ুধ কলিঙ্গরাজ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, সুবল-পুত্র এবং অন্যান্য নানা দেশাধিপতি বহুল নৃপতি, আমরা সকলে স্ব স্ব সৈন্যে সমবেত হইয়া তোমাকে রক্ষা করিব, অতএব তোমার মানসিক জ্বর দূর হউক, তুমি চিন্তা করিও না। হে অমিত-তেজস্বী! তুমিও স্বয়ং শূর ও রথিশ্রেষ্ঠ, অতএব কি জন্য পাণ্ডবগণ হইতে ভয় করিতেছ? বিশেষত আমার এই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবে; অতএব হে সিন্ধুরাজ! তোমার ভয় দূর হউক, তুমি ভীত হইও না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সিন্ধু নৃপতি, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া দুর্য্যোধনের সহিত সেই রাত্রিতেই দ্রোণাচার্য্য নিকট গমন করিলেন। অনন্তর সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ দ্রোণের চরণ বন্দন-পূর্ব্বক সমীপে উপবেশন করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! নিমিত্ত নিশ্চয়ে, দূর পাতিত্বে, লঘুত্বে ও দৃঢ় বেধে অর্জ্জুনের ও আমার বিশেষ কি, তাহা আপনি ব্যক্ত করুন। হে আচার্য্য! আমার ও অর্জ্জুনের বিশেষ বিদ্যা কি আছে, তাহা আমি আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা যথার্থত কীর্ত্তন করুন।

দ্রোণ কহিলেন, বৎস! গুরূপদেশ তোমাদিগের উভয়ের প্রতি সমানই হইয়াছে, কিন্তু যোগসাধন ও বনবাসাদিতে দুঃখ সহন প্রযুক্ত তোমা অপেক্ষা অর্জ্জুন অধিক ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে। পরন্তু তুমি যুদ্ধে পার্থ হইতে কোন প্রকারে ভয় করিও না, কেন না আমি তোমাকে রক্ষা করিব, তাহাতে সংশয় নাই। যে আমার বাহু-বলে রক্ষিত হয়, তাহার প্রতি অমরগণও সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি এমন এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, যে, পার্থ তাহা ভেদ করিতে পারিবে না; অতএব তুমি যুদ্ধ করিও, ভয় প্রাপ্ত হইও না; পিতৃ পিতামহগণ যে পথে গিয়াছেন, সেই পথের অনুগামী হও, স্ব ধর্ম্ম পালন কর। তুমি বিধি-পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছ, বহু যজ্ঞও নিষ্পাদন করিয়াছ, তোমার মৃত্যু হইতে ভয় কি? তুমি অতি দুর্লভ সৌভাগ্য ক্রমে এই মনুষ্য-দেহ পাইয়াছ, অতএব তদ্দ্বারা বাহুবলার্জ্জিত দিব্য অনুত্তম লোকে গমন করিতে পারিবে। এই কৌরব, পাণ্ডব, বৃষ্ণিগণ, আমি ও আমার পুত্র, আমরা সকলেই অস্থায়ী জানিবে; পর্য্যায়-ক্রমে আমরা সকলেই বলবান্ কাল-কর্ত্তৃক সংহৃত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পর লোকে গমন করিব। দেখ, তপস্বীরা তপস্যা করিয়া যে সকল লোকে গমন

করেন, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাশ্রিত শূর ক্ষত্রিয়গণও সেই সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন।

হে রাজন্! ভরদ্বাজ-নন্দনের নিকট ঐ রূপ আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া সিন্ধুপাল জয়দ্রথের পার্থ হইতে ভয় অপনীত হইল, তিনি যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলেন। হে নরনাথ! তদনন্তর আপনকার পক্ষীয় সৈন্যদিগেরও হর্ষ-ধ্বনি ও সিংহনাদ মিশ্রিত বাদ্যধ্বনি তুমুল রূপে প্রাদুর্ভূত হইল।

জয়দ্রথাশ্বাসে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! পার্থ সিন্ধুরাজ বধ নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলে, মহাবাহু বসুদেব-নন্দন তাঁহাকে কহিলেন, পার্থ! তুমি ভ্রাতাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে বাক্য দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, "আমি কল্য সিন্ধুরাজকে বধ করিব" ইহা তুমি সাহসের কর্ম্ম করিয়াছ। তুমি আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া যে এই অতি ভার বহন করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহাতে আমরা সমস্ত লোকের নিকট যাহাতে অবহাসাস্পদ না হই, তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছি। আমি ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় শিবিরে চর প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারা আমার নিকট শীঘ্র আসিয়া এই সংবাদ দিলেক, তুমি যখন সিন্ধুরাজ বধে প্রতিজ্ঞা করিলে, তখন এখানে যে অতি মহান্ সিংহনাদ ও বাদ্য ধ্বনি হইয়াছিল, তাহা জয়দ্রথ সহিত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা শ্রবণ করে। সেই শব্দ শুনিয়া তাহারা 'অকারণে এই সিংহনাদ হইতেছে না' মনে করিয়া ত্রাসান্বিত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত সমুদ্যত হয়। হে মহাভুজ! তখন তাহাদিগের অতি ভয়ঙ্কর রথ-নির্ঘোষ এবং হস্তী, অশ্ব ও পদাতির শব্দও অতি তুমুল হইয়াছিল। তাহারা এই মনে করিয়া যুদ্ধ-সজ্জিত হইয়া অবস্থান করে, যে, ধনঞ্জয় অভিমন্যুর বধ শ্রবণ করিয়া আর্ত্ত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অদ্য রাত্রেই যুদ্ধে নির্গত হইবে। হে রাজীবলোচন! তাহারা ঐ রূপে যুদ্ধে সযত্ন থাকা কালীন তোমার জয়দ্রথ বধের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিল, এবং তোমাকে সত্যনিষ্ঠ জানিয়া সুযোধনের অমাত্য গণ ও জয়দ্রথ, সকলেই ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ত্রাসান্বিত ও বিমনায়মান হইল।

অনন্তর সিন্ধু সৌবীরের অধিপতি জয়দ্রথ অতি দুঃখিত ও কাতর ভাবে অমাত্যগণের সহিত উত্থিত হইয়া আপন শিবিরে আগমন করিলেন। অনন্তর তিনি সমস্ত শ্রেয়োজনক কার্য্য মন্ত্রণা করিয়া সেই সকল রাজ সভায় গমন-পূর্ব্বক সুযোধনের নিকট এই কথা বলিলেন, সেই ধনঞ্জয় আমাকে তাহার পুত্রহন্তা বলিয়া কল্য যুদ্ধে আক্রমণ করিবে; সেনাগণ মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আমাকে বধ করিবে। সেই সত্যব্রত সব্যসাচীর প্রতিজ্ঞা না দেব গণ, না গন্ধর্ব্ব গণ, না অসুর গণ, না উরগ গণ, না রাক্ষস গণ কেহই অন্যথা করিতে উৎসাহী হয়েন না। অতএব আপনারা আমাকে সংগ্রামে রক্ষা করিবেন; যাহাতে সে আপনাদিগের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আপন লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে, আপনারা এমত উপায় বিধান করিবেন। যদি আপনারা সকলে আমাকে রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে,—হে কুরুনন্দন মহীপাল! আমাকে অনুজ্ঞা করুন, আমি গৃহে গমন করি।

জয়দ্রথ সুযোধনকে ঐ রূপ কহিলে সুযোধন তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে শ্রবণ করিয়া অবনতমস্তকে বিমনায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ, দুর্য্যোধনকে দুঃখিত চিত্ত দেখিয়া আত্ম হিতকর মৃদু ও সাপেক্ষ এই বাক্য কহিলেন, আমি আপনার পক্ষে এমন বীর্য্যবান্ ধনুর্দ্ধর কাহাকেও দেখিতে পাই না যে, যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের অস্ত্র প্রতিহত করিতে পারে। কৃষ্ণ-সহায় অর্জ্জুন গাণ্ডীব প্রকর্ষণ করিতে থাকিলে সাক্ষাৎ শতক্রতুও প্রতিপক্ষ হইয়া তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন না। শুনিয়াছি, হিমালয় গিরিতে পূর্ব্বে অর্জ্জুন

ভুতসহ্ব হইয়াই মহাতেজা মহেশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং দেবরাজের আদেশানুসারে এক-রথারূঢ় হইয়াই হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানব-দিগকে নিহত করিয়াছিল। আমার বিবেচনা হই-তেছে, অর্জ্জুন ধীমান্ বাসুদেবের সহিত সমবেত হইয়া অমর লোকের সহিত ত্রিলোক সংহারও করিতে পারে; অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমি গৃহে গমন করি; অথবা যদি আপনকার মত হয়, তবে মহাত্মা দ্রোণ স্বীয় বীর পুত্রের সহিত সম-বেত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। হে অর্জ্জুন! অন-ন্তর, স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রোদন-পূর্ব্বক আচার্য্য দ্রোণকে অনুরোধ করিলে, আচার্য্য দ্রোণ রথ সজ্জা ও অন্যান্য উপায় স্থির করিয়াছেন। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বৃষ-সেন, দুর্জ্জয় কৃপাচার্য্য এবং মদ্রাধিপতি, ইহাঁরা জয়দ্রথের অগ্রবর্ত্তী হইবেন। দ্রোণ এক অদ্ভুত ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেন; তাহার সম্মুখের অর্দ্ধ ভাগ শকটাকার, এবং পশ্চাতের অর্দ্ধ ভাগ পদ্মাকৃতি; ঐ পদ্মের কর্ণিকার মধ্য স্থলে জয়দ্রথ অবস্থিতি করিবেন। ঐ কর্ণিকা মধ্যে অপর একটী যে সূচী ব্যূহ সজ্জিত করিবেন, সেই সূচীপার্শ্বে যুদ্ধদুর্ম্মদ সিন্ধুরাজ সেই সকল বীর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অব-স্থিত হইবেন। ধনুর্ব্বিদ্যায়, অস্ত্র-বিক্ষেপে, বীর্য্যে, বলে এবং বক্ষোবলে ঐ ছয় রথী নিশ্চয়ই অসহ্য-তম; উহাদিগকে গণের সহিত পরাজিত না করিয়া তুমি জয়দ্রথের নিকট যাইতেই পারিবে না। হে নরসিংহ! ঐ ছয় রথীর এক এক জনের বল বীর্য্য চিন্তা করিয়া দেখ দেখি! তাহাতে আবার ছয় জন একদা মিলিত হইলে, বোধ হয়, তাহাদিগকে কোন ক্রমেই বল-পূর্ব্বক পরাজিত করা তোমার সুসাধ্য হইবে না। হে পার্থ! পুনর্ব্বার এ বিষয়ে আমরা মন্ত্রী, অমাত্য ও সুহৃদ্গণের সহিত আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্তে মন্ত্রণা করিব।

কৃষ্ণ বাক্যে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের উল্লিখিত ছয় জন রথীকে অধিক বলশালী মনে করি-তেছ, কিন্তু আমি বোধ করি, তাহাদিগের বল আ-মার অর্দ্ধেকেরও তুল্য হইবে না। হে মধুসূদন! আমি যখন জয়দ্রথের বধৈষী হইব, তখন তুমি ঐ সকল রথীর অস্ত্র শস্ত্র আমার অস্ত্র দ্বারা নির্ভিন্ন দেখিতে পাইবে। আমি কল্য সিন্ধুরাজের মস্তক দ্রোণের সাক্ষাতেই ভূতলে নিপাতিত করিব, তাহা দেখিয়া দ্রোণ অনুগগণের সহিত বিলাপ করিবেন। বিশ্ব দেবগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারেরা দুই জন, মরুৎগণ, দেবরাজ, রুদ্রগণ, অন্যান্য অমরগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সুপর্ণগণ, সাগর, পর্ব্বত, স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, দিক্ ও দিক্পতি সকল এবং গ্রাম্য ও আরণ্য সমুদয় চরাচর প্রাণি গণও যদি সিন্ধুরাজকে রক্ষা করেন, তথাপি আমি এই আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি সিন্ধুরাজকে আমার বাণে কল্য নিহত দেখিতে পাইবে। মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্য দ্রোণ যে সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতিকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই আ-চার্য্যকেই অগ্রে আমি আক্রমণ করিব। হে কৃষ্ণ! জয়দ্রথ বধ পণ বিষয়ক সেই যুদ্ধ রূপ দ্যূতক্রীড়া দুর্য্যোধন যাঁহার [illegible] মনে [illegible]তেছে, আমি তাঁহারই সৈন্যাগ্রভাগ ভেদ করিয়া সিন্ধুপতি জয়-দ্রথের সন্নিহিত হইব। তুমি কল্য যুদ্ধে তীক্ষ্ণতেজ নারাচ সমূহ দ্বারা সেই মহাধনুর্দ্ধর দিগকে, বজ্র দ্বারা বিদার্য্যমাণ গিরি শৃঙ্গের ন্যায়, আমা কর্ত্তৃক বিদার্য্যমাণ দেখিতে পাইবে। কল্য তুমি দেখিবে, আমার শাণিত শর নিকরে নর নাগ ও অশ্ব দেহ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং সেই সকল দেহ হইতে শোণিত স্রাব হই-তেছে। কল্য আমার গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল মন ও বায়ু তুল্য বেগশীল হইয়া সহস্র সহস্র নর নাগ ও অশ্ব সকলকে দেহ-হীন ও প্রাণ-শূন্য করি-বে। আমি যম, কুবের, বরুণ, রুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট

হইতে যে সকল ভয়ঙ্কর অস্ত্র লাভ করিয়াছি, সেই সকল দিব্যাস্ত্র যুদ্ধে কল্য মনুষ্য গণ দেখিতে পাইবে। যাঁহারা জয়দ্রথকে যুদ্ধে রক্ষা করিবেন, তুমি তাঁহাদিগের সকলেরই অস্ত্র সকল আমা কর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা নিহত হইতে দেখিবে। হে কেশব! তুমি কল্য আমার শর-বেগ-ছিন্ন রাজমস্তকে পৃথিবী সমাকীর্ণা দেখিতে পাইবে। আমি কল্য মাংসাশী জীবদিগের তৃপ্তি-সাধন করিব, শত্রুদিগকে বিদ্রাবিত করিব, সুহৃদ্গণকে আনন্দিত করিব, জয়দ্রথকে নিপাতিত করিব। সেই কুসম্বন্ধী অতি পাপাত্মা পাপ দেশীয় রাজা আমার অস্ত্রে নিহত হইয়া স্বজনদিগকে সন্তাপিত করিবে। তুমি, সকলের ক্ষীর ও অন্ন ভোজী পাপাচার জয়দ্রথকে অনুগগণের সহিত বাণ-কর্ত্তিত দেখিতে পাইবে। হে কৃষ্ণ! আমি কল্য প্রাতে এমন কার্য্য করিব, যাহাতে লোকে মনে করিবে, আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর অন্য কেহ নাই। হে নরর্ষভ! যেখানে গাণ্ডীব ধনুক, আমি যোদ্ধা এবং তুমি সারথি, সে স্থলে আমার অজেয় কি আছে? হে ভগবন্! হে হৃষীকেশ! তোমার প্রসাদে আমার রণে অসহ্য কিছুই নাই, ইহা জানিয়া তুমি আমাকে কি হেতু নিন্দা করিতেছ? হে জনার্দ্দন! যেমন চন্দ্রে নিশ্চয়ই কলঙ্ক এবং সমুদ্রে নিশ্চয়ই জল থাকে, আমার এই প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ নিশ্চয়ই সত্য জানিবে। তুমি আমার অস্ত্র সকলের অবমাননা করিও না, আমার দৃঢ় ধনুকের অবমাননা করিও না, আমার বাহু বলের অবমাননা করিও না; তুমি ধনঞ্জয়ের অবমাননা করিও না। আমি সংগ্রামে গমন করিয়া কাহারো কর্ত্তৃক পরাজিত হই না, প্রত্যুত, জয়ী হইয়াই থাকি, এই সত্য যে প্রসিদ্ধ আছে, তুমি সেই সত্য দ্বারাই জয়দ্রথকে সংগ্রামে আমা কর্ত্তৃক নিহত নিশ্চয় কর। যেমন ব্রাহ্মণে নিশ্চয়ই সত্য, সাধু ব্যক্তিতে নিশ্চয়ই নম্রতা এবং অতি দক্ষ ব্যক্তিতে নিশ্চয়ই লক্ষ্মী বিদ্যমানা থাকেন, সেই রূপ নারায়ণে নিশ্চয়ই জয় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, বাসব-নন্দন অর্জ্জুন, সাক্ষাৎ পরমাত্ম স্বরূপ প্রভু হৃষীকেশ কেশবকে ঐরূপ কহিয়া পুনরায় যত্ন-পূর্ব্বক শব্দ সহকারে বলিলেন, কৃষ্ণ! রজনী প্রভাতা হইলে আমার রথ যে প্রকার সজ্জিত হইয়া থাকে, তুমি কল্য সেই প্রকার সুসজ্জিত করিবে, কারণ, কল্য মহৎ কার্য্য উপস্থিত হইবে।

অর্জ্জুন-বাক্যে চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব ও ধনঞ্জয় উভয়ে সেই রাত্রে শোক দুঃখে আর্ত্ত হইয়া সর্প দ্বয়ের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, কোন প্রকারে নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। দেবরাজ-প্রমুখ দেব গণ নর নারায়ণকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'না জানি কি দুর্ঘটনা হইবে।' তখন কষ্ট-জনক ভয়ঙ্কর নিদারুণ রুক্ষ বায়ু বহন করিতে লাগিল; সূর্য্যমণ্ডলে কবন্ধের সহিত পরিধি দৃষ্ট, নির্ঘাত ও বিদ্যুতের সহিত শুষ্কাশনি সকল নিপতিত, শৈল বন ও উপবনের সহিত পৃথিবী কম্পিতা, এবং মকরালয় সাগর ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। নদী সকল প্রতি স্রোতে প্রবৃত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিল; মাংসাশী প্রাণীদিগের হর্ষ ও যমরাষ্ট্র-বৃদ্ধি নিমিত্ত রথ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগের বিপর্য্যয় গতি হইতে লাগিল, এবং বাহন সকল পুরীষ মূত্র পরিত্যাগ ও রোদন করিতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহীপাল! লোমহর্ষণ-কর নিদারুণ সেই সকল উৎপাত দেখিয়া এবং মহাবীর সব্যসাচীর দারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আপনকার পক্ষীয় সৈন্য সকল অতি উদ্বিগ্ন হইল।

এ দিকে ইন্দ্রনন্দন মহাবাহু অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, হে প্রভু মাধব! তোমার ভগিনী সুভদ্রা ও তাঁহার পুত্রবধূ অভিমন্যুর শোকে কাতরা হইয়া থাকিবেন, তুমি তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত কর; উপ-

যুক্ত সান্ত্ব ও প্রকৃত বাক্য দ্বারা পুত্রবধূ ও তাঁহার বয়স্যা ও পরিচারিকাদিগের শোক নিবারণ কর।

তদনন্তর, বাসুদেব অতি বিমনা হইয়া অর্জ্জুন-শিবিরে গমন-পূর্ব্বক শোক-দুঃখার্ত্তা ভগিনী সুভদ্রাকে আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়ি! তুমি কুমারের নিমিত্তে শোক করিও না, বধুকেও আশ্বাসিতা কর। হে ভীরু! কালই সমুদায় প্রাণীদিগের বিশেষত ক্ষত্রিয়-কুলজাত বীর দিগের এই গতি বিধান করিয়াছেন। পিতার তুল্য পরাক্রমশীল ত্বদীয় মহারথ পুত্রের ভাগ্যক্রমেই এতাদৃশ উপযুক্ত মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, অতএব শোক করিও না। তোমার পুত্র, ক্ষত্রিয়-বিধান ক্রমে বহু শত্রুকে পরাজয় পূর্ব্বক যম-সদনে প্রেরণ করিয়া বীর-বাঞ্ছিত গতি লাভ করিয়াছে; সে পুণ্যকৃৎ ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য সর্ব্ব-কামপ্রদ অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যয়ন ও প্রজ্ঞা দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তোমার পুত্র সেই গতি লাভ করিয়াছে। হে ভদ্রে! তুমি বীর-জননী, বীর-পত্নী, বীর-কন্যা এবং বীর-বান্ধবা; অতএব সেই পরম গতি প্রাপ্ত তনয়ের নিমিত্ত শোকার্ত্তা হইও না। হে বরারোহে! এই রজনী প্রভাতা হইলে সেই ক্ষুদ্রাশয় শিশুঘাতক পাপাত্মা সিন্ধুপতি সুহৃদ্ ও বান্ধবগণের সহিত স্বকৃত অপরাধের ফল প্রাপ্ত হইবে। সে যদি অমরাবতীতেও প্রবিষ্ট হয়, তথাপি পার্থ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। কল্য শুনিতে পাইবে, রণ স্থল হইতে তাহার মস্তক সমন্ত-পঞ্চকের বহিঃপ্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; অতএব শোক ত্যাগ কর, রোদন করিও না। আমরা এবং অন্যান্য শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়গণ যে গতি প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ করিয়া থাকি, তোমার শৌর্য্য-সম্পন্ন পুত্র অভিমন্যু ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যূঢোরস্ক মহাবাহু রথঘাতী ত্বৎপুত্র স্বর্গবাসী হইয়াছে, তজ্জন্য তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর। বীর্য্যবান্ মহারথ মহাবীর অভিমন্যু পিতৃ মাতৃ কুলের অনুগামী হইয়া সহস্র সহস্র শত্রু বিনাশ করিয়া হত হইয়াছে। হে ক্ষত্রিয়-কুল-শোভনে! হে রাজ্ঞি! তুমি শোক পরিত্যাগ কর, বধুকে সান্ত্বনা কর। কল্য অতি মহৎ প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবে, অতএব শোকের বিষয় কি? পার্থ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইবেই হইবে, কারণ তোমার পতি যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা কখন মিথ্যা হয় না। কল্য প্রভাত হইলে মনুষ্য, পন্নগ, পিশাচ, নিশাচর, পতগ, সুর ও অসুরগণও যদি রণে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করেন, তথাপি সে তো জীবিত থাকিবেই না, পরন্তু তাহার ঐ সকল রক্ষকগণও যম-ভবনে গমন করিবে।

সুভদ্রাশ্বাসে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ৭৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা কেশবের ঐ রূপ কথা শ্রবণ করিয়া পুত্র-শোকার্ত্তা সুভদ্রা অতীব দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা পুত্র! হা বৎস! আমার কি মন্দভাগ্য! তুমি পিতার সমান পরাক্রমশীল হইয়া কি প্রকারে সংগ্রাম হইতে নিধন প্রাপ্ত হইলে! বৎস! তোমার ইন্দীবর সদৃশ শ্যাম বর্ণ, সুদন্ত-শোভিত, মনোহর-লোচন-সমন্বিত সেই মুখ এক্ষণে রণ-ধূলি সমাচ্ছন্ন কি প্রকারে দেখিব! বৎস! তোমার মুখ, গ্রীবা, বাহু ও স্কন্ধ কিবা মনোহর! তোমার বক্ষস্থল কিবা বিশাল! তোমার উদর কিবা অবনত ছিল! তুমি বালক হইয়াও শূর ছিলে! তুমি কখন রণ হইতে পরাঙ্মুখ হইতে না! এইক্ষণে প্রাণীগণ তোমাকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিতেছে! হা পুত্র! তোমার চক্ষু দুইটী কি সুন্দর ছিল! তোমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই মনোজ্ঞ ছিল; এক্ষণে তোমার সেই সুন্দর শরীর অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে! প্রাণীগণ তোমাকে রণ ক্ষেত্রে

উদিত নূতন চন্দ্রের ন্যায় বিলোকন করিতেছে! যে পূর্ব্বে সুন্দর আস্তরণাচ্ছন্ন শয্যাতে সুখে শয়ন করিত, সে অদ্য শস্ত্র ক্ষত শরীরে ভূতলে কি প্রকারে শয়ন করিতেছে! যে মহাভুজ বীর পূর্ব্বে বরাঙ্গনা সঙ্গে শয়ন করিত, সে রণাঙ্গনে পতিত হইয়া অদ্য শিবাগণের নিকট কি প্রকারে শয়ন করিতেছে! পূর্ব্বে যাহাকে সুত মাগধ বন্দি গণ হৃষ্ট হইয়া স্তুতি বচনে উপাসনা করিত, অদ্য ভয়ঙ্কর ক্রব্যাদ গণ নিনাদ করিয়া তাহার উপাসনা করিতেছে! হে বিভো! পাণ্ডব গণ, বৃষ্ণিবীর গণ ও পাঞ্চাল বীর গণ তাহার সহায় থাকিতে কি প্রকারে সে হত হইল? হে পুত্র! হে অনঘ! আমি তোমাকে দেখিয়া যে, তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারি নাই! হা! মন্দভাগ্যা আমি অদ্য নিশ্চয়ই যম-সদনে গমন করিব। বৎস! তোমার বিশাল নয়ন-শোভিত সুকেশাগ্রভাগ-সংযুক্ত চারু বাক্য কথনশীল সুপরিষ্কৃত সুগন্ধি সেই মুখ খানি আমি পুনর্ব্বার কবে দেখিতে পাইব? হে বৎস! যেহেতু মন্দভাগ্যা আমি তোমারে দেখিয়া পরিতৃপ্তা হইতে পারি নাই, তুমিও তৃষিত হইয়াছ, অতএব এস এস শীঘ্র আমার ক্রোড়ে উঠিয়া দুগ্ধপূর্ণ স্তন পান কর। ভীমসেন, পার্থ, ধনুষ্মান্ বৃষ্ণি বীর সকল, পাঞ্চাল, কেকয়, চেদি, মৎস্য ও সৃঞ্জয় গণ, এই সকল বীর, যখন তোমারে রণ-গত নিরীক্ষণ করিতেও পারিলেন না, তখন ইহাঁদিগের বলে ধিক্। আজ আমি অভিমন্যুকে দেখিতে না পাইয়া শোকে ব্যাকুল-চেতনা হইয়া পৃথিবীকে যেন হত-শ্রী ও শূন্য অবলোকন করিতেছি। তুমি কৃষ্ণের ভাগিনেয়, গাণ্ডীবধন্বার পুত্র, এবং নিজে অতিরথ বীর ছিলে, এমত অবস্থায় তোমাকে কি প্রকারে রণ নিপাতিত দেখিতে পারিব! হা বীর! তুমি আমার নিকট স্বপ্নদৃষ্ট ধনের ন্যায় দৃষ্ট ও নষ্ট হইলে! হা! মানব প্রকৃতি, জল বুদ্বুদের ন্যায় চঞ্চল ও অনিত্য! হা পুত্র! তোমার এই তরুণী ভার্য্যা তোমার শোকে কাতরা হইয়াছে, ইহাকে বৎস-হীন ধেনুর ন্যায় কি প্রকারে রক্ষা করিব? হা পুত্রক! আমি ফল কালে পুত্র দর্শন নিমিত্ত সমুৎসুকা, অথচ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অকালে প্রস্থান করিলে! যখন কেশব সহায় থাকিতেও তুমি অনাথের ন্যায় সংগ্রামে হত হইলে, তখন কৃতান্তের গতি যে প্রাজ্ঞদিগেরও অতি দুর্জ্ঞেয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে পুত্রক! যাগশীল, দানশীল, কৃতাত্মা, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মচর্য্যাচারী, পুণ্যতীর্থাবগাহী, কৃতজ্ঞ, বদান্য এবং গুরু-শুশ্রূষা-রত দিগের যে গতি লাভ হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি লাভ কর। যোদ্ধা শূর গণ যুদ্ধে নিবৃত্ত না হইয়া শত্রু হনন করিয়া সংগ্রামে নিহত হইলে যে গতি প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। সহস্র গো দাতা, যজ্ঞ নিমিত্তক ধন দাতা, এবং গৃহীতার অভিমত সোপকরণ গৃহ দাতার যে শুভ গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। হে পুত্রক! যাঁহারা ব্রাহ্মণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে নিধি অর্পণ করেন, এবং যাঁহারা দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করেন, তাঁহাদিগের যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। হে পুত্রক! সংশিতব্রত মুনিরা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, এবং একপত্নীক ব্যক্তিরা যে গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। হে পুত্রক! রাজাদিগের সচ্চরিত্র দ্বারা যে শাশ্বতী গতি লাভ হইয়া থাকে, স্ব স্ব আশ্রম বিহিত ধর্ম্মনিষ্ঠ কৃতপুণ্য ব্যক্তিদিগের যে গতি লাভ হইয়া থাকে, যাঁহারা দীনের প্রতি অনুকম্পা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সতত পুত্র কলত্র ভৃত্যাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া অন্ন বস্ত্রাদি উপভোগ করেন, এবং যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত থাকেন, সেই সকল ব্যক্তিদিগের যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। হে পুত্রক! গুরু শুশ্রূষা রত ব্রতনিষ্ঠ ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের এবং যাহাদিগের গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হইয়া না যায়, তাহার দিগের

যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি লাভ কর। হে পুত্রক! ব্যসন বা অতি কষ্ট-জনক কোন বিষয় উপস্থিত হইলে শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াও যাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক আত্মাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহাদিগের যে গতি লাভ হয়, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা পিতা মাতার শুশ্রূষা সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা স্ব দারে রত থাকেন, তাঁহাদিগের যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। হে পুত্রক! যে মনস্বী পুরুষেরা ঋতু কাল মাত্রে স্ব পত্নীতে গমন করেন, এবং পর স্ত্রীতে নিবৃত্ত থাকেন, তাঁহাদিগের যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। হে পুত্রক! যাঁহারা মাৎসর্য্য-হীন হইয়া সর্ব্ব প্রাণীকে প্রিয় ভাবে দেখেন, যাঁহারা পরের মর্ম্ম-পীড়ক না হয়েন, এবং যাঁহারা ক্ষমাশীল হয়েন, তাঁহারা যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। হে পুত্রক! যাঁহারা মধু ও মাংস ভক্ষণে নিবৃত্ত, যাঁহারা মদ, দম্ভ ও মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগী, এবং যাঁহারা পরের উপতাপ প্রদানে বিরত, তাঁহাদিগের যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। হে পুত্রক! লজ্জাশীল, সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধু ব্যক্তিরা যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তোমার সেই গতি লাভ হউক।

হে নৃপাল! বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার সহিত সুভদ্রা শোককর্ষিতা হইয়া দীন ভাবে ঐ রূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে পাঞ্চালী তাঁহাদিগের নিকট সমাগতা হইলেন। তাঁহারা তিন জনেই অতি কাতরা হইয়া যথা সাধ্য রোদন ও বিলাপ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় সংজ্ঞা-হীনা হইয়া ধরাতলে পতিতা হইলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ, উদকাদি উপকরণ সামগ্রী সহিত উপস্থিত ছিলেন, তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখিতা নারীদিগকে সলিল সেচন ও তৎকালোচিত হিতকর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া মর্ম্ম ব্যথিতা অচেতন-প্রায়া রোদন-পরায়ণা কম্পমানা ভগ্নী সুভদ্রাকে এই কথা বলিলেন, হে সুভদ্রে! তুমি পুত্র নিমিত্ত শোক করিও না;—হে পাঞ্চালি! শোক ত্যাগ কর এবং উত্তরাকে আশ্বাসিতা কর;- ক্ষত্রিয় প্রবর অভিমন্যু প্রসিদ্ধ গতিই লাভ করিয়াছে। হে বরাননে! আমাদিগের কুলে অন্যান্য যে সকল মনস্বী পুরুষেরা আছেন, তাঁহারা সকলেই যেন অভিমন্যুর গতি প্রাপ্ত হয়েন। তোমার পুত্র মহাবলবান্ অভিমন্যু একাকী যাদৃশ কর্ম্ম করিয়াছে, আমাদিগের সুহৃদ্‌গণ ও আমরা সকলেই যেন যুদ্ধ ব্যাপারে তাদৃশ কর্ম্ম করিতে পারি। অরিন্দম মহাবাহু কৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রা, দ্রৌপদী এবং উত্তরাকে ঐ রূপ কথায় আশ্বাস প্রদান করিয়া পার্থের নিকট আগমন করিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর কৃষ্ণ অর্জ্জুন, বন্ধুগণ এবং অন্যান্য রাজাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহারাও সকলে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

সুভদ্রা বিলাপে ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর বিভু পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের অনুপম ভবনে প্রবেশ করিয়া আচমন-পূর্ব্বক যথা বিধি স্থণ্ডিল কল্পনা করত তদুপরি বৈদূর্য্য-সন্নিভ কুশ দ্বারা শুভ শয্যা বিস্তৃত করিলেন; পরে উত্তম উত্তম আয়ুধ সেই শয্যার সর্ব্ব দিকে রক্ষা করিয়া সুমঙ্গল জনক গন্ধ মাল্য ও লাজ দ্বারা তাহা অলঙ্কৃত করিলেন। তৎ পরে পার্থ আচমন করিলে পরিচারকেরা বিনীত হইয়া নিশা-বিহিত শৈব বলি তাঁহাদিগের সাক্ষাতে প্রস্তুত করিল। অনন্তর পার্থ প্রীতচিত্তে কৃষ্ণকে গন্ধ মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া নিশা-বিহিত সেই উপহার তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। গোবিন্দ হাস্য-বদনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! তুমি সুখে শয়ন কর; আমি তোমার কল্যাণার্থ গমন করি, এই বলিয়া

শ্রীমান্ বসুদেব-নন্দন অর্জ্জুনের শিবির দ্বারে অস্ত্রধারী রক্ষক মনুষ্য দিগকে নিযুক্ত রাখিয়া দারুক সারথি সমভিব্যাহারে স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি উপস্থিত মহৎ কার্য্য চিন্তা করত শুভ্র শয্যায় শয়ন করিলেন। বিশ্ব মধ্যে অধিপতির অধিপতি, অর্জ্জুনের প্রিয়কারী, পৃথুযশা যুক্তাত্মা পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বিষ্ণু যোগাবলম্বনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের শ্রেয়োর্থী হইয়া তাঁহার তেজোদ্যুতি বৃদ্ধি ও শোক দুঃখ বিনাশ নিমিত্তে সমুদায় বিধিমত অনুষ্ঠান করিলেন।

হে নরনাথ! সেই রাত্রিতে পাণ্ডবদিগের শিবিরে কাহারো নিদ্রাবেশ হইল না, সকলেই জাগরিত থাকিলেন। পরবীরহন্তা মহাবাহু বাসব-নন্দন গাণ্ডীবধন্বা মহাত্মা অর্জ্জুন পুত্র-শোকাভিভূত হইয়া যে সহসা সিন্ধুরাজের বধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তিনি কিপ্রকারে সফল করিবেন, সেই বিষয় তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন, বলাবলি করিতে লাগিলেন "মহাত্মা পার্থ এই দুরূহ কর্ম্ম করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন; সেই রাজা জয়দ্রথ মহাবীর্য্যবান্, অথচ অর্জ্জুন পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া মহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; আমরা প্রার্থনা করি, উনি সেই প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হউন। দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ মহাবল পরাক্রান্ত এবং সৈন্যও বহুল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তৎ সমস্তই দুর্য্যোধন জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে নিযোজিত করিয়াছেন; যাহাই হউক, ধনঞ্জয় যুদ্ধে সিন্ধুপতিকে বধ করিয়া প্রত্যাগমন করুন,—রিপু সমূহ পরাজয় করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হউন। উনি সিন্ধুরাজের বধ-সাধন করিতে না পারিলে অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, সন্দেহ নাই; কেননা উনি আপন বাক্য মিথ্যা করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কখনই জীবিত থাকিবেন না, যেহেতু তিনি অর্জ্জুনের প্রতিই সমুদায় বিজয় নির্ভর করিয়াছেন। আমরা যদি দান, হোম বা অন্য যে কোন পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহার সমুদায় ফলে সব্যসাচী শত্রু জয়ী হউন।" হে প্রভো! এই রূপে ধনঞ্জয়ের জয়াশংসার কথা বার্ত্তা বলাবলি করিতে করিতে তাঁহাদিগের মহৎ কষ্টে রজনী অতীত হইল।

সেই রাত্রির মধ্যে জনার্দ্দন কৃষ্ণ জাগরিত হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া সারথি দারুকের নিকট কহিতে লাগিলেন, হে দারুক! অর্জ্জুন পুত্রশোকার্ত্ত হইয়া "আমি কল্য জয়দ্রথকে বধ করিব" বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করেন, দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত এই রূপ মন্ত্রণা করিয়াছেন, যাহাতে যুদ্ধে পার্থ জয়দ্রথকে নিহত করিতে না পারেন। তাঁহার যে সকল অক্ষৌহিণী সেনা আছে, তাহারা সকলেই জয়দ্রথকে রক্ষা করিবে, এবং সর্ব্বাস্ত্র-বিধানজ্ঞ দ্রোণও স্বীয় পুত্রের সহিত জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। যুদ্ধে দ্রোণ যাহারে রক্ষা করেন, দৈত্য দানব মর্দ্দনকারী প্রধান বীর সহস্রাক্ষ ইন্দ্রও তাহাকে নিহত করিতে উৎসাহী হয়েন না। অতএব অর্জ্জুন সূর্য্যাস্ত কালের মধ্যে যাহাতে জয়দ্রথকে বধ করিতে পারেন, তাহা আমি কল্য করিব। আমার কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন অপেক্ষা স্ত্রী, মিত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব বা অন্য কেহ প্রিয়তম নাই। হে দারুক! আমি এই জগৎকে মুহূর্ত্ত মাত্রও অর্জ্জুন-শূন্য দেখিতে পারিব না; সেই প্রকার হইবেও না। আমি কল্য অর্জ্জুন নিমিত্ত অশ্ব হস্তী সহিত সমস্ত কুরু সৈন্য এবং কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিয়া সংহার করিব। দারুক! কল্য আমি ধনঞ্জয়ার্থে সমরে পরাক্রম প্রকাশ করিব; আমার বল বীর্য্য পরাক্রম ত্রিভুবনস্থ লোক সকল নিরীক্ষণ করিবে। কল্য সহস্র সহস্র রাজা এবং শত শত রাজপুত্র অশ্ব, হস্তী ও রথের সহিত সমর হইতে পলায়ন করিবে। তুমি দেখিবে, কল্য আমি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত সমরে সংক্রুদ্ধ হইয়া নৃপবাহিনীদিগকে চক্র দ্বারা প্রমথিত ও নিপাতিত করিব। সব্যসাচী যে আমার সুহৃদ, তাহা কল্য

দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস-প্রভৃতি সমুদায় লোকের বিদিত হইবে। যে অর্জ্জুনের দ্বেষ করে, সে আমার দ্বেষ করে; যে অর্জ্জুনের অনুগত, সে আমারও অনুগত;' এমন কি, অর্জ্জুন আমার অর্দ্ধেক শরীর জানিবে। অতএব হে সুত! তুমি এই রাত্রি প্রভাতা হইলে আমার উত্তম রথ খানি যত্ন-পূর্ব্বক যথা শাস্ত্র সজ্জিত করিয়া রাখিবে। কৌমদকী গদা, দিব্য শক্তি, চক্র, ধনুক, শর ও অন্যান্য সমস্ত উপকরণ ঐ রথে আরোপিত করিবে এবং সমরে শোভমান আমার বীর গরুড় ধ্বজের স্থান ও ছত্র রথ-নীড়ে সুসজ্জিত করিবে। হে দারুক! অনন্তর বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব, এই চারি অশ্বকে বিশ্বকর্ম্ম কৃত সূর্য্য-সম-সমুজ্জ্বল দিব্য সুবর্ণ-জালে বিভূষিত করিয়া রথে নিযোজিত করণ-পূর্ব্বক যত্নবান্ ও কবচী হইয়া থাকিবে। যখন আমার আর্ষভ স্বর-পূরিত অতি ভীষণ পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ শ্রবণ করিবে, তৎক্ষণাৎ শীঘ্র ঐ রথ লইয়া আমার নিকট আসিবে। হে দারুক! আমি এক দিবসেই পিতৃষস্রীয় ভ্রাতার ক্রোধ ও সমস্ত দুঃখ অপনীত করিব। বীভৎসু যাহাতে সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সাক্ষাতে জয়দ্রথকে নিহত করিতে পারেন, আমি সর্ব্বোপায়ে তাহার যত্ন করিব। হে সারথে! বীভৎসু যাহার যাহার বধে যত্ন করিবেন, সেই সেই ব্যক্তির প্রতি উহাঁর জয় নিশ্চয়ই হইবে, ইহা আমি আশংসা করিতেছি।

দারুক কহিলেন, হে পুরুষেন্দ্র! আপনি যাঁহার সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার পরাজয় কি হেতু হইবে? নিশ্চয়ই জয় হইবেক। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, কল্য প্রত্যূষে বিজয়ের জয় নিমিত্ত আমি সেই রূপই করিব।

কৃষ্ণ দারুক সম্ভাষণে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, এ দিকে অচিন্ত্যবিক্রম কুন্তী-পুত্র ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক জয়দ্রথ রক্ষার মন্ত্রণা স্মরণ করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা কিপ্রকারে হইবেক, ইহা ভাবিতে ভাবিতে মোহিত হইয়া নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। মহাতেজস্বী কৃষ্ণ শোকাকুল অর্জ্জুনের নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় যে অবস্থায় থাকুন, কৃষ্ণ তাঁহার নিকট উপনীত হইলে তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই ভক্তি ও প্রেম প্রযুক্ত প্রত্যুত্থান করিতে কদাচ অন্যথা করেন না। এক্ষণে তিনি স্বপ্নেও তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন, কিন্তু তৎ কালে স্বয়ং উপবেশন করিতে মানস করিলেন না। তদনন্তর মহা তেজস্বী কৃষ্ণ পার্থের অধ্যবসায় জানিতে পারিয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, পার্থ! তুমি বিষণ্ণ হইও না, যেহেতু কাল দুর্জ্জয়; কালই সমুদায় প্রাণীকে অবশ্যম্ভাবি বিধি বিষয়ে নিয়মিত করেন। হে বাগ্মিবর! তোমার কি নিমিত্ত বিষাদ, তাহা আমাকে বল, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কোন বিষয়ে কখন শোক করেন না; শোকই কার্য্য বিনাশের মূল। সংপ্রতি যে কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান কর; যেহেতু চেষ্টাহীন ব্যক্তির যে শোক, তাহাই তাহার শত্রু হইয়া থাকে। শোকান্বিত হইলে শত্রুর আনন্দ ও স্বজন বান্ধবদিগের দুঃখ জন্মে এবং আপনিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমি শোকাকুল হইও না।

অপরাজিত বিদ্বান্ অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ এই রূপ কহিলে, তিনি তখন এই অর্থবৎ কথা কহিলেন, হে কেশব! "আমি আমার পুত্রহন্তা দুরাত্মা জয়দ্রথকে কল্য বধ করিব" এই যে মহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সেই প্রতিজ্ঞা বিঘাত নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ মহারথ সকল জয়দ্রথকে পশ্চাৎ করিয়া রক্ষা করিবে। কৃষ্ণ! উহাদিগের দুর্জ্জয় একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা মধ্যে এক অক্ষৌহিণী বিনষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্ট দশ অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া

সমুদায় মহারথেরা সেই দুরাত্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে থাকিলে, আমি কি প্রকারে তাহাকে দৃষ্টিগোচর করিব? অতএব হে কেশব! আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না, প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবিত থাকিতে পারিবে? হে বীর! দুঃসাধ্য কর্ম্মে আমার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, বিশেষত এক্ষণে সবিতা শীঘ্র শীঘ্র অস্ত গমন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্তেই আমি এই রূপ বলিতেছি।

মহাতেজা পদ্ম-নয়ন গরুড়-ধ্বজ, অর্জ্জুনের শোকের বিষয় শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বমুখে অবস্থিত হইয়া আচমন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের হিত নিমিত্ত সিন্ধুরাজের বধ বিষয়ে এই কথা বলিলেন, হে পার্থ! মহেশ্বর দেব যে অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে সমুদায় দৈত্যদিগকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই পাশুপত নামক সনাতন পরমাস্ত্র যদি তোমার এই ক্ষণে বিদিত থাকে, তবে তুমি কল্য জয়দ্রথকে নিহত করিতে পারিবে; পরন্তু যদি তোমার তাহা অবিদিত থাকে, তাহা হইলে তুমি মনে মনে বৃষভধ্বজ মহাদেবকে চিন্তা কর। হে ধনঞ্জয়! তুমি ভক্তি-পূর্ব্বক সেই মহেশ্বরকে ধ্যান করত জপ করিতে থাক, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে তুমি সেই মহৎ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে।

ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া ভূমিতে সমাসীন হইয়া আচমন-পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে মহাদেবকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্জ্জুন সমাহিত হইয়া আকাশে আপনাকে কৃষ্ণের সহিত দর্শন করত গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত ও সিদ্ধ চারণ গণ সেবিত হিমবান্ পর্ব্বতের পুণ্য প্রত্যন্ত গিরি ও মণিমান্ পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তিনি কেশব কর্ত্তৃক দক্ষিণ হস্তে গৃহীত হইয়া তাঁহার সহিত বায়ু-বেগগতি ক্রমে আকাশে গমন করিতে লাগিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা উত্তর দিকে অদ্ভুত দর্শন বহুবিধ ভাব দেখিতে দেখিতে গমন করত শ্বেত পর্ব্বত অবলোকন করিলেন। অনন্তর কুবেরের বিহার স্থান বহু জল-সম্পন্না সর্ব্বদা পুষ্প ফল সংযুক্ত বৃক্ষে সমন্বিতা স্ফটিক সদৃশী সিংহ ব্যাঘ্র সমাকীর্ণা নানা মৃগসমাকুলা স্থানে স্থানে পুণ্যাশ্রম শোভিতা মনোহর বিহঙ্গকুল সেবিতা পদ্ম-ভূষিতা রমণীয়া নলিনী গঙ্গা দেখিতে পাইলেন। তৎ পরে স্বর্ণ রূপ্য ময় শৃঙ্গনিবহে শোভমান পুষ্পিত মন্দার বৃক্ষে উপশোভিত মন্দর গিরির প্রদেশ সকল তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তদনন্তর তিনি স্নিগ্ধ অঞ্জনরাশি-সম কালপর্ব্বত, ব্রহ্মতুঙ্গ, অন্যান্য নদী এবং জনপদ সকল দেখিতে পাইলেন, এবং সুশৃঙ্গ সংযুক্ত শত শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বত, শর্যাতি বন, পুণ্য অশ্ব শিরঃ স্থান, আথর্ব্বণের স্থান, এবং অপ্সরা ও কিন্নরগণে উপশোভিত শৈলশ্রেষ্ঠ বৃষদংশ ও মহামন্দর দৃষ্টিগোচর করিলেন। কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুন সেই পর্ব্বতে গমন করিতে লাগিলেন। তথায় গমন করিতে করিতে শুভ প্রস্রবণ সংযুক্তা হেমধাতু বিভূষিতা চন্দ্ররশ্মি-সমুজ্জ্বলাঙ্গী পুর স্বরূপ মাল্যে বিভূষিতা পৃথিবী এবং বহুল রত্নাদির আকর অদ্ভুতাকার সমুদ্র সকল দর্শন করিলেন। পরে নিক্ষিপ্ত বাণ বেগের ন্যায় বেগে কৃষ্ণ সহিত পার্থ বিস্মিত হইয়া অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশে গমন করিলেন। তথায় গ্রহ, নক্ষত্র, সোম, সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য সমুজ্জ্বল দীপ্তিমান্ এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। সেই পর্ব্বতে গমন করিয়া দেখিলেন, শৈলের অগ্রভাগে অবস্থিত তপোনিরত মহাত্মা বৃষধ্বজ মহাদেব উপবিষ্ট আছেন। শূলধারী জটিল শুভ্রবর্ণ সেই ভগবান্ মহেশ্বর স্বীয় তেজে সহস্র সহস্র সূর্য্যের সমান প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার পরিধান বল্কল ও অজিন, এবং তাঁহার অঙ্গ সহস্র সহস্র চক্ষু দ্বারা বিচিত্র রূপ হইয়াছে। সেই মহাতেজস্বী পার্ব্বতীর সহিত বিরাজ করিতেছেন। বল্গিত আস্ফোটিত ও উৎকৃষ্ট এবং গীত বাদ্য ধ্বনি সহকারে হাস্য লাস্য সমন্বিত ভাস্বর ভূত-সঙ্ঘ তাঁহার সমন্তাৎ পরিবেষ্টিত

রহিয়াছে। পুণ্য গন্ধ সমূহে তিনি শোভমান হইয়াছেন, এবং ব্রহ্মবাদী মুনিগণ দিব্য স্তব দ্বারা সেই ধনুর্দ্ধর অচ্যুত দেব-দেব সর্ব্ব ভূতের রক্ষিতা মহেশ্বরের স্তব করিতেছেন। পার্থের সহিত ধর্ম্মাত্মা বসুদেব-পুত্র তাঁহারে দর্শন করিয়া ভূতলে মস্তক অবনত করত প্রণাম করিলেন, এবং সেই লোকাদি, বিশ্বকর্ম্মা, জন্ম রহিত, ঈশান, অব্যয়, মনের পরম উৎপত্তি স্থান, আকাশ স্বরূপ, বায়ু স্বরূপ, জ্যোতির নিধি, বারিধারার স্রষ্টা, পৃথিবীর পরম প্রকৃতি, দেব দানব যক্ষ মানবদিগের সাধন, যোগগম্য পরব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞদিগের নিধি রূপে দৃষ্ট, চরাচরের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা, কাল স্বরূপ কোপ বিশিষ্ট, মহাত্মা, শক্র ও সূর্য্যের গুণ প্রকাশক দেবেশ্বর বৃষধ্বজকে বাক্য, মন ও বুদ্ধি দ্বারা স্তুতি-পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সূক্ষ্ম অধ্যাত্মপদৈষী হইয়া যাঁহারে ধ্যান করেন, কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে সেই অজ ভব কারণাত্মা মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। অর্জ্জুনও তাঁহাকে সর্ব্বভূতের আদি এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের উৎপাদক জানিয়া ভূয়োভূয় অভিবন্দন করিলেন।

তদনন্তর সেই সর্ব্ব দেব, নর নারায়ণ উভয়কে সমাগত দেখিয়া সুপ্রসন্ন মনে হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ দ্বয়! তোমাদিগের শুভাগমন হইয়াছে, তোমাদিগের শ্রান্তি দূর হউক, তোমরা গাত্রোত্থান কর। হে বীর দ্বয়! তোমাদিগের মনে কি অভিলাষ, তাহা শীঘ্র ব্যক্ত কর; তোমরা যে কার্য্য নিমিত্ত আসিয়াছ, তাহা আমি সিদ্ধ করিব,—তোমাদিগের আত্ম-শ্রেয়স্কর যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহা আমি প্রদান করিব।

তদনন্তর অনিন্দিত মহামতি বাসুদেব ও অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক দিব্য স্তুতি-বচনে এই রূপ স্তব করিতে লাগিলেন। হে প্রভো! তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, নিত্য, উগ্র এবং কপর্দ্দী, তোমাকে নমস্কার; তুমি মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্ত, ঈশান, ভগনামক দেবের নিহন্তা, এবং অন্ধকাসুরের সংহারক, তোমাকে নমস্কার; তুমি কুমার-পিতা, নীলগ্রীব, বেধা, পিনাকী, হবির্দানের যোগ্যপাত্র, সত্য এবং সর্ব্বদা বিভু, তোমাকে নমস্কার; তুমি বিশেষ রূপে লোহিতাঙ্গ, ধূম্ররূপ, ব্যাধরূপ, অনপরাজিত, নীলচূড়, শূলী, এবং দিব্য চক্ষু, তোমাকে নমস্কার; তুমি হর্ত্তা, গোপ্তা, ত্রিনেত্র, ব্যাধিরূপ, বসুরেতা, অচিন্ত্য, অম্বিকাপতি এবং সর্ব্ব দেব স্তুত, তোমাকে নমস্কার; তুমি বৃষধ্বজ, পিঙ্গ, জটী, ব্রহ্মচারী, সলিলে তপস্যাকারী, ব্রহ্মণ্য এবং অজিত, তোমাকে নমস্কার; তুমি বিশ্বাত্মা, বিশ্ব স্রষ্টা অথচ বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি কর; তুমি সেব্য, এবং ভূতগণের সদা প্রভু, তোমাকে নমস্কার তোমাকে নমস্কার। হে শিব! তুমি বেদমুখ, সর্ব্ব, শঙ্কর, বাচস্পতি এবং প্রজাপতি, তোমাকে নমস্কার; তুমি বিশ্বপতি, মহৎ গণের পতি ও সহস্র শিরা, তোমার ক্রোধে সহস্র সহস্র জীবের সংহার হয় এবং তুমি সহস্র নেত্র ও সহস্র পাদ, তোমাকে নমস্কার; হে প্রভো! তুমি অসংখ্যেয় কর্ম্মা, হিরণ্য বর্ণ, হিরণ্য কবচ এবং নিত্য ভক্তানুকম্পী, তুমি আমাদিগের উভয়ের প্রার্থনা সিদ্ধ কর।

সঞ্জয় কহিলেন, বাসুদেব ও অর্জ্জুন তৎ কালে অস্ত্র উপলব্ধি নিমিত্তে ভব মহাদেবকে ঐ রূপে স্তব করিয়া প্রসন্ন করিলেন।

অর্জ্জুন স্বপ্ন দর্শনে অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন প্রীত চিত্তে প্রফুল্ল নয়নে তেজের সমস্ত নিধি স্বরূপ বৃষধ্বজ মহাদেবকে দর্শন করিলেন, এবং সেই অবশ্যামুষ্ঠেয় নিশাবিহিত আত্মকৃত যে উপহার কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা ত্র্যম্বক সকাশে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি শঙ্কর ও কৃষ্ণকে মনে

মনে পূজা করিয়া শঙ্করকে বলিলেন, আমি দিব্য অস্ত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি। প্রভু মহাদেব অর্জ্জুনের বর প্রার্থনার কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কৃষ্ণার্জ্জুনকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ দ্বয়! তোমাদিগের আগমন শুভ হইয়াছে, তোমাদিগের মনোভিলাষ জ্ঞাত হইলাম, তোমরা যে অভিলাষে আসিয়াছ, তাহা আমি প্রদান করিতেছি। হে শত্রুসূদন দ্বয়! ঐ নিকটে অমৃতময় দিব্য সরোবর আছে; ঐ সরোবরে দিব্য ধনুক ও শর পূর্ব্ব হইতে নিহিত রহিয়াছে; সেই দিব্যাস্ত্র দ্বারা আমি দেব শত্রু দৈত্যদিগকে যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছি; তোমরা সেই শর ও শরাসন ঐ সরোবর হইতে আনয়ন কর।

কৃষ্ণার্জ্জুন দুই বীর 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া ভগবান্ দেব দেবের পারিষদ গণের সহিত, দিব্যাশ্চর্য্য বস্তু সমাবৃত সেই দিব্য সরোবরে অস্ত্র নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। বৃষধ্বজ দেবদেব, সর্ব্বার্থ-সাধন যে পুণ্য সরোবর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, নর নারায়ণ দুই ঋষি অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তথায় গমন করিলেন। তাঁহারা সূর্য্যমণ্ডল-সন্নিভ সেই সরোবরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, জল মধ্যে ভয়ানক দুই নাগ রহিয়াছে। ঐ দুই নাগের সহস্র করিয়া মস্তক; উহারা অগ্নি সম তেজঃ সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ; এবং বিশাল জ্বালা বমন করিতেছে। তদনন্তর বেদজ্ঞ কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে আচমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তৎ সমীপে দণ্ডায়মান ও সর্ব্বাত্ম ভাবে অপ্রমেয় বৃষধ্বজ ভব দেবের শরণাপন্ন হইয়া প্রণতি-পূর্ব্বক শতরুদ্রিয় শ্রুতি পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎ পরে সেই দুই মহা সর্প রুদ্র মাহাত্ম্য প্রযুক্ত স্ব স্ব রূপ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুবিনাশক ধনুর্ব্বাণ রূপ হইল। মহাত্মা কৃষ্ণার্জ্জুন সেই সুপ্রভ ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া মহাত্মা ভগবান্ বৃষধ্বজের নিকট দিলেন। তৎ কালে পিঙ্গল-লোচন, নীল-লোহিত বর্ণ, তপস্যার আধার স্বরূপ এক ব্রহ্মচারী বলবান্ পুরুষ বৃষভধ্বজের পার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়া সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি বামপাদ অগ্রে করিয়া আকুঞ্চিত ও দক্ষিণ পাদ পশ্চাৎ প্রসারণ করিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত করত সমাহিত ও দণ্ডায়মান হইয়া সেই শরাসন যথা বিধি আকর্ষণ করিলেন। তৎ কালে অচিন্ত্য-বিক্রম অর্জ্জুন, যে প্রকারে মৌর্ব্বী আকর্ষণ, যে রূপে মুষ্টি দ্বারা শরাসন ধারণ এবং যে রূপে পাদ সংস্থাপন করিয়া দাঁড়াইতে হয়, তৎ সমস্ত দেখিয়া এবং শিবোক্ত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। সেই অতি বলবান্ বীর প্রভু ব্রহ্মচারী সেই বাণ সেই সরোবরেই মোচন করিলেন, অনন্তর সেই শরাসনও পুনর্ব্বার সেই সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর স্মরণ-শক্তিমান্ অর্জ্জুন মহাদেবকে প্রসন্ন জানিয়া, "অরণ্যে শঙ্কর যে আমাকে দর্শন ও বর দিয়াছিলেন, তাহা আমার সুসিদ্ধ হউক" বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভব দেব তাঁহার মনোভীষ্ট জানিতে পারিয়া ভীষণ পাশুপত অস্ত্র ও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইবার বর প্রদান করিলেন। দিব্য পাশুপত অস্ত্র ঈশ্বর ভবের নিকট হইতে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনের লোমাঞ্চ হইল। অনন্তর তিনি আপনাকে কৃতকার্য্য বলিয়া মনে করিলেন। মহা অসুর-বিনাশী ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেমন মহেশ্বরের অনুমতি লইয়া জম্ভাসুরের বধাভিলাষে গমন করিয়াছিলেন, সেই রূপ কৃষ্ণার্জ্জুন দুই বীর সংহৃষ্ট চিত্তে মহেশ্বরকে বন্দনা করিয়া তৎ ক্ষণাৎ তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক পরম প্রমুদিত হইয়া শিবিরে গমন করিলেন।

পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্তি প্রকরণে একোনাশীতি
তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপাল! কৃষ্ণ ও দারুকের সেই রূপ কথোপকথন হইতে হইতে রজনী প্রভাতা হইল; রাজা যুধিষ্ঠির নিদ্রা হইতে প্রবোধিত হই-

লেন। তখন পাণি স্বনিক—করতল ধ্বনি তাল মিশ্রিত গীত গায়ক, মাগধ—বংশ কীর্ত্তনকারী, মাধুপর্কিক—মধুপর্ক প্রদান সময়ে স্তুতি গায়ক, বৈতালিক—রাজাদিগকে জাগরণ করাইবার সময় প্রাতঃকালের স্তুতিপাঠক ও সুত—পুরাণবক্তা, ইহারা পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে স্তব করিতে লাগিল। গায়ক ও নর্ত্তক গণ রাগরাগিণী মিশ্রিত মধুর স্বরে কুরুবংশের স্তুতি-সূচক গান ও নৃত্য করিতে লাগিল। বাদ্যদক্ষ সুশিক্ষিত বাদ্যকর গণ সুসংহৃষ্ট হইয়া মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, ভেরী, পাব, আনক, গোমুখ, আড়ম্বর, শঙ্খ, মহাস্বন দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র বাদিত করিতে লাগিল। সেই মেঘ গর্জ্জন সম মহা নির্ঘোষ, গগণ স্পর্শ করিতে থাকিল; তাহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইলেন।

তিনি মহার্হ শয্যায় সুখে নিদ্রিত ছিলেন, জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আবশ্যক কার্য্য নিমিত্ত স্নানাগারে গমন করিলেন। তদনন্তর শুক্ল বসন-পরিধায়ী পবিত্র-বেশ অষ্টোত্তর শত জন স্নাপক যুবা পুরুষ জলপূর্ণ কাঞ্চন ময় বহু কুম্ভ লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্নান করাইতে সমুপস্থিত হইল। পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির লঘু বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া চন্দন সংযুক্ত অভিমন্ত্রিত সলিলে স্নান করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষিত বলবান্ ভৃত্যেরা কাষায় দ্রব্য দ্বারা তাঁহার গাত্রের মলাপনয়ন-পূর্ব্বক সুবাসিত সুগন্ধি জলে গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিল। অনন্তর সেই মহাভুজ মহারাজ জল-শোষণার্থ মস্তকে রাজহংস সন্নিভ শুভ্র উষ্ণীষ শিথিল রূপে অর্পণ-পূর্ব্বক বেষ্টন করিলেন, এবং মনোহর চন্দনে অঙ্গ উপলেপন এবং সুখসেব্য বসন ও মাল্য পরিধান করিয়া প্রাঙ্মুখ ও প্রাঞ্জলি হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক সাধুদিগের আচরিত আহ্নিক কৃত্য অনুষ্ঠান করত জপ্য মন্ত্র জপ করিলেন। তৎ পরে প্রদীপ্ত অগ্নিহোত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় মন্ত্রপূত আহুতি ও সপবিত্র সমিধ্ প্রদান দ্বারা হুতাশনের অর্চনা করিয়া সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পুরুষ-প্রধান মহারাজ যুধিষ্ঠির তদনন্তর দ্বিতীয় কক্ষায় গমন করিয়া দেখিলেন, সেখানে সহস্র অনুচর সহিত বেদজ্ঞ, বৃদ্ধ, দমগুণ-সম্পন্ন, বেদব্রতস্নাত ও অবভৃথ স্নাত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সকল এবং তদ্ভিন্ন অষ্টাধিক সহস্র পুরবাসী ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন। মহাভুজ মহারাজ ধর্ম্মরাজ সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে অক্ষত, পুষ্প, মধু, ঘৃত ও সুমঙ্গল অভীষ্ট ফল দ্বারা মঙ্গল বাচন করাইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ, নিষ্ক, অলঙ্কার-ভূষিত এক এক শত অশ্ব, এবং কতক গুলি হেমশৃঙ্গ ও রৌপ্য খুর যুক্তা সবৎসা কপিলা দোগ্ধ্রী গবী অভিলষিত দক্ষিণা সহকারে প্রদান করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর স্বস্তিক, বর্দ্ধমান, নন্দ্যাবর্ত্ত, কাঞ্চন, মাল্য, জলপূর্ণ কুম্ভ, প্রজ্বলিত অগ্নি, পরিপূর্ণ অক্ষত পাত্র, রুচক, রোচনা, সুন্দর অলঙ্কৃতা শুভলক্ষণ-সম্পন্না কন্যাগণ, দধি, ঘৃত, মধু, উদক ও মঙ্গল-সূচক পক্ষি সকল, এই সমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য পূজিত বস্তু সকল দর্শন ও স্পর্শন করিয়া বহিঃ কক্ষায় আগমন করিলেন। সেই মহাবাহু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র পরিচারকেরা বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত মুক্তা বৈদুর্য্যমণ্ডিত উৎকৃষ্ট আস্তরণাস্তীর্ণ উত্তরচ্ছদ সমন্বিত সমৃদ্ধি বিশিষ্ট সর্ব্বতোভদ্র দিব্য সিংহাসন প্রদান করিল। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ সিংহাসনে সমুপবিষ্ট হইলে ভৃত্যগণ মহামূল্য শুভ্র ভূষণ সকল তাঁহার যথাযোগ্য অঙ্গে পরিধান করাইয়া দিল। মহারাজ! কুন্তীপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠির মুক্তাভরণাদি দ্বারা বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইলে তাঁহার রূপ সৌষ্ঠব শত্রুদিগের শোকবর্দ্ধন হইয়া উঠিল। ভৃত্যগণ তাঁহারে হেমদণ্ড শোভিত চন্দ্ররশ্মি প্রভ পাণ্ডুর বর্ণ চামর ব্যজন করিতে লাগিল; দোধুয়মান শুভ্র চামরান্দোলনে তিনি সবিদ্যুৎ মে-

ঘের ন্যায় শোভমান হইলেন। সুতগণ তাঁহার স্তব, বন্দীগণ তাঁহার বন্দনা, এবং গন্ধর্ব্ব সদৃশ গায়কগণ তাঁহার স্তুতি-সূচক গান করিতে লাগিল।

অনন্তর মুহূর্ত্ত কাল পরে দন্তিগণের মহা শব্দ, রথিগণের নেমি নির্ঘোষ, অশ্বগণের খুরধ্বনি প্রভৃতি মহা শব্দ সমুত্থিত হইল। গজ ঘণ্টার রব, শঙ্খ ধ্বনি ও নরগণের পদ শব্দে মেদিনী যেন কম্পিতা হইতে লাগিল। অনন্তর কুণ্ডলধারী সন্নদ্ধ-কবচ বদ্ধ-নিস্ত্রিংশ এক যুবা দৌবারিক সর্ব্ব সাধারণের অগম্য সেই রাজসভায় আসিয়া জানু দ্বয়ে ভূতল স্পর্শপূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া বন্দনীয় পৃথ্বীপতি মহাত্মা ধর্ম্মপুত্রকে অবনত মস্তকে বন্দনা করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহারাজ! হৃষীকেশ সমাগত হইয়াছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির মাধবের নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন, মাধবকে স্বাগত সম্ভাষণের সহিত পরমোৎকৃষ্ট অর্ঘ্য ও আসন প্রদান কর। তদনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির বৃষ্ণি-নন্দন কৃষ্ণকে সমীপে আনয়ন-পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির সজ্জায় অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির পরম প্রীত হইয়া দেবকীসুত জনার্দ্দনকে প্রতিনন্দিত করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! তোমার সুখে রজনী যাপন হইয়াছে তো? তোমার সমস্ত বিষয়ক জ্ঞান প্রসন্ন আছে তো? অনন্তর বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে তদুপযুক্ত কথা জিজ্ঞাসা বাদ করিতে লাগিলেন। উহাঁরা উভয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সারথি আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! প্রকৃতিবর্গ সকলে আগমন করিয়াছেন। অনন্তর সারথি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করাইতে লাগিল। বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়াধিপ, কৌরব্য যুযুৎসু, পাঞ্চাল্য উত্তমৌজা ও যুধামন্যু, দ্রৌপদী-পুত্র সকল, এবং অন্যান্য বহুল ক্ষত্রিয় রাজাজ্ঞানুসারে সারথি কর্ত্তৃক প্রবেশিত ও তথায় উপস্থিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ শুভাসনে উপবেশন করিলেন। মহাবলশালী মহাতেজস্বী মহাত্মা কৃষ্ণ ও যুযুধান দুই বীর একাসনে উপবেশন করিলেন।

তৎ পরে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের সাক্ষাতে পুণ্ডরীক-লোচন মধুসূদনকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! যেমন দেবগণ এক মাত্র দেবরাজ সহস্র লোচনকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, আমরাও এক মাত্র তোমাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে জয় ও শাশ্বত সুখ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। তুমি কৌরবদিগের রাজ্য বিনাশ, শত্রু বিদ্রোহ ও তৎ সংসৃষ্ট বিবিধ ক্লেশ অবগত আছ। হে সর্ব্বেশ! হে মধুসূদন! হে ভক্তবৎসল! আমাদিগের সকলের সুখ তোমারই নিতান্ত আয়ত্ত, তুমিই আমাদিগের সর্ব্ব বিষয়ে উপায় স্বরূপ। হে বার্ষ্ণেয়! যাহাতে তোমার প্রতি আমার মন থাকে, তাহা কর, এবং যাহাতে অর্জ্জুনের চিকীর্ষিত প্রতিজ্ঞাকার্য্য সত্য হয়, তাহার বিধান কর। হে মাধব! আমরা এই দুঃখামর্ষ মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইবার কামনা করিতেছি, তুমি প্লব স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে ইহার পারে উত্তীর্ণ কর। হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ স্থলে সারথি যত্নবান্ হইয়া যে রূপ করিতে পারে, রিপু বধোদ্যত রথী সে রূপ করিতে পারে না। হে মহাবাহু জনার্দ্দন! তুমি যেমন বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া থাক, সেই রূপ আমাদিগকেও এই আপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিতে মনোযোগী হও। হে শঙ্খ চক্র গদা ধর! আমরা সংপ্রতি এই নৌকা-হীন অগাধ কুরুসাগরে

মগ্ন হইয়াছি, তুমি নৌকা স্বরূপ হইয়া ইহা হইতে আমাদিগকে উত্তীর্ণ কর। হে দেব দেবেশ! হে সনাতন! হে বিশ্ব সংহার! হে বিষ্ণো! হে জিষ্ণো! হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। দেবর্ষি নারদ তোমাকে পুরাতন ঋষি সত্তম, শার্ঙ্গী ও বরদ দেব নারায়ণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন; হে মাধব! সেই নারদ বাক্য তুমি সত্য কর।

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীক-লোচন কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক রাজসভায় এই রূপ অভিহিত হইয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, পৃথা-পুত্র ধনঞ্জয়ের সদৃশ ধনুর্দ্ধর কেহ অমর লোক প্রভৃতি কোন লোকে নাই। উনি বীর্য্যবান্, অস্ত্রকুশল, মহাবলপরাক্রান্ত, সর্ব্ব কালেই যুদ্ধশৌণ্ড, মনুষ্য মধ্যে পরম তেজস্বী, ক্রোধী, যুবা, বৃষভস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, মহাবলবান্, মহা সিংহ সম গতিমান্ এবং শ্রীমান্; উনি অবশ্যই আপনার রিপুদিগকে বিনাশ করিবেন। উনি যাহাতে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের সৈন্য সকল অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে পারেন, আমিও তাহা করিব। অদ্য অর্জ্জুন সেই ক্ষুদ্রাশয় পাপকর্ম্মা অভিমন্যু ঘাতী জয়দ্রথকে বাণে বাণে অদৃশ্যপথে নিক্ষেপ করিবেন। গৃধ্র, শ্যেন, বৃক, শৃগাল ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী গণ অদ্য তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। মহারাজ! যদি ইন্দ্র সহিত সমুদায় দেবগণও তাহাকে রক্ষা করেন, তথাপি সে অদ্য যুদ্ধে নিহত হইয়া যমরাজের রাজধানী গমন করিবে। হে রাজন্! জিষ্ণু, অদ্য সিন্ধুপতিকে সংহার করিয়া তোমার সকাশে আগমন করিবেন, তুমি সমৃদ্ধি পুরস্কৃত হইয়া শোক ও চিন্তা পরিত্যাগ কর।

যুধিষ্ঠিরাশ্বাসে একাশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮১॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! তাঁহারা পরস্পর ঐ রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধনঞ্জয় সুহৃদ্গণের সহিত ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তথায় উপনীত হইলেন। তিনি সেই সুসজ্জিত কক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়া ভরতকুলেন্দ্র রাজাকে অভিবাদন করিয়া অগ্রে দণ্ডায়মান হইলে, রাজা গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বাহু দ্বারা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পরম শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত হাস্য বদনে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার কান্তি যে প্রকার দেখিতেছি, এবং জনার্দ্দনকেও যে রূপ প্রসন্ন দেখিতেছি, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সংগ্রামে তোমার নিশ্চয়ই মহান্ বিজয় হইবে।

তদনন্তর জিষ্ণু কহিলেন, মহারাজ! আপনকার শুভ হউক, আমি কেশবের প্রসাদে মহৎ উৎকৃষ্ট এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, এই বলিয়া তিনি সুহৃদ্গণের আশ্বাসার্থ, রাত্রে যে প্রকার স্বপ্ন দর্শন ও তাহাতে যে রূপে মহাদেব ত্র্যম্বকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বী ক্রমে ব্যক্ত করিলেন। পরে তত্রস্থ সকলে অতি বিস্মিত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া মস্তক দ্বারা অবনি স্পর্শ-পূর্ব্বক মহাদেব বৃষাঙ্ককে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর সমস্ত সুহৃদ্গণ ধর্ম্ম-সুত রাজার অনুজ্ঞা ক্রমে সত্বর ও অতি সংরব্ধ হইয়া হর্ষ সহকারে যুদ্ধার্থে নির্গত হইলেন। যুযুধান, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রাজাকে অভিবাদন করিয়া প্রহৃষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠির সদন হইতে যাত্রা করিলেন। দুর্দ্ধর্ষনীয় যুযুধান ও জনার্দ্দন দুই বীর এক রথে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনশিবিরে গমন করিলেন। হৃষীকেশ সেখানে উপনীত হইয়া রথিবর অর্জ্জুনের বানরবর ধ্বজ শোভিত রথ, সারথির ন্যায়, সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। মেঘ গর্জ্জন নির্ঘোষ তপ্তকাঞ্চন সুপ্রভ সেই উৎকৃষ্ট রথ খানি সজ্জিত হইয়া শিশু সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তৎ পরে পুরুষশার্দ্দূল কৃষ্ণ আপনিও সজ্জিত হইয়া রথ সজ্জিত হওয়ার সংবাদ

কৃতাহ্নিক অর্জ্জুনকে জ্ঞাপন করিলেন। কিরীটালঙ্কৃত, স্বর্ণ বর্ম্ম পরিধারী, ধনুর্ব্বাণ ধারী, নর প্রবর শ্রীমান্ অর্জ্জুন সেই রথ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিদ্যাবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ক্রিয়াবান্ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা মহারথ তেজস্বী অর্জ্জুনের প্রতি জয়াশীঃ প্রয়োগ করিতে থাকিলে, তিনি জয় জনক সাংগ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত সেই রথে, ভাস্কর যেমন উদয় গিরিতে আরোহণ করেন, সেই রূপ আরোহণ করিলেন। কাঞ্চন-বর্ম্মাবৃত দীপ্তিমান্ সেই রথি প্রধান কাঞ্চনময় পরিষ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া, যেমন দিবাকর মেরু গিরিতে প্রতিভাত হয়েন, সেই রূপ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। যুযুধান ও জনার্দ্দন অর্জ্জুনের রথে আরোহণ করিলেন। শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে সমাগত ইন্দ্রের সমীপে অশ্বিনীকুমার দ্বয় যেমন শোভা পাইয়াছিলেন, সেই রূপ যুযুধান ও কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সমীপে শোভা পাইতে লাগিলেন। যেমন মাতলি বৃত্রাসুর হননে গমনকারী ইন্দ্রের রথে অশ্ব রশ্মি ধারণ করেন, সেই রূপ রশ্মিধারি প্রধান গোবিন্দ অর্জ্জুনের রথে অশ্ব রশ্মি ধারণ করিলেন। যেমন তমোহন্তা শশী বুধ ও শুক্র গ্রহ সমীপে শোভমান হয়েন, অর্জ্জুন, সাত্যকি ও কৃষ্ণের সহিত রথস্থ হইয়া সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং যে প্রকার বরুণ ও সূর্য্যের সহিত দেবরাজ তারকাময় যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, সেই রূপ শত্রু সমুহ ঘাতী অর্জ্জুন সিন্ধুপতির বধাভিলাষে যাত্রা করিলেন। তৎ কালে বাদ্যকরেরা নানা বিধ বাদ্যধ্বনি এবং সুত ও মাগধ গণ শুভ সূচক মঙ্গলকর স্তুতি পাঠ দ্বারা অর্জ্জুনের স্তব করিতে লাগিল। সুত মাগধগণের জয়াশীর্ব্বাদ ও পুণ্যাহ বাচনের ধ্বনি, বাদিত্র নির্ঘোষের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদিগের সন্তোষকর হইল। বায়ু পুণ্য গন্ধ বহন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের অনুগামী ও শিব সূচক হইয়া তাঁহার হর্ষোৎপাদন ও শত্রুদিগকে শোষণ করত প্রবাত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই সময়ে পাণ্ডবদিগের বিজয় নিমিত্ত নানা বিধ শুভ সূচক নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইল, এবং আপনকার পক্ষ দিগের তাহার বিপরীত অশুভ নিমিত্ত সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অর্জ্জুন বিজয় বিষয়ক অনুকূল নিমিত্ত সকল দেখিয়া মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে কহিলেন, হে শিনিবংশাগ্রগণ্য যুযুধান! অদ্য যে রূপ নিমিত্ত সকল দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, অদ্য যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমার জয় হইবে। সিন্ধুপতি যম লোক গমনেচ্ছু হইয়া যেখানে থাকিয়া আমার বল বীর্য্য প্রতীক্ষা করিতেছে, আমি সেই খানে গমন করিতেছি। যেমন সিন্ধুপতিকে বধ করা আমার মহৎ কার্য্য, সেই রূপ ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাও মহৎ কার্য্য; অতএব হে মহাবাহু! তুমি অদ্য রাজা ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবে। যেমন আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতাম, সেই রূপ তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিবে। তুমি সংগ্রামে বাসুদেবের সমান; যুদ্ধে তোমাকে পরাজয় করিতে পারে, আমি এমন কাহাকেও দেখি না; স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে পরাস্ত করিতে পারেন না। হে নরর্ষভ! আমি তোমার প্রতি কিম্বা প্রদ্যুম্নের প্রতি এই ভারার্পণ করিয়া বিশ্বস্ত চিত্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া সিন্ধুপতির বধ সাধনে গমন করিতে পারি। হে সাত্বত! তুমি আমার নিমিত্তে কোন প্রকারে চিন্তা করিও না, রাজাকেই সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিও।

পরবীরহন্তা সাত্যকি এই রূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আদেশিত হইয়া তথা বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠির সন্নিধানে গমন করিলেন।

অর্জ্জুন বাক্যে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ও প্রতিজ্ঞা প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

জয়দ্রথ বধ প্রকরণ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অভিমন্যু নিহত হইলে শোক দুঃখ সমন্বিত পাণ্ডবেরা রাত্রি প্রভাতা হইলে

কি কার্য্য করিল? এবং মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? মদীয় কুরু যোদ্ধা গণ সব্যসাচীর বল বিক্রম জানিয়া শুনিয়া তাহার নিকট অপরাধ করিয়া কি প্রকারে নির্ভয় হইল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। পুত্রশোকে অভিসন্তপ্ত অন্তকারী ক্রুদ্ধ যম সদৃশ সমাগত সেই পুরুষব্যাঘ্রকে তাহারা কি প্রকারে যুদ্ধ স্থলে বিলোকন করিতে পারিল? পুত্র-শোকার্ত্ত কপিরাজ ধ্বজ অর্জ্জুনকে মহৎ শরাসন প্রকম্পিত করিতে দেখিয়া তাহারা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয়! সংগ্রামে দুর্য্যোধনের পক্ষে কি ঘটনা হইয়াছে? অদ্য আর কোন হর্ষ ধ্বনি আমার শ্রুতি গোচর হইতেছে না, প্রত্যুত, বিলাপ ধ্বনিই শ্রুত হইতেছে। জয়দ্রথের শিবিরে পূর্ব্বে শ্রুতিসুখকর মনোহর যে সকল শব্দ হইত, সে সকল শব্দ এক্ষণে শুনিতেছি না। আমার পুত্রদিগের শিবিরেও স্তুতি পাঠক সূত মাগধ বন্দী ও নর্ত্তকদিগের কোন শব্দ অদ্য শুনিতে পাই না। যাহাদিগের শব্দ আমার কর্ণকুহরে পুনঃপুন প্রবিষ্ট হইত, এই ক্ষণে তাহারা দীন ভাবাপন্ন হওয়াতে তাহাদিগের কোন শব্দই আমার শ্রুতি গোচর হইতেছে না। বৎস সঞ্জয়! পূর্ব্বে আমি সমাসীন হইয়া সত্যধৃতি সোমদত্তের শিবির হইতে মনোহর শব্দ শুনিতাম, কিন্তু এক্ষণে তাহা শুনিতে পাই না। হা! পুণ্যহীন আমি, আমার পুত্রদিগের সেই শিবির এক্ষণে হতোৎসাহ ও আর্ত্ত স্বর নির্নাদিত লক্ষ করিতে হইল! বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্যান্য পুত্রদিগের শিবির হইতেও পূর্ব্ব বৎ কোন ধ্বনি শ্রুত হইতেছে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে; যিনি আমার মহাধনুর্দ্ধর পুত্রদিগের পরম আশ্রয়; যিনি বিতণ্ডা, সম্ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন এবং অভিলষিত নৃত্য গীত ও বাদ্য দ্বারা দিবা নিশি আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন, এবং বহু সংখ্য কুরু, পাণ্ডব ও সাত্বতগণ যাঁহারে উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার গৃহে পূর্ব্বে যে শব্দ হইত, এক্ষণে তাহা হইতেছে না। যে সকল গায়ক ও নর্ত্তকগণ মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামার অত্যন্ত উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের কোন শব্দ সংপ্রতি শ্রুত হইতেছে না। বিন্দ ও অনুবিন্দের শিবির হইতে সায়ংকালে যে মহাধ্বনি শুনিতে পাইতাম, তাহা সংপ্রতি শুনিতেছি না, এবং কেকয় রাজাদিগের শিবির হইতেও কোন শব্দ শ্রুত হইতেছে না। নর্ত্তকগণ নিত্য নিত্য প্রমুদিত হইয়া যে রূপ তাল গানের সহিত নৃত্য করিয়া থাকিত, তাহাদিগের সেই মহান্ তাল গান ধ্বনি সংপ্রতি শ্রুত হইতেছে না। বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠায়ক যে সকল যাজকগণ সোমদত্ত-পুত্র শ্রুতনিধির উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বেদ ধ্বনিও সংপ্রতি শ্রুত হইতেছে না। বেদ ধ্বনি, টঙ্কার ধ্বনি, এবং তোমর অসি ও রথ ধ্বনি, দ্রোণের শিবিরে অনবরতই হইত, তাহাও সংপ্রতি শ্রুত হইতেছে না। এবং নানা স্থান হইতে সমুত্থিত গীত বাদ্যের মহা ধ্বনিও সংপ্রতি শ্রুত হইতেছে না।

হে সূত! যে সময়ে জনার্দ্দন সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা নিমিত্তে সন্ধি স্থাপন করিতে উপপ্লব্য নগর হইতে আগমন করিয়াছিলেন, আমি সেই সময়ে মন্দমতি দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলাম "হে পুত্র! তুমি কৃষ্ণকে উপায় অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর; আমি বিবেচনা করি, সন্ধি করিবার এই সমুচিত সময়; দুর্য্যোধন! তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিও না। কেশব হিত নিমিত্তই শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব যদি উহাঁকে প্রত্যাখ্যান কর, তবে তোমার জয় হইবে না।" তখন সর্ব্ব ধন্বিশ্রেষ্ঠ দাশার্হকুল প্রবর কেশব অনেক অনুনয় বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন দুর্নীতি প্রযুক্ত তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল না, প্রত্যুত,

তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তদনন্তর সেই দুর্ব্বুদ্ধি, আমার বাক্য পরিত্যাগ করিয়া কালগ্রস্ত হইয়া দুঃশাসন ও কর্ণের মতানুবর্ত্তী হইল। সঞ্জয়! দ্যুত-ক্রীড়ায় আমার ইচ্ছা ছিল না; বিদুরও তাহার প্রশংসা করেন নাই; সিন্ধুপতি, ভীষ্ম, শল্য, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপ বা দ্রোণ, ইহাঁদিগের কাহারো তাহাতে ইচ্ছা ছিল না। আমার পুত্র যদি ইহাঁদিগের মতানুসারে চলিত, তাহা হইলে জ্ঞাতি ও মিত্রগণের সহিত অনাময় হইয়া সুখে চির জীবন যাপন করিতে পারিত। আমি দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলাম, "আমাদিগের জ্ঞাতি মধ্যে পাণ্ডবেরা মনোরঞ্জক, মধুর ভাষী, প্রিয়ম্বদ, কুলোচিত সচ্চরিত্র, লোক সম্মত, এবং প্রাজ্ঞ; উহারা সুখ লাভ করিবে, সন্দেহ নাই; যেহেতু ধর্ম্মনিষ্ঠ মনুষ্যই ইহ কাল ও পর কাল সর্ব্বত্র সুখ ও প্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। সাধন-সমর্থ পাণ্ডবেরা এই সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র; বিশেষত পৃথিবী রাজ্য তাহাদিগের পিতৃ পিতামহাদি ক্রমে সমাগত। সেই রাজ-পুত্রেরা রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমারে অবজ্ঞা করিবে না, ধর্ম্মপথে অবশ্য থাকিবে। আমাদিগের স্বজন জ্ঞাতি সকল এমন আছেন যে, পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদিগের কথা মান্য করিতে হয়। শল্য, সোমদত্ত, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ, বাহ্লীক, কৃপ ও অন্যান্য বৃদ্ধ ভরত-বংশীয় মহাত্মারা তোমার নিমিত্ত তাহাদিগকে কহিলে তাহারা তাঁহাদিগের বাক্য অবহেলা করিতে পারিবে না। তুমিই কি এমন কাহাকে মনে করিতে পার যে, তোমার প্রতিকূলে কেহ তাহাদিগকে কোন কথা বলিতে পারে? কৃষ্ণ কখনই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না, তাহারাও সকলেই কৃষ্ণের অনুগত; কৃষ্ণ ধর্ম্ম্য বাক্য অবশ্য বলিবেন, এবং যাহা বলিবেন, তাহার অন্যথাচরণ তাহারা করিবে না, এবং আমিও ধর্ম্ম সংযুক্ত কথা সেই ধর্ম্মাত্মা বীরদিগকে বলিলে তাহারা কখনই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।" হে সুত! আমি পুত্র দুর্য্যোধনকে এই রূপ অনেক বলিয়াছিলাম, সেই মূঢ় কাল বিপর্য্যয় বশতই তাহা গ্রাহ্য করিল না, বিবেচনা হইতেছে।

সঞ্জয়! বৃকোদর, অর্জ্জুন, বৃষ্ণি বীর সাত্যকি, পাঞ্চাল্য উত্তমৌজা, যুধামন্যু, দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অপরাজিত শিখণ্ডী, অশ্মক ও কেকয় দেশীয় বীর সকল, সোমক-নন্দন ক্ষত্রধর্ম্মা, চেদিরাজ, চেকিতান, কাশীরাজ-পুত্র বিভু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, এবং পুরুষব্যাঘ্র নকুল ও সহদেব, এই সকল ব্যক্তি যে স্থলে যোদ্ধা, এবং মধুসূদন যে স্থলে মন্ত্রী, সেই স্থলে কোন্ ব্যক্তি ইহ লোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিয়া ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? এই সকল অরিন্দম পুরুষেরা দিব্যাস্ত্র বিকীরণ করিতে থাকিলে কাহারা তাহা সহ্য করিতে পারে? দুর্য্যোধন, কর্ণ, সুবল-পুত্র শকুনি ও দুঃশাসন ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি এমন দেখি না যে, তাহা সহ্য করিতে পারে। জনার্দ্দন যাহাদিগের রথ রশ্মি ধারী, এবং বদ্ধকবচ মহারথ অর্জ্জুন যাহাদিগের যোদ্ধা, তাহাদিগের পরাজয় প্রসঙ্গ কোথা? তুমি আমার নিকট বলিয়াছ, পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, অতএব দুর্য্যোধন আমার সেই সকল বিলাপ বাক্য কি স্মরণ করিতেছে না? বোধ হয়, আমার পুত্রেরা দীর্ঘদর্শী বিদুরের কথা সফল হইল দেখিয়া শোক করিতেছে, এবং আমার সৈন্যদিগকে সাত্যকি ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অভিভূত এবং রথনীড় সকল শূন্য দেখিয়াও শোকার্ত্ত হইয়াছে। যেমন হিম ঋতুর অবসানে অগ্নি পবনেরিত হইয়া শুষ্ক তৃণ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেই প্রকার ধনঞ্জয় আমার সেনা দাহ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সঞ্জয়! তুমি এই সমর বৃত্তান্ত কহিতে নিপুণ, অতএব যে রূপ হইয়াছিল, তৎ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তোমরা

সায়াহ্ন কালে উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক অভিমন্যুকে নিহত করিয়া পার্থের নিকট অপরাধী হইলে, তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? বৎস! মদীয় পুত্রেরা গাণ্ডীবধন্বার মহৎ অপকার করিয়া যুদ্ধে তাহার পরাক্রমের কার্য্য সকল কখনই সহ্য করিতে পারে নাই। দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন এবং শকুনি, ইহারা তখন কি কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছিল, এবং মন্দমতি দুর্য্যোধনের অতি অনীতি প্রযুক্ত আমার সমুদায় পুত্রেরাই বা মিলিত হইয়া সংগ্রামে কি কার্য্য করিয়াছিল? মূঢ় দুর্য্যোধনের চিত্ত বিষয়রাগে উপহত হইয়াছে; সেই দুর্ব্বুদ্ধি লোভের অনুগত হইয়া রাজ্যাভিলাষী হওয়াতে তাহার আত্মা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সঞ্জয়! তাহার দুর্নীতিই হউক, বা সুনীতি হউক, যুদ্ধে যাহা যাহা হইয়াছিল, তৎ সমুদায় আমার নিকট তুমি বর্ণন কর।

ধৃতরাষ্ট্রানুতাপে ত্র্যশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! যুদ্ধ বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তৎ সমুদায় আমি আপনকার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। হে ভরতকুল-বরেণ্য! এই মহান্ দুর্নীতির কার্য্য আপনা হইতেই সংঘটিত হইয়াছে। জল নির্গত হইলে যেমন সেতু বন্ধন নিষ্ফল হয়, সেই প্রকার এই ক্ষণে আপনার এই বিলাপ নিষ্ফল হইতেছে; অতএব আপনি শোক করিবেন না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কৃতান্তের এই অদ্ভুত বিধি কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; এই প্রাণি হত্যা কাণ্ড যে সংঘটিত হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বিদিত হইয়াছে; অতএব আপনি শোকাকুল হইবেন না। যদি আপনি পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও আপনকার পুত্রদিগকে দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে এই জনক্ষয় ব্যাপার সংঘটিত হইত না। যুদ্ধ কাল উপস্থিত হইলেও যদি ঐ সকল সংরব্ধ পুত্রদিগকে আপনি নিবর্ত্তিত করিতেন, তাহা হইলেও আপনকার এই ব্যসন উপস্থিত হইত না। অথবা পূর্ব্বে যদি আপনি দুর্য্যোধনকে বন্ধন কর বলিয়া কুরুদিগকে আজ্ঞা করিতেন, তাহা হইলে আপনকার এই ব্যসন উপস্থিত হইত না। আপনি ঐ রূপ না করাতেই পাণ্ডব, পাঞ্চাল, বৃষ্ণি ও অন্যান্য রাজগণ আপনকার বুদ্ধির ব্যতিক্রম হইয়াছে উপলব্ধি করিলেন। আপনি যদি ধর্ম্মপথে থাকিতেন,—পুত্রকে সৎপথবর্ত্তী করিয়া পিতার উপযুক্ত কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে আপনকার এই বিপদ্ সংঘটিত হইত না। আপনি পৃথিবী মধ্যে প্রাজ্ঞতম হইয়া সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মতানুবর্ত্তী হইলেন। আপনকার অন্তঃকরণে অর্থ লোভ বিলক্ষণ আছে, অথচ আপনি এই ক্ষণে এই রূপ বিলাপ করিতেছেন, অতএব আপনকার বিলাপ বিষ মিশ্রিত মধুর ন্যায় আমি বিবেচনা করিতেছি। কৃষ্ণ পূর্ব্বে আপনাকে যেমন মানিতেন, রাজা যুধিষ্ঠিরকে, ভীষ্মকে ও দ্রোণকে তেমন মানিতেন না। যখন তিনি আপনাকে রাজধর্ম্ম হইতে অধোভ্রষ্ট জানিলেন, সেই অবধি আর আপনাকে সে প্রকার মানিত করিলেন না। যখন আপনকার পুত্রেরা পাণ্ডব দিগকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া নির্ব্বাসিত করেন, তখন যে আপনি রাজ্যকামুক হইয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই ক্ষণে আপনি অনুভব করিতেছেন। হে বিশুদ্ধ সত্ত্ব! আপনকার এই পৈতৃক রাজ্য তো অনেকাংশই বিনষ্ট হইয়াছিল, পরে পাণ্ডবেরা কৃৎস্না পৃথিবী জয় করিয়া শাসনাধীন করিলে, আপনি এই সমুদায় পৃথিবী-রাজ্যের উপভোগ করিতেছেন। পাণ্ডু এই যাবতীয় রাজ্য জয় করিয়া কুরুবংশের যশো বিস্তার করেন, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবেরা তাহা অপেক্ষাও অধিক বিশাল রাজ্য ও যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের

তাদৃশ মহৎ কার্য্য আপনার নিমিত্তেই বিফল হইল, কেন না, আপনি তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠতাত হইয়া রাজ্যলোভে আমিষগৃদ্ধি পক্ষীর ন্যায় তাঁহাদিগকে একেবারে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছেন। পরন্তু এক্ষণে যুদ্ধ কালে আপনি আপনার দোষ স্বীকার না করিয়া পুত্রদিগের প্রতি বহুধা দোষারোপ করিতেছেন, ইহা সমুচিত হইতেছে না। দেখুন, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য আলোড়িত করিয়াও স্ব স্ব জীবন রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যে সকল সৈন্যকে কৃষ্ণার্জ্জুন এবং যে সকল সৈন্যকে সাত্যকি ও ভীমসেন রক্ষা করেন, কৌরবগণ ব্যতীত সেই সকল সৈন্যের সহিত কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে পারে? যাহাদিগের যোদ্ধা গুড়াকেশ, যাহাদিগের মন্ত্রী জনার্দ্দন, এবং যাহাদিগের রক্ষক সাত্যকি ও বৃকোদর, কৌরবগণ ও তাঁহাদিগের পদানুগ ব্যক্তি ব্যতীত কোন্ মর্ত্ত্য-ধর্ম্মা ধনুর্দ্ধর তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারে? কৌরব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ অন্তরঙ্গ শূর বীর রাজগণও যত দূর সাধ্য যুদ্ধ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডব পক্ষ গণ কুরুদিগের সহিত যে রূপ পরম সঙ্কট যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিস্তার ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সঞ্জয়াক্ষেপে চতুরশীতি তম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, সেই রাত্রি প্রভাত হইলে পর শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ দ্রোণ স্বকীয় সৈন্য সকলকে ব্যূহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সংক্রুদ্ধ, অমর্ষী ও পরস্পর বধৈষী শূরগণের গর্জ্জন সহিত বিচিত্র বাক্য শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল। অনেকে কর দ্বারা জ্যা পরিমার্জ্জন করিয়া ধনুর্বিস্ফারণ-পূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে "সংপ্রতি সেই ধনঞ্জয় কোথায়" বলিয়া চিৎকার শব্দ করিতে লাগিল। অনেকে উত্তম মুষ্টি যুক্ত কৃতধার আকাশ-সঙ্কাশ সুপীত অসি সকল কোষমুক্ত ও উদ্যত করিয়া চালনা করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র শূরদিগকে সংগ্রামোৎসুক হইয়া শিক্ষা দক্ষতা প্রদর্শন সহকারে অসি মার্গে ও ধনুর্ম্মার্গে বিচরণ করিতে দেখা গেল। অনেকে ঘণ্টা সংযুক্ত চন্দন-চর্চ্চিত স্বর্ণ ও হীরক বিভূষিত গদা উৎক্ষেপণ করত "কোথায় সেই পাণ্ডব" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অনেক বাহুশালী বীরগণ বল মদে উন্মত্ত হইয়া উচ্ছ্রিত ইন্দ্র ধ্বজ সম পরিঘ দ্বারা আকাশে বাধা জন্মাইতে লাগিল। বিচিত্র মাল্যালঙ্কৃত ও নানায়ুধধারী অন্যান্য শূরগণ স্ব স্ব স্থানে ব্যবস্থিত হইয়া সংগ্রাম মানসে "কোথায় সেই অর্জ্জুন, কোথায় সেই গোবিন্দ, কোথায় সেই বল বীর্য্যাভিমানী বৃকোদর, কোথায় তাহাদিগের সুহৃদ্ গণ" এই রূপ বলিয়া রণে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল। দ্রোণ শঙ্খ ধ্বনি-পূর্ব্বক রথ ঘোটক ত্বরিত করত সেই সকল বীরদিগকে স্ব স্ব স্থানে ব্যবস্থাপিত করণ-পূর্ব্বক বেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! যুদ্ধোৎসাহী সেই সকল সৈন্য, ব্যূহ রচনা ক্রমে স্ব স্ব স্থানে ব্যবস্থিত হইলে, ভরদ্বাজ-পুত্র, জয়দ্রথকে কহিলেন, হে সিন্ধুরাজ! তুমি, সোমদত্ত-নন্দন, মহারথ কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন এবং কৃপ, তোমরা লক্ষ অশ্বারোহী, ছয় অযুত রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত গজারোহী এবং এক বিংশতি সহস্র বর্ম্মধারী পদাতি লইয়া আমার নিকট হইতে ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তুমি এই রূপে সেই স্থানে থাকিলে, পাণ্ডবেরা কি, ইন্দ্র সহিত সমুদায় দেবগণও তোমারে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে দ্রোণাচার্য্য ঐ রূপ কহিলে, জয়দ্রথ আশ্বস্ত হইয়া দ্রোণের কথিত সেই সকল মহারথগণে পরিবৃত হইয়া প্রাসধারী যত্নশীল বর্ম্মী আশ্রিত সাদিগণ ও গান্ধার দেশীয় বীরগণ সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রয়াণ করিলেন। চামর-

ভূষিত স্বর্ণালঙ্কৃত সাধুবাহী সপ্ত সহস্র এবং সিন্ধু দেশীয় দুই সহস্র অশ্ব তাঁহার সঙ্গে গমন করিল। আপনকার পুত্র দুর্মর্ষণ যুদ্ধ কুশল আরোহি সহিত ভীষণাকার ভীষণ-কার্য্যক্ষম সার্দ্ধেক সহস্র মত্ত হস্তী গণে সমবেত হইয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রভাগে যুদ্ধোদ্যত হইয়া থাকিলেন। তৎপরে আপনার দুই পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্তে অগ্র স্থিত সৈন্য মধ্যে অবস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ-পুত্র স্বয়ং যথা স্থানে ব্যবস্থিত রথী, সাদী, গজী ও পদাতি সমূহ এবং নানা নৃপতি বীরগণ দ্বারা চক্র শকট ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ ব্যূহ দৈর্ঘ্যে চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ, এবং তাহার পশ্চাতের অর্দ্ধ ভাগ যে চক্র ব্যূহ করিলেন, তাহার বিস্তার দশ ক্রোশ। সেই দুর্ভেদ্য পদ্মাকার চক্র ব্যূহের মধ্যস্থলে সূচী তুল্য গূঢ় এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। এই রূপে তিনি মহা ব্যূহ সুসজ্জিত করিয়া তাহার অগ্র ভাগে থাকিলেন। মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা সেই পদ্ম গর্ত্তস্থ সূচীমুখে থাকিলেন। তাহার পর কাম্বোজ ও জলসন্ধ এবং তাহার পর অমাত্যগণের সহিত দুর্য্যোধন অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর যুদ্ধে অনিবর্ত্তী লক্ষ যোদ্ধা থাকিল। এই সকল শকট ব্যূহের মুখরক্ষক যোদ্ধাদিগের পশ্চাৎ ভাগে পূর্ব্বোক্ত সূচী তুল্য ব্যূহের পার্শ্ব প্রদেশে মহৎ সৈন্য দলে সমাবৃত হইয়া রাজা জয়দ্রথ অবস্থিত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য সেই শকটের মুখে অবস্থান করিলেন। উক্ত কৃতবর্ম্মা তাঁহার পশ্চাৎ থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্বেত বর্ম্ম ও শ্বেত উষ্ণীষ ধারী বিশাল-বক্ষা মহাভুজ দ্রোণ ধনুর্বিস্ফারণ করত ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় তথায় অবস্থিত হইলেন। কৌরবগণ দ্রোণের রক্ত বর্ণ অশ্ব যোজিত, পতাকা সংযুক্ত বেদী ও কৃষ্ণাজিন চিহ্নিত ধ্বজ সমন্বিত রথ অবলোকন করিয়া সাতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন। সিদ্ধ ও চারণ গণ দ্রোণ রচিত ক্ষুব্ধ সমুদ্র সদৃশ ব্যূহ দেখিয়া মহাবিস্ময়ান্বিত হইলেন। প্রাণী সকল, ঐ ব্যূহ দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, এই অদ্ভুত সৈন্য ব্যূহ নানা জনপদ সমাকুলা শৈল সাগর ও অরণ্য সংযুক্তা সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে। রাজা দুর্য্যোধন, বহু রথ মনুষ্য অশ্ব হস্তী ও পদাতি বিশিষ্ট, প্রতিপক্ষের ভয় জনক, অদ্ভুতাকার, শত্রু হৃদয় ভেদক সজ্জিত সেই মহৎ শকট ব্যূহ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

কৌরব ব্যূহ নির্ম্মাণে পঞ্চাশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥
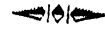
সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই রূপ ব্যূহ প্রস্তুত হইলে ব্যূহস্থ বীরগণ চিৎকার শব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। ভেরী ও মৃদঙ্গের বাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল। সৈন্য সকল অতি মহৎ শব্দ করিতে লাগিল। অন্যান্য সমস্ত বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনি হইতে লাগিল। এবং শঙ্খ সকল প্রধ্মাপিত হইতে থাকিল। এই সকল নানা বিধ শব্দ মিশ্রিত হইয়া লোমহর্ষণ জনক অতি তুমুল শব্দ হইতে থাকিল এবং ভরতকুল বীরগণ যুযুৎসু হইয়া শনৈঃশনৈ প্রহারোদ্যত হইলেন। সেই ভয়ানক সময়ে সব্যসাচী তথায় দৃষ্টিগোচর হইলেন। হে ভারত! সব্যসাচীর অগ্রে অগ্রে সহস্র সহস্র আমিষাশী পক্ষী ও বায়স গণ ক্রীড়া করিতে করিতে গমনাগমন করিতেছিল। আমরা যুদ্ধার্থ গমন করিতে আরম্ভ করিলে মৃগ ও ঘোর দর্শন শিবা গণ আমাদিগের দক্ষিণ দিকে ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। সেই অতি ভয়ঙ্কর সময়ে সহস্র সহস্র জ্বলন্ত উল্কা নির্ঘাতের সহিত পতিতা ও কৃৎস্না পৃথিবী প্রকম্পিতা হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের সমাগম সময়ে সেই সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে নির্ঘাতের সহিত রুক্ষ বায়ু বিশ্বগাত হইয়া কঙ্কর বর্ষণ করিতে লাগিল। নকুল-পুত্র শতানীক ও পৃষত-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুদ্ধ-প্রাজ্ঞ এই দুই বীর তৎকালে পাণ্ডবদিগের সৈন্য ব্যূহ রচনা করিলেন।

মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ এক সহস্র

রথী, এক শত গজারোহী, তিন সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতি লইয়া সার্দ্ধ সহস্র ধানুষ্ক যোদ্ধার মধ্যে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রে অবস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে রথি গণ! যেমন বেলাভূমি সমুদ্রকে নিবারণ করে, সেই রূপ আমি যুদ্ধ-দুর্ম্মদ শত্রুতাপন গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে অদ্য নিবারণ করিব। যেমন প্রস্তরে প্রস্তরকূট সংসক্ত হয়, সেই প্রকার লোক সকল অদ্য সংক্রুদ্ধ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে আমাতে সংসক্ত দর্শন করুক। রথি গণ! তোমরা সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষী মাত্র হইয়া অবস্থান কর, আমিই ঐ সকল সংহত বীরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া যশ ও মান বৃদ্ধি করি। হে ভূপাল! মহাধনুর্দ্ধর গণে সমাবৃত সেই মহাধনুর্দ্ধর মহাতেজস্বী মহাত্মা দুর্ম্মর্ষণ এই রূপ বলিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর পাশ-হস্ত বরুণ, ক্রুদ্ধ অন্তক বা বজ্রধারী ইন্দ্রের সদৃশ, কাল প্রেরিত দণ্ডহস্ত যম তুল্য অসহ্য, শূলপাণি রুদ্রের ন্যায় অক্ষোভ্য, নিবাতকবচগণের যম স্বরূপ, সত্যনিষ্ঠ, জয়শীল, জয় নামক নর, জয়দ্রথ বধ মহাব্রত হইতে উত্তীর্ণ হইবার মানসে যেন যুগান্ত কালের শিখাবান্ অগ্নি স্বরূপে পুনর্ব্বার বিশ্ব দাহ করিবেন বলিয়া ক্রোধ, অমর্ষ ও বল বীর্য্যে উদ্ধূত ও নারায়ণের অনুগামী হইয়া শুভ্র মাল্য, অম্বর ও সমুজ্জ্বল বর্ম্ম পরিধান, এবং খরতর খড়্গ, স্বর্ণ কিরীট, সুশোভন অঙ্গদ ও সুচারু কুণ্ডল ধারণ করত শ্রেষ্ঠতর রথে অবস্থান-পূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন প্রকম্পিত করত রণস্থলে উদিত সূর্য্য তুল্য প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ ধনঞ্জয়, সুসজ্জিত রথ বিপক্ষের অগ্রিম বৃহৎ সৈন্য দল হইতে শরপাত স্থলে রাখিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণও অসম্ভ্রান্ত চিত্তে বল-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ শ্রেষ্ঠ বাদিত করিলেন। হে নরপাল! তাঁহাদিগের উভয়ের শঙ্খ ধ্বনি শুনিয়া আপনকার সৈন্যদিগের রোমাঞ্চ, কম্প ও চৈতন্যভ্রংশ হইল। যেমন অশনি শব্দ শুনিয়া সমস্ত প্রাণী ত্রাসান্বিত হয়, সেই রূপ সেই শঙ্খ ধ্বনি শুনিয়া আপনকার সৈনিক পুরুষেরা সংত্রস্ত হইল। এবং বাহন সকল বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলিল। এই রূপে সমুদায় সৈন্যই আবিগ্ন হইয়া পড়িল। হে রাজন্! মনুষ্য মাত্রই সেই শঙ্খ শব্দে বিষণ্ন হইল; কেহ কেহ সংজ্ঞাহীন, এবং কেহ কেহ বা ত্রাসান্বিত হইল। তদনন্তর অর্জ্জুনের রথ-ধ্বজস্থ কপিবর, ধ্বজ স্থিত ভূতগণের সহিত, আপনকার সৈন্যদিগকে ভয় প্রদর্শন করত মুখ ব্যাদান করিয়া মহা শব্দ করিতে লাগিল। তৎ পরে আপনকার সৈন্যদিগের হর্ষ জনক শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক বাদ্য হইতে লাগিল। নানা বিধ বাদ্য যন্ত্রের শব্দ, মহারথ বীরগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত, উৎক্রুষ্ট ও সিংহনাদে সমাকুল ও ভীরুদিগের ভয় বর্দ্ধন হইয়া অতি তুমুল হইতে থাকিলে, ইন্দ্রনন্দন অতীব হর্ষান্বিত হইয়া কৃষ্ণকে পশ্চাদুক্ত কথা বলিলেন।

অর্জ্জুনের সংগ্রাম প্রবেশ বিষয়ক ষড়শীতি
তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হৃষীকেশ! যেখানে দুর্ম্মর্ষণ রহিয়াছে, সেই স্থানে অশ্ব চালনা কর; আমি ঐ গজ সৈন্য ভেদ করিয়া শত্রু সৈন্যে প্রবেশ করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, সব্যসাচী, মহাবাহু কেশবকে ঐ রূপ কহিলে, কেশব, যে স্থলে দুর্ম্মর্ষণ ছিলেন, সেই স্থানে অশ্ব চালনা করিলেন। অনন্তর একের সহিত অনেকের রথ হস্তী ও নর সংহারক অতি দারুণ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মেঘ যেমন পর্ব্বত সমূহের উপর জল বর্ষণ করে, সেই রূপ পার্থ, শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সকল রথী গণও ত্বরিত হইয়া লঘুহস্তে কৃষ্ণার্জ্জুনের উপর শর জাল বিকীরণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন বিপক্ষ গণ কর্ত্তৃক বার্য্যমাণ হইয়াও ক্রোধা-

বিষ্ট চিত্তে শর নিচয় দ্বারা রথীদিগের মস্তক সকল দেহ হইতে সংহরণ করিতে লাগিলেন। কোন কোন মস্তকে চক্ষু উদ্‌ভ্রান্ত এবং ওষ্ঠপুট সন্দষ্ট হইয়াই রহিয়াছে। কুণ্ডল ও শিরস্ত্রাণ সংযুক্ত সুদৃশ্য ঐ সকল মস্তকে বসুধা পরিকীর্ণা হইল। যোধগণের বদন সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া বিধ্বস্ত পদ্ম বনের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং কাঞ্চন বর্ম্ম সকল রক্তসিক্ত ও পরস্পর সংসক্ত হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইল। যথা কালে পরিপক্ক তাল ফলের পতন শব্দ যে রূপ হয়, সেই রূপ বসুধাতলে মস্তক পতনের শব্দ হইতে লাগিল। তদনন্তর রণ স্থলে কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল। কোন কোন কবন্ধ ধনুক অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিল। কোন কোন কবন্ধ ভুজ দ্বারা খড়্গ নিষ্কর্ষণ-পূর্ব্বক উদ্যত করিয়া অবস্থিত হইল। বীর পুরুষ সকল সংগ্রামে অর্জ্জুনের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতেই নিবিষ্ট-চেতা ছিল, তাহাদিগের স্ব স্ব মস্তক সকল যে কর্ত্তিত হইয়া পতিত হইতেছে, তাহা তাহারা জানিতেই পারিল না। অশ্ব সকলের ও বীরগণের বহু মস্তকে এবং গজগণের শুণ্ড সমূহে মেদিনী পরিকীর্ণা হইল। হে প্রভো! আপনকার সৈন্য মধ্যে যোধগণ "ঐ অর্জ্জুন, কিরূপে এখানে অর্জ্জুন, এই অর্জ্জুন" এই রূপ ব্যক্ত করিতে লাগিল। তাহাদিগের পক্ষে রণ স্থল অর্জ্জুন ময় হইল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে কাল কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া সমস্ত জগৎকে অর্জ্জুন ময় মনে করিয়া আপনারাই পরস্পর হতাহত হইতে লাগিল। বহুল বীর গাঢ় বেদনাগ্রস্ত, রুধিরাক্ত কলেবর ও সংজ্ঞা হীন হইয়া শয়ন করিয়া কাতর স্বরে স্ব স্ব বান্ধবদিগকে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। লৌহবদ্ধ লগুড় তুল্য ও মহাসর্প-সদৃশ, যোধগণের বাহু সকল ভিন্দিপাল, প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি, পরশ্বধ, নিস্ত্রিংশ, শরাসন, তোমর, বাণ, বর্ম্ম, অঙ্গদ, অন্যান্য আভরণ ও গদার সহিত, অর্জ্জুনের মহাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ও সংরব্ধ হইয়া বেগ প্রকাশ করত প্রসরণ ও অপসরণ-পূর্ব্বক উৎপতন, বিবিধ রূপে ভূমিতে লুণ্ঠন এবং ভ্রমণ করিতে লাগিল। যে যে মনুষ্য পার্থের প্রতি ক্রোধ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল, অর্জ্জুনের বাণ অন্তক স্বরূপ হইয়া সেই সেই ব্যক্তির শরীরে উপগত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন যেন রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে করিতে শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎ কালে কেহ তাঁহার অণু মাত্রও অবকাশ দেখিতে পাইল না। তিনি যত্নবান্ হইয়া এমন শীঘ্র শীঘ্র শর ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন যে, লোকে তাঁহার লঘুহস্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তিনি যন্তার সহিত হস্তী, সাদীর সহিত অশ্ব ও সারথির সহিত রথীদিগকে শর সমূহ দ্বারা ভেদ করিতে লাগিলেন। কি মণ্ডলাকারে আবর্ত্তমান কি আবৃত্ত কি যুধ্যমান কি সম্মুখে অবস্থিত, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই অবশিষ্ট থাকিল না, যে, তাহাকে তিনি নিহত করিলেন না। যেমন গগণে সূর্য্য উদিত হইয়া মহৎ অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেই প্রকার তিনি কঙ্কপত্রি শর দ্বারা গজ সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। যেমন প্রলয় কালে পর্ব্বত সমূহ দ্বারা পৃথিবী পরিকীর্ণা হয়, সেই প্রকার আপনকার সৈন্য মধ্যে পতিত হস্তী সমূহ দ্বারা রণ স্থল পরিকীর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেমন মধ্যাহ্ন কালে প্রাণী গণ সূর্য্য নিরীক্ষণ করিতে পারে না, সেই রূপ শত্রুগণ ধনঞ্জয়কে রণে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। হে পরন্তপ মহারাজ! পরিশেষে আপনকার পুত্রের অনেক সৈন্য সেই প্রকারে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শর-পীড়িত ও ভীত হইয়া ভগ্ন ও পলায়িত হইতে লাগিল। যে প্রকার প্রবল পবন দ্বারা মেঘ সমূহ বিদীর্ণ হইয়া যায়, সেই প্রকার সেই সকল সৈন্য অর্জ্জুনের শরে বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল। তাহারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পারিল না। সাদী ও রথী বীরগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ব্যথিত হইয়া কেহ কেহ প্রতোদাঘাত, কেহ

কেহ ধনুষ্কোটির আঘাত, কেহ কেহ হুঙ্কার, কেহ কেহ কশাঘাত, কেহ কেহ পার্ষ্ণির আঘাত, কেহ কেহ বা কঠোর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা স্ব স্ব বাহন তাড়িত করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। হস্তি যন্তা গণ পার্ষ্ণি অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশের আঘাতে হস্তী তাড়িত করিয়া ধাবমান হইতে লাগিল, এবং অনেক যোদ্ধা শর মোহিত, হতোৎসাহ ও বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়া অর্জ্জুনাভিমুখেই গমন করিতে লাগিল।

অর্জ্জুন বিক্রমে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সৈন্য সকল কিরীটী কর্ত্তৃক বধ্যমান ও ভগ্ন হইলে কোন কোন বীর তাঁহার অভিমুখে গিয়াছিল, কি সকলেই ব্যর্থ সংকল্প হইয়া দ্রোণ রূপ প্রাচীরের আশ্রয়ে শকট ব্যূহে প্রবেশ করিয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিশুদ্ধাশয়! সেই সকল সৈন্যদিগের বীরগণ হত হইলে তাহারা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভগ্ন, হতোৎসাহ ও পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুনঃপুন শর সমূহ দ্বারা বধ্যমান হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে কেহই সংগ্রামে অর্জ্জুনকে দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইল না। মহারাজ! আপনকার পুত্র দুঃশাসন সৈন্যদিগকে তদবস্থ দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অর্জ্জুনের নিকট প্রত্যুদ্গত হইলেন। তীব্র পরাক্রম শূর দুঃশাসন কাঞ্চন বিচিত্র কবচে সমাবৃত ও স্বুবর্ণ শিরস্ত্রাণ ধারী হইয়া মহৎ গজ সৈন্য দ্বারা যেন পৃথিবীকে গ্রাস করত সব্যসাচীকে সমাবৃত করিলেন। গজ ঘণ্টা রব, শঙ্খধ্বনি, ধনুষ্টঙ্কার শব্দ ও গজগণের বৃংহিত নাদ দ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইল। সেই মুহূর্ত্ত নিদারুণ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। নরসিংহ ধনঞ্জয় সেই সকল হস্তীদিগকে অঙ্কুশ চালিত ব্যালম্বমান শুণ্ড ও সংরব্ধ হইয়া সপক্ষ পর্ব্বত সমূহের ন্যায় আপতিত হইতে দেখিয়া মহাসিংহনাদ সহকারে শর সমূহ দ্বারা সেই শত্রু পক্ষীয় গজ সৈন্যকে সর্ব্বতোভাবে নিহত করিতে লাগিলেন। যেমন সাগরের মহা তরঙ্গ সকল পবনোদ্ধূত হইয়া ইতস্তত বিচলিত হয়, গজগণ ধনঞ্জয়ের শরে প্রপীড়িত ও পলায়মান হইয়া সেই রূপ শোভমান হইল। যেমন মকর পবনোদ্ধূত মহাতরঙ্গ বিশিষ্ট মহাসাগরে প্রবেশ করে, কিরীটী সেই প্রকার সেই গজ সৈন্যে প্রবেশ করিলেন। তখন পরপুরঞ্জয় অর্জ্জুন প্রলয় কালের মধ্যাহ্ন কালীন আদিত্যের ন্যায় সর্ব্ব দিকেই দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অশ্ব খুর শব্দ, রথ-নেমি নির্ঘোষ, সিংহনাদ, টঙ্কার ধ্বনি, গাণ্ডীব নিনাদ, নানা বাদ্য রব, এবং পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের নিস্বন শুনিয়া এবং অর্জ্জুনের আশীবিষ সম স্পর্শ শর নিকরে নির্ভিন্ন হইয়া নাগ সকল হত চেতন ও মন্দ বেগ গতি হইল, এবং গাণ্ডীব প্রেরিত তীক্ষ্ন তীক্ষ্ন অনেক শত সহস্র শরে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত ও বধ্যমান হইয়া মহা শব্দ করত ছিন্ন পক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় নিরন্তর ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। অনেক হস্তী, দন্তে কুম্ভে ও গণ্ডে শর বিদ্ধ হইয়া ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় মুহুর্মুহু নিনাদ করিতে লাগিল। গজ স্কন্ধ স্থিত পুরুষদিগের মস্তক সকল সন্নত-পর্ব্ব ভল্ল দ্বারা কিরীটী কর্ত্তৃক ছিন্ন হইতে লাগিল। যখন তাহার দিগের কুণ্ডল-ভূষিত পদ্ম তুল্য মস্তক সকল ধরণীতলে পতিত হইতে থাকিল, তখন কুন্তী-নন্দন যেন পদ্ম সমূহ নিবেদন করিতে লাগিলেন। হস্তির উপরিস্থ যন্ত্রবদ্ধ যে সকল মনুষ্য ছিল, ঐ হস্তী ভ্রমণ করিতে থাকিলে, তাহারা ব্রণার্ত্ত, রুধিরাক্ত ও বীত কবচ হইয়া ঝুলিতে লাগিল। বেগ-নিক্ষিপ্ত এক এক বাণে দুই, তিন বা বহু জন নির্ভিন্ন হইয়া ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। বৃক্ষবান্ পর্ব্বত সদৃশ, আরোহীর সহিত অনেক অনেক হস্তী নারাচ দ্বারা অতি বিদ্ধ হইয়া মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে নিপতিত

হইতে থাকিল। তিনি সন্নতপর্ব্ব ভল্ল নিচয় দ্বারা রথীদিগের মৌর্ব্বী, ধনুক, ধ্বজ, যুগ ও ঈষা কুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বাণ ধারণ বা সন্ধান বা মোচন বা ধনুরাকর্ষণ করিতে দেখা গেল না, কেবল মণ্ডলাকার শরাসনেই সংযুক্ত দেখা যাইতে লাগিল। অনেক হস্তী নারাচে অতি বিদ্ধ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে রক্ত বমন করিতে করিতে বসুধাতলে পতিত হইল। মহারাজ! সেই পরম সঙ্কুল যুদ্ধে চতুর্দ্দিকে অগণ্য কবন্ধ উত্থিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ছিন্ন হেমাভরণ ভূষিত ভুজ সকল ধনুক, অঙ্গুলিত্রাণ, খড়্গ ও অঙ্গদের সহিত চক্ষুর্গোচর হইতে লাগিল। বহু প্রকারে ভগ্ন, পতিত ও ইতস্তত বিস্তৃত, রথের উপস্কর অধিষ্ঠান ঈষা দণ্ডক বন্ধুর চক্র অক্ষ ও যুগ সকল, চর্ম্মধারী ও ধনুর্দ্ধারী মনুষ্য সকল, আবরণ বস্ত্র মাল্য ও মহা ধ্বজ সকল, এবং মৃত হস্তী অশ্ব ও ক্ষত্রিয়গণে রণ স্থল দেখিতে দারুণ ভয়ানক হইয়া উঠিল। মহারাজ! দুঃশাসনের সৈন্য গণ অর্জ্জুনের বাণে এই রূপে নিহত হইলে অবশিষ্ট সৈন্য সেনাপতির সহিত বধ্যমান ও ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তদনন্তর সৈন্য সহ প্রপীড়িত দুঃশাসনও ত্রস্ত হইয়া পরিত্রাণ নিমিত্ত দ্রোণের নিকট শকট ব্যূহে প্রস্থান করিলেন।

অর্জ্জুন বিক্রমে দুঃশাসন পরাজয়ে অষ্টাশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথ সব্যসাচী দুঃশাসনের সৈন্য নিহত করিয়া সিন্ধুরাজের সমীপে গমন নিমিত্ত দ্রোণ সৈন্যে ধাবমান হইলেন। তিনি ব্যূহ প্রমুখে অবস্থিত দ্রোণকে কৃষ্ণের মতানুসারে এই কথা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা ও স্বস্তিবাদ করুন; আমি আপনকার প্রসাদে দুর্ভেদ্য সৈন্য ব্যূহে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিতেছি। আমি সত্য বলিতেছি, আপনি আমার পিতৃ তুল্য, এবং ধর্ম্মরাজ ও কৃষ্ণের সদৃশ। হে দ্বিজ সত্তম! হে তাত! হে বিশুদ্ধভাব! অশ্বত্থামা যেমন আপনকার রক্ষণীয়, সেই রূপ আমিও আপনকার রক্ষণীয়। হে নরপ্রবর প্রভু! আমি আপনকার প্রসাদে যুদ্ধে সিন্ধুরাজকে নিহত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, আচার্য্য দ্রোণকে অর্জ্জুন এই রূপ কহিলে, আচার্য্য তাঁহাকে হাস্য-পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বীভৎসু! তুমি আমাকে পরাজয় না করিয়া জয়দ্রথকে জয় করিতে পারিবে না, এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ শর বৃন্দ দ্বারা অর্জ্জুনকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুনও শায়ক সমূহ দ্বারা দ্রোণের নিক্ষিপ্ত শরবৃন্দ নিবারণ করিয়া ভীষণ রূপ মহত্তর বাণ বৃন্দ দ্বারা দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। হে নরনাথ! অর্জ্জুন তৎ পরে রণে দ্রোণাচার্য্যকে সম্মানিত করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণ বাণ সমূহ দ্বারা অর্জ্জুনের বাণ ছেদন করিয়া বিষ ও প্রজ্বলিত অগ্নি কল্প শর নিকরে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ উভয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন দ্রোণের শরাসন শর নিকরে ছেদন করিবার মানস করিলেন; তিনি মানস করিতে করিতে বীর্য্যবান্ দ্রোণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে শর সমূহ দ্বারা তাঁহার ধনুর্গুণ শীঘ্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎ পরেই তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে শর নিকরে বিদ্ধ করিয়া হাস্য বদনে পুনর্ব্বার তাঁহাকে শরাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে অর্জ্জুন মহৎ গাণ্ডীবে গুণ যোজনা করিয়া সর্ব্বাস্ত্র বিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকটে আপনার যুদ্ধ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবার আশায় এক কালে ছয় শত বাণ গ্রহণ করত দ্রুত হস্তে যেন একটী বাণ মোচন করিলেন; তৎ পরেই অপর সপ্ত শত, তৎ পরেই সহস্র, এই

রূপে ক্রমশ অযুত অযুত অনিবর্ত্তী বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সকল বাণ দ্রোণের সৈন্য নিহত করিতে লাগিল। বিচিত্র যোদ্ধা বলবান্ কুন্তী অর্জ্জুনের সম্যক্ রূপে নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণে বিদ্ধ হইয়া মনুষ্য অশ্ব ও হস্তী সকল প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক পতিত হইতে লাগিল। রথী সকল সহসা শর-পীড়িত, ছিন্নাস্ত্র, হত জীবন এবং সারথি, অশ্ব ও ধ্বজ বিহীন হইয়া প্রধান প্রধান রথ হইতে পতিত হইতে লাগিল। হস্তী সকল বজ্র চূর্ণিভ পর্ব্বত, বায়ু নিক্ষিপ্ত ঘনতর মেঘ ও অগ্নি দগ্ধ গৃহের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র অশ্ব অর্জ্জুন বাণে নিহত হইয়া হিমালয় প্রস্থে বারি নিহত হংসের তুল্য পতিত হইতে লাগিল। এমন কি, সমূহ সমূহ রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত যুগান্ত কালীন আদিত্য রশ্মি প্রভ শর নিকরে অদ্ভুত সলিল রাশি তুল্য হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই রূপে অর্জ্জুনের আদিত্য রশ্মিজাল সদৃশ শরজাল, কুরুবীর দিগকে সন্তাপিত করিতে থাকিলে, দ্রোণ রূপ মেঘ শর বর্ষণ বেগ দ্বারা মেঘাচ্ছন্ন অর্ক রশ্মির ন্যায় তাহা সমাচ্ছন্ন করিলেন।

অনন্তর দ্রোণ শত্রু প্রাণ ভোক্তা এক নারাচ অতি বেগে নিক্ষেপ করিয়া ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ভূকম্প হইলে অচল যেমন চঞ্চল হয়, সেই প্রকার বীভৎসু সেই নারাচাঘাতে বিহ্বলাঙ্গ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক শর নিকরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণও পুনর্ব্বার পঞ্চ বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনকে ত্রিসপ্ততি ও তাঁহার ধ্বজের প্রতি তিন শর বিদ্ধ করিলেন। বিপুল পরাক্রম দ্রোণ, শিষ্য অর্জ্জুনের নিকট আপনার যুদ্ধনৈপুণ্য প্রদর্শন করিবার আশয়ে নিমেষ মধ্যে শর বৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিয়া ফেলিলেন। তখন কেবল মাত্র দ্রোণের বাণ পতিত ও পরস্পর সংসক্ত এবং ধনুক খানি অদ্ভুত রূপ মণ্ডলাকার দেখিতে লাগিলাম। হে রাজন্! সেই রণে দ্রোণ নিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্র পরিচ্ছদ যুক্ত বহুল বাণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের উপর পড়িতে লাগিল।

মহাবুদ্ধিমান্ বসুদেবপুত্র তৎ কালে দ্রোণার্জ্জুনের তাদৃশ যুদ্ধ দেখিয়া প্রকৃত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন; অনন্তর ধনঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন, পার্থ! পার্থ! আমাদিগের অনর্থক কালাত্যয় হইতেছে; অতএব আমরা দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া যে মহৎ কার্য্য উদ্দেশ্য, তন্নিমিত্ত গমন করি। তাহা শুনিয়া পার্থ কৃষ্ণকে কহিলেন, তোমার যাহা অভিলাষ তাহাই কর।

তদনন্তর মহাভুজ বীভৎসু দ্রোণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি শর নিক্ষেপ করিতে করিতে অন্য পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া দ্রোণ হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন, অর্জ্জুন কোথায় গমন করিতেছ? তুমি যে সংগ্রামে শত্রু পরাজয় না করিয়া নিবৃত্ত হও না?

অর্জ্জুন কহিলেন, আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন; আমিও আপনকার পুত্র তুল্য, শিষ্য; বিশেষত এই জগতে এমন পুরুষ কে আছে যে, আপনাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! জয়দ্রথ-বধোৎসুক মহাবাহু বীভৎসু ঐ কথা বলিতে বলিতে সত্বর হইয়া তাঁহার সৈন্য মধ্যে ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুনের পৃষ্ঠরক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় মহাত্মা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আপনকার সৈন্য মধ্যে তাঁহার প্রবেশ কালে অনুগামী হইলেন। অনন্তর জয়, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, কাম্বোজরাজ ও শ্রুতায়ু, ধনঞ্জয়কে শরাকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। উহাঁদিগের অনুগামী দশ সহস্র রথী, এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, মাবেল্লক, ললিথ, কেকয় ও মদ্রক দেশীয় বীরগণ ও গোপালী নারায়ণী সেনা এবং কাম্বোজ দেশীয় যে সকল শূর-পূজিত সৈন্য পূর্ব্বে

কর্ণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, তাহারা সকলে দ্রোণকে অগ্রে করিয়া আত্ম ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুত্র-শোকার্ত্ত, ক্রুদ্ধ, অন্তকারী মৃত্যু সদৃশ, তুমুল যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত, বদ্ধবর্ম্মা, বিচিত্র যোধী, যূথপতি মাতঙ্গের ন্যায় সৈন্য বিমর্দ্দনকারী, মহাধনুর্দ্ধর, পরাক্রমশীল নর-ব্যাঘ্র অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিল। তাহাতে এক অর্জ্জুনের সহিত তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ জনক যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। অর্জ্জুন ও সেই সমুদায় যোদ্ধা পরস্পর যুদ্ধার্থী হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। নানা বিধ প্রতীকার যেমন এক উৎপন্ন ব্যাধিকে নিবারণ করে, সেই রূপ জয়দ্রথ-বধাশয়ে গমনকারী পুরুষসিংহ অর্জ্জুনকে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অর্জ্জুনের দ্রোণাতিক্রমণ-পূর্ব্বক গমনে ঊননবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, সেই সকল যোদ্ধাগণ রথিপ্রবর মহাবল পরাক্রম অর্জ্জুনকে অবরোধ করিতে লাগিলেন, এবং দ্রোণও তৎ কালে যুদ্ধার্থী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিলেন। ভাস্কর যেমন স্বীয় কিরণ বিস্তীর্ণ করেন, এবং ব্যাধি গণ যেমন দেহকে সন্তাপিত করে, সেই প্রকার অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ বিকীর্ণ করিয়া সেই সকল সৈন্যকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। অশ্ব গণ বিদ্ধ, রথ সকল ছিন্ন, আরোহীর সহিত হস্তী গণ নিপাতিত, ছত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন ও অনেক রথ চক্র-বিহীন হইল, এবং অনেক সৈন্য শর পীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভগ্ন হইতে লাগিল। এই রূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে থাকিলে, কিছুই আর জ্ঞানগম্য রহিল না।

পূর্ব্বোক্ত সেই সকল রাজ গণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে পরস্পর সংযত হইয়াছিলেন, অর্জ্জুনও তাঁহাদিগের সৈন্যদিগকে পুনঃপুন প্রকম্পিত করিতেছিলেন; পরন্তু দ্রোণকে আসিতে দেখিয়া সত্যসঙ্গর শ্বেতবাহন অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার আশয়ে রক্তবর্ণ অশ্ব-যোজিত রথারোহী রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। আচার্য্য দ্রোণ মহাধনুর্দ্ধর শিষ্য অর্জ্জুনের প্রতি মর্ম্মভেদী পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সর্ব্ব শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ বীভৎসু, সেই বাণ প্রতিহত করিতে পারে এমন বাণ সকল শীঘ্র শীঘ্র নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পরন্তু তিনি ভল্ল সকল শীঘ্র শীঘ্র নিক্ষেপ করিতেছিলেন, ঐ সময়ে অমেয়াত্মা দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র আবির্ভূত করিয়া নতপর্ব্ব ভল্ল সমূহ দ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন যুদ্ধে দ্রোণের অদ্ভুত আচার্য্য কার্য্য দেখিলাম যে, যুবা অর্জ্জুন যত্ন করিয়াও সেই বৃদ্ধ দ্রোণকে প্রতিবিদ্ধ করিতে পারিলেন না। মহামেঘের সহস্র সহস্র বারিধারা বর্ষণের ন্যায়, দ্রোণ রূপ মেঘ অর্জ্জুন রূপ পর্ব্বতের উপর শর বর্ষণ করিতে থাকিলেন। তেজস্বী অর্জ্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই বাণে বাণে তাঁহার নিক্ষিপ্ত বাণ সকল বিনষ্ট করত সেই বাণ বর্ষণ প্রতিগ্রহ করিলেন। পরন্তু দ্রোণ পঞ্চ বিংশতি বাণে অর্জ্জুনকে, এবং সপ্ততি বাণে বাসুদেবের বাহু ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন, এবং ধীমান্ পার্থও হাসিতে হাসিতে শাণিত বাণ নিক্ষেপকারী এবং বাণ সমূহ বিশিষ্ট আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজা দুই রথি প্রবর দ্রোণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া যুগান্ত কালীন উত্থিত অগ্নি তুল্য দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। কিরীটমালী কুন্তীনন্দনও দ্রোণাচার্য্যের শরাসন-বিমুক্ত শাণিত বাণ সকলের পথ বিবর্জ্জিত করিয়া ভোজ-সৈন্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

তিনি মৈনাক পর্ব্বত তুল্য অলঙ্ঘনীয় দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতবর্ম্মা ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের মধ্যস্থলে আপতিত হইলেন। তদনন্তর নরব্যাঘ্র ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা দুরাক্রমণীয় কুরুসত্তমকে

অব্যগ্রচিত্তে কঙ্কপত্র-যুক্ত দশ বাণ দ্বারা আশু বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন কৃতবর্ম্মাকে প্রথমত শাণিত এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য তিন বাণে তাঁহাকে মোহিত প্রায় করিলেন। পরন্তু কৃতবর্ম্মা হাস্য-বদনে অর্জ্জুন ও মাধবের প্রতি পঞ্চ বিংশতি করিয়া বাণ অর্পণ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ক্রুদ্ধ সর্প সন্নিভ অগ্নিশিখাকার সাত টি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তৎ পরে মহারথ কৃতবর্ম্মা শীঘ্র অপর ধনুক লইয়া প্রথমত পাঁচ বাণে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং পার্থও নয় বাণে তাঁহার স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে আঘাত করিলেন। বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ কুন্তীপুত্রকে কৃতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধে আসক্ত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমাদিগের অনর্থক কালাতিপাত না হয়, এই ভাবিয়া তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! কৃতবর্ম্মার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া উঁহার প্রতি দয়া করিও না, উঁহাকে প্রমথিত করিয়া বিনষ্ট কর। তদনন্তর, অর্জ্জুন শর সমূহে কৃতবর্ম্মাকে মোহিত করিয়া বেগবন্ত অশ্ব দ্বারা কাম্বোজ সৈন্যে প্রবেশ করিলেন।

কৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনকে কাম্বোজ সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া অমর্ষভরে সশর শরাসন প্রকম্পিত করত অর্জ্জুনের অনুগামী চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় দুই বীরের সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া রথ-শর দ্বারা নিবারণ করিলেন। তদনন্তর শাণিত তিন শরে যুধামন্যুকে এবং চারি শরে উত্তমৌজাকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা দশ দশ শরে কৃতবর্ম্মার ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া অপর ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দুই জনকেই শরাসন বিহীন করিয়া শর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহারাও অপর ধনুক জ্যা-যুক্ত করিয়া ভোজরাজকে ভেদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বীভৎসু বৈরি সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অনুগামী সেই দুই নরসিংহ আপনকার পুত্রদিগের সেই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে যত্নবান্ হইলেও কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। ত্বরা সমন্বিত শত্রুসূদন শ্বেতবাহন বিপক্ষ সৈন্য পীড়ন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে কৃতবর্ম্মাকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়াও নিহত করিলেন না।

শৌর্য্য-সম্পন্ন রাজা শ্রুতায়ুধ তাঁহাকে সেই রূপে শত্রু মর্দ্দন পূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া অতি ক্রোধ-ভরে স্বকীয় মহৎ শরাসন প্রকম্পিত করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি পার্থকে তিন ও কৃষ্ণকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ এক ক্ষুরপ্র দ্বারা পার্থের ধ্বজ সমাহত করিলেন। যেমন মহা হস্তীকে তোত্র দ্বারা আহত করে, পার্থ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব নবতি শরে শ্রুতায়ুধকে সেই প্রকার সমাহত করিলেন। শ্রুতায়ুধও তাঁহার বিক্রম সহ্য না করিয়া সপ্ত সপ্ততি নারাচ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধ-সহকারে তাঁহার ধনুক ও শরাবাপ ছেদন করিয়া নতপর্ব্ব সপ্ত শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল আঘাত করিলেন। রাজা শ্রুতায়ুধ ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক নয় বাণ অর্জ্জুনের বাহু ও বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর অরিন্দম মহাবলবান্ মহারথ অর্জ্জুন হাস্য-পূর্ব্বক অনেক সহস্র শরে শ্রুতায়ুধকে পীড়িত করিয়া আশু তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় ও সারথিকে সংহার করিলেন, এবং সপ্ততি নারাচে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিলেন। বীর্য্যবান্ রাজা শ্রুতায়ুধ হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া গদা উদ্যত করণ-পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। মহারাজ! রাজা শ্রুতায়ুধের পিতা বরুণ, এবং মাতা পর্ণাশা নাম্নী শীতল জল সম্পন্না মহা নদী। একদা পর্ণাশা পুত্র নিমিত্ত বরুণকে কহিলেন, "স্বামিন্! আমার এই পুত্র টি বিশ্ব মধ্যে

শত্রুদিগের অবধ্য হয়, ইহা আমি প্রার্থনা করি।" বরুণ প্রীতচিত্তে কহিলেন, "হে নদী প্রবরে! যাহাতে তোমার এই পুত্র অবধ্য হয়, তন্নিমিত্ত আমি ইহাকে দিব্যাস্ত্র বর প্রদান করিতেছি। মনুষ্য কোন প্রকারে অমর হয় না, জন্মগ্রহণ করিলে সকলেই অবশ্য মরিবে; পরন্তু তোমার এই পুত্র আমার প্রদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে সংগ্রামে সর্ব্বদা দুর্দ্ধর্ষ হইবে, অতএব তুমি ইহার নিমিত্তে চিন্তা করিও না।" বরুণ এই কথা বলিয়া পুত্রকে মন্ত্র পুরস্কৃত একটি গদা প্রদান করিলেন; তাহা প্রাপ্ত হইয়া শ্রুতায়ুধ সর্ব্বলোকে দুরাধর্ষ হইয়া উঠিলেন। ভগবান্ জলেশ্বর পুনর্ব্বার উহাঁকে বলিলেন, "বৎস! যে, যুদ্ধ না করিবে, তাহার প্রতি এই গদা নিক্ষেপ করিবে না, যদি কর, তাহা হইলে ইহা তোমার উপরেই পতিত হইবে। যে, যুদ্ধে প্রতিপক্ষ হইয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিবে, এই গদা তাহাকেই নিহত করিতে পারিবে।" মহারাজ! শ্রুতায়ুধ সেই গদা প্রয়োগ করিবার সমুচিত সময়ে পিতা বরুণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিলেন না, তিনি সেই বীরঘাতিনী গদা কৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। বীর্য্যবান্ কৃষ্ণ বিশাল-স্কন্ধে তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। যেমন বায়ু বিন্ধ্য গিরিকে বিচলিত করিতে পারে না, সেই রূপ সেই গদা কৃষ্ণকে বিচলিত করিতে পারিল না; প্রত্যুত, যজ্ঞোত্থিত কৃত্যার ন্যায় দুরধিষ্ঠিতা হইয়া সেই দণ্ডায়মান ক্রোধাবিষ্ট বীর শ্রুতায়ুধের প্রতি গমন করিয়া তাঁহাকে সংহার করত ধরণীতলে পতিত হইল। অরিন্দম শ্রুতায়ুধকে স্বকীয় অস্ত্রে নিহত দেখিয়া সৈন্য সকল তুমুল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। হে নরাধিপ! শ্রুতায়ুধ, সেই গদা অযুধ্যমান কৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করাতেই তদ্দ্বারা আপনি নিহত হইলেন। বরুণ যে রূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারেই তিনি সংগ্রামে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সকল ধন্বিদিগের দৃষ্টিগোচরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। পর্ণাশার প্রিয় পুত্র শ্রুতায়ুধ পবন ভগ্ন বহু শাখা সম্পন্ন বনস্পতির ন্যায় শোভমান হইয়া পতিত হইলেন। তদনন্তর সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতি, অরিন্দম শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

তদনন্তর কাম্বোজরাজের পুত্র শূর সুদক্ষিণ বেগবান্ অশ্ব দ্বারা শত্রুসূদন ফাল্গুনের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। ফাল্গুন সাতটি শর তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন; সেই সাতটি শর সেই শূরকে নির্ভিন্ন করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত সেই শরে সুদক্ষিণ অতি বিদ্ধ হইয়া কঙ্কপত্র সমন্বিত দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন; তৎপরেই পুনর্ব্বার তিন বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পার্থকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। পার্থ তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া রথ-কেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং অতি তীক্ষ্ণ দুই ভল্ল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সুদক্ষিণও তিন বাণে পার্থকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন; তৎ পরেই তিনি ক্রোধ-সহকারে ঘণ্টালঙ্কৃতা সর্ব্ব পারশবী ঘোরতরা এক শক্তি অর্জ্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। বিস্ফুলিঙ্গ-যুক্ত মহোল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত সেই শক্তি সেই মহারথের গাত্র ভেদ করিয়া মহীতলে নিপতিত হইল। তাহাতে গাঢ় অভিহত হইয়া তিনি মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। অচিন্ত্যবিক্রম মহাতেজা পার্থ কিয়ৎ ক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া সৃক্ক লেহন করত কঙ্কপত্রযুক্ত চতুর্দ্দশ নারাচে অশ্ব, ধ্বজ, ধনুক ও সারথির সহিত কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিয়া অপর বহু শর দ্বারা তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, এবং পৃথুল-ধার এক বাণে তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া তাঁহার সংকল্প ও বিক্রম বিফল করিলেন। তাঁহার বর্ম্ম নির্ভিন্ন, অঙ্গ স্রস্ত এবং মুকুট ও অঙ্গদ ভ্রষ্ট হইয়া গেল; সেই বীর অভিমুখ হইয়াই যন্ত্র মুক্ত ধ্বজের ন্যায় নিপতিত হইলেন। যেমন গিরি শিখর জাত উত্তম

শাখা সম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত শোভমান কর্ণিকার বৃক্ষ হিম ঋতুর অবসানে বাত ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, সেই রূপ তিনি পতিত হইলেন। কাম্বোজ দেশীয় আস্তরণে শয়ন-যোগ্য মহার্ঘ আভরণ সংযুক্ত সুদক্ষিণ নিহত হইয়া সানুমান্ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিলেন। অগ্নি তুল্য কাঞ্চনময় মাল্যধারী তাম্র-লোচন সুদর্শনীয় কাম্বোজরাজ-পুত্র মহাবাহু সুদক্ষিণ পার্থের শরে নিপাতিত হইয়া গত প্রাণ হইয়াও ভূমিতলে শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর আপনকার পুত্রের সমস্ত সৈন্যই শ্রুতায়ুধ ও কাম্বোজরাজ-পুত্র সুদক্ষিণকে নিহত দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

শ্রুতায়ুধ সুদক্ষিণ বধে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! বীর সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ুধ নিহত হইলে আপনকার বহু সৈন্য কুপিত হইয়া পার্থের উপর বেগে আপতিত হইতে লাগিল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতি দেশীয় সৈন্য সকল ধনঞ্জয়ের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। পাণ্ডু-পুত্র তাহাদিগের প্রধান প্রধান ছয় সহস্র যোদ্ধারে শর নিকর দ্বারা প্রমথিত করিলেন; তাহাতে তাহারা ব্যাঘ্র ভয়ে ক্ষুদ্র মৃগগণের ন্যায় ভীত হইয়া পলায়মান হইল। পরন্তু তাহারা পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, জিগীষা সহকারে শত্রু হনন কারি অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহার প্রতি আপতিত হইতে হইতেই তিনি তাহাদিগের মস্তক ও বাহু সকল গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের পাতিত মস্তকে ধরাতল বিস্তৃত হইয়া গেল; গৃধ্র, কাক ও মাংসাশী অন্যান্য পক্ষী উড্ডীয়মান হইয়া তত্রত্য আকাশমণ্ডলকে মেঘ ছায়ার ন্যায় আচ্ছন্ন করিল। সেই সকল সৈন্য উৎসন্ন হইলে শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। মহারাজ! বলবান্ স্পর্দ্ধাশীল বাহুশালী আভিজাত্য সম্পন্ন ধনুর্দ্ধর সেই দুই বীর মহৎ যশ উপার্জ্জনের আশয়ে ধনঞ্জয়ের বধাভিলাষে আপনকার পুত্রের হিত নিমিত্তে ত্বরা যুক্ত হইয়া দক্ষিণ ও বাম দিক্ হইতে ধনঞ্জয়ের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার মেঘ জল বর্ষণ করিয়া তড়াগ পরিপূর্ণ করে, সেই প্রকার তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব সহস্র শরে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর রথি প্রধান শ্রুতায়ু অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের উপর শাণিত পানিত এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন। শত্রুকর্ষণ ধনঞ্জয় ঐ বলবান্ শত্রুর তোমরাঘাতে অতি বিদ্ধ হইয়া অতীব মোহ প্রাপ্ত হইলেন; তাহাতে কৃষ্ণও মোহিত হইলেন। ঐ সময়েই মহারথ অচ্যুতায়ু অতি তীক্ষ্ণ এক শূল দ্বারা ধনঞ্জয়কে সমাহত করিলেন; তখন অচ্যুতায়ু শূলাঘাত করিয়া মহাত্মা অর্জ্জুনের যেন ক্ষত স্থলে ক্ষার প্রদান করিলেন; তাহাতে ধনঞ্জয় সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ধ্বজ যষ্টি অবলম্বন করিলেন। তদনন্তর ধনঞ্জয়কে নিহত মনে করিয়া আপনকার পক্ষ সমুদায় সৈন্য মহা সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ পার্থকে হতচেতন দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সুহৃদ্য বচনে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। লব্ধ লক্ষ্য রথিশ্রেষ্ঠ দুই বীর সেই অবকাশে চক্র কুবর রথ অশ্ব ধ্বজ ও পতাকার সহিত ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণকে চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিয়া অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। হে ভারত! বীভৎসু শনৈঃশনৈ আশ্বস্ত হইয়া যেন যম লোকে গমন করিয়া পুনর্ব্বার সেখান হইতে প্রত্যাগত হইলেন। মহারথ পার্থ কেশব সহিত স্বীয় রথকে শরজাল সমাবৃত এবং সেই দুই শত্রুকে দীপ্যমান অনল সমান সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ঐন্দ্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। সেই ঐন্দ্র অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই দুই মহাধনুর্দ্ধরকে

ও তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত বাণ সকল অভিহত করিতে লাগিল। সেই সকল অভিহত বাণ পার্থ বাণে বিদারিত হইয়া আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল। পাণ্ডু-নন্দন তাঁহাদিগের সেই সকল বাণ বাণবেগে আশু নিহত করিয়া মহারথ দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জন ফাল্গুনের বাণ সমূহ দ্বারা বাহু ও মস্তক বিহীন হইয়া পবন ভগ্ন বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় ধরণীগত হইলেন।

শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর নিধন, সমুদ্র শোষণের ন্যায় লোক বিস্ময়কর হইল। তদনন্তর পার্থ তাঁহাদিগের দুই জনের পদানুগ পঞ্চাশৎ সংখ্যক রথী নিহত করিয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে করিতে ভারতী সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর নিধন দেখিয়া তাঁহাদিগের পুত্র দ্বয় নরশ্রেষ্ঠ নিযুতায়ু ও দীর্ঘায়ু পিতৃ নিধনে অতি দুঃখিত ও সংক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ বাণ বিকীরণ করিতে করিতে কুন্তীপুত্রের নিকট আগমন করিলেন। অর্জ্জুন মহাক্রুদ্ধ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাদিগের দুই জনকে নতপর্ব্ব বাণ সমূহ দ্বারা যম সদনে প্রেরণ করিলেন। যেমন হস্তী পদ্ম সরোবর আলোড়িত করে, তাহার ন্যায় পার্থ সৈন্যালোড়ন করিতে লাগিলেন, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়েরাও তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অঙ্গ দেশীয়, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত হস্তি-সাদী গণ দুর্য্যোধনের আদেশ ক্রমে কলিঙ্গ দেশীয় যোদ্ধাগণকে অগ্রে করিয়া ক্রোধ সহকারে পর্ব্বতোপম গজ সমূহ দ্বারা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল। তাহারা আপতিত হইতে হইতেই উগ্রমূর্ত্তি অর্জ্জুন গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত শর নিকর দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র তাহাদিগের মস্তক ও ভূষণ-ভূষিত বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই সকল কর্ত্তিত মস্তক ও অঙ্গদ যুক্ত বাহু দ্বারা পৃথিবী বিস্তীর্ণা হইয়া যেন ভুজগাবৃতা ও কনক-চিত্রিত পাষাণময়ী রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিল। যেমন বৃক্ষ হইতে পক্ষী গণ উড্ডীয়মান হয়, সেই রূপ অর্জ্জুনের বাণে তাহার দিগের মস্তক সকল উন্মথিত ও বাহু সকল ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। শর বিদ্ধ সহস্র সহস্র হস্তীর গাত্র হইতে শোণিত স্রাব হওয়াতে তাহারা গৈরিক জল প্রস্রবণ যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। গজ-পৃষ্ঠস্থ বহুল ম্লেচ্ছ গণ বীভৎসুর শর নিচয়ে নিহত, অর্দ্দিত ও বিবিধ বিকৃত রূপ হইয়া শয়ন করিতে লাগিল। নানাবিধ বেশধারী নানাবিধ শস্ত্র সমূহ সংবৃত যোদ্ধা গণ অর্জ্জুনের বিচিত্র শরে নিহত হইয়া রুধিরাক্ত শরীরে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র হস্তী আরোহী ও অনুগামীর সহিত, পার্থ শরে প্রপীড়িত ও ছিন্ন গাত্র হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল; অনেক হস্তী চিৎকার শব্দ ও অনেক হস্তী চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল; অনেক হস্তী নিপতিত হইতে লাগিল; অনেক হস্তী অতীব ত্রাসান্বিত হইল; অনেক হস্তী সেই সকল গজদিগকেই বিমর্দ্দন করিতে লাগিল; এবং তীক্ষ্ণবিষ সর্প সদৃশ কতিপয় হস্তী অস্ত্রশস্ত্র বিশিষ্ট আরোহী সমভিব্যাহারেই ঐ সকল পীড়িত হস্তীকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তদনন্তর ঘোর লোচন অতি ভয়ানক কালকল্প প্রহারপটু অসুর-মায়াভিজ্ঞ যবন, পারদ, শক, বাহ্লিক ও গোযোনি সম্ভূত ম্লেচ্ছগণ এবং দার্ব্বাভিসার, দরদ ও পুণ্ড্র দেশীয় যুদ্ধ বিশারদ সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ ম্লেচ্ছ দল, যাহাদিগকে গণিয়া সংখ্যা করা যায় না, তাহারা সকলে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়া শাণিত শর বিকীরণ করিতে লাগিল। ধনঞ্জয়ও তাহাদিগের উপর শলভ সমূহ বিস্তারের ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ শর সমূহ বিস্তার করিতে লাগিলেন। তিনি শর দ্বারা মেঘ চ্ছায়ার ন্যায় ছায়া করিয়া মুণ্ডিত-মস্তক অর্দ্ধমুণ্ডিত-মস্তক জটাধারী ও কুটিল-মুখ অশুচি সেই সকল ম্লেচ্ছদিগের সমস্ত দলকেই একেবারে অস্ত্র তেজ দ্বারা সংহার করিলেন। অবশিষ্ট

কতক গুলি গিরি গহ্বরবাসী পর্ব্বতচারী ম্লেচ্ছ দল ধনঞ্জয়ের শত শত শরে বিদ্ধ হইয়া ভয় প্রযুক্ত রণ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। কাক, কঙ্ক ও বৃক গণ হর্ষান্বিত হইয়া শাণিত শর-নিপাতিত গজ-সাদী ও অশ্ব-সাদী ম্লেচ্ছদিগের রুধির পান করিতে লাগিল। এই রূপে ধনঞ্জয় রাজপুত্র, গজ, গজা-রোহী, অশ্ব, অশ্বারোহী ও রথিদিগের রক্ত দ্বারা পত্তি অশ্ব রথ ও হস্তীর সেতু বিশিষ্ট, শর সমূহ রূপ প্লব সংযুক্ত, শোণিত সমূহের তরঙ্গ সমন্বিত, ছিন্ন অঙ্গুলি রূপ ক্ষুদ্র মৎস্য যুক্ত, কেশ রূপ শৈবাল ও শাদ্বল সংযুক্ত, গজ রূপ দ্বীপ বিশিষ্ট, যুগান্ত সময়ের কাল সন্নিভ ভয়ানক এক নদী সৃষ্টি করিলেন। যে প্রকার মেঘের ভুরি বারি বর্ষণে কোন স্থান নিম্ন থাকে না, সমান হইয়া যায়, সেই রূপ রণ স্থল শোণিত পরিপ্লুত হইয়া সমান হইয়া গেল।

ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ছয় সহস্র অশ্বারোহী ও এক সহস্র প্রধান ক্ষত্রিয় বীরকে যম লোকে প্রেরণ করিলেন। যথা বিধি সজ্জিত সহস্র সহস্র হস্তী অর্জ্জুনের শর নিচয়ে বিদ্ধ হইয়া বজ্র হত শৈলের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। যেমন মত্ত মাতঙ্গ নল বন মর্দ্দন করিয়া বিচরণ করে, অর্জ্জুন সেই প্রকার অশ্ব হস্তী ও রথ বিমর্দ্দিত করিয়া গমন করিলেন। যে প্রকার অগ্নি, বায়ু সমীরিত হইয়া বহুল বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, শুষ্ক ইন্ধন, তৃণ ও উলপ সম্পন্ন অরণ্য দগ্ধ করে, সেই প্রকার ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন রূপ অগ্নি কৃষ্ণ রূপ সমীরণে সমীরিত হইয়া শর সমূহ শিখা দ্বারা আপনকার সৈন্যারণ্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বজ্র-কল্প শর সমূহ দ্বারা রথনীড় সকল শূন্য ও মনুষ্য দেহে পৃথিবী বিস্তীর্ণা এবং পৃথিবীকে শোণিত ময়ী করিয়া সেই সৈন্য সংবাধে গাণ্ডীব হস্তে যেন নৃত্য করিতে করিতে ভারতী সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অম্বষ্ঠ শ্রুতায়ু যত্নবান্ হইয়া তাঁহার গমনে অবরোধ করিলে তিনি কঙ্কপত্র-পরিচ্ছদ তীক্ষ্ণ শর নিচয় দ্বারা অম্বষ্ঠের অশ্ব সকল শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া অপর শর পুঞ্জ দ্বারা অম্বষ্ঠের ধনুক ছেদন করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিলেন। তাহাতে বীর অম্বষ্ঠ ক্রোধাকুল লোচনে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবল পার্থ ও কেশবের সমীপে গিয়া হাস্য বদনে রথ বেষ্টন করত গদা দ্বারা কেশবকে তাড়িত করিলেন। পরবীর-হন্তা অর্জ্জুন কেশবকে গদা-তাড়িত দেখিয়া অম্বষ্ঠের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হেমপুঙ্খ শর নিকরে রথি প্রবর অম্বষ্ঠকে গদার সহিত, মেঘাচ্ছন্ন উদিত সূর্য্যের ন্যায়, সমাচ্ছন্ন করিলেন, এবং অপর বহুল শর দ্বারা সেই মহাত্মার গদা চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অম্বষ্ঠ সেই গদা পতিত হইতে দেখিয়া অন্য এক মহা গদা লইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে পুনঃপুন তাড়িত করিলেন। তখন অর্জ্জুন দুই ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার গদার সহিত ইন্দ্রধ্বজাকার দুই হস্ত এবং অপর এক বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহীপাল! তিনি নিহত হইয়া যন্ত্র নির্ম্মুক্ত ইন্দ্র ধ্বজের ন্যায় পৃথিবী অনুনাদিত করত পতিত হইলেন। তখন পার্থ শত শত হস্তী ও অশ্বে সমাবৃত হইয়া রথ সৈন্য আলোড়ন করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টিগোচর করিতে লাগিলাম।

অম্বষ্ঠ বধ প্রকরণে একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯১॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! কুন্তীপুত্র, সিন্ধুরাজ-জিঘাংসা পরবশ হইয়া দ্রোণ সৈন্য ও ভোজ সৈন্য ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট, এবং কাম্বোজরাজ-পুত্র সুদক্ষিণ ও বিক্রমশীল শ্রুতায়ুধ তৎ কর্ত্তৃক নিহত ও সৈন্য সমস্ত বিধ্বস্ত ও পলায়িত হইলে আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন দ্রোণের নিকট আগমন করিলেন। তিনি ত্বরান্বিত হইয়া এক রথে আগমনপূর্ব্বক দ্রোণকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই পুরুষ-

ব্যাঘ্র অর্জ্জুন এই মহা সৈন্য প্রমথিত করিয়া গমন করিতেছে; এই দারুণ জনক্ষয় সময়ে তাহার বিঘাত নিমিত্ত ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য তাহা আপনি বিবেচনা করুন। সেই পুরুষব্যাঘ্র যাহাতে জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারে, আপনি এমন উপায় বিধান করুন; আপনকার মঙ্গল হইবে; আপনিই আমাদিগের পরম আশ্রয়। যেমন বর্দ্ধিষ্ণু বহ্নি তৃণ কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে, সেই প্রকার ধনঞ্জয় রূপ অগ্নি ক্রোধ পবনে সমীরিত হইয়া আমার সেনা দগ্ধ করিতেছে। হে পরন্তপ! কুন্তীপুত্র সমস্ত সেনা ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইলে জয়দ্রথের রক্ষকেরা সংশয়াপন্ন হইবেন। হে ব্রহ্মজ্ঞ সত্তম! নরেন্দ্রদিগের এই নিশ্চয় বোধ ছিল যে, ধনঞ্জয় জীবিত থাকিতে দ্রোণকে কদাপি অতিক্রম করিতে পারিবে না। হে মহাত্মাতে! যখন পার্থ আপনকার সাক্ষাতে অতিক্রান্ত হইয়া সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আমি মনে করিতেছি, আমার সমুদয় সৈন্য আতুর হইয়াছে; এমন কি, আমার এই সকল সৈন্য নাই বলিলেই হয়। হে মহাভাগ! আপনাকে পাণ্ডব দিগের হিতৈশী বলিয়া জানি, তথাপি উপস্থিত মহৎ কার্য্যে আপনার প্রতি ভারার্পণ করিয়া মোহান্বিত হইতেছি। হে ব্রহ্মন্! আপনকার উপজীবিকাও যথা শক্তি উত্তম রূপে প্রদান করিয়া থাকি, এবং আপনার প্রতি যথা শক্তি প্রীতিও করিয়া থাকি, কিন্তু আপনি তাহা বিবেচনা করেন না। হে অপরিমিত বিক্রম! আমরা আপনকার ভক্ত, অথচ আপনি আমাদিগের প্রতি প্রীতি করেন না; প্রত্যুত, আমাদিগের অপকার নিরত পাণ্ডবদিগের প্রতিই প্রীতি করিয়া থাকেন। আপনি আমাদিগের নিকট হইতে উপজীবিকা লাভ করিতেছেন, অথচ আমাদিগের অপ্রিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত; সুতরাং আপনি যে মধুদিগ্ধ ক্ষুর সদৃশ, তাহা আমি জানিতাম না। আপনি যদি পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত আমাকে আশ্বাস প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে সিন্ধুপতিকে গৃহে যাইতে নিবারণ করিতাম না। আমার বুদ্ধি হীনতা প্রযুক্ত, আপনি সিন্ধুপতিকে রক্ষা করিবেন, এই আশয়ে মোহ বশতই তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া যমের মুখে প্রদান করা হইয়াছে। মনুষ্য যমের করাল দন্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু জয়দ্রথ যুদ্ধে অর্জ্জুনের বশতাপন্ন হইলে কখনই মুক্ত হইতে পারিবেন না। যাহা হউক, এক্ষণে সিন্ধুপতি যাহাতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, আপনি এমন উপায় করুন, সিন্ধুপতিকে রক্ষা করুন। আমি এই ক্ষণে আর্ত্তপ্রায় হইয়াছি, আমার আর্ত্ত প্রলাপ শুনিয়া আপনি ক্রোধ করিবেন না।

দ্রোণ কহিলেন, হে নরপাল! আমি আপনকার বাক্যে দোষারোপ করি না; আপনি আমার অশ্বত্থামার সমান। আমি আপনাকে এই যথার্থ কথা বলিতেছি, ইহা অবধান করুন। কৃষ্ণ, সারথির প্রধান, এবং উহার অশ্ব সকলও অতি দ্রুতগামী; সুতরাং ধনঞ্জয় অল্প মাত্র বিবর করিয়াই শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ হইতেছে। আপনি কি দেখিতেছেন না, উহার নিক্ষিপ্ত বাণ সকল উহার দ্রুতগামী রথের পশ্চাৎ দিকে এক ক্রোশ অন্তরে পতিত হয়? আমি অধিক বয়স্ক, এজন্য শীঘ্র গমনে বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ; বিশেষত আমার এই ব্যূহ মুখ পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া উচিত হয় না; কেন না পাণ্ডবদিগের ঐ সকল সেনা আমাদিগের ব্যূহমুখে উপস্থিত রহিয়াছে; আমি এখানে না থাকিলে এই ব্যূহ উহারা ভগ্ন করিতে পারে। আর আমি ক্ষত্রিয় গণ মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সমুদায় ধনুর্দ্ধরদিগের সাক্ষাতে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব; যুধিষ্ঠিরও এক্ষণে ধনঞ্জয় বিহীন হইয়া আমার সম্মুখে রহিয়াছেন। হে মহাভুজ! আপনি ও অর্জ্জুন এক বংশ সম্ভূত, বিশেষত আপনি এই পৃথিবীর অধিপতি ও সহায়বান্, পরন্তু অর্জ্জুন সহায় হীন শত্রু, অতএব আপনি

ভয় পরিত্যাগ করিয়া গমন পূর্ব্বক উহার সহিত যুদ্ধ করুন। আপনি রাজা, শূর, বীর, কৃতী ও কার্য্যদক্ষ, এবং আপনিই নিজে পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ক্ষণে যেখানে ধনঞ্জয় গিয়াছে, সেই খানে স্বয়ং গমন করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সর্ব্ব শস্ত্রধারীর অগ্রগণ্য, ধনঞ্জয় আপনাকেও যখন অতিক্রম করিয়াছে, তখন আমি তাহাকে কি প্রকারে অবরোধ করিতে পারিব? সমরে বজ্রহস্ত ইন্দ্রকেও পরাজিত করিতে পারা যায়, পরপুরঞ্জয় অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে পারা যায় না। যে দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডু-পুত্র দহন্ত পাবক সদৃশ হইয়া অস্ত্র প্রতাপে ভোজরাজ হার্দ্দিক্য ও দেব সদৃশ আপনাকে জয় করিয়াছে, এবং শ্রুতায়ু, রাজা সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ুধ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু ও অযুত অযুত ম্লেচ্ছদিগকে নিহত করিয়াছে, তাহার সহিত আমি কি রূপে প্রতিযুদ্ধ করিব, বলুন দেখি। আমি আপনার অধীন, আপনি যদি আমাকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে যে প্রকার অনুগত প্রেষ্য জনকে রক্ষা করিতে হয়, সেই প্রকারে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, হে কুরুকুল-শিরোরত্ন! ধনঞ্জয় যে যুদ্ধে দুরাক্রমণীয়, তাহা আপনি সত্যই বলিলেন; কিন্তু আপনি যাহাতে উহাকে রণে সহ্য করিতে পারিবেন, আমি তাহার বিধান করিতেছি। আজ সমস্ত ধনুর্দ্ধর কৃষ্ণের সাক্ষাতে অর্জ্জুনকে আপনার সহিত যুদ্ধাসক্ত দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করুন। মহারাজ! এই কাঞ্চনময় কবচ আমি আপনার অঙ্গে এমন বন্ধন করিয়া দিব, যে, কোন অস্ত্রের প্রহার আপনকার অঙ্গে লগ্ন হইবে না। যদি সুর, অসুর যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্য সহিত ত্রিলোক একত্র হইয়া আপনকার সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি আপনকার ভয় হইবে না। না কৃষ্ণ, না অর্জ্জুন, না অপর কোন শস্ত্রধারী, কেহই সমরে আপনার এই কবচে শরার্পণ করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি এই কবচ অবলম্বন করিয়া ত্বরা সহকারে স্বয়ং সেই ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের সমীপে গমন করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, ব্রহ্মজ্ঞতম দ্রোণ ঐ রূপ বলিয়া আপনকার পুত্রের সেই মহারণে বিজয় নিমিত্ত বিদ্যা দ্বারা লোকের বিস্ময় জন্মিবার আশয়ে ত্বরা সহকারে জল স্পর্শ পূর্ব্বক যথা বিধি মন্ত্র জপ করত অদ্ভুত তম দীপ্তিমান্ এক বর্ম্ম বন্ধন করিয়া দিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভরতকুল-রত্ন! ব্রহ্মা আপনকার স্বস্তি বিধান করুন; দ্বিজাতি গণ আপনার স্বস্তি বিধান করুন; যে সকল সরীসৃপ আছে, সে সকল হইতেও আপনার স্বস্তি হউক; যযাতি, নহুষ, ধুন্ধুমার, ভগীরথ ও অন্যান্য রাজর্ষি গণ আপনার সর্ব্বদা স্বস্তি বিধান করুন; এবং এক পদ, বহু পদ ও পদহীন জীবগণ হইতে আপনার এই মহারণে সর্ব্বদা স্বস্তি হউক। হে বিশুদ্ধাত্মন্! স্বাহা, স্বধা, শচী, লক্ষ্মী ও অরুন্ধতী, ইহারা আপনার স্বস্তি বিধান করুন। অসিত, দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ, ইহাঁরা আপনকার স্বস্তি বিধান করুন। ধাতা, বিধাতা, লোকপাল, দিক্, দিক্পাল ও ষড়ানন কার্ত্তিকেয় আজি আপনাকে স্বস্তি প্রদান করুন। ভগবান্ বিবস্বান্, দিগ্গজ চতুষ্টয়, ক্ষিতি, গগণ ও গ্রহ সকল আপনার সর্ব্বতোভাবে স্বস্তি বিধান করুন, এবং যিনি ধরণীর অধস্তলে থাকিয়া ধরণীকে ধারণ করেন, সেই নাগ শ্রেষ্ঠ শেষ আপনাকে স্বস্তি প্রদান করুন।

হে গান্ধারী-নন্দন! পূর্ব্ব কালে বৃত্র নামক দৈত্য যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ইন্দ্র সহিত সহস্র সহস্র দেবগণকে পরাজিত করিলে, তাঁহারা ক্ষত বিক্ষত দেহ এবং তেজ ও বল বিহীন হইয়া মহাসুর বৃত্রের ভয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে দেব সত্তম! বৃত্রাসুর আমাদিগের

সকলকে প্রপীড়িত করিয়াছে, আপনি আমাদিগের আশ্রয় হউন, আমাদিগকে মহা ভয় হইতে রক্ষা করুন।

তখন ব্রহ্মা সমুপস্থিত বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি সমস্ত সুর-সত্তমকে বিষণ্ণ দেখিয়া এই তথ্য বাক্য কহিলেন, মহেন্দ্র সহিত দেব গণ ও দ্বিজাতি গণকে নিরন্তর আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ত্বষ্টা ঋষির তেজ অতি দুর্দ্ধারণীয়, যদ্দ্বারা বৃত্রাসুর নির্ম্মিত হইয়াছে। হে দেবগণ! ত্বষ্টা পূর্ব্ব কালে শত অযুত বৎসর তপস্যা করিয়া মহেশ্বরের অনুজ্ঞা প্রাপ্তি পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে নির্ম্মাণ করেন। সেই বলবান্ বৃত্রাসুর মহাদেবের প্রসাদেই দেব শত্রু হইয়া তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিল। তোমরা শঙ্করের নিকট গমন না করিলে সেই ভগবানের দর্শন পাইবে না; তাঁহার দর্শন পাইলে সেই বৃত্রাসুরকে জয় করিতে পারিবে; অতএব শীঘ্র তাঁহার সমীপে মন্দর পর্ব্বতে গমন কর।

মহারাজ! দেব গণ ব্রহ্মার সহিত, যে স্থলে তপস্যার উৎপত্তি স্থান, দক্ষ যজ্ঞ বিনাশক, পিনাক ধারী, সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, ভগ দেবের নেত্রোৎপাটক মহেশ্বর ছিলেন, সেই মন্দরে গমন করিয়া সূর্য্য কোটি সম প্রভ তেজোরাশি মহেশ্বরকে দর্শন করিলেন। মহেশ্বর কহিলেন, হে দেব গণ! তোমাদিগের স্বাগত; আমি তোমাদিগের কি কার্য্য করিব বল। আমার দর্শন লাভ তোমাদিগের ব্যর্থ হইবে না, তোমাদিগের অভীষ্ট লাভ হইবে।

মহেশ্বর তাঁহাদিগকে ঐ রূপ বলিলে তাঁহারা মহেশ্বরকে কহিলেন, হে ভগবন্! বৃত্রাসুর আমাদিগের তেজ হরণ করিয়াছে, অতএব আপনি আমাদিগের আশ্রয় হউন। হে মহেশ্বর! আমাদিগের এই শরীর দেখুন, প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়াছে; অতএব আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগের গতি হউন।

শর্ব্ব কহিলেন, হে দেব গণ! ত্বষ্টার তেজে উৎপন্ন অতি মহাবলবান্ ভয়ানক ঐ কৃত্যা স্বরূপ বৃত্রাসুর কৃতাত্মা ব্যক্তিদিগেরও দুর্নিবার্য্য, ইহা আমার বিদিত আছে; পরন্তু সমুদায় দেবগণের প্রতি আমার সহায়তা কর্ত্তব্য;—হে সুরেশ্বর ইন্দ্র! আমার এই শরীরজাত ভাস্বর কবচ গ্রহণ কর, মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ইহা শরীরে বন্ধন কর।

দ্রোণ কহিলেন, হে নৃপ সত্তম! বরদ দেব মহেশ্বর ইহা বলিয়া বর্ম্ম ও তন্মন্ত্র ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র সেই বর্ম্ম পরিধান করিয়া বৃত্র সৈন্যের নিকট যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। বৃত্রাসুরও সৈন্যগণ সহ তাঁহার সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু নানা বিধ শস্ত্র সমূহ নিপাতিত করিয়াও বর্ম্ম বন্ধের সন্ধি ভেদ করিতে পারিল না। তদনন্তর দেবপতি স্বয়ং সমরে বৃত্রাসুরকে বধ করিলেন। অনন্তর মন্ত্র সহিত সেই বর্ম্ম ইন্দ্র অঙ্গিরাকে প্রদান করেন; অঙ্গিরা স্ব পুত্র বৃহস্পতিকে প্রদান করেন; বৃহস্পতি ধীমান্ অগ্নিবেশ্যকে প্রদান করেন, এবং অগ্নিবেশ্য আমাকে প্রদান করেন। আমি অদ্য তোমার দেহ রক্ষা নিমিত্ত মন্ত্র-পূর্ব্বক সেই বর্ম্ম এই পরিধান করাইয়া দিলাম।

সঞ্জয় কহিলেন, আচার্য্য-পুঙ্গব দ্রোণ আপনকার মহা তেজস্বী পুত্রকে ঐ রূপ বলিয়া পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন, হে পৃথ্বীনাথ! পূর্ব্ব কালে যেমন ব্রহ্মা সংগ্রামে বিষ্ণুকে এবং তারকাময় সংগ্রামে ইন্দ্রকেও কবচ পরাইয়া দিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমি আপনাকে ব্রহ্মসূত্র দ্বারা এই কবচ বন্ধন করিয়া দিলাম। দ্বিজ দ্রোণ এই রূপে রাজাকে যথা বিধি মন্ত্র পূর্ব্বক কবচ বন্ধন করিয়া দিয়া মহাযুদ্ধ নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। মহাবাহু দুর্য্যোধন মহাত্মা আচার্য্য কর্ত্তৃক বদ্ধ কবচ হইয়া প্রহার দক্ষ ত্রিগর্ত্ত দেশীয় এক সহস্র রথী, বীর্য্যশালী এক সহস্র মত্ত হস্তী, এক নিযুত অশ্বারোহী এবং অন্যান্য মহারথ সমূহ সমভিব্যাহারে নানা বাদ্য নির্ঘোষের

সহিত অর্জ্জুনের রথ সমীপে প্রয়াণ করিলেন। তিনি বিরোচনের পুত্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। অগাধ সমুদ্রের ন্যায় কুরুরাজকে প্রস্থিত দেখিয়া আপনকার সৈন্য দিগের মহাশব্দ হইতে লাগিল।

কবচ বন্ধে দ্বিনবতি তম অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ৯২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ওদিকে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ বিপক্ষ ব্যূহে প্রবিষ্ট এবং দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের পশ্চাৎ প্রযাত হইলেন; এদিকে সোমকগণের সহিত পাণ্ডব গণ মহা তর্জ্জন গর্জ্জনাদি শব্দ সহকারে দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে সেই শকট ব্যূহের অগ্র ভাগে কুরু পাণ্ডব দিগের তুমুল লোমহর্ষণকর তীব্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই মধ্যাহ্ন কালে যে প্রকার ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল, মহারাজ! আমরা তাদৃশ যুদ্ধ পূর্ব্বে কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। প্রহারপটু ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডবেরা সকলে সৈন্য ব্যূহ সজ্জিত করিয়া দ্রোণের সৈন্যোপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; আমরাও সর্ব্ব শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ দ্রোণকে অগ্রে করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডবদিগের উপর শায়ক বর্ষণ করিতে লাগিলাম। হিম ঋতুর অবসানে সমুদীর্ণ দুই খণ্ড মহা মেঘ পবনোদ্ধূত হইলে যে প্রকার প্রকাশ পায়, রথ-ভূষিত মনোহর উভয় সেনার অগ্র ভাগ সেই প্রকার প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে প্রকার বর্ষা কালে তরঙ্গমালা সমাকুল গঙ্গা ও যমুনা নদী পরস্পর মিলিত হইয়া মহাবেগ প্রকাশ করে, সেই প্রকার উভয় পক্ষ সেনা পরস্পর বেগ পূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। অগ্রে-প্রবাত নানা বিধ শস্ত্র সমূহ রূপ বায়ু বিশিষ্ট, গদা রূপ সৌদামিনী দ্বারা অতি ভয়ানক, দ্রোণ রূপ পবনে সমুদ্ধূত, হস্তী অশ্ব ও রথ সমাবৃত, মহা ভীষণাকার মহা সংগ্রাম রূপ মেঘ অগ্নি রূপ পাণ্ডব সেনার উপর সহস্র সহস্র শর ধারা রূপ জল ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। যে প্রকার গ্রীষ্মান্তে ঘোরতর প্রবল বাত্যা সমুদ্রকে ক্ষোভিত করে, সেই প্রকার দ্বিজসত্তম দ্রোণ পাণ্ডব সৈন্য ক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। যেমন প্রবল জলরাশি স্রোত, বৃহৎ সেতু ভেদ করে, সেই রূপ পাণ্ডবেরা দ্রোণের ব্যূহ ভেদ করত দ্রোণকেই আক্রমণ করিতে লাগিলেন। যেমন পর্ব্বত, জলরাশি স্রোত অবরোধ করে, সেই প্রকার দ্রোণ ক্রুদ্ধ পাণ্ডব পাঞ্চাল ও কেকয়দিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এবং অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত শূর রাজগণও দ্রোণের অনুগামী হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করত পাঞ্চালদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত নরব্যাঘ্র ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রু সৈন্য ভেদ করিবার আশয়ে বারংবার দ্রোণকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর যেমন শর বর্ষণ করেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই রূপ তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে থাকেন। খড়্গ রূপ অগ্রবর্ত্তী পবনে সমন্বিত, শক্তি প্রাস ও ঋষ্টি সংবৃত, জ্যা স্বরূপ বিদ্যুৎ সম্পন্ন, ধনুষ্টঙ্কার রূপ গর্জ্জনশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন রূপ মেঘ সর্ব্ব দিকে শরধারা রূপ শিলা বর্ষণ পূর্ব্বক রথি প্রধান ও সাদীদিগকে নিহত করিয়া শত্রু সৈন্য প্লাবিত করিয়া ফেলিল। দ্রোণ শর সমূহ দ্বারা পাণ্ডবদিগের যে যে স্থানে রথীগণকে বিদ্ধ করেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সেই স্থান হইতেই দ্রোণকে শর সমূহ দ্বারা নিবারিত করেন।

হে ভারত! দ্রোণ তাদৃশ রূপ সযত্ন হইলেও তাঁহার সৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে তিন ভাগে বিভিন্ন হইল। পাণ্ডব গণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া কতক সৈন্য ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার আশ্রয় লইল; কতক সৈন্য জলসন্ধের শরণাপন্ন হইল এবং কতক সৈন্য দ্রোণের সমীপে গমন করিল। রথি প্রবর দ্রোণ তাঁহার সৈন্যদিগকে যেমন সমবেত করেন, অমনি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে শরাহত করিয়া ছিন্ন

ভিন্ন করিয়া ফেলেন। যেমন অরণ্যে পশুপাল রহিত পশুগণ বহু শ্বাপদ কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই প্রকার আপনার পক্ষীয় সৈন্যেরা পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় গণ কর্ত্তৃক ত্রিধাভূত হইয়া নিহত হইতে লাগিল। জন সকল ইহা মনে করিতে লাগিল "এই তুমুল সংগ্রামে কালই যোধগণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা মোহিত করিয়া গ্রাস করিতে লাগিলেন।" যেমন কু-রাজার রাজ্য তস্কর, ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিপন্ন হয়, সেই প্রকার আপনার সৈন্য পাণ্ডব গণ কর্ত্তৃক বিপদাপন্ন হইল। সৈনিক দিগের অস্ত্র শস্ত্র ও কবচে সূর্য্য কিরণ পতিত ও রণস্থল হইতে ধূলিপটলী সমুত্থিত হওয়াতে দৃষ্টির ব্যাঘাত হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা দ্রোণ সৈন্য সমাহত করিয়া ত্রিধা বিভক্ত করিলে দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চাল দিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। শর দ্বারা সৈন্য মর্দ্দন ও হনন করিবার সময়ে তাঁহার মূর্ত্তি দীপ্যমান কালাগ্নির ন্যায় হইয়া উঠিল। মহারথ দ্রোণ এক এক বাণেই রথী, হস্তী, সাদী ও পদাতি সংহার করিতে লাগিলেন। হে প্রভু ভারত! পাণ্ডবদিগের সৈন্য মধ্যে এমন কেহ ছিল না, যে দ্রোণের ধনুর্নিক্ষিপ্ত বাণ সকল ধারণ করিতে পারে। সূর্য্য তাপে উত্তাপিত পাণ্ডব সৈনিকগণ দ্রোণের শর তাপে অতি তাপিত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। আপনকার সৈন্যও ধৃষ্টদ্যুম্নের শরতাপে পীড়িত হইয়া অগ্নি দগ্ধ প্রদীপ্ত শুষ্ক বনের ন্যায় হইল। এ পক্ষের দ্রোণ, ও পক্ষের ধৃষ্টদ্যুম্ন, উভয়ের শরে উভয় সৈন্যই বধ্যমান ও সর্ব্বতোমুখ হইয়া প্রাণ পণে যথা শক্তি সংগ্রাম করিতে লাগিল। উভয় পক্ষেই কেহ এমন ছিল না, যে, রণ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করে।

বিবিংশতি, চিত্রসেন ও মহারথ বিকর্ণ, এই তিন সহোদর ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন। অবন্তি-রাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বীর্য্যবান্ ক্ষেমধূর্ত্তি ইহাঁরা তিন জন আপনকার পুত্র ঐ বিবিংশতি প্রভৃতি তিন জনের অনুগামী হইলেন। সৎকুল জাত মহারথ বাহ্লীকরাজ স্বকীয় সেনা ও অমাত্য-দিগের সহিত, দ্রৌপদীর পুত্রদিগের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অন্যূন সহস্র যোধগণের সহিত গোবাসন দেশীয় শৈব্য রাজা কাশিরাজ অভিভূর মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে অবরোধ করিলেন। মদ্র দেশের অধিপতি শল্য জ্বলন্ত অগ্নি তুল্য অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। শৌর্য্য সম্পন্ন দুঃশাসন ক্রোধাবিষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া স্বীয় সৈন্য ব্যবস্থাপিত করিয়া রথিবর সাত্যকির সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন। আমি স্বকীয় সৈন্য সহিত চারি শত মহাধনুর্দ্ধরকে লইয়া কবচাবৃত ও সন্নদ্ধ হইয়া চেকিতানকে নিবারণ করিতে লাগিলাম। স্বীয় সৈন্য সহিত শকুনি চাপ, শক্তি ও অসিধারী গান্ধার দেশীয় সপ্ত শত যোদ্ধাকে লইয়া মাদ্রীপুত্রদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অবন্তিরাজ মহাধনুর্দ্ধর বিন্দ ও অনুবিন্দ মিত্রার্থে প্রাণ ত্যাগে কৃত নিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ হইয়া মৎস্য রাষ্ট্রাধিপতি বিরাটকে আক্রমণ করিলেন। বাহ্লীক দেশীয় রাজা, মহাবল পরাক্রান্ত যজ্ঞসেন-পুত্র অপরাজিত শিখণ্ডীকে বিরোধে প্রবৃত্ত দেখিয়া যত্ন সহকারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অবন্তি দেশের রাজা সৌবীর সৈন্য সহিত, ক্রূরকর্ম্মা প্রভদ্রকগণ সহিত ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রূরকর্ম্মা শৌর্য্য সম্পন্ন রাক্ষস ঘটোৎকচকে ক্রোধভরে সংগ্রামে আসিতে দেখিয়া রাক্ষস অলায়ুধ শীঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিল। মহারথ কুন্তিভোজ মহা সৈন্য সমভিব্যাহারে রাক্ষস শ্রেষ্ঠ ক্রোধাবিষ্ট অলম্বুষকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে ভরত-কুলেন্দ্র! এই রূপে শত শত দ্বন্দ্বযুদ্ধ উভয় পক্ষ যোদ্ধাদিগের হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ সর্ব্ব সৈন্যের পশ্চাৎ ছিলেন; কৃপ প্রভৃতি মহারথী গণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দুই জন মহারথী তাঁহার চক্ররক্ষক ছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে অশ্ব-

থামা দক্ষিণ পার্শ্বে এবং কর্ণ বাম পার্শ্বে ছিলেন। সোমদত্ত-নন্দনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কৃপ, বৃষসেন, শল ও দুর্জ্জয় শল্য, ইহাঁরা তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইয়াছিলেন। নীতিজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধ বিশারদ সকলে সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ এই রূপ বিধান করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শঙ্কুল যুদ্ধে ত্রিনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! কুরু পাণ্ডবদিগের যে প্রকার আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা দ্রোণ রচিত সৈন্য ভেদ করিবার ইচ্ছায় ব্যুহ মুখে অবস্থিত দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। দ্রোণও মহা যশের অভিলাষে সেই ব্যুহ রক্ষা নিমিত্ত স্বকীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডব দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ আপনকার পুত্রের হিতাভিলাষে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দশ বাণে বিরাটকে আহত করিলেন। বিরাটও অনুগ গণ সমবেত পরাক্রমশীল বিন্দ ও অনুবিন্দের উপর পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যেমন বন মধ্যে মদস্রাবী দুই প্রধান হস্তীর সহিত এক সিংহের যুদ্ধ হয়, সেই প্রকার তাঁহাদিগের জল প্রবাহের ন্যায় শোণিত প্রবাহক দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবলবান্ শিখণ্ডী বেগশীল বাহ্লীককে মর্ম্ম ও অস্থি ভেদী তীক্ষ্ন তীক্ষ্ন বাণে আহত করিলেন। বাহ্লীক অতিশয় ক্রোধ সহকারে শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব নয় বাণে শিখণ্ডীকে সমাহত করিলেন। ইহাঁর দিগের উভয়ের শর ও শক্তি দ্বারা এমন ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, যে, তাহা ভীরুদিগের ভয় ও শূরদিগের হর্ষ জনক হইল। তাঁহাদিগের উভয়ের নিক্ষিপ্ত শরে অন্তরীক্ষ ও দিক্ সকল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল; কিছুই আর দৃষ্টিগম্য হইল না। যেমন হস্তী সমকক্ষ অন্য হস্তীর সহিত যুদ্ধ করে, সেই প্রকার গোবাসন শৈব্য স্ব সৈন্যের সহিত মহারথ কাশিরাজ-পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যুদ্ধ হয়, দ্রৌপদীর মহারথ পঞ্চ পুত্রের সহিত সংক্রুদ্ধ বাহ্লীকরাজের যুদ্ধে সেই প্রকার শোভা হইল। যেমন ইন্দ্রিয়ের পাঁচ টি বিষয় শরীরকে সর্ব্বদা পীড়িত করে, সেই প্রকার দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে শর সমুহ দ্বারা বাহ্লীকরাজকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! আপনার পুত্র দুঃশাসন বৃষ্ণিকুল-সম্ভূত সাত্যকিকে নতপর্ব্ব তীক্ষ্ন নয় শরে সমাহত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সত্যবিক্রম সাত্যকি তাহাতে আশু অতি বিদ্ধ হইয়া ঈষৎ মূর্চ্ছান্বিত হইলেন; পরে আশ্বস্ত হইয়া আপনকার মহারথ পুত্র দুঃশাসনকে কঙ্কপত্র যুক্ত দশ বাণে আশু বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রোধাকুল অলম্বুষও কুন্তিভোজের শরে প্রপীড়িত হইয়া পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের শোভা ধারণ করিল। আপনকার সৈন্যাগ্রে অবস্থিত সেই রাক্ষস বহু বাণে কুন্তিভোজকে বিদ্ধ করিয়া ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিল। যেমন পূর্ব্ব কালে ইন্দ্র সহ জম্ভাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, আপনকার সৈন্য সকল সেই দুই বীরকে সেই প্রকার যুদ্ধ করিতে দেখিতে লাগিল। মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব অতি সংরব্ধ হইয়া এই বৈরানলের সৃষ্টিকারী বেগশীল শকুনিকে শর পীড়িত করিতে লাগিলেন। হে নরপাল! এই তুমুল অতি মহান্ জন ক্ষয়ের মুল আপনিই উৎপাদন করিয়াছেন; কর্ণ উহা বর্দ্ধিত করিয়াছেন; এবং আপনার পুত্রেরা ক্রোধানল রক্ষিত করাতেই উহা এই সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। পরিশেষে শকুনি নকুল ও সহদেব কর্তৃক শর পীড়িত হইয়া পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি পরাবৃত্ত হইয়া তৎ

কালে কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মহারথ নকুল ও সহদেব তাঁহাকে পরাবৃত্ত দেখিয়া, যেমন দুই খণ্ড মেঘ হইতে মহা গিরির উপর বারি বর্ষণ হয়, সেই রূপ পুনর্ব্বার তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি নতপর্ব্ব বহু বাণে বধ্যমান হইয়া দ্রুতগামী অশ্বে দ্রোণ সৈন্যের দিকে প্রস্থান করিলেন। শৌর্য্য সম্পন্ন ঘটোৎকচ মধ্যম বেগ অবলম্বন পূর্ব্বক বেগশীল রাক্ষস অলায়ুধের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। যেমন পূর্ব্বে রাম রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ তাহাদিগের উভয়ের আশ্চর্য্য রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজকে পঞ্চাশৎ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন। যেমন পূর্ব্ব কালে শম্বরাসুর ও ইন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার ঐ দুই রাজার অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে থাকিল। এবং বিবিংশতি চিত্রসেন ও বিকর্ণ, আপনার এই তিন পুত্র, মহৎ সেনায় পরিবৃত হইয়া ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

শঙ্কুল যুদ্ধে চতুর্নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই প্রকার লোমহর্ষণকর সংগ্রামে কুরু সৈন্য ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পড়িলে পাণ্ডবেরা তাহাদিগের উপর আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন মহাবাহু জলসন্ধের উপর, সৈন্য সহিত যুধিষ্ঠির কৃতবর্ম্মার উপর এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের উপর প্রখর ভাস্করের কিরণ বিস্তারের ন্যায় শর বর্ষণ বিস্তার করত আপতিত হইলেন। কুরু পাণ্ডবীয় সমস্ত ধন্বীগণই পরস্পর সংক্রুদ্ধ ও ত্বরাবান্ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাণিবিনাশক মহা ভয়জনক সেই সংগ্রামে নির্ভীক যুধ্যমান সৈন্য দিগের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সময়ে বলশালী দ্রোণ ও পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইহাঁরা পরস্পর যে শর সমূহ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তাঁহারা উভয়ে চতুর্দ্দিকে বিধ্বস্ত পদ্ম বনের ন্যায় বহুল মনুষ্য-মস্তক বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। সৈনিক বীরগণের বস্ত্র, আভরণ, শস্ত্র, ধ্বজ, বর্ম্ম ও আয়ুধ সকল রণ স্থলে ইতস্তত বিকীর্ণ হইল। স্বর্ণ বিচিত্রিত দেহ সকল রুধির সিক্ত ও পরস্পর সংসক্ত হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনেক মহারথী তাল পরিমাণ শরাসন আকর্ষণ করত শর দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য দিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব শূরগণের অসি, চর্ম্ম, চাপ, মুণ্ড ও কবচ সমূহে রণ ভূমি পরিকীর্ণ হইয়া গেল। মহারাজ! সেই মহাসঙ্কুল সংগ্রামে রণ স্থলে সমুত্থিত কবন্ধ সকল দৃষ্ট করিতে লাগিলাম। গৃধ্র, কঙ্ক, বল, শ্যেন, বায়স ও শৃগাল সকল বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহারা মাংস ভক্ষণ, শোণিত পান এবং মৃত দেহ হইতে কেশ ও মজ্জা সকল বহুধা আকর্ষণ করিতে লাগিল, এবং নর অশ্ব ও গজ সমূহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মস্তক আকর্ষণ করিয়া ইতস্তত বিকীর্ণ করিতে লাগিল। শর যোদ্ধা অস্ত্রকৃতী সৈনিকগণ রণ দীক্ষায় দীক্ষিত ও জয়প্রার্থী হইয়া অতিশয় সংগ্রাম করিতে লাগিল। যুদ্ধ-রঙ্গাসক্ত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কোন কোন সৈনিক পুরুষ অসিবর্ত্মে বিচরণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ ঋষ্টি, শক্তি, প্রাস, শূল, তোমর, পট্টিশ, গদা ও পরিঘ দ্বারা, কেহ কেহ বা নিরস্ত্র হইয়া ভুজ দ্বারা পরস্পর নিহত করিতে লাগিল। রথী রথির সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহির সহিত, মাতঙ্গ মাতঙ্গের সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনেক হস্তী রণ রঙ্গে মদমত্ত ও উন্মত্ত সদৃশ হইয়া পরস্পর উৎক্রোশ-পূর্ব্বক পরস্পরকে হনন করিতে থাকিল।

হে নরপাল! তাঁহাদিগের সেই প্রকার ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার অশ্ব দিগকে দ্রোণের অশ্ব সহিত সংমিলিত করিয়া দিলেন। উভয়ের পবন-বেগবান্ অশ্ব সকল মিশ্রিত হইয়া

মনোহর শোভা ধারণ করিল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবত সবর্ণ এবং দ্রোণের রক্ত সবর্ণ অশ্ব পরস্পর সংলগ্ন হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে ভারত! বীর্য্যবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে সমীপস্থ দেখিয়া ধনুক পরিত্যাগ করিয়া অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পরবীরহন্তা পৃষত-নন্দন দুষ্কর কর্ম্ম করিবার ইচ্ছায় রথের ঈশা অতিক্রম করিয়া দ্রোণের রথে গমন করিলেন। তিনি ত্বরা সহকারে যুগ মধ্যে, যুগবন্ধন স্থানে ও অশ্বের পশ্চার্দ্ধ ভাগে অবস্থিতি করিলে সৈন্যেরা তাঁহার সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। তিনি যখন দ্রোণের শোণ বর্ণ অশ্বে অধিষ্ঠান করিলেন, তখন দ্রোণ তাঁহার রন্ধ্র দেখিতে পাইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। যেমন শ্যেন পক্ষী আমিষাভিলাষী হইয়া বন মধ্যে পতিত হয়, সেই প্রকার ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-জিঘাংসু হইয়া দ্রোণের রথে আপতিত হইলেন। তদনন্তর দ্রোণ শত শরে তাঁহার শত চন্দ্র শোভিত চর্ম্ম, দশ শরে তাঁহার খড়্গ এবং চতুঃষষ্টি শরে তাঁহার অশ্ব সকল হনন করিয়া দুই ভল্লে তাঁহার ধ্বজ ও ছত্র এবং পার্ষ্ণিরক্ষক ও সারথি নিহত করিলেন; তৎ পরেই ত্বরা সহকারে জীবিতান্তকর অপর এক শর আকর্ণ সন্ধান করিয়া বজ্রধর ইন্দ্রের বজ্র নিক্ষেপের ন্যায় তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি আচার্য্যমুখ্য দ্রোণের করাল গ্রাসে পতিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে মুক্ত করিবার আশয়ে চতুর্দ্দশ বাণে সেই শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি, সিংহগ্রস্ত মৃগের ন্যায় দ্রোণ-সিংহের আস্যগ্রস্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোচন করিলেন। দ্রোণ সাত্যকিকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষাকারী দেখিয়া ত্বরা সহকারে ষড়্বিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর শিনি-পৌত্র সাত্যকিও দ্রোণকে সৃঞ্জয়দিগকে গ্রাস করিতে দেখিয়া ষড়্বিংশতি শরে তাঁহার স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণ সাত্যকির সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলে জয়াভিলাষী সমুদায় পাঞ্চাল দেশীয় মহারথী, ধৃষ্টদ্যুম্নকে তথা হইতে অপসারিত করিলেন।

সঙ্কুল যুদ্ধে পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বৃষ্ণি-বীর সাত্যকি দ্রোণের বাণ কর্ত্তন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণের হস্ত হইতে মুক্ত করিলে, মহাধনুর্দ্ধর সর্ব্ব-শস্ত্রধারি প্রধান দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া তৎ কালে নরব্যাঘ্র শিনি-পৌত্রের প্রতি কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, নরবীর দ্রোণ ক্রোধ ও অমর্ষভরে তাম্রলোচন ও ক্রোধ রূপ বিষ, শরাসন রূপ ব্যাদিতানন, তীক্ষ্ণ-ধার বাণ রূপ দন্ত ও শাণিত নারাচ রূপ দংষ্ট্রা সমন্বিত হইয়া মহা বেগ বিশিষ্ট হর্ষান্বিত শোণ বর্ণ অশ্ব দ্বারা গর্জ্জনশীল মহা সর্পের ন্যায়, দ্রুত গমনে রুক্মপুঙ্খ শর সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে যুযুধানকে আক্রমণ করিলেন; গমন কালে তাঁহার অশ্ব সকল যেন উড্ডীয়মান হইয়া পর্ব্বত প্রদেশ অতিক্রম করিতে লাগিল। পরপুরঞ্জয় শৌর্য্য সম্পন্ন যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি মহা শর বর্ষণকারী, রথঘোষ রূপ গর্জ্জনশীল, শরাকর্ষণ রূপ বিক্ষেপশীল, বিদ্যুৎ সদৃশ বহু নারাচ বিশিষ্ট, শক্তি ও খড়্গ তুল্য বজ্রধারী, ক্রোধবেগে সমুত্থিত, অনিবার্য্য অশ্ব পবনে সমীরিত দ্রোণকে মেঘের ন্যায় আপতিত হইতে দেখিয়া হাস্য বদনে সারথিকে কহিলেন, সারথি! দুর্য্যোধনের আশ্রয়, রাজা যুধিষ্ঠিরের দুঃখ ও ভয়ের কারণ, রাজপুত্র দিগের আচার্য্য, স্বকর্ম্ম-ভ্রষ্ট, ক্রূর-স্বভাব সর্ব্বদা শূরাভিমানী ঐ ব্রাহ্মণের নিকট বেগে অশ্ব চালিত করিয়া হর্ষাবেশে শীঘ্র গমন কর। তদনন্তর সাত্যকির রজত সবর্ণ উত্তম অশ্ব সকল বাত বেগে দ্রোণের সম্মুখে শীঘ্র গমন করিল। তদনন্তর শত্রুতাপন পুরুষপ্রবর দ্রোণ ও শিনি পৌত্র দুই বীর সহস্র সহস্র শরে পরস্পরকে তাড়না করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন গ্রীষ্মান্তে দুই মেঘ মণ্ডল জলধারায়

আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করে, সেই প্রকার তাঁহারা শরজালে আকাশমণ্ডল সমাবৃত ও দশ দিক্ পরিপূরিত করিলেন। তৎ কালে সূর্য্য প্রকাশ পাইল না, সমীরণ প্রবাত হইল না এবং চতুর্দ্দিক্ ইষুজালে সমাবৃত হইয়া ঘোর অন্ধকারময় ও অন্যান্য শূরবীরদিগের অধর্ষণীয় হইল। শীঘ্রাস্ত্রবেত্তা নর-সিংহ দ্রোণ ও সাত্যকির শর বৃষ্টির অবকাশ কেহ দেখিতে পাইল না। কেবল মাত্র ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্র ধ্বনির ন্যায় শরধারা পাতের অভিঘাত-শব্দ কর্ণ-কুহরে আবির্ভূত হইতে লাগিল। পরস্পর নিক্ষিপ্ত বাণ সকল পরস্পর বিদ্ধ হইয়া সর্প-দংশিত সর্পের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। যুদ্ধ-শৌণ্ড দুই বীরের অনবরত জ্যাতল নির্ঘোষ, বজ্র-হন্যমান শৈল-শৃঙ্গের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল। উভয়েরই রথ, অশ্ব ও সারথি রুক্মপুঙ্খ শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া বিচিত্র রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মোক-নির্ম্মুক্ত সর্প সদৃশ সরলগামী নির্ম্মল নারাচ সকলের সুদারুণ সন্নিপাত হইতে থাকিল। উভয়েরই জয়াশা ছিল, উভয়েরই ছত্র ও ধ্বজ পতিত এবং উভয়েরই অঙ্গ রুধিরাক্ত হইল। উভয়ের গাত্র হইতে রুধির স্রাব হওয়াতে উভয়েই গলিতমদ বারণের ন্যায় হইয়া জীবিতান্তকর শরনিকরে পরস্পর বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন। মহারাজ! তৎ কালে বীরগণের গর্জ্জন বা উৎক্রুষ্ট ধ্বনি এবং শঙ্খ দুন্দুভি শব্দ উপরত হইল; কেহ বাক্য প্রয়োগও করিল না; সৈন্য সকল মৌ-নাবলম্বন করিল; যোধ গণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল; জন গণ কৌতূহলাকুল হইয়া তাঁহাদিগের দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি গণ সেই প্রধান মহারথি দুই জনকে পরিবেষ্টন করিয়া স্থির নেত্রে তাঁহাদিগের যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। গজ সৈন্য, অশ্ব সৈন্য ও রথি সৈন্য, ব্যূহ সজ্জা করিয়া অবস্থিতি পূর্ব্বক দর্শন করিতে লাগিল। মণি-কাঞ্চন-ভূষিত ও মুক্তা বিদ্রুম বিচিত্রিত ধ্বজ, বিচিত্র আভরণ, হিরণ্ময় কবচ, বৈজয়ন্তী পতাকা, পরিস্তোম, গাত্র-কম্বল, সুশাণিত বিমল শস্ত্র সকল, অশ্ব সকলের চামর, গজগণের শিরঃস্থিত স্বর্ণ ও রজতময় কুম্ভ-মালা ও দন্তবেষ্টনাদি ভূষণ, এই সকলের দ্বারা সেই সকল দর্শক সৈন্যদিগকে হিম ঋতুর অবসানে বকপঙ্ক্তি যুক্ত, খদ্যোত সমন্বিত, ঐরাবত হস্তী ও বিদ্যুৎ সংযুক্ত মেঘজালের ন্যায় দৃষ্টিগোচর করিতে লাগিলাম। মহাত্মা দ্রোণ ও যুযুধানের সেই যুদ্ধ, উভয় পক্ষীয় সৈন্য গণই অবস্থিত হইয়া দর্শন করিতে লাগিল। আকাশে বিমানাগ্রে অবস্থিত ব্রহ্মা, সোম প্রমুখ দেব গণ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর ও মহোরগ গণ সেই পুরুষসিংহ দিগের শস্ত্র বিঘাতক নানা বিধ বিচিত্র গতি, প্রত্যাগতি ও আক্ষেপ বিষয়ক যুদ্ধ-নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত তাঁহারা দুই জনেই অস্ত্র বিষয়ক হস্ত লাঘব প্রদর্শন করিয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দাশার্হ-কুলতিলক সাত্যকি সুদৃঢ় শর সমূহ দ্বারা মহাতেজস্বী দ্রোণের শর সকল ও ধনুক শীঘ্র ছেদন করিলেন। তদনন্তর দ্রোণ নিমেষ মাত্র মধ্যে অন্য ধনুক জ্যা যুক্ত করিলেন; সাত্যকি তৎ ক্ষণাৎ তাহাও ছেদন করিলেন। অন-ন্তর দ্রোণ পুনর্ব্বার ত্বরা যুক্ত হইয়া ধনুক গ্রহণ করিয়া জ্যা যুক্ত করিলেন; সাত্যকি তাহাও তৎ ক্ষণাৎ কর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণ যখন ধনুক লইয়া জ্যা যুক্ত করেন, সাত্যকিও তৎ ক্ষণ মাত্র তাহা ছেদন করেন; এই রূপে সাত্যকি তাঁহার জ্যা যুক্ত ধনুক ষোড়শ বার কর্ত্তন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর দ্রোণ সংগ্রামে সাত্যকির অলৌ-কিক কর্ম্ম দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, সাত্বত-কুল-ভূষণ সাত্যকির যে প্রকার অস্ত্রবল দেখিতেছি, এই রূপ পরশুরামের, কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের, এবং পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্মের ছিল; এবং পাণ্ডু-তনয় ধনঞ্জ-য়েরও বিদ্যমান আছে; ইহা ভাবিয়া মনে মনে সাত্যকির বিক্রমের প্রশংসা করিলেন। অস্ত্রজ্ঞ-

প্রবর দ্বিজসত্তম দ্রোণ দেবপতি বাসবের ন্যায় সাত্যকির হস্ত লাঘব দেখিয়া যেমন সন্তুষ্ট হইলেন, সেই প্রকার ইন্দ্রাদি দেব গণও সন্তুষ্ট হইলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণ গণ শীঘ্রচারি যুযুধানের যে এত লঘুহস্ততা, তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, পরন্তু দ্রোণের তাদৃশ কর্ম্ম তাঁহারা অবগত ছিলেন।

হে ভারত! তদনন্তর ক্ষত্রিয়-মর্দ্দন অস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ দ্রোণ অন্য ধনুক লইয়া অস্ত্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি তাঁহার অস্ত্র সকল অস্ত্র মায়া দ্বারা প্রতিহত করিয়া সুশাণিত বাণ নিচয়ে তাঁহাকে হনন করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। সাত্যকির অন্যের অসদৃশ যোগ যুক্ত অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া আপনকার পক্ষের অস্ত্র যোগজ্ঞ যোধ গণ তাঁহার প্রশংসা করিলেন। দ্রোণ যে অস্ত্র ক্ষেপণ করেন, সাত্যকি সেই রূপ অস্ত্রই নিক্ষেপ করেন। শত্রুতাপন আচার্য্যও অবলীলাক্রমে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ধনুর্ব্বেদপারদর্শী দ্রোণ যুযুধানের বধ নিমিত্ত দিব্য আগ্নেয় অস্ত্র আবির্ভূত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও শত্রুঘাতী মহাভয়ানক আগ্নেয় অস্ত্র দেখিয়া দিব্য বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তাঁহাদিগের দুই জনকে দিব্যাস্ত্রধারী দেখিয়া মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল। তখন আকাশে আকাশগামী প্রাণী সকল বিচরণ করিল না। তাঁহারা উভয়ে বারুণ ও আগ্নেয় অস্ত্র শরাসনে সমাহিত করিলেন বটে, কিন্তু উভয় অস্ত্রই প্রয়োগাভিমুখ হইল না। তখন ভাস্কর পশ্চিম দিক্ গমনে কিঞ্চিৎ লম্বমান হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ বীরগণের সহিত বিরাট, কেকয়, মৎস্য দেশীয় বীর গণ ও শাল্ব সেনা গণ সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে দ্রোণ সমীপে সমাগত হইলেন এবং সহস্র সহস্র রাজপুত্র দুঃশাসনকে অগ্রে করিয়া শত্রু বেষ্টিত দ্রোণকে রক্ষা করিবার অভিলাষে আগমন করিলেন। হে ভূপাল! তদনন্তর তাঁহাদিগের সহিত আপনকার পক্ষীয় ধন্বী যোধগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে জগৎ ধূলি সমাবৃত ও শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল; সৈন্য সকল ধূলি বিধ্বস্ত হইয়া গেল; সকলেই আবিগ্ন ও মর্য্যাদা শূন্য হইল; কিছুই দৃষ্টি গম্য রহিল না।

সাত্যকি পরাক্রমে ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! আদিত্য অস্তাচল শিখরের প্রতি বিবর্ত্তমান, ধূলি সমাচ্ছন্ন ও মন্দীভূত হইলেন। যুধ্যমান সৈন্য গণ কখন রণে অবস্থিত, কখন পুনরাবর্ত্তমান, কখন ভগ্ন হইয়া পলায়মান, কখন বা জয়যুক্ত হইতে হইতেই সেই দিবস ক্রমে ক্রমে অবসান হইতে লাগিল। সৈন্য সকল জয়াভিলাষী হইয়া যুদ্ধে আসিক্ত হইলে অর্জ্জুন ও বাসুদেব সিন্ধুপতি সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ যে দিকে রথ চালিত করেন, অর্জ্জুন সেই দিকে শাণিত শরে রথ গমনের উপযুক্ত পরিসর পথ করেন। মহাত্মা অর্জ্জুনের রথ যে স্থান দিয়া গমন করে, সেই সেই স্থানের আপনকার সৈন্য সকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দশার্হ-নন্দন বীর্য্যবান্ কৃষ্ণ উত্তম, মধ্যম ও মন্দ ভাবে মণ্ডলাকার গতি প্রদর্শন করিয়া রথ চালনায় শিক্ষা নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই রণে পক্ষী গণ যেমন প্রাণী-দিগের রুধির পান করিতেছিল, অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত নামাঙ্কিত, পীত, কালাগ্নি সদৃশ, স্নায়ুবদ্ধ, সুপর্ব্ব বিশিষ্ট, স্থূল, দীর্ঘগামী, উগ্র রূপ, বেণুময় ও লৌহময় বাণ সকলও বহু বিধ শত্রুকে সংহার করত শোণিত পান করিতে লাগিল। অর্জ্জুন রথস্থ হইয়া অগ্রে এক ক্রোশ দূরে শর নিক্ষেপ করিলে, রথ এক ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইলে পর সেই সকল বাণ পতিত হইয়া শত্রুদিগকে সংহার করে, কৃষ্ণ এতাদৃশ দ্রুত বেগে গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগশীল সাধু বাহক বাজি সকল

দ্বারা অখিল জগৎকে বিস্মিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! মনের তুল্য শীঘ্রগামী, অর্জ্জুনের রথ যে প্রকার বেগে গমন করিতে লাগিল, সূর্য্যের রথ, ইন্দ্রের রথ, রুদ্রের রথ, কুবেরের রথ বা অন্য কাহারো রথ পূর্ব্বে কখন সেই প্রকার বেগে গমন করে নাই। হে ভূপাল! পরবীরহন্তা কেশব সংগ্রামে সেনা মধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্বদিগকে শীঘ্র গমনে চালনা করিলেন। অনন্তর তাঁহার শ্রেষ্ঠ অশ্ব সকল বহুল যুদ্ধশৌণ্ড যোদ্ধাদিগের বহু বহু অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত, শ্রান্ত ও ক্ষুৎ পিপাশায় কাতর হইয়াছিল, এবং পর্ব্বতাকার সহস্র সহস্র অশ্ব হস্তী রথ ও মনুষ্যের মৃত দেহের উপর দিয়া অতিক্রান্ত হইতেছিল; সুতরাং সৈন্য মধ্যে রথ সমুহের মধ্যস্থলে অতি কষ্টে রথ বহন করিতে লাগিল, এবং পুনঃপুন বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিল। মহারাজ! ঐ সময়ে অবন্তিরাজ বীর্য্য-সম্পন্ন দুই ভ্রাতা সৈন্য সমবেত হইয়া ক্লান্ত-বাহন অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা দুই জন হর্ষ সহকারে চতুঃষষ্টি শরে অর্জ্জুনকে, সপ্ততি শরে জনার্দ্দনকে এবং শত শরে অর্জ্জুনের অশ্ব সকল বিদ্ধ করিলেন। রণ-মর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন সংক্রুদ্ধ হইয়া মর্ম্মভেদী নতপর্ব্ব নয় বাণে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সংরব্ধ হইয়া কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে শর সমুহে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিলেন। পরন্তু শ্বেতবাহন, দুই ভল্লে তাঁহার দিগের বিচিত্র দুই ধনুক ও কনকোজ্জ্বল দুই ধ্বজ শীঘ্র ছেদন করিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া শর নিকরে অর্জ্জুনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দনও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দুই শরে তাঁহাদিগের দুই ধনুক পুনর্ব্বার ছেদন করিলেন, এবং শিলা-শাণিত রুক্মপুঙ্খ অন্য শর সমুহ দ্বারা তাঁহাদিগের অশ্ব সকল, সারথি দ্বয় ও পদানুগ পৃষ্ঠরক্ষক দ্বয়কে নিহত করিলেন; তৎ পরেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-বিন্দের মস্তক এক ক্ষুরপ্র দ্বারা ছেদন করিলেন। বিন্দ নিহত হইয়া [illegible]ত-ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীতলে পতিত হইলেন। রথিশ্রেষ্ঠ মহারথ মহাবলবান্ প্রতাপান্বিত অনুবিন্দ বিন্দকে নিহত দেখিয়া ভ্রাতৃ বধে দুঃখিত হইয়া অশ্ব হীন রথ পরিত্যাগ করত গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই গদা মধুসূদনের ললাটে আঘাত করিয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন ছয় শরে তাঁহার গ্রীবা, দুই পাদ, দুই হস্ত ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনুবিন্দ ছিন্ন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইলেন। তদনন্তর সেই দুই ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া তাঁহাদিগের পদানুগ সৈন্য গণ ক্রোধসহকারে শত শত শর নিক্ষেপ করিতে করিতে অর্জ্জুনের নিকট ধাবমান হইল। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে সংহার করিয়া হিম ঋতুর অবসানে দাহকারী দাবানলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর, যেমন দিবাকর মেঘপটলী ভেদ করিয়া উদিত হন, সেই রূপ তিনি বিন্দানুবিন্দের সৈন্য অতিকষ্টে অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। হে ভরত-কুলরত্ন! তাহা দেখিয়া কুরুগণ ত্রস্ত ও প্রহৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনকে শ্রান্ত এবং সিন্ধুপতিকে দূরস্থিত মনে করিয়া মহা সিংহনাদে সমস্ত দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে পুরুষ-প্রবর! অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে অতিসংরব্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক কৃষ্ণকে ধীরে ধীরে বলিলেন, কৃষ্ণ! এক্ষণে অশ্ব সকল শর-পীড়িত ও ক্লান্ত হইয়াছে, এবং সিন্ধুপতিও দূরে রহিয়াছে, ইহার পর কি কর্ত্তব্য; যাহা তোমার ভাল বোধ হয়, বিবেচনা করিয়া বল, যেহেতু কখন তোমার প্রজ্ঞার ব্যতিক্রম হয় না। যখন তুমি পাণ্ডবদিগের নেতা হইয়াছ, তখন তাহারা শত্রুজয়ী হইবেই। সংপ্রতি

কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি যাহা বিবেচনা করিতেছি, শ্রবণ কর, হে মাধব! অশ্বদিগকে বন্ধন মুক্ত করিয়া উহাদিগের শল্যাপনয়ন কর।

অর্জ্জুন মাধবকে এই রূপ কহিলে, মাধব প্রত্যুত্তর করিলেন, পার্থ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমারও সম্মত।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমি এই স্থানেই ঐ কার্য্য সম্পাদন কর; আমি সমুদায় সৈন্যদিগকে নিবারণ করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, ধনঞ্জয় অসম্ভ্রম চিত্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গাণ্ডীব গ্রহণ-পূর্ব্বক অচল গিরির ন্যায় দাঁড়াইলেন। ধনঞ্জয় ধরণীস্থ হইলে বিপক্ষ ক্ষত্রিয় গণ ঐ ছিদ্র পাইয়া জয়াভিলাষে সিংহনাদ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া মহৎ রথ সমুহ দ্বারা পার্থকে পরিবেষ্টন করিয়া শরাসন বিকর্ষণ, বিচিত্র অস্ত্র প্রদর্শন ও বাণ বিমোচন করিতে করিতে, মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, তাহার ন্যায় শর দ্বারা পার্থকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন বহু মত্ত হস্তী এক সিংহকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়, সেই প্রকার সেই সকল মহারথী ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নরসিংহ অর্জ্জুনের নিকট বেগে ধাবমান হইলেন। সেই স্থলে অর্জ্জুনের ভুজ দ্বয়ের মহাবল দেখা গেল, তিনি একাকীই চতুর্দ্দিকৃস্থ বহুল ক্রুদ্ধ সেনাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বিভু পার্থ অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র নিবারিত করিয়া হস্ত লাঘব সহকারে বহুল শর দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে নরনাথ! সেই স্থলে অন্তরীক্ষে প্রগাঢ় বাণ সমুহের পরস্পর সংঘর্ষণে মহাশিখান্বিত অগ্নি উৎপন্ন হইতে লাগিল। ক্ষত বিক্ষত শোণিতসিক্ত অশ্ব হস্তী সকল নিনাদ সহকারে এবং যুদ্ধে জয়াভিলাষী ক্রোধাবিষ্ট সংরব্ধ নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত রুধিরাক্ত-কলেবর শত্রুকর্ষণ শত্রুপক্ষ মহাধনুর্দ্ধর বহু বীর একত্র হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আপতিত হওয়াতে উত্তাপ উপস্থিত হইল। তৎ কালে একত্রিত সেই রথীগণ সাগর রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ দুর্গম্য রথ-সাগরের তরঙ্গ, শর; আবর্ত্ত, ধ্বজ; মৎস্য, পদাতি; শব্দ, শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনি; উর্ম্মি, রথী; কচ্ছপ, নরগণের উষ্ণীষ; ফেণ, পতাকা এবং প্রস্তরখণ্ড, মাতঙ্গের অঙ্গ হইল। পার্থ বেলাভূমি স্বরূপ হইয়া ঐ অসীম অক্ষোভ্য অপার রথ-সাগরকে শর নিচয় দ্বারা নিবারণ করিলেন।

তদনন্তর মহাবাহু জনার্দ্দন অসম্ভ্রান্ত চিত্তে পুরুষসত্তম প্রিয় অর্জ্জুনকে বলিলেন, অর্জ্জুন! অশ্বদিগের জলপান ও অবগাহন করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, অথচ উহারা পানাবগাহন করিতে পারে, এমন জলাশয় এখানে নাই।

অর্জ্জুন অসম্ভ্রান্ত চিত্তে “এই রহিয়াছে” বলিয়া ক্ষণ কাল মধ্যে অস্ত্র দ্বারা মেদিনী হনন-পূর্ব্বক অশ্বদিগের পানাবগাহনের উপযুক্ত এক শুভ সুবিস্তীর্ণ অগাধ জল সম্পন্ন সরোবর উৎপাদন করিলেন। ঐ সরোবরে হংস কারণ্ডব ও চক্রবাক পক্ষী ইতস্তত বিচরণ করিতেছে; উহার জল নির্ম্মল; উহাতে উত্তম প্রফুল্ল পদ্মবন শোভমান হইয়াছে, এবং কূর্ম্ম ও মৎস্যরাজি সমাকীর্ণ রহিয়াছে। ঋষি গণ উহার কূলে অবস্থান করিতেছেন; ভগবান্ নারদ মুনি ঐ সরোবর দর্শন করাতে, উহা সুশোভিত হইয়াছে। যেমন বিশ্বকর্ম্মা অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই প্রকার অর্জ্জুন শরের বংশ, শরের স্থূণা ও শরের আচ্ছাদন দ্বারা এক টী শরাগার নির্ম্মাণ করিলেন। অর্জ্জুন সেই মহারণ স্থলে শরবেশ্ম প্রস্তুত করিলে কৃষ্ণ হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিলেন।

অর্জ্জুন-সরোবর নির্ম্মাণে সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! মহাত্মা কুন্তী-পুত্র সেই স্থানে জল উৎপন্ন, শত্রু সৈন্য নিবারণ, এবং

শরের আগার প্রস্তুত করিলে মহাতেজা বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শর বিদ্ধ অশ্বদিগকে রথ হইতে মোচন করিলেন। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া সিদ্ধ চারণগণ এবং সমস্ত সৈন্যগণ মহা সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ভূমিতে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেও প্রধান প্রধান যোদ্ধা নরগণ যে, তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। রথ সমূহ ও প্রভূত গজবাজি তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তৎ কালে তাঁহার চিত্তে যে ভয় জন্য ত্বরার আবেশ হইল না, তাহা তাঁহার অমানুষিক ভাব বলিতে হইবে। বহুল ক্ষত্রিয় একত্রিত হইয়া পরবীরহন্তা ধর্ম্মাত্মা ইন্দ্রপুত্রের উপর শর নিক্ষেপ করিলেও তিনি তাহাতে ব্যথিত হইলেন না; সেই বীর্য্যবান্ পুরুষ সাগর-কর্ত্তৃক নদী গ্রাসের ন্যায় তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত সমাগত গদা প্রাস ও শরজাল যেন গ্রাস করিতে লাগিলেন; তিনি বাহু দ্বয়ের বল ও মহাস্ত্রবেগ দ্বারা সমুদায় ক্ষত্রিয় বীরদিগের সেই সকল নিক্ষিপ্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। যেমন এক লোভ, সমুদায় গুণ সংহার করে, সেই প্রকার একাকী অর্জ্জুন ভূমিতলস্থ হইয়াও রথস্থিত সমুদায় ক্ষত্রিয়দিগকে নিবারণ করিলেন। মহারাজ! কৌরবেরা কৃষ্ণার্জ্জুনের সেই পরমাদ্ভুত বিক্রম দেখিয়া এই বলিয়া প্রশংসা করিলেন, কৃষ্ণার্জ্জুন যে রণ মধ্যে অশ্বদিগকে বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, এই প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার কি কখন আর হইবে, না আর কখন হইয়াছে? ঐ দুই নরোত্তম রণ মধ্যে নির্ভয় হইয়া উগ্রতেজ ধারণ-পূর্ব্বক আমাদিগের অন্তঃকরণে বিপুল ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিলেন।

হে ভারত! পদ্মলোচন কৃষ্ণ হাস্য-পূর্ব্বক অব্যাকুল-চিত্তে আপনকার সমুদায় সৈন্যের সাক্ষাতে রণস্থলে অর্জ্জুন কৃত শর-গৃহে, স্ত্রীগণের মধ্যে নির্ভয়ে গমনের ন্যায়, অশ্বদিগকে লইয়া গেলেন। অশ্ব বিষয়ক কার্য্যদক্ষ কৃষ্ণ অশ্বদিগের শ্রান্তি, গ্লানি, বমথু, বেপথু ও শরবেধ-ব্রণ অপনোদন করিয়া দিলেন, এবং দুই হস্তে অশ্বদিগের শল্যোদ্ধার করিয়া গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিলেন। অনন্তর যথা ন্যায়ে অশ্বদিগকে পদচারণ করাইয়া জলপান ও ভক্ষ্য ভোজন করাইলেন। অশ্ব সকল স্নান, পান ও ভক্ষণ করিয়া বিগতক্লম হইলে কৃষ্ণ প্রহৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে রথে যোজনা করিলেন। তদনন্তর সর্ব্ব শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ রথবরে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। রথিপ্রবর অর্জ্জুনের রথে কৃতস্নানাদি অশ্বগণ পুনর্ব্বার যোজিত হইয়াছে দেখিয়া কুরু সৈন্য মধ্যে প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ বিমনা হইলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে ভগ্নদন্ত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে বলিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ গমন করিল, অহো আমাদিগকে ধিক্!

মহারাজ! আপনার সেনাগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের অদ্ভুত লোমহর্ষণ জনক ব্যাপার দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, তোমরা কি জন্য সত্বর হইতেছ না, আমাদিগের কি এই সকল সেনা নাই? সিংহনাদকারী সযত্ন ক্ষত্রিয়দিগের সাক্ষাতেই উহারা দুই জন বদ্ধবর্ম্মা ও অনবরুদ্ধ হইয়া বাল্যক্রীড়ার ন্যায় অবলীলাক্রমে আমাদিগের সৈন্যকে অবজ্ঞা করিয়া আত্ম-বীর্য্য প্রদর্শন করত সমস্ত ক্ষত্রিয় সেনা মধ্যে প্রযাত হইল! কেহ কেহ বলিতে লাগিল, কৃষ্ণার্জ্জুনের বধ নিমিত্ত ত্বরাবান্ হও, কেন না উহারা সকল ধন্বিদিগের সাক্ষাতে আমাদিগের সৈনিক বীরদিগকে অবজ্ঞা করিয়া জয়দ্রথ সমীপে গমন করিতেছে। কেহ কেহ সংগ্রামে কৃষ্ণার্জ্জুনের অদৃষ্ট পূর্ব্ব মহৎ অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, দুর্য্যোধনের দোষেই যে সমুদায় সেনা, ক্ষত্রিয়গণ এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিনষ্ট হইলেন, এবং সমস্ত পৃথিবী ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, তাহা রাজা বুঝিতে পারিতেছেন না, এই কথা বলিয়া সেই

সকল ক্ষত্রিয়েরা ত্রস্ত হইলেন, এবং অনেকে ইহাও কহিতে লাগিলেন, সিন্ধুরাজ যমালয়ে গমন করিলে যাহা কর্ত্তব্য, বৃথাদর্শী উপায়ানভিজ্ঞ দুর্য্যোধন এক্ষণেই তাহার অনুষ্ঠান করুন।

তদনন্তর দিবাকর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন ক্ষুধা তৃষ্ণা শূন্য প্রহৃষ্ট অশ্ব দ্বারা সিন্ধুরাজের উদ্দেশে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। ক্রুদ্ধ অন্তক সদৃশ সর্ব্ব শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জ্জুন গমন করিতে থাকিলে যোধগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যেমন এক টি সিংহ মৃগ-যূথ আলোড়িত করে, সেই প্রকার শত্রুতাপন পাণ্ডুপুত্র বিপক্ষ সৈন্য বিদ্রাবিত ও আলোড়িত করিতে লাগিলেন। বসুদেব-পুত্র সৈন্য মধ্যে গাহমান হইয়া বক বর্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। পবন সদৃশ বেগবান্ অশ্ব সকল এমন দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল যে, অর্জ্জুন অগ্রে বাণ নিক্ষেপ করিলে তাহা পশ্চাৎ পতিত হয়। তাঁহার মেঘ গর্জ্জন সদৃশ শব্দায়মান, বাতবেগোদ্ধূত পতাকা-সমন্বিত, বানরাধিষ্ঠিত ধ্বজ সংযুক্ত ভয়ানক রথ নিরীক্ষণ করিয়াই অনেকে বিষণ্ণ হইতে লাগিল। তাঁহার গমন কালে দিবাকর সর্ব্ব প্রকারে ধূলি-সমাচ্ছন্ন হইলে, যোদ্ধাগণ তাঁহার শরে প্রপীড়িত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না। উত্তম রূপে সংযোজিত কুন্দ ইন্দু ও রজত সবর্ণ অশ্বগণ দ্বারা সেই রথখানি সৈন্যদিগকে সমালোড়িত করণ-পূর্ব্বক অবাধে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সমস্ত রাজা এবং অন্যান্য বহুল ক্ষত্রিয়, জয়দ্রথ-বধাভিলাষী ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিলেন ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন; সুতরাং পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়কে গমনে নিবৃত্ত হইতে হইল। তখন দুর্য্যোধন অনুগগণের সহিত সত্বর হইয়া পার্থ সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন।

সৈন্য বিস্ময় প্রকরণে অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৮।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপ! বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সমতিক্রান্ত দেখিয়া আপনার পক্ষ যোদ্ধাদিগের মজ্জা যেন ত্রস্ত হইয়া গেল; পরন্তু তাঁহারা সকলেই মহাত্মা ও লজ্জাশীল ছিলেন, সুতরাং প্রকৃতি প্রেরিত ও সংরব্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন। যাঁহারা সেই যুদ্ধে ক্রোধ ও অমর্ষ-পূর্ণ হইয়া অর্জ্জুনের সমীপে গিয়াছেন, তাঁহারা নদীর সাগর গমনের ন্যায় অদ্যাপি নিবৃত্ত হয়েন নাই। যে প্রকার নাস্তিকেরা বেদ-বিহিত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া নরকে গমন-পূর্ব্বক পাপ সংভোগ করে, সেই প্রকার অসাধু ব্যক্তিরাই পাপ ভোগের নিমিত্তে সেই রণ হইতে পলায়ন পরায়ণ হইয়াছে। যে প্রকার চন্দ্র সূর্য্য রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হইয়া লোকের দৃষ্টিগোচর হন, সেই প্রকার সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্জ্জুন রথ সৈন্য অতিক্রম-পূর্ব্বক বিমুক্ত হইয়া দৃষ্ট হইলেন। দেখিলাম, যেমন দুই টী মৎস্য বৃহৎ জাল বিদারণ করিয়া মুক্ত হয়, সেই প্রকার তাঁহারা দুই জন সেনা জাল বিদারণ করিয়া মুক্ত হইলেন। যেমন প্রলয় কালের দুই সূর্য্য উদয় হয়, সেই প্রকার সেই দুই মহাত্মা অতি দুর্ভেদ্য দ্রোণ সৈন্য ও শস্ত্র-সংবাধ হইতে বিমুক্ত হইলেন। সেই দুই মহাত্মা রথ সঙ্কট ও শস্ত্র সংবাধ হইতে শত্রুদিগকে বাধা প্রদান করিতে করিতে উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহারা অগ্নি সম স্পর্শ মকর মুখ হইতে উত্তীর্ণ মৎস্য দ্বয়ের ন্যায় শত্রু সংবাধা হইতে সমুত্তীর্ণ হইলেন এবং মকর কর্ত্তৃক সমুদ্রালোড়নের ন্যায় সেনালোড়ন করিতে লাগিলেন। যখন উহাঁরা দ্রোণ সৈন্য মধ্যে আপতিত হইয়াছিলেন, তখন আপনার পুত্রগণ ও অন্যান্য যোদ্ধাগণ মনে করিয়াছিলেন, ইহাঁরা দুই জন দ্রোণের হস্ত হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা মহাতেজস্বী ঐ দুই মহাত্মাকে দ্রোণ সৈন্য হইতে উত্তীর্ণ দেখিয়া সিন্ধুরাজের জীবনের প্রতি সংশয় করিতে লাগিলেন। হে মহীপাল! আপনার পুত্র-

দিগেরও এই আশা বলবতী ছিল যে, দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার নিকট হইতে কৃষ্ণার্জ্জুন উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না, কিন্তু সেই শত্রুতাপন দুইজন সেই আশা বিফল করিয়া দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মার দুস্তর সৈন্য-মধ্য হইতে সমুত্তীর্ণ হইলেন। পরন্তু তখন তাঁহারা তাঁহাদিগের দুই জনকে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় সৈন্যাতিক্রম করিতে দেখিয়া সিন্ধুরাজের জীবনে নিরাশ হইলেন।

মহারাজ! শত্রুভয়বর্দ্ধন কৃষ্ণার্জ্জুন অভীত হইয়া গমন করিতে করিতে জয়দ্রথের বধ বিষয়ক কথা বার্ত্তা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন "সেই সিন্ধুপতি, দুর্য্যোধন পক্ষীয় ছয় জন মহারথীর মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু সে আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলে কখনই মুক্ত হইতে পারিবে না। যদি দেবগণের সহিত দেবরাজও তাহাকে রক্ষা করেন, তথাপি আমরা সংহার করিব।" মহাবাহু কৃষ্ণার্জ্জুন যাইতে যাইতে সিন্ধুরাজকে দূর হইতে দেখিতে দেখিতে এই রূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, আপনকার পুত্রেরা তাহা শ্রবণ করিলেন। যেমন তৃষিত দুই গজ মরুভূমি অতিক্রম-পূর্ব্বক সলিল পান করিয়া আশ্বস্ত হইয়া গমন করে, সেই প্রকার তাঁহাদিগের দুই জনকে দেখা গেল, এবং যে প্রকার দুই বণিক্ ব্যাঘ্র-সিংহ-গজাকীর্ণ পর্ব্বত-পথ সমতিক্রম করিয়া জরা-মরণ-হীন রূপে দৃষ্টিগোচর হয়, সেই রূপ তাঁহারা দুই জন দৃষ্টিগোচর হইলেন। আপনার পক্ষীয় সকলে তাঁহাদিগের উভয়ের মুখবর্ণ পূর্ব্বোক্ত দুর্গম্য পথ সমুত্তীর্ণ বণিকের ন্যায় প্রফুল্ল বিবেচনা করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সৈন্য-সংবাধ হইতে মুক্ত দেখিয়া সর্ব্ব দিক্ হইতে সাতিশয় চিৎকার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! যেমন মনুষ্য সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়, সেই প্রকার সেই শত্রুদমন দুই পুরুষসিংহ জ্বলিতাগ্নি সদৃশ সর্প-তুল্য দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ এবং সাগর-সদৃশ দ্রোণ সৈন্য হইতে ভাস্বন্ত ভাস্করের ন্যায় প্রমুক্ত ও হর্ষযুক্ত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন। তাঁহারা দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা হইতে ক্ষত বিক্ষত ও মহৎ শস্ত্ররাশির আঘাত হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রোণের শাণিত শর-নিকরে পরিব্যাপ্ত ও রুধিরাক্ত হইয়া কর্ণিকার পুষ্প শোভিত পর্ব্বত দ্বয়ের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন, এবং ক্ষত্রিয়-প্রধান-গণ-সলিল-রাশিতে সম্পন্ন, শক্তি সর্পে সমাকুল, লৌহ বাণ মকরে সমন্বিত দ্রোণ রূপ গ্রাহযুক্ত হ্রদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। যেমন চন্দ্র সূর্য্য তিমির হইতে মুক্ত হন, সেই প্রকার তাঁহারা গদা ও খড়্গ রূপ বিদ্যুৎ-সম্পন্ন ধনুষ্টঙ্কার ও তল ধ্বনি বিশিষ্ট দ্রোণের অস্ত্র মেঘ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন। সমুদায় প্রাণী দ্রোণের অসাধারণ অস্ত্রবলে বিস্ময়াপন্ন ছিলেন, সুতরাং লোক-বিশ্রুতকীর্ত্তি মহাধনুর্দ্ধর কৃষ্ণার্জ্জুনকে তাহা হইতে সমুত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহাদিগকে যেন মহা কুম্ভীর মকরাদি সমাকুল গ্রীষ্মান্তে পরিপূর্ণ সমুদ্রগামী সিন্ধু প্রভৃতি ছয় টি নদ হইতে বাহু দ্বারা সন্তরণ-পূর্ব্বক সমুত্তীর্ণ মনে করিলেন। যে প্রকার, ব্যাঘ্র, কূপ-সমীপস্থ জলাধারে মৃগ অন্বেষণ করত অবস্থান করে, সেই প্রকার তাঁহারা দুই জন জয়দ্রথকে বধ করিবার মানসে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদিগের মুখবর্ণ দেখিয়া আপনকার পক্ষ যোধগণ জয়দ্রথকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন। লোহিত-লোচন মহাবাহু কৃষ্ণার্জ্জুন যত্নপূর্ব্বক সিন্ধুরাজকে দেখিতে পাইয়া হর্ষ সহকারে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রশ্মিহস্ত কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুনের প্রভা তৎকালে সূর্য্য ও অগ্নি সদৃশ হইয়াছিল। যেমন আমিষ দেখিয়া দুই শ্যেন পক্ষী হর্ষান্বিত হয়, এবং দ্রুত-বেগে তাহার নিকট গমন করে, সেই প্রকার তাঁহারা দুই জন দ্রোণ সেনা হইতে মুক্ত হইয়া সমীপে সিন্ধুরাজকে দেখিয়া হর্ষাবিষ্ট হইলেন,

এবং ক্রোধ সহকারে সহসা তাঁহার সমীপে দ্রুত-বেগে গমন করিতে লাগিলেন।

হে প্রভো! অশ্বের সংস্কার কার্য্যে অভিজ্ঞ, দ্রোণ কর্ত্তৃক বদ্ধ কবচ পরাক্রমশীল আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণার্জ্জুনকে সৈন্যাতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে আপতিত হইতে দেখিয়া সিন্ধু-রাজের রক্ষার্থে একাকী রথারোহণে গমন করিলেন। তিনি মহাধনুর্দ্ধর কৃষ্ণার্জ্জুনকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপনীত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখাগত হইলে, সমুদায় সৈন্য মধ্যে হর্ষ-সূচক নানা বিধ বাদ্য ধ্বনি ও শঙ্খ ধ্বনি মিশ্রিত বহুল সিংহনাদ হইতে লাগিল। পাবক সদৃশ যাঁহারা সিন্ধুরাজের রক্ষক ছিলেন, তাঁহারা সমরে আপনকার পুত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। হে মহীপাল! কৃষ্ণ অনুগগণের সহিত দুর্য্যোধনকে সম্মুখাগত দেখিয়া অর্জ্জুনকে তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন।

দুর্য্যোধনাগমনে একোন শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৯॥

—•◦•—

বাসুদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সুযোধন সম্মুখে সমাগত। আজি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে মনে করিতেছি। পরন্তু উহার সদৃশ রথী কেহ নাই। ও দূরপাতী, মহাধনুর্দ্ধর, অস্ত্র-বিদ্যাকুশল, যুদ্ধ-দুর্ম্মদ, দৃঢ়াস্ত্র, বিচিত্র যোদ্ধা এবং মহাবলবান্। ঐ মহারথ অত্যন্ত সুখ-সংবর্দ্ধিত, মানী, সতত কৃতী ও পাণ্ডব দ্বেষী। আমি বিবেচনা করি, উহার সহিত তোমার যুদ্ধ করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে এই যুদ্ধ রূপ দ্যূতক্রীড়ায় জয় পরাজয়, তোমাদিগের উভয়ের আয়ত্ত। ঐ মহারথ পাণ্ডবদিগের কষ্টভোগের মূল, তুমি চির-সম্ভূত ক্রোধ বিষ উহার প্রতি পরিত্যাগ কর। ও যখন তোমার শরক্ষেপ স্থলে আসিয়াছে, তখন তুমি আপনার সফলতা বিবেচনা কর। কোন রাজা রাজ্যার্থী হইয়া কি তোমার সহিত যুদ্ধে সঙ্গত হইতে পারে? ধনঞ্জয়! সৌভাগ্য ক্রমেই ও তোমার বাণ গোচরে উপনীত হইয়াছে, অতএব যাহাতে ও জীবন পরিত্যাগ করে, তাহার বিধান কর। ও ঐশ্বর্য্যমদে মোহিত হইয়া যেমন দুঃখানুভব করে নাই, সেই প্রকার সংগ্রামে তোমার বলবীর্য্যও অবগত নহে। পার্থ! মনুষ্য সুর ও অসুরগণের সহিত ত্রিভুবন একত্র হইয়াও তোমাকে রণে পরাজয় করিতে উৎসাহী হইতে পারে না, এমত স্থলে এক সুযোধন তোমার কি করিবে? যখন সৌভাগ্য বশত ও তোমার রথ-সমীপে আসিয়াছে, তখন পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তুমি উহাকে সংহার কর। হে বিশুদ্ধাত্মন্! ঐ পরাক্রমশীল দুর্য্যোধন তোমার অনর্থ নিমিত্ত চিরকাল যত্ন করিয়াছে; ঐ পাপাত্মা ধর্ম্মরাজকে ছলক্রমে পাশক্রীড়ায় বঞ্চনা করিয়াছে এবং তোমাদিগের কোন অপরাধ না থাকাতেও তোমাদিগের প্রতি সর্ব্বদা বহুল নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছে; অতএব হে পার্থ! ঐ নীচাশয় ক্ষুদ্রবুদ্ধি সতত নিষ্ঠুর যথেষ্টাচারীকে তুমি যুদ্ধে বিলক্ষণ মনোযোগী হইয়া কোন বিচার না করিয়াই সংহার কর। ঐ দুরাত্মা কর্ত্তৃক ছল দ্বারা তোমাদিগের রাজ্যাহরণ, বনবাসে প্রেরণ, এবং দ্রৌপদীর ক্লেশ মনে করিয়া তুমি পরাক্রম প্রকাশ কর। ও সৌভাগ্যক্রমেই তোমার বাণ গোচরে আসিয়াছে; সৌভাগ্যক্রমেই তোমার কার্য্য বিঘ্ন নিমিত্তে তোমার সম্মুখে সমাগত হইয়াছে, এবং সৌভাগ্যক্রমেই তোমার সহিত যুদ্ধ কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে। আমরা যে কামনার অভিলাষ করি নাই, সৌভাগ্যক্রমেই সেই কামনা অদ্য সফল হইল; অতএব হে পার্থ! যেমন পূর্ব্ব কালে দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র জম্ভাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তুমি ঐ কুলাধমকে বিনষ্ট কর। ও বিনষ্ট হইলে উহার সৈন্য সকল অনাথ হইবে, সুতরাং উহাদিগকে অনায়াসে নিহত

করিবে। ঐ পাপাত্মা দুরাত্মাদিগের মূল, উহাকে ছেদন কর, এই বৈরানলের শান্তি হউক।

সঞ্জয় কহিলেন, কৃষ্ণ ঐ রূপ কহিলে, অর্জ্জুন তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, এই কার্য্য আমার অনুরূপই বটে; অতএব তুমি অন্য সকলকে অবজ্ঞা করিয়া সুযোধনের নিকট গমন কর। যে আমাদিগের রাজ্য নিষ্কণ্টক রূপে দীর্ঘকাল ভোগ করিয়াছে, যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমি কি তাহার মস্তক ছেদন করিতে পারিব! মাধব! যে ক্লেশের অযোগ্যা কৃষ্ণার কেশাকর্ষণ করিয়া ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, আমি কি তাহার পরিশোধ দিতে পারিব! তাঁহারা উভয়ে এই রূপ বলাবলি করিতে করিতে হর্ষ সহকারে দুর্য্যোধনকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রবর চালনা করিলেন। আপনকার পুত্র, কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকটস্থ হইয়া মহৎ ভয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভয় করিলেন না। মহারাজ! তিনি যে নির্ভয়ে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি যুদ্ধে প্রত্যুদ্গত হইলেন, তাহাতে সমুদায় ক্ষত্রিয়েরা তাঁহার সেই কর্ম্মের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধাসক্ত দেখিয়া আপনকার পক্ষীয় সমস্ত সৈন্য মধ্যে মহাশব্দ হইতে লাগিল। সেই সমুত্থিত ভীষণ জনরব সময়ে আপনকার পুত্র, বিপক্ষ অর্জ্জুনের উদ্দেশ্য ভঙ্গ নিমিত্ত নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন, আপনকার পুত্র কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, শত্রুতাপন দুর্য্যোধনও তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়কে পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও ভীষণাকার দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে রাজগণ তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনকার পুত্র অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণার্জ্জুনও হর্ষান্বিত হইয়া মহাসিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। তাঁহাদিগকে হর্ষান্বিত দেখিয়া সমুদায় কৌরবগণ আপনকার পুত্রের জীবনে নিরাশ হইলেন, এবং অনেকে আপনকার পুত্রকে অনল মুখ মধ্যে আহুত মনে করিয়া শোকাকুল হইলেন। আপনকার পক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধা কৃষ্ণার্জ্জুনকে হর্ষাবিষ্ট দেখিয়া ভয়ার্দ্দিত হইয়া "রাজা হত হইলেন, রাজা হত হইলেন" বলিয়া শব্দ করিতে লাগিল। জয়াপেক্ষী রাজা দুর্য্যোধন ঐ শব্দ শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ভীত হইও না, আমি কৃষ্ণার্জ্জুনকে যম সদনে প্রেরণ করিব, এই কথা সৈনিকদিগকে বলিয়া ক্রোধ বশত অর্জ্জুনকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি দিব্য ও মানুষ যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, যদি তুমি পাণ্ডু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, তবে তাহা আমার নিকট শীঘ্র প্রকাশ কর। তোমার এবং কেশবের যে বল বীর্য্য থাকে, তাহা আমার প্রতি শীঘ্র প্রয়োগ কর, তোমার কি পর্য্যন্ত পৌরুষ, তাহা আমি দর্শন করিব। তুমি প্রভুর নিকট হইতে সৎকার প্রাপ্তির যোগ্য কর্ম্ম সকল করিয়াছ লোকে বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহা আমার সাক্ষাতে কর নাই, অতএব তাহা এক্ষণে আমার নিকট প্রদর্শন কর।

দুর্য্যোধন দম্ভবাক্যে শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০০॥

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন ঐ কথা বলিয়া অতি বেগে মর্ম্মভেদী তিন বাণে অর্জ্জুনকে, চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে এবং দশ বাণে কৃষ্ণের হৃদয়ে আঘাত করিলেন; তৎ পরেই এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা কৃষ্ণের করস্থ প্রতোদ ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। অর্জ্জুন অব্যগ্র চিত্তে সত্বর হইয়া শিলা শাণিত চিত্রপুঙ্খ চতুর্দ্দশ শর দুর্য্যোধনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু তাহা দুর্য্যোধনের বর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইল। ঐ চতুর্দ্দশ বাণ বিফল হইল দেখিয়া অর্জ্জুন পুনর্ব্বার চতুর্দ্দশ বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে তাহাও তাঁহার বর্ম্ম হইতে বিচ্যুত

হইল। সেই অষ্টাবিংশতি বাণ ব্যর্থ হইল দেখিয়া পরবীরহন্তা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, পার্থ! যাহা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, তাহা যে অদ্য দেখিতেছি! তুমি যে সকল বাণ দুর্য্যোধনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, তাহা প্রস্তরাঘাতের ন্যায় নিরর্থক হইল! পূর্ব্ববৎ কি তোমার গাণ্ডীবের বল নাই? তোমার মুষ্টি বা হস্ত বল কি বিনষ্ট হইয়াছে? অদ্যকার এই সমুপস্থিত সময় দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু ইহা তোমার বা শত্রুর পক্ষে বিফল হইবে না তো? ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার নিকট কীর্ত্তন কর। দুর্য্যোধনের প্রতি নিপতিত তোমার শর ব্যর্থ দেখিয়া আমি মহাবিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। পার্থ! অদ্য এ কি বিড়ম্বনা, তোমার বজ্র তুল্য যে সকল বাণ শত্রু শরীর বিদারণ করিয়া থাকে, তাহা অদ্য নিরর্থক হইল!

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমার বোধ হয়, দ্রোণ উহারে কবচ ধারণ করাইয়া দিয়াছেন, ঐ কবচ অস্ত্রের অভেদ্য; ত্রিলোক একত্র হইলেও উহার নিকট অন্তর্হিত হয়। উহা এক দ্রোণই জানেন, আর আমি ঐ দ্বিজসত্তমের নিকট হইতে জ্ঞাত আছি। ঐ কবচ বাণ দ্বারা কোন প্রকারে ভেদিত হইবার নহে, স্বয়ং ইন্দ্রও বজ্র দ্বারা উহা ভেদ করিতে পারেন না। কৃষ্ণ! তুমি ইহা জ্ঞাত থাকিয়াও কি কারণে আমাকে মোহিত করিতেছ? ত্রিভুবন মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যাহা কিছু, সকলই তোমার যে বিদিত আছে, ইহা যেমন আমি জানি, এরূপ অপর কেহ জানে না। মাধব! দ্রোণ ঐ দুর্য্যোধনকে কবচ বন্ধন করিয়া দেওয়াতে ও কবচধারী হইয়া নির্ভয়ে রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই কবচ বিষয়ে যে কার্য্যের বিধান করিতে হয়, তাহা ও জানে না; ও স্ত্রীলোকের ন্যায় উহা ধারণ করিয়াছে। সে যাহা হউক, তুমি আমার ধনুর্বল ও বাহু বীর্য্য দেখিবে, ঐ কুরুরাজ কবচ-রক্ষিত থাকিলেও আমি উহাকে পরাজয় করিব। দেবমাথ ঐ ভাস্বর কবচ অঙ্গিরাকে দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বৃহস্পতি উহা পাইয়াছিলেন। পরে ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট হইতে উহা লাভ করেন। অনন্তর ইন্দ্র ঐ বর্ম্ম উপকরণের সহিত আমাকে উপদেশ করেন। ঐ বর্ম্ম দৈব-নির্ম্মিত হউক বা ব্রহ্মা স্বয়ং উহার সৃষ্টি করিয়া থাকুন, কিন্তু আজি আমি দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনকে বাণ দ্বারা নিহত করিব, ঐ কবচ উহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া কতকগুলি বাণ অভিমন্ত্রিত করিয়া শরাসনে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সকল বাণ অর্জ্জুন আকর্ষণ করিবার সময়ে উহা ধনুকের মধ্যগত থাকিতে থাকিতেই অশ্বত্থামা সর্ব্বাস্ত্রঘাতী বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দূর হইতে নিকৃত্ত দেখিয়া অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, জনার্দ্দন! এই অস্ত্র আমি দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করিতে পারিব না, করিলে উহা আমাকে ও আমার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে পারে। মহারাজ! তদনন্তর দুর্য্যোধন নতপর্ব্ব আশীবিষ তুল্য নব সপ্ত বাণে কৃষ্ণার্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার শর বর্ষণে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। আপনকার পক্ষ গণ দুর্য্যোধনকে মহৎ শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বাদ্য ধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। তদনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৃক্ক লেহন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের অঙ্গে এমত স্থান দেখিলেন না যে, তাহা বর্ম্মরক্ষিত হয় নাই। তৎ পরে অন্তক-সদৃশ সুশাণিত সুমুক্ত কতিপয় বাণ দ্বারা তাঁহার অশ্ব, পৃষ্ঠরক্ষক, সারথি, বিচিত্র ধনুক ও হস্তাবাপ বিনষ্ট করিলেন। পরে তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিবার উপক্রম করিলেন; তৎ পরে তাঁহাকে রথ বিচ্যুত করিয়া তীক্ষ্ণ দুই বাণ তাঁহার দুই হস্ততলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনকে ধনঞ্জয় শরে পীড়িত ও কৃচ্ছ্র আপদগ্রস্ত দেখিয়া আপনকার পক্ষ যোধগণ

তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ক্রোধাবিষ্ট বহু সহস্র সজ্জিত রথী, কুঞ্জরারোহী, অশ্বারোহ ও পদাতি সমূহ দ্বারা ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া অস্ত্র সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহৎ অস্ত্র বর্ষণে ও সৈন্য সমূহে সমাবৃত হইয়া কি কৃষ্ণ কি অর্জ্জুন কি তাঁহার রথ, কিছুই দৃষ্ট হইল না। অনন্তর অর্জ্জুন অস্ত্র বর্ষণ করিয়া সেই সমস্ত সেনা নিহত করিতে লাগিলেন। তাহাতে শত শত রথী ও গজারোহী হতাঙ্গ হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিহত হইয়াছে এবং কেহ কেহ নিহত হইতেছে, এমন অবস্থায়ও তাহারা অর্জ্জুনের রথের প্রতি আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে অর্জ্জুনের রথ ক্রোশমাত্র স্থানে চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিল।

তদনন্তর বৃষ্ণিকুল বীর কৃষ্ণ ত্বরিত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, অর্জ্জুন! তুমি শরাসন বিস্ফারণ কর, আমি শঙ্খ ধ্বনি করি। পরে অর্জ্জুন বল-পূর্ব্বক গাণ্ডীব বিস্ফারণ করত মহা বাণ বর্ষণ করিয়া এবং তল শব্দ দ্বারা শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন, এবং বলবান্ কেশবও অতি বল-পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেশবের চক্ষুর্লোম ধূলি-বিধ্বস্ত ও মুখ অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল। তাঁহার শঙ্খ ধ্বনি ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধ্বনি শ্রবণে দুর্ব্বল সবল জন সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর যেমন মেঘ বায়ু চালিত হইয়া প্রকাশ পায়, সেই প্রকার অর্জ্জুনের রথ সেই সকল সৈন্য সংবাধ হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইল। তাহা দেখিয়া জয়দ্রথের রক্ষক সকল স্ব স্ব অনুগ যোদ্ধাগণের সহিত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। জয়দ্রথ-রক্ষক সেই সকল মহারথী সহসা অর্জ্জুনকে দেখিয়া বসুন্ধরা কম্পিতা করিয়া মহা শব্দ করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা গণ বাণ নিক্ষেপের উগ্র শব্দ শঙ্খ ধ্বনিতে বিমিশ্রিত করিয়া মহাসিংহনাদ প্রাদুর্ভূত করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুনও সেই সকল যোদ্ধাদিগের সমুত্থিত ভয়ঙ্কর নিনাদ শুনিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎকালে সেই সকল নিদারুণ মহাশব্দে শৈল, সমুদ্র, দ্বীপ ও পাতালের সহিত বসুন্ধরা পরিপূর্ণ হইল, এবং কুরু পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে দশ দিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইল। আপনকার পক্ষ মহারথীগণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে দেখিয়া অতিশয় ভয়াবিষ্ট ও ত্বরান্বিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা মহাভাগ কৃষ্ণার্জ্জুনকে বদ্ধবর্ম্মা ও সংক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল।

দুর্য্যোধন পরাজয়ে একাধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার পক্ষীয় যোদ্ধা গণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে দেখিয়া জিঘাংসা-পরবশ হইয়া অগ্রে সত্বর হইলেন, এবং অর্জ্জুনও সেই রূপ তাঁহাদিগের উপর জিঘাংসা-পরবশ হইয়া সত্বর হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মদ্ররাজ ও অশ্বত্থামা, এই আট জন রথিপ্রবর সুবর্ণ-চিত্রিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-সজ্জিত শব্দ বিশিষ্ট উত্তম উত্তম রথ ও ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ বিপুল শব্দশীল স্বর্ণপৃষ্ঠ দুর্দৃশ্য শরাসন সকলের দ্বারা প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় সমস্ত দিক্ প্রদীপ্ত করিয়া হেমচন্দ্রালঙ্কৃত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-কল্পিত বেগশীল অশ্ব সকল দ্বারা যেন আকাশ পান করত চতুর্দ্দিকে শোভমান হইলেন। বদ্ধবর্ম্মা ও অতি সংক্রুদ্ধ সেই সকল মহারথী মেঘ গর্জ্জন সদৃশ শব্দশীল রথ ও সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা অর্জ্জুনের সমস্ত দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। শীঘ্রগামী উত্তম উত্তম বিচিত্র অশ্ব সকল সেই মহারথদিগকে বহন করত দশ দিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া শোভমান হইল। তাঁহারা মহাবেগশীল পর্ব্বত, নদী ও সিন্ধু দেশীয় ও অন্যান্য নানা দেশীয় উত্তম উত্তম অশ্ব সকলের দ্বারা আপনকার পুত্রকে রক্ষা করিবার অভিলাষে শীঘ্র ধনঞ্জয়ের রথ পরিবেষ্টন করিলেন। সেই

পুরুষসত্তমগণ স্ব স্ব মহা শঙ্খ ধ্বনি করিয়া সসাগরা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিলেন, এবং কৃষ্ণার্জ্জুনও স্ব স্ব শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ সমুদায় প্রাণীর শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহাদিগের শঙ্খও সমুদায় শঙ্খের শ্রেষ্ঠ; অর্জ্জুনের দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনিতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমস্ত দিক্ সমাবৃত হইল, এবং কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি সমুদায় শব্দ অতিক্রম করিয়া স্বর্গ মর্ত্য পরিপূর্ণ করিল। শূরদিগের হর্ষবর্দ্ধন ও ভীরুদিগের ত্রাস-জনক সেই মহা শঙ্খ ধ্বনি সময়ে বহু সংখ্য ভেরী, ঝর্ঝর, আনক ও মৃদঙ্গ বাদ্য হইতে লাগিল।

দুর্য্যোধন-হিতৈষী আপনকার সৈন্য-রক্ষাকারী নানা দেশীয় মহীপাল বিখ্যাত বিখ্যাত মহাধনুর্দ্ধর মহারথী বীরগণের সেই শঙ্খ ধ্বনি অসহ্য হইল। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের কার্য্যের প্রতীকার করিবেন মনে করিয়া উচ্চৈঃ শব্দে শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। হে প্রভু! আপনকার সৈন্য মধ্যে নর, নাগ ও অশ্ব সমস্ত সেই শঙ্খ ধ্বনি দ্বারা উদ্বেগাপন্ন ও অস্বস্থের ন্যায় হইল। যেমন নির্ঘাত শব্দে আকাশ নিনাদিত হয়, সেই প্রকার আপনকার সৈন্য শঙ্খ সমূহের তুমুল ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। সেই অতি মহান্ শব্দ প্রলয় কালীন বিস্তৃত শব্দের ন্যায় সমস্ত দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করিল।

মহারাজ! তৎ পরে দুর্য্যোধন এবং পূর্ব্বোক্ত মহারথ আটজন মহারথী জয়দ্রথের রক্ষার্থ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। অশ্বত্থামা ত্রিসপ্ততি শরে কৃষ্ণকে, তিন ভল্লে অর্জ্জুনকে এবং পঞ্চ ভল্লে অর্জ্জুনের ধ্বজ ও অশ্ব চতুষ্টয়কে প্রহার করিলেন। জনার্দ্দন প্রতিবিদ্ধ হইলে অর্জ্জুন অতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া ছয় শত বাণ অশ্বত্থামার উপর নিক্ষেপ করিয়া কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন, এবং শল্যের মুষ্টিস্থলে শর সহিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শল্য অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং ভূরিশ্রবা শিলা শাণিত হেমপুঙ্খ তিন বাণ, কর্ণ দ্বাত্রিংশত, বৃষসেন পাঁচ, জয়দ্রথ ত্রিসপ্ততি, কৃপ দশ এবং মদ্ররাজও দশ বাণ অর্জ্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। পরে অশ্বত্থামা ষষ্টি শর অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণকে সপ্ততি বাণ প্রহার-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অর্জ্জুনকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। নরসিংহ অর্জ্জুন হাস্য করিয়া স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণকে দ্বাদশ ও বৃষসেনকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া শল্যের সশর শরাসন মুষ্টিস্থলে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে ভূরিশ্রবাকে তিন, পুনর্ব্বার শল্যকে দশ, অশ্বত্থামাকে আট, কৃপকে পঞ্চবিংশতি, সিন্ধুরাজকে এক শত, এবং পুনর্ব্বার অশ্বত্থামাকে সপ্ততি সংখ্য অগ্নি-শিখাকার শাণিত শরে প্রহার করিলেন। পরন্তু ভূরিশ্রবা সংক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের প্রতোদ ছেদন করিয়া অর্জ্জুনকে ত্রিসপ্ততি শরে আহত করিলেন। তদনন্তর শ্বেতবাহন সংক্রুদ্ধ হইয়া, যেমন মহাবায়ু মেঘ সকলকে নিবারিত করে, সেই প্রকার শত শত তীক্ষ্ণ শরে তাঁহাদিগের সকলকে নিবারিত করিলেন।

সঙ্কুল যুদ্ধে দ্ব্যধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমার ও পাণ্ডবদিগের যাহার যে প্রকার সুশোভিত ধ্বজ সকল ছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সেই মহাত্মাদিগের নানা প্রকার ধ্বজ ছিল; সেই সকল ধ্বজের নাম, রূপ ও বর্ণক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই সকল প্রধান প্রধান রথীদিগের রথে নানাবিধ ধ্বজ সকল অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণ পতাকায় সংবৃত, নানা বর্ণ, বহুবিধ, পরম শোভমান, কাঞ্চনমালা ও কাঞ্চন-শিরো-

ভূষণে অলঙ্কৃত কাঞ্চন ময় সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ সকল কাঞ্চন ময় মহাগিরির কাঞ্চন ময় শিখরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই সকল পতাকা পবন-সমীরিত হইয়া, রঙ্গভূমিতে নৃত্যমান নর্ত্তকীগণের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। রথীদিগের ইন্দ্রধনুর ন্যায় দীপ্যমান সেই সকল পতাকা পুনঃপুনঃ প্রকম্পিত হইয়া উত্তম উত্তম রথ সকল সুশোভিত করিতে লাগিল।

মহারাজ! দেখিলাম, ধনঞ্জয়ের রথে উগ্রমুখ সিংহ-লাঙ্গূল-বিশিষ্ট ভীষণ রূপ বানর ধ্বজ রহিয়াছে। ঐ বানর ধ্বজ পতাকায় সমলঙ্কৃত হইয়া সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করিতে লাগিল। অশ্বত্থামার রথে অরুণ বর্ণ, সিংহলাঙ্গূলাকার, কাঞ্চন ময়, ইন্দ্র-ধ্বজ তুল্য প্রভা-সম্পন্ন, সমুচ্ছ্রিত, পবন-কম্পিত ধ্বজাগ্র ভাগ কৌরবরাজের আনন্দোৎপাদন করিতে লাগিল। অধিরথ-পুত্র কর্ণের রথে কাঞ্চন ময় হস্তি-কক্ষা-চিহ্নিত, পতাকা ও মাল্য শোভিত সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ আকাশ পরিপূর্ণ করত পবন কম্পিত হইয়া যেন নৃত্য করিতে থাকিল। যশস্বী ব্রাহ্মণ গোতম-পুত্র কৃপাচার্য্যের রথে সমলঙ্কৃত বৃষ চিহ্নিত ধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। যেমন ত্রিপুরারি মহাদেবের রথ, বিরাজিত বৃষ দ্বারা শোভমান হয়, সেই প্রকার কৃপাচার্য্যের মহা রথ বৃষচিহ্নিত ধ্বজ দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। বৃষসেনের রথে নানাবিধ রত্ন শোভিত কাঞ্চন ময় ময়ূর ধ্বজ ছিল। সেই ময়ূর, সেনামুখ সুশোভিত করিয়া যেন কোন কথা বলিতে সমুদ্যত হইয়াছে এই রূপে শোভা পাইতে লাগিল। যেমন বিরাজিত ময়ূর দ্বারা কার্ত্তিকেয় দেব প্রতিভাত হন, সেই প্রকার বৃষসেন সেই ময়ূর ধ্বজ দ্বারা শোভমান হইলেন। মদ্ররাজ শল্যের রথ ধ্বজের অগ্রভাগে অগ্নি-শিখাকার অনুপম শোভান্বিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত লাঙ্গল-রেখা চিহ্ন ছিল। যেমন ক্ষেত্র মধ্যে লাঙ্গল-কর্ষিত স্থল সর্ব্ববিধ বীজাঙ্কুরে শোভমান হয়, সেই প্রকার সেই সুচিত্রিত শ্রীসম্পন্ন লাঙ্গল-রেখা প্রতিভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের রথ-ধ্বজের অগ্র ভাগে রজত ময়, লোহিত-সূর্য্যপ্রভ স্বর্ণজালে সমলঙ্কৃত বরাহ চিহ্ন বিরাজমান ছিল। রাজা জয়দ্রথ সেই রজত ময় ধ্বজ দ্বারা, পূর্ব্ব কালীন দেবাসুর যুদ্ধে শোভমান পূষার ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। যজ্ঞশীল ধীমান্ সোমদত্ত-নন্দনের সূর্য্যপ্রভ রথ-ধ্বজ যূপ-চিহ্নিত ছিল। সেই যূপধ্বজে কল্পিত চন্দ্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেমন রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমুচ্ছ্রিত যূপ বিরাজিত হয়, সেই প্রকার তাঁহার কাঞ্চন ময় যূপ-ধ্বজ বিরাজমান দেখিলাম। রাজা শলের রজতময় মহা হস্তী চিহ্নিত রথ-ধ্বজ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গ ময়ূর সকল দ্বারা উপশোভিত ছিল। স্বর্ণ চিত্রিত ময়ূরাঙ্গে উপশোভিত সেই হস্তি চিহ্নিত ধ্বজ আপনকার সৈন্য সকলকে সুশোভিত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। যে প্রকার শ্বেত মহানাগ দেবরাজের সৈন্য শোভা করে, সেই প্রকার আপনকার পুত্র কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের উত্তম রথের ধ্বজে কাঞ্চন সংবৃত, শত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ধ্বনিত চিত্রিত রত্নময় নাগ, সৈন্যগণকে সুশোভিত করিতে লাগিল। কুরুপ্রধান আপনকার পুত্র ঐ শ্বেত নাগ চিহ্নিত মহা ধ্বজ দ্বারা সাতিশয় শোভমান হইলেন। মহারাজ! সেই সংগ্রামে আপনকার সৈন্য মধ্যে অশ্বত্থামা প্রভৃতি উক্ত নয় জন যোদ্ধার সিংহ-লাঙ্গূলাদি চিহ্নিত নব বিধ মহাধ্বজ, সমুচ্ছ্রিত হইয়া যুগান্ত কালীন আদিত্যের ন্যায় আপনকার সৈন্যদিগকে সমুজ্জ্বল করিতেছিল বটে, কিন্তু অর্জ্জুনের রথ-ধ্বজে এক মাত্র যে মহাকপি ছিল, তাহাতেই অর্জ্জুন বহ্নিপ্রদীপ্ত হিমবান্ পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

তদনন্তর শত্রুতাপন সেই মহারথেরা অর্জ্জুন নিমিত্ত বিচিত্র শুভ্র মহৎ শরাসন শীঘ্র গ্রহণ করিলেন, এবং দিব্যকর্ম্মা পার্থও শত্রুবিনাশন গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! এই সমস্ত ব্যাপার

আপনকার দুর্মন্ত্রণা প্রযুক্তই সংঘটিত হইয়াছে, এবং আপনকার দোষেই রাজগণ নানা দিক্ দেশ হইতে আসিয়া অশ্ব, হস্তী ও রথের সহিত বিনষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি সেই সকল যোদ্ধা এবং দিব্যকর্ম্মা অর্জ্জুন ইহাঁরা পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শক্রতাপন কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, কৃষ্ণ যাঁহার সারথ্য করিতেছেন, তিনি সমরে এই পরমাদ্ভুত কার্য্য করিলেন যে, একাকী বহু মহারথীর সহিত নির্ভীক হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই মহাবাহু সেই সকল নরেন্দ্র ও জয়দ্রথের জিঘাংসু হইয়া গাণ্ডীব বিক্ষেপ করত রণ স্থলে সুশোভিত হইলেন। তিনি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া আপনকার সেই সকল যোদ্ধা-দিগকে অদৃশ্য করিলেন। অনন্তর তাঁহারাও চতু-র্দ্দিক্ হইতে শর সমুহে অর্জ্জুনকে অদৃশ্য করিলেন। তাঁহারা শর নিকরে অর্জ্জুনকে সমাবৃত করিলে সৈন্য মধ্যে মহা সমুদ্ভূত শব্দ হইতে লাগিল।

রথধ্বজ বর্ণনে ত্র্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৩॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অর্জ্জুন জয়দ্রথের সমীপে সমাগত হইলে পাঞ্চালেরা দ্রোণ কর্ত্তৃক সংরুদ্ধ হইয়া কুরুদিগের সহিত কি রূপ যুদ্ধ করি-য়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অপরাহ্ণ সময়ে পা-ঞ্চালদিগের সহিত কুরুদিগের যে লোমহর্ষণকর তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা যেন দ্রোণকে লইয়া দ্যূত-ক্রীড়া হইতে লাগিল, অর্থাৎ দ্রোণাচার্য্য পণ স্বরূপ হইলেন; পাঞ্চালেরা দ্রোণ বধ করি-বার ইচ্ছায় হৃষ্ট চিত্ত হইয়া গর্জ্জন-পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কৌরবেরাও দ্রোণের রক্ষা মানসে শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের দেবাসুরগণের যুদ্ধ তুল্য অতিতুমুল ঘোরতর অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণের সহিত পা-ঞ্চালগণ দ্রোণের রথ সমীপস্থ হইয়া তাঁহার সৈন্য ভেদ করিবার মানসে মহাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রথী সকল রথারূঢ় হইয়া মধ্যম বেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক দ্রোণের রথ পর্য্যন্ত সৈন্যদিগকে প্রকম্পিত করত অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকিলেন। কেকয়দিগের মহারথ বৃহৎক্ষেত্র দ্রোণের প্রতি ইন্দ্র বজ্র তুল্য সুশাণিত বাণ বপন করত আক্রমণ করিলেন। মহাযশা ক্ষেমধূর্ত্তি সত্বর হইয়া শত শত সহস্র সহস্র বাণ বিমোচন করত বৃহৎক্ষেত্রকে আ-ক্রমণ করিলেন। মহেন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে আ-ক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার চেদি শ্রেষ্ঠ অতি বলবান্ ধৃষ্টকেতু ত্বরা সহকারে দ্রোণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তাঁহাকে ব্যাদিতানন অন্তকের ন্যায় আপতিত হইতে দেখিয়া মহাধনুর্দ্ধর বীরধন্বা সত্বর হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ-নন্তর বীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য জয়াভিলাষে অবস্থিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ও তাঁহার সৈন্যদিগকে নিবা-রণ করিতে লাগিলেন। আপনকার পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ যুদ্ধ বিশারদ পরাক্রমশীল নকুলকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। শক্রতাপন দুর্ম্মুখ, সহদেবকে সমাগত দেখিয়া সহস্র সহস্র শর তাঁহার প্রতি বিকীরণ করিতে লাগি-লেন। ব্যাঘ্রদত্ত, নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে পুনঃপুন প্রকম্পিত করত সুশাণিত তীক্ষ্ণ শর সমুহ দ্বারা নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রথিপ্রধান সোম-দত্ত-নন্দন সংরব্ধ হইয়া প্রবল বাণ নিক্ষেপকারী নরব্যাঘ্র দ্রৌপদী-পুত্রদিগকে নিবারণ করিতে লাগি-লেন। মহারথী ঋষ্যশৃঙ্গ-নন্দন অলম্বুষ ভীষণ রূপ ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে সমাগত দেখিয়া নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল। যেমন পূর্ব্ব কালে রাম রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার সেই নর রাক্ষস দুই জনের সংগ্রাম হইতে লাগিল।

হে ভরত শ্রেষ্ঠ! তদনন্তর যুধিষ্ঠির নতপর্ব্ব নবতি সংখ্য বাণে দ্রোণের সর্ব্ব মর্ম্ম স্থলে আঘাত করি-

লেন। আচার্য্য দ্রোণও যশস্বী যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক রোষিত হইয়া পঞ্চ বিংশতি বাণে যুধিষ্ঠিরের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে আঘাত করিলেন, এবং পুনর্ব্বার সর্ব্ব যোদ্ধার সাক্ষাতে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব সারথি ও ধ্বজের প্রতি এবং তাঁহার প্রতিও বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির হস্তলাঘব প্রদর্শন করত দ্রোণ নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ নিবারণ করিলেন। অনন্তর ধন্বিপ্রবর মহারথী দ্রোণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের শরাসন সহসা ছেদন করিলেন, এবং তাঁহার ধনুক ছিন্ন হইলে তৎ পরেই ত্বরাযুক্ত হইয়া সহস্র সহস্র শরে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রাণী সকল যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণের শরে অদৃশ্য দেখিয়া মনে করিলেন, যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই হত হইলেন। কেহ কেহ মনে করিল, যুধিষ্ঠির রণে পরাঙ্মুখ হইলেন। কেহ কেহ মনে করিল, যশস্বী ব্রাহ্মণ এই বার রাজাকে হরণ করিলেন। বীর্য্যবান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি কৃচ্ছ্র প্রাপ্ত হইয়া দ্রোণ-কর্ত্তৃক ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য এক উত্তম ভারসাধন ধনুক গ্রহণ করিয়া দ্রোণ বিমুক্ত সেই সহস্র সহস্র বাণ সমুদায় ছেদন করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল বাণ ছেদন করিয়া ক্রোধ-লোহিত-লোচনে গিরি-বিদারণী এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। স্বর্ণ দণ্ড যুক্ত মহাভয়ানক অষ্ট ঘণ্টা সমন্বিত সেই শক্তি বল-পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে বলবৎ নিনাদ করিলেন; সেই শব্দে সমস্ত প্রাণী ত্রাসিত হইল। ধর্ম্মরাজ নিক্ষিপ্ত সমুদ্যত শক্তি দেখিয়া সমুদায় প্রাণী দ্রোণের স্বস্তিবাদ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের ভুজ নিক্ষিপ্ত, মোক-নির্ম্মুক্ত উরগ-তুল্য সেই শক্তি দিক্ বিদিক্ ও নভস্তল প্রজ্বলিত করিয়া তেজস্বী সর্পের ন্যায় দ্রোণ সমীপে আসিতে লাগিল। হে নরপাল! অস্ত্রজ্ঞ প্রধান দ্রোণ সেই শক্তিকে সহসা সমাগত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। প্রাদুর্ভূত ব্রাহ্ম অস্ত্র সেই ঘোরদর্শনা শক্তি ভস্মসাৎ করিয়া যশস্বী যুধিষ্ঠিরের রথের প্রতি আগমন করিতে লাগিল। মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির দ্রোণ নিক্ষিপ্ত ব্রাহ্মাস্ত্র সমুদ্যত দেখিয়া তাহা ব্রাহ্মাস্ত্র দ্বারাই বিনষ্ট করিলেন, এবং তৎ পরেই নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া অতি তীক্ষ্ণ এক ক্ষুরপ্র দ্বারা দ্রোণের মহৎ ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপুত্রের প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণের গদা সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া শত্রুতাপন যুধিষ্ঠিরও এক গদা গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ের সহসা নিক্ষিপ্ত গদা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া সংঘর্ষণ প্রযুক্ত অগ্নি উৎপন্ন করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তদনন্তর দ্রোণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ চারি শরে ধর্ম্মরাজের চারি অশ্ব নিহত করিয়া এক বাণে ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসন ছেদন করিলেন, অনন্তর এক বাণে রথ-ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া তিন বাণ যুধিষ্ঠিরের উপর নিক্ষেপ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নিরস্ত্র হইয়া হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ ভুজ হইয়া দাঁড়াইলেন। হে প্রভো! দ্রোণ তাঁহাকে নিরস্ত্র ও রথহীন দেখিয়া লঘু হস্তে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর নিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক শত্রুপক্ষ ও তাঁহার সমুদায় সৈন্যদিগকে বিমোহিত করিলেন। অনন্তর, যেমন পরাক্রান্ত সিংহ মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, সেই প্রকার দ্রোণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট ধাবমান হইলেন। শত্রুঘাতী দ্রোণকে রাজার নিকট ধাবমান হইতে দেখিয়া পাণ্ডব পক্ষে সহসা হাহাকার শব্দ উঠিল, এবং দ্রোণ রাজাকে হরণ করিলেন, দ্রোণ রাজাকে হরণ করিলেন, এই রূপ তুমুল শব্দ পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে সর্ব্বত্র হইতে লাগিল। তদনন্তর কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির সত্বর হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বেগে অশ্ব চালন করত পলায়ন করিলেন।

যুধিষ্ঠির পলায়নে চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৪।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কেকয়রাজ দৃঢ়-বিক্রম বৃহৎক্ষত্রকে সমাগত দেখিয়া ক্ষেমধূর্ত্তি তাঁহার বক্ষঃস্থল শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন। বৃহৎক্ষত্র ত্বরিত হইয়া দ্রোণ সৈন্য ভেদ করিবার মানসে ক্ষেমধূর্ত্তিকে নবতি সংখ্য নতপর্ব্ব বাণে সমাহত করিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তি সংক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত পীত এক ভল্ল দ্বারা মহাত্মা কৈকেয়রাজের ধনুক ছেদন করিলেন, এবং সর্ব্ব ধন্বি প্রধান বৃহৎক্ষত্রকে নত-পর্ব্ব এক বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর বৃহৎক্ষত্র যেন হাসিতে হাসিতে অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া মহারথ ক্ষেমধূর্ত্তিকে অশ্ব, সারথি ও রথ বিহীন করিলেন, এবং তৎ পরেই শাণিত পীত এক ভল্লে তাঁহার দেহ হইতে প্রদীপ্ত কুণ্ডলান্বিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কুঞ্চিত কেশ ও কিরীট-শোভিত ছিন্ন মস্তক সহসা মহীতল গত হইয়া আকাশ হইতে পতিত জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত বৃহৎ-ক্ষত্র ক্ষেমধূর্ত্তির সংহার করিয়া হৃষ্ট চিত্তে পাণ্ডব-দিগের হিতার্থে আপনকার সৈন্যের প্রতি সহসা আপতিত হইলেন।

হে ভারত! মহাধনুর্দ্ধর পরাক্রান্ত বীরধন্বা দ্রো-ণের নিমিত্ত ধৃষ্টকেতুকে সমাগত দেখিয়া নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর বল প্রকাশ-পূর্ব্বক পরস্পরকে সহস্র সহস্র শরদংষ্ট্রে আঘাত করিতে লাগিলেন। যেমন মহারণ্য মধ্যে যূথপতি তীব্রমদ হস্তী দ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করে সেই প্রকার সেই নরসিংহ দ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বধৈষী হইয়া গিরি গহ্বরস্থ রোষিত দুই শার্দ্দূলের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে নরনাথ! অতি অদ্ভুতদর্শন সেই তুমুল যুদ্ধ সিদ্ধ চারণ গণের দর্শনীয় হইল। বীরধন্বা সংক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে এক ভল্ল দ্বারা ধৃষ্টকেতুর শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। মহারথ চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু-ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণদণ্ডান্বিত লৌহময় এক বিপুল শক্তি লইলেন। সেই মহাবীর্য্য-বিশিষ্ট শক্তি ভুজ দ্বারা সমুদ্যত করিয়া যত্ন-পূর্ব্বক সহসা বীরধন্বার রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বীরধন্বা সেই বীরঘাতিনী শক্তি দ্বারা হৃদয়-প্রদেশে অতীব অভি-হত হইয়া নির্ভিন্ন-হৃদয়ে রথ হইতে মহীতলে নি-পতিত হইলেন। ত্রিগর্ত্তদিগের মহারথ শূর বীর-ধন্বা নিপতিত হইলে পাণ্ডবেরা চর্তুর্দ্দিক্ হইতে আপনকার সৈন্য ভগ্ন করিতে লাগিলেন।

হে ভারত! আপনকার পুত্র দুর্ম্মুখ সহদেবের প্রতি ষষ্টি বাণ নিক্ষেপ করত মহা শব্দ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত মাদ্রীপুত্র সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভ্রাতা দুর্ম্মুখকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবলবান্ সহদেবকে বেগশীল দেখিয়া দুর্ম্মুখ নয় বাণে তাঁহা-কে তাড়িত করিলেন। পরন্তু সহদেব এক ভল্লে দুর্ম্মুখের ধ্বজ ছেদন করিয়া শাণিত চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব নিহত করিলেন। তৎপরেই শাণিত পীত অন্য এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির উজ্জ্বল কুণ্ডল-শোভিত মস্তক ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ এক ক্ষুরপ্র দ্বারা দুর্ম্মুখের মহৎ শরাসন কর্ত্তন-পূর্ব্বক পঞ্চ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর দুর্ম্মুখ বিমনা হইয়া হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিরমিত্রের রথে আরোহণ করিলেন। পরে পরবীরহন্তা সহদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৈন্য মধ্যে নিরমিত্রকে এক ভল্লে সমাহত করিলেন। হে জনেশ্বর! ত্রিগর্ত্ত-রাজের পুত্র নিরমিত্র সৈন্যগণকে ব্যথিত করিয়া রথনীড় হইতে পতিত হইলেন। পরন্তু যেমন দশ-রথ-পুত্র রাম মহাবল পরাক্রান্ত খর রাক্ষসকে সংহার করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সেই প্রকার মহাবাহু সহদেব নিরমিত্রকে নিহত করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ-পুত্র মহাবল পরা-ক্রান্ত নিরমিত্রকে নিহত দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল।

হে রাজন্! নকুল আপনকার পুত্র বিশাললোচন বিকর্ণকে মুহূর্ত্ত মধ্যে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। ব্যাঘ্রদত্ত, সৈন্য মধ্যে নতপর্ব্ব শর সমুহ দ্বারা সাত্যকিকে অশ্ব সারথি ও ধ্বজের সহিত অদৃশ্য করিলেন। শিনি-নন্দন শূর সাত্যকি লঘুহস্তে সেই সকল শর নিবারণ করিয়া বাণ সমুহ দ্বারা অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত ব্যাঘ্রদত্তকে নিপাতিত করিলেন। মগধরাজপুত্র কুমার ব্যাঘ্রদত্ত নিহত হইলে সমস্ত মাগধেরা সযত্ন হইয়া সাত্যকিকে আক্রমণ করিল। সেই সকল শূরগণ সহস্র সহস্র শর, তোমর, ভিন্দিপাল, প্রাস, মুদ্গর ও মুষল নিক্ষেপ করত যুদ্ধ বিশারদ সাত্যকির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধ দুর্ম্মদ পুরুষেন্দ্র বলবান্ সাত্যকি তাহাদিগের সকলকে হাস্যমুখে অবলীলাক্রমে পরাজিত করিলেন। সাত্যকির শরে প্রপীড়িত আপনকার সৈন্যগণ হতাবশিষ্ট মাগধ সৈন্যদিগকে চতুর্দ্দিকে পলায়মান দেখিয়া ভগ্ন হইতে লাগিল। মধুবংশ-তিলক মহাযশাঃ যুযুধান আপনকার সৈন্যদিগকে বিনষ্ট ও পরাঙ্মুখ করিয়া শ্রেষ্ঠ শরাসন প্রকম্পিত করত শোভমান হইলেন। দীর্ঘবাহু মহাত্মা সাত্যকি কর্ত্তৃক ত্রাসিত ও ভগ্ন হইয়া সেই সকল সৈন্য যুদ্ধার্থ আর অভিমুখ হইল না। তদনন্তর স্বয়ং দ্রোণ অতি ক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় উদ্বর্ত্তিত করিয়া সত্যকর্ম্মা সাত্যকির নিকট সহসা অভিগমন করিলেন।

দ্বৈরথ যুদ্ধে পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিভো! মহাযশাঃ সোমদত্ত-পুত্র মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদী-পুত্রদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ত সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ভীষণ কর্ম্মা সৌমদত্তি কর্ত্তৃক সহসা অতি ব্যথিত ও মোহিত হইয়া তৎ কালে রণকৃত্য কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে নকুল-পুত্র শত্রুতাপন শতানীক নরশ্রেষ্ঠ সৌমদত্তিকে দুই শরে বিদ্ধ করিয়া হর্ষ সহকারে নিনাদ করিলেন, এবং সুতসোম প্রভৃতি সকলেও সযত্ন হইয়া তিন তিন শরে ক্রুদ্ধ সৌমদত্তিকে সত্বর বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! মহাযশাঃ সৌমদত্তি তাঁহাদিগের পাঁচ জনের প্রত্যেকের হৃদয় এক এক বাণে আহত করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা, মহাত্মা সোমদত্তপুত্র কর্ত্তৃক শর বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে রথ দ্বারা পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক শর সমূহে অতিশয় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং অর্জ্জুন-পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত শরে তাঁহার চারি অশ্ব যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেন-পুত্র তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া প্রবল সিংহনাদ-পূর্ব্বক তাঁহাকে শর নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির-পুত্র তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। নকুল-পুত্র তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন, এবং সহদেব-পুত্র স্বীয় ভ্রাতাগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে বিমুখীকৃত দেখিয়া এক ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুবর্ণ-বিভূষিত অরুণ-প্রভ তাঁহার মস্তক রণস্থল সমুজ্জ্বল করিয়া পতিত হইল। মহাত্মা সোমদত্ত-পুত্রের মস্তক নিপতিত হইতে দেখিয়া আপনকার সৈন্যগণ ত্রস্ত হইয়া নানা দিকে ধাবমান হইল।

যেপ্রকার রাবণ পুত্র, লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই প্রকার অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। নর রাক্ষস উভয়কে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সমুদায় প্রাণীর বিস্ময় ও হর্ষ জন্মিল। ভীমসেন ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র রাক্ষস শ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ অলম্বুষকে হাসিতে হাসিতে সুশাণিত শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষস সমরে বাণ বিদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ-পূর্ব্বক ভীম এবং তাঁহার পদানুগ সৈন্য দিগের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ব্ব পঞ্চ শরে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার তিন শত অনুগ দিগকে বল-পূর্ব্বক সমাহত করিল,

এবং পুনর্ব্বার তাঁহার চারি শত অনুগ সৈন্য সমাহত করিয়া ভীমকে এক শরে বিদ্ধ করিল। ভীমসেন মহাকায় অলম্বুষ কর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর পবননন্দন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া ভারসাধন ভীষণ শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে অলম্বুষকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। নীলাঞ্জন পর্ব্বত সদৃশ অলম্বুষ ভীমসেনের ধনুর্ম্মুক্ত বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইল, এবং মহাত্মা ভীম কর্ত্তৃক ভ্রাতা বকের বধ স্মরণ করিয়া ভয়ঙ্কররূপ ধারণ-পূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিল, অরে দুর্ব্বুদ্ধি ভীম! আমার ভ্রাতা রাক্ষস প্রবর বলবান্ বককে যে তুই বধ করিয়াছিস্, তাহা আমার সাক্ষাতে নয়, এক্ষণে থাক্! আমার সংগ্রামে পরাক্রম দেখ; এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল, এবং আকাশ হইতে ভীমের উপর মহৎ শর বর্ষণ করিতে লাগিল। পরন্তু রাক্ষস অদৃশ্য হইলে ভীমও নতপর্ব্ব শর নিকরে আকাশ পরিপূর্ণ করিলেন। অনন্তর রাক্ষস আকাশে বধ্যমান হইয়া নিমেষ কাল মধ্যে রথারোহণ-পূর্ব্বক ভূতলে আগমন করিল এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র-মূর্ত্তি হইয়া আকাশে সহসা গমন করিল। পরে নানাবিধ সূক্ষ্ম বৃহৎ ও স্থূল বহুরূপ ধারণ এবং মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করত নানাবিধ কটু বাক্য চতুর্দ্দিক্ হইতে বলিতে লাগিল, এবং তখন আকাশ হইতে সহস্র সহস্র শর ধারা বর্ষণ হইতে থাকিল। শক্তি, কুণপ, প্রাস, শূল, পার্ষ্ণি, তোমর, শতঘ্নী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশ্বধ প্রস্তর, খড়্গ, হুল, আবিম্ন ও বজ্র, এই সকল অতি ভয়ানক শস্ত্রবৃষ্টি রাক্ষস কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া রণমধ্যে ভীমসেনের সৈন্য দিগকে নিহত করিতে লাগিল। পাণ্ডব সৈন্য দিগের বহুসংখ্য হস্তী, অশ্ব, পত্তি ও রথী সেই রাক্ষসের অস্ত্রে ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে থাকিল। তাহাতে রথের আবর্ত্ত, হস্তীর কুম্ভীরাদি, ছত্রের হংসশ্রেণী এবং বাহুর সর্প সমন্বিতা শোণিত জল কর্দ্দম সংযুক্তা এক নদী উৎপন্না হইল। তাহাতে রাক্ষস গণ শোণিত মাংস পান ভোজন করিতে লাগিল, এবং চেদি পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ঐ নদীতে বহিয়া যাইতে থাকিল।

পাণ্ডবেরা রাক্ষসকে সেইরূপে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। আপনকার পক্ষ সৈন্য দিগের মহা হর্ষ উৎপন্ন হইল; করতল শব্দ ও মহালোমহর্ষকর উগ্র বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। ভীমসেন আপনকার সৈন্য দিগের করতল শব্দের সহিত ঘোরতর বাদ্যধ্বনি শুনিয়া তাহা অসহিষ্ণু নাগের ন্যায় সহ্য করিলেন না। বায়ুপুত্র ভীমসেন ক্রোধে অতিশয় তাম্রবর্ণ লোচন ও প্রজ্বলিত অনল সদৃশ হইয়া সাক্ষাৎ ত্বষ্টৃদেবের ন্যায় ত্বাষ্ট্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তাহাতে চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হইল। সেই শর বর্ষণে আপনকার সৈন্যেরা প্রপীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়মান হইতে লাগিল, এবং ভীমসেনের প্রেরিত সেই অস্ত্র রাক্ষসের মহামায়া বিনাশ করিয়া তাহাকে পীড়িত করিতে থাকিল। অনন্তর সে নানা প্রকারে বধ্যমান হইয়া সংগ্রামে ভীমকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যমধ্যে গমন করিল। এই রূপে সেই রাক্ষস অলম্বুষ মহাত্মা ভীমসেন কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবেরা সমস্ত দিকে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, এবং ইন্দ্র যেমন প্রহ্লাদকে পরাজিত করিলে মরুদ্গণ ইন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তাঁহারা প্রহৃষ্ট হইয়া বায়ুনন্দন ভীমসেনের প্রশংসা করিলেন।

অলম্বুষ পলায়নে ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অলম্বুষকে রণ স্থলে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎ-

কচ শীঘ্র তাহার নিকট গমন-পূর্ব্বক তাহাকে শাণিত শর নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। যেমন ইন্দ্র শম্বরাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার দুই রাক্ষস-শ্রেষ্ঠের বিবিধ মায়া সৃজন-পূর্ব্বক পরস্পরের ভয় জনক যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই দুই রাক্ষস-প্রধানের যুদ্ধ, পূর্ব্ব কালীন রাম রাবণের যুদ্ধ সদৃশ হইতে লাগিল। অলম্বুষ অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘটোৎকচকে তাড়িত করিল। ঘটোৎকচও অলম্বুষের হৃদয়ে বিংশতি নারাচ বিদ্ধ করিয়া বারংবার সিংহনাদ করিল। অনন্তর অলম্বুষ যুদ্ধদুর্ম্মদ ঘটোৎকচকে পুনঃপুন শর বিদ্ধ করিয়া হর্ষান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে আকাশ পরিপূর্ণ করত শব্দ করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত দুই রাক্ষস প্রধান অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উভয়ে পরস্পর মায়া দ্বারা সমান যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয়েই মায়া যুদ্ধে কুশল ও বল-দর্পিত, সুতরাং উভয়ে শত শত প্রকার মায়া সৃষ্টি পূর্ব্বক পরস্পরকে মোহিত করিয়া মায়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঘটোৎকচ যে যে মায়া প্রকাশ করে, অলম্বুষ মায়া দ্বারাই সেই সেই মায়া বিনষ্ট করে। মায়া-যুদ্ধ-বিশারদ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে ক্রোধ সহকারে সেই প্রকার যুদ্ধ করিতে দেখিয়া রথিপ্রবর পাণ্ডবেরা অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সর্ব্ব দিক্ হইতে তাহার নিকট ধাবমান হইলেন। ভীমসেন প্রভৃতি সকলে সংক্রুদ্ধ হইয়া রথ সমূহ দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া, যেমন উল্কা দ্বারা হস্তীকে তাড়িত করে, সেই প্রকার চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার উপর বাণ বিকীরণ-পূর্ব্বক তাড়িত করিতে লাগিলেন। যেমন দহ্যমান বন হইতে হস্তী মুক্ত হয়, সেই প্রকার সে তাঁহাদিগের সমূহ অস্ত্র বেগ স্বকীয় মায়া দ্বারা বিনষ্ট করিয়া সেই রথ বেষ্টন হইতে বিমুক্ত হইল। অনন্তর সে ইন্দ্রের বজ্র-ধ্বনি তুল্য শব্দ সহকারে ভয়ঙ্কর শরাসন বিস্ফারণ করিয়া ভীমসেনকে পঞ্চ বিংশতি, ঘটোৎকচকে পঞ্চ, যুধিষ্ঠিরকে তিন, সহদেবকে সপ্ত, নকুলকে ত্রিসপ্ততি এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রদিগের প্রত্যেককে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিল। অনন্তর ভীমসেন নয়, সহদেব সাত, যুধিষ্ঠির এক শত, নকুল চতুঃষষ্টি এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরা প্রত্যেকে তিন তিন বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। এবং মহাবলবান্ ঘটোৎকচ তাহাকে পঞ্চাশৎ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিল এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মহারাজ! তাহার সেই মহা শব্দে অরণ্য, পর্ব্বত, বৃক্ষ ও জলাশয়ের সহিত এই বসুন্ধরা প্রকম্পিতা হইল। মহাধনুর্দ্ধর অলম্বুষ সেই সমস্ত মহারথীগণ কর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের সকলকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিল। পরন্তু রাক্ষস ঘটোৎকচ তাহার প্রতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষসকে সপ্ত বাণ দ্বারা পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিল। পরে রাক্ষসেন্দ্র মহাবলবান্ অলম্বুষ বলবান্ ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া স্বর্ণপুঙ্খ শিলা শাণিত তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর সমূহ ক্ষেপণ করিতে লাগিল। যে প্রকার মহাবলবান্ সর্প সকল রোষিত হইয়া কঠিন পর্ব্বতে প্রবেশ করে, সেই প্রকার নতপর্ব্ব সেই সকল বাণ ঘটোৎকচের অঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে প্রবেশ করিল। তদনন্তর পাণ্ডবেরা উদ্বিগ্ন হইয়া এবং ঘটোৎকচও চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার উপর শাণিত শর সমূহ বিমোচন করিতে লাগিলেন। তখন জয়যুক্ত পাণ্ডবেরা অলম্বুষকে শর প্রহার করিতে থাকিলে, সে আসন্ন-মৃত্যুর ন্যায় হইয়া কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তদনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সমর-শৌণ্ড ভীমসেন-নন্দন ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ তাহাকে তাদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া তাহাকে বধ করিবার মানসে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ত্রিকূট গিরির দগ্ধ শৃঙ্গ তুল্য অঞ্জন রাশি সবর্ণ তাহার রথের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। অনন্তর যেমন গরুড় সর্পকে গ্রহণ করে, সেই প্রকার তাহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক রথ হইতে নিঃসৃত করিয়া

ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করত বাহু দ্বয় দ্বারা পুনঃপুন ভ্রমণ করাইয়া প্রস্তর নিক্ষিপ্ত পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিল। সংক্রুদ্ধ ঘটোৎকচের বল বিক্রম ও লাঘব দেখিয়া সমুদয় সৈন্য ভীত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক নিহত শালকটঙ্কটা-পুত্র অলম্বুষের সর্ব্বাঙ্গ বিস্ফারিত ও অস্থি সমস্ত চূর্ণ হইয়া গেল। তৎকালে তাহার মূর্ত্তি দেখিতে অতি ভয়ানক হইল। সেই নিশাচর হত হইলে পাণ্ডবেরা সিংহনাদ ও বস্ত্র প্রকম্পন করিতে লাগিলেন। আপনকার পক্ষ সৈন্যগণও সকলেই ভীষণরূপ মহাবলবান্ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় নিহত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। অন্যান্য জনগণ কৌতুহলান্বিত হইয়া সেই রাক্ষসকে সহজ পতিত ভূতল বিস্তৃত অঙ্গারের ন্যায় দেখিতে লাগিল। যেমন ইন্দ্র বলাসুরকে বিনাশ করিয়া নিনাদ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার মহাবলবান্ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অলম্বুষকে নিহত করিয়া বলবৎ সিংহনাদ করিল। ঘটোৎকচের পিতা, পিতৃব্য ও অন্যান্য বান্ধবগণ ঘটোৎকচকে দুষ্কর কর্ম্ম করিতে দেখিয়া সমাদরের সহিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঘটোৎকচও তৎকালে পক্ক অলম্বুষ ফল দলনের ন্যায় প্রবল শক্র অলম্বুষকে দলিত করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইল"। তদনন্তর পাণ্ডব পক্ষে শঙ্খ ধ্বনি ও বাণ ধ্বনি মিশ্রিত অতি মহান্ নানা বিধ শব্দ হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া কৌরবেরাও তৎ প্রতিপক্ষে বিবিধ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহাতে অতি তুমুল মহাশব্দ ভুবন স্পর্শ করিতে থাকিল।

অলম্বুষ বধ প্রকরণে সপ্তাধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৭॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সাত্যকি দ্রোণকে কি প্রকারে নিবারণ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার পরম কৌতুহল হইতেছে, তাহা তুমি আনুপূর্ব্বী ক্রমে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সাত্যকি-প্রমুখ পাণ্ডব দিগের সহিত দ্রোণের যে তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি একচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন। যুযুধান সৈন্যদিগকে নিহত করিতে থাকিলে সত্যবিক্রম দ্রোণ স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি মহারথী ভরদ্বাজ-পুত্রকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বিক্রমশীল দ্রোণও সমাহিত ও সত্বর হইয়া স্বর্ণপুঙ্খ শিলা শাণিত পঞ্চ বাণে যুযুধানকে বিদ্ধ করিলেন। শত্রু-মাংস-ভক্ষক সেই সকল বাণ সাত্যকির বর্ম্ম ভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত সর্পের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। দীর্ঘবাহু যুযুধান তাহাতে অঙ্কুশ-বিদ্ধ হস্তীর ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নি-তুল্য পঞ্চাশৎ নারাচ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবলবান্ মহাধনুর্দ্ধর ভরদ্বাজ-পুত্র যুদ্ধে যত্নবান্ যুযুধানের বাণে বিদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরা সহকারে বহু বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার এক নতপর্ব্ব বাণে তাঁহাকে পীড়িত করিলেন। হে নরপাল! সাত্যকি দ্রোণের বাণে বধ্যমান হইয়া তখন কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত দ্রোণকে শাণিত বাণ সকল বিমোচন করিতে দেখিয়া বিষণ্ণ-বদন হইলেন। আপনকার পুত্র ও সৈন্যগণ সাত্যকিকে তাদৃশাবস্থ দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির সেই ঘোর নিনাদ এবং সাত্যকিকে দ্রোণ কর্ত্তৃক পীড়্যমান শুনিয়া সমুদায় সৈন্যদিগকে বলিলেন, যে প্রকার রাহু সূর্য্য গ্রাস করে, সেই প্রকার বীর দ্রোণ ঐ বৃষ্ণিপ্রবর বীর সাত্যকিকে গ্রাস করিতেছেন, অতএব যেখানে সাত্যকি যুদ্ধ করিতেছেন, ঐ স্থলে তোমরা গমন কর, ধাবমান হও। তৎ পরে তিনি পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্নকেও বলিলেন,

পৃষত-নন্দন! তুমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, দেখিতেছ না, যে দ্রোণ হইতে আমাদিগের ঘোর-তর ভয় উপস্থিত হইয়াছে? অতএব শীঘ্র দ্রোণের নিকট গমন কর। যেমন বালক পক্ষীকে তন্তু-বদ্ধ করিয়া ক্রীড়া করে, সেই প্রকার মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ সংগ্রামে যুযুধানকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ভীমসেন-প্রভৃতি মহারথী সকলে তোমার সহিত যত্নবান্ হইয়া ঐ স্থানে গমন করুন। তোমরা সকলে মিলিত হইয়া যমের করাল-দংষ্ট্রান্তর্গত সাত্যকিকে সংপ্রতি পরিত্রাণ কর, সৈন্য সহিত আমিও তোমার পশ্চাৎ যাইতেছি।

রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ বলিয়া সর্ব্ব সৈন্য সহিত সাত্যকির রক্ষার্থ দ্রোণের নিকট গমন করিলেন। সমুদায় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের এক দ্রোণ জিঘাংসায় গমন করিবার সময় মহা শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর সেই নরশ্রেষ্ঠ সকলে মিলিত হইয়া মহারথী দ্রোণের উপর কঙ্ক ও ময়ুরের পক্ষ যুক্ত তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন অতিথি গণ সমাগত হইলে গৃহস্থ ব্যক্তি আসন জল ইত্যাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন, সেই প্রকার স্বয়ং দ্রোণ হাসিতে হাসিতে তাঁহা-দিগকে অস্ত্র বর্ষণ প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। যেমন অতিথিগণ অতিথিশালা প্রাপ্ত হইয়া আস-নাদি প্রাপ্তি দ্বারা সম্মানিত হয়েন, সেই প্রকার তাঁহারা মহাধন্বী দ্রোণের নিক্ষিপ্ত শর সমূহে সম্মা-নিত হইলেন। তাঁহারা সকলে মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় দ্রোণকে নিরীক্ষণ করিতেও পারিলেন না। শস্ত্রধারি-প্রধান দ্রোণ সূর্য্য কর্ত্তৃক কিরণজাল মোচনের ন্যায় শর সমূহ মোচন করিয়া সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাঁহার শরজালে বধ্যমান হইয়া পঙ্কমগ্ন হস্তীর ন্যায় কাহাকেও পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইলেন না। তখন দ্রোণ-নিক্ষিপ্ত নিঃসরণশীল প্রবল বাণ সকল চতুর্দ্দিকে তাপপ্রদ সূর্য্য কিরণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সম্মানিত বিখ্যাত মহারথী পাঞ্চাল দেশীয় পঞ্চ বিংশতি যোদ্ধা দ্রোণাস্ত্রে নিহত হইলেন। তখন লোকে শৌর্য্য-সম্পন্ন দ্রোণকে পাণ্ডব সৈন্য ও পাঞ্চাল-দিগের মধ্যে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকেই নিহত করিতে দেখিতে লাগিল। মহাবাহু দ্রোণ, কৈকেয় দেশীয় এক শত যোদ্ধাকে নিহত ও পরাঙ্মুখ করিয়া ব্যাদিতানন যমের ন্যায় রণে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি শত শত সহস্র সহস্র পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য, কৈকেয় ও পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিলেন। তাঁহারা দ্রোণ শরে বধ্যমান হইয়া ধূমকেতু দ্বারা দগ্ধ বন্য পশুর ন্যায় শব্দ করত পলায়মান হইলেন। তত্রস্থ দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ বলিতে লাগিলেন, "ঐ পাণ্ডব পক্ষ ও পাঞ্চালগণ সৈন্য সহিত পলায়ন করিতেছে।" দ্রোণ সেই প্রকারে সোমকদিগকে নিহত করিতে থাকিলে, কেহ তাঁহার সম্মুখে গমন বা তাঁহাকে শর বেধ করিতে পারিল না।

মহারাজ! বীরক্ষয়-জনক সেই তুমুল মহাসংগ্রাম সময়ে যুধিষ্ঠির সহসা পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সিন্ধুরাজের রক্ষক বীরগণ সমীপে কৃষ্ণ তখন পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ-প্রবর অতিশয় বায়ু-পূরিত করিয়া বাদ্য করিতেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ-গণ অর্জ্জুনের রথ সকাশে সিংহনাদ করিতে থাকি-লে এবং তাহাতে গাণ্ডীব ধ্বনি সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট অর্থাৎ অশ্রুত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির তাহা শুনিতে পাইয়া কশ্মলাভিহত হইয়া চিন্তা করিতে লাগি-লেন, "যখন পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ হইতেছে এবং কৌরবেরাও হৃষ্ট হইয়া মুহুর্মুহু নিনাদ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের স্বস্তি পক্ষে বিঘ্ন হইয়া থাকিবেক" এই চিন্তা করিয়া অজাতশত্রু কুন্তী-পুত্র ব্যাকুল চিত্ত ও পুনঃপুন মোহিত হইয়া উত্তর কাল-কর্ত্তব্য কার্য্য বিবেচনা করত শিনিকুল প্রবর সাত্য-কিকে বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিলেন, হে শিনিপ্রবর! যুদ্ধে সুহৃৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে পুরা কালে সাধুগণ সনা-

তন ধর্ম্ম যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সময় এই উপস্থিত হইয়াছে। আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম, সমুদায় যোদ্ধাগণের মধ্যে তোমা অপেক্ষা সুহৃত্তম কাহাকেও বিবেচনা করিলাম না। যিনি সর্ব্বদা প্রীত চিত্ত, এবং সর্ব্বদা অনুগত, আমার বিবেচনায় যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় কার্য্যে তাঁহাকেই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। হে বৃষ্ণিকুল-রত্ন! যেমন কৃষ্ণ সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের আশ্রয়, সেই প্রকার কৃষ্ণ-তুল্য পরাক্রমশীল তুমিও পাণ্ডবদিগের আশ্রয়, অতএব তোমার প্রতি এই ভারার্পণ করিতেছি, তুমি এই ভার শীঘ্র বহন করিবার যোগ্যপাত্র, এবং তুমি আমার অভিপ্রায় কদাচ ব্যর্থ করিবার যোগ্য নও। হে নরশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা, বয়স্য এবং গুরু, অতএব তুমি এই কৃচ্ছ্রজনক সংগ্রামে তাঁহার সাহায্য করিতে গমন কর। হে বীর! তুমি সত্যব্রত, শূর, মিত্রের প্রতি অভয়দাতা, সত্যবাদী, এবং কার্য্য দ্বারা লোকবিখ্যাত। শিনি-নন্দন! যিনি মিত্র নিমিত্ত যুদ্ধে দেহ ত্যাগ করেন এবং যিনি ব্রাহ্মণদিগকে পৃথিবী দান করেন, ইহাঁরা উভয়েই সমান পুণ্যভাগী। আমরা শুনিয়াছি, বহু সংখ্য রাজা এই কৃৎস্না পৃথিবী ব্রাহ্মণদিগকে যথা বিধি দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার নিকট আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া যাচ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে তোমার পৃথিবী দানের তুল্য বা তাহা অপেক্ষাও অধিক ফল হইবে। সাত্যকি! এক মাত্র কৃষ্ণ মিত্রের প্রতি অভয়প্রদ হইয়া সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারেন, আর দ্বিতীয় এক তুমিই পার। যিনি যুদ্ধ দ্বারা যশঃ প্রার্থনা করেন, তাদৃশ বিক্রমশীল শূর ব্যক্তির সহায় তাদৃশ শূরই হইতে পারে, প্রাকৃত ব্যক্তি হইতে পারে না। এতাদৃশ সংগ্রামে বর্ত্তমান অর্জ্জুনের রক্ষক তুমি ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারে না। অর্জ্জুন তোমার শত শত কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া আমার হর্ষোৎপাদন করত পুনঃপুন কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, “সাত্যকি অস্ত্র চালনায় লঘুহস্ত, চিত্রযোধী, লঘুপরাক্রম, প্রাজ্ঞ, সর্ব্ব শস্ত্রজ্ঞ, শূর, এবং যুদ্ধে কদাচ মুগ্ধ হন না। উনি মহাস্কন্ধ, বিশালবক্ষা, মহাবাহু, মহাধনুর্দ্ধর, মহাবলবান্, মহাবীর্য্যবান্, মহারথী, মহাত্মা এবং আমার সখা, শিষ্য ও প্রিয়। এবং আমার প্রতিও উহাঁর প্রীতি আছে; উনি সংগ্রামে আমার সহায় হইয়া কৌরবদিগকে প্রমথিত করিবেন। হে রাজেন্দ্র! যদি কেশব, রাম, অনিরুদ্ধ, মহারথী প্রদ্যুম্ন, গদ, সারণ, কিংবা সমস্ত বৃষ্ণিগণের সহিত শাম্ব সংগ্রামে আমাদিগের সাহায্য নিমিত্ত সংনদ্ধ হয়েন, তথাপি আমি সত্যবিক্রম নরসিংহ সাত্যকিকে সাহায্য নিমিত্ত নিযুক্ত করিব, তাঁহার তুল্য আমার কেহই নাই।” এই কথা ধনঞ্জয় আমাকে দ্বৈতবনে তোমার পরোক্ষে মান্য ঋষিদিগের সভা মধ্যে তোমার প্রকৃত গুণানুবাদ-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, অতএব তুমি, ধনঞ্জয়ের, ভীমসেনের এবং আমার ঐ সংকল্প বৃথা করিও না। আর তোমার যে অর্জ্জুনের প্রতি ভক্তি আছে, তাহা আমরা তীর্থ সেবন করিবার সময়ে দ্বারকার নিকটে যখন গিয়াছিলাম, তৎ কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবং আমরা যখন উপপ্লব্য নগরে ছিলাম, তৎ কালেও আমাদিগের প্রতি তোমার যেরূপ ভক্তি ও সৌহার্দ্দ লক্ষিত হইয়াছে, তাহা অন্য কাহারও প্রতি লক্ষিত হয় না। হে মধুকুলাবতংস মহাবাহু! তোমার যাদৃশ সদ্বংশে জন্ম, আমাদিগের প্রতি যে রূপ ভক্তি, সখিভাব ও সৌহার্দ্দ, এবং তুমি অর্জ্জুনকে আচার্য্য বলিয়া যে প্রকার মান্য করিয়া থাক ও তোমার যে সত্যনিষ্ঠা আছে, তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও; এবং কৃপা করিয়াও তুমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পার। দ্রোণ দুর্য্যোধনকে কবচ পরিধান করিয়া দেওয়াতে তিনি সহসা অর্জ্জুনের নিকট গিয়াছেন, এবং জয়দ্রথের রক্ষক কৌরব পক্ষ মহারথীরাও পূর্ব্ব হইতেই তথায় সমরোদ্যত হইয়া আছেন। সংপ্রতি ধনঞ্জয়ের নিকট অতি মহান্

শব্দ শ্রুত হইতেছে, অতএব তুমি শীঘ্র তথায় গমন কর। যদি দ্রোণ তোমাকে নিবারণ করিবার মানসে তোমার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে ভীমসেন ও সৈন্য সহিত আমরা যত্ন সহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিব।

হে শিনি-নন্দন! ঐ দেখ, সৈন্য সকল ইতস্তত পলায়মান ও রণ স্থলে অতি মহান্ শব্দ হইতেছে। যেমন মহাবায়ুবেগে পর্ব্ব কালীন সমুদ্র ক্ষোভিত হয়, সেই প্রকার অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যদিগকে ক্ষোভিত করিয়াছেন। রথী, পদাতি ও অশ্বারোহীগণ-সঙ্কুল সৈন্য সকল ধাবমান হওয়াতে ধুলি সমুদ্ভূত হইয়াছে। পরবীরহন্তা ফাল্গুন, নখর ও প্রাস যোধী অত্যন্ত বর্দ্ধিত সিন্ধু সৌবীর শূরগণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন। উহারা জয়দ্রথ নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হইয়াছে; উহাদিগকে পরাজিত না করিয়া অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবেন না। শর, শক্তি, ধ্বজ, অশ্ব ও নাগ-সমাকুল ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্য অতি দুর্গম্য। ঐ শুন দুন্দুভি ধ্বনি, শঙ্খ শব্দ, বীরগণের সিংহনাদ, রথ নেমির রব, সহস্র সহস্র হস্তী, সাদী ও পদাতিদিগের বিদ্রবণ শব্দে পৃথিবী প্রকম্পিতা হইতেছে। দ্রোণ সৈন্যের অগ্র পশ্চাৎ সিন্ধু দেশীয় এতাদৃশ বহুল সৈন্য রহিয়াছে যে, উহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও পীড়িত করিতে পারে। ঐ অপরিমিত সৈন্যে মগ্ন হইয়া যদি অর্জ্জুন প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি রূপে জীবিত থাকিতে পারিবে? হা! আমার জীবন ধারণ সর্ব্বতোভাবেই অতি কষ্ট সাধ্য হইল! শ্যামরূপ যুবা সুদর্শনীয় লঘুহস্ত চিত্র-যোধী মহাবাহু গুড়াকেশ সূর্য্যোদয় কালে কুরু সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে অপরাহ্ণ হইল, তিনি জীবিত আছেন কি না, জানিতে পারিতেছি না। শূর সমূহেরও অসহ্য কুরু পক্ষীয় সাগর সদৃশ মহৎ সৈন্য মধ্যে মহাবাহু বীভৎসু একাকী প্রবিষ্ট হইয়াছেন; এ দিকে দ্রোণও অতি বেগ সহকারে আমার সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতেছেন। ঐ ব্রাহ্মণ সংগ্রামে যে রূপ বিচরণ করিতেছেন, তাহা তুমি স্ব চক্ষেই দেখিতেছ, অতএব অদ্যকার যুদ্ধে কোন প্রকারে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইতেছে না। হে মধুকুলরত্ন! অর্জ্জুনকে কুরু পক্ষীয় সাগর সদৃশ মহৎ সৈন্য মধ্য হইতে রক্ষা করা, আর এ দিকে দ্রোণকে সমরে নিবারণ করা, এই দুই কার্য্য এক কালে উপস্থিত হইয়াছে, পরন্তু তুমি বিচক্ষণ, এই উভয় কার্য্য মধ্যে কোন্ কার্য্য মহান্ এবং কোন্ কার্য্য লঘু, তাহা তুমি নিশ্চয় করিতে পার; সমুদায় কার্য্য মধ্যে আমার এই কার্য্যই অভিপ্রেত যে, সংগ্রামে অর্জ্জুনের রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। আমি দাশার্হ কৃষ্ণ নিমিত্ত চিন্তা করি না, ইহা সত্য বলিতেছি যে, সেই জগৎ প্রভু কৃষ্ণ, ত্রিলোক একত্রিত হইলেও তাহাদিগকে রক্ষা বা পরাজয় করিতে পারেন, সংশয় নাই, তাহাতে এই সুদুর্ব্বল ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যের কথা কি? কিন্তু হে বৃষ্ণিনন্দন! যদি অর্জ্জুন সমরে বহু যোধ গণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, তন্নিমিত্তই আমি মোহিত হইতেছি। অতএব তোমাকে আমরা প্রেরণ করিতেছি এতাদৃশ সময়ে তাদৃশ শঙ্কটাপন্ন ব্যক্তির সাহায্যার্থ তোমার সদৃশ ব্যক্তিরা যে প্রকারে গমন করে, সেই প্রকার তুমি তাঁহার সাহায্যার্থে তাঁহার পদবীতে গমন কর। বৃষ্ণি-বংশীয় বীরগণের মধ্যে তুমি ও মহাবাহু প্রদ্যুম্ন, এই দুই জন সমরে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত। তুমি অস্ত্রে নারায়ণ তুল্য, বলে বলদেব সমান এবং বীরতাতে ধনঞ্জয়ের সদৃশ। বিশ্ব মধ্যে সংপ্রতি ভীষ্ম দ্রোণ অপেক্ষাও তুমি সর্ব্ব যুদ্ধ-বিশারদ। সাধুগণ "যুদ্ধে সাত্যকির অসাধ্য কিছুই নাই" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব হে মহাবল! আমি এই ক্ষণে যাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা পালন কর। লোকে তোমার প্রতি যে প্রকার সম্ভাবনা করিয়া থাকে এবং আমি ও অর্জ্জুন উভয়েই তোমার প্রতি যে রূপ প্রত্যাশা

করিয়া থাকি, উপস্থিত সংগ্রামে তাহার অন্যথা করা তোমার উপযুক্ত হয় না। তুমি প্রাণ পরিত্যাগে সমুদ্যত ও নির্ভীক হইয়া রণে বিচরণ কর। হে শিনি-প্রবর! দাশার্হ-বংশীয়গণ যুদ্ধে জীবনের প্রতি স্নেহ করেন না, এবং রণে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ না করা, সম্মুখে অনবস্থান ও পলায়ন, এই তিন টি যে ভীরুদিগের সম্মত, তাহা সেবন করেন না। হে বৎস! ধীমান্ ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন তোমার গুরু এবং তাঁহার গুরু কৃষ্ণ, এই দুই কারণ জানিয়া আমি তোমাকে বলিতেছি; আমিও তোমার গুরুর গুরু, তুমি আমার কথার অবমাননা করিও না। আমি যে অভিপ্রায় করিয়াছি, ইহা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, উভয়েরই অভিপ্রেত, ইহা সত্যই বলিলাম। হে সত্য-পরাক্রম! আমার এই আদেশানুসারে তুমি ধনঞ্জয়ের নিকট গমন কর, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ কর, অনন্তর মহারথী দিগের সহিত যথা ন্যায়ে যুদ্ধে সমবেত হইয়া আপনার যথা সাধ্য রণ কার্য্য প্রদর্শন কর।

যুধিষ্ঠির বাক্যে অষ্টোত্তর শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-কুল শ্রেষ্ঠ! শিনি প্রবর সাত্যকি ধর্ম্মরাজের প্রীতিযুক্ত, ধর্ম্ম মিশ্রিত, মধুরাক্ষর সংযুক্ত, সময়োচিত, যুক্তিযুক্ত, বিচিত্র-ভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দৃঢ়নিষ্ঠ! আপনি ধনঞ্জয় নিমিত্ত যশস্কর, ন্যায়-যুক্ত ও বিচিত্র বাক্য যাহা বলিলেন, তাহা আমি সমুদায় শ্রবণ করিলাম। হে রাজেন্দ্র! এবংবিধ সময়ে যেমন পার্থকে আদেশ করিতে পারেন, সেই রূপ সংপ্রতি মাদৃশ জনকে দেখিয়া আদেশ করা আপনার উপযুক্তই হইয়াছে। ধনঞ্জয় নিমিত্তে কোন প্রকারেই আমার প্রাণ রক্ষা করা উচিত হয় না; বিশেষতঃ আমি এই মহাসংগ্রামে আপনকার আদিষ্ট হইয়া কি না করিতে পারি! দেব লোক, অসুর লোক ও মর্ত্য লোকের সহিত ত্রিভুবন একত্র হইলেও তাহার প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারি, ইহাতে এই দুর্ব্বল কুরু সৈন্যের সহিত যে যুদ্ধ করিব, তাহার আর কথা কি! মহারাজ! আমি আপনকার নিকট সত্য বলিতেছি, অদ্য সর্ব্বত্র দুর্য্যোধনের সৈন্য সহ যুদ্ধ করিয়া বিজয় লাভ করিব। ধনঞ্জয়কে কুশলী এবং জয়দ্রথকে নিহত দেখিয়া নিজে কুশলী হইয়া পুনর্ব্বার আপনকার সমীপে আগমন করিব। কিন্তু ধীমান্ বাসুদেবের নিকট অর্জ্জুন যাহা আমারে কহিয়াছেন, তৎ সমুদায় আমার আপনকার নিকট বিজ্ঞাপন করা উচিত।

মহারাজ! সমুদায় সৈন্যের মধ্যে ধীমান্ বাসুদেবের সাক্ষাতে অর্জ্জুন আমারে পুনঃপুন প্রযত্ন সহকারে এই রূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, "হে মাধব! অদ্য আমি যে পর্য্যন্ত জয়দ্রথকে নিহত করিয়া না আসি, তুমি প্রমাদ-হীন ও যুদ্ধে দৃঢ়মতি হইয়া রাজাকে রক্ষা করিবে। হে মহাবাহু! মহারথী প্রদ্যুম্নের নিকট কিম্বা তোমার নিকট রাজাকে অর্পণ করিয়া আজি নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথের বধ নিমিত্ত যাইতে পারি। যোধ প্রবর গণের সম্মানিত দ্রোণ রণে যে প্রকার বেগশীল, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ এবং তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাও তুমি সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়াছ। তিনি ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন এবং তৎ করণেও সমর্থ বটেন, অতএব নরোত্তম যুধিষ্ঠিরকে তোমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমি সিন্ধুরাজের বধ নিমিত্ত গমন করি। যদি দ্রোণ রণে বল-পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জয়দ্রথকে সংহার করিয়া আগমন করিব। যদি দ্রোণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করেন, তবে সিন্ধুরাজের বধ হইবেক না, এবং আমার মনেও সন্তোষ হইবেক না, প্রত্যুত পুনর্ব্বার আমাদিগের নিশ্চয়ই অরণ্যে গমন করিতে হইবেক। ফলত

দ্রোণ কর্তৃক রাজা নিগৃহীত হইলে, যুদ্ধে আমাদিগের জয় হইলেও নিশ্চয়ই তাহা ব্যর্থ হইবে। অতএব হে মহাবাহু! তুমি অদ্য আমার সন্তোষ, যুদ্ধে জয় ও যশের নিমিত্তে সংগ্রামে রাজাকে রক্ষা করিবে।” হে প্রভু! সব্যসাচী আপনকার প্রতি সর্ব্বদাই দ্রোণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিয়া এই রূপ বলিয়া আপনাকে আমার নিকট ন্যাস স্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন। তিনি যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহার ফলও আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—দ্রোণ সর্ব্বদাই আপনাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অর্জ্জুন, ধীমান্ দ্রোণের প্রতিযোদ্ধা রুক্মিণী-পুত্র প্রদ্যুম্ন বা আমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও মনে করেন না; এমত স্থলে উপস্থিত সম্ভাবনা হইতে পরাঙ্মুখ হইতে বা আচার্য্য অর্জ্জুনের বাক্য অন্যথা করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না, এবং আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনকার আদেশ পালন করিতেই বা কি প্রকারে উৎসাহ করিতে পারি। যেমন বালক পক্ষী লাভ করিয়া তদ্দ্বারা ক্রীড়া করে, সেই রূপ অভেদ্য কবচাবৃত আচার্য্য দ্রোণ অস্ত্রযুদ্ধে লঘুহস্ততা প্রযুক্ত আপনাকে লইয়া রণে ক্রীড়া করিতেছেন। যদি কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্ন শরাসন হস্তে এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আপনাকে অর্পণ করিতে পারিতাম; তিনি অর্জ্জুনের ন্যায় আপনাকে রক্ষা করিতেন। অতএব আপনি আপনার রক্ষার উপায় করুন; পরন্তু এমন কেহ নাই যে, আমি গমন করিলে যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের নিকট হইতে না আসি, সেই কালে তিনি আপনকার রক্ষার্থ দ্রোণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে পারেন।

মহারাজ! আপনি সংপ্রতি অর্জ্জুনের নিমিত্ত ভয় করিবেন না, সেই মহাবাহু কোন ভার গ্রহণ করিয়া কদাপি অবসন্ন হয়েন না। সিন্ধু সৌবীর পৌরব উদীচ্য দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য দেশীয় এবং কর্ণ প্রভৃতি লোক বিখ্যাত যে সকল মহা মহারথী বীরগণ কুরু পক্ষে আছেন, তাঁহারা ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের ষোড়শ অংশের একাংশও হইতে পারেন না। সুর অসুর নর রাক্ষস কিন্নর মহোরগ স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতির সহিত সমুদায় পৃথিবী উদ্যুক্ত হইলেও পার্থের সহিত যুদ্ধে সমর্থ হইতে পারেন না, আপনি এই বিবেচনা করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ভয়ের আশঙ্কা করিবেন না। যেখানে বীর্য্য-সম্পন্ন সত্যপরাক্রম মহাধনুর্দ্ধর দুই কৃষ্ণ একত্র হইয়াছেন, সে স্থলে কোন প্রকারে আপদ্ সম্ভাবনা নাই। আপনার ভ্রাতা অর্জ্জুনের যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও দয়া এবং যুদ্ধে দৈব, কৃতাস্ত্রতা, যোগ ও অমর্ষ, তাহা আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন। এবং আমি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলে অস্ত্র-কুশল দ্রোণ যে পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, তাহাও চিন্তা করিয়া দেখুন। তিনি স্বকীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনকাকে গ্রহণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী। অতএব আপনি আপনার রক্ষার উপায় করুন; আমি গমন করিলে আপনার এমন কে রক্ষক হইবে যে, তাহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমি অর্জ্জুন সমীপে যাইতে পারি। আমি সত্যই আপনাকে বলিতেছি, এই মহা রণে আপনকাকে কাহারো নিকট অর্পণ না করিয়া আমি কোথাও যাইতে পারি না। হে বুদ্ধিমৎপ্রবর! আপনি এই বিষয় বুদ্ধি দ্বারা বহু প্রকার বিচার-পূর্ব্বক শ্রেয় বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি আজ্ঞা করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মধুকুল-সম্ভূত মহাবাহু! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু অর্জ্জুনের নিমিত্ত আমার চিত্ত প্রাশস্ত্য হইতেছে না, অতএব আমি আত্ম-রক্ষার্থ নিতান্ত যত্ন করিব, তুমি আমার অনুজ্ঞানুসারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন কর। তোমার আমাকে রক্ষা করা আর অর্জ্জুন সমীপে গমন, এই দুই কার্য্য মধ্যে আমি বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া, তোমার অর্জ্জুন সমীপে গমন করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতেছি, অতএব ধনঞ্জয় যে

স্থানে আছেন, সেই স্থানে যাইতে তুমি সযত্ন হও। মহাবল ভীমসেন, সহোদরগণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী-পুত্রগণ এবং অন্যান্য পার্থিবগণ আমাকে রক্ষা করিবেন, সংশয় নাই। এবং কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট, দ্রুপদ, মহারথী শিখণ্ডী, বলবান্ ধৃষ্টকেতু, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ইহাঁরা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই। সৈন্য সহ দ্রোণ বা কৃতবর্ম্মাও যে সমরে সহসা আমাকে নিকটে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবেন, কি আমারে প্রধর্ষণ করিতে পারিবেন, এমন নহে। যেমন বেলা ভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করে, সেই রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নও ক্রুদ্ধ দ্রোণকে সমরে অবরুদ্ধ করিবেন। সংগ্রামে যেখানে পরবীরহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন অবস্থান করিবেন, সে স্থলে বলবান্ দ্রোণ-সৈন্য কোন প্রকারে আক্রম করিতে পারিবেক না। এই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সংহার নিমিত্তই হুতাশন হইতে খড়্গ, চর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণের সহিত অলঙ্কৃত ও কবচী হইয়া সমুৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি আমার নিমিত্ত শঙ্কা করিও না, অসন্দিগ্ধ-চিত্তে গমন কর, ধৃষ্টদ্যুম্ন রণে ক্রুদ্ধ দ্রোণকে নিবারণ করিবেন।

সাত্যকি যুধিষ্ঠির সংবাদে নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! পুরুষশ্রেষ্ঠ যুদ্ধদুর্ম্মদ শিনিপ্রবর সাত্যকি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গমন জন্য অর্জ্জুনের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কা করিয়াও "আমি অর্জ্জুনের নিকট না যাইলে লোকে আমাকে ভীত বলিবে" এই রূপ বহুধা চিন্তা করিয়া আপনার ঐ রূপ লোকাপবাদ সুদূরপরাহত করত ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিলেন, হে নরনাথ! আপনি যদি আপনার রক্ষা হইবে, এমন নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনকার স্বস্তি হউক, আমি আপনকার আজ্ঞানুসারে বীভৎসুর নিকট গমন করি। আমি আপনকার নিকট সত্যই বলিতেছি, ত্রিভুবন মধ্যে অর্জ্জুন অপেক্ষা আমার প্রিয়তর কেহ নাই, তাহাতে আমি আপনকার আদেশ ক্রমে তাঁহার পদবীতে গমন করিব, ইহাতে আর কথা কি? আপনকার নিমিত্তে আমার কোন কর্ম্ম কোন প্রকারে অকর্ত্তব্য নাই। আমার গুরুর বাক্য যেমন মান্য, তাহা অপেক্ষাও আপনকার বাক্য মান্যতর। আপনকার দুই ভ্রাতা কৃষ্ণার্জ্জুন যেমন আপনকার প্রিয় কার্য্যে রত, আমাকেও আপনি সেই রূপ তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্যে রত জানিবেন। আমি আপনকার আজ্ঞা শিরোধৃত করিয়া এই দুর্ভেদ্য সৈন্য ভেদ করত অর্জ্জুনের নিমিত্ত প্রয়াণ করিব। রাজা জয়দ্রথ যে স্থানে রহিয়াছেন, আমি মৎস্যের সমুদ্র প্রবেশের ন্যায় দ্রোণ সৈন্যে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে গমন করিব। অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত রাজা জয়দ্রথ সৈন্যদিগকে অবলম্বন-পূর্ব্বক অশ্বত্থামা কর্ণ ও কৃপ প্রভৃতি মহারথীদিগের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যে স্থানে রহিয়াছে, অনুমান করি, ঐ স্থান এখান হইতে তিন যোজন পথ হইবে। ঐ স্থানে জয়দ্রথ বধে সমুদ্যত হইয়া পার্থ অবস্থান করিতেছেন, আমি অতি দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে দৃঢ় অন্তঃকরণে জয়দ্রথ বধের পূর্ব্বেই এই ত্রিযোজন পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিব। কোন্ মনুষ্য গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত না হইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে, এবং মাদৃশ কোন্ মনুষ্যই বা আপনকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ না করিয়া থাকে? আমাকে যে স্থানে গমন করিতে হইবে, তাহা জানিতেছি, এবং তথায় যাইতে হল, শক্তি, গদা, প্রাস, খড়্গ চর্ম্ম ঋষ্টি তোমর শর ইত্যাদি অস্ত্র সংবাধে সমন্বিত সৈন্য-সাগর ক্ষোভিত করিতে হইবে।

মহারাজ! ঐ যে সহস্র গজ সৈন্য দেখিতেছেন, অঞ্জন নামে দিক্ হস্তীর বংশে উহাদিগের উৎপত্তি।

উহারা প্রহারপটু ও যুদ্ধ-শৌণ্ড। বহু ম্লেচ্ছ গণ উহাদিগের উপর সমারূঢ় রহিয়াছে! ঐ সকল বীর্য্যশালী মেঘ সংকাশ হস্তী জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় মদস্রাব করিতেছে। উহারা হস্তি যোদ্ধা-দিগের কর্ত্তৃক চালিত হইলে কদাপি নিবৃত্ত হয় না, সুতরাং উহাদিগকে বধ না করিলে উহারা পরা-জিত হইবার নহে। তদনন্তর চতুর্দ্দিকে ঐ যে রথী সকল দেখিতেছেন, উহারা সকলেই রুক্ম রথ নামে রাজপুত্র। উহারা মহারথী, ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী, রথ অশ্ব হস্তী বাহু ও মুষ্টি যুদ্ধে নিপুণ এবং গদাযুদ্ধে খড়্গ-প্রহারে ও অসি চর্ম্ম সম্পাতে বিশেষ রূপে অভিজ্ঞ। ঐ সকল কৃতবিদ্য শূরগণ সমরে পরস্পর স্পর্দ্ধা ও মনুষ্যদিগের প্রতি সর্ব্বদাই জিগীষা করিয়া থাকে। কর্ণ উহাদিগকে নিযোজিত করি-য়াছেন, এবং উহারা দুঃশাসনের অনুগত। কৃষ্ণ উহাদিগকে মহারথী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থা-কেন। উহারা সতত কর্ণের বশানুগ হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য অভিলাষ করিয়া থাকে এবং তাঁহারই বাক্যানুসারে অর্জ্জুনের নিকট হইতে নিবৃত্ত হই-য়াছে। উহাদিগের বর্ম্ম ও কার্ম্মুক দৃঢ়। উহারা যুদ্ধে ক্ষত বা শ্রান্ত হয় না, এবং নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমার নিমিত্ত যুদ্ধে অবস্থিতি করিতেছে; কিন্তু আমি আপনকার প্রিয় কার্য্য নিমিত্ত উহাদিগকে প্রমথিত করিয়া অর্জ্জুনের পদ-বীতে গমন করিব।

মহারাজ! তদ্ভিন্ন ঐ যে বর্ম্ম সমাবৃত সপ্ত শত হস্তী দেখিতেছেন, যাহাতে কিরাতগণ সমারূঢ় রহি-য়াছে, পূর্ব্বে কিরাতরাজ অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া আত্ম জীবন রক্ষার্থ উহাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া ভৃত্য স্বরূপ প্রদান করিয়াছিল। উহারা পূর্ব্বে আপনকার আজ্ঞাকারী কিঙ্কর ছিল। দেখুন, কালের কি বিপর্য্যয়! এক্ষণে উহারা আপনকার প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান কিরাত সকল হস্তি-শিক্ষায় অভিজ্ঞ ও যুদ্ধ-দুর্ম্মদ। উহারা সকলেই ম্লেচ্ছ। উহারাও পূর্ব্বে সব্যসাচীর নিকটে সংগ্রামে পরাজিত হই-য়াছিল, এই ক্ষণে দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া আমার নিমিত্ত যুদ্ধে যত্নবান্ হইয়াছে। ঐ সকল যুদ্ধদুর্ম্মদ কিরাতদিগকে শর নিকরে নিহত করিয়া আমি জয়দ্রথ-বধৈষী অর্জ্জুনের অনুবর্ত্তী হইব। আর ঐ যে গলিত-মদ মহাহস্তী সকল সুবর্ণপ্রভ বর্ম্ম দ্বারা বিভূষিত দেখিতেছেন, ঐ সকল নাগ অঞ্জন-কুলোদ্ভব, কর্কশ স্বভাব, শিক্ষিত ও লক্ষ-লক্ষ। উহারা যুদ্ধে ঐরাবতের তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে। কৃষ্ণ-লোহিত বর্ম্মে সংবৃত উগ্র স্বভাব নির্দ্দয় যোধপ্রবর দস্যুগণ উহাদিগের উপর সমারূঢ় হইয়া উত্তর পর্ব্বত হইতে আসিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে অনেকে গোযোনি সম্ভূত, বানর-যোনি সম্ভূত, মানুষ-যোনি সম্ভূত এবং অনেকে অন্যান্য যোনি সম্ভূতও আছে। হিমালয় প্রদেশের দুর্গম স্থান বাসী পাপাত্মা ঐ সকল ম্লেচ্ছগণে পরিপূর্ণ সমবেত সৈন্য সকল ধূমবর্ণ রূপে সমুদীর্ণ হইয়াছে। দুর্য্যোধন ঐ সমগ্র রাজমণ্ডল এবং রথিপ্রবর কৃপ, সোমদত্ত-পুত্র, দ্রোণ-পুত্র, সিন্ধুরাজ ও কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবদিগকে তুচ্ছ করিতেছে, কাল প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মানিতেছে। কিন্তু উহারা সকলে অদ্য আমার বাণ-গোচরে সমাগত হইলে মনের তুল্য বেগগামী হইলেও বিযুক্ত হইতে পারিবে না। দুর্য্যোধন উহাদিগের বল বিক্রমের প্রতি নির্ভর করিয়া উহাদিগকে চির কাল পূজিত করিয়া থাকে, পরন্তু অদ্য উহারা মদীয় শর সমূহে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।

মহারাজ! ঐ যে কাঞ্চন ধ্বজ শোভিত রথি সকল দেখা যাইতেছে, উহাদিগকে আপনি শ্রুত হইয়া থাকিবেন; উহারা কাম্বোজ দেশীয় দুর্ব্বারণ নামে শূর, কৃতবিদ্য ও ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী এবং পরস্পর সাতিশয় হিতৈষী হইয়া সংহত হইয়া রহিয়াছে। দুর্য্যোধনের এই বহু অক্ষৌহিণী সেনা কুরু বীরগণ

কর্ত্তৃক রক্ষিত, সংরব্ধ ও সযত্ন হইয়া আমার নিমিত্ত সাবধান-পূর্ব্বক সমুদ্যত রহিয়াছে, পরন্তু যেমন হুতাশন তৃণ দাহ করে, তদ্রূপ আমি উহাদিগকে প্রমথিত করিব। অতএব, হে মহারাজ! রথ-সজ্জাকারীগণ আমার রথে তূণীর ও উপকরণ সমস্ত উচিত মত নিহিত করিয়া দিউক। এই সংগ্রামে নানা বিধ আয়ুধ সংগ্রহ রাখা এবং আচার্য্যগণের উপদেশানুসারে রথ পঞ্চ গুণ বিশিষ্ট করা কর্ত্তব্য। আমাকে নানা শস্ত্র সমবেত বিবিধাস্ত্র যোদ্ধা ক্রুদ্ধ আশীবিষ-তুল্য কাম্বোজদিগের সহিত রণে সমবেত হইতে হইবে। রাজা দুর্য্যোধনের নিরন্তর পালিত হিতৈষী প্রহারপটু বিষকল্প কিরাতদিগের সহিত রণে সমবেত হইতে হইবে, এবং ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রমশীল প্রদীপ্ত অনল সদৃশ অগ্নিকল্প দুর্দ্ধর্ষণীয় শক দেশীয় ও অন্যান্য কালকল্প দুরাসদ ভয়ঙ্কর নানা বিধ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ বহু যোদ্ধাদিগের সহিতও সমরে সমবেত হইতে হইবে, অতএব সারথি আমার শুভ লক্ষণ শ্রেষ্ঠ অশ্বদিগকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া জল পান এবং ভূমিতে বারংবার লুণ্ঠিত করাইয়া শ্রান্তি রহিত করণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রথে যোজিত করিয়া দিউক!

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর রাজা তাঁহার রথে তূণীর ও উপকরণ সমস্ত এবং নানা-বিধ শস্ত্র সমুহ সংস্থাপিত করাইয়া দিলেন, এবং ভৃত্যেরা তাঁহার চারি অশ্ব রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সুরস মদ্য পান করাইল এবং তাহাদিগের শল্যাপনয়ন করিয়া যথা নিয়ম ক্রমে শ্রান্তি নিবারণ নিমিত্ত তাহাদিগকে বারংবার ভূমিতে লুণ্ঠন, স্নান, পান ও ভোজন করাইয়া অলঙ্কৃত করিল। অনন্তর সেই সকল রজত বর্ণ সুশিক্ষিত শীঘ্রগামী অশ্ব, হৃষ্ট ও ব্যাগ্রচিত্ত হইলে তাহাদিগকে হেমভাণ্ড-ভূষিত করিয়া বহু শস্ত্র ও পরিচ্ছদ সম্পন্ন, সমুচ্ছ্রিত হেমদণ্ডান্বিত ছত্র শোভিত, মণি বিদ্রুম চিত্রিত হেম-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বজ ও হেম-কেশর মাল্য-বিভূষিত মহাসিংহ ধ্বজে সংযুক্ত পাণ্ডুর মেঘ সম বর্ণ পতাকা সমূহে সমলঙ্কৃত রথে যথা বিধি যোজনা করিল। তদনন্তর, সাত্যকির প্রিয় সখা, দারুকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সারথি, ইন্দ্রের সারথি মাতলির ন্যায়, রথ প্রস্তুত বলিয়া সাত্যকির নিকট নিবেদন করিল। অনন্তর শ্রীমানদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য মান্য প্রবর সাত্যকি কৃত স্নান ও শুচি হইয়া দূর্ব্বাক্ষতাদি ধারণ-পূর্ব্বক সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ নিষ্ক প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তিনি কিরাত দেশীয় মধু পান করত মদ-বিহ্বল ও লোহিত লোচনে দ্বিগুণ তেজস্বী ও অনল সদৃশ হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, এবং মহা হর্ষান্বিত হইয়া মঙ্গলকর দর্পণ বিশেষ স্পর্শ করিলেন। বিপ্রগণ তাঁহার স্বস্তি বাচন করিতে লাগিলেন, এবং কন্যাগণ লাজ, গন্ধ ও মাল্য দ্বারা তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন। তিনি কবচী ও সমলঙ্কৃত হইয়া ক্রোড়ে সশর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যুধিষ্ঠিরের চরণ দ্বয়ে প্রণত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলে, তিনি মহারথে আরোহণ করিলেন।

তদনন্তর পবন সদৃশ বেগশীল অজেয় সিন্ধু দেশীয় হৃষ্টপুষ্ট সেই সকল অশ্ব যথাভিলষিত শব্দ করত জয়শীল রথ বহন করিতে লাগিল, এবং ভীমসেনও ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক সাত্যকির সহিত গমন করিতে লাগিলেন। দ্রোণ প্রভৃতি আপনকার সমুদায় সৈন্য, অরিন্দম সাত্যকি ও ভীমসেনকে আপনকার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছু দেখিয়া সতর্ক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরন্তু মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেনকে কবচী হইয়া অনুসরণ করিতে দেখিয়া হর্ষ-পুলকিতাঙ্গ হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন-পূর্ব্বক হর্ষজনক এই কথা কহিলেন, হে ভীমসেন! এক্ষণে রাজাকে রক্ষা করাই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য, অতএব তুমি রাজাকে রক্ষা কর; আমি এই

সকল কালপক্ক সৈন্য ভেদ করিয়া প্রবেশ করিব। রাজাকে রক্ষা করা, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান উভয় কালেই শ্রেয়স্কর। অতএব যদি তুমি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তবে নিবৃত্ত হও; আমার বল বীর্য্য তুমি জান এবং আমিও তোমার বল বীর্য্য জানি।

ভীমসেন এই রূপ উক্ত ও তাহাতে সম্মত হইয়া সাত্যকিকে বলিলেন, হে পুরুষ-সত্তম! তুমি কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত গমন কর, আমি রাজার রক্ষা করিব। মধুকুলশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ভীম কর্ত্তৃক ঐ রূপ অভিহিত হইয়া পুনর্ব্বার ভীমসেনকে বলিলেন, হে পার্থ! তুমি শীঘ্র গমন কর। যেহেতু তুমি আমার প্রীতি-ভাজন, অনুরক্ত ও বশবর্ত্তী হইলে, অর্থাৎ আমার অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ করিলে না, এই এক শুভ নিমিত্ত এবং অন্যান্য নিমিত্ত সকলও আমার নিকট যেরূপ ব্যক্ত করিয়া দিতেছে, তাহাতে অদ্য আমার নিশ্চয়ই বিজয় লাভ হইবে। পাপাত্মা সিন্ধুপতি, মহাত্মা ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিহত হইলে আমি আসিয়া ধর্ম্মাত্মা রাজাকে আলিঙ্গন করিব, সন্দেহ নাই। মহামনাঃ সাত্যকি ভীমসেনকে এই রূপ কহিয়া, যেমন ব্যাঘ্র মৃগগণকে নিরীক্ষণ করে, সেই প্রকার আপনকার সৈন্যদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আপনকার সৈন্য তাঁহাকে প্রবেশেচ্ছু দেখিয়া পুনর্ব্বার মোহিত ও সাতিশয় প্রকম্পিত হইতে লাগিল। তদনন্তর ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে অর্জ্জুন-দর্শনেচ্ছু সাত্যকি আপনকার সৈন্য মধ্যে সহসা গমন করিলেন।

সাত্যকির সৈন্য প্রবেশ প্রকরণে দশধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! যুযুধান আপনকার সৈন্য মধ্যে গমন করিলে, মহারাজ ধর্ম্মরাজ স্বকীয় সৈন্যে সমাবৃত হইয়া দ্রোণের রথ সমীপে গমন মানসে যুযুধানের পশ্চাৎ প্রয়াণ করিলেন। অনন্তর সংগ্রাম-দুর্ম্মদ পাঞ্চালরাজ-পুত্র এবং রাজা বসুদান পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, তোমরা আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও, তাহা হইলে যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি সুখে গমন করিতে পারিবেন, যেহেতু বহু মহারথী উহাঁর পরাজয়ে যত্ন করিবেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথী সকল ঐ রূপ বলিতে বলিতে বেগে আপতিত হইতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহাদিগের প্রতি জিগীষা পরবশ হইয়া অভিদ্রুত হইলাম। তাহাতে সাত্যকির রথ সমীপে মহা শব্দ হইতে লাগিল, আপনকার পুত্রের মহতী সেনা প্রকৃষ্ট রূপে কম্পিতা হইয়া সাত্যকি কর্ত্তৃক শতধা বিদীর্ণা হইল। সেই সকল সৈন্য বিদার্য্যমাণ হইলে শিনি-পৌত্র মহারথী সাত্যকি অগ্নিকল্প শর সমূহ দ্বারা বিপক্ষ সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থিত মহাধনুর্দ্ধর সাত জন বীরকে সংহার করিয়া অন্যান্য নানা দেশাধিপতি বীরদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি এক শরে শত মনুষ্যকে এবং শত শরে এক মনুষ্যকেও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। গজারোহী, গজ, অশ্বারোহী, অশ্ব, এবং অশ্ব ও সারথি সহিত রথীদিগকে মহাদেব কর্ত্তৃক পশু সমূহ হননের ন্যায়, নিহত করিতে লাগিলেন। আপনকার সৈনিক দলের মধ্যে কোন দল, শর সম্পাতে দক্ষ অদ্ভুত-কর্ম্মা সাত্যকির সম্মুখে গমন করিতে পারিল না। সৈনিক বীরগণ সেই দীর্ঘবাহু কর্ত্তৃক মৃদ্যমান, ভীত ও শর-পীড়িত হইয়া তাঁহার অতি পৌরুষ দেখিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ করিল। রণ-পণ্ডিত বীর সাত্যকিকে নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহারা তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া এক সাত্যকিকে বহু সাত্যকি দেখিতে লাগিল। হে নরোত্তম! ভগ্ন চক্র সংযুক্ত ও ভগ্ন নীড়াম্বিত রথ, ভগ্ন চক্র, ছিন্ন ধ্বজ, নিপাতিত অনুকর্ষ ও পতাকা এবং মনুষ্যদিগের কাঞ্চনময় শিরস্ত্রাণ, চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গদালঙ্কৃত সর্প ফণা সদৃশ ভুজ ও হস্তিশুণ্ড-তুল্য উরু

সমূহ দ্বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্না হইল, এবং বৃষভ-তুল্য লোচন যুক্ত, শশাঙ্ক সদৃশ, মনোহর কুণ্ডলালঙ্কৃত নিপতিত বদন সমূহে বিস্তীর্ণা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। যেমন বিকীর্ণ পর্ব্বত সমূহ দ্বারা পৃথিবী প্রকাশ পায়, সেই প্রকার পর্ব্বতোপম শয়ান বহুধা ছিন্ন গজ সমূহ দ্বারা রণস্থল বিরাজমান হইল, এবং মুক্তাজাল-বিভূষিত স্বুবর্ণময় যোক্ত্র ও বিভূষিত উরশ্ছদ বিশিষ্ট তুরগ সকল দীর্ঘবাহু সাত্যকি কর্ত্তৃক প্রমৃষ্ট, মৃত ও মহীতল-গত হইয়া শোভা প্রকাশ করিতে লাগিল। সাত্যকি এই রূপে আপনকার নানা বিধ সৈন্যদিগকে নিহত ও নিতান্ত পরাঙ্মুখ করিয়া আপনকার অন্যান্য সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে নরনাথ! ধনঞ্জয় যে পথ দিয়া গমন করিয়াছিলেন, সাত্যকি সেই পথ দিয়া গমন করিতে অভিলাষ করিলেন; পরন্তু দ্রোণ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। সংক্রুদ্ধ যুযুধান ভরদ্বাজ-পুত্রের সহিত সমবেত হইয়া, সমুদ্র যেমন বেলা ভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, সেই প্রকার, তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না! দ্রোণ মহারথ যুযুধানকে অবরোধ করত মর্ম্ম-ভেদী সুশাণিত পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও কঙ্কবর্হিণ পক্ষযুক্ত শিলা ধৌত স্বর্ণপুঙ্খ সপ্ত শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর দ্রোণ ছয় শরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়, সারথি ও তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথী যুযুধান তাহা সহ্য না করিয়া সিংহনাদ-পূর্ব্বক প্রথমত দশ, পরে ছয় এবং তৎ পরে অষ্ট শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার দশ শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং এক শরে দ্রোণের সারথিকে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে এবং এক শরে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর দ্রোণ, সত্বর হস্তে শলভ সমূহ সদৃশ শর সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে অশ্ব, সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন; সেই রূপ যুযুধানও নির্ভীক হইয়া বহু বাণ দ্বারা দ্রোণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

তদনন্তর দ্রোণ সাত্যকিকে বলিলেন, যুযুধান! তোমার আচার্য্য অর্জ্জুন কাপুরুষের ন্যায় রণ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমি যুদ্ধ করিতে থাকিলেও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তুমি যদি তোমার আচার্য্যের ন্যায় আমাকে রণে পরিত্যাগ করিয়া না যাও, তাহা হইলে অদ্য আমি যুদ্ধ করিতে থাকিলে আমার নিকট হইতে তুমি জীবন সত্ত্বে মুক্ত হইতে পারিবে না।

সাত্যকি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনকার স্বস্তি হউক, আমি ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে ধনঞ্জয়ের পদবীতে গমন করিব; কাল বিলম্ব না হয়, সেই জন্য যে প্রকারে আমার গুরু গমন করিয়াছেন, সেই রূপেই আমি গমন করিব, কেন না শিষ্যেরা আচার্য্যানুগত পথই সর্ব্বদা সেবন করিয়া থাকেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! সাত্যকি এই কথা বলিয়া সহসা আচার্য্য দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন, এবং সারথিকে এই কথা বলিলেন, দ্রোণ আমারে অবরোধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকারে যত্ন করিবেন, তুমি যত্ন-পূর্ব্বক রণে গমন কর, আমার কথা শ্রবণ কর;—ঐ দেখিতেছ মহাপ্রভান্বিত অবন্তি দেশীয় সৈন্য; তাহার পর দাক্ষিণাত্য মহৎ সৈন্য; তাহার পর বাহ্লীক দেশীয় মহৎ সৈন্য, এবং উহার নিকটেই সংযুক্ত হইয়া কর্ণের মহৎ সৈন্য রহিয়াছে। ঐ সকল সৈন্য পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইয়া আছে, পরন্তু উহারা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া রণ স্থল পরিত্যাগ করিবে না। তুমি উহাদিগের মধ্য দিয়া হর্ষ সহকারে মধ্যম বেগ-পূর্ব্বক অশ্ব চালনা কর। যে স্থানে নানা শস্ত্রোদ্যত বাহ্লীক সৈন্য, সূতপুত্র পুরোবর্ত্তী বহুল দাক্ষিণাত্য, হস্তী অশ্ব ও রথ সমূহের সংবাধ এবং নানা দেশীয় পদাতি সৈন্য অবস্থান করিতেছে, তুমি ঐ স্থানে আমারে লইয়া চল। এই কথা বলিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ব্রাহ্মণ দ্রোণকে পরিবর্জ্জিত করিয়া তাঁহার বাম

দিক্‌ দিয়া কর্ণের মহৎ সৈন্য মধ্যে যাত্রা করিলেন।

মহারাজ! মহাবাহু যুযুধান নিবৃত্ত না হইয়া গমন করিতে থাকিলে দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া বহু বাণ বিকীরণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। সাত্যকি শাণিত শর নিকরে কর্ণের অতি মহৎ সৈন্যদিগকে অভিহত করিয়া কুরু সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সাত্যকি এই প্রকারে সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট ও সৈন্য সকল তজ্জন্য পলায়মান হইতে থাকিলে কৃতবর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীর্য্যবান্ সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে সমাগত দেখিয়া ছয় বাণে তাঁহাকে আহত করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব হনন করিলেন, তৎ পরেই পুনর্ব্বার নতপর্ব্ব ষোড়শ বাণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। কৃতবর্ম্মা সাত্যকির তীক্ষ্ণতেজস্বি বহু বাণে ব্যথিত হইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি সর্প ও অনল-তুল্য বৎসদন্ত নামক এক বাণ আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া সাত্যকির বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণ সাত্যকির দেহাবরণ ও দেহ ভেদ করিয়া রুধির সিক্ত হইয়া পত্র পুঙ্খের সহিত পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। পরমাস্ত্র বেত্তা কৃতবর্ম্মা তৎ পরেই অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুল বাণ দ্বারা সত্যবিক্রম সাত্যকির শর ও গুণের সহিত শরাসন ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ দশ বাণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর, মহাশক্তিমান্ বীর সাত্যকি আপনার শরাসন বিশীর্ণ হইলে এক শক্তি দ্বারা কৃতবর্ম্মার দক্ষিণ বাহু ব্যথিত করিলেন, অনন্তর অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক শত শত সহস্র সহস্র বাণ শীঘ্র শীঘ্র কৃতবর্ম্মার চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিয়া রথের সহিত তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন শলভ সমূহ শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষ আচ্ছন্ন করে, সেই রূপ সাত্যকি-নিক্ষিপ্ত সেই সকল শর কৃতবর্ম্মাকে সমাবৃত করিল। মহারাজ! সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে শরাচ্ছাদিত করিয়া এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন; সারথি হত হইয়া তাঁহার মহারথ হইতে পতিত হইল; অশ্ব সকল সারথি বিহীন হইয়া ধাবমান হইল। অনন্তর ভোজ-নন্দন কৃতবর্ম্মা সম্ভ্রান্ত চিত্তে অশ্বদিগকে সংযত করত সশর শরাসন হস্তে অবস্থান করিলেন; সৈন্যেরা তাঁহার সেই কার্য্য দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিল। তিনি মুহূর্ত্ত কাল আশ্বস্ত হইয়া নির্ভীক চিত্তে অশ্ব চালনা-পূর্ব্বক শত্রুদিগের ভয়াবহ হইয়া উঠিলেন। পরন্তু সাত্যকি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কৃতবর্ম্মা ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন।

হে রাজেন্দ্র! সাত্যকি ভোজ সৈন্য হইতে নির্গত হইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক মহৎ কাম্বোজ সৈন্য মধ্যে গমন করিলেন। সেখানে বহু শূর মহারথী তাঁহাকে অবরোধ করিলে তিনি তথা হইতে গমন করিতে পারিলেন না। ও দিকে দ্রোণ, সৈন্যদিগকে ব্যবস্থিত করিয়া ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাকে সৈন্য মধ্যে নিবেশিত করত যুদ্ধ অভিলাষে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সাত্যকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে ভীমসেন পুরঃসর পাঞ্চাল দেশীয় বহু বহু বীরগণ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পরন্তু রথি-শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মাকে প্রাপ্ত হইয়া হতোৎসাহ হইলেন। বীর কৃতবর্ম্মা বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বাহন সকল ক্লান্ত হইয়াছিল, তাঁহারাও শর সমূহে পীড়িত ও ঈষৎ হতোৎসাহ হইলেন, সুতরাং যত্নবন্ত হইয়াও কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন। পরন্তু সেই সকল বীর, ভোজ-নন্দন কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও মহৎ যশঃ প্রার্থী হইয়া ভোজ সৈন্যের প্রতি আক্রমণ অভিলাষে আর্য্যধর্ম্মে নিষ্ঠা বশত রণ-বিমুখ হইলেন না।

সাত্যকি প্রবেশে একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সঞ্জয়! আমাদিগের সৈন্য সমস্ত বহু গুণ-বিশিষ্ট ও সম্যক্ বিদিত; উহাদিগের যথা ন্যায়ে ব্যূহ সজ্জাও হইয়া থাকে, এবং উহারা সংখ্যাতেও অল্প নহে। আমরা উহাদিগকে নিত্য সম্মান করিয়া থাকি, এবং উহারাও আমাদিগকে সর্ব্বদা অভিলাষ করিয়া থাকে। উহারা প্রৌঢ়, অদ্ভুতাকার, সম্মুখ-যোদ্ধা, এবং দৃঢ় বিক্রমশীল। উহারা অতি বৃদ্ধ নহে, বালক নহে, কৃশ নহে এবং অতি স্থূলও নহে। উহাদিগের মধ্যে সকলেরই দেহ প্রায় বৃত্ত, আয়ত ও লঘু। সকলেই সারবান্, নিরোগ, গৃহীত-বর্ম্মা ও বহু শস্ত্র পরিচ্ছদ-সম্পন্ন। উহারা বহু শস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী; আরোহণে, অবরোহণে, প্রসরণে, দূর লম্ফনে, সম্যক্ প্রহরণে, প্রবেশে ও নির্গমে দক্ষ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ যুদ্ধে পরীক্ষিত। উহাদিগকে যথা ন্যায়ে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে; সৎকুলজাত বলিয়া কিম্বা কোন উপচার প্রদান করিয়াছে বলিয়া কি উহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া নিযুক্ত করা হয় নাই। উহারা আহূত না হইয়া অর্থাৎ আপনা হইতে প্রার্থনা মতে বা নূতন রূপে নিযুক্ত হয় নাই। বিশেষত উহারা সৎকুলজাত, আর্য্য জনে সমুপেত, সন্তোষ যুক্ত, পুষ্ট, অনুদ্ধত, যশস্বী ও মনস্বী। উহাদিগের সম্মান ও উপকারও করা গিয়া থাকে। উহারা সচিবগণ ও লোকপাল সদৃশ প্রধান প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া থাকে। এবং আমাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু ও অনুগত রাজগণ স্বেচ্ছানুসারে অনুগগণ ও সৈন্য সহিত উহাদিগকে রণে রক্ষা করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত নদী সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ সাগর সদৃশ ঐ সকল সৈন্য, পক্ষ রহিত অথচ পক্ষি সদৃশ রথ, অশ্ব ও মদস্রাবী কুঞ্জর গণে সমাবৃত থাকে। সঞ্জয়! আমাদিগের সৈন্য এতাদৃশ হইয়াও যে রণে নিহত হইয়াছে, তাহার কারণ ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যায়? যোধগণ রূপ অক্ষয্য জলময়, বাহন রূপ ঊর্ম্মি তরঙ্গ-বিশিষ্ট, নৌকাদণ্ড রূপ অসি, গদা ও শক্তিতে সঙ্কুল, শর ও প্রাশ রূপ মৎস্য সমূহে সমাকুল, ধ্বজ রূপ ভূষণের সংবাধ যুক্ত, রত্ন সমূহ রূপ পদ্ম নিকরে সুসজ্জিত, বায়ুবেগ রূপ ধাবমান বাহন সকলে আন্দোলিত, দ্রোণ রূপ আধার ও কুম্ভীরে সমন্বিত, কৃতবর্ম্মা রূপ মহাহ্রদে সংযুক্ত, জলসন্ধ রূপ মকরাদি সম্পন্ন এবং কর্ণ রূপ চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ধত ভয়ঙ্কর যে আমাদিগের সৈন্য সাগর, তাহা বেগ-পূর্ব্বক ভেদ করিয়া ভরত প্রবর সব্যসাচী ও সাত্বত শ্রেষ্ঠ মহারথী সাত্যকি একাকী রথারোহণে যখন প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন আমার সৈন্য মধ্যে কেহ যে অবশিষ্ট থাকিবে, এমন দেখি না। কাল প্রেরিত কুরুগণ অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে বেগ সহকারে সৈন্যাতিক্রম করিতে এবং সিন্ধুরাজকে গাণ্ডীবের বাণ-গোচরে অবস্থিত দেখিয়া তৎ কালে কি কার্য্য করিল? সেই নিদারুণ একায়ন সময়ে কি রূপ অবস্থাপন্ন হইল? বৎস! আমি বিবেচনা করি, উহারা কালগ্রস্ত হইয়াছে, এক্ষণে সমরে উহাদিগের তাদৃশ বিক্রমের কার্য্য দেখা যাইতেছে না। কৃষ্ণার্জ্জুন অক্ষত শরীরে রণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, উহাঁদিগকে যে নিবারণ করে, এমন কেহ তাহার মধ্যে নাই।

সঞ্জয়! আমাদিগের সৈনিক মহারথী দিগকে পরীক্ষা করিয়া যথা যোগ্য বেতনে এবং অনেককে প্রিয় বাক্য দ্বারাও নিযুক্ত করা হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কেহই অসম্মান-পূর্ব্বক নিযুক্ত হয় নাই। উহারা কর্ম্মানুরূপ অন্ন ও বেতন লাভ করিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে কোন যোদ্ধা মনুষ্য অল্প বেতনভুক্ নাই। জ্ঞাতি বান্ধবের সহিত আমার পুত্রেরা দান মান ও অশন দ্বারা সেই সকল সৈনিক মনুষ্যদিগকে যথা শক্তি সম্মানিত করিয়া থাকে; পরন্তু এতাদৃশ সৈনিক যোদ্ধাগণ যখন সব্যসাচী ও সাত্যকির নিকট পরাভূত ও পরাজিত হইয়াছে, তখন তাহার কারণ ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা

যাইতে পারে? সংগ্রামে যাহারা রক্ষিত হয়, এবং যাহারা রক্ষা করিয়া থাকে, উভয়েরই এক সাধারণ পথে যাইতে হইতেছে! আমার অতি মূঢ় পুত্র দুর্য্যোধন সংগ্রামে অর্জ্জুনকে সিন্ধুরাজের অগ্রে অবস্থিত এবং সাত্যকিকেও রণে নির্ভয়ে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তৎকালোচিত কি কার্য্য কর্ত্তব্য অবধারণ করিল? মদীয় অন্যান্য যোদ্ধাগণই বা রথিসত্তম অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে সেনা মধ্যে সর্ব্ব শস্ত্র অতিক্রম করিয়া নিবিষ্ট হইতে দেখিয়া কি রূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল! বোধ করি, কৃষ্ণ ও সাত্যকিকে অর্জ্জুনের সাহায্যে অবস্থিত দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকাকুল হইয়া থাকিবেক। অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে সেনাতিক্রম করিতে এবং কুরু সৈন্যদিগকে পলায়মান দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক। রথিদিগকে শত্রু জয়ে নিরুৎসাহ ও পলায়নে কৃতোৎসাহ এবং পলায়িত দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক। অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে রথনীড় সকল মনুষ্য শূন্য এবং যোধগণকে নিহত করিতে দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক। সহস্র সহস্র বীরদিগকে অশ্ব, হস্তী ও রথ বিহীন এবং ব্যগ্র হইয়া ধাবমান হইতে দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক। মনুষ্য ও অশ্বদিগকে অর্জ্জুন ও সাত্যকি কর্ত্তৃক রথ বিহীন দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক। মহা মহা হস্তী গণ অর্জ্জুন শরে আহত হইয়া পলায়ন করিতেছে এবং পতিত হইতেছে ও হইয়াছে দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক। অশ্ব সমূহকে অর্জ্জুন ও সাত্যকি কর্ত্তৃক নিহত ও ইতস্তত ধাবমান দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক। সমূহ সমূহ পদাতিদিগকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান দেখিয়া আমার সমুদয় পুত্রেরা বিজয় লাভে নিরাশ হইয়া শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক। অপরাজিত অর্জ্জুন ও সাত্যকি দুই বীরকে অল্প কাল মধ্যে দ্রোণের সৈন্য হইতে অতিক্রান্ত হইতে দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক। হে বৎস! কৃষ্ণার্জ্জুন ও সাত্যকি অক্ষত শরীরে মদীয় সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া আমিও সাতিশয় মোহিত হইয়াছি।

সঞ্জয়! শিনিপ্রবর সাত্যকি সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভোজ সৈন্য অতিক্রম করিয়া গমন করিলে কৌরবেরা কি রূপে অবস্থান করিল এবং পাণ্ডবেরা দ্রোণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলে কি প্রকার যুদ্ধ হইল, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর। দ্রোণ বলবান্, শূর, অস্ত্রবিদ্যায় কৃতী, দৃঢ় বিক্রম এবং মহাধনুর্দ্ধর; তাঁহার প্রতি পাঞ্চালদিগের শত্রুতা আবদ্ধ রহিয়াছে; তাহারাও ধর্ম্মরাজের জয়াকাঙ্ক্ষী; এবং মহাবল দ্রোণেরও তাহাদিগের প্রতি শত্রুতা বদ্ধমূল রহিয়াছে; অতএব পাঞ্চালেরা দ্রোণের সহিত কি প্রকার প্রতিযুদ্ধ করিল? সঞ্জয়! তুমি বাক্য-বিশারদ, অতএব এই সকল বিবরণ এবং অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ বধ নিমিত্ত যে রূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত প্রবর! আপনকার নিজ কৃত অপরাধ জন্যই এতাদৃশ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আপনকার প্রাকৃত জনের ন্যায় শোক করা সমুচিত হয় না। পূর্ব্বে বিদুর প্রভৃতি প্রাজ্ঞ সুহৃদ্ ব্যক্তিরা আপনাকে বলিয়াছিলেন, যে "হে রাজন্! আপনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না" কিন্তু তাহা আপনি শ্রবণ করেন নাই। যে ব্যক্তি হিতৈষী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ না করে, সে আপনার ন্যায় মহা ব্যসন প্রাপ্ত হইয়া শোকার্ত্ত হয়। মহাযশস্বী দাশার্হ কৃষ্ণ পূর্ব্বে সন্ধি নিমিত্ত আপনকার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি আপনকার নির্গুণতা, পুত্রদিগের প্রতি পক্ষপাত এবং পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্বৈধীভাব, মাৎসর্য্য ও কুটিলতা অবগত হইয়া এই ঘোরতর যুদ্ধের উদ্যোগ

করিয়াছেন। আপনকার দুর্নীতি হেতুই এই স্বজন গণের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে; আপনি এ দোষ দুর্য্যোধনের প্রতি আরোপ করিবেন না। আপনি প্রথমে কি মধ্যে কিছু মাত্র সুবিবেচনা করেন নাই, এক্ষণে করিতেছেন, অতএব আপনিই এই পরাজয়ের মূল। এক্ষণে আপনি যে আর্ত্তপ্রলাপ করিতেছেন, ইহা, মৃত দেহে অলঙ্কার যেমন শোভা পায় না; সেই রূপ, ভবাদৃশ বিজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে শোভা পাইতেছে না। আপনি লৌকিক ব্যাপার সকলই অবগত আছেন, অতএব এক্ষণে স্থির হইয়া দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ভয়ানক যুদ্ধ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বী ক্রমে শ্রবণ করুন।

মহারাজ! সত্যবিক্রম সাত্যকি আপনকার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও আপনকার সৈন্যের উপর আপাতত হইলেন। পাণ্ডবগণকে ক্রোধ সহকারে অনুগগণের সহিত সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া মহারথী কৃতবর্ম্মা একাকী তাঁহাদিগকে অবরোধ করিলেন। যেমন বেলাভূমি উদ্বৃত্ত সমুদ্রকে অবরোধ করে, সেই প্রকার তিনি পাণ্ডব সৈন্যদিগকে নিবারণ করিলেন। কৃতবর্ম্মার এই আশ্চর্য্য পরাক্রম দেখিলাম যে, পাণ্ডব পক্ষ সকলে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না। তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন কৃতবর্ম্মাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডব পক্ষ দিগকে হর্ষাবিষ্ট করত শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। তৎ পরে সহদেব বিংশতি, ধর্ম্মরাজ পঞ্চ, নকুল এক শত, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরা ত্রিসপ্ততি, ঘটোৎকচ সপ্ত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। বিরাট ও দ্রুপদ রাজাও তিন তিন বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন এবং শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মাকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার হাসিতে হাসিতে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর কৃতবর্ম্মা সেই সকল মহারথীদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া সপ্ত শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া রথ হইতে ধরাতলে পাতিত করিলেন এবং তৎ পরেই সত্বর হইয়া ছিন্নধন্বা ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে শাণিত সপ্ততি শরে আঘাত করিলেন। যেমন ভূকম্প হইলে পর্ব্বত কম্পিত হয়, সেই রূপ বলবান্ ভীমসেন হৃদিক-পুত্রের প্রবল শরাঘাতে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রথ মধ্যে কম্পিত হইলেন। যুধিষ্ঠির পুরোবর্ত্তী যোধগণ ভীমসেনকে তথাবস্থ দেখিয়া ভয়ঙ্কর বাণ সকল কৃতবর্ম্মার উপর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন,—তাঁহারা ভীমসেনের রক্ষার্থ হর্ষ সহকারে কৃতবর্ম্মাকে রথ সমূহে পরিবেষ্টন করিয়া বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরন্তু মহাবলবান্ ভীমসেন কিঞ্চিৎ কাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া হেমদণ্ড যুক্ত লৌহময় এক শক্তি গ্রহণ করিয়া রথ হইতে দ্রুত বেগে কৃতবর্ম্মার রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীমের ভুজ নিক্ষিপ্ত মোক নির্ম্মুক্ত সর্প সদৃশ সুদারুণ সেই শক্তি কৃতবর্ম্মার সম্মুখে প্রজ্বলিত হইয়া গমন করিতে লাগিল; কিন্তু হৃদিক-নন্দন যুগান্তাগ্নি সম প্রভাপন্ন সেই শক্তিকে সম্মুখে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া দুই শরে তাহা দুই খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। যেমন মহোল্কা অম্বর তল হইতে পরিচ্যুত হইয়া দশ দিক্ প্রকাশ করত পতিত হয়, সেই রূপ কনক-ভূষণালঙ্কৃত সেই শক্তি ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। শক্তি নিহত হইল দেখিয়া ভীষণ বল-সম্পন্ন ভীমসেন ক্রোধাপন্ন হইয়া মহা শব্দশীল বেগবান্ অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে শর নিকরে সমাকীর্ণ করিয়া পঞ্চ বাণে তাঁহার স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে আঘাত করিলেন।

মহারাজ! এই সকল হত্যাকাণ্ড আপনকার দুর্মন্ত্রণা হেতুই হইয়াছে। ভোজবংশ-নন্দন কৃতবর্ম্মা ভীমসেন কর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রণাঙ্গনে পুষ্পিত রক্তাশোক বৃক্ষের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট

হইয়া তিন বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে পাণ্ডব পক্ষ সকলকে দৃঢ় বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা তিন তিন বাণে যত্নবন্ত সেই মহারথীদিগকে বিদ্ধ করিলেন, এবং তাঁহারাও প্রত্যেকে সাত সাত শরে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর মহারথী কৃতবর্ম্মা ক্রুদ্ধ চিত্তে হাস্য মুখে এক ক্ষুরপ্র দ্বারা শিখণ্ডীর ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শিখণ্ডীর ধনুক ছিন্ন হইলে তিনি সত্বর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শত চন্দ্র যুক্ত স্বর্ণ-বিভূষিত সমুজ্জ্বল এক চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘুর্ণায়মান করিয়া সেই খড়্গ কৃতবর্ম্মার রথে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বৃহৎ খড়্গ কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন করিয়া আকাশ-চ্যুত জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল। ঐ সময়ে মহারথী শিখণ্ডী সত্বর হইয়া কৃতবর্ম্মাকে গাঢ় রূপে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরবীরহন্তা কৃতবর্ম্মা সেই ছিন্ন মহাশরাসন পরিত্যাগ করিয়া অপর ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সকলকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া শিখণ্ডীকে প্রথমত তিন, পরে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাযশস্বী শিখণ্ডী অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া কূর্ম্মনখ সদৃশ-ফল যুক্ত শর সমূহ দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর হৃদিক-পুত্র কৃতবর্ম্মা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বল প্রদর্শন করত মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর হেতুভূত মহারথী শিখণ্ডীর প্রতি, হস্তীর প্রতি ধাবমান শার্দ্দুলের ন্যায়, বেগে ধাবমান হইলেন। অনন্তর দিগ্‌গজ সদৃশ জ্বলিতাগ্নি তুল্য অরিন্দম দুই মহারথী পরস্পর শর সমূহ দ্বারা হনন করত সমবেত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই প্রবল শরাসন প্রকম্পিত ও শত শত শর সন্ধান করত, ভাস্করের কিরণ বিস্তারের ন্যায়, বিকীরণ করিতে লাগিলেন। দুই বীরই তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা পরস্পরকে প্রপীড়িত করত যুগান্ত কালীন ভাস্করের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিলেন। কৃতবর্ম্মা মহারথী শিখণ্ডীকে প্রথমত ত্রিসপ্ততি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ, ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ করত রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে রণে বিষণ্ন দেখিয়া আপনকার পক্ষ সৈন্যেরা কৃতবর্ম্মাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিল, এবং বস্ত্র প্রকম্পন করিতে লাগিল। শিখণ্ডীর সারথি তাঁহাকে শর পীড়িত দেখিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক রণ হইতে অপসারিত করিল।

মহারাজ! পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে রথ নীড়ে অবসন্ন দেখিয়া কৃতবর্ম্মাকে রথ সমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। সেই স্থলে মহারথী কৃতবর্ম্মা এই অতি অদ্ভুত কার্য্য করিলেন যে, তিনি একাকী সমরে পাণ্ডবদিগকে অনুগগণের সহিত নিবারণ করিলেন। মহারথী কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিয়া মহাবল বীর্য্যশালী চেদি, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কেকয়দিগকে পরাজয় করিলেন। তাঁহারা সংগ্রামে কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। কৃতবর্ম্মা ভীমসেন পুরোবর্ত্তী পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া ধূম রহিত অনলের ন্যায় সমরে অবস্থিত হইলেন। সেই মহারথী সকল কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক শর বৃষ্টি দ্বারা সমাহত ও ধাবমান হইয়া রণ বিমুখ হইলেন।

কৃতবর্ম্ম পরাক্রমে দ্বাদশাধিক শত তম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! আপনি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা এক চিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন। পাণ্ডব সৈন্য মহাত্মা হৃদিক-পুত্র কর্ত্তৃক পলায়মান এবং আপনকার সৈন্যদিগকে হর্ষান্বিত দেখিয়া লজ্জাবনত হইলে, সাত্যকি, অগাধ জলাশয়-নিমগ্ন আশ্রয়-স্থলাকাঙ্ক্ষীগণের দ্বীপের ন্যায়, পাণ্ডবদিগের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া আপনকার পক্ষদিগের ভয়ঙ্কর নিনাদ শ্রবণ করত ত্বরা সহ-

কারে কৃতবর্ম্মার নিকট ধাবমান হইলেন। পরন্তু কৃতবর্ম্মা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকি অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুশাণিত এক ভল্ল ও অন্য চারি শর কৃতবর্ম্মার উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই চারি শর দ্বারা কৃতবর্ম্মার চারি অশ্ব নিহত এবং ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছিন্ন হইল। অনন্তর সাত্যকি সুশাণিত শর নিকর দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন, অনন্তর তাঁহাকে রথ বিহীন করিয়া সন্নত-পর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা তাঁহার সৈন্য পীড়ন করিতে লাগিলেন। সৈন্য সকল শর-পীড়িত হইয়া ভগ্ন হইতে লাগিল। সাত্যকিও সত্বর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ! বীর্য্যবান্ সাত্যকি, তাহার পর আপনকার সৈন্য মধ্যে যাহা করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি দ্রোণের সৈন্য সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া কৃতবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজয়-পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে সারথিকে বলিলেন, "তুমি নির্ভীক হইয়া শনৈঃশনৈ গমন কর।" আপনকার সেই সকল রথ অশ্ব হস্তী ও পদাতি-সঙ্কুল সৈন্য দেখিয়া পুনর্ব্বার সারথিকে বলিলেন, "ঐ যে দ্রোণ সৈন্যের বাম দিকে মেঘের তুল্য বৃহৎ হস্তি সৈন্য এবং উহার অগ্রভাগে রুক্মরথ রহিয়াছে; উহারা সকলেই যুদ্ধে দুর্নিবার্য্য এবং দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও নিবৃত্ত হইবে না। আর ঐ যে ত্রিগর্ত্তদিগের সুবর্ণ-ভূষিত ধ্বজ সম্পন্ন রাজপুত্র সকল রহিয়াছেন, উহাঁরা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথী বিক্রমশীল যোদ্ধা। ঐ সকল বীর আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া আমার প্রতি অভিমুখীন হইয়া ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। তুমি ঐ স্থানে আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, শীঘ্র অশ্ব চালনা কর; আমি ঐ ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত দ্রোণের সাক্ষাতে যুদ্ধ করিব।"

মহারাজ! তদনন্তর সারথি সাত্যকির অনুমতিক্রমে শনৈঃশনৈ গমন করিতে লাগিলেন। বায়ু-তুল্য বেগশীল প্রতগমন্ত কুন্দ ইন্দু বা রজত বর্ণ উত্তম অশ্ব চতুষ্টয় সারথির বশবর্ত্তী হইয়া সাত্যকিকে বহন করিতে লাগিল। তদনন্তর লঘুহস্ত যোধী শূর সকল, শঙ্খ বর্ণ অশ্ব দ্বারা সাত্যকিকে আসিতে দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে বিবিধ শর বিকীরণ করিতে করিতে গজ সৈন্য দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। যেমন গ্রীষ্ম কালের অবসানে মহামেঘ পর্ব্বতের উপর জল বর্ষণ করে, সেই প্রকার সাত্যকিও সেই গজ সৈন্যের উপর শাণিত বাণ বর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হস্তীগণ শিনি-বীর নিক্ষিপ্ত বজ্র ও অশনি সম স্পর্শ শর সমূহে হন্যমান হইয়া রণ পরিত্যাগ করিয়া নানা দিক্ বিদিক্ ধাবমান হইল। ঐ সকল ধাবমান গজের মধ্যে কাহারো অঙ্গ রুধিরাক্ত, কাহারো দন্ত বিশীর্ণ, কাহারো কুম্ভ নির্ভিন্ন, কাহারো কাহারো কর্ণ, মুখ ও শুণ্ড বিদীর্ণ, কাহারো কাহারো নিয়ন্তা ও পতাকা ভ্রষ্ট, কাহারো কাহারো বর্ম্ম ও ঘণ্টা ছিন্ন ভিন্ন, কাহারো মহাধ্বজ নিকৃত্ত, কাহারো আস্তরণ পরিভ্রষ্ট এবং কাহারো আরোহী নিহত হইল। অনেক হস্তী সাত্যকি-নিক্ষিপ্ত নারাচ, বৎসদন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণে বিদারিত হইয়া বহু বিধ মেঘ গর্জ্জন সমান নিনাদ করিতে করিতে রুধির ধারা ও মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল। অনেকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং অনেকে স্খলিত, অবসন্ন ও পতিত হইল। এই রূপে সাত্যকির অগ্নি ও সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী শর নিকরে সন্তপ্ত হইয়া গজ সৈন্য চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ! সেই রূপে গজ সৈন্য নিহত হইলে, মহাবলবান্ পবিত্র-বেশ শৌর্য্য-সম্পন্ন রুক্মরথ জলসন্ধ, সাত্যকির রজত বর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথের প্রতি আপনার হস্তী চালনা করিলেন। অঙ্গদ, কুণ্ডল, কিরীট ও শঙ্খ ধারী রক্তচন্দন-দিগ্ধাঙ্গ জলসন্ধ মস্তকে স্বর্ণময় সমুজ্জল মালা, হৃদয়ে নিষ্ক ও প্রদীপ্ত কণ্ঠসূত্র ধারণ করিয়াছিলেন; তিনি গজ মস্তকে সুবর্ণ-

বিভূষিত শরাসন প্রকম্পিত করত সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় শোভমান হইলেন। সাত্যকি মগধরাজ জলসন্ধের হস্তিশ্রেষ্ঠকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া, যেমন বেলাভূমি সমুদ্ধত সাগরকে নিবারণ করে, সেই রূপ, সেই হস্তীকে নিবারণ করিলেন। মহাবাহু মহাবলবান্ জলসন্ধ, হস্তীকে সাত্যকির শর সমূহে নিবারিত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভারসাধন শর সমূহ দ্বারা শিনি-পৌত্রের বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, এবং তাহার পরেই শাণিত পীত অন্য এক ভল্ল দ্বারা, সাত্যকির বাণ নিক্ষেপ সময়ে শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সাত্যকি ছিন্নধন্বা হইলেও মাগধ বীর জলসন্ধ হাসিতে হাসিতে শাণিত পঞ্চ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বীর্য্যবান্ সাত্যকি জলসন্ধ কর্ত্তৃক বহুল বাণে বিদ্ধ হইয়াও বিচলিত হইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তিনি অতি ত্বরান্বিত না হইয়া জলসন্ধের নিক্ষিপ্ত বাণ গণ্য না করিয়াই অন্য ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া হাস্যমুখে জলসন্ধের বিশাল বক্ষঃস্থল ষষ্টি সংখ্য বাণে অতিশয় বিদ্ধ করিলেন, এবং শাণজল-পায়িত এক ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার মহা ধনুকের মুষ্টি প্রদেশ ছেদন করিয়া তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর জলসন্ধ সেই ছিন্ন সশর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সাত্যকির প্রতি শীঘ্র এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন। মাগধ বীর জলসন্ধের নিক্ষিপ্ত গর্জ্জনকারী ভয়ঙ্কর মহা সর্প সদৃশ সেই তোমর সাত্যকির বাম ভুজ ভেদ করিয়া ধরণী মধ্যে প্রবেশ করিল। সত্যবিক্রম সাত্যকির বাম হস্ত নির্ভিন্ন হইলেও তিনি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ত্রিংশৎ শরে জলসন্ধকে প্রহার করিলেন। অনন্তর মহাবলবান্ জলসন্ধ শত চন্দ্র শোভিত প্রদীপ্ত এক মহৎ আর্ষভ চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই খড়্গ ভ্রমণ করাইয়া সাত্যকির উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত খড়্গ সাত্যকির ধনুক ছেদন-পূর্ব্বক অলাতচক্রের ন্যায় প্রদীপ্ত ও পতিত হইয়া ধরাতলে দীপ্তি পাইতে লাগিল। অনন্তর মধুকুল সত্তম সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া শালস্তম্ভ সদৃশ, ইন্দ্রের অশনি সম শব্দশীল, পরকায়-বিদারণ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া বিস্ফারণ-পূর্ব্বক এক শরে জলসন্ধকে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর হাসিতে হাসিতে দুই ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা জলসন্ধের আভরণ-ভূষিত দুই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যেমন পর্ব্বত হইতে পঞ্চ-শীর্ষ সর্প দ্বয় পরিভ্রষ্ট হয়, সেই প্রকার তাঁহার পরিঘ তুল্য দুই বাহু শ্রেষ্ঠ হস্তী হইতে নিপতিত হইল। অনন্তর সাত্যকি অন্য এক ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা জলসন্ধের মনোহর নাসিকা ও দন্ত-শোভিত, সুচারু কুণ্ডলালঙ্কৃত শোভমান মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জলসন্ধের দেহ হইতে বাহু দ্বয় ও মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত হইলে, সেই দেহ-রূপ ভয়ানক কবন্ধ, তাঁহার হস্তীকে রুধিরসিক্ত করিতে লাগিল। সাত্যকি জলসন্ধকে সংগ্রামে সংহার করিয়া ত্বরা সহকারে তাঁহার মহামাত্রকে গজ স্কন্ধ হইতে নিপাতিত করিলেন। জলসন্ধের বৃহৎ হস্তী সাত্যকির শরে প্রপীড়িত ও রুধিরাক্ত হইয়া তদুপরি সংলগ্ন লম্বমান উৎকৃষ্ট আসন বহন করত ঘোরতর আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব পক্ষ সেনাদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে করিতে ধাবমান হইল। জলসন্ধকে বৃষ্ণি প্রবর সাত্যকি কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া আপনকার সৈন্য মধ্যে মহা হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। এবং আপনকার পক্ষ যোধগণ শত্রু জয়ে নিরুৎসাহ, পলায়নে উৎসাহী ও রণ-বিমুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

মহারাজ! ঐ সময়ে শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ দ্রোণ বেগবান্ অশ্ব দ্বারা মহারথী সাত্যকির নিকট সমাগত হইলেন। কুরুপ্রধান গণও শিনিপ্রধান সাত্যকিকে সমরে সমুদ্ধত দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে দ্রোণের সহিত তাঁহার নিকট অভিক্রুত হইলেন। তদনন্তর সাত্য-

কির সহিত দ্রোণ ও কুরু বীরদিগের দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ সমারব্ধ হইল।

জলসন্ধ বধে ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রহারপটু কৌরবেরা সকলে যত্নবন্ত ও সত্বর হইয়া সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ সুশাণিত সপ্তসপ্ততি, দুর্ম্মর্ষণ দ্বাদশ, দুঃসহ দশ এবং বিকর্ণ কঙ্কপত্র যুক্ত শাণিত ত্রিংশৎ শরে সাত্যকির বাম পার্শ্ব ও হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। দুর্ম্মুখ দশ, দুঃশাসন অষ্ট ও চিত্রসেন দুই বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন, এবং দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথীরা অতিশয় শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। সেই মহারথীও আপনকার পুত্রদিগের কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকারে প্রতিবিদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ রূপে শর নিকর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; দ্রোণকে তিন, দুঃসহকে দশ, বিকর্ণকে পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেনকে সপ্ত, দুর্ম্মর্ষণকে দ্বাদশ, বিবিংশতিকে অষ্ট, সত্যব্রতকে নব ও বিজয়কে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর মহারথী সাত্যকি স্বর্ণ অঙ্গদ-ভূষিত ধনুক প্রকম্পিত করত সর্ব্ব লোকের রাজা সর্ব্ব শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ আপনকার মহারথী পুত্রের অভিমুখে আশু গমন করিয়া তাঁহাকে শর-সমূহে গাঢ় সমাহত করিতে লাগিলেন; অনন্তর তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই দুই মহারথী শরাসন ধারণ করিয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক পরস্পরকে সমরে অদৃশ্য করিলেন। যে প্রকার চন্দন বৃক্ষ স্বকীয় রস ক্ষরণ করে, সেই প্রকার সাত্যকি কুরুরাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বিদ্ধ হইয়া রুধির স্রাব করত সাতিশয় শোভমান হইলেন। আপনকার পুত্রও সাত্যকি কর্ত্তৃক শর নিকরে নির্ভিন্ন হইয়া স্বর্ণময় ভূষণে বিভূষিত উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। মধুকুল-নন্দন হাসিতে হাসিতে সহসা কুরুরাজের ধনুক এক ক্ষুরপ্র দ্বারা ছেদন করিয়া তাঁহাকে বহু শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন লঘুহস্ত শত্রু কর্ত্তৃক নির্ভিন্ন হইয়া শত্রুর বিজয় লক্ষণ সহ্য করিলেন না। তিনি হেমপৃষ্ঠ দুরাসদ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সহসা সাত্যকিকে এক শত শরে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি বলবান্ ও ধনুর্দ্ধর আপনকার পুত্র কর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ ও ক্রোধ-বশবর্ত্তী হইয়া আপনকার পুত্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারথীগণ আপনকার পুত্রকে পীড়িত দেখিয়া বল-পূর্ব্বক সাত্যকিকে শর বর্ষণ করিয়া সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাযশা সাত্যকি আপনকার মহারথী পুত্রগণ কর্ত্তৃক শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ত সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুর্য্যোধনকে ত্বরা-পূর্ব্বক অষ্ট বাণে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে বহু শর দ্বারা তাঁহার শত্রু-ভীষণ শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহার রত্নময় নাগ ধ্বজ নিপাতিত করিলেন; তৎ পরেই তাঁহার চারি অশ্বকে শাণিত চারি শরে নিহত করিয়া এক ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন; এবং এই সকল কার্য্য করিবার মধ্যে মধ্যেই হর্ষ সহকারে মহারথী কুরুরাজকেও মর্ম্মভেদী বহুল শরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন শিনি-পৌত্রের প্রবল শর সমূহে বধ্যমান হইয়া সহসা তথা হইতে ধাবন-পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া ধনুর্দ্ধর চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন। আকাশে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, রাজা দুর্য্যোধনকে সাত্যকি কর্ত্তৃক গ্রস্যমান দেখিয়া সর্ব্বত্র রণ স্থল হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর মহারথী কৃতবর্ম্মা সেই হাহাকার শব্দ শুনিয়া স্বকীয় শ্রেষ্ঠ শরাসন প্রকম্পিত করিয়া সারথিকে উগ্র রূপ ভৎর্সনা-পূর্ব্বক যাও যাও বলিয়া অশ্বদিগকে চালনা করত সাত্যকির নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মাকে ব্যাদিতানন যমের

ন্যায় সমাগত হইতে দেখিয়া সাত্যকি সারথিকে বলিলেন, সমস্ত ধনুর্দ্ধরের প্রধান ধনুর্ব্বাণ যুক্ত ঐ কৃতবর্ম্মা বেগে সমাগত হইতেছেন, তুমি উহাঁর নিকট অগ্রসর হও। তদনন্তর সাত্যকি, বেগশীল অশ্ব যুক্ত বিধিবৎ সজ্জিত রথারোহণে ধনুষ্মান্‌দিগের আদর্শ স্বরূপ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার সমীপে উপনীত হইলেন। তদনন্তর জ্বলিত অনল সদৃশ বেগবান্ ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় সেই দুই নরব্যাঘ্র মহা সংক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে সমবেত হইলেন। রুক্ম ধ্বজ বিশিষ্ট রুক্মাঙ্গদ-ভূষিত রুক্ম বর্ম্মাবৃত কৃতবর্ম্মা রুক্ম পৃষ্ঠ শোভিত মহৎ শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক শাণিত তীক্ষ্ণ ষট্ ত্রিংশৎ শরে শিনি-পৌত্রকে, সপ্ত শরে তাঁহার সারথিকে এবং প্রবল চারি বাণে তাঁহার সুশিক্ষিত দান্ত সিন্ধু দেশীয় বৃহৎ বৃহৎ চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া তৎ পরে শর সমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তদনন্তর ধনঞ্জয়-দর্শনেচ্ছু ত্বরা-যুক্ত সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি অশীতি শর নিক্ষেপ করিলেন। যেমন ভূকম্প হইলে পর্ব্বত কম্পিত হয়, সেই প্রকার শত্রুতাপন দুর্দ্ধর্ষ কৃতবর্ম্মা বলবান্ শত্রু কর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ হইয়া প্রকম্পিত হইলেন; সাত্যকিও সত্বর হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার চারি অশ্বকে শাণিত ত্রিষষ্টি শরে এবং তাঁহার সারথিকে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং তৎ পরেই ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ মহা জ্বালা-প্রদীপ্ত সুবর্ণ-পুঙ্খ যুক্ত এক শর সন্ধান করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই যমদণ্ড তুল্য উগ্র রূপ শর কৃতবর্ম্মার স্বর্ণ-চিত্রিত প্রদীপ্ত বর্ম্ম ভেদ করিয়া দেহ মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক রুধির সিক্ত হইয়া ধরণী মধ্যে নিবিষ্ট হইল। অমিত-বিক্রম কৃতবর্ম্মা সাত্যকির শর সমূহে অতি পীড়িত ও রুধির সিক্ত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সিংহদংষ্ট্রা সদৃশ দন্ত নিঃসরণ করত উত্তম রথ-নীড় হইতে জানু পাতিয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন। শিনি-প্রবর সাত্যকি সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্য-তুল্য ও অক্ষোভ্য সাগর সদৃশ কৃতবর্ম্মাকে নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার গমন করিলেন। তিনি সর্ব্ব সৈন্যদিগের সাক্ষাতে খড়্গ শক্তি ও শরাসন সমাকুল, হস্তী অশ্ব ও রথ সঙ্কুল, শত শত ক্ষত্রিয় বীর সমন্বিত সৈন্যদিগকে ভীষণ রুধিরে পরিপ্লুত করত ভেদ করিয়া, বৃত্রাসুরের দেব সৈন্য মধ্যে প্রবেশের ন্যায় তন্মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক গমন করিলেন। ও দিকে বলবান্ কৃতবর্ম্মা আশ্বস্ত হইয়া মহৎ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিতে সেই স্থানে অবস্থিত হইলেন।

সাত্যকি প্রবেশে চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শিনি-পৌত্র ইতস্তত সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে থাকিলে দ্রোণ তাঁহাকে শর সমূহে সমাকীর্ণ করিলেন। যেমন ইন্দ্রের সহিত বলির যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার সমুদায় সৈন্যের সাক্ষাতে দ্রোণের সহিত সাত্যকির তুমুল সংগ্রাম হইল। দ্রোণ সর্ব্বাঙ্গ লৌহময় সর্পাকার বিচিত্র তিন শর সাত্যকির ললাটে বিদ্ধ করিলেন। ললাটার্পিত তিন বাণে অলঙ্কৃত হইয়া সাত্যকি ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ছিদ্রান্বেষী ভরদ্বাজ-পুত্র তৎ পরেই পুনর্ব্বার ইন্দ্রের অশনি সম শব্দবান্ অন্য কতক গুলি শর সাত্যকির উপর নিক্ষেপ করিলেন। পরমাস্ত্রজ্ঞ দাশার্হ-কুল-প্রবর, দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত সেই সকল শর আপতিত হইতে দেখিয়া মনোহর পুঙ্খ যুক্ত দুই দুই শরে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণ সাত্যকির সেই রূপ শীঘ্রহস্ততা দেখিয়া হাস্য-পূর্ব্বক বিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং অস্ত্র প্রহারে আপনার হস্তলাঘব প্রকাশ করিয়া যুযুধানের হস্তলাঘবকে অপকৃষ্ট করত পুনর্ব্বার পঞ্চাশৎ ও তৎ পরেই এক শত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। যেমন মহোরগগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বল্মীক হইতে

উৎপতিত হয়, সেই প্রকার তনুচ্ছেদী শর সকল যেমন দ্রোণের রথ হইতে উৎপতিত হইতে লাগিল, সেই রূপ সাত্যকিরও নিক্ষিপ্ত রুধির-ভোক্তা শত শত সহস্র সহস্র বাণ দ্রোণের রথ সমাকীর্ণ করিল। কি দ্বিজ প্রবর দ্রোণ, কি সাত্বত প্রবর সাত্যকি, কাহারো হস্তলাঘব বিষয়ে বিশেষ জানিতে পারিলাম না; দুই নরসিংহই সমান রূপে রণ ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর সাত্যকি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নব সংখ্য নতপর্ব্ব বাণে দ্রোণকে সমাহত করিয়া তাঁহার চক্ষুর্গোচরেই সুশাণিত শর নিচয়ে তাঁহার ধ্বজ এবং সারথিকে এক শত বাণে আহত করিলেন। মহারথী দ্রোণ মহাত্মা সাত্যকির হস্তলাঘব দেখিয়া সপ্ততি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তিন তিন শরে তাঁহার অশ্ব সকল বিদ্ধ করিলেন এবং এক শরে তাঁহার রথ স্থিত ধ্বজ ছেদন করিয়া হেমপুঙ্খ যুক্ত অপর এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তদনন্তর সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহতী এক গদা গ্রহণ করত দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ সেই লৌহময়ী পট্টবদ্ধা গদাকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া বহু প্রকার বহুল শরে তাহা নিবারণ করিলেন। পরবীরহন্তা বীর সাত্যকি অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া শাণিত বহুল শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। সর্ব্ব শস্ত্রধারি প্রবর দ্রোণ তাহা সহ্য না করিয়া ত্বরা সহকারে রুক্মদণ্ড যুক্ত লৌহময় এক শক্তি লইয়া মাধবের রথে নিক্ষেপ করিলেন। কাল সন্নিভ দারুণ শব্দবান্ উগ্ররূপ সেই শক্তি সাত্যকির নিকট পর্য্যন্ত না গিয়া তাঁহার রথ ভেদ করিয়া ধরণী-গত হইল। তদনন্তর সাত্যকি দ্রোণের দক্ষিণ ভুজ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পীড়িত করত শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণও অর্দ্ধচন্দ্র বাণে মাধবের মহৎ শরাসন ও রথ শক্তি দ্বারা তাঁহার সারথিকে গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। সারথি রথ শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া মোহিত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত কাল রথ নীড়ে বিষণ্ণ হইয়া থাকিলেন। মহারাজ! তখন সাত্যকি সেই সময়ে এই অলৌকিক কর্ম্ম করিলেন যে, তিনি দ্রোণের সহিত যুদ্ধও করিলেন এবং নিজে অশ্ব-রশ্মিও ধারণ করিলেন। তদনন্তর মহারথী যুযুধান হৃষ্ট রূপ হইয়া শত শরে ব্রাহ্মণ দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। এবং দ্রোণ তাঁহার প্রতি পাঁচটী বাণ নিক্ষেপ করিলে, সেই সকল বাণ তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল। মহারথী বীর সাত্যকি সেই ভয়ঙ্কর শরে নিরতিশয় বিদ্ধ ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ রথারোহী দ্রোণের প্রতি শর সমূহ ক্ষেপণ করিলেন; তদনন্তর এক শরে তাঁহার সারথিকে ধরাতলে নিপাতিত করিয়া শর সমূহ বিমোচন-পূর্ব্বক তাঁহার সারথি-বিহীন অশ্বদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন। দ্রোণের স্বর্ণময় রথ ধাবমান অশ্বগণ দ্বারা রণ স্থলে প্রদ্রুত হইয়া দীপ্তিমান সূর্য্যের ন্যায় সহস্র সহস্র বার মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সমুদায় রাজা ও রাজ-পুত্রগণ, "ধাবমান দ্রোণের নিকট ধাবমান হও, উহাঁর অশ্বদিগকে গ্রহণ কর." এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই শীঘ্র সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে দ্রোণকে তাঁহার অশ্ব সকল লইয়া যাইতেছিল ঐ স্থানে সহসা ধাবমান হইলেন। আপনকার সৈন্যগণ আত্ম পক্ষীয় সেই সকল সৈন্যদিগকে সাত্যকির শরে প্রপীড়িত ও তথা হইতে পলায়িত দেখিয়া ব্যাকুল চিত্তে পুনর্ব্বার ভগ্ন হইতে লাগিল। সাত্যকির শরে প্রপীড়িত দ্রোণ, বায়ুবেগে গমনকারি অশ্ব দ্বারা নীত হইয়া ব্যূহ দ্বারে পুনর্ব্বার গমন-পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। বলবান্ দ্রোণ, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন ব্যূহ অবলোকন করিয়া সাত্যকির নিবারণের প্রতি আর যত্ন করিলেন না, ব্যূহ রক্ষা করিতেই প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রোধাগ্নি দ্বারা সংদীপ্ত ও দহনকারী অগ্নি সদৃশ হইয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণ করত প্রলয়

কালীন উদিত সূর্য্যের ন্যায় ব্যূহমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি পরাক্রমে পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুপ্রবরাগ্রগণ্য! পুরুষপ্রবীর শিনি-কুল বীর সাত্যকি দ্রোণকে এবং কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি আপনকার পক্ষ যোধগণকে পরাজিত করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক সারথিকে বলিলেন, সারথি! আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র, আমাদিগের শত্রু সকল কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়াছে; ইন্দ্রপুত্র নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন উহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছেন; আমরা ঐ নিহত দিগকেই নিহত করিতেছি। শত্রু হন্তা ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বলবান্ শিনি-কুল বীর তখন সারথিকে এই কথা বলিয়া চতুর্দ্দিকে বাণ বিকীরণ করিতে করিতে আমিষ নিমিত্ত আপাতিত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সহসা সৈন্য মধ্যে আপতিত হইলেন। হে ভারত! সূর্য্য কিরণ-প্রভ তেজস্বী অসহ্য-বিক্রম অদীন-সত্ত্ব ইন্দ্র তুল্য প্রভাব সম্পন্ন মেঘাবসানে গগণস্থ সূর্য্য সদৃশ সেই পুরুষপ্রবীরকে চন্দ্রবর্ণ বা শঙ্খ বর্ণ অশ্ব দ্বারা চতুর্দ্দিকে সৈন্যালোড়ন-পূর্ব্বক সমাগত হইতে দেখিয়া আপনকার পক্ষ সমুদায় সেনাগণের মধ্যে কোন সৈন্যগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। পরন্তু অতি বিচিত্র যোধী কাঞ্চন বর্ম্ম ও ধনুর্দ্ধারী রাজ প্রবর সুদর্শন, সাত্যকিকে হঠাৎ সমাগত হইতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সহিত সাত্যকির সুদারুণ সংগ্রাম সমারব্ধ হইতে লাগিল। যেমন দেবগণ ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার, আপনকার পক্ষ যোধগণ ও সোমকগণ উহাঁদিগের উভয়ের যুদ্ধ দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুদর্শন অতিতীক্ষ্ণ শত শত শর সাত্বতশ্রেষ্ঠ সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সাত্যকি তাঁহার সেই সকল শর সমীপে না আসিতে আসিতেই শর নিকর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই রূপ ইন্দ্র-তুল্য সাত্যকিও যে সকল শর সুদর্শনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, রথবরিষ্ঠ সুদর্শন তাহা উত্তম উত্তম শর দ্বারা দুই তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। তিগ্মতেজা সুদর্শন তৎকালে আপনার নিক্ষিপ্ত বাণ সাত্যকির বাণ-বেগে নিহত হইতে দেখিয়া ক্রোধে যেন নৃত্য করিতে করিতে সুবর্ণ-বিচিত্রিত কতক গুলি বাণ নিক্ষেপ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার সুশাণিত সুপুঙ্খযুক্ত অগ্নিকল্প তিন বাণ আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। সেই তিন বাণ সাত্যকির বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইল, এবং তৎপরেই রাজপুত্র সুদর্শন জ্বলদগ্নি-তুল্য অপর চারি বাণ সন্ধান করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার রজত সবর্ণ চারি অশ্বকে বলপূর্ব্বক সমাহত করিলেন। ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রমী বেগবান্ শিনিনপ্তা, সুদর্শন কর্ত্তৃক এই রূপে আহত হইয়া অতিতীক্ষ্ণ শর সমূহে সুদর্শনের অশ্ব সকল নিহত করিয়া সিংহনাদ করিলেন; অনন্তর ইন্দ্র-বজ্রকল্প এক ভল্লে তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া হঠাৎ এক ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহারও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্ব কালে যেমন ইন্দ্র সমরে অতি বলবান্ বলাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার সাত্যকি, সুদর্শনের কুণ্ডল-ভূষিত পূর্ণ চন্দ্র তুল্য দীপ্তিমান্ মস্তক তাঁহার দেহ হইতে কর্ত্তন করিয়া নিপাতিত করিলেন। নরবীর যদুকুল শ্রেষ্ঠ বলবান্ মহাত্মা সাত্যকি পিতৃ পিতামহাদি ক্রমে রাজ-কুল-সম্ভূত সুদর্শনকে সংগ্রামে নিহত করিয়া মহা হর্ষান্বিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি, অর্জ্জুন যে পথ দিয়া গমন করিয়াছিলেন, সদশ্ব যুক্ত রথারোহণে আপনকার সৈনিকদিগকে নিবারিত করত লোকদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিতে সমুৎসুক হইয়া সেই পথ দিয়া গমন করিলেন। তাঁহার বাণ-গোচরে অবস্থিত শত্রুদিগকে যে তিনি শর সমূহ দ্বারা,

অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতেছিলেন, সমুদায় যোধগণ মিলিত হইয়া তাঁহার সেই লোক-বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠ কার্য্যের প্রতি যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সুদর্শন বধে ষোড়শাধিক শত তম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বৃষ্ণিকুল-প্রবর ধীমান্ মহাত্মা সাত্যকি সুদর্শনকে নিহত করিয়া সারথিকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে প্রিয় সখে! জলসন্ধ রাজার সৈন্যে ও রাক্ষস সদৃশ অন্যান্য সৈনিক জনে সমাবৃত রথ অশ্ব ও হস্তী সমূহে সমাকুল, শর ও শক্তি রূপ তরঙ্গের মাল্যবিশিষ্ট, খড়্গ রূপ মৎস্য সঙ্কুল, গদা রূপ গ্রাহ সম্পন্ন, শূরগণের সিংহনাদ রূপ শব্দ যুক্ত, প্রাণাপহারক তুমুল বাদ্য ধ্বনি যুক্ত, জয়ৈষী যোধগণের দুঃস্পৃশ্য, ভয়ানক দুস্তর দ্রোণ সৈন্য সাগর হইতে আমরা সমুত্তীর্ণ হইলাম। এক্ষণে অবশিষ্ট সেনা যাহা সমুত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহা স্বল্প জল সম্পন্ন সামান্য নদীর ন্যায় বোধ করিতেছি; তুমি নির্ভয় চিত্তে ঐ সকল সৈন্যের প্রতি অশ্ব চালনা কর। দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ ও যোধ প্রবর কৃতবর্ম্মাকে তাঁহাদিগের অনুগ সৈন্য সহিত পরাজিত করিয়া সম্প্রতি অর্জ্জুনকে নিকট প্রাপ্ত বলিয়াই মনে করিতেছি। ঐ সকল বহুল সৈন্য দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে না, প্রত্যুত, গ্রীষ্ম কালে প্রদীপ্ত বহ্নি যেমন শুষ্ক তৃণাদি দগ্ধ করে, আমি সেই প্রকার উহাদিগকে দগ্ধ করিব। সারথি! ঐ দেখ, পদাতি অশ্ব রথ ও গজ সমূহ দ্বারা রণভূমি বিষমীকৃত হইয়াছে, উহা পাণ্ডব প্রবর কিরীটী কর্ত্তৃকই হইয়াছে; ঐ যে সৈন্য সকল ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে, উহা সেই মহাত্মা কর্ত্তৃকই হইয়াছে; এবং ঐ যে রথী গজারোহী ও সাদী সকল ধাবমান হওয়াতে কৌশেয় বর্ণ ধূলি সমুদ্ভূত হইয়াছে, উহাও সেই মহাত্মা কর্ত্তৃকই হইয়াছে। ঐ শুন, অপরিমিত বলবৎ গাণ্ডীবের শব্দ শ্রুত হইতেছে, অতএব বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতাশ্ব, নিকটেই অবস্থিত রহিয়াছেন। আমার নিকট নিমিত্ত সকল যে রূপ প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তাহাতে নিতান্ত বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন সূর্য্যাস্ত কালের পূর্ব্বেই সিন্ধুরাজের বধ নিষ্পাদন করিবেন। সারথি! যেখানে ঐ দুর্য্যোধন-পুরোবর্ত্তী ক্রূরকর্ম্মা বদ্ধবর্ম্মা বদ্ধতলত্রাণ যুদ্ধদুর্ম্মদ ধনুর্ব্বাণধারী প্রহারপটু কাম্বোজ, যবন, শক, কিরাত, দরদ, বর্ব্বর, তামলিপ্তক ও বিবিধাস্ত্রধারী অন্যান্য ম্লেচ্ছ সৈন্য সকল আমার প্রতিই অভিমুখ ও সমরার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছে, তুমি সযত্ন হইয়া অশ্বদিগকে আশ্বস্ত করত শনৈঃশনৈ ঐ স্থানে চল। ঐ সমস্ত রথী গজারোহী অশ্বারোহী ও পদাতিদিগকে নিহত করিয়া আমি ঐ ভয়ানক দুর্গ সমুত্তীর্ণ হইয়াছি বলিয়াই তুমি নিশ্চয় কর।

সারথি কহিলেন, হে সত্যবিক্রম বৃষ্ণি-নন্দন! আমি আপনকার আশ্রয়ে থাকিলে, ক্রুদ্ধ জমদগ্নি-নন্দন রাম, কি রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, কি কৃপ, কি মদ্ররাজও যদি যুদ্ধে অগ্রে অবস্থিত হয়েন, তথাপি আমার ভয় হয় না। হে শত্রুসূদন! আপনি অদ্য বহু যোদ্ধাকে রণে পরাজিত করিয়াছেন, তৎকালে আমার কখনই কিছুমাত্র ভয় হয় নাই, এক্ষণে এই গোষ্পদ সদৃশ যুদ্ধে আমার ভয়ের বিষয় কি? হে আয়ুষ্মন্! আপনাকে কোন্ পথ দিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট লইয়া যাইব? আপনি কাহার দিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহার দিগের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে? কাহার দিগের মন অদ্য যমালয়ে যাইতে উৎসাহ করিতেছে? কাহারা আপনাকে বিক্রম সম্পন্ন কালান্তক যমোপম ও পরাক্রান্ত দেখিয়া রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে? অদ্য যমরাজ কাহাদিগকে স্মরণ করিতেছেন?

সাত্যকি বলিলেন, সারথি! যেমন ইন্দ্র দানবদিগকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমি অদ্য মুণ্ডিত-মস্তক কাম্বোজ সৈন্যদিগকে সংহার

করিব; তুমি উহাদিগের নিকট আমাকে লইয়া চল, আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব। অদ্য ঐ সৈন্য দিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া শীঘ্র অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিব। অদ্য দুর্য্যোধনের সহিত কৌরবেরা আমার বল বীর্য্য দেখিবে। অদ্য মুণ্ডিত-মস্তক সৈন্য সকল নিহত ও অন্যান্য সমস্ত সৈন্য নিরাকৃত হইলে, দুর্য্যোধন বিদীর্য্যমাণ ঐ সকল কৌরব সৈন্য দিগের বহুধা আর্ত্ত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত হইবেন। অদ্য আমি সংগ্রামে পাণ্ডব প্রবর শ্বেতাশ্ব মহাত্মা আচার্য্য অর্জ্জুনের উপদিষ্ট পথ, লোকদিগকে দর্শন করাইব। অদ্য রাজা দুর্য্যোধন সহস্র সহস্র প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে মদীয় বাণে নিহত দেখিয়া অনুতাপ করিবেন। অদ্য আমি লঘুহস্তে সমূহ বাণ নিক্ষেপ করিব; কৌরবেরা আমার শরাসন অলাতচক্রের ন্যায় দর্শন করিবে। অদ্য সৈন্যগণ মদীয় বাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া বহু রুধিরাক্ত দেহে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া দুর্য্যোধন সন্তপ্ত হইবেন। অদ্য আমি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান প্রধান দিগকে নিহত করিতে থাকিলে, দুর্য্যোধন, ইহ লোকে দুই অর্জ্জুন আছেন, মনে করিবেন। অদ্য সহস্র সহস্র রাজাকে মহা রণে আমা কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া দুর্য্যোধন সন্তপ্ত হইবেন। অদ্য আমি সহস্র সহস্র রাজাকে নিহত করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার স্নেহ ও ভক্তি রাজগণ সমীপে প্রদর্শন করিব। অদ্য কৌরবেরা আমার বল বীর্য্য ও পাণ্ডবদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিতে পারিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, সারথি সাত্যকি কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া শশাঙ্ক বর্ণ সজ্জিত সাধুবাহী শিক্ষিত অশ্ব দিগকে বেগে চালিত করিলেন; বায়ু তুল্য বেগবান্ উত্তম অশ্বগণ যেন আকাশ পান করিতে করিতে সত্বর যবন যোদ্ধাদিগের সন্নিধানে সাত্যকিকে উপনীত করিল। যবন সৈন্যগণের মধ্যে অনেকে সৈন্য মধ্যে অপরাঙ্মুখ সাত্যকিকে প্রাপ্ত হইয়া লঘুহস্তে শর বর্ষণ করিয়া সমাচ্ছন্ন করিল। সাত্যকি বেগ সহকারে নতপর্ব্ব বহু বাণে তাহাদিগের শর ও অন্যান্য অস্ত্র সকল ছেদন করিতে লাগিলেন; তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত বাণ সকল সাত্যকির নিকট পর্য্যন্ত উপনীত হইল না। তিনি উগ্র রূপ হইয়া সুবর্ণ-পুঙ্খ ও গৃধ্র পক্ষ সংযুক্ত সুশাণিত শর নিকরে তাহাদিগের মস্তক ও হস্ত কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর সকল তাহাদিগের শৈক্য-লৌহময় ও কাংস্যময় বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীর ভেদ পূর্ব্বক মহীতলে গমন করিতে লাগিল। শত শত ম্লেচ্ছ, বীর সাত্যকি কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিপতিত হইল। তিনি সংপূর্ণ রূপে আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক একত্রিত নিবিড় পুঞ্জ পুঞ্জ শর দ্বারা এক এক বারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন করিয়া সৈনিকদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন। নরবীর সাত্যকি কর্ত্তৃক নিহত ও পতিত যবন কাম্বোজ কিরাত ও বর্ব্বর পদাতিগণে রণ ভূমি সমাবৃতা হইল। মধুকুলোদ্ভব শিনি-পৌত্র এই রূপে যবন সৈন্য হনন ও ছেদন পূর্ব্বক আপনকার সৈন্য ক্ষয়-প্রাপ্ত করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণের রক্ত মাংসে ধরাতল কর্দ্দমান্বিত হইয়া মনুষ্যাদির অগম্য হইল। দস্যু ম্লেচ্ছগণের উষ্ণীষের সহিত ইতস্তত পতিত, পক্ষ হীন পক্ষি সদৃশ মুণ্ডিত মস্তক সমূহে পৃথিবী সমাকীর্ণা হইল। যেমন তাম্র বর্ণ মেঘে আকাশ পরিকীর্ণ হইয়া প্রকাশ পায়, সেই প্রকার রুধির সিক্ত কবন্ধ সমূহে সমস্ত রণ স্থল সমাবৃত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। অশ্ব ও রথের সহিত সেই সকল সৈন্য সাত্যকির সুপর্ব্ব যুক্ত বজ্র তুল্য শর নিচয়ে নিহত হইয়া বসুন্ধরা সমাচ্ছন্না করিল। মহারাজ! আপনকার সেই সকল বদ্ধ-বর্ম্ম সৈন্য মধ্যে যাহা অল্পাবশিষ্ট থাকিল, তাহারা যুযুধানের নিকট পরাজিত ও তাহাদিগের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইল। তাহারা ভীত ও মুগ্ধ চিত্তে রণে ভগ্ন হইয়া পার্ষ্ণি ও কশাঘাতে অশ্বদিগকে

তাড়িত করিয়া রুক্ষ কোবালম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পুরুষ সিংহ সত্যবিক্রম সাত্যকি কাম্বোজ, যবন ও শক দেশীয় দুর্জ্জয় মহৎ সৈন্য বিদ্রাবিত এবং আপনকার পক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে পরাজিত করত হর্ষাবিষ্ট হইয়া যাও বলিয়া সারথিকে উত্তেজনা করিলেন। গন্ধর্ব্ব ও চারণ গণ সমরে সাত্যকির কৃত অন্যের অকৃতপূর্ব্ব কর্ম্ম দেখিয়া সাতিশয় প্রশংসা করিলেন। সাত্যকি অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষার্থ গমন করিতে থাকিলে, তৎ কালে আপনকার পক্ষীয় কেহ তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিল না।

যবন সৈন্যাদি পরাজয়ে সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রথি শ্রেষ্ঠ যুযুধান যবন ও কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়া আপনকার সৈন্যের মধ্যস্থল দিয়া অর্জ্জুন সমীপে যাত্রা করিলেন। যে প্রকার ব্যাঘ্র মৃগ যূথের আঘ্রাণ পাইয়া ভীষণ রূপে গমন করে, সেই রূপ বিচিত্র কবচ ও বিচিত্র ধ্বজ বিশিষ্ট, শর রূপ ভয়ানক দন্ত সম্পন্ন নরব্যাঘ্র যুযুধান আপনকার সৈন্যদিগের ভয়োৎপাদন করত গমন করিতে লাগিলেন। তিনি রথারোহণে গমন করিতে করিতে রুক্ম চন্দ্র শোভিত রুক্ম পৃষ্ঠ মহাবেগশালী শরাসন সাতিশয় ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গদ, শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম, ধনুক ও ধ্বজ, এই সমস্ত স্বর্ণময় প্রযুক্ত সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় শোভা হইল। রণ স্থলে তাঁহার পরিভ্রামিত মণ্ডলাকার ধনুক শরৎ কালীন তেজঃপ্রদীপ্ত রশ্মিবান্ উদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল, সুতরাং তৎ কালে যেন দুই সূর্য্য বিরাজমান হইল। বৃষের ন্যায় স্কন্ধ ও লোচন সংযুক্ত বিক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ যুযুধান আপনকার সৈন্য মধ্যে, গোগণ মধ্যে বৃষের ন্যায়, প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। যেমন বহু ব্যাঘ্র জিঘাংসা পরবশ হইয়া এক মত্ত হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ আপনকার পক্ষ যোধগণ, যূথ মধ্যে অবস্থিত মত্ত হস্তীর ন্যায় বীর্য্যবান্ ও গমনশীল যুযুধানের প্রতি রণে ধাবমান হইলেন। দ্রোণ-সৈন্য, ভোজ-সৈন্য, জলসন্ধ-সৈন্য ও কাম্বোজ-সৈন্য, এই সকল দুস্তরণীয় সৈন্য-সাগর হইতে ও কৃতবর্ম্মার সংগ্রাম হইতে যিনি সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাদৃশ পরাক্রমশীল সাত্যকিকে আপনার পক্ষ রথী সকলে অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সাত্যকি গমন করিতে থাকিলে দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ, ক্রথ ও অন্যান্য বহুল দুরাসদ শস্ত্রধারী শূর রথী সকল ক্রোধভরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; তাহাতে আপনকার সৈন্য মধ্যে পর্ব্ব কালীন প্রবল পবনোদ্ধূত বেগবান্ সাগরের ন্যায় মহা শব্দ হইতে লাগিল।

শিনিকুল প্রবর সাত্যকি, তাঁহাদিগের সকলকে আপনার প্রতি ধাবমান দেখিয়া হাস্যমুখে সারথিকে কহিলেন, সারথি! ধীরে ধীরে যাও, ঐ গজ অশ্ব ও পদাতি সঙ্কুল দুর্য্যোধন-সৈন্য রথ-নির্ঘোষে সমস্ত দিক্ নিনাদিত ও পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও সাগর প্রকম্পিত করিয়া অতি বেগে আমার অভিমুখে আসিতেছে। বৎস! যেমন বেলাভূমি পূর্ণিমা সমুদ্ভূত সাগরকে নিবারণ করে, আমি সেই প্রকার ঐ সৈন্য সাগর নিবারণ করিব। এই মহাসমরে তুমি আমার ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রম দেখিবে, আমি শাণিত শর সমূহে ঐ শত্রু সৈন্য সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিব। তুমি এই যুদ্ধে আমার অগ্নি তুল্য বাণে সহস্র সহস্র পদাতি অশ্ব রথ ও হস্তী সকলকে ক্ষত বিক্ষত ও নিহত অবলোকন করিবে। অপরিমিত-তেজা সাত্যকি এই রূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে সেই সকল সৈনিকগণ যুযুৎসু হইয়া তাঁহার সমীপে শীঘ্র আসিয়া পড়িল। সেই সকল বীর হনন কর, ধাবমান হও, থাক, দেখ দেখ, এই রূপ কথা বলিতেছে,

এমন সময়েই সাত্যকি সুশাণিত শর সমূহে তাহাদিগের প্রধান প্রধান তিন শত যোদ্ধা ও চারি শত হস্তী নিহত করিলেন। সেই ধন্বীদিগের সহিত তাঁহার দেবাসুরগণের যুদ্ধ সদৃশ তুমুল জন ক্ষয় জনক যুদ্ধ আরব্ধ হইল। তিনি আপনকার পুত্রের মেঘজাল-সন্নিভ সেই সৈন্যদিগকে আশীবিষ তুল্য শর নিবহ দ্বারা প্রতিগ্রহ করিলেন; এমন কি অনাকুলিত চিত্তে আপনকার বহু সৈনিক নিহত করিলেন। তাঁহার এই মহৎ আশ্চর্য্য বিষয় দেখিলাম যে, তাঁহার একটী বাণও ব্যর্থ হইল না। রথ, অশ্ব ও হস্তি রূপ জল সম্পন্ন, পদাতি তরঙ্গে সমাকুল মহা সৈন্য সাগর, সাত্যকি রূপ বেলা ভূমি দ্বারা অবরুদ্ধ হইল। সহস্র সহস্র রথ অশ্ব ও হস্তি সম্পন্ন সেই সকল সৈন্য সাত্যকির শরে বধ্যমান ও ভয়াকুল হইয়া মুহুর্মুহু আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যেমন গো গণ সিংহ কর্ত্তৃক আর্দ্দিত হইয়া ভ্রমণ করে, সেই প্রকার রথী পত্তি নাগ অশ্ব ও সাদী গণ শরাহত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই রণে পদাতি, রথী, নাগ, সাদী ও অশ্বের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিলাম না যে, সাত্যকির শরে বিদ্ধ হয় নাই। হে ভূপাল! সাত্যকি যে প্রকার সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয় সেরূপ করেন নাই; শিনি-পৌত্র নির্ভীক ও লাঘবান্বিত হইয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন-পূর্ব্বক অর্জ্জুন অপেক্ষাও অতিরিক্ত কার্য্য করিলেন।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন তিন শরে সাত্যকির সারথি, চারি শরে সাত্যকির চারি অশ্ব এবং তিন শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার অষ্ট শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং দুঃশাসন ষোড়শ, শকুনি পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেন সপ্ত এবং দুঃসহ পঞ্চদশ শরে সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিকুল সিংহ সেই রণে বাণ সমূহে সমাহত হইয়া হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহার দিগের সকলকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। আশু বিক্রম শিনি-পৌত্র সেই শত্রুদিগকে অতিতেজনী শর দ্বারা গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় রণে বিচরণ করত শকুনির শরাসন ও হস্তাবাপ ছেদন করিলেন, অনন্তর তিন বাণে দুর্য্যোধনের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থল বিদ্ধ করিলেন, এবং চিত্রসেনকে এক শত, দুঃসহকে দশ এবং দুঃশাসনকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনকার শ্যালক অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে অষ্ট শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিলেন; দুঃশাসন দশ, দুঃসহ তিন এবং দুর্ম্মুখ দ্বাদশ বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন, এবং দুর্য্যোধন ত্রিসপ্ততি বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সুশাণিত তিন বাণে সাত্যকির সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে সাত্যকি একত্রিত সেই সকল মহারথী যত্নবান্ বীরদিগকে পাঁচ পাঁচ বাণে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনের সারথিকে এক ভল্লে আশু নিহত করিলেন। সারথি হত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাঁহার পবন তুল্য বেগশীল অশ্ব সকল সারথি বিহীন হইয়া রথ লইয়া রণ স্থল হইতে অপনীত করিল। আপনকার পুত্রগণ ও শত শত সৈনিক মনুষ্য রাজার রথ তাদৃশাবস্থ দেখিয়া সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি সেই মহৎ সৈন্যদিগকে ধাবমান দেখিয়া শিলা শাণিত রুক্মপুঙ্খ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন, অনন্তর সমস্ত সৈন্যকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিয়া অর্জ্জুনের রথ সমীপে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। আপনকার পক্ষ গণ সাত্যকিকে স্বীয় সারথির রক্ষা, শর গ্রহণ ও আপনাকে সঙ্কট হইতে বিমোচন করিতে দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

সাত্যকি প্রবেশে অষ্টাদশাধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৮।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সাত্যকিকে সেই মহৎ সৈন্য মর্দ্দিত করিয়া গমন করিতে দেখিয়া আমার সেই নির্লজ্জ পুত্রেরা কি করিল? সব্যসাচীর তুল্য

পরাক্রমী সাত্যকিকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়া তৎ কালে তাহারা কি প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল? তাহারা ও অন্যান্য ক্ষত্রিয় সকলে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কি বিধান করিল? মহাযশা সাত্যকিই বা কিপ্রকারে সেই যুদ্ধ হইতে অতিক্রান্ত হইল? আমার পুত্রদিগের জীবন সত্ত্বেই বা সাত্যকি কি প্রকারে যুদ্ধে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গমন করিল? এই সকল আনুপূর্ব্বী ক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। বৎস! তোমার নিকট অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিলাম যে, বহু মহারথী শত্রুর সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে যে একাকী সাত্যকি আমার মন্দভাগ্য পুত্রগণকে পরাজিত করিল, ইহা আমার বিপরীত বোধ হইতেছে। সঞ্জয়! সমুদায় পাণ্ডবেরা দূরে থাকুক ক্রুদ্ধ এক সাত্যকির নিকটেই আমার সমুদায় সৈন্য পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। সাত্যকি, যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃতী দ্রোণকে সমরে পরাজিত করিয়া, যেমন সিংহ পশুগণকে হনন করে, সেই প্রকার আমার পুত্রদিগকে হনন করিয়াছে। যাহাকে কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বহু বীর যত্নবান্ হইয়া যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারেন নাই, সে আমার পুত্রদিগকে যে পরাজিত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মহাযশা শিনি-পৌত্র যে রূপ যুদ্ধ করিয়াছেন, তাদৃশ যুদ্ধ অর্জ্জুনও করেন নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! দুর্য্যোধনের দুর্নীতি ও আপনকার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রযুক্ত মনুষ্য অশ্ব ও হস্তীর ক্ষয় জনক যে রূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। আপনকার পক্ষ সেই সকল সৈন্য আপনকার পুত্রের শাসনানুসারে যুদ্ধে দৃঢ় ও ক্রুর মতি করিয়া পরস্পর প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া পুনর্ব্বার সাত্যকির নিকট প্রত্যাগত হইল। তিন সহস্র ধানী, শক, কাম্বোজ, বাহ্লীক, যবন, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গন, অম্বষ্ঠ, পৈশাচ, মন্দর, পাষাণ-হস্ত পর্ব্বতীয় যোধগণ এবং অন্যান্য পঞ্চ শত বীর পুরুষ দুর্য্যোধনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, পতঙ্গ সমূহ যে প্রকার অগ্নির নিকট ধাবমান হয়, সেই প্রকার সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল। এক সহস্র রথী, এক শত মহারথী, এক সহস্র গজারোহী ও দুই সহস্র অশ্বারোহীর সহিত মহারথীগণ এবং অসংখ্য পদাতি নানা বিধ শর বর্ষণ করিতে করিতে সাত্যকিকে আক্রমণ করিল। দুঃশাসন, সাত্যকিকে নিহত কর বলিয়া সেই সকল সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই স্থলে সাত্যকির এই অদ্ভুত মহৎ কার্য্য দেখিলাম যে, তিনি একাকী অব্যাকুলিত চিত্তে বহু যোধগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এমন কি, রথ-সৈন্য, গজ-সৈন্য, সাদি-সৈন্য ও সমস্ত দস্যুগণকে সংহার করিলেন। ভগ্ন চক্র ভল্লাদি নানা বিধ অস্ত্র অক্ষ ও উচ্চ নীচ ঈশাদণ্ড, প্রমথিত গজ সকল, নিপাতিত রথ ধ্বজ বর্ম্ম ও চর্ম্ম, এবং ইতস্তত বিকীর্ণ মালা আভরণ বস্ত্র ও রথের নিরস্থ কাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী, গ্রহগণাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায়, সমাচ্ছন্না হইল। অঞ্জন, বামন, সুপ্রতীক, মহাপদ্ম ও ঐরাবত মাতঙ্গের বংশে সম্ভুত ও অন্যান্য কুলে সমুৎপন্ন পর্ব্বতাকার বহু বহু মহা হস্তী নিহত ও পতিত হইয়া রণ ভূমিতে শয়ন করিল। তিনি বানায়ুজ, পার্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহ্লীক দেশীয় উত্তম উত্তম অশ্ব সকল নিহত করিলেন, এবং নানা দেশীয় নানা জাতীয় শত শত সহস্র সহস্র পদাতি বিনাশ করিলেন। হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পলায়মান হইতে দেখিয়া আপনকার পুত্র দুঃশাসন সেই সকল দস্যুদিগকে বলিলেন, "অহে অধার্ম্মিক সকল! পলায়নে প্রয়োজন কি, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ কর।" অনন্তর পাষাণ যুদ্ধে নিপুণ পর্ব্বতীয় পাষাণ-যোদ্ধা শূরদিগকেও ভয় হইতে দেখিয়া বলিলেন, "যুদ্ধকামুক সাত্যকি পাষাণ যুদ্ধ জানে না, কৌরবেরাও সকলে পাষাণ যুদ্ধে বিশারদ নহে, অতএব তোমরা উহাকে নিহত কর, উহার নিকট ধাবমান হও, ভয় করিও না, ও তোমা-

দিগকে বাণ-গোচরেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।"

মহারাজ! যেমন মন্ত্রিগণ রাজার নিকট গমন করে, সেই প্রকার পাষাণ-যোদ্ধা পর্ব্বতীয় গণ সকলে পাষাণ হস্তে সাত্যকির নিকট গমন করিল। তাহারা আপনকার পুত্র দুঃশাসনের আদেশানুসারে হস্তি-মস্তক সদৃশ পাষাণ খণ্ড উদ্যত করিয়া সাত্যকির অগ্রে রণে দণ্ডায়মান হইল, এবং অন্যান্য অনেকে ক্ষেপণীয় লইয়া সাত্যকির বধ কামনায় সমুদ্যত হইল; এই রূপে তাহারা সর্ব্ব দিক্ হইতে সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিল। পরন্তু শিলা যুদ্ধ করিবার অভিলাষে তাহারা সমুদ্যত হইতে হইতেই সাত্যকি ত্রিংশৎ বাণ সন্ধান করিয়া তাহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; তাহারাও সাত্যকির প্রতি অনুপম প্রস্তর বৃষ্টি প্রয়োগ করিল; পরন্তু শিনি প্রবর, সর্প তুল্য নারাচ সমূহ দ্বারা তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত পাষাণ সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। নিক্ষিপ্ত পাষাণ সকল নারাচের আঘাতে চূর্ণ ও খদ্যোত সমূহের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া প্রায় সমুদায় সৈন্যদিগকেই আঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে সৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ উঠিল। তন্মধ্যে পঞ্চ শত যোদ্ধার বাহু, পাষাণ খণ্ড সহিত ছিন্ন হইয়া গেল, তাহারাও ধরাতলে পতিত হইল। তৎ পরে পুনর্ব্বার এক লক্ষ এক সহস্র যোদ্ধা সাত্যকির নিকটস্থ না হইতে হইতেই তাহাদিগের পাষাণ খণ্ড সহিত বাহু ছিন্ন হওয়াতে, তাহারা পতিত হইল। এই রূপে সাত্যকি, যুদ্ধে যত্নবান্ বহু সহস্র পাষাণ-যোধী দিগকে সংহার করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তদনন্তর সেই সকল দরদ, তঙ্গন, খশ, লম্পাক ও কুলিন্দ সৈন্য লৌহ ও শূল হস্তে অবস্থিত ও একত্রিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পাষাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল। রণ-মর্ম্মজ্ঞ সাত্যকিও তাহাদিগের প্রতি নারাচ নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সকল নিক্ষিপ্ত পাষাণ সাত্যকির শাণিত শর সমূহ দ্বারা অন্তরীক্ষে নির্ভিন্ন হইতে লাগিল। তাহার শব্দে গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি ইতস্তত ধাবমান হইল এবং শরাঘাতে সেই সকল পাষাণ, চূর্ণ ও ইতস্তত সমাকীর্ণ এবং পতিত হইয়া ভ্রমর কর্ত্তৃক দংশনের ন্যায় গজ, বাজী ও মনুষ্যদিগকে যেন দংশন করিতে লাগিল; তাহাতে তাহারা রণ স্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। হতাবশিষ্ট বহুল হস্তী ক্ষত-মস্তক ও রুধিরাক্ত হইয়া তৎ কালে সাত্যকির রথ নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। যেমন পর্ব্ব কালে সাগরের শব্দ হয়, সাত্যকি কর্ত্তৃক পীড্যমান আপনকার সৈন্যদিগের ধাবন কালে সেই প্রকার শব্দ হইতে লাগিল।

হে নরপাল! দ্রোণ সেই তুমুল শব্দ শুনিয়া সারথিকে বলিলেন, সারথি! ঐ সাত্বত-কুলের মহারথী সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া রণে সৈন্যদিগকে নানা প্রকারে বিদারণ করত কালের ন্যায় সমরে বিচরণ করিতেছেন। যে স্থলে ঐ তুমুল শব্দ হইতেছে, তুমি ঐ স্থলে রথ লইয়া চল; সাত্যকি নিশ্চয়ই পাষাণ যোদ্ধাদিগের সহিত যুদ্ধে সমবেত হইয়াছেন। অনেক রথের অশ্ব রথীদিগকে ইতস্তত লইয়া যাইতেছে; রথী সকল শস্ত্র কবচ বিহীন ও রুগ্ন হইয়া ইতস্তত পতিত হইতেছে। ঐ তুমুল যুদ্ধে সারথি সকল, অশ্বদিগকে সংযত করিতে পারিতেছে না।

শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণাচার্য্যের সারথি তাঁহার ঐ রূপ কথা শুনিয়া বলিল, হে আয়ুষ্মন্! দেখুন, ওদিকে কুরু সৈন্য সকল ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে; যোধগণ রণে শরাহত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে; এদিকেও পাণ্ডব ও পাঞ্চাল শূরগণ মিলিত হইয়া আপনকাকেই হনন করিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতেছেন; অতএব, হে অরিন্দম! এই সময়ে আপনকার এই স্থানে থাকা কি সাত্যকির নিকট গমন করা উচিত, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া অবধারণ করুন;

সাত্যকিও দূরে প্রস্থিত হইয়াছেন। দ্রোণের সহিত সারথির এই রূপ কথা হইবার সময়ে সাত্যকিকে আপনকার পক্ষীয় বহু বিধ রথীকে নিহত করিতে দেখা গেল। তাহারা সাত্যকি কর্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাঁহার রথ-সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণ-সৈন্যের সমীপে দ্রুত গমন করিতে লাগিল, এবং পূর্ব্বে দুঃশাসন যে সকল রথীকে লইয়া সাত্যকির নিকট যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, তাহারাও সকলে ভীত হইয়া দ্রোণের রথ সমীপে আগমন করিল।

সাত্যকি প্রবেশে ঊনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভরদ্বাজ-নন্দন, সমীপে দুঃশাসনের রথ অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, দুঃশাসন! ঐ সমুদায় মহারথী কি হেতু পলায়ন করিতেছে? রাজার মঙ্গল তো? সিন্ধুরাজ জীবিত আছেন তো? তুমি রাজার পুত্র, রাজার ভ্রাতা, মহারথী ও যুবরাজ হইয়া কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? তুমি পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলে, "তোমার স্বামী তোমারে পণ রাখিয়া দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছে, অতএব তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজার অভিলষিত কর্ম্মচারিণী ও বস্ত্র-বাহিকা দাসী হও। এক্ষণে পাণ্ডবেরা তোমার পতি নহে, তাহারা সকলে ষণ্ড তিল সদৃশ হইয়াছে।" তুমি এই রূপ বলিয়া এক্ষণে কি জন্য পলায়ন করিতেছ? তুমিই স্বয়ং পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগের সহিত মহৎ শত্রুতা সৃজন করিয়াছ, এক্ষণে এক সাত্যকির সহিত যুদ্ধে কি হেতু ভীত হইতেছ? পূর্ব্বে দ্যূত ক্রীড়ায় অক্ষ গ্রহণ করিয়া জানিতে পার নাই যে, ঐ সকল অক্ষ ভবিষ্যতে ভয়ানক সর্প তুল্য বাণ রূপে পরিণত হইবে। পূর্ব্বে তুমিই বিশেষ রূপে পাণ্ডবদিগের প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগের এবং দ্রৌপদীর ক্লেশের মূল হইয়াছিলে। অহে বীর! এক্ষণে তোমার সেই মান কোথায়, তোমার সেই দর্প কোথায় এবং তোমার সেই গর্জ্জনই বা কোথায় রহিল? তুমি সর্প সদৃশ পাণ্ডবদিগকে কোপিত করিয়া এক্ষণে কোথায় গমন করিবে? যখন তুমি, রাজা দুর্য্যোধনের ভ্রাতা হইয়া তাঁহার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইলে, তখন এই কুরু সৈন্য ও রাজা দুর্য্যোধন শোকের বিষয় হইলেন, সন্দেহ নাই। সৈন্য সকল শত্রু কর্তৃক বিদীর্য্যমাণ ও ভয়াতুর হইলে কোথায় তুমি স্বকীয় বাহু বলে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া ভীত হইয়া রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুদিগের হর্ষোৎপাদন করিতেছ। হে শত্রুনিসূদন! তুমি সেনাপতি হইয়া ভয়ে পলায়মান হইলে তোমার আশ্রিত সৈন্যেরা সকলেই ভীত হইবে, সুতরাং কোন্ ব্যক্তি আর রণে অবস্থান করিবে? অদ্য এক সাত্যকির সহিত যুদ্ধেই তোমার বুদ্ধি সংগ্রাম হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু যখন গাণ্ডীবধন্বা, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে যুদ্ধে অবলোকন করিবে, তখন কি করিবে। তুমি সাত্যকির যে সকল বাণ দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছ, ঐ সকল বাণ অর্জ্জুনের বাণের তুল্য তেজস্বী নহে, অর্জ্জুনের বাণ সূর্য্য ও অগ্নির সমান। অতএব, যদি তোমার বুদ্ধি পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তবে ধর্ম্মরাজের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে পৃথিবী প্রদান কর। পূর্ব্বে ভীষ্ম তোমার ভ্রাতা সুযোধনকে বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের মোক নির্ম্মুক্ত সর্প সন্নিভ বাণ সকল তোমার শরীরে প্রবিষ্ট না হইতেছে, তাবৎ কালের মধ্যে তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত মহাত্মা পাণ্ডবেরা তোমাদিগের শত ভ্রাতাকে নিহত করিয়া পৃথিবী আক্রমণ না করিতেছেন, তাবৎ কালের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও সমর শ্লাঘী কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ না হয়েন, তাবৎ কালের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত মহাবাহু ভীম মহতী সেনা আলোড়িত

করিয়া তোমার সহোদরদিগের নিগ্রহ না করেন, তাবৎ কালের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। হে প্রিয়দর্শন! পাণ্ডবেরা যুদ্ধে অজেয়, অতএব তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর।” তোমার ভ্রাতা মন্দবুদ্ধি সুযোধন ভীষ্মের ঐ বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না। অতএব তুমি যুদ্ধে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যত্নবান্ হইয়া যুদ্ধ কর, যেখানে সাত্যকি রহিয়াছেন, সেই স্থানে সত্বর হইয়া রথারোহণে গমন কর। ঐ সকল সৈন্য তোমারে দেখিতে না পাইলে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিবে। তুমি আত্মীয়দিগের নিমিত্ত সত্যবিক্রম সাত্যকির সহিত যুদ্ধ কর।

আচার্য্য দ্রোণ আপনকার পুত্র দুঃশাসনকে এই রূপ বলিলে, তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না, তাঁহার কথা শ্রুতমশ্রুত করিয়া, সাত্যকি যে পথে গিয়াছেন, সেই পথে গমন করিলেন। তিনি যুদ্ধে অপলায়ী মহৎ ম্লেচ্ছ সৈন্যে সমবেত ও সযত্ন হইয়া সাত্যকির নিকট গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের প্রতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া মধ্যম বেগ অবলম্বন পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। তিনি পাঞ্চাল সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধাদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন; অনন্তর রণ মধ্যে আপনার নাম শ্রবণ করাইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও মৎস্য দেশীয় দিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। দ্রোণকে ইতস্তত সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে দেখিয়া পাঞ্চালরাজ-পুত্র তেজস্বী বীরকেতু তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সপ্ত বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। সেই যুদ্ধে আশ্চর্য্য দেখিলাম যে, দ্রোণ তাদৃশ বেগশীল হইয়াও পাঞ্চাল্য বীরকেতুর অগ্রে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। রাজা যুধিষ্ঠিরের জয়ৈষী পাঞ্চালগণ দ্রোণকে রণে অবরুদ্ধ দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিলেন। তাঁহারা সকলে এক দ্রোণকে পরিবেষ্টন করিয়া অগ্নি তুল্য বহু মূল্য শর, তোমর ও অন্যান্য বহু বিধ শস্ত্র সমূহ দ্বারা সমাকীর্ণ করিলেন। অনন্তর, যেমন এক প্রবল পবন আকাশে মেঘ সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেই প্রকার দ্রোণ একাকী সেই সকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত বাণ, বাণ সমূহ দ্বারাই নিহত করিয়া প্রতিভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তদনন্তর পরবীর-হন্তা দ্রোণ সূর্য্যাগ্নি সদৃশ মহা বেগ বিশিষ্ট এক টি বাণ সন্ধান করিয়া বীরকেতুর রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে কুরুনন্দন! দ্রোণ-নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নি তুল্য সেই শর টি পাঞ্চালরাজ-পুত্র বীরকেতুকে আশু ভেদ করিয়া লোহিতার্দ্র হইয়া ধরণী প্রবিষ্ট হইল; তাহাতেই পাঞ্চাল-কুল-নন্দন বীরকেতু পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে পতিত পবনোৎপাটিত মহা চম্পক বৃক্ষের ন্যায় শীঘ্র রথ হইতে পতিত হইলেন।

মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর মহারথী পাঞ্চালরাজ-পুত্র নিহত হইলে পাঞ্চালগণ ত্বরিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে দ্রোণকে পরিবেষ্টন করিলেন। চিত্রকেতু, সুধন্বা, চিত্রবর্ম্মা ও চিত্ররথ, ইহাঁরা ভ্রাতৃ-শোকে কাতর ও মিলিত হইয়া বর্ষা কালীন মেঘের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধ মানসে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সেই মহারথী রাজ-পুত্রদিগের শরে বহুধা সমাহত হইতে হইতে তাঁহাদিগের সংহার নিমিত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই রাজ-কুমার গণ দ্রোণের শরে হন্যমান হইয়া কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। মহাযশা দ্রোণ কুপিত হইয়া হাসিতে হাসিতে সেই হতজ্ঞান কুমারদিগকে অশ্ব, সারথি ও রথ বিহীন করিলেন; অনন্তর সুশাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা, পুষ্প চয়নের ন্যায় তাঁহাদিগের মস্তক চয়ন করিয়া নিপাতিত করিলেন। যেমন দেবাসুর যুদ্ধে দৈত্য দানবেরা পতিত হইয়াছিল, সেই প্রকার কান্তিমান্ সেই রাজপুত্রেরা নিহত হইয়া রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন।

মহারাজ! প্রতাপান্বিত ভরদ্বাজ-নন্দন রণে তাঁহা-

দিগকে সংহার করিয়া স্বকীয় দুরাসদ স্বর্ণ পৃষ্ঠ শোভিত শরাসন ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। ধৃষ্ট-দ্যুম্ন, দেব-কল্প মহারথী পাঞ্চাল দিগকে নিহত দেখিয়া চক্ষুর্দ্বয়ে বারি নিঃসারণ করিতে করিতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ ও সযত্ন হইয়া দ্রোণের রথ সমীপে আসিয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দ্রোণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শর সমূহ দ্বারা সমাবৃত দেখিয়া সৈন্য মধ্যে সহসা হাহাকার শব্দ উঠিল। পরন্তু দ্রোণ, মহাত্মা পৃষত-নন্দন কর্ত্তৃক বহু বিধ শরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত হাস্যমুখে প্রতিযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পাঞ্চাল-পুত্র ক্রোধে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া নতপর্ব্ব নবতি বাণে দ্রোণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহারথী দ্রোণ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ, ব্যথিত ও মোহিত-চিত্ত হইয়া রথ নীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। বীর্য্যবান্ পরাক্রমশীল ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে তাদৃশাবস্থ দেখিয়া শীঘ্র শরাসন পরিত্যাগ করিয়া খড়্গ গ্রহণ করিলেন, এবং ক্রোধে রক্ত-লোচন ও ত্বরিত হইয়া দ্রোণের মস্তক ছেদন করিবার মানসে স্বকীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দ্রোণের রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর, মহাবলবান্ দ্রোণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে জিঘাংসা-পরবশ হইয়া সমীপাগত দেখিয়া, যে শর দ্বারা নিকটস্থ শত্রুর সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে পারা যায়, দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত সেই সকল শর দ্বারা মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিতস্তিক নামে নিকট বেধী সেই সকল দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ বাণ দ্রোণের বিদিত ছিল, তদ্দ্বারা তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে হনন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন বহুল বিতস্তিক বাণে সমাহত হইয়া ভগ্ন বেগে শীঘ্র দ্রোণের রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্ব রথে আসিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করত দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; দ্রোণও পৃষতরাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে শর সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার ত্রৈলোক্যের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্র ও প্রহ্লাদ পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তখন তাঁহাদিগের দুই জনের অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লাগিল। যুদ্ধ মার্গ বিশারদ দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ স্থলে বিচিত্র মণ্ডলাকার, যমক ও অন্যান্য গতিক্রমে বিচরণ করত দর্শক যোধগণের চিত্ত মোহিত করিয়া পরস্পর শর প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই দুই মহাত্মা বর্ষা কালীন মেঘ দ্বয় কর্ত্তৃক জল বর্ষণের ন্যায় শর বর্ষণ করিয়া আকাশ, পৃথিবী ও সমস্ত দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। আকাশস্থ প্রাণিগণ এবং তত্রস্থ ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সৈনিকগণ তাঁহাদিগের অদ্ভুত সংগ্রাম দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালেরা "দ্রোণ যখন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে সমবেত হইয়াছেন, তখন অবশ্যই আমাদিগের বশে আসিবেন" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। পরন্তু দ্রোণ ত্বরিত হইয়া, বৃক্ষ হইতে পক্ক ফল পাতনের ন্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মস্তক নিপাতিত করিলেন। তদনন্তর মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্ব সকল সারথি বিহীন হইয়া তথা হইতে ধাবমান হইল। তৎ পরে পরাক্রম সম্পন্ন দ্রোণ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগকে ইতস্তত তাড়িত করিলেন। প্রতাপশালী অরিন্দম দ্রোণ এই রূপে পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বকীয় ব্যূহ আশ্রয় করত অবস্থিত হইলেন। পাণ্ডবেরা তৎ কালে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে উৎসাহী হইলেন না।

দ্রোণ পরাক্রমে বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২০॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর ভরত-কুল শ্রেষ্ঠ দুঃশাসন নানা দেশীয় মহৎ রথী সমূহে সমবেত হইয়া মেঘের ন্যায় দশ দিক্ নিনাদিত করত বহু বাণ বিমোচন করিতে করিতে সাত্যকির নিকট ধাবমান হইলেন। মহাবাহু সাত্যকিও কুরুপ্রবর

দুঃশাসনকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে শর সমূহে সমাচ্ছন্ন করিলেন। দুঃশাসনের সঙ্গী সেই সকল নানা দেশীয় যোদ্ধা সাত্যকির বাণে আচ্ছন্ন হইয়া ভয় প্রযুক্ত দুঃশাসনের সাক্ষাতেই রণে ভগ্ন হইতে লাগিল। কিন্তু আপনকার পুত্র দুঃশাসন, ঐ সকল সৈন্য পলায়মান হইলেও ভয় পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং অবস্থিত রহিলেন, এবং সাত্যকিকে শর নিচয়ে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তিনি চারি শরে সাত্যকির চারি অশ্ব, তিন শরে তাঁহার সারথি ও এক শত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। মহারাজ! তদনন্তর মধুকুলোদ্ভব সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া রথ, সারথি ও ধ্বজের সহিত দুঃশাসনকে অদৃশ্য করিলেন। যেমন ঊর্ণনাভি ঊর্ণা মধ্যে মশককে প্রাপ্ত হইয়া সমাবৃত করে, তদ্রূপ শত্রু জয়ী সাত্যকি ত্বরা সহকারে দুঃশাসনকে বাণ দ্বারা সমাবৃত করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে সাত্যকির শরে পরিব্যাপ্ত দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সৈন্যদিগকে সাত্যকির রথ সমীপে প্রেরণ করিলেন। ক্রূরকর্ম্মা যুদ্ধবিশারদ তিন সহস্র ত্রিগর্ত্ত দেশীয় রথী, সাত্যকির সমীপে গমন করিল। তাহারা যুদ্ধে স্থির বুদ্ধি করিয়া পরস্পর কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়া মহৎ রথ সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিল। তাহারা যত্ন সহকারে শর বর্ষণ করিতেছে, এমন সময়েই শিনি প্রবর সাত্যকি তাহাদিগের সৈন্যাগ্রে অবস্থিত প্রধান প্রধান পঞ্চ শত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন। যে প্রকার মহা পবন বেগে বৃহৎ বৃক্ষ সকল পতিত হয়, তদ্রূপ, তাহারা সাত্যকির শর সমূহে সত্বর নিহত হইয়া পতিত হইল। বহুল রথ, ধ্বজ ও কনকবিভূষিত অশ্ব সকল সাত্যকির শরে ছিন্ন ও শোণিতসিক্ত হইয়া পতিত হওয়াতে তদ্দ্বারা ধরাতল, পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায়, শোভমান হইল। হতাবশিষ্ট আপনকার সেই সকল সৈন্য সাত্যকি কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া, পঙ্ক-মগ্ন হস্তীগণের ন্যায়, কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইল না। যেমন সর্পগণ গরুড়ের ভয়ে গর্ত্ত মধ্যে গমন করে, সেই রূপ তাহারা সকলে দ্রোণের রথ সমীপে আগমন করিল। বীর সাত্যকি সর্প বিষ সদৃশ শর সমূহ দ্বারা তাহাদিগের পঞ্চ শত যোদ্ধাকে নিহত করিয়া ধনঞ্জয়ের রথ সমীপে শনৈঃশনৈ গমন করিতে লাগিলেন।

নরসিংহ সাত্যকি সেই রূপে গমন করিতে থাকিলে, আপনকার পুত্র দুঃশাসন সত্বর হইয়া নতপর্ব্ব নয় টি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও গৃধ্রপক্ষ যুক্ত স্বর্ণপুঙ্খ সুশাণিত পঞ্চ শরে দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎ পরে দুঃশাসন যেন হাসিতে হাসিতে সাত্যকিকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সাত্যকি আপনকার পুত্রকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ ও তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করত অর্জ্জুন সমীপে যাইতে লাগিলেন। তিনি গমন করিতেছেন, এই সময়ে দুঃশাসন সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বধ মানসে উৎকৃষ্ট লৌহময় এক শক্তি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি আপনকার পুত্রের নিক্ষিপ্ত সেই ভয়ানক শক্তিকে কঙ্কপত্র যুক্ত শাণিত বহু শর দ্বারা শত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। অনন্তর আপনকার পুত্র অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। পরন্তু সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অগ্নি-শিখাকার নতপর্ব্ব কতক গুলি বাণে তাঁহার স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে আঘাত করিয়া তাঁহাকে মোহিত করিলেন। তৎ পরেই সর্ব্বাঙ্গ লৌহময় তীক্ষ্ণ-মুখ অষ্ট বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু দুঃশাসনও বিংশতি বাণে পুনর্ব্বার সাত্যকিকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর সাত্যকি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব তিন বাণে দুঃশাসনের স্তনদ্বয়ের মধ্য স্থল অতি বেগে বিদ্ধ করিলেন এবং

তাঁহার অশ্ব সকল শাণিত শর নিচয়ে নিহত করিয়া নতপর্ব্ব ছয় শরে তাঁহার সারথি, এক ভল্লে তাঁহার ধনুক, পঞ্চ ভল্লে তাঁহার হস্তাবাপ, এক ভল্লে তাঁহার ধ্বজ, এক ভল্লে তাঁহার রথ শক্তি এবং তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ কতকগুলি বাণে তাঁহার দুই জন পৃষ্ঠরক্ষককে নিহত করিলেন। তাঁহার ধনুক ছিন্ন এবং রথ, অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, ত্রিগর্ত্ত সেনাপতি তাঁহাকে স্বীয় রথ দ্বারা তথা হইতে অপসারিত করিলেন। শিনি-পৌত্র মহাবাহু সাত্যকি মুহূর্ত্ত কাল দুঃশাসনের প্রতি ধাবমান হইয়া পরিশেষে ভীমসেনের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন না; যেহেতু ভীমসেন যুদ্ধে আপনকার সমস্ত পুত্রের বধ করিবেন বলিয়া সভা-মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সাত্যকি এই রূপে দুঃশাসনকে রণে পরাজিত করিয়া সত্বর হইয়া ধনঞ্জয়ের পদবীতে গমন করিলেন।

দুঃশাসন পরাজয়ে এক বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২১॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমার সেই সকল সৈন্য মধ্যে কি এমন কোন মহারথীরা ছিল না, যে সাত্যকির সেই প্রকারে গমন সময়ে তাঁহাকে নিহত বা নিবারিত করিতে পারে? দানবগণের সহিত যুদ্ধে মহেন্দ্র যে রূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, সত্যবিক্রম সাত্যকি একাকী মহেন্দ্রের ন্যায় বল প্রকাশপূর্ব্বক সেই রূপ কার্য্য করিলেন। যে পথে সাত্যকি একাকী বহুল সেনা বিমর্দ্দিত করিয়া গমন করিতেছিলেন, সেই স্থান কি মহারথি-শূন্য ছিল? বহু বহু মহাত্মা যুদ্ধ করিতে থাকিলে, একাকী সাত্যকি কি প্রকারে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অতিক্রান্ত হইতে পারিলেন, তাহা আমার নিকট তুমি কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার নাগ অশ্ব রথ ও পদাতি সঙ্কুল সৈন্যগণের প্রলয় কাল সদৃশ তুমুল সমারোহ হইয়াছিল। আপনকার পক্ষে যে রূপ সৈন্য সমূহ আহূত হইয়াছে, বোধ করি, জগতে এতাদৃশ সৈন্য সমূহের একত্র সমাবেশ আর কখন হয় নাই। তত্র সমাগত দেবগণ ও চারণগণ কহিয়াছিলেন, "মহীতলে এপ্রকার একত্রীভূত সৈন্য সমূহ এই পর্য্যন্তই হইল, আর হইবেক না।" হে নরনাথ! জয়দ্রথ বধে দ্রোণ যেরূপ ব্যূহ বিধান করিয়াছিলেন, তাদৃশ কোন ব্যূহও আর কখন হয় নাই। সেই সকল সমূহ সমূহ সৈন্যদিগের পরস্পর ধাবন সময়ে অতি প্রবল পবনান্দোলিত সাগরের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। আপনকার ও পাণ্ডব পক্ষের সৈন্য মধ্যে সমাগত শত শত সহস্র সহস্র বহুল রাজা ছিলেন। সকলেই সমরে দৃঢ় কার্য্যকারী ও সংরব্ধ ছিলেন; রণ কালে তাঁহাদিগের অতি মহান্ শব্দ শুনিয়া মনুষ্যদিগের লোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব এবং ধর্ম্মরাজ উচ্চৈঃ শব্দে সৈন্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, বীরগণ! আগমন কর, প্রহার কর, শীঘ্র ধাবমান হও, কৃষ্ণার্জ্জুন দুই বীর জয়দ্রথ বধ নিমিত্ত যাহাতে অনায়াসে শত্রু সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গমন করিতে পারেন, শীঘ্র তাহার বিধান কর। উহাঁদিগের উভয়ের বিঘ্ন হইলে আমরা পরাজিত হইব, সুতরাং কৌরবেরা কৃতকার্য্য হইবে; অতএব তোমরা শীঘ্র মিলিত হইয়া, পবন যেমন সমুদ্র ক্ষোভিত করে, সেই রূপ মহাবেগ পূর্ব্বক বিপক্ষ সৈন্য সাগর ক্ষোভিত কর।

ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপ কহিলে মহাতেজস্বী সৈনিকগণ স্ব স্ব প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া কৌরবদিগকে শস্ত্র সমূহ দ্বারা সমাহত করিতে লাগিল। তাহারা মিত্রের হিত নিমিত্ত স্বর্গাভিলাষে মরণ ইচ্ছা করিল, আত্ম জীবনের প্রতি আর অভিনন্দন করিল না। আপনকার পক্ষীয় যোদ্ধাগণও মহাযশঃ-প্রার্থী হইয়া সেই রূপ যুদ্ধে দৃঢ়মতি করিয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত রহিল। সেই প্রকার ভয়-জনক তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে,

সাত্যকি সমুদায় সৈন্যকে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুন সমীপে গমন করিলেন। সৈনিকদিগের কবচের প্রভা সূর্য্য কিরণে মিশ্রিত হইয়া রণস্থলে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই প্রকারে যুদ্ধে সযত্ন হইলে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের মহৎ সৈন্য মধ্যে গমন করিলেন। উভয় পক্ষ সর্ব্ব সৈন্য একত্রীভূত হইলে জনক্ষয় কর মহা তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূত! সেই রূপ সমরোদ্যত বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে দুর্য্যোধন স্বয়ং কৃচ্ছ্র প্রাপ্ত হইয়াও কি রণ পরাঙ্মুখ হইল না? এক ব্যক্তির সহিত বহুল যোদ্ধার সংগ্রাম; বিশেষত দুর্য্যোধন, রাজা; অনেকের সহিত এক রাজার যুদ্ধ আমার বিবেচনায় বিষম বোধ হইতেছে। অত্যন্ত সুখী, লক্ষ্মীবান্ এবং সমস্ত লোকের অধিপতি দুর্য্যোধন একাকী বহু যোদ্ধার সহিত যুদ্ধে সমবেত হইয়া পরাঙ্মুখ হয় নাই তো?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র একাকী বহু যোদ্ধার সহিত যে আশ্চর্য্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যেমন হস্তী, পদ্ম সরোবর ইতস্তত আলোড়িত করে, সেই রূপ, দুর্য্যোধন সেই রণে পাণ্ডব সৈন্য আলোড়িত করিতে লাগিলেন। ভীমসেন-পুরোবর্ত্তী পাঞ্চাল গণ, পাণ্ডব সৈন্য দিগকে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যেমন যম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজা বিনাশ করেন, সেই প্রকার দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুল সহদেব বিরাট ও দ্রুপদকে তিন তিন, শিখণ্ডীকে এক শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি, ধর্ম্মপুত্রকে সপ্ত, কেকয়দিগকে দশ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রদিগের প্রত্যেককে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া শত শত ভয়ানক শরে অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে ও অনেককে হস্তীর সহিতই বিদ্ধ করিলেন। তিনি শিক্ষা-নৈপুণ্য ও অস্ত্র বল দ্বারা এতাদৃশ সত্বর হস্তে শত্রু হনন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে বাণ সন্ধান বা মোচন করিতে দেখা গেল না, কেবল মাত্র মণ্ডলাকার ধনুক-বিশিষ্টই দেখা গেল। জনগণ সমরে তাঁহার শত্রু হনন কালে স্বর্ণ-পৃষ্ঠ-শোভিত মহৎ শরাসন অনবরত মণ্ডলাকারই দেখিতে লাগিল। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমরে যত্নবান্ আপনকার পুত্রের শরাসন দুই ভল্লে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সুশাণিত দশ বাণ বল-পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; পরন্তু ঐ সকল বাণ আশু তাঁহার বর্ম্মে লগ্ন ও ভগ্ন হইয়া ক্ষিতি প্রবেশ করিল। অনন্তর, পূর্ব্ব কালে মহর্ষি ও দেবগণ যেমন বৃত্রাসুর বধ সময়ে ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা হর্ষান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিলেন। তৎ পরে রাজা দুর্য্যোধন দৃঢ় এক কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া থাক থাক বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট অগ্রসর হইলেন। জয়ৈষী পাঞ্চালগণ আপনকার মহারথী পুত্রকে সেই প্রকার কথন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে দেখিয়া হর্ষ সহকারে তাঁহার নিকট প্রত্যুদ্গত হইল। পরন্তু পর্ব্বত যেমন প্রবল পবনোদ্ধূত সজল জলদাবলিকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ দ্রোণ, যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ গ্রহণ করিলেন। হে মহাবাহু ভূপাল! সেই স্থলে পাণ্ডবদিগের সহিত আপনকার পক্ষদিগের শ্মশান সদৃশ সর্ব্ব প্রাণি-সংহারক মহাভয়বর্দ্ধন সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। ঐ সময়ে ধনঞ্জয়ের নিকট হইতে পুনর্ব্বার এমন শব্দ হইল যে, তাহা সর্ব্ব শব্দ অতিক্রম করিয়া সমুত্থিত হইল; তাহা শুনিয়া লোকের লোমাঞ্চ হইল। হে মহাবাহু! ব্যূহ মধ্যে যে স্থলে জয়দ্রথ ছিলেন, সেই স্থলে আপনকার পক্ষ ধনুর্দ্ধরগণের সহিত অর্জ্জুনের, ব্যূহের মধ্যস্থলে কুরু সৈন্যের সহিত সাত্যকির এবং ব্যূহ দ্বারে বিপক্ষগণ সহ দ্রোণের যে মহারণ হইতেছিল, ইহাতে এককালে মহাশব্দ হইতে লাগিল। হে পৃথ্বীনাথ! অর্জ্জুন, দ্রোণ ও সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে পৃথিবীতে এক কালে অসংখ্য লোক সংহার হইতে লাগিল।

সঙ্কুল যুদ্ধে দ্বাবিংশত্যধিক শততমঅধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অপরাহ্ন সময়ে পুনর্ব্বার সোমকদিগের সহিত দ্রোণের মেঘ নির্ঘোষ সমান শব্দের সহিত সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাধনুর্দ্ধর মহাবলশালী প্রতাপান্বিত নরবীর ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ আপনকার প্রিয় ও হিত কার্য্যে রত ও সযত্ন হইয়া শোণ বর্ণ বাজি সংযুক্ত রথারোহণে মধ্যম বেগাবলম্বন পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি যোধগণের মধ্যে প্রধান প্রধান দিগকে চিত্রপুঙ্খ শাণিত শর সমূহ দ্বারা যেন পুষ্প চয়নের ন্যায় চয়ন করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কৈকেয়দিগের পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারথী সমর-কর্কশ বৃহৎক্ষত্র দ্রোণের নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। যেমন গন্ধমাদন পর্ব্বতে মহামেঘ বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ আচার্য্যের প্রতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণপুঙ্খ যুক্ত শিলা শাণিত পঞ্চ দশ বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি হর্ষান্বিত হইয়া দ্রোণের ধনুর্নিক্ষিপ্ত সর্প সদৃশ সেই সকল বাণের প্রত্যেক বাণ দশ দশ বাণে ছেদন করিলেন। দ্বিজসত্তম দ্রোণ বৃহৎক্ষত্রের লঘুহস্ত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নতপর্ব্ব অষ্ট বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃহৎক্ষত্র দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত সেই সকল শরকে আগত হইতে দেখিয়া তাবৎ সংখ্য শাণিত বাণেই তাহা নিবারণ করিলেন। বৃহৎক্ষত্রকে তাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম করিতে দেখিয়া আপনার পক্ষ সৈন্যগণের বিস্ময় জন্মিল। তদনন্তর মহাতপস্বী দ্রোণ কৈকেয়রাজ অপেক্ষা আপনার উৎকর্ষ প্রদর্শন করত দিব্য ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। মহারাজ! অচ্যুত বীর কৈকেয়রাজ মহাবাহু বৃহৎক্ষত্র সেই দ্রোণ-বিহিত ব্রাহ্ম অস্ত্র ব্রাহ্মাস্ত্র দ্বারাই নিবারণ করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ দ্রোণের ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রতিহত করিয়া শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ ষষ্টি সংখ্য শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মানব প্রবর দ্রোণ বৃহৎক্ষত্রের প্রতি এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই নারাচ বৃহৎক্ষত্রের কবচ ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। যেমন কৃষ্ণ সর্প পরিত্যক্ত হইলে বল্মীকে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই নারাচ কৈকেয়রাজকে ভেদ করিয়া পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! কেকয়রাজ, অস্ত্র-বিদ্যাবিশারদ দ্রোণ কর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ হইয়া মহাক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে সুচারুনেত্র দ্বয় ঘূর্ণায়মান করিয়া শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ সপ্ততি শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন, এবং ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। আচার্য্য দ্রোণ বৃহৎক্ষত্র কর্ত্তৃক বহুধা বিদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ সকল তাঁহার রথে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিয়া চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব বধ করিলেন এবং এক শরে তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন; তৎপরেই দুই শরে তাঁহার ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। তদনন্তর এক নারাচ সম্যক্ প্রমুক্ত করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে বৃহৎক্ষত্র ছিন্ন-হৃদয় হইয়া নিপতিত হইলেন।

হে নরপাল! কৈকেয়দিগের মহারথী বৃহৎক্ষত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে শিশুপাল-পুত্র অতিক্রুদ্ধ হইয়া সারথিকে বলিলেন, সারথি! যেখানে ঐ দ্রোণ বদ্ধবর্ম্মা হইয়া সমুদায় কৈকেয় ও পাঞ্চাল সৈন্য নিহত করিতেছেন, তুমি ঐ স্থানে চল। সারথি তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া কাম্বোজ দেশীয় বেগশীল অশ্ব দ্বারা তাঁহাকে দ্রোণের নিকট লইয়া চলিল। অতি বলোদ্ধত চেদিশ্রেষ্ঠ রথি প্রধান ধৃষ্টকেতু, পতঙ্গ যেমন আত্ম বিনাশার্থে অগ্নি সমীপে গমন করে,

সেই প্রকার দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ষষ্টি শরে দ্রোণকে অশ্ব, রথ ও ধ্বজের সহিত বিদ্ধ করিলেন, এবং নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে উত্ত্যক্ত করণের ন্যায় তাঁহাকে পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণ সেই যত্নবান্ বলবান্ বীরের ধনুকের মধ্যস্থল শাণিত এক ক্ষুরপ্র দ্বারা ছেদন করিলেন। মহারথী শিশুপাল-পুত্র পুনর্ব্বার অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া দ্রোণকে সুশাণিত দৃঢ় রূপ শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ হাস্য-পূর্ব্বক চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব নিহত করিয়া তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎ পরেই পঞ্চ বিংশতি বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। চেদিরাজ সত্বর লম্ফ প্রদান করিয়া রুষিত সর্পিণী তুল্য এক গদা গ্রহণ করিয়া দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভরদ্বাজ-নন্দন পাষাণের ন্যায় সারময় স্বর্ণভূষিত ঘোররূপ ভয়াবহ সেই গুরুতর গদাকে আগত হইতে দেখিয়া বহু সহস্র শাণিত শরে তাহা ছেদন করিলেন। সেই গদা দ্রোণের বহু বাণে ছিন্ন হইয়া শব্দ সহকারে ধরাতলে পতিত হইল। গদা প্রতিহত হইল দেখিয়া ধৃষ্টকেতু ক্রোধভরে ত্বরা-পূর্ব্বক তোমর ও কনকোজ্জ্বল শক্তি দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলবান্ প্রতাপশালী দ্রোণ লঘুহস্তে তিন বাণে সেই তোমর ছেদন করিয়া সেই শক্তিকে শত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন, এবং তাঁহার বধার্থী চেদিরাজের বধ নিমিত্ত তীক্ষ্ণ এক বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। যেমন হংস পদ্ম-সরোবরে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণ-নিক্ষিপ্ত সেই বাণ অপরিমিত বলশালী ধৃষ্টকেতুর কবচ ও হৃদয় ভেদ করিয়া ধরণীতলে গমন করিল। যেমন বুভুক্ষু চাস পক্ষী ক্ষুদ্র পতঙ্গকে গ্রাস করে, সেই প্রকার শৌর্য্য সম্পন্ন দ্রোণ মহাসমরে ধৃষ্টকেতুকে গ্রাস করিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু প্রাণ ত্যাগ করিলে তাঁহার আত্মা পিতৃ লোকে প্রবেশ করিল। ধৃষ্টকেতুর পুত্র অস্ত্র-বিদ্যায় মহাবিজ্ঞ ছিলেন, তিনি পিতার নিধনে ক্রোধবশবর্ত্তী হইলেন; দ্রোণ হাসিতে হাসিতে শর সমূহ দ্বারা, অরণ্যে বুভুক্ষু মহা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক মৃগ শাবক বিনাশের ন্যায়, তাঁহা-কেও যম সদনে প্রেরণ করিলেন।

হে ভরত প্রবর! পাণ্ডব পক্ষ সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, জরাসন্ধ-পুত্র হাসিতে হাসিতে বীরতা প্রকাশ-পূর্ব্বক দ্রোণের নিকট সমুপদ্রুত হইলেন। যে প্রকার জলদাবলি ভাস্করকে সমাচ্ছন্ন করে, সেই রূপ তিনি সত্বর হইয়া শাণিত শর সমূহে দ্রোণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অদৃশ্য করিলেন। তাঁহার তদ্রূপ লঘুহস্ততা দেখিয়া ক্ষত্রিয়-মর্দ্দন দ্রোণ ত্বরা সহকারে শত শত সহস্র সহস্র বাণ তাঁহার প্রতি বিমোচন করিতে লাগিলেন। পরন্তু রথস্থ দ্রোণ রথি প্রবর জরাসন্ধ-পুত্রকে শর নিকরে সমাচ্ছাদিত করিয়া সকল ধনুর্দ্ধরের সাক্ষাতে সংহার করিলেন। যে যে ব্যক্তি দ্রোণের নিকট উপনীত হইল, যে প্রকার যম প্রলয় কালে সমুদায় প্রাণীকে গ্রহণ করেন, সেই প্রকার, দ্রোণ অন্তক তুল্য হইয়া তাহা-কেই গ্রাস করিলেন। তদনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ রণস্থলে আপনার নাম শ্রবণ করাইয়া বহু সহস্র শর দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিমোহিত করিতে লাগি-লেন। স্বর্ণপুঙ্খ শোভিত শিলা শাণিত দ্রোণ-নামা-ঙ্কিত বাণ সমূহ দ্বারা সর্ব্বত্র রণস্থলে নর নাগ অশ্ব সকল নিহত হইতে লাগিল। যেমন বলবান্ অসুর গণ ইন্দ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া কম্পিত হইয়াছিল, সেই প্রকার পাঞ্চালগণ দ্রোণ কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া শীতার্দ্দিত গোগণের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। হে ভারত! পাণ্ডব সৈন্য সকল দ্রোণ কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তৎ কালে পাঞ্চালগণ সূর্য্য কিরণে উত্তাপিত ও দ্রোণ শরে সমাহত হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত ত্রাসান্বিত হইল; তাহারা ভরদ্বাজ-পুত্রের শরজালে মোহিত হইয়া পড়িল; তাহাদিগের মহারথী সকলের উরু

যেন কুম্ভীর মকরাদি হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে লাগিল। মহারাজ! তৎ পরে চেদি, সৃঞ্জয় ও সোমকগণ হর্ষাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধাভিলাষে দ্রোণের নিকট ধাবমান হইল। চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ দ্রোণকে হনন কর, দ্রোণকে হনন কর, এই কথা পরস্পর বলিতে বলিতে দ্রোণের সম্মুখে সমাগত হইল। হে মহাতেজস্বিন্! সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ গণ দ্রোণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার অভিলাষে সর্ব্ব শক্তি অনুসারে যত্নবন্ত হইল। পরন্তু ভরদ্বাজ-পুত্র, যত্নবান্ সেই সকল যোদ্ধাদিগকে, বিশেষত চেদিগণের মধ্যে প্রধান প্রধানদিগকে যমের নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন। চেদিদিগের প্রধান প্রধান যোদ্ধা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, দ্রোণের শরে পীড়িত পাঞ্চালেরা কম্পিত হইতে থাকিল। তাহারা দ্রোণের তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে লক্ষ্য করিয়া চিৎকার শব্দে বলিতে লাগিল, এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই দুষ্কর মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই তপঃ প্রভাবেই সংক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠদিগকে রণে দগ্ধ করিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ; ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তপস্যা; কৃতবিদ্য তপস্বী ব্রাহ্মণ দৃষ্টি মাত্রেই নিঃশেষে শত্রু দগ্ধ করিতে পারেন; সেই কারণেই বহু বহু ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, দ্রোণের অগ্নি সম স্পর্শ দুস্তরণীয় নিদারুণ অস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া দগ্ধ হইতেছে। দ্রোণ যথা বল, যথা উৎসাহ ও যথা ক্ষমতানুসারে আমাদিগের সমুদায় সৈন্যদিগকে মোহিত করিয়া সংহার করিতেছেন।

মহাবলী ক্ষত্রধর্ম্মা তাহাদিগের সেই রূপ কথা শুনিয়া ক্ষত্র ধর্ম্মে নিষ্ঠিত হইয়া বলবান্ ক্রোধাকুল আচার্য্য দ্রোণের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর ক্ষত্রিয়-মর্দ্দন দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বেগশীল দীপ্তি বিশিষ্ট অন্য ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাতে শত্রু-বিনাশক নির্ম্মল তীক্ষ্ণ দৃঢ় এক শর আকর্ণ-পূর্ণ সন্ধান করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। সেই প্রবল বাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মার জীবন গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ধরণীতলে গমন করিল। ক্ষত্রধর্ম্মা নির্ভিন্ন-হৃদয় হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন-সুত ক্ষত্রধর্ম্মা নিহত হইলে সৈন্য সকল কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহারথী চেকিতান, দ্রোণকে আক্রমণ করিয়া দশ বাণে তাঁহার স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থল বিদ্ধ করিলেন, এবং তাঁহার সারথিকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু আচার্য্য তিন বাণে চেকিতানের দুই বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সপ্ত বাণে তাঁহার ধ্বজ উন্মথন-পূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহার সারথিকে সংহার করিলেন। সারথি হত হইলে তাঁহার অশ্ব সকল দ্রোণের শরে পীড়িত হইয়া রথ লইয়া ধাবমান হইল। চেকিতানের রথ সারথি-হীন হইয়া ধাবমান হইতেছে দেখিয়া পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের চিত্তে মহা ভয় জন্মিল। একত্র সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীরদিগকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিয়া দ্রোণাচার্য্য সাতিশয় শোভমান হইলেন। পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়স্ক আকর্ণ-পলিত ও কৃষ্ণ বর্ণ গণ্ড-বিশিষ্ট বৃদ্ধ দ্রোণ ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক যুবার ন্যায় রণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তখন শত্রুসূদন দ্রোণকে শত্রু ধ্বংস করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া শত্রুগণ তাঁহাকে বজ্রহস্ত ইন্দ্রের ন্যায় মনে করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান্ রাজা দ্রুপদ বলিতে লাগিলেন, যেমন ব্যাঘ্র পশুগণকে হনন করে, তদ্রূপ এই লুব্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগকে নিহত করিতেছেন। পাপাত্মা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের লোভে যে শত শত ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ গণ সমরে নিহত, ছিন্ন, রুধিরসিক্তাঙ্গ ও কুক্কুর শৃগালের ভক্ষ্য হইয়া ভূতলশায়ী হইতেছে; ইহাতে ঐ পাপাত্মাকে কষ্টজনক লোকে গমন করিতে হইবে, এই বলিয়া এক অক্ষৌহিণী সেনার অধি-

পতি রাজা দ্রুপদ সত্বর হইয়া রণে পাণ্ডবদিগকে অগ্রে করিয়া দ্রোণের নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন।

দ্রোণ-পরাক্রমে ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! পাণ্ডবদিগের সৈন্য ব্যূহ ইতস্তত আলোড়িত হইতে থাকিলে পাণ্ডবেরা ও সোমকগণের সহিত পাঞ্চালেরা দূরে অবস্থত হইলেন। সেই যুগান্ত কালের ন্যায় লোক ক্ষয়কর লোমহর্ষ-জনক অতি ভয়ানক তীব্র সংগ্রামে পরাক্রান্ত দ্রোণ মুহুর্মুহু শব্দ করিতে থাকিলে, এবং তৎ কর্ত্তৃক পাঞ্চালগণ ক্ষয় প্রাপ্ত ও পাণ্ডবগণ আহত হইতে থাকিলে, রাজ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহাকেও যুদ্ধে আপনাদিগের পরিত্রাতা না দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ইহার কি রূপ উপায় হইবে।' তিনি অর্জ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় সর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া না পার্থ, না মাধব, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; বানর প্রবর চিহ্নিত ধ্বজ বিশিষ্ট নরশার্দ্দূল পার্থকে দেখিতে না পাইয়া এবং গাণ্ডীবের শব্দও শুনিতে না পাইয়া দুঃখিত হইলেন, এবং বৃষ্ণি-কুল শ্রেষ্ঠ মহারথী সাত্যকিকেও দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও সাত্যকির সংবাদ না পাইয়া কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। বিশেষত লোক নিন্দা ভয়ে সাত্যকির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি এই তুমুল সংগ্রামে মিত্রের অভয়দাতা শূর সাত্যকিকে অর্জ্জুনের পদবীতে প্রেরণ করিয়াছি, অতএব পূর্ব্বে আমার মন এক অর্জ্জুন নিমিত্তই ব্যাকুল ছিল, এক্ষণে আবার সাত্যকি নিমিত্তে উৎকণ্ঠিত হইল; এক্ষণে অর্জ্জুন ও সাত্যকি উভয়েরই সংবাদ জানা আবশ্যক হইতেছে। অর্জ্জুন নিমিত্তে সাত্যকিকে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে সাত্যকির পৃষ্ঠরক্ষক করিয়া কাহাকে প্রেরণ করিব। যদি যুযুধানের অন্বেষণ না করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণ করি, তাহা হইলে লোকে এই বলিয়া আমাকে নিন্দা করিবে যে, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃষ্ণি-নন্দন সত্যবিক্রম সাত্যকির অন্বেষণ না করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণ করিলেন।" এই লোকাপবাদ ভয়ে মহাত্মা সাত্যকির অন্বেষণ নিমিত্ত ভ্রাতা বৃকোদরকে প্রেরণ করি। শত্রুসূদন অর্জ্জুনের প্রতি আমার যদ্রূপ স্নেহ, সাত্বত-কুল সম্ভূত যুদ্ধদুর্ম্মদ বৃষ্ণি বীর সাত্যকির প্রতিও তদ্রূপ। শিনি-পৌত্রের প্রতি আমি অতি ভারার্পণ করিয়াছি; সেই বিশুদ্ধাশয় শিনি বীর, মিত্রের উপরোধে এবং আমার গৌরব রক্ষার্থ, যেমন সাগর মধ্যে মকর প্রবেশ করে, তদ্রূপ, ভারতী সেনা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ধীমান্ সাত্যকির সহিত যুধ্যমান রণে অনিবর্ত্তী শূরগণের ঐ শব্দ শ্রুতি গোচর হইতেছে। আমি বহু প্রকার বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, এই সঙ্কট সময়ে যে স্থলে উল্লিখিত দুই জন মহারথী গমন করিয়াছেন, সেই স্থলে সংগ্রামে ভ্রাতা ভীমসেনের গমন করাই উচিত বোধ হইতেছে। পৃথিবী মধ্যে উহাঁর অসাধ্য কিছুই নাই; উনি স্বীয় বাহু বল আশ্রয় করিয়া যত্নবান্ হইলে পৃথিবী মধ্যে সমুদায় ধনুর্দ্ধরদিগের সজ্জিত ব্যূহের বিপক্ষে একাকীই অনায়াসে প্রতি-ব্যূহের কার্য্য করিতে পারেন। ঐ মহাত্মার বাহু বল আশ্রয় করিয়া আমরা সকলে বনবাস হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছি এবং কাহারো সহিত যুদ্ধে পরাজিত হই নাই। ভ্রাতা ভীমসেন এখান হইতে গমন করিয়া সাত্যকির নিকট উপনীত হইলে, সাত্যকি ও অর্জ্জুন সহায় সম্পন্ন হইবেন। পরন্তু অর্জ্জুন ও সাত্যকি, চিন্তার বিষয় নহেন, কেননা কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহারা নিজেও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী; তবে আমার নিজের যে উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তাহা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব সাত্যকির রক্ষা নিমিত্ত ভীমসেনকে নিযুক্ত করি, তাহা হইলে বোধ করি, সাত্য-

কির নিমিত্তে সমুচিত কার্য্যই বিধান করা হইল।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মনে মনে সেই রূপ নিশ্চয় করিয়া সারথিকে বলিলেন, সারথি! আমাকে ভীমসেনের নিকট লইয়া যাও। অশ্বকোবিদ সারথি ধর্ম্মরাজের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণ-বিভূষিত রথ ভীমসেনের নিকট লইয়া গেলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের নিকট উপনীত হইয়া তৎকালীন উপস্থিত ব্যাপার বলিবার উপক্রমে তাহা অনুস্মরণ-পূর্ব্বক কশ্মলাবিষ্ট হইলেন। তিনি কশ্মলাবিষ্ট হইয়া ভীমকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভীমসেন! যিনি একাকী রথারোহণে দেব, গন্ধর্ব্ব ও দৈত্যদিগকে পরাজয় করিয়াছেন, তোমার সেই অনুজ অর্জ্জুনের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না।

অনন্তর ভীমসেন ধর্ম্মরাজকে সেই রূপ মোহাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনকার ঈদৃশ কশ্মল কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই, পূর্ব্বে আমরা দুঃখার্ত্ত হইলে আপনি আমাদিগের দুঃখ নিবারণ করিয়া আশ্বাসিত করিতেন। আপনি উত্থান করুন উত্থান করুন; আজ্ঞা করুন আমাকে আপনকার নিমিত্ত কি কার্য্য করিতে হইবে? হে মানপ্রদ! আমার অকর্ত্তব্য বা অসাধ্য কোন কার্য্য নাই। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনি শোকে চিত্ত নিবেশ করিবেন না, যে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আমাকে আজ্ঞা করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে অতিশয় ম্লানবদনে কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, ভীমসেন! যশস্বী কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শব্দ এক্ষণে যে প্রকার শুনা যাইতেছে, ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি সংরব্ধ হইয়া অতিশয় বায়ুপূরিত করিয়া শঙ্খ বাদ্য করিতেছেন, অতএব বোধ হয় তোমার ভ্রাতা ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিহত হইয়া শয়ন করিয়াছেন; তিনি নিহত হওয়াতে কৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন। যে সত্ত্ববান্ পুরুষের বল বীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবেরা জীবিত রহিয়াছে, এবং কোন ভয় উপস্থিত হইলে, দেবগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগত হয়েন, সেই প্রকার, কোন ভয় উপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা যাঁহার অনুগত হয়েন, সেই শৌর্য্যসম্পন্ন ধনঞ্জয় সিন্ধুপতিকে রণে প্রাপ্ত হইবার মানসে ভারতী সেনা মধ্যে গমন করিয়াছেন, কিন্তু সেই মহাবাহু শ্যাম বর্ণ, যুবা, জিতনিদ্র, সুদৃশ্য, মহারথী, বিশাল বক্ষ-বিশিষ্ট, মত্ত হস্তি সদৃশ বিক্রমশীল, চকোর লোচন, শত্রুপীড়াপ্রদ এবং তাম্র বর্ণ বদন বিশিষ্ট অর্জ্জুনের গমনই জানিতে পারিতেছি, তিনি যে পুনরাগমন করিবেন, এমন বুঝিতে পারিতেছি না; ইহাই আমার শোকের কারণ হইয়াছে। হে মহাবাহু! অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার শোকাগ্নি ঘৃত দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় পুনঃপুন বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই মহাসত্ত্ব অর্জ্জুনের রথ-চিহ্ন নিরীক্ষণ করিতে না পাইয়া আমি অতি দুঃখিত হইয়াছি, এবং পুরুষব্যাঘ্র সাত্বতকে তুমি মহারথী বলিয়া জ্ঞান কর, তিনি যে তোমার অনুজের পদবীতে গমন করিয়াছেন, ইহাতে সেই মহাবাহুকেও আমি না দেখিয়া শোকান্বিত হইয়াছি। পার্থ নিহত হওয়াতে নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কেহ সহায় নাই; তাহাতেও আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। যাঁহার বল বীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবেরা জীবিত রহিয়াছে, সেই বীর্য্যবান্ যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃষ্ণ অবশ্যই একাকী যুদ্ধ করিতেছেন। যাহা হউক, তাঁহাদিগের দুই জনের নিমিত্ত আমার চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হই, আমার কথা যদি তোমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তবে ধনঞ্জয় ও সাত্যকি যে স্থানে আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর। সাত্যকি আমার প্রিয় কার্য্য করিবার ইচ্ছায় অকৃতী ব্যক্তির অগম্য ভয়ানক দুর্গম সব্যসাচীর পদবীতে গমন করিয়াছেন, অতএব অর্জ্জুন অপেক্ষাও

সাত্যকির সংবাদ জানা তোমার বিশেষ রূপে কর্ত্তব্য। তুমি কৃষ্ণার্জ্জুন ও সাত্যকিকে কুশলী দেখিয়া সিংহনাদদ্বারা আমারে প্রবোধিত করিবে।

যুধিষ্ঠির চিন্তা প্রকরণ চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! যে রথ পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে বহন করিয়াছে, কৃষ্ণার্জ্জুন সেই রথে অবস্থিত হইয়া গমন করিয়াছেন, অতএব কাহা হইতেই তাঁহাদিগের ভয়ের বিষয় নাই; তবে আপনকার আজ্ঞা শিরোধৃত করিয়া এই আমি চলিলাম, আপনি শোক করিবেন না; আমি সেই নরসিংহদিগের সমীপস্থ হইয়া আপনাকে সংবাদ প্রদান করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ঐ রূপ বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের নিকট রাজা যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনঃপুন এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহু! মহারথ দ্রোণ যে, সর্ব্ব প্রকার উপায় দ্বারা ধর্ম্মরাজের গ্রহণের নিমিত্তে অবস্থান করিতেছেন, তাহা তোমার বিদিত আছে, অতএব, হে পার্ষত! আমাদিগের দ্রোণের নিকট হইতে রাজাকে রক্ষা করা যেমন প্রয়োজনীয় কার্য্য, আমার কৃষ্ণার্জ্জুনাদি সমীপে গমন তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু রাজা আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিলেন, আমি উহাঁর আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতে উৎসাহ করি না, কারণ ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা নিঃশঙ্ক চিত্তে পালন করাই কর্ত্তব্য; অতএব যে স্থানে মুমূর্ষু জয়দ্রথ রহিয়াছে, আমি সেই স্থানে ভ্রাতা অর্জ্জুন ও ধীমান্ সাত্যকির নিকট চলিলাম। তুমি অদ্য যুদ্ধে যত্নবান্ হইয়া রাজাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে; এই যুদ্ধে সমুদায় কার্য্য মধ্যে রাজাকে রক্ষা করাই প্রধান কার্য্য।

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে বলিলেন, হে পার্থ! আমি তোমার অভিলষিত কার্য্য করিব; তুমি গমন কর, কোন চিন্তা করিও না। দ্রোণ মহা সংগ্রামে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট না করিয়া কোন প্রকারে ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তদনন্তর ভীমসেন, রাজাকে ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট সমর্পণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরু ধর্ম্মরাজকে অভিবাদন করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর ভীমসেন বিপ্রগণকে অর্চ্চনা দ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন প্রভৃতি অষ্ট বিধ মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শ করিলেন, এবং কৈরাত মধু পান করিয়া মদ-বিহ্বল-লোচন ও দ্বিগুণ উৎসাহ সম্পন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বিজয়সূচক হইয়া স্বস্ত্যয়ন করিলে, তিনি বিজয়ানন্দসূচক আত্ম বৃদ্ধি অনুভব করত যাত্রা করিলেন। যাত্রা কালে বায়ু তাঁহার অনুকূলগামী হইয়া বিজয় সূচনা করিতে লাগিল। মহারথী শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ভীমসেনের কর্ণে সুচারু কুণ্ডল, বাহুতে মনোহর অঙ্গদ, হস্তে তলত্রাণ এবং অঙ্গে স্বর্ণ-চিত্রিত কৃষ্ণ লৌহময় মহা মূল্য কবচ পরিধান ছিল; ইহাতে, সবিদ্যুৎ মেঘ যেমন পর্ব্বতে আশ্লিষ্ট হইয়া শোভমান হয়, তাঁহার সেই কবচ তাঁহার অঙ্গশ্লিষ্ট হইয়া সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিল। এবং ইন্দ্র ধনুক সহিত মেঘ যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ ও শুক্ল বর্ণ বসন এবং কণ্ঠত্রাণ পরিধান দ্বারা তিনি সেই প্রকার শোভমান হইলেন। আপনকার সৈন্য সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে ভীমসেন প্রস্থানে উদ্যুক্ত হইলে, ঐ সময়ে পুনর্ব্বার পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি হইল।

ধর্ম্মরাজ, ত্রৈলোক্য ত্রাস-জনক ভয়ানক মহৎ সেই শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার মহাবাহু ভীমসেনকে বলিলেন, বৃকোদর! শুনিতেছ! ঐ বৃষ্ণিকুল বীর কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিতেছেন; ঐ নিরতিশয় শঙ্খ ধ্বনি দ্বারা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ নিনাদিত হইতেছে। সব্যসাচী অতি মহৎ ব্যসনাপন্ন হইয়া

থাকিবেন, তাহাতেই কৃষ্ণ চক্র ধারণ করত স্বয়ংই সমুদায় কুরুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; অদ্য জননী কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বন্ধুগণের সহিত মহা অনিষ্ট দর্শন করিলেন। হে ভীম! তুমি ত্বরায় ধনঞ্জয়ের পদবীতে গমন কর; আমি ধনঞ্জয়ের সংবাদ প্রাপ্তি-লালসায় এবং সাত্যকি নিমিত্ত দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞান-শূন্য হইয়াছি।

অনন্তর প্রতাপবান্ ভীমসেনকে তাঁহার গুরু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির যাও যাও বলিয়া অনুজ্ঞা করিলে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয় করণ মানসে বদ্ধ-গোধাঙ্গুলিত্রাণ ও শরাসনধারী হইয়া দুন্দুভি ও শঙ্খ ধ্বনি করিয়া বারংবার সিংহনাদ ও শরাসন বিকর্ষণ পূর্ব্বক আপনাকে ভীষণ রূপ প্রদর্শন করত শত্রুগণের প্রতি সহসা গমন করিলেন। মন বা মরুৎ সদৃশ বেগগামী সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল তাঁহার সারথি বিশোক কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সমুচিত শব্দ করত তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল। পৃথা-নন্দন, কর দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার-পূর্ব্বক শত্রু সৈন্যের অগ্রে অবস্থিত যোধগণকে শস্ত্র সমূহ দ্বারা নানা প্রকার পীড়া প্রদান করত আলোড়িত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যেমন দেবগণ ইন্দ্রের অনুগমন করেন, সেই প্রকার সোমক ও পাঞ্চাল শূরগণ মহাবাহু বৃকোদরের পশ্চাৎ গমন করিলেন। মহারাজ! দুঃশাসন, চিত্রসেন, কুণ্ডভেদী, বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিকর্ণ, শল, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ দীর্ঘবাহু, সুদর্শন, বৃন্দারক, সুহস্ত, সুষেণ, দীর্ঘলোচন, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, সুবর্ম্মা ও দুর্ব্বিমোচন, এই সকল রথি-শ্রেষ্ঠ শৌর্য্যসম্পন্ন সহোদর ভ্রাতা নানাবিধ অনুগ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। কুন্তীর মধ্যম পুত্র পরাক্রমশীল ভীমসেন, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগ গণের নিকট ধাবমান হয়, সেই রূপ, তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদিগের নিকট বেগে ধাবমান হইলেন। মেঘ মণ্ডলী যেমন উদিত সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ সেই বীরগণ তাঁহাকে শরজালে সমাবৃত করিয়া দিব্য মহাস্ত্র সকল প্রদর্শন করিতে লাগি-লেন। পরন্তু তিনি বেগে তাঁহাদিগকে অতিক্রম-পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যের নিকট ধাবমান হইলেন, এবং সম্মুখবর্ত্তী গজ সৈন্যের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পবন-পুত্র মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সেই গজ সৈন্যকে শর সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। যেমন বনে শরভ গর্জ্জনে মৃগ সকল ত্রাসিত হইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ, সেই সকল হস্তী ভৈরব রব করিয়া পলায়ন করিল। তৎ পরে তিনি বেগ-পূর্ব্বক তথা হইতে দ্রোণ সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন।

আচার্য্য দ্রোণ, যেমন বেলাভূমি উদ্ধত সাগরকে নিবারণ করে, সেই প্রকার তাঁহাকে অবরোধ করি-লেন; এবং যেন হাসিতে হাসিতে তাঁহার ললাটে নারাচ বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে পাণ্ডু-পুত্র ঊর্দ্ধ-রশ্মি আদিত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। "যেমন অর্জ্জুন আমার মান রক্ষা করিয়া গিয়া-ছেন, সেই রূপ ভীমসেনও করিবেন" এই মনে করিয়া আচার্য্য কহিলেন, ভীমসেন! আমি শত্রু, অদ্য আমারে পরাজিত না করিয়া তুমি শত্রু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তোমার অনু-জের সহিত কৃষ্ণ যদিও আমার অনুমতি ক্রমে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তুমি আমার নিকট হইতে যাইতে পারিবে না।

অভীতচিত্ত ভীমসেন আচার্য্যের ঐ কথা শুনিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া রক্ত বর্ণ নেত্র দ্বারা কটাক্ষ দৃষ্টি-পূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে তাঁহাকে বলি-লেন, অহে ব্রাহ্মণাধম! দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুন যে তোমার অনুমতি ক্রমে রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সম্ভাবিত নহে; কারণ তিনি ইন্দ্র-রক্ষিত সেনা মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারেন। যদিও অর্জ্জুন তোমারে পূজা পূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া গিয়া থা-কেন, কিন্তু আমি সেই দয়ালু অর্জ্জুন নহি, আমি

ভীমসেন, তোমার শত্রু। আমরা সকলেই তোমারে পিতা, গুরু ও বন্ধু বলিয়া মান্য করিয়া থাকি, এবং তোমার নিকট প্রণত হইয়া অবস্থান করি, কিন্তু অদ্য তুমি যে রূপ কথা বলিলে, ইহাতে তাহার বিপরীত বোধ হইল। যদি তুমি আপনাকে আমাদিগের শত্রু বলিয়া মনে করিয়া থাক, তাহাই হউক, আমিও এই তোমার শত্রুর উপযুক্ত ভীষণ কর্ম্ম করিতেছি, এই বলিয়া ভীমসেন অন্তক সদৃশ হইয়া কাল দণ্ডের ন্যায় গদা উদ্ভ্রামণ পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অপসৃত হইলেন। তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত রথ চূর্ণ হইয়া গেল, এবং প্রবল বায়ু বেগে ভগ্ন বৃক্ষ যেমন পতিত হয়, তাঁহার ন্যায় বহু যোধগণও বিমর্দ্দিত হইল।

আপনকার মহারথী পুত্রগণ পুনর্ব্বার ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিলেন। এ দিকে প্রহারপটু দ্রোণ অন্য রথে আরোহণ করিয়া ব্যূহ দ্বারে যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলেন। মহারাজ! তদনন্তর মহাবল পরাক্রমী ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্রে অবস্থিত রথিসৈন্যদিগকে শর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিলেন। আপনকার মহারথী পুত্রেরা ভীমবল-সম্পন্ন ভীম কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও জয়ৈষী হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমের সংহার মানসে যম দণ্ড তুল্য এক গুরুতর রথ-শক্তি লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। তিনি আপনকার পুত্রের নিক্ষিপ্ত সেই মহা শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া তাহা দুই খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অনন্তর বৃকোদর ক্রোধ সহকারে অন্যান্য সুশাণিত বাণ সমূহে কুণ্ডভেদী, সুষেণ ও দীর্ঘনেত্র এই তিন ভ্রাতাকে তিন তিন বাণে নিহত করিলেন। আপনকার পুত্রেরা শূরত্ব প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, ঐ সময়েই তাঁহাদিগের মধ্যে কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বীর বৃন্দারককে নিহত করিয়া পুনর্ব্বার অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা ও দুর্ব্বিমোচন, এই তিন জনকে তিন তিন বাণে নিহত করিলেন। আপনকার পুত্রেরা বলীয়ান্ ভীম কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া মৃত্যুভয় অন্তঃকরণ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। যেমন গ্রীষ্ম কালের অবসানে ধারাধর মণ্ডলী ধরণীধরের উপর জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা ভীমকর্ম্মা ভীমের উপর শর বর্ষণ করিলেন। শত্রুহন্তা ভীমসেন হাসিতে হাসিতে শিলা বর্ষণের ন্যায় সেই বাণ বর্ষণ অচল তুল্য হইয়া গ্রহণ করিলেন, তাহাতে কিছু মাত্র ব্যথিত হইলেন না, অপিচ, আপনকার পুত্র বিন্দ, অনুবিন্দ এবং সুবর্ম্মাকে হাস্যমুখে সংহার করিলেন। অনন্তর আপনকার পুত্র বীর সুদর্শনকে যে, শর-বিদ্ধ করিলেন, তাহাতে সুদর্শন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া পতিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন অবিলম্বে সেই সকল রথি সৈন্যদিগকে শর সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। আপনকার অবশিষ্ট ত্রস্ত পুত্রগণ ভীম-শরে সমাহত ও তাঁহার মেঘ গর্জ্জন সদৃশ রথ ঘোষে ভয়াকুলিত মৃগগণের ন্যায় তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবাহু ভীমসেন আপনকার পুত্রদিগের মহা সৈন্যদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে কৌরব সৈন্যদিগকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনকার পক্ষীয় সেই সকল সৈন্য ভীম কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অশ্ব চালনা-পূর্ব্বক গমন করিল। মহাবলশালী ভীম তাহাদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ, বাহু শব্দ ও অতি ভীষণ তল শব্দ করণ-পূর্ব্বক রথীদিগকে ভয় প্রদর্শন করত প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে নিহত করিলেন; অনন্তর রথী সকলকে অতিক্রম-পূর্ব্বক দ্রোণ-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ভীম পরাক্রম প্রকরণে পঞ্চ বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, ভীমসেন হনন করিবার ইচ্ছায় আগমন করিতে থাকিলে আচার্য্য হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে নিবারণ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু ভীমসেন দ্রোণের ধনুর্নির্ম্মুক্ত সেই সকল বাণ প্রবাহ যেন পান করিতে করিতে সৈন্যদিগকে মায়া দ্বারা মোহিত করিয়া আপনকার পুত্রদিগের নিকট ধাবমান হইলেন। আপনকার পুত্রের আদেশানুসারে সৈনিক প্রধান ধন্বীগণ অতি বেগাবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহারে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিল। তিনি সেই রূপে প্রধান ধন্বিগণে পরিবৃত হইয়া হাস্য করত সিংহনাদ-পূর্ব্বক শত্রু পক্ষ বিনাশ ক্ষম অতি ভয়ানক এক গদা উদ্যত করিয়া বেগ-পূর্ব্বক তাহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্ভ্রামিত ইন্দ্র-বজ্র তুল্য, মহাত্মা ভীম কর্ত্তৃক উদ্ভ্রামিত সেই গদা আপনকার সৈনিকদিগকে প্রমথিত করিল। এবং তেজঃপ্রদীপ্ত সেই গদা মহা শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া আপনকার পুত্রদিগকে ত্রাসিত করিল। আপনকার পক্ষীয় অন্যান্য সকলে তেজঃ প্রদীপ্ত সেই গদাকে মহাবেগে আপতিত হইতে দেখিয়া ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে পলায়ন করিল। মনুষ্যেরা সেই গদার অসহ্য শব্দ শুনিয়া ভূতলে পতিত হইল, এবং অনেক রথীও রথ হইতে ধরাসাৎ হইল। অনন্তর ভীমসেন গদা হস্তে আপনকার পক্ষদিগকে এমনি হনন করিতে লাগিলেন, যে, তাহারা অনেকে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আঘ্রাত মৃগগণের ন্যায় ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কুন্তীপুত্র যুদ্ধে সেই সকল দুরাসদ শত্রুদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া, পক্ষিরাজ গরুড় যেমন বেগে গমন করে, সেই প্রকার চমূমধ্যে গমন করিলেন।

মহারাজ! রথিশ্রেষ্ঠ দিগের অধিপতি ভীমসেনকে সেই প্রকার অনিষ্ট করিতে দেখিয়া ভরদ্বাজ-পুত্র তাঁহার প্রতি অভিমুখীন হইলেন। তিনি শর বেগ দ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করিয়া পাণ্ডবদিগের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিলেন। মহাত্মা ভীমসেনের সহিত দ্রোণের তৎকালে দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর অতি তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। যখন তিনি দ্রোণ-ধনুর্নির্ম্মুক্ত শত শত সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণজালে হন্যমান হইতে থাকিলেন, তখন তিনি রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দুইটী চক্ষু নিমীলিত করিয়া পদব্রজে দ্রোণের রথ সমীপে বেগে গমন করিলেন। যেমন বৃষ অবলীলাক্রমে জলবর্ষণ প্রতিগ্রহ করে, পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভীমও সেই প্রকার দ্রোণ নিক্ষিপ্ত শরবর্ষণ অনায়াসে প্রতিগ্রহ করিলেন। মহাবলশালী সেই বীর সমরে দ্রোণ শরে সমাহত হইয়াও তাঁহার রথ সমীপে উপস্থিত হইয়া রথের ঈষা হস্তে গ্রহণ করিয়া রথ খানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হে কুরুরাজ! দ্রোণ ভীম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া সত্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক ব্যূহ দ্বারে গমন করিলেন। ভীমসেনের সারথিও তৎক্ষণাৎ অশ্বদিগকে সত্বর চালিত করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অনন্তর তিনি স্বরথে আরোহণ করিয়া বেগ পূর্ব্বক আপনকার পুত্রের সৈন্য মধ্যে গমন করিলেন।

যেমন উদ্ধত বায়ু বৃক্ষ ভগ্ন করে, তদ্রূপ তিনি ক্ষত্রিয় দিগকে পরিমর্দ্দিত করিয়া নদীবেগে নির্ম্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় সেনা সকল বিদারণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মার পরিরক্ষিত ভোজ সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বহুধা প্রমথিত করিয়া চলিলেন। শার্দ্দূল যেমন গোগণকে পীড়িত করে, সেই রূপ তল শব্দ দ্বারা সৈন্য সকলকে ত্রাসিত করিয়া পীড়ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে ভোজ-সৈন্য, কাম্বোজ-সৈন্য, ম্লেচ্ছ-সৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধ বিশারদ বহু সৈন্য অতিক্রম করিয়া মহারথী সাত্যকিকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি বদ্ধবান্ হইয়া ধনঞ্জয় দর্শনাভিলাষে আপনকার পক্ষ যোদ্ধৃগণকে সমরে অতিক্রম-পূর্ব্বক বেগে রথ চালনা করত গমন করিয়া জয়দ্রথ বধার্থী পাণ্ডু

ক্রমশীল যুধ্যমান মহারথী ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইলেন। যেমন প্রাবৃট্‌কালে মেঘ গর্জ্জন শব্দ হয়, পুরুষসিংহ ভীমসেন অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইয়া তদ্রূপ মহাশব্দ করিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভীমসেনের সেই মহা শব্দ শুনিতে পাইলেন। সেই বীরদ্বয় তেজস্বী ভীমসেনের শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষে পুনঃ পুনঃ শব্দ করিলেন। তদনন্তর ভীমসেন ও সাত্যকি, শব্দকারী বৃষ দ্বয়ের ন্যায় মহা নিনাদ করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ধর্ম্মপুত্র বিভু যুধিষ্ঠির ভীমসেনের, অর্জ্জুনের, সাত্যকির এবং কৃষ্ণের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের জয়াশা করিলেন। মদোদ্ধত হস্তি সদৃশ ভীমসেন সেইরূপ নিনাদ করিতে থাকিলে, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ধর্ম্মপুত্র মহাবাহু যুধিষ্ঠির তাহা শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক হৃদগত ভাব চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন; হে ভীম! তুমি ধনঞ্জয়াদির সংবাদ প্রদান করিয়া গুরুর আদেশ পালন করিলে, অতএব তুমি যুদ্ধে যাহাদিগের দ্বেষী হইবে, তাহাদিগের জয় লাভ হইবে না। সংগ্রামে ভাগ্য ক্রমেই সব্যসাচী জীবিত আছেন; ভাগ্য ক্রমেই সত্য বিক্রম সাত্যকি কুশলী আছেন; ভাগ্যক্রমেই কৃষ্ণার্জ্জুনের গর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। যিনি সংগ্রামে ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, সেই শত্রুহন্তা ফাল্গুন ভাগ্য ক্রমেই জীবিত আছেন। যাঁহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া আমরা সকলে জীবিত রহিয়াছি, সেই রিপু-বল-হন্তা ফাল্গুন ভাগ্য ক্রমেই জীবিত আছেন। যিনি দেবগণেরও অপরাজেয় নিবাত কবচদিগকে একধনুকের দ্বারাই পরাজিত করিয়াছেন, সেই পার্থ ভাগ্যক্রমেই জীবিত আছেন। যিনি মৎস্য দেশে গোগ্রহণ নিমিত্ত সমাগত একত্র মিলিত সমুদায় কৌরবদিগকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই ফাল্গুন ভাগ্যক্রমেই জীবিত রহিয়াছেন। যিনি ভুজবল দ্বারা চতুর্দ্দশ সহস্র কালকেয় অসুরদিগকে মহারণে নিহত করিয়াছেন, সেই পার্থ ভাগ্যক্রমেই জীবিত রহিয়াছেন। যিনি দুর্য্যোধনার্থ বলশালী গন্ধর্ব্বরাজকে অস্ত্রবলে রণে পরাস্ত করিয়াছেন, সেই পার্থ ভাগ্যক্রমেই জীবিত রহিয়াছেন। সেই কিরীটমালী বলবান্ শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি আমার প্রিয় ভ্রাতা অর্জ্জুন ভাগ্যক্রমেই জীবিত আছেন। তিনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া অতি দুষ্কর কর্ম্ম করণাভিলাষে জয়দ্রথ বধ করণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; পরন্তু তিনি কি যুদ্ধে জয়দ্রথের বধ নিষ্পাদন করিবেন? কৃষ্ণের রক্ষিত অর্জ্জুন কি সূর্য্যাস্ত মধ্যে প্রতিজ্ঞা হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকট আগমন করিলে, আমি তাঁহাকে প্রতিজ্ঞোত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিব? দুর্য্যোধন-হিত-নিরত সিন্ধুপতি কি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া স্বীয় শত্রুদিগকে আনন্দিত করিবে? রাজা দুর্য্যোধন কি সিন্ধুপতিকে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া আমাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবে? সংগ্রামে ভ্রাতাদিগকে ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন কি আমার দিগের সহিত সন্ধি-বন্ধন করিবে? দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন কি অন্যান্য বহু যোদ্ধাদিগকে ধরাপাতিত দেখিয়া অনুতাপ করিবে? এক মাত্র ভীষ্ম নিপাত দ্বারাই কি এই বৈরানলের শান্তি হইবে? অবশিষ্ট দিগের জীবন রক্ষার্থ কি দুর্য্যোধন আমাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবে? হে ভূপাল! সেই ঘোরতর যুদ্ধ সময়ে কৃপাপরতন্ত্র রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির হর্ষ প্রকাশে ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৬।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রকারে শব্দ করিতে থাকিলে, কোন্ কোন্ বীর তাহাকে

নিবারণ করিলেন? আমি ত্রিভুবন মধ্যে এমন কাহাকেও দেখি না যে, ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখ-সংগ্রামে কেহ তিষ্ঠিতে পারে। ভীম মহাসমরে কালের ন্যায় গদা উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, এমন কাহাকেও দেখি না যে রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে পারে। যে, রথ দ্বারা রথ ও হস্তী দ্বারা হস্তী বিনাশ করে, পুরন্দর সদৃশ হইলেও কে তাহার যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে? ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া আমার পুত্রদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দুর্য্যোধনের হিতে নিযুক্ত হইয়া ভীমের অগ্রে অবস্থান করিয়াছিল? ভীম দাবাগ্নি রূপ হইয়া তৃণ উলপ রূপ আমার পুত্রদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, কোন্ কোন্ ক্ষত্রিয়েরা তাহার রণ-মুখে অবস্থিত ছিল? কাল যেমন সমুদায় প্রজা সংহার করিতে উদ্যত হয়েন, তদ্রূপ ভীম কর্তৃক আমার পুত্রদিগকে বধ্যমান দেখিয়া কে কে তাহারে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? ভীমসেন হইতে আমার যে রূপ ভয় হইতেছে, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ বা ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে আমার তাদৃশ ভয় হইতেছে না। ভীম প্রদীপ্ত অগ্নি সদৃশ হইয়া আমার পুত্রদিগকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলে, কোন্ কোন্ শূর তাহার বিরুদ্ধে সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রকার শব্দ করিতে থাকিলে সেই শব্দ শুনিয়া কর্ণ তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন। বলশালী কর্ণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বকীয় প্রবল শরাসন আস্ফালন করিয়া বল প্রদর্শন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করত, বৃক্ষ যেমন বায়ুর গমন-পথ অবরোধ করে, তদ্রূপ ভীমের গমন পথ অবরোধ করিলেন। ভীমও কর্ণকে যত্ন সহকারে পুরোবর্ত্তী অবলোকন করিয়া কোপান্বিত হইলেন এবং শিলা শাণিত বাণ সমূহ তাঁহার প্রতি দৃঢ় রূপে ক্ষেপণ করিলেন। কর্ণ ভীম-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল স্বীকার করিয়া শক্র ভীমসেনের প্রতি বহুল শর নিক্ষেপ করিলেন। যুদ্ধে কর্ণের সহিত ভীমসেনের সমাগম দেখিয়া এবং তাঁহাদিগের তল শব্দ শ্রবণ করিয়া রথী, সাদী ও অন্যান্য সমুদায় যোদ্ধাদিগের শরীর প্রকম্পিত হইতে লাগিল। ভীমসেনের ভীমনিনাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ গণ আকাশ ও পৃথিবীকে অবরুদ্ধ মনে করিলেন। মহাত্মা ভীমের পুনঃপুন ঘোরতর মহাগর্জ্জন ধ্বনি দ্বারা সমস্ত যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে ধনুক ভূতলে পতিত হইল, এবং বাহন সকল ত্রাসান্বিত হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিল ও বিমনা হইল। ভীমের সহিত কর্ণের তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইলে মহৎ ভয়ানক নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইল; গৃধ্র, বায়স ও দ্রোণ কাকে অন্তরীক্ষ সমাবৃত হইল। তদনন্তর কর্ণ বিংশতি শরে ভীমকে প্রপীড়িত করিয়া ত্বরা পূর্ব্বক তাঁহার সারথিকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। আশু প্রহারী মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হাস্য-পূর্ব্বক চতুঃষষ্টি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ চারি শর ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, ভীমসেন স্বীয় হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করিয়া সেই নিক্ষিপ্ত চারি বাণ তাঁহার নিকট না আসিতে আসিতেই নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা তাহা বহুধা ছেদন করিলেন। অনন্তর কর্ণ অনেক অনেক বাণে ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন কর্ণের বহু বাণে বহুধা সমাচ্ছাদিত হইয়া কর্ণের শরাসনের মুষ্টি প্রদেশ ছেদন করিলেন এবং নতপর্ব্ব বহু বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। ভীম-কর্ম্মা মহারথী সূতপুত্র, অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বেগশীল কর্ণের বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব তিন শর নিখাত করিলেন। বক্ষঃস্থলের মধ্যগত সেই তিন শর দ্বারা কর্ণ তৎকালে উচ্চ ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন। যেমন ধাতুস্রাবী পর্ব্বত হইতে গৈরিক ধাতু সকল নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ ভীম-শর-বিদ্ধ কর্ণের শরীর হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।

তিনি ভীমের প্রহারে পীড়িত ও কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া শরাসনে বাণ সন্ধান-পূর্ব্বক ভীমকে বিদ্ধ করিলেন, এবং তৎ পরেই শত শত সহস্র সহস্র বাণ ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীম, দৃঢ়ধন্বা কর্ণ কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন হইতে হইতে সহসা গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কর্ণের ধনুক ছেদন করিয়া এক ভল্লে তাঁহার সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন; তৎ পরেই তাঁহার চারি অশ্বকে সংহার করিলেন। মহারথী কর্ণ অশ্ব হীন রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বৃষসেনের রথে আরোহণ করিলেন। প্রতাপশালী ভীমসেন এই রূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মেঘ গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় মহা নিনাদ করিলেন। সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ণকে ভীমসেন কর্ত্তৃক পরাজিত জানিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খ ধ্বনি করিল। আপনকার পক্ষ গণ শত্রু পক্ষের শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয়-শব্দ করিলেন। অর্জ্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান করিলেন, এবং কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিলেন। পরন্তু ভীমসেনের গর্জ্জন ধ্বনি সমুদায় ধ্বনিকে অন্তর্হিত করিয়া সৈন্য মধ্যে শ্রুত হইতে লাগিল। তদনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর পৃথক্ রূপে শর যুদ্ধ দ্বারা ব্যায়াম করিতে লাগিলেন; কর্ণ মৃদুভাবে এবং ভীমসেন দৃঢ় ভাবে শর ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হইলেন।

কর্ণ পরাজয়ে সপ্তবিংশত্যধিক শত তম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

—৳৳—

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিন্ধুপতি বধার্থ অর্জ্জুন, সাত্যকি ও ভীমসেন গমন করিলে, সৈন্য সকল ক্ষুভিত হওয়ায় আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য চিন্তা করিয়া ত্বরা সহকারে রথারোহণে একাকী দ্রোণের নিকট যাত্রা করিলেন। আপনকার পুত্রের মন বা পবন-বেগী রথ অতি দ্রুত বেগে শীঘ্র দ্রোণের নিকট উপনীত হইল। আপনকার পুত্র ক্রোধে রক্ত-লোচন হইয়া দ্রোণকে কহিলেন, হে বিপ্র শ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন, ভীমসেন ও সাত্যকি, অপরাজিত এই তিন জন মহারথী অতি মহৎ সৈন্য সকল পরাজিত করিয়া সিন্ধুরাজের নিকট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, এবং ইহারা সকলেই সেই রণে যুদ্ধ ব্যায়াম করিতেছে। যদিও মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন সমরে আপনকাকে অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু সাত্যকি ও ভীম কি প্রকারে আপনকাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিল? সমুদ্র শোষণের ন্যায় ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছে। লোকে বলিতেছে, অর্জ্জুন, সাত্যকি ও ভীমসেনের নিকট আপনকার পরাজয় হইয়াছে, এবং যোদ্ধৃগণ আপনকার সম্বন্ধে এই অশ্রেদ্ধেয় বাক্য বলিতেছে যে, ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী দ্রোণ সমরে কি রূপে পরাজিত হইলেন? আপনি পুরুষ সিংহ, আপনকাকে যে স্থলে ঐ তিন মহারথী অতিক্রম করিয়াছে, সে স্থলে আমার ভাগ্য অতি মন্দ বোধ হইতেছে, সুতরাং সংগ্রামে আমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। সে যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে শেষ চিন্তা করুন, উপস্থিত কার্য্যে যাহা বক্তব্য থাকে বলুন, এবং সিন্ধুরাজের নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, আপনি তদ্বিষয়ে সুবিধান করুন।

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! চিন্তার বিষয় অনেক হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে কর্ত্তব্য যাহা শ্রবণ করুন। যখন পাণ্ডবদিগের মহারথী তিন জন ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন ব্যূহের অগ্র পশ্চাৎ উভয় ভাগেই ভয় সম্ভাবনা হইয়াছে, কিন্তু এই উভয় স্থলের মধ্যে যেখানে কৃষ্ণার্জ্জুন আছেন, সেই স্থলই গুরুতর বিবেচনা করিতেছি। যদিও কুরু সৈন্যের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও সিন্ধুরাজকে রক্ষা করাই প্রধান কল্প বিবেচনা হইতেছে, কারণ সিন্ধুপতি এক কোপাবিষ্ট অর্জ্জুন হইতেই ভীত হইয়াছেন, তাহাতে আবার বীর সাত্যকি ও বৃকোদর তাঁহার

নিকট গমন করিয়াছে, সুতরাং সিন্ধুরাজকে রক্ষা করাই আমাদিগের অগ্রে কর্ত্তব্য। বৎস! শকুনির বুদ্ধিতে সভায় যে দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, তাহা অদ্য এই উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে যে জয় পরাজয় হয়, তাহা জয় পরাজয় নহে, অদ্য আমরা পণ করিয়া যে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই দ্যূতক্রীড়ায় জয় পরাজয়ই প্রকৃত জয় পরাজয়। শকুনি কুরু সভায় যে সকল ভয়ঙ্কর অক্ষ লইয়া পণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা অক্ষ নহে, তাহা আপনকাদিগের তনুচ্ছেদী সুশাণিত ভয়ানক শর। মহারাজ! অদ্যকার এই যুদ্ধকে দ্যূতক্রীড়া বলিয়া বোধ করুন; এই যে বহু সংখ্য কৌরব সৈন্য যুদ্ধার্থ অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাদিগকে এই দ্যূতক্রীড়ার দুরোদর; শর সকলকে অক্ষ এবং জয়দ্রথকে পণ বলিয়া জ্ঞান করুন; কেন না উহাঁকে লইয়াই এই যুদ্ধ সমারব্ধ হইয়াছে, উহাঁর প্রাণ রক্ষা বা বিনাশ দ্বারাই এই যুদ্ধ রূপ দ্যূতক্রীড়ায় জয় পরাজয় নিশ্চয় হইবে। অতএব এক্ষণে সকলেই আপন আপন জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতে বিধিমতে তৎপর হউন। হে বীর! যে স্থানে সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ যত্নবান্ হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিতেছেন, আপনি সেই স্থানে গমন-পূর্ব্বক স্বপক্ষ রক্ষি-বর্গকে রক্ষা করুন, এবং আমি তথায় আপনাদের সাহায্যার্থে অপরাপর সৈন্যও প্রেরণ করিব। আমি এই স্থানে অবস্থান করিয়াই পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সমবেত পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব।

হে রাজন্! তদনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্যের আদেশ ক্রমে অতি দুষ্কর কার্য্য করণে উদ্যত হইয়া সত্বর অনুচরগণের সহিত যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে যখন অর্জ্জুন যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করেন, তৎ কালে তাঁহার চক্র-রক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুদ্ধে সত্বর-হস্ত উত্তমৌজা ও যুধামন্যু ইহাঁরা উভয়ে কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা সেনার বহির্ভাগ দিয়া সব্যসাচীর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। বলবান্ যুদ্ধদুর্ম্মদ কুরুপতি দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে পার্শ্বদেশ দিয়া সেনা মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ত্বরা সহকারে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে সঙ্গত হইলেন। সমরে বেগবান্ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ সেই মহারথী দুই ভ্রাতাও কার্ম্মুক উদ্যত করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যুধামন্যু কঙ্কপত্র যুক্ত ত্রিংশৎ বাণে কুরুপতিকে বিদ্ধ করিয়া বিংশতি বাণে তাঁহার সারথিকে এবং চারিবাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধনও এক বাণে যুধামন্যুর ধ্বজ ও এক বাণে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন, এবং তৎ পরেই সুতীক্ষ্ণ চারি শর দ্বারা তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর যুধামন্যু অতিশয় কুপিত হইয়া অতি বৃহৎ ত্রিংশৎ বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনকার পুত্রের হৃদয় দেশ লক্ষ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন, এবং উত্তমৌজাও সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া হেম-বিভূষিত শর নিকরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধনও পাঞ্চাল-নন্দন উত্তমৌজার চারি অশ্ব ও পৃষ্ঠরক্ষক দুই জনকে নিপাতিত করিলেন। রণস্থলে উত্তমৌজার অশ্ব ও সারথি হত হইলে, তিনি ত্বরা-পূর্ব্বক ভ্রাতা যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। তিনি ভ্রাতৃ রথে সমারূঢ় হইয়া বহুল শরজালে কুরুরাজের অশ্ব সকলকে প্রহার করিলে, অশ্ব সকল তৎক্ষণাৎ গতাসু হইয়া পৃথিবীতলে নিপতিত হইল। যুধামন্যু স্বকীয় অশ্ব সকল নিহত হইলে মহাস্ত্র বলে সত্বর তাঁহার শরাবরণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার নরশ্রেষ্ঠ পুত্র সেই অশ্ব ও সারথি বিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া পাঞ্চাল-নন্দন দ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা শত্রুপুর-বিজয়ী কুপিত কুরুপতিকে গদা হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া রথনীড় হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক

ভুমিতলে অবরূঢ় হইলেন। তদনন্তর বলবান্ কুরু-রাজ স্বর্ণ-চিত্রিতাঙ্গ সেই রথশ্রেষ্ঠকে গদাঘাতে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত চুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। আপনকার পুত্র স্বয়ং অশ্ব ও রথ বিহীন হইয়াও পাঞ্চাল-কুমারের রথ সেই রূপে চূর্ণ করিয়া সত্বর মদ্ররাজের রথে আরোহণ করিলেন এবং সেই পাঞ্চাল প্রধান মহাবলবান্ রাজ-কুমার দ্বয়ও অপর রথে সমারূঢ় হইয়া ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন।

পাঞ্চাল্য দুর্য্যোধন যুদ্ধে অষ্টাবিংশত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তাদৃশ লোমাঞ্চকর সংগ্রাম উপস্থিত এবং সৈনিক সকল দলে দলে নিপীড়িত হইয়া ব্যাকুলিত হইতে থাকিলে, যেমন অরণ্যে এক মত্ত হস্তী অপর মত্ত হস্তীর প্রতি অভি-দ্রুত হয়, সেই রূপ রাধা-নন্দন কর্ণ যুদ্ধার্থে ভীমের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যুদ্ধার্থে মিলিত কর্ণ ও ভীম উভয়েই মহাবলবান্, অতএব অর্জ্জুনের রথ সমীপে তাঁহাদের কি রূপ সংগ্রাম হইল, তাহা আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর। কর্ণ পূর্ব্বে ভীমের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, তিনি আবার কিরূপে তাহার নিকট গমন করিলেন? এবং যে মহা-রথী পৃথিবী মধ্যে সমস্ত রথীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত, ভীমই বা কিরূপে সেই সুতপুত্রের নিকট প্রত্যুদ্গত হইল? ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণে ধনুর্দ্ধর ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণ ভিন্ন জগতে আর কাহা হইতে ভয় হয় নাই; বিশেষত তিনি যাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না, তাদৃশ মহারথী সুত-পুত্রের সহিত ভীমসেন কি রূপ যুদ্ধ করিল? হে সঞ্জয়! যে কর্ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, বীর্য্যসম্পন্ন, সমরে অনিবর্ত্তী এবং সমস্ত যোধগণের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার সহিত ভীম কি প্রকারে যুদ্ধ করিল? যাহা হউক সেই বীর বৃকোদর ও কর্ণ অর্জ্জুনের রথ নিকটে যে রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। কর্ণ পূর্ব্বে কুন্তীর নিকট পাণ্ডবদিগের সহিত আপনার ভ্রাতৃভাব জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং নিজেও দয়া-পরবশ; তিনি কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া ভীমের সহিত কি রূপ যুদ্ধ করিলেন? মহা-বীর ভীমই বা সমরে পূর্ব্ব কৃত শত্রুতা স্মরণ করিয়া কর্ণের সহিত কি রূপ যুদ্ধ করিল? হে সুত! আমার পুত্র মন্দমতি দুর্য্যোধন সর্ব্বদা এই রূপ আশা করিত যে, কর্ণ সমরে একত্র মিলিত সমস্ত পাণ্ডবকে পরাজয় করিবেন। আমার পুত্রের যুদ্ধে জয়াশা যাহাতে সমাবেশিত হইয়াছে, সেই কর্ণ ভীমকর্ম্মা ভীমের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন? বৎস! যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমার পুত্র, মহা-রথীগণের সহিত শত্রুতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভীমসেনও সেই সুতপুত্রের মন্ত্রণাক্রমে দুর্য্যোধন কৃত নানা প্রকার অনিষ্ট সকল অবশ্যই স্মরণ করিয়া থাকে, এমত স্থলে ভীমসেন কর্ণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিল? যে সত্ত্ববান্ পুরুষ এক রথে এই সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন; যিনি এই ভুমণ্ডল মধ্যে কবচ ও কুণ্ডলের সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাদৃশ সুতপুত্রের সহিত ভীম কি প্রকার যুদ্ধ করিল? হে সঞ্জয়! সেই দুই বীরের যে প্রকারে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা জয় লাভ করিল, তাহা তুমি আমার নিকট প্রকৃত রূপে কীর্ত্তন কর; কেন না, তুমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভীমসেন রথিপ্রবর রাধা-নন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া, যে স্থানে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় দুই বীর অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি গমন করিতে থাকিলে, রাধা-পুত্র কর্ণ তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইয়া, যেমন মেঘগণ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কঙ্কপত্র যুক্ত বাণ সকল বর্ষণ করিলেন এবং প্রফুল্ল-পঙ্কজ-বদনে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে

ভীমকে সমরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভীম! তুমি যে, রণে পৃষ্ঠ দর্শন করাইবে, ইহা তোমার শত্রুরা স্বপ্নেও কখন চিন্তা করে নাই, কিন্তু অদ্য তুমি ধনঞ্জয়ের দর্শনেচ্ছু হইয়া কি নিমিত্তে আমাদিগকে পৃষ্ঠদর্শন করাইতেছ? অহে পাণ্ডুনন্দন! তুমি কুন্তীর পুত্র, ইহা তোমার উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে না; অতএব অভিমুখে অবস্থান-পূর্ব্বক বাণজালে আমারে সমাকীর্ণ কর।

ভীমসেন কর্ণ কৃত ঐ রূপ আহ্বান সহ্য না করিয়া অর্দ্ধমণ্ডলাকারে পরাবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্ব শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী ভীমসেন কর্ণকে দ্বৈরথ যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অবক্রগামী বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবলবান্ ভীম কর্ণকে সংহার করিয়া বিবাদ শেষ করিবার অভিলাষে তাঁহাকে বাণ দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন অসহনশীল পাণ্ডু-নন্দন কুপিত হইয়া সমরে সুত-পুত্রের ও অপরাপর সৈন্য সকলের বিনাশেচ্ছায় নানা প্রকার ভয়ানক অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে থাকিলেন। মহাযশস্বী কর্ণ মত্ত হস্তী সদৃশ গমনশীল ভীমসেনের শস্ত্র-বৃষ্টি অস্ত্র মায়া প্রভাবে সংহার করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর সুতপুত্র ধনুর্ব্বিদ্যায় যথোচিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি সমরে আচার্য্যের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোপন-স্বভাব রাধানন্দন ভীমসেনকে সংরম্ভ সহকারে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া যেন হাসিতে হাসিতে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিলেন। সেই রণাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে সমর প্রবৃত্ত সৈনিকগণের সমক্ষে কর্ণের সেই প্রকার অবজ্ঞা, কুন্তীতনয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। বলীয়ান্ ভীম ক্রোধাকুল হইয়া, যেমন তোত্র দ্বারা মহাগজকে নিপীড়িত করে, সেই প্রকার বৎসদন্ত অস্ত্র দ্বারা কর্ণের হৃদয় দেশ বিদ্ধ করিলেন এবং তৎ পরেই শাণিত সুপুঙ্খ-যুক্ত এক বিংশতি শর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ণের বিচিত্র বর্ম্ম বিদারণ করিলেন। কর্ণও পাঁচ পাঁচ বাণে ভীমসেনের সুবর্ণজাল-বিভূষিত বায়ু-তুল্য বেগশীল অশ্ব সকলকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর কর্ণ-প্রেরিত শস্ত্রজালে ভীমসেনের রথ নিমেষার্দ্ধ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া কেবল বাণময় বোধ হইতে লাগিল। কর্ণ-ধনুর্নির্ম্মুক্ত শর নিকরে ভীমসেনের সারথি ধ্বজ ও রথ এবং তিনি নিজেও সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। সুতপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া চতুঃষষ্টি সায়কে ভীমসেনের সুদৃঢ় বর্ম্ম ভেদ করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহাকেও মর্ম্মভেদি নারাচ নিচয়ে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর বৃকোদর কর্ণের কার্ম্মুক বিনিঃসৃত মহাবেগবান্ বাণ সকল গণ্য না করিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহার সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন। মহারাজ! বৃকোদর কর্ণ-শরাসন-প্রমুক্ত আশীবিষাকার শর সমূহ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও কিছু মাত্র ব্যথিত হইলেন না; তিনি বিক্রম সহকারে প্রখর শাণিত দ্বাত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণও অবলীলা ক্রমে সিন্ধুরাজ-বধৈষী মহাবাহু ভীমসেনকে শরজালে অতিশয় সমাকীর্ণ করিলেন। পরন্তু রাধা-নন্দন মৃদু-পূর্ব্বক এবং ভীমসেন পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণ করিয়া ক্রোধ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শত্রু বিজয়ী ভীমসেন তাঁহার সেই অবজ্ঞা সহ্য করিলেন না; তিনি কুপিত ও সত্বর হইয়া তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে থাকিলেন। সেই সকল ভয়ানক শর ভীম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া শব্দায়মান পক্ষীর ন্যায় রণাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই সুবর্ণপুঙ্খ-বিশিষ্ট বাণ সকল ভীমের ধনুক হইতে বিচ্যুত হইয়া, যেমন ব্যাঘ্র ক্ষুদ্র পশুর প্রতি বেগে আপতিত হয়, তদ্রূপ কর্ণের প্রতি পতিত হইতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণ সমরে চতুর্দ্দিকে শস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীষণ বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃকোদরও সমর-শোভী কর্ণের বজ্র-তুল্য শর সকল নিকটস্থ না হইতে হইতেই বহুল

ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরন্তু সূর্য্য-তনয় কর্ণ সমরে পুনর্ব্বার মহারথী ভীমকে শর-বৃষ্টি দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিলেন। হে ভারত! তৎকালে ভীম কর্ণের শর নিকরে সমাচিত হইলে, তাঁহার অঙ্গ যেন কণ্টক-সমাবৃত শল্লকীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই মহাবীর সংগ্রামে কর্ণ-চাপ-বিমুক্ত শিলা-ধৌত স্বর্ণপুঙ্খ-সমন্বিত শর সমূহে বিদ্ধ হইয়া, দিবাকরের রশ্মি-ব্যূহ ধারণের ন্যায় শোভমান হইলেন, এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রুধির ক্ষরণ হওয়ায়, বসন্ত সময়ে প্রভূত কুসুম-পরি-শোভিত অশোক তরুর ন্যায়, শোভা পাইতে লাগি-লেন। পরন্তু মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন সমরে সূতপুত্রের তাদৃশ কার্য্য সহ্য করিলেন না; তিনি ক্রোধে দুই চক্ষু উদ্বৃত্ত করিয়া, যেমন প্রখর বিষযুক্ত সর্প সকল শ্বেত গিরিকে দংশন দ্বারা পীড়িত করে, সেই প্রকার পঞ্চ বিংশতি নারাচ দ্বারা কর্ণকে নিপীড়িত করি-লেন। প্রতাপান্বিত অমর সদৃশ বিক্রমশালী ভীম-সেন সেই মহাসংগ্রামে চতুর্দ্দশ সায়ক দ্বারা সূত-পুত্রের মর্ম্মস্থল সকল বিদ্ধ করিলেন। তৎ পরেই সত্বর হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে অপর এক বাণে কর্ণের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং বহুল শর নিকরে তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে নিপাতিত করিয়া সূর্য্য-রশ্মি সদৃশ নারাচ নিচয়ে তাঁহার বক্ষঃ-স্থল বিদ্ধ করিলেন। যেমন প্রভাকর রশ্মি মেঘ-জাল ভেদ করিয়া ভূমণ্ডলে প্রবেশ করে, সেই প্রকার ভীম নিক্ষিপ্ত নারাচ সকল কর্ণকে ভেদ করিয়া অবনীতলে প্রবেশ করিল। মহারাজ! অধি-রথ-নন্দন তাদৃশ পৌরুষাভিমানী হইয়াও ভীমের শরে ধনুক ছেদিত এবং নিজেও নিপীড়িত হওয়ায়, অপর রথ আশ্রয় করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কর্ণ পরাজয়ে ঊনত্রিংশদধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৯॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যাঁহার দ্বারা আমার পুত্রদিগের মহতী জয়াশা ছিল, দুর্য্যোধন এক্ষণে সেই সূত-তনয়কে ভীমের নিকট সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া কি বলিল? তাহার পর বলশ্লাঘী মহাবল-শালী ভীমসেন কি রূপ যুদ্ধ করিল এবং কর্ণই বা সেই সমরে প্রদীপ্ত হুতাশন সদৃশ ভীমকে দেখিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ পুনরায় যথা-বিধানে সুসজ্জিত অপর এক রথে আরোহণ করিয়া বায়ু-বেগে উদ্ধূত সাগরের ন্যায় ভীমের সম্মুখে আ-গমন করিলেন। আপনার পুত্রেরা অধিরথ-কুমার-কে ক্রোধিত দেখিয়া ভীমকে যেন যমদংষ্ট্রান্তর্গত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। হে মনুজেশ্বর! রাধা-নন্দন ভয়ানক ধনুষ্টঙ্কার ও তল শব্দ করিতে করিতে ভীমসেনের রথের নিকট উপনীত হইলে, পুনরায় তাঁহাদিরের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপ-স্থিত হইল। তাঁহারা উভয়েই ক্রোধে রক্ত-নেত্র হইয়া কুপিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করত যেন দৃষ্টিপাতে পরস্পর পরস্পরকে দাহন করিবেন বলিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দুই শত্রু-দমনকারী সমরে উভয়কে উভয়ে প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত বিক্ষত করিলেন; তাঁহারা বেগ-গমনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় এবং ক্রোধে ব্যাঘ্র ও শরভ সদৃশ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে শত্রুসূদন মহারাজ! ভীম অক্ষক্রীড়া, বনবাস ও বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস জনিত যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, এবং আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের যে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্য অপহৃত হয়, এবং আপনি পুত্রগণের সহিত যে তাঁহাদিগকে নিরন্তর নানা প্রকার ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, বিশেষত আপনি নিরপরাধা কুন্তীকে যে পুত্রগণের সহিত দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করি-য়াছিলেন, এবং সভাতে আপনকার দুরাত্ম পুত্রগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণার বহু প্রকার অবজ্ঞা ও দুঃশাসন কৃত কেশ-কলাপ গ্রহণ, এবং কর্ণ যে "পাঞ্চালি! তো-

আর পতিরা জীবিত নাই, যণ্ড তিল তুল্য পৃথা-পুত্র গণ সকলেই নরকে পতিত হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে অপর কাহাকে পতি ইচ্ছা কর।” এই মত পরুষ উক্তি সকল কহিয়াছিলেন, এবং আপনকার পুত্রগণ কৃষ্ণাকে দাসীভাবে ভোগ করিবার ইচ্ছায় আপনার সাক্ষাতে যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন; অপিচ পাণ্ডবেরা যৎ কালে কৃষ্ণাজিন-পরিধায়ী হইয়া অরণ্যে প্রব্রাজিত হন, তৎ কালে কর্ণ আপনকার সমক্ষেই সভাতে যে সকল কটূক্তি করিয়াছিলেন; এবং আপনার পুত্র পদস্থ থাকিয়া যে অজ্ঞানতা বশত সেই পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়া গর্ব্ব-ভরে নৃত্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা আপনাদিগের দ্বারা বাল্যকালাবধি অপরাপর নানা প্রকার যে সকল দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মাত্মা ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম সেই সমস্ত ক্লেশ চিন্তা করিয়া জীবনে নিরপেক্ষ হওত দুরাসদ স্বর্ণপৃষ্ঠ মহাকার্ম্মুক বিস্ফারণ-পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তিনি সূতপুত্রের রথের প্রতি এমনি শস্ত্র বর্ষণ করিলেন যে, তাঁহার সেই শিলা শাণিত জ্যোতিষ্মান্ সায়ক-জালে সমাচ্ছাদিত হইয়া প্রভাকর হত-প্রভ হইয়া পড়িলেন। মহারাজ! মহাবাহু অধিরথ-নন্দন কর্ণ বলশালী পুরুষদিগের মধ্যে মহাবলবান্, বিক্রমে অতিশয় বেগবান্ এবং রথীদিগের মধ্যে মহারথী, তিনি ভীম নিক্ষিপ্ত সেই সকল শরজাল সত্বর শিলা শাণিত শর সমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন; এবং ভীমকেও নয়টি নিশিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর সূতপুত্রের পত্রবিশিষ্ট শর নিকরে নিবারিত হইয়া তোত্র দ্বারা তাড়িত মাতঙ্গের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে তাঁহার প্রতি অভিধাবিত হইলেন। কর্ণ পাণ্ডুনন্দন ভীমকে অতিশয় বেগে আপতিত হইতে দেখিয়া, যেমন এক মত্ত হস্তী অপর মত্ত হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তদনন্তর সৈন্য সকল হর্ষ সহকারে শত ভেরী শব্দ সদৃশ শব্দবান্ শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া উদ্ধূত সাগরের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। ভীম সেই হস্তী অশ্ব পদাতি-সঙ্কুল সৈন্যকে হর্ষভরে উদ্ধূত দেখিয়া কর্ণকে বাণজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। কর্ণ বৃকোদরকে শর নিকরে সমাবৃত করত ভীমের ভল্লূক সবর্ণ অশ্বগণের সহিত আপনার হংস বর্ণ অশ্বগণকে মিলিত করিয়া দিলেন। মহারাজ! সেই হংস বর্ণ অশ্বগণের সহিত মারুত তুল্য বেগশীল ভল্লূক সবর্ণ অশ্বগণের মিলন দেখিয়া, আপনকার পুত্রগণের সৈনিক সকলের হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পরন্তু সেই বায়ু সদৃশ বেগবান্ সিত ও অসিত বর্ণ অশ্বগণ পরস্পর মিলিত হওয়ায়, যেমন আকাশে বলাহক-শ্রেণী শোভা পায়, তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ! ক্রোধারুণ-নেত্র কর্ণ ও বৃকোদরকে অতিশয় সংরব্ধ দেখিয়া, আপনকার পক্ষের মহারথীরাও ত্রাসে কম্পিত হইলেন। পরন্তু তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ যমরাষ্ট্র তুল্য ভয়ানক এবং শ্মশান ভূমি সদৃশ দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। তৎ কালে মহারথীগণ সমাজের ন্যায় সেই আশ্চর্য্য যুদ্ধ দর্শন করিয়া উভয়ের মধ্যে সমরে কাহার জয় হইবে, তাহা স্পষ্ট রূপে নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। হে লোকনাথ! সেই মহারথীরা, কেবল আপনকার ও আপনকার পুত্রদিগের দুর্ম্মন্ত্রণা-সংঘটিত, সেই দুই মহাস্ত্রবেত্তার সন্নিহিত সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেন। সেই দুই অদ্ভুত বিক্রমশালী শত্রুহন্তা কর্ণ ও ভীম পরস্পর পরস্পরকে নিশিত শর নিকরে সমাচ্ছাদিত করত গগণমণ্ডল শরজালাবৃত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা উভয়েই মহারথী, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের হননেচ্ছায় তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিতে থাকিলে, বর্ষণশীল দুই মেঘের ন্যায় সুদর্শনীয় হইলেন। হে প্রভো! সেই শত্রুদমনকারী দুই বীর, উল্কাপাতের ন্যায় সুবর্ণ-বিকৃত বাণজাল বিমোচন করিয়া ব্যোমতল জ্যোতির্ম্ময় করিয়া

ফেলিলেন। তাঁহাদিগের নির্ম্মুক্ত গৃধ্রপত্রযুক্ত শর-জাল, যেমন শরৎ কালে মত্ত সারস-শ্রেণী আকাশ-মণ্ডলে প্রকাশ পায়, সেই রূপ প্রকাশ পাইতে থাকিল। মহারাজ! কৃষ্ণার্জ্জুন অরিন্দম ভীমকে অধিরথ-তনয়ের সহিত সমরে সমাসক্ত দেখিয়া, তাঁহারে অতি ভারাক্রান্ত মনে করিলেন। পরন্তু অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যগণ সূতপুত্র ও ভীমের নির্ম্মুক্ত শর নিকরে দৃঢ়তর আহত হইয়া শরপাত-স্থল অতিক্রমণ-পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। কতক গুলি সৈন্য সেই সকল হস্ত্যাদির পতনাভিঘাতে পাতিত এবং অপর কতক গুলি অন্যান্য বিবিধ প্রকারে বিনষ্ট হওয়ায় আপনকার পুত্রদিগের মহান্ জনক্ষয় উপস্থিত হইল। এমন কি মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর মৃতদেহে পৃথিবী মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সমাবৃত হইল।

ভীম কর্ণ যুদ্ধে ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ভীমের পরাক্রম আমি অতি আশ্চর্য্য মনে করিতেছি, কারণ সে লঘু-বিক্রমশালী কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিল। শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ কর্ণ সমরে উদ্যত যক্ষ, অসুর ও মনুষ্য সমবেত সমস্ত অমরগণকেও নিবারিত করিতে পারেন; অতএব তিনি কি নিমিত্তে যুদ্ধে শ্রীপ্রদীপ্ত পাণ্ডু-পুত্রের নিকট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না? বৎস। আমি এই প্রাণ-পণ-বিষয়ক যুদ্ধ-ক্রীড়াতে জয় বা পরাজয় তাঁহাদের উভয়েরই আয়ত্ত মনে করিতেছি। যাহা হউক পুনরায় তাহাদিগের কি রূপ যুদ্ধ হইল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে সূত। আমার পুত্র সুযোধন কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়াই সমরে গোবিন্দ ও সাত্যকির সহিত কুন্তী-পুত্র-দিগকে পরাজয় করিতে উৎসাহ করিয়া থাকিত; কিন্তু ভয়ানক-কর্ম্মকারী ভীমের নিকট সেই কর্ণের বারংবার পরাজয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি যেন মোহিত হইতেছি, এবং আমার পুত্রের দুর্নীতি-নিবন্ধন সমস্ত কৌরবগণকেই নিহত মনে করিতেছি, কারণ কর্ণ কখনই সমরে মহাধনুর্দ্ধর পৃথা-তনয়গণকে পরাজিত করিতে পারিবেন না; কর্ণ পাণ্ডবগণের সহিত যত বার যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা ততবারই সমরাঙ্গণে তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছে। বৎস! মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক্, পাণ্ডবেরা সুরপতি সমবেত সুরগণেরও অজেয়; কিন্তু আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে নাই। যেমন মধু অভিলাষী নির্ব্বোধ মনুষ্য পর্ব্বতারোহী হইয়া আপনার পতিত হইবার বিষয় বোধ করিতে পারে না, সেই রূপ আমার পুত্র পৃথা-পুত্রদিগের সম্পত্তি হরণ করিয়া বুদ্ধি-হীনতা বশতঃ, আপনার মৃত্যু হইবার বিষয় বোধ করিতে পারিতেছে না। সেই ছলপ্রজ্ঞ দুর্য্যোধন শঠতা-পূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডব দিগের রাজ্য হরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত মনে করিয়া অবমাননা করিয়া থাকে; আমিও অকৃতাত্মা, সেই জন্যই পুত্র-স্নেহে অভিভূত হইয়া সেই ধর্ম্মনিরত মহাত্মা পাণ্ডু-পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়াছি। পৃথা-তনয় যুধিষ্ঠির শান্তীচ্ছু হইয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু আমার পুত্রেরা তাঁহাকে অসমর্থ মনে করিয়া নিরাকৃত করিয়াছে। হে সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, মহাবাহু ভীম দুর্য্যো-ধনাদির প্রদত্ত বিবিধ প্রকার ক্লেশ ও তাহাদিগের প্রতারণা সকল মনে করিয়া সূত-পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকিবে; অতএব সেই যোধপ্রধান কর্ণ ও ভীমসেন, পরস্পর পরস্পরের বধৈষী হইয়া যে প্রকার সংগ্রাম করিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ভীমসেন ও কর্ণের পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী অরণ্যস্থ কুঞ্জরযুগলের ন্যায় যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। কর্ণ প্রথমত কুপিত হইয়া বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক শত্রুসূদন ক্রোধান্বিত পরাক্রমশালী ভীমসেনকে

ত্রিংশৎ বাণে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ অতিবেগবান্ ও সুবর্ণ-চিত্রিত, এবং সেই সকল বাণের অগ্রভাগ নির্ম্মল ছিল। পরন্তু ভীমসেন কর্ণের শর-নিক্ষেপ সময়েই তিন বাণে তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং এক ভল্লে তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর মহাবলশালী রাধা-নন্দন ভীমসেনের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া বল-পূর্ব্বক সুবর্ণ ও বৈদূর্য্য-বিচিত্রিত-দণ্ড-সংযুক্ত এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই দ্বিতীয় কাল-তুল্য জীবনান্তকর মহাশক্তি গ্রহণানন্তর উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক সন্ধান করিয়া ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! বলবান্ সুতপুত্র কর্ণ ইন্দ্র-বজ্র-তুল্য সেই শক্তি পরিত্যাগ করিয়া অতিমহৎ সিংহনাদ করিলেন; আপনকার পুত্রেরা সকলেই সেই সিংহনাদ শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইলেন। ভীমসেন কর্ণের ভুজ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্য ও অগ্নি-তুল্য প্রভা-সমন্বিত সেই শক্তি সাত বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তিনি তৎকালে সেই নির্ম্মোক-শূন্য ভুজঙ্গ-তুল্য শক্তি ছেদন করিয়া যেন সুত-পুত্রের প্রাণ হরণ করিবেন বলিয়াই সংরম্ভ-সহকারে সুবর্ণ-চিত্রিত পুঙ্খ-বিশিষ্ট ময়ূর-পক্ষ-সমন্বিত শিলা শাণিত কাল-দণ্ড-সদৃশ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাতেজস্বী কর্ণও স্বর্ণপৃষ্ঠ-শোভিত অপর এক দুরাসদ ধনুক গ্রহণ করিয়া বিকর্ষণ-পূর্ব্বক বহুল বাণজাল বিমোচন করিতে থাকিলেন। পাণ্ডু-নন্দন সেই কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ-বিকৃত শর সকল হেম-বিরচিত সন্নতপর্ব্ব নয় বাণে ছেদন করিলেন। মহারাজ! তিনি বসুষেণ-বিনির্ম্মুক্ত মহৎ শর সকল ছেদন করিয়া সিংহের ন্যায় শব্দ করিতে থাকিলেন। যেমন ঋতুমতী গবীর নিমিত্তে দুই বৃষভ এবং আমিষ নিমিত্ত দুই শার্দ্দূল গর্জ্জন করে, সেই রূপ তাঁহারা উভয়েই গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যেমন গোষ্ঠ মধ্যে দুই বৃষভ পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহারাভিলাষী হইয়া নিরীক্ষণ করিতে থাকে, সেই রূপ উভয়ে উভয়ের ছিদ্রান্বেষী ও পরস্পর প্রতি প্রহারেচ্ছু হইয়া নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেন। অপিচ যেমন দুই মহা হস্তী পরস্পর পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা হনন করে, তাঁহারাও সেই রূপ পরস্পর আকর্ণপূর্ণ শরজাল বিমোচনে উভয়ে উভয়কে হনন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তাঁহারা পরস্পর ছিদ্রানুসন্ধায়ী হইয়া কোপে দুই চক্ষু বিবৃত করিয়া যেন উভয়ে উভয়কে শরাগ্নি বৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ করিতে থাকিলেন; তৎকালে তাঁহারা কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখন ভর্ৎসন এবং বারংবার শঙ্খ ধ্বনি করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভীমসেন পুনরপি সুত-পুত্রের ধনুকের মুষ্টি প্রদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎ পরেই তাঁহার শঙ্খ সবর্ণ অশ্ব সকলকে শর-নিকরে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে সেই প্রকার আপদগ্রস্ত দেখিয়া ক্রোধে কম্পান্বিত হইয়া দুর্জ্জয়ের প্রতি আদেশ করিলেন, দুর্জ্জয়! শীঘ্র গমন কর, ঐ সম্মুখে পাণ্ডু-পুত্র, কর্ণকে কবলিত করিবার উপক্রম করিয়াছে, অতএব তুমি উহাঁর সহায় হইয়া ঐ অজাত-শ্মশ্রু ভীমকে শীঘ্র বিনাশ কর। আপনার পুত্র দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠের আদেশ ক্রমে যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার কথা স্বীকার-পূর্ব্বক শরজাল বিকীরণ করিতে করিতে কর্ণ সহ যুদ্ধ সমাসক্ত ভীমসেনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তিনি দশ বাণে ভীমকে, আট বাণে তাঁহার অশ্ব সকল, ছয় বাণে তাঁহার সারথি ও তিন বাণে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর ভীমসেন ক্রোধিত হইয়া শীঘ্র-গামী শর সমূহ দ্বারা অশ্ব ও সারথির সহিত দুর্জ্জয়ের মর্ম্ম স্থান ভেদ করিয়া তাঁহাকে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। কর্ণ সুন্দর, অলঙ্কার পরিশোভিত আপনকার পুত্র দুর্জ্জয়কে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও চেষ্টমান উরগের ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া শোকার্ত্ত

চিত্তে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরন্তু ভীমসেন কর্ণকে রথ-বিহীন করিয়া তাঁহার আচরিত আত্যন্তিক শত্রুতা সকল স্মরণ করত, যেমন লৌহ কীলক সকল দ্বারা কোন লৌহ-ময় পদার্থকে বিদ্ধ করে, সেই প্রকার শর সমুহ দ্বারা তাঁহারে সমাচিত করিতে লাগিলেন। হে শত্রু-তাপন মহারাজ! অতিরথী কর্ণ সমরে বাণজালে তাদৃশ ভিদ্যমান হইয়াও সেই ক্রোধ-মুর্ত্তি ভীমকে পরিত্যাগ করিলেন না।

ভীম কর্ণ যুদ্ধে একত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! কর্ণ ভীম-কর্তৃক রথ-হীন ও পরাজিত হইয়া পুনরায় অপর এক রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তৎ ক্ষণাৎ তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন এক মহাগজ অপর গজকে প্রাপ্ত হইয়া দন্তাগ্র দ্বারা পরস্পর প্রহার করে, সেই রূপ তাঁহারা উভয়েই পরস্পর পূর্ণায়ত শর সমুহ বিমোচন করিয়া প্রহার করিতে থাকি-লেন। অনন্তর কর্ণ শর-নিকরে ভীমকে নিপীড়িত করিয়া অতিশয় সিংহনাদ সহকারে পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেনও তাঁহার হৃদয়-দেশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সন্নতপর্ব্ব বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু কর্ণ নয় বাণে ভীমের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সুশাণিত এক শর দ্বারা তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর ভীম-সেন, যেমন তোত্রাঘাতে হস্তীকে এবং কশাঘাতে অশ্বকে নিপীড়িত করে, সেই রূপ ত্রিষষ্টি সায়কে কর্ণকে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর কর্ণ যশস্বী পাণ্ডুপুত্রের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ ও কোপে আরক্ত-চক্ষু হইয়া সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে, যেমন দেবরাজ বলাসুরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছি-লেন, সেই রূপ সর্ব্ব শরীর-বিদারণ-ক্ষম এক শর গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কর্ণ-শরাসন-নির্ম্মুক্ত চিত্রিত-পুঙ্খ-বিশিষ্ট সেই শর ভীমসেনের শরীর ভেদ করিয়া পৃথিবী মধ্যে প্রবেশ করিল। তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন কোপে লো-হিত-লোচন হইয়া চতুর্হস্ত পরিমিত সর্ব্ব লৌহময় ছয়টি শিরা-যুক্ত স্বর্ণাঙ্গদ-বিভুষিত এক গুরুতর গদা গ্রহণ করিয়া কোন বিচার না করিয়াই সুত-পুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। যেমন সুরপতি ক্রোধিত হইয়া বজ্র-দ্বারা অসুর-কুল নির্ম্মুল করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তিনি সুত-পুত্রের, রথ-বহন-নিপুণ উত্তম অশ্ব সকল গদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; তদনন্তর দুই ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা রাধা-নন্দনের রথ-ধ্বজ ছেদন করিয়া বহুল শরজালে তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। কর্ণ ধ্বজ, অশ্ব ও সারথি-বিহীন রথ পরিত্যাগ করিয়া ধনুর্বিস্ফারণ-পূর্ব্বক দুর্ম্মনায়মান হইয়া ভূমিতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহারাজ! সে স্থলে আমরা তাঁহার এক আশ্চর্য্য পরাক্রম দর্শন করিলাম যে, সেই রথি-প্রবর রথ-হীন হইয়াও শত্রু ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন রথি-শ্রেষ্ঠ কর্ণকে সমরে রথ-বিহীন দেখিয়া ভ্রাতা দুর্ম্মুখকে বলিলেন, দুর্ম্মুখ! ঐ দেখ, মহারথী কর্ণ ভীম কর্তৃক রথ-ভ্রষ্ট হই-য়াছেন, অতএব তুমি ঐ নরশ্রেষ্ঠকে সত্বর রথস্থ কর। দুর্ম্মুখ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরা সহকারে রথ লইয়া কর্ণের নিকট উপস্থিত করি-লেন, এবং ভীমসেনকেও শর-নিকরে নিবারণ করি-তে লাগিলেন। বায়ু-নন্দন ভীম সংগ্রামে দুর্ম্মুখকে কর্ণের অনুগামী হইতে দেখিয়া, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে শরজালে কর্ণকে নিবারণ করিয়া রথ লইয়া দুর্ম্মুখের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণাগ্র সন্নতপর্ব্ব নয় বাণে তাঁহারে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মুখ নিহত হইলে কর্ণ তাঁহার সেই রথে সমারূঢ় হইয়া প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

কিন্তু তিনি ভীম-শরে ভিন্ন-মর্ম্ম ও শোণিতসিক্ত-কলেবর দুর্ম্মুখকে ভূতলে শয়ান দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর বীর কর্ণ সেই গতাসু দুর্ম্মুখের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন; তৎ কালে তিনি কাহারো প্রতি কিছুই উক্তি করিলেন না, কেবলমাত্র দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভীমসেন সেই অবসর পাইয়া গৃধ্রপত্র-সমন্বিত চতুর্দ্দশ নারাচ সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই শোণিতপায়ী অতীব সারবান্ সুবর্ণ-পুঙ্খ হেম-চিত্রিত নারাচ সকল সূত-পুত্রের কবচ ভেদ ও রুধির পান-পূর্ব্বক দশ দিক্ আলোকময় করত পৃথিবীতলে প্রবিষ্ট হইয়া, কাল প্রেরিত গমনশীল বিল মধ্যে অর্দ্ধকায়-প্রবিষ্ট ক্রোধোদ্ধত মহাভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাধা-নন্দন কর্ণও জাম্বুনদ-বিভুষিত অতি ভীষণ চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা অবিচারিত-চিত্তে ভীম-সেনকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সেই সকল ভয়ানক নারাচ, যেমন পক্ষিগণ কুঞ্জ-মধ্যে প্রবেশ করে, সেই প্রকার ভীমসেনের বাম হস্ত ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। মহারাজ! যেমন দিনকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে তাঁহার রশ্মি সকল দীপ্তি পাইয়া থাকে, কর্ণের নিক্ষিপ্ত নারাচ-নিচয়, বসুন্ধরা প্রবেশ কালে সেই প্রকার দীপ্তি পাইতে লাগিল। যেমন পর্ব্বত হইতে জলরাশি নিঃসৃত হয়, সমরে কর্ণের মর্ম্মভেদী নারাচ-নির্ভিন্ন ভীমসেনের শরীর হইতে সেই রূপ অতিমাত্র রুধির স্রাব হইতে লাগিল। তখন তিনি কুপিত হইয়া গরুড় তুল্য বেগবান্ তিন বাণে কর্ণকে এবং সাত বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! মহাযশা কর্ণ ভীমসেনের শরে সমাহত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, এবং সংগ্রাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শীঘ্র-গামী অশ্ব দ্বারা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরন্তু অতিরথ ভীমসেন হেম-পরিষ্কৃত ধনুক বিস্ফারণ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কর্ণাপযানে দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন অধিরথ-নন্দন কর্ণও ভীমকে সমরে পরাজিত করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত স্বয়ংই পর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন পুরুষকারে ধিক্! উহা অকিঞ্চিৎকর মাত্র; দৈবই আমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ। দুর্য্যোধনের মুখে আমি, বারংবার এই কথা শুনিয়াছি যে, "কর্ণ একাকীই সমরে গোবিন্দের সহিত পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে উৎসাহ করিতে পারেন, আমি এই পৃথিবীতে কর্ণের তুল্য যোদ্ধা কাহাকেই দেখি না।" সেই মূঢ় পূর্ব্বে আমারে আরও বলিয়াছিল যে, "কর্ণ দৃঢ়ধন্বা, জিতক্লম, শৌর্য্যসম্পন্ন ও বল-বান্; অতএব হে রাজন্! সমরে কর্ণ আমার সহায় থাকিলে, হীনসত্ত্ব হতচেতা পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও আমারে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন।" এক্ষণে সে, কর্ণকে সমরে পরাজিত ও নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় তথা হইতে অপক্রান্ত দেখিয়া কি বলিল? হায়! অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ শল্য, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ, ইহাঁরা সকলে মিলিত হইয়াও সংগ্রামে যাহার অগ্রে অবস্থান করিতে পারেন না, সেই জ্বলদগ্নি স্বরূপ ভীমের নিকটে পতঙ্গ রূপ একাকী দুর্ম্মুখকে দুর্য্যোধন মোহ প্রযুক্তই প্রেরণ করিয়াছিল! অপিচ অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথীরাও বায়ু তুল্য তেজস্বী ভীমসেনের বল, ক্রোধ ও পরা-ক্রম বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন। তাঁহারা তাহার সেই নিষ্ঠুর স্বভাব ও অযুত হস্তী তুল্য অতি ভীষণ বলের বিষয় এবং তাহাকে ক্রূরকর্ম্মা ও সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় জানিয়াও কি নিমিত্তে সমরে কুপিত করিবেন? যদিচ মহাবাহু কর্ণ স্বীয় বল আশ্রয় করিয়া অনাদর-পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত

যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু পুরন্দর যেমন অসুর-দিগকে জয় করিয়াছিলেন, ভীম সেইরূপে তাঁহারে পরাজিত করিয়াছে। কোন ব্যক্তি এমন নাই যে সমরে ভীমকে পরাজিত করিতে পারে! বিশেষত সে যখন অর্জ্জুনের অন্বেষণাভিলাষে দ্রোণকে প্রমথিত করিয়া আমার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া আর কোন্ ব্যক্তি তাহারে উত্ত্যক্ত করিতে পারে? সঞ্জয়! যেমন দানবগণ উদ্যত বজ্র-হস্ত দেবরাজের অগ্রে অবস্থান করিতে উৎসাহ করে না, তেমনি উদ্যত গদাপাণি ভীমসেনের সম্মুখে কোন ব্যক্তিই অবস্থান করিতে সাহস করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি বরং প্রেতপতির নিবাস হইতেও কদাচিৎ প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু সমরে ভীমের নিকট হইতে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। যে সকল অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি অজ্ঞানতা বশত সংগ্রামে ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখবর্ত্তী হয়, তাহারা, পতঙ্গদিগের অগ্নি প্রবেশের ন্যায়, ভীম রূপ বহ্নিতে প্রবেশ করে। পূর্ব্বে, উদ্ধত ও কঠোর স্বভাব ভীমসেন দ্যূতক্রীড়া-সভাতে আমার পুত্রদিগের বধ বিষয়ে কৌরবগণের সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; সেই বিষয় চিন্তা করিয়া এবং কর্ণকে ভীমের নিকট পরাজিত অবলোকন করিয়া দুঃশাসন নিশ্চয়ই ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে হতোৎসাহ হইয়াছে। আর দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন পূর্ব্বে বারংবার বলিয়াছিল যে, আমি, কর্ণ ও দুঃশাসন এই তিন জনে মিলিত হইয়া সমরে পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব; কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে যুদ্ধে রথভ্রষ্ট ও পরাজিত দেখিয়া কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান নিমিত্ত অবশ্যই সন্তাপ করিতেছে, সন্দেহ নাই। আমার পুত্র বদ্ধ-সন্নাহ ভ্রাতৃগণকে ভীমের হস্তে নিহত দেখিয়া নিশ্চয়ই আপনার অপরাধ বিষয়ে অতিশয় সন্তাপ করিতেছে! কোন্ ব্যক্তির জীবিতাশা নাই যে, সংগ্রামে সাক্ষাৎ কালের ন্যায় অবস্থিত ভীষণ আয়ুধধারী কুপিত শত্রু ভীমসেনের নিকট গমন করিবে? আমার বিবেচনায় কেহ বড়বাগ্নির মধ্যগত হইয়াও কদাচিৎ পরিত্রাণ পাইতে পারে; কিন্তু সংগ্রামে ভীমের নিকট হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইতে সমর্থ হয় না; কেবল ভীম কেন, যুদ্ধে সংরব্ধ হইলে না পৃথার অন্য পুত্রগণ, না পাঞ্চালগণ, না কেশব, না সাত্যকি, ইহাঁরা কেহই জীবন রক্ষার নিমিত্তে অপেক্ষা করেন না; অতএব হে সূত! নিশ্চয়ই আমার পুত্রদিগের জীবন সংকটে পতিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ! এই ক্ষণে উপস্থিত মহাভয়ে আপনি শোক করিতেছেন, কিন্তু নিঃসংশয়ই সমস্ত বিনাশের মূলীভূতই আপনি; কেন না তৎ কালে আপনি পুত্রদিগের মতাবলম্বী হইয়া, যেমন আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তি ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করে না, সেই রূপ হিতৈষী বন্ধুগণ বারংবার বলাতেও আপনি কাহারও কথা গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং এই মহৎ শত্রুতার উৎপাদন করিয়াছেন। মহারাজ! আপনি স্বয়ংই কালকূট পান করিয়াছেন, উহা অনায়াসে জীর্ণ হইবার নহে; সুতরাং এক্ষণে উহার সমগ্র ফল আপনিই ভোগ করুন। আর যোধবর্গ যথা শক্তি যুদ্ধ করিলেও আপনি তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার পুত্র মহাধনুর্দ্ধর দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, দুর্দ্ধর ও জয় কর্ণকে ভীমের নিকট পরাজিত দেখিয়া সহ্য করিলেন না; প্রত্যুত তাঁহারা পঞ্চ সহোদরে অপূর্ব্ব সন্নাহ-যুক্ত হইয়া শত্রু ভীমসেনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তাঁহারা মহাবাহু ভীমকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া শলভ সমূহের ন্যায় শরজালে দিক্ সকল সমাবৃত করিলেন। ভীমসেন সেই সকল দেব-তুল্য কুমারগণকে সহসা যুদ্ধে আগমন করিতে দেখিয়া যেন হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন। রাধা-নন্দন কর্ণ আপন-

কার পুত্রদিগকে মহাবলবান্ ভীমসেনের পুরোবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পরন্তু ভীমসেন আপনকার পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিবার্য্যমাণ হইয়াও স্বর্ণপুঙ্খ শিলা শাণিত তীক্ষ্ণ বাণজাল বি-মোচন করিতে করিতে সত্বর কর্ণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অনন্তর সেই কুরুবংশীয় রাজপুত্রগণ কর্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভীমের চতুর্দ্দিকে সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিকীরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভীমসেন আপনকার সেই ভয়ানক কার্ম্মুক-ধারী নরশ্রেষ্ঠ পুত্রগণকে পঞ্চ বিংশতি বাণে অশ্ব ও সারথির সহিত যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। যেমন নানা বর্ণ কুসুম-সমন্বিত মহাবৃক্ষ সকল বায়ু কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, তাঁহারা সেই রূপ ভীমের শরে গতাসু হইয়া সারথির সহিত রথ হইতে নি-পতিত হইলেন। সে স্থলে আমরা ভীমসেনের এই আশ্চর্য্য পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি শর-নিকরে কর্ণকে নিবারিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনকার পুত্রগণকে নিপাতিত করিলেন। সূতপুত্র, ভীম-সেনের নিশিত শরজালে চতুর্দ্দিকে নিবার্য্যমাণ হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং ভীমসেনও সংরম্ভ-ভরে ক্রোধে আরক্ত নেত্র হইয়া সুমহৎ কার্ম্মুক-বিস্ফারণ-পূর্ব্বক বারংবার কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন।

ভীম পরাক্রমে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৩ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ কর্ণ আপন-কার পুত্রগণকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া অতি-মাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জীবনে নিরপেক্ষ হইলেন। বিশেষত তিনি নিজ সমক্ষে আপনকার পুত্রদিগকে সমরে ভীম শরে নিপাতিত দেখিয়া আপনাকে অপরাধী মনে করিলেন। তদনন্তর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। কর্ণ ভীমসেনকে অবজ্ঞা-পূর্ব্বক পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ সপ্ততি বাণে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু ভীমসেন কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণজাল গণ্যাই করিলেন না; প্রত্যুত আনত-পর্ব্ব শত বাণে রাধা-নন্দনকে বিদ্ধ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ পঞ্চ শরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া তৎ পরেই এক ভল্লে তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। তাহাতে কর্ণ বিমনা হইয়া অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণানন্তর শত্রুতাপন ভীমসেনকে শরজালে সমা-চ্ছাদিত করিলেন। পরন্তু ভীমসেন তাঁহার অশ্ব ও সারথিরে নিহত করিয়া পুনঃপুন বৈর-নির্যাতন করণ প্রযুক্ত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং পর ক্ষণেই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু-পুত্র পুনরায় শর-নিকরে কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! সেই সুবর্ণ-পৃষ্ঠ-শোভিত কার্ম্মুক ভীম-শরে নিকৃত্ত হইয়া মহা শব্দ সহকারে ধরণীতলে নিপতিত হইলে, মহারথী কর্ণ রথ হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং ক্রোধে গদা গ্রহণ করিয়া ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন সেই মহতী গদাকে আপতিত হইতে দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে শর সমূহ দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন, এবং তৎ পরেই পরাক্রমশীল পাণ্ডুপুত্র, কর্ণের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া ত্বরা সহকারে সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করি-লেন। কর্ণ ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ বাণ দ্বারাই নিবারিত করিয়া শর-নিকরে তাঁহার কবচ ছেদন করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন; তৎ পরেই সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতে পঞ্চ বিংশতি নারাচে ভীমকে অতিশয় নিপীড়িত করিলেন, তাহা অদ্ভু-তের ন্যায় হইল। তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব নব বাণ কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! যেমন ভুজঙ্গগণ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই তীক্ষ্ণ শর সকল কর্ণের কবচ এবং দক্ষিণ বাহু ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। কর্ণ ভীম-শরাসন-চ্যুত বাণ-

জালে আচ্ছাদ্যমান হইয়া পুনরায় সমরে তাঁহার নিকট পরাঙ্মুখ হইলেন।

রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে ভীমের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থল হইতে পাদচারে পলায়ন করিতে দেখিয়া ভ্রাতৃগণের প্রতি আদেশ করিলেন, "ভ্রাতৃগণ! তোমরা সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হইয়া কর্ণের রক্ষা নিমিত্তে ত্বরান্বিত হও।" অনন্তর চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, চিত্রায়ুধ, চিত্রবর্ম্মা, আপনকার এই কয়েকটি বিচিত্র-যোদ্ধা পুত্র জ্যেষ্ঠের আদেশ ক্রমে বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে সত্বর ভীমসেনের নিকট অভিদ্রুত হইলেন। ভীমসেন আপনকার পুত্রগণকে সত্বর যুদ্ধে সমাগত হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক এক বাণে নিপাতিত করিলেন; তাঁহারা বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহারাজ! কর্ণ আপনকার সেই মহারথী পুত্রদিগকে ভীম-শরে নিহত হইতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদুরের বাক্য সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন, এবং সত্বর অপর একখানি রথ বিধিমতে সুসজ্জিত করিয়া তাহাতে আরোহণ-পূর্ব্বক পুনরায় পরাক্রম সহকারে ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে শিলা-শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ শরজালে ভেদ করিয়া, সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ভিদ্যমান দুই মেঘ খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পাণ্ডু-পুত্র ভীম কুপিত হইয়া শিলা-শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ ষট্‌ত্রিংশৎ বাণে কর্ণের কবচ ভেদ করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু কর্ণও সন্নতপর্ব্ব পঞ্চাশৎ বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। রক্তচন্দন-লিপ্তাঙ্গ সেই দুই বীর শরজালে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে, এক কালীন উদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন। শস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়েরই কবচ ছিন্ন হওয়ায় উভয়েই শোণিতসিক্ত দেহ হইয়া নির্ম্মোক-মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেমন দুই ব্যাঘ্র করাল দন্ত রূপ অস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করে, সেই রূপ শত্রুসূদন নরব্যাঘ্র বীর কর্ণ ও ভীম পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিলেন, এবং বারিধারা বর্ষী মেঘ-যুগলের ন্যায় নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অপিচ যেমন দুই হস্তী দন্ত দ্বারা পরস্পর প্রহার করে, তদ্রূপ তাঁহারাও শর দ্বারা পরস্পর পরস্পরের শরীর নির্ভেদ করিয়া উভয়েই মনোহর রূপে শোভমান হইলেন। সেই দুই রথিসত্তম কখন সিংহনাদ, কখন উল্লম্ফন, কখন বা মণ্ডলাকারে রথ পরিভ্রামিত করিয়া যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সিংহ-সদৃশ বিক্রমশালী নরসিংহ মহাবলবান্ ভীম ও কর্ণ, যেমন দুই বৃষ ঋতুমতী গবীর নিমিত্ত গর্জ্জন করে, তদ্রূপ গর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করত মহাবীর্য্যশালী দেবরাজ শচীপতি ও বিরোচন-পুত্র বলির ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ! অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন কার্ম্মুক আস্ফালন-পূর্ব্বক বিদ্যুদ্দাম-বিরাজিত বারিদ-পটলীর ন্যায় রণাঙ্গনে বিরাজমান হইলেন। তাঁহার রথের নেমি নির্ঘোষ গর্জ্জন-স্বরূপ ও হস্তস্থিত শরাসন সৌদামিনীর স্বরূপ হওয়ায় তিনি যেন মহামেঘের স্বরূপ হইয়া শরধারা রূপ জল বর্ষণ করত কর্ণ রূপ পর্ব্বতকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। হে ভারত! ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই রূপে সহস্র সহস্র শর দ্বারা কর্ণকে সমাকীর্ণ করিতে থাকিলেন। তিনি যে কর্ণকে কঙ্কপত্র-সংযুক্ত সুপুঙ্খ বাণজালে সেই প্রকারে সমাবৃত করিলেন; আপনকার পুত্রেরা তাঁহার তাদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেও সমর্থ হইলেন না। তিনি যশস্বী কেশব, অর্জ্জুন ও সাত্যকির এবং অর্জ্জুনের চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় দুই রাজকুমারকে আনন্দিত করিয়াই যেন সমরে কর্ণকে নিবারিত করিতে

লাগিলেন। মহারাজ! আপনকার পুত্রগণ মহাত্মা ভীমসেনের পরাক্রম, ধৈর্য্য ও বাহুবীর্য্য দর্শন করিয়া সকলেই বিমনায়মান হইলেন।

ভীম যুদ্ধে চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! যেমন এক মত্ত হস্তী অপর বিপক্ষ হস্তীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সহ্য করে না, রাধা-নন্দন কর্ণও সেই রূপ ভীমসেনের জ্যা-নির্ঘোষ ও তল শব্দ শ্রবণ করিয়া সহ্য করিলেন না; যদিচ তিনি তৎ কালে কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্তে সমর স্থল হইতে অপক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভীমের শরে আপনকার পুত্রদিগকে নিপাতিত হইতে দেখিয়া বিমনায়মান ও অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পুনরপি ভীমের নিকট অভিদ্রুত হইলেন। তিনি ক্রোধারুণ-নয়নে মহাসর্পের ন্যায় গর্জ্জন-পূর্ব্বক দিবাকরের কিরণ-জালের ন্যায় শরজাল বিকীরণ করত শোভমান হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বৃকোদর সূর্য্যরশ্মি-সন্নিভ কর্ণ-চাপ-বিমুক্ত শরজালে একবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। যেমন পক্ষিগণ অবস্থানার্থ বৃক্ষস্থ কুলায় মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ কর্ণ-শরাসন-মুক্ত সেই সকল মনোহর ময়ূর-বর্হ-বিরাজিত বাণ ভীমের সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিল, এবং কতকগুলি রুক্মপুঙ্খ বাণ কর্ণের ধনুক হইতে প্রমুক্ত ও ইতস্তত নিপতিত হইয়া শ্রেণীভুত হংসের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ! তৎকালে কর্ণের কার্ম্মুক, রথের ধ্বজ, উপস্কর, ঈষামুখ, যুগ-কাষ্ঠ ও ছত্র, এই সমস্ত স্থল হইতেই বাণ-বিমুক্ত হইতে দৃষ্ট হইতে থাকিল। তিনি ব্যোমচর পক্ষি-গণের ন্যায় গৃধ্রপত্র-সমন্বিত স্বুবর্ণ-বিকৃত বেগবান্ বিচিত্র বাণ সকল বিমোচন করিয়া নভঃস্থল পরি-পূরিত করিয়া ফেলিলেন। বৃকোদর তাঁহাকে সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে অবলোকন করিয়া স্বীয় প্রাণ রক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকে অতি-ক্রম-পূর্ব্বক নিশিত শর-নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন। তিনি কর্ণের অতিশয় বিক্রম দৃষ্ট করিয়া তন্নিক্ষিপ্ত মহৎ শরজালে বিদ্ধ হইয়াও স্ববীর্য্য প্রভাবে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; প্রত্যুত তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর-নিকর নিবারণ করিয়া শিলা-শাণিত বিংশতি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন যেমন কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি-লেন, সেইরূপ তিনিও কর্ণকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। মহারাজ! সমরে ভীমসেনের তাদৃশ বিক্রম দর্শন করিয়া, চারণগণ ও আপনকার পক্ষীয় যোদ্ধাগণ সকলেই প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। ভূরিশ্রবা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, মদ্র-রাজ শল্য, জয়দ্রথ, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, কেশব ও অর্জ্জুন, কুরু পাণ্ডব পক্ষ প্রধান এই দশ জন মহারথ সাধু সাধু বলিয়া অতিবেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই লোমহর্ষকর তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইলে আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন ত্বরা সহকারে রাজা ও রাজ-পুত্রগণের বিশেষত স্বীয় সহোদরগণের প্রতি এই মত আদেশ করিলেন, "হে বীরগণ! তোমাদের মঙ্গল হউক্, তোমরা ভীমের নিকট হইতে কর্ণের রক্ষা নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর। হে মহাধনুর্দ্ধরগণ! যাবৎ কাল ভীমের কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত শর সকল কর্ণকে নিহত করিতে না পারে, তোমরা তাহার পূর্ব্বেই সুতপুত্রের রক্ষা বিষয়ে যত্নশীল হও।" আপনকার সাত পুত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সংরব্ধ হইয়া ভীমসেনের নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। যেমন বর্ষা কালে জলদাবলী পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তাঁহারা তদ্রূপ কুন্তীনন্দন ভীমকে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত করিয়া তাঁহার উপরি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যেমন প্রলয় কালে সপ্ত গ্রহ এক সোম গ্রহকে পীড়িত করিতে থাকে, সেই রূপ আপনকার সেই সপ্ত পুত্র ক্রুদ্ধ

হইয়া ভীমসেনকে পীড়িত করিতে থাকিলেন। অনন্তর ভীমসেন পরিষ্কৃত শরাসন দৃঢ়তর বামমুষ্টি দ্বারা নিপীড়িত করিয়া যখন তাহা আয়ত্ত বোধ করিলেন, তখন তিনি পূর্ব্বের বৈরভাব স্মরণ করিয়া অতিমাত্র কুপিত হইয়া যেন আপনকার পুত্রদিগের দেহ হইতে জীবন নিষ্কাশিত করিবেন বলিয়াই সূর্য্যরশ্মি-সন্নিভ সাতটি বাণ তাহাতে সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত সেই শিলা-শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ শর সকল ভরতবংশীয় রাজকুমারগণকে বিদারণ করিয়া নভোমণ্ডলে সমুৎপতিত হইল। মহারাজ! সেই সকল সুবর্ণ-বিভূষিত বাণ আপনকার পুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষত স্থলের উচ্ছলিত শোণিত পান-পূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া যেন আকাশচারী সুপর্ণগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেমন পর্ব্বত-সানুজাত মহাবৃক্ষ সকল কোন হস্তীকর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া ভূগর্ত্তে নিপতিত হয়, সেই রূপ আপনকার পুত্রগণ ভীমের শরে ভিন্নমর্ম্ম হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন।

মহারাজ! শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্রায়ুধ, চিত্র, দৃঢ়, চিত্রসেন ও বিকর্ণ, আপনকার এই সাত পুত্র তৎ কালে ভীমের হস্তে নিপাতিত হইলেন। শৌর্য্যসম্পন্ন মহাবাহু ভীমসেন রাধানন্দনের সাক্ষাতে আপনকার পুত্রগণকে নিহত করিয়া যেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তত্রত্য যুদ্ধ বিষয়ে আপনার মহৎ বিজয় সংবাদ প্রদান করিবেন বলিয়াই ভয়ানক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ধনুর্দ্ধর ভীমসেনের তাদৃশ সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া প্রীতিমান্ হইলেন; তিনি প্রহৃষ্টান্তঃকরণে নানা প্রকার বাদিত্র নিনাদ দ্বারা ভ্রাতা ভীমসেনের সিংহনাদ প্রতিগ্রহ করিলেন, এবং তাঁহার সিংহনাদ দ্বারা জয়-সূচক সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় হর্ষ-সহকারে সর্ব্ব শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

এ দিকে আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন ক্রমশ আপনকার এক ত্রিংশৎ পুত্রকে ভীম হস্তে নিপাতিত দেখিয়া, বিদুরের বাক্য সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন, "এক্ষণে ক্ষত্তার সেই অমোঘ বাক্য সফল হইল।" তিনি এই রূপ চিন্তা করিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। সেই অল্পচেতা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন দ্যূতক্রীড়া কালে পাঞ্চালীকে সভায় আনয়নপূর্ব্বক কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, এবং কর্ণও "কৃষ্ণে! তোমার পতি পাণ্ডবেরা সকলেই বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অপর কাহাকে পতিত্বে বরণ কর," এই মত পরুষ বাক্য পাণ্ডবগণের সমক্ষেই যাহা কৃষ্ণাকে বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি এবং সভাস্থ সমস্ত কৌরবগণই শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহারই এই ফল উপস্থিত হইয়াছে। অপিচ আপনকার পুত্রগণ তৎ কালে মহাত্মা পাণ্ডবগণকে কুপিত করিয়া ষণ্ড তিল প্রভৃতি যে নানা প্রকার কটূক্তি সকল শ্রবণ করাইয়াছিলেন; তাহাতে ভীমসেন সেই ত্রয়োদশ বর্ষ সঞ্চিত ক্রোধাগ্নি উদ্গার করিয়া আপনকার পুত্রদিগের শেষ করিতেছেন। মহারাজ! পূর্ব্বে বিদুর শান্তি কামনায় আপনার নিকট অনেক বিলাপ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না, সুতরাং তাহারই এই উপস্থিত ফল পুত্রগণের সহিত ভোগ করুন। আর যখন আপনি প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ও সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বদর্শী হইয়াও সুহৃদ্‌দিগের বাক্য শ্রবণ করিলেন না, তখন দৈবই এ স্থলে বলবান্ বলিতে হইবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি শোক করিবেন না, কারণ এই মহান্ ক্ষয় ব্যাপার আপনার দুর্নীতিনিবন্ধনই ঘটিয়াছে; সুতরাং আমার বিবেচনায় আপনিই আপনকার পুত্রদিগের বিনাশের মূল। দেখুন, বীর্য্যবান্ বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রভৃতি আপনকার প্রধান প্রধান মহারথী পুত্রগণ নিহত হইলেন, এবং আপনকার অন্য যে কোন পুত্র ভীমসেনের

দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছেন; যাহা হউক, আপনকার নিমিত্তেই এই ব্যূহিত সৈন্যগণকে ভীম ও কর্ণের নিরন্তর প্রযুক্ত সহস্র সহস্র শরাগ্নিতে দহ্যমান হইতে দেখিলাম।

ভীম যুদ্ধে পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সূত! বোধ হয় আমারই বিশেষ শোকের নিমিত্তে সেই মহান্ অপনয়ের পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার কি রূপ প্রতিকার করিব, তন্নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। যাহা হউক আমি এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম, তুমি আমার দুর্নীতি-সমুৎপন্ন সেই বীর-ক্ষয় ব্যাপার যে রূপে হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবলশালী পরাক্রান্ত ভীম ও কর্ণ উভয়ে সজল-জলদ-যুগলের ন্যায় নিরন্তর বাণবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ভীম-নামাঙ্কিত শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ বাণ সকল যেন কর্ণের প্রাণ হরণ করিবে বলিয়াই তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সেই রূপ কর্ণ-প্রেরিত ময়ূর-বর্হ-বিরাজিত শত শত সহস্র সহস্র বাণ সকল ভীমসেনকে সমাচ্ছাদিত করিল। মহারাজ! তাঁহাদিগের উভয়ের নিক্ষিপ্ত বাণ সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়ায়, সৈন্যগণ সাগরের ন্যায় ক্ষুভিত হইয়া উঠিল; পরন্তু ভীমের ধনুক-নির্ম্মুক্ত ভয়ানক আশীবিষ-তুল্য শরজালে আপনকার পক্ষ ব্যূহমধ্যস্থ সৈন্যও নিহত হইতে থাকিল। মহীতল সেই সকল নিহত ও নিপতিত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য দ্বারা সমাকীর্ণ হওয়াতে, প্রচণ্ড বায়ু-ভগ্ন নিপতিত বনস্পতি সমূহে সমাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল।

তদনন্তর আপনকার পক্ষ যোধগণ ভীমের শরে বধ্যমান হইয়া, "এ কি! এ কি!" বলিতে বলিতে পলায়ন করিতে থাকিল। সিন্ধু, সৌবীর ও কুরু সৈন্য সকল ভীম ও কর্ণের শরবেগে ক্ষয়োন্মুখ হইয়া দূরে উৎসারিত হইয়া পড়িল। বহুলাংশ বীর বিনষ্ট হওয়ায়, কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ বা অন্যান্য প্রকার বাহন-বিহীন হইয়া সমরাঙ্গণে ভীম ও কর্ণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক "নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের নিমিত্তে দেবগণ আমাদিগকে মোহিত করিতেছেন; যেহেতু ভীম ও কর্ণের শরে কেবল আমাদিগের সেনাই নিহত হইতেছে," এই রূপ বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারাজ! আপনকার পক্ষ যোধবর্গ ভয়ার্ত্ত হইয়া ভীম কর্ণের শরপাত স্থল অতিক্রমণ করিয়া কেবল যুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছায় দূরে অবস্থান করিতে থাকিল।

হে ভরত রাজ! সেই সমর স্থলে শূরদিগের হর্ষজননী, ভীরুদিগের ভয়-বর্দ্ধিনী, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য-শোণিত-সমুদ্ভবা ভয়ঙ্করী এক নদী সমুৎপন্না হইল, এবং তৎকালে ভগ্ন রথে ও পতাকা, অনুকর্ষ, চক্র, অক্ষ, কূবর প্রভৃতি ভগ্ন রথোপকরণে, মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বের মৃত দেহে এবং ভীম ও কর্ণের সুবর্ণ-পরিষ্কৃত মহাশব্দায়মান শরাসন হইতে নির্ম্মুক্ত, নির্ম্মোক-বিহীন ভুজঙ্গ-তুল্য সহস্র সহস্র স্বর্ণপুঙ্খ শর, নারাচ, প্রাস, তোমর, খড়্গ, পরশ্বধ, সুবর্ণ-চিত্রিত গদা, মুষল, পট্টিশ, বজ্র-তুল্য নানা প্রকার শক্তি, পরিঘ ও বিচিত্র শতঘ্নী, এই সমস্ত অস্ত্রে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্না হইয়া অভূতপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। অপিচ বীরদিগের অঙ্গ-বিচ্যুত সুবর্ণ-নির্ম্মিত অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মুকুট, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, চূড়ামণি-সমন্বিত উষ্ণিষ, সুবর্ণের যজ্ঞসূত্র, তনুত্র, তলত্র, গ্রীবা-ভূষণ, বস্ত্র, বিধ্বস্ত ছত্র, চামর, ব্যজন এবং নানা প্রকার অস্ত্র-নির্ভিন্ন ইতস্তত নিপতিত মনুষ্যাদির শোণিতাক্ত-কলেবরে পৃথিবী যেন গ্রহগণ-বিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাঁহাদিগের উভয়ের অদ্ভুত অচিন্তনীয়

অলৌকিক কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধ ও চারণগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। মহারাজ! যেমন বায়ুর সহযোগে শুষ্ক-তৃণাদি দাহনোন্মুখ অগ্নি দ্বিগুণিত তেজস্বান্ হয়, সেই রূপ অধিরথ-নন্দন কর্ণ সমরে ভীমকে প্রাপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর তেজস্বী হইয়া উঠিলে, তাঁহাদিগের উভয়ের এমনি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, যে, হস্তি-যুগলের পরস্পর সম্মর্দ্দনে বিমথিত নলবনের ন্যায় কোথাও ধ্বজ সকল খণ্ড খণ্ড, কোথাও রথাদি চূর্ণিত, কোথাও বা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকল বিমর্দ্দিত হওয়ায়, নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনকার পক্ষ সেই সৈন্যগণ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

ভীম কর্ণ যুদ্ধে ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর কর্ণ ভীমসেনকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি বহুল বিচিত্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রের শর নিকরে তাদৃশ বধ্যমান হইয়াও ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত অচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং তিনিও কর্ণকে তৈল-ধৌত ও শাণজল-পায়িত তীক্ষ্ণ এক কর্ণিকাস্ত্র দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর কর্ণের মনোহর রত্নময় মহৎ কুণ্ডল ছেদিত করিলে, উহা যেন অম্বর-চ্যুত দীপ্যমান জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় পৃথিবীতলে নিপতিত হইল। পুনশ্চ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা যেন হাসিতে হাসিতে কর্ণের হৃদয়দেশে দৃঢ় রূপে আঘাত করিলেন। তৎ পরেই মহাবাহু ভীম ত্বরা-সহকারে আশীবিষ সদৃশ দশটি নারাচ লইয়া সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! যেমন ভুজঙ্গমগণ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীমনিক্ষিপ্ত সেই সকল নারাচ কর্ণের ললাটদেশ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কর্ণ পূর্ব্বে নীলোৎপলময়ী মালা ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, এক্ষণে ললাট-স্থিত সেই সকল নারাচ দ্বারা তদ্রূপ শোভমান হইলেন। তিনি তরস্বী ভীমসেনের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া নিমীলিত-নয়নে রথ-কুবর অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন মহাবেগশালী কর্ণ মুহূর্ত্ত কাল পরেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বকীয় সর্ব্ব শরীর শোণিতসিক্ত দর্শনে কোপে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং দৃঢ়ধন্বা ভীমসেন কর্ত্তৃক অতিমাত্র নিপীড়িত হইয়াও ক্রোধ ও বেগ সহকারে তাঁহার রথ-সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং অতিশয় কুপিত হইয়া গৃধ্রপক্ষ-সমন্বিত এক শত বাণ ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু পাণ্ডুপুত্র ভীম কর্ণের তাদৃশ পরাক্রম দর্শনেও চিন্তিত হইলেন না; প্রত্যুত তাঁহাকে অনাদর করিয়া তাঁহার প্রতি উগ্রতর বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন কর্ণ অতিশয় কুপিত হইয়া নয়টি বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই ক্রোধ-মূর্ত্তি ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। মহারাজ! যেমন দুই ব্যাঘ্র পরস্পর পরস্পরকে দন্ত দ্বারা প্রহার করে, তদ্রূপ সেই দুই নরশার্দ্দূল সমরে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অস্ত্র দ্বারা প্রহার ও বর্ষণশীল দুই মেঘের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই ক্রোধে উভয়ের প্রতিহিংসাভিলাষী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে তল শব্দ দ্বারা ত্রাসিত ও শরজালে সমাচ্ছাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর পরবীর-হন্তা মহাবাহু ভীমসেন এক ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা সূতপুত্রের ধনুক ছিন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারথী কর্ণ সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগবান্ ও ভারসাধন অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন, এবং সিন্ধু ও সৌবীর-সৈন্য সহিত কৌরব পক্ষ সৈন্য ক্ষয়, নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে চতুর্দ্দিকে নিপতিত এবং ইতস্ততঃ বিকীর্ণ ধ্বজ, বর্ম্ম ও শস্ত্রে মহীতল আচ্ছাদিত দেখিয়া

তাঁহার শরীর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সুবর্ণ-মণ্ডিত সেই মহৎ শরাসন বিস্ফারণ করত ভয়ঙ্কর চক্ষুর্দ্বারা ভীমসেনের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কুপিত হইয়া ভীমের প্রতি নিরন্তর শরজাল বিস্তার করিতে থাকিলে, তিনি যেন শরৎ-কালে প্রখর-রশ্মিমালা-সুশোভিত মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন, বিশেষত তাঁহার শরীর ভীমসেনের শত শত শরে সমাচিত হইলে, যেন কিরণরাজি-বিরাজিত ভানুমানের ন্যায় উগ্র-তর হইয়া উঠিল; তিনি যে কখন তূণ হইতে শর গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন বিকর্ষণ ও কখনই বা বিমোচন করেন, তদ্বিষয়ে সমরাঙ্গণে কেহই তাঁহার ছিদ্র লক্ষ করিতে সমর্থ হইল না।

মহারাজ! তৎকালে মহাবীর কর্ণের বাম ও দক্ষিণ দিকে মণ্ডলীকৃত অগ্নি-চক্র-তুল্য ভয়ানক কার্ম্মুক হইতে নিঃসৃত সুবর্ণপুঙ্খ অতীব নিশিত বাণ সকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, দিক্ সকল সমাচ্ছন্ন ও প্রভাকর নিষ্প্রভ হইল। তদনন্তর ভীম ও কর্ণের কার্ম্মুক-বিনিঃসৃত কনক-পুঙ্খ-যুক্ত সন্নতপর্ব্ব শরজাল নভোমণ্ডলে নানা প্রকারে দৃশ্য-মান হইতে থাকিল; বিশেষত কর্ণ-শরাসন সম্ভূত বাণ সকল আকাশে যেন শ্রেণীকৃত ক্রৌঞ্চ-সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অধিরথ-নন্দন গৃধ্র-পক্ষ-বিরাজিত শিলা-ধৌত রত্ন-বিমণ্ডিত অগ্রভাগ-সুদর্শনীয় মহাবেগবান্ বাণ সকল বিমোচন করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ-বিভূষিত বাণগণ অতিবেগ সহ-কারে কর্ণের কার্ম্মুক হইতে নিঃসৃত হইয়া নিরন্তর ভীমসেনের রথোপরি নিপতিত হইতে থাকিল। মহারাজ! কর্ণ-প্রেরিত সেই সকল সহস্র সহস্র সুবর্ণ-বিকৃত শর গগণমণ্ডলে যেন পুঞ্জ পুঞ্জ শলভ-সমূহের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল; বাণ সকল তাঁহার কার্ম্মুক হইতে, নিঃসৃত ও আকাশে মিলিত হইয়া একপ শোভিত হইল, যেন দীর্ঘাকার একটি শরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অধিক কি, যেমন বারি-ধারাবর্ষী জলধর জল বর্ষণে পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করে, কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া শরবৃষ্টি দ্বারা ভীমসেনকে তদ্রূপ সমাবৃত করিলেন। সে স্থলে আপনকার পুত্রগণ সৈন্যগণের সহিত ভীমসেনের বল, বীর্য্য, পরাক্রম ও কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তিনি কর্ণ-সমুৎপন্ন উদ্ধূত সাগর-সদৃশ সেই শরবৃষ্টি, গণ্যই করিলেন না; প্রত্যুত ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ভীমসেনের সুবর্ণপৃষ্ঠ-শোভিত মহৎ শরাসন, আকর্ষণ দ্বারা মণ্ডলীকৃত দ্বিতীয় শক্র-চাপের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, এবং তাহা হইতে সন্নতপর্ব্ব সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল প্রাদুর্ভূত হইয়া অম্বর স্থল সমাচ্ছন্ন করিলে, গগণমণ্ডল যেন শররাজি-বিরচিত কনকাবলীমালা দ্বারা শোভমান হইল।

তদনন্তর সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত আকাশ-স্থিত সেই সকল শরজাল, ভাগক্রমে ভীমের শরে সমাহত হইয়া বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। তাঁহাদিগের উভয়ের অগ্নি-স্পর্শ বেগগামী স্বর্ণপুঙ্খ শর-নিকরে ব্যোমতল সমাচ্ছাদিত হইলে, দিনকর আর তাদৃশ প্রতিভাত হইলেন না, এবং বায়ুর গতিরোধ হইল; এমন কি তাঁহাদিগের শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত হওয়ায়, তৎকালে আর কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

অনন্তর সূত-পুত্র কর্ণ ভীমসেনের বীর্য্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে অসংখ্য শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করত সমরে তাঁহা হইতে প্রবল হইয়া উঠিলেন। মহারাজ! যেমন উভয় দিক্ হইতে সমাগত দুই বায়ুর পরস্পর সংঘট্টনে অগ্ন্যুৎপাত হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ নরসিংহ ভীম ও কর্ণের শর সকলের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণ হওয়ায় অন্তরীক্ষে ভয়ঙ্কর অগ্নির সৃষ্টি হইল। কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের বধাভিলাষে কর্ম্মার-মার্জ্জিত হেম-বিকৃত তীক্ষ্ণ বাণ সকল তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু বলবান্ অমর্ষী ভীমসেন সূতপুত্র হইতে সমধিক পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর সকলের প্রত্যেককে তিন খণ্ড করিয়া গগণ-মার্গেই শর দ্বারা ছেদন

করিয়া ফেলিলেন, এবং কর্ণকে থাক্ থাক্ বলিয়া ক্রোধে অগ্নি-তুল্য হইয়া যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিবার অভিলাষেই তাঁহার প্রতি ভয়ানক শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তাঁহাদিগের উভয়ের গোধাঘাত-সম্ভূত চটচটা শব্দ, সুমহান্ তল শব্দ, ভয়ঙ্কর সিংহনাদ, রথনেমি ও ধনুকের জ্যা-নির্ঘোষ, এই কয়েক শব্দ একত্র মিলিত হওয়ায়, সমরাঙ্গণে এক তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইল। তৎকালে যোধবর্গ পরস্পর বধাভিলাষী কর্ণ ও ভীমের পরাক্রম দর্শনেচ্ছায় সকলেই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন, এবং দেবর্ষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ তাঁহাদের উপর বারংবার পুষ্প বর্ষণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান-পূর্ব্বক প্রশংসা করিলেন। তদনন্তর দৃঢ় বিক্রমশালী মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে কর্ণ-প্রেরিত শরজাল নিবারিত করিয়া সংরম্ভ সহকারে তাঁহারে শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবলশালী কর্ণও সমরে ভীম-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল নিরাকৃত করিয়া আশীবিষ-তুল্য নয় নারাচ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত সেই নয় নারাচ অন্তরীক্ষেই নয় শর দ্বারা ছেদন করিয়া তাঁহাকে থাক্ থাক্ বলিয়া গর্জ্জন-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ অন্তক ও যমদণ্ড-তুল্য এক শর লইয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। প্রতাপবান্ কর্ণ ভীমের সেই শরকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া অম্লান-বদনে তিন শর দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পাণ্ডুপুত্র ভীম পুনরপি তাঁহার প্রতি উগ্রতর শর সকল বর্ষণ করিতে থাকিলে, তিনি তাহা নির্ভীকের ন্যায় নিবারণ করিলেন।

মহারাজ! ভীমসেন তাদৃশ প্রকারে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মায়া প্রভাবে সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহার তূণীর, জ্যা, অশ্বের রশ্মি ও যোক্ত্র ছেদন করিলেন; এবং পরেই তাঁহার অশ্ব সকলকে নিপাতিত করিয়া সারথিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমের সারথি কর্ণের শরে সমাহত হইয়া সত্বর ভীমের রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যুধামন্যুর রথের নিকট গমন করিলেন। তখন অধিরথ-নন্দন কোপে কালানল-সদৃশ হইয়া অবলীলাক্রমে ভীমের রথ-ধ্বজ ও পতাকা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু ভীমসেন জ্যা-শূন্য শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শক্তি লইয়া ক্রোধভরে কর্ণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কর্ণ মহোল্কা-সন্নিভ সেই কনক-বিভূষিত শক্তিকে সমাগত হইতে দেখিয়া ক্রোধ সহকারে দশ শরে ছেদন করিলেন। তিনি মিত্র দুর্য্যোধনের প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক শর দ্বারা ভীম-প্রেরিত শক্তি দশ খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন ভীমসেন মৃত্যু বা জয়ের অন্যতর ইচ্ছা করিয়া সুবর্ণ-চিত্রিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। পরন্তু সূতপুত্র কর্ণ তাঁহার সুন্দর প্রভা-সমন্বিত চর্ম্ম বহুতর ভয়ানক শর দ্বারা অম্লান-বদনে ছেদিত করিয়া ফেলিলেন। বৃকোদর, চর্ম্ম ও রথ-হীন হওয়ায় ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া বেগে এক মহান্ অসি পরিভ্রামিত করিয়া সূতপুত্রের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, উহা কর্ণের জ্যা-সমন্বিত কার্ম্মুক ছিন্ন করিয়া যেন ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নভোমণ্ডল হইতে ভূগর্ত্তে নিপতিত হইল। তদনন্তর কর্ণ অক্ষুব্ধ-চিত্তে শত্রু-বিনাশক্ষম অতিশয় বেগ সহ দৃঢ়তর জ্যা-যুক্ত অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীমের সংহারেচ্ছায় ক্রোধভরে তাহাতে রুক্মপুঙ্খ অতি তীক্ষ্ণতর সহস্র সহস্র বাণ সংযত করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বলীয়ান্ ভীমসেন কর্ণ-শরাসন-প্রমুক্ত বহুতর শর-নিকরে বধ্যমান হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণকে ব্যথিত করত রথ হইতে অন্তরীক্ষে সমুত্থিত হইলেন। সূতপুত্র সমর-বিজয়াভিলাষী ভীমের সেই অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শনে রথ-নীড়ে বিলীন হইয়া তাঁহারে প্রতারিত করিলেন। বৃকোদর তাঁহাকে রথোপস্থে

বিলীন ও বিকলেন্দ্রিয় দেখিয়া তাঁহার ধ্বজ-যষ্টি গ্রহণ-পূর্ব্বক পৃথিবীতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! বিহগরাজ গরুড় যেমন আকাশ হইতে ভুজঙ্গের প্রতি আক্রমণ করে, তদ্রূপ কর্ণ-বধাভিলাষে ভীমসেন রথ হইতে গগণ-মার্গে সমুত্থিত হইলে, কৌরবগণ ও চারণগণ তাঁহার সেই কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। ভীমসেন স্বীয় রথ পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম প্রতিপালন-পূর্ব্বক নিরস্ত্রেই কর্ণের সহিত যুদ্ধার্থে ভূমিতলে অবস্থিত রহিলেন। সূতপুত্রও সেইরূপে তাঁহার আক্রমণ নিষ্ফল করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া রোষভরে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। মহাবলশালী নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও ভীম পরস্পর সমরে স্পর্দ্ধমান ও সমবেত হইয়া বর্ষাকাল-সম্ভূত দুই জলধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই দুই নরসিংহ ক্রোধে অধীর হইয়া দেবাসুরের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পরন্তু ভীমসেন শস্ত্র-বিহীনাবস্থায় কর্ণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, পূর্ব্বে অর্জ্জুন-শরে নিহত পর্ব্বতোপম হস্তি-রাশি নিপতিত দেখিয়া "এস্থানে অবশ্যই কর্ণের রথ গতি-প্রতিহত হইবে" এই বিবেচনায় অস্ত্র-শূন্য হস্তে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি জীবন রক্ষার বাসনায় রথের গতি-রোধকারী সেই হস্তি-রাশি দর্শনে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আর কর্ণকে প্রহার করিলেন না। মহারাজ! শক্র-পুর-বিজয়ী ভীম শরীরের আচ্ছাদনাকাঙ্ক্ষী হইয়া, মহাবীর হনূমানের নানা প্রকার মহৌষধি-সমন্বিত গন্ধমাদন গিরি উত্তোলনের ন্যায়, ধনঞ্জয়ের শর-নিহত বৃহৎ এক হস্তী উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র তাঁহার সেই উত্তোলিত হস্তী বাণ-জালে খণ্ড খণ্ড করিলে, তিনি হস্তীর ছিন্ন অঙ্গ সকল লইয়া কর্ণের প্রতি প্রহার করিতে লাগিলেন; এমন কি, তৎকালে বৃকোদর রণস্থলে চক্র ও ছিন্ন অশ্ব প্রভৃতি যে যে বস্তু দেখিতে পাইলেন, ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তৎ সমুদায়ই গ্রহণ-পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু রাধা-নন্দন তাঁহার পুনঃপুন নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বস্তুই সুশাণিত শর-দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। তখন ভীমসেন অতি ভয়ানক বজ্রসার মুষ্টি বন্ধন-পূর্ব্বক কর্ণকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তিনি সমর্থ হইয়াও অর্জ্জুনের কৃত কর্ণ-বধ-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আর তাঁহাকে বিনাশ করিলেন না। তদনন্তর কর্ণ ভীমসেনকে পুনঃপুন শাণিত শর-সমূহ দ্বারা প্রহার-পূর্ব্বক ব্যাকুলেন্দ্রিয় ও বিমোহিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনিও তৎকালে কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া সেই নিরস্ত্র ভীমসেনকে বিনাশ করিলেন না; প্রত্যুত, নিকটস্থ হইয়া ধনুষ্কোটির দ্বারা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ-পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে পুনঃপুন এইরূপ কঠোর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন, অহে তুবরক মূঢ়! তুমি কেবল উদরের বশীভূত, অস্ত্রবিদ্যায় তোমার কিছুমাত্র পারদর্শিতা নাই। অহে সমর ভীরু বালক! তুমি কদাচ আর মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। অহে নির্ব্বোধ! যে স্থলে নানা প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয় বস্তু আছে, তুমি সেই স্থানেই থাকিবার যোগ্য; কদাচ যুদ্ধ স্থলে অবস্থানের যোগ্য নহ। অহে ভীম! তোমার, ফলমূলাহারী হইয়া ব্রত নিয়ম পালন-পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করাই শ্রেয়; কেন না সংগ্রামে তুমি অতিশয় অপটু। বৎস! যুদ্ধ ও মুনি-ব্রতে অনেক অন্তর, অতএব তুমি অরণ্যেই গমন কর; বিশেষত বনবাস বিষয়েই তোমার অভিরুচি, সুতরাং যুদ্ধ করা তোমার পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয় নহে। অহে দুর্ব্বুদ্ধি বৃকোদর! তুমি কেবল গৃহে ভোজনার্থ ত্বরান্বিত হইয়া সূদ ও দাস-প্রভৃতি ভৃত্যগণকে ক্রোধে তাড়না করিতে অথবা অরণ্যচারী মুনিদিগের ব্রতাবলম্বন-পূর্ব্বক

ফলাদি ভোজন করিতে উপযুক্ত, অতএব অরণ্য বাসই তোমার পক্ষে বিধেয়; সমরে তোমার কিছুমাত্র নৈপুণ্য নাই। বৃকোদর! আমি জানিলাম যে, তুমি কেবল ফল মূল ভোজন ও অতিথি সেবাতেই পটু, অস্ত্র শস্ত্র-প্রয়োগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

মহারাজ! তৎকালে কর্ণ ভীমসেনকে এইরূপ ও তাঁহার কৌমার-কাল-কৃত অপ্রিয় কার্য্য বিষয়ক অন্যান্য নানা প্রকার পরুষ বাক্য সকল শ্রবণ করাইলেন। অনন্তর সেই দুরবস্থাপন্ন পাণ্ডু-পুত্রকে তিনি পুনরায় ধনুর্দ্বারা স্পর্শ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন। অহে রাজ-পুত্র! তুমি আর কদাপি মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না, আপনার সমযোগ্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবে; মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে এইরূপ অথবা ইহা হইতে অন্য প্রকার অবস্থাও ঘটিয়া থাকে; অতএব যে স্থলে কৃষ্ণার্জ্জুন অবস্থান করিতেছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর; কেন না তাঁহারা তোমাকে সমরে রক্ষা করিবেন। অথবা তোমার গৃহে গমন করাই শ্রেয়; তুমি বালক, যুদ্ধে তোমার কোন প্রয়োজন নাই।

মহারাজ! সূতপুত্র এইরূপে ভীমসেনকে রথভ্রষ্ট করিয়া বৃষ্ণিকুল-সিংহ কৃষ্ণ ও মহাত্মা ধনঞ্জয়ের সমক্ষে বারংবার আত্ম-শ্লাঘা করিতে থাকিলে, কপিধ্বজ-রথারোহী মহাবীর অর্জ্জুন কেশবের আদেশানুসারে সূত-পুত্রের প্রতি অসংখ্য শাণিত শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সেই সকল কনক-বিভূষিত বাণ ধনঞ্জয়ের ভুজ-বলে গাণ্ডীব ধনুক হইতে বিমুক্ত হইয়া, যেমন হংসগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ কর্ণের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-প্রেরিত ভুজঙ্গ-সদৃশ শর প্রভাবে ভীমের নিকট হইতে সূতপুত্রকে নিরাকৃত, এবং তৎ কর্ত্তৃক ভ্রাতার পরাজয় নিমিত্ত অত্যন্ত ক্রোধভরে তাঁহার ধনুক ছেদন ও তাঁহাদেরও দুরন্তর শর দ্বারা সমাহত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সমরে ভীমকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রথারোহণে সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং ভীমসেনও ভ্রাতা সব্যসাচীর সমীপে গমন করিবার মানসে সাত্যকির রথের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তরস্বী ধনঞ্জয় কোপে অন্তক-সদৃশ হইয়া আরক্ত-নয়নে কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্যু-তুল্য এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। যেমন বিহগরাজ গরুড় ভুজঙ্গ-ভোজনাভিলাষে বেগে আকাশ হইতে পতিত হয়েন, তদ্রূপ গাণ্ডীব-প্রমুক্ত সেই নারাচ কর্ণের প্রতি বেগে আপতিত হইতেছে, দেখিয়া আচার্য্য-নন্দন মহারথী অশ্বত্থামা ধনঞ্জয় হইতে কর্ণের উদ্ধারের মানসে গগণ-মার্গেই উহা শর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নারাচ ব্যর্থ হইলে অর্জ্জুন অশ্বত্থামার প্রতি অতিমাত্র কুপিত হইয়া "পলায়ন করিও না অবস্থান-পূর্ব্বক যুদ্ধ কর," এই কথা বলিয়া তাঁহাকে চতুঃষষ্টি সায়কে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণ-নন্দন অর্জ্জুনের শরে অতিশয় নিপীড়িত হইয়া সত্বর মত্ত মাতঙ্গ-সমাকীর্ণ রথ-সঙ্কুল সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর কুন্তী-নন্দন মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব-নির্ঘোষে রণস্থল-স্থিত সুবর্ণ-পৃষ্ঠ-শোভিত সমস্ত শরাসনের আস্ফালন শব্দ অন্তর্হিত করিলেন, এবং অশ্বত্থামা পশ্চাদ্ভাগে অনতি দূর প্রস্থিত না হইতেই শর-প্রভাবে তাঁহারে ত্রাসিত ও কঙ্কপত্র-বিরাজিত নারাচ দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের কলেবর বিদারণ করত সৈন্য-ক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! তৎকালে ইন্দ্র-নন্দন অর্জ্জুন কোপে প্রজ্বলিত হইয়া এইরূপে আপনকার সেই নর বারণ বাজি-সঙ্কুল সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন।

ভীম কর্ণ সংগ্রামে সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩৭॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! প্রতি দিন কেবল আমাদিগেরই বহুতর যোধবর্গ বিপক্ষ শরে নিহত

ও প্রদীপ্ত যশোরাশির বিলোপ হইতেছে; অতএব বোধ হয়, কাল বিপর্য্যয়েই এরূপ ঘটিতেছে; নচেৎ যে স্থলে অশ্বত্থামা ও কর্ণের রক্ষিত সৈন্য মধ্যে দেবগণও প্রবেশ করিতে সমর্থ নহেন, সে স্থলে ধনঞ্জয় একাকী আমাদিগের তাদৃশ সৈন্য মধ্যেও প্রবিষ্ট হইল; তাহাতে আবার প্রভূত-বীর্য্যশালী কৃষ্ণ, ভীম ও শিনিপ্রবর সাত্যকির সহিত মিলিত হওয়ায় তাহার পরাক্রম সম্যক্ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। সঞ্জয়! বলিব কি, সেই অবধি, স্বীয় আধার স্থান দাহনকারী অগ্নির ন্যায় হৃদয়-স্থিত শোকাগ্নি নিরন্তর আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছে। অপিচ এই সমস্ত নরপাল ও সিন্ধুপতি জয়দ্রথকে আমি নিহতই মনে করিতেছি, বিশেষত সিন্ধুরাজ কিরিটীর মহৎ অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছেন, অতএব তিনি এক্ষণে তাহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া আর কিরূপে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? সঞ্জয়! আমি অনুমানেই বুঝিয়াছি, সমরে সিন্ধুপতি পরিত্রাণ পাইবেন না; যাহা হউক সেই যুদ্ধ যে রূপ হইয়াছিল, তুমি তাহার যথার্থ বিবরণ আমার নিকট কীর্ত্তন কর, এবং যিনি একাকীই, নলিনী-দল-বিদলনকারী ক্রুদ্ধ কুঞ্জরের ন্যায় ধনঞ্জয়ের সাহায্য করণাভিলাষে বারংবার আমার মহৎ সৈন্য আলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকির যুদ্ধের বিষয়ও আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট বর্ণন কর; সঞ্জয়! বক্তৃতা বিষয়ে তুমি অতিশয় নিপুণ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শিনিপ্রবীর সাত্যকি মহীপালগণের সমক্ষে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমকে কর্ণ-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া তাদৃশ প্রকারে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধে শরৎকালীন প্রখর-রশ্মিমালী সূর্য্যের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া বর্ষাকাল-সম্ভূত জলদপটলীর ন্যায় গর্জ্জন-পূর্ব্বক দৃঢ়তর শরাসন প্রভাবে আপনকার পুত্রের সৈন্যদিগকে বিকম্পিত করিয়া শত্রু সংহার করিতে করিতে রথ লইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। রণাঙ্গনে মধু-কুল-তিলক মহাবীর সাত্যকি গর্জ্জন-পূর্ব্বক রজত-সংকাশ অশ্বগণ দ্বারা গমন করিতে থাকিলে, আপনকার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই তাঁহারে নিবারিত করিতে সমর্থ হইলেন না। সমরে অনিবর্ত্তী রাজ-শ্রেষ্ঠ অলম্বুষ কাঞ্চনময় বর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত মধুকুলাগ্রগণ্য সাত্যকির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের যাদৃশ সংগ্রাম হইল, তাদৃশ সংগ্রাম আর কদাপি উপস্থিত হয় নাই; এমন কি, তৎ কালে কি আপনকার, কি শত্রু পক্ষের, উভয় পক্ষীয় যোধগণই সমর-শোভী সেই দুই বীরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজ-প্রবর অলম্বুষ শিনি-পুঙ্গবকে বল-পূর্ব্বক দশ বাণে বিদ্ধ করিলে, তিনি তাহা নিকটস্থ না হইতেই শর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাণ ব্যর্থ হইলে, তিনি পুনরায় সুবর্ণ-পুঙ্খান্বিত নিশিত অগ্নি-কল্প তিন বাণ দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলে, ঐ সকল শর তাঁহার দেহাবরণ বিদারণ করিয়া শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাজা অলম্বুষ বায়ু-তুল্য বেগগামী জ্বলদগ্নি-সদৃশ সেই সকল শাণিত শর দ্বারা সাত্যকির শরীর বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার রজত-প্রভ অশ্ব-চতুষ্টয়কে চারি বাণে বল-পূর্ব্বক সমাহত করিলেন। কৃষ্ণ-তুল্য প্রভাবশালী তরস্বী শিনি-পৌত্র অলম্বুষের শরে তাদৃশ সমাহত হইয়া মহাবেগবান্ চারি শর দ্বারা তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় নিহত করিয়া, কালানল-সন্নিভ অপর এক ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সুবর্ণ কুণ্ডল-সমলঙ্কৃত পূর্ণ-শশধর-সদৃশ-সমুজ্জ্বলিত-বদন-সুশোভিত মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন।

মহারাজ! শত্রুকুল-প্রমাথী যদুকুল-প্রবর সাত্যকি রাজবংশ-সম্ভূত রাজা অলম্বুষকে নিহত ও আপনকার সৈন্যগণকে নিবারিত করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে থাকিলে, তাঁহার সিন্ধু দেশ সমুদ্ভব সুবর্ণ-জাল-জড়িত গো-দুগ্ধ, কুন্দ কুসুম, চন্দ্র বা হিম

সবর্ণ সদশ্বগণ এমনি সুশিক্ষিত ও সারথির বশীভূত যে, সেই নর-সিংহ যে যে স্থানে ইচ্ছা করিলেন, সেই স্থলেই তাহারা রথ লইয়া উপস্থিত করিল। হে আজমীঢ়-কুল-ভূষণ! যেমন প্রচণ্ড বায়ু জলদ-জালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ বৃষ্ণিপ্রবর সাত্যকিকে বিপক্ষ মধ্যে শত্রু সংহার করিতে করিতে সমাগত হইতে দেখিয়া, বিপক্ষ সৈন্যের বেগ সহনশীল আপনকার পুত্রগণ অপরাপর সেনার সহিত মিলিত হইয়া যোধ-মুখ্য দুঃশাসনকে অগ্রে করিয়া সাত্যকিরে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। সাত্বত-কুল-তিলক. অমিত্রঘাতী শিনি-পৌত্র বাণজালে তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত বাণ নিবারণ করিলেন এবং শরাসন উদ্যত করিয়া অগ্নি-কল্প বাণ দ্বারা দুঃশাসনের অশ্ব সকল সংহার করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় পুরুষপ্রবীর সাত্যকির কার্য্য অবলোকন করিয়া অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

অলম্বুষরাজ বধে অষ্টাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৮ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! সুবর্ণ-বিকৃত ধ্বজ-সমন্বিত ত্রিগর্ত্ত সৈন্যদিগের মধ্যে মহারথিগণ মহাবাহু সাত্যকিরে ধনঞ্জয়ের জয়াভিলাষে দুস্তর সাগর-সদৃশ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট এবং ত্বরা সহকারে দুঃশাসনের রথ-সমীপে গমনোদ্যত দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে রথ-সমূহ-দ্বারা তাঁহারে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক নিরন্তর শরজাল বিকীরণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সত্যবিক্রম সাত্যকি তল-শব্দ-সমাকুল, অসি, শক্তি ও গদা-পূর্ণ অপার জলধি-তুল্য সেই ভারতী সেনার মধ্যভাগে থাকিয়াই, সমরে যত্ন-পরায়ণ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বিপক্ষ পঞ্চাশৎ রাজকুমারকে একাকীই পরাজিত করিলেন। মহারাজ! সে স্থানে সাত্যকির এই এক অদ্ভুত কার্য্য দেখিলাম যে, আমরা তাঁহাকে পশ্চিম দিকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র সেই দিকেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম; সেইরূপ পূর্ব্ব হইতে উত্তর দিকে ও তথা হইতে দক্ষিণ দিকে, যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তখনই সেই বীর লাঘব-প্রযুক্ত সেই দিকেই আমাদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া রথমার্গে যেন নৃত্য করিতে করিতে একাকীই শত রথীর ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিলেন। ত্রিগর্ত্তগণ সকলেই সিংহ-বিক্রান্তগামী সাত্যকির তাদৃশ অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া স্বজন-সমীপে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

মহারাজ! যেমন মত্ত মাতঙ্গকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত অঙ্কুশ-দ্বারা নিপীড়িত করে, তদ্রূপ শূরসেন দেশীয় কতক গুলীন শৌর্য্য-সম্পন্ন যোদ্ধা সাত্যকিরে আয়ত্ত করিবার মানসে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অচিন্ত্যবিক্রম মহাত্মা সাত্যকি ক্ষণ কাল মধ্যে তাহাদিগকে নিরাকৃত করিয়া কলিঙ্গ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর সেই মহাবাহু দুর্জ্জয় কলিঙ্গ সৈন্য অতিক্রম করিয়া পৃথা-পুত্র ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইলেন। হে ভারত! কোন ব্যক্তি যেমন সলিলরাশি সন্তরণে শ্রান্ত হইয়া স্থল প্রাপ্ত হইলে আশ্বাসিত হয়, তদ্রূপ যুযুধান, পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া সমাশ্বস্ত হইলেন। সাত্যকি আগমন করিতেছেন দেখিয়া কেশব অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, শিনি-বংশাবতংস সাত্যকি তোমার নিকট আগমন করিতেছেন; উনি তোমার সখা ও শিষ্য, এবং উহাঁর পরাক্রম অক্ষয়। ঐ পুরুষশ্রেষ্ঠ সমস্ত যোদ্ধাকে তৃণ-তুল্য জ্ঞান করিয়া পরাজিত করিয়াছেন। উনি তোমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম; উনি কৌরব-সৈন্য মধ্যে ভয়ানক উৎপাত উৎপাদন করিয়া তোমার নিকট আগমন করিতেছেন। উনি শস্ত্র-প্রভাবে আচার্য্য দ্রোণ ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাকে তুচ্ছ করিয়াছেন। অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ঐ মহাবীর, ধর্ম্মরাজের প্রিয় কামনায় প্রধান প্রধান যোদ্ধাকে

নিপাতিত করিয়াছেন। উনি অদ্য তোমার দর্শনেচ্ছু হইয়া কৌরব সৈন্য মধ্যে অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন। উনি এক রথেই আচার্য্যপ্রমুখ বহুতর মহারথীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজের আদেশিত হইয়া উনি স্বীয় বাহুবলের আশ্রয়েই কৌরবদিগের ব্যূহিস্ত সৈন্য বিদারণ করিয়াছেন। এই সমস্ত কৌরব-দলের মধ্যেও উহাঁর তুল্য যোদ্ধা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেমন গো-যূথ হইতে সিংহ অনায়াসে মুক্ত হয়, তদ্রূপ উনি বহুল সেনা সংহার করিয়া কৌরব সৈন্যের মধ্য হইতে মুক্ত হইয়াছেন। উনি শস্ত্রবলে সহস্র সহস্র রাজগণের পঙ্কজ-সদৃশ বদন-মণ্ডলে বসুধা সমাকীর্ণ করিয়া বেগ সহকারে তোমার নিকট আগমন করিতেছেন। অদ্য উনি, শত ভ্রাতার সহিত কুরুপতি দুর্য্যোধনকে পরাজিত ও রাজা জলসন্ধকে নিহত করিয়াছেন। অধিক কি, অদ্য সাত্যকি শস্ত্রপ্রভাবে কৌরবগণকে তৃণ-তুল্য নিরাকৃত ও শোণিত-কর্দ্দমান্বিতা রুধির-প্রবাহবতী নদীর উৎপাদন করিয়াছেন।

তদনন্তর অর্জ্জুন অপ্রহৃষ্ট-চিত্তে কেশবকে বলিলেন, হে মহাবাহু কেশব! সাত্যকির আগমনে আমি সন্তুষ্ট হই নাই; ধর্ম্মরাজের যে, কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না; তিনি সাত্যকি-বিহীন হইয়া জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। কৃষ্ণ! ধর্ম্মরাজের রক্ষা করাই উহাঁর কর্ত্তব্য ছিল, তাহা না করিয়া উনি আমার নিকট কি নিমিত্ত আগমন করিলেন? ধর্ম্মরাজকে দ্রোণের হস্তে উৎসর্গ করা হইয়াছে, জয়দ্রথও এ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই; আবার ভূরিশ্রবা ঐ সাত্যকির সহিত যুদ্ধার্থে প্রত্যুদ্গত হইতেছেন; অতএব জয়দ্রথ বধ নিমিত্ত আমারে গুরুতর ভারে আক্রান্ত হইতে হইল; কেন না এক্ষণে ধর্ম্মরাজের সংবাদ লওয়া, সাত্যকির রক্ষা ও সিন্ধুরাজের বিনাশ, এই তিনটিই অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে; কিন্তু দিবাকর অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিবার উপক্রম করিতেছেন। এ দিকে মহাবাহু সাত্যকিও শ্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে এবং অশ্ব-যন্তা ও অশ্বগণ সকলেই শ্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু ভূরিশ্রবা অশ্রান্ত ও সহায়-সম্পন্ন আছেন। হে কেশব! এক্ষণে এই যুদ্ধে সাত্যকির কি মঙ্গল হইবে? মহাবলশালী সত্য-বিক্রম শিনি-পুঙ্গব, জলধি উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে কি গোষ্পদ প্রাপ্ত হইয়া অবসন্ন হইবেন? অস্ত্রবিদ্যা-পারদর্শী কৌরব প্রধান মহাত্মা ভূরিশ্রবার সহিত যুদ্ধে সঙ্গত হইয়া সাত্যকি কি কুশলে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন? কেশব! আমার বিবেচনায় ধর্ম্মরাজ সাত্যকিরে আমার নিকট প্রেরণ করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যেরূপ আকাশচর শ্যেন পক্ষী আমিষ গ্রহণার্থে চেষ্টা করে, তদ্রূপ দ্রোণ প্রতি নিয়তই তাঁহার গ্রহণার্থে চেষ্টা করিয়া থাকেন; অতএব ধর্ম্মরাজ কুশলী আছেন কি না সন্দেহ।

অর্জ্জুনের সাত্যকি দর্শন বিষয়ক ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভূরিশ্রবা যুদ্ধ-দুর্ম্মদ শিনিপুঙ্গব সাত্যকিরে সেইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে সহসা তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইয়া বলিলেন, অহে দাশার্হ! অদ্য তুমি ভাগ্যক্রমেই আমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছ। অদ্য আমি সমরের চির সঞ্চিত কামনা পূর্ণ করিব; যদি তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে জীবনসত্বে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। তুমি সর্ব্বদাই শৌর্য্যাভিমান করিয়া থাক, কিন্তু অদ্য আমি তোমারে সমরে নিহত করিয়া কুরুপতি সুযোধনকে আনন্দিত করিব। অদ্য তুমি আমার শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভূগর্ত্তে নিপতিত হইলে, একত্র স্থিত মহাবীর কৃষ্ণার্জ্জুন অবলোকন করিতে থাকিবেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অদ্য তোমারে আমার হস্তে নিহত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হইবেন

সন্দেহ নাই; কেন না তাঁহার আদেশানুসারেই তুমি এই ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ। তুমি আমা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শোণিত-সিক্ত-কলেবরে ধরা-শায়ী হইলে, পৃথা-পুত্র ধনঞ্জয়ও অদ্য আমার বিক্রমের পরিচয় পাইবেন। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে বলি রাজার সহিত সুরপতির যে রূপ সংগ্রাম উপ-স্থিত হইয়াছিল, আমার চিরাভিলষিত এই যে, তোমার সহিত আমার তদ্রূপ সমর উপস্থিত হয়; অতএব হে সাত্বত! অদ্য আমি তোমার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, তাহা হইলেই তুমি আমার বল, বীর্য্য ও পুরুষকারের বিষয় বিলক্ষণ রূপে বিদিত হইতে পারিবে। অহে মাধব! যেমন লঙ্কাপতি রাবণ-পুত্র রামানুজ লক্ষ্মণের শরে নিহত হইয়াছিলেন, অদ্য তুমিও সেইরূপ আমার শরে নিহত হইয়া যমরাজ-ভবনে গমন করিবে। তুমি হত হইলে অদ্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার্জ্জুন নিশ্চয়ই নিরুৎসাহ হইয়া সমর পরিত্যাগ করিবেন। অহে মাধব! অদ্য আমি তোমারে নিশিত শর-নিকরে সংহার করিয়া, তোমার শর-নিহত বীর-বর্গের বিধবা রমণীগণকে আনন্দিত করিব। যখন তুমি আমার নেত্র-পথে নিপতিত হইয়াছ, তখন সিংহের দৃষ্টিগোচরে পতিত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় কখনই মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে না।

ভূরিশ্রবার বাক্য শ্রবণে যুযুধান হাসিতে হাসিতে তাঁহারে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, অহে কৌরব! সংগ্রামে কদাপি আমার ভয় হয় না; যে ব্যক্তি রণাঙ্গনে আমারে নিরস্ত্র করিতে পারিবে, সেই আমার বিনাশে সমর্থ হইবে, নতুবা কেবল কথা-দ্বারা আমারে সন্ত্রাসিত করা কাহারও সাধ্য নহে। সমরে যিনি আমাকে নিহত করিবেন, তিনি ইহ সংসারে দীর্ঘকাল নিরাপদে অবস্থান করিতে পারি-বেন; যাহা হউক, আর বৃথা বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, তুমি আমারে যেরূপ বলিলে, তাহা কার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে তৎপর হও। অহে বীর! শরৎকালীন মেঘের নিষ্ফল গর্জ্জনের ন্যায় তোমার বৃথা গর্জ্জিত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমার হাস্য উপস্থিত হইতেছে। অপিচ তোমার সহিত যুদ্ধ করণাভিলাষে আমারও অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যগ্র হইতেছে, অতএব আমার সহিত যে তোমার চির দিনের সমর-বাসনা আছে, তাহা অদ্যই সম্পন্ন হউক; অহে পুরুষাধম! অদ্য আমি তোমারে সংহার না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন তেজস্বী নর-পুঙ্গব সাত্যকি ও ভূরিশ্রবা পরস্পর পরস্পরকে বাক্-শল্যে যেরূপ পীড়িত করিতেছিলেন, তদ্রূপই পরস্পর জিঘাংসা-পরবশ হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং করিণী গ্রহণার্থী দুই রুষিত মদোৎকট মাতঙ্গের ন্যায় উভয়ে পরস্পর স্পর্দ্ধা-শীল ও রোষাবিষ্ট হইয়া, বারিধারাবর্ষী বারিদ-যুগলের ন্যায় নিরন্তর ভয়ানক শরধারা বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! সোমদত্ত-নন্দন, সাত্য-কিয়ে সংহার করিবার মানসে শীঘ্রগামী শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন করত শাণিত দশ শরে বিদ্ধ করি-লেন, এবং তৎ পরেই তিনি সেই শিনিপ্রবরের বি-নাশেচ্ছায় অসংখ্য শরজাল বিমোচন করিতে লাগি-লেন। সেই সকল তীক্ষ্ণ বাণজাল নিকটস্থ না হই-তেই মহাবীর সাত্যকি অস্ত্রমায়া প্রভাবে ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সৎকুল-সম্ভব কুরু ও বৃষ্ণি-বংশের যশোবর্দ্ধনকারী বীর ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি নিরন্তর শস্ত্রবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন নখ দ্বারা দুই শার্দ্দূল ও দন্ত দ্বারা দুই মত্ত হস্তী পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহার করে, তদ্রূপ তাঁহারা দুই জনে রথশক্তি ও বহুতর শর-নিকরে পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে উভয়েরই শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, গাত্র হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে থাকিল। মহারাজ! কুরু ও বৃষ্ণিকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী সৎ-কর্ম্মশালী সেই দুই বীর এইরূপে প্রাণ পণে যুদ্ধ-

ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে স্তম্ভিত করিয়া যূথপতি মাতঙ্গ-দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মলোক-প্রতিষ্ঠিত সেই দুই বীর অচির কাল-মধ্যে পরম ধামে যাইবার মানসে, তাঁহাদিগের যুদ্ধ দর্শনে প্রহৃষ্ট-চিত্ত আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণের সমক্ষে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বাণ বর্ষণ-পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই দুই যোধপ্রধান, হস্তিনী গ্রহণার্থে যুধ্যমান যূথপতি কুঞ্জর-যুগলের ন্যায় যুদ্ধ করিতে থাকিলে, সমস্ত সৈন্যগণ তাঁহাদিগের উভয়ের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তদনন্তর তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের অশ্ব সকল নিহত এবং শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলে, উভয়েই রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অসিযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়া চিত্রিত মনোহর বিপুল আর্ষভ চর্ম্ম গ্রহণ ও কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুদমনকারী ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি যথা ভাগক্রমে মণ্ডলাকার গতি-দ্বারা যুদ্ধ-বিষয়ক বিবিধ বর্ত্ম প্রদর্শন করত বিচরণ-পূর্ব্বক উভয়েই উভয়কে বারংবার আঘাত করিতে থাকিলেন। সেই দুই যশস্বী বীর চিত্রিত বর্ম্ম ও অঙ্গদাদি-ভূষণ ধারণ করিয়া খড়্গ হস্তে ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, দ্রুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ-প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন ও পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী হইয়া আশ্চর্য্য রূপে উল্লম্ফন-পূর্ব্বক পরস্পরকে অসি প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই দুই রণদক্ষ বীর আপনাদের লাঘব, সৌষ্ঠব ও শিক্ষা-বল প্রদর্শন-পূর্ব্বক উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিতে থাকিলেন, এবং সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতে উভয়েই উভয়কে সমাহত করিয়া মুহূর্ত্ত কাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুরুষব্যাঘ্র মহাবাহু সাত্যকি ও ভূরিশ্রবা পরস্পর খড়্গ দ্বারা পরস্পরের শত চন্দ্রক-চিত্রিত চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া বাহু যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশাল-বক্ষ ও দীর্ঘবাহু-সমন্বিত বাহু-যুদ্ধ-কুশল সেই দুই বীর লৌহময় পরিঘ-তুল্য বাহু-দ্বারা যুদ্ধে সমাসক্ত হইলেন। মহারাজ! তাঁহাদিগের শিক্ষা-নৈপুণ্য-প্রযুক্ত ভুজাঘাত, ভুজ-বন্ধন ও মোক্ষণ দেখিয়া তত্রত্য সমস্ত সৈনিকগণের হর্ষোৎপত্তি হইল। সেই দুই নরবীর এইরূপে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, বজ্র-বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইল। যেমন দন্ত দ্বারা দুই হস্তী ও শৃঙ্গ দ্বারা দুই মহাবৃষ যুদ্ধ করে, তদ্রূপ কুরুপ্রবর ও সাত্বত-কুল-প্রধান দুই মহাবীর পরস্পর কখন ভুজপাশ-দ্বারা বন্ধন, কখন মস্তকে মস্তকাঘাত, কখন বা চরণ জানুর অধোভাগ-দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন অঙ্কুশ-দ্বারা তোমর আশ্লিষ্ট হইতেছে। এরূপ কখন পাদ-বন্ধন, কখন উদর বন্ধ, কখন ভূমিতলে উদ্ভ্রমণ, কখন বা গত, প্রত্যাগত, আক্ষেপ, পাতন, সমুত্থান ও লম্ফ প্রদান প্রভৃতি নানা প্রকার কৌশল প্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; এমন কি, বাহু-যুদ্ধে যে দ্বাত্রিংশৎ প্রকার প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, রণপ্রবৃত্ত সেই দুই মহাবলবান্ সমরাঙ্গণে তৎ সমস্তই প্রদর্শন করিলেন।

তদনন্তর সাত্যকিকে নিরস্ত্র হইয়া তাদৃশ প্রকারে যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া বাসুদেব অর্জ্জুনকে বলিলেন, পার্থ! ঐ দেখ, সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি রথ-বিহীন হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। উনি তোমার অনুগামী হইয়া মহাবীর্য্যশালিনী কৌরবী-সেনা ভেদ করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে ভূরিদক্ষিণা-প্রদ ভূরিশ্রবা ঐ যোধপ্রধানকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত-ভাবে আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধ-বাসনায় উহাঁরে আক্রমণ করিয়াছেন, ইহা অতি অনুচিত বোধ হইতেছে। মহারাজ! বাসুদেব এইরূপ বলিতেছেন, এই সময়ে যুদ্ধদুর্ম্মদ ভূরিশ্রবা ক্রোধভরে, যেমন এক মত্ত মাতঙ্গ অপর মত্ত মাতঙ্গের প্রতি আঘাত করে, তদ্রূপ, সর্ব্ব যোধাগ্রগণ্য

রণ-নিষ্ঠুর রথস্থ কেশবার্জ্জুনের সমক্ষেই সাত্যকিরে উত্তোলন-পূর্ব্বক আঘাত করিলেন। মহাবাহু কৃষ্ণ সাত্যকির তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে পুনরায় অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে অনঘ! যে বীর রণস্থলে অসংখ্য সৈন্যের অজেয়, ঐ দেখ, অদ্য বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশের অগ্রগণ্য সেই সাত্যকি সমরে ভূরিশ্রবার আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। উনি অদ্য সমরে অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই এক্ষণে ভূরিশ্রবা-কর্ত্তৃক ভূমিতলে পাতিত হই-য়াছেন; অতএব হে ধনঞ্জয়! তুমি উহাঁরে রক্ষা কর; উনি তোমার শিষ্য ও অতিশয় শৌর্য্যশালী; বিশেষত তুমি শত্রু-বিনাশে সামর্থ্যবান্, অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহাতে সাত্যকি তোমার সাহায্য করিতে আসিয়া ভূরিশ্রবার কবলিত না হন, তুমি তদ্বিষয়ের প্রতিকারার্থে সত্বর যত্নবান্ হও। বাসু-দেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, যেমন অরণ্য মধ্যে যূথপতি সিংহ মহামত্ত মাতঙ্গকে লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ কুরুপুঙ্গব ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিবীর সাত্যকিরে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ধনঞ্জয় বাসুদেবকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে মহাবাহু ভূরি-শ্রবা সাত্যকিরে উত্তোলিত করিয়া আঘাত করায়, সৈন্যমধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। যেরূপ সিংহ মাতঙ্গকে বিকর্ষণ করত শোভা পাইতে থাকে, সেইরূপ ভূরিদক্ষিণাপ্রদ ভূরিশ্রবা সমরে সাত্বতপ্রবরকে বিকর্ষণ-পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগি-লেন। তদনন্তর তিনি কোষ হইতে অসি নিষ্কা-শিত করিয়া সাত্যকির কেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন, এবং তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিবার উপক্রম করিতে লাগি-লেন। পরন্তু কুলাল যেমন দণ্ড দ্বারা চক্র ভ্রামিত করে, তদ্রূপ সাত্যকিও তৎকালে ভূরিশ্রবা যে হস্তে তাঁহার কেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গৃহীত-কেশ বাহুর সহিত বেগে স্বীয় মস্তক পরিভ্রামিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! বাসুদেব সাত্যকিরে ভূরিশ্রবা-কর্ত্তৃক তাদৃশ আকৃষ্ট দেখিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে বলিলেন, হে মহাবাহু পার্থ! দেখ, বৃষ্ণি ও অন্ধককুলের অগ্রগণ্য সাত্যকি এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপেই ভূরিশ্রবার আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন উনি তোমার শিষ্য এবং ধনুর্ব্বিদ্যাতেও তোমা হইতে ন্যূন নহেন; কিন্তু ভূরিশ্রবা উহাঁরে পরি-শ্রান্ত পাইয়া সমধিক পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক উহাঁর সেই সত্যবিক্রম নামটি ব্যর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন। ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূরিশ্রবারে মনে মনে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন, 'কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী ভূরিশ্রবা যে বৃষ্ণিকুলপ্রবর সাত্যকিরে, ক্রীড়া করণের ন্যায় বি-কর্ষণ এবং অরণ্যস্থ মত্ত মাতঙ্গাক্রমণকারী কেশ-রীর ন্যায় আক্রান্ত করিতেছেন, ইহাতে উনি আমারে অতিশয় আনন্দিত করিতেছেন।' পৃথা-নন্দন মহাবাহু ধনঞ্জয় এই প্রকারে কৌরব প্রধান ভূরিশ্রবারে প্রশংসা করিয়া বাসুদেবকে বলিলেন, মাধব! আমার দৃষ্টি নিয়ত সিন্ধুরাজের প্রতিই সমাসক্ত ছিল, এই নিমিত্তই সাত্যকিকে অবলোকন করি নাই; যাহা হউক এক্ষণে আমি যদুকুল-তিলক সাত্যকির নিমিত্ত অতি দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। মহারাজ! তখন অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া বাসু-দেবের আদেশানুসারে অতি তীক্ষ্ণ ক্ষুরাস্ত্র গাণ্ডীবে যোজনা করিলেন। ধনঞ্জয়-ভুজ-প্রমুক্ত সেই বাণ নভস্তল-বিচ্যুত মহোল্কার ন্যায় আপতিত হইয়া ভূরিশ্রবার অঙ্গদ-বিভূষিত খড়্গ সমবেত সেই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিল।

ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ বিষয়ক চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভূরিশ্রবার, প্রহা-রোদ্যত মহার্হ অঙ্গদ সুশোভিত খড়্গ-সমন্বিত

মনোহর দক্ষিণ বাহু তরস্বী কিরীটীর ক্ষুরাস্ত্রে অলক্ষিত রূপে ছিন্ন হইয়া প্রাণি মাত্রেরই দুঃখোৎপাদন করত, পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ভূরিশ্রবার বাহু অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ছিন্ন হওয়ায়, তখন তিনি আপনাকে অকর্ম্মণ্য বোধ করিয়া সাত্যকিরে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্রোধ-ভরে অর্জ্জুনকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অহে কুন্তী-নন্দন! তোমার এই কার্য্য অতি নৃশংসের ন্যায় করা হইয়াছে; কেননা আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত ছিলাম, ঐ সময়ে তুমি আমার অগোচরে বাহু ছেদন করিলে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তোমারে জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি কি তাঁহারে এইরূপ উত্তর প্রদান করিবে যে, 'ভূরিশ্রবা সমরে সাত্যকির বিনাশে উদ্যত হইয়া অতি কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, এই নিমিত্ত আমি তাঁহারে নিহত করিয়াছি।' সে যাহা হউক, বল দেখি, এই রূপ অস্ত্রপ্রয়োগের উপদেশ, মহাত্মা ইন্দ্রের নিকট কি দ্রোণের নিকট কি কৃপাচার্য্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলে? তুমি এই ভূমণ্ডল মধ্যে অস্ত্র যুদ্ধের সমধিক ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া রণস্থলে তোমার অপ্রতিদ্বন্দী ব্যক্তির প্রতি কিরূপে অস্ত্র প্রহার করিলে? মনস্বিগণ প্রমত্ত, ভীত, রথ-বিহীন, শরণাগত এবং ব্যসনাপন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাপি অস্ত্র প্রহার করেন না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ইহ সংসারে সাধুগণ সর্ব্বদাই সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কদাচ অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন না। কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত নীচ-প্রকৃতির ন্যায় এই অসজ্জন-চরিত অতি দুষ্কর পাপাচরণ করিলে। যাহা হউক, আমি জানিলাম যে, মনুষ্য যে স্থানে যেমন সংসর্গে অবস্থান করে, অচিরকাল-মধ্যে সেইরূপ গুণেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে; ইহা তোমাতেই প্রতীয়মান হইতেছে, নচেৎ তুমি রাজবংশে বিশেষত কৌরব-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং নিজেও সৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইয়া কিরূপে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইলে? বোধ হয়, বাসুদেবের মতানুসারেই সাত্যকির রক্ষার্থে তুমি এই অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে; কেননা তোমাতে এরূপ কার্য্য সম্ভব হয় না। বল দেখি, কৃষ্ণের বশবর্ত্তী ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি অনবহিত ও অন্যের সহিত যুদ্ধাসক্ত ব্যক্তিকে এরূপ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন করে? বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয়েরা সকলেই ব্রাত্যক্ষত্রিয়, উহারা বাক্য বলে এক প্রকার, কিন্তু কার্য্য করে অন্য প্রকার। উহারা স্বভাবতই নিন্দনীয়; কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত এরূপ গর্হিত-বংশ-সম্ভূত কৃষ্ণের আদেশ পালনে সম্মত হইলে?

সঞ্জয় কহিলেন, মহাযশা মহাবাহু যূপকেতু এইরূপ বলিয়া যুযুধানকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করিলেন। সেই পুণ্যলক্ষণাক্রান্ত রাজা ব্রহ্মলোক গমনাভিলাষে বাম হস্ত-দ্বারা শর সকল আস্তরণ-পূর্ব্বক প্রাণাদি বায়ুর নিরোধ করিলেন, এবং সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি ও মনকে প্রসন্নভাবে চন্দ্রে সমাধান-পূর্ব্বক মৌন ব্রতাবলম্বনে যোগ-যুক্ত হইয়া উপনিষদুক্ত ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ব্যূহ-মধ্যস্থ যোধবর্গ সকলেই কৃষ্ণার্জ্জুনের নিন্দা ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন আপনাদিগের নিন্দা শ্রবণ করিয়া কোন প্রকার অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন না, এবং যূপকেতুও তাদৃশ প্রকারে প্রশংসিত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। মহারাজ! আপনকার পুত্রগণ সেই প্রকার নিন্দা করিতে থাকিলে, তাঁহাদিগের ও ভূরিশ্রবার উক্ত সেই সকল নিন্দিত বাক্য, ধনঞ্জয়ের অন্তঃকরণে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি অক্রোধ-চিত্তে তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করাইয়া দিয়া আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন। এই সমস্ত নরপালগণই অবগত আছেন যে, যুদ্ধস্থলে আমার এই একটি বিশেষ নিয়ম আছে, যে, সমরে আমাদিগের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি আমার বাণপথের সম্মুখীন থাকিলে, তাহাকে কেহ বিনাশ

করিতে সমর্থ হইবে না। হে যূপকেতো! এই নিয়মের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমারে তিরস্কার করা তোমার উপযুক্ত হইতেছে না; কেন না প্রকৃত ধর্ম্ম না জানিয়া কদাপি কাহার নিন্দা করা উচিত নহে। তুমি সশস্ত্র হইয়া পরিশ্রান্ত নিরস্ত্র বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকির বিনাশে উদ্যত হইলে, তৎকালে যে আমি তোমার বাহু ছেদ করিয়াছি, তাহাতে আমার ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করা হয় নাই; কিন্তু বল দেখি, ন্যস্তশস্ত্র, রথ-বিহীন, বর্ম্ম-বিহীন, বালক অভিমন্যুর বধ বিষয়ে, ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন কোন্ ব্যক্তি প্রশংসা করিয়া থাকে? ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে মস্তক-দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া কটূক্তি জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং বাম হস্ত-দ্বারা ছিন্ন দক্ষিণ বাহু অর্জ্জুনের দিকে নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কেতে জানাইলেন যে, অর্জ্জুন অন্যায় রূপে তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছেদন করেন নাই, উহা ধর্ম্মসঙ্গতই হইয়াছে। তদনন্তর মহাদ্যুতিমান্ যূপকেতু পার্থের বাক্যাবসানে সঙ্কেত দ্বারা তাঁহারে এইরূপে পরিহার করিয়া মৌনব্রতাবলম্বনে অধোমুখ হইয়া থাকিলে, মহাত্মা অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন, হে শলাগ্রজ যূপকেতো! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি এবং বলশালিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের প্রতি আমার যাদৃশ প্রীতি আছে, তোমার প্রতিও তাদৃশ জানিবে; অতএব উশীনর-বংশীয় শিবিরাজ যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তুমিও আমার এবং মহাত্মা কেশবের আদেশানুসারে সেই পবিত্র লোকে গমন কর। অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে, তখন বাসুদেবও বলিতে লাগিলেন, ভূরিশ্রবা! তুমি অগ্নিতে আহুতি প্রদান-পূর্ব্বক নিয়তই দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছ, অতএব তুমি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইয়া গরুড়াসনে উপবেশন-পূর্ব্বক অবিলম্বে ব্রহ্মাদি সুরশ্রেষ্ঠগণের প্রার্থনীয় অদ্বিতীয় রূপে প্রতিভাত আমার সেই পবিত্রধামে গমন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন শিনিকুল-নন্দন সাত্যকি ভূরিশ্রবার হস্ত হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত হইয়া সেই মহাত্মার শিরশ্ছেদনাভিলাষে খড়্গ গ্রহণ করিলেন, এবং ভূরিদক্ষিণাপ্রদ যোগাসক্ত-চিত্ত পার্থ-শরে নিহতপ্রায় ভূরিশ্রবা, বাহু ছিন্ন হওয়ায়, ছিন্ন-শুণ্ড মাতঙ্গের ন্যায় উপবিষ্ট থাকিলেও, সাত্যকি সেই নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণ সংহারের ইচ্ছা করিলেন। সৈন্যগণ সাত্যকিরে তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারে নিন্দা করিতে লাগিল এবং মহাত্মা কেশব, ধনঞ্জয়, ভীম, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বৃষসেন ও সিন্ধুরাজ, ইহাঁরা সকলেই তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি না ইহাঁদের, না সৈন্যদিগের, কাহারো বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সেই সংযত-চিত্ত ভূরিশ্রবারে বিনাশ করিলেন। মহারাজ! তৎকালে সাত্যকি অর্জ্জুন-শরে ছিন্ন-বাহু সমরাঙ্গণে প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার মস্তকে খড়্গাঘাত করায়, সৈন্য-মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাঁহার সেই কার্য্যের প্রশংসা করিলেন না; কেন না তিনি অর্জ্জুনের শরাহত ব্যক্তিরে সংহার করিলেন। দেব, সিদ্ধ, চারণ ও মনুষ্যগণ সকলেই ইন্দ্র-তুল্য ভূরিশ্রবারে যুদ্ধস্থলে প্রায়োপবিষ্ট ও নিহত অবলোকন করিয়া তাঁহার সেই কার্য্যে বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনকার পক্ষীয় যোধগণও পরস্পর নানা প্রকার বাক্যের আন্দোলন-পূর্ব্বক এইরূপ বলিতে লাগিলেন, যে, 'যাহা হইবার তাহাই হইয়া থাকে, ইহাতে সাত্যকির কোন অপরাধ নাই; এ বিষয়ে আমাদিগের ক্রোধ করিবার প্রয়োজন নাই, ক্রোধই মনুষ্যদিগের দুঃখের মূল। বিধাতা সাত্যকিরেই ভূরিশ্রবার মৃত্যু-রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ বীরের হস্তেই উহাঁর মরণ হওয়া ভবিতব্য ছিল; অতএব এ বিষয়ে আর কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই।' এই সকল কথা শুনিয়া তখন সাত্যকি কহিলেন অহে অধার্ম্মিক

কৌরবগণ! তোমরা যে ধর্ম্মকঞ্চুক আশ্রয় করিয়া, যূপকেতুরে বিনাশ করিও না বিনাশ করিও না বলিয়া আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ করিতেছিলে; বল দেখি, যখন তোমরা সকলে মিলিত হইয়া সুভদ্রা-নন্দন বালক নিরস্ত্র অভিমন্যুরে সমরে নিহত করিয়াছিলে, তখন তোমাদিগের ধর্ম্ম কোথায় ছিল? পরন্তু আমি কোন অধিক্ষেপ সময়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রাণি মাত্রে যে কেহ আমারে নিষ্পেষণ করিয়া রোষ-বশত পদাঘাত করিবে, সেই শত্রু মুনিব্রতাবলম্বন করিলেও আমি তাহারে বিনাশ করিব। কিন্তু, তোমরা আমাকে অছিন্ন-বাহু ও ভূরিশ্রবার প্রতিঘাতে যত্নপর দেখিয়াও যে মৃত জ্ঞান করিয়াছিলে, সে তোমাদের বুদ্ধির লাঘব মাত্র। হে কৌরব-পক্ষীয় যোদ্ধৃবরগণ! ভূরিশ্রবারে বিনাশ করা আমার উচিত কার্য্যই হইয়াছে, আর মহাবীর অর্জ্জুন যে আমারে তদবস্থাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া ভূরিশ্রবার খড়্গ সমবেত বাহু ছেদন করিয়াছেন, তাহাতে আমিই বঞ্চিত হইয়াছি। যাহা হউক, কেহই ভবিতব্য বিষয় খণ্ডন করিতে সমর্থ নহেন; উহা ঘটাইবার নিমিত্ত দৈবই যত্নবান্ হয়েন; অতএব ভূরিশ্রবারে বিনাশ করায় আমার কদাচ অধর্ম্ম সঞ্চার হয় নাই। এ বিষয়ে পুরাকালীন মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত আছে, যৎকালে লঙ্কেশ্বর মায়া সীতা সংহারে উদ্যত হন, তৎকালে মহাবীর হনূমান্ স্ত্রীহত্যা করিতে নিষেধ করিলে, দশানন উত্তর করিয়াছিলেন, "অরে বানর! তুই স্ত্রীহত্যা করিতে নিষেধ করিতেছিস্, কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক শত্রুরে পীড়া প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সাত্যকি এইরূপ কহিলে কৌরব পক্ষীয় প্রধান যোধবর্গ কেহই কোন উত্তর করিলেন না; কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবারেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অরণ্যগত মুনির ন্যায় মহাযজ্ঞীয় মন্ত্রাভিপূত সহস্র সহস্র সুবর্ণপ্রদ মহাযশস্বী ভূরিশ্রবার বধ বিষয়ে কেহই অভিনন্দন করিলেন না; কেন না সেই শৌর্য্যশালী প্রার্থিমাত্রেরই কামনা পূর্ণ করিতেন। এক্ষণে তাঁহার শোভন শ্যাম কেশ-সমন্বিত পারাবত-সদৃশ লোহিত-নেত্র-যুক্ত মস্তক সমরাঙ্গণে নিপতিত হইয়া যেন আহুতি প্রদানার্থে যজ্ঞীয় অশ্বের ছিন্ন মস্তক শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে সেই প্রার্থি সাধারণের কামনাপ্রদ সর্ব্ব জন মাননীয় ভূরিশ্রবা মহাসমরে শস্ত্রাঘাতে মরণ জন্য পবিত্র হইয়া কলেবর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বীয় তেজো-দ্বারা দ্যাবা, পৃথিবী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোপার্জ্জিত পরম ধর্ম্ম বলে উর্দ্ধলোকে গমন করিলেন।

ভূরিশ্রবা বধে একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যে মহাবীর সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক সমরে দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্ম-প্রভৃতি মহারথিগণকে পরাজিত করিয়া সাগর-সদৃশ কৌরব-সৈন্য উত্তীর্ণ হইলেন এবং যিনি যুদ্ধে সমস্ত সৈন্যের অজেয়; কুরু-বংশীয় ভূরিশ্রবা কি কারণে তাঁহারে বল-পূর্ব্বক নিগৃহীত করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে সমর্থ হইলেন?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! শিনি-কুলনন্দন সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার যে প্রকার উৎপত্তি এবং যে বিষয়ে আপনার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তৎ সমস্তই বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম, সোমের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র ইলা-গর্ভসম্ভূত ইন্দ্র-তুল্য পুরূরবা। পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র দেব-তুল্য রাজর্ষি যযাতি, এবং যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবযানির গর্ভসম্ভূত যদু; ঐ যদুরবংশে প্রসিদ্ধ দেবমীঢ়ের উৎপত্তি হয়। দেবমীঢ়ের পুত্র ত্রিলোক-সম্মানিত শূর। শূরের পুত্র নরশ্রেষ্ঠ মহাযশা বসুদেব। মহাত্মা শূর সমরে কার্ত্ত-

বীর্য্য-তুল্য ধনুর্ব্বিদ্যা পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারই বংশে তত্তুল্য পরাক্রমশালী শিনি-নামা এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। কোন সময়ে মহাত্মা দেবক-রাজের কন্যার স্বয়ম্বর উপলক্ষে প্রায় পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়গণই সমাগত হন, তন্মধ্যে মহাত্মা শিনি বসুদেবের নিমিত্ত অবিলম্বে তত্রত্য সমস্ত পার্থিব-গণকে পরাজিত করিয়া দেবকের কন্যাকে রথা-রোপিত করিলেন।

মহারাজ! মহাতেজস্বী রাজা সোমদত্ত দেবকীকে শূরবংশীয় শিনির রথে অবলোকন করিয়া তাহা তাঁহার অসহ্য হইল। সেই দুই মহাবলশালী বীরের মধ্যাহ্নকালে অতীব আশ্চর্য্য দর্শনীয় বাহু-যুদ্ধ হইল, পরন্তু শিনি চতুর্দ্দিকৃস্থ রাজগণের সমক্ষেই সোমদত্তকে বল-পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত ও খড়্গ উদ্যত করিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন; তৎ পরেই কৃপাবিষ্ট হইয়া "তুমি জীবিত থাক" এই বলিয়া তাঁহারে পরি-ত্যাগ করিলেন। মহারাজ! সোমদত্ত, রাজগণের সমক্ষে এইরূপে অবমানিত হইয়া রোষভরে আ-গমন-পূর্ব্বক তপস্যা-দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করি-লেন। বরদগণের বরদাতা দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর-দানার্থ আশ্বাসিত করিলে, তিনি এইরূপ বর প্রার্থনা করি-লেন, ভগবন্! আমি এরূপ একটি পুত্রের ইচ্ছা করি, যিনি সমরে সহস্র সহস্র রাজগণের সাক্ষাতে শিনির সন্তানকে ভূতলে পাতিত করিয়া পদাঘাত করিতে পারেন। মহাদেব সোমদত্তের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তাহাই হইবে' এইরূপ বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মহারাজ সোমদত্ত শিবের সেই বরদান প্রভাবেই ভূরিদক্ষিণাপ্রদ ভূরিশ্রবারে পুত্র লাভ করেন এবং সেই নিমিত্তই ভূরিশ্রবা রাজগণের সমক্ষে শিনিকুল-সম্ভূত সাত্যকিরে ভূতলে পাতিত ও পদাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নচেৎ পৃথিবী-মধ্যে এমন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই নাই, যে, সাত্যকিরে পরাজিত করিতে পারেন। মহা-রাজ! আপনি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। সংগ্রামে বৃষ্ণি-বংশীয় সকলেই লব্ধলক্ষ ও চিত্রযোধী, যুদ্ধস্থলে উহাঁরা কেহই বিস্মিত হয়েন না। উহাঁরা সমরে দেব দানব গন্ধর্ব্বগণেরো বিজেতা। যুদ্ধস্থলে উহাঁরা কাহারো সাহায্য গ্রহণ করেন না; সকলেই স্ববীর্য্য-প্রভাবে বিজয় লাভ করিয়া থাকেন। হে প্রভো! বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত তুলনা দিতে পারা যায়, পৃথিবী-মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাঁদের তুল্য বীর্য্যশালী পূর্ব্বেও কেহ ছিল না, ভবিষ্যতেও হইবে না এবং বর্ত্তমানেও উপস্থিত নাই। উহাঁরা সকলেই বৃদ্ধগণের আদে-শানুবর্ত্তী, কদাপি জ্ঞাতিগণের অবমাননায় প্রবৃত্ত হয়েন না; আর যুদ্ধ বিষয়ে মনুষ্যদিগের কথা দূরে থাকুক্, উহাঁদিগকে না দেবতা, না অসুর, না গন্ধর্ব্ব, না যক্ষ, না উরগ, না রাক্ষস, কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। উহাঁরা দেবতা দ্রব্য বা গুরু দ্রব্যের কথা দূরে থাকুক্, জ্ঞাতির ধনেও ঈর্ষা প্রকাশ করেন না, এবং ব্রাহ্মণ কিম্বা জ্ঞাতিগণ কোন প্রকার বিপদাপন্ন হইলে, তাঁহাদিগকে সর্ব্ব-তোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। উহাঁরা সমৃদ্ধিশালী হইয়াও গর্ব্বিত নহেন এবং সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী। উহাঁরা সমর্থ হইয়াও কোন ব্যক্তিকে অব-মানিত করেন না, এবং দীন দুঃখিদিগকে সর্ব্বদা বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এবং সকলেই দেব-পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, দাতা এবং শ্লাঘা-রহিত; এই নিমিত্তই সংসারমধ্যে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের প্রভাব কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। যদি কেহ কদাচিৎ সুমেরু বহনে অথবা অপার জলধি সন্তরণে সমর্থ হয়, তথাপি সংগ্রামে বৃষ্ণিকুল বীরগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতে পারে না! হে বিভু কুরুকুল-

তিলক! আপনি যে বিষয়ে সংশয় করিতেছিলেন, তৎ সমস্তই বর্ণন করিলাম; কিন্তু এই মহা অপনয়ের মূলীভূতই আপনি।

বৃষ্ণিবংশ প্রশংসা কথনে দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! কুরুবংশীয় ভূরিশ্রবা তাদৃশ প্রকারে নিহত হইলে, পুনরায় কিরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভূরিশ্রবা পরলোক গত হইলে, মহাবাহু অর্জ্জুন বাসুদেবকে বলিলেন, কৃষ্ণ! যে স্থানে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অবস্থান করিতেছেন, তুমি সত্বর তথায় আমার রথ লইয়া চল, এবং যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা সফল হয়, তদ্বিষয়ে যত্নপর হও। হে মহাবাহো! ঐ দেখ, দিবাকর ত্বরা-সহকারে অস্তাচলে গমন করিতেছেন, আমারে জয়দ্রথ বধ রূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, কিন্তু কৌরব-পক্ষীয় মহারথগণ উহাঁরে রক্ষা করিতেছেন; অতএব হে পুরুষব্যাঘ্র কৃষ্ণ! তুমি এরূপে অশ্ব চালনা কর, যাহাতে আমি অদ্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ হইতে পারি।

তদনন্তর, অশ্ব-বিদ্যাবিশারদ বাসুদেব রজতসঙ্কাশ অশ্ব সকল জয়দ্রথের রথের দিকে চালিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! সেই সকল দ্রুতগামী অশ্ব অমোঘাস্ত্র ধনঞ্জয়কে বহন করিতে থাকিলে, বোধ হইল যেন তাহারা গগণমার্গে উড্ডীন হইতেছে; রাজা দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য, কৃপাচার্য্য এবং স্বয়ং জয়দ্রথ, এই সকল যোধমুখ্যগণ অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া ত্বরা সহকারে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বীভৎসু সিন্ধুরাজকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিবেন বলিয়াই ক্রোধোদ্দীপিত-নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়দ্রথের রথসমীপে গমন করিতে দেখিয়া ত্বরান্বিত হইয়া কর্ণকে বলিলেন, হে মহাত্মন্! এই সেই যুদ্ধকাল উপস্থিত, অতএব এক্ষণে এই সমস্ত সৈন্যগণকে স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন কর; ধনঞ্জয় যাহাতে জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তৎ পক্ষে যত্নবান্ হও। হে নরবীর! দিবা অবসান হইতে আর অল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে, এই সময়ে তুমি শরজাল বিস্তার করিয়া উহার কার্য্যের বিঘ্নসাধন কর; কেন না সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলেই কুন্তীনন্দন মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইয়া নিশ্চয়ই হুতাশনে প্রবেশ করিবে, তাহা হইলে উহার ভ্রাতৃবর্গ ও উহাদের অনুগগণ কেহই অর্জ্জুন-শূন্য পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে উৎসাহ করিবে না। এইরূপে সমস্ত পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইলে, আমরা এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরাকে নিষ্কণ্টকে ভোগ করিব। হে মানদ কর্ণ! কিরীটী দৈবপ্রতিকূলতায় বিপরীতবুদ্ধি ও কার্য্যাকার্য্যে বিবেক-শূন্য হইয়া নিশ্চয়ই আত্ম বিনাশের নিমিত্ত জয়দ্রথ বধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। রাধেয়! এই পৃথিবী-মধ্যে কোন ব্যক্তিকেই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, যে, তোমাকে ধর্ষণ করিতে পারে; অতএব তুমি বর্ত্তমান থাকিতে ফাল্গুন কিরূপে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সিন্ধুরাজের বিনাশে সমর্থ হইবে? বিশেষত মদ্ররাজ শল্য, মহাত্মা কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা দুঃশাসন এবং আমি; আমরা সকলে মিলিয়া রক্ষা করিলে, সে কিরূপে রণমুখে জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইবে? সুতরাং অদ্য তাহার কাল পূর্ণ হইয়াছে। একে ত বহুতর যোধগণ যুদ্ধ করিবে, তাহে আবার দিবাকরো প্রায় অস্তাচলাবলম্বী হইলেন; আমার বিবেচনায় পার্থ কদাপি জয়দ্রথ-বিনাশে সমর্থ হইবে না। অতএব হে কর্ণ! তুমি এক্ষণে আমার সহিত এবং মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা ও অপরাপর শৌর্য্যশালী বীর-বর্গের

সহিত মিলিত হইয়া, সমরাঙ্গণে বিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ আপনকার পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া এইরূপ উত্তর করিলেন, রাজন্! দৃঢ়লক্ষ-ভেদী ধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীমসেনের শর-জালে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, এক্ষণে সমরস্থলে থাকা উচিত বলিয়াই আমি অবস্থান করিতেছি; আমার দেহ শর-সমূহে এমন ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, যে, স্পন্দন করিতেও বেদনা বোধ হইতেছে; তথাপি সেই পাণ্ডব প্রধান অর্জ্জুন যাহাতে সিন্ধুপতি জয়দ্রথকে নিহত করিতে না পারে, তোমার প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, যতক্ষণ আমার দেহে জীবন থাকিবে, যথা-শক্তি যুদ্ধ করিব। সমরাঙ্গণে আমি নিশিত বাণজাল বিস্তার করিতে থাকিলে, সব্যসাচী কখনই জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! হিতৈষী ভক্তিমান্ পুরুষের যেরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা আমি অবশ্যই করিব; কিন্তু জয়ের বিষয় দৈবের প্রতি নির্ভর। অদ্য আমি তোমার প্রিয় কামনায় সিন্ধুরাজের নিমিত্ত সংগ্রাম স্থলে বিশেষ যত্ন করিব, তবে জয় পরাজয় দৈবের অধীন। হে পুরুষব্যাঘ্র! অদ্য আমি তোমার নিমিত্ত স্বীয় পৌরুষের প্রতি নির্ভর করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত। অদ্য এই সমস্ত সৈন্যগণ লোম-হর্ষণকর ভয়ানক আমাদিগের উভয়ের যুদ্ধ দর্শন করুক্।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ ও দুর্য্যোধন পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত বাণ-জালে আপনকার পক্ষীয় সৈন্য ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সুশাণিত শর-দ্বারা সমরে অনিবর্ত্তী বীর-বর্গের পরিঘ ও করিশুণ্ডোপম বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই মহাবাহু ধনঞ্জয় নিরন্তর শরজাল বিস্তার করিয়া কোন স্থলে হস্তিগণের শুণ্ড, কোথাও বা অশ্ব সকলের গ্রীবা, কোন স্থানে রথের অক্ষদেশ, কোন স্থলে প্রাস ও তোমর-হস্ত শোণিতাক্ত-কলেবরী অশ্বারোহ ও গজারোহীগণের মস্তক তীক্ষ্ণ ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা দুই বা তিন খণ্ডে ছেদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমরাঙ্গণে সহস্র সহস্র প্রকাণ্ড হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য, ধ্বজ, ছত্র ও শ্বেত চামর সকল অর্জ্জুনের শরে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে থাকিল। অধিক কি, যেমন প্রদীপ্ত হুতাশন অচির কাল মধ্যে তৃণ লতাদি ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মহাবীর পার্থ আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ক্ষণ কাল মধ্যে পৃথিবী রুধিরময়ী করিয়া ফেলিলেন। দুর্দ্ধর্ষ অক্ষয়-পরাক্রম মহাবলবান্ অর্জ্জুন আপনকার সৈন্য মধ্যে বহুতর যোধবর্গকে বিনষ্ট করিয়া জয়দ্রথের রথ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি সাত্যকি ও ভীম-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। পরন্তু আপনকার পক্ষীয় বীর্য্য-সম্পন্ন মহারথী পুরুষ-শ্রেষ্ঠগণ তাঁহাকে তাদৃশ প্রকারে রণাঙ্গণে অবস্থিত দেখিয়া সহ্য করিলেন না। দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও স্বয়ং জয়দ্রথ, ইহারা সকলে, কিরীটী জ্যাশব্দ ও তলশব্দ দ্বারা যেন রথবর্ত্মে নৃত্য করিতেছেন, দেখিয়া বদ্ধ-সন্নাহ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। সেই সকল রণদক্ষ ব্যাদিতাস্য অন্তক-তুল্য বীরগণ দিবাবসান সময়ে কৃষ্ণার্জ্জুনের সংহারাভিলাষে সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষায় জয়দ্রথকে পশ্চাৎ করিয়া নির্ভীক-চিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইলেন, এবং ভুজঙ্গ ভোগ-তুল্য ভুজ-বলে প্রচণ্ড শরাসন আনমিত করিয়া সূর্য্যরশ্মি-সদৃশ শত শত বাণ তাঁহাদিগের উভয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ কিরীটী সেই বীরগণের নিক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্যমাণ বাণ সকল দুই তিন ও অষ্ট খণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সিংহ-

লাঙ্গুল-ধ্বজ-শোভিত রথারোহী শারদ্বতী-পুত্র অশ্বত্থামা স্বীয় বীর্য্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তিনি সিন্ধুরাজের রক্ষা নিমিত্ত রথবর্ত্মে অবস্থান করিয়া দশ বাণে পার্থকে ও সাত বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর কৌরব-পক্ষীয় সমস্ত মহারথিগণ আপনকার পুত্রের আদেশক্রমে অর্জ্জুনকে মহৎ মহৎ রথ-সমূহ-দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া কার্ম্মুক বিস্ফারণ ও বাণজাল-বিমোচন-পূর্ব্বক জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরন্তু মহাবীর অর্জ্জুনের বাহুবল, তূণীর যুগলের অক্ষয়তা ও প্রচণ্ড গাণ্ডীবের দৃঢ়তা আশ্চর্য্য রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি অস্ত্র প্রভাবে অশ্বত্থামার শরজাল নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে দশ দশ বাণে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহারে অশ্বত্থামা পঞ্চ বিংশতি, বৃষসেন সপ্ত, দুর্য্যোধন সপ্ততি এবং কর্ণ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই সমস্ত মহারথিগণ গর্জ্জন-পূর্ব্বক পুনঃপুন শরাসন বিকম্পিত করিয়া অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং সূর্য্যাস্ত প্রতীক্ষায় ত্বরা সহকারে তাঁহারে এমনি ভাবে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিলেন, যে, তাঁহাদিগের পরস্পর রথ-সংশ্লেষে কিঞ্চিন্মাত্র অবকাশ রহিল না।

মহারাজ! পরিঘ-সদৃশ বাহু-বিশিষ্ট বীরগণ সিংহনাদ-সহকারে শরাসন বিস্ফারণ ও মহাদিব্যাস্ত্র সকল প্রদর্শন-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের গাত্রে এমনি তীক্ষ্ণতর বাণ বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, বোধ হইল যেন নিরন্তর ধারাবর্ষী বারিদপটলী ভূধর-পৃষ্ঠে বারি বর্ষণ করিতেছে। পরন্তু দুরাধর্ষ অক্ষয় পরাক্রম অর্জ্জুন আপনকার সৈন্য মধ্যে অসংখ্য যোদ্ধাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া জয়দ্রথের রথ-সমীপে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সূত-পুত্র কর্ণ সাত্যকি ও ভীমসেনের সাক্ষাতেই তাঁহারে শর-দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও সেইরূপ সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং সাত্যকি তিন ও ভীমসেন তিন বাণে এবং পুনরায় অর্জ্জুন সাত বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহারথী কর্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককে ষষ্টি ষষ্টি শায়কে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের সকলের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু মহারাজ! সে স্থলে সূতপুত্রের এই এক আশ্চর্য্য পরাক্রম দর্শন করিলাম, যে, তিনি সেই সমরাঙ্গণে তিন জন মহারথীকে একাকীই ক্রুদ্ধ হইয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু ফাল্গুন এক শত শর-দ্বারা সূত-পুত্রের সমস্ত মর্ম্মস্থল নিপীড়িত করিলে, প্রতাপবান্ কর্ণ রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া পঞ্চাশৎ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় তাঁহার তাদৃশ হস্তলাঘব দেখিয়া সহ্য করিলেন না; তিনি অবিলম্বে সূতপুত্রের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক নয় শরে তাঁহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। অপিচ তিনি জয়দ্রথ বধে ত্বরান্বিত হইয়া সূতপুত্রের সংহারার্থে সূর্য্যরশ্মি-প্রতিম এক বাণ বেগ-সহকারে নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত সেই বাণ বেগে আপতিত হইতেছে দেখিয়া তাহা তীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাস্ত্রে ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। এই অবসরে প্রতাপবান্ সূতপুত্র অপর এক শরাসন লইয়া সহস্র সহস্র বাণজালে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারাজ! যেমন বায়ু, শলভশ্রেণীকে দূরীকৃত করে, তদ্রূপ বীর্য্যশালী পৃথা-পুত্র ধনঞ্জয় কর্ণ-কার্ম্মুক-সম্ভূত শস্ত্রবৃষ্টি নিরাকৃত ও হস্তলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে রণাঙ্গণে কর্ণকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। শত্রুহন্তা সূত-পুত্রও তাঁহার প্রতিকারেচ্ছু হইয়া তাঁহারে অসংখ্য শর-নিকরে সমাবৃত করিলেন।

পুরুষ-সিংহ মহারথী ধনঞ্জয় ও কর্ণ বৃষভের ন্যায় গর্জ্জন-পূর্ব্বক নিরন্তর বাণজাল বিস্তার করিয়া মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন, এবং উভয়েই উভয়ের শর-নিকরে সমস্ত সৈন্যের

অদৃশ্য হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই ‘অহে কর্ণ! অবস্থান কর, আমি অর্জ্জুন’ অহে ফাল্গুন! অবস্থান কর, আমি কর্ণ’ এইরূপ তর্জ্জন ও পরস্পর পরস্পরকে বাক্-শল্যে নিপীড়িত করিয়া কখন লাঘব, কখন সৌষ্ঠব, কখন বা নানা প্রকার রণ-কৌশল প্রদর্শন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করত সমরাঙ্গণে সমস্ত সৈন্যের দর্শনীয় হইলেন। মহারাজ! এইরূপে সেই দুই বীর পরস্পর পরস্পরের বধাভিলাষে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, সিদ্ধ, চারণ ও বায়ু-ভরে গমনশীল প্রাণিগণ সকলেই তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন, সৈন্যগণ! অদ্য মহাবীর কর্ণ আমার নিকট এইমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, সমরে অর্জ্জুনকে নিহত না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না, অতএব তোমরা সকলে যত্ন-পূর্ব্বক উহাঁরে রক্ষা কর।

দুর্য্যোধন সৈন্যগণের প্রতি এইমত আদেশ করিতেছেন, এদিকে শ্বেত-বাহন কিরীটী কর্ণের পরাক্রম দর্শন করিয়া আকর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে যম-সদনে প্রেরণ ও অপর এক ভল্লাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ-নীড় হইতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া আপনকার পুত্রের সমক্ষেই তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। মহারাজ! এইরূপে সূত-পুত্র সমর-স্থলে অর্জ্জুনের বাণ-জালে সমাচ্ছন্ন, অশ্ব সারথি বিহীন ও বিমোহিত হইয়া, তৎকালে তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন আচার্য্য-নন্দন অশ্বত্থামা তাঁহারে রথ-ভ্রষ্ট দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে মদ্ররাজ শল্য ত্রিংশৎ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন, এবং কৃপাচার্য্য বিংশতি বাণে বাসুদেবকে ও দ্বাদশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে জয়দ্রথ চারি ও বৃষসেন সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও তাঁহাদিগের সকলকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন, তিনি দ্রোণপুত্রকে চতুঃষষ্টি, মদ্ররাজকে শত, জয়দ্রথকে দশ, বৃষসেনকে তিন এবং কৃপাচার্য্যকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। তখন আপনকার পক্ষীয় মহারথিগণ সব্যসাচীর প্রতিজ্ঞা বিঘ্ন করণাভিলাষে সকলে মিলিত হইয়া সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া সর্ব্ব ধারময় মহাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন।

পরন্তু, কৌরবগণও মহার্হ রথে সমারূঢ় হইয়া শস্ত্র-বৃষ্টি করিতে করিতে তাঁহার প্রতি প্রত্যুদ্গত হইলেন। মহারাজ! সেই সর্ব্বজন-মোহকর অতীব ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলেও কিরীটমালী ধনঞ্জয় মোহিত হইলেন না। প্রত্যুত তিনি জয়দ্রথকে অবলোকন করিয়া নিরন্তর শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অপ্রমেয় পরাক্রমশালী মহাত্মা সব্যসাচী রাজ্যার্থী হইয়া কৌরবগণ প্রদত্ত দ্বাদশ বর্ষ সম্ভূত ক্লেশ পরম্পরা স্মরণ-পূর্ব্বক গাণ্ডিব প্রমুক্ত শরজালে সমস্ত দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অনবরত শর সম্পাতে অন্তরীক্ষ প্রদীপ্ত উল্কাময় হইয়া উঠিল, এবং আকাশচর পক্ষিগণ শ্রেণীভূত হইয়া মনুষ্যগণের শরীরে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে তিনি ক্রোধভরে পিঙ্গলবর্ণ জ্যাযুক্ত হর-পিনাক-সদৃশ প্রচণ্ড গাণ্ডিব নির্মুক্ত শর ঘটায় অরাতিকুল নির্মূল করিতে লাগিলেন। শক্র-সৈন্য বিজয়ী মহাযশা কিরীটী শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও গজারূঢ় কুরু-প্রবীরগণের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল স্বীয় মহাশরাসন প্রভাবে নিরাকৃত করিয়া শর-দ্বারা তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

ক্ষত্রিয়গণ ক্রোধে ভীম-মূর্ত্তি হইয়া গুরুতর গদা,

সর্ব্বলৌহ-ময় পরিঘ, অসি ও শক্তি-প্রভৃতি বিবিধ মহাস্ত্র সকল লইয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। মহারাজ! তখন মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন যুগান্ত-কালীন মেঘের ন্যায় শব্দায়মান মহেন্দ্র কোদণ্ড-তুল্য গাণ্ডিব শরাসন বাহুবলে আকর্ষণ-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে কৌরব সেনাদিগকে দগ্ধ করিয়া যম-রাষ্ট্র বর্দ্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তিনি অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পদাতি সমূহ সমাকুল উদ্ধত সৈন্যগণকে শস্ত্র ও জীবন বিহীন করিয়া প্রেতপতি সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

সঙ্কুল যুদ্ধে ত্রিচত্বারিংশদধিক
শত তমোধ্যায়॥ ১৪৩॥

—•—

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব শরাসন বিকর্ষণ করিতে থাকিলে, সাক্ষাৎ অন্তকের সুবিস্পষ্ট উৎক্রোশের ন্যায় ও ইন্দ্রাশনির ন্যায় অতি গভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, প্রলয়-কাল সম্ভূত বায়ু-কর্ত্তৃক সংক্ষুভিত উত্তুঙ্গ-তরঙ্গমালা সঙ্কুল মীন-মকরাদি সমন্বিত সাগর-সলিলের ন্যায় চঞ্চল হইল। তিনি শস্ত্র-নিচয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে করিতে এককালীন সর্ব্বদিকেই দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। মহারাজ! তিনি অসামান্য লঘু-হস্ততা প্রযুক্ত কখন্ যে তূণ হইতে শর গ্রহণ, কখন্ শর-সন্ধান, কখন্ জ্যাকর্ষণ কখন্ বা বাণ বিমোচন করেন, তাহা কিছুই লক্ষ করা গেল না। মহাবাহু পার্থ সমস্ত কৌরবী সেনাদিগকে সন্ত্রাসিত করিয়া দুরাসদ ঐন্দ্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে, সেই ঐন্দ্রাস্ত্র হইতে প্রদীপ্তাগ্র শিখি-মুখ শত শত সহস্র সহস্র প্রতি মন্ত্রিত দিব্যাস্ত্র সকল সমুৎপন্ন হইল। আকর্ণ-পূর্ণ গাণ্ডীব-প্রমুক্ত অগ্নি ও সূর্য্য-রশ্মি সন্নিভ শর-প্রভাবে নভোমণ্ডল যেন প্রজ্বলিত উল্কাময় হইয়া জনগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। এইরূপে সমস্ত আলোকময় হইলে, কৌরবদিগের পূর্ব্ব-নিক্ষিপ্ত শরান্ধকার, যাহা অপরে মনেতেও নিবারিত করিতে সঙ্কল্প করিতে পারে না, কিন্তু প্রভাত-কালে প্রভাকর যেমন কিরণ রাজি বিস্তার করিয়া নিশা-কাল-সম্ভূত তমোরাশি ধ্বংস করেন, কিরীটী মন্ত্রিত-দিব্যাস্ত্র প্রভাবে বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক উহা সেইরূপ নিবারিত করিলেন। অপিচ নিদাঘ-কালীন দিনকর যেরূপ ক্ষুদ্র জলাশয়স্থ সলিল শোষণ করিয়া নিঃশেষিত করেন, তদ্রূপ, তিনিও শর রশ্মি-দ্বারা কৌরব সৈন্য নিঃশেষিত করিতে লাগিলেন। সূর্য্য-রশ্মি যেমন সমস্ত ভূমণ্ডলে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ দিব্যাস্ত্রবিৎ কিরীটি-প্রেরিত শর-রাজি, মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে রণাঙ্গনস্থ সমস্ত সৈন্যগণ-মধ্যে সমাকীর্ণ হইল। মহারাজ! গাণ্ডিব প্রমুক্ত তীক্ষ্ণতর শর-নিকর, প্রিয় সুহৃদের ন্যায় বীরগণের হৃদয়ে সংলগ্ন হইতে লাগিল। অধিক কি, তৎকালে আপনকার পক্ষীয় যে যে বীর শৌর্য্যাভিমানী হইয়া সমরে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন; তাঁহারা সকলেই পতঙ্গের ন্যায় পার্থ-রূপ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যম-সদনে প্রয়াণ করিলেন।

এইরূপে ধনঞ্জয় বীরগণের যশ ও জীবন বিলোপ করিয়া সমরাঙ্গণে মূর্ত্তিমান্ অন্তকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি শর-দ্বারা কাহারও কিরীট সমবেত মস্তক, কাহারও অঙ্গদ-বিশিষ্ট বিপুল বাহু, কোন কোন বীরের কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণ-যুগল এবং গজারোহিগণের তোমর সমন্বিত, অশ্বারোহিদিগের প্রাশ-বিশিষ্ট, পদাতিদিগের অসি-চর্ম্ম-সংযুক্ত, রথিগণের কার্ম্মুক সমন্বিত ও অশ্ব-যন্তাদিগের প্রতোদ যুক্ত বাহু ছেদন-পূর্ব্বক প্রদীপ্তাগ্র শর রূপ শিখায় শোভিত হইয়া, যেন বিস্ফুলিঙ্গ যুক্ত উগ্রতর শিখানুশোভিত জ্বলন্ত হুতাশ রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! কপিধ্বজ-রথারূঢ় সর্ব্ব-শস্ত্র-ধারি-শ্রেষ্ঠ দেবরাজ-প্রতিম মহাবীর ধনঞ্জয় সমরে মহাস্ত্র সকল প্রদর্শন-পূর্ব্বক জ্যাঘোষ ও তল-শব্দ-

দ্বারা যেন রথ-বর্ত্মে নৃত্য করিতে করিতে এক-কালীন সর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। আপন-কার পক্ষীয় যোধগণ অতিশয় যত্নবান্ হইয়াও, তাঁহাকে মধ্যাহ্ন-কালীন সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না।

যেমন বর্ষাকালে ইন্দ্র-ধনুঃ সুশোভিত বর্ষোন্মুখী মহতী জলধরপটলী শোভা পায়, কিরীটী গাণ্ডীব শরাসনে, প্রদীপ্তাগ্র বাণ সকল সন্ধান করণ-কালীন তদ্রূপ শোভমান হইলেন। মহারাজ! এইরূপে ধনঞ্জয় প্রমুক্ত অতিদুস্তর ভীষণ অস্ত্রসংপ্লবে নিমগ্ন বীরগণের মধ্যে কাহারো মস্তক ছিন্ন, কাহারো বাহু, কাহারো ভুজদণ্ড পাণিতল শূন্য, কাহারো বা পাণি-তল অঙ্গুলীচ্যুত হইয়া নিপতিত হইতে থাকিল। মদোৎকট হস্তিগণের মধ্যে কোন কোন হস্তীর দন্ত-খণ্ড ও কোন কোন হস্তীর শুণ্ডদণ্ড খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। ঐ রূপ অশ্ব সকলের মধ্যে কোন কোন অশ্বের খুর ও কোন কোন অশ্বের গ্রীবা ছিন্ন, এবং রথ সকলও খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইতে থাকিল। কোন স্থলে কাহার অস্ত্র ছিন্ন, কাহার পাদ ছিন্ন, কাহার বা সন্ধিস্থল ভগ্ন হওয়ায় তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বারংবার বিকট শব্দ করিতে লাগিল। মহা-রাজ! এইরূপে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা পার্থ-শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানাস্থানে নিপতিত হইতে থা-কিলে, সমর-স্থল যেন মৃত্যুর আবাসভূমি ও পশু-কুল বিনাশী রুদ্রের আক্রীড়স্থান হইয়া ভীরু-জনের অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিল। সেই রণ-ভূমি মধ্যে কোন স্থল ক্ষুরাস্ত্র সংছিন্ন হস্তি-শুণ্ড সকল নিপতিত থাকায়, যেন ভুজঙ্গ বেষ্টিত, কোন স্থল কমলাকার বদন-মণ্ডলের দ্বারা যেন সরোজমালা সমাচিত, এবং কোন কোন স্থল বিচিত্র উষ্ণীষ, মুকুট, কেয়ূর, অঙ্গদ, কুণ্ডল, সুবর্ণ-চিত্রিত তনুত্র, অশ্ব ও হস্তী সকলের পরিচ্ছদ এবং শত শত কিরীট সকল সমা-কীর্ণ থাকায়, যেন নব-বধূর বেশ ধারণ করিল।

তদনন্তর সমরাঙ্গণে ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধিনী ও সাধারণের দৃষ্টিমাত্রেই ভয় সঞ্চারিণী বৈতরণী নদীর ন্যায় অতি ভয়ানক শোণিত তরঙ্গ সংযুক্তা এক নদী সমুৎপন্ন হইল। মেদ ও মজ্জা সকল উহার কর্দ্দম, কেশ সকল উহার শৈবাল ও শাদ্বল, মস্তক ও বাহু সকল উহার উপলখণ্ড, ছত্র সকল উহার ঊর্ম্মিমালা, শত শত রথ উহাতে ভেলা, কাক ও কঙ্ক সকল উহাতে কুম্ভীর, গোমায়ুগণ উহার মকর, এবং দীর্ঘ দীর্ঘ গৃধ্র সকল উহাতে মহাগ্রাহ হইল। ঐ নদী বীরগণের বর্ম্মরূপ অস্থি পতিত হওয়ায় দুস্তরণীয়া, রথিদিগের নিপতিত শঙ্খ উহার গর্ত্তস্থ অস্থি রূপে সমাকীর্ণ হওয়াতে দুর্গম্যা, বিচিত্র ধ্বজ পতাকায় পরিব্যাপ্ত হওয়ায় সুশোভিতা, মৃত মনুষ্য হস্তী ও অশ্বের শরীর উহাতে সমাকীর্ণ এবং মৃত অশ্ব দেহরাশি উহার তীরভূমি হওয়ায় ও রথের চক্র, যুগ, ঈষা, অক্ষ ও কুবর সকল উহার চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকায় গমন সঙ্কটা হইল। এবং প্রাস অসি পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল উহাতে সর্প স্বরূপ হওয়ায় উহা সকলেরই দুর্নিরীক্ষ্যা, তথা শিবাগণ ভৈরব রব করিতে থাকায় এবং সহস্র সহস্র প্রেত পিশাচাদি ভূতগণ উহাতে নৃত্য করায় উহা অতিভীষণা হইয়া উঠিল, এবং মৃত যোধবর্গের নিশ্চেষ্ট কলেবর উহাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অন্তক-রূপি ধনঞ্জয়ের তাদৃশ পরাক্রম দর্শন করিয়া কৌরবদিগের অন্তঃকরণে অভূত-পূর্ব্ব ভয় সঞ্চার হইল।

কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুন তৎকালে অস্ত্র-প্রভাবে আপন-কার পক্ষীয় বীরগণের শস্ত্র-জাল নিরাকৃত করিয়া আপনাকে ভীষণ কর্ম্মা বলিয়া পরিচয় দিতে লাগি-লেন। তিনি জয়দ্রথের বধাভিলাষে নারাচ-দ্বারা সেই সকল রথি-শ্রেষ্ঠদিগকে যেন মোহিত করিয়া অতিক্রম করিলেন, এবং চতুর্দ্দিকে শর-জাল বিস্তার পূর্ব্বক সর্ব্ব লোকের দর্শনীয় হইয়া রণাঙ্গনে বেগ-সহকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা কেবল সেই বীরের নিক্ষিপ্ত শত শত সহস্র

সহস্র শর-নিকর অন্তরীক্ষে ভ্রমন করিতে দেখিতে পাইলাম; তিনি যে, কোন্ সময়ে তূণ হইতে বাণ গ্রহণ, কোন্ সময়ে বাণ সন্ধান, কোন্-সময়েই বা বাণ বিমোচন করিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না। তিনি শর-বৃষ্টি দ্বারা দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন ও রথীদিগকে ব্যাকুলিত করিয়া জয়দ্রথের সমীপে অভিদ্রুত হইলেন, এবং সন্নতপর্ব্ব চতুঃষষ্টি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! আপনকার পক্ষীয় যোধগণ সকলেই কুন্তী-নন্দনকে সিন্ধুরাজের অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া সিন্ধুরাজের জীবনে নিরাশ হইয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তৎকালে যে যে বীর সমরে অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন, তাঁহারই শরীরে অর্জ্জুন- নক্ষিপ্ত যম-তুল্য বাণ নিপতিত হইতে লাগিল। বিজয়িশ্রেষ্ঠ মহারথী ধনঞ্জয় সূর্য্য-রশ্মি সন্নিভ শর-দ্বারা নিরন্তর নরগণের মস্তক ছিন্ন করাতে সৈন্য-মধ্যে অসংখ্য কবন্ধ-রাশি সমুত্থিত হইল।

মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় আপনকার চতুরঙ্গিণী সেনা ব্যাকুলিত করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইয়া অশ্বত্থামাকে পঞ্চাশৎ ও বৃষসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করত কৃপা পরবশ হইয়া কৃপাচার্য্যকে অযত্ন-সহকারে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন; তৎপরেই শল্যকে ষোড়শ, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ এবং সিন্ধুরাজকে চতুঃষষ্টি সায়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ গাণ্ডীবধারি ধনঞ্জয়ের শরে তাদৃশ প্রকারে বিদ্ধ হইয়া সহ্য করিলেন না, প্রত্যুত তোত্রার্দ্দিত মহামাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; এবং বরাহ-ধ্বজ রথে অবস্থান-পূর্ব্বক সত্বর কর্ম্মার-মার্জ্জিত ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ অবক্রগামী গৃধ্রপক্ষ-বিরাজিত তীক্ষ্ণ বাণ সকল অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে তিনি তিন বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ছয় নারাচ-দ্বারা অর্জ্জুনকে, আট বাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও এক বাণে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিলেন। তখন কিরীটী জয়দ্রথ-নিক্ষিপ্ত বাণ-জাল নিরাকৃত করিয়া দুই শর দ্বারা এককালীন তাঁহার সারথির মস্তক ও সমলঙ্কৃত ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সিন্ধুরাজের অগ্নি-শিখোপম বরাহ লাঞ্ছিত ধ্বজ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বিশীর্ণ হইয়া ভূ-তলে নিপতিত হইল।

এমন সময়ে, বাসুদেব দিবাকরকে সত্বর অস্তাচলে গমন করিতে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে মহাবাহু পার্থ! ঐ দেখ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ জীবনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ত্রাসে ছয় জন মহারথী বীরের মধ্য-ভাগে অবস্থান করিতেছে; তুমি ঐ ছয় জন রথীকে পরাজিত করিতে না পারিলে কদাপি সিন্ধুরাজের বিনাশে সমর্থ হইবে না, অতএব অনুরোধ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হও; এবং আমিও এবিষয়ে সূর্য্যের আচ্ছাদন নিমিত্ত যোগ বিধান করি, তাহা হইলেই সিন্ধুরাজ সৈন্য হইতে পৃথক্ হইয়া প্রকাশ্য ভাবে একাকীই সূর্য্যাস্তের প্রতি দৃষ্টি করিতে থাকিবে। ঐ দুরাচার, সূর্য্যাস্ত হইলেই তুমি বিনষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় হর্ষ সহকারে আর জীবন রক্ষাভিলাষে কদাচ আত্ম-গোপন করিবে না, তুমি তৎকালে সেই অবকাশে উহার প্রতি অস্ত্র প্রহার করিবে, দিবাকর অস্ত-গত হইলেন মনে করিয়া কদাচ কাল বিলম্ব করিবে না। বীভৎসু কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হইবে বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।

তদনন্তর যোগীশ্বর মহাযোগী ত্রিতাপহারী ভগবান্ বাসুদেব সূর্য্যের আচ্ছাদন নিমিত্ত যোগপ্রভাবে অন্ধকারের সৃষ্টি করিলেন। মহারাজ! কৃষ্ণ সেই প্রকার অন্ধকার সৃষ্টি করিলে, কৌরবগণ দিবাকর অস্ত গেলেন, এইবার অর্জ্জুন বিনষ্ট হইবেন, এইরূপ মনে করিয়া মহাহর্ষ-যুক্ত হইলেন। তাঁহারা এবং স্বয়ং জয়দ্রথও প্রহৃষ্ট হইয়া সকলেই উন্নত বদনে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগি-

লেন। সিন্ধুরাজ সেইরূপে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে, বাসুদেব পুনরায় অর্জ্জুনকে বলিলেন, পার্থ! ঐ দেখ, জয়দ্রথ তোমার নিকট নির্ভয় হইয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। হে মহাবাহো! ঐ দুরাত্মার এই প্রকৃত বধের সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি শীঘ্র উহার শিরশ্ছেদন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সফল কর। প্রতাপবান্ পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় বাসুদেবের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্য-রশ্মি-সন্নিভ শর-সমূহ-দ্বারা আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কৃপাচার্য্যকে বিংশতি ও কর্ণকে পঞ্চাশৎ শরে বিদ্ধ করিয়া শল্য এবং দুর্য্যোধনকে ছয় ছয় শরে তাড়িত করিলেন। তৎপরে বৃষসেনকে অষ্ট, জয়দ্রথকে ষষ্টি এবং আপনকার পক্ষীয় অপরাপর সৈনিকদিগকে অসংখ্য শরে গাঢ়তর বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহারাজ! আপনকার পক্ষীয় যে সকল যোদ্ধা জয়দ্রথের রক্ষার্থে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অর্জ্জুনকে লেলিহান অগ্নির ন্যায় সমীপস্থ দেখিয়া অতিশয় সংশয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং জয়ৈষী হইয়া তাঁহার প্রতি নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমরে অপরাজেয় পুরুষব্যাঘ্র কুন্তীনন্দন, কৌরব-পক্ষীয় যোধগণের অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া এমন ক্রোধাবিষ্ট হইলেন যে, তিনি কৌরব-সৈন্য ক্ষয়াভিলাষে মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সমরস্থল কেবল বাণময় করিয়া ফেলিলেন। যোধগণ মহাবীর পার্থ-কর্ত্তৃক শরাহত হইয়া সকলেই জয়দ্রথকে পরিত্যাগ করিল; তৎকালে তাহারা এমন ভীত হইল যে, দুই জন একত্র হইয়া গমন করিল না। সে স্থলে আমরা মহাবীর মহাযশা কিরীটী ধনঞ্জয়কে যেরূপ আশ্চর্য্য পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিলাম, তাহা কদাপি হয় নাই ও হইবে না। তিনি গজ-সমেত গজারোহী, অশ্ব-সমেত অশ্বারোহী এবং সরথি-সারথিদিগকে, পশু-কুল-সংহারকারী রুদ্রের ন্যায়, বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎকালে সেই সমরাঙ্গণে কি অশ্ব, কি মাতঙ্গ, কি মনুষ্য, কেহই এরূপ দৃষ্ট হইল না, যে, পার্থের শরে আহত হয় নাই; একে শরান্ধকার, তাহাতে আবার তত্রত্য ধূলীপটলী উড্ডীন হওয়ায় যোধগণের দর্শনেন্দ্রিয় এমন কলুষিত হইল, যে, তাহারা সকলেই হতচেতা হইয়া পরস্পর কেহ কাহাকে জানিতে পারিল না। সৈনিকগণ পার্থ-প্রেরিত শর-নিকরে মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া কেহ ভ্রান্ত, কেহ স্খলিত, কেহ পতিত, কেহ ম্লান, কেহ বা অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। সেই প্রলয়-কাল-সদৃশ অতিভীষণ নিষ্ঠুরতর অতীব দুস্তর সংগ্রাম উপস্থিত সময়ে, বায়ুবেগ-বশত রণভূমি চতুর্দ্দিকে শোণিত-সিক্ত হওয়ায় তত্রত্য ধূলি সকল প্রশান্ত হইল, রথ-চক্র সকল নাভিদেশ-পর্য্যন্ত শোণিতে নিমগ্ন হইয়া গেল; আরোহী নিহত হওয়ায়, সহস্র সহস্র প্রমত্ত মাতঙ্গগণ বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া স্বপক্ষ সৈন্য বিমর্দ্দন-পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বেগে রণাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। সেইরূপ হতারোহী অশ্ব ও পদাতিগণ শর-নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সৈন্যেরা কেহ রুধির ক্ষরণ করিতে করিতে কেহ বা মুক্তকেশে, কেহ বা বর্ম্ম-বিহীন হইয়া ত্রাসে রণভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল; এবং কেহ বা ঊরুদেশ ধারণ-পূর্ব্বক সেই স্থানেই পতিত রহিল, অপর কতকগুলি নিহত হস্তিরাশির মধ্যে বিলীন হইয়া থাকিল।

মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে আপনকার পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা বিদ্রাবিত করিয়া ঘোরতর সায়ক-দ্বারা সিন্ধুরাজের রক্ষীদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, বৃষসেন ও সুযোধন-প্রভৃতি বীরগণকে তীব্রতর শর-জালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। পাণ্ডু-পুত্র কিরীটী সমরাঙ্গণে কখন্ যে ধনুরাস্ফালন, কখনই বা শর

গ্রহণ এবং কোন্ সময়েই বা শর সন্ধান আর কখনই বা শর বিমোচন করিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার হস্তলাঘব-প্রযুক্ত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। সেই বীর বারিধারার ন্যায়, নিরন্তর শর-ধারা বর্ষণ করিতে থাকিলে, কেবল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ শর-রাশি ও তাঁহার মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুক মাত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি কর্ণ ও বৃষসেনের শরাসন ছেদন করিয়া এক ভল্লাস্ত্র-দ্বারা শল্যের সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন, তৎ পরে কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামাকে শর-নিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! বিজয়িশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় এই-রূপে আপনকার পক্ষীয় মহারথীদিগকে ব্যাকুলিত করিয়া, ইন্দ্রাশনি-তুল্য, অতীব ভার-সহ, দিব্য মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত, নিয়ত গন্ধমাল্যাদি-দ্বারা অর্চ্চিত, অগ্নি-কল্প, অতিভয়ানক এক বাণ তূণ হইতে উদ্ধৃত করিলেন। সেই বাণ বিধি-পূর্ব্বক বজ্রাস্ত্রের সহিত সংযোগ করিয়া সত্বর গাণ্ডিবে যোজনা করিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কিরীটী অগ্নি-তুল্য তেজস্বান্ সেই বাণ ধনুকে সন্ধান করিলে পর অন্তরীক্ষস্থ প্রাণিগণের মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। এদিকে বাসুদেব ত্বরান্বিত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, প্রভাকর অস্তাচল গমনের উপক্রম করিতেছেন, তুমি এই সময়ে দুরাত্মা জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করিয়া ফেল; কিন্তু যেরূপে উহারে বধ করিতে হইবে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। জয়দ্রথের পিতা লোক-বিখ্যাত সিন্ধুদেশীয় রাজা বৃদ্ধক্ষত্র, যখন ঐ শত্রুঘাতী জয়দ্রথকে পুত্র লাভ করিলেন, তৎকালে উহাঁর প্রতি মেঘ-গম্ভীর দুন্দুভি-নিস্বন-সদৃশ এইরূপ অলক্ষিত আকাশবাণী হইল, "হে মনুষ্যেন্দ্র সিন্ধুরাজ! তোমার এই পুত্র কুল, শীল ও ইন্দ্রিয়-দমনাদি গুণ-দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশীয় রাজকুমারগণের অনুরূপই হইবেন; বীরগণ সর্ব্বদাই ইহাঁরে সমাদর করিবেন, এবং ক্ষত্রিয়গণ-মধ্যে ইনি এক জন প্রধান বলিয়া গণনীয় হইবেন; পরন্তু ইনি সময়ান্তরে শত্রুকুলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিলে, তৎকালে কোন এক প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সংগ্রাম স্থলে ইহাঁর শিরশ্ছেদন করিবেন।" শত্রুদমনকারী সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই মত আকাশবাণী শ্রবণে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুত্র-স্নেহ-প্রযুক্ত জ্ঞাতিগণ-সমক্ষে এইরূপ বলিলেন, "সংগ্রাম স্থলে যে ব্যক্তি আমার এই মহৎ রাজ্য-ধুরন্ধর পুত্রের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিবে, নিশ্চয়ই তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইবে" এইরূপ বলিয়া নরপতি বৃদ্ধক্ষত্র জয়দ্রথের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে গমন-পূর্ব্বক উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেই তেজস্বী রাজা এই সমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে অতিদুষ্কর তপশ্চরণ করিতেছেন। হে শত্রু-তাপন কপিকেতন ধনঞ্জয়! তুমি বায়ু-সুত ভীমের অনুজ, অতএব অদ্য তুমি সমরাঙ্গণে এই এক অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন কর,—ঘোরতর দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া সেই তপো-নিরত উহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে সেই মস্তক নিক্ষেপ কর। আর, যদি তুমি আমার বাক্য না শুনিয়া উহার মস্তক ভূতলে পাতিত কর, তাহা হইলে, তোমার মস্তকও নিঃসন্দেহ শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূগর্ভে নিপতিত হইবে; অতএব তুমি দিব্যাস্ত্র-দ্বারা এমনি অলক্ষিতভাবে উহার মস্তক লইয়া উহার পিতার অঙ্কদেশে পাতিত করিবে, যেন সেই তপো-নিরত রাজা বৃদ্ধক্ষত্র কোন রূপে অবগত হইতে না পারেন। হে কুরুকুল-তিলক অর্জ্জুন! এই ত্রিলোক-মধ্যে এমন কোন কার্য্যই দেখিতে পাই না, যাহা তোমার অসাধ্য আছে; কেন না তুমি ইন্দ্রের পুত্র।

কিরীটী কেশবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহাত্মা জয়দ্রথের মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিবার অভি-লাষে সৃক্কণী লেহন করত জয়দ্রথ-বধার্থ-রক্ষিত, সূর্য্য-তেজঃ-প্রতিম, ইন্দ্রাশনি-তুল্য, অতীব ভার-

যত্ন, নিয়ত গন্ধমাল্যাদি-দ্বারা অর্চ্চিত, দিব্যমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত বেগগামী এক শর গ্রহণ-পূর্ব্বক সত্বর জয়দ্রথের প্রতি বিমোচন করিলেন। অর্জ্জুন-ভুজ-নির্ম্মুক্ত সেই শর, বেগগামী শ্যেনপক্ষীর ন্যায়, জয়দ্রথের শিরশ্ছেদন-পূর্ব্বক আকাশে উৎপতিত হইল, এবং শত্রুগণের শোকোদ্দীপন ও সুহৃদ্গণের হর্ষবর্দ্ধন নিমিত্ত সেই ছিন্ন মস্তক লইয়া ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিল। সেই সময়-মধ্যেই মহাবীর অর্জ্জুন অজস্র শরবৃষ্টি করিয়া কর্ণ-প্রভৃতি ছয় জন মহারথীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, আমরা সে স্থলে এক মহাশ্চর্য্য সন্দর্শন করিলাম যে, সেই অর্জ্জুন-প্রেরিত দিব্যাস্ত্র, জয়দ্রথের ছিন্ন-মস্তক লইয়া সমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে উপনীত করিল। মহারাজ! আপনকার বৈবাহিক তেজস্বী নরপতি বৃদ্ধক্ষত্র সেই স্থানে সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে, জয়দ্রথের কৃষ্ণবর্ণ-কেশ-সমন্বিত সুচারু কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক কিরীটীর দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে অলক্ষিত-রূপে তাঁহার উৎসঙ্গে আসিয়া নিপতিত হইল। তিনি যেমন ভীত হইয়া উত্থান করিবেন, অমনি অঙ্কস্থিত মস্তক ভূতলে পতিত হইল। জয়দ্রথের মস্তক ভূতলস্থ হইলে, বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূগর্ভে পতিত হইল। তদনন্তর সৈন্যগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া মহারথী বীভৎসু ও বাসুদেবকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কিরীটি-কর্ত্তৃক নিহত হইলে, বাসুদেব অন্ধকারের প্রতিসংহার করিলেন। তখন অনুগগণের সহিত আপনকার পুত্রগণ সম্পূর্ণ রূপেই জানিতে পারিলেন যে, ইহা কেবল বাসুদেব-সৃষ্ট মায়া মাত্র। মহারাজ! আপনকার জামাতা সিন্ধুরাজ অষ্ট অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করাইয়া পরিশেষে আপনি অমিততেজা পার্থের শরে নিহত হইলেন। আপনকার পুত্রগণ তাঁহাকে নিহত অবলোকন করিয়া দুঃখে অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন, এবং জয়ের প্রতিও নিরাশ হইলেন। এদিকে বাসুদেব জয়দ্রথকে পার্থ-শরে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া আনন্দ সহকারে পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎ পরে শত্রুতাপন মহাবাহু অর্জ্জুন, ভীম, বৃষ্ণিসিংহ সাত্যকি, পরাক্রমশালী যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, ইহাঁরা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন। সেই তুমুল শঙ্খ নিনাদ শ্রবণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাত্মা ফাল্গুন-হস্তে জয়দ্রথ নিহত হইয়াছেন বোধ করিয়া বাদিত্র-ঘোষ-দ্বারা স্বপক্ষীয় যোধবর্গকে হর্ষিত করিতে লাগিলেন, এবং যুদ্ধাভিলাষে ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন।

মহারাজ! তদনন্তর সেই সূর্য্যাস্তকালে সোমকগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের লোমহর্ষকর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সিন্ধুরাজ নিহত হইলে পর সেই মহারথিগণ দ্রোণের সংহার বাসনায় সর্ব্ব প্রযত্ন-সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তৎকালে পাণ্ডবগণও জয়দ্রথ নিধন জন্য বিজয়-লাভে জয়োন্মত্ত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! যেরূপ দিবাকর উদিত হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করেন, এবং দেবরাজ শতক্রতু দানব-দলের দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কিরীটমালী মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথ বধ বিষয়ক স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করণানন্তর আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শেষে প্রধান প্রধান রথীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

জয়দ্রথ বধে চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪৪॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহাবীর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সব্যসাচি-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, কৌরবগণ কি রূপ অনুষ্ঠান করিল, তদ্বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! সিন্ধুরাজ পার্থ-শরে নিহত হইলেন দেখিয়া শরদ্বৎ-নন্দন কৃপ ও তাঁহার

ভাগিনের অশ্বত্থামা অমর্ষ-বশবর্ত্তী হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক মহৎ শরবৃষ্টি-দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সেই দুই রথিশ্রেষ্ঠ দুই দিকে দুই রথ হইতে রথিসত্তম পার্থের প্রতি, বারিধারার ন্যায়, নিরন্তর তীক্ষ্ণতর শরধারা বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। রথি-প্রবর মহাবাহু কিরীটী দুই জন মহারথি-বিসৃষ্ট সুমহৎ শরবৃষ্টি-দ্বারা নিপীড়িত হইয়া অতিশয় কাতর হইলেন, এবং গুরুপুত্র অশ্বত্থামা ও গুরু কৃপাচার্য্যের সংহার অভিলাষে আচার্য্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎ পরে তিনি স্বীয় অস্ত্রবলে অশ্বত্থামা ও কৃপের নিক্ষিপ্ত শস্ত্রজাল নিরাকৃত করিয়া আর তাঁহাদিগের বিনাশ-বাসনা করিলেন না; কেবল তাঁহাদিগের প্রতি মন্দবেগে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই মন্দ-বেগ-বিসৃষ্ট বাণ সকলও ক্রমে বহুল সংখ্যায় প্রেরিত হইয়া দুই জন মহারথীকেই অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল, তন্মধ্যে শরদ্বৎ-কুমার কৃপ শরাহত হইয়া অবসন্ন হইলেন, এমন কি, তিনি তৎক্ষণাৎ রথনীড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সারথি স্বীয় প্রভু কৃপাচার্য্যকে বিহ্বল দেখিয়া ' ইনি নিহত হইলেন ' মনে করিয়া সত্বর তথা হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিল। মহারাজ! কৃপাচার্য্য রণাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন দেখিয়া অশ্বত্থামাও অর্জ্জুনের সমীপ হইতে পলায়ন করিলেন।

এদিকে কুন্তী-নন্দন মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন শরদ্বান্ ঋষির কুমার কৃপাচার্য্যকে শর-পীড়িত ও মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া কপিধ্বজ রথ-মধ্যেই বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ-নয়নে দীনভাবে বলিতে লাগিলেন, কুলান্তকারী মহাপাপী দুরাত্মা দুর্য্যোধন জাতমাত্রেই মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, ' হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! এই কুলপাংসন কুমারকে এখনি পরিত্যাগ করুন, তাহা হইলে শ্রেয় হইবে, অন্যথা, ইহা হইতে আমাদিগের এই প্রধান কুরুবংশের মহৎ ভয় উপস্থিত হইবে।' কিন্তু অন্ধরাজ তাহাতে কর্ণপাত না করাতেই এক্ষণে সেই সত্যবাদী বিদুরের বাক্য সফল হইল, এবং আমি সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত অদ্য গুরু কৃপাচার্য্যকে শর-শয্যায় শয়ান দর্শন করিলাম। ক্ষত্রিয়দিগের আচার, বল ও পুরুষকারে ধিক্! কেন না এই সংসার-মধ্যে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-দ্রোহী বা আচার্য্য-দ্রোহী হইয়া থাকে? আহা! উনি ঋষিকুমার, আচার্য্য, বিশেষত আমার পিতার পরম সখা হইয়াও আমার বাণে পীড়িত হইয়া রথনীড়ে শয়ান রহিয়াছেন। উহাঁরে পীড়া প্রদানে আমার ইচ্ছা না থাকিলেও মন্নিক্ষিপ্ত শর-নিকরে পীড়িত ও রথ-নীড়ে অবসন্ন হইয়া উনি আমার অন্তঃকরণকে অতিশয় ব্যথিত করিতেছেন। আমি পুত্র-শোকে নিতান্ত অভিভূত ও উহাঁদের নিক্ষিপ্ত শরে নিপীড়িত হইয়া উন্মত্তবৎ অবিচারিত চিত্তে উহাঁর প্রতি নিরন্তর শর প্রহার করিয়াছি;—কৃষ্ণ! উনি স্বীয় রথে অবসন্ন হইয়া যেরূপ কাতরভাবে অবস্থান করিতেছেন, তুমি অবলোকন কর। উনি ঐ রূপে অবস্থান করাতে, অভিমন্যু বধ-জনিত শোকাপেক্ষাও অদ্য আমারে অধিকতর শোকে কাতর হইতে হইল। এই সংসার মধ্যে যে সকল নরশ্রেষ্ঠ, আচার্য্য হইতে কৃতবিদ্য হইয়া তাঁহাদিগের অভিলষিত দক্ষিণা প্রদান করেন, তাঁহারা দেবভাব প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু যে সকল পুরুষাধম, গুরুর নিকট বিদ্যালাভ করিয়া তাঁহাদিগের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সেই গুরুঘাতী দুর্বৃত্তগণ চরমে পরম যন্ত্রণালয় নিরয়ে গমন করিয়া থাকে। অতএব, আমি অদ্য আচার্য্যকে প্রসন্ন করণ পরিবর্ত্তে শর-দ্বারা অবসন্ন করিয়া নিশ্চয়ই নরকোৎপাদনের অনুষ্ঠান করিলাম। পূর্ব্বে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান কালে কৃপাচার্য্য আমারে বলিয়াছিলেন, যে, ' হে কৌরব্য! তুমি কখন গুরুর প্রতি

প্রহার করিও না' কিন্তু আমি সেই সাধু মহাত্মা আচার্য্যের আদেশ পালন না করিয়া তাঁহাকেই শর প্রহার করিলাম! আমি সেই পরম পূজনীয় সমরে অনিবর্ত্তী মহাত্মা গোতম-পুত্রকে নমস্কার করি; কৃষ্ণ! আমারে ধিক্! যেহেতু আমি তাঁহারে প্রহার করিলাম।

মহারাজ! সব্যসাচী এইরূপে কৃপাচার্য্যের নিমিত্ত বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ণ জয়দ্রথ-নিধনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। কর্ণকে অর্জ্জুনের রথের প্রতি আপতিত হইতে দেখিয়া পাঞ্চাল-নন্দন যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও বৃষ্ণিপ্রবর সাত্যকি সহসা তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তখন ধনঞ্জয়ও রাধা-নন্দনকে স্বীয় রথ-সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া হাস্য-বদনে কৃষ্ণকে বলিলেন, জনার্দ্দন! ঐ দেখ, অধিরথ-নন্দন নিশ্চয়ই ভূরিশ্রবার নিধন সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকির রথের দিকে ধাবমান হইতেছেন। উনি যে স্থানে যাইতেছেন, তুমি ঐ স্থানেই আমার রথ লইয়া চল; উনি যেন ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিরে ভূরিশ্রবার পদবীতে প্রেরণ করিতে না পারেন। মহাতেজা মহাবাহু কেশব সব্যসাচীর বাক্য শ্রবণে তৎকালোচিত এইরূপ বলিলেন, অর্জ্জুন! ঐ মহাবাহু সাত্বতবংশ-প্রবর সাত্যকি একাকীই কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহাতে আবার পাঞ্চাল-নন্দন যুধামন্যু ও উত্তমৌজা যখন উহাঁর সহায় রহিয়াছেন, তখন উহাঁর নিমিত্ত কোন চিন্তা নাই। বিশেষত কর্ণের নিকট যাবৎ কাল জ্বলন্ত মহোল্কার ন্যায় ইন্দ্রদত্ত শক্তি বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ উহার সহিত তোমার দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে; কেন না কর্ণ সেই শক্তি নিয়ত অর্চ্চনা পূর্ব্বক তোমার নিমিত্তই রক্ষা করিতেছে। অতএব হে শত্রুতাপন! কর্ণ এক্ষণে সাত্যকির নিকটে যে ভাবে গমন করিতেছে, সেই ভাবেই গমন করুক্। ঐ দুরাত্মার বধের কাল আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, যে সময়ে উহাকে তীক্ষ্ণতর শর-নিকরে ভূতলে পাতিত করিতে হইবে; আমি তোমারে সেই সময় বিজ্ঞাপন করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ নিহত হইলে পর, বৃষ্ণিবীর সাত্যকির সহিত কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইল, এবং রথ-বিহীন সাত্যকি, যুধামন্যু ও উত্তমৌজা কোন্ কোন্ রথে সমারূঢ় হইলেন, তদ্বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! আমি সেই মহৎ রণ বিষয়ের যথাবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি স্থির হইয়া আপনকারই দুর্নীতি-জনিত এই ঘটনার বিষয় শ্রবণ করুন। হে প্রভো! ভগবান্ বাসুদেব অতীত বা অনাগত সমস্তই অবগত আছেন, সাত্যকি যে, ভূরিশ্রবার নিকট পরাজিত হইবেন, তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই নিজ সারথি দারুককে "কল্য তুমি আমার রথ সুসজ্জিত করিয়া রাখিবে এবং যে সময়ে আমি মহাশব্দে শঙ্খ নিনাদ করিব, তৎক্ষণাৎ রথ লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে।" এই মত আদেশ করিয়াছিলেন। অতএব হে রাজন্! মনুষ্য, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ বা রাক্ষস সংসার-মধ্যে এরূপ কেহই নাই যে, কৃষ্ণার্জ্জুনকে জয় করিতে পারে; অধিক কি, পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ এবং সিদ্ধগণও উহাঁদিগের উভয়েরই অতুল-প্রভাবের বিষয় অবগত আছেন; এক্ষণে আপনি সেই যুদ্ধ-ব্যাপার যেরূপ হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। বাসুদেব সাত্যকিরে রথ-বিহীন এবং কর্ণকে সমরোদ্যত দেখিয়া মহাশব্দে শঙ্খ-নিনাদ করিতে লাগিলেন। দারুক শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণে সমস্ত বিদিত হইয়া উচ্ছ্রিত গরুড়-ধ্বজ রথ লইয়া তথায় উপনীত করিলেন। তখন শিনি-পৌত্র সাত্যকি কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে হেম-পরিচ্ছদ-সুশোভিত কামগামী শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বশ্রেষ্ঠ সংযোজিত দারুক-কর্তৃক পরিচালিত আদিত্য ও অগ্নি-সঙ্কাশ

রথে আরোহণ করিলেন। তিনি সেই বিমান-প্রতিম রথে সমারূঢ় হইয়া বহুবিধ শায়ক-জাল বিস্তার করিতে করিতে রাধা-নন্দন কর্ণের প্রতি অভিক্রুত হইলেন। এবং অর্জ্জুনের চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাও নিহত জয়দ্রথের রথে আরোহণ-পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন; কিন্তু কর্ণও অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া শরবৃষ্টি বিমোচন করত অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন সাত্যকির প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। মহারাজ! তাঁহাদিগের উভয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইল, ভূলোকে কি দ্যুলোকে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষসদিগের মধ্যেও কখন তাদৃশ যুদ্ধ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। অধিক কি, তাঁহাদিগের উভয়ের কার্য্য দেখিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ পদাতি-সঙ্কুল চতুরঙ্গিণী সেনা বিমোহিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল, এবং সমর হইতে বিরত হইয়া সকলেই সেই নরশ্রেষ্ঠ-দ্বয়ের অলৌকিক যুদ্ধ এবং দারুকের সারথ্য-নৈপুণ্য সন্দর্শন করিতে লাগিল। বিশেষত কশ্যপ-কুল-নন্দন রথস্থ দারুকের গত, প্রত্যাগত, আবৃত্ত, মণ্ডল ও সন্নিবর্ত্ত-প্রভৃতি রথগতি-দ্বারা, কর্ণ সাত্যকির যুদ্ধ দর্শনে অবহিতমনা নভস্তল-গত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন। মহারাজ! পরাক্রমশালী মহাতেজস্বী অমরপ্রতিম যুযুধান এবং কর্ণ উভয়েই মিত্র-কার্য্যার্থে স্পর্দ্ধাবান্ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, পরন্তু সাত্যকিই প্রথমে শর-নিকর বর্ষণে কর্ণকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন কর্ণও কুরুবংশীয় ভূরিশ্রবা ও জলসন্ধের নিধনে অসহনশীল ও শোকাবিষ্ট হইয়া মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধদৃষ্টি-দ্বারা যেন সাত্যকিকে দগ্ধ করিবেন বলিয়াই অতিবেগে পুনঃপুন তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাত্যকি কর্ণকে অতিশয় কুপিত দেখিয়া, যেমন এক গজ অপর বিপক্ষ গজের সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ মহৎ শরবৃষ্টি-দ্বারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরম বিক্রমশালী তরস্বী সেই দুই নরশার্দ্দূল সমরে মিলিত হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পর প্রহার-দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর শিনি-পৌত্র সাত্যকি সর্ব্বপারশব শস্ত্র-নিচয়ে পুনঃপুন কর্ণের শরীর ক্ষত বিক্ষত, ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত, নিশিত শর-দ্বারা তাঁহার শ্বেতবর্ণ অশ্ব-চতুষ্টয় নিহত ও তাঁহার রথ ও রথ-ধ্বজ শত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া আপনকার পুত্রের সমক্ষেই তাঁহারে রথভ্রষ্ট করিলেন। তাহাতে আপনকার পক্ষীয় কর্ণ-পুত্র বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য ও দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথিগণও প্রথমত বিমনস্ক হইলেন, পরে সকলে একত্রিত হইয়া সাত্যকির চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন; সমস্ত রণভূমি এরূপ পর্য্যাকুল হইল যে, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কর্ণ সাত্যকি-কর্ত্তৃক বিরথী হইলে সমস্ত সৈন্য-মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পরন্তু তিনি সাত্যকি-কর্ত্তৃক রথ-বিহীন হইয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত বাল্যাবধি সৌহৃদ্য স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার নিকট রাজ্যপ্রাপ্তি-হেতু যে, পাণ্ডবদিগের পরাজয় বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষার নিমিত্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সত্বর দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করিলেন। মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় সাত্যকি তাদৃশ প্রকারে বিরথীকৃত কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি আপনকার শূর পুত্রগণকে বিনষ্ট করিলেন না। তিনি ভীমার্জ্জুনের পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে কর্ণ ও আপনকার পুত্রদিগকে প্রাণ-বিয়োজিত না করিয়া কেবল তাঁহাদিগকে রথভ্রষ্ট ও বিহ্বল করিলেন। কেন না দ্যুতক্রীড়া কালে ভীমসেন আপনকার পুত্রদিগের এবং অর্জ্জুন কর্ণের বধ নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কর্ণ প্রভৃতি রথিপ্রবরগণ যত্নপর হইয়াও সাত্যকিরে সংহার করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি স্বর্গার্থী হইয়া এবং ধর্ম্মরাজের প্রিয়-কামনায় অশ্বত্থামা,

কৃতবর্ম্মা ও অপরাপর শত শত মহারথী ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠগণকে এক ধনুঃ-প্রভাবেই পরাজিত করিলেন। মহারাজ! কৃষ্ণার্জ্জুন-সদৃশ বীর্য্যশালী সত্য-বিক্রম সাত্যকি অবলীলাক্রমে আপনকার পক্ষীয় সমস্ত সৈন্য পরাভূত করিলেন। ঐরূপ কার্য্য করণে, ভগবান্ বাসুদেব, ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন ও নরশার্দ্দূল সাত্যকি, এই তিন জন ব্যতীত পৃথিবীতে আর চতুর্থ ব্যক্তি বর্ত্তমান নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বাসুদেব-তুল্য সমর-কুশল সাত্যকি বাসুদেবের অজেয় রথে সমারূঢ় হইয়া কর্ণকে বিরথী করিলেন, কিন্তু দারুক-কর্ত্তৃক সহায়বান্ ও নিজ বাহুবল-দর্পিত সেই সাত্বত-প্রবর দারুকের রথেই অবস্থিত রহিলেন কি অপর কোন রথে আরোহণ করিলেন? আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি বিশেষ করিয়া আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন কর, কেন না আমি সাত্যকি-রেই সমস্ত সৈন্যের অসহ্য মনে করিতেছি, অতএব সেই বিষয় বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ক্ষণকাল পরে মহামতিমান্ দারুকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিধিবৎ সুসজ্জিত লৌহ ও কাঞ্চন-ময়-পট্টে সন্নাহ-যুক্ত-কূবর-সুশোভিত সহস্র সহস্র তারকা-খচিত সিংহ-চিহ্নিত-পতাকা-যুক্ত এক রথ লইয়া উপনীত করিলেন। ঐ রথে বায়ুবেগগামী স্বর্ণ-পরিচ্ছদ-বিভূষিত কাঞ্চনময় বিচিত্রসন্নাহ-যুক্ত রণ-শব্দ সহ দৃঢ়কায় চন্দ্র-সদৃশ শুভ্রবর্ণ সিন্ধুদেশীয় অশ্বশ্রেষ্ঠগণ সংযোজিত ছিল, এবং উহাতে এত পরিমাণে ঘণ্টা সকল সন্নিবেশিত ছিল যে, তাহাদের ঠনঠন ধ্বনি সমস্ত শব্দকে অতিক্রম করিল, এবং শক্তি তোমর প্রভৃতি বহুবিধ শস্ত্র ও সাংগ্রামিক দ্রব্যে পরিশোভিত থাকায় ঐ রথ যেন বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। শিনি-কুল-নন্দন মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দায়মান্ সেই রথে সমারূঢ় হইয়া আপনকার সৈন্যের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং দারুকও স্বীয় ইচ্ছানুসারে কেশবের নিকট গমন করিলেন।

মহারাজ! তখন শঙ্খ ও দুগ্ধ-তুল্য পাণ্ডুরবর্ণ, বিচিত্র কাঞ্চনময় সন্নাহ-শোভিত, অতীব বেগগামী, সুশিক্ষিত অশ্বগণ-সংযোজিত, স্বর্ণময় কক্ষ্যা ও ধ্বজে সুশোভিত, নানাবিধ যন্ত্র ও পতাকা-সমন্বিত, বিবিধ শস্ত্রাদি উপকরণ-পূর্ণ, নিপুণ সারথি-কর্ত্তৃক পরিচালিত উত্তম এক রথ কর্ণের নিমিত্ত সমানীত হইল; কর্ণ সেই রথে আরোহণ-পূর্ব্বক রিপুকুল-মর্দ্দনে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আপনকার অপনয়-জনিত সেই প্রাণি-ক্ষয় ব্যাপার পুনশ্চ শ্রবণ করুন। মহারাজ! আপনকার দুর্ম্মুখাদি চিত্রযোধী এক ত্রিংশৎ পুত্র ভীমসেন হস্তে এবং ভীষ্ম ও ভগদত্ত-প্রভৃতি শত শত বীরগণ অর্জ্জুন ও সাত্যকি হস্তে নিহত হইলেন; অতএব এই মহান্ প্রাণি-ক্ষয় ব্যাপার আপনকার দুর্ম্মন্ত্রণা হইতেই সমুৎপন্ন জানিবেন।

কর্ণ সাত্যকি যুদ্ধে পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সমর-ভূমিতে সেইরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকিলে, তৎ কালে ভীমার্জ্জুন ও সাত্যকি কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যৎ কালে ভীমসেন রণস্থলে কর্ণ-কর্ত্তৃক রথভ্রষ্ট হয়েন, তখন কর্ণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত পরুষোক্তি সকল প্রয়োগ করেন; এক্ষণে ভীমসেন অমর্ষ-বশবর্ত্তী হইয়া সেই কর্ণোক্ত কটূক্তি সকল অর্জ্জুনের নিকট এইরূপে বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ফাল্গুন! কর্ণ তোমার সমক্ষেই আমারে কহিয়াছে, "তুমি তুবরক, মূঢ়, ঔদরিক ও অকৃতাস্ত্র, তুমি আর যুদ্ধ করিও না; তুমি বালক,

সংগ্রাম-কাতর এই প্রকার নানাবিধ কটূক্তি করিয়াছে। হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! পূর্ব্বে তোমার প্রতিজ্ঞা কালে আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি আমার প্রতি উক্ত প্রকার কটু বাক্য প্রয়োগ করিবে, সে নিশ্চয়ই আমার বধ্য হইবে, এক্ষণে কর্ণ তাহাই করিয়াছে। দেখ, প্রতিজ্ঞা রক্ষা বিষয়ে তোমার পক্ষে যেরূপ, আমার পক্ষেও সেই-রূপ, তাহাতে সংশয় নাই। অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমার বাক্য স্মরণ করিয়া যাহাতে সেই সত্য রক্ষিত হয়, তাহা পালন করিতে যত্নপর হও। তখন অমিত-পরাক্রমশালী অর্জ্জুন ভীমের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলি-লেন, ওহে কর্ণ! ওহে কর্ণ! ও বৃথাদৃষ্টি সূতকুলা-ত্মজ! তোমার বুদ্ধি নিয়তই অধর্ম্মে নিরত, এই নিমিত্তই সর্ব্বদা আত্মশ্লাঘা করিয়া থাক; যাহা হউক, সংপ্রতি আমি তোমারে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যুদ্ধস্থলে বীর পুরুষদিগের জয় অথবা পরাজয় এই দুই প্রকার কার্য্যেরই ঘটনা হইয়া থাকে, সেই জয় পরাজয়ও অনিশ্চিত; অর্থাৎ সমর-স্থলে কোন্ ব্যক্তি জয় লাভ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই; কেন না সময়ে সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজিত হইতে দেখা যায়। এই মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে যুযুধান তোমাকে রথভ্রষ্ট ও বিকলেন্দ্রিয় করায় তুমি মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছিলে, তিনি তোমাকে আ-মার বধ্য জানিয়াই কেবল মাত্র পরাভূত করিয়া জীবন-সত্বে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তুমি দৈবগতিকে ভীমসেনকে রথ-বিহীন করিয়া যে, কটূক্তি করিয়াছ, ইহাতে অতিশয় অধর্ম্ম-সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, সৎস্বভাবাপন্ন নরশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষগণ শত্রুকে পরাজিত করিয়া কদাচ আত্ম-শ্লাঘা, কটুবাক্য প্রয়োগ বা নিন্দা করেন না। কিন্তু তুমি অতি অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ও সূতকুলজাত, এই নিমিত্তই চাপল্য-প্রযুক্ত বিবেচনা না করিয়া উল্লি-খিত বহুতর অসম্বদ্ধ ও অপ্রিয় বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছ। রাধেয়! তুমি এই আর্য্যব্রতে স্থিত মহাবলপরাক্রান্ত মহাবীর ভীমসেনকে যুদ্ধকালীন যে যে অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছ, তাহার কোনটাই প্রকৃত নহে, অর্থাৎ নিরর্থক কটূক্তি করা হইয়াছে মাত্র। পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন এই সমস্ত সৈন্যের, কেশবের এবং আমার সমক্ষেই তোমারে বহু বার রথভ্রষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু কিছুমাত্র পরুষোক্তি প্রয়োগ করেন নাই। যাহা হউক, তুমি যখন ভীম-সেনের প্রতি বহুতর কটূক্তি প্রয়োগ এবং আমার অসমক্ষে সকলে মিলিত হইয়া অভিমন্যুরে নিহত করিয়াছ, তখন সেই অপরাধের ফল অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়াছিলে, সেই নি-মিত্তে আমি তোমার পুত্র, ভৃত্য ও বান্ধববর্গের সহিত তোমারে নিহত করিব। তুমি এই সময়ে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পন্ন কর; কারণ, তোমার মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। আর আমি আয়ুধ স্পর্শ-পূর্ব্বক সত্য করিতেছি যে, তোমার সমক্ষেই তোমার পুত্র বৃষসেনকে ও অন্যান্য রাজবর্গ যিনি সংগ্রাম স্থলে আমার সম্মুখীন হইবেন, তাঁহাদের সকলকেই নিহত করিব। হে মূঢ়! তোমার বুদ্ধির লেশ মাত্র নাই, তুমি কেবল আত্মাভিমানী মাত্র; অতএব সেই দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন রণস্থলে তোমারে নিপাতিত দেখিয়া অতিশয় পরিতাপ করিবে। মহারাজ! অর্জ্জুন, কর্ণের পুত্রকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, রথিসৈন্য-মধ্যে মহান্ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সেই ভীষণ সঙ্কুল সংগ্রাম সময়ে দিবাকর হীনরশ্মি হইয়া অস্তা-চলে গমন করিলেন।

তদনন্তর বাসুদেব রণাঙ্গন-স্থিত প্রতিজ্ঞা-সমুত্তীর্ণ ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। হে জিষ্ণো! ভাগ্যক্রমেই তুমি এই মহতী প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ করিলে; ভাগ্যক্রমেই সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র স্বীয় পুত্র জয়দ্রথের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে, নচেৎ

কৌরব-সৈন্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণও যে অবসন্ন হয়েন, তাহার সংশয় নাই। হে পুরুষ-শার্দ্দূল! আমি চিন্তা করিয়া এই ত্রিলোক-মধ্যে কোন পুরুষকেই এরূপ দেখি না যে, তোমা ব্যতিরেকে এই কৌরব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়। দেখ, এই সমরে তোমার তুল্য অথবা তোমা হইতে অধিক মহাপ্রভাবান্বিত বহুল পৃথিবীপালগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্ত সমবেত হইয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল বদ্ধসন্নাহ বীরগণ ক্রোধভরে আসিয়া সমরে কেহই তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না; অতএব তোমার বল ও বীর্য্য ইন্দ্র অথবা রুদ্রের তুল্য। অদ্য তুমি সমর স্থলে শক্রদিগকে সন্তাপিত করিয়া যাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এই সংসার মধ্যে কোন পুরুষই এরূপ করিতে সক্ষম নহে। এইরূপ পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক দুরাত্মা কর্ণকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করিতে পারিলে, শক্রবিজয় ও দ্বেষকারীর নিধন জন্য পুনরায় আমি তোমারে অভিনন্দিত করিব। ধনঞ্জয় বাসুদেবের মুখে নিজ প্রশংসার কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, মাধব! আমি কেবল তোমার প্রসাদেই এই দেবগণেরও দুস্তরণীয় প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। হে কেশব! তুমি যাহাদের সহায়, তাহাদের যে, জয় লাভ হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রাজা যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তোমার প্রসাদে এই সমগ্রা বসুন্ধরা পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। হে প্রভো! এই যুদ্ধের সমস্ত ভারই তোমার প্রতি অর্পিত আছে, সুতরাং অদ্যকার এ জয় লাভ তোমারই হইয়াছে; আমরা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, অতএব আমাদিগের উৎসাহিত করা তোমার ত কর্ত্তব্য কার্য্যই।

এইরূপ কথোপকথনানন্তর কৃষ্ণ মন্দবেগে রথ-চালন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সেই ভীষণ রণভূমি দর্শন করাইতে লাগিলেন। কহিলেন, অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহীপালগণ মহতী কীর্ত্তি ও বিজয় লালসায় সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার শর প্রভাবে প্রিয় প্রাণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক পৃথিবী-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। উহাঁদের শস্ত্র ও আভরণ সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি বাহন সকল নিহত এবং মর্ম্মস্থল ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উহাঁরা অতিশয় শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহাঁদের মধ্যে কেহ ত্যক্তপ্রাণ কেহ বা এখনও জীবিত আছেন, পরন্তু যাঁহারা জীবন-বিহীন হইয়াছেন, তাঁহারাও স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সজীবের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। দেখ, ঐ সকল নরপালদিগের স্বর্ণপুঙ্খ শর, বহুবিধ শাণিত শস্ত্র নানা প্রকার বাহন ও আয়ুধ-দ্বারা মেদিনী পরিপূর্ণ হইয়াছে। অপিচ, ইতস্তত নিপতিত চর্ম্ম, বর্ম্ম, হার, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক, উষ্ণীষ, মুকুট, মাল্যদাম, চূড়ামণি, বস্ত্র, কণ্ঠ-সূত্র, অঙ্গদ, প্রভাযুক্ত নিষ্ক ও অপরাপর বিচিত্র আভরণে বসুন্ধরা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; এবং অসংখ্য অনুকর্ষ, উপাসঙ্গ, পতাকা, ধ্বজ, উপস্কর, অধিষ্ঠান, ঈষাদণ্ড, বন্ধুর, রাশি রাশি ভগ্ন-চক্র, বহুবিধ বিচিত্রঅক্ষ, যুগকাষ্ঠ ও যোক্ত্র প্রভৃতি নানা প্রকার রথ-ভূষণ, সশর শরাসন, পরিস্তোম, বিচিত্র কম্বল, পরিঘ, অঙ্কুশ, ভিন্দিপাল, শক্তি, শূল, পরশ্বধ, প্রাস, তোমর, কুন্ত, যষ্টি, শতঘ্নী, ভুষণ্ডী, খড়্গ, কুঠার, মুষল, মুদ্গর, গদা, কুণপ, তূণীর, সুবর্ণ-চিত্রিত কষা, হস্তীদিগের বিবিধ পরিচ্ছদ ও ঘণ্টা, মাল্য-ভূষিত নানা প্রকার আভরণ ও মহামূল্য বসন সকল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ থাকায়, সমরস্থল নক্ষত্রাদি গ্রহগণ-বিরাজিত শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইয়াছে। দেখ, এই সকল নরপালগণ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত রাজ্যাভিলাষী হইয়া প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রিয় কান্তার ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করত পৃথিবী-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, যেমন বর্ষাকালে পর্ব্বতের গুহা-মুখ হইতে জলমিশ্রিত গৈরিক ধাতু নিস্রাবিত হয়, তদ্রূপ, গিরি-শৃঙ্গ ও ঐরাবত-তুল্য

হস্তী সকল তোমার শস্ত্রচ্ছেদে গভীর গুহা-সদৃশ ক্ষতস্থল হইতে ভূরি পরিমাণে রুধির ক্ষরণ করিতেছে। স্বর্ণালঙ্কার-বিভূষিত ঐ সকল অশ্ব ও হস্তী তোমার বাণে সমাহত ও রণস্থলে নিপতিত হইয়া বিকট শব্দ করিতেছে। ঐ দেখ, সারথি ও রথিবিহীন গন্ধর্ব্ব-নগরাকার বিমান সদৃশ রথ সকল ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কুবর, যুগকাষ্ঠ, ঈষা ও বন্ধুরবিহীন হইয়া পৃথিবীতে নিপতিত রহিয়াছে এবং শত শত সহস্র সহস্র ধনু ও অসি চর্ম্মধারী পদাতিগণ সর্ব্বাঙ্গে পৃথিবী আলিঙ্গন-পূর্ব্বক রুধিরাক্ত-কলেবরে, পাংশু-বিলুণ্ঠিত কেশে শয়ান রহিয়াছে। ঐ দেখ, উহাদিগের শরীর তোমার শর নিকরে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! দেখ, এই রণস্থল ইতস্তত নিপতিত রাশি রাশি হস্তী, অশ্ব ও রথ-দ্বারা সঙ্কুল এবং বসা, মাংস ও নিরন্তর রুধিরপ্রবাহে কর্দ্দমময় হইয়াছে। অতএব উহা নিশাচর বৃক প্রভৃতি শ্বাপদ ও পিশাচগণের হর্ষ-জনক হইয়া দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। হে মহাবাহো! রণাঙ্গনে অদ্যকার অতি যশোবর্দ্ধনকর মহৎ কার্য্য তোমাতে ও দানবকুল-সংহারকারী দেবসত্তম শতক্রতুতেই সম্ভাবিত।

মহারাজ! শত্রুহন্তা জনার্দ্দন এইরূপে কিরীটীকে সেই রণভূমি প্রদর্শন-পূর্ব্বক সত্বর রথ লইয়া অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপনীত করত জয়দ্রথ বধ বিষয়ক তাবৎ বৃত্তান্ত তাঁহারে বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অর্জ্জুনের যুদ্ধভূমি দর্শনে ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর বাসুদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপস্থ হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে জয়দ্রথ বধ বিষয়ক তাবৎ বৃত্তান্ত এইরূপে বলিতে লাগিলেন, হে নরোত্তম রাজেন্দ্র! ভাগ্যক্রমেই আপনকার শত্রু নিহত হওয়ায় আপনি পরিবর্দ্ধিত হইলেন, ভাগ্যক্রমেই আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা হইতে সমুত্তীর্ণ হইলেন। শত্রুপুর-বিজয়ী রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের নিকট মঙ্গল-জনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কেশবকে আলিঙ্গন করিলেন। মহারাজ! মহামতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তৎকালে এমন আহ্লাদিত হইলেন যে, তিনি সেই আনন্দে অবশেন্দ্রিয়ের ন্যায় যত্নপর হইয়াও সহসা কোন কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না, প্রত্যুত মুহূর্ত্তকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। অপিচ তিনি অতিশয় হর্ষভরে আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে প্রীতি-সহকারে সগদ্গদ-বাক্যে কেশবকে বলিতে লাগিলেন। হে কমললোচন কৃষ্ণ! যেমন সমুদ্র-তরণেচ্ছু ব্যক্তি কূল প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ তোমার মুখে জয়দ্রথ বধ বিষয়িণী এই মঙ্গলময়ী বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমি আনন্দের সীমা লাভ করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ! ধীমান্ পার্থ তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া দুরাত্মা জয়দ্রথের বিনাশ-পূর্ব্বক অতি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু তুমি যাহাদিগের আশ্রয় এবং প্রতিনিয়ত সর্ব্ব যত্ন সহকারে প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিরত, তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হে উপেন্দ্র! যেমন দেবাসুর যুদ্ধ সময়ে দেবগণ অসুর বধার্থী হইয়া ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও তোমাকে আশ্রয় করিয়াই এই শস্ত্র-সমুদ্যম ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জনার্দ্দন! অদ্য ফাল্গুন তোমার বুদ্ধি ও বলবীর্য্যপ্রভাবে যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, ইহা দেবগণদ্বারাও নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। আমি তোমার বাল্যকালাবধি কৃত ভূরি ভূরি দিব্য, মহৎ অলৌকিক কার্য্য সকলের কথা শ্রবণ করিয়াছি; অতএব তুমি যখন স্নেহানুরাগ-বশত আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, আমি তখনই জানিতে পারিয়াছি যে, শত্রু সকল নিহত ও পৃথিবী আমার হস্তগত হইয়াছে, সংশয় নাই। হে নিষ্কল! তোমার চরিত্রা-

ভিজ্ঞ পুরাতন ঋষি মহামুনি মার্কণ্ডেয় পূর্ব্বে আমার নিকট তোমার প্রভাব ও মাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন; অপিচ, অসিত, দেবল, মহাতপা নারদ ও আমাদিগের পিতামহ মহর্ষি ব্যাস তোমাকে পরম বিধাতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তুমি তেজোময় পরব্রহ্ম, সত্য ও মহত্তপস্যার স্বরূপ; তুমিই এই ত্রিলোক-মধ্যে উৎকৃষ্ট-মুর্ত্তিমান্‌যশ, জগতের কারণ ও মঙ্গল-স্বরূপ। এই স্থাবরজঙ্গম-ময় সচরাচর জগৎ তোমা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া প্রলয় সময়ে পুনরায় তোমাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তোমাকে জন্মমরণ-বর্জ্জিত, দ্যোতনাত্মক, বিশ্বনিয়ন্তা, প্রজাপতি, ধাতা, অজ ও অব্যক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বভুতের আত্মা-স্বরূপ মহাত্মা, অনন্ত ও বিশ্বতোমুখ; তুমি এই জগতের পালয়িতা ও আদিস্বরূপ। তুমি অব্যক্ত অতএব দেবতারাও তোমাকে অবগত হইতে পারেন না। তুমি সর্ব্বজীবাশ্রয়, পরম দেবতা, পরমাত্মা, সর্ব্বেশ্বর, জ্ঞানের কারন, ত্রিতাপ-হারী, সর্ব্বব্যাপী এবং মুমুক্ষুদিগের পরমাশ্রয়। তুমি সনাতন পরম পুরুষ, সমস্ত পুরাতনবস্তু-দিগের প্রধান; তুমিই এই জগতের পরম পদার্থ, সুতরাং তোমাকে লাভ করিলেই মনুষ্যের পরম ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। তুমি বেদ সকলের গেয়বস্তু; চতুর্ব্বেদ তোমাকেই গান করিয়া থাকে, তুমিই সেই মহাত্মা-স্বরূপ, অতএব তোমাকে লাভ করিলেই জীবগণ পরম ঐশ্বর্য্য-ভোগে সমর্থ হয়। হে প্রভো! তোমার এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, দৈব ও মানুষ-কর্ম্ম সকলের সংখ্যা করা যায় না। পরন্তু যখন আমরা তোমাকে সর্ব্ব-গুণ-সমন্বিত সুহৃৎ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণেরই সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয় হইয়াছি। মহাযশা বাসুদেব ধর্ম্মরাজের এইরূপ স্তুতি-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! এরূপ বাক্য আপনকার উপযুক্তই হইয়াছে, পরন্তু আপনার সাধুতা, সরলতা, উগ্রতর তপস্যা ও অসামান্য-ধর্ম্ম-প্রভাবেই পাপাত্মা জয়দ্রথ নিহত হইয়াছে। মহারাজ! পুরুষ-শার্দ্দূল জিষ্ণু কেবল আপনকার অনুধ্যানেতেই বর্দ্ধিত-তেজা হইয়া সহস্র সহস্র যোধগণকে নিপাতিত করিয়া জয়দ্রথকে সংহার করিয়াছেন। এই সংসার-মধ্যে কৃতিত্ব, বাহু-বীর্য্য, অসংভ্রম, শীঘ্রতা ও অমোঘবেধে পার্থের তুল্য কোন পুরুষই বর্ত্তমান নাই; সুতরাং এই উভয় কারণ বশতই আপনার ভ্রাতা অর্জ্জুন কৌরব-সৈন্য-ক্ষয় করণানন্তর জয়দ্রথের মস্তক ছেদনে সক্ষম হইয়াছেন। তদনন্তর নীতি কুশল ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন ও তাঁহার বদন-পরিমার্জ্জন-পূর্ব্বক এইরূপে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ফাল্গুন! অদ্য তুমি সমরক্ষেত্রে অতীব সুমহৎ কার্য্য করিয়াছ; অধিক কি, উহা ইন্দ্রাদি দেবগণেরো অশক্য ও অবিষহ্য। হে শক্রহন্! ভাগ্যক্রমেই তুমি শক্র-সংহার-পূর্ব্বক মহাভার হইতে উত্তীর্ণ হইলে, ভাগ্যক্রমেই জয়দ্রথের বিনাশ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিলে। মহাযশা ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির গুড়াকেশ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া পবিত্রগন্ধ-সমন্বিত হস্ত-দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন। মহাত্মা কেশব ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! পাপাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আপনকার কোপানলেই দগ্ধ হইয়াছে। অপিচ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের এই সুমহৎ উদ্ধত সৈন্য-মধ্যে যাহারা নিহত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, তাহা আপনার ক্রোধাগ্নি-প্রযুক্তই জানিবেন। মহারাজ! এই সমস্ত কৌরবগণ আপনার কোপে নিহত হইয়াছে বলিয়াই মনে করুন, কেননা আপনি যাহার প্রতি কোপ-দৃষ্টিতে একবার দৃষ্টিপাত করেন্ সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, আপনি বীর-পুরুষ, অতএব দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যখন আপনাকে কোপিত করিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই বন্ধুবর্গের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। দেখুন, কুরু-পিতামহ ভীষ্ম দেবগণেরো অজেয়,

কিন্তু তিনি আপনকার ক্রোধ-প্রভাবে পরাভূত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিতেছেন। অতএব হে শক্রসূদন-মহারাজ! আপনি যাহাদিগের প্রতি কুপিত হন, তাহাদিগের সংগ্রামে জয়লাভ সুদুর্লভ, বিশেষত নিশ্চয়ই তাহাদিগকে মৃত্যু-মুখগত বলিয়া অবধারণ করিবেন। হে মানদ! আপনি যাহাদিগের প্রতি কুপিত হয়েন, নিশ্চয়ই অচিরকাল-মধ্যে তাহাদিগের রাজ্য, প্রিয়প্রাণ ও পুত্র এবং বিবিধ প্রকার সুখের বিলোপ হইয়া যায়। হে শক্রতাপন মহারাজ! কৌরবদিগের প্রতি আপনি যখন নিয়তই অতিশয় কুপিত হইয়া রহিয়াছেন, তখন আমি তাহাদিগকে পুত্র, পশু ও বন্ধু-বর্গের সহিত নিহত বলিয়াই মনে করিতেছি। তদনন্তর শস্ত্রক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ মহাবাহু মহাধনুর্দ্ধর রথি-শ্রেষ্ঠ ভীম ও সাত্যকি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ গুরু যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করত পাঞ্চাল-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ভূমিতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কুন্তি-নন্দন যুধিষ্ঠির প্রফুল্ল-চিত্ত ভীম ও সাত্যকিকে কৃতাঞ্জলি-পুটে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। হে বীরদ্বয়! ভাগ্যক্রমেই আমি তোমাদিগের উভয়কে দ্রোণ-রূপগ্রাহে দুরাধর্ষ ও হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মরূপ মকরে পরিবেষ্টিত কৌরব-সৈন্য-সাগর হইতে বিমুক্ত দেখিলাম; ভাগ্যক্রমেই তোমরা এই পৃথিবীর সমস্ত নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছ; ভাগ্য-ক্রমেই তোমাদিগের উভয়কেই সমর-বিজয়ী হইয়া আগমন করিতে দেখিলাম। ভাগ্য-ক্রমেই বিবিধ-শস্ত্র-দ্বারা মহাবল দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা এবং পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কর্ণ ও শল্যকে পরাজিত করিয়াছ। ভাগ্য-ক্রমেই রথি-শ্রেষ্ঠ সমর-বিশারদ উভয় ভ্রাতাকে মহা সংগ্রাম হইতে অক্ষত শরীরে পুনরাগমন করিতে দেখিলাম; তোমরা উভয় বীরই আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং নিয়তই আমার গৌরব রক্ষার্থ তৎপর, অতএব ভাগ্য-ক্রমেই উভয়কে সমর-সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ দেখিলাম; তোমরা দুই জনেই আমার প্রাণ-তুল্য, সমরে অপরাজিত ও সমরশ্লাঘী, অতএব ভাগ্য-ক্রমেই উভয়কে পুনরায় দেখিতে পাইলাম। কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির পুরুষ-শার্দ্দূল ভীম ও যুযুধানকে আলিঙ্গন করত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্য প্রফুল্লিত হইয়া হর্ষভরে যুদ্ধের নিমিত্তে উদ্যোগ করিতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির হর্ষে সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে পর আপনকার পুত্র সুযোধন দীন-ভাবাপন্ন হইয়া বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং শক্রজয়েও নিরুৎসাহ হইলেন। তৎকালে তিনি দুর্ম্মনায়মান হইয়া ভগ্ন-দংষ্ট্র উরগের ন্যায় উষ্ণ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ব-লোক-সম্বন্ধে আপনাকে অপরাধী বোধ করিয়া অতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইলেন। অপিচ, তিনি জয়শীল অর্জ্জুন, ভীম ও সাত্যকি-কর্ত্তৃক সুমহৎ সৈন্যক্ষয় দৃষ্ট করিয়া কৃশ ও বিবর্ণ হইলেন এবং দীনভাবে রোদন করত এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, এই পৃথিবীতে কেহই অর্জ্জুনের সদৃশ যোদ্ধা নাই; কি দ্রোণ, কি কর্ণ, কি কৃপ, কি অশ্বত্থামা ইহাঁরা কেহই ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। যখন অর্জ্জুন মৎপক্ষীয় সমস্ত মহারথী-দিগকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়াছে, কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় নাই, তখন সাক্ষাৎ পুরন্দর আসিলেও এই নিহত-প্রায় কৌরব-সৈন্য আর রক্ষা করিতে পারেন না। যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই শস্ত্র সমুদ্যোগ করা হইয়াছিল, সেই কর্ণ এক্ষণে পরাজিত ও জয়দ্রথ নিহত হইলেন। যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া আমরা পাণ্ডবগণকে অবমানিত করিয়াছি, অর্জ্জুন তাদৃশ কর্ণকে পরাজিত করিয়া

সিন্ধুরাজকে নিপাতিত করিল। বাসুদেব শান্তি প্রার্থনা করিলে, যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে তৃণ-তুল্য-জ্ঞানে নিরাকৃত করিয়াছি, এক্ষণে তাদৃশ কর্ণও সমরে পরাজিত হইলেন।

মহারাজ! সর্ব্ব-পার্থিববর্গের অপরাধকারী আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপ ক্লান্তমনা হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তথায় গমন করিলেন। তদনন্তর তিনি আচার্য্য সমীপে শত্রুদিগের বিজয় ও নিমগ্নপ্রায় কৌরবগণের সুমহৎ সৈন্য ক্ষয়ের বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন, কহিলেন, হে আচার্য্য! মহা শৌর্য্য-সম্পন্ন পিতামহ ও অন্যান্য মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণের মহৎক্ষয় ব্যাপার অবলোকন করুন, লুব্ধস্বভাব শিখণ্ডী পিতামহ ভীষ্মদেবকে সংহার করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছে, এক্ষণে সে এবং আপনকার অন্য শিষ্য দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া সেনামুখে অবস্থান করিতেছে। আর দেখুন, সব্যসাচী সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিল। যাহা হউক এক্ষণে, যে সকল উপকারী সুহৃদ্বর্গ আমাদিগের জয়াভিলাষী হইয়া যমালয়ে গমন করিয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। হা! যে সকল নরপতি আমার নিমিত্তে এই বসুধা রাজ্য কামনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধরাশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। আমি অতি কাপুরুষ! আমি মিত্রদিগের একপে বিনাশ সাধন করিয়া সহস্র অশ্বমেধ-দ্বারাও যে, আত্মাকে পবিত্র করিতে পারিব এরূপ উৎসাহ করিতে পারি না। এই ধর্ম্মক্ষয়কারী পাপাত্মা লুব্ধের নিমিত্তই জয়াভিলাষী হইয়া নরপতিগণ ঘোরতর সংগ্রাম করত বৈবস্বত সদনে প্রয়াণ করিয়াছেন। পার্থিবগণ মধ্যে এই মিত্রদ্রোহীকে পৃথিবীই বা কি নিমিত্ত বিবর প্রদান করিতেছেন না। যখন সমস্ত নরপতিগণ-মধ্যে পিতামহ ভীষ্ম রুধিরাক্ত কলেবরে রণভূমিতে শয়ন করিলেন, কোন প্রকারেই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, তখন আমার তুল্য অধার্ম্মিক, মিত্রদ্রোহী ও অনার্য্য পুরুষ কে আছে? বিশেষত সেই পরলোক-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ পিতামহই বা ইন্দ্রলোক গত হইয়া আমাকে কি বলিবেন। আর দেখুন, মহাধনুর্দ্ধর শৌর্য্য-সম্পন্ন মহারথী জলসন্ধ সমরে আমার নিমিত্তে প্রাণপণে উদ্যত হইয়া সাত্যকি-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। অপিচ কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অলম্বুষ ও আর আর বহুল সুহৃদ্ নরপতিগণকে নিহত দেখিয়া আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি? ঐ সকল সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ আমার শত্রুদিগকে জয় করণাভিলাষে যথাশক্তি যত্নপর হইয়া যুদ্ধ করত নিহত হইয়াছেন, অতএব হে শত্রুতাপন আচার্য্য! আমিও অদ্য শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ সকল নরপতিগণের ঋণ পরিশোধ করিয়া পশ্চাৎ যমুনাজল-দ্বারা উহাঁদের তর্পণ করিব। হে সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ আচার্য্য! আমি বীর্য্য, পুত্র ও ইষ্টাপূর্ত্ত-দ্বারা শপথ-পূর্ব্বক আপনকার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, হয় পাণ্ডবগণের সহিত সমস্ত পাঞ্চালদিগকে সংহার করিয়া শান্তি লাভ করিব, না হয়, তাহাদের কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়া নিহত রাজন্যগণের সালোক্য প্রাপ্ত হইব। বিশেষত সেই সকল পুরুষশ্রেষ্ঠগণ আমার নিমিত্ত যুদ্ধ করত মহাসংগ্রামে কিরিটি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া যেস্থানে গমন করিয়াছেন, আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য। হে মহাবাহু আচার্য্য! এক্ষণে আমার যে সকল সহায় আছেন, ইহাঁদের মধ্যে কাহাকেও এরূপ দেখি না, যিনি শত্রুদিগের কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ নহেন; কেননা তাঁহারা যদ্রূপ পাণ্ডব-পক্ষের শ্রেয় কামনা করিয়া থাকেন, আমাদের পক্ষে সেরূপ নহে। দেখুন, সত্যসন্ধ ভীষ্ম স্বয়ংই আপনার মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিলেন, আপনিও অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহ-প্রযুক্ত যুদ্ধে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব আমার

পক্ষের বিজয়-চিকীর্ষু সকলেই নিহত হইয়াছেন; সংপ্রতি কেবল কর্ণকেই আমার নিমিত্তে জয়াভিলাষী দেখিতেছি। যে নির্ব্বোধ, শত্রুকে না জানিতে পারিয়া মিত্রবোধে স্বকীয় কার্য্যে নিয়োগ করে, নিশ্চয়ই তাহার অর্থ অবসন্ন হয়। আমিও অজ্ঞানলুব্ধ ও পাপাত্মা, তাহাতেই কুটিলাচারী শত্রুগণ, কথায় সৌহৃদ্য জানাইয়া আমার তাদৃশরূপে সর্ব্বথা কার্য্যের হানি করিল; এই নিমিত্তই বীর্য্যবান্ জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা এবং অভিষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতিদেশীয় বীরগণ নিহত হইল। অতএব হে পাণ্ডুপুত্রদিগের আচার্য্য! সেই সকল পুরুষশ্রেষ্ঠগণ আমার নিমিত্তে যুদ্ধ করত সংগ্রামে কিরীটি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া যেস্থানে গমন করিয়াছেন, আমিও সেইস্থানে গমন করিব, এক্ষণে আপনি আমার অনুমতি করুন্।

দুর্য্যোধনানুতাপে অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪৮॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সমরে অর্জ্জুন-হস্তে ও ভূরিশ্রবা সাত্যকি-হস্তে নিহত হইলে, তৎকালে তোমাদিগের অন্তঃকরণ কি প্রকার হইয়াছিল, এবং দুর্য্যোধন কৌরবগণ-মধ্যে দ্রোণাচার্য্যের নিকট তাদৃশ প্রকারে অনুতাপ প্রকাশ করিলে, তিনিই বা কিরূপ উত্তর প্রদান করিলেন, তুমি আমার নিকট সেই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কৌরব্য ভূরিশ্রবাকে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার সৈন্য-মধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল, তাহারা সকলেই আপনকার পুত্রের মন্ত্রণায় আর শ্রদ্ধা করিল না; কেন না তাঁহার মন্ত্রণাদোষেই শত শত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইল। পরন্তু, দ্রোণাচার্য্য আপনকার পুত্রের সেই সকল বাক্য শ্রবণে দুর্ম্মনা হইয়া সন্তাপিত-চিত্তে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, দুর্য্যোধন! আমি তোমারে নিয়তই বলিয়াছি যে সব্যসাচী এই সংসার মধ্যে অজেয়, তবে তুমি কি নিমিত্ত আমারে বাক্যবাণে সন্তাপিত করিতেছ? কিরিটি-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডী যখন সমরস্থলে ভীষ্মকে সংহার করিল, তখন তাহাতেই অর্জ্জুনের যথেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া হইয়াছে। দেবমানুষের অবধ্য কুরুকুল-চূড়ামণি ভীষ্মদেবকে সমরে নিহত হইতে দেখিয়া আমি তখনই জানিতে পারিয়াছি যে, এই ভারতী সেনার আর রক্ষা নাই। যাঁহাকে আমরা এই সংসারস্থ সমস্ত পুরুষের মধ্যে শূর বলিয়া মনে করিতাম, সেই বীরবর সমরে নিপাতিত হওয়ায় আর কি অবশিষ্ট আছে যে, আমরা তাহারে আশ্রয় করিব। বৎস দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে কুরুসভা-মধ্যে শকুনি যেসকল অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সে সকল অক্ষ নহে, তাহারাই এক্ষণে শত্রু-সন্তাপক নিশিত বাণ হইয়াছে। তৎকালে বিদুর পুনঃপুন বলিলেও যাহাদিগকে অবগত হইতে পার নাই, সেই সকল অক্ষই এই শররূপ ধারণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিতেছে। হে দুর্য্যোধন! প্রজ্ঞাবান্ মহাত্মা বিদুর তোমার কল্যাণার্থে বারম্বার বিলাপ করিয়া হিতকর বাক্যের প্রয়োগ করিলেও তুমি যে শ্রবণ কর নাই, সেই সকল বাক্যের অবমাননা-প্রযুক্ত তোমার নিমিত্তই এই ঘোরতর মহৎ ক্ষয় ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। যে মূঢ় আত্মীয় সুহৃদ্বর্গের হিতকর বাক্যের অবমাননা করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে অচিরকাল-মধ্যেই সকলের শোচনীয় হইয়া উঠে। হে গান্ধারী-নন্দন! তুমি যে, লোকসমাজে আনয়নের অযোগ্যা সৎকুলজাতা সর্ব্বধর্ম্মাচরণ-শীলা কৃষ্ণাকে আমাদের সমক্ষে সভায় আনয়ন এবং পাণ্ডবদিগকে অন্যায়রূপে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করত রৌরবচর্ম্ম পরিধান করাইয়া অরণ্যে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, সেই অধর্ম্মেরই এই

মহৎ ফল প্রাপ্ত হইতেছ; পরন্তু, যদি ইহলোকে তোমার এরূপ না হইত, তাহা হইলে পরলোকে তোমার ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ফল ভোগ করিতে হইত। এক্ষণে আমাব্যতীত অপর কোন্ ব্রাহ্মণবাদী নিয়ত ধর্ম্মাচরণ শীল পুত্র-তুল্য সেই পাণ্ডুনন্দনগণের বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়? তৎকালে তুমি কুরুসভা-মধ্যে শকুনির সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে যে, পাণ্ডবদিগের এই কোপাহরণ করিয়াছ, উহা দুঃশাসন-কর্ত্তৃক বদ্ধমূল ও কর্ণ-কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং তুমি বিদুরের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন-পূর্ব্বক পুনঃপুন ঐ ক্রোধ উত্তেজিত করিয়াছ। জয়দ্রথের রক্ষার্থে সকলেই তো যত্নশীল হইয়া অর্জ্জুনের নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তবে সকলেই কেন পরাভূত হইলে, এবং তোমাদিগের মধ্যস্থলে থাকিয়াও সিন্ধুরাজ কিরূপে নিহত হইলেন? হে কৌরব! তুমি, কর্ণ, কৃপ, শল্য ও অশ্বত্থামা জীবিত থাকিতে সিন্ধুরাজ কিকারণে নিধন প্রাপ্ত হইলেন? জয়দ্রথের পরিত্রাণার্থে সমস্ত রাজগণই তো তীব্রতর তেজ প্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তোমাদের মধ্যগত থাকিয়াও কিরূপে বিনষ্ট হইলেন? বিশেষত সেই মহীপতি জয়দ্রথ তোমাতে ও আমাতেই অর্জ্জুন হইতে পরিত্রাণের আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ফাল্গুন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলেন না, অতএব আমি এক্ষণে আত্মজীবন রক্ষার কোন উপায় নিরীক্ষণ করিতেছি না। আমি যাবৎ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার করিতে না পারি, তাবৎ ধৃষ্টদ্যুম্নের কৌটিল্যপঙ্কে আত্মাকে নিমগ্নপ্রায় বোধ করিতেছি, অতএব হে ভারত! আমি যখন সিন্ধুরাজের পরিত্রাণে অসমর্থ হইয়া স্বয়ংই সন্তাপিত হইয়াছি তখন তুমি আর কিনিমিত্ত আমারে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ? অপিচ সমরস্থলে সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা সত্যসন্ধ ভীষ্মের সুবর্ণ-বিচিত্রিত ধ্বজ না দেখিয়া আর কি প্রকারে জয়ের আশা করিতেছ? যেস্থলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কৌরব্য ভূরিশ্রবা সমস্ত মহারথিগণের-মধ্যে থাকিয়াও নিহত হইলেন, সেস্থলে আর কি অবশিষ্ট আছে মনে করিতেছ? দুর্দ্ধর্ষ কৃপ যদি সিন্ধুরাজের পথানুগামী না হইয়া জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহারে বিশেষ প্রশংসা করি। হে রাজন্! যে অবধি আমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরো অবধ্যকল্প দুষ্কর-কর্ম্ম-কারী ভীষ্মকে তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনের সমক্ষেই নিপতিত হইতে দেখিলাম, সেই অবধিই বিবেচনা করিতেছি যে, এই বসুন্ধরা তোমার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। ঐ দেখ, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ মিলিত হইয়া আমার প্রতি অভিদ্রুত হইতেছে, অতএব অদ্য আমি সমরক্ষেত্রে তোমার হিতানুষ্ঠান করিব, সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার না করিয়া কদাপি কবচ বিমোক্ষণ করিব না। হে রাজন্! তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামাকে বলিবে যে, সে যেন জীবন থাকিতে সোমকগণকে কদাচ পরিত্যাগ না করে। আর বলিবে যে, হে অশ্বত্থামন্! তোমার পিতার নিকট তুমি যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা সম্যক্‌রূপে পালন করিবে, অর্থাৎ আনৃশংস, দম, সত্য ও সরলতায় নিষ্ঠ হইও; ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে কুশলী এবং নিয়ত ধর্ম্মে তৎপর থাকিয়া, ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে কার্য্য সকল নিষ্পাদন করিবে। ব্রাহ্মণগণকে চক্ষু ও মনের-দ্বারা সন্তোষিত এবং যথাশক্তি পূজা করিবে, কদাপি তাঁহাদিগের অপ্রিয় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে না; কেন না তাঁহারা অগ্নিশিখার ন্যায়। হে শত্রুসূদন দুর্য্যোধন! আর অধিক কি বলিব, এক্ষণে আমি তোমার বাক্‌শল্যে নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামার্থে শত্রু-সৈন্যে প্রবেশ করিব, তুমিও যদি সমর্থ হও, তবে এই সকল সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হও, কেন না অদ্য সংরব্ধ কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ রাত্রিতেও যুদ্ধ করিবে।

মহারাজ! যেমন সূর্য্য নক্ষত্রগণের তেজ আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ, ক্ষত্রিয়তেজো-হরণকারী দ্রোণ আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ বলিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

দ্রোণবাক্যে একোনপঞ্চাশ দধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য-কর্তৃক উক্ত প্রকারে তিরস্কৃত হইয়া অমর্ষভরে যুদ্ধের নিমিত্ত দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন, এবং সেই সময়ে কর্ণকে সমীপস্থ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। কর্ণ! দেখ, কৃষ্ণসহায় কিরীটী দেবতাদিগেরও দুর্ভেদ্য, আচার্য্য-বিহিত-ব্যূহও অবলীলাক্রমে ভেদ করিল। অপিচ, মহাত্মা দ্রোণ, তুমি ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যোদ্ধা সকল যুদ্ধ করিতে থাকিলেও সিন্ধুরাজ নিপাতিত হইলেন। আর দেখ, যেরূপ সিংহ সামান্য পশুদিগের সংহার করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন একাকীই এই পৃথিবী-মধ্যে সমরদক্ষ নরপতিগণকে নিহত করিল। হে শত্রুসূদন কর্ণ! সমরক্ষেত্রে আমি স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিলেও, ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন আমার সৈন্য অল্পাবশিষ্ট করিল। পরন্তু আচার্য্য দ্রোণ অবহিত-চিত্তে সমরে প্রবৃত্ত থাকিলে, ফাল্গুন যত্নপর হইলেও কিপ্রকারে সেই সুদুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইত। অতএব হে কর্ণ! দেখ, এই সকল ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রম-শালী বহুসংখ্যক নরপতিগণ, কেবল আচার্য্যের উপেক্ষা বশতই পার্থশরে নিহত হইয়া রণ-ভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই অর্জ্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিল। হে বীর! যুদ্ধে যত্নপরায়ণ তেজস্বী দ্রোণের যদি ইচ্ছা না থাকিত, তাহা হইলে পাণ্ডুনন্দন কি প্রকারে সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিত? ফাল্গুন মহাত্মা আচার্য্যের নিয়তই প্রিয়, এই নিমিত্ত ব্যূহ প্রবেশ-কালে আচার্য্য, বিনা যুদ্ধেই ফাল্গুনকে দ্বার প্রদান করিয়াছিলেন। দেখ, আমার ভাগ্য হীনতাপ্রযুক্তই শত্রুতাপন দ্রোণ সমরস্থলে জয়দ্রথকে অভয় প্রদান করিয়াও কিরীটীকে দ্বার প্রদান করিলেন। তিনি যদি পূর্ব্বেই সিন্ধুরাজকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি করিতেন, তাহা হইলে আর ঈদৃশ জনক্ষয় উপস্থিত হইত না। আহা! সিন্ধুরাজ জীবিতার্থী হইয়া যৎকালে গৃহগমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমি দ্রোণের নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়া মূর্খতা বশতই তাঁহারে নিবারিত করিয়াছিলাম। হা! আমি কি দুরাত্মা! দেখ, অদ্য সমরস্থলে চিত্রসেন প্রভৃতি আমার ভ্রাতৃগণ আমাদিগের সমক্ষেই ভীমহস্তে নিহত হইল!

দুর্য্যোধনের এবম্প্রকার আক্ষেপোক্তি শ্রবণে কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! আচার্য্য দ্রোণ স্বীয় বল, উৎসাহ ও শক্তি অনুসারেই যুদ্ধ করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহার নিন্দা করিবেন না। যদিচ শ্বেতবাহন কিরীটী উহাঁরে অতিক্রম করিয়া ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ে কোন প্রকারেই আচার্য্যের কিঞ্চিৎ মাত্রও দোষ লক্ষিত হয় না। কারণ, অর্জ্জুন যুবা, শৌর্য্যসম্পন্ন, সমর-দক্ষ, কৃতী, লঘুবিক্রম ও কৃতাস্ত্র; বিশেষত কৃষ্ণ স্বয়ং যে রথের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করেন, সেই বীর্য্যবান্ পার্থ তাদৃশ, বানরলক্ষণান্বিত ধ্বজ-বিশিষ্ট, দিব্যাস্ত্র-যুক্ত রথে সমারূঢ় ও অভেদ্য কবচাবৃত থাকায় বাহুবলে দর্পিত হইয়া অক্ষয় গাণ্ডীব ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক নিশিত শস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে যে, দ্রোণকে অতিক্রম করিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। মহারাজ! আচার্য্য দ্রোণ বৃদ্ধ, শীঘ্রগমনে অক্ষম এবং বাহুব্যায়াম ব্যাপারেও তাদৃশ সক্ষম নহেন; এই নিমিত্তই কৃষ্ণসারথি শ্বেতবাহন কিরীটী তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছে; সুতরাং এবিষয়ে আচার্য্যের কোন দোষ বিবেচনা হয় না। মহারাজ! সমরে পাণ্ডবদিগকে অস্ত্রবিৎ আচার্য্যের অজেয় বলিয়া বোধ হয়, সেই জন্যই শ্বেতবাহন অর্জ্জুন

তাঁহারে অতিক্রম করিয়া ব্যূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। হে রাজন্! নিশ্চয়ই আমার বিবেচনা হইতেছে যে, দৈব যে বিষয়ে অনুকূল, কোন প্রকারেই তাহার অন্যথা ভাব হয় না; কেন না আমরা পরম শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করিতে থাকিলেও যখন সিন্ধুরাজ নিহত হইলেন, তখন দৈবই এস্থলে প্রবল বলিতে হইবে। আরো দেখুন, সমরাঙ্গণে আমরা আপনার সহিত একত্রিত হইয়া নিয়তই কাপট্য ও বিক্রম-দ্বারা জয়াভিলাষে বিশেষ যত্ন করিতে থাকিলেও, দৈব আমাদিগের সেই পুরুষকারকে নষ্ট করিয়া বিমুখ করিতেছে। মহারাজ! দৈবোপহত পুরুষ যে কোন সময়ে যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করুক্, প্রতিকূল দৈব পুনঃপুনই তাহার সেই কৃতকার্য্য সকল বিনষ্ট করিয়া দেয়। পরন্তু, কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরুষের অবিশঙ্কিত-চিত্তে অবশ্য কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই উচিত, কদাচ ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে; তবে সিদ্ধ হওয়া না হওয়া দৈবের প্রতি নির্ভর। দেখুন, আমরা পৃথাপুত্রগণকে বিষপ্রদান, জতুগৃহে দাহ ও কপট দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি নানা প্রকার ছল-দ্বারা বঞ্চিত করিয়াছি, রাজনীতি অবলম্বন-পূর্ব্বক অরণ্যে নির্ব্বাসিতও করা হইয়াছিল; এইরূপ যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান যত্ন-পূর্ব্বক করিয়াছিলাম, দৈব-কর্ত্তৃক তৎ সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যত্নাধান-পূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, আপনাদিগের উভয় পক্ষের মধ্যে দৈব, যত্নপরায়ণ পক্ষই অবলম্বন করিবে। আর দেখুন, পাণ্ডবেরা যে, বুদ্ধি-পূর্ব্বক কোন সৎকার্য্য করিয়াছে, আর আপনি যে, বুদ্ধি-হীনতা-প্রযুক্ত কোন অসৎ কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ বিবেচনা হয় না; তবে যে, তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল সদ্রূপে এবং আপনার অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল অসদ্রূপে পরিণত হইতেছে, দৈবই সে বিষয়ে প্রমাণ; কেন না দৈব, জীব সকলের নিদ্রাকালেও অনন্যকর্ম্ম হইয়া জাগরিত থাকেন। যৎকালে এই যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন আপনকার পক্ষেই অসংখ্য সৈন্য ও বহু সংখ্যক যোদ্ধা বর্ত্তমান ছিল, পাণ্ডুপুত্রদিগের সেরূপ ছিল না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা অল্পসংখ্যক হইয়াও আপনকার বহুসংখ্যক বীর পুরুষকে বিনষ্ট করিল; এই জন্যই বোধ হয়, আমাদিগের যে পুরুষকার সকল নষ্ট হইতেছে, তৎসমস্তই দৈবের কার্য্য।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ও কর্ণ পরস্পর এইরূপ বহুবিধ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সমরক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের সৈন্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। তদনন্তর, আপনকার পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় রথী রথীর সহিত, হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, এরূপে পরস্পর সদৃশ যোদ্ধায় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল; মহারাজ! আপনকার দুর্ম্মন্ত্রণাই এই যুদ্ধের মূল বলিতে হইবে।

পুনর্য্যুদ্ধারম্ভে পঞ্চাশদধিক শততমাধ্যায় ও জয়দ্রথবধ প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১৫০ ॥

ঘটোৎকচবধ প্রকরণ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পক্ষীয় গজবাজি-সঙ্কুল সেই উদ্রিক্ত সৈন্য পাণ্ডবী-সেনার চতুর্দ্দিকে অভিদ্রুত হইয়া সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। কৌরব ও পাঞ্চালগণ মহান্ যমরাষ্ট্র-রূপ পরলোকার্থে দীক্ষিত হইয়া পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলে, শূরগণ শৌর্য্যসম্পন্ন পুরুষের সহিত সঙ্গত হইয়া শর, শক্তি, তোমর-প্রভৃতি শস্ত্র-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। পরস্পর প্রহারকারী রথীদিগের নিরন্তর রুধিরস্রাবকারি অতীব দারুণ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। তথা, মদোৎকট হস্তী সকল যুদ্ধে সমাসক্ত হইয়া ক্রোধভরে পরস্পর পরস্পরকে বিষাণ-দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। সেই তুমুল সংগ্রামস্থলে অশ্বারোহিগণও মহৎ যশঃপ্রার্থী হইয়া প্রাস, শক্তি,

পরশ্বধ-প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ-দ্বারা অশ্ববার-দিগকে বিদারিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেইরূপ শত শত শস্ত্রপাণি পদাতিগণও পরাক্রম প্রকাশে নিরন্ত যত্নপর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। মহারাজ! পাঞ্চালগণ কৌরব-দিগের সহিত সমরার্থ মিলিত হইলে, তৎকালে কে পাঞ্চাল-পক্ষীয়, কে কৌরব-পক্ষীয়, কিছুই অবগত হইল না; কেবল সেই রণপ্রবৃত্ত বীরগণের স্বমুখ ব্যক্ত পরিচয় শ্রবণ করিয়াই আমরা তাহা-দিগের নাম, গোত্র ও বংশের বিষয় বোধ করিতে সমর্থ হইলাম। এইরূপে যোধগণ নির্ভীকের ন্যায় সমরস্থলে বিচরণ করত শর শক্তি পরশ্বধাদির দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিল।

মহারাজ! দিনকর অস্তগত হইলেও সেই বীর-গণের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শররাশি এত পরিমাণে নিপতিত হইতে লাগিল যে, সেই সন্ধ্যা সময়েই দিক্ সকল এককালীন প্রভা-শূন্য হইল। পরন্তু, পাণ্ডব-সৈন্যগণ তাদৃশ প্রকারে যুদ্ধ করিতে থা-কিলে, কুরুপতি দুর্য্যোধন সেই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তিনি সিন্ধুরাজের বধ-জনিত অতীব দুঃখ-হেতু মরণে কৃত-নিশ্চয় হইয়া শত্রু-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইলেন। আপনকার পুত্র গমন কালীন রথ-নির্ঘোষে পৃথিবীকে কম্পিত ও দশ দিক্ নিনাদিত করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার মহান্ সৈন্য-ক্ষয়কর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আপনকার পুত্র শরানলে শত্রু-সৈন্য সন্তাপিত করিতে থাকিলে, বোধ হইল যেন মধ্যাহ্ন-কালীন মার্ত্তণ্ড, প্রচণ্ড কিরণ-দ্বারা জগৎ উত্তাপিত করিতেছেন। তৎকালে পাণ্ডব-সৈন্যগণ সমর-স্থিত ভরতকুল-নন্দন দুর্য্যো-ধনকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না; তাহারা শত্রু জয়ে নিরুৎসাহ হইয়া সকলেই পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। মহারাজ! পাঞ্চালগণ আপন-কার পুত্র ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা কুরুপতি-কর্ত্তৃক নির্ম্মলাগ্র সুবর্ণ-পুঙ্খ শর-নিচয়ে বধ্যমান হইয়া ইতস্তত ধাবিত হইল, এবং পাণ্ডবগণের অপরাপর সৈন্যও কুরুরাজের শর-পীড়িত হইয়া বেগে নি-পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে আপনকার পুত্র সমরস্থলে যাদৃশ কর্ম্ম করিলেন, আপনকার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই তাদৃশ কর্ম্ম করণে সক্ষম হন নাই। যেমন মত্ত হস্তী সরোবরস্থ প্রফুল্ল পঙ্কজদলকে বি-মথিত করে, সেইরূপ আপনকার পুত্র পাণ্ডবী-সেনা প্রমথিত করিলেন। নলিনীদল-সুশোভিত সরো-বর যেমন বায়ু ও সূর্য্যপ্রভাবে শুষ্ক-সলিল হইলে শোভা-বিহীন হয়, তদ্রূপ, পাণ্ডব-সৈন্যও আপন-কার পুত্রের তেজঃপ্রভাবে হতপ্রভ হইল।

ভীমসেন-প্রভৃতি পাঞ্চালগণ আপনকার পুত্র-কর্ত্তৃক স্বপক্ষীয় সৈন্যক্ষয় দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। কুরুরাজ, ভীমসেন-প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে আপতিত হইতে দেখিয়া ভীমসেনকে দশ, নকুল সহদেবকে তিন তিন, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীকে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ততি, যুধিষ্ঠিরকে সাত, এবং কেকয় ও চেদীগণকে বহুসংখ্যক নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর, সাত্যকিকে পাঁচ, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও ঘটোৎকচকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই মহাসংগ্রামে তিনি, প্রজাসংহারক ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায়, হস্তী, অশ্ব ও অন্যান্য শত শত যোধগণকে উগ্রতর শর-নিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! পাণ্ডব-সৈন্যগণ আপনকার পুত্রের শর-সমূহে বধ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি, তৎকালে তাহারা সেই মহারণে কুরুরাজকে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় সৈন্য দগ্ধ করিতে দেখিয়া আর নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না।

তদনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া জয়াভি-লাষে কুরুপতির প্রতি ধাবিত হইলেন। পরাক্রম-

শালী শত্রুতাপন কুরুকুল-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন উভয়েই রাজ্য-হেতু সমরে সঙ্গত হইলেন। প্রথমত মহারথী দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব দশ বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া অপর এক বাণ-দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিন বাণে মহাত্মা ধর্ম্মরাজের প্রিয় সারথি ইন্দ্রসেনের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন; তৎপরেই অপর এক বাণে তাঁহার ধনুক ছিন্ন করিয়া চারি বাণে অশ্ব-চতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া নিমেষ মাত্রে এক কার্ম্মুক গ্রহণানন্তর অতিবেগ-সহকারে দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সূর্য্যরশ্মি-তুল্য অতি-উগ্রতর অনিবার্য্য এক বাণ যোজনা করিয়া দুর্য্যোধনকে 'রে হত হইলি!' এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কুরুরাজ সেই আকর্ণমুক্ত বাণে গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রথনীড়ে নিপতিত হইলেন। মহারাজ! তদনন্তর, সেই সমরস্থলের চতুর্দ্দিক্ হইতে, প্রহৃষ্ট পাঞ্চাল-গণের "কুরুরাজ হত হইলেন, কুরুরাজ হত হইলেন" এইরূপ তুমুল শব্দ ও ভয়ানক বাণ-শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সেই সময় দ্রোণাচার্য্য সত্বর যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং দুর্য্যোধনও দৃঢ়তর এক কার্ম্মুক গ্রহণানন্তর প্রফুল্ল-চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে থাক থাক, বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ জয়াভিলাষী হইয়া ত্বরা-সহকারে তাঁহার প্রতি প্রত্যুদ্গত হইল। মহারাজ! যেমন প্রচণ্ড বায়ু পাষাণবর্ষী উদ্ধত মেঘের বেগ ধারণ করত উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য কুরুরাজের রক্ষার্থী হইয়া আপতিত পাঞ্চালগণকে প্রতিগ্রহ করিয়া সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর, সমরাভিলাষে মিলিত কৌরব ও পাণ্ডব-গণের ভূমিবর্দ্ধনকর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

দুর্য্যোধন পরাভবে একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তৎকালে বলশালী আচার্য্য কুপিত হইয়া শাসনাতিক্রমকারী আমার পুত্র মন্দমতি দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া যে, পাণ্ডব-সৈন্যে প্রবেশ করিলেন, সেই শৌর্য্যসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ শত্রু-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া রণস্থলে স্থিরভাবে বিচরণ করিতে থাকিলে, পাণ্ডবেরা কি রূপে তাঁহারে নিবারিত করিল? আর সেই মহা-সংগ্রামে আচার্য্য বহুসংখ্যক শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ-চক্র ও কোন্ কোন্ বীর বামচক্র রক্ষা করিয়াছিল, এবং সেই মহাবীর দ্রোণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ রক্ষায় নিযুক্ত ছিল? আর শত্রুপক্ষীয়ই বা কোন্ কোন্ রথী তৎকালে তাঁহার সম্মুখীন হইল? সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, যখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অপরাজিত দ্রোণ পাঞ্চালদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন, যেমন কোন মনুষ্য অকালে অতিমাত্র শীত-প্রভাবে কম্পিত হয়, ত্রাসে পাঞ্চালগণের তদ্রূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকিবে। আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতেছি যে, তৎকালে শত্রুগণ শিশির-কালীন গো সমূহের ন্যায়, সাতিশয় কম্পিত হইয়াছিল। আহা! সেই সর্ব্ব-শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রথি-প্রবর দ্রোণ ক্রোধে ধূমকেতুর ন্যায় রথবর্ত্মে যেন নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত পাঞ্চালগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কি রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পৃথা-পুত্র মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় ও সাত্যকি সিন্ধুরাজের বধ সাধনানন্তর সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যুদ্ধার্থে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন। তদনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন যত্নপর হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ব্যূহিত সৈন্য সমভিব্যাহারে আচার্য্যের অভি-মুখীন হইলেন। মহারাজ! এইরূপে দ্রোণের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া দুর্জ্জয় সহদেব, ধীমান্ নকুল, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, কেকয়, মৎস্য ও শাল্বেয়গণ সসৈন্য হইয়া

সকলেই অভিদ্রুত হইল। অপিচ, পাঞ্চাল-সৈন্যে পরিরক্ষিত ধৃষ্টদ্যুম্নের পিতা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ, ইহাঁরা সকলেই স্বীয় স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্যুতিমান্ দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন। সমরদক্ষ ষট্ সহস্র পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইল। এতদ্ব্যতীত পাণ্ডব পক্ষীয় অপরাপর মহারথী নরশার্দ্দূলগণও দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন। মহারাজ! সেই শূরগণ যুদ্ধার্থে সমাগত হইতে থাকিলে, যোধগণের অশিবরূপ লোক-ক্ষয়কর ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধন অতীব ভয়ঙ্কর রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। কেন না সেই বিভাবরীতে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই ভীষণ রজনী-মুখে শিবাগণ জ্বালাকবলিত মুখব্যাদান-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘোররবে চীৎকার করিয়া মহৎ ভয়ের বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। বিশেষত কৌরব-সৈন্য মধ্যে বিপুল ভয়-সূচক অতীব ভীষণমূর্ত্তি পেচকগণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! তদনন্তর, শত শত মৃদঙ্গনিস্বন, হস্তীদিগের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বগণের হ্রেষারব ও খুর-নিক্ষেপ শব্দ; সুগভীর ভেরী-নির্ঘোষের সহিত মিলিত হইয়া সৈন্য-মধ্যে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শর্ব্বরী সমাগম সময়ে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তৎকালে প্রগাঢ়ান্ধকারে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈন্যদিগের পদোত্থিত ধূলিপটল গগণমণ্ডল পর্য্যন্ত সমুৎক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রথমত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, কিন্তু পরক্ষণেই হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শোণিত-প্রবাহে মোহাবিষ্ট হইয়া আমরা সেই রণস্থলকে এককালীন রজঃশূন্য বলিয়াই বোধ করিতে লাগিলাম। মহারাজ! রাত্রিকালে পর্ব্বতস্থ বংশবনে অগ্নি-সংলগ্ন হইলে যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, তদ্রূপ, সেই বীরগণের মুহুর্মুহুঃ শস্ত্র-সম্পাতে ঘোরতর চট চটা-শব্দ সমুত্থিত হইল। এবং মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ ও ঝর্ঝরী প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র নিনাদের সহিত ফেৎকার ও হ্রেষিত শব্দ মিলিত হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল এককালীন ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। সেই রজনী-মুখে চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবৃত হওয়ায় সমস্ত সৈন্যই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল; অধিক কি, তৎকালে কি আত্ম পক্ষীয়, কি পর পক্ষীয়, কেহই দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎ পরেই, যেমন শোণিতপ্রবাহে রণভূমির ধূলি সকল প্রণষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ, যোধগণের কাঞ্চনময় বর্ম্ম ও নানা প্রকার অলঙ্কার প্রভায় অন্ধকারেরও অনেকাংশ তিরোহিত হইল; এমন কি, মণিরত্ন-বিভূষিতা সেই ভারতী-সেনা, রজনী কালে নক্ষত্রগণ-বিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। শক্তি-প্রভৃতি বিবিধশস্ত্র ও ধ্বজ-সমাকুল সেই সৈন্য, নিরন্তর কাক ও গোমায়ুগণের বিকৃত-রবে পরিপূর্ণ, হস্তীদিগের বৃংহিত ধ্বনি ও যোধগণের বাহ্বাস্ফোট ও বীরনাদে নিনাদিত হইয়া অতিভয়ানক হইয়া উঠিল। তাহাতে এমনি লোমহর্ষকর মহান্ তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন দিক্ সকল স্তম্ভিত করিয়া মহেন্দ্রের বজ্র-নিনাদ হইতেছে। অপিচ নিশীথ সময়ে সেই ভারতী-সেনা অঙ্গদ, কুণ্ডল, নিষ্ক ও বহুবিধ শস্ত্রাদি দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, এবং সেই সেনা-মধ্যস্থ জাম্বূনদ-বিভূষিত হস্তী ও রথ সকল বিদ্যুদ্দাম-জড়িত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। শক্তি, ঋষ্টি, গদা, বাণ, মুষল, প্রাস ও পট্টিশ-প্রভৃতি শস্ত্র সকলের পতন কালে, বোধ হইল যেন চতুর্দ্দিক্ হইতে জ্বলন্ত অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

মহারাজ! তদনন্তর, সেই সৈন্য মধ্যে দ্রোণ ও পাণ্ডব-রূপ পর্জ্জন্যের উদয় হইল; দুর্য্যোধন উহার অগ্রগামী বায়ু, রথ ও হস্তী সকল উহার বলাকা-শ্রেণী, বাদিত্র-ধ্বনি উহার নির্ঘোষ, চাপ ও ধ্বজ উহার বিদ্যুৎ, খড়্গ, শক্তি ও গদা উহার অশনি,

নিরন্তর শর সম্পাত, উহার শীতোষ্ণ-সঙ্কুল বারি-ধারা। যুদ্ধার্থী বীরগণ, তাদৃশ ঘোরতর বিস্ময়কর উগ্রতর জীবনান্তকারি, সাধারণের দুস্তরণীয়, সেই ভীষণ ভারতী-সেনা-মধ্যে প্রবেশ করিল। মহারাজ! শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন, ভীরুদিগের ত্রাসজনন, তুমুল কোলাহলময় সেই ভয়ঙ্কর বিভাবরীতে নিদারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ মিলিত হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। পরন্তু যে যে বীর তৎকালে মহাত্মা দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন, তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই বিমুখীকৃত ও অনেককে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর, সেই নিশা সময়ে দ্রোণ একাকীই নারাচদ্বারা এক সহস্র হস্তী, অযুত রথী, প্রযুত পদাতি ও অর্ব্বুদ অশ্ব বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণ যুদ্ধে দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সমরে দুর্ব্বিষহ অমিতবলশালী দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ ক্রোধভরে সৃঞ্জয়-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইলে, তোমাদের বুদ্ধি তৎকালে কিরূপ হইল? এবং তিনি, শাসন অতিক্রমকারী আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া যে, বিপক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহাতে পৃথা-পুত্রই বা কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? কেন না, সমরে অপরাজিত মহাতেজা আচার্য্য মহাবীর জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবার নিধন-হেতুই পাঞ্চালগণের প্রতি অভিদ্রুত হইয়াছিলেন; অতএব সেই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুতাপন দ্রোণ শত্রু মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তোমরা কি মনে করিয়াছিলে, এবং দুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত কর্ত্তব্যবিষয়ে কিরূপ বিবেচনা করিল? সঞ্জয়! দুর্য্যোধনের কামনাপ্রদ বীরাগ্রগণ্য দ্বিজসত্তম দ্রোণের গমন কালে অস্মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল এবং সমরকালীন কোন্ কোন্ বীরই বা সেই শূর পুরুষের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, অপিচ, রণস্থলে তিনি শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলে, পাণ্ডবদিগের মধ্যেই বা কোন্ কোন্ বীর তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইল? সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, যেমন শিশির সময়ে কৃশ গো সমূহ কম্পিত হয়, তদ্রূপ, ভারদ্বাজ-শর-পীড়িত পাণ্ডবগণও কম্পিত হইয়া থাকিবে। অহো! সেই শত্রুবিমর্দ্দনকারী পুরুষশার্দ্দূল মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্য পাঞ্চাল-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া কি প্রকারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন? সেই রাত্রিকালে একত্রিত মহারথি যোধগণ যুদ্ধার্থে সঙ্গত হইয়া দলে দলে বিলোড়িত হইলে, তোমাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ বীর তৎকালে প্রকৃতিস্থ ছিলেন? তুমি বলিতেছ যে, মৎপক্ষীয় বীরগণ সেই যুদ্ধ সময়ে অনেকেই নিহত, কেহ কেহ পলায়িত, কেহ বা পরাভূত এবং রথিসৈন্য-মধ্যেও অনেকে রথভ্রষ্ট হইয়াছিল; ভাল, তৎকালে যখন তোমরা সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন, পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সমালোড়িত ও বিমোহিত হইলে, তখন আর তোমাদের বুদ্ধিস্থির থাকিবার সম্ভব কোথায়? আর তুমি বলিতেছ যে, পাণ্ডবগণ জয় লাভে প্রহৃষ্ট, উদ্ধত ও পরিতৃপ্ত; এবং অস্মৎ পক্ষীয়গণ বিত্রস্ত ও নিরানন্দ হইয়াছিল, কিন্তু সেই রাত্রি যুদ্ধ সময়ে সমরে অনিবর্ত্তী পাণ্ডব ও কৌরবগণের কি প্রকারে পরস্পর দৃষ্টিগোচর হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবগণ সোমকগণের সহিত মিলিত হইয়া সকলেই দ্রোণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। পরন্তু, দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজগণ ও কেকয়গণকে শীঘ্রগামী সায়ক সমূহ দ্বারা প্রেতলোকে প্রেরণ করিলেন। অধিক কি, তৎকালে যে যে মহারথী মহাত্মা আচার্য্যের সম্মুখীন হইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে পিতৃপতি-ভবনে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ! তৎকালে মহারথী ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণকে প্রমথিত করিতে থাকিলে, প্রতাপবান্ শিবিরাজ ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। দ্রোণ পাণ্ডব পক্ষীয়

মহারথী শিবিরাজকে আপতিত হইতে দেখিয়া সর্ব্বলৌহময় নিশিত দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শিবিরাজও শাণিত ত্রিংশৎ শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া, সদর্পে তাঁহার সারথিকে ভল্লাস্ত্র-দ্বারা নিপাতিত করিলেন। তখন দ্রোণ মহাত্মা শিবির সারথি ও অশ্বগণকে নিহত করিয়া এক বাণে তাঁহার শিরস্ত্রাণ-সমন্বিত মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন দ্রোণের নিমিত্তে সত্বর অপর এক জন সারথিকে প্রেরণ করিলেন; সারথি রাজার আদেশে অশ্ব-রশ্মি গ্রহণ করিলে পর, দ্রোণ পুনরায় শত্রুদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে ভীমসেন কলিঙ্গরাজকে নিহত করায়, এক্ষণে তাঁহার পুত্র পিতৃবধ-জনিত ক্রোধে অধীর হইয়া কলিঙ্গ-সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। কলিঙ্গরাজ-কুমার প্রথমত ভীমকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন, তৎ পরেই তিনি তিন বাণে ভীমের সারথি বিশোককে ও এক বাণে তাঁহার রথধ্বজ বিদ্ধ করিলেন। তখন বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় রথ হইতে কলিঙ্গরাজ-কুমারের রথে সমারূঢ় হইয়া সেই ক্রোধান্বিত বীরবর রাজকুমারকে মুষ্টি প্রহার করিলেন। রণস্থলে বলীয়ান্ ভীমসেনের মুষ্টিপ্রহারে কলিঙ্গরাজ-কুমারের অস্থি সকল পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নিপতিত হইল। মহারাজ! কর্ণ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ ভীমসেনের তাদৃশ কার্য্য সহ্য করিলেন না, তাঁহারা একত্রিত হইয়া আশীবিষ-তুল্য নারাচ-দ্বারা ভীমকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর ভীমসেন কলিঙ্গরাজ-কুমারের রথ পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুবের রথ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ধ্রুব নিরন্তর অস্ত্রবৃষ্টি করিতে থাকিলেও ভীম তাঁহাকে এক মুষ্টিপ্রহারেই পোথিত করিয়া ফেলিলেন। ধ্রুব বলশালী ভীমের মুষ্টি-দ্বারা আহত হইবামাত্র ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবলবান্ ভীমসেন ধ্রুবকে সংহার করিয়া জয়রাতের রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বারংবার সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি জয়রাতকে বাম হস্ত-দ্বারা উৎক্ষেপণ করিয়া কর্ণের সমক্ষেই গর্জ্জন-পূর্ব্বক এক চপেটাঘাতেই বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ এক কাঞ্চনময়ী শক্তি লইয়া ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন দুর্দ্ধর্ষ বৃকোদর কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়া, উহা কর্ণের প্রতিই নিক্ষেপ করিলেন। শকুনি সেই শক্তিকে সহসা কর্ণের প্রতি আপতিত হইতে দেখিয়া তৈলধৌত এক বাণ-দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ! অদ্ভুতপরাক্রমশালী বৃকোদর রণস্থলে এইরূপ অসাধারণ কার্য্য করিয়া স্বীয় রথে আরোহণ-পূর্ব্বক আপনকার সৈন্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন আপনকার মহারথি পুত্রগণ জিঘাংসা-পরবশ মহাবাহু ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহারে মহৎ শরবৃষ্টি-দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর, ভীমসেন অবলীলাক্রমে সমরস্থিত দুর্ম্মদের অশ্ব ও সারথিকে শরনিকরে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মদ অশ্ব সারথি-বিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভ্রাতা দুষ্কর্ণের রথে আরোহণ করিলেন। মহারাজ! যেমন দেবাসুর সংগ্রামে মিত্রাবরুণ দৈত্যসত্তম তারকের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ, শত্রুতাপন সেই দুই ভ্রাতা সমরাঙ্গণে এক রথে সমারূঢ় হইয়া, উভয়েই ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন। এইরূপে এক রথস্থিত আপনকার পুত্র দুর্ম্মদ ও দুষ্কর্ণ শর-সমূহ-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! শত্রুদমনকারী পাণ্ডুনন্দন ভীম কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, সোমদত্ত ও বাহ্লিকের সমক্ষেই দুষ্কর্ণের সেই রথখানিকে পদাঘাতে ধরণীতলে প্রবেশিত করিলেন। তৎ পরেই তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলশালী

শূর দুষ্কর্ণ ও দুর্মদকে মুষ্টিপ্রহারে বিমর্দ্দিত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মহারাজ! সৈন্যগণ ভীমের তাদৃশ কার্য্য দেখিয়া হাহাকার করিতে থাকিলে, নরপতিগণ বলিতে লাগিলেন, "ইনি নিশ্চয়ই রুদ্র, ভীমরূপ ধারণ করিয়া কৌরব-সৈন্যে যুদ্ধ করিতেছেন।" পার্থিবগণ এইরূপ বলিয়া সকলেই অচৈতন্যভাবে স্বীয় স্বীয় বাহন পরিচালন-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; অধিক কি, তৎকালে এমন ভীত হইলেন যে, দুই জন একত্র গমন করিলেন না।

মহারাজ! সেই রজনী সময়ে এইরূপে সৈন্য সকল ক্ষুভিত হইলে, প্রফুল্ল-কমললোচন মহাবলবান্ বৃকোদর প্রধান প্রধান পার্থিবগণ-কর্তৃক অতিশয় প্রশংসিত হইয়া সসৈন্যে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ, বিরাট ও কেকয়-প্রভৃতি রাজগণ ভীমের তাদৃশ কার্য্যে অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। অপিচ, যেরূপ অন্ধকাসুর নিহত হইলে, দেবগণ অন্ধকশত্রু মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, তাঁহারা সকলেই ভীমসেনের অতিশয় সম্মান করিলেন। মহারাজ! বরুণাত্মজ-তুল্য আপনকার পুত্রগণ পাণ্ডবগণের হর্ষে রোষান্বিত হইয়া রথ, পদাতি, কুঞ্জরপ্রভৃতি চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মহাত্মা আচার্য্য দ্রোণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধাভিলাষে দৃঢ়রূপে ভীমের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। তদনন্তর, সেই গাঢ়তর তিমিরময় ভয়ঙ্কর শর্ব্বরী সময়ে মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ বৃক, কাক ও গৃধ্রগণের হর্ষজনক নিদারুণ ভয়প্রদ অতি অদ্ভুততম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

ভীমপরাক্রমে ত্রিপঞ্চাশদধিক শততমাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! জয়দ্রথ বধ দিবসে সমরস্থলে প্রায়োপবিষ্ট সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা নিহত হন, এক্ষণে ভূরিশ্রবার পিতা সোমদত্ত সাত্যকির প্রতি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া এইরূপে বলিতে লাগিলেন। হে সাত্বত! পূর্ব্বে মহাত্মা দেবগণ-কর্তৃক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যেরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, তুমি তাহা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক কিরূপে দস্যুধর্ম্মে রত হইলে? ক্ষত্রধর্ম্ম-নিরত প্রাজ্ঞ পুরুষ সমরপরাঙ্মুখ, কাতরতাপন্ন, বা ন্যস্তশস্ত্র ব্যক্তির প্রতি কিরূপে শস্ত্র প্রহার করিতে পারেন? বিশেষত বৃষ্ণিবংশের মধ্যে মহাবাহু প্রদ্যুম্ন এবং তুমি, উভয়েই সমরে মহারথী বলিয়া বিখ্যাত; তবে তুমি কিরূপে পার্থ-কর্তৃক ছিন্নবাহু, রণস্থলে প্রায়োপবিষ্ট, আমার পুত্র ভূরিশ্রবার প্রতি নরকোৎপাদনকর তাদৃশ নৃশংস ব্যবহার করিলে? সে যাহা হউক, রে দুর্বৃত্ত! অদ্য তুমি সমরে সেই স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ কর। অরে মূঢ়! আমি সুকৃত, ইষ্টাপূর্ত্ত ও পুত্রগণ-দ্বারা শপথ করিতেছি যে, অদ্য আমি বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক নিশ্চয়ই শর-দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন করিব। রে বৃষ্ণিকুলপাংশন! তুমি অতিশয় বীরাভিমানী, কিন্তু, পৃথাপুত্র জিষ্ণু তোমারে অদ্য রক্ষা না করিলে, এই রাত্রিমধ্যে যদি পুত্র ও অনুজগণের সহিত তোমারে বিনাশ করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয়ই ঘোরতর নরকে পতিত হইব। মহাবলশালী সোমদত্ত অমর্ষভরে এইরূপ উক্তি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর, কমলপত্রনিভ লোচন-যুগল সুশোভিত সিংহদংষ্ট্র দুর্দ্ধর্ষ সাত্যকি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সোমদত্তকে বলিলেন, হে কৌরব্য! তোমার বা অপর যে কোন পুরুষের সহিত হউক, যুদ্ধকালে কোন প্রকারেই আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। অধিক কি, যদি তুমি এই সমস্ত সৈন্যদ্বারা রক্ষিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর, তথাপি আমার মনোমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র পীড়া উপস্থিত হইবে না। হে কৌরব! আমি ক্ষত্রধর্ম্মে অবস্থিত; অতএব তুমি সাধুদিগের অসম্মত, কেবলমাত্র বাক্‌যুদ্ধ

প্রভাবে আমার ভয়োৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি আমার সহিত তোমার একান্তই যুদ্ধ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তুমি দয়াশূন্য হইয়া নিশিত শস্ত্র-দ্বারা অগ্রে আমারে প্রহার কর, পশ্চাৎ আমি তোমারে প্রহার করিব। হে রাজন্! তোমার বীরপুত্র মহারথী ভূরিশ্রবা নিহত হইলে, তদীয় অনুজ শলও ভ্রাতৃশোকে সমাকৃষ্ট হইয়া প্রেতরাজ-ভবনে প্রস্থান করিয়াছেন। অদ্য তোমাকেও তোমার অন্যান্য পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত সংহার করিব। তুমি কৌরবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, বিশেষত মহারথী বলিয়া প্রসিদ্ধ; এক্ষণে যত্নপরায়ণ হইয়া সমরে অবস্থান কর। দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, সদাচার, অহিংসা, লজ্জা, ধৈর্য্য ও ক্ষমা ইত্যাদি সমস্ত গুণ যাঁহাতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছে, যাঁহার রথধ্বজ মৃদঙ্গলক্ষণে চিহ্নিত সেই ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের তেজঃপ্রভাবে শকুনি ও কর্ণ-প্রভৃতি তোমরা সকলে পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছ; এক্ষণে সংগ্রামস্থলে কেবল মৃত্যুমুখে গমন করিবে। রে পাপ! যদি তুমি সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর, তাহা হইলেই মুক্ত হইতে পারিবে; অন্যথা, আমি সমরস্থলে রোষান্বিত হইয়া যদি পুত্রগণের সহিত তোমাকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে আমারে কৃষ্ণের চরণ ও স্বীয় ইষ্টাপূর্ত্তের শপথ। পুরুষসত্তম সোমদত্ত ও সাত্যকি ক্রোধে লোহিত-নেত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি করিয়া শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তদনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন এক সহস্র রথী ও অযুত হস্তী লইয়া সোমদত্তকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সর্ব্বশস্ত্রধারিপ্রবর আপনকার শ্যালক যুবা বজ্রতুল্য-কলেবর মহাবাহু শকুনিও ইন্দ্রতুল্যপরাক্রান্ত পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে ব্যবস্থিত হইলেন। অপিচ, সেই ধীমান্ শকুনির এক লক্ষ প্রধান অশ্বারোহী মহাধনুর্দ্ধর সোমদত্তের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে সোমদত্ত প্রভৃত সৈন্য ও প্রধান প্রধান বীরগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শরবৃষ্টি-দ্বারা সাত্যকিরে সমাচ্ছাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে সন্নতপর্ব্ব বিশিখজালে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে মহতী সেনা সমাকর্ষণ-পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ! তৎকালে, উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, প্রচণ্ড বাতাভিহত সাগর-নিস্বনের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। তৎ পরে সোমদত্ত নয় শর দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন, সাত্যকিও কুরুপুঙ্গব সোমদত্তকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। সোমদত্ত দৃঢ়ধন্বা বলীয়ান্ সাত্যকির শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বিহ্বলচিত্তে রথনীড় আশ্রয় করিয়া বিমোহিত হইয়া রহিলেন। সারথি স্বীয় প্রভু মহারথী বীরবর সোমদত্তকে বিমোহিত দেখিয়া ত্বরা-সহকারে রণস্থল হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিল। দ্রোণ সোমদত্তকে সাত্যকির শরে পীড়িত ও বিসংজ্ঞ অবলোকন করিয়া সাত্যকির সংহার বাসনায় তথায় উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণকে আগমন করিতে দেখিয়া সাত্যকির রক্ষার্থে সসৈন্যে মহাত্মা আচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদনন্তর ত্রৈলোক্য বিজয় কামনায় পূর্ব্বে দেবগণের সহিত অসুররাজ বলির যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ দ্রোণের সহিত পাণ্ডবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাতেজা ভরদ্বাজ-নন্দন বিশিখ-জালে পাণ্ডব সৈন্য সমাবৃত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎ পরেই তিনি সাত্যকিরে দশ, ধৃষ্টদ্যুম্নকে পঞ্চবিংশতি, ভীমসেনকে নয়, নকুলকে পাঁচ, সহদেবকে আট, শিখণ্ডীকে শত, দ্রৌপদী-পুত্রগণকে পাঁচ পাঁচ, মৎস্যরাজ বিরাটকে আট, পাঞ্চালপতি দ্রুপদকে দশ, যুধামন্যুকে তিন, উত্তমৌজাকে ছয়, এবং অপরাপর সৈন্যকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহারাজ! পাণ্ডব-সৈন্যগণ দ্রোণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান

হইয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পৃথানন্দন ফাল্গুন সৈন্যগণকে দ্রোণ-কর্ত্তৃক তাড়িত হইতে দেখিয়া ঈষৎ রোষান্বিত হইয়া সত্বর গুরুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈনিকগণ মহাসংগ্রামে অর্জ্জুনকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং দ্রোণের সহিত তাহাদের পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহারাজ! দ্রোণ আপনকার পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, অগ্নি যেমন তুলরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্য দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রচণ্ড সূর্য্য ও জ্বলন্ত অনল-তুল্য দ্যুতিমান্ দ্রোণের মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুক হইতে নিরন্তর অগ্নিশিখা-সদৃশ শররাশি নিক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে থাকিলে, শত্রুগণ তাঁহাকে, জগদুত্তাপকারী ভাস্করের ন্যায় বোধ করিয়া কেহই নিবারণ করিতে সক্ষম হইল না। অধিক কি, তৎকালে যে যে বীর আচার্য্যের সম্মুখে অবস্থিত ছিলেন, আচার্য্য-নিক্ষিপ্ত শর তাঁহাদের সকলেরই শিরশ্ছেদন করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে সেই পাণ্ডবী-সেনা মহাত্মা দ্রোণের শরে বধ্যমান হইয়া পুনরায় সব্যসাচীর সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কুরুরাজ! সেই রাত্রিকালে ধনঞ্জয়, দ্রোণ-কর্ত্তৃক স্বপক্ষীয় সৈন্য প্রভগ্ন দেখিয়া দাশার্হ কৃষ্ণকে দ্রোণের রথ সমীপে গমন করিতে বলিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রজত, দুগ্ধ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্র সবর্ণ অশ্বগণকে দ্রোণের রথ সমীপে চালিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীমসেনও অর্জ্জুনকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া স্বীয় সারথিকে "আমায় দ্রোণ সৈন্যের নিকটে লইয়া চল" এই মত আদেশ করিলেন। ভীম-সারথি বিশোক স্বীয় প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সত্যসন্ধ জিষ্ণুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও মহারথী কেকয়গণ এবং মৎস্য, চেদি, করূষ ও কোশল দেশীয় সৈন্যগণও ভীমার্জ্জুন উভয় ভ্রাতাকে যত্নপর হইয়া দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাদের অনুগামী হইল। মহারাজ! তদনন্তর, লোমহর্ষকর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তখন ভীম ও অর্জ্জুন সুমহৎ রথবৃন্দ দ্বারা ক্রমান্বয়ে আপনকার সৈন্যের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি পুরুষ-শার্দ্দূল ভীমসেন ও ধনঞ্জয়কে দ্রোণ-সৈন্যে গমন করিতে দেখিয়া উভয়েই তথায় উপনীত হইলেন। তদনন্তর, উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, প্রচণ্ড বাতাভিহত সাগর নিস্বন-সদৃশ তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল।

সেই সময়ে আচার্য্য-নন্দন অশ্বত্থামা সাত্যকিরে রণস্থলে অবলোকন করিয়া ভূরিশ্রবার বধহেতু ক্রুদ্ধ ও সাত্যকির বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। ভীমসেন-নন্দন ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে সাত্যকির রথ সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ লৌহময়, ঋক্ষ-চর্ম্ম-সমাচ্ছন্ন, বহুবিধ যন্ত্র-সন্নাহ পরিপূরিত, অষ্টচক্র-সমন্বিত, মহামেঘ সদৃশ গম্ভীর শব্দায়মান, ত্রিংশৎনল্ল বিস্তীর্ণ এক রথবরে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সেই রথে মাতঙ্গাকার বাহন সকল সমাযোজিত ছিল, ফলত উহারা হস্তী বা অশ্ব নহে। ঐ রথের সমুচ্ছ্রিত ধ্বজদণ্ডে বিবৃতাক্ষ একটা প্রকাণ্ড গৃধ্র বসিয়া চরণ ও পক্ষদেশ বিক্ষেপ-পূর্ব্বক বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতেছিল। হিড়িম্বা-নন্দন শোণিতার্দ্র পতাকা ও অন্ত্রমালা-বিভূষিত তাদৃশ বিপুল রথে সমারূঢ় হইয়া পাষাণ, বৃক্ষ, শূল ও মুদ্গরহস্ত, ভীষণ-মূর্ত্তি এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা সমভিব্যাহারে বিপক্ষ দ্রোণ-নন্দনের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতিগণ তাঁহাকে উদ্যত কার্ম্মুক হস্তে যুগান্তকালীন দণ্ডহস্ত অন্তকের ন্যায় দেখিয়া সকলেই ব্যথিতান্তঃকরণ হইলেন। আপনকার পুত্রের সৈন্যগণও সেই গিরিশৃঙ্গ নিভ, ভীমমূর্ত্তি, ভয়াবহ,

দংষ্ট্রা-করাল ও প্রদীপ্ত বিকট বদন, শঙ্কুকর্ণ ও মহৎ গণ্ড সমাযুক্ত, ঊর্দ্ধ-বক্ত্র, বিরূপাক্ষ, নির্ণতোদর, সুগভীর গর্ত্তের ন্যায় গলদ্বার-সমন্বিত, কিরীট সমাবৃত শিরোরুহ, সর্ব্ব প্রাণীর ত্রাসজনক, প্রদীপ্ত অগ্নি ও ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায়, বিপক্ষ বিক্ষোভকারী রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে উদ্যত মহৎ চাপ হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় ভয়পীড়িত ও বায়ু কর্ত্তৃক ক্ষোভিতা আবর্ত্ত ও উত্তুঙ্গতরঙ্গমালিনী গঙ্গার ন্যায় ক্ষুভিত হইল। অধিক কি, তৎকালে ঘটোৎকচের সিংহনাদে হস্তী সকলও ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল; মনুষ্যগণ অতিমাত্র ব্যথিত হইল।

রাত্রিকালপ্রভাবে সমধিক বলান্বিত রাক্ষসগণ রণস্থলের চতুর্দ্দিক্ হইতে পাষাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং লৌহময় চক্র, ভূষণ্ডী, প্রাস, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র সকলও নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল। মহারাজ! সেই অতিনিষ্ঠুরতর ভীষণ সংগ্রাম দেখিয়া সমস্ত নরপতি ও আপনকার পুত্রগণ এবং কর্ণ, সকলেই কাতর হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সে স্থলে কেবল একমাত্র অস্ত্রবলশ্লাঘী অশ্বত্থামা অক্ষুব্ধচিত্তে অবস্থান-পূর্ব্বক ঘটোৎকচের বিস্তৃত মায়া শরপ্রভাবে ভস্মীভূত করিলেন। মায়া নিহত হওয়ায়, ঘটোৎকচ অমর্ষপরবশ হইয়া ঘোরতর শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন; সেই সমস্ত শরই অশ্বত্থামার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! যেমন ভুজঙ্গগণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঘটোৎকচের নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত শীঘ্রগামী বাণ সকল শারদ্বতী-পুত্রের শরীর ভেদ করিয়া রুধিরাক্ত-কলেবরে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। তখন, প্রতাপবান্ অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শীঘ্রহস্তে দশ শর দ্বারা ঘটোৎকচের কলেবর ভেদ করিলেন। ঘটোৎকচ দ্রোণ-পুত্রের শরে মর্ম্মস্থলে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া অতিমাত্র কাতর হইলেন; তৎ পরেই তিনি শত সহস্র অর সমন্বিত মহৎ এক চক্র গ্রহণ করিলেন। ভীমসেন-নন্দন জিঘাংসা-পরবশ হইয়া বালসূর্য্যপ্রভ বজ্রমণি-বিভূষিত ক্ষুরধার সেই চক্র উত্তোলন-পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! যেমন ভাগ্যহীন মনুষ্যের সমস্ত সঙ্কল্পই নিষ্ফল হইয়া যায়, তদ্রূপ, মহাবেগে সমাগত ঘটোৎকচ-প্রমুক্ত সেই চক্র দ্রোণ-নন্দনের শরপ্রভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। নিদারুণ চক্র নিপতিত হইল দেখিয়া ঘটোৎকচের পুত্র, যেমন রাহু ভাস্করকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ, দ্রোণ-পুত্রকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন মহাগিরি প্রচণ্ড বায়ুর গতি রোধ করে, সেইরূপ, ভিন্নাঞ্জন-প্রতিম ঘটোৎকচ-তনয় শ্রীমান্ অঞ্জনপর্ব্বা অশ্বত্থামাকে সমাগত হইতে দেখিয়া তাঁহার গতি রোধ করিলেন। অশ্বত্থামা ভীমসেন-পৌত্র অঞ্জনপর্ব্বার শরে সমাচিত হইয়া, নিরন্তর মেঘনির্ম্মুক্ত বারিধারা সমাচিত সুমেরুর ন্যায় শোভমান হইলেন। তদনন্তর, রুদ্র, উপেন্দ্র ও ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রমশালী মহাবীর অশ্বত্থামা অসম্ভ্রান্তচিত্তে এক বাণে অঞ্জনপর্ব্বার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তৎ পরেই তিনি দুই বাণ দ্বারা তাঁহার সারথি ও চারি বাণে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় নিহত করিয়া তিন বাণে তাঁহার রথের ত্রিবেণু এবং এক বাণ দ্বারা তাঁহার হস্তস্থিত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অঞ্জনপর্ব্বা রথভ্রষ্ট ও ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া স্বর্ণবিন্দু-খচিত এক ভীষণ খড়্গ উদ্যত করিলে, অশ্বত্থামা এক সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। খড়্গ ছিন্ন হইলে, ঘটোৎকচ-নন্দন সত্বর হেমাঙ্গদ-বিভূষিত এক গদা উদ্ভ্রামিত করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অশ্বত্থামার শরে অভিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তদনন্তর, অঞ্জনপর্ব্বা অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইয়া, বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায়, গর্জ্জন-পূর্ব্বক নভস্তল হইতে বৃক্ষ

বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সূর্য্য যেমন স্বীয় রশ্মি দ্বারা মেঘজাল ভেদ করেন, তদ্রূপ, অশ্বত্থামা আকাশস্থিত মায়াধারী সেই ঘটোৎকচ-তনয়কে শরনিকরে ভেদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! অঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায়, ভীষণ-মূর্ত্তি শ্রীমান্ অঞ্জনপর্ব্বা নভস্তল হইতে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় মহীতলস্থিত হেমপরিচ্ছন্ন রথে অবস্থিত হইলে, দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা, মহেশ্বর যেমন অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, লৌহময় বর্ম্মধারী সেই ভীম-পৌত্র অঞ্জনপর্ব্বাকে সংহার করিলেন। তখন শারদ্বতী-পুত্র বীরবর অশ্বত্থামাকে, অরণ্য-দহনকারী উদ্ধত অগ্নির ন্যায়, পাণ্ডবী-সেনা দগ্ধ করিতে এবং তদীয় হস্তে স্বীয় পুত্র মহাবলশালী অঞ্জনপর্ব্বাকে নিহত হইতে দেখিয়া ঘটোৎকচের রোষভরে হস্তস্থিত অঙ্গদ স্খলিত হইয়া পড়িল; তৎ পরেই তিনি দ্রোণ-পুত্রের সমীপে সমাগত হইয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে এই কথা বলিলেন। দ্রোণ-পুত্র! থাক, থাক, অদ্য তুমি কদাচই আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া গমন করিতে পারিবে না। যেরূপ অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয় ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, অদ্য আমিও তোমাকে সেইরূপ বিদীর্ণ করিব। ঘটোৎকচের এইরূপ বাক্য শ্রবণানন্তর, অশ্বত্থামা কহিলেন, হে অমরবিক্রম বৎস হিড়িম্বা-নন্দন! যাও, অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, কেন না পুত্রের সহিত পিতার সমরে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমি অন্তঃকরণের সহিত নিশ্চয় বলিতেছি যে, তোমার প্রতি আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ক্রোধ নাই, কিন্তু জীবগণ যখন ক্রোধপরতন্ত্র হয়, তখন আত্ম-হননেও পরাঙ্মুখ হয় না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পুত্র-শোকান্বিত ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার এতাবৎ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অরুণ-নেত্র হইয়া সদর্পে এইরূপ উত্তর করিলেন, দ্রোণ-নন্দন! তুমি যে সকল কথা কহিলে, এ সমস্তই অসাধু! কেন আমি কি ইতর লোকের ন্যায়, সংগ্রামে কাতর হইয়াছি যে, তুমি বাগাড়ম্বর দ্বারা আমারে ভয় প্রদর্শন করিতেছ? তুমি জান যে, আমি এই বিপুল কৌরব-কুলে ভীম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, বিশেষত আমি সমরে অনিবর্ত্তী পাণ্ডব-গণের পুত্র, দশানন-সদৃশ বলশালী এবং রাক্ষস-দিগের অধিপতি। সে যাহা হউক, এক্ষণে তুমি ক্ষণ কাল অবস্থান কর, কদাচ আমার হস্তে নিস্তার পাইবে না; অদ্য আমি সমরস্থলে তোমার এই যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনয়ন করিব। মহারাজ! ক্রুদ্ধ কেশরী যেমন মাতঙ্গের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ মহাবল-শালী রাক্ষস ঘটোৎকচ এই কথা বলিয়া রোষ-কষায়িত-লোচনে দ্রোণ-পুত্রের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায়, অশ্বত্থামার প্রতি রথাক্ষ-সদৃশ আয়ত শর সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ-নন্দন, ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত সেই শরবৃষ্টি নিকটস্থ না হইতে হইতেই শরপ্রভাবে নিরাকৃত করিলেন; পরন্তু উভয়ের নিক্ষিপ্ত সেই শররাজি পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলে, বোধ হইল যেন অন্তরীক্ষে দ্বিতীয় একটি শরযুদ্ধ হইতেছে, এবং শর সকলের সঙ্ঘর্ষণে রাশি রাশি বিস্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়ায়, তৎকালে বোধ হইল যেন নভোমণ্ডল রজনীমুখে খদ্যোতপুঞ্জে বিরাজিত হইয়াছে। তখন, সমরদক্ষ দ্রোণ-নন্দনের শর প্রভাবে অস্ত্র-মায়া প্রতিহত হইল দেখিয়া ঘটোৎকচ অন্তর্হিত হইয়া মায়ান্তরের সৃষ্টি করিলেন। তিনি শূল, প্রাস, অসি ও মুষল-রূপ জলপ্রস্রবণ-সমন্বিত, তরুরাজি-বিরাজিত শিখর-সুশোভিত অতিশয় উচ্চ মহান্ পর্ব্বতমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দ্রোণ-নন্দন তাঁহাকে অঞ্জনগিরি-নিভ মহীধর মূর্ত্তি ধারণ করিতে ও উহা হইতে বহুবিধ শস্ত্রবৃষ্টি হইতে দেখিয়া কিছুমাত্র কাতর না হইয়া অম্লান বদনে দিব্যাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। দিব্যাস্ত্র প্রভাবে সেই মায়াময় শৈলরাজ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। মায়া-পর্ব্বত প্রতিহত হইলে, ঘটোৎকচ আকাশে অবস্থান-পূর্ব্বক ইন্দ্রা-

য়ুধ-শোভিত অতি ভীষণ নীলনীরদ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শস্ত্রবৃষ্টি দ্বারা দ্রোণ-পুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শস্ত্রজ্ঞপ্রবর মহাবীর দ্রোণ-নন্দন বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান-পূর্ব্বক সমুত্থিত সেই মায়ামেঘ নিরাকৃত এবং নিরন্তর শরজাল বিস্তারে দিক্ সকল সমাচ্ছন্ন করিয়া এক লক্ষ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন। তদনন্তর, ঘটোৎকচ পুনরায় রথারোহণ-পূর্ব্বক বহুসংখ্যক রাক্ষসী সেনায় পরিবৃত হইয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে কার্ম্মুক আয়ত করিয়া আগমন করিলেন। উহার সমভিব্যাহারি রাক্ষসগণ মধ্যে অনেকেই সিংহ ও শার্দ্দূলাকার কলেবর-সম্পন্ন, সকলেই মত্ত মাতঙ্গ-তুল্য বিক্রমশালী; তাহাদিগের মধ্যে কেহ গজে, কেহ রথে, কেহ বা অশ্বে সমারূঢ় ছিল; কিন্তু সকলেই বিকৃত-বদন, বিকৃত-মস্তক ও বিকৃত-গ্রীব; ঐ সমস্ত তামসপ্রকৃতি রাক্ষসদিগের মধ্যে অনেকেই হিড়িম্বের এবং কতকগুলীন পুলস্ত্য-বংশীয় রাক্ষসদিগেরো পরিবার ছিল; পরন্তু উহারা সকলেই ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রান্ত, ক্রোধোদ্বৃত্ত-লোচন, বিবিধ শস্ত্রপাণি ও নানা প্রকার কবচ-বিভূষিত ছিল। মহারাজ! আপনকার পুত্র, ঘটোৎকচকে ভৈরব-রবকারি ঐ সকল যুদ্ধদুর্ম্মদ নিশাচরগণ সমভিব্যাহারে রণস্থলে সমাগত হইতে দেখিয়া অতিশয় বিষণ্ন হইলেন; তদ্দর্শনে দ্রোণ-তনয় তাঁহারে এইরূপে আশ্বাসিত করিলেন। হে মহারাজ দুর্য্যোধন! তোমার ভয় করা সমুচিত নহে, এক্ষণে তুমি এই সকল মহেন্দ্র-তুল্য পরাক্রমশালী পার্থিবগণ ও তোমার মহাবীর ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থান-পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে সমাশ্বাসিত কর, কদাচই তোমার পরাজয় হইবে না; আমি সত্য-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি, নিশ্চয়ই তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব। মহারাজ! দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার এতাদৃশ আশ্বাসপ্রদ বাক্য শ্রবণে এইরূপ উত্তর করিলেন, হে শারদ্বতী-নন্দন! যখন তোমার চিত্ত ঈদৃশ উন্নত এবং আমাদিগের প্রতি এত দূর অনুরক্ত রহিয়াছে, তখন আমি ইহা আশ্চর্য্য মনে করি না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র, অশ্বত্থামাকে এইরূপ বলিয়া শত সহস্র সমর-বিশারদ অশ্বারোহি সৈন্যে পরিবৃত সুবল-নন্দন শকুনিরে কহিলেন, মাতুল! তুমি ষষ্টি সহস্র রথি-সৈন্য সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষে যাত্রা কর। কর্ণ, বৃষসেন, কৃপ, নীল, কৃতবর্ম্মা, পুরুমিত্র, শ্রুতার্পণ, দুঃশাসন, নিকুম্ভ, কুম্ভভেদী, পুরুক্রম, পুরঞ্জয়, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমকম্পন, শল্য, অরুণি, ইন্দ্রসেন, সংজয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পুরক্রাথী, জয়বর্ম্মা ও সুদর্শন, এই সকল মহারথিগণ, উদীচ্য দেশীয় বীরগণ এবং ছয় অযুত পদাতি তোমার পশ্চাৎ গমন করিবে। হে মাতুল! আমার সমস্ত জয়াশা তোমার প্রতিই নির্ভর করিতেছে, অতএব দেবরাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, তুমিও ভীম, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর; বিশেষত কুন্তীপুত্রগণ আচার্য্য-তনয়ের শর-নিকরে বিদীর্ণ ও অতিশয় ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়াছে; এই সময়ে, অগ্নিকুমার স্কন্দ যেমন দানবকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, তুমি তাহাদিগকে সংহার কর। মহারাজ! সুবল-নন্দন শকুনি এইরূপ আদিষ্ট হইয়া আপনকার পুত্রদিগের প্রীতি কামনায় পাণ্ডবগণের সংহারাভিলাষে সত্বর তথায় গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সেই বিভাবরী সময়ে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা ও রাক্ষস ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাগ্নিকল্প দৃঢ়তর দশ বাণ দ্বারা অশ্বত্থামার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। শারদ্বতী-তনয় ঘটোৎকচ-প্রেরিত শর-নিকরে প্রগাঢ়রূপ আহত হইয়া বায়ু-চালিত বৃক্ষের ন্যায় রথ-মধ্যে বিচলিত হইলেন। ঘটোৎকচ পুনরপি এক অঞ্জলিক অস্ত্র দ্বারা অবিলম্বে দ্রোণ-নন্দনের হস্তস্থিত মহাপ্রভাব-সমন্বিত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন

দ্রোণ-নন্দন অতীব ভার সহ অপর এক শরাসন গ্রহণ করিয়া বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎ পরেই তিনি সেই আকাশচর নিশাচরগণের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খান্বিত শত্রু-ঘাতী আকাশচর বাণ সকল প্রেরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! তৎকালে অশ্বত্থামার শর-পীড়িত পীবর বক্ষঃস্থল-সমন্বিত রাক্ষসগণ, সিংহাক্রান্ত মত্ত মাতঙ্গ-কুলের ন্যায়, ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যুগান্ত সময়ে ভগবান্ বহ্নি যেমন প্রাণী সকলকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ অশ্বত্থামা শরানলে রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিয়া অশ্ব ও সারথির সহিত রথ ও মাতঙ্গগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবাদি-দেব মহেশ্বর যেমন আকাশস্থিত ত্রিপুর দগ্ধ করিয়া অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ, দ্রোণ-নন্দন এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা দগ্ধ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। জয়শালি-শ্রেষ্ঠ দ্রোণ-নন্দন আপনকার শত্রুগণকে সংহার করিয়া তৎকালে সর্ব্ব-ভূত-দহনকারী যুগান্ত কালীন উদ্ধত অগ্নির ন্যায়, প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

তদনন্তর, ঘটোৎকচ ক্রোধভরে 'তোমরা অশ্বত্থামাকে নিহত কর' এইরূপ বলিয়া ভীমকর্ম্মকারি সুমহৎ রাক্ষস-সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন। মহারাজ! বিকট-দন্তোদ্দীপ্ত মহাবক্ত্র-বিশিষ্ট, সর্ব্ব প্রাণীর ত্রাস-জনক, দীর্ঘজিহ্ব, ব্যাদিতাস্য, ভীষণমূর্ত্তি, রাক্ষসগণ ঘটোৎকচের তাদৃশ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র রোষকষায়িত-লোচনে নানা প্রকার প্রহরণ গ্রহণ-পূর্ব্বক সুমহৎ সিংহনাদ-দ্বারা বসুন্ধরা নিনাদিত করিয়া দ্রোণ-নন্দনের বিনাশার্থে ধাবিত হইল। অনন্তর, সেই ঘোর-বিক্রমশালী নিশাচরগণ ক্রোধে অরুণ-নেত্র হইয়া শক্তি, শতঘ্নী, পরিঘ, অশনি, শূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, ভিন্দিপাল, মুষল, পরশ্বধ, প্রাস, অসি, তোমর, কণপ, শিতধার কম্পন, শূল, ভুষণ্ডী, অশ্মগুড়, কৃষ্ণবর্ণ-লৌহময় স্থূণা, শত্রুকায়-বিদারক অতিভীষণ মুদ্গর, ইত্যাদি বহুবিধ শত শত সহস্র সহস্র অস্ত্র সকল নিরন্তর দ্রোণ-নন্দনের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহারাজ! আপনকার পক্ষীয় যোধগণ অশ্বত্থামার প্রতি তাদৃশ সুমহৎ শস্ত্রবৃষ্টি হইতে দেখিয়া সকলেই ব্যথিত হইল। পরন্তু মহামনা দ্রোণ-তনয় অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে শিলা-শাণিত বজ্রকল্প শর-নিকরে সমুত্থিত সেই ঘোরতর শস্ত্রবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন, এবং অবিলম্বে দিব্যাস্ত্র-প্রতিমন্ত্রিত সুবর্ণপুঙ্খ সায়ক-সমূহ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। বিশাল-বক্ষা রাক্ষসগণ তাঁহার শর-নিকরে নিপীড়িত হইয়া সিংহাক্রান্ত আকুলিত মত্ত মাতঙ্গ-কুলের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। পরন্তু অতীব কোপন-স্বভাব মহাবলশালী নিশাচরগণ শরপ্রহারে তাড়িত হইয়া দ্রোণ-তনয়ের বিনাশ-বাসনায় ক্রোধভরে ধাবিত হইল। মহারাজ! সে স্থলে, দ্রোণ-নন্দন অপর প্রাণি-মাত্রেরই অসাধ্য, আশ্চর্য্য পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন; যেহেতু সেই মহাস্ত্রবেত্তা একাকীই মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে জ্বলন্ত অনল-তুল্য বাণ দ্বারা রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের সমক্ষে সমস্ত রাক্ষসী-সেনা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সংগ্রাম স্থলে তিনি সেই রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিয়া, সর্ব্বভূত-সংহর্ত্তা যুগান্ত-কালীন সম্বর্ত্তক অগ্নির ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অধিক কি, দ্রোণ-তনয় আশীবিষ-তুল্য শর-প্রভাবে নিশাচরগণকে সংহার করিতে থাকিলে, মহাবলশালী রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ব্যতীত পাণ্ডব-পক্ষীয় সহস্র সহস্র রাজগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না। তখন, ঘটোৎকচ ক্রোধে নয়ন-দ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া অধর দংশন ও তলধ্বনি-পূর্ব্বক স্বীয় সারথিকে কহিলেন, 'আমায় দ্রোণ-পুত্রের নিকট লইয়া চল' এই মত আদেশানন্তর জয়পতাকা-লক্ষিত পূর্ব্ব-বর্ণিত সেই ভয়াবহ রথে সমারূঢ় হইয়া দ্রোণ-পুত্রের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধার্থে গমন করিলেন, এবং সেই শত্রু-নিসূদনকারী ভীম-পরাক্রান্ত ভীমসেন-নন্দন

মহাশব্দে সিংহনাদ-পূর্ব্বক অষ্টঘণ্টা-সমন্বিত অতীব ঘোররূপ দেবনির্ম্মিত এক অশনি উদ্ভ্রামিত করিয়া দ্রোণ-পুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, দ্রোণ-তনয় রথ-মধ্যে স্বীয় শরাসন রক্ষা করিয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সেই অশনি গ্রহণ করিয়া উহা ঘটোৎকচের প্রতিই নিক্ষেপ করিলেন। অশনি সমাগত হইতেছে দেখিয়া ঘটোৎকচ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। তখন, সেই মহা-প্রভাবান্বিত অতীব দারুণ অশনি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সমেত রথকে ভস্মীভূত করিয়া পৃথিবী বিদারণ-পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পরন্তু, দ্রোণ-নন্দন যে, শঙ্কর-নির্ম্মিত সেই ভয়াবহ অশনি লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন, তাহাতে প্রাণিমাত্রেই তাঁহার সেই কার্য্য সন্দর্শনে প্রশংসা করিল। ঘটোৎকচ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে সমারূঢ় হইয়া মহেন্দ্র-কোদণ্ড-সদৃশ ভীষণ এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্রোণ-তনয়ের বিশাল বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া বহুসংখ্যক নিশিত বাণ বিমোচন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্নও অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে আশীবিষ-তুল্য বিশিখজাল দ্রোণ-পুত্রের বক্ষঃস্থলে বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে অশ্বত্থামাও তাঁহাদিগের উভয়ের প্রতি সহস্র সহস্র নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ সকল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্রেই সেই দুই বীর অগ্নিশিখাকার শর-নিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! এইরূপে পুরুষসিংহ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ঘটোৎকচের সহিত আচার্য্য-নন্দন অশ্বত্থামার, বীরগণের প্রীতিজনক অতি তীব্রতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ঐ সময় ভীমসেন এক সহস্র রথী, তিন শত হস্তী ও ছয় সহস্র অশ্ব-সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আগমন করিলেও ধর্ম্মাত্মা দ্রোণ-তনয় অকাতর-ভাবে অনুচরবর্গ সমবেত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! আচার্য্য-কুমার অশ্বত্থামা তৎকালে এমনি অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, যাহা প্রাণিমাত্রেরই অসাধ্য। তিনি, নিমেষ-মধ্যে শাণিত শর-প্রভাবে ভীমসেন ও তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ, পৃষত-কুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, যমজ নকুল সহদেব, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় ও অচ্যুত বাসুদেবের সমক্ষেই অশ্ব ও সারথির সহিত অসংখ্য হস্তি সমবেত এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী-সেনা সংহার করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে হস্তী সকল অশ্বত্থামার শীঘ্রগামী নারাচ-নিচয়ে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া, সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, নিপতিত হইতে লাগিল। শর-নিকৃত্ত করি-শুণ্ড সকল ইতস্তত বিচেষ্টমান হওয়ায় বোধ হইল যেন রণ-ভূমি সঞ্চরণকারি সর্পগণে সমাকীর্ণ হইয়া শোভমান হইল, এবং নরপতিগণের শুভ্রবর্ণ ছত্র ও কাঞ্চনময় দণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকায় বসুধাতল সমুদিত চন্দ্র সূর্য্য-প্রভৃতি গ্রহগণ-বিরাজিত, প্রলয়কালীন, নভোমণ্ডলের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। এইরূপে দ্রোণ-নন্দন সেই সমর-স্থলে বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, অশ্ব ও যোধগণের শরীর ব্যয়-সমুৎপন্ন, রুধির-প্রবাহশালি অতিভয়ানক ঘোর-রূপ এক নদীর সৃষ্টি করিলেন। ছিন্ন ধ্বজ সকল উহার মণ্ডূক, নিপতিত ভেরী সকল উহার বিস্তীর্ণ-কলেবর-সম্পন্ন কচ্ছপ, ছত্র সকল উহাতে হংসশ্রেণী, চামরমালা উহার ফেনরাশি, কঙ্ক ও গৃধ্র পক্ষী উহার মহাগ্রাহ, বহুসংখ্যক শস্ত্র উহার মৎস্য, ইতস্তত বিকীর্ণ হস্তী সকল উহাতে পাষাণ, নিহত অশ্ববৃন্দ উহাতে মকর, বিক্ষিপ্ত রথ সকল উহার তীরভূমি, সদণ্ডপতাকা উহার তীরস্থ মনোহর বৃক্ষ, শর সকল উহার ক্ষুদ্র মৎস্য, প্রাস ও শক্তি উহার উগ্রতর ডুণ্ডুভ, মজ্জা ও মাংস উহার মহৎ পঙ্ক, কবন্ধগণ উহার ভেলা, কেশ সমস্ত উহার কৃষ্ণবর্ণ শৈবাল, যোধগণের আর্ত্তনাদ ঐ নদীর কলকল ধ্বনি, এবং সৈন্যগণের ক্ষতস্থল-সমুত্থিত শোণিত উহার তরঙ্গ-মালা স্বরূপ হইল। ঐ ভয়ঙ্কর স্রোতস্বতী যমরাষ্ট্র-

রূপ মহাসাগর পর্য্যন্ত সংমিলিত ও নিরন্তর শ্বাপদ-কুলে সঙ্কুল হইয়া অতিভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক ভীরুদিগের অতিমোহ-জনক হইল।

মহারাজ! দ্রোণ-তনয় পুনরপি অতিমাত্র রোষান্বিত হইয়া বৃকোদর, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বহুসংখ্যক নিশাচরগণকে সমাহত করিয়া হিড়িম্বা-নন্দনকে শর-নিকরে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মহাবলশালী সমর-দক্ষ আচার্য্য-কুমার, ভীম-প্রভৃতিকে বিদ্ধ করিয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র সুরথকে সংহার করিলেন। তৎপরেই তিনি সুরথের অনুজ শত্রুঞ্জয়, বলানীক, জয়ানীক ও জয়াশ্বকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন, এবং সিংহবৎ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সুতীক্ষ্ণ শর-দ্বারা পৃষধ্র ও মহামানী চন্দ্রদেবের শিরশ্ছেদন করিয়া দশ বাণে কুন্তিভোজ-রাজার দশ পুত্রকে নিহত করিলেন। ঐ সময়ে তিনি সুবর্ণপুঙ্খ-সমন্বিত অতিতীক্ষ্ণতর তিন শর দ্বারা রাজশ্রেষ্ঠ শ্রুতাহ্বয়, রুক্মমালী ও মহাবলবান্ শত্রুঞ্জয়কে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর, তিনি অতিমাত্র অমর্ষভরে যমদণ্ড-সদৃশ অবক্রগামী ভয়ানক এক বাণ শরাসনে আকর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাবাণ অশ্বত্থামার কার্ম্মুক হইতে নিঃসৃত হইয়া রাক্ষস হিড়িম্বা-নন্দনের হৃদয়-দেশ ভেদ করণানন্তর পুঙ্খের সহিত বেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। ঘটোৎকচ তাহাতে ধরা পতিত হইলে, মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিহত বোধ করিয়া ত্বরায় দ্রোণ-পুত্রের সমীপ হইতে রথ লইয়া পলায়ন করিলেন। এইরূপে মহারথী সকল সমরে পরাঙ্মুখ হইলে, মহাবীর দ্রোণ-তনয় সেনাপতি-বিরহিত সেই যুধিষ্ঠির পক্ষীয় সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া সিংহনাদ করিতে থাকিলে, আপনকার পুত্রগণ ও অপর প্রাণিমাত্রেই তাঁহারে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎকালে, গিরি-শিখরাকার নিশাচরগণ দ্রোণ-তনয়ের শত শত শরে সমাহত, নিহত, নিকৃত্ত ও বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকায়, রণভূমি অতীব দুর্গম ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেব, পিতৃ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরো, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, সুপর্ণ, পক্ষি ও নাগগণ-প্রভৃতি সকলেই আচার্য্য-কুমারের প্রশংসা করিলেন।

অশ্বত্থাম পরাক্রম প্রকাশে চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, যুযুধান ও পৃষত-কুলনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, এই কয়েক জন বীর, দ্রুপদ ও কুন্তিভোজ রাজের পুত্রগণ এবং অসংখ্য রাক্ষসগণকে দ্রোণ-পুত্র-কর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া বিশেষ যত্নপরায়ণ হইয়া যুদ্ধার্থে চিত্ত-সমাধান করিলেন। পরন্তু, কুরুবংশীয় সোমদত্ত সাত্যকিরে সমরস্থলে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সুমহৎ শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আপনকার পক্ষ ও পাণ্ডব পক্ষীয় পরস্পর জয়াভিলাষী বীরগণের অতীব ভয়-বর্দ্ধনকর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ সময়ে ভীমসেন সোমদত্তকে সাত্যকির প্রতি সমাগত হইতে দেখিয়া সাত্যকির সাহায্যার্থে শিলা-শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ দশ বাণে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। সোমদত্তও সেই বীরকে এক শত শরে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, সাত্যকি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, নহুষ-পুত্র যযাতি-তুল্য সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত পুত্র-শোকার্ত্ত বৃদ্ধ সোমদত্তকে বজ্রধার-সদৃশ অতীব তীক্ষ্ণ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরেই এক শক্তি দ্বারা তাঁহার কলেবর বিদীর্ণ করিয়া, পুনরায় সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থে অতি দৃঢ়তর অভিনব এক পরিঘ লইয়া সোমদত্তের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন এবং সাত্যকিও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শোভন-পক্ষ-বিশিষ্ট অনল-সঙ্কাশ এক নিশিত শর সন্ধান-পূর্ব্বক সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করি-

লেন। মহারাজ! উভয় নিক্ষিপ্ত পরিঘ ও শর এককালে মহারথী সোমদত্তের শরীরে নিপতিত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পুত্র সোমদত্ত বিমোহিত হইলে, তাঁহার পিতা বাহ্লিক, বর্ষাকালীন নিরন্তর বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায়, শস্ত্রবৃষ্টি করিতে করিতে সাত্যকির প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থে নয় শর দ্বারা সমরাঙ্গণ-স্থিত মহাত্মা বাহ্লিককে দৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। তখন, মহাবাহু প্রতীপনন্দন বাহ্লিক অতিমাত্র রোষান্বিত হইয়া, পুরন্দর যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ এক শক্তি গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। মহাবলশালী ভীমসেন শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া বিচলিত ও মোহিত হইলেন, কিন্তু তৎ পরেই তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া এক গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক বাহ্লিকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ গদা পাণ্ডুপুত্র-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বাহ্লিকের মস্তক চূর্ণিত করিয়া ফেলিল; বাহ্লিক তৎক্ষণাৎ, বজ্রাহত ভূধরের ন্যায়, গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর বাহ্লিক নিহত হইলে, দশরথ-পুত্র-সদৃশ আপনকার দশ পুত্র ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন। আগমন-মাত্রেই বৃকোদর তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া কর্ণের প্রিয় পুত্র বৃষসেনকে শস্ত্র-দ্বারা সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কর্ণের ভ্রাতা প্রসিদ্ধ বৃষরথ নারাচ-নিচয়ে ভীমকে প্রহার করিলে, বলবান্ ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তাঁহারে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর, মহাবীর পাণ্ডু-নন্দন আপনকার শ্যালকদিগের মধ্যে সাত জন রথীকে নারাচ-নিচয়ে সমাহত করিয়া শতচন্দ্রকে পোথিত করিয়া ফেলিলেন। গজাক্ষ ও শরভ-প্রভৃতি, শকুনির সমরদক্ষ ভ্রাতৃগণ শতচন্দ্রের মৃত্যু সহ্য করিতে না পারিয়া ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং তীক্ষ্ণতর শর-নিকরে তাঁহাকে তাড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃষভ যেমন বৃষ্টিবেগে পীড়িত হয়, তদ্রূপ, বলশালী ভীম তাঁহাদিগের নারাচ বৃষ্টিতে নিপীড়িত হইয়া পাঁচ বাণ দ্বারা তাঁহাদের পাঁচ মহারথীকে সংহার করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ! রাজসত্তমগণ সেই সমস্ত বীরবর্গকে নিহত হইতে দেখিয়া সকলেই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সেই সময় যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণ ও আপনকার পুত্রগণের সমক্ষেই কৌরব-সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বষ্ঠ, মালব, ত্রিগর্ত্ত ও শিবি-দেশীয় যোধগণকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। তৎকালে নরপতি যুধিষ্ঠির অভিষাহ, শূরসেন, বাহ্লিক ও বশাতি দিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সমরস্থল কর্দ্দমময় করিলেন, এবং যৌধেয়, মালব ও মদ্রদেশীয় অসংখ্য শূরকে সায়ক-সমূহে যমলোকে প্রস্থাপিত করিলেন। মহারাজ! সেই সময় যুধিষ্ঠিরের রথাভিমুখে, কেবল বিনাশ কর, আনয়ন কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর, ছেদন কর, এইরূপ তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। পরন্তু, দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে দেখিয়া আপনকার পুত্রের আদেশানুসারে তাঁহাকে সায়ক-সমূহে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তৎপরেই তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ব্যাস্ত্র প্রেরণ করিলে, পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠির উহা দিব্যাস্ত্র দ্বারাই নিরাকৃত করিলেন। বায়ব্যাস্ত্র প্রতিহত হইলে, ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ অতিশয় রোষান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সংহারাভিলাষে বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র ও সাবিত্র ইত্যাদি দিব্যাস্ত্র সকলের প্রাদুর্ভাব করিলেন। মহারাজ! কুম্ভোৎপন্ন দ্রোণের নিক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্যমাণ সেই সকল অস্ত্র মহাবাহু ধর্ম্মনন্দন নির্ভীক-চিত্তে স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন, আপনকার পুত্রের হিতার্থী দ্রোণ ধর্ম্মাত্মজের বিনাশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল বাসনায় প্রাজাপত্য ও ঐন্দ্র অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। মাতঙ্গ ও সিংহখেলগামী বিশালবক্ষা অতিলোহিতাক্ষ অপরিমেয়-তেজা কুরুপতি যুধিষ্ঠির

উগ্রতর মহেন্দ্রাস্ত্র প্রাদুর্ভাব করিয়া সেই দুই অস্ত্রই প্রতিহত করিলেন। এইরূপ বারংবার অস্ত্র সকল ব্যর্থ হইলে, দ্রোণ ক্রোধে অধীর হইয়া যুধিষ্ঠিরের বধাভিলাষে ব্রহ্মাস্ত্র প্রেরণ করিলেন। মহারাজ! ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইলে, ঘোরতর অন্ধকারে দিক্ সকল এমন সমাচ্ছন্ন হইল যে, তৎকালে, আমরা আর কিছুমাত্র বোধ করিতে পারিলাম না, এবং সমস্ত প্রাণীই সন্ত্রাসিত হইল। পরন্তু কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত দেখিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই উহা নিবারণ করিলেন। তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষগণ সকলেই সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর, দ্রোণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করিয়া রোষকষায়িত-লোচনে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা পাঞ্চাল সৈন্য দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া মহাত্মা ভীমার্জ্জুনের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া ভীমপরাক্রম বৃকোদর ও কিরীটমালী বীভৎসু সহসা সুমহৎ রথিসৈন্য দ্বারা আপনকার পক্ষীয় সৈন্যের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ-পূর্ব্বক ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রতি নিরন্তর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়গণ ও মৎস্য সেনাগণ সাত্বত সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া ভীমার্জ্জুনের অনুগামী হইল। কৌরব-সৈন্যগণ একে নিদ্রা ও অন্ধকারে ব্যাকুল, তাহাতে আবার কিরীটীর শরে বধ্যমান হইতে লাগিল, ইহাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তৎকালে, সেই যোধগণকে দ্রোণ এবং আপনকার পুত্রও স্বয়ং পলায়নে নিষেধ করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না।

যুধিষ্ঠির যুদ্ধে পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কুরুপতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সেই সুমহৎ সৈন্যগণকে উদ্রিক্ত দেখিয়া অবিমৃষ্য বিবেচনায় কর্ণকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল কর্ণ! মনুষ্য যদর্থে মিত্র কামনা করিয়া থাকে, এক্ষণে সেই মিত্রকার্য্যোচিত সময় উপস্থিত; ঐ দেখ, অস্মৎ পক্ষীয় মহারথি যোধগণ, মুহুর্মুহু নিশ্বাস ত্যাগকারী ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায়, পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথীদিগের দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়াছে, অতএব তুমি উহাদিগকে পরিত্রাণ কর। ঐ সকল ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রমশালী বহু সংখ্যক পাঞ্চাল দেশীয় রথি সৈন্য ও জয়প্রভাবান্বিত পাণ্ডবগণ অতিশয় হর্ষভরে চীৎকার করিতেছে।

দুর্য্যোধনের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! পৃথাপুত্র অর্জ্জুনের রক্ষার্থে যদি পুরন্দর স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকেও অবিলম্বে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনকে সংহার করিব। হে রাজন্! আমি আপনকার নিকট সত্যপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমাগত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে নিহত করিব; অতএব আপনি আশ্বস্ত হউন। অপিচ, অনল-সম্ভূত কার্ত্তিকেয় যেমন মহেন্দ্রের জয়ার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও আপনকার জয়ার্থে প্রতিজ্ঞা করিতেছি; অধিক কি, আমি কেবল আপনকার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব বলিয়াই এতাবৎ কাল জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি। হে মানদ! দেখুন, পৃথাপুত্রগণের মধ্যে অর্জ্জুনই বীর্য্যবত্তর; অতএব আমি ইন্দ্রনির্ম্মিত সেই অমোঘ শক্তি তাহার প্রতিই নিক্ষেপ করিব। কেন না, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় নিহত হইলেই তাহার ভ্রাতৃগণ হয় আপনকার বশ্য, না হয় পুনরায় অরণ্যে গমন করিবে। আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আমি নিশ্চয়ই সমরে সমবেত পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব, এবং পাঞ্চাল, কেকয় ও বৃষ্ণি-

বংশীয়দিগকে শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনাকে এই পৃথিবী প্রদান করিব!

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সুতপুত্র কর্ণ এই সকল উক্তি করিলে, শরদ্বান্ ঋষির সন্তান মহাবাহু কৃপ যেন অবজ্ঞা-পূর্ব্বকই তাঁহাকে বলিলেন, অহে রাধানন্দন! অহে কর্ণ! ভাল ভাল, যদি বাক্যমাত্রেই কার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে একমাত্র তুমি সহায় থাকাতেই কুরুপতি সহায়-সম্পন্ন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তুমি নিয়তই কুরুরাজের সমক্ষে এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাক, কিন্তু, কোন সময়েই তোমার তাদৃশ পরাক্রম বা তদনুযায়ি ফল দৃষ্ট হয় না। হে সুতনন্দন! সমরস্থলে পাণ্ডুপুত্রদিগের সহিত তোমার বহুবার যুদ্ধ দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তুমিই সর্ব্বত্র পরাজিত হইয়াছ। অহে কর্ণ! যখন, ধৃতরাষ্ট্র-তনয় গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক অপহৃত হন, তৎকালে, সমস্ত সৈন্য যুদ্ধ করিতে থাকিলেও কেবল তুমিই অগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। অপিচ, বিরাটনগরের যুদ্ধে সমবেত কৌরবগণ ও অনুজগণের সহিত তুমি, তোমরা সকলেই অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলে। সমর স্থলে, যখন তুমি এক অর্জ্জুনের নিকটেই অসমর্থ, তখন কৃষ্ণের সহিত একত্রিত সমস্ত পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে কিরূপে সাহস করিতেছ? অহে সুতনন্দন! তুমি বারংবারই শ্লাঘা করিতেছ, কিন্তু, যিনি কিঞ্চিন্মাত্রও উক্তি না করিয়া কেবলমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাঁহার সেই কার্য্যটিই সৎপুরুষোচিত-ব্রত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; অতএব তুমি বাগাড়ম্বর না করিয়া যুদ্ধ কর। সুতপুত্র! তুমি, বারিশূন্য শারদীয় মেঘের ন্যায়, বৃথা গর্জ্জন করিয়া জন-সমাজে কেবল অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছ; কিন্তু রাজা সেটি বোধ করিতে সক্ষম হইতেছেন না। সে যাহা হউক, রাধানন্দন! তুমি যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয়কে অবলোকন না করিতেছ, তাবৎ কাল গর্জ্জন কর; কেন না অর্জ্জুনকে নিকটস্থ দেখিয়া তোমার এরূপ গর্জ্জন দুর্লভ হইবে। যতক্ষণ তোমার ফাল্গুনের বাণের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তাবৎ কাল গর্জ্জন কর; অর্জ্জুনের সায়ক-সমূহে বিদ্ধ হইলে এরূপ গর্জ্জন আর সুলভ হইবে না। অপিচ, ক্ষত্রিয়গণ বাহুবলে, দ্বিজাতিগণ বাক্যবলে এবং ফাল্গুন স্বীয় কার্ম্মুক বলেই শূর বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু কর্ণ কেবল এক মনোরথ দ্বারাই শূর হইয়া থাকেন।

মহারাজ! যোধপ্রবর কর্ণ শারদ্বত কৃপের এই সকল অবজ্ঞা-সূচক বাক্যে অতিশয় রোষান্বিত হইয়া তাঁহাকে এই প্রকার উত্তর করিলেন, শূরপুরুষেরা বর্ষাকালীন সজল-জলদজালের ন্যায়, যেমন নিরন্তর গর্জ্জন করেন, তদ্রূপ, সমুচিত ঋতুকাল-রোপিত বীজের ন্যায়, অবিলম্বে ফল প্রদানও করিয়া থাকেন। অপিচ, সমরস্থলে শূরগণ যুদ্ধের যেরূপ ভার বহন করেন, তত্তদ্বিষয়ের শ্লাঘা করিলে যে, তাহাতে দোষ হয়, এরূপ বিবেচনা করি না। বিশেষত পুরুষ যে ভার বহন করিতে মনে অধ্যবসায় করেন, নিশ্চয়ই দৈব তাঁহার সে বিষয়ে সাহায্যকারী হয়েন। হে বিপ্র! আমিও যদি এই যুদ্ধের ভার বহন-পূর্ব্বক সমরস্থলে কৃষ্ণ ও সাত্বতগণের সহিত পাণ্ডুপুত্রদিগকে বিনাশ করিব বলিয়া মনে অধ্যবসায়ী হইয়া গর্জ্জন করি, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? আর ইহাও জানিবে যে, প্রাজ্ঞ শূরগণ কদাচই শারদীয় মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করেন না; তাঁহারা আপনার সামর্থ্য বুঝিয়াই গর্জ্জন করিয়া থাকেন। অতএব হে গোতম-নন্দন! আমিও অদ্য সমরে যত্নপরায়ণ কৃষ্ণ-সহায় অর্জ্জুনকে পরাজিত করিব বলিয়া মনে উৎসাহী হইয়া গর্জ্জন করিতেছি। হে বিপ্র! এক্ষণে তুমি আমার এই গর্জ্জনের ফল প্রত্যক্ষ কর, অদ্য আমি সমরে অনুচরবর্গের সহিত কৃষ্ণ ও সাত্বতগণ সমবেত পাণ্ডুপুত্রদিগকে সংহার করিয়া দুর্য্যোধনকে এই নিষ্কণ্টক বসুন্ধরা প্রদান করিব।

মহারাজ! কর্ণের এইরূপ গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃপাচার্য্য কহিলেন, অহে সুতপুত্র! তুমি যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার্জ্জুনের অধিক্ষেপ করি-

তেছ, তখন, তোমার এই মনোরথ-প্রলাপ বাক্য সকল আমার নিকট গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর তুমি দৃঢ়রূপে অবধারণ করিও যে, সমরে বদ্ধসন্নাহ দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষসাদির অজেয় সমর-বিশারদ কৃষ্ণার্জ্জুন যে পক্ষে আছেন, সেই পক্ষেই জয় হইবে। বিশেষত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, গুরু ও দেবতাদিগের অর্চ্চনাকারী, নিয়ত ধর্ম্মনিরত, কৃতাস্ত্র, ধৃতিমান্ ও কৃতজ্ঞ এবং তাঁহার সহোদরগণও সকলেই কৃতাস্ত্র, বলবান্, যশস্বী গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী, প্রাজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী। আর উহাঁদিগের স্ব সম্পর্কীয় মহাস্ত্র-বেত্তা দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দৌর্ম্মুখি, জনমেজয়, চন্দ্রসেন, ভদ্রসেন, কীর্ত্তিবর্ম্মা, ধ্রুব, ধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র ও সুতেজন, ইহাঁরা সকলেই ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রমশালী প্রহারপটু ও অনুরক্ত। অপিচ, সুদর্শন, গজানীক, শ্রুতানীক, শ্রুতধ্বজ, বলানীক, জয়ানীক, জয়াশ্ব, রথ-বাহন, চন্দ্রোদয় ও কামরথ, এই সকল কৃতবিদ্য ভ্রাতৃগণ-সহায় মৎস্যপতি বিরাট যাঁহাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নপর রহিয়াছেন, এবং যমজ নকুল সহদেব, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও ঘটোৎকচ, এতদ্ভিন্ন অপর বহুসংখ্যক আত্মীয়গণ যাঁহাদিগের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন, কখনই তাঁহাদিগের ধ্বংস হইতে পারে না। অধিক কি, দেব, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, হস্তী ও ভুজঙ্গপ্রভৃতি সমস্ত প্রাণী-সমন্বিত সচরাচর জগৎকে এক ভীমার্জ্জুনই বাহুবীর্য্যপ্রভাবে নিঃশেষ করিতে পারেন, এবং যুধিষ্ঠিরও কোপ-দৃষ্টি দ্বারা এই পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সক্ষম হয়েন। সে যাহা হউক, কর্ণ! অপ্রমেয় বলশালী যদুকুল-চূড়ামণি শৌরি যাঁহাদিগের নিমিত্ত সজ্জিত রহিয়াছেন, তুমি তাদৃশ শত্রুকে সমরে পরাজিত করিতে কিরূপে উৎসাহ করিতেছ? অহে সূতনন্দন! তুমি যে সর্ব্বদাই শৌরির সহিত যুদ্ধার্থে উৎসাহী হইয়া থাক, সেটি তোমার পক্ষে মহান্ অনর্থের বিষয় বলিয়াই জানিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাধানন্দন আচার্য্য কৃপের এতাবৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, হে ব্রহ্মন্! পাণ্ডবদিগের প্রতি তুমি যে সকল কথার উল্লেখ করিলে, তৎ সমস্তই সত্য; এমন কি, তাহারা তোমার কথিত ভিন্ন অপরাপর বহুপ্রকার গুণগ্রামেরও আধার। যদিও পৃথাপুত্রগণ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস, অসুর ও দেবগণ সমবেত ইন্দ্রেরো অজেয়; তথাপি আমি তাহাদিগকে সেই বাসব-দত্ত শক্তি দ্বারা পরাজিত করিব। হে দ্বিজ! আমি ইন্দ্রপ্রদত্ত সেই অমোঘ শক্তি দ্বারা সমরস্থলে নিশ্চয়ই সব্যসাচীকে সংহার করিব। পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় নিহত হইলে, তাহার অন্যান্য সহোদরগণ বা কৃষ্ণ, কদাচই অর্জ্জুন-শূন্য পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। হে গোতম-নন্দন! যদি কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ সকলেই এইরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বিনা যত্নেই এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরা কুরুরাজের বশীভূত হইবে। দেখ, এই সংসার মধ্যে সুনীতি অবলম্বন করিলে, সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই; আমি উহা জানিয়াই গর্জ্জন করিয়া থাকি। কিন্তু, তুমি একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে বৃদ্ধ, সমরে অশক্ত ও পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহবান্; সুতরাং সেই অজ্ঞানতা প্রযুক্তই আমারে এইরূপ অবমানিত করিতেছ। হে দুর্ম্মতে! যদি তুমি পুনরায় আমার নিকট এরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে এই খড়্গ উদ্যত করিয়া তোমার জিহ্বা ছেদন করিয়া দিব। অহে দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মন্! তুমি যে, এই সমস্ত কৌরব-সৈন্য সন্ত্রাসিত করিয়া পাণ্ডবদিগের স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছ, সে বিষয়েও আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কুরুরাজ দুর্য্যোধন, দ্রোণ, শকুনি, দুর্ম্মুখ, জয়, দুঃশাসন, বৃষসেন, মদ্র-

রাজ শল্য, তুমি, সোমদত্ত, ভূরি, দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা ও বিবিংশতি; এই সকল সমরবিশারদ বীরগণ যে স্থলে বদ্ধসন্নাহ হইয়া অবস্থান করেন, সে স্থলে, বিপক্ষ ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী হইলেও কি জয় লাভ করিতে পারে? ইহাঁরা সকলেই শূর, কৃতাস্ত্র, বলশালী, ধর্ম্মজ্ঞ ও রণকুশল; এমন কি, স্বর্গাভিলাষী হইলে, ইহাঁরা দেবগণকেও পরাজিত করিতে পারেন। অতএব এই সমস্ত সন্নাহিত শূরগণ কুরুরাজের জয়াকাঙ্ক্ষী ও পাণ্ডবদিগের বধার্থী হইয়া রণস্থলে অবস্থান করিবেন। পরন্তু, যেস্থলে মহাবাহু ভীষ্ম শত শত শর-সমাচিত-কলেবর হইয়া সমরাঙ্গণে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সে স্থলে মহাবলবান্ হইলেও আমার বিবেচনায়, জয়লাভ দৈবায়ত্ত। হে পুরুষাধম! সমরস্থলে বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, জয়, জলসন্ধ, সুদক্ষিণ, রথি-প্রবর শল ও বীর্য্যবান্ ভগদত্ত; ইহাঁরা এবং অন্যান্য দেবগণেরও অপরাজেয় মহাবলশালী বহুসংখ্যক শূর নরপতিগণ যখন পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন, তখন দৈবপ্রতিকূলতা ভিন্ন আর কি মনে করিতেছ? অহে দ্বিজ! তুমি দুর্য্যোধনের যে সকল শত্রুদিগের নিয়ত স্তব করিয়া থাক, এই সমরে তাহাদিগের ত শত শত সহস্র সহস্র শূরগণ নিহত হইয়াছে। অতএব পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক যে অসংখ্য কৌরব-সৈন্য ক্ষয় হইতেছে, ইহাতে পাণ্ডুপুত্রদিগের কোন প্রভাবই দেখিতে পাই না। সে যাহা হউক, অহে ব্রাহ্মণাধম! তুমি যাহাদিগকে সর্ব্বদা বলবান্ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, আমি দুর্য্যোধনের হিতকামনায় সমরস্থলে সেই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধার্থে যথা-শক্তি যত্ন করিব, তবে জয় হওয়া দৈবের প্রতি নির্ভর।

কৃপ কর্ণ বিবাদে ষট্পঞ্চাশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন স্বীয় মাতুল কৃপাচার্য্যকে সূতপুত্র-কর্ত্তৃক তাদৃশ প্রকারে ভৎর্সিত হইতে দেখিয়া, ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ, কুরুরাজের সাক্ষাতেই খড়্গোদ্যত করিয়া অতিমাত্র বেগে কর্ণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং রাজ সমক্ষেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন। অরে দুর্ব্বুদ্ধি নরাধম! মাতুল, অর্জ্জুনের প্রকৃত গুণ সকল কীর্ত্তন করিলেও তুমি শূর-বিদ্বেষ প্রযুক্ত তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেছ। তুমি এক্ষণে শৌর্য্য ও দর্পভরে উৎসিক্ত হইয়া কিছু মাত্র গণনা না করিয়াই এই সকল ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা করিতেছ; কিন্তু, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়, যখন তোমারে পরাজিত করিয়া সমরস্থলে তোমার সমক্ষেই জয়দ্রথকে সংহার করিয়াছিলেন, তখন তোমার বীর্য্য ও অস্ত্র সকল কোথায় ছিল? অরে সূতকুলপাংসন! পূর্ব্বে সমরস্থলে, যিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তুমি যে, তাঁহাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ, সে কেবল তোমার বৃথা মনঃকল্পনা মাত্র। হে দুর্ব্বুদ্ধি সূত! যখন সমস্ত অসুর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্রিত হইয়া যে সর্ব্বশস্ত্রধারি-প্রবর কৃষ্ণ-সহায় ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন, তখন তুমি কি, সংসারে অজেয় অদ্বিতীয় বীর ধনঞ্জয়কে এই সকল পার্থিবগণের সহিত মিলিত হইয়া পরাজয় করিতে পার? সে যাহা হউক, অহে কর্ণ! ও দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে অবস্থান কর, এই দেখ, আমি তোমার মস্তক এখনই শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া দিতেছি।

সঞ্জয় কহিলেন; মহারাজ! অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া, বেগে উৎপতিত হইতেছেন দেখিয়া রথিপ্রবর কৃপাচার্য্য ও স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন তাঁহারে নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে কর্ণ কুরুপতিকে কহিলেন, হে কুরুসত্তম! এই শূর সমরশ্লাঘী দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণাধম আসিয়া আমার বীর্য্য অনুভব করুক, আপনি উহাকে পরিত্যাগ করুন। তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধি সূতপুত্র! আমি তোমার এই

অপরাধ ক্ষমা করিলাম ; কিন্তু অর্জ্জুন তোমার এই উচ্ছ্রিত দর্প চুর্ণ করিবেন। মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের উভয়কে এইরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, হে মানদ অশ্বত্থামন্! আপনি ক্ষান্ত হউন, সুতপুত্রের প্রতি কদাচ কোপ করা কর্ত্তব্য নহে ; অতএব প্রসন্ন হউন। দেখুন, আপনি, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, মদ্ররাজ শল্য ও সুবল-নন্দন শকুনি, আপনাদিগের এই কয়েক জনের প্রতি আমার সুমহৎ কার্য্যভার অর্পিত রহিয়াছে। অতএব হে দ্বিজসত্তম! প্রসন্ন হউন। হে ব্রহ্মন্! ঐ দেখুন, পাণ্ডবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে কর্ণকে আহ্বান পূর্ব্বক যুদ্ধাভিলাষে উহাঁর অভিমুখে আগমন করিতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ক্রোধ ও মন্যু-সমন্বিত মহামনা দ্রোণ-নন্দন রাজা দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক এইরূপে প্রসাদিত হইয়া কর্ণের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তদনন্তর, মহাত্মা কৃপাচার্য্য সৌম্য-স্বভাব-প্রযুক্ত অবিলম্বে মৃদুভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক কর্ণকে কহিলেন, অহে দুর্ব্বুদ্ধি সুতপুত্র! আমরা তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম, কিন্তু ধনঞ্জয় তোমার উৎসিক্ত দর্প চুর্ণ করিবেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে যশস্বী পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তর্জ্জন করিতে করিতে কর্ণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বীর্য্যশালী মহাতেজা রথিপ্রবর কর্ণও স্বীয় বাহুবল আশ্রয়-পূর্ব্বক, দেবগণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায়, প্রধান প্রধান কৌরবগণে পরিবৃত হইয়া শরাসন উদ্যত করত অবস্থিত রহিলেন। মহারাজ! তৎ পরেই পাণ্ডবদিগের সহিত সংরব্ধ কর্ণের সিংহনাদ-সঙ্কুল ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পাণ্ডব ও যশস্বী পাঞ্চালগণ সেই মহাসমরে মহাবাহু কর্ণকে অবলোকন করিয়া "এই যে কর্ণ, কোথায় কর্ণ, অহে কর্ণ! ও পুরুষাধম! অরে দুরাত্মন্! আমাদের সহিত আসিয়া যুদ্ধ কর" এইরূপ মহাশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। অপর কেহ কেহ রাধানন্দনকে দেখিবামাত্র ক্রোধে অরুণ-নেত্র হইয়া কহিল, "হে রাজশার্দ্দূলগণ! আপনারা সকলে মিলিত হইয়া এই নীচাত্মা গর্ব্বিত সুতপুত্রকে বিনাশ করিয়া ফেলুন, ইহাকে জীবিত রাখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেন না, এই পাপাত্মা নিয়তই দুর্য্যোধনের মতাবলম্বী ও পৃথাপুত্রগণের অত্যন্ত বৈরী এবং সমস্ত অনর্থের মূল ; অতএব ইহাকে এখনই বিনাশ করুন। এই কথা বলিয়া মহারথি-ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে সুমহৎ শরবৃষ্টি দ্বারা দিক্ সকল সমাচ্ছাদিত করত সুত-পুত্রের বধার্থে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! সমরে অপরাজিত ক্ষিপ্রকারী মহাবলশালী সুতপুত্রও সেই সমস্ত মহারথীদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া কিছুমাত্র কাতর বা ভীত হইলেন না; তিনি আপনকার পুত্রদিগের প্রীতি কামনায় উদ্ধৃত সাগর-সদৃশ ও নগর-কল্প সেই সৈন্যগণকে শত শত সহস্র সহস্র শর-দ্বারা নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তদ্রূপ পাণ্ডব-পক্ষীয়েরাও তাঁহারে শরবৃষ্টি-দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে প্রভো! সেই সকল পার্থিবগণ শত শত শরাসন কম্পিত করিয়া, দানব-দল যেমন মহেন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ রাধানন্দনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পার্থিবগণ-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবৃষ্টি আরম্ভ হইবামাত্র কর্ণ সুমহৎ শর বর্ষণ-দ্বারা উহা নিরাকৃত করিলেন। যেমন দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে, দানবগণের সহিত দেবরাজের যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ, পরস্পর প্রতি-কারাভিলাষি সেই বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহারাজ! সে স্থলে আমরা সুতপুত্রের অতি আশ্চর্য্য হস্ত-লাঘব দর্শন করিলাম, যেহেতু সেই সমবেত শত্রুগণ সমরস্থলে যত্নপর হইয়াও তাঁহারে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইল না। মহারথী রাধানন্দন ক্ষণ কাল মধ্যে পার্থিবগণ-বিস্তীর্ণ শর-জাল নিরাকৃত করিয়া স্ব-নামাঙ্কিত শাণিত বাণ

সকল কাহারও ধ্বজে, কাহারও ছত্রে, কাহারও যুগ-কাষ্ঠে, কাহারও ঈষাদণ্ডে, কাহারও বা অশ্বে নিক্ষেপ করিলেন। রাজগণ এইরূপে কর্ণ-শরে নিপীড়িত ও ব্যাকুলিত হইয়া সিংহার্দিত গো-যূথের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা কি হস্তী, কি অশ্ব, কি রথী, সকলকেই কর্ণ-শরে বিদ্ধ ও তাড়িত হইতে দেখিলাম। মহারাজ! সমরে অনিবর্ত্তী সেই শূরগণের অসংখ্য ছিন্ন-মস্তক ও ছিন্ন-বাহু-দ্বারা রণভূমি একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কোন স্থলে বহু সংখ্যক হস্তী ও অশ্বাদি নিহত এবং কোন স্থলে নিহন্যমান যোধগণ চতুর্দ্দিকে বিকৃত-স্বরে চীৎকার করিতে থাকায়, সেই রণস্থল এমনি ভয়ানক হইয়া উঠিল, যে, সাক্ষাৎ যমালয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মহারাজ! তদনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের তাদৃশ পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিলেন, হে আচার্য্য-নন্দন! কর্ণ একাকীই সন্নাহিত হইয়া সমস্ত পার্থিবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দেখুন, যেমন আসুরী-সেনা পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ-কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ, কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত পাঞ্চালগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। পরন্তু বীভৎসু ধীমান্ কর্ণ-কর্ত্তৃক স্ব পক্ষীয় সৈন্যগণকে নির্জ্জিত হইতে দেখিয়া জিঘাংসা-পরবশ হইয়া উহাঁর অভিমুখে আগমন করিতেছে, অতএব পাণ্ডুপুত্র আপনাদের সমক্ষে যাহাতে মহারথী সূতপুত্রকে সংহার করিতে না পারে, তাদৃশ নীতি বিধান করুন্। তদনন্তর, দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য ও হৃদিকাত্মজ মহারথী কৃতবর্ম্মা সূতপুত্রের রক্ষার্থ অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে অসুর সৈন্যের প্রতি আপতিত হইতে দেখিয়া বৃত্রাসুর যেমন তাঁহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণও অর্জ্জুনকে আপতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রত্যুদ্গত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূত! সূর্য্য-নন্দন কর্ণ কালান্তক-যমতুল্য সংরব্ধ ফাল্গুনকে আগমন করিতে দেখিয়া তৎকালোচিত কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। কেন না সেই মহারথী সূতপুত্র নিয়তই পার্থের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে এবং মহা সমরে বীভৎসুকে জয় করিব বলিয়াও আশা করিয়া থাকে, অতএব সে, সতত বৈরভাবাপন্ন কিরীটীকে সহসা নিকটস্থ দেখিয়া কর্ত্তব্য-বিষয়ে, কিরূপ বিবেচনা করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! হস্তীকে দেখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তী যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ, রাধা-নন্দন পাণ্ডু-নন্দন ধনঞ্জয়কে আগমন করিতে দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। মহাতেজস্বী শত্রুতাপন অর্জ্জুনও সূর্য্য-নন্দনকে বেগে আপতিত হইতে দেখিয়া সরল শর-সমূহ-দ্বারা তাঁহারে নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তখন রাধা-নন্দন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শরজাল বিস্তার-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছাদিত করিয়া অবক্রগামী শর ত্রয় দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু মহা বলশালী শত্রুতাপন পৃথা-নন্দন, কর্ণের সেই হস্তলাঘব সহ্য করিলেন না, প্রত্যুত তিনি তাঁহার প্রতি শিলা-ধৌত নির্ম্মলাগ্র অবক্রগামী ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবলশলী প্রতাপবান্ কিরীটী সংরব্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে এক নারাচাস্ত্র দ্বারা কর্ণের বামহস্তের অগ্রভাগ বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ভুজাগ্রে বিদ্ধ হইবামাত্র কর্ণের হস্ত হইতে কার্ম্মুক পতিত হইল, কিন্তু সেই মহা বলশালী নিমেষার্দ্ধ-মধ্যে শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনরায় লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত শরজালে ফাল্গুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। পরন্তু ধনঞ্জয় অম্লানবদনে কর্ণ-প্রযুক্ত সেই শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। মহারাজ! এইরূপে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পৃথাপুত্র কিরীটী ও কর্ণ পরস্পর প্রতীকারাভিলাষী হইয়া শরবৃষ্টি-দ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছাদিত করিতে প্রবৃত্ত হই-

লেন। এমন কি, ঋতুমতী হস্তিনীর নিমিত্ত যেমন ক্রুদ্ধ আরণ্য গজ-দ্বয়ের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তদ্রূপ, সেই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন ধনঞ্জয় কর্ণের পরাক্রম অবলোকন করিয়া ত্বরা সহকারে তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টি-দেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং ভল্লাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয়কে যমলোকে প্রেরণ-পূর্ব্বক অপর এক ভল্লে সারথির মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। তৎ পরেই তিনি সেই ছিন্ন শরাসন ও অশ্ব সারথি-বিহীন কর্ণকে চারি বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ অর্জ্জুনের শরে অতিশয় নিপীড়িত হইয়া হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সত্বর কৃপাচার্য্যের রথে আরোহণ করিলেন।

হে ভরতকুল-প্রবর মহারাজ! আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণ একে ধনঞ্জয়ের শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে আবার রাধা-নন্দনকে পরাজিত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কুরুরাজ দুর্যোধন, তাহাদিগকে পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া নিবারণ-পূর্ব্বক এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ-শূরগণ! তোমরা পলায়ন করিও না; এই আমি অর্জ্জুনের বধ-নিমিত্ত স্বয়ংই সমরস্থলে গমন করিতেছি। আমি পাঞ্চাল ও সোমকগণ সমবেত পাণ্ডবগণকে সংহার করিব। অদ্য আমি গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, পৃথার অপর পুত্রগণ যুগান্তকালীন কালপুরুষের ন্যায় আমার পরাক্রম সন্দর্শন করিবে। অদ্য যোধগণ সমরস্থলে মদীয় কার্ম্মুক হইতে শলভশ্রেণীর ন্যায়, অসংখ্য শরজাল নিঃসৃত হইতে দেখিতে পাইবে। অদ্য আমি সমরস্থলে শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক নিরন্তর বাণ বৃষ্টি করিতে থাকিলে, সৈনিকগণ আমারে বর্ষাকালে ধারাবর্ষী-জলধরের ন্যায় বোধ করিবে। হে বীরগণ! অদ্য আমি সন্নতপর্ব্ব-সায়ক-সমূহ-দ্বারা নিশ্চয়ই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিব, অতএব তোমরা উহা হইতে ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্ভয়ে অবস্থান কর। মকরালয় সাগর যেমন বেলাভূমি প্রাপ্ত হইয়া প্রতিহত-বেগ হয়, তদ্রূপ, অর্জ্জুনও মদীয় বীর্য্যে সঙ্গত হইয়া হতবেগ হইবে।

মহারাজ! দুর্দ্ধর্ষ রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিয়া রোষকষায়িত-লোচনে মহতী সেনা পরিবৃত হইয়া ফাল্গুনের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন শরদ্বান্-ঋষি-তনয় কৃপ সেই মহাবাহু কুরুপতিকে অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া স্বীয় ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে কহিলেন, এই অমর্ষবশবর্ত্তী মহাবাহু কুরুরাজ ক্রোধে বিমোহিত হইয়া পতঙ্গ-বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছেন; অতএব, পুরুষ-শার্দ্দূল কৌরবনাথ যেপর্য্যন্ত সমরে অর্জ্জুনের সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদিগের সমক্ষেই জীবন বিসর্জ্জন না করেন, তাহার পূর্ব্বেই তুমি উহাঁরে প্রতিনিবৃত্ত কর। এমন কি, ঐ বীর যে পর্য্যন্ত কিরীটীর বাণ-গোচরে উপস্থিত না হয়েন, তাহার পূর্ব্বেই উহাঁরে সমর হইতে প্রতি-নিবৃত্ত কর। যে পর্য্যন্ত পার্থশরাসন-প্রমুক্ত নির্ম্মোক-মুক্ত ভুজঙ্গ-সন্নিভ শররাজি কুরুরাজকে ভস্মীভূত না করে, তাহার পূর্ব্বেই উহাঁরে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর। হে মানদ, অশ্বত্থামন্! আমি ইহা অতিশয় অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, যে, আমরা সকলে বর্ত্তমান থাকিতে রাজা স্বয়ং সহায়হীন ব্যক্তির ন্যায় যুদ্ধার্থে অর্জ্জুনের নিকট গমন করেন। বিশেষত কুরুরাজ, পার্থের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, আমার বিবেচনায় শার্দ্দূলের সহিত সমর-প্রবৃত্ত হস্তীর ন্যায়, অদ্য উহাঁর জীবন দুর্ল্লভ হইবে।

মহারাজ! শস্ত্রধারী-প্রবর দ্রোণ-নন্দন, মাতুল কৃপাচার্য্যের আদেশ-ক্রমে ত্বরা-সহকারে দুর্য্যোধনের নিকটস্থ হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন, হে গান্ধারী-নন্দন! দেখুন, আপনকার নিয়ত হিতাভিলাষী আমি জীবিত থাকিতে আমারে অনা-

দর-পূর্ব্বক আপনকার স্বয়ং যুদ্ধে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। আর ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আপনাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। আপনি অবস্থান করুন, আমি তাহারে নিবারণ করিব। মহারাজ! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন, গুরুপুত্র অশ্বত্থামার এতাবৎ বাক্য শ্রবণে উত্তর করিলেন, হে দ্বিজসত্তম! দেখুন, আচার্য্য রণস্থলে পাণ্ডুপুত্রদিগকে আপন পুত্রের ন্যায় রক্ষা করিয়া থাকেন, এবং আপনিও সর্ব্বদা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। অপিচ, আমার দুর্ভাগ্য-প্রযুক্তই হউক, আর ধর্ম্মরাজ ও দ্রৌপদীর প্রিয়সাধন-হেতুই বা হউক, সমরস্থলে কি জন্য যে আপনকার পরাক্রম মন্দীভূত হয়, তাহা অবধারণ করিতে পারি না। আমারে ধিক্ থাক্! এই লুব্ধের নিমিত্তই সমরে অপরাজিত সমস্ত বন্ধুগণ নিয়ত সুখোপভোগের যোগ্য হইয়াও অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছেন। শস্ত্রাভিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও সমরে মহেশ্বর তুল্য সামর্থবান্ হইয়াও আপনি ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি শত্রুদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে? হে অনঘ, অশ্বত্থামন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। দেখুন, আপনার অস্ত্র-গোচরে দেবগণও অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন; অতএব আপনি আমার শত্রুগণকে সংহার করুন। হে দ্রোণ-নন্দন! আপনি অনুচরগণ সমবেত সোমক ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ করুন, পরে আমরা আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই অবশিষ্ট শত্রু সকল নিহত করিব। ঐ দেখুন, যশস্বী পাঞ্চাল ও সোমকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দাবাগ্নির ন্যায় আমার সৈন্যারণ্যে বিচরণ করিতেছে; অতএব হে মহাবাহু আচার্য্য-পুত্র! যে পর্য্যন্ত উহারা কিরীটি-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমার সৈন্যগণকে নিঃশেষিত না করে, তাহার পূর্ব্বেই আপনি উহাদিগকে এবং কেকয়দিগকে নিহত করুন। হে শত্রুমর্দ্দন অশ্বত্থামন্! অগ্রেই হউক্ আর পশ্চাৎই বা হউক্ আপনি অবিলম্বে শত্রুদিগের প্রতিপক্ষে যাত্রা করুন, ইহা আপনকারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে অচ্যুত! দেখুন, পাঞ্চালগণের বিনাশার্থই আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনি নিশ্চয়ই এই জগৎকে পাঞ্চাল-শূন্য করিবেন। বিশেষত সিদ্ধগণও যখন আপনকার-বিষয়ে এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন, তখন নিশ্চয়ই উহা সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব হে পুরুষ-শার্দ্দূল! আপনি অনুচরবর্গের সহিত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করুন। আমি আপনাকে প্রকৃতরূপে বলিতেছি যে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র-সহায় দেবগণও আপনার অস্ত্র-গোচরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। হে বীর! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, সোমকগণ-সমবেত পাণ্ডবগণ কদাচই সমরস্থলে বল প্রকাশ-পূর্ব্বক আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে না। ঐ দেখুন, মদীয় সৈন্যগণ অর্জ্জুনের বাণে প্রপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। অতএব আর আমাদিগের বৃথা কাল অতিবাহিত করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ত্বরায় যুদ্ধার্থে গমন করুন। হে মহাবাহো! আপনি স্বকীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে অবশ্যই পাঞ্চাল ও পাণ্ডুপুত্রদিগের নিগ্রহ-বিষয়ে সমর্থ হইবেন।

দুর্য্যোধন বাক্যে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে পর সমর-দুর্ম্মদ মহাবাহু দ্রোণ-নন্দন তাঁহারে উত্তর করিলেন; হে মহাবাহু-কুরুরাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তৎসমস্তই সত্য; অর্থাৎ পাণ্ডবগণ যেরূপ আমার ও আমার পিতার নিয়ত প্রিয়, তদ্রূপ, আমরাও উভয়ে তাঁহাদিগের প্রীতি ভাজন; কিন্তু যুদ্ধকালে সেরূপ নহে। হে ভ্রাতঃ! সমর-সময়ে আমরা নির্ভয়ান্তঃকরণে জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া থাকি। হে রাজসত্তম! সমর-ক্ষেত্রে যদি পাণ্ডবেরা উপস্থিত

না থাকেন, তাহা হইলে, আমি, কর্ণ, শল্য, মাতুল কৃপাচার্য্য ও হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা; আমরা এই কয়েকজনে নিমেষকাল-মধ্যে সমস্ত পাণ্ডবী-সেনা সংহার করিতে পারি এবং আমরা যদি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে, তাঁহারাও নিমেষের অর্দ্ধভাগ-মধ্যে এই সমস্ত কৌরবী-সেনা বিনাশ করিতে সমর্থ হয়েন; পরন্তু, পাণ্ডবেরা ও আমরা উভয়-দলেই পরস্পর যথাশক্তি সমরে প্রবৃত্ত আছি বলিয়াই পরস্পরের তেজঃপ্রভাবে পরস্পরের তেজ শমতা প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, পাণ্ডু-পুত্রগণ জীবিত থাকিতে বল-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সৈন্য পরাজিত করা অসাধ্য জানিবেন। হে ভারত! পাণ্ডবগণ সকলেই সামর্থ্যবান্, অতএব তাঁহারা যখন নিজ-প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন, তখন, কি জন্য আপনার সৈন্যক্ষয় না করিবেন? আপনি অতিশয় লুব্ধ-স্বভাব, অভিমানী, কপটবুদ্ধি এবং সকল বিষয়েই শঙ্কিত; এই জন্যই আমাদিগের প্রতি শঙ্কা করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, হে শত্রুতাপন মহারাজ! আপনকার নিমিত্ত এই আমি জীবিত-নিরপেক্ষ ও যত্নপর হইয়া সংগ্রামস্থলে গমন করিতেছি। অদ্য আমি আপনার প্রিয়সাধনার্থ সমরে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কেকয় ও সোমক-প্রভৃতি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রধান প্রধান বীরগণকে সংহার করিব। অদ্য আমার শর-সন্তপ্ত পাঞ্চাল ও সোমকগণ সিংহ-নিপীড়িত গো-যূথের ন্যায়, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিবে। অদ্য সোমকগণের সহিত ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির আমার পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া এই জগৎ অশ্বত্থামময় মনে করিবেন। অদ্য তিনি সমরে পাঞ্চাল ও সোমকগণকে নিহত দেখিয়া অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবেন। হে বীর কুরুরাজ! আমি আপনারে অধিক আর কি বলিব, অদ্য যে যে ব্যক্তি আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করিব। কেন না, আমার ভুজান্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া তাহারা কদাচই পরিত্রাণে সমর্থ হইবে না।

হে নরবর! মহাবাহু অশ্বত্থামা আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া কৌরবগণের প্রিয়-কামনায় সমস্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া যুদ্ধাভিমুখী হইলেন, এবং সম্মুখস্থ পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে এইরূপ বলিলেন, হে মহারথি বীরগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া আমারে প্রহার কর, এবং অস্ত্রলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্থিরভাবে যুদ্ধ কর। অশ্বত্থামার এতাবৎ বাক্য শ্রবণে, পাঞ্চাল ও সোমকগণ, সজল-জলধরপটলের ন্যায়, তাঁহার প্রতি শস্ত্রবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ! দ্রোণনন্দন, পাণ্ডুপুত্রগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই তাহাদিগের মধ্যে দশ জন বীরকে পোথিত করিয়া ফেলিলেন। পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামার শর-নিকরে নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চালরাজ-কুমার মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে পলায়নপর দেখিয়া সমরে অনিবর্ত্তী সজল-জলদ-মণ্ডলের ন্যায় গভীর নিনাদকারী এক শত শূর পুরুষে পরিবৃত হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং স্বপক্ষীয় সৈন্যক্ষয় সন্দর্শনে তাঁহারে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে দুর্ব্বুদ্ধি আচার্য্যপুত্র! ইতর সৈনিকগণ বিনাশ করিয়া কি পৌরুষ প্রকাশ করিতেছ, আইস আমার সহিত সংগ্রাম কর; যদি শূর পুরুষ হও, তবে আমার অগ্রে অবস্থান কর, আমি তোমারে নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব। প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা বলিয়া আচার্য্য-পুত্র অশ্বত্থামাকে মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহ-দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! মধুলোলুপ-ভ্রমরপঙ্‌ক্তি যেমন উদ্দাম্ভ হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষোপরি বেগে পতিত হয়, তদ্রূপ, ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রেরিত সর্ব্বকায়-বিদারক নি-

শিলাগ্র সুবর্ণপুঙ্খাঙ্কিত শীঘ্রগামী বাণ সকল শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া দ্রোণ-নন্দনের শরীরে বেগে নিপতিত হইতে লাগিল। মহামানী অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণজালে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া পদাক্রান্ত ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায়, হস্তে শর গ্রহণ-পূর্ব্বক কহিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন! স্থির হইয়া মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর এখনই আমি তোমারে নিশিত শরনিকরে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। শক্রহস্তা আচার্য্য-কুমার অশ্বত্থামা পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে এই কথা বলিয়া হস্ত-লাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিরন্তর শরবৃষ্টি-দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করিলেন।

তৎকালে সমরদুর্ম্মদ পাঞ্চালরাজ-তনয়, অশ্বত্থামার শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া এইরূপ বাক্য-দ্বারা তাঁহারে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন, বিপ্র! তুমি আমার উৎপত্তি ও প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত নহ। অহে দুর্ব্বুদ্ধে! অগ্রে দ্রোণকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তোমারে বিনাশ করিব; দ্রোণ জীবিত থাকিতে অদ্য তোমারে সংহার করিব না। অহে দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণ! অদ্যকার এই রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সমরস্থলে তোমার পিতাকে নিহত করিয়া তৎপরে তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব, আমার মনোমধ্যে এইরূপ স্থিরীকৃত আছে। পৃথাপুত্রদিগের প্রতি তোমার যেরূপ বিদ্বেষ ও কৌরবগণের প্রতি যত দূর ভক্তি, সমরে স্থির হইয়া তৎসমস্ত প্রদর্শন কর, পরন্তু জীবনসত্ত্বে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। অহে পুরুষাধম! যে ব্রাহ্মণ তোমার ন্যায়, ব্রহ্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে নিরত হয়েন, তিনি সমস্ত লোকেরই বধ্য হন।

মহারাজ! দ্বিজসত্তম অশ্বত্থামা এইরূপ পরুষোক্তি শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে যেন দগ্ধ করিবেন বলিয়াই তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ভুজঙ্গের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহারে অসংখ্য শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঞ্চাল-সৈন্য-পরিবৃত রথিপ্রবর মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকরে সমাচ্ছাদিত হইয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত স্বীয় বাহু-বীর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি বহুবিধ বিশিখজাল বিমোচন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই দুই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য প্রাণপণকর সমর-দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর বধাভিলাষে বাণ-দ্বারা পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে নিরন্তর বারিধারার ন্যায়, চতুর্দ্দিকে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পৃষত-বংশীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন ও আচার্য্য-নন্দন অশ্বত্থামার অতি ঘোররূপ ভীষণ সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া সিদ্ধ, চারণ ও বায়ুস্তরে গমনশীল প্রাণিগণ ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই শরজাল বিস্তার-পূর্ব্বক দিক্, বিদিক্ ও আকাশ-মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া এমন সুমহৎ অন্ধকার করিলেন, যে, তদ্দ্বারা উভয়েই সর্ব্ব প্রাণীর অলক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরস্পরের বধার্থে যত্ন-পরায়ণ মহৎ ভুজ-বীর্য্য-শালী সেই দুই বীর সমরাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে করিতে কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া পরস্পর জয়াভিলাষে চিত্র, লঘু ও সুষ্ঠু প্রভৃতি রণ-কৌশল প্রকাশ-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র সেনাধ্যক্ষগণ-কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! উভয়পক্ষের সেনাগণ তাঁহাদের দুইজনকে বন্য-হস্তীর ন্যায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া অতিশয় হর্ষাবেশে বারংবার সিংহনাদ, শংখধ্বনি ও সহস্র সহস্র বাদিত্র নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল! ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধন সেই তুমুল সংগ্রাম সময়ে মুহূর্ত্ত কাল সমভাবেই যুদ্ধ হইল। তৎপরে দ্রোণ-নন্দন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের ধ্বজদণ্ড, ছত্র, শরাসন, অশ্বচতুষ্টয়, সারথি ও দুইজন পৃষ্ঠরক্ষককে সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তৎকালে অমেয়াত্মা অশ্বত্থামা সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে শত শত সহস্র সহস্র পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সমরাঙ্গনে দ্রোণনন্দনের বাসব-সদৃশ সেই কার্য্য

সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈনিক মাত্রেই ব্যথিত হইল, কেননা মহারথী আচার্য্য-কুমার শাণিত এক শত শরে এক শত রথী ও তিন শরে তিন জন মহারথীকে বিনাশ করিলেন। অধিক কি, তৎকালে পাঞ্চাল-পক্ষীয় যে যে যোদ্ধা তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত ছিল, তিনি কিরীটী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই তাহাদিগের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ শরনিকরে বধ্যমান হইয়া সমরস্থলে দ্রোণ-নন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্বজদণ্ড-খণ্ডিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তথা হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহারথী দ্রোণপুত্র রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এবং যুগান্তকালীন অগ্নি যেমন সমস্ত প্রাণীকে ভস্মীভূত করিয়া দীপ্তি পাইয়া থাকেন, তিনিও শত্রুসংহারান্তে সেইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অপিচ, সুররাজ ইন্দ্র যেমন দানবদল বিদলিত করিয়া শোভা পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ, প্রতাপবান্ অশ্বত্থামা সমরস্থলে সহস্র সহস্র অরিকুল বিধ্বংস করত কৌরবগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

অশ্বত্থাম পরাক্রমে অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন দ্রোণ-পুত্রের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্রূপ, কুরুরাজ দুর্য্যোধনও ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণকে সমভিব্যাহারে লইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবিত হইলে, ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধন কর ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তৎকালে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি, ও ত্রিগর্ত্ত দেশীয় যোধগণকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এবং ভীমসেন যুদ্ধ-দুর্ম্মদ অভীষাহ ও শূরসেন-দেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাদিগের শোণিত-দ্বারা রণস্থল কর্দ্দমময় করিলেন। ঐ সময়, কিরীটমালী ধনঞ্জয়ও যোধ, আরট্ট ও মদ্রদেশীয় বীরগণকে শাণিত-শরপ্রভাবে প্রেতপতি-ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শীঘ্রগামী নারাচ-নিচয়ে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া দ্বিশৃঙ্গ-পর্ব্বতের ন্যায়, ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। শরনিকৃত্ত-শুণ্ড-সকল ইতস্তত বিললিত হইতে থাকিলে, রণস্থল, সঞ্চরণশীল সর্পকুলে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইল। অপিচ, সুবর্ণ-চিত্রিত রাজছত্র সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকাতে, ভূমণ্ডল, যুগান্তকালীন চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ-সমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহারাজ! তৎকালে, "তোমরা হনন কর, প্রহার কর, নির্ভয় হইয়া বিদ্ধ কর ও ছেদন কর," শোণাশ্ব দ্রোণের রথ-সম্মুখে এইরূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। পরন্তু, দ্রোণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দুর্নিবার্য্য মহা বায়ু যেমন মেঘ-মণ্ডলকে ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ, পাঞ্চালদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া মহাত্মা ভীম ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদনন্তর ভীমসেন ও কিরীটমালী ধনঞ্জয় মহৎ রথি সৈন্য-দ্বারা ক্রমান্বয়ে উত্তর ও দক্ষিণপার্শ্ব সহসা আক্রমণ-পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি সুমহৎ শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন, মৎস্য ও সোমকগণ সমবেত মহা বলশালী পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। তদ্রূপ, আপনকার পুত্র-পক্ষীয় প্রহারপটু মহারথিগণও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সাহায্যার্থে দ্রোণের রথ-সমীপে গমন করিলেন। পরন্তু অন্ধকার ও নিদ্রাক্রান্ত কৌরব-সৈন্যগণ কিরীটি-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া পুনরায় ছিন্ন ভিন্ন হইল। তৎকালে সেই পলায়ন-পরায়ণ যোধগণ দ্রোণ ও আপনকার পুত্র-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও প্রতি-নিবৃত্ত হইল না। মহারাজ! সেই প্রগাঢ় তিমিরাবৃত সময়ে, ব্যূহিত সেনাগণ পাণ্ডু-পুত্রের শরপ্রহারে নানাদিকে প্রধাবিত হইলে,

সেনাধ্যক্ষ-নরপতিগণ ভয়াতুর হইয়া স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগ করিয়াই চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে একোনষষ্ট্যধিক শততমাধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় সাত্যকি সোমদত্তকে শরাসন বিকম্পিত করিতে দেখিয়া স্বীয় সারথিকে বলিলেন, হে সূত! আমারে সোমদত্তের সমীপে লইয়া চল। আমি সত্য বলিতেছি, যে, অদ্য আমি ঐ কুরুকুলাধম বিপক্ষ বাহ্লিকপুত্রকে নিহত না করিয়া সমর হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইব না। যন্তা সাত্যকির বাক্য শ্রবণে মনোবেগগামী রণশব্দসহ শঙ্খ-সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট সিন্ধু দেশীয় তুরঙ্গগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ! অসুরবধোদ্যত দেবরাজ পুরন্দরকে যেমন তাঁহার অশ্বগণ বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী সেই অশ্বগণ রণস্থলে সাত্যকিরে বহন করিতে লাগিল। মহাবাহু সোমদত্ত সাত্যকিকে বেগে আপতিত হইতে দেখিয়া, সজলজলধর যেমন ভাস্করকে সমাচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ শরবৃষ্টি করিতে করিতে অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। সাত্যকিও অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে শরবর্ষণ-দ্বারা কুরুপুঙ্গব সোমদত্তের চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করিতে লাগিলেন। তৎপরে সোমদত্ত ষষ্টি শর-দ্বারা মধুকুল-সম্ভূত সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, এবং সাত্যকিও তাঁহাকে বহুসংখ্যক শাণিত শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে কুরু ও বৃষ্ণিবংশ-যশস্কর নরশ্রেষ্ঠ সোমদত্ত ও সাত্যকি উভয়েই উভয়ের শরে ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরোক্ষিত-কলেবর হইয়া শোভন পুষ্পধর বহু পুষ্পান্বিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, এবং পরস্পর দগ্ধ করিবেন বলিয়াই যেন পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই দুই শত্রুমর্দ্দনকারী বীর মণ্ডলাকার গতি-দ্বারা রথবর্ত্মে বিচরণ করত, বৃষ্টিমান্ বারিদের ন্যায়, ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তৎকালে, তাঁহাদিগের পরস্পর প্রহারে পরস্পরের সর্ব্বাঙ্গ শর বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত হওয়ায়, বিদীর্ণ-কলেবর সেই দুই বীর কণ্টকাবৃত শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অপিচ, তাঁহারা সুবর্ণপুঙ্খ-শর-নিকরে সমাচিত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া বর্ষাকালে খদ্যোতরাজি বিরাজিত যুগল বনস্পতির ন্যায় শোভমান হইলেন। এইরূপে মহারথী সোমদত্ত ও সাত্যকি পরস্পরের শর-প্রহারে পরস্পর সন্দীপিত-কলেবর হইয়া রণাঙ্গনে উল্কা-সমাবৃত ক্রুদ্ধ কুঞ্জর-যুগলের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, মহারথী সোমদত্ত মধুকুল-সম্ভূত সাত্যকির সুমহৎ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং পঞ্চবিংশতি বাণ-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ত্বরা-সহকারে পুনরপি দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন, সাত্যকি অতীব বেগবান্ এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে পাঁচবাণে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলেন, তৎপরে অপর ভল্লাস্ত্র-দ্বারা অবলীলাক্রমে বাহ্লিক-নন্দনের কাঞ্চনময় ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সোমদত্ত স্বীয় রথকেতু ভূতলে নিপতিত দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে শিনিপৌত্র সাত্যকিরে বিংশতি সায়কে সমাচিত করিলেন। অনন্তর, সাত্যকি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা ধনুর্দ্ধর সোমদত্তের করস্থিত শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং ভগ্নদংষ্ট্র মাতঙ্গের ন্যায় ছিন্নকার্ম্মুক সোমদত্তকে স্বর্ণ-পুঙ্খান্বিত সন্নতপর্ব্ব বহুবিধ বাণ-দ্বারা সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মহাবলশালী মহারথী সোমদত্ত অন্য শরাসন লইয়া শরবৃষ্টি-দ্বারা সাত্যকিরে সমাবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়কে অসংখ্য শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থে সোমদত্তের প্রতি দশ শর প্রহার করিলেন; কিন্তু সোমদত্ত অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে কেবল সাত্যকিরেই শরসমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর, ঘটোৎকচ সাত্যকির সাহায্য নিমিত্ত অতীব দৃঢ়তর অভিনব এক পরিঘ লইয়া সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। মহারাজ! কৌরব্য সোমদত্ত ভীষণ দর্শন সেই পরিঘ বেগে আপতিত হইতেছে দেখিয়া অম্লানবদনে উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! সেই লৌহময় মহান্ পরিঘ সোমদত্তের শরে দ্বিধাকৃত হইয়া বজ্র-বিদারিত গিরি-শিখরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে শিনি-পুঙ্গব নরশার্দ্দূল সাত্যকি ত্বরা-সহকারে ভল্লাস্ত্র দ্বারা সোমদত্তের শরাসন ছেদন করিয়া পাঁচ বাণে তাঁহার হস্তাবাপ ও চারি বাণে তাঁহার উৎকৃষ্ট অশ্ব-চতুষ্টয়কে যমসদনে প্রেরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে এক সন্নতপর্ব্ব ভল্লাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার সারথির শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া দিলেন। তৎপরেই তিনি শিলা-শাণিত সুবর্ণ-পুঙ্খান্বিত জ্বলন্ত অনল-তুল্য মহাভয়ঙ্কর এক শর গ্রহণ-পূর্ব্বক সোমদত্তের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! অতীব ভীষণ সেই শরোত্তম বলবান্ শিনি-নন্দন-কর্ত্তৃক প্রমুক্ত হইয়া অবিলম্বে সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। রথিপ্রবর মহাবাহু সোমদত্ত সেই শর-দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইবামাত্র নিহত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

কুরুসেনাগণ, মহারথী সোমদত্ত নিহত হইলেন দেখিয়া ঘোরতর শর-বৃষ্টি করিতে করিতে যুযুধানের প্রতি অভিদ্রুত হইল। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির যুযুধানকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন দৃষ্ট করিয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দ্রোণ-সৈন্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের সমক্ষেই অসংখ্য শর দ্বারা আপনকার পক্ষীয় সুমহৎ সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন, দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে স্বপক্ষীয় সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে অবলোকন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে বেগে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং তীক্ষ্ণতর সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠিরও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁচ বাণ-দ্বারা আচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু দ্রোণ গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া সৃক্কণী লেহন করত যুধিষ্ঠিরের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শরাসন ছিন্ন হইলে পর, রাজসত্তম যুধিষ্ঠির ত্বরাসহকারে অতীব বেগবান্ দৃঢ়তর অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথসমেত দ্রোণকে অসংখ্য শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। দ্বিজসত্তম দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের নিরন্তর শস্ত্র-সম্পাতে প্রপীড়িত হইয়া এমনি কাতর হইলেন, যে, তৎকালে তাঁহাকে মুহূর্ত্তকাল অবসন্নভাবে রথনীড়ে অবস্থান করিতে হইল। কিয়ৎকাল পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া মহাক্রোধভরে বায়ব্য অস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। মহারাজ! বীর্য্যবান্ পৃথাপুত্র যুধিষ্ঠির অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক স্বীয় অস্ত্র-প্রভাবে বায়ব্যাস্ত্র স্তম্ভিত করিয়া ব্রাহ্মণ দ্রোণের সুদীর্ঘ ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময় বাসুদেব কুন্তী-নন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে মহাবাহু যুধিষ্ঠির! আমি আপনারে যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন, আপনি আচার্য্য দ্রোণ হইতে যুদ্ধে বিরত হউন; কেননা সমরস্থলে উনি আপনারে গ্রহণ করিবেন বলিয়াই নিরন্তর আশা করিতেছেন। বিশেষত আচার্য্যের সহিত আপনকার যুদ্ধ করা, অনুরূপ বলিয়া বিবেচনা হয় না; যিনি দ্রোণ-বিনাশার্থে এই জগন্মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই উহাঁরে কল্য প্রভাতে বিনাশ করিবেন। আপনি আচার্য্য দ্রোণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যেস্থানে রাজা সুযোধন অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে গমন করুন, কেননা রাজাদিগের রাজেতর ব্যক্তির সহিত কদাচ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহারাজ! এস্থলে নরশার্দ্দূল ভীম ও ধনঞ্জয় একমাত্র আমাকে সহায় করিয়াই সমস্ত কৌরব-

দিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত আছেন, আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল সেই নিদারুণ সমরের বিষয় চিন্তা করিয়া যেস্থলে শত্রুহন্তা ভীমসেন দৃঢ়ভাবে অবস্থান-পূর্ব্বক দশদিক্ নিনাদকারী বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় রথনির্ঘোষে বসুধাতল নিনাদিত করিয়া আপনকার পক্ষীয় যোধগণকে নিপাতিত করিতেছিলেন, তিনি সেইস্থলে গমন-পূর্ব্বক অরাতিকুল-নির্মূলকারী ভীমের পার্ষ্ণিদেশ গ্রহণ করিলেন। সেই সর্ব্বরী-সময়ে দ্রোণাচার্য্যও পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে অস্ত্রানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

সোমদত্তবধে ষষ্টিতমাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬০॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অন্ধকার ও ধূলিপটলে ভূমণ্ডল সমাবৃত এবং সেই সময়ে উভয় পক্ষের তাদৃশ ঘোরতর ভয়াবহ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, রণাঙ্গনস্থিত যোধগণ পরস্পর আর কেহই কাহারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না; তৎকালে তাহারা কেবল স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন ও অনুমান দ্বারাই হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য প্রমথনকর অতীব লোমহর্ষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় অস্মৎ পক্ষে দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ, এবং বিপক্ষদিগের ভীমসেন, পৃষত-কুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি; এই সকল বীরগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সৈন্য ক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সৈন্যগণ একে ধূলি ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাহাতে আবার চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রাগুক্ত মহারথিগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া দিক্ বিদিক্ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বিত্রস্ত-লোচন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত ও ধাবমান হইবার সময়েও অনেকে নিহত হইল। এমন কি আপনকার পুত্রের মন্ত্রণাদোষে সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে বিমোহিত হইয়া তৎকালে সহস্র সহস্র মহারথী পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিল। অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত হইলে, কি সেনা, কি সেনাপতিগণ সকলেই বিমোহিত হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তৎকালে, তোমরা পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক বিলোড়িত হইয়া প্রতিহত-প্রভাব ও গাঢ়তর অন্ধকারে নিমগ্ন হইলে, তোমাদিগের বুদ্ধি কিরূপে সুস্থির ছিল এবং অন্ধকারে দিক্ সকল তাদৃশ সমাচ্ছন্ন হইলে, অস্মৎপক্ষীয় ও পাণ্ডবপক্ষীয়দিগের প্রকাশই বা কিরূপে হইল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ সেনাপতিদিগের আদেশানুসারে পুনরায় ব্যূহিত হইল। সেই নিশাকাল-কল্পিত ব্যূহের অগ্রভাগে দ্রোণ, জঘনদেশে শল্য ও উভয়পার্শ্বে অশ্বত্থামা ও সুবল-নন্দন শকুনি অবস্থিত রহিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং সমস্ত সেনা রক্ষা করত বিপক্ষাভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পদাতিদিগকে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা উৎকৃষ্ট অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ঐ হস্তে জ্বলিত-প্রদীপ গ্রহণ কর। পদাতিগণ রাজাজ্ঞানুসারে প্রহৃষ্ট-চিত্তে প্রদীপ ধারণ করিল। মহারাজ! এইরূপে ক্ষণকাল-মধ্যে সেই জ্বলিতদীপ সকল অবিলম্বে আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণকে প্রকাশিত করিলে, ব্যূহবিভক্ত সেনাগণ, মহামূল্য দিব্য আভরণ, বিপক্ষোপরি পরস্পর নিক্ষিপ্যমাণ প্রদীপ্ত শস্ত্র ও অগ্নি-প্রভায় এককালীন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নিশা-সময়ে সমস্ত সেনাগণ দীপহস্ত-পদাতিগণ-কর্ত্তৃক আলোক-দ্বারা মেব্যমান হইয়া এমন প্রকাশিত হইল যে, বিদ্যুদ্দাম-বিমণ্ডিত অন্তরীক্ষস্থ জলদাবলির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময়, সুবর্ণময়-বর্ম্মধারী দ্রোণ অগ্নিসদৃশ হইয়া চতুর্দ্দিক্ উত্তাপিত করত প্রচণ্ড কিরণ বিকীর্ণ-কারী মধ্যাহ্নকালীন-সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। হে আজমীঢ়! তৎকালে সমষ্টিদীপপ্রভামণ্ডল স্বর্ণময় আভরণ, নিষ্ক, অলঙ্কত শরাসন ও

শাণিত-শস্ত্রসকলে নিপতিত হইয়া প্রতিফলিত হইতে লাগিল, এবং শৈক্য লৌহময় গদা, শুভ্রবর্ণ পরিঘ, রথশক্তি ও শক্তি সকল বীরগণ-কর্ত্তৃক বিঘূর্ণিত হইয়া পুনঃপুন দীপ সকলের প্রতিপ্রভা উৎপাদন করিতে থাকিল। সেইরূপ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত ক্ষত্রিয়গণের বিঘূর্ণমান স্বর্ণমালা, ছত্র, চামর, প্রদীপ্ত খড়্গ সকল মহতী উল্কার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহারাজ! তৎকালে সৈন্যগণ শস্ত্র-প্রভায়, দীপ-প্রভায় ও আভরণ-প্রভায় বিরাজিত হইয়া অতিশয় প্রকাশমান হইল। বীরগণের পরিষ্কৃত বর্ম্ম ও রুধিরলিপ্ত শাণিত-শস্ত্র-সকল অন্তরীক্ষে বিদ্যুন্মণ্ডলীর ন্যায় প্রদীপ্ত প্রভা উৎপাদন করিতে লাগিল। অভিঘাতবেগে প্রকম্পিত, পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত ও বিপুলবেগে আপতিত বীরগণের বদন-মণ্ডল বায়ু-কম্পিত মহাপদ্মের ন্যায় শোভমান হইল। অধিক কি তৎকালে, দারুময় মহা অরণ্য প্রচণ্ড দাবানলে প্রজ্বলিত হইলে, যেমন সূর্য্যের সমধিক প্রভা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সেই ভীমরূপ সেনাগণ মহা ভয়ঙ্কর মহা সংগ্রামস্থলে প্রভান্বিত হইল।

তখন পাণ্ডবগণ অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে প্রকাশিত অবলোকন করিয়া ত্বরাসহকারে স্বপক্ষীয় পদাতিদিগের প্রতি আদেশ করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত প্রদীপ ধারণ করিল। সেইরূপ প্রত্যেক গজে সাত, প্রতি রথে দশ, অশ্বপৃষ্ঠে দুই দুই; তৎপরে উহাদিগের উভয় পার্শ্বে কতকগুলীন, ধ্বজে কতকগুলীন ও ব্যূহের জঘনদেশে কতকগুলীন প্রদীপ প্রজ্বালিত হইল। এইরূপে সমস্ত সেনার মধ্য, পার্শ্ব পশ্চাৎ ও পুরোভাগে অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে, জ্বলিতদীপ-হস্ত পদাতিগণ পাণ্ডু-পুত্রের সৈন্যদিগকে প্রকাশিত করিল। অপর কতকগুলীন মনুষ্য জ্বলন্ত প্রদীপ হস্তে উভয় সৈন্যের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষের সেনাতেই পদাতিগণ হস্তি, অশ্ব ও রথবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া প্রভাবশালি সৈনিকদিগকে প্রকাশিত করিল, তন্মধ্যে বিপক্ষ-সৈন্যগণ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে, যেমন প্রচণ্ড-কিরণবর্ষী ভানুমান্ দিবাকর গ্রহ-কর্ত্তৃক অগ্নি উত্তপ্ত হয়, তদ্রূপ আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণ বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক অতিশয় উদ্দীপিত হইল। তৎকালে, কি অন্তরীক্ষ, কি পৃথিবী, কি দিক্‌সকল; সমস্ত অতিক্রম করিয়া উভয়পক্ষের দীপালোক-প্রভা প্রবৃদ্ধ হইল; সেই প্রভা-দ্বারা উভয়-পক্ষীয় সৈন্যই অতিমাত্র প্রকাশ পাইল। মহারাজ! তৎকালে সেই দীপ-প্রভায় প্রবোধিত হইয়া আকাশগত দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ একত্রিত হইয়া আগমন করিলেন। ঐ সময়, রণ-নিহত শূরগণ স্বর্গারোহণে প্রবৃত্ত ও উল্লিখিত দেব, যক্ষ গন্ধর্ব্বগণে সমাকুল হইয়া, সেই সমরস্থল যেন, দিব্যকল্প বলিয়া বোধ হইল। সেই নিশাকালে, হস্তী, অশ্ব ও রথ-সংস্থিত-দীপমালায় প্রদীপ্ত, সংরব্ধ-বীরগণ-কর্ত্তৃক সমাহত ও পলায়নপর অশ্বগণে সঙ্কুল, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রথাদি ব্যূহিত সেই সুমহৎ সৈন্য; সুরাসুর ব্যূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। মহারাজ! সেই রাত্রিপ্রবৃত্ত সমর দুর্দ্দিনের ন্যায় ভাসমান হইল। শক্তি-সমূহ উহার প্রচণ্ড বায়ু, হস্তী, অশ্ব ও রথ উহাতে ভয়ঙ্কর-মেঘমণ্ডল, শস্ত্র-নিচয় উহার বর্ষণ, ক্ষরিত-রুধির উহার ধারা-সম্পাত-স্বরূপ হইল। সেই সমরস্থলে, অনল-তুল্য প্রতাপ-শালী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রোণ শরৎকালে প্রচণ্ড কিরণ-বিকীর্ণকারী মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবগণকে সন্তাপিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

দীপোদ্দ্যোতনে একষষ্টিতমাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অন্ধকার ও ধূলিপটল-সমাচ্ছন্ন দিক্‌সকল দীপ-প্রভায় প্রকাশিত হইলে, বীরগণ একত্রিত হইয়া অসি প্রাস-প্রভৃতি বিবিধ-শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক পরস্পর বধাভিলাষে পরস্পরের

ছিদ্রান্বেষণ করত পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দীপ সকল প্রদীপ্ত হইলে, রণস্থল গ্রহগণ-সমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। অপিচ শত শত উল্কা সকল প্রজ্বালিত হইলে, রণভূমি লোক-শূন্য অনলদহ্যমান বসুন্ধরার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। তৎকালে দীপ-প্রভায় দিক্ সকল এমনি আলোকময় হইয়া উঠিল, বোধ হইল যেন, বর্ষাকালীন-প্রদোষে খদ্যোতপুঞ্জ-পরিবৃত বৃক্ষ-নিচয় শোভা পাইতেছে। মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর সর্ব্বরী-সময়ে আপনকার পুত্রের আদেশ ক্রমে বীরগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া স্ব স্ব সাম্যানুসারে হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীর সহিত, অশ্বী অশ্বারোহের সহিত, রথী রথীর সহিত হৃষ্ট-চিত্তে সমরে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন ত্বরা-সহকারে সমস্ত পার্থিব-বর্গকে অভিভূত করিয়া কৌরব-সৈন্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সমরে দুর্দ্ধর্ষ অসহনশীল শ্বেতবাহন অর্জ্জুন যখন সংরব্ধ হইয়া আমার পুত্রের সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিল, তৎকালে তোমাদিগের অন্তঃকরণ কিরূপ হইল? তাহার প্রবেশকালে অস্মৎপক্ষীয় সৈনিকগণই বা কি মনে করিতে লাগিল? এবং দুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত-কার্য্যে কিরূপ বিবেচনা করিল? আর, অস্মৎপক্ষীয় কোন্ কোন্ শত্রুবিমর্দ্দন-কারী বীর মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রত্যুদ্গমন করিল, এবং কোন্ কোন্ বীরই বা যুদ্ধকালে দ্রোণের দক্ষিণ, বামচক্র ও পৃষ্ঠ-রক্ষায় নিযুক্ত ছিল? অপিচ, যখন সেই ধনুর্দ্ধারি-প্রবর সমরে অপরাজিত বীর্য্যবান্ নরশার্দ্দূল দ্রোণ রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে করিতে পাঞ্চাল-সৈন্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বিপক্ষপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইল। অহো! যে দ্রোণ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ ধূমকেতুর ন্যায় হইয়া পাঞ্চাল-পক্ষীয় রথি সৈন্যদিগকে শরানলে দগ্ধ করিতে ছিলেন, তিনি কিরূপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন? সে যাহা হউক্, সঞ্জয়! তুমি কেবল শত্রুপক্ষীয় দিগকেই সমরে অব্যগ্র, অপরাজিত, হৃষ্ট ও উদ্রিক্ত কহিতেছ, আর অস্মৎপক্ষীয়দিগকে তাহার বিপরীত বলিতেছ। তাহাদিগকে হত, বিদীর্ণ, বিপ্রকীর্ণ, এবং রথিদিগকে রথভ্রষ্ট, ইত্যাদি নানা প্রকার দুরবস্থাপন্ন কহিতেছ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সেই নিশা-সময়ে যুদ্ধাভিলাষী দ্রোণের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া, বিকর্ণ, চিত্রসেন, মহাবাহু, দীর্ঘবাহু ও দুর্দ্ধর্ষ-প্রভৃতি বশীভূত ভ্রাতৃগণ এবং অনুচরবর্গকে এইমত আদেশ করিলেন, হে পরাক্রমশালি বীরগণ! তোমরা সকলে যত্নপর হইয়া দ্রোণের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা কর, হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা ও মদ্ররাজ শল্য ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ ও বামচক্র রক্ষা করুন্। হে রাজন্! আপনকার পুত্র এই কথা বলিয়া তৎপরে পুরোবর্ত্তী হতাবশিষ্ট ত্রিগর্ত্ত দেশীয় শূর মহারথীদিগকে আদেশ করিলেন, এই সময়, আচার্য্য সমরে অতিশয় মনোযোগী হইয়াছেন, এবং পাণ্ডবেরাও যত্নপর হইয়া অবস্থান করিতেছে। তোমরা সকলে মিলিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত আচার্য্যকে বিশেষ যত্ন-সহকারে রক্ষা কর। মহা বলশালী প্রতাপবান্ আচার্য্য সমরে অতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে, সোমকগণ-সমবেত পৃথাপুত্রদিগের কথা দূরে থাকুক্ অমরবর্গকেও জয় করিতে পারেন। অতএব হে মহারথিগণ! তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া সবিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক মহা বলবান্ পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দ্রোণকে রক্ষা কর। হে নরপতিগণ! পাণ্ডবসৈন্য-মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন-ব্যতীত আমি কোনব্যক্তিকেই এরূপ দেখি না যে দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, অতএব সর্ব্ব-যত্নসহকারে ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণের রক্ষাবিধানই কর্ত্তব্য বিবেচনা হইতেছে। তিনি রক্ষিত হইলেই সোমক ও সৃঞ্জয়-সমবেত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ

করিতে পারিবেন। ব্যূহমুখে সমস্ত সৃঞ্জয়গণ নিহত হইলে, অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবেন; মহারথী কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবেন এবং আমি স্বয়ং সন্নাহিত ভীমসেনকে সমরস্থলে পরাজিত করিব। তৎপরে তেজোহীন অবশিষ্ট পাণ্ডুপুত্রদিগকে গোপালিক সৈন্যগণ বল পূর্ব্বক সংহার করিবে। এইরূপ হইলেই দীর্ঘকালের নিমিত্ত আমার সুস্পষ্টরূপে জয় হইবে। অতএব সংগ্রামস্থলে তোমরা মহারথী দ্রোণকেই অগ্রে রক্ষা কর।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া সেই প্রগাঢ় অন্ধকার-সময়ে, সৈন্যগণকে আদেশ করিলে, সেই রাত্রিকালে পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষায় উভয়পক্ষীয় সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন কৌরব-সৈন্যদিগকে, কৌরবগণ অর্জ্জুনকে পরস্পর বহুবিধ শস্ত্র-সমূহ দ্বারা নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা পাঞ্চালরাজকে এবং দ্রোণ সৃঞ্জয়গণকে সন্নতপর্ব্ব অসংখ্য শর-নিকরে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কৌরব-সৈন্যগণ পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। সেই রাত্রিকালে যেরূপ ভয়ঙ্কর সমর উপস্থিত হইল, কি পূর্ব্ব পুরুষগণ, কি আমরা কদাচ তাদৃশ যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই ও করি নাই।

সঙ্কুল যুদ্ধে দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্ব প্রাণি-ক্ষয়কর ভয়ানক রাত্রি-যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিপক্ষ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহারার্থ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমক-প্রভৃতি স্বপক্ষীয় যোধগণকে কহিলেন, "বীরগণ! তোমরা জিঘাংসু হইয়া অবিলম্বে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হও।" হে রাজন্! পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ধর্ম্মরাজের এইরূপ আদেশক্রমে ভৈরব রব করিতে করিতে দ্রোণের অভিমুখে গমন করিল। তাহাতে আমরাও অসহিষ্ণু হইয়া পরাক্রম, উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদিগের প্রতিপক্ষে যাত্রা করিলাম। মহারাজ! ঐ সময়, যুধিষ্ঠির দ্রোণের বিরুদ্ধে আগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মত্ত মাতঙ্গ যেমন অপর মাতঙ্গের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ঐরূপ, রণাঙ্গনস্থিত শিনিকুল-নন্দন সাত্যকি চতুর্দ্দিকে শরবৃষ্টি করিতে থাকিলে, কুরুবংশীয় ভূরি তাঁহার বিপক্ষে ধাবিত হইলেন। পাণ্ডু-পুত্র সহদেব জিঘাংসা-পরবশ হইয়া দ্রোণের প্রতি আগমন করিলে, বৈকর্ত্তন কর্ণ তাঁহারে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, ব্যাদিতাস্য অন্তক ও মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু-সদৃশ আপতিত শত্রু ভীমসেনের প্রতি রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং গমন করিলেন। সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ যোধপ্রবর নকুলকে সুবল-নন্দন শকুনি নিবারণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ-বধার্থে সমাগত মহারথী শিখণ্ডীকে শরদ্বান্-পুত্র কৃপ নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ময়ূর-সদৃশ অশ্বগণ-দ্বারা সমায়াত সমরে যত্নপরায়ণ প্রতিবিন্ধ্যকে দুঃশাসন যত্ন-পূর্ব্বক নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শত-মায়া-বিশারদ ভীমসেন-নন্দন ঘটোৎকচ আগমন করিতে থাকিলে, অশ্বত্থামা পিতৃ-সম্মান-বর্দ্ধন-পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুচর ও সৈন্যগণ সমবেত দ্রোণবধার্থী মহারথী দ্রুপদকে বৃষসেন নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! দ্রোণ-নিধনার্থে সত্বর সমাগত বিরাটের নিবারণ নিমিত্ত মদ্ররাজ শল্য অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ধাবিত হইলেন। নকুল-নন্দন শতানীক সবেগে আগমন করিতে থাকিলে, অস্মৎপক্ষীয় চিত্রসেন দ্রোণের রক্ষা বাসনায় সত্বর তাঁহার গতি রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্বরা-সহকারে আপতিত যোধপ্রবর মহারথী অর্জ্জুনকে রাক্ষসেন্দ্র

অলম্বুষ নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ হৃষ্টচিত্তে শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐরূপ পাণ্ডব পক্ষীয় অপরাপর যে যে মহারথী তৎকালে আগমন করিলেন, আপনকার পক্ষীয় যোধগণ পরাক্রম-সহকারে তাঁহাদিগের নিবারণে যত্নপর হইলেন। সেই নিশীথ সময়ে শত শত সহস্র সহস্র গজারোহীকে গজারোহীর প্রতি বেগে নিপতিত হইয়া যুদ্ধ করিতে দৃষ্ট হইল এবং অশ্ব সকল পরস্পর পরস্পরের প্রতি বেগে আপতিত হইতে থাকিলে, উহারা পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি-প্রভৃতি বহুবিধ শস্ত্রপাণি অশ্বারগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ঘোররবে চীৎকার করিতে করিতে যুদ্ধার্থে অশ্ববারদিগের সহিত সঙ্গত হইল। তদ্রূপ, পদাতিগণও গদা ও মুষল-প্রভৃতি নানা শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক পরস্পর সমরে মিলিত হইল।

তৎকালে হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, বেলাভূমি যেমন উদ্ধূত সাগরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরও কৃতবর্ম্মাকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া থাক থাক বলিয়া পুনরায় বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন, কৃতবর্ম্মা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্লাস্ত্র-দ্বারা যুধিষ্ঠিরের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠির অপর কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দশ বাণ-দ্বারা কৃতবর্ম্মার বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। মহারাজ! মধুবংশীয় কৃতবর্ম্মা যুধিষ্ঠিরের শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং সাত শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। পৃথা-নন্দন কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া শিলা-শাণিত তীক্ষ্ণতর পাঁচ বাণ তাঁহার প্রতি প্রেরণ করিলেন। ভুজঙ্গগণ যেমন বল্মীক-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, যুধিষ্ঠির-প্রেরিত সেই সকল শর কৃতবর্ম্মার সুবর্ণ-চিত্রিত মহামূল্য কবচ ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। কৃতবর্ম্মা চক্ষুর্নিমেষ-মধ্যে অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে ষষ্টি এবং তাঁহার সারথিকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন, অপরিমেয়াত্মা যুধিষ্ঠির রথ-মধ্যে সুমহৎ কার্ম্মুক সংস্থাপন-পূর্ব্বক সর্পাকৃতি এক শক্তি লইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। যুধিষ্ঠির-নিক্ষিপ্ত সেই হেম-চিত্রিত মহাশক্তি কৃতবর্ম্মার দক্ষিণ বাহু ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। ঐ অবসরে ধর্ম্মরাজ রথ হইতে শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শর-নিকরে কৃতবর্ম্মারে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, বৃষ্ণিবংশীয় রথিপ্রবর শূর কৃতবর্ম্মা নিমেষার্দ্ধ-মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব ও সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলে, মধুকুল-নন্দন কৃতবর্ম্মা শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। খড়্গ চর্ম্ম ছিন্ন হইলে, যুধিষ্ঠির স্বর্ণদণ্ডান্বিত দুরাসদ এক তোমর লইয়া অবিলম্বে কৃতবর্ম্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। যুধিষ্ঠির-করচ্যুত সেই তোমর সহসা আপতিত হইতেছে দেখিয়া কৃতবর্ম্মা হস্তলাঘব-দ্বারা অম্লান-বদনে উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন, এবং অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থিত ধর্ম্মনন্দনকে শত শত শর নিকরে সমাকীর্ণ করত তীক্ষ্ণতর শর-দ্বারা তাঁহার কবচ বিদারিত করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের কবচ হৃদিকাত্মজের অসংখ্য শর-নিকরে সমাকীর্ণ হইয়া, নভোমণ্ডল-বিচ্যুত তারকা-জালের ন্যায়, রণস্থলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। ধর্ম্মনন্দন কৃতবর্ম্মা-কর্তৃক রথভ্রষ্ট, ছিন্নধন্বা, বিশীর্ণ-বর্ম্মা ও শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহাবলশালী কৃতবর্ম্মা এইরূপে ধর্ম্মরাজকে পরাজিত করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যের চক্ররক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরাপযানে ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কুরুবংশীয় ভূরি, উন্নতভূমি হইতে ক্রমশ নিম্নভূমি-অবতীর্ণ মাতঙ্গের ন্যায়, আপতিত রথিপ্রবর শিনি-পৌত্র সাত্যকিরে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত পাঁচ বাণ-দ্বারা ভূরির হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে তৎক্ষণাৎ রুধির ক্ষরণ হইতে লাগিল। অনন্তর, কৌরব্য ভূরিও সুতীক্ষ্ণ দশ শর-দ্বারা যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে সেই দুই বীর ক্রোধে আরক্ত-নেত্র হইয়া শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে শর-সমূহ-দ্বারা অতিশয় ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। তৎকালে, নিরন্তর বিশিখজাল-বিমোচনকারী যম ও অন্তক-প্রতীকাশ রোষাবিষ্ট ভূরি ও সাত্যকির, ভয়ঙ্কর শর-বৃষ্টি হইতে লাগিল। সমরস্থিত সেই দুই বীর পরস্পর পরস্পরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে থাকিলে, মুহূর্ত্ত-কাল তাঁহাদিগের যুদ্ধ সমভাবেই হইতে লাগিল। তৎপরে শিনিবংশবর্দ্ধন সাত্যকি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে কুরুবংশীয় মহাত্মা ভূরির শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া নিশিত নব বাণে তাঁহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। শত্রু-তাপন ভূরি, বলশালি সাত্যকি-কর্ত্তৃক গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে প্রজানাথ! কৌরব্য ভূরি বাণ-দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া অম্লান-বদনে এক সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রে তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শরাসন ছিন্ন হইলে, সাত্যকি ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া এক শক্তি গ্রহণ-পূর্ব্বক মহাবেগে ভূরির বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। মহারাজ! কৌরব্য ভূরি সাত্যকির সেই শক্তি প্রহারে বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া, দৈবক্রমে আকাশ-চ্যুত দীপ্ততেজা মঙ্গল গ্রহের ন্যায়, উৎকৃষ্ট রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহারথী অশ্বত্থামা সমরস্থলে শৌর্য্য-সম্পন্ন ভূরিকে নিহত হইতে দেখিয়া বেগে সাত্যকির প্রতি ধাবিত হইলেন এবং থাক্ থাক্ বলিয়া, জলধর যেমন মেরুপৃষ্ঠে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ সাত্যকির প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রথিপ্রবর ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে সংরম্ভ-ভরে সাত্যকির রথাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, অহে দ্রোণ-পুত্র! অদ্য তুমি জীবন-সত্ত্বে আমার নিকট হইতে গমন করিতে পারিবে না। স্কন্দরাজ যেমন মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, আমিও সমরাঙ্গনে তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনয়ন করিয়া এখনি তোমারে বিনাশ করিব। শত্রুহন্তা রাক্ষস ঘটোৎকচ এই কথা বলিয়া, ক্রুদ্ধ কেশরী যেমন মাতঙ্গের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ, রোষারুণিত-লোচনে দ্রোণ-নন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইল, এবং রথাক্ষ পরিমিত বাণ সকল লইয়া, ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায়, রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামার প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রোণ-নন্দন সেই শরবৃষ্টি প্রাপ্তমাত্রই আশীবিষ-তুল্য বাণ-দ্বারা অবলীলাক্রমে নিরাকৃত করিলেন। তৎপরেই তিনি বেগগামী মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণতর শত শত বাণ-দ্বারা শত্রুমর্দ্দনকারী রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে সমাচিত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন-নন্দন রণস্থলে অশ্বত্থামার শর-নিকরে সমাকীর্ণ হইয়া, কণ্টক-শোভিত শল্লকির ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল, এবং অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, বরাহকর্ণ, নালিক, সুতীক্ষ্ণ বিকর্ণ ইত্যাদি বজ্র ও অশনিকল্প বহুবিধ শস্ত্র এবং শর-সমূহ-দ্বারা দ্রোণ-পুত্রের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। বজ্রাশনি-সদৃশ শব্দায়মান অতীব দুঃসহ সেই অসীম শস্ত্রবৃষ্টি, মহাতেজা অশ্বত্থামার উপরি নিরন্তর নিপতিত হইতে থাকিলে, প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘমণ্ডলীকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ, তিনি দিব্যাস্ত্র-প্রতিমন্ত্রিত ভয়ঙ্কর শর-দ্বারা উহা নিরাকৃত করিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন আকাশমণ্ডলে যোধগণের হর্ষবর্দ্ধন অতিভয়ানক অপর একটি বাণ-

যুদ্ধ হইতেছে, এবং সেই অস্ত্র-নিচয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে সমুত্থিত বিস্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, বোধ হইল, নভোমণ্ডল নিশামুখে খদ্যোত-পুঞ্জে বিরাজিত হইয়া শোভা পাইতেছে। মহারাজ! তৎকালে, আচার্য্য-নন্দন আপনকার পুত্রদিগের প্রিয় কামনায় বাণজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ঘটোৎকচকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই প্রগাঢ় রজনী সময়ে, ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায়, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অশ্বত্থামার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনন্তর, ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কালানল-সদৃশ দশ বাণ-দ্বারা অশ্বত্থামার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। মহারাজ! মহাবলশালী আচার্য্য-নন্দন সমরে ঘটোৎকচের সেই অতীব আয়ত বাণ-দ্বারা বিদ্ধ হইয়া, বায়ু-কম্পিত বৃক্ষের ন্যায়, বিচলিত হইলেন। তৎকালে, তিনি বিমোহিত হইয়া ধ্বজযষ্টি সমাশ্রয়-পূর্ব্বক অবস্থিত হইলে, আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং সেনাধ্যক্ষ সকল তাঁহারে নিহত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ঐ সময়, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে মহাবলবান্ অমিত্রকর্ষণ অশ্বত্থামা সংজ্ঞা লাভ করিয়া বামহস্ত-দ্বারা কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন এবং অবিলম্বে যমদণ্ড-তুল্য ভয়ানক উৎকৃষ্ট এক শর লইয়া আকর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক ঘটোৎকচের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। সেই উগ্রতর সুদর্শনীয় শর রাক্ষসের হৃদয় ভেদ করিয়া পুঙ্খের সহিত বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। অতিবলশালী রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সমরবিশারদ দ্রোণ-নন্দনের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইল। সারথি হিড়িম্বানন্দনকে বিমোহিত দেখিয়া সন্ত্রাসিত হইয়া ত্বরাসহকারে রণস্থল হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিল। মহারথী দ্রোণ-পুত্র রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচকে তাদৃশ প্রকারে বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎকালে, তিনি আপনকার পুত্র ও সমস্ত যোধগণ-কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া তেজঃপুঞ্জ কলেবর-দ্বারা, মধ্যাহ্ন-কালীন সূর্য্যের ন্যায়, প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে দ্রোণের রথাভিমুখে সমর প্রবৃত্ত ভীমসেনকে রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং নিশিত শর-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলে, দুর্য্যোধন পুনরায় ভীমকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। রণাঙ্গনস্থিত সেই দুই বীর শরজালে পরস্পর সমাচ্ছন্ন হইয়া, মেঘজাল-সমাবৃত নভস্তল-স্থিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তদনন্তর, কুরুপতি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে থাক্ থাক্ বলিয়া পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন, ভীমসেন দশ বাণ-দ্বারা তাঁহার ধনুক ও দণ্ড ছেদন করিয়া সন্নতপর্ব্ব নবতি সংখ্য বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া সুমহৎ এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক রণস্থল-স্থিত সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষেই শাণিত শরনিকরে ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ভীমসেন দুর্য্যোধন-কার্ম্মুকচ্যুত সেই সকল শর নিরাকৃত করিয়া পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র-দ্বারা তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। মহারাজ! দুর্য্যোধন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রে ভীমের কার্ম্মুক ছিন্ন করিয়া দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবলশালী ভীমসেন অপর শরাসন লইয়া অবিলম্বে নিশিত সাত শর-দ্বারা কুরুরাজকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! জয়-প্রভাবান্বিত আপনকার মদোৎকট পুত্র হস্তলাঘব দ্বারা সে ধনুকটিও তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিলে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবার, এমন কি, ভীমসেন যত বার ধনুক গ্রহণ করিলেন, কুরুরাজ সমস্তই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে, পুনঃপুন কার্ম্মুক সকল ছিন্ন হইলে, ভীমসেন সর্ব্ব লৌহময়ী দৃঢ়তর এক শক্তি লইয়া কুরুরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! নভোমণ্ডলের সীমন্ত-সাদৃশ্য-

কারিণী অনল-প্রভা-সমম্বিত সাক্ষাৎ মৃত্যুর সহোদরা ও প্রদীপ্ত কেতু-শিখা-সদৃশ সেই শক্তি নিকটস্থ না হইতে হইতেই দুর্য্যোধন মহাত্মা ভীমসেন ও সমস্ত লোকের সমক্ষেই উহা তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে ভীমসেন মহাপ্রভাবান্বিত এক গুরুতর গদা উদ্ভ্রামিত করিয়া বেগে দুর্য্যোধনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! সেই গুরুভারসহ গদা ভীম-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ কুরুরাজের অশ্ব ও সারথি বিমর্দ্দিত করিয়া ফেলিল। অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইলে, আপনকার পুত্র সেই হেমপরিষ্কৃত রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক মহাত্মা নন্দকের রথে আরোহণ করিলেন। পরন্তু ভীমসেন মহারথী দুর্য্যোধনকে নিহত মনে করিয়া কৌরবগণকে তর্জ্জন-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণও কুরুরাজ নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে হাহাকার রবে চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির ভয়বিত্রস্ত সেই কুরুযোধগণের হাহাকার ধ্বনি এবং মহাত্মা ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে সুযোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া যেস্থলে পৃথানন্দন বৃকোদর অবস্থান করিতেছিলেন, অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন, এবং পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ যুদ্ধাভিলাষে সর্ব্বোদ্যোগের সহিত দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর, সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে নিমগ্ন সেনাগণ পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, শত্রুদিগের সহিত দ্রোণের সুমহৎ যুদ্ধারম্ভ হইল।

দুর্য্যোধন পরাজয়ে চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমরস্থিত বিকর্ত্তনাত্মজ কর্ণ দ্রোণ বধার্থে সমায়াত সহদেবকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সহদেব রাধানন্দনকে নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সন্নতপর্ব্ব দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণও আনতপর্ব্ব এক শত শর-দ্বারা সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া হস্তলাঘব-দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার জ্যা সমেত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুক ছিন্ন হইলে, প্রতাপবান্ মাদ্রীতনয় অপর ধনুক লইয়া বিংশতি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলে, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তখন, কর্ণ সন্নতপর্ব্ব শর-নিকরে সহদেবের অশ্ব সকল সংহার করিয়া অবিলম্বে ভল্লাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার সারথিরে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ! রথভ্রষ্ট হইয়া মাদ্রীনন্দন অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলে, কর্ণ তাহাও শর-সমূহ-দ্বারা অবলীলাক্রমে প্রতিহত করিলেন। অনন্তর সহদেব সুবর্ণচিত্রিত মহাভয়ঙ্কর গুরুতর এক গদা লইয়া বিকর্ত্তন-নন্দনের রথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। সহদেব-ভুজনির্ম্মুক্ত সেই গদা সহসা আপতিত হইতে থাকিলে, কর্ণ অসংখ্য শর-দ্বারা উহাকে স্তম্ভিত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। গদা প্রতিহত হইলে সহদেব ত্বরা সহকারে এক শক্তি নিক্ষেপ করিলে, কর্ণ তাহাও শর-দ্বারা ছিন্ন করিলেন। মহারাজ! এইরূপে শস্ত্র সকল ব্যর্থ হইলে, মাদ্রীতনয় অধিরথ-নন্দন কর্ণকে দৃঢ়রূপে সমরে অবস্থিত দেখিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে রথবর হইতে বেগে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক এক রথচক্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। উদ্যত কালচক্রের ন্যায় সহসা সেই চক্র সমাগত হইতেছে দেখিয়া সূতনন্দন বহু সহস্র শর-দ্বারা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা সূতপুত্র-কর্ত্তৃক চক্র প্রতিহত হইলে, সহদেব ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র ও যুগকাষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ রথাঙ্গ ও নিকৃত্ত হস্তি-কলেবর এবং বহু সংখ্যক মৃত মনুষ্য ও অশ্ব-শরীর গ্রহণ-পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, তিনি শর-সমূহ-দ্বারা উহা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মাদ্রীতনয় সহদেব কর্ণের শরনিকরে নিবারিত হইয়া আপনাকে নিরস্ত্র জ্ঞান করত সমর পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু কর্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার

প্রতি অতিক্রুদ্ধ হইয়া হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন, হে বীর মাদ্রীনন্দন! তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিও না, শ্রবণ কর। আপনার সমতুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিও, কদাচ আপনা অপেক্ষা বিশিষ্ট রথীদিগের সহিত যুদ্ধ করিও না। তৎপরে তিনি সহদেবকে ধনুর অগ্রভাগ-দ্বারা পীড়িত করিয়া এই কথা বলিলেন, অহে মাদ্রীতনয়! ঐ দেখ, অর্জ্জুন যত্নপর হইয়া কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তুমি ঐ স্থানে যাও, অথবা যদি ইচ্ছা হয়, তবে গৃহেও গমন করিতে পার। কর্ণ হাসিতে হাসিতে সহদেবকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্য-মধ্যে গমন করিলেন।

মহারাজ! শত্রুহন্তা মহারথী সত্যসন্ধ কর্ণ সমর স্থলে সহদেবকে আয়ত্ত করিয়াও কুন্তীর বাক্য স্মরণ-পূর্ব্বক তাঁহারে বিনাশ করিলেন না। পরন্তু সহদেব কর্ণের শর-দ্বারা পীড়িত ও বাক্শল্যে অনুতাপিত হইয়া এমন দুর্ম্মনা হইলেন যে, তৎকালে তাঁহার জীবনেও হেয়জ্ঞান হইল। তদনন্তর, তিনি সমরস্থিত পাঞ্চালকুল-নন্দন রথিপ্রবর মহাত্মা জনমেজয়ের রথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময় মদ্ররাজ শল্য, দ্রোণাচার্য্যের প্রতিপক্ষে সসৈন্যে সমাগত ধনুর্দ্ধর বিরাটকে শর-সমূহ-দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, রণাঙ্গনস্থিত দৃঢ়ধন্বা সেই দুই বীরের তাদৃশ যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন্! মদ্ররাজ শল্য ত্বরান্বিত হইয়া সেনাপতি বিরাটকে বেগসহকারে আনতপর্ব্ব শর-দ্বারা প্রহার করিলেন। তখন, মৎস্যরাজ বিরাট শল্যকে নিশিত নয় শর-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ত্রিসপ্ততি ও তৎপরে এক শত শরে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, মদ্ররাজ তাঁহার চারি বাণে চারি অশ্ব এবং দুই বাণ-দ্বারা সারথি ও ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। মৎস্যরাজ অশ্ব ও সারথি-বিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিত হইয়া শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক শাণিত শর-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শতানীক ভ্রাতা মৎস্যরাজকে রথভ্রষ্ট অবলোকন করিয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে অবিলম্বে তথায় রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন। মদ্ররাজ শল্য মহাসংগ্রামে সমাগত শতানীককে বহু সংখ্যক বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর শতানীক নিহত হইলে, রথিসত্তম বিরাট ধ্বজমালা সুশোভিত সেই ভ্রাতার রথেই সত্বর আরোহণ করিলেন। অনন্তর, তিনি নয়ন-দ্বয় বিস্ফারণ-পূর্ব্বক ক্রোধে দ্বিগুণিত বিক্রম হইয়া মদ্ররাজের রথখানিকে অবিলম্বে শরসমূহ-দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তখন, মদ্রাধিপতি রোষাবিষ্ট হইয়া আনতপর্ব্ব এক শত শর-দ্বারা সেনাপতি বিরাটের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! নরপতি বিরাট শল্যের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া অতিশয় বিমূঢ়ভাবে রথনীড়ে উপবেশন করিলে, সারথি শরবিক্ষত মৎস্যরাজকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তদনন্তর, সেই নিশা সময়ে মহতী মৎস্যসেনা সমরশোভি শল্যের শত শত শরনিকরে বধ্যমান হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারাজ! কৃষ্ণার্জ্জুন সেই সকল সৈন্যদিগকে পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া যেস্থলে মদ্ররাজ অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থলে গমন করিলেন।

ঐ সময়, রাক্ষসেন্দ্র অলম্বল তুরঙ্গ-বদনাকৃতি ভীষণ-দর্শন পিশাচগণ-যোজিত লোহিতার্দ্র পতাকা শোভিত রক্তমালা-বিভূষিত ঋক্ষচর্ম্ম-সমাবৃত অষ্টচক্র-সমন্বিত কৃষ্ণবর্ণ লৌহময় বৃহৎ এক রথে সমারূঢ় হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমন করিল। ঐ রথের উচ্ছ্রিত ধ্বজদণ্ডোপরি বিরাজমান বিচিত্র পক্ষ শোভিত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি একটা গৃধ্র বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতেছিল। মহারাজ! অঞ্জনচূর্ণ সবর্ণ সেই নিশাচর তাদৃশ রথবর-দ্বারা প্রভাব-সম্পন্ন হইয়া সুমেরু

যেমন বায়ুর গতি রোধ করে, তদ্রূপ, সমাগত অর্জ্জুনের মস্তকোপরি শত শত বাণ বিকীরণ-পূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করিল। তৎকালে সেই মনুষ্য ও রাক্ষসের এমনি তীব্রতর যুদ্ধ হইতে লাগিল যে, তাহা গৃধ্র, কঙ্ক, কাক, পেচক ও শৃগালাদির হর্ষোৎপাদক এবং দর্শক মাত্রেরই প্রীতিজনক হইল। তদনন্তর, অর্জ্জুন তাহাকে এক শত শর-দ্বারা তাড়িত করিয়া নিশিত নয় শর-দ্বারা তাহার ধ্বজ, তিন শরে সারথি, তিন শরে ত্রিবেণু, এক শরে ধনুক ও চারি শরে তাহার অশ্ব-চতুষ্টয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সে রথভ্রষ্ট হইয়া খড়্গ উদ্যত করিলে, অর্জ্জুন তাহাও এক শর-দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া তাহারে সুশাণিত চারি শরে নিপীড়িত করিলেন; সেই রাক্ষসেন্দ্র অর্জ্জুনের শর প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল। তখন, ধনঞ্জয়ও তাহারে পরাজিত করিয়া হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগের প্রতি অসংখ্য বাণজাল বিস্তার-পূর্ব্বক ত্বরা-সহকারে দ্রোণ সমীপে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ! সৈনিকগণ যশস্বী পাণ্ডু-নন্দন-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, বায়ু-চালিত বৃক্ষের ন্যায়, ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে তাহারা মহাত্মা ফাল্গুন-কর্ত্তৃক উৎসাদিত হইতে থাকিলে, আপনকার পুত্রদিগের সমস্ত সৈন্যই পলায়নে প্রবৃত্ত হইল।

অলম্বল পরাজয়ে পঞ্চ ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! নকুল-নন্দন শতানীক বেগ-সহকারে শরানলে কৌরব-সৈন্য দগ্ধ করিতে থাকিলে, আপনকার পুত্র চিত্রসেন তাঁহারে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন, শতানীক নারাচাস্ত্র দ্বারা চিত্রসেনকে অতিশয় পীড়িত করিলে, চিত্রসেন নিশিত দশ শর-দ্বারা শতানীককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শাণিত নয় বাণ-দ্বারা তাঁহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে শতানীক বহু সংখ্যক শর-দ্বারা চিত্রসেনের বর্ম্মছেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। মহারাজ! আপনকার পুত্র চিত্রসেন বর্ম্মবিচ্যুত হইয়া যথা সময়ে নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তদনন্তর, নকুল-তনয় নিশিত শরনিকর-দ্বারা সমরে যত্নপরায়ণ চিত্রসেনের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চিত্রসেন সমরস্থলে বর্ম্ম-শূন্য-কলেবর ও ছিন্ন কার্ম্মুক হইয়া ক্রোধভরে শত্রু-বিদারণক্ষম অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে নয় শর-দ্বারা শতানীককে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে নরোত্তম শতানীক অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া চিত্রসেনের চারি অশ্ব ও সারথিরে সংহার করিলে, বলীয়ান্ মহারথী চিত্রসেন রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিত হইয়াই নকুলনন্দনকে পঞ্চ বিংশতি বাণে পীড়িত করিলেন। তিনি তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, নকুল-তনয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার রত্নভূষিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চিত্রসেন অশ্ব, রথ, সারথি ও শরাসন-বিহীন হইয়া ত্বরা-সহকারে মহাত্মা হৃদিক-নন্দনের রথে আরোহণ করিলেন।

সেই সময় কর্ণনন্দন বৃষসেন দ্রোণ-বধার্থী সসৈন্য মহারথী দ্রুপদকে শত শত শর-দ্বারা সমাকীর্ণ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। মহারাজ! পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেনও ষষ্টি সংখ্যক শর-দ্বারা মহারথী বৃষসেনের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে কর্ণতনয় অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া বহু সংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণ-দ্বারা দ্রুপদের হৃদয়ে প্রহার করিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই উভয়ের শরে নিপীড়িত ও শর-সমাচিত-কলেবর হইয়া, কণ্টকাবৃত শল্যকির ন্যায়, শোভমান হইলেন। তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ বিচিত্র-কলেবরধারী সেই দুই বীর পরস্পর নিক্ষিপ্ত নির্ম্মলাগ্র সুবর্ণপুঙ্খান্বিত শর-সমূহ দ্বারা ছিন্নবর্ম্মা ও রুধিরক্লিন্ন হইয়া সমরাঙ্গনে বিরা-

জিত থাকিলে, বোধ হইল যেন অদ্ভুত কল্পবৃক্ষ ও প্রফুল্ল কিংশুক বৃক্ষ-যুগল শোভা পাইতেছে। তদনন্তর, বৃষসেন দ্রুপদকে নয় শরে বিদ্ধ করিয়া, তৎপরে ত্রিসপ্ততি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে কর্ণতনয় সহস্র সহস্র শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক, বর্ষমাণ জলধরের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর নিশীথ সময়ে দ্রুপদ-সৈন্যগণ বৃষসেনের শর-নিকরে ছিন্ন-বর্ম্মা হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের পলায়ন কালে হস্তচ্যুত প্রদীপ সকল ইতস্তত প্রজ্বলিত হইতে থাকিলে, রণভূমি গ্রহগণ-সমাকীর্ণ মেঘশূন্য নভোমণ্ডলের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিল। অপিচ, নিপতিত অঙ্গদ-সমূহ-দ্বারা ধরাতল বিদ্যুৎমণ্ডিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যেমন দেবাসুর সংগ্রামে দানবগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ, সোমকগণ বৃষসেনের ত্রাসে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সমরস্থিত সোমকগণ বৃষসেন-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া, যদিচ সেই গাঢ়তর তিমিরাচ্ছন্ন রজনী সময়ে পলায়ন করিতেছিল, তথাপি দীপালোকে অবভাসিত হইয়া প্রকাশমান হইল। কর্ণতনয় সোমকদিগকে পরাজিত করিয়া মধ্যাহ্নকালীন সহস্র কিরণের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। মহারাজ! তৎকালে আপনকার পক্ষীয় ও শত্রুপক্ষীয় সহস্র সহস্র রাজমণ্ডল-মধ্যে এক বৃষসেনই প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় হইয়া রণাঙ্গনে অবস্থিত রহিলেন। এইরূপে কর্ণতনয় সোমকদিগের মহারথী শূরগণকে পরাজিত করিয়া যেস্থলে রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থিত ছিলেন, ত্বরা-সহকারে তথায় গমন করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময়, যুধিষ্ঠির-নন্দন প্রতিবিন্ধ্য রোষাবিষ্ট হইয়া কৌরব-সৈন্য দগ্ধ করিতে থাকিলে, আপনকার পুত্র দুঃশাসন তাঁহারে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! বারিদ-বিরহিত আকাশমণ্ডলে যেমন বুধ ও ভাস্করগ্রহের সমাগম হয়, তদ্রূপ, তাঁহাদিগের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর, দুঃশাসন তিন বাণ-দ্বারা সমরে দুষ্কর কর্ম্মকারী প্রতিবিন্ধ্যের ললাট-দেশ বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য আপনকার বলীয়ান্ পুত্র ধনুর্দ্ধর দুঃশাসন-কর্ত্তৃক গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎ পরে মহারথী প্রতিবিন্ধ্য দুঃশাসনকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনশ্চ সাত বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় আপনকার পুত্র দুঃশাসন অতি দুষ্কর কার্য্য করিলেন, যেহেতু তিনি উগ্রতর শর-দ্বারা প্রতিবিন্ধ্যের অশ্ব, ভল্লাস্ত্রে সারথি ও ধ্বজ নিপাতিত করিলেন, এবং সন্নতপর্ব্ব শর-দ্বারা তূণীর, অশ্বরশ্মি ও যোক্ত্র সমেত রথখানি তিল তিল করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন, ধর্ম্মাত্মা প্রতিবিন্ধ্য রথভ্রষ্ট হইয়া শরাসন-হস্তে ভূতলে অবস্থান-পূর্ব্বক শত শত শরজাল বিকীরণ করত আপনকার পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আপনকার পুত্র দুঃশাসন ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া দশ বাণ-দ্বারা তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। প্রতিবিন্ধ্যের ভ্রাতৃগণ সমরাঙ্গনে তাঁহারে রথভ্রষ্ট দেখিয়া অবিলম্বে মহতী সেনা সমভিব্যাহারে ভ্রাতার অনুবর্ত্তী হইলেন। তখন, প্রতিবিন্ধ্য ভ্রাতা সুতসোমের রথে সমারূঢ় হইয়া কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আপনকার পক্ষীয়েরা মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া দুঃশাসনকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক সমরাভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। মহারাজ! তদনন্তর, সেই নিদারুণ নিশীথ সময়ে উভয় পক্ষের, যমরাষ্ট্রবর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সঙ্কুলযুদ্ধে ষট্ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন নকুল অতিশয় বেগবান্ হইয়া আপনকার পক্ষীয় সৈন্য

ক্ষয় করিতে থাকিলে, সুবল-নন্দন শকুনি ক্রোধ-ভরে থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হই-লেন। পূর্ব্ব হইতে জাতবৈর সেই দুই বীর পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া পূর্ণায়ত নিক্ষিপ্ত শর-সমূহ-দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! সমরস্থলে নকুল যেরূপ শর-বৃষ্টি বিমোচন করিতে লাগিলেন, সুবল-তনয় শকুনিও তদ্রূপ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন-পূর্ব্বক শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই শরসমাচিত-কলেবর হইয়া কণ্টকাবৃত শল্লকির ন্যায় শোভমান হইলেন। বিচিত্র সুবর্ণকান্তি সেই দুই বীর সরলাগ্র সুবর্ণপুঙ্খা-ন্বিত শর-সমূহ-দ্বারা ছিন্নবর্ম্মা ও রুধিরপরিক্লিন্ন হইয়া সমরাঙ্গনে অদ্ভুত কল্পবৃক্ষ ও উৎফুল্ল কিং-শুকবৃক্ষ-যুগলের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। অপিচ, তৎকালে তাঁহারা উভয়েই শরকণ্টকাবৃত হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলিতরুর ন্যায় শোভা পাইতে লা-গিলেন। মহারাজ! তাঁহারা ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করিবেন বলিয়াই যেন নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করত পরস্পর পরস্পরের প্রতি বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর আপনকার শ্যালক শকুনি অতিশয় রোষাবিষ্ট হই-য়া এক নিশিত কর্ণিকাস্ত্র-দ্বারা অবলীলাক্রমে মাদ্রী-পুত্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন নকুল, আপনকার শ্যালক ধনুর্দ্ধর শকুনি-কর্ত্তৃক গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া বিমূঢ়ভাবে রথনীড়ে উপবেশন করিলেন। শকুনি অতিশয় বৈরভাবাপন্ন তেজস্বী শত্রু নকুলকে তদবস্থ দেখিয়া বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে, নকুল সংজ্ঞা লাভ করিয়া ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় সুবলনন্দ-নের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং ক্রোধভরে শকু-নিকে ষষ্টিসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় এক শত শরে তাঁহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। তৎ-পরেই অবিলম্বে তাঁহার শর-সমন্বিত শরাসনের মুষ্টিদেশ ও ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। মহারাজ! আপনকার শ্যালক অতি-মাত্র বিদ্ধ হইয়া, কামুক পুরুষ যেমন কামিনীর কণ্ঠসমাশ্লেষ-পূর্ব্বক অবস্থান করে, তদ্রূপ, ধ্বজযষ্টি আশ্রয় করিয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। হে অনঘ মহারাজ! আপনকার শ্যালক সমরস্থলে হতজ্ঞান ও পতিত হইলেন দেখিয়া তাঁহার সারথি অবিলম্বে সেনামুখ হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে সসৈন্যপাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করি-তে লাগিলেন। শত্রুতাপন নকুল এইরূপে বিপক্ষ শকুনিকে পরাজিত করিয়া ক্রোধভরে সারথিকে কহিলেন, আমায় দ্রোণসৈন্য-মধ্যে লইয়া চল। সারথি ধীমান্ মাদ্রী-তনয়ের আদেশ শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য যেস্থলে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেইস্থলে রথ লইয়া উপস্থিত করিল।

ঐ সময় শারদ্বত কৃপ যত্নপর হইয়া দ্রোণবধার্থী শিখণ্ডীর প্রতি বেগে ধাবিত হইলেন। শিখণ্ডী, সাহায্যার্থে দ্রুতবেগে দ্রোণ-সমীপে সমাগত শত্রু-দমন-কারী কৃপকে অবলীলাক্রমে নয় ভল্ল-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! আপনকার পুত্রদিগের প্রিয়কারী আচার্য্য কৃপ শিখণ্ডীকে প্রথমে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি বাণে বিদ্ধ করি-লেন। দেবাসুর যুদ্ধ সময়ে যেমন ইন্দ্র ও শম্বরা-সুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ, সেই দুই বীরের অতীব ভয়ানক ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহা-রাজ! সেই প্রগাঢ় তিমিরাবৃত রজনী-সময়ে আ-কাশ-মণ্ডল স্বভাবতই ঘোররূপ হইয়াছিল, তাহাতে আবার সমরদুর্ম্মদ মহারথী কৃপ ও শিখণ্ডী বর্ষা-কালীন বারিদযুগলের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলে, অতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠিল। অধিক কি, সেই ঘোররূপ ভয়াবহ রাত্রি, সমর-প্রবৃত্ত যোধ-গণের পক্ষে কালরাত্রি-স্বরূপ হইল। তদনন্তর, শিখণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র বাণে গোতম-নন্দনের জ্যাযুক্ত সশর-শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে কৃপাচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়া সুবর্ণদণ্ডান্বিত অকুণ্ঠি-

তাগ্র কর্ম্মার-মার্জ্জিত ভয়ানক এক শক্তি লইয়া শিখণ্ডীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শিখণ্ডী সেই মহা প্রভাবশালী প্রদীপ্ত শক্তি বহুসংখ্যক শর-দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলে, উহা পৃথিবী উদ্ভাষিত করিয়া নিপতিত হইল। ইত্যবসরে রথি-প্রবর কৃপাচার্য্য অন্য ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক নিশিত-শর-নিকরে শিখণ্ডীরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রথি-শ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী যশস্বী কৃপের শরজালে সমাবৃত হইয়া রথ-নীড়ে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। মহারাজ! শারদ্বত কৃপ তাঁহারে অবসন্ন দেখিয়া বহুসংখ্যক বাণ-দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ মহারথী যাজ্ঞসেনিকে সমরে বিমুখ দেখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। তদ্রূপ আপনার পুত্রগণও মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে দ্বিজ-সত্তম দ্রোণকে পরিবেষ্টন করিলে, উভয়পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়, রথিগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলে, রণাঙ্গনে শব্দায়মান-জলদাবলির ন্যায় তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। তৎকালে, অশ্বারোহগণ উভয়পক্ষীয় সৈন্য হইতে বহির্গত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি আপতিত হইতে থাকিলে, রণস্থল অতি ক্রূরমূর্ত্তি ধারণ করিল। ঐরূপ, পরস্পর প্রধাবিত পদাতিগণের পদশব্দে বসুন্ধরা ভয়ত্রস্ত অঙ্গনার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে রাজন্! বহুসংখ্যক রথিগণও বেগে অতিক্রান্ত হইয়া বায়স সকল যেমন সলভ-শ্রেণীকে নিগৃহীত করে, তদ্রূপ প্রতিপক্ষ-রথীদিগকে নিগৃহীত করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং ঐ স্থানেই অতিশয় গলিতমদ মহা মাতঙ্গগণ যত্নপর হইয়া বিপক্ষ-পক্ষীয় গলিতমদ-মাতঙ্গদিগের প্রতি আঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে সাদী ও পদাতি-গণ অতিশয় সংরম্ভভরে পরস্পর আক্রমণ-পূর্ব্বক কেহ কাহাকে অতিক্রম করিতে পারিল না। কিন্তু, সেই নিশা সময়ে সৈন্যগণের পুনঃ পুন ধাবন, পলায়ন ও পুনরাবর্ত্তনে রণাঙ্গনে তুমুল কোলাহল আরম্ভ হইল। মহারাজ! হস্তী, অশ্ব ও রথোপরি জ্বলিত দীপ সকল আকাশচ্যুত মহোল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অধিক কি, রণস্থলের চতুর্দ্দিকস্থ দীপ-প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া সেই রাত্রি যেন দিবসের প্রভা ধারণ করিল। সূর্য্য-প্রভায় ব্যাপ্ত হইলে, যেমন জগতের সমস্ত তমোরাশি ধ্বংস হইয়া যায়, তদ্রূপ, দীপালোকে রণস্থলের ইতস্তত অন্ধকার সকল তিরোহিত হইল। পরন্তু, দীপ-প্রভায় চতুর্দ্দিক্ অবভাসিত হওয়ায় মহাত্মা যোধগণের অস্ত্র, কবচ ও মণিময় অলঙ্কারাদির প্রভা এককালীন অন্তর্হিত হইয়া গেল। মহারাজ! সেই প্রগাঢ় রজনী-সময়ে তুমুল কোলাহল-ময় সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, যোধগণ "আমি অমুক" ইত্যাকার আত্মজ্ঞানে বিস্মৃত হইল। মোহবশত তৎকালে, পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং সখা সখাকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে, আত্মীয়গণ আত্মীয়দিগের প্রতি ও শত্রুগণ শত্রুদিগের প্রতি পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, সেই রাত্রি-সময়ে ভীরুগণের ভয়-জনক মর্য্যাদাশূন্য যুদ্ধ হইতে লাগিল।

সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই ভয়াবহ সুতুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন সুমহৎ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনঃপুন জ্যাকর্ষণ করিতে করিতে দ্রোণের হেম-বিভূষিত রথাভিমুখে অতিক্রান্ত হইলেন। তিনি দ্রোণ-বধাভিলাষে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহার অনুবল হইয়া আচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিল। আপনকার পুত্রগণ মহা সংগ্রামে আচার্য্য-সত্তম দ্রোণকে তাদৃশ পরিবৃত দেখিয়া সর্ব্বযত্ন-সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড-বাতোদ্ধূত সাগরদ্বয় যেমন ক্ষুব্ধগাম্ভীর্য্য হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক পরস্পর মিলিত হয়,

তদ্রূপ, সেই নিশীথ-সময়ে উভয়-পক্ষীয় সৈন্য-সাগর যুদ্ধার্থে পরস্পর সঙ্গত হইল। তদনন্তর, পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্বরা-সহকারে পাঁচ বাণে দ্রোণের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন, দ্রোণ পঞ্চবিংশতি বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র-দ্বারা মহাশব্দে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে অধর দংশন ও ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণের সংহারাভিলাষে মহৎ এক কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, সেই শত্রুহন্তা বিচিত্র শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করত দ্রোণবিনাশ-ক্ষম ঘোরতর এক শর নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! মহা সমরে সেই ভয়ঙ্কর শর বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া উদিত সূর্য্যের ন্যায় সেই সকল সৈনিকদিগকে সন্তাপিত করিল। অধিক কি, তৎকালে সেই ভয়ঙ্কর শর অবলোকন করিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণ দ্রোণের মঙ্গল হউক, ইত্যাকার স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন। পরন্তু, কর্ণ, আচার্য্যের রথাভিমুখে সমাগত সেই শরকে হস্তলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক দ্বাদশ খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই শর ধনুর্দ্ধর কর্ণ-কর্ত্তৃক বহুধা ছিন্ন হইয়া নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় অবিলম্বে ভূতলে পতিত হইল। শর ছিন্ন করিয়া কর্ণ সন্নতপর্ব্ব দশ শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাঁচ, স্বয়ং দ্রোণ সাত, শল্য নয়, দুঃশাসন তিন, দুর্য্যোধন বিংশতি ও শকুনি সাত বাণ-দ্বারা ত্বরাসহকারে পাঞ্চাল-নন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। পাঞ্চাল-নন্দন, দ্রোণ রক্ষার্থী ছয় রথী ও স্বয়ং দ্রোণ এই সাতজন রথি-কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও আপনকার আত্মজ-প্রভৃতি সকলকেই তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই সকল রথি-প্রবরগণ সমরে ধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া প্রত্যেকেই তাঁহারে বেগ-সহকারে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ঐ সময়, দ্রুমসেন অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে এক বাণে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া পুনর্ব্বার অবিলম্বে অপর তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন বীর্য্যবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বর্ণপুঙ্খান্বিত শিলাধৌত তীক্ষ্ণতর প্রাণান্তকর অবক্র-গামী তিন শরে দ্রুমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরেই ভল্লাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার উজ্জ্বল সুবর্ণ-কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া দিলেন। মহারাজ! দ্রুমসেনের দষ্টাধর মস্তক ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে ছিন্ন হইয়া প্রচণ্ড-বাতোদ্ধূত পক্ব তাল-ফলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর মহাবীর পাঞ্চালরাজ-নন্দন সুনিশিত শর-সমূহ-দ্বারা পুনরায় প্রাগুক্ত মহারথী বীরদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিচিত্রযোধী রাধা-নন্দনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! কেশরী যেমন স্বীয় লাঙ্গুল ছেদন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ রাধা-নন্দন কর্ণও ধনুশ্ছেদনরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই উগ্রতর কর্ম্ম সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধারুণ নয়নে নিশ্বাস ত্যাগ করত অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক শর-বর্ষণ করিতে করিতে মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি অভিক্রুদ্ধ হইলেন। কর্ণ এবং অশ্বত্থামা প্রভৃতি অপর ছয় জন রথী পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংরব্ধ দেখিয়া তাঁহার সংহারাভিলাষে ত্বরা-সহকারে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন।

মহারাজ! তৎকালে, আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কর্ণ এবং উল্লিখিত ছয় জন রথিপ্রবর বীরবরের সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া মৃত্যুমুখগত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলাম। এমন সময় দাশার্হ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের পরিত্রাণার্থে শরজাল বিকীরণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন। এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সাত্যকি আগমন করিলে, রাধানন্দন কর্ণ তাঁহারে অবক্রগামী দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! অনন্তর সাত্যকি সমস্ত বীরগণের সমক্ষে কর্ণকে "পলায়ন করিওনা অবস্থান কর" এই কথা বলিয়া

দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে বলশালী মহাত্মা কর্ণ ও সাত্যকির, বলি ও ইন্দ্রের ন্যায়, সংগ্রাম হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ সাত্যকি তল-ধ্বনি-দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে ত্রাসিত করিয়া রাজীবলোচন কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; তদ্রূপ, বলশালী কর্ণও ধনুর্ঘোষে বসুধা কম্পিত করিয়া সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ; তিনি বিপাট, কর্ণি, নারাচ, বৎসদন্ত ও ক্ষুর-প্রভৃতি শত শত অস্ত্র-দ্বারা শিনি-পৌত্রকে বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণি-বংশীয় রথিপ্রবর যুযুধানও তাদৃশ প্রকারে শরবৃষ্টি-দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে থাকিলে, কিয়ৎকাল সেই যুদ্ধ সমভাবেই হইল। তদনন্তর আপনকর পক্ষীয় রথিগণ ও কর্ণের পুত্রগণ সন্নাহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর-দ্বারা বেগ-সহকারে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সাত্যকি অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কর্ণ ও তৎপুত্রগণ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-নিচয় নিরাকৃত করত বৃষসেনের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। বীর্য্যবান্ বৃষসেন সাত্যকির সেই শর-প্রহারে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিমূঢ়ভাবে রথনীড়ে নিপতিত হইলেন। তাহাতে কর্ণ মহারথী বৃষসেনকে নিহত মনে করিয়া পুত্রশোকে অতিমাত্র সন্তপ্ত-চিত্ত হইয়া শরনিকরে সাত্যকিরে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারথী যুযুধান কর্ণ-কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া ত্বরা-সহকারে কর্ণকে বহু সংখ্যক বাণ-দ্বারা বারংবার বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি কর্ণকে দশ ও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত বৃষসেনকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া উভয়েরই হস্তাবাপ-সমবেত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন, কর্ণ ও বৃষসেন অন্য দুই কার্ম্মুক জ্যাযুক্ত করিয়া সাত্যকিরে বহু সংখ্যক শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! সেই বীরক্ষয়কর মহা সংগ্রাম উপস্থিত সময়ে, আমরা সুমহান্ গাণ্ডীব-নিনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। সূতপুত্র কর্ণ সেই গাণ্ডীব-নিনাদ ও রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! ঐ যেস্থলে গর্জ্জনকারী ইন্দ্রের প্রচণ্ড কোদণ্ডাস্ফালন-শব্দের ন্যায় প্রতিনিয়ত গাণ্ডীব-নিনাদ ও রথ-নির্ঘোষ শ্রুত হইতেছে, নিশ্চয়ই ঐস্থলে পৃথানন্দন মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন প্রধান প্রধান সমস্ত শিবি ও নরশ্রেষ্ঠ পৌরবগণকে সংহার করিয়া সুমহৎ শরাসন আস্ফালন করিতেছে। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ফাল্গুন আত্মানুরূপ কর্ম্ম করিতেছে ; ঐ দেখুন ব্যূহিত ভারতী সেনা বহুধা বিদীর্ণ হইতেছে। প্রচণ্ড বাতোদ্ধূত মেঘজাল যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়, তদ্রূপ অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন সৈনিকগণ কোনক্রমেই সুস্থির হইতে পারিতেছে না ; অধিক কি, ক্ষুদ্র নৌকা যেরূপ, সাগরতরঙ্গ-বেগে বিভিন্ন হইয়া পড়ে, সৈন্যগণও তদ্রূপ সব্যসাচীর বাণবেগে বিদীর্ণ হইতেছে। হে রাজশার্দ্দূল! ঐ দেখুন, গাণ্ডীব-প্রমুক্ত শরবিদ্ধ পলায়ন-পরায়ণ শত শত যোধ-প্রধানদিগের সুমহান্ কোলাহল শ্রুত হইতেছে। নিশীথ-সময়ে নভোমণ্ডলস্থিত মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় অর্জ্জুনের রথ-সমীপে ঐ দুন্দুভি-নির্ঘোষ, হাহাকার রব ও ভয়ানক সিংহনাদ-প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ হইতেছে, শ্রবণ করুন। পরন্তু এস্থলে আমাদিগের সকলের মধ্যস্থিত এই সাত্বত-প্রবর সাত্যকিরে যদি লক্ষ্যরূপে লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করিতে পারিব। ঐ দেখুন, দ্রোণের সহিত সমর-প্রবৃত্ত পাঞ্চালরাজ-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনকার শূর সহোদরগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়াছে ; এ সময় যদি আমরা সাত্যকি ও পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আমাদিগের জয় লাভ হইবে। সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যুর ন্যায় আমরা বৃষ্ণি ও পৃষত-বংশীয় এই দুই মহারথীকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক বিনাশার্থে যত্ন করিব। ঐ দেখুন, সম্মুখে সব্যসাচী ধনঞ্জয়

সাত্যকিরে বহু সংখ্যক কুরুবীরগণের সহিত যুদ্ধে সমাসক্ত অবগত হইয়া দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে আগমন করিতেছে, অতএব ও যে পর্য্যন্ত বিশেষরূপে জানিতে না পারে যে সাত্যকি বহু সংখ্যক যোধগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেই অস্মৎপক্ষীয় বহু সংখ্যক প্রধান প্রধান রথিসত্তমগণ উঁহার আগমনে বাধা নিমিত্ত ঐস্থলে ঝটিতি গমন করুক। আর অত্রত্য শূরগণ নিরন্তর শরবর্ষণ-বিষয়ে তাদৃশরূপে ত্বরাযুক্ত হউক, যাহাতে এই মধু-বংশীয় সাত্যকি অবিলম্বে যমালয়ে গমন করে।

মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন যশস্বী বিষ্ণুর প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সুবল-নন্দন শকুনিরে কহিলেন; মাতুল! আপনি সমরে অনিবর্ত্তী দশ সহস্র হস্তী ও অযুত রথী সমভিব্যাহারে শীঘ্র অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষে যাত্রা করুন, এবং দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, সুবাহু ও দুষ্প্রধর্ষণ-প্রভৃতি আমার ভ্রাতৃগণও বহু সংখ্যক পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া আপনার অনুগমন করিবে। হে মহাবাহু মাতুল! আপনি কৃষ্ণার্জ্জুন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও ভীমসেনকে সংহার করুন। দেখুন, যেমন দেবতাদিগের দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি নির্ভর, তদ্রূপ আমারো জয়াশা আপনাতে নির্ভর করিতেছে। অতএব কার্ত্তিকেয় যেমন অসুর-সৈন্য ধ্বংস করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও কুন্তী-নন্দনদিগকে বিনাশ করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সুবল-নন্দন শকুনি কুরুপতি দুর্য্যোধনের এইরূপ আদেশ অনুসারে দুঃশাসন-প্রভৃতি রাজকুমারগণ ও মহতীসেনা-সমভিব্যাহারে কৌরবদিগের প্রিয়-কামনায় কুন্তী-নন্দনগণের সংহারাভিলাষে গমন করিলেন। এইরূপে শকুনি পাণ্ডব-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইলে, শত্রুদিগের সহিত আপনকার পক্ষীয়দিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এদিকে সূতপুত্র কর্ণ সুমহৎ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া অসংখ্য শর-বৃষ্টি করিতে করিতে ত্বরা-সহকারে সাত্যকির প্রতি ধাবিত হইলেন। তৎপরে সমস্ত পার্থিবগণ সাত্যকিরে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই নিশা সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাঞ্চালগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল।

সঙ্কুলযুদ্ধে অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, কৌরব-পক্ষীয় যুদ্ধদুর্ম্মদ-বীরগণ অসহিষ্ণু হইয়া সংরম্ভভরে অতি বেগে সাত্যকির রথাভিমুখে অভিদ্রুত হইল। তাহারা সুবর্ণ ও রৌপ্য-বিভূষিত নানা উপকরণ-কল্পিত রথ, অশ্ববার ও হস্তী-সমূহ-দ্বারা সাত্যকিরে পরিবেষ্টন করিল। এইরূপে সেই মহারথিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিয়া সিংহনাদ-পূর্ব্বক তর্জ্জন করিতে লাগিল। মহা বীর্য্যশালী কৌরবগণ মধুকুল-সম্ভূত সত্যবিক্রম সাত্যকির সংহারাভিলাষে অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি নিরন্তর তীক্ষ্ণতর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। পরবীরহন্তা মহাবাহু শিনিপৌত্র, সেই সকল যোধগণ বেগে আপতিত হইতেছে দেখিয়া অসংখ্য বাণজাল বিস্তার-পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন। মহারাজ! ঐসময় মধুবংশীয় ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমর-দুর্ম্মদ সাত্যকি সন্নতপর্ব্ব উগ্রতর শর ও ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা কৌরব-পক্ষীয় যোধগণের রাশি রাশি মস্তক ও বাহু সকল এবং অসংখ্য হস্তিশুণ্ড ও তুরঙ্গগণের গ্রীবাদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই রণভূমি ইতস্তত নিপতিত চামর ও শুভ্রবর্ণ ছত্র সকল-দ্বারা নক্ষত্র-মালা-বিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অপিচ যুযুধানের সহিত সমর-প্রবৃত্ত যোধগণের এমনি তুমুল শব্দ হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন প্রেতগণ রোদন করিতেছে। সেই সুমহান্

শব্দ-দ্বারা বসুন্ধরা পরিপূরিত হইয়া উঠিল, এবং রাত্রিও অতিশয় নিষ্ঠুর-মূর্ত্তি হইয়া প্রাণিমাত্রেরই ভয়াবহ হইল। সেই লোমহর্ষকর নিশীথ-সময়ে আপনকার পুত্র রথি-প্রবর দুর্য্যোধন যুযুধানের শর-প্রহারে সেনা প্রভগ্ন হইতে অবলোকন ও বিপুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিকে বারংবার কহিলেন, যেস্থলে ঐ ভয়ানক শব্দ হইতেছে, তদভিমুখে অশ্বগণকে চালন কর। সারথি তাঁহার আদেশানুসারে সেই উৎকৃষ্ট অশ্বদিগকে সাত্যকির রথাভিমুখে সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর, সমরে অপরিশ্রান্ত চিত্রযোধী লঘুহস্ত দৃঢ়ধন্বা কুরুপতি দুর্য্যোধন ক্রোধ-ভরে যুযুধানের সমীপস্থ হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট শোণিত-ভোজী দ্বাদশ বাণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় দেশ ভেদ করিলেন। শিনিপৌত্র প্রথমেই দুর্য্যোধনের শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া অমর্ষভরে দশ বাণ-দ্বারা তাঁহারে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সেই সময় কৌরব ও পাঞ্চালগণের অতি নিদারুণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তদনন্তর, সাত্যকি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অশীতি সংখ্যক শর-দ্বারা আপনকার মহারথী পুত্রের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন, এবং বহু সংখ্যক শরনিকরে তাঁহার অশ্ব সকল যমালয়ে প্রেরণ করিয়া অবিলম্বে এক বাণ-দ্বারা সারথিকে রথনীড় হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন। হে রাজন্! আপনকার পুত্র সেই হতাশ্ব রথে অবস্থান-পূর্ব্বক শিনিপৌত্রের রথোপরি শাণিত পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন, সাত্যকি হস্তলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক দুর্য্যোধন-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তৎ পরেই অতি বেগ-সহকারে এক ভল্লাস্ত্র-দ্বারা আপনকার পুত্রের মহৎ শরাসনের মুষ্টি-দেশ ছেদন করিলেন। তৎকালে, সমস্ত লোকের প্রভু ও দণ্ডপালনের কর্ত্তা কুরুরাজ ছিন্নধন্বা ও রথ-ভ্রষ্টহইয়া অবিলম্বে কৃতবর্ম্মার ভাস্বর রথে আরোহণ করিলেন। হে প্রজানাথ! সেই নিশা-সময়ে আপনকার পুত্র পরাঙ্মুখ হইলে, সাত্যকি বিশিখজাল বর্ষণ-পূর্ব্বক অস্মৎপক্ষীয় সেনা বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় শকুনি সহস্র সহস্র রথী, হস্তী ও অশ্ব-সৈন্য-দ্বারা অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিয়া তাঁহার প্রতি অনবরত বহুবিধ শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই সকল ক্ষত্রিয়গণ কাল-প্রেরিত হইয়া মহাস্ত্র-সমস্ত বিকীরণ করত অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তখন, অর্জ্জুন ক্রোধভরে বিপুল সৈন্য-ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সহস্র সহস্র গজারোহ, অশ্ববার ও রথীদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়, এইরূপে শত্রু সংহার করিতে থাকিলে, সুবল-নন্দন শকুনি ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া তাঁহারে বিংশতি শায়ক-দ্বারা গাঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে শত শত শর-জাল বিস্তার-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের বৃহৎ কপিধ্বজ রথ খানিকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সব্য-সাচী বিংশতি শরে শকুনিকে ও অপরাপর মহা ধনুর্দ্ধরদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ঐ সময়-মধ্যেই শত্রুগণ-নিক্ষিপ্ত বাণজাল নিরাকৃত করিয়া বজ্রবেগগামী উৎকৃষ্ট শর-সমূহ-দ্বারা আপনকার পক্ষীয় যোধগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বীরগণের, হস্তিশুণ্ডোপম ছিন্নবাহু সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে থাকিলে, রণাঙ্গন পঞ্চশীর্ষ-ভুজঙ্গ-গণে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; ঐরূপ নিষ্ক, চূড়ামণি, কিরীট ও কুণ্ডলালঙ্কৃত সুন্দর না-সিকা-সমন্বিত রাশি রাশি মস্তক সকলও নিপতিত হইতে থাকিল; হা! ক্ষত্রিয়দিগের যে সকল বদন হইতে সতত প্রিয় কথা নির্গত হইত, এক্ষণে ক্রোধ-বশত অধর দংশন-পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হওয়ায় উহারা তদবস্থাতেই পার্থশরে ছিন্ন হইয়া লোচন উদ্বৃত্ত করত ইতস্তত বিন্যস্ত পঙ্কজ-রাশির ন্যায় রণ-ভূমির শোভা উৎপাদন করিতে লাগিল। উগ্রতর পরা-ক্রমশালী ধনঞ্জয় তাদৃশ ভয়ানক কার্য্য করিয়া পুন-

রায় সন্নতপর্ব্ব পাঁচ বাণে শকুনিকে এবং তাঁহার পুত্র উলূককে তিন বাণে তাড়িত করিলেন। উলূক তাদৃশ প্রকারে বিদ্ধ হইয়া শরনিকরে বাসুদেবকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বসুধা পরিপূরিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন, ধনঞ্জয়, বহুসংখ্যক শায়ক-সমূহ-দ্বারা শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয়কেও যমসদনে প্রেরণ করিলেন। শকুনি হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক অবিলম্বে উলূকের রথে আরোহণ করিলেন। হে প্রজানাথ! যেমন, জলধর-যুগল মেরুপৃষ্ঠে বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ, একরথ-সমারূঢ় পিতাপুত্র শকুনি ও উলূক অর্জ্জুনের প্রতি নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পাণ্ডু-নন্দন ধনঞ্জয়, নিশিত শরনিকরে উভয়কে বিদ্ধ করিয়া আপনকার পক্ষীয় ব্যূহিত অসংখ্য সেনা শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন প্রচণ্ড বায়ু-কর্ত্তৃক মেঘজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়, তদ্রূপ, কৌরব-সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। হে প্রজানাথ! সেই নিশা-সময়ে, ভয়ার্দ্দিত সৈনিকগণ অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রগাঢ় অন্ধকার সময়ে, পলায়নপর যোধগণের মধ্যে কোন কোন বীর হস্তী, অশ্ব-প্রভৃতি স্ব স্ব বাহনগণকে ত্বরাসহকারে সঞ্চালন ও কেহ কেহ বাহন সকল পরিত্যাগ করিয়াই ধাবিত হইতে লাগিল। হে ভারত! বাসুদেব ও ধনঞ্জয় এইরূপে কৌরবদিগকে পরাজিত করিয়া আহ্লাদে শঙ্খনিনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময়, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে এক নিশিত বাণ-দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুকের গুণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন, ক্ষত্রিয়-মর্দ্দন-কারী মহাবীর দ্রোণ রথনীড়ে ছিন্ন শরাসন সংস্থাপন-পূর্ব্বক অতীব বেগসহ সারবৎ অপর কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে শীঘ্রগামী সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন শর-বৃষ্টি-দ্বারা মুহূর্ত্ত কাল-মধ্যে দ্রোণকে নিবারণ করিয়া, দেবরাজ যেমন দানব-দল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরবী-সেনা বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এইরূপে আপনকার পুত্রের সৈন্যগণ বধ্যমান হইতে থাকিলে, উভয়-পক্ষের সৈন্য-মধ্যে যমলোকস্থিত বৈতরণীর ন্যায় ভীষণ-মূর্ত্তি শোণিত-তরঙ্গ-মালিনী এক নদী সমুৎপন্ন হইল। উহাতে হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল নৌকা ও জলজন্তু-স্বরূপ হইয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহারাজ! তৎকালে, প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া দেবগণ-মধ্যবর্ত্তী মহাতেজা শতক্রতুর ন্যায় রণাঙ্গনে বিরাজ করিতে লাগিলেন, এবং পাণ্ডু-নন্দন বৃকোদর, যমজ নকুল সহদেব ও শিখণ্ডীর সহিত মিলিত হইয়া শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রণোৎকট জয়-প্রভাবান্বিত মহারথী পাণ্ডবগণ আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, রাধা-নন্দন কর্ণ, মহাবীর দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সমক্ষেই কৌরব-পক্ষীয় সহস্র সহস্র রথীদিগকে পরাজিত করিয়া সিংহের ন্যায় ঘোর রবে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব-পক্ষীয় প্রাগুক্ত কয়েকজন মহাত্মা-কর্ত্তৃক স্বপক্ষের সৈনিকদিগকে বধ্যমান ও পলায়ন-পর অবলোকন করিয়া অতীব ক্রোধে অধীর হইয়া জয়শালি-প্রবর দ্রোণ ও কর্ণের নিকট সহসা উপনীত হইয়া বাক্‌পটুতা প্রকাশ-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন; সমরাঙ্গনে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক সিন্ধুরাজ নিহত হইলেন দেখিয়া আপনারাই ক্রোধ-বশত এই সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছেন; এক্ষণে, মধ্যস্থের ন্যায় হইয়া

পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যক্ষয় দর্শন করিতেছেন। আমাকে যদি আপনাদিগের ত্যাগ করিবারই ইচ্ছা ছিল, তবে পূর্ব্বে "আমরা সমরে পাণ্ডুপুত্রদিগকে পরাজিত করিব," এরূপ বলা উচিত ছিল না। কেন না, আপনাদিগের তাদৃশ অভিপ্রেত জানিতে পারিলে, আমি কদাচ পৃথাপুত্রদিগের সহিত ঈদৃশ সৈন্য-ক্ষয়কর শত্রুতার উৎপাদন করিতাম না। সে যাহা হউক, হে পুরুষশ্রেষ্ঠদ্বয়! যদি আমি আপনকারদিগের পরিত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনারা উভয়ে যাদৃশ বিক্রমসম্পন্ন, তদনুরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।

মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য-রূপ প্রতোদ-দ্বারা পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে, সর্ব্বলোক-ধনুর্দ্ধর রথি-শ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও কর্ণ সাত্যকি-প্রমুখ পাণ্ডবগণের প্রতি অভিদ্রুত হইলে, পাণ্ডবগণও তাদৃশ প্রকারে স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বারংবার গর্জ্জনকারী সেই দুই বীরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তদনন্তর, সর্ব্বশস্ত্রধারি-প্রবর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ রোষাবিষ্ট হইয়া ত্বরাসহকারে দশ বাণ-দ্বারা শিনি-পুঙ্গব সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে কর্ণ দশ, আপনকার পুত্র সাত, বৃষসেন দশ ও সুবল-নন্দন শকুনি সাত বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন; অধিক কি, তৎকালে তাঁহারা সকলেই শিনিপুঙ্গব সাত্যকিরে বাণজালে অবরোধ করিলেন। সোমকগণ দ্রোণাচার্য্যকে তাদৃশরূপে পাণ্ডব-সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি অতি বেগ-সহকারে শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। ঐ সময়, দ্রোণাচার্য্য, দিবাকর যেমন চতুর্দ্দিকে রশ্মিজাল বিকীরণ-পূর্ব্বক তমোরাশি ধ্বংস করেন, তদ্রূপ শর-সমূহ-দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে, দ্রোণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান পরস্পর চীৎকার-কারী পাঞ্চালগণের তুমুল কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল। ঐ সময়, তাহারা জীবনার্থী হইয়া কেহ পুত্র, কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ মাতুল, কেহ ভাগিনেয়, কেহ বয়স্য, কেহ কেহ বা সম্বন্ধী ও বন্ধু-বান্ধবকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন যোদ্ধা বিমোহিত হইয়া দ্রোণাভিমুখেই ধাবিত হইল। সেই নিশা সময়ে পাণ্ডব-সৈন্যগণ মহাত্মা দ্রোণ-কর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়া, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, বাসুদেব, যমজ-নকুল সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই হস্তস্থিত সহস্র সহস্র উল্কা নিক্ষেপ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। উল্কা সকল নিক্ষেপ-প্রযুক্ত চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাবৃত হওয়ায়, যদিচ কিঞ্চিৎ মাত্র অবগত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু, অস্মৎপক্ষীয়দিগের দীপালোক প্রভাবে পলায়নপর শত্রুগণ স্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! মহারথী দ্রোণ ও কর্ণ সেই পলায়ন-পরায়ণ সৈন্যদিগকে পৃষ্ঠদেশ হইতে বহুতর শায়কজাল বিস্তার-পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পাঞ্চালগণ চতুর্দ্দিকে প্রভগ্ন ও বিনষ্ট হইতে থাকিলে, জনার্দ্দন দীনমনা হইয়া ফাল্গুনকে কহিলেন, হে কুন্তী-নন্দন! ঐ দেখ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ ও কর্ণ পাঞ্চালগণ-সমবেত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির প্রতি অতিশয় শরাঘাত করিতেছে। অধিক কি উহাদিগের শরবৃষ্টি-প্রভাবে অস্মৎ-পক্ষীয় মহারথিগণ সমরে ভঙ্গ দেওয়ায়, সৈন্যগণ বারংবার নিবারিত হইয়াও অবস্থান করিতেছে না। অতএব আমরা উদ্যতায়ুধ ব্যূহিত সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া সুত-নন্দন কর্ণ ও দ্রোণকে বাধা দিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্ন করিব। কেন না, ঐ দুই কৃতাস্ত্র বলশালী জয়-প্রত্যাবাহিত বীরকে আমরা উপেক্ষা করাতেই এই রাত্রিকালে উহাঁরা তোমার সৈন্যক্ষয় করিতেছেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় এইরূপে মন্ত্রণা করিতেছেন, এমন সময় ভীমকর্ম্মা মহা বলশালী বৃকোদর অবিলম্বে পলায়িত সৈন্যদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রণমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন সসৈন্যে আগমন করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উহা প্রদর্শন-পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে পাণ্ডু-নন্দন! ঐ দেখ, সমরশ্লাঘী ভীমসেন ক্রোধ-ভরে সোমক-প্রভৃতি বহুতর সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া বেগ-সহকারে মহারথী দ্রোণ ও কর্ণের অভিমুখে গমন করিতেছেন। তুমি স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য-দিগের আশ্বাস প্রদানার্থ মহারথী পাঞ্চালগণ ও ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়া বিপক্ষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

মহারাজ! পুরুষ-শার্দ্দূল মাধব ও পাণ্ডু-নন্দন ধনঞ্জয় এইরূপ মন্ত্রণা-পূর্ব্বক দ্রোণ ও কর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রণমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে যুধিষ্ঠিরের সুমহৎ সৈন্যগণ যেস্থলে দ্রোণ ও কর্ণ শত্রু বিমর্দ্দন করিতে ছিলেন, সেইস্থলে পুন-রাবর্ত্তিত হইলে, পূর্ণোচন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায়, সেই নিশা-সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অনন্তর, আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া করস্থিত দীপ সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরন্তু অন্ধকার ও ধূলিপটলে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইলে, জয়ৈষিগণ কে-বল নাম ও গোত্রাদি-দ্বারা অবগত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ! যেমন স্বয়ম্বরস্থলে নর-পতিগণের নাম ও গোত্রাদির বিষয় শ্রুত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সংগ্রামস্থলেও প্রহার-প্রবৃত্ত পার্থিব-গণ-কর্ত্তৃক শ্রাব্যমাণ নাম ও গোত্র সকল শ্রুত হইতেলাগিল। মহারাজ! ঐ সময়, রণস্থল কিয়ৎ কালের নিমিত্ত সহসা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; কিন্তু পরক্ষণেই যখন সৈন্যগণ রোষাবিষ্ট হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল, তখন, কি পরাজিত, কি বিজয়ী, উভয়-পক্ষীয়দিগেরই পুনয়ায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। হে কুরুনাথ! তৎকালে যে যেস্থলে দীপা-লোক দৃষ্ট হইতে লাগিল, বীরগণ পতঙ্গের ন্যায় সেই সেই স্থলে নিপতিত হইতে থাকিল। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমরে প্রবৃত্ত থাকিলে, রজনী ক্রমে অতি গভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল।

সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৭০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, বিপক্ষ-বীর-হন্তা কর্ণ পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষঃস্থলে মর্ম্ম-ভেদী দশ শর-দ্বারা প্রহার করিলেন। তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রহৃষ্ট-চিত্তে থাক্ থাক্ বলিয়া কর্ণকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই দুই মহারথী সমরাঙ্গনে আকর্ণাকৃষ্ট শর-সমূহ-দ্বারা পরস্পর পর-স্পরকে সমাচ্ছাদিত করত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সূত-নন্দন কর্ণ সমরস্থলে পাঞ্চাল-প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্ব-চতুষ্টয় নিহত করিয়া বহু সংখ্যক শর-দ্বারা তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন এবং নি-শিতশর-দ্বারা তাঁহার সুমহৎ শরাসন ছেদন করিয়া ভল্লাস্ত্রে সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করি-লেন। তখন, ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্ব ও সারথিহীন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ভয়ানক এক পরিঘ গ্রহণ-পূর্ব্বক কর্ণের অশ্ব সকল নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলি-লেন। পরন্তু তিনিও কর্ণ-নিক্ষিপ্ত আশীবিষাকার শর-সমূহ-দ্বারা গাঢ়তর বিদ্ধ হওয়া-প্রযুক্ত পাদচারে যুধিষ্ঠিরের সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন। এদিকে, কর্ণেরও সা-রথি তৎক্ষণাৎ উত্তম বহনক্ষম শঙ্খসবর্ণ মহাবেগ-বান্ সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণকে লইয়া রথে যোজনা করিল। মহারাজ! সজল-জলধর যেমন পর্ব্বতো-পরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ, লব্ধলক্ষ্য কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চাল-পক্ষীয় মহারথীদিগকে শরবৃষ্টি-দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পা-ঞ্চালগণ কর্ণের শরে নিপীড়িত হইয়া সিংহ-তাড়িত মৃগের ন্যায় ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিলাম, ঐ সময় মনুষ্যগণ কর্ণের শর-দ্বারা নিকৃত্ত-কলেবর হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ হইতে

নিয়তই ভূতলে নিপতিত হইতেছে। সেই মহা সংগ্রাম সময়ে যে সকল পদাতি, হস্ত্যারোহী বা অশ্বারোহী পলায়ন করিতেছিল, কর্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্রের দ্বারা তাহাদিগের অনেকেরই বাহু, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ও উরুদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অধিক কি, তৎকালে বহুসংখ্যক মহারথীও পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পলায়ন-কালে কখন্ যে তাঁহাদের বাহন বা কলেবর ছিন্ন হইয়া পড়িল, তাহা কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। মহারাজ! সেই বধ্যমান পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ তৎকালে এমন বিমোহিত হইয়াছিল, যে তৃণস্পন্দনেতেও সূতপুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিল; এবং স্বপক্ষীয় পলায়নপর যোদ্ধাকেও কর্ণ আসিতেছে বোধ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কর্ণ সেই পলায়ন-পরায়ণ প্রভগ্ন সৈন্যদিগের প্রতিও পশ্চাৎভাগ হইতে শরজাল বিকীরণ করিতে করিতে অভিদ্রুত হইলেন। মহাত্মা কর্ণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত সেই বিমোহিত সৈন্যগণ কর্ত্তব্য-বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেবল পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, প্রত্যুত, কোনক্রমেই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। এইরূপে পাঞ্চালগণ দ্রোণ ও কর্ণের মহাস্ত্র-দ্বারা সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে বেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

তদনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির স্বকীয় সেনাগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া স্বয়ংও রণস্থল হইতে প্রস্থান করিবার বাসনায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, ফাল্গুন! ঐ দেখ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য কর্ণ কার্ম্মুক হস্তে অবস্থান করত এই নিদারুণ নিশীথ সময়েও মদীয় সৈন্যগণকে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় উত্তাপিত করিতেছে। তোমার আত্মবন্ধুগণ উহার শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনাথের ন্যায় চীৎকার করাতেই নিয়ত এই সুমহৎ কোলাহল শ্রুতি-গোচর হইতেছে। অপিচ, ঐ সূতপুত্র যে প্রকারে বাণ সন্ধান ও বিমোচন করিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র ছিদ্র লক্ষিত হইতেছে না; অতএব ও নিশ্চয়ই আমাদিগকে সংহার-দশায় উপনীত করিবে। এই উপস্থিত সময়ে কর্ণবধ-বিষয়ে যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান কর।

মহারাজ! ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে কৃষ্ণকে কহিলেন, মধুসূদন! অদ্য ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রম-প্রভাবে ভীত হইয়াছেন; বিশেষত কর্ণের সৈন্যগণ যখন, ক্রমশই এরূপ বিক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে, তখন, উহাদিগের প্রতি এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, সত্বর তাহার অনুষ্ঠান কর। কেননা অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণ ভঙ্গ দিয়া বেগে ধাবিত হইতেছে। ঐ দেখ, সেনাগণ একে দ্রোণ-শরেই ক্ষতবিক্ষত ও ভগ্নপ্রায়, তাহাতে আবার কর্ণ-কর্ত্তৃক সন্ত্রাসিত হইয়া কোনক্রমেই রণস্থলে অবস্থান করিতেছে না। আমি দেখিতেছি, কর্ণ অস্মৎপক্ষীয় মহারথীদিগের প্রতি শাণিত শরজাল বর্ষণ-পূর্ব্বক নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। হে বৃষ্ণিশার্দ্দূল কৃষ্ণ! ভুজঙ্গ যেমন কাহারো পাদস্পর্শ সহ্য করে না, তদ্রূপ, আমাদিগের সাক্ষাৎকারেই উহার এরূপ ব্যবহার আমি সহ্য করিতে ইচ্ছা করি না।

এতাবৎ উক্তি শ্রবণে বাসুদেব কহিলেন, কুন্তীনন্দন! অদ্য আমি মানুষাতিরিক্ত-বিক্রমশালী নরশার্দ্দূল কর্ণকে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে দেখিতেছি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি অথবা রাক্ষস ঘটোৎকচ, এই দুই জন ভিন্ন কোন ব্যক্তিই এরূপ বর্ত্তমান নাই যে এক্ষণে সংগ্রামে সূতপুত্রের প্রতিদ্বন্দী হয়। পরন্তু যেপর্য্যন্ত উহার নিকট মহোল্কার ন্যায় দীপ্যমান বাসব দত্ত শক্তি রহিয়াছে, তাবৎ তোমারও উহার সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে সঙ্গত হওয়া উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না। যেহেতু কর্ণ ঐ শক্তি তোমার নিমিত্তই রক্ষা করিতেছে এবং ঐ শক্তি-প্রভাবেই ও অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অতএব মহাবলশালী ঘটোৎকচই এক্ষণে রাধা-নন্দনের প্রতিপক্ষে যাত্রা

করুক। সে মহাবীর ভীমসেন হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নিজেও অতিশয় পরাক্রমশালী; এবং দিব্য, রাক্ষস ও আসুর-প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র সকলও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিশেষত ঘটোৎকচ তোমাদিগের নিয়ত অনুরক্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষী; অতএব সে যে সমরস্থলে কর্ণকে পরাজিত করিবে, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পুষ্করলোচন মহাবাহু বাসুদেব পৃথানন্দন ধনঞ্জয়কে এইরূপ বলিয়া ঘটোৎকচকে আহ্বান করিলেন। আহ্বানমাত্র সেই রাক্ষস বদ্ধসন্নাহ হইয়া খড়্গ ও সশর-শরাসন ধারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইল, এবং কৃষ্ণার্জ্জুনকে অভিবাদন করিয়া কহিল, এই আমি উপস্থিত হইলাম; কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। তদনন্তর, দাশার্হ বাসুদেব উজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত প্রদীপ্ত বদন-সুশোভিত মেঘসঙ্কাশ হিড়িম্বা-নন্দনকে হাসিতে হাসিতে কহিলেন। পুত্র ঘটোৎকচ! আমি যাহা কহিতেছি, অবধারণ কর। এক্ষণে, অপর কাহার বিক্রম-দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং তোমারই পরাক্রম প্রকাশের কাল উপস্থিত হইয়াছে। তোমাতে বহুবিধ অস্ত্র ও বহুতর রাক্ষসী মায়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অতএব তুমি নিমগ্নপ্রায় এই বন্ধুগণের নৌকাস্বরূপ হও। ঐ দেখ, সমরাঙ্গনে গোপাল-কর্ত্তৃক আয়ত্ত গোযূথের ন্যায়, পাণ্ডবসৈন্যগণ কর্ণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। ঐ মহাধনুর্দ্ধর দৃঢ়বিক্রম মতিমান্ কর্ণ পাণ্ডবসৈন্য-মধ্যে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিতেছে। দৃঢ়ধন্বা ক্ষত্রিয়গণ সুমহৎ শরবৃষ্টি করিতে থাকিলেও উহার শরানলে নিপীড়িত হইয়া কোনক্রমেই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ সূতপুত্রের শরবৃষ্টি-দ্বারা পীড্যমান হইয়া সিংহত্রাসিত মৃগের ন্যায় পলায়ন করিতেছে। হে মহাবাহু ভীমপরাক্রম ভীম-নন্দন! এক্ষণে সমরে সূত-পুত্র যেরূপ উদ্রিক্ত হইয়াছে, ইহাতে তুমি ভিন্ন অপর কোন পুরুষই উহার নিবারণ-কারী বর্ত্তমান নাই। অতএব তুমি পিতৃকুল, মাতুলকুল এবং নিজেরো তেজ ও অস্ত্রবলের অনুরূপ-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও। হে হিড়িম্বা-নন্দন! "যে কোন প্রকারে হউক, আমাদিগকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবে," এই নিমিত্তই মনুষ্যগণ পুত্রকামনা করিয়া থাকে, অতএব তুমি স্বীয় বন্ধুগণকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। ভীমনন্দন! সংগ্রামস্থলে তুমি নিয়ত যুদ্ধ করিতে থাকিলে, কোনব্যক্তিই তোমার মায়া ও ভয়ানক অস্ত্রবল হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। হে শত্রুতাপন! তুমি এই নিশাসময়ে কর্ণবাণ-প্রভগ্ন ধার্ত্তরাষ্ট্রসাগরে নিমগ্নপ্রায় পাণ্ডবগণের তটস্বরূপ হও। যে হেতু রাত্রিকালে, শূর রাক্ষসগণই অপরিমিত পরাক্রমশালী বলবান্, দুর্দ্ধর্ষ ও প্রতাপবান্ হইয়া থাকে, অতএব তুমি এই সময়, স্বীয় মায়াপ্রভাবে সমরস্থিত রাধানন্দনকে বিনাশ কর, তাহা হইলেই ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডবগণ দ্রোণকে সংহার করিতে পারিবেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন অর্জ্জুনও শত্রুমর্দ্দনকারী ঘটোৎকচকে কহিলেন, ঘটোৎকচ! আমাদিগের এই সৈন্য-মধ্যে ভীমসেন, দীর্ঘবাহু সাত্যকি ও তুমি তোমরা এই তিন জনেই আমার অভিমত; অতএব তুমি এই নিশাসময়ে কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, এই যুদ্ধে মহারথী সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন কার্ত্তিকেয়ের সহায়ে তারকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, তুমিও সাত্যকি কর্ত্তৃক সহায়বান্ হইয়া রণস্থলে মহাবীর কর্ণকে সংহার কর। কৃষ্ণার্জ্জুনের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ঘটোৎকচ কহিল, হে পুরুষসত্তমদ্বয়! সংগ্রামে কি দ্রোণ, কি কর্ণ, কিম্বা অন্যান্য কৃতাস্ত্র মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণই হউক্, আমি ইহঁাদিগের সকলের সহিতই যুদ্ধ করিতে সক্ষম। অদ্য এই নিশাসময়ে সূত-পুত্রের সহিত আমি

ঈদৃশ সংগ্রাম করিব যে, মনুষ্যগণ যাহা পৃথিবীর চরমকাল-পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিতে থাকিবে। এই যুদ্ধে ভীত বা বদ্ধাঞ্জলি কোন বীরকেই পরিত্যাগ করিব না, প্রত্যুত, রাক্ষসধর্ম্ম সমাশ্রয়-পূর্ব্বক সকলকেই বিনাশ করিব। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বিপক্ষবীর হন্তা মহাবাহু হিড়িম্বানন্দন এই কথা বলিয়া আপনকার সৈন্যদিগকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুমুল সংগ্রামস্থিত কর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সূতনন্দন প্রদীপ্তাস্য ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে আপতিত ঘটোৎকচের প্রতি শরজাল বিস্তার-পূর্ব্বক তাহারে প্রতিগ্রহ করিলেন। হে রাজশার্দ্দূল মহারাজ! তৎপরে, গর্জ্জনকারী সেই রাক্ষস ও কর্ণের ইন্দ্রপ্রহ্রাদের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল।

ঘটোৎকচ যুদ্ধপ্রেরণে একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সমরাঙ্গনে ঘটোৎকচকে জিঘাংসাপরবশ হইয়া ত্বরাসহকারে সূতপুত্রের প্রতি আপতিত হইতে দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতা দুঃশাসনকে কহিলেন, এই রাক্ষস সমরে কর্ণের বেগ ও পরাক্রম অবলোকন করিয়া ত্বরাসহকারে তৎপ্রতিপক্ষে ধাবিত হইতেছে; অতএব তুমি ঐ মহারথীর নিবারণে প্রবৃত্ত হও। মহা বলশালী সূর্য্যনন্দন কর্ণ রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া যেস্থলে অবস্থিত রহিয়াছেন, তুমি মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া ঐস্থলে গমন কর। হে মানদ! তুমি সসৈন্যে যত্নপর হইয়া কর্ণকে রক্ষা কর; এই ঘোররূপ নিশাচর যেন অনবধানতা হেতু উহাঁকে বিনাশ করিতে না পারে। মহারাজ! দুর্য্যোধন এইরূপ আদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে যোধপ্রবর মহা বলশালী জটাসুর পুত্র অলংবল তাঁহার সমীপস্থ হইয়া কহিল, মহারাজ! আমি আপনা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আপনকার শত্রু সমরদুর্ম্মদ পাণ্ডবগণকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কেন না, ঐ নীচস্বভাব পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে আমার পিতা রাক্ষস-প্রধান জটাসুরকে ব্রাক্ষসমারণ-রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান-পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছে; অতএব আমিও আপনকার আজ্ঞানুসারে উহাদিগের বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক পিতার ঋণ পরিশোধের বাসনা করিতেছি। কুরুপতি দুর্য্যোধন বারংবার সেই রাক্ষস-কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া এইরূপ কহিলেন, আমি দ্রোণ ও কর্ণাদির সহিত মিলিত হইয়া আমার শত্রু পাণ্ডবদিগের বিনাশে সমর্থ হইব; পরন্তু তুমি রণস্থলে গমন করিয়া মানুষ ও রাক্ষস-সম্ভূত ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর ঘটোৎকচকে সংহার কর। ঐ দুরাত্মা সমরে নিয়ত পাণ্ডবদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথীদিগকে সংহার করিতেছে, অতএব অগ্রে আকাশচর রাক্ষসকে যম-সদনে প্রেরণ কর। কুরুরাজের এতাবৎ আদেশ শ্রবণে মহাকায় জটাসুরপুত্র তাহাই হউক এই কথা বলিয়া সমরে ভীমসেন-নন্দন ঘটোৎকচকে আহ্বান-পূর্ব্বক তাহার প্রতি বহুবিধ শস্ত্র বিকীরণ করিতে লাগিল। মহারাজ! প্রচণ্ড বায়ু যেমন জলদাবলীকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ ঘটোৎকচ একাকীই রাক্ষস অলংবল, কর্ণ ও দুস্তর কৌরব-সৈন্য প্রমথিত করিতে লাগিল। অনন্তর, মহা বলশালী অলংবল ঘটোৎকচকে মায়াবল-সম্পন্ন দেখিয়া অবিলম্বে বহুবিধ শর-সমূহ-দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারে বহু সংখ্যক বাণে বিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ শরনিকরে পাণ্ডবদিগের সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই নিশীথ সময়ে পাণ্ডব-সৈন্যগণ অলংবলের শর-প্রহারে সন্তাড়িত হইয়া বায়ুবিচ্ছিন্ন-মেঘজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময়, কৌরব-সৈন্যগণও ঘটোৎকচের শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া হস্তস্থিত সহস্র সহস্র জ্বলন্ত উল্কা সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। সেই মহা সংগ্রামে অলম্বল রোষাবিষ্ট হইয়া, যেরূপ

তোত্র-দ্বারা মহামাতঙ্গকে আহত করে, তদ্রূপ দশ বাণ-দ্বারা ঘটোৎকচকে প্রহার করিল। তদ্দর্শনে ঘটোৎকচ অলম্বলের রথ, সারথি ও আয়ুধ সকল তিল পরিমাণে ছিন্ন করিয়া ভৈরবরবে চীৎকার করিতে লাগিল। তৎকালে ঘটোৎকচ অকম্পিত মেরুপৃষ্ঠে-ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় কর্ণ, অলম্বল ও অন্যান্য সহস্র সহস্র কৌরবদিগের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ! তৎকালে সেই চতুরঙ্গিণী কৌরবী সেনা রাক্ষস-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া এরূপ ক্ষুভিত হইল, যে, পরস্পর পরস্পরের উপরি বেগে নিপতিত হইয়া পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রথ ও সারথি-বিহীন জটাসুর-নন্দন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের প্রতি দৃঢ়তর এক মুষ্টি প্রহার করিলে, ভূমিকম্প সময়ে তরুগুল্ম সমবেত পর্ব্বত যেরূপ কম্পিত হয়, তদ্রূপ ঘটোৎকচ সেই মুষ্টির দ্বারা সমাহত হইয়া সমরে বিচলিত হইল। সে তৎপরে শত্রুযূথ-নাশনক্ষম পরিঘাকার বাহু আস্ফালন-পূর্ব্বক অলম্বলকে ভীষণ মুষ্টি-দ্বারা তাড়িত করিল, এবং ক্রোধভরে প্রমথিত করিয়া উচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজ-সদৃশ ভুজদণ্ড-দ্বারা অবিলম্বে ভূতলে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। অনন্তর, বলশালী অলম্বল কোন প্রকারে ঘটোৎকচের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বেগে উত্থান-পূর্ব্বক তাহার প্রতি ধাবিত হইল, এবং রোষভরে ঘটোৎকচকে উৎক্ষেপণ ও অধঃক্ষেপণ-পূর্ব্বক মহীতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে বৃহৎকলেবর-সম্পন্ন রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বলের, লোমহর্ষকর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় মহাবীর্য্যশালী অতীব মায়া-নিপুণ সেই দুই বীর ক্ষণে ক্ষণে পরস্পর পরস্পরাপেক্ষা অতিশয়িত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহারা উভয়েই উভয়ের বধাকাঙ্ক্ষায় শত শত মায়া সৃষ্টি করিয়া কখন অগ্নি ও সাগর, কখন গরুড় ও তক্ষক, কখন মেঘ ও বায়ু, কখন বজ্র ও অচল, কখন হস্তী ও শার্দ্দূল, কখন বা রাহু ও সূর্য্যের মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক গদা, পরিঘ, প্রাস, মুদ্গর, পট্টিশ ও গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ মুষল-প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র-দ্বারা পরস্পর প্রহার করত অদ্ভুত রূপে যুদ্ধারম্ভ করিল। মহারাজ! এইরূপে মায়াময় রাক্ষস-প্রধান ঘটোৎকচ ও অলম্বল কখন গজারূঢ়, কখন অশ্বারূঢ়, কখন রথারূঢ়, কখন বা পদাতি হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলে, ঘটোৎকচ অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অলম্বলের বিনাশ-বাসনায় উৎপতিত হইয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বেগে নিপতিত হইল; এবং মহাকায় রাক্ষসেন্দ্র অলম্বলকে গ্রহণ করিয়া উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক, সমরস্থলে বিষ্ণু যেমন ময়দানবকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তাহাতে সেই ভীষণমূর্ত্তি শত্রু অলম্বল ইতস্তত চেষ্টমান হইয়া ভৈরবরবে চীৎকার করিতে থাকিলে, অমিতপরাক্রমশালী ঘটোৎকচ অদ্ভুতাকার খড়্গ উদ্যত করিয়া তাহার সেই বিকৃত-দর্শন ভয়ানক মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিল। এবং রুধিরাপ্লুত সেই মস্তক কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক লইয়া ত্বরাসহকারে দুর্য্যোধনের রথাভিমুখে ধাবিত হইল। হে রাজন্! তদনন্তর মহাবাহু রাক্ষস ঘটোৎকচ অলম্বলের সেই বিকৃত-বদন ও বিকৃত-শিরোরুহ ছিন্ন-মস্তক দুর্য্যোধনের রথে নিক্ষেপ করিয়া, বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন-পূর্ব্বক দর্প-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিল, দুর্য্যোধন! তুমি এইমাত্র যাহার বিক্রম অবলোকন করিয়াছিলে, এই ত তোমার সেই বন্ধু নিহত হইল; এক্ষণে সেইরূপ বিক্রম-সম্পন্ন কর্ণেরো এই মত অবস্থা দেখিতে পাইবে। মহারাজ! ঘটোৎকচ এই কথা বলিয়া কর্ণের মস্তকোপরি তীক্ষ্ণতর শত শত বাণজাল বিকীরণ করিতে করিতে তদভিমুখে ধাবিত হইল। অনন্তর, সেই মনুষ্য ও রাক্ষসের, লোক-

বিস্ময়কর অতীব ভয়ানক ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল।

অলম্বল-বধে দ্বিসপ্তত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সূর্য্যনন্দন কর্ণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ যে; সেই নিশীথ সময়ে সমরে সমাসক্ত হইল, তাহাদিগের সেই যুদ্ধ কিরূপ হইয়াছিল? আর সমরকালে সেই ঘোররূপ নিশাচর কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং তাহার রথ, অশ্ব ও অস্ত্র সকলই বা কিরূপ ছিল? অপিচ, তাহার শরাসন, রথধ্বজ অশ্বগণের দৈর্ঘ্য ও পরিসরের প্রমাণ কত? এবং তাহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণই বা কিরূপ ছিল? সঞ্জয়! তুমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণ, অতএব আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তৎ সমস্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বৃহৎকায় রাক্ষস ঘটোৎকচ ঊর্দ্ধরোমা নির্ণতোদর ও লোহিতাক্ষ ছিল; তাহার গণ্ডস্থল অতিশয় স্থূল, কর্ণদ্বয় শঙ্কু-সদৃশ, শ্মশ্রুলোম সিংহ-কেশরের ন্যায়, আস্যদেশ তাম্রবর্ণ ও আকর্ণ-বিদারিত, তাহাতে তীক্ষ্ন দন্ত সকল থাকায় সে অতীব রৌদ্ররসের আধার হইয়াছিল। তাহার জিহ্বা ও ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ এবং দীর্ঘ, ভ্রূযুগল লম্বমান্, নাসিকা স্থূল, অঙ্গ সকল নীলবর্ণ, গ্রীবাদেশ লোহিতবর্ণ, সমস্ত কলেবর গিরির ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল। সেই মহাকায় মহাবলশালী মহাবাহু বিকৃতরূপ রাক্ষসের মস্তক অতিবৃহৎ, শরীরস্থ চর্ম্ম সকল অতিশয় কর্কশ, জানুর অধো মাংসলভাগ বিকট রূপে ঊর্দ্ধে আবদ্ধ, এবং কটির পশ্চাৎ ভাগ অতিশয় স্থূল ও নাভিস্থল গূঢ় ছিল। সেই মহামায়া-বিশারদ মহান্ নিশাচর অনায়াসেই আপন অভিলষিত দ্রব্যাদির আহরণ করিতে পারিত। মহারাজ! সে পর্ব্বতের অগ্নিময়ী মালা ধারণের ন্যায় কণ্ঠদেশে সুবর্ণ-নির্ম্মিত নিষ্ক ও অঙ্গদ-প্রভৃতি হস্তাভরণ সকল ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে তাহার মস্তকে শুভ্রবর্ণ তোরণাকৃতি বহুবিধ রত্নজড়িত হেমময় বিচিত্র এক কিরীট শোভা পাইতেছিল। সেই রাক্ষস নবোদিত সূর্য্য-প্রভা-সদৃশ যুগল কুণ্ডল ও রত্নময়ী মালায় সমলঙ্কৃত হইয়া মহাপ্রভাবান্বিত বিপুল কাংস্যবর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক শত শত কিঙ্কিণীজাল-নিনাদিত, রক্তবর্ণ ধ্বজপট-মণ্ডিত, ঋক্ষচর্ম্ম-পরিবেষ্টিত, উৎকৃষ্ট অস্ত্র সমস্ত পরিপূর্ণ, বহুবিধ ধ্বজমালায় সুশোভিত, অষ্টচক্র-সমাযুক্ত, মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দায়মান, চারি শত হস্ত পরিমিত মহৎ এক রথবরে সমারূঢ় ছিল। ঐ রথে মত্ত মাতঙ্গ-সঙ্কাশ লোহিতাক্ষ ইচ্ছামত বর্ণধারী অতীব বেগবান্ মহাবলশালী ভীষণমূর্ত্তি এক শত অশ্ব যোজিত ছিল। সেই জিতক্লম বিপুল কেশর-সুশোভিত অশ্বগণ বারংবার হ্রেষারব করিতে করিতে সেই ঘোররূপ নিশাচরকে বহন করিতেছিল। মহারাজ! উহার সারথিও উজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত প্রদীপ্তাস্য বিরূপাক্ষ এক জন রাক্ষস সূর্য্য-রশ্মি সন্নিভ রশ্মি গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্বদিগকে সংযত করিতেছিল। মহারাজ! ঘটোৎকচ তাদৃশ রথ ও সারথির সহিত সমাযুক্ত হইয়া সুমহৎ মেঘজাল-সমাসক্ত মহান্ পর্ব্বত ও অরুণ-সমবেত দিবাকরের সাদৃশ্য ধারণ করিল। উহার সমুচ্ছ্রিত সুমহান্ রথকেতু আকাশস্পর্শ করিতেছিল, তদুপরি লোহিত-বদন মাংসাশী অতিভয়ঙ্কর একটা গৃধ্র বিরাজমান ছিল। ঘটোৎকচ তাদৃশ রথে সমারূঢ় হইয়া, বিস্তারে এক হস্ত, দৈর্ঘে দ্বাদশ অরত্নি-পরিমিত সাক্ষাৎ ইন্দ্রাশনি-সদৃশ শব্দায়মান দৃঢ়তর জ্যাযুক্ত শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক রথাক্ষ পরিমিত শর-সমূহ-দ্বারা দিক্ সকল সমাচ্ছাদিত করিতে করিতে সেই বীরক্ষয়কর রজনী সময়ে কর্ণের প্রতি ধাবিত হইল। মহারাজ! সে স্বীয় রথে অবস্থিত থাকিয়া ধনুর্বিক্ষেপ করিতে থাকিলে, তৎকালে সমস্ত শব্দ স্তম্ভিত হইয়া বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ একমাত্র কার্ম্মুক-নির্ঘোষই শ্রুত হইতে লাগিল। তাহাতে আপনকার পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যগণ সন্ত্রাসিত হইয়া সাগর-তরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।

সেই ভীষণমূর্ত্তি বিরূপাক্ষ নিশাচর তাদৃশ প্রকারে আপতিত হইলে, রাধা-নন্দন কর্ণ ত্বরাবান্ হইয়া অবলীলাক্রমে তাহারে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতঙ্গ ও যূথপতি ঋষভ যেমন প্রতিপক্ষ মাতঙ্গ ও ঋষভের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ কর্ণ শর বর্ষণ করিতে করিতে শরজাল বিকীরণকারী ঘটোৎকচের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। হে প্রজানাথ! তৎকালে কর্ণ ও রাক্ষসের, ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়েই মহাবেগ-সম্পন্ন ভীমনির্ঘোষ কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের মহাস্ত্র-দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর, আকর্ণাকৃষ্ট নিক্ষিপ্ত সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহ-দ্বারা পরস্পর পরস্পরের কাংস্য-নির্ম্মিত অঙ্গাবরণ ভেদ করিয়া শরীর বিদারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন শার্দ্দূল-দ্বয় নখ-দ্বারা ও হস্তিদ্বয় দন্ত-দ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ, তাঁহারা রথশক্তি ও বিশিখজাল বর্ষণ-পূর্ব্বক উভয়েই উভয়কে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা কখন শর সন্ধান, কখন গাত্রচ্ছেদ, কখন বা পরস্পর পরস্পরকে শরানলে দগ্ধ করত জনগণের দুষ্প্রেক্ষণীয় হইয়া উঠিলেন। অধিক কি, তৎকালে উভয়েই শরবিক্ষত-সর্ব্বাঙ্গ ও শোণিতে পরিপ্লুত হইয়া লোহিত-জল-স্রাবী গৈরিকাচল-যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরস্পর পীড়িত মহাদ্যুতি-সম্পন্ন সেই উভয় বীরই উভয়ের শরীর ভেদ করিলেন বটে, কিন্তু প্রযত্নপর হইয়াও কেহ কাহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন্না।

মহারাজ! প্রাণপণ-কারী কর্ণ ও ঘটোৎকচের প্রবৃত্ত সেই রাত্রিযুদ্ধ দীর্ঘকাল সমভাবেই হইল; পরন্ত ঘটোৎকচ অনাসক্ত-ভাবে তীক্ষ্ণতর শরসমূহ সন্ধান ও বিমোচন করিতে থাকিলে, তৎকালে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই তাহার সেই ধনুরাস্ফালন শব্দে সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িল। মহারাজ! অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর কর্ণ যখন কোন প্রকারেই ঘটোৎকচ হইতে অতিশয়িত হইতে পারিলেন না, তখন সুতরাং দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভাব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীম-সেনতনয়, কর্ণ-কর্ত্তৃক দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভাব দেখিয়া মহামায়া প্রাদুর্ভাব করিল। তাহাতে সে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে শূল, মুদ্গর, বৃক্ষ ও পাষাণপাণি ভীষণমূর্ত্তি মহতী রাক্ষসীসেনায় পরিবৃত হইল; নরপতিগণ উগ্রতর কালদণ্ড-ধারী ভূতান্তকর অন্তকের ন্যায় তাহাকে তাদৃশ সেনায় পরিবৃত হইয়া উদ্যত কার্ম্মুক হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই ব্যথিত হইলেন। এমন কি, ঐ সময় তাহার সিংহনাদে ভীত হইয়া হস্তিগণও মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং সৈন্যগণ অতিমাত্র কাতর হইল। অনন্তর, সেই সময়ে রাত্রিকাল-প্রযুক্ত সমধিক বল-সম্পন্ন রাক্ষস; সৈন্য-কর্ত্তৃক নির্ম্মুক্ত হইয়া রণস্থলের চতুর্দ্দিক্ হইতে অতীব ঘোরতর শিলাবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল; লৌহময় চক্র, ভুষণ্ডী, শক্তি, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র সকল অবিচ্ছেদে পতিত হইতে থাকিল। মহারাজ! আপনকার পুত্রগণ ও সমস্ত যোধগণ সেই অতি ভয়াবহ উগ্রতর যুদ্ধ অবলোকন করিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে, কেবল একমাত্র অস্ত্রবলশ্লাঘী কর্ণ কাতর হইলেন না; প্রত্যুত শর-বৃষ্টি-দ্বারা ঘটোৎকচ-সম্ভূত মায়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। মায়া বিনষ্ট হইলে, ঘটোৎকচ অমর্ষান্বিত হইয়া সূতপুত্রের প্রতি ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে লাগিল, তৎসমস্তই উহাঁর শরীরে প্রবৃষ্ট হইল। মহারাজ! সেই সকল বাণ কর্ণের শরীর ভেদ করিয়া রুধিরাক্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। তখন, লঘুহস্ত প্রতাপবান্ কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘটোৎকচকে অতিক্রম-পূর্ব্বক দশবাণ-দ্বারা তাহার কলেবর ভেদ করিলেন। ঘটোৎকচ সূতপুত্র-কর্ত্তৃক মর্ম্মস্থলে তাড়িত ও অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া তাঁহার বিনাশ-বাসনায় ক্রোধভরে

মণিরত্ন-জড়িত এক সহস্র অর-সমন্বিত দেব-নির্ম্মিত ক্ষুরধার এক চক্র লইয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহারাজ! যেমন দুর্ভাগ্য জনের মনোরথ ব্যর্থ হইয়া যায়, তদ্রূপ অতি বেগোদ্ভ্রামিত সেই চক্র কর্ণের শরপ্রভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। চক্র নিষ্ফল হইল দেখিয়া ঘটোৎকচ অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া রাহু যেমন ভাস্করকে আবরণ করে তদ্রূপ বাণজালে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। ঐরূপ রুদ্র, উপেন্দ্র ও ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রমশালী সূতনন্দন কর্ণও অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে ঘটোৎকচের রথ-খানিকে অবিলম্বে শরজালে সমাবৃত করিলেন। তাহাতে ঘটোৎকচ রোষাবিষ্ট হইয়া হেমাঙ্গদ-বিভূষিত এক গদা উদ্ভ্রামিত করিয়া নিক্ষেপ করিলে, তাহাও কর্ণের শরাভিহত হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর, মহাকায় ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় গর্জ্জন-পূর্ব্বক নভস্তল হইতে বৃক্ষ-বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সূতনন্দন সূর্য্য যেমন রশ্মিজাল-দ্বারা মেঘমণ্ডল ভেদ করেন, তদ্রূপ আকাশস্থিত মায়াকুশল ভীমসেন-তনয়ের কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন, এবং তাহার অশ্ব সকল নিহত ও রথখানিকে শতধা ছিন্ন করিয়া বৃষ্টিমান্ জলধরের ন্যায় শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ঘটোৎকচের শরীরে দুই অঙ্গুলী স্থানও এরূপ ছিল না, যাহা কর্ণের শরে নির্ভিন্ন হয় নাই, অধিক কি, সে মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে কণ্টকাবৃত শল্লকির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! তৎকালে, অশ্ব, রথ, ও ধ্বজসমেত ঘটোৎকচ কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে, কোন ব্যক্তিই তাহাকে দেখিতে পাইল না। পরন্তু মায়াকুশল ঘটোৎকচ কর্ণপ্রেরিত দিব্যাস্ত্র স্বীয় অস্ত্র-প্রভাবে নিরাকৃত করিয়া মায়াবল-দ্বারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে সে মায়া ও লাঘব-দ্বারা কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলে, নভস্তল হইতে অলক্ষিতরূপে অসংখ্য শরজাল নিপতিত হইতে লাগিল।

হে কুরুসত্তম! সুমহৎ মায়াবল-সম্পন্ন সেই বৃহৎকায় রাক্ষস এইরূপ মায়া-প্রভাবে সমস্ত সৈন্য বিমোহিত করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মুখমণ্ডল স্বভাবতই অশুভ দর্শন ছিল, তাহাতে আবার সে মায়াসৃষ্ট বহু সংখ্যক বদন বিরূপিত করিয়া সূতপুত্র-প্রেরিত সমস্ত দিব্যাস্ত্র মায়াবলে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তৎপরেই সেই বৃহৎকায় নিশাচর সমরে নিরুৎসাহ ও গতাসুবৎ শতধা ছিন্ন হইয়া নভস্তল হইতে পতিত হইতে দৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে কুরুপুঙ্গবগণ তাহারে নিহত মনে করিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে, সে তৎক্ষণাৎ মায়াকল্পিত অপর বহুসংখ্যক নূতন দেহ ধারণ-পূর্ব্বক এককালীন সমস্ত দিকেই দৃষ্ট হইতে লাগিল। সে মায়া-প্রভাবে কখন এক শত মস্তক, এক শত উদর ও বৃহৎ কলেবর ধারণ-পূর্ব্বক মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে থাকিল, কখন অঙ্গুষ্ঠমাত্র হইয়া পুনরায় উদ্ভূত সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বক্রভাবে ঊর্দ্ধে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কখন বা বসুন্ধরা বিদারণ করত জল-মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ক্ষণকাল পরে অন্যস্থানে উত্থান-পূর্ব্বক পুনরায় সেই স্থলেই দৃষ্টিগোচর হইল। এইরূপে সেই নিশাচর মায়াবলে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্ সকল বিচরণ-পূর্ব্বক পরিশেষে প্রকাশ্যরূপে বদ্ধসন্নাহ হইয়া হেমপরিষ্কৃত রথে অবস্থিত হইল, এবং কর্ণে দোদুল্যমান কুণ্ডল-যুগল ধারণ করিয়া সূতপুত্রের রথ-সমীপে উপস্থিত হইয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে কহিল; অহে সূতনন্দন! অবস্থান কর, এক্ষণে আমার নিকট হইতে জীবনসত্ত্বে আর কোথা গমন করিবে? অদ্য সমরে আমি তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনয়ন করিব।

মহারাজ! উগ্রতর পরাক্রম-শালী ঘটোৎকচ এই কথা বলিয়া রোষারুণিত-নয়নে অন্তরীক্ষে উৎপতিত

হইয়া বিকৃতস্বরে হাস্য করিতে লাগিল, এবং কেশরী যেমন গজেন্দ্রকে আঘাত করে, তদ্রূপ কর্ণের প্রতি শরাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়, ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় ঘটোৎকচ রথি-প্রবর কর্ণের প্রতি রথাক্ষ-পরিমিত শস্ত্র-সকল বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কর্ণ উহা নিকটস্থ না হইতে হইতেই নিরাকৃত করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণ-কর্ত্তৃক মায়া প্রতিহত হইল দেখিয়া ঘটোৎকচ পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া মায়ান্তরের সৃষ্টি করিল। তৎকালে সে মায়া-বলে শূল, প্রাস, অসি ও মুষল-প্রভৃতি শস্ত্র-রূপ জল-প্রস্রবণ ব্যাপৃত বহুতর শিখর সুশোভিত তরু সঙ্কটাকীর্ণ অতিশয় উচ্চ মহৎ এক পর্ব্বতরূপ ধারণ করিল। মহারাজ! কর্ণ অঞ্জনচয়-সন্নিভ প্রপাতস্থল-দ্বারা উগ্রতর শস্ত্রসলিল-প্রবাহবান্ সেই মহীধর অবলোকন করিয়া কিছু মাত্র ক্ষুভিত হইলেন না; প্রত্যুত, উৎসাহ-সহকারে দিব্যাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্রপ্রভাবে শৈলরাজ বহুধা বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণকাল-মধ্যে বিনষ্ট হইল। তদ্দর্শনে ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে ইন্দ্রায়ুধ-সুশোভিত শ্যামল জলধর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তথা হইতে সূতপুত্রের প্রতি উগ্রতর শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর মহাতেজা সূর্য্যনন্দন কর্ণ বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান-পূর্ব্বক সেই কালস্বরূপ মেঘমণ্ডল দূরীকৃত করিলেন। তৎপরে তিনি বাণবৃষ্টি-দ্বারা দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছাদিত করিয়া ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্র প্রতিহত করিলেন।

অনন্তর, মহাবলশালী ভীমসেন-তনয় সমরাঙ্গনে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া মহারথী কর্ণের প্রতি মহা-মায়া প্রকাশ করিল। তৎকালে, রথিপ্রবর ঘটোৎকচ অশ্বারূঢ়, গজারূঢ় ও রথারূঢ় বিবিধ কবচ-বিভূষিত নানা প্রহরণধারী মত্তমাতঙ্গ-তুল্য পরাক্রম-শালী সিংহ ও শার্দ্দূলাকার ভীষণ-মূর্ত্তি বহু সংখ্যক ক্রূর নিশাচর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া মরুৎ গণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে রথারোহণ-পূর্ব্বক পুনরায় আগমন করিতেছে দেখিয়া, মহা-ধনুর্দ্ধর কর্ণ অনাকুলিত-ভাবে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘটোৎকচ কর্ণকে প্রথমে লৌহময় পাঁচ বাণে বিদ্ধ ও সমস্ত পার্থিবগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া ভৈরবরবে চীৎকার করিতে লাগিল। তৎ-পরে, অঞ্জলিকাস্ত্র-দ্বারা অবিলম্বে কর্ণের করস্থিত শর ও গুণসমেত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিল। তখন কর্ণ দৃঢ়তর ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ সুদীর্ঘ অতীব ভার-সহ মহৎ এক কার্ম্মুক লইয়া বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করত আকাশচর নিশাচরদিগের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খা-ন্বিত শত্রুঘাতী বাণ সকল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পীনবক্ষা রাক্ষসগণ সেই সকল শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সিংহ-পীড়িত বন্য-গজযূথের ন্যায় আকুলিত হইয়া উঠিল। প্রলয়কালে ভগবান্ বহ্নি যেমন সমস্ত প্রাণীদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সমরদক্ষ সূতনন্দন হস্তী, অশ্ব ও সারথি সমেত রাক্ষসগণকে বল-পূর্ব্বক শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! পূর্ব্বকালে দেবদেব মহেশ্বর যেরূপ আকাশস্থিত ত্রিপুর দগ্ধ করিয়া শোভা পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ সূতপুত্র কর্ণও রাক্ষসীসেনা সংহার করিয়া শোভমান হইলেন; অধিক কি, ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র নরপতিগণ-মধ্যে ভয়ানক বল বীর্য্য-সম্পন্ন ক্রুদ্ধ অন্তক-সদৃশ মহাবলশালী রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ব্যতীত কোন ব্যক্তি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। তৎকালে সেই রাক্ষস এমন ক্রুদ্ধ হইল যে, মহোল্কা নিঃসৃত সশিখ-তৈলবিন্দুবৎ তাহার নয়ন যুগল হইতে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর, সে পিশাচ-বদনাকৃতি মাতঙ্গ-সদৃশ বৃহৎকায় বহু-সংখ্যক খর-সংযোজিত মায়াকল্পিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ক্রোধে অধর দংশন ও তলনির্ঘোষ করত সারথিকে কহিল, আমায় সূতপুত্রের নিকট লইয়া চল। হে প্রজানাথ! সেই রথিপ্রবর নিশাচর এই-রূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক পুনরায় সূতপুত্রের

সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া দুই যোজন উচ্চ এক যোজন আয়ত অষ্টচক্র সমন্বিত সকেশর কদম্ব-কুসুম-সদৃশ বহুল শূলাস্ত্র-সমাচিত লৌহময় মহা ভয়ঙ্কর রুদ্র-নির্ম্মিত এক অশনি গ্রহণ-পূর্ব্বক সুত-পুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে কর্ণ মহৎ কার্ম্মুক সংস্থাপন-পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশনি ধারণ করিয়া পুনরায় উহা ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল। পরন্তু কর্ণভুজ-নির্ম্মুক্ত সেই মহা প্রভাব-শালী অশনি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ ভস্মসাৎ করিয়া পৃথিবী বিদারণ-পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইল, তাহাতে দেবগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অধিক কি, তৎকালে সুত-নন্দন সহসা লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক দেব-নির্ম্মিত সেই মহাশনি ধারণ করিলেন, বলিয়া প্রাণি-মাত্রেই তাঁহার প্রশংসা করিল।

অনন্তর শত্রুতাপন কর্ণ রণস্থলে এইরূপ দুষ্কর কার্য্য করিয়া পুনরায় রথারোহণ-পূর্ব্বক ঘটোৎকচের প্রতি নারাচ-নিচয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে মানদ কৌরবেশ্বর! সেই ভীমদর্শন সংগ্রামে কর্ণ যেরূপ কার্য্য করিলেন, সমস্ত প্রাণি-মধ্যে কোন ব্যক্তিই সেরূপ করণে সমর্থ নহেন। সে যাহা হউক, পর্ব্বত যেমন অবিশ্রান্ত বারিধারায় সমাহত হয়, তদ্রূপ ঘটোৎকচ কর্ণের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত নারাচ-নিচয়ে তাড়িত হইয়া ইন্দ্রজাল-সম্ভূত বস্তুর ন্যায় পুনরায় অন্তর্হিত হইল। মহারাজ! সুমহৎ মায়াবল-সম্পন্ন শত্রু-নিসূদনকারী সেই নিশাচর এইরূপে মায়া ও লাঘব-দ্বারা সুতপুত্র-প্রেরিত সমস্ত দিব্যাস্ত্রই প্রতিহত করিল। পরন্তু, মায়া-প্রভাবে বারম্বার অস্ত্র সকল প্রতিহত হইলেও কর্ণ অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবলশালী ভীমসেন-তনয় সমস্ত মহারথীদিগকে সন্ত্রাসিত করিয়া আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিল। তাহাতে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, অগ্নি-জিহ্ব ও লৌহমুখ-বিহঙ্গ-প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আপতিত হইতে লাগিল। মহারাজ! সে তাদৃশভাবে উপস্থিত হইলেও কর্ণের শরাসন প্রমুক্ত শরনিকরে সমাকীর্ণ হইয়া সম্মুখ-সংগ্রামে অবস্থান করিতে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত ইন্দ্রজাল-সম্ভূত নগর, পর্ব্বত ও অরণ্যের ন্যায় তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। তৎপরেই বিকৃতানন বহু সংখ্যক রাক্ষস, পিশাচ, যাতুধান, শালাবৃক ও বৃক-রূপে কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক্ হইতে ধাবিত হইতে লাগিল। অপিচ তৎকালে তাহারা শোণিত-লিপ্ত বহুবিধ ভয়ানক আয়ুধ সকল উদ্যত করিয়া তাঁহারে কঠোর বাক্যের দ্বারা ত্রাসিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহাদিগের প্রত্যেককে বহুসংখ্যক সায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে রাক্ষসীমায়া প্রতিহত করিয়া সন্নত-পর্ব্ব শর-সমূহ-দ্বারা ঘটোৎকচের অশ্ব সকল সমাহত করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বগণ কর্ণের শর-প্রহারে ভগ্নপৃষ্ঠ ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ঘটোৎকচের সমক্ষেই ভূতলশায়ী হইল। মহারাজ! এইরূপে মায়া বিনষ্ট হইলে হিড়িম্বা-নন্দন, কর্ণকে "এই আমি তোমার মৃত্যুবিধান করিতেছি," এই কথা বলিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইল।

কর্ণঘটোৎকচ যুদ্ধে ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের তাদৃশ যুদ্ধ সময়ে বীর্য্যশালী রাক্ষসেন্দ্র অলাযুধ পূর্ব্বতন বৈরভাব স্মরণ করিয়া নানাবেশ-ধারী পরাক্রান্ত সহস্র সহস্র বিকৃতরূপ সুমহৎ নিশাচর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া দুর্য্যোধনের সমীপে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে ভীমসেন তাহার জ্ঞাতি বিক্রান্ত ব্রহ্মঘাতী বক ও কির্ম্মীর এবং তাহার সখা মহাতেজা হিড়িম্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন; এক্ষণে সে রাত্রি-

যুদ্ধের বিষয় অবগত হইয়া সেই চিরসঞ্চিত জ্ঞাতি-বধ অনুস্মরণ-পূর্ব্বক সমরে ভীমসেনকে সংহার করিতে অভিলাষ করিল। সেই মত্তমাতঙ্গ-তুল্য নিশাচর যুদ্ধলালসায় ভুজঙ্গবৎ রোষাবিষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট এইরূপ আবেদন করিল। মহারাজ! পূর্ব্বে ভীমসেন আমার বান্ধব রাক্ষস বক, কির্ম্মীর ও হিড়িম্বকে যেরূপে সংহার করে, তৎসমস্তই আপনার বিদিত আছে; বিশেষত সে অন্যান্য রাক্ষস ও আমাদিগের অবমাননা করিয়া কন্যাকালে হিড়িম্বার ধর্ম্মলোপ করিয়াছে, অতএব অদ্য আমি হস্তী, অশ্ব, রথ ও অনুচরবর্গের সহিত তাহাকে এবং অমাত্যগণ সমেত হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচকে সংহার করিব বলিয়া স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অদ্য আমি বাসুদেব-প্রমুখ কুন্তীপুত্রগণকে সংহার-পূর্ব্বক অনুচর বর্গের সহিত মিলিত হইয়া ভক্ষণ করিব। অতএব আপনি স্বীয় সৈন্যদিগকে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত করুন, আমরা পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত্ত রাজা দুর্য্যোধন অলায়ুধের বাক্য শ্রবণে প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক কহিলেন। হে বীর! আমার সৈন্যগণ সকলেই বৈরনির্য্যাতনে সমুৎসুক হইয়াছে, সুতরাং কোন ক্রমেই সমর হইতে নিবৃত্ত হইবে না; অতএব আমরা তোমার সৈন্যগণকে ও তোমাকে অগ্রসর করিয়া শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলায়ুধ রাজা দুর্য্যোধনকে "তাহাই হউক," এই কথা বলিয়া ঘটোৎকচের যাদৃশ শরীর তাদৃশ প্রদীপ্ত কলেবর ধারণ-পূর্ব্বক আদিত্য-তুল্য ভাস্বর রথে সমারূঢ় হইয়া নরভোজি রাক্ষসসৈন্য সমভিব্যাহারে ত্বরাসহকারে ঘটোৎকচের প্রতি ধাবিত হইল। অলায়ুধেরো সেই মহারথ এক নল্ব পরিমিত অনুপম নির্ঘোষবান্, ভল্লুকচর্ম্মে সমাবৃত ও বহুসংখ্যক তোরণচিত্রিত ছিল। তাহার রথযোজিত অশ্বগণও ঘটোৎকচের অশ্বের ন্যায় শীঘ্রগামী, হস্তিতুল্য বৃহৎকায়, রাসভ-সদৃশ শব্দকারী ও মাংসশোণিত ভোজী এবং সংখ্যাতেও এক শত অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাহার সেই সুমহৎ কার্ম্মুকও ঘটোৎকচের শরাসনের ন্যায় দৃঢ়তর জ্যাযুক্ত ও সুবর্ণ-দ্বারা উদ্ভাসিত, রথনিস্বন মহামেঘগর্জ্জন-সদৃশ এবং বাণ সকল অক্ষপরিমিত, শিলাশাণিত ও স্বর্ণপুঙ্খান্বিত, ঐরূপ, পুরোবর্ত্তী রণধ্বজও অনল ও আদিত্য-তুল্য প্রদীপ্ত এবং গোমায়ুদলে পরিরক্ষিত ছিল। সে নিজেও ঘটোৎকচের তুল্য সুমহৎ ভুজ-সম্পন্ন, শূর, শ্রীমান্ ও লোকব্যাকুল-জনক দীপ্তাস্য ছিল। মহারাজ! তৎকালে সেই মাতঙ্গ-সদৃশ কলেবর-ধারী রাক্ষস অলায়ুধ উজ্জ্বল কিরীট ও অঙ্গদাদি অলঙ্কার এবং উষ্ণীষ ও মালা-প্রভৃতি বিবিধ পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া, শরাসন, সকোষ খড়্গ, গদা, ভুষুণ্ডী, মুষল ও হল-প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র গ্রহণানন্তর পূর্ব্ববর্ণিত অনলতুল্য দেদীপ্যমান রথে আরোহণ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পাণ্ডবসেনা বিদ্রাবিত করত অন্তরীক্ষস্থিত বিদ্যুদ্দাম বিমণ্ডিত ভ্রাম্যমাণ জলদের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিরাজ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অস্মৎপক্ষীয় মহাবলশালী প্রধান প্রধান নরপতিগণও চর্ম্ম ও বর্ম্মাদি-দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

অলায়ুধযুদ্ধ প্রবেশে চতুঃসপ্তত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ সেই ভীমকর্ম্মা নিশাচরকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এবং দুর্য্যোধন-প্রভৃতি আপনকার পুত্রগণ, সমুদ্র তরণেচ্ছু নৌকাবিহীন মনুষ্যগণের নৌকা প্রাপ্তির ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের পুনর্জ্জন্ম মনে করিয়া তাহাকে স্বাগতাদি প্রশ্ন-দ্বারা সমাদর করিতে লাগিলেন। হে ভারত! কর্ণ ও

ঘটোৎকচ-সম্ভূত দুর্দ্দর্শনীয় মহা ভয়ঙ্কর সেই রাত্রি-যুদ্ধ সময়ে হিড়িম্বানন্দনের তাদৃশ দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া শত্রুপক্ষীয় নরপতিগণ সমবেত পাঞ্চালগণ বিস্মিত হইয়া মধ্যস্থের ন্যায় কেবল দর্শক হইয়া রহিল, এবং আপনকার পক্ষীয় দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথিগণ সম্ভ্রান্ত হইয়া "এই সমস্তই বিনষ্ট হইল," এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। বিশেষত আপনকার সৈন্যগণ কর্ণের জীবন রক্ষা বিষয়ে নিরাশ হইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠা-প্রযুক্ত অচেতনের ন্যায় হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে অতিমাত্র নিপীড়িত দেখিয়া রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে আহ্বান-পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, ঐ দেখ বৈকর্ত্তন কর্ণ সমরে ঘটোৎকচের সহিত সমাসক্ত হইয়া আপনার সাধ্যমত কার্য্য করিতেছেন, তথাপি অস্মৎপক্ষীয় শূর পার্থিবগণ ঘটোৎকচের বহুবিধ শস্ত্র-দ্বারা সমাহত হইয়া গজভগ্ন বৃক্ষ-সমূহের ন্যায় রণস্থলে নিপতিত হইতেছেন। অতএব হে বীর! ঐ পাপাত্মা ঘটোৎকচ মায়াবল আশ্রয়-পূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত শত্রুকর্ষণ কর্ণকে সংহার করিতে না পারে, তাহার পূর্ব্বেই তুমি বিক্রম প্রকাশ করিয়া উহারে সংহার কর; কেননা তোমার অনুমতিক্রমেই ঐ রাক্ষসকে সমরে তোমার ভাগরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ আদেশ করিলে ভীমপরাক্রম মহাবাহু রাক্ষস অলায়ুধ তাহা স্বীকার করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি অভিদ্রুত হইল। ভীমসেন-নন্দন ঘটোৎকচও সমরে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া সমাগত শত্রু অলায়ুধকে শর-সমূহ-দ্বারা নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ! তৎকালে রোষাবিষ্ট রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের অরণ্য-মধ্যে হস্তিনী কারণ মত্তমাতঙ্গ-যুগলের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এদিকে রথিপ্রবর কর্ণ রাক্ষস হইতে মুক্ত হইয়া আদিত্য-তুল্য জ্যোতিষ্মান্ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ভীমসেনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! কর্ণ তাদৃশ ভাবে আগমন করিতে থাকিলেও যোধগণাগ্রগণ্য ভীমসেন সিংহকবলিত গোবৃষের ন্যায় স্বীয় পুত্র ঘটোৎকচকে অলায়ুধগ্রস্ত দেখিয়া কর্ণকে উপেক্ষা করিয়া সূর্য্যসন্নিভ ভাস্বর রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অসংখ্য বাণজাল বিস্তার করিতে করিতে অলায়ুধের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমসেনকে আগমন করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে তাঁহারে আহ্বান করিল। রাক্ষসান্তকারী ভীমসেন সৈন্যগণ-সমবেত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে সহসা আক্রমণ-পূর্ব্বক শরনিকরে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সেইরূপ অলায়ুধও ভীমসেনের প্রতি অনবরত শিলাধৌত অবক্রগামী বাণ সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহার অনুচর ভীমমূর্ত্তি রাক্ষসগণও কৌরবদিগের জয়াভিলাষী হইয়া নানা প্রহরণ গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবিত হইল। মহাবলশালী ভীমসেন এইরূপে রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে শাণিত পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। খরবংশীয় রাক্ষসগণ ভীমের শরনিকরে বধ্যমান হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবলবান্ রাক্ষস অলায়ুধ স্বীয় সৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত দেখিয়া বেগে অভিদ্রুত হইয়া ভীমসেনকে শরজালে সমাকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্রূপ ভীমসেনও তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্র শরসমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকিলে, অলায়ুধ সেই নিক্ষিপ্ত শরসমূহ-মধ্যে কতকগুলি শর-দ্বারা ছিন্ন ও কতকগুলি ত্বরাসহকারে গ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে, ভীমপরাক্রম ভীমসেন বজ্রবেগগামী গদা লইয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! অলায়ুধ অগ্নিজ্বালা-সমাকুল সম্মুখে আপতিত সেই গদাকে স্বীয় গদা-দ্বারা তাড়িত করিলে, উহা ভীমের প্রতিই ধাবমান হইল। অনন্তর কুন্তীনন্দন ভীম, রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে

অসংখ্য শরজালে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে নিশিত শর-প্রভাবে তৎসমস্তই নিষ্ফল করিল।

সেই নিশা সময়ে ভীম-পরাক্রম রাক্ষসগণ রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধের আদেশানুসারে পাণ্ডব-পক্ষীয় হস্তী সকল বিনাশ করিতে লাগিল। তৎকালে, বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, অশ্ব এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-প্রভৃতি যোধগণ রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া কোন ক্রমেই শান্তি লাভ করিতে পারিল না। পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব সেই মহাভয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবাহু ভীমসেন রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধের বশীভূত হইয়াছেন, অতএব তুমি অবিচারিত-চিত্তে উহাঁর সাহায্যার্থে গমন কর। হে পুরুষশার্দ্দূল! তোমার আদেশক্রমে মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও দ্রৌপদী-পুত্রগণ একত্র মিলিত হইয়া কর্ণের প্রতিপক্ষে গমন করুক এবং বীর্য্যশালী যুযুধান, নকুল ও সহদেব অলায়ুধের অনুচর রাক্ষসগণকে সংহার করুক। আর দ্রোণ-পুরোবর্ত্তী এই ব্যূহিত সৈন্যগণকে তুমি স্বয়ংই নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হও; কেন না, এক্ষণে মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে, উল্লিখিত মহারথিগণ যথা নিদেশানুসারে বৈকর্ত্তন কর্ণ ও রাক্ষসগণের প্রতি ধাবিত হইলেন।

মহারাজ! ঐ সময় মহাবলশালী প্রতাপবান্ রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ আশীবিষাকার শর-সমূহ-দ্বারা ভীমসেনের শরাসন, অশ্ব ও সারথি সংহার করিয়া ফেলিল। অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, ভীমসেন রথনীড় হইতে অবরূঢ় হইয়া গুরুতর এক গদা লইয়া গর্জ্জন-পূর্ব্বক রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাগদা ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে আপতিত হইতে থাকিলে, ঘোররূপ নিশাচর অলায়ুধ স্বীয় গদা-দ্বারা উহা প্রতিহত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মহারাজ! ভীমসেন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলায়ুধের তাদৃশ ঘোরতর ভয়াবহ কার্য্য অবলোকন করিয়া আহ্লাদিত-চিত্তে পুনরায় গদা গ্রহণ করিলেন। এইরূপে সেই মনুষ্য ও রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, গদা-শব্দে পৃথিবী অতিমাত্র কম্পিত হইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা উভয়েই অমর্ষান্বিত হইয়া গদা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ-পূর্ব্বক, বজ্র-নিনাদিত মুষ্টি-দ্বারা প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং রথচক্র, যুগকাষ্ঠ, অক্ষ, অধিষ্ঠান ও উপস্কর-প্রভৃতি নিকটে যে যে দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন, তৎ সমস্তই গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ-পূর্ব্বক মহামত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পুনঃপুন আকর্ষণ করিতে থাকিলে, উভয়েরই শরীর হইতে নিরন্তর রুধিরধারা বিগলিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব-হিতৈষী হৃষীকেশ তাহা দর্শন করিয়া ভীমসেনের রক্ষার্থে ঘটোৎকচের প্রতি এই মত আদেশ করিলেন।

ভীম অলায়ুধ-যুদ্ধে পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব সমরে ভীমসেনকে রাক্ষসগ্রস্ত দেখিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন, হে তেজস্বি-শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ঘটোৎকচ! ঐ দেখ, ভীমসেন তোমার ও সমস্ত সৈন্যের সমক্ষেই রাক্ষসের বশীভূত হইতেছেন; অতএব তুমি এক্ষণে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে সংহার কর; পশ্চাৎ কর্ণকে বিনাশ করিবে। বীর্য্যশালী ঘটোৎকচ বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেবের এই মত আদেশ শ্রবণ করিয়া সমরে কর্ণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বক-ভ্রাতা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলায়ুধের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনন্তর, সেই নিশা সময়ে সেই দুই জন রাক্ষসের অতি উগ্রতর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ সময় অলায়ুধের সৈনিক শূর ভীমদর্শন নিশাচরগণ ধনুষ্পাণি হইয়া আপতিত হইতে থাকিলে, গৃহীতাস্ত্র মহারথী যুযুধান, নকুল

ও সহদেব অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। এদিকে কিরীটমালী বীভৎসু চতুর্দ্দিকে শরজাল বিকীরণ করিয়া প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়দিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিলেন। তদ্রূপ সূতপুত্র কর্ণও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী-প্রমুখ পাঞ্চালপক্ষীয় মহারথী পার্থিবগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহাদিগকে বধ্যমান দেখিয়া শরবৃষ্টি করিতে করিতে ত্বরা-সহকারে কর্ণাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! ঐ সময় মহারথী সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ক্ষণ কাল মধ্যে রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া যে স্থলে সূতপুত্র অবস্থিত ছিলেন, তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর, তাঁহারা কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, পাঞ্চালগণ দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইল।

এদিকে অলায়ুধ অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া বৃহৎ এক পরিঘ-দ্বারা শত্রুতাপন ঘটোৎকচের মস্তকে তাড়িত করিল। বীর্য্যবান্ ভীম-তনয় পরিঘ-দ্বারা সমাহত হইয়া মূর্চ্ছিত প্রায় হইল; তৎ পরে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া শতঘণ্টা-সুশোভিত জ্বলন্ত অগ্নিসঙ্কাশ কাঞ্চন-বিভূষিত এক গদা লইয়া অলায়ুধের প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহারাজ! সেই গদা ভীমকর্ম্মা ঘটোৎকচ-কর্ত্তৃক বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া মহা শব্দ সহকারে অলায়ুধের অশ্ব, সারথি ও রথ চূর্ণিত করিয়া ফেলিল। তখন, অলায়ুধ সেই ভগ্নচক্রাক্ষ বিশীর্ণধ্বজ ছিন্নকুবর হতাশ্ব রথ হইতে অবিলম্বে উৎপতিত হইয়া রাক্ষসীমায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক অনবরত রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ সময় নভোমণ্ডল বিদ্যুৎবিরাজিত তিমিরময় মেঘমালায় সমাকুল হইল, এবং তথা হইতে নিরন্তর অশনি-শব্দ, মেঘগর্জ্জন ও বজ্রপাত হইতে থাকিলে, সেই মহাসংগ্রামে ঘোরতর চটচটা-শব্দ সমুত্থিত হইল। হিড়িম্বা-নন্দন, রাক্ষস অলায়ুধের তাদৃশ মহতী মায়া অবলোকন করিয়া আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইল, এবং মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে স্বীয় মায়া প্রভাবে তাহার মায়া প্রতিহত করিল। মায়াবী অলায়ুধ মায়া বিনষ্ট হইল দেখিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ঘোরতর শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বীর্য্যশালী ঘটোৎকচ চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছাদিত করিয়া এরূপ শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল যে, তদ্দ্বারা ক্ষণকাল-মধ্যে সেই পাষাণবৃষ্টি ভস্মসাৎ হইয়া গেল; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তদনন্তর, তাহারা পরস্পর লৌহময় পরিঘ, শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, পিনাক, করবাল, তোমর, প্রাস, কম্পন, নারাচ, নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশ্বধ, অয়োগুড়, ভিন্দিপাল, গো-শীর্ষ ও উলূখল-প্রভৃতি নানাজাতি প্রহরণ লইয়া পরস্পরের প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং বৃহৎ বৃহৎ শাখা-সমন্বিত শমী, পীলু, করীর, চম্পক, ইঙ্গুদ, বদরী, পুষ্পিত কাঞ্চন, পলাশ, অরিমেদ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ ও পিপ্পল-প্রভৃতি বহুবিধ মহামহীরুহ ও নানাবর্ণ ধাতু-দ্বারা সমাচিত পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল উৎপাটন-পূর্ব্বক পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল; সেই সকল পর্ব্বতের পরস্পর প্রতিঘাতে বজ্র নিষ্পেষের ন্যায় মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। মহারাজ! পূর্ব্বকালে যেমন বানরেন্দ্র বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে সেই দুই মহাকায় মহাবলশালী রাক্ষস সুদীর্ঘকাল বহুবিধ অস্ত্র ও শস্ত্রাদির-দ্বারা যুদ্ধ করিয়া উভয়েই শাণিত খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং পরস্পর অভিক্রন্ত হইয়া পরস্পরের কেশ গ্রহণ করিল। মহারাজ! তৎকালে, তাহারা এমন ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইল যে পর্ব্বত হইতে যেমন বারিধারা নির্গত হয় তদ্রূপ তাহাদিগের বৃহৎ শরীর হইতে নিরন্তর স্বেদজল ও রুধিরধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। অনন্তর, মহাবলশালী হিড়িম্বা-তনয় বেগে উৎপতিত হইয়া বল-পূর্ব্বক অলায়ুধকে উদ্ভ্রামিত ও নিক্ষেপ করিয়া শিরশ্ছেদন করিল। ঐ সময় ঘটোৎকচ

তাহার সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন করিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ, বকজ্ঞাতি শত্রুতাপন মহাকায় অলায়ুধ নিহত হইল দেখিয়া আহ্লাদে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল, এবং সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ-প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র নিনাদ হইতে লাগিল। মহারাজ! সমরে রাক্ষস অলায়ুধ নিহত হইলে, চতুর্দ্দিক্ দীপালোক-মালায় প্রদীপ্ত সেই রাত্রি পাণ্ডব-পক্ষের বিজয়প্রদ-রূপে অতীব প্রতিভা পাইতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাবল ঘটোৎকচ অলায়ুধের ছিন্নমস্তক লইয়া বিহ্বলচিত্ত দুর্য্যোধনের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। হে ভারত! রাজা দুর্য্যোধন অলায়ুধকে নিহত অবলোকন করিয়া সৈন্যগণের সহিত অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; যেহেতু অলায়ুধ পাণ্ডবদিগের প্রতি পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া স্বয়ং আগমন-পূর্ব্বক "আমি ভীমসেনকে সংহার করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিল; তাহাতে দুর্য্যোধন "ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই ভীমসেন নিপাতিত হইবে" এইমত বিবেচনায় নিজের ও ভ্রাতৃগণের জীবন দীর্ঘকাল নিরাপদে থাকিবে মনে করিয়াছিলেন; এক্ষণে ভীমাত্মজ-কর্ত্তৃক তাহাকেই নিপাতিত দেখিয়া নিশ্চয়ই ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে মনে করিতে লাগিলেন।

অলায়ুধ বধে ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঘটোৎকচ রাক্ষস অলায়ুধকে বিনাশ করিয়া আপনকার সেনামুখে অবস্থান-পূর্ব্বক আহ্লাদে বহুতর স্বরবিকৃত করিয়া ঘোররবে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার সেই হস্তিযূথ কম্পন কারী ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে আপনকার পক্ষীয়দিগের অতীব ভয় সঞ্চার হইল। হে ভারত! ইতঃপূর্ব্বে মহাবাহু কর্ণ বলশালিপ্রধান ভীমনন্দনকে অলায়ুধের সহিত যুদ্ধে সমাসক্ত দেখিয়া পাঞ্চালদিগের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন্। তৎকালে তিনি আকর্ণাকৃষ্ট সন্নতপর্ব্ব দশ দশ বাণ দৃঢ়রূপে সন্ধান-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট নারাচ-দ্বারা যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও মহারথী সাত্যকিরে কম্পিত করিলেন। তদ্রূপ তাঁহারাও নিরন্তর শর-নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, তৎকালে মণ্ডলাকার কার্ম্মুক মাত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই নিশা সময়ে তাঁহাদিগের জ্যাঘোষ, তলধ্বনি ও নেমিনিস্বন বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুল হইয়া উঠিল। হে রাজন্! এইরূপ জ্যাশব্দ ও নেমিনির্ঘোষ গর্জ্জন, ধ্বজস্থিত পতাকা ও শরাসন বিদ্যুৎ-মণ্ডল এবং অনবরত শরবৃষ্টি বারিধারা-স্বরূপ হইলে সেই সংগ্রামই মেঘরূপে পরিকল্পিত হইল। পরন্তু, মহাশৈল-সদৃশ সারবান্ অবিচলিত-স্বভাব শত্রুবিমর্দ্দন-কারী কর্ণ তাদৃশ উদ্রিক্ত শরবৃষ্টি ক্ষণকাল-মধ্যে বিধ্বস্ত করিলেন; তৎপরে সেই মহাত্মা আপনকার পুত্রের হিতার্থী হইয়া বজ্রবেগ-তুল্য হুলাস্ত্র ও কাঞ্চন-চিত্রিত পুঙ্খবিশিষ্ট তীক্ষ্ণধার শর-সমূহ-দ্বারা শত্রুদিগকে বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সাত্যকি-প্রভৃতি পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে কর্ণের শরপ্রহারে কেহ নিপীড়িত, বিক্ষতাঙ্গ, কেহ ছিন্ন-ধ্বজ, কেহ কেহ সারথিশূন্য ও কেহ বা অশ্ববিহীন হইলেন, এবং কোনক্রমে সমরে স্থির থাকিতে না পারিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে সমরে পরাঙ্মুখ ও প্রভগ্ন হইতে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং কাঞ্চন রত্ন-চিত্রিত উৎকৃষ্ট-রথবরে আরোহণ-পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ করিতে করিতে কর্ণের সমীপস্থ হইয়া তাঁহারে বজ্রকল্প-শর-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর, তাঁহারা উভয়েই কর্ণী, নারাচ, কুম্ভ, অসন, বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাটশৃঙ্গ ও ক্ষুরপ্রপ্রভৃতি শর-সকল বর্ষণ-পূর্ব্বক নভোমণ্ডল ভেদ করিতে লাগিলেন। সেই সকল সুবর্ণপুঙ্খান্বিত

অগ্নিপ্রভ শর সকল ধারাবাহিক-রূপে তির্য্যক্ গতি-দ্বারা সমুত্থিত হইতে থাকিলে, অন্তরীক্ষ বিচিত্র-পুষ্পমালায় সমাবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অপ্রতিম-প্রভাব-সম্পন্ন সেই দুই বীর সমরে সমাহিত হইয়া উত্তমাস্ত্র-দ্বারা পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, কোনব্যক্তিই তাঁহাদিগের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইল না। মহারাজ! তৎকালে, আকশস্থিত রাহু ও সূর্য্যের সমাগম-সদৃশ সূর্য্যনন্দন কর্ণ ও ভীমসেন-তনয় ঘটোৎকচের শস্ত্রসম্পাত সমাকুল লোক-সন্তাপকর অতীব ভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধ অদ্ভুতরূপে হইতে লাগিল। পরন্তু অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর কর্ণ সমরে ঘটোৎকচ হইতে কোনক্রমে অতিশয়িত হইতে না পারিয়া পরিশেষে ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। তাহাতে ঘটোৎকচের রথ, অশ্ব ও সারথি ভস্মীভূত হইলে, সে রথভ্রষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ দৃষ্টির অগোচর হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই কূটযোধী রাক্ষস চকিতের ন্যায় অন্তর্হিত হইলে, মৎপক্ষীয়েরা যেরূপ অনুষ্ঠান করিল তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরবগণ ঘটোৎকচকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া "এই কূটযোধী-নিশাচর অদৃশ্যভাবে যেন কোন প্রকারে সূতপুত্রকে সংহার করিতে না পারে," এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর লঘুহস্ত বিচিত্রাস্ত্র-যোধী কর্ণ বাণজালে দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিলে, অন্তরীক্ষ এরূপ অন্ধকারাবৃত হইল, যে সেস্থলে প্রাণিমাত্রেই গমনাগমন করিতে সমর্থ হইল না। মহারাজ! ঐসময়, সূতপুত্র নিরন্তর শরজাল বিমোচন-পূর্ব্বক অন্তরীক্ষ সমাচ্ছাদিত করিতে থাকিলে, তাঁহার হস্তলাঘব-প্রযুক্ত আমরা তাঁহাকে বাণ গ্রহণ, কি বাণ সন্ধান, কি করাগ্র-দ্বারা তূণীর স্পর্শ কিছুই করিতে দেখিলাম না। তদনন্তর, ঘটোৎকচ নভোমণ্ডলে অতীব নিদারুণ ভয়ঙ্কর মায়া সৃষ্টি করিলে, আমরা তথায় দেদীপ্যমান উগ্রতর অগ্নিশিখার ন্যায় লোহিত-প্রভ এক মেঘ উদিত হইতে দেখিলাম; তাহাতে মুহুর্ম্মুহু বিদ্যুৎ ও শত শত উল্কা প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র দুন্দুভি নিনাদের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তৎপরে সুবর্ণপুঙ্খান্বিত রাশি রাশি শর, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, মুষল, তৈলধৌত-পরশ্বধ, প্রদীপ্ত খড়্গ, উগ্রতর তোমর, পট্টিশ, চাকচক্য-শালী লৌহবদ্ধ পরিঘ, অতিশয় গুরুতর স্বর্ণপট্টবদ্ধ এক কালীন শত প্রাণি সংহারক বিচিত্র গদা, শিতধার শূল, সহস্র সহস্র মহা শিলাখণ্ড, সাগ্নিক ও নিরগ্নি বজ্র, চক্র ও জ্বলন-প্রভ অসংখ্য ক্ষুর-প্রভৃতি শস্ত্র সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে পতিত হইতে লাগিল। অগ্নিজ্বালার ন্যায় সেই বিশাল শক্তি, পাষাণ, পরশ্বধ, প্রাস ও মুদ্গর-প্রভৃতি শস্ত্র-বৃষ্টি হইতে থাকিলে, কর্ণ শরসমূহ-দ্বারা উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে, শরাহত অশ্ব, বজ্রাস্ত্র-নিহত হস্তী ও শিলাচূর্ণিত মহারথী সকল নিপতিত হইতে থাকিলে রণস্থলে মহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। মহারাজ! ঘটোৎকচের শস্ত্র-সম্পাতে অভিহত ও নিপীড়িত কৌরব-সৈন্য ইতস্তত ভ্রমণ করিতে থাকিলে জলাবর্ত্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; ঐ সময় তাহারা চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ ও হাহাকার করিতে করিতে স্থানে স্থানে বিষণ্ণ ও বিলীন হইয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু পুরুষ-প্রবীর মহারথিগণ আর্য্যভাব-প্রযুক্ত কোন ক্রমেই সমরে পরাঙ্মুখ হইতে পারিলেন না। আপনকার পুত্রগণ মহাভয়ঙ্কর ঘোরতর শস্ত্র-বৃষ্টি ও স্বপক্ষের রাশি রাশি সৈন্য ক্ষয় অবলোকন করিয়া অতিশয় ভয়াবিষ্ট হইলেন। অপিচ চতুর্দ্দিকে জ্বলন্ত অনল-তুল্য প্রদীপ্তজিহ্ব শত শত শিবাগণ ভীষণ-স্বরে চীৎকার ও রাক্ষসগণ গর্জ্জন করিতেছে দেখিয়া যোধগণ নিরতিশয় কাতর হইয়া উঠিল। মহারাজ! সেই প্রদীপ্তজিহ্বা ও বদন-বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা-সমন্বিত শৈল-সদৃশ-কলেবর-ধারী শক্তিহস্ত ভয়ঙ্কর নিশাচরগণ নভোমণ্ডল হইতে ধারাবর্ষী জলধরের

ন্যায় উগ্রতর শস্ত্র-বৃষ্টি করিতে লাগিল। তৎকালে শর, শক্তি, শূল, উগ্রতর গদা, প্রদীপ্ত পরিঘ, অশনি-তুল্য প্রহারক্ষম পিনাক, বজ্র ও শতঘাতি চক্র-প্রভৃতি শস্ত্র-দ্বারা বিমথিত হইয়া বহুসংখ্যক যোদ্ধা নিপতিত হইল, এবং হুল, ভুষুণ্ডী, অশ্মগুড় ও কৃষ্ণবর্ণ-লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী স্থূণা সকল আপনকার পুত্রের সৈন্যদিগের উপরি নিরন্তর পতিত হইতে থাকিলে, ঘোরতর অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইল। ঐ সময়, কাহারো অস্ত্র সকল নিঃসৃত, কাহারো মস্তক চূর্ণিত, কাহারো বা হস্ত-পদাদি ভগ্ন হওয়ায় বহু সংখ্যক বীরগণ রণ-শায়ী হইতে লাগিল; ঐ রূপ হস্তী ও অশ্ব সকল অস্ত্র-দ্বারা ছিন্ন এবং রথ সকল শিলা-দ্বারা ভগ্ন ও চূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। মহারাজ! ঘটোৎকচের মায়া-সমুৎপন্ন সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর নিশাচরগণ এই প্রকার সুমহৎ শস্ত্র বর্ষণ-পূর্ব্বক যাচমান বা ভীত কোন ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিল না। কাল-নিয়মিত ক্ষত্রিয়-নাশক সেই ঘোরতর কৌরব-বিমর্দ্দ সময়ে সহসা প্রভগ্ন যোধগণ "হে কৌরবগণ! অদ্য পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থে নিশ্চয়ই ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন; অদ্য আর কিছুই থাকিবে না; অতএব তোমরা সকলে পলায়ন কর।" এই কথা বলিয়া সকলেই চীৎকার করিতে করিতে বেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ! তাদৃশ বিপদসাগরে নিমগ্ন-প্রায় কৌরবগণের একমাত্র সূতপুত্রই দ্বীপ-স্বরূপ হইলেন। সেই তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত সময়ে কৌরব-সৈন্যগণ ক্ষীণ ও ভগ্ন এবং ব্যূহ সকল ইতস্তত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, কে কৌরব-পক্ষীয়, কেবা পাণ্ডব-পক্ষীয় কিছুই বিদিত হইল না; অধিক কি, সেই মর্য্যাদা-শূন্য ভয়ঙ্কর উপদ্রব সময়ে, আমরা দিক্ সকল শূন্য প্রায় দেখিতে লাগিলাম। তৎকালে, আমরা একমাত্র সূতপুত্রকেই সেই বিপুল শস্ত্রবৃষ্টি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতে দেখিলাম। ঐ সময় শ্রীমান্ কর্ণ কিছুমাত্র মোহিত হইলেন না; প্রত্যুত, আর্য্যজন-সদৃশ দুষ্কর কার্য্য করণার্থে রাক্ষসের দিব্যমায়া সংহারাভিলাষে অন্তরীক্ষ বাণজালে সমাবৃত করিতে লাগিলেন; তাহাতে সিন্ধু ও বাহ্লীক-দেশীয় বীরগণ ভীত হইয়া স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল, এবং ঘটোৎকচকে বিজয় লাভে অসমর্থ ও কর্ণের অবিমোহিতভাব অবলোকন করিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। এমন সময়, ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত চক্রযুক্ত এক শতঘ্নী আসিয়া সহসা সূত-পুত্রের অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিল। গতাসু অশ্বগণ দন্ত, অক্ষি ও জিহ্বা নির্গত করিয়া জানু-দ্বারা ভূতলশায়ী হইল। অনন্তর, মায়াপ্রভাবে পুনঃপুন দিব্যাস্ত্র সকল প্রতিহত ও কৌরবগণ বিদ্রুত হইতে থাকিলে, কর্ণ উদ্বিগ্ন-চিত্তে হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণ করিলেন; কিন্তু তিনি বিমোহিত না হইয়া তৎকালোচিত কর্ত্তব্যতা বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়, কৌরবগণ ঘটোৎকচের ভয়ঙ্কর মায়া সন্দর্শন করিয়া কর্ণকে কহিল, হে কর্ণ! অদ্য কৌরব-পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যই বিনাশোন্মুখ হইয়াছে, অতএব তুমি অবিলম্বে সেই বাসবী শক্তি-দ্বারা এই রাক্ষসকে বিনাশ কর। ভীমার্জ্জুন আমাদিগের কি করিবে? তুমি এই নিশীথ সময়ে সর্ব্ব সৈন্য-সন্তাপ-কারী পাপাত্মা নিশাচরকে সংহার কর। আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইবে, সে নিশ্চয়ই সসৈন্য পৃথাপুত্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। হে সূতনন্দন! ইন্দ্রকল্প কৌরবগণ সমস্ত যোধগণের সহিত যেন এই রাত্রিযুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত না হন। তুমি এই সময়ে সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি-দ্বারা এই ঘোররূপ নিশাচরকে বিনাশ কর। কর্ণ সেই নিশীথ সময়ে সৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত অবলোকন ও কৌরবগণের বিপুল আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া এবং নিজেও সেই রাক্ষস-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ইন্দ্রদত্ত শক্তি মোক্ষণে ইচ্ছা করিলেন। অমর্ষ-স্বভাব সূতনন্দন সিংহের

ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের অস্ত্রপ্রতিঘাত সহ্য করিলেন না। তিনি রাক্ষসের বধাকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বলোকের অসহনীয় উৎকৃষ্ট বৈজয়ন্তী শক্তি গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! সূতপুত্র সমরে ফাল্গুনের বধার্থে যাহা বহু বর্ষ পর্য্যন্ত সমাদর-পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন; পূর্ব্বে যাহা দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তিনি স্বীয় কুণ্ডল-যুগলের পরিবর্ত্তে যে প্রধান শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মৃত্যুর সহোদরা প্রজ্বলিত উল্কা-সদৃশ অন্তকপাশ-পরিবেষ্টিত কাল-রাত্রি-স্বরূপ অগ্নিবৎ লেলিহান সেই শক্তি এক্ষণে গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! ঘটোৎকচ পরকায়-বিদারণ জ্বলন্ত অনল-তুল্য সেই উৎকৃষ্ট বাসব-দত্ত শক্তি নিক্ষেপ কালে কর্ণের হস্তস্থিত দেখিয়াই ভয়ে বিন্ধ্যগিরি-সদৃশ কলেবর ধারণ-পূর্ব্বক পলায়নের উপক্রম করিল। অধিক কি, কর্ণের করতলস্থিত সেই শক্তি অবলোকন করিয়া অন্তরীক্ষস্থ প্রাণিগণও ত্রাসে চীৎকার করিতে লাগিল। ঐ সময় প্রচণ্ড বায়ু নির্ঘাত-রূপে প্রবাহিত এবং অশনি সকল পৃথিবী বিদারণ-পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইত্যবসরে কর্ণ-নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত হুতাশন-সদৃশ সেই শক্তি সমস্ত মায়া ভস্মসাৎ করিয়া ঘটোৎকচের হৃদয়দেশ প্রগাঢ়রূপে বিদারণ-পূর্ব্বক প্রদীপ্তভাবে উৎপতিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! মহাবীর ঘটোৎকচ বহুবিধ বিচিত্র শস্ত্র-সমূহদ্বারা মানুষ ও রাক্ষসাদির সহিত ভয়ঙ্কর বীরনাদপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে বাসবী শক্তি-দ্বারা প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তৎকালে সে, শক্তিদ্বারা ভিন্নমর্ম্মা হইয়াও শত্রুক্ষয়ার্থে অতি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করত গিরি ও মেঘের ন্যায় প্রতিভা পাইতে লাগিল। মহারাজ! বিদীর্ণ-কলেবর ভীমকর্ম্মা ভীমসেন-নন্দন রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ জীবন পরিত্যাগ কালেও এরূপ ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিল যে, সে সেই বৃহৎ কলেবর গ্রহণ-পূর্ব্বক অন্তরীক্ষ হইতে বেগে পতিত হইয়া স্বীয় শরীর-দ্বারা আপনকার সৈন্যের একদেশ বিপোথিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর, কৌরবগণ মায়া ভস্মীভূত ও ঘটোৎকচ নিহত হইল দেখিয়া আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল; সেই সিংহনাদের সহিত মিলিত হইয়া আনক, মুরজ, শঙ্খ ও ভেরী-প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র নিনাদ হইতে লাগিল। বৃত্রাসুর বধ সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, ঐ সময় কর্ণও কৌরবগণ-কর্ত্তৃক সেইরূপ সমাদৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে রথারূঢ় আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন-পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঘটোৎকচ বধে সপ্তসপ্তত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পর্ব্বত যেরূপ বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ হিড়িম্বা-নন্দন ঘটোৎকচ নিহত হইল দেখিয়া পাণ্ডবগণ সকলেই শোকে বাষ্পাকুলিত লোচন হইলেন; পরন্তু বাসুদেব অতীব হর্ষভরে পরিপ্লুত হইয়া বারংবার সিংহনাদ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া সিংহনাদ-পূর্ব্বক বায়ুচালিত তরুবরের ন্যায় নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রথস্থিত ধীমান্ অচ্যুত রথ সমেত অর্জ্জুনকে স্বাভিমুখে পরিবর্ত্তিত করিয়া বারংবার বাহ্বাস্ফোটন-পূর্ব্বক পুনরায় গভীর নিনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী ধনঞ্জয় বাসুদেবকে অতিশয় আনন্দিত দেখিয়া অনতিহৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হে মধুসূদন! হিড়িম্বা-নন্দনের বিনাশে সকলেরই শোক উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু তোমার এই অনুচিত সময়েও হর্ষোদয় দেখিতেছি। দেখ, ঘটোৎকচকে নিহত দেখিয়া অস্মৎ পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যই পরাঙ্মুখ হইয়াছে; অধিক কি, উহার নিপাতনে আমরাও অপরিসীম উদ্বিগ্ন হইয়াছি। হে শত্রুতাপন জনা-

র্দ্দন! আমার বোধ হয়, এ বিষয়ে কোন বিশেষ কারণ থাকিবে; যাহা হউক্, তুমি সত্যবাদিগণের অগ্রগণ্য, অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সত্য করিয়া বল। অদ্যকার তোমার এই কার্য্য সমুদ্র-শোষণ ও মেরুকম্পনের ন্যায় অসম্ভব বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; অতএব যদি ইহা গোপনীয় না হয়, তবে তোমার এই ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ প্রকাশ করিয়া বল।

অর্জ্জুনের এতাবৎ বাক্য শ্রবণে বাসুদেব উত্তর করিলেন, হে মহামতি ধনঞ্জয়! আমার সহসা অতীব চিত্ত-প্রসন্নকর অসম্ভব হর্ষোদয়ের এই কারণ শ্রবণ কর। অদ্য ঘটোৎকচ-বিনাশ-দ্বারা ইন্দ্রশক্তি অন্তরিত হওয়ায় সমরে কর্ণকে নিহত বলিয়াই মনে কর। দ্বিতীয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শক্তিহস্তে ঐ কর্ণ সংগ্রামে অবস্থিত হইলে, এই পৃথিবী-মধ্যে কোন পুরুষই এরূপ নাই যে উহার সম্মুখে অবস্থান করে। অর্জ্জুন! তোমার ভাগ্যক্রমেই ও পূর্ব্বে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল হইতে বিচ্যুত হইয়াছে; এবং এক্ষণেও ভাগ্যবশতই উহার অমোঘ শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যদি ঐ বলশালী কর্ণ সেই কবচ ও কুণ্ডলে সন্নাহিত হইয়া সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে অমরগণের সহিত এই ত্রিলোক পরাজয় করিতে পারিত। ইন্দ্র, কুবের, জলেশ্বর বরুণ ও যম ইহাঁরা কেহই সমরে উহার প্রতিপক্ষ হইতে সমর্থ হইতেন না। অধিক কি, তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শন উদ্যত করিয়াও ঐ নরশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করিতে পারিতাম না। হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিতার্থেই শত্রুপুর-বিজয়ী কর্ণকে মায়া-প্রভাবে কুণ্ডল ও কবচ-বিহীন করিয়াছেন। ও দেবরাজকে বিমল কুণ্ডলযুগল এবং কবচ প্রদান করিয়াছিল বলিয়াই বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে, ও মন্ত্র-প্রভাবে স্তম্ভিত-বীর্য্য ক্রুদ্ধ আশীবিষ ও প্রশান্ত-তেজা অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। হে ধনঞ্জয়! যে অবধি মহাত্মা বাসব সূতপুত্রকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য যাহা ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াই প্রশান্ত হইল; ও স্বীয় দিব্য কবচ ও কুণ্ডল-যুগলের পরিবর্ত্তে উহা গ্রহণ করিয়াছিল; এবং ঐ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অবধিই সংগ্রামস্থলে তোমারে নিহত বলিয়াই মনে করিত। হে পুরুষশার্দ্দূল! আমি সত্যের-দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, কর্ণ যদিচ কবচ, কুণ্ডল ও অমোঘ শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি তোমা ভিন্ন অপর কাহারো সাধ্য নাই যে, সমরস্থলে উহারে সংহার করিতে পারে। সূতপুত্র নিয়তব্রতাচারী সত্যবাদী তপস্বী ও ব্রহ্মানুষ্ঠায়ী এবং শত্রুদিগের প্রতিও নিয়ত দয়াবান্; এই নিমিত্তই ও ইহলোকে বৃষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে! ঐ সমরশৌণ্ড মহাবাহু নিয়ত উদ্যত-কার্ম্মুক হইয়া অরণ্য-চারী যূথপতি মাতঙ্গ-যূথের গর্ব্ব খর্ব্ব-কারী কেশরীর ন্যায় সমরাঙ্গনে প্রতিপক্ষীয় রথিশ্রেষ্ঠদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া থাকে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! তোমার পক্ষীয় প্রধান প্রধান মহাত্মা যোধগণ যাহাকে শরজালরূপ সহস্র কিরণ-প্রদীপ্ত শরৎকালীন মধ্যন্দিন-গত প্রচণ্ড-সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নহে, সেই কর্ণ বর্ষাকালে যেমন জলধর-পটল নিরন্তর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ, সতত সলিলরাশি-পূর্ণ মেঘের ন্যায় প্রতিনিয়ত দিব্যাস্ত্ররূপ বারিধারা বর্ষণ করিতে থাকিলে, অন্যের কথা দূরে থাকুক্ দেবগণও চতুর্দ্দিক্ হইতে নিরন্তর শরবর্ষণ-পূর্ব্বক ঐ মহারথীকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন; বরং তাঁহাদিগেরই শরীর হইতে ভূরি ভূরি সমাংস শোণিত স্রাব হইতে থাকে। অদ্য সেই কর্ণ কবচ, কুণ্ডল ও ইন্দ্রদত্ত শক্তি-বিহীন হইয়া সামান্য মানুষভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। পরন্তু উহার বধ-বিষয়ে এক বিশেষ উপায় আছে; দ্বৈরথযুদ্ধে উহার রথচক্র পৃথিবীতে নিমগ্ন হইলে যখন ও প্রমত্ত এবং বিপন্ন হইবে, সেই অবসরে তুমি সতর্কভাবে আমার

সঙ্কেত অনুসারে উহাকে বিনাশ করিবে। কেন না ঐ অপরাজেয় কর্ণ উদ্যতাস্ত্র হইয়া সমরে অবস্থান করিলে, বীরগণাগ্রগণ্য বলহন্তা ইন্দ্রও যদি বজ্রহস্ত হইয়া আগমন করেন, তথাপি উহাকে সংহার করিতে পারেন না।

হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে আমি তোমাদিগের হিতনিমিত্তই মহাত্মা মহাবাহু জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল ও নিষাদাধিপতি একলব্য-প্রভৃতি বীরগণকে একে একে নানা উপায়-দ্বারা নিপাতিত করিয়াছি। ঐরূপ, রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বক, বিপক্ষ-সৈন্যবিমর্দ্দনকারী অলায়ুধ ও উগ্রকর্ম্মা তরস্বী ঘটোৎকচ-প্রমুখ রাক্ষস এবং অপরাপর তামস-প্রকৃতি ক্ষত্রিয়গণও বিবিধ উপায়-দ্বারা নিহত হইয়াছে।

কৃষ্ণ-বাক্যে অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৮॥

বাসুদেবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তুমি আমাদিগের কিরূপ হিতের নিমিত্ত এবং কোন্ কোন্ উপায়-দ্বারা জরাসন্ধ-প্রভৃতি পৃথিবীশ্বরগণকে নিপাতিত করিয়াছ? বাসুদেব কহিলেন, অর্জ্জুন! মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল ও মহাবলশালী নিষাদরাজ একলব্য-প্রভৃতি দুষ্ট রাজগণ যদি পূর্ব্বে নিহত না হইত, তাহা হইলে এক্ষণে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত; যেহেতু এই যুদ্ধে দুর্য্যোধন সেই রথিসত্তমদিগকে অবশ্যই বরণ করিত, এবং তাহারাও আমাদিগের প্রতি নিয়ত বিদ্বেষী ছিল; সুতরাং কৌরব পক্ষই আশ্রয় করিত, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে, সেই সকল ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দৃঢ়যোধী কৃতাস্ত্র বীরগণ সংগ্রামে দেবগণের ন্যায় কৌরবী সেনা রক্ষা করিত। অধিক কি, সূতপুত্র কর্ণ, মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল ও নিষাদাধিপতি একলব্য, ইহারা সুযোধনকে আশ্রয় করিলে, এই সমস্ত ভূমণ্ডল সন্তাপিত করিতে পারিত। হে ধনঞ্জয়! তাহাদিগের বিনাশে তোমাদিগের কিরূপ হিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে; এক্ষণে তাহারা যে যে উপায়-দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত সেই সকল অপরাজেয় বীরগণ সমরে অমরগণেরো অবধ্য ছিল। হে পার্থ! সকলের কথা দূরে থাকুক্, তাহাদিগের এক এক জনের এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, লোকপালগণ অভিরক্ষিত সমস্ত দেবসেনার সহিতও যুদ্ধ করিতে পারিত। পূর্ব্বে জরাসন্ধ রোহিণীনন্দন বলদেবের নিকট পরাজিত হইয়া ক্রোধে রক্তবর্ণ এক গদা লইয়া আমাদিগের বধার্থে নিক্ষেপ করে। অগ্নিপ্রভা-সমন্বিত সেই গদার পতন কালে বোধ হইল, যেন ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত অশনি নভোমণ্ডলের সীমন্ত শোভা বিস্তার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতেছে। রোহিণী-নন্দন সেই গদা আপতিত হইতেছে দেখিয়া উহার প্রতিঘাতার্থে স্থূণাকর্ণ নামক এক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই অস্ত্রবেগে গদা প্রতিহত হইলে, বোধ হইল যেন উহা পর্ব্বত সকল কম্পিত ও বসুধা বিদীর্ণ করিয়াই নিপতিত হইল। হে অর্জ্জুন! যেস্থলে গদা নিপতিত হয়, ঐ স্থলে লঘুবিক্রম-সম্পন্না জরা নাম্নী ঘোররূপা এক রাক্ষসী বাস করিত; যে পূর্ব্বে শত্রুদমনকারী জরাসন্ধকে জন্মকালে সংযোজিত করিয়াছিল; কেন না, ঐ রাজকুমার জন্ম সময়ে উভয় মাতার গর্ভ হইতে অর্দ্ধার্দ্ধভাগে নিঃসৃত হইয়া সেই জরা রাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত হওয়া-প্রযুক্তই জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সেই জরা রাক্ষসীই স্থূণাকর্ণ ও গদার যুগপৎ পতন বেগে ভূতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া পুত্র ও বান্ধবাদির সহিত নিহত হয়, এবং জরাসন্ধ গদারহিত হইয়াই তোমার সমক্ষে মহাসংগ্রামে ভীমসেন-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। যদি সেই প্রতাপবান্ জরাসন্ধ গদাপাণি হইয়া সমরে অবস্থিত হইত, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহারে সমরে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, পূর্ব্বে দ্রোণ তোমার হিতার্থে ছদ্মবেশে গমন-পূর্ব্বক আ-

চার্য্যত্ব জানাইয়া সত্যবিক্রম নিষাদরাজকে অঙ্গুষ্ঠ-বিহীন করিয়াছিলেন। যেহেতু সেই দৃঢ়-বিক্রম নিষাদরাজ একলব্য অঙ্গুলিত্র ধারণ-পূর্ব্বক বনচারী হইয়া নিরন্তর অস্ত্রাভ্যাস করত দ্বিতীয় রামের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়াছিল। অধিক কি, সে অঙ্গুষ্ঠযুক্ত থাকিলে, দেব, দানব, রাক্ষস ও উরগ-প্রভৃতি কেহই তাহারে সমরে পরাজিত করিতে পারিত না; সুতরাং মনুষ্যগণ ত তাহারে নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইত না। সেই দৃঢ়মুষ্টি-সম্পন্ন কৃতী নিয়ত অস্ত্রনিক্ষেপে সমর্থ নিষাদরাজকে আমি তোমার হিত নিমিত্তই সমরাঙ্গনে সংহার করিয়াছি। অপিচ আমি সমরে সুরাসুরের অজেয় মহা পরাক্রান্ত চেদিরাজকে তোমার সমক্ষেই নিহত করিয়াছি। হে নরশার্দ্দূল অর্জ্জুন! তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি এই জগতের হিতকামনায় শিশুপাল ও অপরাপর দেবদ্বেষীগণের বিনাশার্থেই তোমার সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতএব ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ-বিঘাতক হিড়িম্ব, বক ও কির্ম্মীর-প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাবণ-তুল্য বলশালী হইলেও ভীমসেন আমার প্রভাবেই তাহাদিগকে নিহত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঐরূপ, মায়াবী অলায়ুধ হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ-দ্বারা নিহত হইল; এবং ঘটোৎকচকেও উপায়-প্রভাবে কর্ণের শক্তি-দ্বারা বিনাশ করাইলাম। কিন্তু কর্ণ যদি অদ্য বাসবীশক্তি-দ্বারা ভীমনন্দন ঘটোৎকচকে বিনাশ না করিত, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে আমিই উহাকে নিহত করিতাম; তবে, পূর্ব্বে যে আমি উহারে বিনাশ করি নাই সে কেবল তোমাদিগের প্রিয়কামনা-হেতুই জানিবে। কেন না ঐ রাক্ষস নিয়তই যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণদ্বেষ্টা, ধর্ম্ম-বিলোপ-কারী পাপাত্মা ছিল; এই নিমিত্তই সংগ্রামে নিপাতিত হইল, এবং কৌশলক্রমে কর্ণের ইন্দ্রদত্ত শক্তিও অন্তরিত করিলাম। হে অর্জ্জুন! আমি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে পূর্ব্বে এইরূপ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এই ভূমণ্ডলে যাহারা ধর্ম্ম-বিলোপ-কারী হইবে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বিনাশ করিব। তোমার নিকট সত্যের-দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যেস্থলে বেদ, সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম পবিত্রতা, ধর্ম্ম, লজ্জা, সৌভাগ্য, ধৃতি ও ক্ষমা অবস্থান করে, আমি নিয়ত সেই স্থানেই অবস্থান করি। অতএব, কর্ণবধের নিমিত্ত তুমি বিষণ্ন হইও না; সে বিষয়ে আমি এমন উপায় উপদেশ করিব যে, যাহাতে তুমি তাহারে অনায়াসেই বিনাশ করিতে পারিবে। আর পাণ্ডুনন্দন বৃকোদরও সমরে সুযোধনকে যেরূপে বিনাশ করিতে সক্ষম হইবেন, আমি তদ্বিষয়েরও উপায় তোমার নিকট ব্যক্ত করিব। এক্ষণে সেনাদিগের পরিত্রাণার্থে যত্নপর হও, কেন না বিপক্ষব্যূহ-মধ্যে মহান্ হর্ষ-নিনাদ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং তোমাদিগের পক্ষীয় সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ কৌরবগণ লব্ধলক্ষ্য হইয়া তোমাদিগের ব্যূহ ভেদে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং যোদ্ধৃ-প্রবর দ্রোণও তোমাদিগের সেনা দগ্ধ করিতেছেন।

কৃষ্ণবাক্যে একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যদি কর্ণের সেই শক্তি অস্ত্র এক বীরমাত্র নিহত করিয়া নিষ্ফল হইবে এইরূপ গুণবিশিষ্ট ছিল, তবে সে কি নিমিত্ত সকলকে পরিত্যাগ করিয়া উহা অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিল না? ধনঞ্জয় নিপাতিত হইলেই পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-প্রভৃতি সকলেই বিনষ্ট হইত; যে স্থলে এক বীরমাত্র বিনাশ করিলেই যুদ্ধে জয় লাভের সম্ভব, তাদৃশ জয় কি নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলাম না। বিশেষত যখন অর্জ্জুনের 'আমি সমরে আহূত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত হইব না' এইরূপ সুমহৎ প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে, তখন সূতপুত্রের তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করাই কর্ত্তব্য ছিল। হে সঞ্জয়! এরূপ উপায় সত্ত্বেও কর্ণ কি নিমিত্তে ফাল্গুনকে দ্বৈরথ-

যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া সংহার করিল না? তুমি তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর। এক্ষণে আমার পুত্র নিতান্ত অসহায় ও হতবুদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই; যখন শক্রগণ তাহাকে তাদৃশ-ভাবে নিরূপায় করিয়াছে তখন আর সে কিরূপে তাহাদিগকে পরাজিত করিবে। হা! যে ইন্দ্রশক্তি আমার পুত্রের পরম শক্তি ও জয়লাভের পরমাশ্রয়-স্বরূপ ছিল, বাসুদেব তাদৃশ শক্তি এক ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া নিষ্ফল করিয়া দিলেন। সঞ্জয়! যেমন কুষ্ঠাদিপীড়া-দুষিত-হস্তবান্ ব্যক্তির হস্তস্থিত শ্রীফল কোন বলীয়ান্ পুরুষ-কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, তদ্রূপ কর্ণ-হস্তস্থিত সেই অমোঘ শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া নিষ্ফল হওয়ায়, উহা বাসুদেবের উপায়বলে অপহৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। হে বিদ্বন্! যেমন, সমর-প্রবৃত্ত বরাহ ও কুক্কুরের অন্যতর বিনষ্ট হইলে, চাণ্ডালের অবশ্যই লাভ হইয়া থাকে, আমার বিবেচনায় কর্ণ-ঘটোৎকচ যুদ্ধে বাসুদেবেরও সেইরূপ লাভ আছে। সংগ্রামস্থলে যদি ঘটোৎকচ সুতপুত্রকে বিনাশ করিতে পারে, তাহা হইলে ত পাণ্ডবদিগের পরমোপকার হইবে, আর যদি সুতপুত্রও ঘটোৎকচকে নিহত করে, তাহা হইলেও অমোঘশক্তি বিনষ্টরূপ মহৎকার্য্য সাধন হইল; প্রজ্ঞা-সম্পন্ন নরসিংহ বাসুদেব বুদ্ধি-দ্বারা এইরূপ বিচার করিয়াই পাণ্ডবদিগের প্রিয় ও হিতকামনায় ঘটোৎকচকে সংগ্রামে সুতপুত্রের-দ্বারা নিপাতিত করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মধুনিসূদন-কারী মহাবুদ্ধি জনার্দ্দন কর্ণের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াই সেই ইন্দ্রশক্তি বিফল করিবার বাসনায় মহাবীর্য্যশালী রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সমস্ত দুর্ঘটনা আপনকার দুর্ম্মন্ত্রণা-মূলক বলিয়াই মনে করুন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ যদি রণাঙ্গনে অর্জ্জুনকে মহারথী কর্ণের হস্ত হইতে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা তৎকালেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম। সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ যোগেশ্বর জনার্দ্দন না থাকিলে ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই অশ্ব, রথ ও ধ্বজের সহিত ভূতলশায়ী হইতেন, সন্দেহ নাই। তিনি কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নানা উপায়-দ্বারা রক্ষিত হন বলিয়াই সমরে অভিমুখী হইয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে পারেন। সে যাহা হউক, কৃষ্ণ অমোঘ শক্তি হইতে তাঁহারে বিশেষরূপে রক্ষা করিয়াছেন; নচেৎ কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি কুন্তীনন্দনকে, বজ্রবিদীর্ণ মহীরুহের ন্যায়, বিদীর্ণ করিয়া ফেলিত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন কেবল প্রজ্ঞামানী, বিরোধী ও কুমন্ত্রণা-নিপুণ; তাহা না হইলে অর্জ্জুনের ঈদৃশ বধোপায়ও বিফল হয়! আর সর্ব্বশস্ত্রধারি-প্রবর মহাবুদ্ধিমান্ কর্ণই বা কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি সেই অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিল না? হে গবল্গণ-নন্দন সঞ্জয়! তৎকালে তোমারো কি বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়াছিল, তাহা না হইলে তুমি কি নিমিত্ত শক্তি-নিক্ষেপের বিষয় কর্ণের স্মৃতি-পথে উদিত করিয়া দিলে না?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন এবং আমি, আমরা সকলেই প্রতি দিন রাত্রি কালে বুদ্ধি-দ্বারা স্থির করিয়া এইরূপ কহিতাম, "কর্ণ! কল্য প্রভাতে তুমি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া ধনঞ্জয়কে বিনাশ কর, তাহা হইলেই আমরা অপরাপর পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে প্রেষ্যবৎ আয়ত্ত করিয়া এই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিব। অথবা, অর্জ্জুন নিহত হইলে বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ যদি পাণ্ডবদিগের অন্য কোন ব্যক্তিকে স্থাপন করেন, অতএব কৃষ্ণকেই সংহার কর; কৃষ্ণই পাণ্ডবদিগের মূল। অর্জ্জুন উহার স্কন্ধরূপে উন্নত হইয়াছে, পৃথার অপর পুত্রগণ উহার শাখা এবং পাঞ্চালগণ উহার পত্রস্বরূপ। অধিক কি, কৃষ্ণই পাণ্ডবদিগের আশ্রয়, বল ও সহায়; যেমন চন্দ্র সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থের আশ্রয়,

তদ্রূপ কৃষ্ণও পাণ্ডবদিগের পরমাশ্রয়-স্বরূপ। অতএব হে কর্ণ! তুমি শাখা ও পত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব-বৃক্ষের সর্ব্বতোভাবে মূল-স্বরূপ কৃষ্ণকেই সংহার কর।” মহারাজ! আমরা কর্ণকে এই রূপ কহিয়া দুর্য্যোধনকে বলিতাম, “হে রাজন্! সূতনন্দন কর্ণ যদি যদুকুল-নন্দন দাশার্হ কৃষ্ণকে নিহত করিতে পারেন, তাহা হইলে এই সমগ্রা বসুমতী আপনকার বশীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। হে নরেন্দ্র! যাদব ও পাণ্ডবদিগের আনন্দবর্দ্ধন মহাত্মা কেশব যদি নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হয়েন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই অরণ্য, ভূধর ও সাগর-সমবেত ধরাতল আপনার করতলস্থ হইবে।” মহারাজ! নিয়ত জাগরিত ত্রিদশেশ্বর অপ্রমেয় হৃষীকেশের বধ বিষয়ে প্রতি রাত্রিতে আমাদিগের বুদ্ধি এইরূপ স্থিরীকৃত হইলেও যুদ্ধকালে বিমোহিত হইত। যাবৎ কর্ণের নিকট বাসব-দত্ত শক্তি ছিল, তাবৎ কাল কেশব নিয়তই উহা হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেন; তিনি কদাচ সমরে কর্ণের সম্মুখে রথ সংস্থাপন করিতেন না। ‘কিরূপে রাধানন্দনের অমোঘ শক্তি নিষ্ফল করিব’ এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথীদিগকে কর্ণের সম্মুখে প্রেরণ করিতেন। মহারাজ! পুরুষোত্তম মহামনা কৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে কর্ণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তখন কি জন্য তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে, এই ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন পুরুষই নাই, যিনি চক্রায়ুধধারী শত্রুদমন জনার্দ্দনকে বিনাশ করিতে পারেন।

বিশেষত রথশার্দ্দূল সত্যবিক্রম মহারথী সাত্যকিও কর্ণের বিষয় মহাবাহু কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “হে কৃষ্ণ! ইন্দ্রদত্ত শক্তি যে অমিতপরাক্রম-শালিনী ও অমোঘা, তাহা কর্ণের দৃঢ়রূপ বিশ্বাস ছিল; তবে সে কি নিমিত্ত উহা ফাল্গুনের প্রতি নিক্ষেপ করিল না?” তাহাতে বাসুদেব উত্তর করিলেন, “হে শিনিপুঙ্গব! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ইহাঁরা প্রতিদিনই মন্ত্রণা করিয়া কহিত, হে অমিতপরাক্রম কর্ণ! অহে মহাধনুর্দ্ধর জয়শালি-প্রবর কর্ণ! কুন্তী-পুত্র মহারথী ধনঞ্জয় ব্যতীত তুমি সেই অমোঘ শক্তি কাহারো প্রতি নিক্ষেপ করিও না; কেন না দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় সেই পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান ও যশস্বী। সুতরাং সে নিহত হইলেই অগ্নিহীন দেবগণের ন্যায় সৃঞ্জয়-সমবেত পাণ্ডবগণ সকলেই বিনষ্ট হইবে। হে শিনিপুঙ্গব! কর্ণ এই কথা শ্রবণে তাহাই হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং সেই অবধি তাহার অন্তঃকরণে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের বধ-বিষয় নিয়তই স্থিরীকৃত ছিল। কেবল আমিই ঐ যোধ-প্রবর রাধেয়কে বিমোহিত করিতাম বলিয়াই সে শ্বেতবাহন ধনঞ্জয়ের প্রতি ইন্দ্রশক্তি নিক্ষেপ করে নাই। হে যোধশ্রেষ্ঠ শিনি-নন্দন! আমি সেই অমোঘ বাসবী শক্তিকে অর্জ্জুনের অনিবার্য্য মৃত্যুস্বরূপ জানিয়া অন্তঃকরণ হইতে একেবারে হর্ষ ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। অদ্য ঘটোৎকচের প্রতি সেই শক্তি নিক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণের হস্ত হইতে অন্তরিত হইল দেখিয়া অর্জ্জুনকে মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি। অধিক কি, সমরস্থলে আমার অর্জ্জুন যাদৃশ রক্ষণীয়; কি পিতা, কি মাতা, কি তোমরা, কি ভ্রাতৃগণ, কেহই আমার তাদৃশ রক্ষণীয় নহে, এমন কি আমার নিজের প্রাণও তাদৃশ রক্ষণীয় নহে। হে সাত্বত! যদি এই ত্রৈলোক্য রাজ্য হইতেও অন্য কোন দুর্ল্লভ পদার্থ থাকে, তাহা হইলে ধনঞ্জয় ব্যতীত আমি তাহাও ইচ্ছা করি না; অতএব অর্জ্জুনকে অদ্য মৃত্যুমুখ হইতে পুনরাগত বোধ করিয়াই আমি ঈদৃশ হর্ষান্বিত হইয়াছি; অপিচ আমি ঘটোৎকচকে যুদ্ধার্থে কর্ণের নিকট যে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহার কারণ আমি এই নিশ্চয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, অদ্য রাত্রিকালে কর্ণকে অপর কোন বীরই নিবারণ

করিতে সমর্থ হইবে না।" সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুনের নিয়ত প্রিয় ও হিতনিরত দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ তৎকালে সাত্যকিকে এইরূপ বলিয়াছিলেন।

সঞ্জয়-বাক্যে অশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস সঞ্জয়! কর্ণ, দুর্য্যোধন ও সুবল-নন্দন শকুনির, বিশেষত তোমার অতিশয় অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে; কেন না যখন তোমরা নিশ্চয়রূপে জানিয়াছিলে যে, সেই অনিবার্য্য শক্তি ইন্দ্রাদি দেবগণেরো অসহ্য এবং রণস্থলে এক জন বীরকে সংহার করিবেই, তখন কর্ণ পূর্ব্বে সমর-প্রবৃত্ত ফাল্গুন বা দেবকী-পুত্রের প্রতি কি নিমিত্ত উহা নিক্ষেপ করিল না?

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরু-কুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আমরা প্রতিদিনই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শিবিরে আসিয়া রাত্রিকালে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া কর্ণকে কহিতাম, "হে কর্ণ! তুমি কল্য প্রভাত হইবামাত্র কেশব বা অর্জ্জুনের প্রতি নিশ্চয়ই সেই অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিবে" কিন্তু প্রভাত হইলেই দৈবপ্রভাবে কি কর্ণ, কি অন্যান্য যোধগণ, সকলেরই বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া পড়িত। অধিক কি, যখন কর্ণের হস্তে তাদৃশ অমোঘ শক্তি থাকিতেও দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ বা অর্জ্জুন নিহত হয়েন নাই, তখন আমার বিবেচনায় দৈবই বলবান্ বোধ হইতেছে। হে মহারাজ! কর্ণ নিশ্চয়ই দৈব-কর্ত্তৃক মায়াপ্রভাবে হতবুদ্ধি ও বিমোহিত হইয়া দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ বা দেবকল্প অর্জ্জুনের প্রতি সেই বাসবী শক্তি বিমোচন করেন নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তোমরা নিশ্চয়ই কেশব ও দৈব-কর্ত্তৃক স্বীয় বুদ্ধি দোষে বিড়ম্বিত ও বিনষ্ট হইলে; যেহেতু তাদৃশ অমোঘ ইন্দ্র-শক্তি তৃণতুল্য ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াই নিষ্ফল হইল। এই দুর্নীতি দোষেই আমার পুত্র, কর্ণ ও অন্যান্য পার্থিবগণ প্রভৃতি সকলকেই মৃত্যুলোক-গত বলিয়া মনে করিতেছি। সে যাহা হউক, হিড়িম্বা-নন্দন নিহত হইলে তৎকালে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পুনরায় কিরূপ যুদ্ধ হইল, তদ্বিষয় কীর্ত্তন কর। অপিচ, সেই সময় পাণ্ডব-পক্ষীয় কোন্ কোন্ যোদ্ধা সেনাদলে ব্যূহিত হইয়া দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইল এবং সৃঞ্জয়-সমবেত পাঞ্চালগণই বা তাঁহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিল? হে সঞ্জয়! দ্রোণ, সোমদত্ত-নন্দন ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধ জন্য অতিশয় অমর্ষান্বিত ও জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া জৃম্ভমাণ ব্যাঘ্র ও ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায়, পাণ্ডব-সৈন্যে প্রবেশ করত নিরন্তর শর নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাঁহার প্রতি কিরূপে প্রত্যুদ্গত হইল? হে বৎস সঞ্জয়! সেই ঘোরতর সমর সময়ে যে যে বীর আচার্য্যকে রক্ষা করিল এবং কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও দুর্য্যোধন-প্রমুখ মহারথিগণ যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল এবং দ্রোণ-জিঘাংসু সব্যসাচী ও বৃকোদরকে মৎ-পক্ষীয় যোধগণই বা কিরূপ নিপীড়িত করিল; প্রত্যুত জয়দ্রথ-বধ-হেতু কৌরবগণ এবং ঘটোৎকচ-বধ নিমিত্ত পাণ্ডবগণ অসহিষ্ণু ও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই নিশা সময়ে কিরূপ যুদ্ধ করিল তৎ সমস্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই প্রগাঢ় নিশা সময়ে কর্ণ-কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ নিহত হইলে, আপনকার পক্ষীয় যোধগণ সমর বাসনায় প্রহৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে করিতে মহাবেগে সমাগত ও স্বপক্ষীয় রাশি রাশি সৈন্যক্ষয় হইতে থাকিলে, মহাবাহু যুধিষ্ঠির অতিশয় দীনতা প্রাপ্ত হইয়া ভীমসেনের প্রতি এইমত আদেশ করিলেন, হে মহাবাহু ভীম! হিড়িম্বা-নন্দনের বিনাশে আমি বিমোহিত হইয়াছি, অতএব তুমি এক্ষণে একাকীই কৌরবগণকে নিবারণ কর। যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে

এই মত আদেশ করিয়া রথনীড়ে উপবেশন-পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ-নয়নে পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং কর্ণের ভয়ানক পরাক্রম অবলোকন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে সেইরূপ ব্যথিত দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি এরূপ কাতর-ভাব পরিত্যাগ করুন; প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় আপনকার এরূপ অবসন্ন হওয়া উচিত নহে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সুমহৎ যুদ্ধভার বহন করুন। এ সময়ে আপনি এরূপ বিষণ্ণ হইলে, জয়লাভে সংশয় হইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত-দ্বারা নেত্রবারি মার্জ্জন-পূর্ব্বক তাঁহারে এইরূপ উত্তর করিলেন, হে মহাবাহু জনার্দ্দন! ধর্ম্মের পরমগতি আমার বিদিত আছে; যে ব্যক্তি অন্যকৃত উপকার স্মরণ না করে, সে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যার ফলভাগী হয়; আমি ইহা অবগত থাকিয়াও কিরূপে সুস্থির হইতে পারি। আমাদিগের বনবাস সময়ে মহাত্মা হিড়িম্বা-নন্দন বালক হইয়াও ভূরি ভূরি সাহায্য করিয়াছে। যৎকালে শ্বেতবাহন অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থে স্বর্গে গমন করেন, তখন ঐ মহাধনুর্দ্ধর কাম্যক বনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া ধনঞ্জয়ের অনাগত কাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করিয়াছিল; এবং গন্ধমাদন যাত্রা সময়ে ঐ মহাত্মা আমাদিগকে ভূরি ভূরি দুর্গম স্থল হইতে পরিত্রাণ করিয়াছে, বিশেষত পরিশ্রান্ত পাঞ্চালীকে পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত বহন করিয়াছে। অপিচ, এই যুদ্ধের আরম্ভাবধি মহাত্মা ঘটোৎকচ মহাসংগ্রামে আমার নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছে, তাহা অন্যের অসাধ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। জনার্দ্দন! বলিতে কি, সহদেবের প্রতি আমার যেরূপ স্বাভাবিকী প্রীতি আছে, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের প্রতিও সেইরূপ পরম প্রীতি ছিল; ঐ মহাবাহু আমার অতিশয় ভক্ত ও পরম প্রিয় এবং আমিও উহার অতিশয় প্রিয় ছিলাম। এই নিমিত্তই আমি শোক-সন্তপ্ত ও বিমোহিত হইয়াছি। হে বৃষ্ণিনন্দন! ঐ দেখ, আমাদিগের সৈন্যগণ কৌরবগণ-কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইতেছে এবং দ্রোণ ও কর্ণ সমরে অতিশয় যত্নপরায়ণ হইয়াছেন। যেরূপ মত্ত মাতঙ্গযুগল বৃহৎ নলবন বিমর্দ্দন করে, তদ্রূপ ঐ দুই বীর আমাদিগের সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতেছেন। হে মাধব! ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও কর্ণ-প্রভৃতি বীরগণ অর্জ্জুনের অস্ত্র-কৌশল, পরাক্রম ও তেজ এবং ভীমসেনের বাহুবল অনাদর-পূর্ব্বক সমরে ঘটোৎকচকে নিহত করিয়া আনন্দে সিংহনাদ করিতেছেন। জনার্দ্দন! তুমি এবং আমরা সকলেই জীবিত থাকিতে সূতপুত্র কিরূপে ঘটোৎকচকে সংহার করিতে সমর্থ হইল? হা! আমাদিগের সকলকে নিরস্ত করিয়া সব্যসাচীর সমক্ষেই মহাবলশালী ঘটোৎকচকে বিনাশ করিল! কৃষ্ণ! যৎকালে দুরাত্মা কৌরবগণ অভিমন্যুকে বিনাশ করে, তখন মহারথী সব্যসাচী তথায় উপস্থিত ছিলেন না, এবং আমরা সকলেই দুরাত্মা জয়দ্রথ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলাম; সেই সময় সপুত্র দ্রোণই অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। যেহেতু আচার্য্য স্বয়ংই বধোপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন; বিশেষত সে যখন একমাত্র খড়্গ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, তৎকালে গুরুই তাহার সেই খড়্গ দুই খণ্ডে ছেদন করেন। হা! কৃতবর্ম্মা নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করত সহসা সেই বিপৎ সমুদ্রে নিমগ্ন বালকের অশ্ব ও পৃষ্ঠরক্ষক দ্বয় নিহত করে। পরিশেষে অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণ একত্রিত হইয়া ঐরূপ নানা প্রকারে সমরে সুভদ্রানন্দনকে নিপাতিত করে। কৃষ্ণ! গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় অতি সামান্য অপরাধে সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছেন, সুতরাং উহা আমার বিশেষ প্রিয় কার্য্য করা হয় নাই। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবদিগের যদি শত্রু বধ করাই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ

করাই কর্ত্তব্য। ঐ দুই জনই আমাদিগের সমস্ত দুঃখের মূল; উহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াই দুর্য্যোধন অতিশয় আশ্বস্ত হইয়াছে। হা! কি আক্ষেপের বিষয়! মহাবাহু ধনঞ্জয় কোথায় অনুচরবর্গের সহিত দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করিবেন, তাহা না করিয়া দূরদেশবাসী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিলেন। সে যাহা হউক, আমায় অবশ্যই সূতপুত্রের নিগ্রহ করিতে হইবে, এই সময় মহাবাহু বৃকোদর দ্রোণ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; অতএব আমি স্বয়ংই কর্ণ-বধার্থী হইয়া গমন করিব। তরস্বী যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া অতিবেগে সুমহৎ শরাসন বিস্ফারণ ও ভয়ঙ্কর শঙ্খ নিনাদ করত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তদনন্তর, পাঞ্চালরাজ-নন্দন শিখণ্ডী এক সহস্র রথী, তিন শত হস্তী, পঞ্চ সহস্র পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ত্বরা-সহকারে যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির-প্রমুখ বদ্ধ-সন্নাহ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ শত শত শঙ্খ ও ভেরী নিনাদ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, অর্জ্জুন! ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূত-পুত্রের বিনাশ-বাসনায় স্বয়ংই গমন করিতেছেন; অতএব এ বিষয়ে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য হইতেছে না। হৃষীকেশ এই কথা বলিয়া বেগে অশ্ব সকল সঞ্চালন-পূর্ব্বক দূরগামী যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্যাসদেব অগ্নিদগ্ধ বস্ত্র-সদৃশ, যুধিষ্ঠিরকে শোক-সন্তপ্তচিত্তে সহসা সূত-পুত্রের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! ভাগ্যক্রমেই অর্জ্জুন সমরে বহুবার কর্ণের নিকটস্থ হইয়াও জীবিত রহিয়াছেন, কেন না সে সব্যসাচীর বধ কামনাতেই ইন্দ্রশক্তি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমেই জিষ্ণু এ পর্য্যন্ত কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তাহা হইলে উভয়েই স্পর্দ্ধাবান্ হইয়া দিব্যাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিত সন্দেহ নাই। তৎপরে অর্জ্জুনের শর প্রভাবে পুনঃপুন কর্ণের অস্ত্র সকল ব্যর্থ এবং সে নিজেও অস্ত্রানলে নিপীড়িত হইলে নিশ্চয়ই ইন্দ্রদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিত; তাহা হইলে তোমার ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইত। যুধিষ্ঠির! তোমার সৌভাগ্য-বশতই সূত-পুত্র সেই অমোঘ ইন্দ্রদত্ত শক্তি-দ্বারা রাক্ষস ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াছে। বাসবী শক্তি এ বিষয়ে নিমিত্ত মাত্র; বস্তুত কালই তাহাকে সংহার করিয়াছে। বৎস! তোমার মঙ্গল নিমিত্তই ঘটোৎকচ নিহত হইয়াছে, অতএব তুমি মানসিক শোক ও ক্রোধ সম্বরণ কর; যেহেতু প্রাণিমাত্রেরই এইরূপ গতি। এক্ষণে তুমি মহাত্মা ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত পার্থিবগণের সহিত একত্রিত হইয়া কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অদ্য হইতে পঞ্চম বাসরে নিশ্চয়ই এই পৃথিবী তোমার করায়ত্ত হইবে; তুমি নিয়তই ধর্ম্মের অনুস্মরণ কর এবং আনৃশংস্য, তপস্যা, দান ও ক্ষমাদি গুণে নিরত হও, কারণ যে স্থলে ধর্ম্ম, সে স্থলেই জয় হইয়া থাকে। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতী-নন্দন ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮১॥

অথ দ্রোণ বধ প্রকরণ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের এই সকল কথা শ্রবণে নিজে আর কর্ণ-বিনাশে ইচ্ছা না করিয়া ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু সূতপুত্রের হস্তে ঘটোৎকচ নিহত হওয়ায় তাঁহার দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিল। ঐ সময় তিনি ভীমসেনকে একাকীই সমস্ত কৌরব-সৈন্য নিবারিত করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, তুমি দ্রোণের নিবারণে প্রবৃত্ত হও। হে শত্রু-তাপন! তুমি দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্তই খড়্গ, কবচ,

শর ও শরাসন সমেত হুতাশন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ, অতএব উহাঁ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি প্রহৃষ্টচিত্তে উহাঁর প্রতি ধাবিত হও, এবং জনমেজয়, শিখণ্ডী ও দৌর্ম্মুখি প্রভৃতি বীরগণ যশঃ প্রার্থী হইয়া দ্রোণের প্রতিপক্ষে গমন করুক। তৎপরে নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পুত্র ও প্রভদ্রক গণ, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সমন্বিত মহারাজ বিরাট ও দ্রুপদ, সাত্যকি এবং পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় আচার্য্যের বধার্থে গমন করুন। অধিক কি, আমার পক্ষের কি রথী, কি হস্ত্যারোহী, কি অশ্বারোহী, কি পদাতি, যে কিছু সৈন্য আছে, তৎসমস্ত একত্রিত হইয়া সমর স্থলে দ্রোণকে নিপাতিত করুক। মহারাজ! মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ আদেশ করিলে, সেই সকল রথী ও পদাতি-প্রভৃতি সৈন্য ও সেনাপতিগণ একত্রিত হইয়া মহাবেগ-সহকারে দ্রোণ-বধার্থে গমন করিল। পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সর্ব্বোদ্যোগ-সহকারে সহসা আগমন করিতে থাকিলে, শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে যুদ্ধার্থে প্রতি-গ্রহ করিলেন এবং দুর্য্যোধনও দ্রোণের জীবন রক্ষা বাসনায় রোষাবিষ্ট হইয়া সর্ব্বোদ্যোগের সহিত পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। অনন্তর, সেই শ্রান্ত বাহন ও শ্রান্ত সৈন্য কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর গর্জ্জন-পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ! সেই সকল মহারথিগণ একে পরিশ্রান্ত, তাহাতে আবার নিদ্রাতে অন্ধ প্রায় হইয়াছিল, সুতরাং তৎকালে তাহারা সমরে নি-শ্চেষ্টের ন্যায় হইয়া পড়িল এবং ঘোররূপা অতীব ভয়াবহা যোধ-প্রাণ-হারিণী সেই ত্রিযামা রজনী তাহাদিগের পক্ষে সহস্র যামার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। যাহা হউক্, সেই নিদ্রান্ধ যোধগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রহার ও নিহত করিতে থাকিলে, রাত্রির অর্দ্ধভাগ অতীত হইল। কিন্তু তৎকালে কি কৌরব কি পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণই অতিশয় কাতর ও নিরুৎসাহ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গতাসুর ন্যায় হইয়া পড়িল, তথাপি সেই ক্ষমতাশালী প্রধান প্রধান বীরগণ স্বধর্ম্ম অনুস্মরণ ও লজ্জা-নিবন্ধন স্ব স্ব ব্যূহ পরি-ত্যাগ করিতে পারিলেন না। পরন্তু অপরাপর যোধগণ নিদ্রান্ধ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ কেহ বা অশ্বের উপ-রিই শয়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় নরপতি-গণও এমন নিদ্রাতুর হইয়া পড়িলেন যে অন্যান্য যোধগণ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলে, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। সেই মহা-সংগ্রামে অপর কতকগুলি নিদ্রান্ধ যোদ্ধা স্বপ্ন দর্শনে শত্রু মনে করিয়া নানা প্রকার বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক অজ্ঞানতা-বশত আপনাকেই কেহ কেহ স্ব পক্ষদিগকে কেহ বা শত্রুগণকেও সংহার করিতে লাগিল। মহারাজ! তৎকালে, শত্রুগণ অপেক্ষা অস্মৎ পক্ষীয় বহু সংখ্যক যোদ্ধা নিদ্রাসক্ত-লোচন হইয়াও যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত ছিল। সেই নিদা-রুণ অন্ধকার সময়ে অনেকানেক নিদ্রান্ধ শূর পর-স্পর চরণে চরণে বিমর্দ্দন-প্রযুক্তও নিহত হইতে লাগিল। অনেকে এরূপ নিদ্রা-মোহিত হইল, যে, তাহারা শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইবার সময়েও কিছুমাত্র বোধ করিতে পারিল না।

মহারাজ! ঐ সময় বীভৎসু উভয় পক্ষীয় যোধ-গণের তাদৃশ কষ্টকর ব্যাপার দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে দিক্ সকল নিনাদিত করিয়া কহিলেন, হে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ! তোমরা সকলেই স্ব স্ব বাহনগণের সহিত নিরতিশয় শ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হই-য়াছ, এবং সৈন্যগণও অপরিমিত ধূলিপটল ও প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত সমরে বিরত হইয়া এই রণভূমিতেই নিদ্রা যাইতে পার। অনন্তর, চন্দ্রমা উদিত হইলে তোমরা নিদ্রা ও শ্রান্তি নিরা-কৃত করিয়া পুনরায় স্বর্গ কামনায় পরস্পর স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সংসাধন করিও। হে প্রজানাথ!

ধর্ম্মজ্ঞ সেনাপতি ও সৈন্যগণ ধার্ম্মিকপ্রবর অর্জ্জুনের সেই সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন এবং পরস্পর চীৎকার-স্বরে কহিতে লাগিল, হে কর্ণ! হে কর্ণ! হে মহারাজ দুর্য্যোধন! ঐ দেখুন, সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্য সমর হইতে নিবৃত্ত হইতেছে, অতএব আপনারাও যুদ্ধে ক্ষান্ত হউন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ফাল্গুনের সেইরূপ বাক্যানুসারে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ সমরে বিরত হইল। তৎকালে দেবগণ, মহাত্মা ঋষিগণ এবং সমস্ত সৈন্যগণ আহ্লাদিত হইয়া অর্জ্জুনের সেই মহৎ বাক্যের ভুয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল; বিশেষত সেই শ্রান্ত সৈন্যগণ অর্জ্জুনের তাদৃশ সদয় বাক্যের সমাদর করিয়া কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত সকলেই নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিল। মহারাজ! আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণ বিশ্রাম ও সুখলাভ করিয়া এইরূপে অর্জ্জুনের প্রশংসা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। হে মহাবাহু অর্জ্জুন! হে বীর! তোমাতেই সমস্ত বেদ, বুদ্ধি, পরাক্রম, ধর্ম্ম ও অস্ত্র সকল দেদীপ্যমান রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সমস্ত প্রাণীতেই তোমার দয়া আছে; অতএব হে পৃথা-নন্দন! আমরা আশ্বস্ত হইয়া তোমার যেরূপ মঙ্গল কামনা করিতেছি, অবশ্যই তাহা সিদ্ধ হইবেক; অধিক কি, তুমি অবিলম্বে আপন অভীষ্ট বিষয় লাভ কর। এইরূপে সেই মহারথিগণ নরশার্দ্দূল অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর, কেহ গজস্কন্ধে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ রথনীড়ে, কেহ বা ভূতলেই শয়ন করিতে আরম্ভ করিল; তৎকালে সেই মনুষ্যগণ অঙ্গদাদি অলঙ্কার এবং খড়্গ, পরশ্বধ ও প্রাসাদি অস্ত্রের সহিত সন্নাহিত অবস্থাতেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিদ্রিত হইল। নিদ্রান্ধ মাতঙ্গগণ ভূরেণু-ভূষিত ভুজঙ্গ-ভোগ-সদৃশ শুণ্ড-দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ-পূর্ব্বক বসুধা শীতল করিতে লাগিল; তাহারা ভূতলে নিদ্রিত হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলে, মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাস ত্যাগে প্রবৃত্ত মহাভুজঙ্গগণ-পরিবেষ্টিত ইতস্তত বিকীর্ণ পর্ব্বত সকলের ন্যায়, শোভমান হইল। অপিচ, কাঞ্চনময় যোক্ত্র-সমন্বিত কেশরালম্বিত যুগকাষ্ঠে আবদ্ধ অশ্বগণ খুরাগ্র-দ্বারা পৃথিবী খনন-পূর্ব্বক সমতল বিষম করিতে লাগিল এবং তাহারা সকলে রথাদি বহনীয় বিষয়ে নিযোজিত থাকিয়াই নিদ্রা যাইতে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ! এইরূপে সেই নিরতিশয় শ্রমান্বিত হস্তী, অশ্ব ও যোধগণ সমরে নিবৃত্ত হইয়া গাঢ়তর নিদ্রা যাইতে লাগিল। তৎকালে তাহারা তাদৃশ নিশ্চেষ্ট-ভাবে নিদ্রা যাইতে থাকিলে, বোধ হইল যেন সুনিপুণ শিল্পিগণ হস্তি, অশ্ব ও মনুষ্য সমাকুল সেই সৈন্য-দিগকে চিত্র-পটে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। মহারাজ! পরস্পর নিক্ষিপ্ত শর-দ্বারা ক্ষতবিক্ষত কলেবর কুণ্ডলালঙ্কৃত সেই যুবা ক্ষত্রিয়গণ করি-কুম্ভোপরি নিদ্রিত হইলে, বোধ হইল যেন কামিনী-গণের কুচ যুগলের উপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

তদনন্তর, কামিনীগণ-গণ্ডদেশের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ নেত্রানন্দকর চন্দ্র মাহেন্দ্রদিক্ অলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উদয়াচল-বাসী কেশরীর ন্যায় পূর্ব্বদিক্‌রূপ গুহা হইতে নিঃসৃত হইয়া কিরণ কেশর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া অন্ধকার-রূপ হস্তি যূথ বিদারণ পূর্ব্বক সমুদিত হইলেন। মহারাজ! হর বৃষভাঙ্গ সদৃশ শুভ্রকান্তি নব বধূ-গণের হাস্যের ন্যায় অতীব মনোহর কন্দর্পের আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন সদৃশ মণ্ডলাকারে উদিত সেই ভগবান্ কুমুদবান্ধব চন্দ্রমা মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভা হরণ পূর্ব্বক শশচিহ্নের অগ্রভাগে লোহিত বর্ণ প্রদর্শন করিলেন; তৎপরে সুবর্ণ-বর্ণ সুমহৎ রশ্মিজাল মন্দ মন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন। ঐসময় চন্দ্রের রশ্মিজাল স্বীয় প্রভা দ্বারা অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া ক্রমে দিক্, বিদিক্, আকাশ ও পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাহাতে ক্ষণকাল

মধ্যে সমস্ত ভুবন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিলে, অন্ধকার একেবারে লুপ্ত-নামা হইয়া পলায়ন করিল। এই-রূপ চন্দ্রোদয়ে সমস্ত লোক আলোকময় হইয়া উঠিলে, রাত্রিচর-জন্তুগণ-মধ্যে কেহ কেহ বিচরণ করিতে ক্ষান্ত হইল, কেহ কেহ বা বিচরণ করিতেও লাগিল। মহারাজ! সূর্য্যরশ্মি প্রভাবে কমলবন যেমন প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ সেই নিদ্রিত সৈন্যগণ চন্দ্ররশ্মিপ্রভাবে প্রবোধিত হইল। অপিচ, পার্ব্বণ চন্দ্রোদয়ে সাগর যেরূপ উদ্ধূত ও ক্ষুভিত হয়, তদ্রূপ সেই সৈন্য-সাগর চন্দ্রোদয়ে উদ্ধূত ও ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। অনন্তর, পরলোক-গমনাভিলাষী সেই বীর-গণের লোক-বিনাশ-হেতু পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পুনরায় যুদ্ধারম্ভে দ্বাশীত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন অমর্ষ-পরবশ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার তেজ ও হর্ষের উদ্দীপন করিয়া এই-রূপ কহিলেন, হে আচার্য্য! সংগ্রামস্থলে শত্রুগণ গ্লানমনা ও আন্তরিক শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে প্রার্থনা করিলে, লব্ধলক্ষ্যদিগের কদাচ তৎকালে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু বলবত্তর পাণ্ডবগণ বিশেষ-রূপে শ্রান্ত হইলেও কেবল আপনকার প্রিয়কামনা-হেতুই আমরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি। দেখুন, আপনা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই পাণ্ডবগণ পুনঃপুন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, আর আমরা ক্রমে তেজ ও বলে সর্ব্ব প্রকারেই হীন হইয়া আসিতেছি। আমি নিশ্চয় জানি যে, এই জগতে ব্রাহ্ম ও দিব্য-প্রভৃতি যাহা কিছু অস্ত্র শস্ত্র আছে, তৎসমস্তই আপনাতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অতএব, আমি আপনার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি সমরে প্রবৃত্ত হইলে, কি পাণ্ডবগণ, কি আমরা, কি পৃথি-বীস্থ অপরাপর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্যগণ কেহই আপনকার তুল্য হইতে পারে না। অধিক কি, হে দ্বিজোত্তম! আপনি যেরূপ দিব্যাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহাতে নিশ্চয়ই দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্ব সমবেত এই সমস্ত লোকই দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে বিনাশ করিতে পারেন। পাণ্ডবগণ আপনা হইতে বিশিষ্টরূপে হীন হইলেও শিষ্যত্ব-নিবন্ধন অথবা আমার দুর্ভাগ্য-প্রযুক্তই হউক্, আপনি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক এইরূপে কোপিত ও উত্তেজিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে এইরূপ উত্তর করিলেন, দুর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও পরম শক্তি অনু-সারে যুদ্ধ করিতেছি, তথাপি তুমি শঙ্কা করিতেছ। যাহা হউক্, অতঃপর আমি তোমার জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া অতি নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। এই সকল সৈন্যগণ অস্ত্রবিষয়ে অনভিজ্ঞ, আমি অস্ত্রাভিজ্ঞ হইয়াও ইহাদিগকে বিনাশ করিব। যখন তুমি অনুমতি করিতেছ, তখন শুভই হউক্ আর অশুভই হউক্, তোমার বাক্যানুসারে আমি অবশ্যই উহা সম্পাদন করিব। হে রাজন্! এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, অদ্য আমি পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সমরে সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া পশ্চাৎ কবচ পরিত্যাগ করিব। হে কৌরব! তুমি যে, কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুনকে সমরে শ্রান্ত বোধ করি-তেছ, সে ভ্রমমাত্র; আমি তাঁহার প্রকৃত-রূপে ভুজ-বীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই সব্যসাচী কুপিত হইলে, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষস কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে উৎসাহ করিতে পারেন না। খাণ্ডব দাহন সময়ে ভগবান্ ইন্দ্র বারি বর্ষণ করিতে থাকিলে, যে মহাত্মা কেবল শস্ত্রপ্রভা-বেই তাঁহারে নিবারিত করিয়াছিলেন। অপিচ, তৎ-কালে যক্ষ, নাগ ও দৈত্যপ্রভৃতি যে কেহ বলদর্পিত হইয়া তাঁহার অভিমুখস্থ হইয়াছিল, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ তৎসমস্তকেই যে নিপাতিত করেন, তাহা তোমারো বিদিত আছে। আর দেখ, ঘোষযাত্রা সময়ে যখন

চিত্রসেনাদি গন্ধর্ব্বগণ তোমাদিগের সকলকে হরণ করিয়া লইতেছিল, তখন ঐ দৃঢ়ধন্বা অর্জ্জুনই তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন। অপিচ, নিবাতকবচাদি দৈত্যগণ চিরকাল দেবগণের শত্রু ছিল, দেবতারা কোন ক্রমেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন নাই; কিন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সমরস্থলে তাহাদিগকে এবং হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবকে নিপাতিত করিয়াছেন; অতএব তাদৃশ অর্জ্জুনকে মনুষ্য কি রূপে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? হে প্রজানাথ দুর্য্যোধন! আমরা সবিশেষ যত্নপর থাকিলেও অর্জ্জুন যে রূপে তোমার সৈন্যক্ষয় করিতেছেন, তাহা তুমি স্বয়ংই প্রত্যক্ষ করিতেছ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ তাদৃশ ভাবে অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে থাকিলে, দুর্য্যোধন কুপিত হইয়া পুনরায় এই কথা কহিলেন, অদ্য আমি, দুঃশাসন, কর্ণ ও আমার মাতুল শকুনি আমরা এই কয়েক জন একত্রিত হইয়া সৈন্য সকল দুইভাগে বিভক্ত করিয়া যুদ্ধ করত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কোন প্রতিবাদ না করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক্, পরন্তু প্রভাবে জ্বলদগ্নি-সদৃশ এবং সমরে অক্ষয়-স্বরূপ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন ক্ষত্রিয় কে আছে? কৈ? কাহাকেও ত দৃষ্ট হইতেছে না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক্, অর্জ্জুন সশস্ত্র থাকিলে, ধনপতি কুবের, ইন্দ্র, যম, বরুণ, অসুর, উরগ ও রাক্ষস-প্রভৃতিও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। হে রাজন্! তুমি যাহা কহিলে, মূঢ় লোকেই এরূপ অসম্ভব কথা কহিয়া থাকে; কোন্ ব্যক্তি সমরে অর্জ্জুনের সহিত সঙ্গত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে? পরন্তু তুমি অতিশয় পাপমতি ও ক্রূরাত্মা এবং সকলের প্রতিই শঙ্কা করিয়া থাক, এই নিমিত্তই তোমার হিত-নিরত ব্যক্তিদিগের প্রতি তুমি ঈদৃশ কটূক্তি করিতেছ। হে রাজন্! তুমিও সৎ ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং সেই কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়ের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ ইচ্ছাও করিয়া থাক, অতএব তুমি স্বয়ংই সমরে গমন করিয়া অবিলম্বে তাঁহারে বিনাশ কর। বিশেষত তুমিই এই শত্রুতার মূল-স্বরূপ; তবে এই সমস্ত নিরপরাধ ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করাইবার প্রয়োজন কি? তুমি স্বয়ংই অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে গান্ধারীনন্দন! সমস্ত অনিষ্টের মূল-স্বরূপ দ্যূতক্রীড়া ব্যবসায়ী প্রাজ্ঞ ও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-নিরত তোমার এই মাতুলও অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষে যাত্রা করুন। উনি কুটিল, কপটমতি, শঠ ও প্রতারকের অগ্রগণ্য, এবং অক্ষ-বিদ্যাতেও বিলক্ষণ পটু; উনিই পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন; এক্ষণে যুদ্ধেও পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিবেন, সন্দেহ নাই। অপিচ, তুমি কর্ণের সহিত হৃষ্টচিত্তে অজ্ঞানতাবশত বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে এইরূপ নিরর্থক শ্লাঘা করিয়াছিলে যে, "হে পিত! আমি, কর্ণ এবং আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিন জন একত্রিত হইয়া সমরে পাণ্ডু-পুত্রদিগকে বিনাশ করিব।" পূর্ব্বে প্রায় প্রতি সভাতেই তোমার এইরূপ শ্লাঘার বিষয় শ্রবণ করিতাম, এক্ষণে কর্ণাদির সহিত মিলিত হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ-পূর্ব্বক স্বীয় বাক্য সত্য কর। ঐ দেখ, দুর্জ্জয় শত্রু পাণ্ডুপুত্র তোমার অগ্রেই অবস্থিত রহিয়াছে। যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা কর, তাহা হইলে এই যুদ্ধে তোমার জয় লাভ অপেক্ষা বিনাশও শ্লাঘ্যতর। দুর্য্যোধন! এই পৃথিবীতে তুমি দান, অধ্যয়ন ও ভোগাদি অনেক করিয়াছ; অধিক কি, অভিলষিত সমস্ত ঐশ্বর্য্যই লাভ করিয়াছ; সুতরাং দেব ও পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছ; অতএব আর ভয় করিও না, স্বয়ংই অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দ্রোণাচার্য্য এই কথা বলিয়া

যেস্থলে শত্রুগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল, তথায় উপনীত হইলেন এবং দুর্য্যোধনও সৈন্যদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

সৈন্য দ্বৈধীকরণে ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাত্রির ত্রিভাগ অতীত হইয়া একভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে সেই প্রহৃষ্টচিত্ত কৌরব ও পাণ্ডবগণের পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

তদনন্তর, আদিত্যের অগ্রভাগে অরুণ সমস্ত চন্দ্রপ্রভা হরণ ও দিবাকরকে লোহিতবর্ণ করিয়া উদিত হইলেন। ঐ সময়, কৌরব-সৈন্য দুইভাগে বিভক্ত হইলে, দ্রোণ দুর্য্যোধনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সোমক, পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ কৌরবগণকে দ্বিধা বিভক্ত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে সব্যসাচিন্! তুমি এই শত্রুদিগকে বামদিকৃস্থ কর। অর্জ্জুন কেশবকে "তাহাই কর" এইরূপ বলিয়া ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ ও কর্ণকে বামভাগে করিলেন। সমরাঙ্গনস্থিত শত্রুপুর-বিজয়ী ভীমসেন কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! হে বীভৎসো! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়-রমণীগণ যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করেন, তাহার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে; হে যোধশ্রেষ্ঠ! এমন সময় প্রাপ্ত হইয়াও যদি তুমি শ্রেয়োবিধান না কর, তাহা হইলে অতিশয় নৃশংসতার কার্য্য করা হইবে এবং লোক-মধ্যে অসম্মানিত হইবে। অতএব তুমি এই বামভাগ-স্থিত কৌরবদিগকে ভেদ করিয়া স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে সত্য, ধর্ম্ম, যশ ও শ্রীর নিকট হইতে আনৃণ্য লাভ কর।

মহারাজ! কৃষ্ণের এইরূপ আদেশানুসারে সব্যসাচী ও ভীমসেন দ্রোণ ও কর্ণকে অতিক্রম-পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য আক্রমণ করিলেন। সেই পরাক্রান্ত বীর শরানলে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে সমরাঙ্গনে আগমন করিতে থাকিলে, যেরূপ প্রবৃদ্ধ পর্ব্বতকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না; তদ্রূপ কৌরব-পক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা যথা-সাধ্য যত্নপর হইয়াও নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবল-নন্দন শকুনি তাঁহার প্রতি অসংখ্য শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দিব্যাস্ত্রজ্ঞপ্রবর অর্জ্জুন তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র সকল নিষ্ফল করিয়া অনবরত শরজাল বিকীরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তিনি হস্তলাঘব-দ্বারা অস্ত্র সকল নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে উদ্ধূত ধূলিপটল, নিরন্তর শস্ত্রবৃষ্টি, অন্ধকার ও ভয়ানক বীরনাদ একত্র মিলিত হওয়ায় তুমুল হইয়া উঠিল; তাহাতে আকাশ, কি পৃথিবী, কি দিক্ সকল, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; বিশেষত সৈন্যদিগের পাদোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটলে সকলেই অন্ধপ্রায় হইল। ঐ সময়, কি শত্রুগণ কি আমরা, পরস্পর কেহ কাহাকে জানিতে পারিলাম না; পার্থিবগণ কেবল অনুমান দ্বারাই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরের বাহু, বর্ম্ম ও কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক যুদ্ধে সমাসক্ত হইল। কোন কোন রথী অশ্ব ও সারথি-বিহীন ও ভয়পীড়িত হইয়া জীবিত থাকিয়াও নিশ্চেষ্টভাবে পতিত থাকা-প্রযুক্ত বোধ হইল যেন সকলেই নিহত হইয়াছে। ঐরূপ অশ্বারোহিগণও অশ্বসমেত পর্ব্বতাকার হস্তীতে বিলীন থাকিয়া গতাসুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামস্থল হইতে উত্তর দিকে গমন-পূর্ব্বক ধূমশূন্য জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহাকে সমরাঙ্গন হইতে একান্তে অবস্থিত দেখিয়া ত্রাসে কম্পিত হইতে লাগিল। মহারাজ! তৎকালে, শত্রুগণ আচার্য্যকে দিব্য শ্রী-সমন্বিত ও প্রভাবে জ্বলদগ্নি-সদৃশ প্রদীপ্ত দেখিয়া ত্রাসিত, মলিন ও বিচলিত হইয়া পড়িল। যেমন

দানবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয় বিষয়ে হতাশ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ, শত্রু-সৈন্য আহ্বান-কারী গলিত-মদ মাতঙ্গ-তুল্য আচার্য্যকে পরাজয় করিতে আশা করিলেন না। পার্থিবগণ-মধ্যে অনেকেই নিরুৎসাহ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন কোন নির্ভীক-চিত্ত শূর ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া হস্ত-দ্বারা হস্তাগ্র নিষ্পেষণ, কেহ ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া অধর দংশন, কেহ আয়ুধ-বিক্ষেপণ, কেহ কেহ বা ভুজমর্দ্দন করিতে লাগিল, এবং কোন কোন মহা-বলশালী বীর জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া বেগে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইল; বিশেষত পাঞ্চালগণ দ্রোণ-সায়কে নিপীড়িত ও অতিশয় বেদনাতুর হইয়া ঘোরতর সমরে সমাসক্ত হইল।

ঐ সময় সমর-দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্য তাদৃশ প্রবল বেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলে, পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদ ও মৎস্যরাজ বিরাট তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে সঙ্গত হইলেন। মহারাজ! তৎপরে দ্রুপদ-রাজের তিন পৌত্র ও মহাধনুর্দ্ধর চেদিগণ দ্রোণের প্রতি অভিদ্রুত হইল। তাহারা আগত-মাত্র দ্রোণ নিশিত তিন শর দ্বারা দ্রুপদের তিন পুত্রের প্রাণ হরণ-পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তদনন্তর, ভারদ্বাজ-নন্দন মহারথী দ্রোণ সমরস্থিত চেদি, কেকয়, সৃঞ্জয় ও সমগ্র মৎস্যদিগকে পরাজিত করিলেন। তদ্দর্শনে নরপতি দ্রুপদ ও বিরাট ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষত্রিয়মর্দ্দনকারী দ্রোণ সেই শরবৃষ্টি নিবারণ করিয়া বিরাট ও দ্রুপদরাজকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তাহাতে ক্রোধন-স্বভাব সেই দুই নরপতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে অসংখ্য শর-নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তখন দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া অতীব তীক্ষ্ণধার দুই ভল্ল-দ্বারা তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাঁহারা উভয়েই কুপিত হইয়া বিরাটরাজ দশ তোমর ও দশ বাণ এবং দ্রুপদরাজ ভুজগ-সন্নিভ সুবর্ণ-বিভূষিত লৌহময়ী এক শক্তি লইয়া দ্রোণের রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে দ্রোণ সুনিশিত ভল্ল-নিচয়-দ্বারা বিরাট-নিক্ষিপ্ত দশ তোমর ছিন্ন করিয়া বহুসংখ্যক সায়ক-দ্বারা দ্রুপদরাজের সেই কনক-বৈদূর্য্য-নিভ শক্তি নিরাকৃত করিলেন। তৎপরেই সেই শত্রুমর্দ্দন-কারী আচার্য্য পীতবর্ণ দুই ভল্ল-দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

মহারাজ! নরপতি দ্রুপদ ও বিরাট, বহু সংখ্যক কেকয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চাল-সৈন্য এবং দ্রুপদ-রাজের তিন বীর পৌত্র নিহত হইলে, মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য সন্দর্শন করিয়া দুঃখ ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সমস্ত রথিগণ-মধ্যে এইরূপ শপথ করিলেন। "অদ্য যদি আমি সমরে দ্রোণের নিকট পরাজিত হই, অথবা উনি আমার হস্তে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্রিয় ও ইষ্টাপূর্ত্ত হইতে ভ্রষ্ট হইব।" এইরূপে পরবীরহন্তা পাঞ্চালরাজ-নন্দন, সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণ-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া সসৈন্যে দ্রোণের প্রতিপক্ষে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ একত্রিত হইয়া দ্রোণের প্রতি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে প্রধান প্রধান ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবল-নন্দন শকুনি আচার্য্যের রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেই সকল মহারথি-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ যত্নপর হইয়াও তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। তখন ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোর বাক্য-দ্বারা যেন ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়াই কহিতে লাগিলেন, মহারাজ দ্রুপদের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সমস্ত অস্ত্রে অভিজ্ঞ ও ক্ষত্রিয়াভিমানী হইয়া কোন্ পুরুষ সম্মুখস্থিত শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া থাকে? বিশেষত পিতা ও পুত্রদিগের বধ সন্দর্শনে সমস্ত রাজগণ-মধ্যে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়া কোন্ ব্যক্তি শত্রুকে পরিত্যাগ

করিয়া থাকে? এক্ষণে দ্রোণ শরচাপ-রূপ কাষ্ঠে প্রজ্বলিত হইয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায় ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করিতেছেন; অতএব তোমরা এইস্থলে অবস্থান-পূর্ব্বক আমার কার্য্য অবলোকন কর। পাণ্ডবসেনা নিঃশেষিত করিবার পূর্ব্বেই আমি স্বয়ং উহাঁর প্রতিপক্ষে গমন করিব। এই কথা বলিয়া বৃকোদর অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট দৃঢ়তর শরজাল বিস্তার-পূর্ব্বক কৌরব-সেনা বিদ্রাবিত করিতে করিতে ব্যূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই মহাব্যূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থে দ্রোণের সহিত সঙ্গত হইলে, অতিতুমুলকাণ্ড হইয়া উঠিল। মহারাজ! সেই সূর্য্যোদয় সময়ে যেরূপ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, পূর্ব্বে আমরা তাদৃশ যুদ্ধ কদাচ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। তৎকালে, পরস্পর সংশ্লিষ্ট বহু সংখ্যক রথ ও মনুষ্যদিগের রাশি রাশি হত ও বিশীর্ণ শরীর সকল দৃষ্ট হইল এবং কোন কোন সমর-পরাঙ্মুখ বীর পলায়ন কালে পথি-মধ্যে অন্য-কর্ত্তৃক উপদ্রুত এবং কেহ কেহ পশ্চাৎ ও পার্শ্ব হইতে তাড়িত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই অতীব নিদারুণ সংগ্রাম হইতে থাকিলে, ক্ষণকাল-মধ্যে সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন।

বিরাট দ্রুপদ বধে চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহস্র-কিরণরাজি-বিরাজিত সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন দেখিয়া সমরাঙ্গন-স্থিত কৌরব ও পাণ্ডবগণ সন্নাহিত থাকিয়াই তাঁহার উপাসনা করিল। সেই তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ প্রভাশালী দিবাকরের উদয়ে সমস্ত লোক প্রকাশিত হইলে, পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে যাহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে সমাসক্ত ছিল, পুনরায় সে সেই ব্যক্তির সহিতই সমরে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বারোহিগণ রথীদিগের সহিত, হস্ত্যারোহিগণ অশ্বারোহীর সহিত, কোন পদাতিগণ হস্ত্যারোহীর সহিত এবং কোন কোন পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত সমরে কখন সমাসক্ত কখন বা বিশ্লিষ্ট হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহারাজ! যোধগণ রাত্রিকালে যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াছিল, প্রাতে সূর্য্যোত্তাপে অতিশয় শ্রান্ত ও ক্ষুৎ পিপাসায় বিকলাঙ্গ হইয়া একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে অনবরত শঙ্খ-নিনাদ, ভেরী নির্ঘোষ, মৃদঙ্গ-নিস্বন, মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি, শরাসন সকলের বারংবার আকর্ষণ ও বিস্ফারণ শব্দ, প্রধাবিত পদাতিদিগের চীৎকার ধ্বনি, নিপাত্যমান শস্ত্রশব্দ, অশ্বগণের হ্রেষা রব ও ইতস্তত প্রচালিত রথ সকলের ঘর্ঘর শব্দ একত্র মিলিত হইয়া এমন প্রবৃদ্ধ হইল যে, একেবারে নভস্তল স্পর্শ-পূর্ব্বক দিক্ বিদিক্ পরিপূরিত করত অতীব তুমুল হইয়া উঠিল। মহারাজ! তৎকালে বহুবিধ শস্ত্র-দ্বারা ক্ষতবিক্ষত-কলেবর পতিত ও পাত্যমান পদাতি, রথী, অশ্ববার ও গজারোহিগণ ইতস্তত অঙ্গ বিক্ষেপ-পূর্ব্বক চীৎকার করিতে থাকিলে, রণভূমিতে নিরন্তর আর্ত্তস্বর শ্রুত হইতে লাগিল; তাহাতে অতিশয় শোচনীয় ব্যাপার হইয়া উঠিল। এইরূপে সমস্ত সৈন্যগণ সমরে সমাসক্ত হইলে, কি অস্মৎ-পক্ষীয়, কি শত্রু-পক্ষীয়, এমন বিমোহিত হইল যে, তৎকালে তাহারা আত্ম পর বিবেচনা না করিয়া যে যাহাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইল, সেই তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। অপিচ হস্তী ও যোধগণের উপরি বীরগণের বাহু বিক্ষিপ্ত খড়্গ সকল নেজনস্থল নিক্ষিপ্ত বস্ত্ররাশির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং উদ্যত খড়্গ সকল বিপক্ষ বীরগণ-দ্বারা প্রতিহত হইতে থাকিলে, নিজ্যমান বস্ত্রের ন্যায় শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে তাহারা নিকটানিকটি হইয়া অর্দ্ধাসি, খড়্গ তোমর ও পরশ্বধাদি-দ্বারা নিদারুণ যুদ্ধে সমাসক্ত হইল। অনন্তর, হস্তী ও অশ্বাদির শরীরস্থ শোণিত-সম্ভব, শস্ত্ররূপ মৎস্য পরিপূর্ণ, মাংস-শোণিত-কর্দ্দমময় এক নদী সমুৎপন্ন হইল। বীরগণের আর্ত্তনাদ ঐ নদীর জল-কল্লোল শব্দ, বস্ত্র

পতাকা উহার ফেণ-স্বরূপ, যমলোক পর্য্যন্ত উহার সীমা; ঐ সময় মৃত নর-কলেবর সকল উহাতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহারাজ! হস্তী ও অশ্বাদি বাহন সকল রাত্রিযুদ্ধে শর ও শক্তি-প্রভৃতি বহুবিধ শস্ত্র-দ্বারা নিপীড়িত হইয়া বিমোহিত ও দুর্ব্বল হইয়াছিল, সুতরাং প্রাতে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া সমস্ত শরীর স্তম্ভিত করিয়া স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। তৎকালে ছিন্ন বাহু, কবচ, শস্ত্র, কুণ্ডলালঙ্কৃত রাশি রাশি মস্তক, বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ, মৃত ও অর্দ্ধমৃত কলেবর এবং সমাগত ভূরি ভূরি মাংসাশী প্রাণিগণ-দ্বারা রণস্থল এরূপ সঙ্কুল হইল যে, একে বারে রথবর্ত্ম পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গেল। অপিচ, সেই শোণিত-কর্দ্দমময় রণভূমিতে রথচক্র সকল বিপোথিত হইলে, উত্তম কুলজাত মহাবলশালী মাতঙ্গ-সদৃশ অশ্বগণ শর-পীড়িত, শ্রান্ত ও কম্পমান হইয়া যথা-সাধ্য বল প্রকাশ-পূর্ব্বক অতি কষ্টে সেই সকল রথ বহন করিতে লাগিল। মহারাজ! ঐ সময় কেবল দ্রোণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত উভয় পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যই উদ্ভ্রান্ত, ভয়াতুর ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। তৎকালে উল্লিখিত দুই বীরই সমস্ত লোকের সংহারকর্ত্তা ও ভয়ার্ত্তদিগের আশ্রয়-স্বরূপ হইলেন এবং ঐ দুই বীরকে প্রাপ্ত হইয়াই সমস্ত সৈন্য যমালয়ে গমন করিতে লাগিল। হে রাজন্! কৌরব ও পাঞ্চালদিগের সেই সুমহৎ সৈন্য উদ্বিগ্ন হইয়াও ঘোরতর সমরে সমাসক্ত হইলে, আর কাহাকেই জানিতে পারা গেল না। অন্তকের ক্রীড়াভূমি-সদৃশ, ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধনকর পৃথিবীর সমস্ত রাজ-কুলের মহৎ ক্ষয় সময়ে সমর-সঙ্গত সৈন্যদিগের পদোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটলে সমস্ত রণস্থল সমাবৃত হইলে, কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অর্জ্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, কি সাত্যকি, কি দুঃশাসন, কি অশ্বত্থামা, কি দুর্য্যোধন, কি সুবল-নন্দন শকুনি, কি কৃপ, কি মদ্ররাজ শল্য, কি কৃতবর্ম্মা, কি দিক্, কি বিদিক্, কি পৃথিবী, কি আপনি, কি অপর, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। সেই লোক-সম্ভ্রমকর অতীব ভয়ানক তুমুল রজোমেঘ সমুত্থিত হইলে, সকলেই পুনরায় নিশাকাল বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহাতে কৌরব, কি পাঞ্চাল, কি পাণ্ডব, কি দিঙ্মণ্ডল, কি নভোমণ্ডল, কি ভূমণ্ডল, কি সমতল, কি বিষমতল, কিছুই লক্ষিত হইল না। তৎকালে বিজয়াভিলাষী যোধগণ কি আত্মপক্ষ, কি পরপক্ষ হস্ত স্পর্শ-দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হইল, তাহাকেই নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর, বায়ুবেগ-বশত বহুল পরিমাণে ধূলিপটল আকাশমণ্ডলে উদ্ধূত এবং অবশিষ্ট শোণিত প্রসেকে অভিষিক্ত হওয়ায় রণভূমিস্থ সমস্ত ধূলিরাশিই প্রশান্ত হইল। তাহাতে হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি-প্রভৃতি যোধগণ রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পারিজাত কাননের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহারাজ! ঐ সময়ে দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ ও দুঃশাসন, এই চারিজন রথী পাণ্ডব-পক্ষীয় চারি জন বীরের সহিত যুদ্ধে সমাসক্ত হইলেন। সভ্রাতৃক দুর্য্যোধন যমজ নকুল সহদেবের সহিত, কর্ণ ভীমসেনের সহিত এবং অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে সঙ্গত হইলেন। তৎকালে সকলেই সমীপস্থ হইয়া সেই উগ্রতর রথিশ্রেষ্ঠদিগের মহাশ্চর্য্যকর ও ভয়ানক অলৌকিক যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিল। সমস্ত রথিগণ সেই চিত্রযোধী বীরগণের বিচিত্র রথ সঞ্চালন কৌশলাদি-দ্বারা পরস্পর রথ-সঙ্কুল যুদ্ধ, বিস্ময়-সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উল্লিখিত দ্রোণ-প্রভৃতি পরাক্রান্ত বীরগণ পরস্পর জিগীষা-পরবশ ও যত্নপর হইয়া বর্ষাকালীন বারিদ-পটলের ন্যায় শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই পুরুষপ্রবরগণ সূর্য্যসঙ্কাশ রথে সমারূঢ় হইয়া বিদ্যুৎমণ্ডিত শারদীয় মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! ঐ সময় অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর

যোধগণ ক্রোধে অধীর হইয়া শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক যত্ন ও স্পর্দ্ধা-সহকারে মত্ত মাতঙ্গ-শ্রেষ্ঠের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল। পরন্তু নিশ্চয়ই কাল পূর্ণ না হইলে এই দেহ বিনষ্ট হয় না, যেহেতু সেই মহারথিগণ সকলেই এককালে বিশীর্ণ হইল না। তৎকালে কোন স্থলে ছিন্ন বাহু, চরণ, রাশি রাশি কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক, কার্ম্মুক, বাণ, প্রাস, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ, নালীক, ক্ষুর, নারাচ, নখর, শক্তি, তোমর, অন্যান্য বহুবিধ পরিষ্কৃত উত্তমোত্তম অস্ত্রজাত ও বিবিধাকার শরীরাবরক বর্ম্ম, ভগ্ন বিচিত্র রথ এবং নিহত হস্তী ও অশ্ব সকল পতিত; কোন স্থলে নানা অলঙ্কারে ভূষিত বীর রথিগণ নিহত হওয়ায় হত-সারথি সন্ত্রস্ত অশ্বগণ ছিন্নধ্বজ যোধ-শূন্য নগরাকার রথ সকল ইতস্তত আকর্ষণ করিতে থাকিলে, বায়ু-সঞ্চালিত বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কোন স্থলে ব্যজন, কবচ, ধ্বজ, ছত্র, বহুবিধ আভরণ, অস্ত্র, সুগন্ধি মাল্য, কিরীট, মুকুট, উষ্ণীষ, কিঙ্কিণীজাল, মণিময় কণ্ঠাভরণ, নিষ্ক ও চূড়ামণি-প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার সকল সমাকীর্ণ থাকিলে রণস্থল, তারাগণ-বিরাজিত নভোমণ্ডলের সাদৃশ্য ধারণ করিল। অনন্তর অসহিষ্ণু রাজা দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অসহনশীল ক্রোধাবিষ্ট নকুলের সহিত যুদ্ধে সঙ্গত হইলেন। মহারাজ! মাদ্রী-পুত্র আপনকার পুত্রকে বামভাগে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতি এক শত শর প্রহার করিলে, সে স্থলে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। তৎ পরে অত্যন্ত অমর্ষ-স্বভাব রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃব্য নকুল-কর্ত্তৃক সমরে বামদিকৃস্থ হইয়া কোন ক্রমে উহা সহ্য করিলেন না; প্রত্যুত তিনিও তাঁহাকে অবিলম্বে বামদিকৃস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। তখন বিচিত্র রণ-পথাভিজ্ঞ তেজস্বী নকুল অপসব্যস্থ করণেচ্ছু দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কুরুরাজকে সর্ব্বতোভাবে নিবারণ ও শরজালে নিপীড়িত করিয়া পরাঙ্মুখ করিলেন, এবং আপনকার দুর্ম্মন্ত্রণা-জনিত পূর্ব্ব প্রাপ্ত সমস্ত দুঃখ স্মরণ করিয়া তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তাহাতে সমস্ত সৈন্যই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

নকুল দুর্য্যোধন সমাগমে পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্রতর রথবেগে পৃথিবী কম্পিত করিয়া সহদেবের প্রতি ধাবিত হইলেন। সেই অমিত্রকর্ষণ ঐ রূপে আপতিত হইতে থাকিলে মাদ্রীপুত্র এক ভল্লাস্ত্র-দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার সারথির শিরস্ত্রাণ-সমন্বিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! অশ্বযন্তা, সহদেবের শরে ছিন্ন-মস্তক হইলে, সে কখন্ যে নিহত হইল, তাহা কি দুঃশাসন, কি অন্যান্য সেনাপতি, লাঘব-প্রযুক্ত কেহই লক্ষ করিতে সমর্থ হইল না। যখন রশ্মি-সংযমনাভাবে অশ্ব সকল যথেচ্ছাচারী হইয়া গমন করিতে লাগিল, তখন দুঃশাসন সারথিকে গতাসু বলিয়া জানিতে পারিলেন। ঐ সময় সেই অশ্ববিদ্যাবিশারদ রথিপ্রবর দুঃশাসন স্বয়ংই অশ্বগণকে সংযত করিয়া বিচিত্র লাঘব ও সৌষ্ঠবাদি কৌশল প্রদর্শন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রণাঙ্গনে তিনি সারথি বিহীন হইয়াও নির্ভয়চিত্তে রথবর্ত্মে বিচরণ করিতে থাকিলে, কি শত্রু-পক্ষীয়, কি আত্ম-পক্ষীয় সকলেই তাঁহার সেই কার্য্যের প্রশংসা করিল। তখন সহদেব তাঁহার সেই অশ্বগণের প্রতি তীক্ষ্ণতর শরনিকর বিকীরণ করিলে, তাহারা তাহাতে অতিশয় নিপীড়িত হইয়া বেগে চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইল। দুঃশাসনকে অশ্ব-রজ্জু-গ্রহণ-কালে শরাসন পরিত্যাগ এবং শরাসন গ্রহণকালে অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিতে হইল; এই অবকাশে মাদ্রী-তনয় তাঁহারে অসংখ্য বাণজালে বিকীরণ

করিতে থাকিলে, কর্ণ তাঁহার রক্ষা বাসনায় তথায় উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে বৃকোদর তিন ভল্ল লইয়া আকর্ণপূর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক কর্ণের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন কর্ণ দণ্ড-বিঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শত শত শরজাল বিস্তার-পূর্ব্বক ভীমসেনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তৎকালে তাঁহাদিগের উভয়ের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাঁহারা উভয়েই বিরক্ত-নয়ন ও সংরব্ধ হইয়া বৃষভের ন্যায় গর্জ্জন-পূর্ব্বক মহাবেগে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন। ঐ সময় সমর-শৌণ্ড সেই দুই বীরের এমন রথ-সংশ্লিষ্টতা ঘটিল যে, আর তাঁহাদিগের শরপাতের উপায় রহিল না; তাহাতে অগত্যা উভয়কেই গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। অনন্তর, ভীমসেন গদা দ্বারা কর্ণের রথ-কূবর শতধা ভগ্ন করিয়া ফেলিলে, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তখন বীর্য্যবান্ রাধানন্দন এক গদা উদ্ভ্রামিত করিয়া ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, ভীম স্বীয় গদা-দ্বারাই উহা নিরাকৃত করিলেন এবং নিজে এক গুরুতর গদা লইয়া অধিরথ-নন্দনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে কর্ণ সুপুঙ্খান্বিত মহাবেগশালী দশ বাণ, তৎ পরে অসংখ্য বাণ-দ্বারা গদার প্রতি আঘাত করিলে, মন্ত্রাভিহত ভুজঙ্গীর ন্যায় ঐ গদা কর্ণ-বাণ-প্রভাবে পুনরায় ভীমাভিমুখেই ধাবিত হইল। মহারাজ! সেই গদা প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া ভীমসেনের রথে পতিত হইলে, সেই আঘাতে তাঁহার সারথি বিমোহিত এবং বিপুল ধ্বজ, রথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন পরবীরহন্তা মহাবলশালী বৃকোদর ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া আট বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক কর্ণের শরাবাপ, শরাসন ও ধ্বজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই পাণিত ও নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা অম্লান-বদনে সূতপুত্রের শরাসন, শরাবাপ ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ রূপ কর্ণও স্বর্ণপৃষ্ঠ দুরাসদ এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা ভীমের ঋক্ষ সবর্ণ অশ্ব ও পৃষ্ঠরক্ষক-দ্বয় সংহার করিলেন। অশ্বাদি বিনষ্ট হইলে, সিংহ যেমন পর্ব্বতের এক দেশ হইতে শিখরদেশ আক্রমণ করে, তদ্রূপ শত্রু-দমনকারী ভীম স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক নকুলের রথে আরোহণ করিলেন।

মহারাজ! এদিকে অস্ত্রবিদ্যা-পারদর্শী মহারথী আচার্য্য ও শিষ্য দ্রোণার্জ্জুন শীঘ্রতর সন্ধান ও যোজনা এবং নানা প্রকার রথচর্য্যা-কৌশল-দ্বারা তত্রত্য সমস্ত মনুষ্যের চক্ষু ইন্দ্রজালাকৃষ্ট ও চিত্ত বিমোহিত করত আশ্চর্য্যকর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যোধগণ সেই গুরু শিষ্যের অদৃষ্টপূর্ব্ব যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া সকলেই সমরে বিরত হইল। পরন্তু মহাবীর দ্রোণার্জ্জুন সেই সৈন্য-মধ্যে বিচিত্র কৌশল-দ্বারা রথবর্ত্ম ভেদ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বামদিকৃস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। যোধগণ অতীব বিস্ময়-সহকারে তাঁহাদিগের উভয়ের পরাক্রম সন্দর্শন করিতে লাগিল। গগণমণ্ডল-স্থিত আমিষার্থী শ্যেনপক্ষী-যুগলের ন্যায়, দ্রোণার্জ্জুনের সেই সুমহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের পরাজয়াভিলাষে যে যে অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন, ধনঞ্জয় অবলীলাক্রমে তৎসমস্ত নিরাকৃত করিলেন। মহারাজ! অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ দ্রোণ যখন কোন ক্রমেই পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন হইতে বিশিষ্ট হইতে সমর্থ হইলেন না, তখন দিব্যাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। ঐ সময় ঐন্দ্র, পাশুপত, ত্বাষ্ট্র, বায়ব্য ও বারুণ-প্রভৃতি যে যে অস্ত্র দ্রোণ-চাপ হইতে প্রাদুর্ভূত হইল, ধনঞ্জয় তৎসমস্তই নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় যখন যথা-বিহিত স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে সমস্ত অস্ত্রই নিবারিত করিলেন, তখন আচার্য্য পরম দিব্যাস্ত্র-দ্বারা তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিলেন; অধিক কি, তৎকালে দ্রোণ পৃথাপুত্রের জয়াভিলাষী হইয়া যে যে অস্ত্রের প্রয়োগ করিলেন, তিনি তাহার প্রতিঘাতার্থে সেই

সেই অস্ত্রেরই আবির্ভাব করিলেন। এইরূপে বারংবার ন্যায়ানুসারে অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রভাবে স্বীয় অস্ত্র সকল বিফল হইলেও শত্রুতাপন দ্রোণ মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় শিষ্য তাদৃশ গুণবান্ হওয়া-প্রযুক্ত পৃথিবীস্থ সমস্ত অস্ত্রজ্ঞ পুরুষ হইতে আপনাকে অধিক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অপিচ তিনি সমরে যত্নপর থাকিলেও সেই মহাত্মা রাজগণ-মধ্যে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সমধিক প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর, অন্তরীক্ষে দেব, গন্ধর্ব্ব, সহস্র সহস্র ঋষি ও সিদ্ধগণ যুদ্ধদর্শন লালসায় অবস্থিত হইলেন। নভোমণ্ডল ক্রমে যক্ষ, রাক্ষস ও অপ্সরোগণে সমাকীর্ণ হইলে, মেঘাবৃতের ন্যায় অতিশয় সুশোভিত হইল এবং তথা হইতে পুনঃপুন মহাত্মা দ্রোণার্জ্জুনের স্তুতি-সমন্বিত অলক্ষিত বাক্য সকল উক্ত হইতে লাগিল। সেই দুই মহাত্মার চাপ-বিমুক্ত অস্ত্র সকল দশ দিক্ প্রজ্বালিত করিতে থাকিলে, অন্তরীক্ষ-সমাগত সিদ্ধ ও ঋষিগণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন, "এই যুদ্ধ না মানুষ, না আসুর, না রাক্ষস, না দৈব, না গান্ধর্ব্ব বলা যায়; ইহা নিশ্চয়ই পরম ব্রাহ্ম যুদ্ধ। এরূপ বিচিত্র ও বিস্ময়কর সংগ্রাম কদাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই; কখন আচার্য্য অর্জ্জুনকে, কখন বা অর্জ্জুন আচার্য্যকে অতিক্রম করিতেছেন; অপর কোন ব্যক্তিই ইহাঁদিগের ছিদ্র লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহেন। যদি রুদ্রদেব আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া আপনার সহিত আপনি যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে এই যুদ্ধের উপমা হইতে পারে; অন্যথা কুত্রাপি সম্ভবে না। যেমন সমবেত জ্ঞান এক আচার্য্যেতেই অধিষ্ঠিত, তদ্রূপ সমবেত জ্ঞান ও যোগ, এই উভয়ই অর্জ্জুনে অধিষ্ঠিত আছে; যেমন আচার্য্য একত্রিত শৌর্য্যরাশির আধার, তদ্রূপ ধনঞ্জয়ও বল ও শৌর্য্যের আধার; সুতরাং এই দুই মহাধনুর্দ্ধরকে সমরে কোন শত্রুই পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু ইহাঁরা মনে করিলে, অমরগণ সমবেত জগৎ বিধ্বংস করিতে পারেন।" মহারাজ! সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শনে কি অলক্ষিত, কি প্রকাশিত, সমস্ত প্রাণিগণই ঐরূপ বলাবলি করিতে লাগিল।

অনন্তর মহামতি দ্রোণ অর্জ্জুন এবং সমস্ত অন্তর্হিত প্রাণীকে সন্তাপিত করিয়া ব্রাহ্ম অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। তাহাতে পর্ব্বত ও কাননসমবেত সমগ্র বসুন্ধরা কম্পিত ও বায়ু বিষমভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং সাগর সকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। অধিক কি, মহাত্মা দ্রোণ ব্রাহ্ম অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলে, কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্য-প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীরই অন্তঃকরণে মহান্ সন্ত্রাস উৎপন্ন হইল; কিন্তু ধনঞ্জয় কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া ব্রাহ্ম অস্ত্রের দ্বারা দ্রোণাস্ত্র প্রতিহত করিলে সমস্ত দিক্ প্রশান্ত হইল। এইরূপে তাঁহাদিগের উভয়ের কেহই যখন দিব্যাস্ত্র-দ্বারা অতিরিক্ত হইতে পারিলেন না, তখন উভয়েই তাহা স্থগিত রাখিয়া অবিচ্ছেদে শস্ত্রবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! দ্রোণার্জ্জুনের সেই শস্ত্র-সঙ্কুল তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, আর কিছুই অবগত হইতে পারা গেল না। ঐ সময়, নভোমণ্ডল মেঘজালে সমাবৃতের ন্যায় শরজালে সমাকীর্ণ হইলে, আকাশচর কোন প্রাণীই আর তথায় গমনাগমন করিতে সমর্থ হইল না।

দ্রোণার্জ্জুন যুদ্ধে ষড়শীত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যক্ষয়কর সেই তুমুল সংগ্রাম সময়ে দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সহিত সমরে সমাসক্ত ছিলেন; কিন্তু আপনকার পুত্রের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অমর্ষভরে তাঁহার রথাশ্ব সকল সমাকীর্ণ করিলেন।

ক্ষণ কাল-মধ্যে দুঃশাসনের রথ, সারথি ও ধ্বজ পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরজালে এরূপ সমাচিত হইল যে, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অধিক কি, দুঃশাসন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরজালে প্রপীড়িত হইয়া সম্মুখে অবস্থান করিতেও সমর্থ হইলেন না। পাঞ্চাল-নন্দন এইরূপে দুঃশাসনকে পরাঙ্মুখ করিয়া সহস্র সহস্র শরজাল বিকীরণ করিতে করিতে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা ও তিন জন রাজ-সহোদর একত্রিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময়, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় রক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন।

মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীর্য্যবান্ সাত জন মহারথী অমর্ষ-ভরে মরণে অগ্রসর হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর বিজয়াভিলাষী বিশুদ্ধাত্মা সদাচার-সম্পন্ন সেই সকল বীরগণ স্বর্গকামী হইয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ-বংশজাত, সৎকর্ম্মশালী, মতিমান্ ও মনুষ্যগণের প্রভু; অতএব উত্তম গতি প্রাপ্তি লালসায় সকলেই ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেস্থলে শঠতাপূর্ণ বা শস্ত্র রহিত যুদ্ধ হয় নাই; অধিক কি, তথায় বিলোম-মুখ-কণ্টক-দ্বয়যুক্ত কর্ণী নামক অস্ত্র, বিষলিপ্ত দুরুদ্ধরণীয় নালীকাস্ত্র, দণ্ডমাত্র নিঃসারণীয় বস্তি-মধ্যে প্রবেশ্য বস্তকাস্ত্র, বহুল কণ্টকময় সুচী অস্ত্র, তপ্ত কণ্টক-বিশিষ্ট কপিশ নামক অস্ত্র, গো-শৃঙ্গ ও গজাস্থি-নির্ম্মিত সংশ্লিষ্ট পূতিগন্ধযুক্ত কুটিলগামি প্রভৃতি কোন প্রকারই দূষিত অস্ত্র ছিল না। প্রত্যুত, তাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধ-দ্বারা কীর্ত্তি ও পরলোকাভিলাষী হইয়া সকলেই বিশুদ্ধ ও সরল শস্ত্র সকল ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে পাণ্ডব পক্ষীয় সেই তিন বীরের সহিত আপনকার পক্ষীয় চারি জন রথীর সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনন্তর, ধৃষ্টদ্যুম্ন একমাত্র যমজ নকুল সহদেব কৌরব পক্ষীয় চারি জন রথিশ্রেষ্ঠকে নিবারণ করিতেছেন দেখিয়া তিনি নিজে লঘুহস্তে শস্ত্রজাল বিমোচন করিতে করিতে দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন। পরন্তু অস্মৎ পক্ষীয় কৃতবর্ম্মা-প্রভৃতি সেই চারি জন রথী পুরুষ-সিংহ নকুল সহদেব-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অপমান বোধে, প্রচণ্ড বায়ু যেমন বেগে পর্ব্বতোপরি পতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহাদিগের উভয় ভ্রাতার উপরি পতিত হইলেন। মহারাজ! রথিসত্তম যমজ নকুল সহদেব ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের দুই দুই জনের সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সহিত সমরে সমাসক্ত হইলেন। ঐ সময়, রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চাল-নন্দনকে দ্রোণের সহিত এবং কৃতবর্ম্মা-প্রভৃতিকে নকুল সহদেবের সহিত যুদ্ধার্থে সঙ্গত দেখিয়া শোণিত-ভোজী বাণজাল বিকীরণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে সাত্যকি অবিলম্বে দুর্য্যোধনের প্রতিপক্ষে ধাবিত হইলে, কুরু ও মধুবংশীয় সেই দুই নর-শার্দ্দূল পরস্পর সমীপস্থ হইয়া হাসিতে হাসিতে নির্ভীক-চিত্তে যুদ্ধার্থে সঙ্গত হইলেন। মহারাজ! তাঁহারা উভয়েই বাল্যবৃত্তান্ত সকল মনে মনে চিন্তা করিয়া অত্যন্ত প্রীতিমান্ হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া পুনঃপুন হাস্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় ক্ষত্রিয় ব্যবহারের নিন্দা করিয়া প্রিয় সখা সাত্যকিরে কহিলেন, সখে! ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অমর্ষকে ধিক্! এবং আমাদিগের ক্ষত্রিয় আচার ও বল পৌরুষকেও ধিক্! যেহেতু আমরা উভয়েই উভয়ের প্রতি বাণ সন্ধানে উদ্যত হইয়াছি। আমি আমাদিগের বাল্যবৃত্তান্ত সকল স্মরণ করিয়া দেখিতেছি, তৎকালে আমরা নিয়ত উভয়েই উভয়ের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলাম, সংপ্রতি এই রণাঙ্গনে উপস্থিত হওয়ায় আমাদিগের বাল্যসখিত্ব একেবারে জীর্ণ

হইয়া গেল; কেন না এক্ষণে আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অতএব ক্রোধ ও লোভ অপেক্ষা অনিষ্টকর আর কি আছে? রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ বলিতে থাকিলে, পরমাস্ত্রজ্ঞ সাত্যকি তীক্ষ্ণতর শস্ত্র উদ্যত করিয়া হাসিতে হাসিতে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজপুত্র! পূর্ব্বে আমরা যেস্থলে একত্রিত হইয়া ক্রীড়া করিতাম, ইহা সেই সভাস্থল বা আচার্য্যালয় নহে। তাহাতে দুর্য্যোধন কহিলেন, হে শিনি-পুঙ্গব! আমাদিগের সেই বাল্য-ক্রীড়া কোথায় গেল? হা! এক্ষণে অভাবনীয় ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল; অতএব কাল অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। দেখ, ধনলাভেচ্ছায় আমাদিগের কি ভয়ানক কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। এই ধন লোভপ্রযুক্তই আমরা সকলে একত্রিত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর, মধুকুল-তিলক সাত্যকি কহিলেন, রাজন্! ক্ষত্রিয়দিগের এই আচার; ইহাঁরা রণক্ষেত্রে গুরুর প্রতিও অস্ত্র প্রহার করিয়া থাকেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি আমি তোমার প্রিয় হই, তবে শীঘ্র আমারে বিনাশ কর; তাহা হইলে তোমা-কর্ত্তৃক আমি সুকৃত-লোকে গমন করি। দুর্য্যোধন! অধিক আর কি বলিব, তোমার যত দূর শক্তি ও বল, তুমি অবিলম্বে আমারে তৎসমস্ত দর্শন করাও; আমি আর মিত্রদিগের এই সুমহৎ ব্যসন দৃষ্টি করিতে পারি না। সাত্যকি এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া নির্দ্দয় ও অব্যগ্রচিত্তে বেগে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহাবাহু শিনি-নন্দন তাদৃশ ভাবে আগমন করিতে থাকিলে, আপনকার পুত্র অসংখ্য শরজাল বিকীরণ-পূর্ব্বক তাঁহারে প্রতিগ্রহ করিলেন। মহারাজ! কুরু ও মধুবংশীয় সেই দুই নরসিংহ ক্রুদ্ধ কেশরী ও মাতঙ্গের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন কোপাবিষ্ট হইয়া আকর্ণপূর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক দশ শর-দ্বারা যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। ঐরূপ সাত্যকিও প্রথমে পঞ্চাশৎ, তৎ পরে ত্রিংশৎ শরে কুরুপতিকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পরিশেষে অসংখ্য শরজালে সমাকীর্ণ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনকার পুত্র অম্লান-বদনে শাণিত ত্রিংশৎ শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া এক ক্ষুরপ্র-দ্বারা তাঁহার সশর শরাসন দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন শিনি-নন্দন শীঘ্রহস্তে অপর দৃঢ়তর এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনকার পুত্রের প্রতি বহু সংখ্যক শর-রাজি বিমোচন করিলেন। কুরুরাজ সেই আত্ম-বিনাশকর আপতিত শরশ্রেণী বহু খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলে, সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। ঐ সময়, তিনি আকর্ণাকৃষ্ট শিলাধৌত স্বর্ণপুঙ্খ-সমন্বিত ত্রিসপ্ততি বাণ মহাবেগে বিমোচন-পূর্ব্বক সাত্যকিরে পীড়িত করত পুনরপি শর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন, শিনি-পৌত্র কুরুরাজের শর সন্ধান সময়েই সেই সশর শরাসন অবিলম্বে ছেদন করিয়া তাঁহারে অসংখ্য শর-নিকরে বিদ্ধ করিলেন। কুরুরাজ দাশার্হ সাত্যকির শরপ্রভাবে প্রগাঢ়তর বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথ লইয়া প্রস্থান করিলেন। তৎ পরে কিয়ৎকাল আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় বাণবৃষ্টি করিতে করিতে যুযুধানের রথাভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে সাত্যকিও দুর্য্যোধনের রথ লক্ষ্য করিয়া অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলে, ভয়ানক শর-সঙ্কুল হইয়া উঠিল। সেই সকল নিক্ষিপ্ত শস্ত্র সৈন্যদিগের উপরি পতিত হইলে, তৃণরাশির উপরি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়, সুমহান্ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। অধিক কি, তৎকালে তাঁহাদিগের উভয়ের সহস্র সহস্র শরজালে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন এবং অন্তরীক্ষ আকাশচর প্রাণিগণের অগম্য হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে মধুকুল-তিলক রথি-সত্তম সাত্যকিরে সমধিক পরাক্রান্ত দেখিয়া কর্ণ আপনকার পুত্রের জীবন রক্ষা বাসনায় অবিলম্বে তথায় উপনীত হইলেন। পরন্তু মহাবলশালী ভীম-

সেন তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বহু সংখ্যক শর-রাজি বিকীরণ করিতে করিতে ত্বরা-সহকারে কর্ণের প্রতিপক্ষে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে কর্ণ হাসিতে হাসিতে ভীমের শিতধার শস্ত্র সকল প্রতিহত করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সারথির প্রতি প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন বলবান্ বৃকোদর গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক রাধা-নন্দনের ধ্বজ, ধনু ও সারথি বিমর্দ্দিত করিয়া রথের এক চক্র ভগ্ন করিয়া ফেলিলে, কর্ণ দ্বিতীয় শৈলরাজের ন্যায়, অবিচলিতভাবে সেই ভগ্নচক্র রথেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎকালে অশ্বগণ কর্ণের সেই এক চক্র রথ সুচিরকাল বহন করিতে থাকিলে, সপ্তাশ্ব-বহনীয় সূর্য্যের এক চক্র রথ বলিয়াই উহা প্রতীয়মান হইল। চক্রাদি ভগ্ন হইলে সূতপুত্র অতিশয় অমর্ষ-পরবশ হইয়া বহুবিধ অস্ত্র ও শস্ত্র-দ্বারা ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রোধন-স্বভাব ভীমসেনও তদ্রূপ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাদৃশ যুদ্ধ উপস্থিত সময়ে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নরশ্রেষ্ঠ মৎস্য ও পাঞ্চালগণের প্রতি এই মত আদেশ করিলেন, "হে বীরগণ! যে সকল পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথিগণ আমাদিগের প্রাণ ও মস্তকের স্বরূপ; তাঁহারা সকলেই কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে সমাসক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত বিমোহিত হইয়া জড়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছ? যে স্থলে অস্মৎ পক্ষীয় রথিগণ যুদ্ধ করিতেছেন, শীঘ্র তথায় গমন কর। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেও জয়যুক্ত হইয়া আপন আপন অভিলষিত গতি লাভ করিতে পারিবে। অতএব হয়, সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া ভূরিদক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞাদির দ্বারা যাজন কর; নতুবা তাহাদিগের কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দিব্য দেহ ধারণ-পূর্ব্বক পবিত্র লোকে গমন কর।" মহারাজ! সেই সকল মহারথিগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থী হইয়া ত্বরা-সহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবিত হইল। ঐ সময়, পাঞ্চালগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ভীমসেনকে অগ্রবর্ত্তী করত এক দিক্ হইতে দ্রোণকে নিবারণ এবং অন্য দিক্ হইতে তাঁহারে প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর, পাণ্ডব পক্ষীয় যমজ নকুল, সহদেব ও ভীমসেন, এই তিন জন মহারথী কৌটিল্য ব্যবহার অবলম্বন-পূর্ব্বক চীৎকার-স্বরে ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! শীঘ্র আগমন-পূর্ব্বক দ্রোণের নিকট হইতে কৌরবগণকে দূরীকৃত কর; কেন না দ্রোণ-অরক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ তাঁহারে অনায়াসেই সংহার করিতে সমর্থ হইবে। এতৎ শ্রবণে ধনঞ্জয় কৌরবদিগের প্রতিপক্ষে অভিদ্রুত হইলে, দ্রোণাচার্য্যও ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাঞ্চালগণের প্রতিপক্ষে ধাবিত হইলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন রোষাবিষ্ট হইয়া দানব দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রোণ অনবরত পাঞ্চাল-সৈন্য বিধ্বংস করিতে লাগিলেন; কিন্তু বীর্য্যবন্ত মহারথী পাঞ্চালগণ দ্রোণাস্ত্রে নিপীড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ভীত হইল না। একত্র মিলিত পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সমস্ত রথীকে বিমোহিত করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইল। অনন্তর, তাহারা শরবৃষ্টি-দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও নিরন্ত নিহত হইতে থাকিলে, ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল।

এইরূপে সমরাঙ্গনে পাঞ্চালগণ বধ্যমান ও মহাত্মা দ্রোণের অস্ত্রজাল ক্রমশ উদ্রিক্ত হইলে, পাণ্ডবগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তাঁহারা রথাশ্বাদি চতুরঙ্গিণী সেনার বিপুল ক্ষয় ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া একে বারে জয়াশায় নিরাশ হইলেন, এবং মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,

“বোধ হয়, গ্রীষ্ম সময়ে প্রজ্বলিত হুতাশন যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করেন, তদ্রূপ পরমাস্ত্রজ্ঞ দ্রোণ আমাদিগের সকলকেই অদ্য বিনাশ করিবেন। এক্ষণে কোন ব্যক্তি ইহাঁকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নহেন, এবং ধর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুনও কদাচিৎ ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিবেন না।”

ঐ সময় পাণ্ডব-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মতিমান্ কেশব কুন্তীপুত্রদিগকে দ্রোণ-শরে পীড়িত ও সন্ত্রস্ত দেখিয়া অর্জ্জুন-প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ শরাসন হস্তে রণাঙ্গণে অবস্থিত থাকিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণেও উহাঁরে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না; কিন্তু ন্যস্তশস্ত্র হইলে সামান্য মনুষ্যগণও উহাঁকে বিনাশ করিতে পারে, অতএব এক্ষণে ধর্ম্মযুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে রক্ত-বর্ণাশ্ব-যোজিত রথারোহী দ্রোণ তোমাদিগের সকলকে বিনাশ করিতে না পারেন, এরূপ উপায় অবলম্বন কর। আমার বোধ হয়, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে শুনিলে উনি আর যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন না; অতএব কোন ব্যক্তি উহাঁর নিকটে গমন-পূর্ব্বক অশ্বত্থামার বিনাশ-বার্ত্তা প্রকাশ করুক।

তিনি এইরূপ কহিলে, কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন তাহা কোন ক্রমেই ইচ্ছা করিলেন না; কিন্তু অপরাপর সকলেই এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও অতি কষ্টে স্বীকার করিলেন। ঐ সময়, মহাবাহু ভীমসেন আপনকার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মালবদেশীয় রাজা ইন্দ্রবর্ম্মার অশ্বত্থামা নামক শত্রুপ্রমাথী এক হস্তী গদা প্রহারে সংহার করিয়া লজ্জা-নম্র-বদনে সমরস্থিত দ্রোণের সমীপে গমন-পূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনি বলিবার সময় ‘অশ্বত্থামা নামক হস্তী নিহত হইয়াছে,’ এইরূপ মনে মনে কহিয়া স্পষ্টাক্ষরে মিথ্যা বলিতে লাগিলেন। মহারাজ! দ্রোণ, ভীমসেনের সেই নিদারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে সলিলস্পৃষ্ট বালুকাময় ভূমির ন্যায় অন্তরে অবসন্ন হইলেন; কিন্তু তিনি স্বীয় পুত্রের বল পরাক্রম অবগত ছিলেন, এজন্য উহা মিথ্যা বলিয়া বিতর্ক করত নিহত সংবাদ শ্রবণেও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। ক্ষণ কাল পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া পুত্রের পরাক্রম শত্রুগণের অসহনীয় বিবেচনা করিয়া আপনাকে প্রবোধিত করিলেন; এবং স্বীয় মৃত্যুরূপ পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার বিনাশ বাসনায় কঙ্কপত্র-বিরাজিত সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ণ বিশিখজাল বিকীরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়, দ্রোণ অঙ্গিরা প্রদত্ত দিব্য শরাসন ও ব্রহ্মদণ্ড-সদৃশ শর সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে অমর্ষ-স্বভাব ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সুমহৎ শরবৃষ্টি-দ্বারা সমাকীর্ণ করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তৎ পরে তিনি নিশিত শরপ্রভাবে পাঞ্চাল-নন্দন-নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র শরজাল শতধা ছিন্ন করিয়া তাঁহার রথ-ধ্বজ, ধনু ও সারথিরে ছেদন-পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন, ধৃষ্টদ্যুম্ন অম্লান-বদনে অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক শিতধার শস্ত্র-দ্বারা দ্রোণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া নিমেষমাত্র ভ্রান্ত হইলেন, পর ক্ষণেই শিতধার ভল্ল-দ্বারা পুনরায় তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অধিক কি, তৎকালে শত্রুতাপন দুর্দ্ধর্ষ আচার্য্য, পাঞ্চাল-নন্দনের গদা ও খড়্গ ব্যতীত বিস্তৃত বাণরাজি ও ধনুক-প্রভৃতি সমস্তই ছেদন করিলেন; এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রোষাবিষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নকেও জীবিতান্তকর নয় শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তৎ পরেই অমেয়াত্মা মহারথী দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিয়া স্বীয় রথাশ্বের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বদিগকে মিলিত করিয়া দিলেন। মহারাজ! পারাবত সবর্ণ ও শোণবর্ণ বায়ুবেগগামী সেই অশ্বগণ মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। জলদাগম সময়ে বিদ্যুদ্দাম-বিমণ্ডিত গর্জ্জনকারী বারিদ-পটলীর যেরূপ শোভা হয়, রণাঙ্গন-স্থিত মিলিত

উভয় বর্ণ অশ্বগণেরও তাদৃশ শোভা হইল। ঐ সময়, ব্রাহ্মণ দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের ঈষাবন্ধ, চক্রবন্ধ ও রথবন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন, মহাবীর পাঞ্চাল-নন্দন ছিন্নধম্বা, ধ্বজবিহীন ও হত-সারথি হইয়া সেই ভয়ঙ্কর বিপদ সময়ে গদা গ্রহণ করিলে, সত্য-পরাক্রম মহারথী আচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়া শরপ্রভাবে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গদা প্রতিহত হইল দেখিয়া নরশার্দ্দূল ধৃষ্টদ্যুম্ন বিমল খড়্গ ও দীপ্তিমান্ শত চন্দ্রক চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! তাদৃশ অবস্থাতেও তিনি ক্ষুভিত না হইয়া ইহাই আচার্য্যপ্রধান মহাত্মা দ্রোণ-বধের প্রকৃত উপযুক্ত কাল মনে করিতে লাগিলেন; এবং দুষ্কর কর্ম্ম করণেচ্ছায় সেই প্রদীপ্ত শতচন্দ্রক চর্ম্ম ও নিষ্কাশিত বিমল খড়্গ উদ্যত করিয়া স্বীয় রথের ঈষাদণ্ড অবলম্বন-পূর্ব্বক রথ-নীড়স্থিত আচার্য্যের সমীপ গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবনাথ! পাঞ্চালনন্দন মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করণার্থে কখন যুগকাষ্ঠ-মধ্যে, কখন সন্নদ্ধভাগে, কখন বা অশ্বগণের জঘনার্দ্ধভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সৈনিকগণ সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল; অধিক কি, সেই যুগপালী ও রক্তাশ্বগণের উপরি অধিষ্ঠান কালে স্বয়ং দ্রোণই তাঁহার ছিদ্র লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। শ্যেন পক্ষী আমিষার্থী হইয়া বেগে বিচরণ করিতে থাকিলে যেরূপ বোধ হয়, দ্রোণ-বধার্থী ধৃষ্টদ্যুম্নের গতিও তদ্রূপ প্রতীয়মান হইল। অনন্তর, দ্রোণ রথশক্তি প্রহারে পারাবত সবর্ণ অশ্বদিগকে পরামৃষ্ট করিয়া ক্রমে স্বীয় শোণাশ্ব সকল বিশ্লেষিত করিলেন। তখন, ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে দ্রোণের রক্ত-বর্ণ অশ্ব রথবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইল। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণের শরপ্রভাবে অশ্ব সকল নিহত হইল দেখিয়া খড়্গযুদ্ধ-বিশারদ যোধ-শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসেন-নন্দন উহা সহ্য না করিয়া রথভ্রষ্ট হইয়াও একমাত্র খড়্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক ভুজঙ্গ-গ্রহণার্থী গরুড়ের ন্যায়, বেগে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহারাজ! পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু বধ কালে বিষ্ণুর যেরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হইয়াছিল, দ্রোণ-বধার্থী ধৃষ্টদ্যুম্নেরও সেইরূপ মূর্ত্তি হইল। ঐ সময়, তিনি দ্রোণের বধাভিলাষী হইয়া, খড়্গ চর্ম্ম হস্তে বহুবিধ শিক্ষা-সহকারে ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত, সমুদীর্ণ, ভারত, কৌশিক ও সাত্বত-প্রভৃতি এক বিংশতি প্রকার উৎকৃষ্ট গতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তিনি সেই খড়্গ চর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক বিচিত্র শিক্ষা-গতি অনুসারে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলে, তত্রত্য সমস্ত যোধগণ ও সমর-দর্শনার্থী সমাগত দেবগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তদনন্তর, ব্রাহ্মণ দ্রোণ সেই মহাবিপদ সময়ে, এক সহস্র শর-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শতচন্দ্রক চর্ম্ম ও খড়্গ ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। তৎকালে, দ্রোণ যে সকল শর প্রয়োগ করিলেন, উহা বিতস্তি-পরিমিত; কোন যোদ্ধা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলে, যখন অন্য শর প্রয়োগের উপায় না থাকে, তখনই ঐ সকল বিতস্তি-পরিমিত শর নিক্ষেপ করিতে হয়। আসন্ন শত্রুর সহিত যুদ্ধোপযোগী ঐ সকল শর শারদ্বত কৃপ, পৃথানন্দন অর্জ্জুন, অশ্বত্থামা, কর্ণ, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি ও অভিমন্যু ব্যতীত অপর কাহারো নিকট ছিল না। দ্রোণ, পুত্র-তুল্য শিষ্য পাঞ্চালরাজ-কুমারের বিনাশ বাসনায় দৃঢ়তর এক দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলে, শিনি-পুঙ্গব সাত্যকি মহাত্মা কর্ণ ও রাজা দুর্য্যোধনের সমক্ষেই উহা দশ শরে ছেদন করিয়া আচার্য্যগ্রস্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমুক্ত করিলেন। তৎকালে মহাত্মা বিশ্বক্‌সেন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তথায় আগমন-পূর্ব্বক বৃষ্ণিনন্দন সত্যবিক্রম অচ্যুত সাত্যকিকে দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ-প্রভৃতি রথি-মণ্ডলী-মধ্যে রথবর্ত্মে বিচরণ এবং তাঁহাদিগের প্রেরিত দিব্যাস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে দেখিয়া

সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে, অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব! ঐ দেখ, মধুকুল-ধুরন্ধর পরবীরহন্তা সাত্যকি আচার্য্যপ্রমুখ রথিগণ-মধ্যে সমরক্রীড়া করত নকুল, সহদেব, ভীমসেন, রাজা যুধিষ্ঠির এবং আমাকে অপরিসীম আনন্দিত করিতেছেন। ঐ বৃষ্ণিকুল-কীর্ত্তিবর্দ্ধন অদ্ভুত শিক্ষাবল-সত্ত্বেও অমুদ্ধতভাবে প্রতিপক্ষ মহারথীদিগের সহিত যেন ক্রীড়া করিয়াই রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। ঐ দেখ, সমস্ত সিদ্ধ ও সেনাধ্যক্ষগণ উহাঁরে অপরাজেয় বোধ করিয়া সাধু সাধু শব্দে ধন্যবাদ করিতেছেন, এবং উভয় পক্ষের সেনাগণও উহাঁর অলৌকিক কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে।

সাত্যকি-পরাক্রমে অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৃপ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি আপনকার পুত্রগণ সাত্যকির তাদৃশ কার্য্য সন্দর্শনে নিশিত শরবৃষ্টি করিতে করিতে তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা যুধিষ্ঠির, বলশালী ভীমসেন ও মাদ্রী-তনয় নকুল সহদেব রক্ষার্থী হইয়া সাত্যকিরে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। গৌতম-নন্দন মহারথী কৃপ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন-প্রমুখ রাজপুত্রগণ একত্রিত হইয়া ঘোরতর শর বর্ষণ-পূর্ব্বক সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিনিকুল-নন্দন সহসা সমুত্থিত সেই ভয়ানক শরবৃষ্টি নিবারণ করত একাকীই সেই সমস্ত মহারথীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সেই মহাত্মাদিগের কৃত-সন্ধান দিব্যাস্ত্র সকল স্বীয় দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে যথা বিহিত নিরাকৃত করিলেন। সেই মহা-সংগ্রাম সময়ে রণাঙ্গন পূর্ব্বকালীন পশুকুল-সংহার-কারী রোষাবিষ্ট রুদ্রদেবের ক্রীড়া-ভূমির ন্যায়, ভয়ানক নিষ্ঠুর ভাব ধারণ করিল। ইতস্তত নিপতিত রাশি রাশি ছিন্ন মস্তক, বাহু, শরাসন, খণ্ডিত ছত্র, অসংখ্য চামর, ভগ্ন চক্র, চূর্ণিত রথ, বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজ ও নিহত শূর অশ্ব-সেনা-দ্বারা রণস্থল সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে, শরধারে ক্ষত বিক্ষত-কলেবর যোধগণকে বহুতর চেষ্টমান হইতে দৃষ্ট হইল।

সেই দেবাসুর-সদৃশ ভয়ানক সংগ্রাম সময়ে ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়দিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারথিগণ! তোমরা সকলে যত্নপর হইয়া কুম্ভ-সম্ভূত মহারথী দ্রোণের প্রতিপক্ষে ধাবিত হও। ঐ দেখ, পৃষতকুল-কীর্ত্তিবর্দ্ধন ধৃষ্টদ্যুম্ন উহাঁর সহিত সঙ্গত হইয়া উহাঁকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত যথা-শক্তি যুদ্ধ করিতেছেন। এক্ষণে ধৃষ্টদ্যুম্নের যেরূপ ভয়ানক মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে, উনি নিশ্চয়ই অদ্যকার এই যুদ্ধে রোষাবিষ্ট হইয়া দ্রোণকে সংহার করিবেন, সন্দেহ নাই; অতএব তোমরা একত্রিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই মত আদেশ করিলে, মহারথী পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অতিশয় যত্নপর হইয়া দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইল। তাহারা তাদৃশভাবে আপতিত হইতে থাকিলে, ভরদ্বাজ-নন্দন মহারথী দ্রোণ মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবেগে অগ্রসর হইলেন। সেই সত্যসন্ধ আচার্য্যের গমন কালে সমস্ত সৈন্যকে সন্ত্রাসিত করিয়া নির্ঘাত বায়ু প্রবাহিত ও পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। ঐ সময়, উভয় পক্ষের সেনাগণকে সন্তাপিত করিয়া মহাভয়-সূচক মহোল্কা সকল আদিত্যমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল; অপিচ ভরদ্বাজ-নন্দন মহারথী দ্রোণের শস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার রথ গর্জ্জন ও অশ্ব সকল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎকালে তিনি নিজেও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার বাম নেত্র ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। বিশেষত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে দেখিয়া যুদ্ধে বিমনা হইলেন। অনন্তর, তিনি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের গন্তব্য স্বর্গ গমনার্থে ধর্ম্ম-যুদ্ধানুসারে প্রাণ পরি-

ত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঞ্চাল-সৈন্যগণ তাঁহারে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলে, তিনি বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয় দগ্ধ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়, ক্ষত্রিয়-মর্দ্দনকারী আচার্য্য দ্রোণ তীক্ষ্ণাগ্র শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা এক লক্ষ বিংশতি সহস্র যোদ্ধাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তৎ পরে তিনি ক্ষত্রিয়-কুল নির্ম্মূল করণার্থে ব্রাহ্ম অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিয়া সমরাঙ্গণে, ধূম-শূন্য জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবলশালী শত্রুদমন ভীমসেন ত্বরা-সহকারে রথভ্রষ্ট, নিরস্ত্র, বিপদগ্রস্ত মহাত্মা ধৃষ্ট-দ্যুম্নের সমীপস্থ হইয়া তাঁহারে নিজ রথে আরোপিত করিলেন, এবং নিকটস্থ দ্রোণকে নিরন্তর শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীর! এস্থলে তোমা ব্যতীত এমন কোন পুরুষ বর্ত্তমান নাই যে, আচার্য্যের যুদ্ধ সহ্য করিতে পারে? অতএব তুমি অবিলম্বে উহাঁর বধার্থে গমন কর; কারণ, এই যুদ্ধভার তোমাতেই অর্পিত হইয়াছে। ভীমের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে মহাবাহু পাঞ্চাল-নন্দন তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব-ভারসহ অভিনব কার্ম্মুক ও দৃঢ়তর অস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক সমর-দুর্ব্বার দ্রোণের নিবারণ বাসনায় মহাসংরম্ভ-সহকারে শরজাল বিস্তার করত তাঁহারে সমাকীর্ণ করিলেন। সমর-দক্ষ সেই দুই বীর অতিশয় সংরব্ধ হইয়া রণস্থলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ-পূর্ব্বক দিব্য ও ব্রাহ্ম অস্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত করিলেন। অনন্তর, অচ্যুত ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় মহাস্ত্র-প্রভাবে দ্রোণাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া তাঁহারে অসংখ্য শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন; তৎ পরে দ্রোণের রক্ষার্থে অবস্থিত শিবী, বশাতী, বাহ্লিক ও কৌরব-গণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়, পাঞ্চাল-নন্দন শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করিয়া কিরণ-রাজি-বিরাজিত প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইলেন। তদনন্তর, দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিয়া নিশিত শর-দ্বারা তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলে, তিনি অতিশয় কাতর হইলেন। দ্রোণ ঈদৃশভাবে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলে, বিংশতি সহস্র পাঞ্চালগণ তাঁহারে শর-নিকরে সমাকীর্ণ করিল। মহারথী আচার্য্য তাহাদিগের শর-জালে সমাবৃত হইয়া, বর্ষাকালীন জলদ-জাল-সমাচ্ছন্ন ভাস্করের ন্যায় অবরুদ্ধ হইলে, আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। অনন্তর, শত্রুতাপন মহারথী দ্রোণ অমর্ষান্বিত হইয়া পাঞ্চালগণের শর-সমূহ নিরাকৃত করিয়া তাহাদিগের বধার্থে ভয়ানক ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। সেই মহাসংগ্রামে তিনি বহু সংখ্যক সোমকগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া পাঞ্চালদিগের হেম-বিভূষিত পরিঘাকার বাহু ও মস্তক সকল পাতিত করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার শরপ্রহারে বধ্যমান হইয়া বাত-ভগ্ন বনস্পতির ন্যায়, স্বীয় কলেবরে রণভূমি সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ রূপ, নিহত হস্তী ও অশ্ব দ্বারা পৃথিবী অগম্য এবং তাহাদিগের মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমময় হইল। এইরূপে প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ ক্ষণ কাল-মধ্যে পাঞ্চাল-পক্ষীয় বিংশতি সহস্র রথি-সৈন্য সংহার করিয়া সমরাঙ্গনে বিধূম-জ্বলদগ্নি বৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎ পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্লাস্ত্রে বসুদানের শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন এবং পঞ্চ শত মৎস্য, বট্ সহস্র সৃঞ্জয়, অযুত হস্তী ও অযুত অশ্ব যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

মহারাজ! ঐ সময়, ঋষিগণ তাঁহারে ক্ষত্রিয়কুল সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া হব্যবাহ অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করত ত্বরা-সহকারে তথায় আগমন করিলেন। বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালিখিল্য, মরীচিপ, ভৃগু ও অঙ্গিরা-গোত্রীয় এবং অন্যান্য সূক্ষ্মবর্ত্মাবলম্বী মহর্ষিগণ সমর-শোভী দ্রোণকে ব্রহ্মলোক নয়নেচ্ছায় কহিলেন, দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতেছ; তোমার নিধন কাল উপস্থিত হইয়াছে।

একণে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; অতঃপর আর ক্রূরতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। তুমি বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী, বিশেষত সত্যধর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণ; অতএব ইহা তোমার উপযুক্ত কার্য্য নহে। হে অমোঘাস্ত্র! তোমার মনুষ্য-লোকে অবস্থান করিবার কাল পূর্ণ হইয়াছে; অতএব অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সত্যপথে অবস্থান কর। হে বিপ্র! তুমি যে অস্ত্রানভিজ্ঞ মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ করিতেছ, উহা সৎকার্য্য করা হইতেছে না। তুমি অবিলম্বে অস্ত্র পরিত্যাগ কর, আর একপ পাপিষ্ঠতর কার্য্যে করিতে প্রবৃত্ত হইওনা।

মহারাজ! দ্রোণ ঋষিদিগের উপদেশ এবং ভীমসেনের সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণে বিশেষত সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়া সমরে বিমনা হইলেন। ঐ সময়, তিনি শোকানলে দগ্ধ ও কাতর হইয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুধিষ্ঠির! আমার পুত্র অশ্বত্থামা জীবিত আছেন, না নিহত হইয়াছেন?” দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণের এইরূপ নিশ্চয় বোধ ছিল যে, “যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও কদাচ মিথ্যা বলিবেন না।” কেন না, তিনি বাল্যাবধি ধর্ম্মরাজকে সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন, সেই নিমিত্তই অপর কাহাকেও বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ সময়, গোবিন্দ যোধগণাগ্রগণ্য দ্রোণকে “ইনি আর কিয়ৎকাল জীবিত থাকিলেই পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিবেন” এইরূপ বিবেচনা করিয়া সকাতরে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আমি সত্য বলিতেছি, যদি দ্রোণ রোষাবিষ্ট হইয়া আর অর্দ্ধ দিবস যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে আপনকার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। অতএব দ্রোণ হইতে আমাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত এক্ষণে আপনার সত্য অপেক্ষা মিথ্যা বলা শ্রেয়; জীবন-রক্ষার্থে মিথ্যা ব্যবহার করিলে, মনুষ্যকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। মহাত্মা দ্রোণের বধ বিষয়ক কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের এই সকল কথোপকথন শ্রবণ করিয়া ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! আমি কৌরব-সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার ইন্দ্রের ঐরাবত-সদৃশ বিখ্যাত অশ্বত্থামা নামক হস্তী সংহার করিয়া দ্রোণের নিকট কহিয়াছিলাম যে, “হে ব্রহ্মন্! অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, অতএব আপনি যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন।” কিন্তু, ঐ দ্বিজশ্রেষ্ঠ আমার সেই কথা বিশ্বাস করিলেন না। অতএব আপনি আমাদিগের জয়াভিলাষী গোবিন্দের বাক্য রক্ষা করিয়া দ্রোণের নিকট অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করুন; আপনি একপ কহিলে, দ্রোণ কদাচ যুদ্ধ করিবেন না; যেহেতু এই ত্রিলোক-মধ্যে আপনি সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত আছেন।

যুধিষ্ঠির ভীমের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষত বাসুদেবের আদেশক্রমে এবং অবশ্যম্ভাবি-প্রযুক্ত মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! তৎকালে ধর্ম্ম-নন্দন মিথ্যা-ভয়ে নিমগ্ন অথচ জয়াসক্তচিত্ত হইয়া অব্যক্ত-স্বরে হস্তী-শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে ‘অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে’ কহিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ চতুরঙ্গুল পরিমাণে উচ্ছ্রিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে এইরূপ মিথ্যা ব্যবহার করাতে তাঁহার রথচক্র ভূতল স্পর্শ করিল। এদিকে মহারথী দ্রোণ যুধিষ্ঠির-মুখে পুত্রের তাদৃশ বিপদ্ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকানলে সন্তপ্ত এবং জীবনে নিরাশ হইলেন। বিশেষত তিনি ঋষি বাক্য শ্রবণে মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকট আপনাকে অপরাধী বিবেচনায় এবং স্বীয় পুত্রের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও অচেতনপ্রায় হইয়াছিলেন; তাহাতে আবার সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।

দ্রোণের অশ্বত্থামা নিহত শ্রবণে একোননবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৯।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমুদ্রের অপর বেলা-

রাধনা করিয়া মহাযজ্ঞে যাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, যিনি দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে সমুত্থিত হইয়াছেন; সেই পাঞ্চাল-কুলনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে অতিশয় উদ্বিগ্ন ও শোকে অচৈতন্য-প্রায় অবলোকন করিয়া জলদ-গম্ভীর-নিস্বন দৃঢ়তর জ্যাযুক্ত শত্রুকুল-বিজয়ি ভয়ানক দিব্য শরাসন ও আশীবিষ-তুল্য শর গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং প্রচণ্ড জ্বলদগ্নি-সদৃশ দ্রোণের বিনাশ-বাসনায় অনল-তুল্য সেই শর শরাসনে সন্ধান করিলেন। মহারাজ! তৎকালে, ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক-জ্যামণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সেই শর শরৎকালে পরিবেশান্তর্বর্ত্তী প্রখর কিরণ-রাজি-বিরাজিত সূর্য্যের মূর্ত্তি ধারণ করিল। অস্মৎ পক্ষীয় সৈনিকগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেই ভয়ানক শরাসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া সকলেই অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অধিক কি, প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণও সেই শর সংযোজিত অবলোকন করিয়া আপনার আসন্ন-মৃত্যু বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর, মহাত্মা আচার্য্য সেই শরের নিবারণার্থে বিশেষ যত্নপর হইলেন, কিন্তু তাঁহার অস্ত্র সকল আর প্রাদুর্ভূত হইল না। মহারাজ! তিনি চারি দিবস ও এক রাত্রি নিরন্তর শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, পঞ্চম দিবসের ত্রিভাগ সময়ে তাঁহার শস্ত্র সকল নিঃশেষিত হইল। এইরূপে তিনি ক্ষীণ-শস্ত্র, পুত্র-শোকে পীড়িত ও অপ্রসন্নতা-প্রযুক্ত বহুবিধ দিব্যাস্ত্র সকল বিস্মৃত হইয়া ঋষিদিগের আদেশানুসারে শস্ত্র পরিত্যাগ কামনায় পূর্ব্বের ন্যায় আর তেজ-সহকারে যুদ্ধ করিলেন না। ঐ সময়, ভীমসেন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রোণের রথ ধারণ-পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন, যদি অস্ত্র-শিক্ষিত ব্রাহ্মণাধমগণ স্ব-জাতীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অসন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে, কদাচ ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইত না। হে ব্রহ্মন্! দেখুন সর্ব্ব প্রাণীতে অহিংসাই পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া জানেন, ব্রাহ্মণই সেই ধর্ম্মের আশ্রয়-স্বরূপ, এবং আপনিও ব্রহ্মজ্ঞগণের অগ্রগণ্য; তবে পুত্র, দারা ও ধন-লালসায় আপনি অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত বিমূঢ় চাণ্ডালের ন্যায় ম্লেচ্ছ-প্রভৃতি বিবিধ জাতি প্রাণী-দিগকে বিশেষত কেবল এক পুত্রের নিমিত্ত অধর্ম্মজ্ঞের ন্যায় স্বধর্ম্ম-নিরত বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয়কে অধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক সংহার করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না? আপনি যাঁহার নিমিত্তে শস্ত্র ধারণ ও যাঁহার মুখাপেক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছেন, অদ্য সেই অশ্বত্থামা আপনার অজ্ঞাতসারে সমরে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন; আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথিত সেই বাক্যকে কদাচ সন্দেহ করিবেন না।

মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা দ্রোণ ভীমসেনের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শস্ত্র পরিত্যাগ কামনায় শরাসন নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, অহে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ! অহে কর্ণ! অহে কৃপ! অহে দুর্য্যোধন! তোমরা সকলে সমরে যত্নাধান কর, আমি পুনঃপুন বলিতেছি, পাণ্ডবগণ হইতে তোমাদিগের অমঙ্গল না হউক! পরন্তু আমি এই শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। হে কুরুনাথ! তৎকালে তিনি এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামার নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং সেই সংগ্রামস্থলে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রথনীড়ে উপবেশন-পূর্ব্বক যোগ-যুক্ত পুরুষের ন্যায় সমস্ত প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করিলেন। প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিদ্র অবলোকন করিয়া শর-সমন্বিত সেই ভয়ানক শরাসন রথ-নীড়ে সংস্থাপন করিলেন, এবং খড়্গ গ্রহণ করিয়া সহসা রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ! দ্রোণকে তাদৃশ প্রকারে ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত দেখিয়া মনুষ্য এবং অপরাপর সমস্ত প্রাণীই "হা ধিক্! হা ধিক্!" এইরূপ শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক হাহাকার করিতে লাগিল। এদিকে মহাতপা দ্রোণাচার্য্যও কর্ণাদি বীরগণকে উজ্জিখিত

প্রকারে সতর্ক করিয়া শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরম শাম্যভাব অবলম্বন করিলেন, এবং যোগবলে তেজোময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সনাতন পরম পুরুষ বিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তি মহাতপা দ্রোণ অগ্রভাগে মুখ ঈষৎ উন্নামিত ও বক্ষঃস্থল স্তম্ভিত করত নিমীলিত-লোচন ও বিশুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইয়া হৃদয়ে ধৃতি অবলম্বন-পূর্ব্বক সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা দেবদেবেশ অনশ্বর ওঙ্কার-রূপ একাক্ষর পর ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণের সহিত দুর্লভ স্বর্গে গমন করিলেন। মহারাজ! তিনি তাদৃশাবস্থ হইলে তাঁহার রথ অবধি সমস্ত নভস্তল জ্যোতিতে পরিপূরিত হইল, এবং আমরাও দুই সূর্য্য উদিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। প্রত্যুত দ্রোণের নিধন সময়ে সূর্য্যের জ্যোতি সমধিক প্রভাশালী হইয়াছিল, কিন্তু নিমেষ-মাত্রে সেই জ্যোতি অন্তর্হিত হইল।

এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিমোহিত হইলে প্রহৃষ্টচিত্ত দেবগণের সুমহৎ কিলকিলা শব্দ সমুত্থিত হইল। মহারাজ! যোগযুক্ত মহাত্মা দ্রোণ যখন পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন, তখন সমস্ত মনুষ্য-মধ্যে কেবল আমি, পৃথাপুত্র ধনঞ্জয়, শরদ্বান-কুমার কৃপ, বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেব ও ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, আমরা এই পাঁচজন মাত্র দর্শন করিয়াছিলাম। দেবগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় পরম ব্রহ্মলোকগামী যোগযুক্ত ধীমান্ ভরদ্বাজ-নন্দনের সেই মহিমা অপর কোন ব্যক্তিই অবগত হইতে পারিল না। মনুষ্যগণ, শত্রুদমনকারী আচার্য্যের পরম গতি প্রাপ্তির বিষয়ও অবগত হইতে পারিলেন না, এবং তিনি যে যোগবলে ঋষিপুঙ্গবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, তাহাও দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। অতএব ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সেই শর-বিক্ষত ন্যস্ত-শস্ত্র রক্তাক্ত শরীর আক্রমণ করায় সমস্ত প্রাণীই তাঁহারে ধিক্কার প্রদান করিল। পাঞ্চাল-নন্দন মৌনাবলম্বী নির্জীব-কলেবর আচার্য্যের কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক খড়্গ-দ্বারা শিরশ্ছেদন করিলেন। এইরূপে ভরদ্বাজ-নন্দন নিপাতিত হইলে তিনি সুমহৎ হর্ষভরে খড়্গ উদ্ভ্রামিত করিয়া ভয়ানক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই শ্যামবর্ণ আচার্য্য আকর্ণ-পলিত কেশ ও পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়স্ক হইয়াও আপনকার নিমিত্ত সমরাঙ্গনে ষোড়শ বর্ষীয় যুবার ন্যায় বিচরণ করিতেন। তাঁহার বধ-সময়ে কুন্তী-নন্দন মহাবাহু ধনঞ্জয় পুনঃপুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন যে, "হে দ্রুপদাত্মজ! আচার্য্যকে বিনাশ করিও না, তুমি উহাঁকে জীবিতাবস্থায় আনয়ন কর" এবং সমস্ত সেনাধ্যক্ষগণও তৎকালে বিনাশ করিও না, বিনাশ করিও না" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। বিশেষত অর্জ্জুন চীৎকার করিতে করিতে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন ও পার্থিবগণ তাদৃশ ভাবে চীৎকার করিতে থাকিলেও পাঞ্চাল-নন্দন সেই রথনীড়স্থ নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে বিনাশ করিলেন। কুরুনাথ! যখন আচার্য্য রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন, তখন বোধ হইল যেন অরুণ-কান্তি দুর্দ্ধর্ষ আদিত্য ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে সমস্ত সৈনিকগণ রণস্থলে আচার্য্যকে নিহত হইতে দেখিলেন।

এদিকে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন ভরদ্বাজ-নন্দনের শিরশ্ছেদন করিয়া আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। কৌরবগণ দ্রোণের সেই ছিন্ন মস্তক অবলোকন করিয়া হতোৎসাহ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়, দ্রোণাচার্য্য যে আকাশ-পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার সেই নিধন ব্যাপার পূর্ব্ব কথিত বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেব, ধনঞ্জয়, কৃপ, যুধিষ্ঠির এবং সত্যবতী-নন্দন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষির প্রসাদে আমিও অর্থাৎ মনুষ্য-মধ্যে আমরা এই কয়েক জন-মাত্র দর্শন করিলাম।

যখন সেই মহাবুদ্ধি ধূম-শূন্য প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় আকাশ-পথে গমন করেন, তখন আমরা অত্যন্তরে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

দ্রোণ নিহত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ নিরুৎসাহ কৌরবদিগের প্রতি বেগে অভিদ্রুত হইল, তাহাতে অল্পকাল-মধ্যে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। পলায়ন কালে তাহাদিগের অনেকেই প্রতিপক্ষের নিশিত শরনিকরে হত ও আহত হইতে লাগিল। অধিক কি, দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণ গতাসু-প্রায় হইল। কৌরবগণ তৎকালে পরাজয় ও পরিণামে মহাভয় উপস্থিত মনে করিয়া এই উভয় কারণ-বশত এমন নিস্তেজ হইলেন যে, আর কোন ক্রমেই সুস্থির হইতে পারিলেন না। তৎকালে সেনাধ্যক্ষ পার্থিবগণ সেই অসংখ্য কবন্ধ-সঙ্কুল রণক্ষেত্রে দ্রোণের মৃত শরীর অন্বেষণ করিয়াও কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলেন না।

এদিকে পাণ্ডবগণ তাৎকালিক জয় লাভ এবং ভবিষ্যতে সুমহৎ যশও বিস্তৃত হইল বিবেচনা করিয়া বাণ-শব্দ, শঙ্খ-ধ্বনি ও ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়, পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যূহ-মধ্যে ভীমসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন, এবং ভীমসেন শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে পাঞ্চালরাজ-কুমার! পাপাত্মা সূতপুত্র ও দুর্য্যোধন সংগ্রামে নিহত হইলে যখন তুমি বিজয় লাভ করিবে, তখন পুনর্ব্বার আমি তোমারে আলিঙ্গন করিব। এই কথা বলিয়া তিনি সুমহৎ হর্ষভরে বাহু-শব্দ করিয়া পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিলেন। আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহার বাহ্বাস্ফোট শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্ত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের প্রবল শত্রু দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে নিহত হইলেন বলিয়া তজ্জন্য তাঁহারা অপার সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

দ্রোণ-বধে নবনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯০ ॥

নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ প্রকরণারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ এবং প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইলে শস্ত্র-পীড়িত কৌরবগণ বিমনা ও অতিশয় শোক-পরায়ণ হইলেন; বিশেষত বিপক্ষ পাণ্ডবদিগকে পুনঃপুন উদ্রিক্ত ও প্রহৃষ্ট দেখিয়া ভয়ে অশ্রুপূর্ণ-লোচন ও দীনভাবাপন্ন হইলেন। মহারাজ! পূর্ব্ব কালে হিরণ্যাক্ষ নিপাতিত হইলে যেমন অসুরগণ রক্তাক্ত-কলেবর ও বেপমান হইয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অশ্রুকণ্ঠ-বদনে গমন-পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তদ্রূপ কৌরবগণ বুদ্ধিভ্রংশ-প্রযুক্ত হতোৎসাহ ও হীনতেজা হইয়া সুমহৎ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন। ক্ষুদ্র মৃগ-পরিবৃত সিংহের ন্যায় রাজা দুর্য্যোধন সেই সকল সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া তথায় আর অবস্থান করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। তৎকালে সেই যোধগণ একে ক্ষুৎপিপাসা-কাতর, তাহাতে আবার আদিত্যের প্রখর কিরণে সন্তপ্ত হইয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। অধিক কি, সমুদ্র-শোষণ, ভাস্করের ভূপতন, সুমেরুর বিপর্য্যয় এবং দেবরাজের রণ পরাজয়ের ন্যায়, ভরদ্বাজ-নন্দনের নিপাতন-রূপ সেই অসম্ভব ব্যাপার অবলোকন করিয়া কৌরব পক্ষীয় সেনাধ্যক্ষগণও ভয়ত্রস্ত-চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

গান্ধাররাজ শকুনি ঘোরতর দ্রোণের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র ভীত হইয়া ভয়াতুর রথিগণ সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। সূতপুত্র কর্ণও বেগে পলায়ন-পর পতাকামালিনী চতুরঙ্গ মহা-

সেনা প্রত্যাহার-পূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিলেন। মদ্ররাজ শল্য হস্তী, অশ্ব ও রথ-সঙ্কুল সৈন্যগণকে অগ্রভাগে করিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভয়ে প্রস্থান করিলেন। শারদ্বত কৃপ বহুল পতাকা-শোভিত বীর-শূন্য অসংখ্য হস্তি-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া "কি কষ্ট কি কষ্ট" এইরূপ বলিতে বলিতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃতবর্ম্মা সুশিক্ষিত ভোজ, কলিঙ্গ, অরট্ট ও বাহ্লিক দেশীয় সৈন্যে সমাবৃত হইয়া মহাবেগগামী অশ্বে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। শকুনি-পুত্র উলূক, দ্রোণ নিপাতিত হইলেন দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইয়া পদাতিগণ সমভিব্যাহারে বেগে পলায়ন করিলেন। শৌর্য্য-লক্ষণান্বিত প্রিয়দর্শন যুবা দুঃশাসন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া হস্তি-সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। কর্ণ-পুত্র বৃষসেন দ্রোণকে নিপাতিত অবলোকন করিয়া অযুত রথী ও তিন সহস্র হস্তি-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। অধিক কি, মহারথী রাজা দুর্য্যোধন হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথি-প্রভৃতি চতুরঙ্গিণী সেনায় সমাবৃত হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। সংশপ্তক সেনা-নায়ক সুশর্ম্মা, দ্রোণ নিহত হইলেন দেখিয়া কিরীটীর শর-হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলেন দেখিয়া কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অপরের হস্তী, অশ্ব বা রথ যাহা সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতেই আরোহণ-পূর্ব্বক কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ মাতুল, কেহ পুত্র, কেহ বয়স্য, কেহ স্বীয় সৈন্য, কেহ ভাগিনেয়, কেহ বা বিধ্বস্ত ও প্রকীর্ণ-কেশ সম্বন্ধি-প্রভৃতি আত্মীয়-বর্গকে ত্বরান্বিত করিয়া নানা দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহারা দুই জন একত্র গমন করিলেন না; কেবল "আর কিছুই রক্ষা পাইবে না" এই মত বিবেচনা করিয়া হতপ্রভ ও নিরুৎসাহ হইয়া কবচ সকল পরিত্যাগ করত চীৎকার স্বরে পরস্পর আহ্বান-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তাঁহারা অপরকে "অবস্থান কর, অবস্থান কর," বলিয়া স্বয়ং ক্ষণকাল-মাত্রও পলায়নে অপেক্ষা করিলেন না। অধিক কি, এমন ব্যগ্র হইলেন যে, সুন্দর অলঙ্কার-শোভিত সারথি-শূন্য রথ হইতে অশ্বদিগকে উন্মোচন করিয়া অবিলম্বে আরোহণ-পূর্ব্বক পদ-দ্বারাই পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

সেই হীনপ্রভ সন্ত্রস্ত সৈন্যগণের পলায়ন সময়ে প্রতিস্রোতোগামী গ্রাহের ন্যায়, দ্রোণ-পুত্র, শত্রু-দিগের প্রতিপক্ষে ধাবিত হইলেন। ঐ সময়, শিখণ্ডি-প্রমুখ পাঞ্চাল, প্রভদ্রক, চেদি ও কেকয়-দিগের সহিত তাঁহার সুমহৎ যুদ্ধ হইল। অনন্তর মত্তমাতঙ্গ-সদৃশ বিক্রমশালী যুদ্ধদুর্ম্মদ অশ্বত্থামা পাণ্ডব পক্ষীয় বহুল সেনা সংহার-পূর্ব্বক অতিকষ্টে সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। তৎ পরে তিনি কৌরব-সৈন্যদিগকে পলায়ন-পর ও ধাবমান দেখিয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভারত! আপনার সৈন্যগণ এরূপ ভীত হইল কেন? অপিচ আপনি ইহাদিগকে পলায়ন-পর দেখিয়া কি জন্য যুদ্ধার্থে অবস্থাপিত করিতেছেন না, এবং আপনাকেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ বলিয়া বোধ হইতেছে না। বিশেষত কর্ণ-প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষগণও অবস্থান করিতেছেন না, কৈ অপর কোন যুদ্ধেই ত সৈন্যগণ এরূপ পলায়ন করে নাই? হে মহাবাহু মহারাজ! আপনকার সেনা-মধ্যে সমস্ত মঙ্গল ত? কোন্ রথিপ্রবর নিহত হওয়ায় সৈন্যগণ এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তৎ সমস্ত আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

মহারাজ! পার্থিবশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন, বিদীর্ণ তরণীর ন্যায়, শোকরূপ মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়া বাষ্পাবৃত-লোচনে রথস্থ গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে অবলোকন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রোণ বধ-রূপ ভয়ানক অপ্রিয় কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সলজ্জ-ভাবে কৃপাচার্য্যকে এইরূপ কহিলেন, সেনাগণ কি

নিমিত্ত বেগে পলায়ন করিতেছে, আপনি তাহা গুরু-পুত্রের নিকট ব্যক্ত করুন। তখন শারদ্বত কৃপ পুনঃপুন শোক প্রকাশ-পূর্ব্বক, যেরূপে দ্রোণ নিপাতিত হইয়াছেন, তৎ সমস্ত অশ্বত্থামার নিকট বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমরা পৃথিবীর সমস্ত রথীর অগ্রগণ্য সেই দ্রোণকে অগ্রে করিয়া একমাত্র পাঞ্চালদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, অনন্তর যুদ্ধার্থে মিলিত কৌরব ও সোমকগণ গর্জ্জন-পূর্ব্বক শস্ত্র-দ্বারা পরস্পর পরস্পরের দেহ পাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাদৃশ যুদ্ধ সময়ে কৌরব-পক্ষীয় বহু সংখ্যক সৈন্যক্ষয় হইতে থাকিলে তোমার পিতা অতিশয় কুপিত হইয়া ব্রাহ্ম অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। তৎ পরে সেই নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ভল্লাস্ত্র-দ্বারা শত্রুদিগের শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে সংহার করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-পক্ষীয় কেকয় ও মৎস্য, বিশেষত পাঞ্চালগণ কাল-প্রেরিত হইয়া দ্রোণের রথ-সমীপস্থ হইবা-মাত্র বিনষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময়, তিনি ব্রহ্মাস্ত্র-প্রভাবে এক সহস্র প্রধান যোদ্ধা ও দুই সহস্র হস্তী যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। সেই শ্যামবর্ণ আচার্য্য আকর্ণ-পলিত-কেশ ও অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও রণাঙ্গনে ষোড়শ বর্ষীয় যুবার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যগণ ক্লিষ্ট ও রাজগণ বধ্যমান হইতে থাকিলে, পাঞ্চালগণ অমর্ষাবিষ্ট হইয়াও সম্মুখীন হইতে পারিল না। ক্রমে তাহাদিগের কিয়দংশ নিহত ও অবশিষ্ট পরাঙ্মুখ হইলে শত্রুজেতা আচার্য্য দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অধিক কি, তৎকালে তোমার পিতা পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যগত হইয়া শর-রূপ কিরণ-রাজির দ্বারা, মধ্যাহ্ন-কালীন উদিত প্রচণ্ড আদিত্যের ন্যায়, দুষ্প্রেক্ষণীয় হইলেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ কিরণরাজি-বিরাজিত দিবাকর-সদৃশ রণাঙ্গন-স্থিত দ্রোণের অস্ত্রানলে দগ্ধ, তেজোহীন ও নিরুৎসাহ হইয়া বিচেতন-প্রায় হইল। পাণ্ডব-হিতৈষী মধুসূদন তাহাদিগকে দ্রোণ-শরে নিপীড়িত দেখিয়া এই মত উপদেশ করিলেন, এই রথযুথ-পতির যূথপতি শস্ত্রধারীর অগ্রগণ্য দ্রোণকে মনুষ্য-গণ কদাচ পরাজিত করিতে পারিবে না; অন্যের কথা দূরে থাকুক্, বৃত্রহন্তা ইন্দ্রও ইহারে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। হে পাণ্ডবগণ! শোণাশ্ব দ্রোণ যেন তোমাদিগের সকলকেই নিহত না করেন, তোমরা এই সময়ে সতর্ক হও। আমার বিবেচনায় তোমরা এক্ষণে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জয় লাভের নিমিত্ত যত্নপর হও। বোধ হয়, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিলে উনি আর যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, অতএব কোন ব্যক্তি "অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন," এই মিথ্যা বিবরণ উহাঁর নিকট ব্যক্ত করুক্। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় বাসুদেবের এই কথায় সম্মত হইলেন না। কিন্তু অপর সকলেই এবং যুধিষ্ঠিরও অতিকষ্টে সম্মত হইলেন। তৎপরে ভীমসেন সলজ্জভাবে তোমার পিতার নিকট গমন-পূর্ব্বক "অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন," এই মত কহিলে, তিনি তাহাতে বিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু, সেই মিথ্যা বাক্যে শঙ্কিত হইয়া তোমার প্রতি বাৎসল্য-প্রযুক্ত হত হওয়া সত্য কি না, জানিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন, মিথ্যা ভয়ে মগ্ন অথচ জয়াসক্ত-চিত্ত যুধিষ্ঠির, মালব-রাজ ইন্দ্রবর্ম্মার পর্ব্বতকায় অশ্বত্থামা নামক মহা-হস্তী ভীম-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে দেখিয়া দ্রোণের নিকট গমন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি যাহার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, এবং যাহাকে দেখিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, আপনকার সেই সতত প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়া, অরণ্যস্থ সিংহ-শিশুর ন্যায়, রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। বৎস! যুধিষ্ঠির মিথ্যা-কথন জন্য দোষ সমস্ত অবগত থাকিয়াও সেই দ্বিজ-সত্তমের নিকট স্পষ্টাক্ষরে ঐ সকল কথার উল্লেখ করিয়া পরিশেষে অব্যক্ত-স্বরে 'কুঞ্জর হত হই-

য়াছে' কহিলেন। অনন্তর, দ্রোণ সংগ্রাম স্থলে তোমার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া দিব্যাস্ত্র সকল প্রতিসংহার-পূর্ব্বক আর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন না। তখন নিষ্ঠুর-স্বভাব পাঞ্চাল-রাজ-পুত্র তাঁহাকে অতিশয় উদ্বিগ্ন, শোকাতুর ও অচেতনপ্রায় দেখিয়া বেগে তদভিমুখে ধাবমান হইল। সেই লোকতত্ত্ব-বিচক্ষণ আচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিধিকৃত মৃত্যু-স্বরূপ জানিয়া দিব্যাস্ত্র সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই রণাঙ্গনেই প্রায়োপবেশন করিলেন। অনন্তর বীরগণ চীৎকার করিতে থাকিলেও পৃষতকুল-নন্দন বাম হস্তে তাঁহার কেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তস্থ খড়্গ-দ্বারা শিরশ্ছেদন করিলেন। তৎকালে সমস্ত লোকেই 'বিনাশ করিও না, বিনাশ করিও না' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; বিশেষত ধর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক বাহু-দ্বয় উদ্যত করিয়া "আচার্য্যকে বিনাশ করিও না, উহাঁরে জীবিত অবস্থায় আনয়ন কর" এইরূপ পুনঃপুন বলিতে বলিতে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। কৌরবগণ ও অর্জ্জুন সেই প্রকার নিবারণ করিলেও সেই নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার পিতাকে নিহত করিল। হে অনঘ নরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামন্! এইরূপে তোমার পিতার নিধন হওয়াতেই সৈনিকগণ এবং আমরা সকলেই ভয়ার্ত্ত ও নিরুৎসাহ হইয়া পলায়ন করিতেছি।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অশ্বত্থামা সমরে পিতার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে, পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায়, তীব্রতর রোষাবিষ্ট হইলেন। হুতাশন যেমন ইন্ধন প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হয়েন, তদ্রূপ দ্রোণ-নন্দন ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং হস্তে হস্ত-নিষ্পেষণ ও দন্ত ঘর্ষণ-পূর্ব্বক কটকটা-শব্দ-সহকারে মুহুর্ম্মুহু সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্রোধে অরুণ-নেত্র হইলেন।

পিতৃ-মৃত্যু শ্রবণে অশ্বত্থামার ক্রোধপ্রকাশে এক-নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অশ্বত্থামা, বৃদ্ধ পিতা ব্রাহ্মণ দ্রোণ অধর্ম্ম-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন-হস্তে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? যাঁহাতে মানুষ, বারুণ, আগ্নেয়, বীর্য্যশালি ব্রাহ্ম, ঐন্দ্র, এবং নারায়ণ-প্রভৃতি অস্ত্র সকল নিয়ত প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদৃশ ধার্ম্মিক-প্রবর আচার্য্য নিহত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার পুত্র কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। যে মহাত্মা ভৃগুনন্দন রাম হইতে সমস্ত ধনুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকে সমধিক কৃতবিদ্য করিবার বাসনায় তৎ সমস্তই শিক্ষা করাইয়াছিলেন। এই সংসারে এইরূপ রীতি আছে যে, পুরুষ-মাত্রেই সকলকে ত্যাগ করিয়া স্বীয় পুত্রকে আপনা হইতেও অধিক গুণবান্ করিতে ইচ্ছা করেন। মহাত্মা আচার্য্য-দিগের যে সকল রহস্য বিষয় থাকে, তাহা পুত্র বা অনুগত শিষ্যকেই প্রদান করিয়া থাকেন। শৌর্য্য-বান্ শারদ্বতী-কুমারও তাঁহার পুত্র এবং শিষ্য, সুতরাং তিনি আচার্য্য পিতার নিকট বিশেষরূপে অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-সদৃশই হইয়াছেন। যুবা অশ্বত্থামা শস্ত্রবিদ্যায় রামের সদৃশ, যুদ্ধে পুরন্দর-সদৃশ, বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য-সদৃশ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-সদৃশ, স্থৈর্য্যে মহীধর-সদৃশ, তেজে অগ্নি-সদৃশ, গাম্ভীর্য্যে সাগর-সদৃশ, ক্রোধে ভুজঙ্গ-সদৃশ; অধিক কি, সেই জিতক্লম দৃঢ়ধন্বা অশ্বত্থামা পৃথিবীস্থ সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য। তিনি সমরাঙ্গনে ক্রুদ্ধ অন্তক ও বেগগামী বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। সমর স্থলে যিনি শরবৃষ্টি করিতে থাকিলে, পৃথিবী বিদীর্ণা হয়, যে সত্যপরাক্রম বীর সমরে কদাচ ব্যথিত হয়েন না, যিনি যথা-রীতি বেদাধ্যয়ন-পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাপ্ত করিয়া ধনুর্ব্বেদে দশরথ-পুত্র রামের তুল্য-পারদর্শী এবং মহাসাগরের তুল্য অক্ষোভণীয় হইয়াছেন। সেই অশ্বত্থামা, ধার্ম্মিক-প্রবর আচার্য্য অধর্ম্ম-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া কি বলিলেন? সঞ্জয়! বিধাতা যেমন ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণের মৃত্যুরূপ সৃষ্টি করিয়া-

ছেন, তদ্রূপ অশ্বত্থামাকেও ধৃষ্টদ্যুম্নের মৃত্যু-স্বরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব সেই ক্রূর অদীর্ঘ-দর্শী পাপাত্মা নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতাকে বিনাশ করিয়াছে শুনিয়া অশ্বত্থামা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?

ধৃতরাষ্ট্র-প্রশ্নে দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন পাণ্ডব-দিগের কপটতায় পাপকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে পিতৃ-নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূরিত হইলেন, এবং তাঁহার লোচন-দ্বয়ও বাষ্পে পরিপূর্ণ হইল। তৎকালে কুপিত অশ্বত্থামার মুর্ত্তি, যুগান্ত-কালীন প্রাণি-সংহারাভিলাষী ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায়, প্রদীপ্ত হইল। অনন্তর তিনি বাষ্পপূর্ণ-নেত্র পুনঃপুন পরিমার্জ্জিত করত কোপে নিশ্বাস ত্যাগ-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন, মহারাজ! নীচ-প্রকৃতিগণ পিতাকে যেরূপে অস্ত্র ত্যাগ করাইয়া নিপাতিত করিয়াছে এবং ধর্ম্মধ্বজী যুধিষ্ঠির যেরূপ পাপাচরণ করিয়াছেন, তৎ সমস্ত বিদিত হইলাম। অপিচ, সেই অনার্য্য নৃশংস ধর্ম্মপুত্রের সমস্ত বিবরণই শ্রবণ করিলাম। যুদ্ধ প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের জয় বা পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, এবং যদৃচ্ছাক্রমে উহা স্বয়ংই হইয়া থাকে; পরন্তু পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুই প্রশংসনীয়। সংগ্রামস্থলে রণকারী পুরুষের ন্যায়ানুসারে মৃত্যু হইলে, তাহা দুঃখের নিমিত্ত হয় না; কেন না, পণ্ডিতগণ যুদ্ধার্থীদিগের তাদৃশ মৃত্যুই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমার পিতাও নিশ্চয় বীর লোকে গমন করিয়াছেন; অতএব হে পুরুষ-শার্দ্দূল রাজন্! যখন তিনি তাদৃশ মৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না। তবে, ন্যস্তশস্ত্র হইয়া ঈশ্বর-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেও ধৃষ্টদ্যুম্ন যে সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে তাঁহার কেশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতেই আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। হা! আমি জীবিত থাকিতেই যখন আমার পিতা কেশাকৃষ্ট হইলেন, তখন অপর লোকে আর কি জন্য পুত্র-স্পৃহা করিবে? মনুষ্যগণ কাম, ক্রোধ, দর্প, পরিভব, অনভিজ্ঞতা বা বালকতা প্রযুক্তই অধর্ম্ম কার্য্য করিয়া থাকে। দুরাত্মা নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্নও আমাকে অবজ্ঞা করিয়া এই মহৎ অধর্ম্ম কার্য্য করিয়াছে, সংশয় নাই; অতএব সে অচির-কাল-মধ্যে ইহার সুদারুণ ফল প্রাপ্ত হইবে। অপিচ, সেই মিথ্যাবাদী ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিশয় অসৎ কার্য্য করিয়াছে; সে যখন কপটতা-দ্বারা আচার্য্যকে অস্ত্রত্যাগ করাইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই পৃথিবী অদ্য তাহার শোণিত পান করিবেন। মহা-রাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি সমস্ত পাঞ্চাল গণকে সংহার না করিয়া জীবন ধারণ করি, তাহা হইলে সত্য ও ইষ্টাপূর্ত্ত হইতে ভ্রষ্ট হইব। অধিক কি, পাঞ্চালদিগের বধ নিমিত্ত যথা-সাধ্য যত্ন করিব; বিশেষত পাপকারী ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমি নিশ্চয়ই সমরে বিনাশ করিব। কুরুরাজ! মৃদুতাই হউক্, আর কঠোরতাই হউক্, অর্থাৎ যে কোন কর্ম্ম-দ্বারা হউক্ না কেন, পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিয়া শান্তি লাভ করিব। হে নরশার্দ্দূল! মানবগণ ইহলোক ও পরলোকে মহাভয় হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্তই পুত্র কামনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি মেরু-সদৃশ পুত্র ও শিষ্য বর্ত্তমান থাকিতেও আমার পিতা অনাথের ন্যায় তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন! দ্রোণাচার্য্য যখন মাদৃশ পুত্র প্রাপ্ত হইয়াও কেশা-কৃষ্ট হইলেন, তখন আমার দিব্যাস্ত্র, বাহুবীর্য্য ও পরাক্রমে ধিক্! হে ভরতসত্তম! এক্ষণে আমি তাদৃশ প্রতিকার করিব, যাহাতে পরলোক-গত পিতার ঋণ হইতেও মুক্ত হইতে পারি। আচার্য্য-দিগের আত্ম প্রশংসা করা কর্ত্তব্য নহে বটে, কিন্তু পিতৃবধে অসহিষ্ণু হইয়া অদ্য আমি আত্ম পুরুষ-কারই বর্ণনা করিব। অদ্য আমি প্রলয়কর্ত্তার ন্যায়

সমস্ত শত্রুসৈন্য বিমর্দ্দন করিতে থাকিলে, জনার্দ্দন সমবেত পাণ্ডবগণ আমার পরাক্রম অবলোকন করুক্। হে নরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমি রথারূঢ় হইয়া সমরে অবস্থিত হইলে, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষস কেহই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। এই পৃথিবী-মধ্যে কোন ব্যক্তিই আমার এবং অর্জ্জুনের তুল্য অস্ত্রজ্ঞ নহেন। অদ্য আমি শত্রুসৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রচণ্ড কিরণবর্ষী ভাস্করের ন্যায়, দিব্যাস্ত্রজাল বর্ষণ করিব। অদ্য মহাসংগ্রামে আমার শরাসন হইতে নিরন্তর নির্গত শর সকল তীব্রতর পরাক্রম প্রদর্শন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে প্রমথিত করিবে। মহারাজ! অদ্য প্রাণিগণ দিক্ সকলকে বারিধারা-সমাচ্ছন্নের ন্যায় মদীয় তীক্ষ্ণতর শরধারায় সমাকুল দেখিবে। আমি চতুর্দ্দিকে শরজাল বিকীরণ করিতে থাকিলে, বৃক্ষ সকল যেমন প্রচণ্ড বায়ু-কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া ভয়ানক শব্দ সহকারে ভূপতিত হয়, তদ্রূপ শত্রুগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে নিপতিত হইবে।

হে কৌরব! প্রয়োগ ও প্রতি-সংহার-সমন্বিত যে অস্ত্র আমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা কি অর্জ্জুন, কি জনার্দ্দন, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি রাজা যুধিষ্ঠির, কি সাত্যকি, কি শিখণ্ডী, কি দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেহই অবগত নহে। পূর্ব্বে কোন সময়ে ভগবান্ নারায়ণ ব্রাহ্মণ-বেশে আমার পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, পিতা তাঁহাকে যথা-বিহিত প্রণাম-পূর্ব্বক পূজা প্রদান করিলেন; নারায়ণ সেই পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া বরদানে উদ্যত হইলে, পিতা তাঁহার নিকট নারায়ণ-নামক পরমাস্ত্রের প্রার্থনা করিলেন। তখন, ভগবান্ কহিলেন, দ্রোণ! এই অস্ত্রপ্রভাবে অপর কোন ব্যক্তিই তোমার সদৃশ যোদ্ধা হইবে না। কিন্তু সহসা কোন ক্রমেই এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও না; যেহেতু ইহা শত্রুকে বধ না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। হে ব্রহ্মন্! তুমি এরূপ জ্ঞান করিও না যে, এই অস্ত্র কোন প্রাণীবিশেষকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে; ইহা, অবধ্য প্রাণী হইলেও তাহাকে বিনাশ করিবে; অতএব সঙ্কট ব্যতীত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। হে পরন্তপ! কদাচিৎ যদি এই মহাস্ত্র প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহার নিবারণোপায় কেবল রথাদি বাহন ও শস্ত্র সকলের পরিত্যাগ, অথবা শত্রু যদি যাচমান, কি শরণাগত হয়; অন্যথা কিছুতেই ইহা নিবারিত হইবার নহে। পরন্তু যখন সর্ব্বপ্রকারে শত্রু-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইবে, তখন এই অস্ত্রপ্রয়োগ-মাত্রেই, সেই শত্রু অবধ্য হইলেও তাহাকে সংহার করিবে। এই অস্ত্রপ্রভাবে রণস্থলে তুমি তেজো-দ্বারা প্রদীপ্ত ও অসংখ্য অস্ত্র বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ এই মত আদেশ করিয়া পিতাকে অস্ত্র প্রদান-পূর্ব্বক আকাশ-পথে গমন করিয়াছিলেন। পিতা এইরূপে নারায়ণাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া কিয়দ্দিবস পরে আমাকেও উহা যথা-বিহিত উপদেশ করিয়াছিলেন। মহারাজ! শচীপতি ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিমর্দ্দন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমিও অদ্য সেই অস্ত্রপ্রভাবে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়দিগকে বিদ্রাবিত করিব।

মহারাজ! অদ্য আমি যে যে স্থলে ইচ্ছা করিব, সেই সেই স্থলেই শত্রুগণ নিহত হইলেও তাহাদিগের প্রতি রাশি রাশি শরজাল নিপতিত হইবে এবং এই সুমহৎ নারায়ণাস্ত্র-প্রভাবে সমস্ত পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া অনবরত প্রচুর শিলাখণ্ড, লৌহমুখ আকাশগামী বাণ ও নিশিত পরশ্বধাদি বর্ষণ-পূর্ব্বক মহারথী শত্রুদিগকে বিদ্রাবিত ও নিহত করিব। বিশেষত মিত্র, গুরু ও ব্রাহ্মণ-দ্রোহী সর্ব্বলোক-নিন্দিত কুটিল-স্বভাব পাঞ্চাল-কুলাপসদ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অদ্য কদাচ আমার নিকট হইতে জীবন-সত্ত্বে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না।

মহারাজ! পলায়নপর কৌরব-সেনা দ্রোণ-পুত্রের উক্ত প্রকার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া পুনরায় সমরাভিমুখী হইল এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষগণও হৃষ্ট-

চিত্ত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎ পরে সহস্র সহস্র ভেরী ও ডিণ্ডিম-প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র নিনাদ হইতে লাগিল এবং বসুধাতল অশ্বদিগের খুর ও রথনেমি-দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া এরূপ শব্দায়মান হইল যে, সেই তুমুল শব্দ দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল, সমস্ত নিনাদিত করিতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধান রথিগণ জলদ-নিস্বন-সদৃশ সেই ভয়ানক শব্দ শ্রবণ করিয়া সকলে একত্র মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এদিকে অশ্বত্থামাও সলিল স্পর্শ-পূর্ব্বক শুচি হইয়া নারায়ণ নামক সেই দিব্যাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন।

অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা বিষয়ে ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভাব সময়ে আকাশমণ্ডল মেঘ শূন্য থাকিলেও জলবিন্দু-সমন্বিত মহাশব্দায়মান বায়ু প্রবাহিত, পৃথিবী কম্পিত, সাগর সকল ক্ষুভিত, নদী সকল প্রতিস্রোতোবাহী ও গিরিশিখর বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মৃগ সকল পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যদিগকে বাম দিকৃস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে সূর্য্য হীনপ্রভ ও দিক্ সকল তমসাচ্ছন্ন হইল। ঐ সময়, নভোমণ্ডল হইতে মাংসাশী প্রাণিগণ মহাকোলাহল-সহকারে নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। অপিচ, সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সন্ত্রস্ত এবং মনুষ্যদিগের কথোপকথন পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িল। বিশেষত রাজগণ দ্রোণ-পুত্রের সেই ঘোর-রূপ ভয়াবহ অস্ত্র দৃষ্ট করিয়া অত্যন্ত কাতর ও ভীত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পিতৃবধামর্ষী শোক-সন্তপ্ত অশ্বত্থামা মৎ পক্ষীয় সৈন্যদিগকে সমরাভিমুখী করিলে, কৌরবগণ পুনরায় বেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষা বিষয়ে পাণ্ডবগণ যেরূপ মন্ত্রণা করিল, তৎসমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির কৌরবগণকে প্রথমে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন, পরে আবার তাহাদিগের তুমুল হর্ষনিনাদ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! পূর্ব্বে বজ্রপাণি পুরন্দর যেমন মহাসুর বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে নিহত করিলে, কাতরভাবাপন্ন কৌরবগণ আত্ম-ত্রাণার্থী ও জয়ে নিরাশ হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিল; যে সকল রথের ধ্বজ, ছত্র, পতাকা ও কুবর বিশীর্ণ, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথি নিহত, অশ্ব সকল বিকল এবং নীড়, অক্ষ, চক্র ও যুগকাষ্ঠ ভগ্ন হইয়াছে; পার্থিবগণ-মধ্যে তৎকালে অনেকেই, বেগে ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ তাদৃশ রথ সমূহ-দ্বারাও স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। কোন কোন রথী বিশীর্ণ রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পদাঘাতে অশ্ব সঞ্চালন করত পলায়ন করিয়াছিলেন। অশ্বারোহিগণ অর্দ্ধস্খলিতাসন হইয়াও তদবস্থাতেই ধাবমান হইয়াছিল। কোন কোন বীর অস্মৎ পক্ষীয় নারাচ-দ্বারা আসন-ভ্রষ্ট ও গজ-স্কন্ধে গ্রথিত হইয়া সেই শর-পীড়িত ও পলায়ন-পর মাতঙ্গগণ-কর্ত্তৃক দিগ্‌দিগন্তরে নীত হইয়াছিল। ঐ সময়, শস্ত্র ও কবচ-বিহীন অনেক বীরই বাহন হইতে ভূতলে পতিত হইয়া রথচক্রে ছিন্ন এবং হস্তী ও অশ্বের পদ-দ্বারা বিমর্দ্দিত হইয়াছে। অনেকে মোহাভিভূত হইয়া পরস্পর অবগত হইতে না পারিয়া 'হে পিতঃ হে পুত্র!' বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে প্রস্থান করিয়াছিল। কেহ কেহ দৃঢ়তর বিক্ষত-কলেবর পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও সখা-প্রভৃতিকে স্থানান্তরিত করত শরীর হইতে কবচ বিমোচন-পূর্ব্বক জলসেচন করিতেছিল। হে ধনঞ্জয়! দ্রোণ নিহত হইলে কৌরব-সৈন্য তাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কি নিমিত্ত পুনরাবর্ত্তিত হইল? যদি অবগত হইয়া থাক, তবে আমার নিকট

কীর্ত্তন কর। ঐ দেখ, অশ্বদিগের হ্রেষারব ও মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি রথ-নির্ঘোষের সহিত মিলিত হওয়ায় মহান্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কৌরবসাগর সমুত্থিত এই কঠোর নিনাদ বারংবার উদ্রিক্ত হইয়া অস্মৎ পক্ষীয়দিগকে কম্পিত করিতেছে। এ যেরূপ তুমুল লোমহর্ষণ শব্দ হইতেছে; আমার বোধ হয়, ইন্দ্রাদি দিক্পাল-সমন্বিত ত্রিলোক ধ্বংস হইবে, সন্দেহ নাই; অথবা এই ভয়ঙ্কর নিনাদ বজ্রধর ইন্দ্রেরও হইতে পারে। দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়ায় নিশ্চয়ই দেবরাজ আগমন করিতেছেন। অর্জ্জুন! ঐ আমাদিগের প্রধান প্রধান রথিগণও এই অতীব ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া উদ্বিগ্ন ও লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়াছেন। দ্বিতীয় দেবরাজ-তুল্য কোন্ মহারথী এই পলায়নপর কৌরবদিগকে ব্যবস্থাপিত করিয়া সমরাভিমুখী করিতেছে?

যুধিষ্ঠিরের এতাবৎ বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! ন্যস্তশস্ত্র গুরু দ্রোণ নিহত হইলে, ছিন্নভিন্ন কৌরবগণকে কোন্ বীর পুনরায় ব্যবস্থাপিত করিয়া সিংহনাদ করিতেছে বলিয়া আপনার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে এবং যাঁহার পরাক্রম অবলম্বন-পূর্ব্বক কৌরবগণ উগ্রতর কার্য্যে উদ্যত হইয়া পরাক্রম-সহকারে শঙ্খনিনাদ করিতেছে, আমি সেই মত্তমাতঙ্গগামী কৌরবদিগের অভয়প্রদ উগ্রকর্ম্মা শ্রীমান্ মহাবাহু বীরের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি জন্মগ্রহণ করিলে, দ্রোণ মহামান্য ব্রাহ্মণগণকে দশ শত গো দান করিয়াছিলেন, ইনি সেই অশ্বত্থামা গর্জ্জন করিতেছেন। যে বীর জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় চীৎকার করাতে সমস্ত লোক কম্পিত হইয়াছিল, এবং সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া কোন অলক্ষ্য প্রাণী তৎকালে যাঁহার 'অশ্বত্থামা' এই নাম রক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই শূর অশ্বত্থামা সিংহনাদ করিতেছেন। পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন যাঁহাকে অনাথের ন্যায় আক্রমণ করিয়া অতিশয় নৃশংস ব্যবহার-পূর্ব্বক নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার সহায় স্বরূপ অশ্বত্থামা উপস্থিত হইয়াছেন। পাঞ্চাল-নন্দন যখন আমার গুরুর কেশকলাপ গ্রহণ-পূর্ব্বক ধর্ষণ করিয়াছেন, তখন আত্ম-পুরুষকারাভিজ্ঞ অশ্বত্থামা কদাচ তাহা ক্ষমা করিবেন না। সে যাহা হউক্, মহারাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্যের নিমিত্ত যে গুরুর নিকট মিথ্যা ব্যবহার করিলেন, ইহাতে আপনকার ঘোরতর অধর্ম্ম হইয়াছে। অধিক কি, কপটতা-দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে নিপাতিত করায়, রামচন্দ্রের বালি-বধের ন্যায়, চিরকাল এই সচরাচর ভূমণ্ডলে আপনকার মহতী অকীর্ত্তি থাকিবে। যেহেতু আচার্য্য, "যুধিষ্ঠির ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন এবং আমার শিষ্য, ইনি কদাচ আমার নিকট মিথ্যা বলিবেন না" এইরূপ মনে করিয়াই আপনাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু, আপনি "কুঞ্জর হত হইয়াছে" এইরূপ সত্যকঞ্চুকতা অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই গুরুর নিকট মিথ্যা কহিলেন। মহারাজ! আচার্য্য সর্ব্ব-শত্রু-বিনাশক্ষম হইয়াও আপনকার কথা শুনিয়াই শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নির্ম্মম ও অচৈতন্যপ্রায় অবস্থান করিয়াছিলেন; আপনিও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হা! আপনি শিষ্য হইয়াও সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুত্রবৎসল শোকাবিষ্ট রণ-পরাঙ্মুখ গুরুকে নিপাতিত করিলেন! আপনি ত অধর্ম্ম-দ্বারা ন্যস্তশস্ত্র গুরুকে বিনাশ করাইয়াছেন, এক্ষণে যদি সামর্থ্য থাকে, তবে অমাত্য-বর্গের সহিত একত্রিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করুন। অধিক কি, পিতৃবধামর্ষী আচার্য্য-পুত্রগ্রস্ত পাঞ্চাল-নন্দনকে অদ্য আমরা সকলে মিলিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। যিনি সর্ব্ব প্রাণীর প্রতিই সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই অলৌকিক পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা পিতার কেশাভিমর্ষণের বিষয় শ্রবণ করিয়া সমরাঙ্গনে অদ্য আমাদিগের সকলকেই দগ্ধ করিবেন। অপিচ, আচার্য্যের জীবন

রক্ষা বাসনায় আমি পুনঃপুন চীৎকার করিতে থাকিলেও ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া শিষ্য হইয়াও গুরুকে সংহার করিল। আমাদিগের বহুলাংশ বয়স গত হইয়া অল্পমাত্র যাহা অবশিষ্ট আছে, এক্ষণে ইহা সেই বয়োধর্ম্মের বিকার উপস্থিত হইয়াছে; প্রত্যুত, ঘোরতর অধর্ম্ম করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মহারাজ! যিনি নিয়ত সৌহার্দ্দ-প্রযুক্ত ও ধর্ম্মত আমাদিগের পিতার ন্যায় ছিলেন, এই অচিরস্থায়ি রাজ্যের নিমিত্ত তাদৃশ গুরুকে নিপাতিত করিলেন! দেখুন, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণকে তৎপরায়ণ পুত্রগণ-সমন্বিত এই সমগ্রা বসুন্ধরা সমর্পণ করিয়াছিলেন, গুরু তাদৃশ বৃত্তি লাভ করিয়া এবং কৌরবগণ-কর্ত্তৃক নিয়ত সমাদৃত হইয়াও স্বীয় পুত্রাপেক্ষাও আমারে অধিকতর স্নেহ করিতেন। মহারাজ! আচার্য্য কেবল আপনাকে এবং আমাকে অবেক্ষণ করিয়াই অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, নচেৎ উনি যুদ্ধ করিতে থাকিলে দেবরাজও উহাঁকে বিনাশ করিতে পারিতেন না। যাহা হউক্ আমরা অতি নির্ব্বোধ! যেহেতু রাজ্য নিমিত্ত তাদৃশ সতত উপকারী বৃদ্ধ আচার্য্যেরও অন্যায়-পূর্ব্বক বিদ্রোহাচরণ করিলাম। হা! আমরা রাজ্য ও সুখ-লোভাধীন যখন আচার্য্যকে নিপাতিত করিয়াছি, তখন অতীব নিদারুণ পাপ করিয়াছি, সন্দেহ নাই। গুরু নিশ্চয়ই জানিতেন যে, অর্জ্জুন আমার সৌহার্দ্দ অনুরোধে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, দারা এবং জীবন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারে।

অর্জ্জুনাক্ষেপে চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারথিগণ প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই উত্তর করিলেন না। পরন্তু মহাবাহু ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে নিন্দা করত কহিলেন, অর্জ্জুন! অরণ্যচারী মুনি ও ন্যস্তদণ্ড সংশিতব্রত পরমহংস যেরূপ ধর্ম্মসংহিতা উপদেশ করিয়া থাকেন, অদ্য দেখিতেছি, তুমিও সেইরূপ উপদেশ করিতেছ। যিনি স্ত্রী ও সাধুলোকের প্রতি ক্ষমা করিয়া থাকেন, ক্ষত হইতে আপনাকে ও অপরকে ত্রাণ করিতে সমর্থ, সেই ক্ষত্রিয়ই অবিলম্বে পৃথিবী, ধর্ম্ম, যশ ও শ্রী লাভ করিতে পারেন। তুমিও সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়-গুণ-সমন্বিত ও কুলধুরন্ধর; কিন্তু অদ্য অসঙ্গত বক্তৃতা করিয়া মূর্খের ন্যায় শোভা পাইতেছ। হে পার্থ! তোমার পরাক্রম শচীপতি ইন্দ্রের তুল্য, এবং সাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করেন না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন কর না। তুমি যে ত্রয়োদশ বর্ষ-জনিত ক্রোধকে পশ্চাৎ করিয়া এক্ষণে ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াছ, ইহাতে কে না তোমার প্রশংসা করিবে? বৎস! ভাগ্য ক্রমেই তোমার মন এক্ষণে স্বধর্ম্মানুগামী হইতেছে, এবং ভাগ্য ক্রমেই তোমার বুদ্ধি আনৃশংস হইতে বিচ্যুত হইতেছে না। মহারাজ যুধিষ্ঠির নিয়ত ধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও শত্রুগণ অধর্ম্ম-দ্বারা রাজ্যহরণ ও দ্রৌপদীকে সভাস্থলে আনয়ন-পূর্ব্বক অপমান করিয়াছে এবং আমরা প্রকৃত রাজ্যাধিকারী হইলেও বিপক্ষেরা আমাদিগকে বল্কলাজিন পরিধান করাইয়া ত্রয়োদশ বর্ষের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। এই সকল অসহ্য বিষয় হইলেও আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুরত হইয়াও উহা সহ্য করত উহাদিগের কৃত সমস্ত নিয়মই পালন করিয়াছি। হে অর্জ্জুন! এক্ষণে সেই অধর্ম্মের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত রাজ্যাপহারীদিগকে সবান্ধবে বিনাশ করিব বলিয়াই তোমার সহিত একত্রিত হইয়া এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষত পূর্ব্বে তুমি আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলে বলিয়াই আমরা এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছি এবং যথা-সাধ্য যুদ্ধও করিতেছি; কিন্তু তুমি এক্ষণে আমাদিগের নিন্দা করিতেছ। বুঝিলাম, তুমি স্বধর্ম্ম জানিতে অভিলাষী নহ, এই জন্যই বৃথা জল্পনা

করিতেছ। এই সময়, একে অস্মৎ পক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ভয়ার্ত্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার তুমি ক্ষত-স্থলে ক্ষার প্রদানের ন্যায়, বাক্যবাণে আমাদিগের মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছ। অর্জ্জুন! অধিক কি বলিব, তোমার বাক্‌শল্যে পীড়িত হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তুমি আপনি এবং আমরা সকলে প্রশংসার যোগ্যপাত্র হইলেও যে প্রশংসা করিতেছ না, ইহাতে তোমার অত্যন্ত অধর্ম্ম-সঞ্চার হইতেছে; তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। ধনঞ্জয়! বাসুদেব বর্ত্তমান থাকিতে যে তোমার ষোড়শাংশের একাংশও নহে, তুমি তাদৃশ দ্রোণ-পুত্রের প্রশংসা করিতেছ। তোমার কি স্বমুখে আত্ম দোষ কীর্ত্তন করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে না? আমি ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত পর্ব্বত চূর্ণ ও ধরাতল বিদীর্ণ করিতে পারি, এবং এই কাঞ্চন-মালিনী ভীষণ গুরুতর গদা উদ্ভ্রামিত করিয়া গিরি-সঙ্কাশ বনস্পতি সকলকেও বায়ুর ন্যায় ভগ্ন করিতে পারি। অপিচ, আমি শরপ্রভাবে ইন্দ্র-প্রমুখ সমাগত সমস্ত দেব, রাক্ষস, অসুর ও উরগগণ-সমন্বিত সমস্ত মনুষ্যকেই বিনাশ করিতে পারি। অর্জ্জুন! তুমি স্বয়ং অমিত-পরাক্রমশালী এবং আমি তোমার এতাদৃশ ভ্রাতা বর্ত্তমান রহিয়াছি; ইহা প্রকৃতরূপ জানিয়া দ্রোণ-পুত্রকে ভয় করা উচিত হইতেছে না। না হয়, তুমি এই সকল সহোদরগণের সহিত অবস্থান কর, আমি একাকীই গদাপাণি হইয়া মহা-সংগ্রামে অশ্বত্থামাকে বিনাশ করি।

তদনন্তর, নরসিংহ-রূপধারী ক্রুদ্ধ নারায়ণ গর্জ্জন করিতে থাকিলে, হিরণ্যকশিপু যেমন তাঁহার প্রতি উক্তি করিয়াছিল, ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্নও সেইরূপ ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন। হে বীভৎসো! মনীষিগণ "অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ" এই ষট্‌কর্ম্মকে ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বল দেখি, উক্ত ষট্‌কর্ম্ম-মধ্যে দ্রোণ কোন্‌টিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? তবে আমি তাদৃশ দুষ্কর্ম্মশীল ব্রাহ্মণকে নিহত করিয়াছি বলিয়া তুমি কি জন্য আমারে নিন্দা করিতেছ? যে নীচকর্ম্মকারী স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক অলৌকিকাস্ত্র-দ্বারা আমাদিগের সেনা বিনষ্ট করিতেছিল, তাদৃশ অসহ্য কপটাচারী ব্রাহ্মণাধমকে যে ব্যক্তি কপটতা-দ্বারাই বিনাশ করিয়াছে, তাহার প্রতি কি সদ্ব্যবহার করা উচিত নহে। যাহা হউক, আমি সেই দুঃশীল ব্রাহ্মণকে নিহত করিয়াছি বলিয়া, অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া ভয়ানক সিংহনাদ করিতেছে; তাহাতে আমার ক্ষতি কি? আর দ্রোণ-নন্দন যে এ সময় গর্জ্জন করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করি না, সে কেবল গর্জ্জন-দ্বারা কৌরবগণকে সমর প্রবর্ত্তিত করিবে মাত্র, পরিশেষে পরিত্রাণে অসমর্থ হইয়া সকলকেই বিনষ্ট করাইবে। হে অর্জ্জুন! তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও যে আমারে গুরুঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতেছ, তুমি কি জান না যে, আমি দ্রোণ বধের নিমিত্তই অনল হইতে পাঞ্চালরাজের পুত্র-ভাবে উৎপন্ন হইয়াছি? হে পার্থ! সমর কালে যাঁহার কার্য্যাকার্য্য সমভাব ছিল, তুমি তাদৃশ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া কিরূপে গণ্য করিতে পার? বিশেষত যে ক্রোধান্ধ হইয়া অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্র-দ্বারা বিনাশ করে, তাহাকে যে কোন উপায়-দ্বারা বধ করা কি উচিত নহে? হে ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ অর্জ্জুন! ধর্ম্মজ্ঞগণ বিধর্ম্মীকে বিষ-তুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তুমি তাহা অবগত থাকিয়াও কি জন্য আমারে নিন্দা করিতেছ? সেই নৃশংস ব্রাহ্মণকে আমি রথ-মধ্যেই আক্রমণ-পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছি, তাহাতে আমি অভিনন্দনের যোগ্য হইলেও তুমি কি নিমিত্ত আমারে অভিনন্দিত করিতেছ না? হে বীভৎসো! আমি সাক্ষাৎ কালানল ও প্রদীপ্ত সূর্য্য-সদৃশ ভয়ানক হইয়া দ্রোণের শিরশ্ছেদন করিলাম; ইহাতে তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রশংসা করিতেছ না? দ্রোণ কেবল আমারই বন্ধু-

বর্গকে বিনাশ করিয়াছে, অপরের নহে; অতএব আমি তাহার মস্তক ছেদন করিয়াও পরিতাপ-শূন্য হই নাই; জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায়, আমি যে তাহার মস্তক শৃগাল কুকুরকে অর্পণ করি নাই, তাহাতেই আমার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। হে অর্জ্জুন! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, শত্রু বধ না করিলে বরং অধর্ম্ম হইয়া থাকে; যেহেতু যুদ্ধ-স্থলে শত্রুকে বিনাশ করা, না হয় তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়া ইহাই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হে অর্জ্জুন! তুমি যে ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃ-সখা ভগদত্তকে নিহত করিয়াছ, আমিও সেই ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক আমার শত্রুকে নিহত করিয়াছি। অপিচ, তুমি যদি পিতামহকে বিনাশ করিয়া স্বধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে পার, তবে আমিও আমার অনিষ্টকারী শত্রুকে নিহত করিয়া কি জন্য ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া মনে না করিব? হে পার্থ! হস্তী যেরূপ আরোহীর নিকট অবনত হইয়া স্বীয় শরীরকেই সোপান-স্বরূপ করিয়া দেয়, তদ্রূপ আমি সম্বন্ধ-বশত অবনত রহিয়াছি বলিয়া আমার প্রতি ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা উচিত হয় না। যাহা হউক, কেবল দ্রৌপদী ও তাহার পুত্রগণের অনুরোধে আমি তোমার কটূক্তি জন্য অপরাধ ক্ষমা করিলাম। হে পাণ্ডবগণ! দ্রোণের সহিত আমাদিগের কুল-ক্রমাগত শত্রুতার বিষয় এই সমস্ত লোকই অবগত আছেন; তোমরা তাহা অবগত নহ। হে অর্জ্জুন! পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরও মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধার্ম্মিক নহি; পাপাত্মা দ্রোণ শিষ্যদ্রোহী ছিল বলিয়াই নিহত হইয়াছে; অতএব তুমি যুদ্ধ কর, জয় লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

ধৃষ্টদ্যুম্ন বচনে পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যে মহাত্মা লোকানুরোধরক্ষী ও যথাবিহিত অঙ্গাদি-সমন্বিত বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ মূর্ত্তিমান্ রূপে উপস্থিত ছিল। অপিচ, যাঁহার প্রসাদে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রাজগণ সংগ্রাম স্থলে দেবগণেরও দুষ্কর অলৌকিক কার্য্য সকল করিতেছেন, সেই মহর্ষি-তনয় দ্রোণ ক্ষত্রিয়দিগের সমক্ষেই পাপকর্ম্মা নীচপ্রকৃতি নৃশংস গুরুঘাতী তুচ্ছ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেও যে তৎকালে কোন ক্ষত্রিয়ই কুপিত হইল না, এমন ক্রোধে ও ক্ষত্রিয়-কুলে ধিক্! সে যাহা হউক্, সঞ্জয়! ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ধনুর্দ্ধর পৃথা-পুত্র ও রাজগণ কিরূপ উত্তর করিল, এক্ষণে তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ক্রূরকর্ম্মা দ্রুপদপুত্রের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজগণ সকলেই নিরুত্তর হইয়া রহিলেন; অর্জ্জুন তির্য্যক্ নয়নে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া "ধিক্!" এইরূপ শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ ও বাষ্প মোচন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, যমজ নকুল সহদেব ও বাসুদেব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া রহিলেন; কেবল সাত্যকি এইরূপ উত্তর করিলেন, অহে! এস্থলে কি এরূপ কোন পুরুষই বর্ত্তমান নাই যে, এই অন্যায়ভাষী নরাধম পাপ-পুরুষকে অবিলম্বে বিনাশ করিতে পারে? অহে ধৃষ্টদ্যুম্ন! ব্রাহ্মণগণ যেমন চাণ্ডালকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তোমার এই পাপাচরণে পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত লোকই তোমারে নিন্দা করিতেছেন। তুমি লোক-সমাজে ঈদৃশ সাধুবিগর্হিত সুমহৎ পাপ-কার্য্য করিয়া নিরুদ্বেগে কথা কহিতে লজ্জিত হইতেছ না কেন? রে নীচাশয়! তুমি কি গুরু হত্যা করিয়া অধর্ম্মে পতিত হও নাই? এখনও তোমার জিহ্বা ও মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? তুমি যে কার্য্য করিয়া জনসমাজে শ্লাঘা করিতেছ, তাহাতে তুমি পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের হেয় হইতেছ। তুমি যখন তাদৃশ

অকার্য্য করিয়াও আবার আচার্য্যের নিন্দা করিতেছ, তখন তোমাকে বধ করাই উচিত; ক্ষণ কালও আর তোমার জীবিত থাকিবার আবশ্যক নাই। রে পুরুষাধম! তোমা-ব্যতীত অপর কোন্ সাধু ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা পূজনীয় গুরুর কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক নিগ্রহ করিয়া থাকে? তুমি বংশের এমন কুলাঙ্গার সন্তান, যে, তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া তোমার বংশের অধঃ সপ্ত ও ঊর্দ্ধ সপ্ত এই চতুর্দ্দশ পুরুষ যশোভ্রষ্ট হইয়া নরকে নিমগ্ন হইল। আর তুই যে নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ভীষ্মের মৃত্যু বিষয় কহিতেছিলি, সেইরূপ মৃত্যু, মহাত্মা ভীষ্ম নিজেই বিধান করিয়াছিলেন; পরন্তু তাঁহারও হত্যাকারী তোর সহোদর পাপকারি-শ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী। এই পৃথিবীতে পাঞ্চালরাজ-পুত্রগণ-ভিন্ন পাপকারী আর কে আছে? তোর পিতা, ভীষ্ম-বিনাশের নিমিত্তই শিখণ্ডীরে উৎপন্ন করে। ধনঞ্জয় সংগ্রাম স্থলে শিখণ্ডীরে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাত্মা ভীষ্মের অন্তকারীই শিখণ্ডী। মিত্র ও গুরুদ্রোহী নীচ-স্বভাব পাঞ্চালগণ তোকে আর শিখণ্ডীকে পুত্র প্রাপ্ত হইয়াই ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং সাধু-সমাজে ধিকৃত হইল। তুই যদি পুনরায় আমার নিকট আর এরূপ অন্যায় উত্তর করিস্, তাহা হইলে এই বজ্রকল্প গদা-প্রহারে তোর মস্তক বি-পোথিত করিয়া ফেলিব। রে পাপ! মনুষ্য ব্রহ্ম-হত্যাকারীকে অবলোকন করিয়া স্বীয় প্রায়শ্চিত্তার্থে সূর্য্য দর্শন করিয়া থাকে, তোরও সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ হইয়াছে; অতএব তোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অরে দুর্ব্বৃত্ত পাঞ্চাল-নন্দন! তুই আমার সম্মুখেই আমার গুরু এবং গুরুর গুরুকে বারংবার কটূক্তি করিয়া লজ্জিত হইতেছিস্ না? থাক্, থাক্, তুই আমার এই গদার একটি আঘাত সহ্য কর; আমি তোর বহুবার গদাঘাত সহ্য করিব।

মহারাজ! কোপাবিষ্ট সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে এই-রূপ কটূক্তি-দ্বারা তিরস্কার করিলে, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াও হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, অহে মাধব! শুনিলাম, শুনিলাম, এবং ক্ষমাও করিলাম; যেহেতু অসাধু নীচলোকে নিয়তই সাধুলোককে অপমান করিতে ইচ্ছা করে। ইহ লোকে ক্ষমাই প্রশংসনীয়, ক্ষমাতে কোন অনিষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু পাপাত্মারা ক্ষমাবান্ পুরুষকে "ইনি পরাজিত হইলেন" এইরূপ মনে করিয়া থাকে। তুইও সেইরূপ নীচ-স্বভাব পাপাশয় ও নীচ-ব্যব-হারী; তোর পদ-নখাগ্র অবধি মস্তকের কেশ-পর্য্যন্ত নিন্দনীয়; তুই আবার অপরের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করিস্, কি আশ্চর্য্য! তোকে বারংবার সকলে নিষেধ করিলেও তুই যে রণস্থলে প্রায়োপ-বিষ্ট ছিন্ন-বাহু ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছিস্, তাহা অপেক্ষা আর অধিক পাপ-কার্য্য কি আছে? রে ক্রূর! যদিচ দ্রোণ ন্যস্তশস্ত্র হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্য-দ্বারা রক্ষিত ছিলেন; আমি সেই সময় তাঁ-হারে দিব্য অস্ত্র-দ্বারা নিহত করিয়াছি, তাহাতে কি অধর্ম্ম হইতে পারে? হে সাত্যকে! যে অন্য-কর্ত্তৃক ছিন্ন-বাহু, যুদ্ধ-বিরত, প্রায়োপবিষ্ট ও মৌনা-বলম্বী ব্যক্তিকে বিনাশ করে, সে আবার অন্যকে কি বলিবে? বীর্য্যবান্ ভূরিশ্রবা যৎকালে তোকে ভূতলে পাতিত করিয়া পদাঘাত-পূর্ব্বক বিকর্ষণ করিতেছিল, তৎকালে কৈ পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া তাহারে বিনাশ করিতে পারিস্ নাই? প্রতাপবান্ শূর সোমদত্ত-নন্দন অগ্রে যখন অর্জ্জুন-শরে নি-র্জ্জিত হইল, তখন তুই অসাধুতা প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহারে বিনাশ করিলি; কিন্তু যে যে স্থলে দ্রোণ পাণ্ডব-সেনা বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই আমি সহস্র সহস্র শরজাল বিকী-রণ করিতে করিতে উপস্থিত হইয়াছি। যাহা হউক, তুই স্বয়ং চাণ্ডালের ন্যায় কার্য্য করিয়া জন-সমাজে নিন্দনীয় হইয়া আমাকে কি নিমিত্ত কটু বলিতে ইচ্ছা করিতেছিস্? রে বৃষ্ণিকুলাধম! তুই স্বয়ংই পাপ-কার্য্যের আবাস-ভূমি ও কুকর্ম্মের পথ-দর্শক,

আমি নহি; অতএব আর আমার প্রতি কটূক্তি করিস্ না। নীচভাষীর ন্যায় আমাকে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, তাহা কদাচ আর বলিস্ না, মৌনাবলম্বন কর্। অতঃপর মূর্খতা-বশত যদি আর এরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিস্, তাহা হইলে আমি তোরে তীক্ষ্ণতর শর প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করিব। অরে মূর্খ! কেবল ধর্ম্ম-দ্বারা জয় লাভ হইতে পারে না। কৌরবগণ যে সকল অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর্। প্রথমেই তাহাদিগের কপটতা-দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও দ্রৌপদী বিশেষ রূপে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তৎ পরে কৃষ্ণার সহিত পাণ্ডবগণ সকলেই ছল-দ্বারা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত ও সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছেন। অপিচ, উঁহারা অধর্ম্ম-দ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে এ পক্ষ হইতে আকর্ষণ ও সুভদ্রা-নন্দনকে নিপাতিত করিয়াছে। তদ্রূপ পাণ্ডবগণও অধর্ম্ম-দ্বারা শত্রু পুর-বিজয়ী ভীষ্মকে নিহত করিয়াছেন এবং তুইও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া অধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক ভূরিশ্রবাকে বিনাশ করিয়াছিস্; এইরূপে বীর কৌরব ও পাণ্ডবগণ ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও জয়-লাভার্থে অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন। হে সাত্যকে! পরম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই দুর্জ্ঞেয়; অতএব সে কথায় আর বিতর্কে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে তুই ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃ-ভবনে গমন করিস্ না, কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ কর্।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শ্রীমান্ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ নিষ্ঠুর কটূক্তি শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি কোপে অরুণ-নেত্র হইয়া রথ-মধ্যে শরাসন সংস্থাপন-পূর্ব্বক সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গদা গ্রহণ করিলেন এবং রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া সংরম্ভভরে পাঞ্চাল-নন্দনকে কহিলেন, তুই বধার্হ, অতএব তোকে আর কটু না বলিয়া বিনাশ করিব। মহাবলশালী সাত্যকি অন্তকের ন্যায় সহসা অন্তক-তুল্য পাঞ্চাল-নন্দনের প্রতি তাদৃশ অমর্ষভরে ধাবিত হইলে, মহাবলবান্ ভীমসেন বাসুদেবের আদেশানুসারে অবিলম্বে রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক যুগল বাহু-দ্বারা তাঁহারে নিবারণ করিলেন। ক্রোধে ধাবমান্ বলীয়ান্ সাত্যকি তৎকালে নিবারক বলশালী ভীমসেনকে গ্রহণ-পূর্ব্বকই বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ভীমসেন বল-পূর্ব্বক স্বীয় চরণ-দ্বয় ভূতলে বিষ্টম্ভিত করিয়া ষষ্ঠ পদে বলশালী শিনিপুঙ্গবের গতি রোধ করিলেন। মহারাজ! বলীয়ান্ ভীমসেন সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সাত্যকিরে এইরূপে ধারণ করিলে, সহদেব তাঁহারে মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে পুরুষশার্দ্দূল শিনি-নন্দন! বৃষ্ণি, অন্ধক ও পাঞ্চালগণ ব্যতীত অপর কেহই আমাদিগের আর পরম মিত্র নাই। সেইরূপ বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের বিশেষত কৃষ্ণের আমরা ভিন্ন কেহই পরম মিত্র নাই এবং পাঞ্চালগণও আসমুদ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিলেও বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের তুল্য মিত্র কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না। অতএব, যেমন আপনারা আমাদিগের এবং আমরা আপনাদিগের মিত্র, সেইরূপ এই ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার এবং আপনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের মিত্র। হে শিনিপুঙ্গব! আপনি সমস্ত ধর্ম্ম বিষয়েই অভিজ্ঞ, অতএব ক্রোধ সম্বরণ-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি প্রসন্ন হউন। দেখুন, ক্ষমা অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই, এই নিমিত্ত আমরা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম; এক্ষণে আপনারাও পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করুন। মহারাজ! সহদেব এইরূপে সাত্যকিকে শান্ত করিলে, পাঞ্চালরাজ-নন্দন হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে ভীম! তুমি ঐ সমর-মদান্বিত শিনি-পৌত্রকে পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর; বায়ু যেমন পর্ব্বতে গিয়া লীন হয়, ও, সেইরূপ আসিয়া আমাতে লয় প্রাপ্ত হউক। আমি এখনি তীক্ষ্ণতর শরপ্রভাবে উহার জীবন সমবেত ক্রোধ ও যুদ্ধ-শ্রদ্ধা অপনয়ন করি। এই সময়ে আবার কৌরবগণ বেগে আগমন করিতেছে, সুতরাং

আমি আর এক্ষণে উঁহার কি করিতে পারি! যেহেতু পাণ্ডুপুত্রদিগের এই মহৎ কার্য্য উপস্থিত; অথবা অর্জ্জুনই কৌরবদিগকে নিবারণ করিবেন, আমি অগ্রে বাণ-দ্বারা সাত্যকির মস্তকই নিপাতিত করি। সাত্যকি আমারে ছিন্নবাহু ভুরিশ্রবা মনে করিয়াছে। হে ভীম! তুমি উঁহারে পরিত্যাগ কর, হয় আমি উঁহারে বিনাশ করিব, না হয় ও আমারে বিনাশ করিবে। ভীমসেনের বাহুদ্বয়-মধ্যবর্ত্তী বলশালী সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই দুই বাহুশালী বলীয়ান্ বীর, যুগল-বৃষভের ন্যায় গর্জ্জন করিতে থাকিলে, বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বর তথায় আগমন-পূর্ব্বক অতিযত্ন-দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়কে নিবারিত করিলেন। অনন্তর, প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ ক্রোধারুণ-নেত্র সেই দুই মহাধনুর্দ্ধরকে নিবারণ করিয়া যুদ্ধ লালসায় প্রতিপক্ষের সহিত মিলিত হইলেন।

সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের কলহোপশমনে ষন্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৯৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে দ্রোণ-নন্দন যুগান্ত সময়ে সর্ব্ব প্রাণিক্ষয়কর কালপ্রেরিত অন্তকের ন্যায় শত্রুপক্ষে ঘোরতর মহামারী উপস্থিত করিলেন। ঐ সময়, তিনি ভল্লাস্ত্র দ্বারা শত্রুকুল সংহার করিয়া দেহরাশির দ্বারা এক পর্ব্বত উৎপন্ন করিলেন। ধ্বজ সকল ঐ পর্ব্বতের বৃক্ষ, শস্ত্র সকল উহার শৃঙ্গ ও নিহত হস্তী সকল শিলাখণ্ড-স্বরূপ হইল। উহা মাংসাশি পক্ষিগণে নিরন্তর নিনাদিত এবং ভূত ও যক্ষগণে সমাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর, নরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ভৈরব-রবে চীৎকার করিয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে পুনরায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইলেন; কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মকঞ্চুকাবৃত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির যখন সমর-প্রবৃত্ত আচার্য্যকে মিথ্যা কথা কহিয়া অস্ত্র ত্যাগ করাইয়াছেন, তখন আমি তাঁহার সাক্ষাতেই তদীয় সৈন্য বিদ্রাবিত করিব এবং সমস্ত সেনা বিদ্রাবিত করিয়া সেই ক্রূর পাঞ্চাল-নন্দনকে সংহার করিব। মহারাজ! আপনি সৈন্যদিগকে সমরাভিমুখীন করুন; আমি আপনকার নিকট সত্য-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য রণাঙ্গনে যে কেহ আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, আমি তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিব। হে রাজন্! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন গুরুপুত্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া মহাসিংহনাদ-সহকারে পাণ্ডবগণের অতিশয় ভয়োৎপাদন-পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে সমরাভিমুখীন করিলেন। তৎ পরে পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তৎকালে কৌরবগণ দ্রোণ-পুত্রের আশ্বাসে গর্ব্বিত এবং পাঞ্চালগণ দ্রোণ নিধনে উৎসাহিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা উভয় পক্ষেই স্ব স্ব পক্ষের জয় হইবে বিবেচনায় অতিশয় আহ্লাদিত ও সংরব্ধ হইলে, তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। মহারাজ! পর্ব্বতে পর্ব্বতে বা বেগগামী সাগরে সাগরে পরস্পর প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে যেরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হয়, কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের সমাগমেও সেইরূপ ভয়ানক ঘটনা হইল। অনন্তর, উভয় পক্ষ হইতে সহস্র সহস্র শঙ্খ ও অযুত অযুত ভেরী-প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র নিনাদ হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কৌরব সৈন্য হইতে, মথ্যমান সাগর-নিস্বনের ন্যায়, মহান্ শব্দ সমুৎপন্ন হইল। ঐ সময়, দ্রোণ নন্দন পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলে, উহা হইতে প্রদীপ্তাস্য পন্নগগণের ন্যায়, পাণ্ডব-সৈন্যক্ষয়কারী সহস্র সহস্র দীপ্তাগ্র বাণ সকল সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, এবং মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে জগৎ বিকীরণকারী সূর্য্য-রশ্মির ন্যায়, ঐ সকল প্রাদুর্ভূত বাণ দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও বিপক্ষ সৈন্য সমাচ্ছন্ন করিল। তৎকালে নির্ম্মল আকাশে জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায়, তেজঃপুঞ্জ কৃষ্ণলোহ-নির্ম্মিত গুড়,

চতুশ্চক্র ও দ্বিচক্র শতঘ্নী, হল, গদা ও সূর্য্যমণ্ডলাকৃতি ক্ষুরধার চক্র সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অন্তরীক্ষ কেবল প্রদীপ্ত শস্ত্রনিচয়ে সমাকীর্ণ দেখিয়া অতীব উদ্বিগ্ন হইল। মহারাজ! ঐ সময়, যে যে দিকে পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথীগণ সমরে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সেই দিকেই নারায়ণাস্ত্রের প্রভাব প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিল। সৈন্যগণ সেই নারায়ণাস্ত্রে বধ্যমান হইয়া, অনল দগ্ধের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে নিপীড়িত হইল। অধিক কি, গ্রীষ্ম সময়ে যেমন হুতাশন শুষ্ক কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করেন, তদ্রূপ সেই অস্ত্র বিপক্ষ সেনা দগ্ধ করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে প্রবর্দ্ধমান নারায়ণাস্ত্র দ্বারা সৈন্যক্ষয় হইতে থাকিলে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিশয় সন্ত্রাসিত হইলেন। ক্রমে তিনি স্বীয় সেনাদিগকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও অচেতনপ্রায় এবং ধনঞ্জয়কে মধ্যস্থভাবে অবস্থিত দেখিয়া এই কথা কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি সমস্ত পাঞ্চাল সৈন্যের সহিত পলায়ন কর। হে সাত্বত! তুমিও বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে পরিবৃত হইয়া গৃহে গমন কর। আর ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব স্বয়ংই স্বীয় রক্ষার উপায় করিবেন। তিনি যখন ত্রিলোকের শ্রেয় উপদেশ করিয়া থাকেন, তখন আপনাকে যে রক্ষা করিবেন, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? হে সৈন্যগণ! তোমাদিগের সকলকে কহিতেছি, আর যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই; আমি সহোদরগণের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। হা! আমি, ভীরুদিগের দুস্তর ভীষ্ম দ্রোণ-রূপ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে সবান্ধবে অশ্বত্থামা-রূপ গোষ্পদ-সলিলে অবসন্ন হইলাম! আমি আমাদিগের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী আচার্য্যকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া বীভৎসু আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে তাঁহার মনস্কামনাই পূর্ণ হউক; যিনি সমরে অশ্রমশীল বালক সুভদ্রা-নন্দনকে সংগ্রামস্থলে রক্ষা না করিয়া তৎ পরিবর্ত্তে বহু সংখ্যক ক্রুর রণদক্ষ যোদ্ধার দ্বারা নিপাতিত করিয়াছেন। কৌরব-সভায় দাসীভাবাপন্না দ্রৌপদী প্রশ্ন করিলে, যিনি পুত্র-সহ উপেক্ষা করিয়া কোন উত্তর প্রদান করেন নাই; জয়দ্রথ বধ দিবসে সমরপ্রবৃত্ত শ্রান্ত-বাহন অর্জ্জুনের সংহারাভিলাষী দুর্য্যোধনকে যিনি অমোঘ কবচ-দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সিন্ধুরাজের রক্ষার নিমিত্তেও বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন! যিনি মদীয় জয়ার্থ যত্নপর সত্যজিৎ-প্রমুখ পাঞ্চালগণকে ব্রহ্মাস্ত্র-দ্বারা সমূলে সংহার করিয়াছেন! কৌরবগণ কপটতা-দ্বারা আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলে, যিনি তাহাদিগকে নিবারণ করেন নাই এবং যুদ্ধ কালে আমাদিগের পক্ষ না হইয়া কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; আর অধিক কি বলিব, যিনি উক্ত নানাপ্রকারে আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত সৌহার্দ্দভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমাদিগের এমন পরম সুহৃদ্ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, সুতরাং সেই নিমিত্ত আমাকে সবান্ধবে যমালয়ে গমন করিতে হইবে। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, দাশার্হ কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বাহু-সংকেতে সৈন্যদিগকে সমরে নিবর্ত্তিত করিয়া কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা শীঘ্র অস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব বাহন হইতে অবরোহণ কর; ভগবান্ নারায়ণ এ অস্ত্র-প্রতিকারের এইরূপই উপায় করিয়াছেন। তোমরা অবিলম্বে নিরস্ত্র হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ হইতে ভূতলে অবতরণ কর; তাহা হইলে এই অস্ত্র আর তোমাদিগকে বিনাশ করিবে না। যোধগণ যে যে স্থলে এই অস্ত্রের প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থলেই কৌরবগণ প্রবল হইয়া উঠিবে। যাহারা বাহন হইতে অবরূঢ় হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে এই অস্ত্র নিহত করিবে না। অধিক কি, যদি কেহ মনে মনেও এই অস্ত্রের প্রতিকারাভিলাষী হয়, তাহা হইলে রসাতলে গমন করিলেও বিনষ্ট হইবে। যোধগণ বাসুদেবের এইরূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের

সহিত শস্ত্র ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল। ঐ সময়, ভীমসেন তাহাদিগকে অস্ত্র-ত্যাগাভিলাষী দেখিয়া হর্ষোৎপাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কোন ক্রমে অস্ত্রত্যাগ করিও না, আমি স্বীয় অস্ত্র-প্রভাবে দ্রোণ-পুত্রের অস্ত্র নিবারণ করিব, অথবা সুবর্ণ-বিমণ্ডিত এই গুরুতর গদা-দ্বারা দ্রোণ-নন্দনের অস্ত্র প্রমথিত করিয়া, কাল-পুরুষের ন্যায়, সমরাঙ্গনে বিচরণ করিব। যেমন কোন জ্যোতিঃ পদার্থই সূর্য্যের তুল্য জ্যোতিষ্মান্ নাই, সেইরূপ কোন পুরুষই সংগ্রামস্থলে আমার তুল্য পরাক্রমশালী নাই। করিশুণ্ড-সদৃশ আমার এই দুই বাহু অবলোকন কর, ইহার দ্বারা আমি হিমালয়-পর্ব্বতকেও ভূতলে পাতিত করিতে পারি। সমস্ত দেবগণ-মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন প্রতিদ্বন্দ্ব-রহিত বলিয়া বিখ্যাত আছেন, তদ্রূপ এই সমস্ত মনুষ্য মধ্যে কেবল আমিই অযুত হস্তিতুল্য বলশালী। অদ্য সমস্ত যোধগণ অশ্বত্থামার জ্বলন্ত অস্ত্র নিবারণ বিষয়ে আমার আতুল পীবর বাহু-দ্বয়ের পরাক্রম অবলোকন করুক। যদিচ এই নারায়ণাস্ত্রের কেহই প্রতিযোদ্ধা না থাকে, তথাপি অদ্য আমি এই সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্য সমক্ষে উহার প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিব। এই কথা বলিয়া ভীমসেন আদিত্য-তুল্য তেজঃ-প্রদীপ্ত মেঘ-নিস্বন রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শত্রুদমনকারী দ্রোণ-পুত্রের প্রতিপক্ষে ধাবিত হইলেন। সেই লঘুবিক্রম কুন্তীনন্দন হস্তলাঘব-প্রযুক্ত নিমেষ-মাত্রে দ্রোণ-পুত্রকে শরজালে সমাকীর্ণ করিলেন। দ্রোণ-নন্দন অভিমুখে ধাবমান ভীমকে হাস্য-সহকারে আহ্বান-পূর্ব্বক অনলোদ্গারী দীপ্তাস্য ভুজঙ্গের ন্যায় অভিমন্ত্রিত প্রদীপ্তাগ্র শরনিকরের দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলে, তিনি কাঞ্চনবর্ণ রাশি রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সমাকীর্ণ হইলেন। মহারাজ! ঐ সময়ে ভীমসেনের মূর্ত্তি, সন্ধ্যা-কালীন খদ্যোতপুঞ্জ-বিরাজিত গিরিবরের ন্যায় হইল। দ্রোণ-পুত্রের সেই অস্ত্র ভীমের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইলে অনিলোদ্ধূত অগ্নির ন্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহারাজ! সেই ভীমপরাক্রম বর্দ্ধমান নারায়ণাস্ত্র সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভীমকে লক্ষ্য করিয়াই মহাভয়-জনক হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধা শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ হইতে অবরূঢ় হইল। এইরূপে যোধগণ অস্ত্র সকল নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলে, সেই অস্ত্র প্রবল-রূপে কেবল ভীমসেনের মস্তকেই পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে, ভীমকে সেই অগ্নি-সমাচ্ছন্ন দেখিয়া সমস্ত প্রাণীই, বিশেষত পাণ্ডবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।

নারায়ণাস্ত্র-নিক্ষেপে সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধনঞ্জয় ভীমসেনকে নারায়ণাস্ত্রে সমাবৃত দেখিয়া অস্ত্র-তেজ প্রতিঘাতার্থে তাঁহাকে বারুণাস্ত্র-দ্বারা আবরণ করিলেন। তিনি যে সেই অগ্নিরাশির মধ্য দিয়া বারুণাস্ত্র-দ্বারা ভীমকে আবৃত করিলেন, তাহা তাঁহার হস্তলাঘব, বিশেষত ঐ অস্ত্র তেজো-দ্বারা সংবৃত থাকা-প্রযুক্ত কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। এদিকে অশ্ব ও সারথি-সমবেত ভীমসেন দ্রোণ-পুত্রের অস্ত্রে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্য অগ্নি মিলিত জ্বালামালী অগ্নির ন্যায়, অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। রাত্রি শেষে জ্যোতিঃপদার্থ সকল যেমন অস্তাচলে গমন করে, তদ্রূপ রাশি রাশি প্রদীপ্ত বাণ সকল ভীমসেনের রথোপরি পতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়, অশ্ব ও সারথি-সমন্বিত ভীমসেন দ্রোণ-পুত্রের অস্ত্রে সংবৃত হইয়া সমূহ অগ্নি মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভীমসেন সেই অস্ত্রে সমাবৃত হইলে, বোধ হইল যেন প্রলয় কালীন অগ্নি সচরাচর সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিয়া ভগবানের মুখ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অপিচ, যেমন সূর্য্যেতে অগ্নি, অথবা

অগ্নিতে সূর্য্য প্রবিষ্ট হইলে প্রতিভা পাইয়া থাকে, ভীমসেন-প্রবিষ্ট সেই তেজোরাশিও তদ্রূপ বোধ হইল। ঐ সময়, দ্রোণ-নন্দনকে সমরাঙ্গনে অদ্বিতীয়-রূপে অতিশয়িত, পাণ্ডব পক্ষীয় ন্যস্ত-শস্ত্র সমস্ত সৈন্যদিগকে অচেতন-প্রায়, যুধিষ্ঠির-প্রমুখ মহারথিগণকে পরাঙ্মুখ এবং ভীমসেনের রথোপরি নিরন্তর শস্ত্রজাল বিকীর্ণ হইতে দেখিয়া মহাতেজা বাসুদেব ও অর্জ্জুন রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক তদভিমুখে বেগে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মহাবলশালী সেই দুই বীর মায়াবলে দ্রোণপুত্রের অস্ত্র-সম্ভূত তেজোরাশি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ! তাঁহারা একে ন্যস্তশস্ত্র ছিলেন, তাহাতে আবার উভয়ের অসাধারণ বীর্য্যবত্তা ছিল এবং বারুণাস্ত্রপ্রয়োগও হইয়াছিল, ইহাতে সেই অস্ত্রজাত অনল তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিল না। অনন্তর, সেই মহাবলশালী নরনারায়ণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নারায়ণাস্ত্র প্রতিঘাতার্থে ভীমের নিকট হইতে অস্ত্র সকল আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকেও রথ হইতে অবতরণ করাইবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তাঁহাদিগের উভয় কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া ভৈরব-রবে চীৎকার করিতে থাকিলে, দ্রোণ-নন্দনের সেই সুদুর্জ্জয় অস্ত্র ভয়ানক-রূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি যে নিবারিত হইয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতেছ না, এ তোমার কিরূপ মোহ উপস্থিত হইল? এ সময়ে যদি কৌরবদিগকে সমরে জয় করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে এই সকল নরশ্রেষ্ঠগণের সহিত একত্রিত হইয়া আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিতাম। এই দেখ, আমরা সকলেই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি; অতএব তুমিও অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ কর। এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ ভুজঙ্গ-সদৃশ অনবরত নিশ্বাস ত্যাগে প্রবৃত্ত ক্রোধারুণ-নয়ন ভীমসেনকে রথ হইতে ভূতলে অবরোহণ করাইলেন।

মহারাজ! কৃষ্ণার্জ্জুন ভীমসেনকে বল-দ্বারা শস্ত্রাদি আকর্ষণ-পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই শত্রুতাপনকারি নারায়ণাস্ত্র প্রশান্ত হইল। এইরূপ উপায়ানুসারে সেই সুদুঃসহ ও অতীব দুর্জ্জয় অস্ত্রতেজ প্রশান্ত হইলে, পূর্ব্ববৎ মঙ্গল-জনক বায়ু বহিতে লাগিল; দিক্ সকল নির্ম্মল, মৃগ ও পক্ষিগণ সুস্থচিত্ত এবং বাহন সকল প্রহৃষ্ট হইল। বিশেষত সেই অগ্নি প্রশান্ত হইলে ভীমসেন, নিশাবসানে উদিত সুশোভিত সূর্য্যের ন্যায়, প্রকাশ পাইলেন। এইরূপে নারায়ণাস্ত্র নিবর্ত্তিত হইলে, হতাবশিষ্ট পাঞ্চালগণ নির্লজ্জভাবে কৌরবদিগের বিনাশ-বাসনায় পুনরায় রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিল। মহারাজ! নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত ও পাণ্ডব সৈন্যগণ যুদ্ধার্থে অবস্থিত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণ-পুত্রকে কহিলেন, হে অশ্বত্থামন্! ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ পুনরায় যুদ্ধার্থী হইয়া সমরাঙ্গনে ব্যবস্থিত হইয়াছে, তুমি এই সময় সত্বর সেই নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ কর। অশ্বত্থামা আপনকার পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিদীনভাবে নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারে এইরূপ উত্তর করিলেন, রাজন্! তাহা আর হইবার নহে, অর্থাৎ নারায়ণাস্ত্র দুইবার প্রয়োগ করা যাইতে পারে না; পুনঃ প্রয়োগের চেষ্টা করিলে, উহা প্রযোক্তাকেই নিঃসংশয় বিনাশ করিয়া থাকে। মহারাজ! কি কহিব, বাসুদেব নিজে এই অস্ত্রের প্রতিঘাতের উপায় করিয়া দিলেন, তাহা না হইলে নিশ্চয়ই শত্রুগণ সমরে বিনষ্ট হইত। যাহা হউক, যুদ্ধস্থলে হয় পরাজয়, না হয় মৃত্যু হইয়া থাকে; কিন্তু পরাজয়াপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। শত্রুগণ যখন পরাজিত হইয়া শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন উহাদিগকে মৃত বলিয়াই মনে করুন। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে অস্ত্রজ্ঞগণের অগ্রগণ্য আচার্য্য-পুত্র! যদি এই অস্ত্র দুইবার প্রয়োগ করিবার উপায় না থাকে, তবে অন্যান্য অস্ত্র-দ্বারা গুরুঘাতীদিগকে বিনাশ করুন। অমিত-

তেজস্বী ভগবান্ ত্র্যম্বকে এবং আপনাতে সমস্ত দিব্যাস্ত্রই বিদ্যমান আছে; আপনি ইচ্ছা করিলে ক্রুদ্ধ দেবরাজও মুক্ত হইতে পারেন না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! কপটতা-দ্বারা দ্রোণাচার্য্য নিহত ও নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত হইলে দুর্য্যোধনের ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া নারায়ণাস্ত্র বিমুক্ত পাণ্ডবগণকে পুনরায় যুদ্ধার্থে সজ্জিত ও সেনামুখে বিচরণ করিতে দেখিয়া দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই সিংহলাঙ্গুল-ধ্বজ-শোভিত রথারূঢ় অশ্বত্থামা পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পিতৃনিধনের কারণ জানিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভয়ান্তঃকরণে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন এবং প্রথমত বিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র-দ্বারা তৎ পরে মহাবেগশালী পাঁচ বাণ-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে ধৃষ্টদ্যুম্নও জ্বলন্ত অনল-তুল্য সেই দ্রোণ-পুত্রকে ত্রিষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন, অশ্বত্থামা সুবর্ণপুঙ্খ-যুক্ত শিলাশাণিত বিংশতি শরে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ও নিশিত চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে দ্রোণ-নন্দন পুনঃপুন বিদ্ধ করিয়া পৃথিবী কম্পিত করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; তাহাতে বোধ হইল সেই মহাসংগ্রামে তিনি যেন সমস্ত প্রাণীরই প্রাণ আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরন্তু কৃতাস্ত্র ধৃষ্টদ্যুম্নও দৃঢ়সংকল্প ও জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া দ্রোণ-নন্দনের সমীপে গমন করিলেন। তৎ পরে অমিত-পরাক্রমশালী রথিপ্রবর পাঞ্চাল-নন্দন অশ্বত্থামার মস্তকোপরি নিরন্তর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহাতে অশ্বত্থামা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অসংখ্য শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং পিতৃবধ অনুস্মরণ-পূর্ব্বক দশ বাণে তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিলেন; তৎ পরে দুই ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া অপরাপর শর-দ্বারা তাঁহারে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্রোণ-নন্দন পাঞ্চালরাজ-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্ব, সারথি ও রথ-বিহীন করিয়া ক্রোধে শরনিকর-দ্বারা তাঁহার অনুচরবর্গকে বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে পাঞ্চাল-সৈন্যগণ আর্ত্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কেহ কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না। ঐ সময়, শিনিকুল-নন্দন সাত্যকি পাঞ্চাল সেনাদিগকে বিমুখ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরপীড়িত দেখিয়া অবিলম্বে অশ্বত্থামার অভিমুখে রথ চালিত করিলেন, এবং অসহিষ্ণু হইয়া অশ্বত্থামাকে প্রথমত নিশিত আট, পরে নানাপ্রকার বিংশতি বাণে নিপীড়িত করিলেন। তদনন্তর, অশ্বত্থামার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন; এবং হস্তলাঘব-পূর্ব্বক অন্যান্য শর-দ্বারা তাঁহার শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন করিলেন। তৎ পরে সাত্যকি দ্রোণ-নন্দনের হেমপরিষ্কৃত অশ্ব-সমন্বিত রথ চূর্ণিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ বাণ-দ্বারা গাঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। মহাবলশালী অশ্বত্থামা সাত্যকির শরজালে পরিবৃত ও দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতায় বিমূঢ় হইলেন।

মহারাজ! গুরুপুত্র ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আপনকার পুত্র মহারথী দুর্য্যোধন কৃপ ও কর্ণ-প্রভৃতি শত শত যোদ্ধার সহিত মিলিত হইয়া শিনিনন্দনকে বেষ্টন করিলেন। দুর্য্যোধন বিংশতি, কৃপাচার্য্য তিন, কৃতবর্ম্মা দশ, কর্ণ পঞ্চাশৎ, দুঃশাসন শত ও বৃষসেন সাত বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; এইরূপে তাঁহারা সকলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে অবিলম্বে নিশিত শররাজির দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সাত্যকি ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল মহারথীদিগকে রথ-ভ্রষ্ট ও পরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময়, অশ্বত্থামা সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুঃখার্ত্ত-চিত্তে বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ-পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং অপর এক রথে আরোহণ করিয়া শত শত শরজাল বিকীরণ করত সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারথী শিনিনন্দন দ্রোণনন্দনকে পুনরায় রণস্থলে আগমন করিতে দেখিয়া পুনরপি তাঁহাকে রথ-বিহীন ও বিমুখ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণ সাত্যকির সেই অসামান্য পরাক্রম অবলোকন করিয়া সকলেই শঙ্খনিনাদ ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। মহারাজ! সত্যবিক্রম সাত্যকি এইরূপ অশ্বত্থামাকে রথহীন করিয়া বৃষসেনের অনুচর ত্রিসহস্র মহারথী, কৃপাচার্য্যের অযুত হস্তি-সৈন্য ও শকুনির পাঁচ অযুত অশ্বারোহ সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে বীর্য্যবান্ দ্রোণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া পুনশ্চ এক রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সাত্যকির বধ বাসনায় যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। শত্রুদমনকারী সাত্যকি তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ানক নিশিত শর-দ্বারা পুনঃপুন তাঁহার কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা যুযুধানের নানা প্রকার শরপ্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন, হে শিনিনন্দন! গুরুঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি তোমার যে স্নেহ আছে, তাহা আমি জানি; কিন্তু আমি কবলিত করিলে তোমার উহারে রক্ষা করা দূরে থাকুক্, তুমি আত্ম-জীবন রক্ষা করিতেও সমর্থ হইবে না। আমি তোমার নিকট সত্য ও তপস্যা-দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চাল-দিগকে বিনাশ না করিয়া আমি শান্তি লাভ করিব না। তুমি এই স্থলে পাণ্ডব ও বৃষ্ণিদিগের যত সেনা আছে, তৎসমস্ত একত্রিত কর; আমি সোমক-দিগকে নিশ্চয়ই সংহার করিব। এই কথা বলিয়া দ্রোণনন্দন, সূর্য্যরশ্মিপ্রভ সুতীক্ষ্ণ এক উৎকৃষ্ট শর গ্রহণ পূর্ব্বক, ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্র নি-ক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সাত্যকির প্রতি প্রহার করিলেন। দ্রোণপুত্র-নিক্ষিপ্ত সেই শর সাত্যকির কবচ সমবেত কলেবর ভেদ করিয়া, ভুজঙ্গ যেমন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গর্ত্ত-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। শূর শিনি-পৌত্র ভিন্নবর্ম্মা, বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া শরা-সন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, তোত্রার্দ্দিত মাতঙ্গের ন্যায়, অবসন্ন-ভাবে রথনীড়ে উপবেশন করিলেন; তাঁহার সারথি অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দ্রোণ-পুত্রের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিলেন। তখন শত্রু-তাপন অশ্বত্থামা সুপুঙ্খান্বিত আনতপর্ব্ব এক শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভ্রূমধ্যে প্রহার করিলেন। পাঞ্চাল-নন্দন পূর্ব্বেই অতিশয় বিদ্ধ হইয়াছিলেন, সাত্যকির পরাঙ্মুখে পুনরায় শর-পীড়িত হইয়া বিষণ্ণভাবে ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিলেন। মহারাজ! সিংহ-পীড়িত মাতঙ্গের ন্যায়, তাঁহাকে অশ্বত্থামার শর-নিকরে নিপীড়িত দেখিয়া অর্জ্জুন, ভীমসেন, পুরু-বংশীয় বৃদ্ধক্ষত্র, চেদি-দেশীয় যুবরাজ ও মালব-রাজ সুদর্শন; এই পাঁচ জন শূর রথী শরাসন গ্রহণ করত পাণ্ডব পক্ষ হইতে নির্গত হইয়া হাহাকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে গমন-পূর্ব্বক দ্রোণ-নন্দ-নের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। তাঁহারা বিংশতি পদ অগ্রসর হইয়া দ্রোণ-পুত্রকে প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ বাণ সন্ধান-পূর্ব্বক এক কালীন প্রহার করি-লেন। অশ্বত্থামা আশীবিষ-সন্নিভ পঞ্চ বিংশতি বাণ সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত পঞ্চবিংশতি বাণ যুগপৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎ পরে তিনি নিশিত সপ্ত বাণে পৌরব বৃদ্ধক্ষত্রকে, তিন বাণে মালবরাজকে, এক বাণে অর্জ্জুনকে এবং ছয় বাণে বৃকোদরকে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথিগণ কখন এক কালে কখন পৃথক্ভাবে সন্ধান-পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খান্বিত শিলাশাণিত শরনিকর-দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন। পুনশ্চ চেদি-দেশীয় যুবরাজ বিংশতি, অর্জ্জুন আট এবং আর আর সকলে তিন তিন বাণ-দ্বারা তাঁহারে প্রহার করিলেন। তখন, দ্রোণ-পুত্র অর্জ্জুন-কে ছয়, বাসুদেব ও ভীমসেনকে দশ দশ, চেদি-দেশীয় যুবরাজকে চারি এবং মালব ও পৌরব-রাজকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎ পরে

ছয় বাণে ভীমের সারথি ও অসংখ্য শর নিকরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় দুই বাণে ভীমসেনের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন-পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! দ্রোণনন্দন তাদৃশভাবে নিরন্তর নিশিত ও পীতধার শর সকল নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, তাঁহার অগ্র ও পশ্চাৎ দিকৃস্থ কি পৃথিবী কি আকাশ, এমন কি নক্ষত্র-মণ্ডল-প্রভৃতি সমস্ত দিক্ বিদিক্ কেবল ভয়ানক বাণজালে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল। তৎ পরে সেই তীব্রতেজা বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা স্বীয় রথ-সমীপস্থ সুদর্শনের ইন্দ্রধ্বজ-সদৃশ বাহু যুগল ও মস্তক তিন ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা যুগপৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং পৌরব বৃদ্ধক্ষত্রের প্রতি এক শক্তি প্রহার-পূর্ব্বক বাণ-দ্বারা তাঁহার রথখানি তিল তিল করিয়া ছিন্ন করত ভল্লাস্ত্রে তাঁহার চন্দন চর্চ্চিত বাহু ও মস্তক ছেদন করিলেন। তদনন্তর, ইন্দীবর-বর্ণ যুবা চেদিরাজকে আক্রমণ-পূর্ব্বক জ্বলন্ত অগ্নি-কল্প বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথির সহিত তাঁহাকে অবিলম্বে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন মহাবাহু ভীমসেন আপনাদিগের সমক্ষেই মালব, পৌরব ও চেদিরাজকে দ্রোণ-পুত্র হস্তে নিহত দেখিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সেই শত্রুতাপন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ-সদৃশ শত শত সুতীক্ষ্ণ শর সকল সন্ধান পূর্ব্বক দ্রোণনন্দনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে মহাতেজা অশ্বত্থামা ক্রোধে অধীর হইয়া ভীম নিক্ষিপ্ত সেই শরবৃষ্টি বিফল করত নিশিত বাণ-দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবলশালী মহাবাহু বৃকোদর ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া অন্য শর দ্বারা তাঁহারেও বিদ্ধ করিলেন। মহামনা দ্রোণনন্দন সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক ধনু লইয়া অসংখ্য শরজালে ভীমকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবলশালী পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ও ভীমসেন সমরাঙ্গনে, ধারাবর্ষী বারিদ-যুগলের ন্যায়, অনবরত শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়, ভীম-নামাঙ্কিত স্বর্ণপুঙ্খ শিলা-শাণিত বাণ সকল, ঘনাবলি যেমন ভাস্করকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামাকে সমাবৃত করিল। ঐ মত দ্রোণনন্দন-নির্ম্মুক্ত শত শত সহস্র সহস্র সন্নত-পর্ব্ব শরজালে ক্ষণকাল-মধ্যে ভীমসেনও সমাকীর্ণ হইলেন। মহারাজ! ভীমসেন রণদক্ষ অশ্বত্থামার শরনিকরে তাদৃশ সমাচ্ছন্ন হইয়াও যে ব্যথিত হইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অনন্তর, মহাবাহু ভীমসেন যমদণ্ড-সন্নিভ হেমবিভূষিত শিতধার দশ নারাচ অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল নারাচ দ্রোণ-পুত্রের জত্রুদেশ ভেদ করিয়া, বল্মীক-প্রবেশকারী ভুজঙ্গের ন্যায়, বেগে ভূগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। অশ্বত্থামা মহাত্মা পাণ্ডু-নন্দনের নারাচ-নিচয়ে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন-পূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে অবস্থান করিলেন। মহারাজ! মুহূর্ত্তকাল পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া রুধিরাক্ত-কলেবরে অতিশয় ক্রোধভরে সমরার্থে প্রস্তুত হইলেন, এবং মহাত্মা ভীম-কর্ত্তৃক দৃঢ়তর অভিহত হইয়া মহাবেগে তাঁহার রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে আশীবিষাকার তীক্ষ্ণতর এক শত শর আকর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সমরশ্লাঘী ভীমসেন তাঁহার সেই শরনিক্ষেপ লক্ষ্য না করিয়াই উগ্রতর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তখন বৃকোদর ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক তীক্ষ্ণতর পাঁচ বাণে দ্রোণ-নন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে উভয়েই ক্রোধে অরুণনেত্র হইয়া, বর্ষাকালীন বারিদযুগলের ন্যায়, নিরন্তর শর বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন এবং অতিশয় সংরম্ভ ভরে পরস্পর প্রতিকারাভিলাষী হইয়া ঘোরতর তলশব্দ-দ্বারা পরস্পরকে

ত্রাসিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, অশ্বত্থামা ভীমসেনকে শরনিক্ষেপ করিতে দেখিয়া, শারদীয় মধ্যাহ্নকালীন দীপ্তরশ্মি দিবাকরের ন্যায়, প্রদীপ্ত হইয়া সুবর্ণালঙ্কৃত সুমহৎ শরাসন বিস্ফারিত করিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শরগ্রহণ, সন্ধান, বিকর্ষণ ও বিমোচন করিতে থাকিলে, মনুষ্যগণ কেহই তাঁহার অবকাশ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে বাণবর্ষণকারী দ্রোণনন্দনের অস্ত্রজাল যেন অলাতচক্রের ন্যায়, মণ্ডলাকারে প্রতিভা পাইতে লাগিল। তাঁহার কার্ম্মুক-নিঃসৃত শত শত সহস্র সহস্র শর সকল আকাশ-মণ্ডলে শলভ-শ্রেণীর ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! সেই সকল হেমবিভূষিত ভয়ঙ্কর শর নিরন্তর ভীমসেনের রথোপরি পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু, সে স্থলে আমরা ভীমসেনেরও অসাধারণ বল, বিক্রম, শৌর্য্য, প্রভাব ও কার্য্য অবলোকন করিলাম। তিনি চতুর্দ্দিকে আপতিত সেই মহাভয়ানক শরবৃষ্টি, বর্ষাকালীন মেঘনির্ম্মুক্ত প্রকৃত বারিবৃষ্টি বলিয়াই মনে করিলেন, পরন্তু সেই ভীমপরাক্রম ভীমসেনও দ্রোণ-পুত্রের বধ বাসনায়, বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎকালে তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠশোভিত পুনঃপুন বিকৃষ্যমাণ সেই ভয়ানক শরাসন দ্বিতীয় ইন্দ্রধনুর ন্যায়, প্রতিভা পাইতে লাগিল। সেই কার্ম্মুক হইতে নিরন্তর নির্গত শত শত সহস্র সহস্র শর সকল সমরশোভী দ্রোণ-নন্দনকে সমাচ্ছন্ন করিল। তাঁহারা উভয়েই এরূপে শরজাল বিকীরণ করিতে থাকিলে, বায়ুও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর, অশ্বত্থামা ভীমের বধার্থী হইয়া তৈলধৌত নির্ম্মলাগ্র হেমবিভূষিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলবান্ পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন অশ্বত্থামা হইতে বিশেষ লাঘব প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই সকল বাণের প্রত্যেককে অন্তরীক্ষ পথেই স্বীয় শরপ্রভাবে তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধে থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার বধার্থে অতীব উগ্র বাণ সকল বিমোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাস্ত্রবেত্তা দ্রোণ-কুমার অস্ত্রমায়া-প্রভাবে ভীমনির্ম্মুক্ত সেই শরবৃষ্টি অবিলম্বে নিবারণ করিয়া তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাকেও অসংখ্য শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বলশালী বৃকোদর ছিন্ন-শরাসন হইয়া সুদারুণ এক রথশক্তি গ্রহণ-পূর্ব্বক বেগে অশ্বত্থামার রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। মহোল্কা-সদৃশ সেই শক্তি আসিতে থাকিলে দ্রোণনন্দন হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক শাণিত দশ শর-দ্বারা সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই অবকাশে ভীমসেন দৃঢ়তর এক শরাসন লইয়া হাসিতে হাসিতে দ্রোণনন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা আনতপর্ব্ব এক শর-দ্বারা ভীমের সারথির ললাটদেশ বিদীর্ণ করিলেন। সারথি বলশালি দ্রোণ-পুত্র-কর্ত্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিল। মহারাজ! ভীমের সারথি মোহিত হইলে, রথাশ্ব সকল সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে বেগে ধাবমান হইল। শত্রুগণের অজেয় অশ্বত্থামা সেই ধাবমান অশ্বগণ-কর্ত্তৃক ভীমকে স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া আহ্লাদে বৃহৎ শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভীমসেন বিমুখ হইলে, সমস্ত পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভয়ে দিক্ বিদিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়, অশ্বত্থামা সেই প্রভগ্ন সৈন্যদিগের পৃষ্ঠদেশ হইতে শরজাল বিকীরণ-পূর্ব্বক আক্রমণ করত বেগে তাহাদিগের পশ্চাৎগামী হইলেন। মহারাজ! তৎকালে সেই ক্ষত্রিয়গণ দ্রোণ-পুত্র-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়ে সমস্ত দিকেই দ্রোণ-পুত্র রহিয়াছেন এইরূপ মনে করিতে লাগিল।

অশ্বত্থাম পরাক্রমে অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অমেয়াত্মা কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই সকল সৈন্যদিগকে পলায়ন-পর দেখিয়া দ্রোণ-পুত্রকে জয় করিবার বাসনায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন; কিন্তু সেনাগণ কোন ক্রমেই অবস্থান করিল না। পরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অতিশয় যত্ন-সহকারে তাহাদিগকে অবস্থাপিত করিলেন। ঐ সময়, বীভৎসু একাকীই সোমক ও মৎস্যসৈন্য একত্রিত করিয়া কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, সব্যসাচী সিংহলাঙ্গূল-ধ্বজ-শোভিত রথারূঢ় মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামাকে দ্রুতবেগে আক্রমণ-পূর্ব্বক কহিলেন, অশ্বত্থামন্! তোমার ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের প্রতি যাদৃশ প্রীতি এবং আমাদিগের প্রতি যাদৃশ বিদ্বেষ ভাব, এবং তোমার যত দূর বিজ্ঞান, শক্তি ও পুরুষকার, অধিক কি, তোমার যে কিছু প্রভাব আছে, অদ্য তৎ সমস্ত আমারে দর্শন করাও। ঐ দ্রোণ-হন্তা পৃষত-নন্দনই তোমার দর্পোচ্ছেদ করিবে। শত্রুগণের অন্তকারী সমরে কালানল-সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নের ও কেশব সমবেত আমার সহিত যুদ্ধার্থে সঙ্গত হও। তুমি অতিশয় উদ্ধত হইয়াছ; অদ্য আমি সমরে তোমার গর্ব্ব চূর্ণ করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বলবান্ আচার্য্য-পুত্র, সকলের পূজনীয়; বিশেষত অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার অতিশয় প্রীতি আছে এবং তিনিও মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রিয়; এমত স্থলে সেই কুন্তীনন্দন সখা অশ্বত্থামাকে কি নিমিত্ত এরূপ কটু কথা কহিলেন? ইতঃ পূর্ব্বে ত তিনি আর কখনই তাঁহার প্রতি ঈদৃশ কটূক্তি প্রয়োগ করেন নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! চেদি-দেশীয় যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃদ্ধক্ষত্র ও শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মালবরাজ সুদর্শন নিহত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত হওয়াতে এবং যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপোক্তিতে তাঁহার চিত্ত-বিঘট্টিত বিশেষত স্বপক্ষ-মধ্যে অন্তর্ভেদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সেই সমস্ত দুঃখ স্মরণ করিয়া যুগপৎ দুঃখ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন; সেই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের ন্যায় হইয়া আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামার প্রতি তাদৃশ মানহানিকর, অশ্লীল ও অপ্রিয় কথার উক্তি করিলেন। মহারাজ! তাঁহার সেই ক্রোধ জন্য মর্ম্মভেদি পরুষ বাক্য শ্রবণে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ-নন্দন অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎ পরে সেই পরবীরহন্তা বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা সযত্নে রণাঙ্গনে অবস্থিত হইয়া সলিল-স্পর্শ-পূর্ব্বক দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুগণের উদ্দেশে দেবগণেরও দুঃসহ আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধে অধীর হইয়া, নির্ধূম পাবক সদৃশ সেই প্রদীপ্ত শর অভিমন্ত্রিত করত নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর, আকাশমণ্ডল হইতে অগ্নি-শিখা-সমাকীর্ণ তুমুল শরবৃষ্টি হইয়া অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ সময়, অন্তরীক্ষ হইতে নিরন্তর উল্কা সকল নিপতিত ও সেনা-ব্যূহ সহসা ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন হইলে দিক্ সকল আর প্রতিভা প্রাপ্ত হইল না। রাক্ষস ও পিশাচগণ একত্রিত হইয়া ভয়ঙ্কর কোলাহল করিতে লাগিল, বায়ু অশিবভাবে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল; সূর্য্য আর পূর্ব্ববৎ তাপ প্রদানে সমর্থ হইলেন না। বায়সগণ চতুর্দ্দিকে ভৈরব রবে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল, বারিদপটল গভীর গর্জ্জন-পূর্ব্বক রুধির বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে কি পক্ষিগণ, কি গো-প্রভৃতি পশুগণ, কি সংশিতব্রত সংযতমনা মুনিগণ, কেহই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইল না; সহস্র-কিরণমালী দিবাকর প্রভাশূন্য এবং মহাপ্রাণিগণও ভ্রান্ত হইলেন। এইরূপে ত্রিলোক হতপ্রভ হইলে সকলেই বিচলিত প্রায় হইল। তৎকালে, হস্তিগণ অস্ত্রতেজে সর্ব্বতোভাবে সন্তাপিত হইয়া তাহা হইতে মুক্তি-লাভেচ্ছায় বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করত ভূতলশায়ী হইল। অধিক কি, জলজন্তুগণও দগ্ধ হইতে লাগিল; তাহারা এমন প্রতপ্ত হইল যে, কোন ক্রমে শান্তি লাভ করিতে পারিল না। ঐ সময়, দিক্ বিদিক্ ও নভোমণ্ডল হইতে গরুড় ও পবন-বেগগামী নানা

প্রকার শরবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। শত্রুগণ দ্রোণ-পুত্রের সেই বজ্রবেগ শরনিকরে সমাহত হইয়া অগ্নি-দগ্ধ বনস্পতির ন্যায়, দগ্ধ ও পতিত হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ অনেক মাতঙ্গ অগ্নিতেজে সন্তাপিত হইয়া গভীর শব্দায়মান জলধরের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। কোন কোন হস্তী পূর্ব্বে অরণ্যচারিত্বাবস্থায় দাবাগ্নি-সমাবৃত হইয়া ভয়ে যেরূপ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিত, তদ্রূপ ইতস্তত ধাবমান হইতে প্রবৃত্ত হইল। দাবানলে বৃক্ষের অগ্রভাগ দগ্ধ হইলে সেই সকল বৃক্ষ যেরূপ দৃষ্ট হয়, অশ্ব ও রথ-বৃন্দও সেইরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সেই রণাঙ্গনে সহস্র সহস্র রথিগণ নিপতিত হইতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে সেই অস্ত্রাগ্নি, সর্ব্বপ্রাণি-সংহারক যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায়, ভয়োদ্বিগ্ন পাণ্ডব-সৈন্য দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কৌরবগণ সেই মহাসংগ্রামে পাণ্ডব-সেনাকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া আহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং আপনাদিগের জয়-লক্ষণ বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে সহস্র সহস্র তূর্য্য-প্রভৃতি বহুবিধ বাদিত্র নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ! সমস্ত রণাঙ্গন তমসাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণ এক অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত ধনঞ্জয় আর দৃষ্টিগোচর হইলেন না। তৎকালে অমর্ষাবিষ্ট দ্রোণ-পুত্র সেই অস্ত্র প্রাদুর্ভাব করিলে যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটনা হইল, আমরা ইতঃপূর্ব্বে আর কখন সেরূপ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। অনন্তর, অর্জ্জুন সমস্ত অস্ত্র-প্রতিঘাত নিমিত্ত পদ্মযোনি-বিহিত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন; তাহাতে ক্ষণকাল-মধ্যে অন্ধকার নিরাকৃত হইলে, শীতল বায়ু প্রবাহিত ও দিক্ সকল নির্ম্মল হইল। পরন্ত, সে স্থলে আমরা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম, সেই সমগ্র অক্ষৌহিণী সেনা অশ্বত্থামার অস্ত্র-তেজে সর্ব্বলোকের অলক্ষিতরূপেই ভস্মীভূত হইয়া নিহত হইল। তৎ পরে একরথস্থিত মহাধনুর্দ্ধর বীর কেশবার্জ্জুন অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া, মেঘান্তরিত নভোমণ্ডলে উদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, অনুকর্ষ ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি বিভূষিত, কৌরব পক্ষের ভয়ঙ্কর সেই কপি-ধ্বজ রথও সেনা-মধ্যে প্রতিভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রহৃষ্টচিত্ত পাণ্ডব পক্ষ হইতে তৎক্ষণাৎ শঙ্খ ও ভেরী-শব্দের সহিত মিলিত মহান্ কিলকিলা শব্দ সমুত্থিত হইল। মহারাজ! পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যগণ কেশব ও অর্জ্জুনকে তেজো-দ্বারা সমাচ্ছন্ন দেখিয়া "ইহাঁরা উভয়েই অদ্য হত হইলেন" এইরূপ মনে করিয়াছিল; তৎপরে তাঁহাদিগের উভয়কেই অক্ষত শরীরে নির্ম্মুক্ত ও আহ্লাদে দিব্য শঙ্খ-যুগল ধ্বনি করিতে এবং পাণ্ডব-সেনাদিগকে প্রহৃষ্টচিত্ত হইতে দেখিয়া কৌরবগণ অতিশয় ব্যথিত হইলেন। বিশেষত দ্রোণ-নন্দন মহাত্মা কৃষ্ণার্জ্জুনকে আগ্নেয়াস্ত্র হইতে বিমুক্ত হইতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত-চিত্তে মুহূর্ত্তকাল "এ কি হইল!" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি চিন্তা ও শোকে অভিভূত হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে অতিশয় বিষণ্ন হইলেন এবং শরাসন নিক্ষেপ করিয়া রথ হইতে বেগে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক "ধিক্ ধিক্, এ সমস্তই মিথ্যা!" এই কথা বলিয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ! ঐ সময়, দ্রোণ-নন্দন সম্মুখে অবস্থিত স্নিগ্ধ সলিল-সদৃশ প্রসন্নমূর্ত্তি চতুর্ব্বেদের আবাসভূমি ও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্বরূপ নিষ্পাপ-শরীর ব্যাসদেবকে দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাকে অগ্রে অবস্থিত দেখিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অতিদীনভাবে অভিবাদন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ইহা কি দৈবী-মায়া, কি অন্য প্রকার, তাহা কিছুই বোধ করিতে পারিলাম না? এ অস্ত্র বিফল হইবার কারণ কি? আমার কি ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল? ইহা কি সমস্ত

লোকের ওত প্রোত ও ধ্বংসের সময় উপস্থিত হই-য়াছে? যেহেতু সেই কৃষ্ণার্জ্জুন জীবিতাবস্থায় মুক্তি লাভ করিল। যাহা হউক্, কাল দুরতিক্রমণীয়; নচেৎ মৎপ্রেরিত আগ্নেয়াস্ত্র কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি সর্প, কি মনুষ্য, কি পতঙ্গ, কেহই অন্যথা করিতে উৎসাহী হইতে পারে না। এমত স্থলে, সর্ব্বসংহারক জ্বলন্ত পাবক-সদৃশ সেই নিদারুণ অস্ত্র কেবল এক অক্ষৌহিণী সেনা মাত্র সংহার করিয়াই প্রশান্ত হইল!! হে মহর্ষে! আমি জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই মর্ত্ত্যধর্ম্মাব-লম্বী; তবে মন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র কি জন্য উহাদিগকে বিনাশ করিল না? তৎ সমস্ত আমার নিকট যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করুন, আমি ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাস কহিলেন, দ্রোণ-পুত্র! এই মহৎ বিষয় যাহা তুমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করি-তেছ, আমি তৎ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, মনঃ-সংযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যিনি প্রজাপতিদিগেরও পূর্ব্ব পুরুষ বিশ্বাধার নারায়ণ; তিনি কোন প্রয়ো-জন সিদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। অম্বুজনেত্র আদিত্য-সদৃশ প্রদীপ্ত সেই মহাতেজা মৈনাক পর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া তীব্রতর তপস্যা করেন। তিনি ষড়ধিক ষষ্টি সহস্র বর্ষ বায়ুভক্ষ হইয়া ঐরূপ তপস্যা-দ্বারা শরীর শোষণ করিয়া পুনশ্চ তাহা হইতে দ্বিগুণ পরিমিত কাল তপস্যা অবলম্বন-পূর্ব্বক তেজো-দ্বারা দ্যাবা ও পৃথিবী পরিপূরিত করিলেন। যখন, তিনি সেই তপঃপ্রভাবে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ হইলেন; তখন জগতের নিয়ন্তা, বিশ্বের কারণ, অতীব দুর্দ্দর্শন, সমস্ত দেবগণ বন্দিত, বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম বিশ্ব-কারণ বিশ্বেশ্বরের দর্শন লাভ করিলেন। সেই বিশ্বে-শ্বর রুদ্র, ঈশান, ঋষভ, হর, শম্ভু, কপর্দ্দী, চেতন-স্বরূপ ও স্থাবর জঙ্গমের পরম কারণ; তিনি দুর্নিবার, দুর্দৃশ্য, তিগ্মমন্যু, মহাত্মা, সর্ব্বহর্ত্তা, প্রচেতা, দিব্য শরাসন ও তূণীরধারী, হিরণ্যবর্ম্মা ও অনন্ত-বীর্য্য; তিনি পিনাক্, বজ্র, প্রদীপ্ত শূল, পরশ্বধ, গদা এবং আয়ত খড়্গধারী। তাঁহার ললাট-শেখরে চন্দ্র ও মস্তকে জটাভার-শোভিত। তিনি সুন্দর ভ্রূযুগল-সমন্বিত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধায়ী, পরিঘ ও দণ্ডপাণি। তাঁহার কণ্ঠদেশে ভুজঙ্গের যজ্ঞোপবীত, বাহুতে মনোহর অঙ্গদ-বিভূষিত। তিনি সমস্ত গণদেব ও ভূতগণে পরিবৃত। তিনি সদা একরূপ, তপস্যার নিধান-স্বরূপ; প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাকেই ইষ্ট বাক্য-দ্বারা স্তব করিয়া থাকেন। যিনি পৃথিবী, সলিল, আ-কাশ, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্র সূর্য্যের এমন কি, সমস্ত জগ-তের প্রমাপক; দুরাচারগণ কদাচ সেই ব্রহ্মদ্বেষি-হন্তা অমৃতাকর অজন্মা পুরুষকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু শোকাদি-রহিত, সাধুচরিত্র, নিষ্পাপ ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানচক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পান। বাসু-দেব নারায়ণঋষি তাঁহার নিতান্ত ভক্ত, অতএব তিনি তাঁহার সেই তপঃপ্রভাবে তেজঃপ্রদীপ্ত সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, জগৎ বন্দনীয়, বিশ্বরূপ শিবকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন।

মহারাজ! কমল-লোচন নারায়ণ ঋষি তেজো-নিধান অক্ষ-মালাধারী বিশ্বের উৎপাদক বরদ অতীব মনোহরাঙ্গী পার্ব্বতীর সহিত নিয়ত ক্রীড়-মান ভূতগণে পরিবৃত অজ অব্যক্ত কারণাত্মা মহাত্মা রুদ্র ঈশানকে দর্শন করিয়া বাক্য ও মনের সহিত পুলকিতাঙ্গ হইয়া অসীম আনন্দ প্রকাশ-পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন এবং তিনি সেই অন্ধ-কাসুর নিপাতনকারী বিরূপাক্ষ রুদ্রদেবকে ভক্তি-ভাবে অভিবাদন করিয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। হে বরেণ্য! হে দেব! যাঁহারা এই বিশ্বের রক্ষক, প্রাণি সকলের উৎপাদক, দেবগণেরও পূর্ব্বজ প্রজাপতি; তাঁহারা তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াই ধরণী-মধ্যে প্রবেশ করত তোমার নির্ম্মিত পুরাতনী সৃষ্টি করিতেছেন। দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ভুজঙ্গ ও বিহঙ্গ-প্রভৃতি সমস্ত প্রাণি-

গণই যে তোমা হইতে উৎপন্ন তাহা আমার বিদিত আছে। ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও সোম-প্রভৃতি দিক্‌পালগণ এবং ত্বষ্টা-প্রভৃতি প্রজাপতিগণ তোমার প্রভাবেই স্ব স্ব অধিকৃত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, জ্যোতিঃ, সুস্বাদু সলিল, পৃথিবী, গন্ধ, আকাশ, বায়ু, কাল, ব্রহ্মা, বেদ ও ব্রাহ্মণ; অর্থাৎ এই স্থাবর জঙ্গম সমস্তই তোমা হইতে উৎপন্ন। যেমন বিম্ব সলিল হইতে উৎপন্ন হইয়া সলিলেই বিলীন হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব সংসার প্রলয়-কালে পুনরায় তোমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন পণ্ডিত তোমাকেই এইরূপ প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ জানিয়াই তোমার সাযুজ্য লাভ করেন। হে দেব! তুমিই মানস-বৃক্ষারূঢ় জীব ও ঈশ্বর-রূপ দুই পক্ষী এবং বেদোক্ত বহু শাখা-সমন্বিত সপ্ত-লোকরূপ ফলের ভোক্তা ও দ্রষ্টা; সমস্ত শরীর প্রতিপালক যে দশ ইন্দ্রিয়, তুমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং পৃথক্-রূপে অবস্থান করিতেছ। তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-রূপ অধৃষ্যকাল; এই সমস্ত বিশ্ব তোমা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত; তুমি আমার প্রতি সদয় হও। আমি যে তোমার কিরূপ ভক্ত, তাহা তোমার বিদিত আছে; অতএব আমাকে নিরাস করিও না। হে দেববর্য্য! তত্ত্বদর্শী পুরুষ তোমাকে স্বীয় আত্মার সহিত অভিন্ন জানিয়াই সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। আমি তোমাকে আত্ম স্বরূপ জানিয়াও কেবল তোমার সম্মানেচ্ছায় স্তব করিতেছি; তুমি আমা কর্ত্তৃক সম্যক্ স্তুত হইয়া আমার অভিলষিত দুর্ল্লভ বর প্রদান কর; আমার প্রতি প্রতিকূল হইও না। ব্যাস কহিলেন, পিনাকধারী অচিন্ত্যাত্মা নীলকণ্ঠ সেই ঋষি-কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া সেই মাননীয় দেবপ্রধান মহর্ষিকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

ভগবান্ কহিলেন, হে নারায়ণ ঋষে! তুমি আমার প্রসাদে দেব, গন্ধর্ব্ব, ভুজঙ্গ ও মনুষ্য লোক-মধ্যে অপ্রমেয় বলশালী হইবে। দেব, কি অসুর, কি মহোরগ, কি পিশাচ, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কি সুপর্ণ, কি নাগ, কিম্বা সমস্ত অযোনিজাত প্রাণিগণ, তোমার সমর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না; অধিক কি, দেবগণ-মধ্যেও কেহ তোমারে সমরে পরাজিত করিতে পারিবেন না। কোন প্রকার শস্ত্র, কি বজ্র, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি জলাদি দ্রব পদার্থ, কি শুষ্ক পাষাণাদি স্থাবর বস্তু-দ্বারা কোন ব্যক্তিই আমার প্রসাদে তোমার পীড়া উৎপাদন করিতে পারিবে না। এমন কি, সমর স্থলে তুমি আমা অপেক্ষাও সমধিক পরাক্রান্ত হইবে।

হে অশ্বত্থামন্! পূর্ব্বে নারায়ণ মহাদেবের নিকট এইরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই দেবই কৃষ্ণরূপে জগৎ মোহিত করিয়া বিচরণ করিতেছেন; এবং ঐ নারায়ণ দেবেরই তপস্যা-সম্ভূত তত্তুল্য প্রভাব-সম্পন্ন যিনি নরঋষি নামে বিখ্যাত; তাঁহাকেই এক্ষণে অর্জ্জুন বলিয়া অবগত হও। উহাঁরা উভয়েই দেবতাদিগের পূর্ব্বতন পরম ঋষি বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছেন। লোকযাত্রা বিধান নিমিত্ত উহাঁরা প্রতিযুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তদ্রূপ, তুমিও সমগ্র কর্ম্মরূপ সুমহৎ তপঃপ্রভাবে তেজ ও ক্রোধ ধারণ-পূর্ব্বক রুদ্র অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। পূর্ব্বে তুমি মহাপ্রাজ্ঞ এক মুনি ছিলে, এই জগৎ শিবময় জানিয়া তাঁহারই প্রীতিকামনায় তপোনিয়ম-দ্বারা শরীর কর্ষণ করিয়াছিলে। হে মানদ! তুমি জপ, হোম ও উপহারাদি-দ্বারা স্বীয় শরীরকে নিষ্পাপ করিয়া সেই দেবের পূজা করিয়াছিলে। এইরূপে সেই দেবাদিদেব মহাদেব তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্বোৎপন্ন বহু দেহে তাদৃশভাবে পূজিত হইয়া তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। হে বিদ্বন্! সেই-জন্যই তিনি তোমার মনোমত উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিয়াছিলেন; অতএব নর, নারায়ণ ঋষি এবং তোমার অর্থাৎ তোমাদিগের তিন মহাত্মারই

জন্ম, কর্ম্ম ও তপো যোগের উৎকর্ষ আছে। যেমন তাঁহারা যুগে যুগে সেই মহাদেবকে লিঙ্গে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও প্রতিমায় তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছ। বিশেষত রুদ্রভক্ত রুদ্রাধিষ্ঠান কেশব নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ ভবকে অশেষরূপে জানিয়া লিঙ্গে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাতে সনাতন আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐরূপ দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরম ঋষিগণ তাঁহার পূজা করিয়া পরম স্থান প্রার্থনা করিয়া থাকেন। পরন্তু সর্ব্বাধ্যক্ষ সনাতন কৃষ্ণও যজ্ঞাদির দ্বারা যজনীয়; কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ভবকে চরাচরাত্মক জানিয়া লিঙ্গে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এবং সেই বৃষভধ্বজেরও কৃষ্ণের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি আছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথী দ্রোণ-পুত্র বেদব্যাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্রদেবকে নমস্কার করিলেন এবং কেশবকে অতিশয় পূজনীয় মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বশীকৃতাত্মা অশ্বত্থামা লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া মহর্ষি ব্যাসকে অভিবাদন-পূর্ব্বক সেনা-মধ্যে গমন করিয়া সৈন্যগণের অবহার করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণও সেনা প্রত্যাহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে প্রজানাথ! সমরাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত হইলে এইরূপে দীনভাবাপন্ন কৌরব ও প্রহৃষ্টচিত্ত পাণ্ডবগণের সে দিবস সেনা অবহার হইল। বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ দ্রোণ পাঁচ দিবস যুদ্ধ করত শত্রু পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য সংহার-পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

ব্যাসাশ্বত্থাম-সংবাদে নবনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৯॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই অতিরথী দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলে, পাণ্ডব ও অস্মৎ পক্ষীয়গণ কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অতিরথী আচার্য্য পৃষত-নন্দন-কর্ত্তৃক নিহত ও কৌরবগণ সমরে প্রভগ্ন হইলে, কুন্তী-নন্দন ধনঞ্জয় আপনার বিস্ময়কর বিজয়-ব্যাপার অবলোকন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সমীপাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! সংগ্রাম-স্থলে যখন আমি বিমল শর-সমূহ-দ্বারা শত্রু-বিনাশে প্রবৃত্ত হই, তখন দেখিলাম, আমার অগ্রভাগে পাবক-নিভ এক পুরুষ প্রদীপ্ত শূল উদ্যত করিয়া যে দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন, সেই দিকেরই শত্রু পক্ষীয় সেনাগণ বিশীর্ণ হইতে লাগিল। তৎকালে সেই মহাপুরুষ-কর্ত্তৃক প্রভগ্ন সেনাদিগকে লোকে আমা-কর্ত্তৃকই ভগ্ন মনে করিতে লাগিল; পরন্তু আমি কেবল সেই পলায়ন-পর সৈন্যদিগের পশ্চাৎ ভাগ হইতে তাড়ন করিয়াছিলাম। তিনি পদ-দ্বারা ভূমি স্পর্শ কি হস্তস্থিত শূল নিক্ষেপ, কিছুই করিলেন না। তাঁহার তেজঃপ্রভাবে সেই হস্তস্থ শূল হইতে সহস্র সহস্র শূল নির্গত হইতে লাগিল। হে ভগবন্! সূর্য্য-সন্নিভ প্রভাবশালী শূলপাণি মহৎ কৃষ্ণবর্ণ সেই পুরুষোত্তম, কে? আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ব্যাস কহিলেন, হে পার্থ! যিনি প্রজাপতিদিগেরও পূর্ব্ব, নিগ্রহানুগ্রহ করণে সমর্থ, ভূরাদি সমস্ত লোকমূর্ত্তি, সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, তেজো-রূপ শঙ্কর ঈশান বরদাতা এবং তৈজস পুরুষ; তুমি তাঁহাকেই দর্শন করিয়াছ, অতএব সেই বরদ ভুবনেশ্বর দেবের শরণাগত হও। তিনি মহাদেব, মহাত্মা, ঈশান, জটিল, শিব, ত্রিনেত্র, মহাভুজ, রুদ্র, শিখী, চীরবাসা, মহাদীপ্তিমান্, হর, স্থাণু, বরদ, জগন্নিয়ন্তা, জগৎপ্রধান, অজেয়, জগৎপাতা এবং সকলের অধীশ্বর; তিনিই এই সমস্ত জগতের উৎপাদক ও মূল-স্বরূপ, সর্ব্বজয়ী, জগতের গতি-স্বরূপ, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, যশস্বী, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বচর, কর্ম্ম সকলের নিয়োগকর্ত্তা, প্রভু, শম্ভু, স্বয়ম্ভু,

সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অধিষ্ঠান, যোগমূর্ত্তি, যোগেশ্বর এবং সর্ব্ব ও সর্ব্বলোকের ঈশ্বরেরও নিয়ন্তা; তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জগৎশ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী লোক-ত্রয়ের বিধাতা ও লোকত্রয়ের অদ্বিতীয় আশ্রয়; তিনি সুদুর্জ্জয়, জগন্নাথ এবং জন্ম, মৃত্যু ও জরা-বিহীন; তিনি জ্ঞানাত্মা, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানপ্রধান ও সুদুর্জ্ঞেয়, এবং তিনিই প্রসন্ন হইলে ভক্তগণের অভিলষিত বরদাতা হয়েন। বামন, জটিল, মুণ্ড হ্রস্বগ্রীব, মহোদর, মহাকায়, মহোৎসাহ ও মহাকর্ণ-প্রভৃতি বিকৃতানন বিকৃত-চরণ ও বিকৃত-বেশ বহুবিধ রূপধারী দিব্যমূর্ত্তি তাঁহার কতকগুলী পারিষদ আছে; সেই মহেশ্বর উক্ত প্রকার পারিষদগণ-কর্ত্তৃক সতত পূজিত হইয়া থাকেন। হে বৎস পার্থ! সেই তেজস্বী শিবই প্রসন্নতা-প্রযুক্ত রণস্থলে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য বহুরূপধারী দেবাদিদেব মহেশ্বর ব্যতীত সেই ভয়াবহ লোমহর্ষকর সমরাঙ্গনে দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ-প্রভৃতি সমরদক্ষ মহাধনুর্দ্ধরগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত কৌরবদিগকে কেহ কি মনে মনেও ধর্ষণা করিতে উৎসাহ করিতে পারেন? প্রত্যুত, সেই মহাদেব অগ্রভাগে অবস্থিত হইলে, কেহই সাহসী হইতে পারে না; যেহেতু এই ত্রিলোক-মধ্যে কেহই তাঁহার সদৃশ পরাক্রমী নাই। অধিক কি, সংগ্রাম স্থলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অবস্থিত হইলে, শত্রুগণ তাঁহার দর্শন মাত্রেই বিসংজ্ঞ, কম্পিত ও পতিত এবং অনেকেই প্রায় নিহত হইয়া থাকে। কি দেবগণ, কি মর্ত্ত্যলোক ও স্বর্গলোকবাসি মনুষ্যগণ, সকলেই সেই মহাদেবকে নমস্কার করিয়া স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। এমন কি, যাঁহারা অতিশয় ভক্তি-সহকারে সেই বরদাতা রুদ্রদেব উমাপতি শিবকে প্রণাম করেন, তাঁহারা ইহলোকে পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া চরমে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! সেই শান্ত, রুদ্র, শিতিকণ্ঠ, কনিষ্ঠ, মহাতেজস্বী, কপর্দ্দী, করাল, হরিনেত্র, বরদাতা, যাম্য, অব্যক্ত-কেশ, সদাচার, শঙ্কর, কাম্যদেব, পিঙ্গল-নেত্র, স্থাণু, পুরুষপ্রধান, পিঙ্গল-কেশ, মুণ্ড, কৃশ, উদ্ধারকর্ত্তা, ভাস্কর, সুতীর্থ, বেগবান্, বহুরূপ, সর্ব্ব, প্রিয়, প্রিয়বাসা দেবদেবকে তুমি নমস্কার কর। সেই উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, সহস্রাক্ষ, পূজনীয়, প্রশান্ত, যতি-স্বরূপ, চীরবাসা, গিরিশ, কপর্দ্দী, করাল, উগ্র, দিক্‌পতি, পর্জ্জন্যপতি ভূতস্বামীকে নমস্কার। সেই বনস্পতিপতি, গোপতিকে নমস্কার। যাঁহার বিরামস্থান বহুবিধ বৃক্ষদ্বারা সুশোভিত, সেই সেনা-নায়ক মধ্যম, স্রুবহস্ত, ধন্বী, ভার্গব, বহুরূপ, বিশ্বপতি, চীরবাসা, সহস্র মস্তক, সহস্র নেত্র, সহস্র বাহু, সহস্র চরণ দেবকে নমস্কার। হে অর্জ্জুন! সেই দক্ষযজ্ঞ বিনাশকারী বিরূপাক্ষ বরদাতা ত্রিলোকেশ্বর উমাপতির শরণাগত হও। আমিও সেই প্রজাপতি, অব্যগ্র, অব্যয় ভূতপতি, কপর্দ্দী, বৃষাবর্ত্ত, বৃষনাভ, বৃষধ্বজ, বৃষদর্প, বৃষপতি, বৃষশৃঙ্গ, বৃষশ্রেষ্ঠ, বৃষাঙ্ক, বৃষভোদর, বৃষভ, বৃষভেক্ষণ, বৃষায়ুধ, বৃষশর, বৃষমূর্ত্তি, মহেশ্বর, মহোদর, মহাকায়, দ্বীপিচর্ম্ম-পরিধায়ী, লোকেশ্বর, বরদাতা, মুণ্ড, ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রাহ্মণ-প্রিয়, ত্রিশূলপাণি, বরপ্রদ, খড়্গচর্ম্মধারী, নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ, পিনাকী, খণ্ডপরশু, লোকপতিদিগের ঈশ্বর, চীরবাসা, শরণ্য দেবের শরণাপন্ন হইলাম। সেই বৈশ্রবণ-সখা সুরেশ্বরকে নমস্কার। সুবাসা সুধন্বা সুব্রতকে সর্ব্বদা নমস্কার। সেই ধনুর্দ্ধর, প্রিয়ধন্বা, ধন্বী, ধন্বন্তর, ধনুরাচার্য্য ও ধনুর্মূর্ত্তি দেবকে নমস্কার। সেই উগ্রায়ুধ সুরশ্রেষ্ঠ দেবকে নমস্কার। বহুমূর্ত্তি ও বহুধন্বীকে নমস্কার। স্থাণু ও সুধন্বীকে সর্ব্বদা নমস্কার। সেই ত্রিপুর ও ভগহন্তাকে নমস্কার। সেই বনস্পতিপতি ও নরপতিকে নমস্কার। সেই গোপতি ও যজ্ঞপতিকে সর্ব্বদা নমস্কার। সেই সলিলপতি ও সুরপতিকে সর্ব্বদা নমস্কার। পূষার দন্ত-ভগ্নকারী ত্রিনেত্র বরদাতা নীলকণ্ঠ পিঙ্গলবর্ণ সুবর্ণকেশ সেই শিবকে নমস্কার। হে কুন্তী-নন্দন! সেই ধীমান্ মহাদেবের যে সকল দিব্যকর্ম্ম

শ্রবণ করিয়াছি, আমি স্বীয় বোধ অনুসারে তৎ সমস্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি কুপিত হইলে, দেব, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস, যদি গিরিগহ্বরে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও সুখ লাভের আশা করিতে পারে না। পূর্ব্বে প্রজাপতি দক্ষ যথা-বিহিত দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিলে মহাদেব সেই যজ্ঞে স্বীয় ভাগ নাই দেখিয়া ক্রোধে উগ্রমূর্ত্তি হইয়া যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তিনি শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক শর ত্যাগ ও মহাশব্দ-সহকারে সিংহনাদ করিতে থাকিলে, দেবগণ কোন স্থানে যাইয়াও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে মহেশ্বর কুপিত হইয়া সহসা যজ্ঞনাশে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার সেই শরাসনের জ্যাঘোষ ও তলশব্দে সমস্ত লোকই ব্যাকুলিত হইল। অর্জ্জুন! অধিক কি বলিব, ঐ সময় কি দেব, কি অসুর, সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া নিপতিত, সাগর-সলিল ক্ষুভিত এবং বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। অপিচ, পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ, দিক্‌হস্তিগণ মোহিত এবং চতুর্দ্দিক্ এরূপ অন্ধকারাবৃত হইল যে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তদনন্তর, তিনি সূর্য্য-প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান্ দেবগণের প্রভা প্রতিহত করিলেন। তদ্দর্শনে ঋষিগণ প্রথমত ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলেন। পরে আপনাদিগের এবং সমস্ত প্রাণীর হিতৈষী হইয়া প্রশান্ত হইলেন। ঐ সময়, পূষা যজ্ঞীয় হবিঃ ভোজন করিতেছেন দেখিয়া শঙ্কর তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার দন্ত ভগ্ন করিয়া দিলেন। তাহাতে সমস্ত দেবগণ ত্রাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাদেব পুনশ্চ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক দেবগণের প্রতি বিদ্যুদ্দাম-বিমণ্ডিত মেঘজাল-সদৃশ সধূম বিস্ফুলিঙ্গ-সমন্বিত জ্বলন্ত অনল-তুল্য নিশিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ ভয়ে সেই রুদ্র মহেশ্বরকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক তাঁহার নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ যজ্ঞভাগ স্থাপন করিয়া পরিশেষে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন সেই অতিক্রুদ্ধ মহাদেব নষ্টপ্রায় যজ্ঞ সংপূর্ণ এবং পলায়নপর সুরগণকে পুনরায় অবস্থাপিত করিলেন; পরন্তু দেবগণ অদ্যাপিও তাঁহার নিকট ভীত হইয়া আছেন।

পূর্ব্বে আকাশে বীর্য্যশালী অসুরদিগের লৌহ, রজত ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত অতিমহৎ তিনটী পুরী ছিল। তন্মধ্যে সুবর্ণ কমলাক্ষের, রজত তারকাক্ষের এবং তৃতীয় লৌহময় পুরীটী বিদ্যুৎমালীর নির্মীত ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র স্বকীয় সমস্ত অস্ত্র-দ্বারাও সেই ত্রিপুর-ভেদে সমর্থ হয়েন নাই। অনন্তর, অসুরগণ-নিপীড়িত দেব-সমূহ একত্র মিলিত হইয়া মহাত্মা রুদ্রের শরণাপন্ন হইলেন এবং কহিলেন, হে দেব-দেবেশ! ত্রিপুরবাসি ভয়ঙ্কর অসুরগণ ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করত সেই বরদর্পে দর্পিত হইয়া এক্ষণে সমস্ত লোককেই সমধিক পীড়া প্রদান করিতেছে। হে প্রভো মহাদেব! আপনি ব্যতীত অপর কোন পুরুষই বর্ত্তমান নাই যে, সেই দৈত্যগণকে সংহার করে। অতএব আপনি সেই সুর-বিদ্বেষীদিগকে বিনাশ করুন। হে রুদ্র! হে ভুবনেশ্বর! আপনি যদি ঐ সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করেন, তাহা হইলে অপরাপর ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ সকলেই যথা-বিহিত সমস্ত কার্য্যেতে নিযুক্ত থাকিবে। প্রতাপবান্ পিনাকধারী ত্রিনেত্র শঙ্কর দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে 'তাহাই হইবে' বলিয়া স্বীকার করিলেন; পরে তাঁহাদিগের হিতকামনায় সেই ত্র্যম্বক মহাদেব সাগরাম্বরা বসুন্ধরাকে রথ-স্বরূপ করিয়া গন্ধমাদন ও বিন্ধ্যাচলকে উহার বংশধ্বজ-রূপে নিরূপিত করিলেন। নাগেন্দ্র অনন্ত ঐ রথের অক্ষকাষ্ঠ হইল; চন্দ্র সূর্য্য উহার চক্র, এলপত্র ও পুষ্পদন্ত যূপ-স্বরূপ, মলয়াচল উহার যুগকাষ্ঠ, তক্ষক উহার যুগবন্ধুর, ভূতগণ উহার যোক্ত্রাঙ্গ, চারি বেদ উহার চারি অশ্ব এবং উপবেদ সকল ঐ অশ্বের মুখবন্ধ

হইল, গায়ত্রী ও সাবিত্রী ঐ সকল অশ্বের প্রগ্রহ, ওঙ্কার প্রতোদ এবং ব্রহ্মা সারথি হইলেন। অনন্তর, সেই সর্ব্ব সামরিকশ্রেষ্ঠ লোকত্রয়েশ্বর স্থাণু সর্ব্বদেবময় শিব মন্দরগিরিকে গাণ্ডীব, বাসুকিকে ধনুর্গুণ, বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অগ্নিকে শল্য, বায়ুকে উক্ত শরের পক্ষদ্বয়, বৈবস্বত যমকে উহার পুঙ্খ, বিদ্যুৎকে নির্য্যাণ এবং সুমেরুকে রণাগ্রযায়ী ধ্বজ-স্বরূপ করিয়া উল্লিখিত দিব্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ত্রিপুর ধ্বংসের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। হে পার্থ! তৎকালে সেই অসুরান্তকারী অতুল-বিক্রম শ্রীমান্ মহাদেব তপঃপরায়ণ ঋষি ও দেবগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া মাহেশ্বর-নামে এক দিব্য স্থান নির্ণয় করত ত্রিপুর একত্রিত হইবার প্রতীক্ষায় অচলভাবে এক সহস্র বৎসর অবস্থান করিলেন।

যখন সেই ত্রিপুর অন্তরীক্ষে একত্র মিলিত হইল, তখন তিনি ত্রিপর্ব্ব ও ত্রিশল্য-যুক্ত শর-দ্বারা উহা ভেদ করিয়া ফেলিলেন। দানবগণ বিষ্ণু ও সোম-সমাবিষ্ট কালাগ্নি-সংযুক্ত সেই শর বা পুর, কিছুই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। ত্রিপুর দগ্ধকালে দেবী ভগবতী পঞ্চশিখা সুশোভিত এক বালককে ক্রোড়ে লইয়া উহা দর্শনার্থে গমন করিলেন। অনন্তর, উমা দেবগণকে “এই বালক কে?” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবরাজ অসূয়াপরবশ হইয়া সেই বালকের প্রতি বজ্রপ্রহারে উদ্যত হইলেন। তখন, নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ সর্ব্বলোকেশ্বর বিভু ভগবান্ ত্রিলোচন হাসিতে হাসিতে সেই ক্রুদ্ধ পুরন্দরের সবজ্র বাহু তৎক্ষণাৎ স্তম্ভিত করিলেন। এইরূপে শতক্রতু স্তম্ভিত-ভুজ হইয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে সৃষ্টিকর্ত্তা অব্যয় ব্রহ্মার নিকট সত্বর গমন-পূর্ব্বক শরণাগত হইলেন, এবং সকলেই মস্তক-দ্বারা ভূমি-স্পর্শ-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! পার্ব্বতীর ক্রোড়ে বালক-রূপধারী কোন এক অদ্ভুত-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি যে কে, তাহা আমরা কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। তিনি বালক হইয়াও বিনা যুদ্ধেই ইন্দ্রাদি দেবগণ অর্থাৎ আমাদিগের সকলকে অবলীলাক্রমে পরাজিত করিলেন; অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কে?

ব্রহ্মজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অমিততেজা দেবগণের বাক্য শ্রবণে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! উমার সহিত যে অমিত-দ্যুতি পুরুষকে দর্শন করিয়াছ, তিনিই এই সচরাচর জগতের প্রভু ভগবান্ হর; সেই মহেশ্বর হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠবস্তু নাই। সেই সর্ব্ব, পার্ব্বতীর নিমিত্ত বালক-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনিই সকলের প্রভু, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, আনন্দরূপ ও সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা; অতএব চল, আমরা সকলে মিলিত হইয়া গমন-পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হই। প্রজাপতি-প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ কেহই সেই বালার্ক-সদৃশ প্রভু ভুবনেশ্বরকে অবগত নহেন।

অনন্তর, পিতামহ ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া মহেশ্বরকে দর্শন-পূর্ব্বক “ইনিই সর্ব্বলোক-শ্রেষ্ঠ” এইরূপ জানিয়া এইরূপ বন্দনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! তুমিই এই ভুবনের যজ্ঞ-স্বরূপ, গতি ও আশ্রয়; তুমি মহাদেব, ভব, পরমধাম ও পরম পদ; এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ তোমা-কর্ত্তৃকই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানাদির ঈশ্বর, লোকনাথ ও জগৎপতি; হে দেব! ইন্দ্র তোমার ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে; অতএব উহার প্রতি প্রসন্ন হও।

ব্যাস কহিলেন, মহেশ্বর পদ্মযোনির এইরূপ স্তুতি-বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং প্রসন্নবদনে অট্টহাস করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ উমার সহিত সেই রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহাতে ইন্দ্রের বাহু পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইল। হে পার্থ! এইরূপে সেই ত্রিদশশ্রেষ্ঠ দক্ষযজ্ঞ-বিনাশকারী উমা-সমন্বিত ভগবান্ বৃষধ্বজ দেব-

গণের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন! তিনি রুদ্র, শিব, অগ্নি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় এবং বিদ্যুৎরূপ; তিনি ভব, মহাদেব, সনাতন, ঈশান, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও পর্জ্জন্যমূর্ত্তি; তিনি কাল-রূপী অন্তক, মৃত্যু, যম, রাত্রি ও দিন। তিনি পক্ষ, মাস, ঋতু, উভয় সন্ধ্যা ও সংবৎসর; তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বকর্ম্মার স্রষ্টা; তিনি শরীর-বিহীন হইয়াও সমস্ত দেবরূপে অবস্থান করেন; এই নিমিত্তই দেবগণ তাঁহাকে শত, সহস্র, লক্ষ ও বহু-রূপ বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সেই দেবাদিদেবের "ঘোরা ও শিবা" নাম্নী দুইটী মূর্ত্তি আছে বলিয়া জানেন; কিন্তু, সেই দুই মূর্ত্তিই বহুরূপে বিস্তৃত হয়। বিষ্ণু, অগ্নি ও ভাস্কর তাঁহার ঘোরমূর্ত্তি এবং চন্দ্রমা, জল ও জ্যোতিঃ পদার্থ সকল তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি। পুরাণ, বেদাঙ্গ ও অধ্যাত্ম নি-শ্চায়ক উপনিষৎ-প্রভৃতি যে কিছু পরম গোপ্য বস্তু আছে, তৎ সমস্তই সেই স্বপ্রকাশ মহেশ্বর। হে অর্জ্জুন! জন্মাদি-বিহীন সেই ভগবান্ মহাদেব এই-রূপ এবং ইহা হইতেও অতিরিক্ত। হে পাণ্ডুনন্দন! আমি সহস্র বৎসর নিয়ত কীর্ত্তন করিলেও সেই ভগবান্ শঙ্করের গুণ বর্ণনে সমর্থ হইব না। মনুষ্য-গণ যদি সমস্ত গ্রহ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও সর্ব্বপাপে পরিপূর্ণ হইয়াও তাঁহার শরণাগত হয়, তাহা হইলে তিনি সেই শরণাগতদিগের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে সমস্ত বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করেন। তিনি সদয় হইলে মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন ও উত্তম উত্তম অভিলষিত ভোগ্য বস্তু সকল প্রদান করেন, এবং কুপিত হইলে বি-পদে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেব-গণে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে, তৎ-সমস্ত তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; কেন না তিনিই মনুষ্যলোকের শুভাশুভ কার্য্যে ব্যা-পৃত আছেন। তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সমস্ত কামনা পূরণে সমর্থ এবং মহাভূতগণের নিয়ন্তৃত্ব-প্রযুক্ত লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর ও মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে। তিনি বহু ও অসংখ্য রূপ-দ্বারা এই জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। সেই দেবের যে বক্ত্র সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া সলিলময় হবিঃ পান করিতেছে, তাহাই বড়বামুখ বলিয়া বিখ্যাত। সেই তেজস্বান্ পুরুষ নিয়ত শ্মশানে বাস করিয়া থাকেন; মনুষ্যগণ তথায় তাঁহাকে বীরস্থানস্থিত ঈশ্বর বলিয়া অর্চ্চনা করে। তাঁহার বহুসংখ্যক প্রদীপ্ত ও ভয়া-নক রূপ আছে; মনুষ্যগণ যাহা নিয়ত পূজা ও কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কর্ম্মমহত্ত্ব ও বিভুত্ব-প্রযুক্ত লোকে তাঁহার অসংখ্য সার্থক নামের কীর্ত্তন করে। বেদে সেই মহাত্মা রুদ্রের শতরুদ্রিয় ও অনন্ত-রুদ্রিয় উপাসনার বিষয় কথিত আছে। তিনি মনুষ্য ও দেবগণের অভিলষিত ফলদাতা। তিনি বিশ্বব্যাপক, মহৎ, নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ স্বয়ংপ্রভ ও বিভু। তিনিই দেবগণের আদি; তাঁহারই মুখ হইতে অনিলাদি উৎপন্ন হইয়াছে; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও মুনিগণ তাঁহাকে জ্যেষ্ঠভূত বলিয়া থা-কেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে পশু অর্থাৎ জীবদিগের পালন, পশুদিগের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপরি ঐশ্বর্য্য-বিস্তার করেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে পশুপতি বলিয়া কীর্ত্তন করে। তাঁহার এক মূর্ত্তি নিয়ত ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া লোক সকলকে আনন্দিত করিতেছে, এই নিমিত্ত তিনি মহেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ প্রতিনিয়ত তাঁহার সেই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থা-কেন এবং উহা ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিত রহিয়াছে। মঙ্গল-ময় মহেশ্বরের সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে তিনি প্রীত ও প্রসন্ন হয়েন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকাদি তাঁহার অসংখ্যরূপ আছে; এই জন্য তিনি বহুরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি এক চক্ষু বা সর্ব্বতশ্চক্ষু হইয়া আত্মজ্যোতিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ক্রোধ-প্রযুক্ত তিনি এই সমস্ত লোক-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত

লোকে তাঁহার নাম সর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। ধূম্রবর্ণ তাঁহার এক মূর্ত্তি আছে, এই হেতু তিনি ধূর্জটি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সমস্ত দেবগণ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বিশ্বরূপ। পৃথিবী, জল ও আকাশ, এই তিন দেবমূর্ত্তি নিয়ত তাঁহাকে ভজনা করে বলিয়া তাঁহার নাম ত্র্যম্বক। তিনি মনুষ্যদিগের মঙ্গল কামনায় সমস্ত কার্য্যের অর্থ সকল পরিবর্দ্ধিত করেন। তিনি সহস্রাক্ষ, অযুতাক্ষ এবং সর্ব্বতশ্চক্ষু বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। তিনি এই মহৎ বিশ্বকে পালন করেন বলিয়া মহাদেব নামে কীর্ত্তিত হয়েন। তিনি নিরন্তর ঊর্দ্ধে স্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতেছেন, এবং প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ ও সর্ব্বদা স্থির-মূর্ত্তি, এই নিমিত্ত তাঁহাকে স্থাণু বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সূর্য্য ও চন্দ্রমা সেই ত্র্যম্বকেরই তেজোরাশি লইয়া লোক সকলকে প্রকাশ করে, সেই জন্য তিনি ব্যোমকেশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরকে নিগৃহীত করিয়া হরণ অর্থাৎ সংহার করেন, এই হেতু তাঁহার নাম হর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্ত সেই মহাদেব হইতে অশেষত উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের আধারভূত বলিয়া কথিত হয়েন। তিনি প্রাণীদিগের শরীর-মধ্যে সম ও বিষমস্থ বায়ু এবং তাহাদিগের শরীর সকল বিষমস্থ হইলে, তিনি প্রাণ ও অপান বায়ু নামে কথিত হয়েন। যে ব্যক্তি সেই মহাত্মা মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি পূজা করে, সে সর্ব্বদা সুমহান্ সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। তাঁহার ঊরু-দ্বয়ের অর্দ্ধভাগ আগ্নেয় ও অর্দ্ধভাগ সৌম্য, অবশিষ্ট শিবা-মূর্ত্তি; অপিচ একরূপও কথিত আছে যে, তাঁহার সমস্ত শরীরের অর্দ্ধভাগ আগ্নেয় ও অর্দ্ধভাগ সৌম্য-মূর্ত্তি। পরন্তু তাঁহার যে মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেবলোকে বিরাজিত আছে, তাহাই শিবা মূর্ত্তি এবং সূর্য্য-সদৃশ যে তেজোময় মূর্ত্তি মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই ঘোরা নাম্নী অগ্নিময় মূর্ত্তি। সেই পরমেশ্বর স্বীয় শিবাতনু-দ্বারা নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্য এবং অপর ঘোরা-নাম্নী মূর্ত্তির দ্বারা লোক সংহার করিয়া থাকেন। যেহেতু সেই প্রতাপবান্ মহাদেব অগ্নি, তীক্ষ্ণ ও উগ্রমূর্ত্তি এবং ঐ সকল মূর্ত্তি-দ্বারা মাংস, শোণিত ও মজ্জা ভক্ষণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম রুদ্র বলিয়া কথিত আছে। কপি শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম; এই নিমিত্ত সেই ভগবান্ দেবদেব বৃষাকপি নামে কীর্ত্তিত হয়েন। সেই মহেশ্বর উন্মীলিত নেত্র-দ্বয় হইতে ললাটদেশে বল-পূর্ব্বক এক নেত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম ত্র্যম্বক বলিয়া বিখ্যাত। হে অনঘ ধনঞ্জয়! সংগ্রামস্থলে তুমি যে দেবকে তোমার অগ্রভাগে শত্রুপক্ষীয় সেনা সংহার করিতে দেখিয়াছিলে এবং সিন্ধুরাজ বধের প্রতিজ্ঞা দিবসে কৃষ্ণ তোমায় স্বপ্নযোগে কৈলাস গিরি-শিখরে যাঁহারে দর্শন করাইয়াছিলেন, তিনিই সেই পিনাকধারী মহাদেব। যে দেব সমরাঙ্গনে তোমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন এবং যিনি তোমাকে পাশুপত-প্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন; যদ্দারা তুমি দুর্জ্জয় দানবকুল সংহার করিয়াছ, তিনিই সেই ভগবান্ ভর্গ শিব। হে পার্থ! লোক-যশস্কর আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর ধন্য ও পবিত্রকর বেদ-সম্মত এই শতরুদ্রিয় ব্যাখ্যা করিলাম; ইহা অতিপুণ্যজনক সর্ব্বার্থ-সাধনকর সমস্ত পাপ উপশমকারী মনো-মলাপহারী সমস্ত দুঃখ ও ভয়-নাশক। যে মনুষ্য এই চতুর্ব্বিধ স্তোত্র শ্রবণ করে, সে শত্রুকুল জয় করিয়া রুদ্রলোকে গমন করে, সন্দেহ নাই। যিনি মহাত্মা মহাদেবের এই দিব্য ও মঙ্গল-জনক সাংগ্রামিক বিবরণ এবং শতরুদ্রিয় পাঠ করেন, তিনি সতত উন্নত হয়েন। এবং মনুষ্যলোক-মধ্যে যে ভক্ত সেই বিশ্বেশ্বর ত্র্যম্বক দেবকে প্রসন্ন করিতে পারে, সে অচিরকাল-মধ্যে স্বীয় অভিলষিত বিষয় লাভ করে। হে কুন্তীনন্দন!

জনার্দ্দন যখন তোমার সহায়, রক্ষক ও মন্ত্রী রহিয়াছেন, তখন কদাচ তোমার পরাজয় হইবে না; অতএব যাও, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পরাশর-পুত্র ব্যাস সমরাঙ্গন-মধ্যে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন।

শতরুদ্রিয় ব্যাখ্যানে দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবলশালী ব্রাহ্মণ দ্রোণ এইরূপে পাঁচ দিবস কাল মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ করণানন্তর সময়ে নিহত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। এই পর্ব্বে রণ-নির্ভয় ক্ষত্রিয়গণের মহৎ যশ ও মুক্তির বিষয় বর্ণিত আছে; এই পর্ব্ব পাঠে বেদাধ্যয়নের ফল লাভ হয়। যিনি প্রতিনিয়ত এই পর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি ভয়াবহ কৃতকর্ম্ম ও মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। ইহা পাঠে ব্রাহ্মণগণের নিয়ত যজ্ঞফল ও ক্ষত্রিয়দিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয় লাভ হয় এবং বৈশ্য-প্রভৃতি অবশিষ্ট বর্ণগণ নিয়ত অভিলষিত পুত্র পৌত্র ও কাম্য বিষয় সকল লাভ করিয়া থাকে।

পাঠফলশ্রুতি বর্ণনে একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০১ ॥

দ্রোণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

কর্ণপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধি-দ্বারা অনুবাদিত

ও পর্য্যালোচিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৯৩।

কর্ণপর্ব্বসূচীপত্র।

প্রকরণ	অধ্যায়	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ
বৈশম্পায়ন সংক্ষেপে কর্ণ মরণ বিবরণ বর্ণন করিলে জনমেজয়ের বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ	১	১	১
কর্ণবধানন্তর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়া ভর্ৎসনা করিলে তাঁহার পশ্চাত্তাপ এবং দ্রোণ বধের পর কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণনার্থে সঞ্জয়ের প্রতি আদেশ	২	২	ঐ
দ্রোণবধে কৌরবদিগকে বিষণ্ণ এবং সৈন্যগণকে ভীত ও যুদ্ধোদ্যম-শূন্য দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি দুর্য্যোধনের কর্ণপ্রভাব কথন-পূর্ব্বক প্রোৎসাহন	৩	৩	ঐ
সংক্ষিপ্ত কর্ণবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের ও গান্ধারীপ্রভৃতি মহিলাগণের মূর্চ্ছাদি	৪	৪	ঐ
ধৃতরাষ্ট্র কুরু পাণ্ডবদিগের মধ্যে জীবিত ও মৃত যোধগণের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে সঞ্জয়ের বিস্তারক্রমে তাহার বর্ণন	৫।৬।৭	ঐ	২
কর্ণাদি সংহারবার্ত্তা শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের বহুল বিলাপাদি এবং কর্ণের বিনাশেই সমুদয় সৈন্যের বিনাশ বিবেচনা করিয়া সঞ্জয়ের প্রতি উত্তর কালীন সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা	৮।৯	৯	ঐ
দ্রোণবধের পর দুর্য্যোধনের স্বপক্ষীয় রাজন্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অশ্বত্থামার অনুমতিক্রমে কর্ণকে অনুরোধ-পূর্ব্বক সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করণ	১০	১৪	ঐ
কর্ণের সৈন্যসজ্জা-পূর্ব্বক মকর ব্যূহ বিধান এবং যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জ্জুনের অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ	১১	১৬	ঐ
প্রথম দিবস যুদ্ধে কুলূতপতি ক্ষেমধূর্ত্তি বধ	১২	১৮	১
বিন্দানুবিন্দ বধ	১৩	২০	ঐ
চিত্রসেন ও চিত্রের বধ	১৪	২১	ঐ
অশ্বত্থামা ও ভীমের যুদ্ধ	১৫	২৩	ঐ
অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ	১৬	২৪	২
অশ্বত্থামার পরাজয়	১৭	২৭	১
দণ্ডধার ও দণ্ডের বধ	১৮	২৮	২
সংশপ্তকদিগের সহিত অর্জ্জুনের সংকুল যুদ্ধ এবং কৃষ্ণের অর্জ্জুন প্রশংসা	১৯	৩০	১
পাণ্ড্যবধ	২০	৩২	ঐ
সংকুল যুদ্ধ	২১।২২	৩৪	২

প্রকরণ	অধ্যায়	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ
সহদেব ও দুঃশাসনের যুদ্ধ	২৩	৩৭	ঐ
নকুলের সহিত কর্ণের বাক্‌কলহ-পূর্ব্বক ঘোর যুদ্ধ ও নকুলকে পরাজিত করিয়া ধনু দ্বারা তদীয় কণ্ঠদেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক ভৎ'সনা এবং অসীম পরাক্রম প্রকাশ	২৪	৩৮	ঐ
শকুনি ও সুতসোমের যুদ্ধ	২৫	৪২	১
কৃপের সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং কৃতবর্ম্মার সংগ্রামে শিখণ্ডীর পলায়ন	২৬	৪৪	ঐ
অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ ও বিজয়	২৭	৪৫	২
যুধিষ্ঠির-সমীপে দুর্য্যোধনের পরাজয় ও সংকুল যুদ্ধ	২৮	৪৭	১
যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের পুনর্ব্বার যুদ্ধ	২৯	৪৯	ঐ
পাণ্ডব বিজয় ও প্রথম দিবসীয় যুদ্ধ সমাপ্ত	৩০	৫০	২
পশ্চাত্তাপযুক্ত ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়ের ভৎ'সনা এবং কর্ণের আত্মশ্লাঘা-পূর্ব্বক 'শল্য আমার সারথি হউন' এইরূপ প্রার্থনা	৩১	৫২	ঐ
দুর্য্যোধন কর্ণের সারথ্য স্বীকারার্থে শল্যের প্রতি অনুনয় করিলে প্রথমে তাঁহার কোপ প্রকাশ পরে বিস্তর চাটু বাক্য শ্রবণে তদ্বিষয়ে অঙ্গীকার	৩২	৫৬	১
ত্রিপুর বধে ব্রহ্মা শিবের সারথি হইয়াছিলেন ইহা বলিবার নিমিত্তে শল্য-সমীপে দুর্য্যোধনের ত্রিপুর বধোপাখ্যান বর্ণন এবং কর্ণের প্রশংসার্থে শিব ও পরশুরামের উপাখ্যান কথন	৩৩।৩৪।৩৫	৫৯	ঐ
দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক অনুনীত হইয়া কর্ণের দ্বিতীয় দিবসীয় যুদ্ধার্থে শল্য-সারথিযুক্ত রথারোহণে নির্গমন	৩৬	৭০	ঐ
কুরুসৈন্য নির্যাণ সময়ে বিস্তর উৎপাত সংঘটন এবং আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত কর্ণের প্রতি শল্যের তিরস্কার	৩৭	৭১	২
'কৃষ্ণার্জ্জুন প্রদর্শনকারী ব্যক্তিকে আমি বিবিধ ধন দান করিব' এই বলিয়া কর্ণের গর্ব্ব প্রকাশ	৩৮	৭৪	১
কর্ণকে কোপাবিষ্ট করিবার আশয়ে তাঁহার প্রতি শল্যের অতিশয় তিরস্কার	৩৯	৭৫	ঐ
শল্যের প্রতি কর্ণের মদ্রদেশীয় বহুল কদাচার কথন-পূর্ব্বক অত্যন্ত ভৎ'সনা	৪০	৭৬	২
উপমা প্রদর্শনার্থে কর্ণ সমীপে শল্যের কাকোপাখ্যান কথন ও কর্ণের প্রতি ভৎ'সনা	৪১	৭৯	১
শল্য সমীপে কর্ণের আত্মশ্লাঘা-পূর্ব্বক মৃত্যুকাল ভবিতব্য ব্রহ্মাস্ত্র বিস্মরণ ও বাম চক্র নিমজ্জন-রূপ শাপ-দ্বয়ের কথন এবং শল্যের প্রতি ভৎ'সনা	৪২।৪৩	৮৩	ঐ
শল্যের প্রতি কর্ণের মদ্রাদিদেশ প্রচলিত বহুল কদাচারের কুৎসা-পূর্ব্বক অতিমাত্র ভৎ'সনা	৪৪।৪৫	৮৬	২
পাণ্ডবদিগের ব্যূহ দেখিয়া কর্ণের প্রতিব্যূহ নির্ম্মাণ এবং কর্ণ শল্য সংবাদ	৪৬	৯১	১
সংকুল যুদ্ধ	৪৭।৪৮	৯৫	ঐ
কর্ণ সমীপে যুধিষ্ঠিরের পরাভব ও সংকুল যুদ্ধ	৪৯	৯৮	২

প্রকরণ	অধ্যায়	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ
ভীমের নিকটে কর্ণের পরাজয়	৫০	১০২	ঐ
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রাদি সংহার-পূর্ব্বক ভীমের পুনর্ব্বার কর্ণের সহিত যুদ্ধ ও ঘোরতর বিক্রম প্রকাশ	৫১	১০৪	ঐ
তুমুল যুদ্ধ	৫২	১০৭	ঐ
সংশপ্তকদিগের সহিত অর্জ্জুনের ভয়ানক যুদ্ধ	৫৩	১০৯	ঐ
কৃপের নিকটে শিখণ্ডীর পরাজয়, সুকেতু বধ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সমীপে কৃতবর্ম্মার পরাজয়	৫৪	১১১	১
অশ্বত্থামার মহাবিক্রম প্রকাশ এবং যুধিষ্ঠিরের পলায়ন	৫৫	১১৩	ঐ
দুর্য্যোধনের বিপুল বিক্রম প্রকটনানন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন সমীপে পরাজয়, কর্ণ ভীম অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার অসীম পরাক্রম প্রকাশ এবং অর্জ্জুনের নিকট অশ্বত্থামার পরাজয়	৫৬	১১৪	২
অশ্বত্থামার ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে প্রতিজ্ঞা	৫৭	১২০	২
যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে যাইবার সময়ে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের রণভূমির অবস্থা প্রদর্শন	৫৮	১২১	ঐ
অশ্বত্থামার নিকটে ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং অর্জ্জুন সমীপে অশ্বত্থামার পরাজয়	৫৯	১২৩	ঐ
অর্জ্জুন সমীপে কৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরের বিপদ সংঘটন ও ভীমের অসীম বিক্রম বর্ণন	৬০	১২৬	১
সংকুলযুদ্ধে কর্ণ সমীপে শিখণ্ডীর, সহদেব সমীপে উলূকের, সাত্যকি সমীপে শকুনির, ভীম সমীপে দুর্য্যোধনের, কৃপ সমীপে যুধামন্যুর ও কৃতবর্ম্ম সমীপে উত্তমৌজার পরাজয় এবং ভীমের অতুল্য পরাক্রম প্রকাশ	৬১	১২৯	২
কর্ণের সহিত সংগ্রামে যুধিষ্ঠিরের পুনর্ব্বার পরাজয়	৬২।৬৩	১৩২	ঐ
অর্জ্জুন সমীপে অশ্বত্থামার পরাজয়, কর্ণার্জ্জুনের ঘোর বিক্রম প্রকটন এবং যুধিষ্ঠির দর্শনার্থে অর্জ্জুনের গমন	৬৪	১৩৫	ঐ
কৃষ্ণার্জ্জুনের যুধিষ্ঠির দর্শন	৬৫	১৩৮	১
কৃষ্ণার্জ্জুন দর্শনে কর্ণের বধ অনুমান করত হৃষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরের কর্ণ নিপাত-বিষয়ে জিজ্ঞাসা	৬৬	১৩৯	ঐ
যুধিষ্ঠির সমীপে যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের কর্ণবধে প্রতিজ্ঞা	৬৭	১৪১	২
কর্ণের জীবিত থাকা শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের অর্জ্জুন প্রতি ভৎ-সনা এবং কোন সমর্থ ব্যক্তিকে গাণ্ডীব প্রদানার্থে আদেশ	৬৮	১৪৩	১
‘ অন্যকে গাণ্ডীব দাও ’ এইরূপ উক্তিকারী পুরুষের বিনাশে প্রতিজ্ঞা থাকায় অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের এইরূপ বচনে তদ্বধার্থ খড়্গ উত্থাপিত করিলে তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের বলাক কৌশিকোপাখ্যানাদি বিবিধ নিদর্শন প্রদর্শন-দ্বারা সবিস্তর উপ-দেশ এবং কৌশলক্রমে প্রতিজ্ঞা পালনের উপায় নির্দ্দেশ	৬৯	১৪৪	ঐ
কৃষ্ণের উপদেশ ক্রমে অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠির প্রতি পরুষ সম্ভাষণ, তজ্জনিত প্রাণ-			

প্রকরণ	অধ্যায়	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ
মোচনার্থে আত্মগুণানুকীর্ত্তন ও যুধিষ্ঠির সমীপে অনুনয় প্রদর্শন; যুধিষ্ঠিরের অভিমান জন্মিলে তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের সান্ত্বনা এবং কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভূরি প্রশংসা	৭০	১৪৮	২
যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জ্জুনের পুনর্ব্বার প্রসাদন, প্রীতি-সহকারে ভ্রাতৃদ্বয়ের মেলন এবং কর্ণবধে অর্জ্জুনের পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা	৭১	১৫২	১
অর্জ্জুনের প্রতি বহুল প্রশংসা-পূর্ব্বক কৃষ্ণের কর্ণবধার্থে উৎসাহ প্রদান	৭২	১৫৩	২
অর্জ্জুনের প্রতি বারংবার প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণের আদ্যোপান্ত যুদ্ধবৃত্তান্ত কথন-পূর্ব্বক অরিবধার্থে উত্তেজন	৭৩	১৫৫	ঐ
কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া অর্জ্জুনের কর্ণবধে দৃঢ়সংকল্প ও আত্মশ্লাঘা	৭৪	১৬০	ঐ
সংকুলযুদ্ধে উত্তমৌজা হইতে সুসেনের বধ	৭৫	১৬২	ঐ
ভীমের বহুল নাগাদি নিপাতনানন্তর সারথির প্রতি সায়ক-সংখ্যা জিজ্ঞাসা, শত্রুসংহারে দৃঢ়সংকল্প ও যুধিষ্ঠিরের কুশল সংবাদ না পাওয়ায় উদ্বেগ এবং ধনঞ্জয়ের আগমনবার্ত্তা কথন-দ্বারা তাঁহার প্রতি সারথির সান্ত্বনা	৭৬	১৬৩	ঐ
ভীমার্জ্জুনের অসীম বিক্রম প্রকাশ এবং ভীম সমীপে পরাজিত শকুনিকে লইয়া দুর্য্যোধনের পলায়ন	৭৭	১৬৬	১
কর্ণের ঘোরতর বীরত্ব প্রকটন	৭৮	১৬৯	২
শল্যের উপদেশ শ্রবণে কর্ণের কৃষ্ণার্জ্জুন প্রশংসা-পূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা এবং অর্জ্জুনের বিশিষ্ট বিক্রম প্রকাশ	৭৯	১৭২	১
অর্জ্জুনের ও ভীমের ভূরি বিক্রম প্রকাশ	৮০।৮১	১৭৬	২
ভীম ও দুঃশাসনের যুদ্ধ	৮২	১৮০	১
দুঃশাসন বধ	৮৩	১৮২	ঐ
দুর্য্যোধনের নিষঙ্গীপ্রভৃতি দশ সহোদর বধ এবং বৃষসেন সমীপে নকুলের পরাজয়	৮৪	১৮৪	ঐ
কুলিন্দরাজ-পুত্রাদি ও বৃষসেন বধ	৮৫	১৮৭	১
অর্জ্জুনাভিমুখে প্রস্থিত কর্ণের রথ ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের তদ্বধার্থে অনুরোধ এবং অর্জ্জুনের তাহাতে উৎসাহ-পূর্ব্বক সম্মতি	৮৬	১৮৮	২
কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধার্থে সমাগম; দেবাসুরাদির বিভাগক্রমে উভয়ের পক্ষ অবলম্বন; বিজয়োপলক্ষে ইন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাদ; ইন্দ্রের জিজ্ঞাসায় ব্রহ্মা ও ঈশানের অর্জ্জুন-বিজয়-বিষয়ক নিশ্চয়াখ্যান; দ্বৈরথযুদ্ধের উপক্রম	৮৭	১৮৯	২
কর্ণার্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধারম্ভ; অর্জ্জুন-কৃত বহু সংখ্য সৈন্য সংহার সন্দর্শনে দুর্য্যোধনের প্রতি অশ্বত্থামার যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ এবং তাহাতে তাঁহার অসম্মতি	৮৮	১৯৪	১
কর্ণার্জ্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ; খাণ্ডবদাহমুক্ত তক্ষক নাগপুত্রের কর্ণের সর্পমুখ বাণ-			

মধ্যে প্রবেশ; কর্ণের ঐ বাণ সন্ধান; তদ্দর্শনে কৃষ্ণ ভূগর্ত্তে রথ প্রবেশিত করিলে ঐ শর-দ্বারা অর্জ্জুনের কিরীট কর্ত্তন; নাগ কর্ণ-সমক্ষে আসিয়া অর্জ্জুনোদ্দেশে আপনাকে পুনরায় শররূপে নিক্ষিপ্ত করিতে কহিলে তৎপ্রতি কর্ণের প্রত্যাখ্যান; নাগ স্বয়ং শররূপে অর্জ্জুন-বধার্থে উদ্যত হইলে কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক তাহার সংহার; অর্জ্জুন-শরে কর্ণের কিরীট, কুণ্ডল ও কবচ কর্ত্তন এবং নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় মোহ ও অবসাদ প্রাপ্তি; কর্ণকে অবসন্ন দেখিয়া অর্জ্জুন যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে তৎপ্রতি কৃষ্ণের নিষেধ; শাপ-প্রভাবে কর্ণের রথচক্র নিমজ্জন ও ব্রহ্মাস্ত্র বিস্মরণ; কর্ণ বারংবার ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে থাকিলে, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান; কর্ণ-কর্ত্তৃক বারংবার অর্জ্জুনের জ্যা ছেদন ও বিবিধ অস্ত্র নিবারণ; অর্জ্জুনকে পীড়িত দর্শনে কৃষ্ণের তাঁহার প্রতি উৎকৃষ্ট অস্ত্র ত্যাগার্থে উপদেশ; অর্জ্জুন রুদ্রদৈবত দিব্য অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হইলে ও পৃথিবী অধিকরূপে কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিলে তাঁহার অর্জ্জুনের নিকটে মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার নিমিত্তে প্রার্থনা ৯০ ২০১ ২

কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কর্ণের ভৎর্সনা; কর্ণার্জ্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ; অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক কর্ণের সংহার; এবং কর্ণসারথি শল্যের অপমান ... ... ৯১ ২০৭ ঐ

কৌরবপক্ষের বিষাদ; পাণ্ডব-পক্ষের হর্ষ; শল্যের দুর্য্যোধনকে কর্ণবধ-সংবাদ-সংবলিত প্রবোধ প্রদান ৯২ ২১১ ১

কৌরব-সৈন্যের পলায়ন; দুর্য্যোধনের আদেশে তদীয় সারথির অর্জ্জুন-নিকটে গমনোদ্যোগ; বহুল কৌরব-সৈন্যের বিনাশ ও পলায়ন; পাণ্ডবদিগের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধ ও পলায়মান সৈন্যদিগকে অবস্থাপিত করিয়া যুদ্ধার্থে উপদেশ প্রদান ৯৩ ২১১ ২

শল্যের উপদেশে দুর্য্যোধন প্রভৃতির শিবিরে গমন; কর্ণের প্রশংসা; কর্ণবধে নদী-প্রভৃতির স্রোতোরাহিত্যাদি; এবং বহুল সৈন্যবধ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের কৃষ্ণসহ শিবিরে গমন ও আনন্দ প্রাপ্তি ... ... ৯৪ ২১৪ ঐ

কৌরবদিগের পলায়ন ৯৫ ২১৮ ১

কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের প্রশংসা; ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি রথী ও সৈনিকদিগকে সাবধানে থাকিতে আদেশ করিয়া অর্জ্জুনকে লইয়া কৃষ্ণের যুধিষ্ঠির নিকটে গমন ও কর্ণবধ সংবাদ কথন; যুধিষ্ঠিরের হর্ষ ও রণস্থলে গমন; কর্ণকে নিহত দেখিয়া তৎ-কর্ত্তৃক কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রশংসা; পাঞ্চালাদি-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের স্তুতিবাদ; তাঁহাদিগের সকলের শিবিরে গমন; কর্ণবধ বার্ত্তা শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রাদির ভূতলে পতন; বিদুরাদি-কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের উত্থাপন; এবং কর্ণপর্ব্ব পাঠাদির ফল কীর্ত্তন ৯৬ ২১৮ ২

কর্ণপর্ব্ব সূচীপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত।

কর্ণপর্ব্ব।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী ও ব্যাস-দেবকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে পর দুর্য্যোধন-প্রভৃতি নৃপগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে অশ্বত্থামার সন্নিধানে গমন করিলেন। দ্রোণের নিমিত্ত অনুশোচনা করত তাঁহারা সকলেই মোহ-দ্বারা হত-সামর্থ্য ও শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন; পরে শাস্ত্র-নির্ণীত বিবিধ হেতুবাদ-দ্বারা কৃপীপুত্রকে মুহূর্ত্ত কাল সান্ত্বনা করিয়া নিশাগমে নিজ নিজ নিকেতনে প্রতিগমন করিলেন। হে কৌরব্য! সেই আবাস-সমুদায়েও ভূপালগণ সুখ লাভ করিতে পারিলেন না; দারুণ লোক-ক্ষয় চিন্তা করত তাঁহাদের নিদ্রা হইল না। বিশেষত নরপতি সুযোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনি, ইহাঁরা সেই রজনীতে দুর্য্যোধন-ভবনে মিলিত হইয়া মহানুভাব পাণ্ডুনন্দনগণের ক্লেশকদম্ব চিন্তা করত কিছুতেই আর নিদ্রা লাভ করিতে পারিলেন না। দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবেরা যে সর্ব্বতোভাবে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দ্রৌপদীকে যে সভা-মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করত তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন-চিত্তে বারম্বার শোক করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! পাশক্রীড়া-নিবন্ধন সেই সমস্ত ক্লেশরাশি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের সেই শত বর্ষ-সমা রজনী অতিদুঃখে অতিবাহিতা হইল। অনন্তর প্রভাতকালে সকলে দৈবের শাসনবর্ত্তী হইয়া বিহিত-বিধান-দ্বারা আবশ্যক কার্য্য-সমুদায় নির্ব্বাহ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা শোক-মোহ পরিহার-পূর্ব্বক অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ সমাধা করিয়া যুদ্ধ-সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন, পরে মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক কর্ণকে সেনাপতি করিয়া গো, সুবর্ণ, অলঙ্কার ও বহু-মূল্য বস্ত্র এবং দধিপাত্র, ঘৃত ও অক্ষত-দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা-বিধানান্তে সূত-মাগধ-বন্দীদিগের জয়-শব্দে ও আশীর্ব্বচনে বন্দ্যমান হইয়া যুদ্ধার্থে বিনির্গত হইলেন।

হে রাজন্! এ দিকে পাণ্ডুপুত্রগণও পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া-কলাপ-সমাপনান্তে যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া শিবির হইতে নির্গত হইলেন। তদনন্তর পরস্পর জয়াভিলাষী কুরু পাণ্ডবগণের লোমাঞ্চকর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! কর্ণ সেনাপতি হইলে কুরুপাণ্ডব-সৈন্যের যে দুই দিবস যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অতিশয় ভয়ানক। অনন্তর কর্ণ রণক্ষেত্রে বহু-সংখ্য শত্রু-সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের প্রত্যক্ষেই অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন। তৎ পরে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে আসিয়া, কুরুক্ষেত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে তৎসমুদয় নিবেদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রবর! অম্বিকাতনয় বৃদ্ধ রাজা, মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধন-বার্ত্তা

শুনিয়া সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দুর্য্যোধনের হিতৈষী কর্ণের নিপাত শ্রবণে দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে প্রাণ-ধারণ করিলেন? সেই কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র যাঁহার প্রতি পুত্রগণের জয়াশা স্থির করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি নিহত হইলে কি রূপে জীবিত রহিলেন? কর্ণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়াও রাজা যখন প্রাণ ত্যাগ করেন নাই, তখন আমি অনুমান করি যে, অতিকষ্টে পতিত হইলেও মানবগণের মৃত্যু লাভ করা দুঃসাধ্য। হে ব্রহ্মন্! অতি প্রাচীন ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে এবং পুত্রপৌত্র সকলকে নিহত হইতে শুনিয়াও রাজা যে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন নাই, ইহা আমি দুষ্কর বোধ করি। হে দ্বিজবর! আমি পূর্ব্ব পুরুষগণের সুমহৎ চরিত শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি না, অতএব আপনি এই সমুদয় বৃত্তান্ত বিস্তারক্রমে আমার নিকটে বর্ণন করুন।

জনমেজয়-বাক্যে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ নিহত হইলে সঞ্জয় তখন অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বায়ু-সম-বেগগামী বাহনগণ-দ্বারা যামিনী-যোগে হস্তিনা-পুরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের বান্ধব-বিরহিত আ-লয়ে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেই বৃদ্ধ মহীপতিকে মোহ-দ্বারা হতসামর্থ্য দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় বন্দনা করিলেন। মহীপাল ধৃতরাষ্ট্রকে যথাবিধি পূজা করিয়া সঞ্জয় 'হা কষ্ট!' এই বলিয়া বক্তব্য বিষয় কহিতে লাগিলেন। "হে নৃপবর! আমি সঞ্জয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; আপনি সুখে আছেন ত? নিজ দোষে আপদ্গ্রস্ত হইয়া এক্ষণে বিমোহিত হইতেছেন না ত? ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কেশবের কথিত হিত-বাক্য-সমস্ত যে গ্রহণ করেন নাই, তাহা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না ত? সভা-মধ্যে রাম নারদ কণ্ব-প্রভৃতি মুনিগণের উপদিষ্ট হিত-বাক্য যে অগ্রাহ্য করিয়া-ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আপনকার অন্তঃকরণে ত দুঃখ উপস্থিত হইতেছে না? আপনকার হিত-সাধনে তৎপর ভীষ্ম দ্রোণ-প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গ সমরে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন স্মরণ করিয়া আপনি ব্যথা প্রাপ্ত হইতেছেন না ত?" সূততনয় সঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ কহিলে পর রাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হইয়া এই কথা কহিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রধারী মহা-বীর ভীষ্ম ও পরম ধানুষ্কী দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া আমার মন নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে, বসুর অবতারভূত যে মহাতেজস্বী ভীষ্ম প্রতি দিন কবচা-বৃত দশ সহস্র রথ সংহার করিয়াছেন, দ্রুপদ-নন্দন শিখণ্ডী, অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই বীরপুরুষ-কে বিনাশ করিল, ইহা শুনিয়া আমার চিত্ত নিরতি-শয় ব্যথিত হইয়াছে। ভৃগুনন্দন পরশুরাম যে মহাত্মাকে বাল্যকালে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইয়া-ছিলেন এবং মহাস্ত্র সম্প্রদান করিয়াছিলেন; যাঁহার প্রসাদে মহারথ কুন্তীপুত্রগণ ও অন্যান্য নরাধিপেরা মহারথী হইয়াছেন; সংগ্রামে ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক সেই ধনুর্দ্ধর সত্যসন্ধ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলেন, ইহা শ্রবণে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। লোক-মধ্যে চতুর্ব্বিধ অস্ত্র-বিদ্যায় যাঁহাদের সমান পুরুষ আর বিদ্যমান নাই, সেই ভীষ্ম দ্রোণ নি-হত হইয়াছেন শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত সন্তা-পিত আছে। হে সঞ্জয়! ত্রৈলোক্যে যাঁহার তুল্য অস্ত্র-শিক্ষা-নিপুণ মনুষ্য নাই, সেই দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া আমার পুত্রেরা কি করিয়াছিল? পাণ্ডুতনয় মহাত্মা ধনঞ্জয় সংশপ্তক সৈন্য সকলকে বিক্রম-পূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরণ করিলে, ধীমান্ অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র নষ্ট হইলে এবং সৈন্য সমু-দয় পলায়ন করিলে মদীয় তনয়েরা কি করিয়াছিল? অর্ণবপোত ভগ্ন হইলে তদারূঢ় ব্যক্তিরা যেমন

সমুদ্রে ভাবমান হয়, বোধ করি, দ্রোণ নিহত হইলে তদাশ্রিত সৈন্যেরা শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া সেই রূপ ইতস্তত পলায়মান হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! সৈন্য সকল প্রস্থান করিলে দুর্য্যোধনের, কর্ণের, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার, মদ্ররাজ শল্যের, অশ্বত্থামার, কৃপাচার্য্যের, আমার অপর সন্তানগণের ও অন্যান্য নরপতিদিগের মুখবর্ণ কিরূপ হইয়াছিল? এই সমুদয় এবং পাণ্ডু-নন্দনগণের ও মদীয় তনয় সকলের বিক্রম বিষয় তুমি যথাবৎ আমার নিকটে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার দোষে কুরুকুলে যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইবেন না, যেহেতু ধীর ব্যক্তি দৈব-সঙ্ঘটিত দুর্নিমিত্তে ব্যথিত হয়েন না। মনুষ্যগণের যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, দৈব-প্রযুক্ত তাহাও ঘটিতে পারে এবং যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও না ঘটিতে পারে; অতএব দৈবাধীন শুভাশুভ বিষয়ের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে ধীর ব্যক্তিরা আত্মাকে ব্যথিত করেন না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এ বিষয়ে আমার কোন অধিক ব্যথা নাই; ইহা পরম দৈব বলিয়াই আমি বিবেচনা করি, অতএব তুমি যথেচ্ছাক্রমে কহিতে থাক।

সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে, আপনকার মহারথ পুত্রগণ ম্লানবদন ও বিষণ্ণ-চিত্ত হইলেন এবং সমস্ত শস্ত্রধারিগণ অবাঙ্মুখ হইয়া রহিলেন; সকলেই শোকার্ত্ত হওয়ায় পরস্পর অবলোকন ও বাক্যালাপে বিরত হইলেন। হে ভারত! আপনকার বহু-সংখ্য সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে ব্যথিত দেখিয়া দুঃখে ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া বারম্বার মৃত্যুই চিন্তা করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে হত দেখিয়া তাহাদিগের করাগ্র হইতে রক্তাক্ত অস্ত্র সমস্ত ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! অঙ্গবদ্ধ সেই বহুতর অস্ত্রজাত লম্বমান হওয়াতে, আকাশে লম্বমান অকল্যাণ-সূচক নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন আপনকার সৈন্যকে তাদৃশ নিস্তব্ধ ও গত-সত্ত্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন, হে বীর সকল! তোমাদিগের বাহুবীর্য্য আশ্রয় করিয়াই আমি পাণ্ডবগণকে সমরে আহ্বান করিয়াছি এবং এই যুদ্ধেরও আরম্ভ করিয়াছি, পরন্তু সম্প্রতি দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে তোমাদিগকে বিষণ্ণ দেখিতেছি। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সকল যোদ্ধারাই সমরে হত হয়। সংগ্রাম-স্থলে যুধ্যমান জনের হয় জয়, না হয় বধ হইয়া থাকে; ইহাতে আর বিচিত্র কি? অতএব সকলে সর্ব্বতোমুখ হইয়া যুদ্ধ কর। দেখ, এই মহাবলশালী মহাধনুর্দ্ধারী মহাত্মা সূর্য্য-নন্দন কর্ণ দিব্যাস্ত্র শস্ত্র ধারণ করত সমরে বিচরণ করিতেছেন। কুন্তীসুত মন্দাত্মা ধনঞ্জয়, সিংহ-সমরে ক্ষুদ্র মৃগগণের ন্যায় ভয়-বিহ্বল হইয়া যাঁহার যুদ্ধে সততই নিবৃত্ত হয়; মহাবল ভীমসেন অযুত মত্তমাতঙ্গ-সম পরাক্রান্ত হইয়াও মানুষ-যুদ্ধে যদ্দারা তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিল এবং সেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা শৌর্য্যশালী মায়াবী ঘটোৎকচ সমরে ঘোরতর নিনাদ করত যাঁহার অমোঘ শক্তি-দ্বারা নিহত হইয়াছে; অদ্য সংগ্রামে সকলে সেই অপারবীর্য্য সত্যসন্ধ ধীমান্ কর্ণের বাহু-দ্বয়ের অনন্ত বল অবলোকন করিবে। অদ্য তোমরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগের সৈন্যগণের উপরে মহাত্মা দ্রোণ-পুত্র ও রাধাতনয়ের অতুল্য বিক্রম দর্শন করিবে। হে বীরগণ! তোমাদের সকলে মিলিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যেকেই কর্ণ বা অশ্বত্থামার সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও সসৈন্য পাণ্ডুনন্দনগণকে সমরে সংহার করিতে সমর্থ। ফলত অদ্য তোমরা পরস্পর বীর্য্যশালী ও কৃতাস্ত্র দেখিবে, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে অনঘ! আপনকার পুত্র মহা-

বীর্য্য দুর্য্যোধন সৈনিকদিগকে এইরূপ কহিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ-পূর্ব্বক তখন কর্ণকে সেনাপতি করিলেন। হে রাজন্! রণ-দুঃসহ মহারথ কর্ণ সেনাপতি হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, বিদেহ ও কৈকয়াদি যোধগণকে অনাদর করিয়া সকলের সাক্ষাতেই সাতিশয় সৈন্য-বিমর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শরাসন হইতে পুঙ্খাগ্রদেশে সংসক্ত ভ্রমর-পঙ্ক্তির ন্যায় শত শত শায়ক-ধারা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তিনি বলশালী পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিপীড়ন-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র যোধগণকে নিহত করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন।

সঞ্জয়-বাক্যে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অম্বিকা-তনয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা শুনিয়া অপার-শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, দুর্য্যোধনকে হত বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং বিহ্বল হইয়া চৈতন্য-শূন্য মাতঙ্গের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন। হে ভরতসত্তম! সেই নৃপশ্রেষ্ঠ শোক-বিহ্বল হইয়া ধরাতলশায়ী হইলে অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণের সুমহান্ আর্ত্তনিনাদ উত্থিত হইল এবং সেই শব্দ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল। ভরত-কুল-কামিনীগণ মহাঘোর শোকার্ণবে নিমগ্ন ও অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। হে ভরতর্ষভ! রাজ্ঞী গান্ধারী ও অন্তঃপুরবাসিনী সমুদয় কামিনীগণ রাজসন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক বিচেতনা হইয়া ভূমিতলে পতিতা হইলেন। মহারাজ! পুরবাসিনীরা অজস্র-নেত্রবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং আতুরা ও মুহ্যমানা হইলেন দেখিয়া সঞ্জয় তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। স্ত্রীগণ আশ্বস্ত হইয়াও বাতাহত-কদলীর ন্যায় বারম্বার কম্পিত হইতে লাগিলেন। বিদুরও তৎকালে সেই জ্ঞাননেত্র নরেশ্বর কৌরবরাজের বদনাম্বুজে বারিসেচন-পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিতে থাকিলেন। হে বিশাম্পতে! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অল্পে অল্পে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীগণের তাদৃশী অবস্থা অবগত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনঃপুন নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজ পুত্রগণের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং মুহুর্মুহু কম্পমান-কলেবরে চিন্তা করত সুবল-পুত্র শকুনির ও আপনার বুদ্ধির প্রতি বহুতর নিন্দা করিলেন। অনন্তর নরপতি ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিয়া গবল্গণ-তনয় সূত সঞ্জয়কে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যে সকল কথা কহিলে আমি তৎসমুদয় শ্রবণ করিলাম। আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিরন্তর জয়াভিলাষী; এক্ষণে জয় বিষয়ে নিরাশ হইয়া শমন-সদনে গমন করে নাই ত? হে সূত! তুমি যে কথা বলিয়াছ, তাহা পুনরায় যথার্থ রূপে আমার নিকটে প্রকাশ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! সঞ্জয় নৃপতি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! মহারথ কর্ণ সমরে শরীর-নিরপেক্ষ সূতনন্দন মহাধনুর্দ্ধারী ভ্রাতৃবর্গ ও পুত্রগণের সহিত নিহত হইয়াছেন এবং যশস্বী পাণ্ডু-পুত্র ভীমসেন যুদ্ধ-স্থলে ক্রোধে দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলস্থ রুধির পান-পূর্ব্বক প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র-শোকে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অম্বিকা-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র ইহা শুনিয়া শোকাকুল-চিত্তে সূত-তনয় সঞ্জয়কে কহিলেন, হে বৎস! আমার অদীর্ঘদর্শী পুত্রের দুর্নীতিতে সূর্য্যসুত কর্ণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি; শোক আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। অধুনা আমি দুঃখ-

পারতরণে অভিলাষী হইয়াছি; অতএব কুরু ও পাণ্ডবগণ-মধ্যে কে কে জীবিত আছে এবং কাহারা বা মৃত হইয়াছে, ইহা কহিয়া তুমি আমার সংশয় নিবারণ কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাপ্রতাপশালী যুদ্ধ-দুর্দ্ধর্ষ শান্তনুতনয় ভীষ্ম, দশ দিবস মধ্যে বহু-সংখ্য সৃঞ্জয় ও পাঞ্চাল সৈন্য সংহার করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং নিপাতিত হইয়াছেন। অনন্তর স্বর্ণরথ মহাধনুর্দ্ধর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য, পাঞ্চালদিগের রথ-সমূহ বিনাশ-পূর্ব্বক প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। সূর্য্য-নন্দন কর্ণ, মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের হতাবশিষ্ট সৈন্যের অর্দ্ধ-ভাগ বিনাশ করিয়া স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। মহা-রাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত্র বিবিংশতি আনর্ত্তদিগের শত শত সৈন্য সংহার-পূর্ব্বক সংগ্রামে জীবন পরিহার করিয়াছেন। অনন্তর আপনকার পুত্র মহাবীর বিকর্ণ, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করত শত্রু-গণের অভিমুখবর্ত্তী হইয়া বাহন-বিহীন ও অস্ত্র-বিহীন হইলে ভীমসেন দুর্য্যোধন-কৃত বহুতর ভয়ঙ্কর পরিক্লেশ ও স্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। অবন্তি-দেশীয় রাজপুত্র মহাবল বিন্দ ও অনুবিন্দ দুষ্কর যুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া শমন-সদনে প্রস্থিত হইয়াছেন। হে রাজন্! যে বীরবর আপনকার শাসনে থাকিয়া সিন্ধুরাজ্য-প্রভৃতি দশ রাজ্য বশে রাখিয়াছিলেন, অর্জ্জুন শাণিত শর বর্ষণ-দ্বারা একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সেই মহাবীর্য্য জয়দ্রথকে বধ করিয়াছেন। সেইরূপ, যুদ্ধবিশারদ বলশালী দুর্য্যোধন-পুত্র লক্ষ্মণ পিতার শাসনে থাকিয়া অভিমন্যু-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং দ্রৌপদী-নন্দন বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক মহাবাহু রণ-দুঃসহ বীরবর দুঃশাসন-সুতকে কৃতান্ত-ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। সতত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-নিরত যে ধর্ম্মাত্মা নরপতি ভগদত্ত, সাগর-সন্নিহিত অনুপ-দেশ-বাসী কিরাতগণের অধিপতি এবং দেবরাজের বহুমান-ভাজন প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন, অর্জ্জুন বিক্রম-পূর্ব্বক তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। হে রাজন্! সেইরূপ কৌরব-দায়াদ সোমদত্ত-তনয় বীরবর মহা-যশা ভূরিশ্রবা সংগ্রামে সাত্যকি-কর্ত্তৃক নিহত হই-য়াছেন এবং ক্ষত্রিয়-ধুরন্ধর শ্রুতায়ু সংগ্রাম-স্থলে নির্ভয়ে বিচরণ করত অর্জ্জুনের অমোঘ শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে মহারাজ! নিয়ত-ক্রোধাসক্ত, যুদ্ধ-বিশারদ, অস্ত্র-নিপুণ আপনকার পুত্র দুঃশাসন সমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন এবং যাঁহার বহু-সহস্র অদ্ভুত গজগামী সৈন্য ছিল, সেই সুদক্ষিণ সংগ্রামে অর্জ্জুন-বাণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কোশলাধিপতি বহু-শত শত্রু সংহার করিয়া অভিমন্যু-কর্ত্তৃক বিক্রম-পূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরিত হইয়াছেন। আপনকার পুত্র চিত্রসেন মহারথ ভীমসেন-সহ বহুবার যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। শত্রুগণের ভয়-বর্দ্ধনকারী অসিচর্ম্মধারী বীরবর শ্রীমান্ মদ্ররাজ-ভ্রাতা, অভিমন্যু-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। যে মহাতেজা শীঘ্রাস্ত্র বৃষসেন সমরে কর্ণ-তুল্য দৃঢ়-বিক্রমশালী ছিলেন, ধনঞ্জয় অভিমন্যুর বধ ও আত্ম-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কর্ণের সাক্ষাতেই তাঁ-হাকে কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিয়াছেন। যিনি পাণ্ডবগণের প্রতি নিয়ত বৈরভাব প্রকাশ করিতেন, সেই মহীপতি শ্রুতায়ু অর্জ্জুনের সহিত শত্রুতা-প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। হে রাজন্! সহদেব আত্ম-মাতুলেয় স্বর্ণরথ বিক্রান্ত শল্যনন্দনকে সমরে সংহার করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়বর মহাবল বিক্রান্ত বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও কৈকেয় অতুল্য পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন। মহা-রাজ! নকুল সমরে শ্যেন-সম বিচরণ করত কৃত-বুদ্ধি মহাবল ভগদত্ত-পুত্রকে সংহার করিয়াছেন এবং আপনকার পিতামহ মহাবল-পরাক্রান্ত বাহ্লিক বাহ্লিকগণের সহিত ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া-ছেন। মগধেশ্বর জরাসন্ধ-সুত মহাবল জয়ৎসেন সমরে মহাত্মা অভিমন্যুর হস্তে শমন-সদনে গমন

করিয়াছেন। শূরমানী মহারথ দুর্ম্মুখ ও দুঃসহ নামক আপনকার পুত্রদ্বয় ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন। দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ব্বিষহ ও মহারথ দুর্জ্জয় এবং কলিঙ্গ ও বৃষক-নামক যুদ্ধবিশারদ ভ্রাতৃ-দ্বয় বহুতর দুষ্কর সমর কর্ম্ম করিয়া শমন-ভবনে গমন করিয়াছেন। আপনকার মন্ত্রী সুতনয় মহাবীর্য্যবান্ বৃষবর্ম্মা বিক্রান্ত ভীমসেন-কর্ত্তৃক যম-সদনে প্রেরিত হইয়াছেন। অযুত মাতঙ্গ-তুল্য বলশালী মহারাজ পৌরব স্বীয় সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে মহারাজ! সমরকারী দুই সহস্র বশাতি-সৈন্য এবং সমুদায় বিক্রান্ত শূরসেন সেনা সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। কবচধারী সংপ্রহারী সমর-দুর্দ্ধর্ষ অভীষাহ-সৈন্য ও রথশ্রেষ্ঠ শিবি-সৈন্য কলিঙ্গ-দেশীয় সৈন্যগণের সহিত হত হইয়াছে। সংগ্রামে সাতিশয় কোপাসক্ত ও অপরাঙ্মুখ যে সকল বীর পুরুষ গোকুলে নিয়ত সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সংশপ্তকদিগের সহচর সেই গোপালকেরা বহু-সহস্র সংশপ্তক-সৈন্য-শ্রেণীর সহিত ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। মহারাজ! ভবদীয় কার্য্য-সম্পাদনে নিতান্ত বিক্রান্ত বৃষক ও অচল নামক আপনকার শ্যালক নৃপতি-দ্বয়কে অর্জ্জুন শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছেন। নামে ও কার্য্যে উগ্রকর্ম্মা পরম ধানুষ্কী মহাবাহু শাল্বরাজ ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুহৃৎ-কার্য্য-সম্পাদনে পরাক্রান্ত ওঘবান্ ও বৃহন্ত উভয়েই সংগ্রামে একদা কৃতান্ত-নিকেতনে গমন করিয়াছেন। হে বিশাম্পতে! রথিশ্রেষ্ঠ ক্ষেমধূর্ত্তি, সংগ্রামে ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন এবং পরম ধনুর্দ্ধর মহাবল রাজা জলসন্ধ সমরে সুবিপুল শত্রুক্ষয় করিয়া সাত্যকি-কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। গর্দ্দভ ও বন্ধুর-নামক রথাবয়ব-দ্বারা যান-বিশিষ্ট রাক্ষসপতি অলায়ুধকে ঘটোৎকচ বিক্রম-পূর্ব্বক যম-সদনে প্রেরণ করিয়াছেন। অধিরথ সূতপুত্র রাধাগর্ভ-সম্ভূত মহারথ ভ্রাতৃগণ, কৈকেয় সৈন্যসকল এবং প্রচণ্ড বিক্রমশালী মালব, মদ্রক, দ্রাবিড়, যৌধেয়, ললিত্থ, ক্ষুদ্রক, উশীনর, মাবেল্লক, তুণ্ডিকের, সাবিত্রী-পুত্র-প্রভৃতি যোদ্ধৃবৃন্দ ও পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ-দেশবাসী সৈন্য-সমুদায় সমরে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। পত্তিবৃন্দ, নিযুত অশ্ব, রথ-সমূহ এবং শ্রেষ্ঠতর কুঞ্জর-যূথ সমরে বিনষ্ট হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ কবচ ধ্বজ ও আয়ুধ-সমন্বিত, কুলশীল-বিবর্দ্ধিত শূর পুরুষেরা এবং অমিত-বলশালী পরস্পর বধাভিলাষী অপর বীরেরা মহাকালের বশীভূত হইয়া সকলেই অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক সমরে সংহার-দশায় উপনীত হইয়াছেন। এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহু-সংখ্য নৃপতিবর্গ স্বীয় স্বীয় সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে সহস্র সহস্র সঙ্খ্যায় নিহত হইয়াছেন। হে রাজন্! আপনি আমারে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার বিবরণ এই। কর্ণার্জ্জুন সংগ্রামে এইরূপ মহান্ বিধ্বংস হইয়াছিল। যেমন দেবরাজ মহেন্দ্র সঙ্গে বৃত্রাসুর, রাম-সহ রাক্ষসপতি রাবণ, কৃষ্ণ সঙ্গে মুর ও নরকাসুর, কার্ত্তিকেয় সহ যুদ্ধদুর্ম্মদ শৌর্য্য-সম্পন্ন মহিষ-দানব, রুদ্র সঙ্গে অন্ধক-দৈত্য এবং অতুল্যবলশালী ভৃগু-নন্দন পরশুরাম-সহ বীরবর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জ্ঞাতি-বান্ধবগণের সহিত সমরে নিহত হইয়াছিলেন, সেইরূপ রণ-দর্পিত যোদ্ধৃবর কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ সংগ্রাম করিয়া অমাত্য বান্ধব-সহ শমন-সদনে প্রস্থিত হইয়াছেন। মহারাজ! যাঁহা হইতে শত্রুতার আরম্ভ হয় এবং যাঁহার প্রতি আপনকার পুত্রগণের জয়ের আশা ছিল, অদ্য পাণ্ডবেরা সেই কর্ণ-রূপ পারাবার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হিত-বাদী বন্ধুবর্গ আপনাকে পুনঃপুন বলিলেও আপনি পূর্ব্বে যাহা বোধগম্য করিতে পারেন নাই, সেই মহানিষ্টকর ব্যসন সংপ্রতি সমাগত হইয়াছে। হে রাজন্! আপনি রাজ্যকামী পুত্রগণের হিতৈষী হইয়া কেবল অহিত সমস্তই সঙ্কলন করিয়া-

ছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদায়ের ফল এই উপস্থিত।

সঞ্জয়-বাক্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ সংগ্রামে অস্মৎপক্ষীয় যে সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিয়াছে তাহা কহিলে, সম্প্রতি মদীয় পুত্রাদি-কর্ত্তৃক পাণ্ডুপুত্র-দিগের কে কে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা কহ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমর-বিক্রান্ত মহা-প্রাণ ও মহাবল কুন্তিরাজ-বংশীয়েরা সংগ্রামে অমাত্য ও অনুগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত ভীষ্ম-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। বিজয়ে অনুরক্ত শত শত নারায়ণ-সৈন্য, বল্লব-সৈন্য ও রাম-সৈন্যদিগকেও ভীষ্ম সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছেন। সমরে অর্জ্জু-নের তুল্য প্রভাব ও বলশালী সত্যজিৎ এবং যুদ্ধ-বিশারদ মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল-সৈন্যগণ সত্যসন্ধ দ্রো-ণের সহিত যুদ্ধে শমন-সদনে গমন করিয়াছে। মিত্রার্থে পরাক্রান্ত বৃদ্ধ নরপতি বিরাট ও দ্রুপদ স্বসন্তান-সহ দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে বিভো! যিনি বাল্যাবস্থাতেই কৃষ্ণ, বলদেব ও অর্জ্জুনের সমান সমরকারী হইয়াছিলেন, সেই রণ-বিশারদ দুর্দ্ধর্ষ অভিমন্যু শত্রুগণকে সাতিশয় বি-মর্দ্দিত করিলে, ছয় জন মহারথ মহামাত্র অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া তাঁহার ঐ পুত্রকে বেষ্টন করিলেন এবং সকলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত সেই বীরবর সুভদ্রানন্দনকে বিরথ করিলে দুঃশা-সন-তনয় তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। শ্রীমান্ পট-চ্চর-নিহন্তা অম্বষ্ঠের সহিত মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া মিত্রের নিমিত্তে পরাক্রম প্রকাশ করত সমরে দুর্য্যোধন-সুত বীর লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া সুমহৎ যুদ্ধ করিয়া শমন-সদনে প্রস্থিত হইয়াছেন। অস্ত্রশাস্ত্রবেত্তা রণদর্পিত মহাধনুর্দ্ধর বৃহন্তকে দুঃশা-সন বিক্রম-পূর্ব্বক কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিয়া-ছেন। সুহৃৎ-কার্য্য-সাধনে পরাক্রমশালী সমর-দর্পিত রাজা মণিমান্ ও দণ্ডধার এবং মহারথ ভোজরাজ অংশুমান্ সংগ্রামে ভরদ্বাজ-তনয় দ্রোণ-কর্ত্তৃক সসৈন্যে নিহত হইয়াছেন। হে ভারত! সমুদ্রসেন সমুদ্র-প্রদেশবাসী সপুত্র চিত্রসেনকে বল-পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছেন। মহারাজ! অনুপদেশ-বাসী নীল ও বীর্য্যবান্ ব্যাঘ্রদত্ত, অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক যম-সদনে প্রেরিত হইয়াছেন। চিত্রায়ুধ ও চিত্র-যোধী উভয়ে সুমহৎ যুদ্ধ করিয়া বিচিত্র যুদ্ধমার্গ-বেদী বিকর্ণের বিক্রম-দ্বারা সংগ্রামে প্রাণ পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। কৈকেয়, সংগ্রামে ভীমসেন-সম পরাক্রান্ত কৈকেয়-সৈন্য-পরিবৃত নিজ ভ্রাতাকে বি-ক্রম-পূর্ব্বক সংহার করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ পর্ব্বতবাসী প্রতাপশালী গদা-যুদ্ধকারী জনমেজয়কে বিনষ্ট করিয়াছেন। রোচ-মান অর্থাৎ দীপ্তিশালী গ্রহ-যুগলের ন্যায় রোচ-মান-নামক নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় দ্রোণের শরসংযোগে যুগপৎ স্বর্গলোকে উপনীত হইয়াছেন। হে নর-পতে! প্রকৃষ্টরূপে সমরকারী পরাক্রমশালী অন্যান্য ভূরি ভূরি নৃপবরেরাও বহুতর দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া শমন-সদনে প্রস্থিত হইয়াছেন। ধনঞ্জয়ের মাতুল কুন্তিভোজ পুরুজিৎ সংগ্রামে দ্রোণের শর-সমূহ-সহকারে সমর-নির্জ্জিত লোক-সমুদায়ে গমন করি-য়াছেন। বহুতর কাশিক-সেনাপরিবৃত শত্রু-পরাভব-কারী কাশিরাজ, বসুদান পুত্র-সহ সংগ্রাম করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অমিতৌজা, যুধামন্যু ও বীর্য্যশালী উত্তমৌজা শত শত শূর সংহার করিয়া অস্মদীয় সৈন্য-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে ভারত! পাঞ্চাল-দেশীয় মহাধনুর্দ্ধর মিত্রবর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মা দ্রোণ-কর্ত্তৃক কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরিত হইয়াছেন। হে আর্য্য! আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ, শিখণ্ডি-সুত যোধপতি বীর্য্যবান্ ক্ষত্রদেবকে সমরে সংহার করি-য়াছেন। মহাবল-সম্পন্ন বীরবর সুচিত্র ও চিত্রবর্ম্মা পিতা পুত্রে সমরে বিচরণ করত দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে মহারাজ! পর্ব্বকালে সাগর যেমন জলক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া প্রশান্তভাব অবলম্বন করে,

সেইরূপ বার্দ্ধক্ষেমি সংগ্রামে অস্ত্রক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পরমা-শান্তিলাভ করিয়াছেন। হে রাজন্! কুরু-শ্রেষ্ঠ সেনাবিন্দু সমরে শত্রু-সমূহ-দহন করত কৌরবেন্দ্র বাহ্লীক-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। চেদি-গণের প্রধান রথী ধৃষ্টকেতু দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া কৃতান্ত-নিকেতনে প্রস্থান করিয়াছেন। পাণ্ডব-কার্য্যার্থে পরাক্রান্ত বীর্য্যবান্ সত্যধৃতিও সমরে শত্রুমর্দ্দন-পূর্ব্বক শমন-সদনে উপনীত হইয়াছেন। শিশুপাল-সুত মহীপতি সুকেতু সমরে সপত্ন-সমূহ সংহার করিয়া দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। বিরাটপুত্র মহাবল-সম্পন্ন উত্তর ও শঙ্খ দুঃসাধ্য কর্ম্ম করিয়া যমালয়ে গমন করিয়াছেন। মৎস্য-দেশীয় বীরবর সত্যধৃতি, বীর্য্যশালী মদিরাশ্ব ও বিক্রান্ত সূর্য্যদত্তও দ্রোণ শরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে মহারাজ! যুধ্যমান পরাক্রান্ত শ্রেণিমান্ সংগ্রামে অসাধ্য কার্য্যকদম্ব নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক কৃতান্ত-নিকেতনে গমন করিয়াছেন। যুদ্ধবিক্রান্ত শত্রু-শূর-সংহারকারী অস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ মগধরাজও ভীষ্ম-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অধুনা সমর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। বসুদানও সমরে সাতিশয় বৈরি হনন করিয়া ভরদ্বাজ-তনয়ের বিক্রমে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পাণ্ডবগণের আরও বহুতর মহারথ বীর পুরুষ বিক্রান্ত দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে মহারাজ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কহিলাম।

সঞ্জয়-বাক্যে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন প্রধান পুরুষেরা নিহত হইয়াছেন, তখন আমার এই হতাবশিষ্ট সৈন্যের আর কিছুমাত্র অবশেষ দেখিতে পাই না। সেই বীরবর মহাধনুর্দ্ধর কুরুসত্তম ভীষ্ম দ্রোণ আমার নিমিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি? যাঁহার বাহুবল দশ সহস্র মাতঙ্গ বলের তুল্য, সেই সমর-শোভাকর কর্ণের বিনাশও আমি কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারি না। হে বাগ্মিপ্রবর সুততনয় সঞ্জয়! প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইলে পর আমার এই সৈন্য-মধ্যে যাহারা আহত না হইয়া জীবিত আছে, তাহাদের কথা আমারে বল। অদ্য তুমি যাহা-দিগের মরণ বর্ণন করিলে, তাহা শুনিয়া, সম্প্রতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগের সকলকেই আমার মৃত বোধ হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য যাঁহাকে প্রভা-পূর্ণ চতুর্ব্বিধ বিচিত্র মহাস্ত্র-সমস্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং দিব্য অস্ত্র সকলও যাঁহার হস্তে নিহিত রাখিয়াছিলেন, সেই দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়মুষ্টি, শীঘ্রহস্ত, অব্যর্থকারী, দুরপাতী, মহারথ, মহাত্মা অশ্বত্থামা আপনকার নিমিত্তে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া ব্যবস্থিত আছেন। আনর্ত্তদেশবাসী সাত্বত-বংশবরিষ্ঠ মহারথ অস্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ হৃদিকাত্মজ স্বয়ং ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, আপনকার নিমিত্তে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন। যিনি ভাগিনেয় পাণ্ডবেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়াও দুর্য্যোধন-সমীপে প্রতিশ্রুত নিজ বাক্য সত্য করিতে সমুৎসুক আছেন, ভবদীয় সেনানীগণের অগ্রগণ্য সেই ইন্দ্র-সমান-বীর্য্যবান্, সমরে দুষ্কম্পনীয়, দুরাধর্ষ, বলশালী, আর্ত্তায়নি শল্য, যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে সংগ্রামে সূতপুত্রের তেজোবধ অঙ্গীকার করিয়া ভবদীয় হিতার্থে যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত রহিয়াছেন। সিন্ধু পর্ব্বত নদী কাম্বোজ বনায়ু ও বাহ্লিক-প্রদেশ-জাত সৎকুল-সম্ভূত অশ্ব-সমূহ-দ্বারা শোভন সৈন্যসমন্বিত গান্ধাররাজ শকুনি, আপনকার নিমিত্তে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সংগ্রামে ব্যবস্থিত আছেন। মহারাজ! বহুবিধ বিচিত্রাস্ত্র-যোধী শরদ্বৎপুত্র মহাবল-সম্পন্ন কৃপাচার্য্যও বিপুল-তর ভার-সহিষ্ণু বিচিত্র শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ-কামনায় ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। মহাধনুর্দ্ধারী নর-প্রবীর কৈকেয়রাজ-তনয়, সদশ্বযুক্ত শোভনপতাকান্বিত রথোত্তমে আরোহণ-পূর্ব্বক ত্বদর্থে সমর

করিতে উদ্যুক্ত আছেন। মহারাজ! নির্ম্মল গগণমণ্ডলে দীপ্যমান মার্ত্তণ্ড সমান ত্বদীয় তনয় কুরু-প্রবীর পুরুমিত্র সূর্য্যাগ্নি-তুল্য দীপ্তিশালী রথে সমারোহণ-পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রস্তুত আছেন। গজযূথ-মধ্যস্থিত মহাবীর্য্য দুর্য্যোধন সুবর্ণালঙ্কৃত রথে অবস্থিতি করত প্রধান প্রধান সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে সমরে যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। সেই কমল-কান্তি পুরুষপ্রবীর, সুবর্ণ-চিত্রিত বর্ম্ম ধারণে অল্প ধূমযুক্ত অনল ও মেঘান্তরিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া, রাজগণ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

অপিচ আপনকার পুত্র অসিচর্ম্ম-ধারী সুষেণ, বীরবর সত্যসেন ও চিত্রসেন যুদ্ধকামনায় হৃষ্ট-চিত্তে সমরে অবস্থিত আছেন। চিত্রায়ুধ শ্রুতবর্ম্মা জয় শল সত্যব্রত দুঃশল প্রভৃতি স্ত্রীনিষেবী বলিষ্ঠ ভারতরাজপুত্রেরাও সমরাভিলাষে প্রস্তুত রহিয়াছেন। কৈতব্যাধিপতি শূরমানী রাজপুত্র শত্রুহা হয়, হস্তী, রথ ও পদাতিগণ-সমভিব্যাহারে সমরে বিচরণ করত ভবদীয় হিতার্থে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রস্তুত আছেন। হে নরেন্দ্র! শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রবর্ম্মা, রণ-বিশারদ এই সমস্ত মান-ভাজন সত্যসন্ধ নরপ্রবীরগণ এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা কর্ণ-নন্দন যুদ্ধাভিলাষে রণক্ষেত্রে প্রস্তুত রহিয়াছেন। কর্ণের উত্তমাস্ত্রকোবিদ লঘুহস্ত অপর দুই পুত্রও অল্পবীর্য্য-পুরুষের দুর্ভেদ্য সুমহৎ বল সমাশ্রয়-পূর্ব্বক ত্বদীয় হিতার্থে সংগ্রাম করিতে উদ্যুক্ত আছেন। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন এই সমস্ত প্রধান প্রধান যোধবৃন্দ ও অপরিমিত প্রভাবশালী অপরাপর যোধ-প্রবীরগণের সহিত গজযূথ-মধ্যে অবস্থিত হইয়া মহেন্দ্রের ন্যায় বিজয়ার্থে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যাঁহারা শত্রুগণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীবিত আছেন এবং যাঁহারা তাহাদের হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিবরণ যথাবৎ বর্ণিত হইল; আমাদের জয় হইবার যে কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তাহা ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তৎকালে এই কথা কহিতে কহিতে স্বকীয় হতভূয়িষ্ঠ সৈন্যের কিয়ন্মাত্র অবশিষ্ট আছে, শুনিয়া শোক-ব্যাকুল-চিত্ত ও মুহ্যমান হইয়া কহিলেন, তাত সঞ্জয়! তুমি মুহূর্ত্তকাল স্থির হও; এই সুমহৎ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে; মন মুগ্ধ ও অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে। এই কথা বলিবার পর অম্বিকা-তনয় মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র বিচেতন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন।

সঞ্জয়বাক্যে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজবর! সংগ্রামে কর্ণ হত হইয়াছেন এবং পুত্রেরাও অনেকে নিপাতিত হইয়াছেন, শুনিয়া নরপতি ধৃতরাষ্ট্র, কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিবার পর কি বলিয়াছিলেন? পুত্র-বিয়োগ জন্য তিনি পরম দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; তৎকালে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি সেই সমস্ত আমার নিকটে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অম্বিকাতনয় নরপতি ধৃতরাষ্ট্র অত্যদ্ভুত পদার্থের ন্যায় অশ্রদ্ধেয় কর্ণবধ-সমাচার শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব-ভূতের মোহজনক ভয়ানক সুমেরু-পতন, মহামতি ভার্গবের চিত্তবিভ্রম, ভীষণ-কর্ম্মা দেবরাজ ইন্দ্রের বিপক্ষ হইতে পরাজয়, মহাদ্যুতি দিবাকরের আকাশ হইতে ভূমিতে পতন, অনন্ত জলনিধি অতলস্পর্শ সাগরের নিঃশেষে শোষণ, পৃথিবী আকাশ দিক ও বারির সম্পূর্ণ বিনাশ এবং পাপপুণ্য-জনিত উভয়বিধ কর্ম্মের বৈফল্য যেমন নিতান্ত অযুক্ত, অচিন্তনীয় ও অদ্ভুত, সমরে কর্ণের নিধনকেও সেইরূপ জ্ঞান করিলেন, এবং নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করত 'অপর প্রাণিগণেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিবে, সুতরাং এ কুল আর রহিল না,' ইহা অবধারণ করিয়া শোকানলে দগ্ধ ও

দহ্যমান ভুজঙ্গের ন্যায় শিথিলাঙ্গ হইয়া দীনভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিতান্ত দুঃখিত-চিত্তে হাহা রবে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বৃষভের ন্যায় স্কন্ধ নেত্র গতি ও গর্জ্জন-বিশিষ্ট বীর্য্যবান্ কর্ণ, কেশরী ও মাতঙ্গের তুল্য বিক্রমশালী ছিলেন। বজ্রের ন্যায় দৃঢ়কায় যে যুবা পুরুষ, সুরপতি শক্রভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে, বৃষভযুদ্ধে বৃষভের ন্যায়, অপরাঙ্মুখ ছিলেন; যাঁহার জ্যাতলশব্দে ও শরবর্ষণ-নিনাদে অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পদাতিকেরা সংগ্রামে তিষ্ঠিতে অশক্ত হইত; শত্রু-সমূহ-সংহার-কারী অক্ষয়সত্ত্ব-সম্পন্ন যে মহাবাহুকে আশ্রয় করিয়া দুর্য্যোধন মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত বৈরতা করিয়াছিল; সেই সর্ব্বরথিপ্রবর অসহ্য-বিক্রম পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ কিপ্রকারে সমরে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক নিহত হইলেন? স্বকীয় বাহুবলাবলম্বী যে বীরপুরুষ, ধনঞ্জয়কে, কৃষ্ণকে, সমুদয় বৃষ্ণিবংশীয়-দিগকে ও অন্যান্য শত্রুগণকে নিয়তই অবজ্ঞা করিতেন; যিনি, রাজ্যাভিলাষী লোভ-মোহিত অর্ব্বাচীন মন্দমতি দুর্য্যোধনকে “আমিই একাকী সংগ্রামে অপরাজিত শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী কৃষ্ণকে ও গাণ্ডীবী ধনঞ্জয়কে দিব্যরথ হইতে যুগপৎ নিপাতিত করিব” সতত এইরূপ কহিতেন; দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিহেতু যিনি পূর্ব্বে অতি বলশালী গান্ধার, মদ্রক, মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, তঙ্গণ ও খশ-প্রভৃতি অতি দুর্জ্জয় শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কাশী, কোশল, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নিষধ, পুণ্ড্রকীচক, বৎস, তরল, অশ্মক, ও ঋষিকদেশীয় বীরগণকে কঙ্কপত্রান্বিত সুশাণিত সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ-দ্বারা সমরে জয় করিয়া করপ্রদ করিয়াছিলেন; সংপ্রতিও যিনি দুর্য্যোধনের বিজয়ার্থে সমুৎসুক ছিলেন; সেই পরমাস্ত্রবেত্তা, সেনারক্ষক কর্ণ, শৌর্য্য-সম্পন্ন বলশালী শত্রু পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সমরে কিপ্রকারে নিহত হইলেন! হে সঞ্জয়! দেবগণ-মধ্যে মহেন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মনুষ্যগণ-মধ্যে কর্ণই প্রধান; এই উভয় ব্যতীত লোকে তৃতীয় কোন ব্যক্তি প্রধান আছে, তাহা আমরা শ্রবণ করি নাই। যেমন অশ্বগণ-মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাঃ শ্রেষ্ঠ, যক্ষগণ-মধ্যে কুবের শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণ-মধ্যে বাসব শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ যোধগণ-মধ্যে কর্ণই প্রধান। যিনি, বীর্য্যশালী শূর ও সমর্থ নৃপতিগণ-কর্ত্তৃক অপরাজিত হইয়া, দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হেতু সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন; মগধরাজ জরাসন্ধ সান্ত্ববাদ, মান, অর্থ ও গৌরব-দ্বারা যাঁহাকে সহায়রূপে লাভ করিয়া যাদব ও কৌরবব্যতীত সমুদয় ক্ষত্রিয় ভূপতিগণকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন; সেই কর্ণকে অর্জ্জুন দ্বৈরথ-যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছে শুনিয়া আমি, সাগরে ভগ্নপোত-ব্যক্তির ন্যায়, শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি। রথিপ্রবর নরশ্রেষ্ঠ কর্ণকে দ্বৈরথযুদ্ধে নিহত শুনিয়া আমি, সমুদ্রে তরণী-বিহীন ব্যক্তির ন্যায়, শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। হে সঞ্জয়! ঈদৃশ দুঃখসমূহ সহ্যকরিয়াও আমি যখন জীবিত রহিয়াছি, তখন নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, আমার হৃদয় বজ্র হইতেও দৃঢ়তর ও দুর্ভেদ্য। হে সূত! জ্ঞাতি কুটুম্ব মিত্রগণের এইরূপ পরাভব শ্রবণ করিয়া আমাভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি জীবনধারণে সমর্থ হয়? হে সঞ্জয়! আমি বিষ, অগ্নি অথবা পর্ব্বতাগ্র হইতে পতন প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু এপ্রকার দুঃসহ দুঃখ আর সহ্য করিতে পারি না।

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সাধুলোকেরা আপনকার ঐশ্বর্য্য, কুল, কীর্ত্তি, তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে আপনাকে নহুষনন্দন যযাতির তুল্য জ্ঞান করেন। আপনি শাস্ত্রজ্ঞান-বিষয়ে মহর্ষি-তুল্য এবং কৃতিবিষয়েও কৃতার্থ হইয়াছেন; অতএব চিত্ত স্থির করুন, অন্তঃকরণকে আর বিষাদে প্রণিহিত করিবেন না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! শালপ্রতিম কর্ণ যখন

সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, তখন আমি দৈবকেই পরম জ্ঞান করিতেছি, পৌরুষ নিরর্থক। যিনি যুধিষ্ঠিরের সৈন্য ও পাঞ্চালগণের রথ-সমূহ সংহার করিয়া শরবর্ষণ-দ্বারা সর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী ব্যক্তিগণকে সন্তাপিত করিয়াছিলেন; এবং বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে মোহিত করেন, সেইরূপ যিনি পাণ্ডবগণকে সমরে মোহিত করিয়াছিলেন, সেই মহারথ কর্ণ কিরূপে নিহত হইয়া বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় শয়ান রহিয়াছেন! হে সঞ্জয়! আমি উচ্ছলিত জলনিধির ন্যায় শোকের অন্ত দেখিতেছি না; উত্তরোত্তর আমার অত্যন্ত চিন্তা-বৃদ্ধি হইতেছে ও মুমূর্ষা জন্মিতেছে।

কর্ণের নিধন ও অর্জ্জুনের বিজয় শ্রবণে কর্ণের নিধন আমার অবিশ্বাস্য বোধ হইতেছে। হা! আমার এই সুকঠিন হৃদয় নিশ্চয় বজ্রসারময় হইবে, নতুবা সেই পুরুষ-প্রধান কর্ণ হত হইয়াছেন শুনিয়াও ইহা সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না কেন! কর্ণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে সমধিক দুঃখিত হইয়াও আমি যখন জীবিত আছি, তখন নিশ্চয় অনুমান হইতেছে, পূর্ব্বে বিধাতা আমার পরমায়ুর পরিমাণ অতি দীর্ঘ করিয়া থাকিবেন! হে সঞ্জয়! সম্প্রতি সুহৃদ্বিহীন হইয়া আমাকে এইরূপ নিন্দনীয় দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হইল, ইহাতে আমার জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র!

হা! এক্ষণে এই মন্দবুদ্ধিকে সকলের শোচ্য হইয়া দীনভাবে জীবন ধারণ করিতে হইবে! হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে আমি সর্ব্বলোকের পূজিত ছিলাম, সম্প্রতি শত্রু-কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিব! ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহাত্মা কর্ণের বধে আমি নিরতিশয় দুঃখ-সাধন ঘোর বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি! সংগ্রামে সূত-নন্দন নিহত হওয়াতে আমি এপক্ষের আর কিছুমাত্র অবশেষ দেখিতেছি না, যে হেতু কর্ণই মদীয় পুত্রগণের শত্রুসাগরের পারাবার-স্বরূপ ছিলেন। হা! শৌর্য্যশালী সূর্য্যতনয় সমরে বহুতর শররাজি বিসর্জ্জন করত বিনিহত হইয়াছেন! সেই পুরুষবর ব্যতিরেকে আমার জীবিত থাকিবার আর প্রয়োজন কি! অধিরথতনয় শরপীড়িত হইয়া নিশ্চয়ই বজ্রপাত-বিদারিত ভূধর-শিখরের ন্যায় রথ হইতে নিপাতিত হইয়াছেন! যিনি মদীয় তনয়গণের অভয়দাতা ও বলস্বরূপ ছিলেন এবং যাঁহা হইতে পাণ্ডবগণের ভয় হইয়াছিল, সকল ধনুর্দ্ধারিগণের উপমাস্পদ সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষ, মাতঙ্গ যেমন মত্ত দ্বিপেন্দ্র-কর্ত্তৃক নিপাতিত হয়, সেইরূপ অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে অবশ্যই পৃথিবীর শোভা-সম্পাদন করত, দেবেন্দ্র-বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, শয়ন করিয়া রহিয়াছেন! যেমন পঙ্গুর অধ্বগমন, দরিদ্রের বাঞ্ছিত ও তৃষিত ব্যক্তির মুখনির্গত-জলবিন্দু অসম্ভাবিত, দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়ও সেইরূপ অলীকবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আহা! কালের কি দুরতিক্রমণীয় বিচিত্র গতি!— দৈবের কি আশ্চর্য্য শক্তি! যাহা যেরূপে চিন্তিত হইয়াছিল, তাহা অন্যরূপে পরিণত হইল!

বৎস সঞ্জয়! আমার পুত্র দুঃশাসন কি দীনাত্মা হীনপৌরুষ ও কাতর হইয়া পলায়ন করত বিনিহত হইয়াছে? সেই শূরপুরুষ দীনের ন্যায় আচরণ করেনাই ত? অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা যেমন পরাঙ্মুখ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, সেরূপ হয় নাই ত?—হা! যুধিষ্ঠির সর্ব্বদাই দুর্য্যোধনকে কহিতেন "ভ্রাতঃ! যুদ্ধ করিও না" দুর্য্যোধন মূঢ়ের ন্যায়, পথ্য ঔষধ তুল্য যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য গ্রাহ্য করে নাই। মহাত্মা ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শয়ন করিয়া পানীয় প্রার্থনা করিয়া ছিলেন, তৎকালে সুমহাযশা পাণ্ডু-নন্দন অর্জ্জুন শরদ্বারা মেদিনীতল ভেদ করিয়া জল-ধারা উৎপাদন করিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া সেই মহাবাহু ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলেন, "বৎস! পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রামে নিবৃত্ত হও; আমার মৃত্যুতেই তোমাদের এই যুদ্ধের পর্য্যবসান হউক; অতঃপর

পাণ্ডুনন্দনগণের সহিত ভ্রাতৃভাবে এই পৃথিবী সম্ভোগ কর।" দুর্য্যোধন সেই দীর্ঘদর্শীর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া সম্প্রতি শোকাকুল হইতেছে। সেই বাক্যের ফল এই উপস্থিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! আমিও দ্যূতক্রীড়া হইতে দারুণ কষ্ট পাইলাম;—হতপুত্র ও নিহতামাত্য হইয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় হইয়া থাকিলাম! যেমন বালকেরা কোন বিহঙ্গ ধরিয়া তাহার পক্ষদ্বয় ছেদন করত হৃষ্টচিত্তে তাহাকে বিসর্জ্জন করে, পক্ষী পক্ষচ্ছেদ-হেতু উড্ডীন হইতে সমর্থ হয় না, আমিও সেই ছিন্নপক্ষ-বিহঙ্গের ন্যায় গতি-রহিত হইলাম! দীন, ক্ষীণ, সর্ব্বার্থ-বিহীন ও জ্ঞাতি-বন্ধুবিবর্জ্জিত এবং শত্রুগণের বশতাপন্ন হইয়া কোন্ দিকে গমন করিব, কিছুই স্থির বুঝিতে পারিতেছি না!

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধনের কার্য্যসিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হেতু যিনি কাম্বোজ অম্বষ্ঠ কৈকয় গান্ধার বিদেহ-প্রভৃতি দেশজাত বীরগণকে সমরে পরাজিত করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন, সেই মহাধনুর্দ্ধর প্রভাব-সম্পন্ন কর্ণ, সংগ্রামে মহাবাহু শূরবর পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অবশেষে অর্জ্জুন-হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, যুদ্ধস্থলে কোন্ কোন্ বীর উপস্থিত ছিল, তাহা আমারে বল। সংগ্রামে পাণ্ডবেরা কি সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছে? কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই? হে তাত! অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ যেরূপে নিপাতিত হইয়াছেন, তাহা তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছ। শস্ত্রধারি-সমুদায়ের প্রধান ভীষ্ম প্রতিযুদ্ধ করণে পরাঙ্মুখ হইলে শিখণ্ডী শাণিত শরবর্ষণ-দ্বারা তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। সেইরূপ মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহুতর শরজালে সমাকীর্ণ হইয়া ধ্যানস্থ থাকিলে, দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ প্রহার-দ্বারা তাঁহার প্রাণ বধ করিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, পাণ্ডবেরা ভেদ, বিশেষত ছলের-দ্বারাই ভীষ্ম দ্রোণকে নিহত করিয়াছে, নতুবা তাঁহারা যথান্যায়ে যুদ্ধ করিলে স্বয়ং বজ্রপাণি ইন্দ্রও তাঁহাদিগকে যে সংহার করিতে সমর্থ হয়েন না, তাহা আমি তোমারে সত্যই বলিতেছি। ভীষ্ম দ্রোণ ত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিহত হইয়াছেন, পরন্তু ইন্দ্রোপম বীরবর কর্ণ সংগ্রামে বহুতর দিব্যাস্ত্র-সমস্ত নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেও মৃত্যু কিপ্রকারে তাঁহারে স্পর্শ করিল? হা! পুরন্দর কুণ্ডল-যুগলের বিনিময়ে যাঁহারে বৈরিবিঘাতিনী বিদ্যুৎপ্রভা কণকভূষণা দিব্যশক্তি সম্প্রদান করিয়াছিলেন; যাঁহার কাঞ্চন-ভূষণ পত্রযুক্ত শত্রুনাশন সর্পমুখ-নামক দিব্য শর চন্দন-মধ্যে নিহিত থাকিত; যিনি ভীষ্ম দ্রোণ-প্রভৃতি মহারথ বীরগণকে অবজ্ঞা করিয়া পরশুরাম-সন্নিধানে ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ শিক্ষা করিয়াছিলেন; যে মহাবাহু, দ্রোণ-প্রভৃতি বীরগণকে শরপীড়িত ও বিমুখ হইতে দেখিয়া শাণিত বাণ বর্ষণ-দ্বারা অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়াছিলেন; যিনি অযুত-হস্তিতুল্য-বলশালী, বায়ুসম-বেগগামী, অক্ষয় সত্ত্ব-সম্পন্ন ভীমসেনকে সহসা বিরথ করিয়া উপহাস করিয়াছিলেন এবং সন্নতপর্ব্ব সুদৃঢ় শরসমূহ-দ্বারা সহদেবকে বিরথ ও পরাজিত করিয়া কেবল কৃপা-পূর্ব্বক ধর্ম্মহানি বিবেচনায় তাহারে বিনষ্ট করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন; যিনি মায়া-সহস্র বিস্তার-কারী জয়াভিলাষী রাক্ষসপতি ঘটোৎকচকে ইন্দ্র-দত্ত একঘ্নীশক্তি-দ্বারা নিহত করিয়াছিলেন; অপিচ বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় যাঁহার যুদ্ধে ভীত হইয়া এতাবদ্দিবস পর্য্যন্ত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই; সেই মহারথ কর্ণ সমরে কিপ্রকারে নিহত হইলেন! যদি তাঁহার রথ ভগ্ন, শরাসন বিশীর্ণ ও অস্ত্র সকল বিনষ্ট না হইয়াছিল, তবে শত্রুরা তাঁহারে কিপ্রকারে সংহার করিল? শার্দ্দুল সম বেগগামী পুরুষ-শার্দ্দুল কর্ণ সংগ্রামে বিপুল শরাসন সঞ্চালন এবং ঘোরতর শর ও দিব্যাস্ত্র সকল বিসর্জ্জন করিতে থাকিলে কোন্ ব্যক্তি তাঁহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়? তুমি যখন তাঁহার সংহারের কথা আমারে

বলিতেছ, তখন আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহার ধনুর্গুণ ছিন্ন, রথ ধরাতলে নিপতিত এবং অস্ত্র সকল বিনষ্ট হইয়াছিল; ইহা ব্যতিরেকে তাঁহার বিনাশের প্রতি অন্য কোন কারণই দেখিতেছি না। 'যাবৎ অর্জ্জুনকে সংহার না করি, তাবৎকাল পাদ-প্রক্ষালন করাইব না' যে মহাত্মার এই ঘোরতর সুদৃঢ় ব্রত ছিল; পুরুষ-প্রবর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহা হইতে ভীত হইয়া অরণ্যে ত্রয়োদশ বৎসর নিয়ত নিদ্রা লাভ করিতে পারিতেন না; যে মহাত্মা বীর-বরের বীর্য্য অবলম্বন করিয়া মৎপুত্র দুর্য্যোধন বল-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের ভার্য্যাকে সভা-মধ্যে আনয়ন করাইয়াছিল; যে বীর-পুরুষ সেই সভা-মধ্যে কুরু-গণের সন্নিধানে পাণ্ডব-সকলের প্রত্যক্ষেই পাঞ্চা-লীকে দাসভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং "কৃষ্ণে! তুমি আপন পতি-সকলকে অবিদ্যমান জ্ঞান কর; যদিও তাহারা বর্ত্তমান আছে তথাপি অসার তিলের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়াছে; অতএব হে বরবর্ণিনি! তুমি অন্য পতি ভজনা কর" রোষ-বশত এইরূপ রুক্ষ বাক্য সকল শ্রবণ করাইয়াছি-লেন; সেই সূতনন্দন কর্ণ কিপ্রকারে শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন?

হে সঞ্জয়! যিনি গাণ্ডীব-ধনুর্ম্মুক্ত সায়ক সকলের উগ্র স্পর্শ চিন্তা না করিয়া পাঞ্চালীকে পতিহীনা বলিয়া সম্বোধন করত পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টি-নি-ক্ষেপ করিয়াছিলেন; স্ব বাহুবলে দর্পিত হওয়াতে যাঁহার সজনার্দ্দন ও সপুত্র পাণ্ডুপুত্র-গণের প্রতি মুহূর্ত্তকালও ভয় হয় নাই; সেই কর্ণের সংহার করি-তে, পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, প্রতিকূলে প্র-ধাবী বাসব-সহ দেবগণও সমর্থ হয়েন, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।

হে তাত! কর্ণ ধনুতে জ্যারোপণ ও তলত্র-যুগল গ্রহণ করিলে কোন বীর-পুরুষ তাঁহার সম্মুখীন হই-তে সমর্থ হইত না। পৃথিবী শশাঙ্ক-প্রভারহিতা ও দিবাকর-করহীনা হইলেও হইতে পারে, তথাপি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ সেই পুরুষেন্দ্রের বিনাশ সম্ভা-বিত নহে। মন্দাত্মা দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন, যে কর্ণের এবং সহোদর দুঃশাসনের সাহায্যে বাসুদেবকে প্র-ত্যাখ্যান করিয়াছিল, সম্প্রতি সেই বৃষস্কন্ধ সূর্য্য-নন্দনকে নিপাতিত এবং দুঃশাসনকেও নিহত দে-খিয়া, বোধ হয়, অবশ্যই শোকাকুল হইয়াছে। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন কর্ণকে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক দ্বৈরথ-সমরে নিহত এবং পাণ্ডুপুত্রগণকে জয়-যুক্ত দেখিয়া কি কহিয়াছিল? সেই অপকৃষ্ট পুত্র সমরে দুর্ম্মর্ষণ ও বৃষসেনকে বিনষ্ট, মহারথগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান সৈন্য সকলকে ছিন্নভিন্ন, সংগ্রাম-পরাঙ্মুখ নৃপতিগণকে পলায়ন-পরায়ণ এবং রথি-সমুদয়কে বিদ্রুত দেখিয়া, বোধ হয়, নিরতিশয় শোকব্যাকুল হইতেছে। হে সঞ্জয়! অবিনীত, অভিমানী, অজিতেন্দ্রিয়, দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য সকলকে হতোৎসাহ দেখিয়া কি কহিয়াছিল? সুহৃদ্গণ বারম্বার বারণ করিলেও দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া স্বয়ং সুমহৎ বৈর উত্থাপন করিয়াছিল, অধুনা সংগ্রামে ভূরি ভূরি বলক্ষয় দর্শনে কি কহিয়াছিল? তাহার ভ্রাতা দুঃ-শাসন সমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক পীতরক্ত ও নিহত হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন কি কহিয়াছিল? সভা-মধ্যে-গান্ধাররাজের সহিত "কর্ণ সংগ্রামে অর্জ্জুনকে বি-নষ্ট করিবেন" এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া এক্ষণে সেই কর্ণের বিনাশ দর্শনে দুর্য্যোধন কি কহিয়াছিল? হে তাত! সুবলপুত্র শকুনি পূর্ব্বে হৃষ্ট-চিত্তে দ্যূত-ক্রীড়া করত যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চিত করিয়া এক্ষণে কর্ণের বিনাশ দর্শনে কি কহিয়াছিল? সাত্বতদি-গের মহারথ মহাধনুর্দ্ধারী হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা কর্ণকে হত দেখিয়া কি কহিলেন? হে সঞ্জয়! ধনু-র্ব্বিদ্যা-জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যাঁহার নি-কটে শিক্ষা করেন, সেই সুরূপ-সম্পন্ন-দর্শনীয় মহা-যশা ধীমান্ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ণের বিনাশ দর্শ-নে কি কহিলেন? হে বৎস! ধনুর্ব্বেদে আচার্য্য রথসত্তম গৌতমবংশীয় শারদ্বত কৃপাচার্য্য, কর্ণের

সারথ্যকার্য্যে-নিযুক্ত সমর-শোভাকর মহাধনুর্দ্ধর রথিপ্রবর সৌবীরেশ্বর বলশালী মদ্ররাজ শল্য, রণ-দুর্জ্জয় যোধগণ ও পৃথিবীস্থ যে সকল রাজারা যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছেন, কর্ণকে হত দেখিয়া তাঁহারা সকলে কি কহিলেন? হে সঞ্জয়! নরশ্রেষ্ঠ বীরবর মহারথ দ্রোণ নিহত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভাগানুসারে মদীয় সৈন্যগণের সম্মুখবর্ত্তী ছিলেন? রথিশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ শল্য কিপ্রকারে কর্ণের সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে বর্ণন কর। হে সঞ্জয়! যুদ্ধমান বীরবর সূত-পুত্রের দক্ষিণচক্র কাহারা রক্ষা করিয়াছিল? কাহাদিগের-দ্বারা তাঁহার বামচক্র রক্ষিত হইয়াছিল, এবং কাহারাই বা তাঁহার পৃষ্ঠ-রক্ষক হইয়াছিল? কোন্ কোন্ শূরপুরুষ কর্ণকে পরিত্যাগ করেন নাই? এবং কোন্ ক্ষুদ্রাশয়েরাই বা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল? তোমরা সকলে সমবেত থাকিলেও তোমাদিগের প্রত্যক্ষে কিপ্রকারে মহারথ কর্ণ নিহত হইলেন? তৎকালে শৌর্য্য-সম্পন্ন মহারথেরা বারিদবিসৃষ্ট বারিধারাবৎ শরবর্ষণ করত কি প্রকারে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং কি কারণেই বা সেই সর্পমুখ-নামক উৎকৃষ্ট দিব্য শর ব্যর্থ হইল? এই সকল আমার নিকটে প্রকাশ কর। হে সঞ্জয়! যখন প্রধান-পুরুষেরা বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন আমার এই হতোৎসাহ সৈন্যের আর কিছুমাত্র অবশেষ দেখিতেছি না। আমার নিমিত্তে যাঁহারা প্রাণপণ করিয়াছিলেন, সেই বীরবর মহাধনুর্ধর ভীষ্ম দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া আমার জীবিত থাকিবার আর প্রয়োজন কি? যাঁহার বাহুবল দশসহস্র মাতঙ্গবলের তুল্য ছিল, সেই কর্ণকে পাণ্ডবেরা যে বিনষ্ট করিয়াছে, ইহা আমার নিতান্তই অসহ্য হইতেছে। হে সঞ্জয়! দ্রোণ নিহত হইলে শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে নরবীর কৌরবগণের যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, কুন্তীতনয়েরা কর্ণের সহিত যেরূপে যুদ্ধ যোজনা করিয়াছিল এবং শত্রুহন্তা কর্ণ যেপ্রকারে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত আমারে বল।

ধৃতরাষ্ট্রানুতাপে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই দিন পরম ধানুষ্কী দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে, মহারথ অশ্বত্থামার সংকল্প ব্যর্থ হইলে এবং কৌরবদিগের সৈন্য সকল পলায়মান হইলে কুন্তীতনয় স্বীয় সৈন্যকে ব্যূহনিবদ্ধ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, পার্থকে এইরূপে অবস্থিত জানিয়া এবং নিজ-সৈন্য সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া উহাদিগকে পৌরুষ-দ্বারা নিবারণ করিলেন। তৎকালে তিনি নিজ-বাহুবীর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বকীয়-সৈনিকদিগকে যুদ্ধার্থে অবস্থাপিত করত, চিরযত্নপরায়ণ, জয়-প্রাপ্ত, হৃষ্টচিত্ত, শত্রু পাণ্ডবগণের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সায়ংসময়ে তাঁহাদিগকে সৈন্য-প্রত্যাহার করাইলেন। অনন্তর কৌরবেরা স্বীয় সৈন্যগণকে প্রত্যাহৃত করিয়া শিবির-প্রবেশ-পূর্ব্বক সুখকর দিব্যাসনে অবস্থিত দেবগণবৎ বহুমূল্য-আস্তরণান্বিত উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে উপবেশন করত পরস্পর মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে রাজা দুর্য্যোধন সুমধুর মনোহর বাক্যে সেই মহা ধনুর্দ্ধর সকলকে সমুচিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, হে নৃপগণ! আপনারা সকলেই সুবুদ্ধি-সম্পন্ন, অতএব জিজ্ঞাসা করি, এরূপ অবস্থায় আমাদের কোন্ কার্য্য আবশ্যক এবং কি করাই বা কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে আপনারা সকলে অবিলম্বে নিজ নিজ মত প্রকাশ করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে, সিংহাসনস্থ সমরাভিলাষী নরবরেরা তখন শূরত্ব-সূচক নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন। মেধাবী বাগ্মী আচার্য্য-পুত্র অশ্বত্থামা সমরে প্রাণ বিসর্জ্জনেচ্ছু সেই সমস্ত নরাধিপগণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের বালার্কসমপ্রভ

মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! পণ্ডিতেরা রাগ, যোগ, দক্ষতা ও নয়, অর্থাৎ স্বামি-ভক্তি, দেশকাল ও শাস্ত্রানুরূপ চেষ্টিত, কার্য্যে উদ্যম এবং সন্ধি-বিগ্রহাদি ষাড়্গুণ্যের সম্যক্ প্রয়োগ, এই কয়েকটিকে বিজয়-সাধক উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; পরন্তু এ সমস্তই দৈবাশ্রিত। আমাদিগের দেবকল্প, মহারথ, লোকপ্রবীর, নীতিজ্ঞ, যোগজ্ঞ, কার্য্যকুশল ও অনুরক্ত যে সকল যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা হত হইয়াছেন; তথাপি আমাদিগের বিজয়ের প্রতি একবারে নিরাশ হওয়া বিহিত নহে; যে হেতু সর্ব্ব-বিষয়ক সুনীতি-দ্বারা দৈবকেও অনুকূল করা যাইতে পারে। অতএব হে ভারত! আমরা সর্ব্বগুণোপেত পুরুষ-পুঙ্গব কর্ণকেই সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব। কর্ণকে সেনাপতি করিয়া সংগ্রামে শত্রু-সমস্ত সংহার করিতে পারিব; যেহেতু এই অতি বলশালী শূরপুরুষ অস্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ও শমন-সদৃশ অসহনীয়, সুতরাং সমরে শত্রু-জয়ে সমর্থ হইবেন।

মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন আচার্য্য-তনয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের প্রতি তখন পূর্ব্বাপেক্ষা মহতী আশা করিলেন। হে ভারত! ভীষ্ম দ্রোণ হত হইলে কর্ণই পাণ্ডবগণকে জয় করিবেন, দুর্য্যোধনের মনে এই যে আশা ছিল, তিনি সেই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্য-তনয়ের সেই প্রীতি-সৎকার-সংযুক্ত, তথ্য, আত্ম-হিতকর, কল্যাণময়, প্রিয় বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া রাধানন্দনের বাহুবীর্য্য আশ্রয় করত স্থির-চিত্তে তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমার প্রতি তোমার যে পরম সৌহৃদ্য আছে, তাহা আমি জানি এবং তোমার বীর্য্যবত্তাও আমার অবিদিত নাই, তথাপি তোমাকে কিছু হিতবাক্য কহিতেছি। হে বীর! তুমি অতি প্রাজ্ঞতম এবং চিরকাল আমার প্রধান সহায়; সম্প্রতি মদ্বাক্য শ্রবণে যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই কর। আমার সেনাপতি অতিরথী ভীষ্ম দ্রোণ সমরে নিহত হইয়াছেন, সম্প্রতি তদ্দ্বয়াপেক্ষা অধিকতর বলশালী তুমিই আমার সেনাপতি হও। হে রাধেয়! সেই মহাধনুর্দ্ধর বৃদ্ধ বীরদ্বয় উভয়েই ধনঞ্জয়ের প্রতি অনুকূল, ইহা জানিয়াও আমি তোমার কথাক্রমে তাঁহাদিগকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম। পিতামহ ভীষ্ম, পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগকে দশদিবস রক্ষা করিয়াছিলেন। তোমার অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করাতেই অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরঃসর করিয়া প্রতাপবান্ ভীষ্মকে মহাসমরে বিনষ্ট করিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! সেই মহাধনুর্দ্ধর হত হইয়া শরশয্যাগত হইলে, তোমার বচনানুসারে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তিনিও নিজ শিষ্য বলিয়া পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছেন। শিখণ্ডী যেমন ভীষ্মকে বিনষ্ট করিয়াছিল, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নও ত্বরান্বিত হইয়া বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্যের প্রাণসংহার করিয়াছে। সেই নিহত প্রধান-পুরুষদ্বয় অপেক্ষা সমরে অপরিমিত-পরাক্রম-শালী যোদ্ধা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তোমার মত এমন আর কোনব্যক্তিকেই আমি চিন্তা করিয়া দেখিতে পাই না। অদ্য তুমিই আমাদিগের বিজয়-সাধনে সমর্থ, ইহাতে সংশয় নাই। যাহাতে আমাদের জয় হইতে পারে, তুমি প্রথমে, মধ্যে ও শেষে সেইরূপ হিতেরই বিধান করিয়াছ। অতএব সমর্থ ধুরন্ধরের ন্যায় অদ্য তোমারই এই যুদ্ধভার ধারণ করা উচিত। তুমি যত্ন-পূর্ব্বক আপনিই আপনাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কর। দেব-সেনাপতি অক্ষয়-সত্ত্ব-সম্পন্ন প্রভু কার্ত্তিকের যেমন সুরসেনা রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমি এই ধার্ত্তরাষ্ট্র সেনা রক্ষা কর;—দেবরাজ মহেন্দ্র যেমন দানবদল সংহার করেন, তদ্রূপ আমার সমুদয় শত্রুবল বিনষ্ট কর। মহারথ পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালেরা তোমাকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া, বিষ্ণুদর্শনে দানবগণের ন্যায়, অবশ্যই

পলায়ন-পরায়ণ হইবে। হে পুরুষপুঙ্গব! তুমিই এই মহতী চমু চালনা কর, যেহেতু তোমাকে সংগ্রামে অবস্থিত ও যত্ন-পরায়ণ দেখিলে মন্দবুদ্ধি পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত নিঃসন্দেহ পলায়ন করিবে। যেমন অভ্যুদিত মার্ত্তণ্ড স্বকীয়-তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা জগন্মণ্ডল প্রতপ্ত করত গাঢ় তিমির অপনীত করেন, সেইরূপ তুমি শত্রুগণকে সংহার কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভীষ্মদ্রোণ হত হইলে কর্ণই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবেন, দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে এই যে মহতী আশা হইয়াছিল, তিনি সেই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়াই তখন কর্ণকে এইরূপ কহিলেন, কর্ণ! পার্থ তোমার সম্মুখীন হইয়া কদাচ সংগ্রাম করিতে সমুৎসুক হইবে না।

কর্ণ কহিলেন, হে গান্ধারীনন্দন মহারাজ! পূর্ব্বে আমি আপনকার নিকটে এই কথা বলিয়াছিলাম, যে জনার্দ্দন ও পুত্রগণের সহিত সমুদয় পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিব; সুতরাং এক্ষণে অবশ্যই আপনকার সেনাপতি হইব, সংশয় নাই; আপনি স্থির হউন এবং পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়াই জ্ঞান করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ এইরূপ কহিলে, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র কার্ত্তিকেয়কে সেনানী করিতে অমরগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, সেইরূপ নরপতি দুর্য্যোধন, সূতনন্দনকে সেনাপতি পদ প্রদান-দ্বারা সৎকৃত করিতে নৃপগণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর দুর্য্যোধন-প্রভৃতি জয়াভিলাষী ভূপাল সকল পট্টবস্ত্রাবৃত ঔডুম্বর-নির্ম্মিত আসনে সুখাসীন কর্ণকে বারিপূর্ণ-মন্ত্রপূত কণকময় কুম্ভ, দন্তিদন্ত, খড়্গি-খড়্গ ও বৃষশৃঙ্গ এবং মণিমুক্তাযুক্ত পুণ্যগন্ধ ওষধি ও শাস্ত্রবিহিত-বিধানে সুসংগৃহীত অন্যান্য সামগ্রী-সমূহ-দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত করিলেন। মহাত্মা কর্ণ উৎকৃষ্ট আসনে অভিষিক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সম্মানভাজন শূদ্র সকল তাঁহারে স্তব করিতে লাগিলেন। হে নৃপসত্তম! শত্রু-সংহারকারী রাধেয় অভিষিক্ত হইয়া প্রধান প্রধান বিপ্র সকলকে গো, সুবর্ণ ও অন্যান্য ধন দানে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের-দ্বারা স্বস্তিবাচন করিলেন। সেই বন্দিগণ ও ব্রাহ্মণেরা পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! এই মহারণে তুমি গোবিন্দ ও অনুগামী ব্যক্তিবর্গের সহিত সেই পার্থগণকে পরাজিত কর;—অভ্যুদিত ভানুমান্ যেমন প্রখর করনিকর-দ্বারা নিয়ত ধ্বান্ত বিধ্বংস করেন, সেইরূপ আমাদিগের বিজয়ার্থে তুমি সপাঞ্চাল পাণ্ডুপুত্রগণের সংহার কর। কেশব-সহ কৃতঘ্ন পাণ্ডবেরা প্রদীপ্ত রবিকিরণের ন্যায় ত্বদীয় করবিমুক্ত শররাজীর বিলোকনে কদাচ সমর্থ হইবে না। শর দর্শন করা দূরে থাকুক, তুমি সংগ্রামে শস্ত্র গ্রহণ করিলে, মহেন্দ্র-সন্নিধানে দানবগণের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা তোমার সম্মুখে অবস্থিত হইতেই পারিবে না।

হে মহারাজ! সেই অপরিমিত প্রভাশালী রাধানন্দন অভিষিক্ত হইয়া অপর দিবাকরের ন্যায় অতিরিক্ত রূপ-সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। আপনকার পুত্র কালপ্রেরিত দুর্য্যোধনও তাঁহাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিয়া তখন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। অরিন্দম কর্ণ সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যোদয় মাত্রে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দিলেন। হে ভারত! কর্ণ ভবদীয়-তনয়গণে পরিবৃত হইয়া, তারকাসুর-সংহারকর-সমর সময়ে সুরগণ-পরিবেষ্টিত কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়, শোভা পাইয়াছিলেন।

কর্ণাভিষেকে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন সূর্য্যতনয় কর্ণ তৎকালে সেনাপতি হইয়া নরপতি দুর্য্যোধনের উক্তরূপ ভ্রাতৃ-সমুচিত স্নেহময়

বাক্য শ্রবণে আদিত্যের অভ্যুদয়কালে সৈন্যগণের যুদ্ধোদ্যোগ করণে আজ্ঞা দিয়া পশ্চাৎ কি করিয়াছিলেন, তাহা আমারে বল।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনকার পুত্রগণ কর্ণের অভিপ্রায় জানিয়া সৈন্য সকলকে আনন্দসূচক-তূর্য্যধ্বনি-পূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যোগে অনুমতি করিলেন। বিগাঢ় শেষ নিশায় আপনকার সৈন্যগণের 'যুদ্ধসজ্জা কর যুদ্ধসজ্জা কর' সহসা এই সুমহান্ শব্দ উপস্থিত হইল।

হে রাজন্! অনন্তর সমর-সজ্জা সময়ে তুরঙ্গগণের হ্রেষারব, মাতঙ্গ সকলের বৃংহিত, আবরণ-যুক্ত রথসমুদায়ের শব্দ, পদাতিকদিগের কোলাহল ও ত্বরান্বিত, যোধবৃন্দের পরস্পর চীৎকার, এই সমস্ত একত্রিত হইয়া গগণস্পর্শী সুমহান্ তুমুল নিনাদ হইতে লাগিল। তদনন্তর কর্ণ, শ্বেতপতাকা-যুক্ত, শ্বেতবর্ণঅশ্বান্বিত, হেমপৃষ্ঠ শরাসন ও নাগকক্ষ-চিহ্নিত কেতু-যুক্ত, শত শত শরাসন ও তূণপূর্ণ, অঙ্গদ কিঙ্কিণী ও আবরণ-বস্ত্রালঙ্কৃত, শতঘ্নী শক্তি শূল তোমর-প্রভৃতি প্রহরণ-ধারী, বিমল সূর্য্যতুল্য প্রভায় দীপ্যমান রথে আরোহণ করিয়া স্বর্ণজালালঙ্কৃত শঙ্খধ্বনি ও সুবর্ণ-বিভূষিত সুবিপুল শরাসন পরিচালন করত দৃশ্যমান হইলেন। হে আর্য্য! কৌরবগণ উদয়োন্মুখ তিমিরহারী দিবাকরের ন্যায় রথি-প্রবর মহাধনুর্দ্ধর দুরাসদ কর্ণকে রথস্থ দেখিয়া কেহই আর ভীষ্মের, দ্রোণের বা অন্যান্য যোধগণের মৃত্যু জন্য বিপদ্ জ্ঞান করিলেন না। হে নরশার্দ্দূল! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধারী শক্রতাপন কর্ণ শঙ্খশব্দে যোধগণকে সত্বর করত কৌরবদিগের সুমহৎ বল চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তৎকালে মকরাকার ব্যূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবার অভিলাষে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহারাজ! মকরের মুখভাগে স্বয়ং কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে শৌর্য্যসম্পন্ন শকুনি ও মহারথ উলূক, মস্তকে অশ্বত্থামা, গ্রীবায় দুর্য্যোধনের সমুদায় সহোদরগণ, মধ্যভাগে বহুতর সৈন্য-সমন্বিত রাজা দুর্য্যোধন, বামপাদে গোপজাতীয় যুদ্ধ-দুর্ম্মদ নারায়ণ সৈন্যে পরিবৃত কৃতবর্ম্মা, দক্ষিণপাদে দাক্ষিণাত্য ও মহাধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত সৈনিকগণে পরিবৃত সত্যবিক্রান্ত কৃপাচার্য্য, বাম অনুপাদে মদ্রদেশীয় বহুল সৈন্য-সহ শল্য, দক্ষিণ অনুপাদে সহস্ররথান্বিত ও তিনশত হস্তিযুক্ত সত্যপ্রতিজ্ঞ সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে বহুলসেনাপরিবৃত মহাবীর্য্য-সম্পন্ন ভ্রাতৃ-ভূপতিদ্বয় চিত্র ও চিত্রসেন অবস্থিত হইলেন।

হে রাজেন্দ্র! পুরুষ-পুঙ্গব কর্ণ সেইরূপে যুদ্ধযাত্রা করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের মুখাবলোকনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, ভ্রাতঃ! এই সংগ্রামে কর্ণ মহারথ-বীরগণে পরিরক্ষিত কৌরব-সৈন্যকে যেরূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা অবলোকন কর। দুর্য্যোধনের প্রধান প্রধান যোধগণ নিহত হওয়ায় এই মহতী চমূ-মধ্যে অসার সৈনিকমাত্র অবশিষ্ট আছে; সুতরাং আমি ইহাকে তৃণতুল্য বোধ করিতেছি। দেব অসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর মহোরগাদি-সম্বলিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় যাঁহারে পরাজিত করিতে পারে না, সেই রথি-প্রবর মহাধনুর্দ্ধারী একমাত্র কর্ণই ইহাতে বিরাজ করিতেছেন। অতএব হে মহাবাহো অর্জ্জুন! অদ্য তাঁহারে বিনষ্ট করিলেই তোমার বিজয় হইতে পারে এবং আমারও দ্বাদশবর্ষব্যাপী হৃদয়-শল্য উদ্ধৃত হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অদ্য স্বেচ্ছানুসারে ব্যূহ বিন্যাস কর।

শ্বেতবাহন তৃতীয় পাণ্ডব, অগ্রজের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সৈন্যের প্রতিকূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নিজ সৈন্যের ব্যূহ বিন্যাস করিলেন। ব্যূহের বামভাগে ভীমসেন, দক্ষিণাংশে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যভাগে রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন, ধর্ম্মরাজের পশ্চাদ্ভাগে নকুল ও সহদেব ব্যবস্থিত হইলেন। পাঞ্চালরাজপুত্র যুধামন্যু ও উত্তমৌজা চক্ররক্ষক হইলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনের রক্ষাধীন ছিলেন,

সুতরাং সংগ্রামে তাঁহারে পরিত্যাগ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বীরবর নৃপতিগণ কবচ ধারণ করিয়া যথাসাধ্য যত্ন ও উৎসাহ-পূর্ব্বক ভাগানুসারে ব্যূহের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাধানুষ্ক পাণ্ডবগণ ও ভবদীয় তনয়েরা এইরূপে মহাব্যূহ বিন্যাস করিয়া যুদ্ধের নিমিত্তেই মনোনিবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন ও তাঁহার বান্ধবগণ কর্ণ-দ্বারা সমরে ভবদীয় সৈন্যের ব্যূহ-বিন্যাস দর্শনে পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও নিজ সেনার ব্যূহ দর্শনে ভবদীয় পুত্রগণকে ও কর্ণকে হত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। হে জনাধিপ! অনন্তর উভয় সেনার চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ভেরী পণব আনক দুন্দুভি ডিণ্ডিম ঝর্ঝর প্রভৃতি বাদ্য সকলের মহাশব্দ হইতে লাগিল। জয়াভিলাষী শূর সকলের সিংহনাদ, তুরঙ্গের হ্রেষিত, মাতঙ্গের বৃংহিত ও রথচক্রের উগ্র শব্দে দশ দিক্ পরিব্যাপ্ত হইল। ব্যূহের অগ্রভাগে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে বর্ত্তমান দেখিয়া কেহই আর দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুজন্য বিপদ্ জ্ঞান করিল না। উভয়-সৈন্য-মধ্যে যোধগণ বলপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের সংহারার্থে যুদ্ধ করিতে হৃষ্টচিত্ত হইল। মহারাজ! সেই রণস্থলে কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পর ব্যবস্থিত দেখিয়া যত্ন ও সংরম্ভ-সহকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কুরু-পাণ্ডব উভয় সৈন্য যেন নৃত্য করিতে করিতে পরস্পর মিলিত হইল। সমরাভিলাষী যোধগণ স্ব স্ব সহকারী ও তৎসহকারী সৈনিকগণের সহিত নির্গত হইলেন। তদনন্তর পরস্পর হননোন্মুখ অশ্বী, রথী, গজী ও পদাতিকগণের সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

যুদ্ধারম্ভে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই দেবাসুর-সদৃশ সুবৃহৎ সৈন্যদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অতি হৃষ্ট-চিত্তে সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অশ্বী, গজী, রথী ও প্রচণ্ড বিক্রম-শালী পদাতিকগণ দেহ ও পাপের ধ্বংসবিধায়ী নিরতিশয় সংপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল। নরসিংহেরা নরসিংহগণের কান্তি ও গন্ধে পূর্ণচন্দ্র, প্রভাকর ও কমল সকলের তুল্য উত্তমাঙ্গসমূহ-দ্বারা ধরণীকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন;—অর্দ্ধচন্দ্র ভল্ল ক্ষুরপ্র অসি পট্টিশ পরশু-প্রভৃতি প্রহরণ-সমূহ-দ্বারা যোধগণের মস্তক সকল ছেদন করিতে থাকিলেন। স্থূল ও দীর্ঘবাহু-বিশিষ্ট বীরেরা স্ব-সদৃশ বীরদিগের আয়ুধ ও অঙ্গদ-যুক্ত বাহু সমস্ত ধরাতলে পাতিত করিলে তৎসমুদায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। করতল ও অঙ্গুলি সকলের রক্তিমাবর্ণ এবং আয়ুধ ও অঙ্গদ সকলের প্রভা একত্র হওয়ায় ঐ ছিন্নবাহু-সমুদায়ের এরূপ স্ফূর্ত্তি হইল, যেন রণভূমি, গরুড়বিনাশিত পঞ্চমুখ প্রচণ্ড ভুজঙ্গাবলি-দ্বারা দীপ্তি পাইতে থাকিল। স্বর্গবাসী লোকেরা যেমন পুণ্যক্ষয়ে বিমান সকল হইতে পতিত হয়, সেইরূপ বৈরিবিহত বীরবর্গ হস্তী, অশ্ব ও রথ-সমস্ত হইতে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন বীর সমরে অধিকতর বীর্য্যসম্পন্ন যোধগণের গুরুতর গদা, পরিঘ ও মুষলাঘাতে শত শত খণ্ডে চূর্ণিত হইয়া পড়িল। সেই তুমুল সংগ্রামে, রথ-দ্বারা রথ সকল, মত্ত হস্তিগণ-দ্বারা মত্ত করিযূথ এবং অশ্বারোহ দ্বারা অশ্বারোহ সমুদয় মথিত হইতে লাগিল। রথ-দ্বারা পদাতিগণ, মাতঙ্গদ্বারা রথ সকল, পত্তি-দ্বারা অশ্বারোহ সমুদয়, অশ্বারোহ-দ্বারা পদাতিক সকল, নাগ-দ্বারা রথ অশ্ব পদাতি, পত্তি-দ্বারা রথ অশ্ব হস্তী, অশ্ব-দ্বারা রথ পত্তি হস্তী এবং রথ-দ্বারা পদাতি ও হস্তি সকল নিহত হইয়া ভূমিশায়ী হইল। অশ্বী, রথী, গজী ও পদাতি সৈনিকেরা হস্ত, পদ, অস্ত্র ও রথ-দ্বারা অশ্বী, রথী, গজী ও পদাতিক সৈনিকদিগের সাতিশয় মর্দ্দন করিতে লাগিল। এইরূপে শূরগণ শত্রুসৈনাকে হত ও আহত করিতে আরম্ভ করিলে ভীমসেন-প্রভৃতি পাণ্ডবেরা আমাদিগের সৈন্যের প্রতি ধাবমান হই-

লেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীপুত্র-সকল, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি, চেকিতান, দ্রাবিড়দেশীয় সৈনিক-সমুদয় এবং পাণ্ড্য, চোল ও কেরল সৈন্যগণ, সকলেই সেই মহাব্যূহে পরিবৃত হইয়া অগ্রসর হইল। হে রাজন্! সেই সুদৃঢ়-বক্ষস্থল, দীর্ঘ-বাহু, অত্যুচ্চ-দেহ, বিশাল-লোচন, রক্ত-দন্ত, নানাবর্ণ-বিচিত্রিত বসন ও শিরোভূষণে বিভূষিত, বিবিধ গন্ধদ্রব্য-চূর্ণে বিলেপিত-সর্ব্বাঙ্গ, মত্তমাতঙ্গ-তুল্য বিক্রান্ত, বারণ-বলেরও নিবারণ-কারী, খড়্গধারী ও পাশপাণি বীরগণ পরস্পর তুল্য-মৃত্যু জ্ঞান করত কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিল না। সাত্যকির ঘোরতর রূপ ও পরাক্রম-শালী, বিবিধভূষণ-ধারী, দীর্ঘ-কেশী ও প্রিয়ম্বদ অন্ধ্রজাতীয় পত্তিবৃন্দ ধনুর্ব্বাণ ধারণ-পূর্ব্বক প্রধাবিত হইল। অনন্তর চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, করূষ, কোশল, কাঞ্চী ও মগধদেশীয় শূরেরাও দ্রুত-বেগে ধাবমান হইল। তাহাদিগের মধ্যে রথী, অশ্ববার, গজারোহ ও উগ্রমূর্ত্তি প্রধান প্রধান পদাতি সকল বিবিধবাদ্য-ধ্বনি শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া নৃত্য ও হাস্য করিতে লাগিল।

সেই মহাসৈন্যের-মধ্যে প্রধান প্রধান মহামাত্র-গণে পরিবেষ্টিত বৃকোদর গজস্কন্ধে আরোহণ-পূর্ব্বক ভবদীয় সৈন্যগণের অভিমুখীন হইলেন। সেই প্রচণ্ডতর মাতঙ্গরাজ বিধিবৎ সুসজ্জিত হইয়া বৃকোদরকে ধারণ করত, উদয়াচল-ভবনের অগ্রভাগে দিবাকর উদিত হইলে ঐ পর্ব্বতের যাদৃশী শোভা হয়, সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল এবং তাহার উৎকৃষ্ট রত্নরাজি-ভূষিত লৌহময় বর্ম্ম, নক্ষত্রনিচিত শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশিত হইল। চারু-মৌলি-বিরাজিত উত্তমালঙ্কার-ভূষিত ভীমসেন সত্বর তোমর পরিচালন করত শারদীয় মাধ্যাহ্নিক দিবাকরের ন্যায় তেজোদ্বারা বিপক্ষগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! গজারূঢ় ক্ষেমধূর্ত্তি দূর হইতে ভীমের সেই মাতঙ্গকে দর্শন করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে প্রসন্নতর-চিত্ত ভীমসেনকে আহ্বান করত ধাবমান হইলেন। অনন্তর উভয়ের সবৃক্ষ মহা-পর্ব্বত-তুল্য ভয়ঙ্কর দ্বিরদদ্বয়ের যদৃচ্ছাক্রমে যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই বীরদ্বয়ের গজবর-যুগল পরস্পর সংগ্রাম আরম্ভ করিলে তাঁহারা সূর্য্যরশ্মি-প্রতিম তোমরাস্ত্র-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রবল-রূপে বিদ্ধ করিয়া চীৎকার করিতে থাকিলেন; পরে মাতঙ্গ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করত ধনুর্ব্বাণ লইয়া পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সিংহনাদ বাহ্বাস্ফোট ও বাণশব্দ শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইল। সেই মহাবল-পরাক্রান্ত রণকোবিদ বীরদ্বয় বাত-কম্পিত-পতাকাযুক্ত সমুন্নতকর করিযুগলে পুনরায় আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর শরাসন ছেদন করিয়া বারি বর্ষণ-দ্বারা বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায়, শক্তি তোমর বর্ষণ-দ্বারা গর্জ্জন করিতে থাকিলেন। তৎকালে ক্ষেমধূর্ত্তি সিংহনাদ করত অতিবেগে সপ্তসংখ্যক তোমর নিক্ষিপ্ত করিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে ভীমসেন ক্রোধে প্রজ্বলিত-কায় হইয়া অঙ্গ সংলগ্ন তোমরগণ-দ্বারা, মেঘাবলি-দ্বারা সপ্তাশ্ব প্রভাকরের ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর তিনি যত্নবান্ হইয়া ভাস্করসম-প্রভান্বিত বেগগামী লৌহ-ময় তোমর বিসর্জ্জন করিলেন। তদনন্তর কুলূতা-ধিপতি ক্ষেমধূর্ত্তি ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক দশ শায়ক-দ্বারা তোমর ছিন্ন করিয়া ষষ্টিশর-দ্বারা বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ভীমসেন ধনুর্গ্রহণ করিয়া ঘন-গর্জ্জন-তুল্য সিংহনাদ করত শরবর্ষণ-দ্বারা শত্রুর হস্তীকে নিপীড়িত করিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তির হস্তী ভীমসেনের বাণে পীড়িত হইয়া, পুনঃপুন নিবারিত হইলেও, পবনচালিত জলদের ন্যায়, সংগ্রামস্থলে তিষ্ঠিতে অশক্ত হইল। পবনপ্রেরিত মেঘ যেমন মহা-বাত-পরিচালিত মেঘের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ ভীমসেনের নাগরাজ ক্ষেমধূর্ত্তির দ্বিরদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। প্রতাপ-শালী ক্ষেমধূর্ত্তি

নিজ মাতঙ্গকে নিবারিত করিয়া ভীমসেনের ধাবমান কুঞ্জরকে শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং উত্তমরূপে বিসর্জ্জিত আনতপর্ব্ব ক্ষুরধার শায়ক-দ্বারা শত্রুর শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তদীয় কুঞ্জরকে নিষ্পীড়িত করিলেন। অনন্তর ক্ষেমধূর্ত্তি সংগ্রামে ক্রুদ্ধ হইয়া নারাচনিচয়-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার দ্বিরদেরও সমুদয় মর্ম্মস্থানে আঘাত করিলেন। হে ভারত! ভীমসেনের সেই মহানাগ ক্ষেমধূর্ত্তির বাণে বিদ্ধ হইয়া মহীতলে পতিত হইল। মাতঙ্গের পতন না হইতে হইতেই ভীমসেন লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া গদাঘাতে ক্ষেমধূর্ত্তির কুঞ্জরকেও চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তি সেই বিমর্দ্দিত মাতঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অস্ত্র উত্থাপন করত ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলে, বৃকোদর গদা-দ্বারা তাঁহার সংহার করিলেন। খড়্‌গপাণি ক্ষেমধূর্ত্তি গদাহত ও গতপ্রাণ হইয়া, অশনি-বিদারিত শৈলসন্নিধানে বজ্রহত সিংহের ন্যায় সেই নিহত নিজ-মাতঙ্গের পার্শ্বে নিপতিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! কুলূতদিগের যশস্কর সেই নরপতিকে নিহত দেখিয়া ভবদীয় সৈন্যগণ ব্যথিত-চিত্তে পলায়ন-পরায়ণ হইল।

ক্ষেমধূর্ত্তিবধে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর বীরবর কর্ণ, পাণ্ডব-সেনার প্রতি সন্নতপর্ব্ব-শর-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহারথ পাণ্ডবেরা যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমক্ষেই দুর্য্যোধনের বাহিনীকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেইরূপ কর্ণও কর্ম্মকারপরিমার্জ্জিত প্রভাকর-করপ্রভ সুতীক্ষ্ণ নারাচ-নিচয়-দ্বারা পাণ্ডবী চমূ হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভারত! বিপক্ষদিগের মাতঙ্গ সকল তদীয় বাণে তাড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর নিনাদ করত অবসন্ন ও ম্লানভাবে দশদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল। হে নৃপতে! সূতনন্দন এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নকুল সেই মহারথের প্রতি সত্বর ধাবমান হইলেন। সেই বীরক্ষয়কর সমরে ভীমসেন অভিমুখাগত অশ্বত্থামার প্রতি, সাত্যকি কেকয়দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দের প্রতি, চিত্রসেন রাজা শ্রুতকর্ম্মার প্রতি, প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্র কেতন ও শরাসন-যুক্ত চিত্রের প্রতি, দুর্য্যোধন ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি, ধনঞ্জয় ক্রোধান্বিত সমুদয় সংশপ্তক সৈন্যের প্রতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের প্রতি, অক্ষয়সত্ত্ব-সম্পন্ন শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার প্রতি, শ্রুতকীর্ত্তি শল্যের প্রতি এবং মাদ্রীপুত্র প্রতাপবান্ সহদেব আপনকার পুত্র দুঃশাসনের প্রতি দুষ্কর কর্ম্ম করত ধাবমান হইলেন। হে ভারত! সংগ্রামে বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকিকে এবং সাত্যকিও তাঁহাদিগকে প্রদীপ্ত শরবর্ষণ-দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেমন দন্তযুগল-দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ সেই বীর্য্য-সম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয় মহারণে বাণরাজি-দ্বারা সাত্যকির হৃদয়ে অতিশয় আঘাত করিলেন এবং সাত্যকির শরাঘাতে তাঁহাদিগের মর্ম্মস্থান ভিন্ন হইলে তাঁহারা শায়ক বর্ষণ-দ্বারা সত্যকর্ম্মা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সাত্যকি হাস্য পূর্ব্বক শরবর্ষণ-দ্বারা দশদিক্ আচ্ছন্ন করত তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন। সাত্যকির বাণবর্ষণ-দ্বারা নিবার্য্যমাণ হইয়াও তাঁহারা নিজশায়ক-সমূহ-দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার রথ আচ্ছন্ন করিলেন। মহাযশা শূরতনয় সমরে শাণিতশর-দ্বারা তাঁহাদিগের বিচিত্র ধনুর্দ্দ্বয় ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন, পরন্তু বিন্দ ও অনুবিন্দ অপর বিচিত্র শরাসনযুগল ও মহাশায়ক সকল গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা সাত্যকিকে আচ্ছন্ন করত দ্রুতপদে ও সুকৌশলে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ধনুর্ম্মুক্ত কঙ্কপত্র-ভূষিত স্বর্ণালঙ্কৃত শায়ক সমস্ত দশদিক্ প্রকাশিত করত সাত্যকির উপরি পতিত হইল। সেই মহাযুদ্ধে তাঁহাদিগের বাণ বর্ষণে ঘোরতর

অন্ধকার হইল এবং সেই মহারথগণ পরস্পর পরস্পরের শরাসন ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি, সংগ্রামে ক্রুদ্ধ হইয়া, অপর এক শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা অনুবিন্দের শিরশ্ছেদন করিলেন। মহারণে নিহত শম্বরাসুরের মস্তকের ন্যায়, অনুবিন্দের সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত মহামস্তক সমস্ত কৈকেয়দিগকে শোকাতুর করত শীঘ্র ধরাতলে পতিত হইল। শৌর্য্য-শালী অনুবিন্দকে নিহত দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতা মহারথ বিন্দ অপর এক ধনুতে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক সাত্যকিরে পরিবারিত করিলেন, এবং স্বর্ণপুঙ্খ ষষ্টিসঙ্খ্য শাণিত শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করত "স্থির হও, স্থির হও," এই কথা বলিতে লাগিলেন। অনন্তর কৈকেয়দিগের মহারথ বিন্দ শীঘ্রহস্তে সাত্যকির বাহুদ্বয় ও বক্ষস্থলে বহুসহস্র বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। হে রাজন্! সত্যবিক্রম সাত্যকি শর-দ্বারা ক্ষতসর্ব্বাঙ্গ হইয়া সপুষ্প কিংশুক তরুর ন্যায় শোভিত হইলেন। সমরে মহাত্মা কৈকেয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া সাত্যকি যেন হাস্য করিতে করিতে পঞ্চবিংশতি শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই রথি-প্রবরেরা উভয়ে উভয়ের শোভন ধনুশ্ছেদন করিয়া সারথি ও অশ্ব সকল সংহার-পূর্ব্বক বিরথ হইয়া অসিযুদ্ধ করিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। দেবাসুর-সমরে মহাবল জম্ভ ও বাসব যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, সেই সুন্দরবাহু-যুক্ত অসিবরধারী সাত্যকি ও বিন্দ শতচন্দ্র-চিত্রিত চর্ম্ম-যুগল গ্রহণ-পূর্ব্বক রণস্থলে তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মহারণে মণ্ডলাকারে বিচরণ করত সংগ্রামার্থে পরস্পর সত্বর সন্নিহিত হইলেন এবং পরস্পরের বধনিমিত্ত অনুত্তম যত্ন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সাত্বতবংশবরিষ্ঠ সাত্যকি, বিন্দের সেই ফলক দুইভাগে ছেদন করিলেন। কৈকেয়াধিপতি বিন্দও উক্তরূপে সাত্যকির শততারকাপরিকীর্ণ চর্ম্ম ছেদন-পূর্ব্বক মণ্ডলগতি ও গত-প্রত্যাগত গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কৈকেয়রাজ অসিবর ধারণ-পূর্ব্বক এইরূপে মহারঙ্গভূমি-মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে, সাত্যকি সত্বর হইয়া বক্রহস্তে তাঁহাকে ছেদন করিলেন। হে রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর বিন্দ কবচের সহিত দুই খণ্ডে ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় মহারণে পতিত হইলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন রথ-সত্তম শত্রু-তাপন সাত্যকি সংগ্রামে তাঁহাকে নিহত করিয়া অবিলম্বে যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিলেন, পরে অপর এক সুসজ্জিত রথে অবস্থান-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কৈকেয়দিগের মহৎ সৈন্যকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই বধ্যমানা মহতী চমূ সাত্যকির শরবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিল।

বিন্দানুবিন্দবধে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর শ্রুতকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে পঞ্চাশৎ শায়ক-দ্বারা চিত্রসেন-মহীপতিকে আঘাত করিলেন। অভিসারাধিপতি চিত্রসেনও নতপর্ব্ব নব শর-দ্বারা শ্রুতকর্ম্মাকে আঘাত করিয়া পঞ্চবাণ-দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর শ্রুতকর্ম্মা সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া সেনামুখে চিত্রসেনের মর্ম্মদেশে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! মহাত্মা শ্রুতকর্ম্মার নারাচ-দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সেই বীরবর মোহিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। ইত্যবসরে মহাযশা শ্রুতকীর্ত্তি, ভূপতি শ্রুতকর্ম্মাকে নবতি শর-দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। মহারথ চিত্রসেনও কিয়ৎকালানন্তর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভল্ল-দ্বারা তাঁহার ধনুশ্ছেদন-পূর্ব্বক সপ্ত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শ্রুতকর্ম্মা শত্রুবেগ সংহারক সুবর্ণভূষিত অপর এক শরাসন গ্রহণ করিয়া শরতরঙ্গরাজি-সহকারে চিত্রসেনকে বিচিত্ররূপ-ধারী করিলেন। বি-

চিত্রমাল্যধারী যুবা রাজা চিত্রসেন শরে শরে চিত্রিত হইয়া, গোযুথ-মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্গাদিমণ্ডিত প্রাপ্তবয়স্ক বৃষভের ন্যায়, রঙ্গভূমি-মধ্যে শোভা-ভাজন হইলেন। অনন্তর সেই শূরবর বেগে নারাচ নিক্ষেপ করত শ্রুতকর্ম্মার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন, এবং "থাক থাক" পুনঃপুন এই কথা কহিতে লাগিলেন। শ্রুতকর্ম্মা সমরে নারাচবিদ্ধ হইলে, পর্ব্বত হইতে গৈরিক-রসের ন্যায়, তাঁহার গাত্র হইতে রুধির-ক্ষরণ হইতে লাগিল। সেই বীরবর, রুধির-দ্বারা লিপ্ত ও সমুদ্ভাসিত-কলেবর হইয়া, কুসুমিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভিত হইলেন। হে মহারাজ! বিপক্ষাক্রান্ত শ্রুতকর্ম্মা তখন ক্রোধান্বিত হইয়া চিত্রসেনের বৈরিবারণ কার্ম্মুক খানি দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, অনন্তর সেই ছিন্নধন্বা মহাত্মাকে সুপুঙ্খযুক্ত তিনশত নারাচ-দ্বারা আচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করত অপর এক সুশাণিত তীক্ষ্ণ ভল্ল-দ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণসহ মস্তক হরণ করিলেন। স্বর্গ হইতে মহীতলে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত চন্দ্রমার ন্যায় চিত্রসেনের সেই দীপ্তিশালী মস্তক ভূমিতলে পতিত হইল। হে আর্য্য! চিত্রসেনের সেই সৈন্যগণ অভিসারেশ্বরকে নিহত দেখিয়া অতি বেগে পলায়ন করিল। অনন্তর, অন্তকালে প্রেতরাজ কৃতান্ত যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বভূত সংহার করেন, তদ্রূপ সেই মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্ম্মা ক্রোধপরীত হইয়া শরবর্ষণ-দ্বারা সেই সমস্ত সৈণ্যগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। হে নরপতে! আপনকার মহাধনুর্দ্ধর পৌত্র-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া তাহারা দাবদগ্ধ গজযূথের ন্যায় দিকে দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুতকর্ম্মা তাহাদিগকে বিপক্ষজয়ে নিরুৎসাহ ও পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ শায়ক-দ্বারা তাড়িত করত বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর প্রতিবিন্ধ্য সমরে অবতীর্ণ হইয়া পঞ্চশর-দ্বারা চিত্রকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন এবং এক বাণে তাঁহার রথধ্বজ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধ্বজ ছিন্ন করিয়া তিনি সুবর্ণপুঙ্খ উজ্জ্বলাগ্র কঙ্কপত্রবেগিত নয় ভল্ল-দ্বারা চিত্রের বাহু-যুগল ও বক্ষস্থল আহত করিলেন। হে ভারত! তৎপরে প্রতিবিন্ধ্য শায়ক-সমূহ-দ্বারা তাঁহার ধনুশ্ছেদন-পূর্ব্বক শাণিত পঞ্চবাণ-দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর চিত্র স্বর্ণঘণ্টা-যুক্ত দুরাসদ অগ্নিশিখার ন্যায় ভয়ানক এক শক্তি গ্রহণ করিয়া আপনকার পৌত্র প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত করিলেন। প্রতিবিন্ধ্য যেন হাস্য করিতে করিতে সমরে উল্কার ন্যায় সম্মুখে আপতিত সেই শক্তিকে তৎক্ষণাৎ তিন খণ্ডে ছিন্ন করিলেন। প্রতিবিন্ধ্যের শাণিত শর-সমূহে ত্রিখণ্ডিত হইয়া সেই শক্তি সর্ব্বভূতের ভয়োৎপাদন-কারী প্রলয়কালীন বজ্রের ন্যায় সংগ্রামস্থ লোক সকলের ত্রাস জন্মাইয়া ভূমিতে পতিত হইল। শক্তি বিনষ্ট হইল দেখিয়া চিত্র তখন ক্রোধ-পূর্ব্বক সুবর্ণজালমণ্ডিত মহাগদা লইয়া প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারণে চিত্র-নিক্ষিপ্ত সেই ভীষণ গদা প্রতিবিন্ধ্যের সারথি ও অশ্ব সকল বিনষ্ট করিল এবং রথ ভগ্ন করিয়া বেগে ভূতলে পতিত হইল। হে ভারত! রথ ভগ্ন হইবার সময়েই প্রতিবিন্ধ্য লম্ফ-প্রদানে তাহা হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া চিত্রের প্রতি স্বর্ণঘণ্টালঙ্কৃত এক শক্তি নিক্ষিপ্ত করিলেন। মহারাজ! মহামনা রাজা চিত্র সেই পতনোন্মুখ শক্তিটা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাই লইয়া প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই মহাপ্রভা শক্তি সমরে শূরবর প্রতিবিন্ধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ বাহু ভেদ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইল এবং বজ্রের ন্যায় সেই প্রদেশকে উদ্ভাসিত করিল। হে রাজন্! অনন্তর প্রতিবিন্ধ্য অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া চিত্রের বিনাশ বাসনায় হেমভূষিত এক তোমর প্রেরণ করিলেন। সেই তোমর চিত্রের বর্ম্ম ও হৃদয় ভেদ করিয়া, গর্ত্ত-মধ্যে মহাসর্পের ন্যায়, বেগে ভূমিগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

তোমর-দ্বারা সমাহত রাজা চিত্রও তখন পরিঘ-তুল্য স্থূল ও বিশাল বাহু-যুগল প্রসারণ-পূর্ব্বক ভূমি শায়ী হইলেন। হে মহারাজ! ভবদীয় সমর-শোভাকর সৈনিকগণ চিত্রকে নিহত দেখিয়া সর্ব্ব দিক্ হইতে বেগে প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবিত হইল এবং মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যদেবকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ বহুবিধ বাণ ও কিঙ্কিণী-যুক্ত শতঘ্নী শস্ত্র-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা তাঁহারে আচ্ছন্ন করিল। মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য সমরে সেই সমস্ত সৈন্যকে শস্ত্রজালে পীড়িত করত, বজ্রপাণি দেবরাজ যেমন অসুর-সৈন্য ভগ্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভবদীয় সৈন্যকে পলায়ন-পরায়ণ করিলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ সংগ্রামে এইরূপে ভবদীয় সৈন্যগণকে আঘাত করিতে থাকিলে, তাহারা পবন-প্রহিত মেঘের ন্যায় সহসা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। এইরূপে বল সকল আহত ও সর্ব্বদিকে পলায়মান হইলে, একমাত্র অশ্বত্থামা মহাবল ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দেবাসুর-সংগ্রামে বৃত্র ও বাসবের ন্যায়, তাঁহাদিগের সহসা ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

চিত্রবধে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মর্ম্মবেদী শীঘ্রহস্ত অশ্বত্থামা অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া অস্ত্র-নৈপুণ্য প্রদর্শন করত বাণ-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সমুদয় মর্ম্মস্থান লক্ষ্য করিয়া শাণিত নবতি শর-দ্বারা পুনরায় আঘাত করিলেন। হে রাজন্! ভীমসেন, অশ্বত্থামার নিশিত শায়ক-সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া অংশুমালী দিবাকরের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং সুবিমুক্ত শর-সহস্র-দ্বারা দ্রোণ-নন্দনকে আচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা অবলীলাক্রমে শর-দ্বারা শর সকল নিবারিত করিয়া পাণ্ডুপুত্রের ললাটে এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। হে নৃপ! বনচারী গর্ব্বিত খড়্গ অর্থাৎ গণ্ডার যেমন ললাটে শৃঙ্গ ধারণ করে, পরাক্রান্ত ভীমসেন সেইরূপ ললাটস্থ বাণ ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে শরত্রয়-দ্বারা অশ্বত্থামার ললাট বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ ললাটস্থ বাণত্রয়-দ্বারা বর্ষাকাল-পরিষিক্ত ত্রিশৃঙ্গ গিরিবরের ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর দ্রোণ-নন্দন শত শত শর-দ্বারা পাণ্ডুপুত্রকে পীড়িত করিলেন, কিন্তু বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ তাঁহাকে কম্পিত করিতে সক্ষম হইলেন না। অশ্বত্থামা যেমন ভীমের প্রতি বাণ বর্ষণ করিলেন, সেইরূপ ভীমও সম্যক্ হৃষ্টচিত্তে অশ্বত্থামাকে শরশত-দ্বারা পীড়িত করিলেন; কিন্তু জলপ্রবাহ যেমন অচলকে সচল করিতে অসমর্থ, সেইরূপ তাঁহাকে বিচলিত করিতে অপারক হইলেন। সেই উৎকট-বলশালী মহারথ বীরদ্বয় উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পরস্পর ঘোরতর শরবর্ষণ-দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছন্ন করত, লোকক্ষয়কর প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায়, শোভিত হইতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন তাঁহাদিগের নিজ কিরণ-স্বরূপ শরোত্তম সকল তাঁহাদিগকে তাপিত করিতে লাগিল। অনন্তর সেই নরবর-যুগল মহারণে নির্ভয়-চিত্তে শর-সমূহ-বর্ষণ-দ্বারা পরস্পর আক্রমণ ও প্রতিকারে যত্ন করত, শায়ক-স্বরূপ দন্ত ও ধনুঃস্বরূপ মুখযুক্ত ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র-যুগলের ন্যায়, রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী শরজালে তাঁহারা, গগণে জলদজালাচ্ছন্ন দিবাকর ও নিশাকরের ন্যায় কখন অদৃশ্য হইতে থাকিলেন, আবার মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে মেঘজাল-বিমুক্ত মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় উভয়েই প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সুদারুণ সংগ্রাম-সময়ে অশ্বত্থামা, বৃষ্টিধারায় পর্ব্বতের ন্যায়, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণধারায় ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করত তাঁহারে আপনার দক্ষিণভাগে অবস্থাপিত করিলেন। পরন্তু ভীম শত্রুর সেই বিজয়লক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না। হে রাজন্! তিনি অশ্বত্থামার দক্ষিণভাগ হইতেই মণ্ডল গতি ও

গতপ্রত্যাগতগতি সকলের বিভাগ-ক্রমে তাহার প্রতিকার করিতে লাগিলেন। মণ্ডলস্থান ও বিবিধ মার্গে পরিভ্রমণ করত সেই পুরুষ-সিংহযুগলের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। উভয়েই সম্পূর্ণ আয়ত শরাসন হইতে শররাজি বিসর্জ্জন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি আঘাত করত প্রাণ বধের উত্তম যত্ন করিলেন এবং পরস্পর বিরথ করিতেও চেষ্টিত হইলেন। পরে মহারথ অশ্বত্থামা মহাস্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত করিলে ভীম তদ্রূপ অস্ত্র-দ্বারাই তৎসমুদয় নিবারিত করিলেন। মহারাজ! তদনন্তর, প্রলয়-কালে গ্রহগণ-মধ্যে যেমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ উভয়ের ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ হইল। হে ভারত! উভয়বীরের হস্ত-বিমুক্ত বাণ সকল আপনকার সৈন্যের চতুষ্পার্শ্বে সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত করত পরস্পর সংলগ্ন হইতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জের বিধ্বংস সময়ে গগনমণ্ডল উল্কাপাতে আবৃত হইয়া যেরূপ ভয়ানক হইয়াছিল, অশ্বত্থামা ও ভীমের বাণ-সমূহে আচ্ছন্ন হইয়াও সেইরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হে ভরত-নন্দন! বাণ সকলের পরস্পর অভিঘাতে তথায় প্রদীপ্ত শিখা ও স্ফুলিঙ্গ-যুক্ত অগ্নি উত্থিত হইয়া উভয় সৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহারাজ! সেই রণস্থলে সিদ্ধ-পুরুষেরা আগমন করত এই কথা বলিলেন, "পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেসকল যুদ্ধ হইয়াছিল, এই যুদ্ধ তৎসমুদায়কেই অতিক্রম করিতেছে। অন্যান্য যুদ্ধ ইহার ষোড়শাংশের একাংশ তুল্যও নহে। ঈদৃশ যুদ্ধ পুনর্ব্বার কখনই ঘটিবে না। অহো! এই ব্রাহ্মণ-কুমার ও ক্ষত্রিয়-নন্দন কি অসাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন! ইহাঁদিগের কি পরাক্রম! কি শৌর্য্য! ভীমসেনের কি অতুল বল! অশ্বত্থামার কি অস্ত্রপ্রয়োগ-নৈপুণ্য! ইহাঁদিগের বীর্য্যের সারত্ব ও সৌষ্ঠব অতি আশ্চর্য্য! এই নরব্যাঘ্র উভয় বীরকে সংগ্রামে কালান্তক যমোপম ভয়ঙ্কর রূপে অবস্থিত দেখিয়া, বোধ হয়, রুদ্রদ্বয়, কি ভাস্করদ্বয় কি যমদ্বয় রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন।" সিদ্ধগণের এই সকল বাক্য মুহুর্মুহুঃ শ্রুত হইতে লাগিল এবং সমবেত সুরগণেরও সিংহনাদ হইতে থাকিল। সিদ্ধ ও চারণগণ তাঁহাদিগের এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। দেবগণ সিদ্ধবর্গ ও মহর্ষি সকল তৎকালে ভীমসেন ও অশ্বত্থামাকে সাধু শব্দে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সমরে পরস্পর কৃতাপরাধ সেই মহারথ শূরদ্বয় চক্ষুর্দ্বয় উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক পরস্পর নিরীক্ষণ করিলেন, ক্রোধে আরক্তলোচন ও কম্পিতাধর হইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ ও ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিলেন এবং শররূপ বারি ও শস্ত্র-প্রভারূপ বিদ্যুৎ-যুক্ত মেঘ-স্বরূপ হইয়া শরবর্ষণ-দ্বারা উভয়ে উভয়কে আচ্ছন্ন করিলেন। বোধ হইল বাণ ধারা বারি-ধারার ন্যায় ও শস্ত্র সকল বিদ্যুতের তুল্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই মহাসংগ্রামে তাঁহারা উভয়ে বাণ-দ্বারা পরস্পরের রথধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর উভয়ে উভয়ের বধাভিলাষী হইয়া ক্রোধভরে বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেনার অগ্রভাগে শর-নিকর-দ্বারা বিরাজমান সেই বজ্রতুল্য-বেগগামী দুরাসদ মহাবীরদ্বয় পরস্পর সন্নিহিত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিলেন এবং পরস্পরের বেগ ও শর-দ্বারা অতিমাত্র আহত হইয়া তখন রথোপরি পতিত হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর সারথি সমুদায় সৈন্যের সমক্ষে অশ্বত্থামাকে অচেতন দেখিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেল। এইরূপ ভীমসেনের সারথিও শত্রুতাপন পাণ্ডু-তনয়কে সমরে মুহুর্মুহু বিহ্বল হইতে দেখিয়া তাঁহাকে রথে লইয়া প্রস্থান করিল।

অশ্বত্থামা ও ভীমসেনের যুদ্ধে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংশপ্তক সৈন্যগণের ও অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের এবং অন্যান্য

ভূপালগণের সহিত পাণ্ডবদিগের যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকটে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বীরগণের শত্রুদিগের সহিত দেহ, প্রাণ ও পাপের বিনাশ-কারী যেপ্রকার সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা আমি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বৈরিবিঘাতক ধনঞ্জয় সাগর-সন্নিভ সংশপ্তক সৈন্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে, প্রবল বায়ু যেমন সমুদ্রকে বিলোড়িত করে, সেইরূপ বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন, এবং শাণিত ভল্ল-সমূহ-দ্বারা বীরগণের পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম-বদনান্বিত, সুন্দর নেত্র ভ্রূ ও দশন যুক্ত, মস্তক সকল ছেদন করিয়া নালশূন্য সরসীরুহ-সদৃশ তৎসমুদায়-দ্বারা পৃথিবীকে অচিরে আস্তীর্ণ করিলেন। হে রাজন্! সংগ্রামে অর্জ্জুন বিপক্ষগণের সুবর্ত্তুল, আয়ত, পুষ্ট, শস্ত্র ও তলত্র-যুক্ত, অগুরুচন্দন-ভূষিত, পঞ্চমুখ-ভুজগগণ-তুল্য বাহু সকল ক্ষুরধার-শর-দ্বারা ছেদন করিতে থাকিলেন; অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, শরাসন, শায়ক, হস্ত ও অরত্নি-সমস্ত ভল্ল সকল-দ্বারা পুনঃ পুন ছেদন করিলেন এবং আরোহি-সহ রথ, হস্তী ও হয়গণকে বহু সহস্র বাণ নিক্ষেপ-দ্বারা কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন সংশপ্তকদিগের প্রধান প্রধান বীরগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, পুষ্পবতী গবীর নিমিত্তে কোপাবিষ্ট বৃষভেরা যেমন গর্জ্জন করিতে করিতে অপর বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ হুংকার করিয়া তাঁহার অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন এবং বৃষভেরা যেমন শৃঙ্গ-দ্বারা অপর বৃষভকে তাড়না করে, সেইরূপ শরনিকর-দ্বারা সেই আঘাত-কারী ধনঞ্জয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন। ত্রৈলোক্য-বিজয়কালে দেবরাজ বজ্রপাণির সহিত দৈত্যগণের যেপ্রকার লোমাঞ্চকর ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুন ও উক্ত বীরপুরুষগণের যুদ্ধও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন নিজ অস্ত্র-দ্বারা শত্রুগণের সর্ব্বদিক্ হইতে আপতিত অস্ত্র সমস্ত নিবারণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে বহুতর বাণ বর্ষণ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। ফলত সমীরণ যেমন মহামেঘ সকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, শত্রুগণের ভয়বর্দ্ধন-কারী ধনঞ্জয় সেইরূপ বিপক্ষদিগের রথ-সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া দর্শকগণের বিস্ময়োৎপাদন করত একাকী সহস্র মহারথের কর্ম্ম করিলেন। উক্ত রথ সমুদায়ের ত্রিবেণু, চক্র, অক্ষ, ধ্বজ, যোক্ত্র, প্রগ্রহ, বর্ম্ম, কুবর, বন্ধুর, যুগ, অক্ষপ্রমণ্ডল, অশ্ব, সারথি, যোধ, আয়ুধ ও তূণীর, সমস্ত অঙ্গই ছিন্ন হইল। সেই সময়ে সিদ্ধ, দেবর্ষি ও চারণগণ স্তব করিতে লাগিলেন; দেবদুন্দুভি সকল শব্দিত হইতে লাগিল; কৃষ্ণার্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে থাকিল; এবং এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, যে বীরযুগল নিত্যকাল চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, পবনের বল ও সূর্য্যের প্রভা ধারণ করেন, তাঁহারাই এই কৃষ্ণার্জ্জুন।—ইহাঁরা সর্ব্বভূত-প্রবর বীরবর নরনারায়ণ। এক রথে স্থিত এই বীরদ্বয়, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের ন্যায় অজেয়।

হে ভারত! এই মহাশ্চর্য্য বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া দ্রোণ-তনয় অশ্বত্থামা সম্যক্ যত্নশীল হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং শত্রুসংহারকর-শরনিকর-বর্ষণ-কারী ধনঞ্জয়কে বাণযুক্ত হস্ত-দ্বারা সহাস্য বদনে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি আমাকে উপযুক্ত অতিথির ন্যায় উপস্থিত বলিয়া মান, তবে অদ্য সর্ব্বতোভাবে আমারে যুদ্ধের আতিথ্য প্রদান কর। সমরাভিলাষী আচার্য্য-তনয়ের এইরূপ আহ্বানে অর্জ্জুন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব! আমাকে সংশপ্তক সৈন্য বধ করিতে হইবে, এদিকে অশ্বত্থামাও যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছেন, ইহার মধ্যে অগ্রে কর্ত্তব্য কি, তাহা আমারে বল; যদি তোমার মত হয়, তবে অভ্যুত্থান-পূর্ব্বক ইহাঁরে অতিথি-সৎকার প্রদান কর।

এইরূপ কথিত হইয়া কেশিসূদন কৃষ্ণ জয়-সংক্রান্ত নিয়মানুসারে আহূত পার্থকে, বায়ু যেমন

ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে বহন করেন, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামার নিকটে লইয়া গেলেন এবং সেই রণোৎসুক-চিত্ত দ্রোণ-তনয়কে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক কহিলেন, "অশ্বত্থামন্! তুমি স্থির হইয়া শীঘ্র প্রহার কর ও অর্জ্জুনের বাণ সহ্য কর; যেহেতু অনুজীবিগণের প্রভু-প্রদত্ত অন্নপানাদি ভোগ নিমিত্ত প্রতিশোধের এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত। ব্রাহ্মণগণের বিবাদ অতি লঘুতর, কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের জয়পরাজয় অতি গুরুতর ব্যাপার। তুমি মোহবশত অর্জ্জুনের নিকটে যে দিব্য সৎক্রিয়া প্রার্থনা করিতেছ, এক্ষণে তাহা লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া স্থিরভাবে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ কর"। বাসুদেব কেশব এইরূপ কহিলে দ্বিজবর অশ্বত্থামা 'তাহাই হউক' বলিয়া ষষ্টি শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে এবং শরত্রয়-দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তিন বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলে, অশ্বত্থামা অন্য এক ভয়ঙ্কর ধনু গ্রহণ করিলেন, এবং নিমেষ-মধ্যে তাহাতে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক বাসুদেবের প্রতি তিন শত বাণ এবং অর্জ্জুনের প্রতি সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর দ্রোণনন্দন, কুপিত হইয়া ধনঞ্জয়কে সংগ্রামে সম্যক্‌রূপে স্তব্ধ করত তাঁহার প্রতি সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ শর বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে আর্য্য! যোগবলে সেই ব্রহ্মবাদীর তূণ, ধনু, ধনুর্গুণ, বাহুদ্বয়, করযুগল, অঙ্গুলিসকল, বক্ষস্থল, বদন, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, সমুদয় অঙ্গ, লোম, কবচ ও রথধ্বজ হইতে শায়ক-সমস্ত পতিত হইতে থাকিল। অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সেই সুমহৎ শরজাল-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে মহামেঘ-সমূহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, মাধব! দেখ গুরুপুত্র আমার প্রতি কি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন, মনে করিয়াছেন, আমাদিগকে শরসদনে প্রবেশিত করিয়া বধ করিবেন; কিন্তু আমি নিজ শিক্ষা এবং সামর্থ্য-দ্বারা উহাঁর এই সঙ্কল্প সংহার করিতেছি। এই বলিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, প্রভাকর যেমন নীহার সকল ছিন্ন ভিন্ন করেন, সেইরূপ অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত সেই সমুদয় শরের-মধ্যে প্রত্যেককে তিন তিন বাণে ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার সংশপ্তকগণের অশ্ব, গজ, রথ ও সারথি-সম্বলিত ধ্বজী, পত্তি ও রথী, সমুদয় সৈন্যকে সুতীক্ষ্ণ শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে যুদ্ধস্থলে যাহারা যাহারা যে যে রূপ-বিশিষ্ট দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলেই আপন আপন আত্মাকে শরজালে আচ্ছন্ন বোধ করিল। গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত বহুবিধ বাণ সকল ক্রোশাধিক অন্তরে অবস্থিত করিযুথ, অশ্ববৃন্দ ও সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিল। যেমন মহারণ্য-মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল কুঠার-দ্বারা ছিন্ন হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ ক্ষরন্মদ মাতঙ্গগণের শুণ্ড সকল বাণ-দ্বারা ছিন্ন হইয়া পতিত হইল, পশ্চাৎ বজ্রাহত পর্ব্বত-পুঞ্জের ন্যায় গজগণ সাদিসহ ভূতল-শায়ী হইতে লাগিল। ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বনগর সম সুসজ্জিত, সুবিনীত হয়-যুক্ত, যুদ্ধদুর্ম্মদ যোধগণে সমাস্থিত রথ-সমস্ত শরজালে খণ্ড খণ্ড করত রথস্থিত বিপক্ষগণের প্রতি নিরন্তর বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন এবং উত্তমালঙ্কারভূষিত অশ্বারোহিগণকে ও পত্তি সকলকেও বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যুগান্তকালের মার্ত্তণ্ড-স্বরূপ ধনঞ্জয় দুঃশোষসাগর-স্বরূপ সংশপ্তক সৈন্যকে সুতীক্ষ্ণ শরকিরণ-দ্বারা শুষ্ক করিয়া ফেলিলেন; পরে ত্বরান্বিত হইয়া, বাসব যেমন বজ্র-দ্বারা পর্ব্বত ভেদ করেন, সেইরূপ সূর্য্য-সদৃশ মহাবেগশালী নারাচনিচয়-দ্বারা দ্রোণ-তনয়রূপ মহাশৈলকে পুনর্ব্বার নিরতিশয় বিদ্ধ করিলেন। সমরাভিলাষী আচার্য্যপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তখন অশ্ব ও সারথির সহিত অর্জ্জুনকে বাণজালে বিদ্ধ করিবার নিমিত্তে সমাগত হইলেন এবং অর্জ্জুনও নিজ শর-দ্বারা তাঁহার নিক্ষিপ্ত বাণ সকল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর

অশ্বত্থামা নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া, কমনীয় অতিথির প্রতি যেমন গৃহ সমর্পণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুনের প্রতি শররাশি বিসর্জ্জন করিলেন। তদনন্তর, দাতা ব্যক্তি যেমন পংক্তি-বহির্ভূত যাচককে পরিত্যাগ করিয়া পংক্তিগ্রাহ্য যাচকের অভিলাষ পূর্ণ করেন, সেইরূপ অর্জ্জুন সংশপ্তক সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অশ্বত্থামার্জ্জুন যুদ্ধে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আকাশ-মণ্ডলে নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া শুক্র ও বৃহস্পতির যাদৃশ যুদ্ধ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের তুল্য কান্তিশালী অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে বিপথগামী গ্রহদ্বয়ের ন্যায় লোক সকলের ত্রাস-জনক হইয়া সুতীক্ষ্ণ শাণিত শরকিরণ-দ্বারা পরস্পরকে সন্তাপিত করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন নারাচ-দ্বারা অশ্বত্থামার ভ্রূমধ্য বিদ্ধ করিলে দ্রোণ-নন্দন ঊর্দ্ধরশ্মি রবির ন্যায় তদ্দ্বারা শোভিত হইলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শত শত শরে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া নিজ কর-নিকর-প্রদীপ্ত যুগান্তকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভাশালী হইলেন। অতঃপর বাসুদেব অভিভূত হইলে, অর্জ্জুন অশ্বত্থামার প্রতি এক সর্ব্বতোধার অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন এবং বজ্রাগ্নি ও যমদণ্ডকল্প বাণ-রাজি-দ্বারা তাঁহারে আহত করিলেন। অমিত-তেজস্বী অতি ঘোর-কর্ম্মা অশ্বত্থামা, যাদৃশ শরে আহত হইলে কৃতান্তও ব্যথিত হন, অতি প্রচণ্ড বেগশালী তাদৃশ সুপ্রযুক্ত শায়ক-সমূহ-দ্বারা কেশব ও অর্জ্জুনের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় যত্নপরায়ণ অশ্বত্থামার শর সকল সুপুঙ্খযুক্ত দ্বিগুণতর শরবর্ষণ দ্বারা সংহরণ-পূর্ব্বক অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত সেই বীরবরকে আচ্ছন্ন করিয়া সংশপ্তক সৈন্য-মধ্যে আগমন করিলেন এবং সুযুক্ত-বিশিখপুঞ্জ-সহকারে, অপরাঙ্মুখে অবস্থিত শত্রুগণের ধনুর্ব্বাণ, তূণ, ধনুর্গুণ, বাহু, কর, করতলস্থ শস্ত্র, ছত্র, কেতু, অশ্ব, রথ-দণ্ড, বস্ত্র, মাল্য, ভূষণ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, চিত্তরঞ্জন প্রিয়বস্তু সমুদায় ও মস্তক সমস্ত ছেদন করিতে লাগিলেন। সমরে কৃতযত্ন বীরবর যোধপুরুষেরা যে সকল সুসজ্জিত রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গের উপরি অবস্থিতি করিতেছিলেন, অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শর শত-দ্বারা নিরস্ত হইয়া তৎসমুদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিপতিত হইতে লাগিলেন। কিরীট, মাল্য ও মুকুট-কদম্বে সমুজ্জ্বল, প্রভাকর, পদ্ম ও পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বদনান্বিত, নর-মস্তক সমস্ত ভল্ল অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপ্র-প্রভৃতি বাণ-নিবহে কর্ত্তিত হইয়া ধরাতলে নিরন্তর পতিত হইতে থাকিল। অনন্তর অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ও নিষাদ দেশীয় বীরগণ ঐরাবত-সদৃশ গজবৃন্দে আরোহণ-পূর্ব্বক দেবারি-দর্প-হারী সুমহাতেজস্বী অর্জ্জুনকে হনন করিতে অভিলাষী হইয়া ধাবমান হইলেন। ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের মাতঙ্গ সকলের বর্ম্ম, মর্ম্ম, কর, সাদী, ধ্বজ ও পতাকা সকল ছেদন করিলেন, পশ্চাৎ তাহারা বজ্রাহত শৈলশিখরের ন্যায় পৃথিবীতলে পতিত হইল।

এইরূপে সেই গজ-সৈন্য সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইলে, বায়ু যেমন মেঘজাল-দ্বারা সমুদিত অংশুমালীকে আবৃত করে, সেইরূপ অর্জ্জুন বালার্কবর্ণ শরসমূহ-দ্বারা গুরুপুত্রকে আচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর দ্রোণ-নন্দন শায়ক-সমূহ-দ্বারা অর্জ্জুনের শর-সমুদয় নিরসন-পূর্ব্বক, বর্ষাকালের আরম্ভে মেঘ যেমন আকাশ-মণ্ডলে চন্দ্র-সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করত গর্জ্জন করে, তদ্রূপ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত শস্ত্র-দ্বারা পীড়িত হইয়া অশ্বত্থামা ও তদীয় অন্যান্য সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সহসা বাণান্ধকার অপনীত করিয়া সকলকেই সুপুঙ্খযুক্ত শরনিকর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সংগ্রামে সব্যসাচী কোন্ সময়ে বাণ সকলের গ্রহণ, সন্ধান বা পরিত্যাগ করিলেন, তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর

হইল না; পরন্তু তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ ও পদাতি সকল পরস্পর সংঘটিত ও হত হইয়া রহিয়াছে, ইহাই সকলে দেখিতে পাইল। তখন অশ্বত্থামা সত্বর হইয়া উত্তম উত্তম দশটি নারাচ সন্ধান-পূর্ব্বক এরূপ শীঘ্রহস্তে ও সুকৌশলে নিক্ষেপ করিলেন, যে বোধ হইল, যেন একটি মাত্র নারাচ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ঐ নারাচ সকলের মধ্যে তিনি পাঁচটি-দ্বারা অর্জ্জুনকে এবং অপর পাঁচটি-দ্বারা কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সেই কুবের ও ইন্দ্র-তুল্য সর্ব্বমনুষ্য মুখ্য কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উক্ত বাণে আহত হইয়া রুধির স্রাব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে তদ্রূপ অভিভূত দেখিয়া সকলে বিবেচনা করিল, ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য অশ্বত্থামার প্রহারে তাঁহারা সমরে নিহত হইলেন। অনন্তর দশার্হপতি কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন "আর অনবধান করিতেছ কেন? অবিলম্বে এই যোদ্ধাকে বিনষ্ট কর। ব্যাধির প্রতিকার না করিয়া উপেক্ষা করিলে তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে কষ্টকর ও দোষজনক হইয়া উঠে, উপেক্ষিত হইলে ইনিও সেইরূপ হইতে পারেন।" অপ্রমত্ত ধনঞ্জয় কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে তাহাই করিতেছি বলিয়া সাতিশয় প্রযত্ন-সহকারে বাণ বর্ষণ-দ্বারা অশ্বত্থামার চন্দন-সার-চর্চ্চিত ভুজযুগল, বক্ষস্থল, মস্তক ও উপমাশূন্য ঊরুদ্বয় ক্ষতবিক্ষত করিলেন। সমরে অতিমাত্র ক্রোধাসক্ত হইয়া তিনি গাণ্ডীবমুক্ত বিকর্ণাস্ত্র-সমূহ-দ্বারা অশ্বত্থামাকেও নিঃশেষে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকেও বল্গাচ্ছেদন-পূর্ব্বক ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। বাণবিদ্ধ বাহনগণ অশ্বত্থামাকে লইয়া অতি দূরে গমন করিল। হে আর্য্য! গোতমবংশ-বরিষ্ঠ মতিমান্ তরস্বী দ্রোণ-নন্দন অর্জ্জুন-শরে দৃঢ়তর অভিভূত হইয়া পবন-সম-বেগগামী বাহনগণ-দ্বারা স্থানান্তরিত হইলে মনে মনে বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে আর অভিলাষী হইলেন না। তিনি জানিতেন কৃষ্ণার্জ্জুন সংগ্রামে নিয়তই জয়ী হইয়া থাকেন, সুতরাং হতোৎসাহ ও হতাস্ত্রশস্ত্র হইয়া কর্ণের অশ্বরথ-নরসঙ্কুল সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অশ্বগণকে সংযত ও আশ্বস্ত করিয়া তথায় নিবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রৌষধিক্রিয়াযোগ-দ্বারা দেহ হইতে ব্যাধি যেমন নিঃসৃত হয়, সেইরূপ অশ্বত্থামা সমরে অনিচ্ছু হইয়া অশ্বগণ-দ্বারা রণ-স্থল হইতে অপসৃত হইলে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বাতোদ্ধূত পতাকাযুক্ত ঘোরতর শব্দশালী রথ-দ্বারা সংশপ্তক সৈন্যগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অশ্বত্থাম-পরাজয়ে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর উত্তরদিকে পাণ্ডবসেনা-মধ্যে দণ্ডধার-কর্তৃক বধ্যমান অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পত্তিগণের মহাশব্দ উত্থিত হইল। কেশব গরুড় ও বায়ুসম-বেগগামী অশ্বগণকে চালনা করিতে করিতেই সহসা রথবেগ নিবারণ করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, অতুল্য বিক্রমশালী মাগধ-প্রবর দণ্ডধার শত্রুবল সংহারকারী মাতঙ্গ, অস্ত্রশিক্ষা বা সামর্থ্য, কোন বিষয়েই ভগদত্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন; অতএব অগ্রে ইহাঁকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ সংশপ্তক সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিও। এই কথা বলিবার পরেই তিনি অর্জ্জুনকে দণ্ডধার-সন্নিধানে লইয়া গেলেন। গ্রহগণ-মধ্যে অসহনীয় কেতুগ্রহের ন্যায় গজযুদ্ধে অসহনীয় সেই দারুণ কর্ম্মকারী মাগধ-প্রবর, ধূমকেতুরূপী উৎপাতগ্রহ যেমন সমগ্র ভূমণ্ডল বিলোড়িত করে, সেইরূপ বিপক্ষদিগের সৈন্য সমুদয় প্রমথিত করিতে লাগিলেন। সেই বীরবর শত্রু-মর্দ্দন ও মহামেঘ-তুল্য গর্জ্জন-কারী গজাসুর সম সুসজ্জিত গজরাজে আরোহণ করিয়া শর-দ্বারা সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সেই মাতঙ্গবর, তুরঙ্গ সারথি-সম্বলিত রথ ও মনুষ্য সকলকে আক্রমণ-পূর্ব্বক পাদচতুষ্টয়-দ্বারা চূর্ণিত করিল, পদদ্বয়-দ্বারা করিগণকে বিমর্দ্দিত করিতে থাকিল এবং

শুণ্ড-দ্বারা কালচক্রের ন্যায় সমুদয় সংহার করিতে লাগিল। মাতঙ্গেরা যেমন মর্ম্মর শব্দে ঘনতর নলবন দলন করে, দণ্ডধার ঐ পরাক্রান্ত গজবর-দ্বারা কৃষ্ণলৌহ-নির্ম্মিত-বর্ম্মালঙ্কৃত অশ্ব ও সাদিগণকে নিপাতিত করিয়া পদাতি-বৃন্দের সহিত সেইরূপ বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন জ্যাতল ও রথচক্র-সমুদায়ের নিনাদে এবং মৃদঙ্গ ভেরী ও শঙ্খ-সমূহের শব্দে পরিপূর্ণ, সহস্র সহস্র অশ্ব রথ ও মাতঙ্গগণে সমাকীর্ণ রণস্থলে উত্তম রথোপরি আরোহণ করিয়া সেই গজ-রাজের প্রতি আক্রমণ করিলে পর দণ্ডধার তাঁহার প্রতি দ্বাদশ, কৃষ্ণের প্রতি ষোড়শ ও প্রত্যেক অশ্বের প্রতি তিন তিন বাণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বারম্বার হাস্য করত উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ধনঞ্জয় ভল্ল-নিচয়-দ্বারা মগধরাজের ধনুর্গুণ, বাণ, কার্ম্মুক, অলঙ্কৃত রথ-ধ্বজ ও পাদরক্ষকগণের সহিত সারথি সকলকে ছিন্ন করিলে তিনি সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পবন-তুল্য বেগশালী, মদ-ক্ষরিত-গণ্ড, মেঘ-সদৃশ প্রকাণ্ড-কায় মাতঙ্গ-দ্বারা অর্জ্জুনকে অতিমাত্র বিক্ষোভিত করিতে অভিলাষী হইয়া ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণের প্রতি তোমর-নিকর-দ্বারা আঘাত করিলেন। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন, ক্ষুরাখ্য শর ত্রয়-দ্বারা তাঁহার করিকর-সন্নিভ বাহু-দ্বয় ও পূর্ণেন্দু-সদৃশ-মুখান্বিত মস্তক এককালেই ছেদন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহার হস্তীর প্রতি শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। স্বর্ণ-নির্ম্মিত-বর্ম্মধারী গজরাজ, অর্জ্জুনের কাঞ্চন-ভূষিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া, রাত্রিকালে পর্ব্বতে দাবাগ্নি-দ্বারা ওষধি বৃক্ষ প্রজ্বলিত হইলে ঐ পর্ব্বতের যাদৃশী শোভা হয়, তাদৃশী শোভা পাইতে লাগিল এবং বেদনায় পীড়িত, বিমুগ্ধ ও অস্থির-চিত্ত হইয়া মেঘনাদ-তুল্য নিনাদ-সহকারে ইতস্তত প্রধাবন ও পরিভ্রমণ করত বজ্র-বিদারিত শৈলের ন্যায়, মহামাত্রের সহিত মহীতলে পতিত হইল।

সংগ্রামে দণ্ডধার নিহত হইলে তদীয় ভ্রাতা দণ্ড কৃষ্ণার্জ্জুনের বিনাশ-সাধনে অভিলাষী হইয়া হিমালয়-শিখর-সম, হিমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, সুবর্ণ-মালা-ভূষিত হস্তীর দ্বারা আগমন করিলেন এবং বাসুদেবের প্রতি সূর্য্যকর-প্রতিম শাণিত তোমর-ত্রয় ও অর্জ্জুনের প্রতি উক্ত রূপ পঞ্চ তোমর নিক্ষেপ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করত রণ-ক্ষেত্রকে প্রতিনাদিত করিতে থাকিলেন। তখন ধনঞ্জয় তাঁহার বাহু-দ্বয় ছেদন করিলেন। সেই চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গদ-বিভূষিত তোমরধারী ভুজ-যুগল ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা অতিমাত্র ছিন্ন হইয়া গজ হইতে ভূমিতলে যুগপৎ পতিত হইবার সময়ে এরূপ শোভা পাইতে লাগিল যে, বোধ হইল, যেন পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে মনোহর মহা-সর্প-যুগল পতিত হইতেছে। অনন্তর অর্জ্জুন অর্দ্ধ-চন্দ্র বাণ-দ্বারা দণ্ডের শিরশ্ছেদন করিলেন। স্বীয় রুধিরে আর্দ্র সেই ছিন্ন মস্তক হস্তী হইতে যখন ক্ষিতিতলে পতিত হয়, তখন অস্তাচল হইতে পশ্চিম দিকে পতন-শীল দিবাকরের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন দিবাকর-কর-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শায়ক-সমূহ-দ্বারা ধবল জলদ-তুল্য গজরাজকে বিদ্ধ করিলে, সে সাতিশয় নিনাদ করত, কুলিশাহত হিমাচল-শিখরের ন্যায়, ভূমিতলে পতিত হইল। পরে তৎ সদৃশ যে সমস্ত গজোত্তম জয়েচ্ছায় সমাগত হইল, অর্জ্জুন তৎসমুদায়কেও উক্ত গজ-দ্বয়ের ন্যায় সমরে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে সুমহৎ শত্রু-সৈন্য ক্রমে ক্রমে ভগ্ন হইতে লাগিল। অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও বহু ভাবী ভূরি ভূরি সৈনিক পুরুষ সংগ্রামে পরস্পর অতিমাত্র আহত ও প্রস্খলিত হইয়া ভূমি-শয্যায় শয়ন করিল। অনন্তর দেবগণ দেবরাজকে যেমন বেষ্টন করেন, সেইরূপ অর্জ্জুনের সৈন্যগণ অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিয়া কহিল, হে বীর! কৃতান্ত হইতে প্রজাদিগের যেরূপ ভয় হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি হইতে আমাদের তদ্রূপ ভয় হইয়াছিল, ভাগ্যক্রমে আপনি সেই শত্রুকে নিহত করিলেন। হে শত্রুহন্! বলিষ্ঠ শত্রুগণ-কর্ত্তৃক

প্রপীড়িত এই সমস্ত লোককে আপনি যদি ভয় হইতে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে ইহাদিগের নিধনে আমাদের যাদৃশ হর্ষ হইয়াছে, ইহাদিগেরই তাদৃশ হর্ষ হইত। অর্জ্জুন সুহৃদ্গণের পুনঃপুন কথিত উক্ত রূপ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগের যথানুরূপ প্রতিপূজা-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সংশপ্তক-সৈন্য সংহারার্থে যাত্রা করিলেন।

দণ্ডধার-বধে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মঙ্গলগ্রহ যেমন অতি বক্রগতি-দ্বারা লোক সংহার করে, সেইরূপ জয়শীল ধনঞ্জয় পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া সংশপ্তক-সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পদাতিক সৈনিকেরা অর্জ্জুন বাণে আহত হইয়া কেহ বিচলিত, কেহ ভ্রামিত, কেহ নষ্ট, কেহ পতিত, কেহ কেহ বা ম্লান হইতে লাগিল। অর্জ্জুন সংগ্রামে প্রতিযুদ্ধকারী বিপক্ষ বীরগণের অশ্ব, অশ্ববার, সারথি, ধ্বজ, ধনুর্ব্বাণ, হস্ত, হস্তস্থিত শস্ত্র, বাহু ও মস্তক-সমস্ত, ভল্ল ক্ষুরপ্র অর্দ্ধচন্দ্র বৎসদন্ত-প্রভৃতি বাণ-নিকর-দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। বৃষভেরা যেমন পুষ্পবতী গবীর প্রতি আসক্ত হইয়া অন্য বৃষভের উপরি আক্রমণ করে, সেইরূপ শত শত সহস্র সহস্র শূরগণ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। ত্রৈলোক্য বিজয় কালে দেবরাজের সহিত দৈত্যগণের যাদৃশ লোমাঞ্চকর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুনের সহিত উক্ত বীরগণের তাদৃশ ভয়ানক সংগ্রাম হইতে লাগিল। উগ্রায়ুধের পুত্র, দন্দশূক-সর্পতুল্য শর ত্রয়-দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে, ধনঞ্জয় তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিলেন। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বীরগণ সর্ব্বতোভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া, বর্ষা কালে পবন-প্রেরিত মেঘ সকল যেমন হিমালয়ের উপরি বর্ষণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুনের প্রতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন ধনঞ্জয় নিজ অস্ত্র-দ্বারা বিপক্ষগণের অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া সুবিমুক্ত শর-সমূহ-দ্বারা ভূরি ভূরি বৈরি বিনাশ করিলেন এবং রথ-সমুদায়ের ত্রিবেণু, অশ্ব, সারথি, পৃষ্ঠরক্ষক, আয়ুধ, চক্র, তূণ, কেতন, প্রগ্রহ, অশ্ববন্ধন-রজ্জু, অক্ষ, অনুকর্ষ, যুগ ও বর্ম্ম-সমস্ত বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। ধনিগণের গৃহ সকল অগ্নি, বায়ু বা বারি-দ্বারা ভগ্ন হইলে যে রূপ হয়, সংগ্রামে সেই বহুতর শ্রেষ্ঠ রথ সকল ভগ্ন হইয়া তদ্রূপ শোভায় শোভিত হইল। বজ্রপাত-জনিত অগ্নিদ্বারা শৈল-শিখরস্থ গৃহ-সমস্ত যেমন পতিত হয়, বজ্রাশনি-সম শর-সমূহ-দ্বারা দ্বিরদ-যূথের বর্ম্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাহারা সেইরূপ পতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন-তাড়িত বহুসংখ্য অশ্বগণের জিহ্বা ও অন্ত্র সকল নির্গত হওয়ায় তাহারা দুর্দর্শনীয় ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া রক্তাক্ত দুর্ব্বল কলেবরে আরোহীর সহিত অবনীতলে পতিত হইল। হে আর্য্য! তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও মানবগণ অর্জ্জুন-বাণে বিদ্ধ হইয়া ভ্রান্ত, স্খলিত, পতিত, নিনাদিত ও ম্লান হইতে লাগিল। ফলত দেবরাজ মহেন্দ্র যেমন দানবদল সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জ্জুন বজ্র, অশনি ও বিষ-সদৃশ বহুতর শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহামূল্য বর্ম্মাভরণ বিবিধ রূপ ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী বীরগণ ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক রথ ও ধ্বজের সহিত নিহত হইয়া ভূমি শয্যায় শয়ন করিল। সুপ্রসিদ্ধ কৌলিন্য ও শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন পুণ্যকর্ম্মা মনুষ্যগণ সমরে বিজিত হইয়া শরীর-দ্বারা পৃথিবীতলে পতন এবং উদগ্র কর্ম্ম ফল দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনকার নানা-জনপদাধ্যক্ষ বীরগণ জাতক্রোধ হইয়া অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বগণ-সহ রথিবর অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পদাতিকেরাও জিঘাংসাপরবশ হইয়া বেগগামী বিবিধ আয়ুধ নিক্ষেপ করত ধাবিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন-রূপ সমীরণ যোধরূপ মহামেঘ-বিমুক্ত আয়ুধ-বর্ষণ-রূপ মহাবর্ষণ শা-

ণিত শর-সমূহ-দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। রণ-ভূমিস্থ লোকেরা দেখিল, ধনঞ্জয় হয়, হস্তী, রথ ও পদাতিক-সৈন্য-সমন্বিত মহাশস্ত্র-সমূহ-সঙ্কুল তরণী-শূন্য দুস্তর সমর-সাগর মহাস্ত্র শস্ত্র-রূপ সেতু-দ্বারা সম্যক্ রূপে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করিতেছেন। অনন্তর বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! অনর্থক ক্রীড়া করিতেছ কেন? এই সংশপ্তক-সৈন্যগণকে সংহার করিয়া পশ্চাৎ কর্ণের বধে সত্বর হও। অর্জ্জুন, "তাহাই হইবে" কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া, দেব-রাজ যেমন দানবগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেই-রূপ বল-পূর্ব্বক শস্ত্র বর্ষণ-দ্বারা সংশপ্তক সৈন্য-সকলকে তাড়িত করিয়া বধ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তিনি কোন্ সময়ে শর সমুদায়ের গ্রহণ, সন্ধান বা মোচন করিতে থাকিলেন, সমর-স্থিত লোকেরা সতর্ক থাকিয়াও কেহই তাহা জানিতে পারিল না; পরন্তু গোবিন্দ, হংসগণ যেমন সরো-বরে প্রবেশ করে, সেইরূপ সূর্য্যকিরণ-সম শুভ্রবর্ণ সেই সুতীক্ষ্ণ শায়ক সকল সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হই-তেছে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। অনন্তর এইরূপে লোক-ক্ষয় হইতে থাকিলে, কৃষ্ণ সমর-ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, পার্থ! দুর্যো-ধনের নিমিত্ত পৃথিবীস্থ নৃপতি-কুলের এই অতি ভয়ঙ্কর মহান্ বিধ্বংস উপস্থিত। হে ভরত-কুল-প্রদীপ! দেখ, এই মহাধানুষ্কিগণের কণক-ভূষিত শরাসন, ভূষণ, তূণ, স্বর্ণ-পুঙ্খময় সন্নত-পর্ব্ব শর, নির্ম্মোক-বিমুক্ত-পন্নগ-সদৃশ তৈল-মার্জ্জিত নারাচ, হেম-ভূষিত বিচিত্র তোমর, স্বর্ণ-পৃষ্ঠ বর্ম্ম, সুবর্ণময় প্রাস, কণক-বিভূষিত শক্তি, স্বর্ণময় পট্টসম্বদ্ধ বিপুল গদা, কাঞ্চনময় খড়্গ, হেমভূষিত পট্টিশ, কণক-বিচিত্রিত-দণ্ড সুশাণিত পরশু, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভুষণ্ডী, কণয়, লৌহময় কুন্ত ও গুরুতর মুষল সকল ইতস্তত পতিত রহিয়াছে। বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী জয়াভিলাষী তরস্বী যোধগণ গতপ্রাণ হইয়াও জী-বিত বৎ দৃষ্ট হইতেছে। দেখ, কাহার গাত্র গদা-ঘাতে বিমথিত, কাহার মস্তক মুষল-দ্বারা বিদারিত, কেহ কেহ অশ্ব, গজ বা রথ-দ্বারা ক্ষুণ্ণ; এরূপ সহস্র সহস্র যোধগণ পতিত রহিয়াছে। হে বৈরিবিঘা-তক! শর শক্তি খড়্গ তোমর নিস্ত্রিংশ পট্টিশ কুন্ত লগুড় নখর-প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ-দ্বারা ছিন্ন মনুষ্য গজ বাজি-প্রভৃতির রুধির-প্রবাহ-পরিপ্লুত মৃতশরীর-নিকরে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়াছে। হে ভারত! তে-জস্বী বীর-বর্গের চন্দন-রস-চর্চ্চিত কেয়ূরাঙ্গদ-ভূষিত তলত্র-যুক্ত শুভ-লক্ষণান্বিত ছিন্ন-বাহু, অঙ্গুলিত্র-সহ অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, করিকর-সদৃশ উরু এবং উৎকৃষ্ট চূড়ামণি ও কুণ্ডল-নিচয়ে সমুজ্জ্বল মস্তক-সমস্ত দ্বারা মেদিনী দীপ্তিমতী রহিয়াছে। এই দেখ, কণক-কিঙ্কিণী-সমন্বিত শোভন রথ-সমুদায় বহু প্রকারে ভগ্ন এবং নানা-রূপ অশ্ব সকল শোণিতে পরিপ্লুত রহিয়াছে; পর্ব্বত-তুল্য মাতঙ্গগণ রসনা-নিঃসারণ-পূর্ব্বক শয়ান আছে; রথের ক্রোড়-স্থিত কাষ্ঠ, তূণ, পতাকা, বিবিধ ধ্বজ, যোধগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুরবর্ণ চামর, বিচিত্র বৈজয়ন্তী, নিহত গজ-যোধী, বারণ-গণের পৃষ্ঠাবরণ, সুকল্পিত বহুতর কম্বল, বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্রিত বিপাটিত কুথ, পতিত গজগণ-দ্বারা চূর্ণীকৃত অসংখ্য ঘণ্টা খণ্ড, বৈদূর্য্য-মণি-নির্ম্মিত-দণ্ড-যুক্ত অঙ্কুশ, অশ্বগণের যুগ-ভূষণ রত্নচিত্রিত উর-শ্ছদ ও বিচিত্র মণি-চিত্রিত কণক-পরিষ্কৃত রাঙ্কব-রচিত পৃষ্ঠাস্তরণ, সাদিগণের ধ্বজাগ্রে সংযোজিত সুবর্ণ-বিকৃত কুথ আর ভূপালগণের চূড়ামণি, বিচিত্র কাঞ্চনমালা, ছত্র, চামর ও ব্যজন সমুদয় রণভূমির ইতস্তত পতিত রহিয়াছে; এবং চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় দীপ্তিশালী সুচারু কুণ্ডল-যুক্ত শ্মশ্রু-মণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বদন-নিবহে মহীতল সমাকীর্ণ হই-য়াছে। সরোবর যেমন কুমুদ উৎপল ও সরসীরুহ সমূহ-দ্বারা বিকসিত হয়, সেইরূপ কুমুদোৎপল-সন্নিভ বদন-বৃন্দে ধরাতল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। দেখ, শরৎকালীন নক্ষত্রমালার ন্যায় নরমুণ্ডমালা-শালিনী সমর-ভূমি তারাগণ-বিচিত্রিত নির্ম্মল-চন্দ্র-

কিরণ-সমুদ্ভাসিত নভোমণ্ডলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! দেবলোকে দেবরাজের ন্যায়, এই মহাসমরে তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা তোমারই অনুরূপ।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপে রণভূমি দেখাইতে দেখাইতে গমন করত সহসা দুর্য্যোধন-সৈন্য-মধ্যে সুমহান্ শব্দ শ্রবণ করিলেন। তথায় শঙ্খ দুন্দুভি ভেরী পটহ-প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সকলের ঘোরতর নির্ঘোষ, অশ্ব-রথ-গজ-নিনাদ ও সুদারুণ শস্ত্র-শব্দ হইতেছিল। হে মহারাজ! কৃষ্ণ বেগগামী তুরগগণ-দ্বারা সেই সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক পাণ্ড্যরাজ-দ্বারা ত্বদীয় সৈন্য সকলকে বিমর্দ্দিত দেখিয়া সুস্থির হইলেন। সেই অস্ত্রপ্রয়োগ-দক্ষ বীরবর সংগ্রামে, গতাসুদিগের সংহারকারী অন্তকের ন্যায়, বিবিধ বাণ-দ্বারা শত্রু-সমূহের সংহার করিতে লাগিলেন এবং গজ বাজি মনুষ্যগণের শরীর শাণিত শর-সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করত তাহাদিগকে গতপ্রাণ করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিতে থাকিলেন। ফলত প্রহারিশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্যরাজ নিজ শায়ক-দ্বারা শত্রুপক্ষীয় বীরগণের অস্ত্র শস্ত্র সকল ছেদন করিয়া, দেবরাজ যেমন অসুরগণের বিনাশ করেন, সেইরূপ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সঙ্কুল-যুদ্ধে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি লোক-বিখ্যাত বীরবর পাণ্ড্যরাজের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছ, কিন্তু সংগ্রামে তাঁহার পরাক্রম কিরূপ, তাহা কিছুই কহ নাই; অতএব অদ্য তাঁহার বিক্রম, শিক্ষা, প্রভাব, বীর্য্য, প্রমাণ ও দর্পাদির বিষয় বিস্তারক্রমে আমার নিকটে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি ভীষ্ম কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা কর্ণ অর্জ্জুন বাসুদেব-প্রভৃতি যে সকল মহারথগণকে ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন, পাণ্ড্যরাজ নিজ বীর্য্য-গৌরবে সেই সকল মহারথকে অধিক্ষেপ করেন। কোন জনেশ্বরকেই তিনি আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করেন না। যে ব্যক্তি, অন্যের কথা দূরে থাকুক, ভীষ্ম দ্রোণের সহিত নিজ তুল্যতা সহ্য করিতে এবং বাসুদেব ও অর্জ্জুন হইতে আপনার ন্যূনতা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, সেই সর্ব্ব-শস্ত্রধারি-প্রবর নৃপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য, অবমানিত অন্তকের ন্যায়, কর্ণের সৈন্য-হননে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই উৎকৃষ্ট অশ্ব রথ ও পদাতিকুল-সঙ্কুল কর্ণ-বল পাণ্ড্য-কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড পবন-বেগে মেঘ সকল যেরূপ পরিচালিত হয়, সেইরূপ পাণ্ড্যরাজ-বিনিক্ষিপ্ত শর-সংঘাত-দ্বারা অশ্ব সারথি ধ্বজশূন্য রথ সকল ও আয়ুধ-বিচ্যুত মাতঙ্গগণ অতিদূরে নিক্ষিপ্ত হইল। দেবরাজ বজ্র-দ্বারা যেমন শৈল সংহার করেন, সেইরূপ পাণ্ড্যরাজ ধ্বজ-পতাকাহীন বিপক্ষ-বারণ ও অস্ত্রশূন্য গজারোহী সৈন্যগণকে পাদরক্ষক সেনার সহিত সংহনন করিতে লাগিলেন। শক্তি প্রাস তূণীরাদি-সম্বলিত অশ্বারোহ ও হয়গণ এবং পুলিন্দ, খশ, বাহ্লীক, নিষাদ, অন্ধ্রক, তঙ্গণ, দাক্ষিণাত্য ও ভোজ-প্রভৃতি সমর-কর্কশ শূরগণকে বাণ-দ্বারা শস্ত্র ও কবচ-হীন করিয়া তাহাদিগের দেহ-মন্দির হইতে প্রাণ পবন নিঃসারণ করিলেন।

অনন্তর যোধপ্রবর অশ্বত্থামা পাণ্ড্যরাজকে এইরূপ অকুতোভয়ে বাণ-দ্বারা চতুরঙ্গ বল সংহনন করিতে দেখিয়া নির্ভীক চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং যৎকালে তিনি নির্ভয়ে যুদ্ধ করত যেন নৃত্য করিতেছিলেন, তখন মধুর বচনে তাঁহারে সম্ভাষণ ও সস্মিত-বদনে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে নলিনাক্ষ নরপতে! তোমার বংশ ও শাস্ত্রজ্ঞান অতিবিশিষ্ট, শরীর বজ্রতুল্য কঠিন এবং বল ও পৌরুষ সর্ব্বলোক-বিখ্যাত। তুমি সুবিস্তীর্ণ বাহুদ্বয়ে মুষ্টিদেশে সংশ্লিষ্ট আয়ত জ্যা-যুক্ত শরাসন ধারণ ও পুনঃপুন বিস্ফারণ করিয়া মহামেঘের

ন্যায় শোভিত হইতেছ এবং মহাবেগশালী শর-বর্ষণ-দ্বারা শত্রুগণকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছ, অতএব সংগ্রামে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন, মদ্ব্যতীত এমন কোন যোদ্ধাকেই আমি দেখিতে পাই না। হে রাজন্! তুমি নির্ভয়-চিত্তে ভীমবল সিংহের ন্যায় এই রণ-কাননে বিচরণ করত মৃগযূথ-তুল্য বহুল চতুরঙ্গ সৈন্য সকলকে একাকী প্রমথিত করিতেছ এবং সুমহৎ রথ-নির্ঘোষ-দ্বারা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত ঘোরতর নিনাদ-যুক্ত শস্যঘাতী শরৎকালীন মেঘের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছ; অতএব দেবদেব ত্রিলোচনের সহিত অন্ধক দানব যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ তুমি তূণ হইতে বিষধর-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শায়ক সকল নিষ্ক্রামণ-পূর্ব্বক আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

অশ্বত্থামা এইরূপ কহিলে, মলয়ধ্বজ পাণ্ড্যরাজ "তাহাই হউক, প্রহার কর" এই কথা বলিয়া তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া দ্রোণ-নন্দনকে কর্ণি-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্যসত্তম দ্রোণ-তনয় গর্ব্বিত হইয়া পাণ্ড্যরাজের প্রতি অগ্নিশিখা-সদৃশ অত্যুগ্র সুতীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী বাণ সকল নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ উন্মুখী, অভিমুখী, তির্য্যক্, নন্দা, গোমূত্রিকা, ধ্রুবা, স্খলিতা, যমকা, আক্রান্তা ও ক্রুষ্টা, এই দশ প্রকার গতি-সংযুক্ত শাণিতাগ্র মর্ম্মভেদী অপর নারাচ-সমূহও বর্ষণ করিলেন। পাণ্ড্যরাজ নিশিত নব শর-দ্বারা সেই সমস্ত বাণ ছেদন করিয়া শর-চতুষ্টয়-দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ গতপ্রাণ হইল। নিশিত নব শায়ক-দ্বারা দিবাকর-তুল্য তেজস্বী অশ্বত্থামার শর-সমূহ নিবারণ করিবার পর পাণ্ড্যরাজ তাঁহার বিস্তৃত ধনুর্গুণ ছেদন করিলেন। তখন বৈরিবিঘাতক দ্রোণ-নন্দন মৌর্ব্বী-শূন্য শরাসনে পুনর্ব্বার মৌর্ব্বী যোজনা-পূর্ব্বক, অশ্বপাল-ভৃত্যেরা অপর অশ্ববর সকল আনিয়া রথে যোজনা করিলে দেখিয়া শত্রুর প্রতি শর সহস্র নিক্ষেপ করিলেন এবং তদ্দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা অশ্বত্থামা এইরূপে সেই সমস্ত শর নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, পুরুষপুঙ্গব পাণ্ড্যরাজ সেই বিমুক্ত বাণ সকলকে অক্ষয় জানিয়াও সাতিশয় প্রযত্ন-সহকারে ছেদন করিয়া তাঁহার চক্ররক্ষক-দ্বয়কে নিশিত শর বর্ষণ-দ্বারা শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর দ্রোণ-নন্দন বিপক্ষের শীঘ্রাস্ত্রতা দর্শনে শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া বারি-বর্ষণশীল মহেন্দ্রের ন্যায়, বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে আর্য্য! অষ্ট বৃষভে যে শকট বহন করে, এইরূপ অষ্ট-শকট-বাহ্য আয়ুধ সকল অশ্বত্থামা দিবসের অষ্টভাগ অর্থাৎ চারিদণ্ড কাল-মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

হে মহারাজ! সংগ্রাম-স্থলে যে যে ব্যক্তি সেই ক্রোধপরীত অন্তক-তুল্য কালান্তক যমোপম দ্রোণ-পুত্রকে দর্শন করিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় অনেকেই বিচেতন হইয়াছিল। বর্ষাকালে মেঘ যেমন বৃষ্টি-ধারা বর্ষণ-দ্বারা বৃক্ষ-পর্ব্বত-সম্বলিত ধরাতল প্লাবিত করে, সেইরূপ আচার্য্য-নন্দন অশ্বত্থামা বাণ-বৃষ্টি-দ্বারা সেই সকল সৈন্যকে আচ্ছন্ন করিলেন। পাণ্ড্য-স্বরূপ পবন, অশ্বত্থামা-স্বরূপ মেঘমুক্ত সেই দুঃসহ বাণ-বর্ষাকে বায়ব্যাস্ত্র-দ্বারা সংক্ষিপ্ত করিয়া, হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ-তনয় সেই পুনঃপুন নিনাদকারী পাণ্ড্যরাজের অগুরুচন্দন-ভূষিত মলয়-প্রতিম কেতু ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর এক বাণে সারথির সংহার এবং অর্দ্ধচন্দ্র বাণে শরাসনের ছেদন করিয়া মহামেঘ-নিস্বন রথখানিকে তিল তিল পরিমাণে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা নিজ অস্ত্র-দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র সকল নিবারণ ও সমুদয় আয়ুধ ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে হস্তগত করিয়াও কেবল সমরেচ্ছায় নিহত করিলেন না। ইত্যবসরে মহাবল কর্ণ, গজ-সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের সুমহৎ বল সকল দলন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তিনি রথিগণকে বিরথ এবং

গজারোহ ও অশ্ববার যোধগণকেও সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহ-সহকারে সমাচ্ছাদিত করিতে থাকিলেন।

এদিকে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ-নন্দন যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা-হেতু রথিবর পাণ্ড্যরাজকে কেবল বিরথ করিলেন, বিনষ্ট করিলেন না। এমন সময়ে কোন হতস্বামিক ত্বরান্বিত প্রতিশব্দানুগামী বলশালী সুসজ্জিত করিবর দ্রোণ-পুত্রের শর-সমূহে আহত হইয়া সত্বর প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর প্রতি গর্জ্জন করত অতিবেগে আসিয়া পাণ্ড্যরাজের নিকটে উপস্থিত হইল। মলয়াচলাধিপতি গজ-যুদ্ধপণ্ডিত পাণ্ড্যরাজ সত্বর হইয়া, শব্দায়মান কেশরী যেমন শিখরি-শেখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ গর্জ্জন করিতে করিতে সেই শৈলসানু-সন্নিভ সমাগত গজরাজোপরি আরোহণ করিলেন এবং বল-পূর্ব্বক অস্ত্রপ্রয়োগে দৃঢ়তর প্রযত্ন-পরবশ ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গজরাজকে অঙ্কুশ-দ্বারা পরিপীড়ন-পূর্ব্বক দিবাকরকর-তুল্য-প্রভান্বিত তোমর গ্রহণ করিয়া হর্ষভরে "হত হইলে হত হইলে" এতদ্রূপ বারংবার নিনাদ-সহকারে, অতিবেগে গুরুনন্দনের প্রতি নিক্ষিপ্ত করত তাঁহার উৎকৃষ্টতর বসন মাল্য সুবর্ণ মণি মুক্তা হিরকাদি-ভূষিত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহেন্দ্রের বজ্রপাতে আহত পর্ব্বত-শৃঙ্গ যেমন মহাশব্দে মহীতলে পতিত হইয়া চূর্ণিত হয়, সেইরূপ সেই চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহ-পাবক-সম-দীপ্তি-শালী কিরীট অতিমাত্র আঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া চূর্ণ হইল। তাহাতে অশ্বত্থামা পদাহত সর্প-রাজের ন্যায় পরম-ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমদণ্ড-সদৃশ শত্রুসংহারক চতুর্দ্দশ শায়ক গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে পঞ্চ শর-দ্বারা তিনি দ্বিরদের পাদচতুষ্টয় ও শুণ্ডাগ্র ছেদন করিলেন এবং বাণ-ত্রয়-দ্বারা পাণ্ড্যরাজের বাহু-দ্বয় ও মস্তক ছেদন করিয়া অপর ছয় বিশিখা-ঘাতে তদীয় অনুচর উত্তম-প্রতিভান্বিত ছয়জন মহারথের প্রাণ বিনাশ করিলেন। নরপালের সেই সুবর্ণ মণি মুক্তা হীরকাদি-ভূষণে বিভূষিত, সুবৃত্ত, আয়ত ও চন্দন-রস-চর্চ্চিত ভুজদ্বয় গরুড়-হৃত ভুজগ-যুগলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্র-নিভানন, রোষ-লোহিত বিস্তৃত-নেত্রযুক্ত, উন্নত নাসিকান্বিত, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকটিও বিশাখা-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শশধরের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইয়া বিরাজিত হইতে লাগিল। সুনিপুণ যোদ্ধা অশ্বত্থামার উৎকৃষ্ট পঞ্চ শরে সেই মাতঙ্গ-দেহ ষড়্ভাগে বিভক্ত এবং শর-ত্রয়ে নৃপ-শরীর চতুর্ভাগে বিভক্ত হইলে, ঐ দশ অংশ দশ দেবতার উদ্দেশে কল্পিত দশাংশ হবির ন্যায় হইল। পিতৃলোক-প্রিয়-চিতানল যেমন মৃতদেহ-রূপ হবিঃ প্রাপ্তে পিতৃগণের তৃপ্তি-সম্পাদন করিয়া পরিশেষে সলিল-প্রবাহ-সেচনে নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ সেই পাণ্ড্যরাজ স্বাধিকৃত বহুল অশ্ব নর কুঞ্জরগণকে খণ্ড খণ্ড করত রাক্ষসদিগের আহার-রূপে প্রদান করিয়া পরিশেষে অশ্বত্থামার শর-নিকর প্রহারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর আপনকার পুত্র নরপতি দুর্য্যোধন সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া সমাপ্ত-বিদ্য ও কৃতকৃত্য গুরু-নন্দনের নিকটে আসিয়া, বলিরাজ পরাজিত হইলে দেবরাজ যেমন বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন, সেইরূপ হৃষ্ট-চিত্তে তাঁহার নিরতিশয় পূজা করিলেন।

পাণ্ড্যবধে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ড্যরাজ সমরে নিধন প্রাপ্ত হইলে এবং বীরবর কর্ণ শত্রুসৈন্য প্রভগ্ন করিলে, অর্জ্জুন কি করিয়াছিলেন? সেই বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন অস্ত্র শস্ত্রে কৃতবিদ্য, বলবান্, যোগযুক্ত এবং "তুমি সর্ব্বভূত-মধ্যে অজেয় হইবে" মহাত্মা মহাদেবের এইরূপ অনুজ্ঞায় অনুগৃহীত; সুতরাং সেই বৈরিবিঘাতক ধনঞ্জয় হইতেই সুমহৎ ভয় সম্ভাবনা; অতএব হে সঞ্জয়! এই যুদ্ধে পার্থ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমারে বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ড্য নিহত হইলে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই হিত-বাক্য বলিলেন যে, আমি

সংগ্রাম হইতে অপগত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ও পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাইতেছি না। সম্প্রতি যুধিষ্ঠির ভিন্ন অপর পাণ্ডবেরা পুনরায় সমরে আসিয়া সুমহৎ শক্রসৈন্য ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন এবং কর্ণও অশ্বত্থামার সংকল্পানুসারে সৃঞ্জয়-সৈন্য-সকলের সংহার ও অশ্ব-রথ-মাতঙ্গগণের অতিশয় বিমর্দ্দন করিয়াছেন। বীর্য্যবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলেন। ধনঞ্জয় কৃষ্ণের মুখে এই সমুদয় শ্রবণ করিয়া এবং ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের ঘোরতর মহৎ ভয় দেখিয়া কহিলেন, হে হৃষীকেশ! শীঘ্র অশ্ব সকলকে চালনা কর। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বচনানুসারে অপ্রতিযোধী রথ-দ্বারা তথা হইতে সমরস্থলে গমন করিলেন। তথায় পুনরায় সুদারুণ সংগ্রাম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ভয়-শূন্য কুরু পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। ভীমসেন-প্রমুখ পাণ্ডবগণ এবং কর্ণ-প্রমুখ অস্মৎ পক্ষীয়গণ, উভয় পক্ষেরই পুনর্ব্বার সমাগম হইয়াছিল। হে নৃপসত্তম! যমরাজের রাজ্যপুষ্টি নিমিত্তে পুনরায় কর্ণের ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুরু পাণ্ডব সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরের জিঘাংসা-পরবশ হইয়া অবিলম্বে ধনুর্ব্বাণ পরিঘ অসি পট্টিশ তোমর মুষল ভুষুণ্ডী শক্তি খড়্গ পরশু গদা প্রাস শাণিত কুম্ভ ভিন্দিপাল অঙ্কুশ-প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া সমর-ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। সৈন্যদল রথ-চক্র শব্দে ধরাতল এবং বাণ ও ধনুষ্টঙ্কার নিনাদে গগণ-মণ্ডল ও দিগ্বিদিক্ সকল প্রতিনাদিত করত বিপক্ষ-বলের অভিমুখে ধাবমান হইল। কলহ-সাগর সন্তরণেচ্ছু বীরগণ উক্ত সুমহৎ শব্দ শ্রবণে সংহৃষ্ট হইয়া বীরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। জ্যা-শব্দ, তলত্র-নিনাদ, ধনুষ্টঙ্কার, কুঞ্জর-যূথের বৃংহিত এবং আক্রমণকারী পদাতিক-সৈন্য-সকলের চীৎকার শব্দ একত্র হইয়া এক সুমহান্ তুমুল-ধ্বনি উত্থিত করিল। সৈনিকগণ সেই সমর-স্থলে শূর-সকলের সিংহনাদ ও বিবিধ বাণ শব্দ শ্রবণে কেহ অতিশয় ত্রস্ত, কেহ পতিত, কেহ বা ম্লান হইতে লাগিল। বীরবর মহারথ কর্ণ সেই নিনাদকারী শস্ত্র বর্ষুক ভূরি ভূরি বিপক্ষ-সৈন্যকে শর বর্ষণ-দ্বারা প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি শরনিকর-সহকারে পাঞ্চাল-দেশীয় পঞ্চ বীরকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন এবং অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত পঞ্চ দশ রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। বীরবর কর্ণ সমর-ভূমি-মধ্যে এইরূপে নিজ বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডব-পক্ষীয় যোধ-প্রধান অস্ত্রপ্রয়োগ-কুশল মহাবীরগণ শরজালে গগণতল আচ্ছন্ন করত তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর যূথপতি মাতঙ্গ যেমন সারসাদি জলচর-বিহঙ্গ-কুলাকীর্ণ পুষ্করিণীকে দলন করে, সেইরূপ কর্ণ শায়ক-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা বিপক্ষ-সেনা বিলোড়ন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং উৎকৃষ্ট শরাসন সঞ্চালন করিতে করিতে নিশিত শায়ক-দ্বারা বিপক্ষ বল-সকলের মস্তক উৎপাটন-পূর্ব্বক পৃথিবীতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। যোধগণের চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকল তদীয় শরের দ্বিতীয় সংস্পর্শ আর সহ্য করে নাই, একাঘাতেই সংছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতে থাকিল। কশা-দ্বারা যেমন ঘোটক সকলকে আঘাত করে, সেইরূপ কর্ণ শরাসন-মৌর্ব্বী-বিচ্যুত, কবচ দেহ ও প্রাণের সংহারক শর-সমূহ-দ্বারা জ্যা-ঘাতাবরণ-প্রদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং সিংহ যেমন মৃগগণকে নিষ্পীড়িত করে, সেইরূপ শর-পথবর্ত্তী পাণ্ডু সৃঞ্জয় ও পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে নিরতিশয় বিমর্দ্দিত করিতে থাকিলেন।

হে আর্য্য! অনন্তর পাঞ্চালরাজ, তদীয় পুত্রগণ, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি, একযোগ হইয়া কর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। এইরূপে কুরু পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-সৈন্য যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে স্বর্ণাভরণ, কবচধারী, শিরস্ত্রাণ-ভূষিত, মহাবল-সম্পন্ন যোধগণ সমরে প্রিয় প্রাণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক [illegible] গর্জ্জন, পরস্পর আহ্বান ও বহুতর রণবাদ্য-[illegible]

টন করত উত্থাপিত যমদণ্ড-সদৃশ গদা মুষল পরিঘ-প্রভৃতি প্রহরণ-সমূহ-দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল এবং পরস্পর তাড়িত হওয়ায় কেহ কেহ অস্থিক-বিরহিত, কেহ কেহ বা নয়ন-বিহীন হইয়া গাত্র-দ্বারা রুধির ক্ষরণ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতে থাকিল। দন্তপূর্ণ রক্তাক্ত দাড়িম-তুল্য মুখ-যুক্ত কোন কোন সৈনিকেরা গতাসু হইয়াও শস্ত্রপূর্ণ থাকায় জীবিতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই সংগ্রাম-মহাসাগরে নিমগ্ন ক্রোধপরীত সৈনিক-গণ-মধ্যে কেহ কেহ পরশু-দ্বারা বিপক্ষবর্গের তক্ষণ, কেহ কেহ পট্টিশ ও অসি-দ্বারা ছেদন, কেহ কেহ শক্তি-দ্বারা ভেদন, কেহ কেহ ভিন্দিপাল-দ্বারা ক্ষেপণ, কেহ কেহ নখর-দ্বারা সংকর্ত্তন, কেহ কেহ বা প্রাস ও তোমর-দ্বারা হনন করিতে থাকিল এবং এইরূপে পরস্পর নিহত, রক্তাক্ত ও গতপ্রাণ হইয়া, ছিন্ন রক্তচন্দন যেমন স্বকীয় সুন্দর রস ক্ষরণ করে, সেইরূপ রক্ত ক্ষরণ করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। রথ-দ্বারা রথ সকল, গজ-দ্বারা গজ-যূথ, যোধগণ-দ্বারা যোদ্ধৃবৃন্দ এবং তুরগ-দ্বারা তুরগ-সমস্ত সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। ধ্বজ, ছত্র, করিকর এবং মনুষ্যগণের মস্তক ও হস্ত সকল ক্ষুর ভল্ল ও অর্দ্ধ-চন্দ্র-দ্বারা ছিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইল। সংগ্রামে যোধগণ বিপক্ষদিগের হয়, হস্তী, রথ ও পদাতি-সকলকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল এবং অশ্ব-বারেরা খুরগণের মস্তক ও মাতঙ্গগণের হস্ত-সমস্ত ছেদন করিতে থাকিল। পদাতিকেরা লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক হস্তী ও রথের উপরে আঘাত করিলে, তৎ সমুদায় ধ্বজ পতাকার সহিত বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হ তে লাগিল। কেহ হত, কেহ হন্যমান, কেহ বা পতিত, সর্ব্বত্রই এইরূপ দৃষ্ট হইল। পত্তিগণ অশ্বারোহ সৈন্য সকলকে পাই া অশ্বর নিহত করিল এবং পত্তিরাও অশ্বারোহ সৈন্য-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। নিহত সৈনিকদিগের মুখমণ্ডল মর্দ্দিত-পঙ্কজ-তুল্য এবং গাত্র প্রম্লান মাল্যের ন্যায় শোচনীয় হইল। হে মহারাজ! তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও যোধগণের নিরতিশয় সুরূপ-সম্পন্ন শরীর সকল ক্ষারক্লিষ্ট মলিন বসনের ন্যায় অতিমাত্র কুদৃশ্য হইয়াছিল।

সঙ্কুল যুদ্ধে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! মহামাত্রগণ নরপতি দুর্য্যোধনের অনুজ্ঞাক্রমে দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিবার বাসনায় ক্রোধান্বিত হইয়া গজারোহণে তদভিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্রক মগধ তামলিপ্ত মেকল কোশল মদ্র দশার্ণ নিষধ-প্রভৃতি দেশবাসী গজ-যুদ্ধ-বিশারদ উৎকৃষ্ট যোধগণ সমরে, বর্ষণকারী বারিধরের ন্যায়, পাঞ্চাল-বলের প্রতি শর তোমর নারাচ-প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন পার্ষ্ণি অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ-দ্বারা প্রেরিত অতিমাত্র মর্দ্দনাভিলাষী সেই দ্বিরদগণকে বাণ ও নারাচ বর্ষণে আচ্ছন্ন করিলেন। হে ভরত-নন্দন! তিনি শৈল-সন্নিভ মাতঙ্গগণের প্রত্যেককে দশ অষ্ট বা ষট্-সংখ্যক শাণিত শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ঘন-তর-ঘনমণ্ডল যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ দ্বিরদ-যূথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আবৃত করিলে, পাণ্ডু পাঞ্চাল সৈন্যগণ তাঁহার সাহায্যার্থে ঘোরতর সিংহনাদ করত শাণিত শস্ত্র-হস্তে প্রস্থিত হইল এবং মৌর্ব্বী-রূপ বীণাধ্বনি ও করতল-তালধ্বনি-বিশিষ্ট বীর-সমুচিত নৃত্য করিতে করিতে বারণগণের উপরি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। মেঘ সকল যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ বীর্য্য-সম্পন্ন নকুল সহদেব দ্রৌপদী-পুত্রগণ প্রভদ্রকগণ সাত্যকি শিখণ্ডী চেকিতান-প্রভৃতি বীরবর্গ চতুর্দ্দিকে শর নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন। এদিকে ম্লেচ্ছগণ-প্রেরিত সেই অতিক্রোধান্বিত গজ সকল অশ্ব রথ নরগণকে শুণ্ড ও পদ-দ্বারা আক্রমণ-পূর্ব্বক বিম-

র্দ্দিত এবং দন্তাগ্র-দ্বারা দেহ ভেদ-পূর্ব্বক অত্যন্ত বল-সহকারে ধরাতলে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। কোন কোন ভয়ানক সৈনিক গজ-দন্তে সংলগ্ন হইয়া নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রাণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক পতিত হইল।

অনন্তর সাত্যকি খরতর নারাচ-দ্বারা স্বীয় সম্মুখ-বর্ত্তী বঙ্গরাজের মাতঙ্গের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরাতলে পাতিত করিলেন। বঙ্গরাজ নিজ শরীরে প্রহার না হয়, এইরূপ কৌশলে মাতঙ্গ হইতে উৎপতিত হইবার মানসে শরীর অবনত করিতেছেন, এমন সময়ে সাত্যকি নারাচ-দ্বারা তাঁহারও হৃদয় ভেদ করিলেন। বঙ্গরাজ তৎক্ষণাৎ ধরা-শায়ী হইলেন। পুণ্ড্ররাজের কুঞ্জর সচল অচলের ন্যায় অভিমুখাগত হইতে থাকিলে সহদেব প্রযত্ন-নিক্ষিপ্ত নারাচ-ত্রয়-সহকারে তাহারে আঘাত করিলেন এবং তাহার ধ্বজ, পতাকা, বর্ম্ম, সারথি ও জীবন বিনষ্ট করিয়া অঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরন্তু নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া যমদণ্ড-সদৃশ তিনটি নারাচ-দ্বারা অঙ্গরাজকে এবং এক শত নারাচ-দ্বারা তদীয় মাতঙ্গকে নিপীড়িত করিলেন। অঙ্গরাজও নকুলের প্রতি দিবাকর-কর-সম-সমুজ্জ্বল অষ্ট শত তোমর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু পাণ্ডুনন্দন নকুল তৎসমুদায়ের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র-দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ম্লেচ্ছরাজ নিহত হইয়া আপনার সেই কুঞ্জরের সহিত মহীতলে পতিত হইলেন। অনন্তর হস্তি-শিক্ষা-বিশারদ অঙ্গ-পুত্র নিহত হইলে অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে বিমর্দ্দিত করিবার আশয়ে শোভন-মুখ-বিশিষ্ট, কম্পিত-পতাকান্বিত স্বর্ণময় কক্ষা ও বর্ম্ম-দ্বারা সমলঙ্কৃত, প্রদীপ্ত শৈল-সন্নিভ কুঞ্জর-নিকর সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি সত্বর ধাবমান হইল। তৎকালে মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ, তাম্রলিপ্ত-প্রভৃতি দেশবাসী সৈনিকেরাও শত্রু-সংহারে সমুৎসুক হইয়া বিবিধ শায়ক ও তোমর সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। গগনমণ্ডলে ঘনতর ঘনঘটা যেমন সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ উক্ত সৈন্যগণ শরজালে পাণ্ডুনন্দন নকুলকে আ-বৃত করিলে, পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সোমকেরা অতি-মাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া সংগ্রাম-ভূমি-মধ্যে অবতীর্ণ হইল। অনন্তর গজারোহী যোধবৃন্দের সহিত সহস্র সহস্র শর ও তোমর বর্ষণকারী রথিগণের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। নারাচ-নিচয়ে অতিশয় বিদ্ধ হওয়ায় মাতঙ্গগণের কুম্ভ, বিবিধ মর্ম্মস্থান, দন্ত ও ভূষণ সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সহদেব সেই গজবৃন্দ-মধ্যে অষ্ট-সংখ্যক মহানাগকে চতুঃ-ষষ্টি-সংখ্য সুতীক্ষ্ণ শায়ক-দ্বারা আঘাত করিলে, তাহারা হস্তিপকের সহিত অবিলম্বে ধরা-শায়ী হইল। কুলনন্দন নকুলও প্রযত্ন-সহকারে উত্তম শরাসনে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক বেগগামী নারাচ-সমূহ-দ্বারা বিপক্ষ-কুঞ্জর-পুঞ্জের ধ্বংস করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও প্রভদ্রকগণ গজরাজগণের উপরি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; সুতরাং শত্রুদিগের মাতঙ্গ-রূপ পর্ব্বত সকল পাণ্ডু-যোধরূপ বারিধরের বাণ-রূপ বর্ষণ-দ্বারা নিহত হইয়া, বজ্রবর্ষণে ভূধর-নিকরের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। হে মহা-রাজ! পাণ্ডবদিগের রথী ও গজারোহী সৈন্যগণ এইরূপে ভবদীয় গজ সকলের সংহার করিয়া দেখিল, কুরু-পক্ষীয় সেনা সকল ভিন্নকূলা নদীর ন্যায় অতিবেগে পলায়ন করিতেছে। যুধিষ্ঠিরের সৈনিকেরা ঐ কুরুসৈন্যকে বিমর্দ্দিত ও বিক্ষোভিত করিয়া পরিশেষে কর্ণের প্রতি আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপে কুরুবাহিনী দহন করিতে থাকিলে, দুঃশা-

সন তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। রণাঙ্গনস্থ মহারথগণ ঐ উভয় ভ্রাতাকে মহাসমরে সমবেত দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ ও উত্তরীয় বসন কম্পন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অনন্তর দুঃশাসন ক্রোধাসক্ত হইয়া ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক শায়ক-ত্রয়ে বলশালী সহদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। পরে সহদেব দুঃশাসনকে নারাচ-দ্বারা একবার বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ততি শরে এবং তদীয় সারথিকে শরত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর সেই মহাসংগ্রামে দুঃশাসন পাণ্ডুনন্দনের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহার বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের উপরি ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলে, সহদেব নিরতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘূর্ণায়মান করত দুঃশাসনের রথের প্রতি দ্রুতবেগে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই মহান্ অসি দুঃশাসনের ধনুর্গুণ ও বাণ-সহ শরাসন ছেদন করিয়া যৎকালে ভূমিতলে পতিত হয়, তখন বোধ হইল, যেন আকাশ হইতে বিচ্যুত মহাসর্প ধরাতলে পড়িতে লাগিল। অনন্তর প্রতাপবান্ সহদেব অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া একটা সাংঘাতিক শর নিক্ষেপ করিলেন। বীর্য্যবান্ দুঃশাসন সেই যমদণ্ড-সদৃশ প্রভাশালী শায়ককে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া শিতধার খড়্গ-দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সেই শাণিত খড়্গখানা সহদেবের প্রতি সত্বর নিক্ষিপ্ত করিয়া ধনুঃশর গ্রহণ করিলেন। সহদেব সহসা সমুপাগত সেই খড়্গকে শাণিত শায়ক-দ্বারা অবলীলাক্রমে সমর-ভূতলে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন মহারণে সহদেবের রথ লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে চতুঃষষ্টি বাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন। সহদেব বেগে সমাপতিত সেই বহু-সংখ্য শর-সমুদায়ের প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ বাণ-দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! সমর-স্থলে আপনকার পুত্রের প্রেরিত শর সমস্ত নিবারিত করিবার পর পাণ্ডুনন্দন তাঁহার প্রতি অনেকানেক বাণ বর্ষণ করিলেন। দুঃশাসনও সেই সকল শরের প্রত্যেককে তিন তিন শরে ছেদন করিয়া এরূপ ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দ্বারা মেদিনীমণ্ডল নিনাদিত হইল। মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন মাদ্রীনন্দনকে শর-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির প্রতি নব বাণ প্রেরণ করিলে, প্রতাপবান্ সহদেব ক্রোধান্বিত হইয়া বল-পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করত তাহাতে কালান্তক-যমোপম ঘোরতর একটা শর যোজনা করিয়া দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই শর অতিবেগে আসিয়া দুঃশাসনের বিশাল বর্ম্মভেদ-পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া, ভুজঙ্গ যেমন বল্মীক-মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ পৃথিবী-মধ্যে প্রবেশ করিল। হে রাজন্! সহদেবের শরাঘাতে আপনকার সেই মহারথ পুত্র মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। সারথি তাঁহারে মূর্চ্ছান্বিত দেখিয়া এবং নিশিত শর-সমূহে আহত হওয়ায় অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া সত্বর রথ লইয়া প্রস্থান করিল। পাণ্ডু-নন্দন এইরূপে সংগ্রামে দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্য নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্ব দিকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। হে ভরত-নন্দন মহারাজ! মনুষ্য যেমন রোষ-পরবশ হইয়া পিপীলিকাপুট মর্দ্দন করে, সহদেব কৌরবী সেনাকে সেইরূপ বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন।

সহদেব দুঃশাসন-যুদ্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমরোৎসুক নকুল সহসা সংগ্রাম-স্থলে অবতীর্ণ হইয়া কৌরব-সৈন্য বিমর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সূর্য্যনন্দন কর্ণ তাঁহারে রোষভরে নিবারিত করিলেন। তখন নকুল হাস্য করিতে করিতে কর্ণকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হা পাপাত্মন্! তুমি যখন আমার নেত্রপথে পতিত হইলে, তখন বোধ হইতেছে, দেবতারা বহুকালের

পর আমার প্রতি সৌম্য-নয়নে অবলোকন করিলেন। রে দুরাত্মন্! তুমিই এই সমুদয় অনর্থ, বৈর ও কলহের মূল কারণ; তোমারই দোষে কৌরবেরা পরস্পর সমর করিয়া ক্রমে ক্রমে হীনবল হইতেছে; অতএব অদ্য আমি তোমাকে সংগ্রামে সংহার করিয়া বিজ্বর ও কৃতার্থ হইব। নকুল এইরূপ কহিলে সূতনন্দন কর্ণ, রাজপুত্রের বিশেষত ধনুর্দ্ধারীর উপযুক্ত এই প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বীর! তুমি আমারে প্রহার কর, আমরা তোমার কতদূর পৌরুষ দেখি। হে শূর! অগ্রে সংগ্রামে শূরোচিত কর্ম্ম করিয়া পরে বাগাড়ম্বর করিও। হে তাত! শূরগণ সমরে কোন কথা না কহিয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া থাকেন; অতএব তুমিও নিজ সাধ্যানুসারে আমার সহিত যুদ্ধ কর, আমি তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিব।

হে ভারত! কর্ণ এই কথা বলিয়া পাণ্ডুতনয় নকুলের প্রতি শীঘ্র প্রহারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারে ত্রিসপ্ততি শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। নকুল সূতপুত্রের শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ হইয়া আশীবিষ-সদৃশ অশীতি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলে, মহাধনুর্দ্ধর সূতনন্দন স্বর্ণপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণ ত্রিংশৎ শায়ক-দ্বারা নকুলের ধনুশ্ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরতিশয় পীড়িত করিলেন। আশীবিষ ভুজঙ্গগণ যেমন পৃথিবী ভেদ করিয়া সলিল পান করে, সেইরূপ কর্ণ-নিক্ষিপ্ত শিলীমুখ সকল নকুলের কবচ ভেদ করিয়া তদীয় শরীরস্থ শোণিত পান করিল। হে মহারাজ! অনন্তর বৈরি-বিঘাতক নকুল নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ অপর এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক বিংশতি বাণ সন্ধান-দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং শরত্রয়ে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা কর্ণের ধনুশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বলোক-প্রধান মহারথ কর্ণ ছিন্নধন্বা হইলে, বীরবর মাদ্রীনন্দন হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে তিন শত শায়ক-দ্বারা আঘাত করিলেন। হে আর্য্য! রথিগণ ও দেবতা সকল মহারথ কর্ণকে নকুল-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সূর্য্যনন্দন কর্ণ অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চ শর সন্ধান করিয়া তখন নকুলের স্কন্ধসন্ধিস্থলে অর্পণ করিলেন। ভগবান্ প্রভাকর ভুবনমধ্যে প্রভা বিকীর্ণ করত যেমন স্বীয় রশ্মিজালদ্বারা সুশোভিত হন, মাদ্রীতনয় স্কন্ধস্থিত শায়কদ্বারা তদ্রূপ শোভা-ভাজন হইলেন। হে আর্য্য! অনন্তর নকুল সপ্ত শায়ক-দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার শরাসন ও ধনুষ্কোটি ছেদন করিলেন। কর্ণ সংগ্রাম-স্থলে অন্য এক অতিশয় বেগবিশিষ্ট শরাসন গ্রহণ করিয়া বাণ বর্ষণ-দ্বারা নকুলের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ মাদ্রী-নন্দন সহসা কর্ণচাপচ্যুত শায়ক-দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া বাণ বর্ষণ-দ্বারা অবিলম্বে সেই সকল শায়ক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! এইরূপে উভয়ে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলে, গগণমণ্ডলে কেবল বিস্তৃত বাণময় জাল দৃষ্ট হইতে লাগিল। খদ্যোত বা শলভপুঞ্জ উড্ডীন হইলে আকাশমণ্ডল যেরূপ আচ্ছন্ন হয়, তাঁহাদিগের শরাসন-বিচ্যুত শায়কসমূহ-দ্বারা সেইরূপ আচ্ছাদিত হইল। অনুক্ষণ পতনশীল সেই শ্রেণীকৃত স্বর্ণময় শায়ক সকল ক্রৌঞ্চ-শ্রেণীর ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। তৎকালে নভোমণ্ডল বাণজালে আবৃত ও দিবাকর আচ্ছাদিত হইলে, আকাশমণ্ডলস্থ বিহঙ্গ-প্রভৃতি কোন জীবই ভূমিতলে পতিত হইতে সমর্থ হইল না। শর-সমূহ-দ্বারা আকাশ-পথ সর্ব্বত্র রুদ্ধ হইলে, সেই মহাত্ম-দ্বয় প্রলয়-কাল-সমুদিত ভাস্কর-যুগলের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন।

হে রাজেন্দ্র! যেমন সোমক-সৈন্যগণ কর্ণচাপচ্যুত শায়কাঘাতে অতিমাত্র পীড়িত ও বেদনার্ত্ত হইয়া পলায়নপরায়ণ হইল, সেইরূপ আপনকার সৈনিকেরাও নকুলের বাণে বধ্যমান হইয়া পবন-প্রেরিত জলদাবলির ন্যায় দিকে দিকে পলায়ন করিতে

লাগিল। উভয় বীরের দিব্য মহাশর-নিকরে নিরন্তর তাড়িত হওয়ায় উভয় সৈন্যই শর-পতন-স্থান অতিক্রম করিয়া দর্শকের ন্যায় দূরপ্রদেশে অবস্থিতি করিল। এইরূপে নকুল ও কর্ণের শরপাতে লোক সকল স্থানান্তরিত হইলে, সেই মহাত্মারা বাণ বর্ষণ-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সংগ্রামে উভয়ে উভয়ের সংহারে সমুৎসুক হইয়া সহসা দিব্যাস্ত্র-সমূহ সন্ধান-দ্বারা পরস্পরের শরীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! সেই তুমুল সংগ্রাম সময়ে নকুলের শরাসন-মুক্ত কঙ্কপত্র-বিভূষিত শায়ক সকল যেমন সূতনন্দনকে আচ্ছন্ন করিয়া শূন্যপথে স্থিতি করিল, সেইরূপ সূর্য্য-সুত-প্রেরিত শিলীমুখ-সমুদায়ও পাণ্ডুপুত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া আকাশ-মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। হে ভারত! ঘনতর মেঘমণ্ডলে আচ্ছন্ন হইলে দিবাকর ও নিশাকর যেমন সকলের অদৃশ্য হন, সেইরূপ নকুল ও কর্ণ শরময় গৃহে প্রবেশ করিলে কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর কর্ণ ক্রোধভরে সমরে ঘোরতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শরবৃষ্টি-দ্বারা পুনর্ব্বার পাণ্ডু-নন্দনের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। মহারাজ! পাণ্ডু-নন্দন নকুল, জলদজালে আচ্ছাদিত ভাস্করের ন্যায়, সূর্য্যসুতের শর-সমূহে অতিশয় আচ্ছাদিত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত হইলেন না। হে আর্য্য! অনন্তর অধিরথ-তনয় হাস্য করিয়া সমরে শত শত ও সহস্র সহস্র শায়ক নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাত্মার বাণ বর্ষণে সমুদয় স্থান একচ্ছায় হইয়া উঠিল।—নিরন্তর পতনশীল শরোত্তম-সমূহ-দ্বারা যেন মেঘের ছায়া উৎপন্ন হইল। মহারাজ! অনন্তর কর্ণ অবলীলাক্রমে মহাত্মা নকুলের ধনুর্গুণ ছেদন করিয়া সারথিকে রথোপস্থ হইতে পাতিত করিলেন, পরে শাণিত শর-চতুষ্টয়-দ্বারা অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিয়া অচিরাৎ শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন এবং শরসমূহ সহকারে ক্ষণ-কাল-মধ্যেই সেই দিব্য রথ, পতাকা, চক্ররক্ষক সকল, গদা, খড়্গ, শত চন্দ্র-চিত্রিত চর্ম্ম ও সমরোপযোগী সমুদয় সামগ্রী তিল তিল পরিমাণে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। হে মনুজেশ্বর! অনন্তর নকুল হতাশ্ব, বিরথ ও বর্ম্ম-বিহীন হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক লৌহময় যষ্টি লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সেই মহাঘোর পরিঘাস্ত্র উত্থাপিত হইলে সূতনন্দন ভারসাধন শাণিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা তাহার সংহার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে নকুলকে আয়ুধ-বিহীন লক্ষ্য করিয়া কর্ণ সন্নতপর্ব্ব বহু-সংখ্য শর-দ্বারা তাঁহারে আঘাত করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে সম্যক্ রূপে পীড়িত করিতে পারিলেন না। মহারাজ! অনন্তর নকুল অধিকতর বলশালী যুদ্ধ-বিশারদ সূর্য্যসুতের নিরন্তর শর বর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং সমরভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়নে যত্ন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তখন রাধানন্দন তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া পুনঃপুন হাস্য করত তদীয় কণ্ঠদেশে জ্যা-যুক্ত শরাসন সমর্পণ করিলেন। সেই বিশাল শরাসন মাদ্রীতনয়ের কণ্ঠাসক্ত হইলে, তিনি গগণমণ্ডল-বিহারী পরিবেশ-প্রাপ্ত চন্দ্রমা অথবা ইন্দ্রচাপ-পরিবৃত শ্যামল জলধরের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর কর্ণ তাঁহারে কহিলেন, "পাণ্ডব! তুমি কেবল অনর্থক বাগাড়ম্বর করিয়াছিলে, সম্প্রতি বারংবার বধ্যমান হইয়া পুনরায় প্রফুল্ল-চিত্তে সেই কথা বল। হে তাত! তুমি অধিকতর বলবীর্য্যশালী কৌরব-সেনানীদিগের সহিত সংগ্রাম করিও না; সমকক্ষ ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করাই তোমার বিহিত হয়; অতএব এ বিষয়ে লজ্জিত হইও না। হে মাদ্রী-তনয়! এক্ষণে গৃহে গমন কর, অথবা যেখানে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় আছেন, সেই স্থানে যাও।" হে মহারাজ! শৌর্য্যসম্পন্ন ধর্ম্মজ্ঞ কর্ণ তৎকালে তাঁহারে এইরূপ কহিয়া পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সময়ে নকুল তাঁহার বধ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

তথাপি তিনি তাঁহারে বিনষ্ট করিলেন না; কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। হে রাজন্! নকুল মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ-কর্ত্তৃক প্রথমে প্রতাপিত পশ্চাৎ পরিত্যক্ত হইয়া লজ্জানম্র-মুখে যুধিষ্ঠিরের রথের দিকে গমন করিলেন এবং অতিশয় দুঃখ ও সন্তাপভরে কলস-স্থিত ভুজঙ্গের ন্যায়, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রথোপরি আরোহণ করিলেন। কর্ণও তাঁহারে পরাজিত করিবার পর সত্বর হইয়া বৃহৎপতাকান্বিত শশধর-তুল্য-ধবলাশ্ব-যুক্ত রথারোহণে পাঞ্চাল-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন।

মহারাজ! সেনাপতি কর্ণকে পাঞ্চাল মহারথগণের অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্য-মধ্যে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। দিনকর গগণমণ্ডলের মধ্যভাগ প্রাপ্ত হইলে, প্রভাব-সম্পন্ন সূত-নন্দন সমর-ভূমিতে চক্রের ন্যায় বিচরণ করত তথায় মহান্ বিধ্বংস আরম্ভ করিলেন। আমরা দেখিলাম, পাঞ্চালদিগের রথি-সমূহ বিকলাঙ্গ রথ সমস্ত-দ্বারা নীয়মান হইতেছিল। ঐ সকল রথের মধ্যে কতকগুলির চক্র, কতকগুলির বা অক্ষ ভগ্ন হইয়াছে; কতকগুলির ধ্বজ পতাকা ছিন্ন হইয়াছে; কতকগুলির অশ্ব আহত হইয়াছে এবং কতকগুলির সারথি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপিচ কুঞ্জরগণ মহারণ্য-মধ্যে দাবানলে দগ্ধদেহ হইলে যেরূপ কাতর হইয়া বেড়ায়, সেই প্রকার ভয়ব্যাকুল হইয়া রণভূমির ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। হে আর্য্য! তন্মধ্যে কোন কোন মাতঙ্গের কুম্ভ বিদীর্ণ হওয়াতে রুধির-দ্বারা সমুদয় শরীর প্লাবিত হইয়াছে; কাহার শুণ্ড ছিন্ন হইয়াছে; কাহার বা গাত্রাবরণ ও পুচ্ছ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা কর্ণের আঘাতে তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ন্যায় ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। অপর বারণগণ কর্ণের শর তোমর প্রহারে ত্রাসিত হইয়া, শলভ সকল যেমন প্রদীপ্ত হুতাশনের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ সূতপুত্রের সম্মুখে যাইতে লাগিল। দেখিলাম, যেমন মেঘ হইতে বারি পতন হয়, সেইরূপ কোন কোন প্রকাণ্ডকায় শব্দায়মান দ্বিরদের সর্ব্ব শরীর হইতে শোণিত-ক্ষরণ হইতেছে; সমর-শোভিত শৌর্য্য-সম্পন্ন সাদি-সমস্ত নিহত হওয়ায় উত্তম উত্তম তুরঙ্গমগণ আভরণ-শূন্য হইয়া রণভূমির চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের বক্ষস্থলাচ্ছাদন, পুচ্ছবন্ধ, কাংস্য রৌপ্য ও সুবর্ণময় ভূষণ, বল্গা, চামর, কুথ ও তূণীর সমস্ত ইতস্তত পতিত রহিয়াছে। হে ভারত! দেখিলাম, কবচ ও উষ্ণীষ-ধারী অশ্ববার সৈন্য সকল প্রাস, খড়্গ ও ঋষ্টি প্রহারে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে; তন্মধ্যে কেহ কেহ নিহত, কেহ কেহ বধ্যমান, কেহ কেহ কম্পায়মান, কেহ কেহ বা নানা অঙ্গ ও অবয়ব-বিহীন হইয়া নানা স্থানে পতিত আছে। রথি সকল নিহত হইলে বেগগামী হয়গণ হেম-পরিষ্কৃত শূন্য রথ সমুদয় লইয়া দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতেছে। সেই রথ সকলের মধ্যে কাহার অক্ষ, কুবর ও চক্র ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কাহার ধ্বজপতাকা অপগত হইয়াছে, কাহার বা ঈষাদণ্ড ও বন্ধুর ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মহারাজ! দেখিলাম, কর্ণ-শর-সন্তপ্ত রথিগণ রথ-বিহীন হইয়া রঙ্গভূমি-মধ্যে ধাবমান হইতেছে; অপরে নিহত হইয়া পতিত আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশস্ত্র, কেহ কেহ বা সশস্ত্রই রহিয়াছে। তারকাজাল-সমাচ্ছাদিত, উৎকৃষ্ট ঘণ্টাবলি-বিভূষিত ও নানা-বর্ণবিচিত্রিত পতাকা-সমূহে সমলঙ্কৃত বারণ-গণ সর্ব্ব দিকে ধাবমান হইতেছে। কর্ণ-শরাসন-বিমুক্ত শায়ক-সমূহ-দ্বারা বিচ্ছিন্ন বাহু, মস্তক, ঊরু ও অন্যান্য অবয়ব সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ রহিয়াছে। শাণিত শায়ক-সহকারে সমর-ব্যাপারে প্রবৃত্ত, কর্ণ-শরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন যোধগণের ঘোরতর কোলাহল-শব্দ উপস্থিত হইল। আসন্ন-মৃত্যু পতঙ্গ সকল যেমন পাবকের অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ সেই সকল সৃঞ্জয়-সৈন্য সূতনন্দন-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া

তাঁহারই অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই যুগান্ত-কালীন হুতাশন-সদৃশ মহারথ কর্ণ সৈন্য-সমূহ দহন করিতে থাকিলে, ক্ষত্রিয় সকল তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়নে প্রযত্ন-পর হইল। পাঞ্চালদিগের হতাবশিষ্ট যে সমস্ত মহারথ বীরগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, মহাবল-সম্পন্ন বীর্য্যবান্ তেজস্বী সুতনন্দন সেই ছিন্নবর্ম্মা ধ্বজ-শূন্য প্রভগ্ন সৈন্য সকলকে শর-নিকরে সমাকীর্ণ করত তাহাদের পৃষ্ঠদেশে ধাবমান হইলেন এবং মধ্যাহ্ন-কালীন প্রভাকর যেমন প্রাণিগণকে তাপিত করেন, সেইরূপ বাণজালে তাহাদিগকে তাপিত করিলেন।

কর্ণ-পরাক্রমে চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুযুৎসু আপনকার পুত্রের মহদ্বল বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন দেখিয়া, উলূক দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা বলিতে লাগিলেন। অনন্তর যুযুৎসু, মহাশৈলোপরি বজ্রপাতের ন্যায়, উলূকের উপরি এক শিতধার শায়ক নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে উলূকও ক্রোধান্বিত হইয়া সমরে ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা আপনকার পুত্রের ধনুশ্ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কর্ণি-দ্বারা তাড়িত করিলেন। হে ভরতর্ষভ! যুযুৎসু ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া সেই ছিন্নধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য এক সমধিক-বেগশালী বিশাল শরাসন গ্রহণ করিয়া উলূককে ষষ্টি শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সারথির প্রতি শর-ত্রয় নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে শরাঘাতে জর্জ্জরিত করিলেন। উলূকও সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুৎসুকে স্বর্ণ-বিভূষিত বিংশতি বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া, তাঁহার কাঞ্চনময় রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! যষ্টি ছিন্ন হওয়ায় সেই সুবর্ণময় মহাধ্বজ স্খলিত হইয়া যুযুৎসুর সম্মুখে পতিত হইল। কাঞ্চন-ধ্বজ ছিন্ন হইল দেখিয়া, যুযুৎসু ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া উলূকের বক্ষঃস্থলে পঞ্চ শায়ক-দ্বারা আঘাত করিলেন। হে ভরত-সত্তম! উলূক সংগ্রামে তৈল-মার্জ্জিত ভল্ল-দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, চতুর্ব্বাণে অশ্ব-চতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন এবং অপর এক বাণে তাঁহাকেও বিদ্ধ করিলেন। যুযুৎসু উক্ত বলিষ্ঠ-কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া অন্য রথের দিকে পলায়ন করিলেন। হে রাজন্! উলূক এইরূপে তাঁহাকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণকে শাণিত শর বর্ষণ-দ্বারা নিহত করত সত্বর ধাবিত হইলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনকার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা নির্ভয়-চিত্তে নিমেষার্দ্ধ-মধ্যে শতানীকের রথকে অশ্ব ও সারথি-শূন্য করিলেন। মহারথ শতানীক অশ্বহীন রথে অবস্থিতি করত নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার পুত্রের প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। হে আর্য্য! সেই গদা সারথি ও অশ্ব সহ রথকে চূর্ণীভূত করিয়া ধরণীকে যেন বিদারিত করত দ্রুতবেগে পতিত হইল। কুরুদিগের কীর্ত্তি-বর্দ্ধনকারী সেই বীর-দ্বয় বিরথ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধ হইতে অপগত হইলেন। আপনকার পুত্র সসম্ভ্রমে বিবিংশুর রথে প্রবেশ করিলেন এবং শতানীকও সত্বর হইয়া প্রতিবিন্ধ্যের রথে আরূঢ় হইলেন।

হে ভারত! অনন্তর শকুনি সমধিক কোপাবিষ্ট হইয়া সুশাণিত শর-সমূহ-দ্বারা সুতসোমকে বিদ্ধ করিলেন; পরন্তু পয়ঃপ্রবাহ যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ তিনি তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না। মহারাজ! সুতসোম পিতার অত্যন্ত শত্রু শকুনিকে দেখিয়া বহু-সহস্র বাণ-দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন। সমরে শীঘ্রাস্ত্র, বিচিত্র-যোধী ও জয়-গর্ব্বিত শকুনি অপর শরনিকর-দ্বারা অবিলম্বে তৎসমুদয় শায়ক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! আপনকার শ্যালক সমরে নিশিত

শর বর্ষণ-দ্বারা সেই সমস্ত বাণ নিবারণ করিয়া ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে সুতসোমকে শর-ত্রয়-দ্বারা আঘাত করিলেন এবং তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ তিল তিল পরিমাণে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া সকল লোকে আক্ষেপ-ধ্বনি করিতে লাগিল। হে আর্য্য! ধনুর্দ্ধর সুতসোম হতাশ্ব, বিরথ ও ছিন্ন-কেতন হইয়া উত্তম শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতলে দণ্ডায়মান হইলেন এবং শিলাশাণিত সুবর্ণপুঙ্খ শায়ক-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা আপনকার শ্যালকের সেই রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাযশা মহারথ শকুনি শলভ-সমূহ-সম শর-নিকরকে রথ-সমীপে সমাগত দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত স্বীয় শররাজি-দ্বারা তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যাহা হউক, সুতসোম পাদচারী থাকিয়াও রথস্থ শকুনির সঙ্গে যে সম্যক্ রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সেই অবিশ্বাসযোগ্য অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া রণাঙ্গনস্থ যোধগণ ও আকাশ-মণ্ডলস্থ সিদ্ধগণ, সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। হে রাজন্! শকুনি মহাবেগ-যুক্ত সন্নত-পর্ব্ব তীক্ষ্ণ ভল্ল-নিচয়-দ্বারা সুতসোমের শরাসন ও তূণীর সকল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সুতসোম ছিন্নধন্বা ও বিরথ হইয়া ইন্দ্রনীলমণি ও নীলপদ্মের বর্ণতুল্য-প্রভাশালী গজদন্তময়-মুষ্টিযুক্ত খড়্গ উত্তোলন-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধী-সম্পন্ন সুতসোমের সেই নির্ম্মল গগণতল-তুল্য-কান্তি-বিশিষ্ট খড়্গখানি ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিলে, আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ কালদণ্ডের ন্যায় জ্ঞান করিলাম। মহারাজ! সেই সুশিক্ষিত ও বল-সম্পন্ন বীরবর অসিপত্র ধারণ-পূর্ব্বক রণস্থলের সর্ব্ব দিকে সহসা চতুর্দ্দশ প্রকার মণ্ডল-গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন;—ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আধুত, আপ্লুত, প্রুত-নিঃসৃত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ, অনুলোম বিলোম-ভেদে এই চতুর্দ্দশ-বিধ মণ্ডল-গতি প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ শকুনি তাঁহার প্রতি বহুতর শর নিক্ষেপ করিলে, তৎসমুদয় পতিত না হইতেই সুতসোম উত্তম খড়্গ-দ্বারা অবিলম্বে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ: অনন্তর সুবলাত্মজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া সুতসোমের প্রতি পুনরায় আশীবিষ-সদৃশ শায়ক-সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। গরুড়-তুল্য পরাক্রম-শালী সুতসোম শিক্ষা ও বল-সহকারে সমরে শীঘ্রাস্ত্রতা প্রদর্শন করত সে সকলও খড়্গ-দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! সুতসোম তৎকালে মণ্ডলাবর্ত্তনে বিচরণ করিতে থাকিলে, মহাবল শকুনি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার সুন্দর-দীপ্তিশালী খড়্গখানি ছেদন করিলেন। হে ভারত! শোভন-মুষ্টি-বিশিষ্ট সেই সুমহান্ অসি সহসা ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। তাহার অর্দ্ধভাগ সুতসোমের হস্তে সংলগ্ন রহিল। মহারথ সুতসোম নিজ নিস্ত্রিংশকে ছিন্ন দেখিয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ছয় পদ অগ্রসর হইয়া সেই শেষার্দ্ধ খড়্গ নিক্ষিপ্ত করিলে, তাহা মহাত্মা শকুনির সুবর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ধনু ও ধনুর্গুণ ছেদন করিয়া অবিলম্বে ধরাতলে পতিত হইল। অনন্তর সুতসোম শ্রুতকীর্ত্তির বিশাল রথে গমন করিলেন। শকুনিও অপর এক সুদুর্জ্জয় ঘোরতর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক বহুতর বৈরী বিনষ্ট করত পাণ্ডব-সেনার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। হে রাজন্! তথায় সৌবলকে নির্ভয়ে সমর-স্থলে বিচরণ করিতে দেখিয়া পাণ্ডবী-সেনা-মধ্যে ঘোরতর নিনাদ হইতে লাগিল। সকলে দেখিল, মহাত্মা শকুনি সেই উত্তম-শস্ত্রধারী গর্ব্বপূর্ণ অসংখ্য সৈন্য সকলকে পলায়ন-পরায়ণ করিতেছেন। হে মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানব-সৈন্য মর্দ্দন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সুবল-নন্দন শকুনি পাণ্ডবী সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন।

শকুনি-সুতসোম-যুদ্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারণ্য-মধ্যে শরভ যেমন গর্ব্বিত সিংহকে সমরে নিবারিত করে, তদ্রূপ কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংগ্রামে নিবারিত করিলেন। হে ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই বলিষ্ঠ গৌতম-কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিরুদ্ধ হইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পাদ নিক্ষেপ করিতেও সমর্থ হইলেন না। রণস্থলে সমাগত লোক সকল কৃপাচার্য্যের রথকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের প্রতি যাইতে দেখিয়া নিরতিশয় ভীত হইল এবং মনে করিল, অদ্য বুঝি ধৃষ্টদ্যুম্ন কাল-কবলে পতিত হইলেন। রথী ও অশ্ববার-প্রভৃতি সৈন্যগণ বিমনস্ক হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, "এই উদার-বুদ্ধি দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাতেজা নরবর কৃপাচার্য্য, দ্রোণের নিধনে নিশ্চয়ই নিতান্ত ক্রোধাসক্ত হইয়াছেন, অতএব অদ্য ইহাঁর হস্ত হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পরিত্রাণ পান, এই সমুদয় সৈন্য সুমহৎ ভয় হইতে মুক্ত হয়, এই দ্বিজবর সমর-ভূমিতে সমাগত আমাদিগের সকলকে বিনষ্ট না করেন, তবেই মঙ্গল। ইহাঁর কৃতান্ত-সদৃশ যে প্রকার ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি বিলোকিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, অদ্য ইনি দ্রোণাচার্য্যের পদবীতে পদার্পণ অর্থাৎ মহামারীর সৃষ্টি করিবেন। বিশিষ্ট অস্ত্র ও বীর্য্যসম্পন্ন কৃপাচার্য্য সংগ্রামে নিয়তই শীঘ্রহস্ত ও বিজয়ী, তাহাতে আবার ক্রোধাক্রান্ত হইয়াছেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নও অদ্য মহাযুদ্ধে বিমুখের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; সুতরাং আচার্য্য-হস্তে অনেকের প্রাণ-বিয়োগ সম্ভাবনা।" হে মহারাজ! কৃপ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ-সংঘটন সময়ে ভবদীয় ও শত্রুপক্ষীয় সৈন্য সকলের এবম্বিধ বিবিধ বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। অনন্তর কৃপাচার্য্য ক্রোধে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের সমুদয় মর্ম্মস্থানে শর নিক্ষেপ করত তাঁহাকে পীড়িত করিলেন। সমরে মহাত্মা গৌতমের প্রহার প্রাপ্ত হওয়ায় ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামোহে আবৃত হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে সারথি তাঁহারে কহিল, "হে দ্রুপদতনয়! আপনি কুশলে জীবিত আছেন ত? সংগ্রামে আপনকার এ প্রকার ব্যসন আমি কদাচ নয়নগোচর করি নাই। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য আপনকার সমুদয় মর্ম্মস্থান লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মভেদী শায়ক সমস্ত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; পরন্তু দৈবযোগে তৎসমুদায় আপনকার মর্ম্ম-স্থানে নিপতিত হয় নাই। যিনি আপনকার বিক্রম বিহত করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণকে আমি অবধ্য জ্ঞান করিতেছি, অতএব সাগর হইতে নদীবেগের ন্যায় শীঘ্র রথ নিবর্ত্তিত করি।" হে রাজন্! সারথি এই প্রকার কহিলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহারে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাত! আমার মন মুগ্ধ এবং শরীর ঘর্ম্মাক্ত, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে; অতএব যুদ্ধে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া, যে স্থানে অর্জ্জুন আছেন, তথায় আমাকে লইয়া চল। হে সারথে! আমার অন্তঃকরণে একান্ত বিশ্বাস হইতেছে যে, অর্জ্জুন কিম্বা ভীমসেনের নিকটে যাইলেই অদ্য আমার মঙ্গল হইবে। হে মহারাজ! অনন্তর সারথি তুরগগণকে সত্বর করিয়া, যে স্থানে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ভবদীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই স্থানের অভিমুখে যাইতে লাগিল। তখন অরিন্দম কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথকে প্রধাবিত দেখিয়া শত শত বাণ বর্ষণ করত তাহার পশ্চাৎ গমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মুহুর্মুহু শঙ্খ নিনাদ করত, মহেন্দ্র যেমন নমুচিকে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রুপদতনয়কে পলায়ন-পরায়ণ করিলেন।

অনন্তর কৃতবর্ম্মা যেন হাস্য করিতে করিতে ভীষ্ম-সংহারক দুর্জ্জয় শিখণ্ডীকে সমরে বারম্বার নিবারিত করিলেন। হে রাজন্! শিখণ্ডী হৃদিক-বংশীয় মহারথ কৃতবর্ম্মাকে প্রাপ্ত হইয়া শাণিত পঞ্চ ভল্ল-দ্বারা তাঁহার স্কন্ধসন্ধি-স্থলে আঘাত করিলেন; পরন্তু মহারথ কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রোধাসক্ত হইয়া ষষ্টি শায়ক-দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া এক শরাঘাতে অবলীলাক্রমে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ দ্রুপদ-নন্দন

অপর এক ধনু গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে হৃদিকতনয়কে কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! স্থির হও, স্থির হও"। হে রাজেন্দ্র! এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কৃতবর্ম্মার কবচে সংলগ্ন হইয়া তৎসমুদায় ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। শায়ক সকল বিফল ও ভূমিতলে পতিত হইল দেখিয়া, শিখণ্ডী পুনরায় সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন; পরে ক্রোধান্বিত হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ ঋষভ-তুল্য সেই ছিন্নধন্বা হৃদিকাত্মজের বাহুদ্বয়ে ও বক্ষস্থলে অশীতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কৃতবর্ম্মা শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কলসের মুখ হইতে যেমন জল নির্গত হয়, সেইরূপ তাঁহার গাত্র হইতে রুধির ক্ষরণ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! প্রভাবসম্পন্ন কৃতবর্ম্মা রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া বর্ষা-দ্বারা ক্লেদযুক্ত গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় সুশোভিত হইলেন, পরে সগুণ ও সশর অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক শিখণ্ডীর স্কন্ধদেশে বহুতর উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ করিলেন। সুমহান্ বৃক্ষ যেমন বহুল শাখা প্রশাখাদ্বারা সুশোভিত হয়, তদ্রূপ শিখণ্ডী স্কন্ধদেশ-স্থিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা বিরাজিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে অতিমাত্র বিদ্ধ করাতে রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া তাঁহারা, পরস্পর শৃঙ্গাঘাতে অভিহত বৃষভযুগলের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই মহারথ-দ্বয় পরস্পরের বধে প্রযত্ন-পরবশ হইয়া রথ দ্বারা সেই রণস্থলে সহস্র সহস্র বার মণ্ডল-গতিতে বিচরণ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর যোধবর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা সমরে স্বর্ণপুঙ্খ শিলা-শাণিত সপ্ততি শায়ক-দ্বারা শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন; পরে ত্বরান্বিত হইয়া জীবনান্তকর অপর এক ঘোরতর শর তাঁহার প্রতি নিক্ষিপ্ত করিলেন। দ্রুপদনন্দন সেই শরে অভিহত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন এবং অচেতন হইয়া সহসা ধ্বজ-যষ্টি আশ্রয় করিলেন। সারথি সেই রথিবরকে কৃতবর্ম্ম-শরে নিরতিশয় সন্তপ্ত ও পুনঃপুন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অবিলম্বে যুদ্ধ হইতে লইয়া গেল। হে প্রভো! দ্রুপদ-নন্দন শৌর্য্যশালী শিখণ্ডী এইরূপে পরাজিত হইলে, পাণ্ডবী-সেনা সকল তাড়িত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

শিখণ্ডি-পলায়নে ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বায়ু যেমন তুলরাশিকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করে, সেইরূপ শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন ভবদীয় সৈন্য-সমূহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে কৌরব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, শাল্ব, সংশপ্তক ও নারায়ণী সেনা সকল তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিল। হে ভারত! সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, শ্রুতঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন, মিত্রবর্ম্মা এবং নানা শস্ত্রবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণে পরিবেষ্টিত ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা সমরে শর-সমূহ-দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাকীর্ণ করত, সাগরোপরি বারিদরাশির ন্যায়, সহসা অভিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই শত শত সহস্র সহস্র যোধগণ সংগ্রামে অর্জ্জুনের সন্নিহিত হইয়া, সুপর্ণ-বিলোকনে পন্নগগণের ন্যায় সকলেই তেজোহীন হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! শলভ সকল দহ্যমান হইয়াও যেমন হুতাশনকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ ঐ কুরুসৈন্য-সমুদয় সমরে পাণ্ডুনন্দন-কর্ত্তৃক আহত হইতে থাকিলেও তাঁহারে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না। সংগ্রামে সত্যসেন ত্রিসংখ্যক, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি-সংখ্যক, চন্দ্রদেব সপ্তসংখ্যক, মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্ততি-সংখ্যক, সৌশ্রুতি সপ্তসংখ্যক, শত্রুঞ্জয় বিংশতিসংখ্যক এবং সুশর্ম্মা নবসংখ্যক বাণ-দ্বারা ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। পাণ্ডু-নন্দন সমরে বহুলোকের শর-সমূহে বিদ্ধ হইয়া সেই সকল ভূপতিগণকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তিনি সৌশ্রুতিকে সপ্তসংখ্যক,

সত্যসেনকে ত্রিসংখ্যক, শক্রুঞ্জয়কে বিংশতি-সংখ্যক, চন্দ্রদেবকে অষ্টসংখ্যক, মিত্রদেবকে শত-সংখ্যক, শ্রুতসেনকে ত্রিসংখ্যক, মিত্রবর্ম্মাকে নব-সংখ্যক ও সুশর্ম্মাকে অষ্ট-সংখ্যক বাণে বিদ্ধ করিয়া এবং শাণিত শায়কাঘাতে সমরে শক্রুঞ্জয় রাজাকে নিহত করিয়া সৌশ্রুতির শরীর হইতে উষ্ণীষ-সহ মস্তকটা পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন; পরে ত্বরান্বিত হইয়া চন্দ্রদেবকেও শর-সমূহ-সহকারে শমন-সদনে উপনীত করিলেন এবং প্রযত্ন-পরায়ণ অন্যান্য মহারথগণের প্রত্যেককেও পঞ্চ পঞ্চ শরে প্রতিবারিত করিলেন। অনন্তর সত্যসেন ক্রোধাসক্ত হইয়া সমরে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া এক ঘোরতর তোমর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই স্বর্ণদণ্ড লৌহময় তোমর মহানুভব মাধবের সব্যহস্ত ভেদ করিয়া তখন ধরণীতলে পতিত হইল। হে রাজন্! সেই মহাসংগ্রামে বাসুদেব তোমর-বিদ্ধ হইলে তাঁহার হস্ত হইতে রশ্মি ও কশা স্খলিত হইয়া পড়িল। পৃথা-তনয় ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে বিভিন্নাঙ্গ দেখিয়া নিরতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, "হে প্রভাবসম্পন্ন মহাবাহো! আমি শাণিত শর-সমূহ বর্ষণে সত্যসেনকে শমন-নিকেতনে প্রেরণ করিতেছি; অতএব উহার নিকটে অশ্ব সকল লইয়া চল"। মহাযশা বাসুদেব অবিলম্বে বল্গা ও কশা গ্রহণপূর্ব্বক সত্যসেনের রথের দিকে সেই অশ্ব সমস্ত লইয়া গেলেন। মহারথ ধনঞ্জয় বাসুদেবকে বিক্ষতাঙ্গ দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ শররাজি-দ্বারা অগ্রে সত্যসেনকে নিবারিত করিলেন, পরে শাণিত ভল্লনিচয়-সহকারে সেই মহীপতির কুণ্ডল-বিভূষিত মহামস্তক সেনা-সম্মুখে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে আর্য্য! সত্যসেনের শিরশ্ছেদন করিবার পর তিনি নিশিত বাণ-সমূহ-দ্বারা চিত্রবর্ম্মাকে এবং তীক্ষ্ণ বৎসদন্ত-দ্বারা তদীয় সারথিকে কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার শর শত-দ্বারা শত শত সহস্র সহস্র সংশপ্তক সৈন্য সকলকে পাতিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎপরে সেই মহারথ রজতপুঙ্খ ক্ষুরপ্র-দ্বারা মহানুভব মিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অতিশয় রোষভরে সুশর্ম্মার স্কন্ধসন্ধিস্থলেও আঘাত করিলেন।

অনন্তর সংশপ্তক-সৈন্য সমুদয় ক্রোধপরবশ হইয়া ঘোরতর নিনাদে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করত ধনঞ্জয়কে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া শস্ত্র-সমূহ-সহকারে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। হে বিশাম্পতে! ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত অমেয়াত্মা মহারথ অর্জ্জুন তাহাদিগের অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ঐন্দ্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তাহাতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হইল। হে আর্য্য ভারত! সেই শর সকলের আঘাতে যে সমস্ত ধ্বজ, পতাকা, রথ, যুগ, অক্ষ, চক্র, কূবর, বরূথ, যোক্ত্র, রশ্মি, শরাসন, তূণ, বাণ, প্রাস, খড়্গ, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, শতঘ্নী, চক্র, অশ্ব, বাহু, ঊরু, মস্তক, মুকুট, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যজন-প্রভৃতি দ্রব্য-সমূহ ছিন্ন ভিন্ন ও পতিত হইল, তৎসমুদায়ের মহাশব্দ ইতস্ততঃ শ্রুত হইতে লাগিল। কুণ্ডল-সম্বলিত, সুলোচন-যুক্ত, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, ভূতল-পতিত মস্তক সমস্ত, আকাশমণ্ডলস্থ নক্ষত্রজালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিল। কেবল মস্তক নহে, নিহত যোধগণের চন্দন-চর্চ্চিত, সুন্দর-মালা-মণ্ডিত, সুবসন-পরিহিত শরীর সকলও মহীতলে অবলোকিত হইল। ফলত নিহত রাজপুত্র ও মহাবল ক্ষত্রিয়গণ-দ্বারা তৎকালে সংগ্রামস্থল গন্ধর্ব্ব-নগর-তুল্য ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। বিশীর্ণশৈল-সকল-সদৃশ সমর-পতিত তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণের মৃতদেহে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় মহীতল প্রায় অগম্য হইয়া উঠিল। মহাত্মা ধনঞ্জয় ভল্লনিচয়-সহকারে যখন শত্রুগণকে নিহত এবং বহুসংখ্য হয় হস্তি সমস্ত সমাক্ষিপ্ত করিতে থাকিলেন, তখন তাঁহার রথচক্রের পথই রহিল না। হে আর্য্য! সেই রক্তকর্দ্দমময় সমরস্থলে বিচরণকারী অর্জ্জুনের রথচক্র

সকল যেন আতঙ্ক-প্রযুক্তই অবসন্ন হইয়া পড়িল। মন ও মারুততুল্য-বেগগামী তুরগগণ একান্ত পরিশ্রান্ত হইলেও সেই অবসন্ন রথচক্র সমুদয়কে মুহুর্মুহু বহন করিতে লাগিল। হে ভারত! মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডুপুত্রের প্রহারে সেই সমুদয় সৈন্যই প্রায় বিমুখ হইল, কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। সমরবিজয়ী কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় সংগ্রামে সেই বহুসংখ্য সংশপ্তক-সৈন্য জয় করিয়া তখন ধূমশূন্য প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

অর্জ্জুন-বিজয়ে সপ্তবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং নির্ভয়-চিত্তে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। আপনকার মহারথ পুত্র সহসা সমাগত হইতেছেন, এমন সময়ে ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে শীঘ্র বিদ্ধ করিয়া "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা বলিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রোধাসক্ত হইয়া নিশিত নব শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকেও ভল্ল-দ্বারা তাড়িত করিলেন। অনন্তর মহারথ নরপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের প্রতি শিলা-শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ ত্রয়োদশ বাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন। তন্মধ্যে চারিটি-দ্বারা তিনি তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয়কে বিনষ্ট করিয়া পঞ্চম-দ্বারা সারথির মস্তকটা দেহ হইতে অপনীত করিলেন; ষষ্ঠ-দ্বারা ভূপতির ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া সপ্তম শরে শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অষ্টম দ্বারা খড়্গখানা ভূমিতলে পাতিত করিয়া অবশিষ্ট পঞ্চ বিশিখ-দ্বারা নরপতিকে নিরতিশয় পীড়িত করিলেন। রথের অশ্ব সকল নিহত হওয়ায় আপনকার পুত্র অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া তাহা হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ধরাতলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি মহারথগণ মহারাজ দুর্য্যোধনকে তাদৃশ কষ্ট-প্রাপ্ত দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থে সহসা সন্নিহিত হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর পাণ্ডু-নন্দনেরা সকলে যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টিত করিয়া সমরে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। তৎপরে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল। অনন্তর সেই মহাসমরে সহস্র সহস্র তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। হে মহীপতে! যে স্থানে পাঞ্চালেরা কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধার্থে সমাগত হইল, তথায় ঘোরতর কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইল। পদাতিকেরা পদাতিকদিগের সহিত, গজারোহেরা গজারোহদিগের সহিত, রথিগণ রথিদিগের সহিত এবং অশ্বারোহেরা অশ্বারদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষে সমরে পরস্পর মিলিত হইয়া বিবিধ, অচিন্তনীয়, শস্ত্রধারী, উত্তম দ্বন্দ্ব সমস্ত অতিশয় সুদৃশ্য হইল। সেই মহাবেগশালী শূরগণ সমরে পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া সকলেই শীঘ্রহস্তে ও সুকৌশলে বিচিত্র রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। কেহ কাহারও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিল না; সকলেই যোধগণের সমুচিত নিয়ম প্রতিপালন করত পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইল। হে রাজন্! সেই যুদ্ধ মুহূর্ত্তকালমাত্র দেখিতে সুন্দর হইয়াছিল, পরে উন্মত্তভাবে মর্য্যাদা শূন্য হইয়া উঠিল। নানা স্থানে ও নানা সময়ে রথী গজীকে প্রাপ্ত হইয়া নিশিত শায়ক-দ্বারা বিদারণ-পূর্ব্বক শমনসাৎ করিতে লাগিল। গজারোহেরা বহুসংখ্য অশ্বারগণের সন্নিহিত হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজালে বিক্ষিপ্ত করত তাহাদিগকে অতিপ্রচণ্ড-রূপে বিদারিত করিতে থাকিল। নানা স্থান হইতে আপতিত বহুল অশ্বারগণ হয়োত্তমগণকে পরিবারিত করিয়া নিরতিশয় তলশব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহাতে মহাগজ সকল ভীত ও পলায়িত হইতে থাকিলে তাহাদের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে অতিবলশালী কোন কোন মদমত্ত মাতঙ্গ বহুল তুরঙ্গগণকে তা-

ড়িত ও দন্তাহত করিতে থাকিল; কেহ কেহ দন্ত-দ্বারা তাহাদিগকে অতিশয় বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ রোষপরবশ হইয়া আরোহি-সহ তুরগ সকলকে বিষাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিল; কেহ কেহ বা কর-দ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ-পূর্ব্বক বেগে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। আবার পদাতিকেরা ছিদ্র পাইয়া মাতঙ্গ সকলকে সর্ব্বতোভাবে আহত করিলে তাহারা ঘোরতর আর্ত্তনাদ করত দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই মহাসংগ্রামে পদাতিকগণ রণাঙ্গনে আভরণ বিসর্জ্জন ও শীঘ্র লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সহসা পলায়নপরায়ণ হইলে, মহাগজারূঢ় যোধ সকল বিজয়-লক্ষণ বোধে হস্তীদিগকে পরিণত করিয়া সেই বিচিত্র-ভূষণ সমস্ত গ্রহণ-পূর্ব্বক ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবেগশালী বলদর্পিত পদাতিক-দল, তৎকার্য্যে আসক্ত সেই গজারোহ সৈন্য সকলকে পরিবারিত করিয়া সংহার করিতে লাগিল। অপরে সুশিক্ষিত মাতঙ্গগণের শুণ্ড-দ্বারা আকাশ-মণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে, দন্তাগ্র-সহকারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইতে থাকিল। অপর কেহ কেহ দন্তদ্বারা সহসা গৃহীত ও বিমর্দ্দিত হইল। হে মহারাজ! প্রকাণ্ডকায় বারণগণ সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন কোন সৈনিক পুরুষকে পুনঃপুন বিক্ষিপ্ত করত ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ করিল। অপর বারণগণের অগ্রযায়ী অন্য সৈনিকেরা সমরে ব্যজনের ন্যায় ভ্রামিত হইয়া নিহত হইতে লাগিল। হে রাজন্! রণাঙ্গনের নানা স্থানে অসংখ্য শরীর সমস্ত অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পতিত রহিল। নাগগণ দন্তান্তরাল, কুম্ভ ও দন্তবেষ্টপ্রদেশে প্রাস তোমর শক্তিপ্রভৃতি প্রহরণ-দ্বারা পুনঃপুন আহত হওয়ায় নিরতিশয় নিগৃহীত হইল। কোন কোন মাতঙ্গ নিতান্ত দারুণ পার্শ্বস্থ রথী ও অশ্ববার সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক সমরে নিগৃহীত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হে রাজন্! সেই ঘোররূপ ভয়ানক মহাসমরে গজারোহ সৈনিকেরা সহসা তোমর-প্রহারে বর্ম্মধারী পদাতি সৈন্যকে বেগে ভূপৃষ্ঠে বিমর্দ্দিত করিল। সেইরূপ স্থানে স্থানে বারণগণ কবচাবৃত রথ-সমূহের সন্নিহিত হইয়া সহসা দৃঢ়রূপে ধারণ-পূর্ব্বক তৎসমুদয় বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। বজ্রবিদারিত পর্ব্বত-শিখর যেমন মহীতলে পতিত হয়, তদ্রূপ মহাবল মাতঙ্গ-দল নারাচ-দ্বারা নিহত হইয়া ক্ষিতিতলশায়ী হইল। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর সন্নিহিত হইয়া মুষ্টিপ্রহারে পরস্পরকে নিহত করিতে এবং কেশে কেশে আকর্ষণ-পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত ও ভগ্নাঙ্গ করিতে লাগিল। কেহ কাহার ভুজদ্বয় উত্থাপিত করিয়া তাহাকে মহীতলে নিক্ষিপ্ত করত পদদ্বারা বক্ষঃস্থল আক্রমণ-পূর্ব্বক স্ফূর্ত্তিসহকারে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিল, কেহ মৃত ব্যক্তিকেই পদাঘাত করিতে লাগিল, কেহ অসিলতা-দ্বারা কোন নিপতিত সৈনিকের মস্তক অপনীত করিল, কেহ বা জীবিত জনের শরীরে অস্ত্র প্রবেশিত করিতে থাকিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময়ে যোধগণের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশগ্রহ-যুদ্ধ ও বাহুযুদ্ধ অতিশয় প্রচণ্ড ও ভয়ানক হইয়াছিল। এক জন এক জনকে আক্রমণ করিয়াছে, অপরে তাহার অপরিজ্ঞাত হইয়া সংগ্রামে ঐ আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণ হরণ করিল। এইরূপে যোধগণ নানাবিধ শস্ত্র-সহকারে নানা প্রকারে পরস্পর সমাসক্ত হওয়ায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তথায় শত শত সহস্র সহস্র কবন্ধ উত্থিত হইল। শস্ত্র ও কবচ সকল শোণিত-দ্বারা সিক্ত হইয়া, মহারাগ-রঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় শোভমান হইল। হে রাজন্! এইরূপ সেই শস্ত্র-সঙ্কুল সুদারুণ মহৎ যুদ্ধ কল্লোলিত গঙ্গাপ্রবাহ-তুল্য উচ্চৈস্তর নিনাদ-দ্বারা সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণ করিয়াছিল। জয়াভিলাষী শরাতুর রাজগণ 'যুদ্ধ করিতে হইবে' এই-মাত্র বোধে তৎকালে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কে আত্মীয়, কে পর, তাহা আর বিজ্ঞাত হয় নাই।

হে মহারাজ! উভয় সৈন্যের বীরগণেরই এতাদৃশ ব্যাকুল-ভাব হইয়া উঠিয়াছিল যে, আত্মীয়েরা সমর-সমাগত আত্মীয় ও শত্রুদিগকে নির্ব্বিশেষে নিহত করিয়াছিল। হে মহীপাল! মাংস-শোণিত-কর্দ্দম-ময় রণস্থল প্রভগ্ন রথ ও বিনিপাতিত তুরঙ্গ মাতঙ্গ মনুষ্য-মণ্ডলী-দ্বারা অগম্য-প্রায় হইয়া উঠিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে তথায় রুধির-প্রবাহ বহিতে লাগিল। হে রাজন্! কর্ণ পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে, ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত-সেনা-সকলকে এবং ভীমসেন কৌরব-সৈন্য ও গজ-সৈন্য সমুদয়কে নিহত করিয়াছিলেন। সূর্য্য অপ-রাহ্নে পাদ নিক্ষেপ করিলে, কুরু পাণ্ডব সৈন্য-মধ্যে বিপুল-যশোভিলাষী বীরবর্গের এই প্রকারে ক্ষয় হইয়াছিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের অপচয়-বৃত্তান্ত এবং অতি তীব্র বহু-তর দুঃসহ দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিলাম। যে প্রকার যুদ্ধ হইতেছে এবং তুমি আমাকে যে রূপ কহি-তেছ, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কৌ-রবেরা আর জীবিত নাই। হে সূতনন্দন! তুমি বলিতেছ, নরপতি দুর্য্যোধন সেই মহারণে বিরথী-কৃত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির কি রূপে তাঁহাকে তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন করিলেন? দুর্য্যোধনই বা তাঁহার কি করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা অপরাহ্ন-কালে তাদৃশ লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল? হে সঞ্জয়! তুমি অতিশয় সুনিপুণ; অতএব যথার্থ রূপে আ-মার নিকটে উক্ত বিবরণ বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উভয় পক্ষের সৈন্য-গণ পরস্পর মিলিত হইয়া ভাগানুসারে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন অপর এক রথে আরোহণ করিলেন এবং বিষধর ভুজগের ন্যায় ঘোরতর ক্রোধাসক্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিবামাত্র সত্বর সারথিকে কহিলেন, সারথে! যাও, যাও; যে স্থানে কবচধারী পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ধ্রিয়মাণ ছত্র-দ্বারা সুশোভিত হইয়া আছেন, তুমি অবিলম্বে আমাকে তথায় লইয়া চল। নরপতি সারথিকে এইরূপ আদেশ করিলে পর, সূতবর সেই সংযুগ-স্থলে ভূপালের সুন্দর স্যন্দনখানি যুধি-ষ্ঠিরের অভিমুখে পরিচালিত করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মত্ত কুঞ্জর তুল্য ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ সারথিকে সুযোধনের সন্নিহিত হইতে আদেশ করিলেন। সেই অসীম বীর্য্য-সম্পন্ন যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রথ-সত্তম বীরবর ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধার্থে সমাগত হইলেন এবং একত্র মিলিত হইয়া অতিশয় রোষভরে বি-শাল শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক শর-সমূহ-সহকারে সমরে পরস্পর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে আর্য্য! অন-ন্তর রাজা দুর্য্যোধন শিলা-শাণিত ভল্ল-দ্বারা ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠিরের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনু-শ্ছেদনে কোপ-পরীত ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির সেই অপ-মান সহনে অসহিষ্ণু হইয়া ছিন্ন শরাসন নিক্ষিপ্ত করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক সেনামুখে দুর্য্যোধনের কার্ম্মুক ও রথ-ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন। দুর্য্যোধনও তৎক্ষণাৎ অন্য ধনু লইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! অতিশয় ক্রোধান্বিত সিংহ-যুগলের ন্যায়, সেই মহারথদ্বয় পরস্পর বিজয়েচ্ছায় নিতান্ত ক্রোধ-পরবশ হইয়া এইরূপে পরস্পরের প্রতি শায়ক-সমূহ বর্ষণ করিতে, শব্দায়মান বৃষ-দ্বয় তুল্য পরস্পর আহত করিতে এবং পরস্পর ছিদ্রানুসন্ধান করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আকর্ণ-পূর্ণ সন্ধানে বিনির্ম্মুক্ত শর-সমূহের আঘাতে উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুক তরু-দ্বয়ের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর সেই নরপতি-দ্বয় মুহুর্মুহু ঘোরতর সিংহনাদ, তল-শব্দ, ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খ-ধ্বনি করত পরস্পর পরস্পরকে নিরতিশয় পীড়িত করিলেন। তৎ পরে রাজা যুধি-ষ্ঠির ক্রোধান্বিত হইয়া বজ্র-তুল্য বেগশালী অসহ-

নীয় শর-ত্রয়-দ্বারা আপনকার পুত্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। মহীপতি দুর্য্যোধনও স্বর্ণপুঙ্খ শিলা-শাণিত সুতীক্ষ্ণ পঞ্চ বাণ-দ্বারা তাঁহাকে অবিলম্বে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে ভারত! অনন্তর তিনি সর্ব্ব-লৌহময়ী মহোল্কা-সদৃশী এক সুতীক্ষ্ণা শক্তি নিক্ষেপ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শক্তিকে সহসা সমীপে আসিতে দেখিয়া শাণিত শর-ত্রয়-দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং পঞ্চ শায়কে দুর্য্যোধনকেও বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই স্বর্ণদণ্ডান্বিতা শিখিশিখা-সদৃশী মহতী শক্তি পতনশীল মহোল্কার ন্যায় মহাশব্দে নিপতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। হে পৃথ্বীপতে! শক্তি বিনিহতা হইল দেখিয়া আপনকার পুত্র নিশিত নব শায়ক-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শক্রতাপন ধর্ম্মনন্দন, বলবান্ বিপক্ষের শরে অতিশয় বিদ্ধ হওয়ায় ক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া, দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া এক বাণ গ্রহণ করিলেন এবং সেই শায়ক শরাসনে যোজনা করিয়া অবিলম্বে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ঐ বাণ আপনকার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধনকে ব্যথিত করিয়া ধরণীতলে পতিত হইল। অনন্তর দুর্য্যোধন কোপাবিষ্ট হইয়া এক গদা উত্তোলন-পূর্ব্বক কলহের অন্তবিধান বাসনায় বেগে ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ গদাধারী দুর্য্যোধনকে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় অবলোকন করিয়া রথে থাকিয়াই আপনকার পুত্রের প্রতি একটা প্রজ্বলিত মহোল্কা-সদৃশী দীপ্যমানা মহাবেগান্বিতা মহাশক্তি প্রেরণ করিলেন। বক্ষঃস্থলে সেই শক্তির আঘাত লাগায় দুর্য্যোধন মর্ম্মান্তিক বিদ্ধ ও অতিমাত্র কম্পিত-হৃদয় হইয়া পতিত ও মুগ্ধ হইলেন। অনন্তর ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন আপনকার বধ্য নহেন"। ভীমের এই কথায় যুধিষ্ঠির সংগ্রামে নিবৃত্ত হইলেন। এদিকে কৃতবর্ম্মা রাজা দুর্য্যোধনকে বিপদ-সাগরে নিমগ্ন দেখিয়া সত্বর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহারে গ্রহণ করিলেন। তখন ভীমসেনও হেম-ফলক-পরিষ্কৃতা গদা হস্তে লইয়া সংগ্রামে কৃতবর্ম্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! অপরাহ্ন কালে সমর-বিজয়াভিলাষী ভবদীয় যোধগণের এইরূপে বিপক্ষ পক্ষের সহিত সেই যুদ্ধ হইয়াছিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর ভবদীয় যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈনিকেরা কর্ণকে পুরঃসর করিয়া পুনর্ব্বার আগমন-পূর্ব্বক দেবাসুর-সম যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দ্বিরদ রথ পদাতি সাদিপ্রভৃতি যোধগণ অশ্ব, গজ, রথ, পদাতি ও শঙ্খ-সকলের ধ্বনিতে এবং বিবিধ অস্ত্রপাত-জনিত দারুণ শব্দে সর্ব্বতোভাবে হৃষ্ট ও রুষ্ট হইয়া পরস্পরাভিমুখে হতাহত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই মহাসমরে অশ্ববার, রথী ও গজারোহী পুরুষ-প্রবরেরা অশ্ব-গজাদি বাহনগণকে শাণিত পরশু, অসি, পট্টিশ ও বহুবিধ বাণ-রাশি বর্ষণ-দ্বারা অবসাদিত করিলেন এবং বাহনেরাও আরোহী পুরুষদিগকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিল। কমল-দিনকর-সুধাংশু-সন্নিভ, বিশদ-দশন-রাজি-বিরাজিত সুন্দর-মুখ-নয়ন-নাসিকা-সমন্বিত, মনোহর-মুকুট-কুণ্ডলালঙ্কৃত নর-মস্তক-সমস্ত-দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া রণস্থল বিচিত্র শোভা-ভাজন হইল। শত শত পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর, ভুশুণ্ডি ও গদার আঘাতে সহস্র সহস্র তুরঙ্গ মাতঙ্গ পদাতি সৈনিকেরা নিহত হইতে থাকিলে, তথায় রুধির নদীর প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। শত্রুগণ-কর্ত্তৃক বহুতর রথাশ্ব-নর-কুঞ্জর বিনিহত হওয়ায় সেই সমুদয় সৈন্য প্রচণ্ড ক্ষতযুক্ত ও ভয়ঙ্কর-দর্শন হইয়া প্রজাক্ষয়-কালীন কৃতান্ত-রাষ্ট্রের ন্যায় প্রতিভাত হইল। হে নরেশ্বর! অনন্তর ভবদীয় যোধগণ এবং আপনকার দেবকুমার-প্রতিম পরাক্রান্ত কুরুবংশাবতংস পুত্রগণ

অপরিমিত বল-সকলকে অগ্রসর করিয়া সমরে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই নরবর-তুরগ-রথ-কুঞ্জর-নিকর-সমাকুল লবণ-জলধি-তুল্য ঘোরতর শব্দায়মান সুরাসুর-সেনা-সদৃশ সুমহৎ সৈন্য অতিশয় মনোহর অথচ ভয়ঙ্কর হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সুরপতি-সম বিক্রমশালী রবি-তনয় কর্ণ, বাসুদেব-তুল্য যুদ্ধ-বিশারদ শিনিপ্রবীর সাত্যকিকে দিনকর-কর-সদৃশ প্রখরতর শর-সমূহ-দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন শিনিশ্রেষ্ঠ সাত্যকিও ত্বরান্বিত হইয়া সেই রথ-বাজি-সারথি-সহ পুরুষবর কর্ণকে সমরে ভুজগ-বিষ-সমপ্রভ বিবিধ বিশিখ বর্ষণ-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! ভবদীয় অতিরথী সুহৃদ্গণ হয়, হস্তী, রথ ও পদাতিগণের সহিত সাত্যকি-শরে প্রপীড়িত রথশ্রেষ্ঠ বসুষেণের অভি-মুখে সত্বর ধাবমান হইলেন। তৎকালে অতি ত্বরা-ন্বিত ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ শত্রুগণ-কর্ত্তৃক পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া আপনকার সেই সাগর-তুল্য মহৎ সৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল এবং অশ্ব নর রথ কুঞ্জর-নিচয়ের মহান্ বিধ্বংস হইল।

অনন্তর পুরুষ-প্রবর অর্জ্জুন ও কেশব কৃতাহ্নিক হইয়া যথাবিধানে ভগবান্ মহাদেবের পূজাবিধি সমাপনান্তে বৈরি-বিনাশে নিশ্চয় করিয়া অচিরাৎ ভবদীয় বল-সকলকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহা-দিগের শত্রুগণ তখন শ্বেত-তুরঙ্গ-যুক্ত পবন-কম্পিত-ধ্বজ-পতাকান্বিত, জলদ-নিনাদ-সম নিঃস্বন-কারী, সমীপাগত রথখানিকে হৃতচিত্ত হইয়া অবলোকন করিতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক রথ-মধ্যে যেন নৃত্য করিতে করি-তে আকাশমণ্ডল ও দিক্ বিদিক্ সকল শর বর্ষণ-দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন। বায়ু যেমন মেঘ সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ ধনঞ্জয় বিপক্ষ পক্ষের আয়ুধ, ধ্বজ ও সারথি-সহ দেব-যান-সদৃশ স্যন্দন-সমূহকে শরজালে সংসক্ত করত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং হস্তী, হস্তিপক, অশ্ব, সাদী, পত্তি, ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধ সকলকে শায়কাঘাত-দ্বারা শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একাকী দুর্য্যোধন সেই কুপিত-কৃতান্ত-তুল্য অনি-বার্য্য মহারথ অর্জ্জুনের প্রতি অবক্রগামী বাণরাশি বর্ষণ করত ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন সপ্ত শায়ক-দ্বারা তাঁহার শরাসন, সারথি, অশ্ব-চতুষ্টয় ও পতা-কা ছেদন করিয়া এক বাণে ছত্র ছেদন করিয়া ফে-লিলেন এবং ছিদ্র পাইয়া দুর্য্যোধনের প্রতি প্রাণ-ঘাতক অপর এক উত্তম শর নিক্ষেপ করিলেন; পরন্তু অশ্বত্থামা উহাকে সপ্ত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় শর-সমূহ-দ্বারা দ্রোণ-নন্দনের শরাসন ছেদন ও তুরঙ্গগণকে নিহত করি-য়া কৃপাচার্য্যেরও প্রচণ্ড চাপ ছেদন করিয়া ফেলি-লেন, পরে কৃতবর্ম্মার ধনু ও ধ্বজ কর্ত্তন-পূর্ব্বক হয়-গণকে নিহত করিলেন এবং পরিশেষে দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া কর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। অনন্তর কর্ণ সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বরভাবে অর্জ্জুনকে শরত্রয়ে বিদ্ধ করিয়া বিংশতি শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে ও কৃষ্ণকে পুনঃপুন বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন। কোপাবিষ্ট বাসবের ন্যায় সমরে শত্রুগণের নিধনকারী বীরবর কর্ণের বহুতর শায়ক নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র শ্রান্তি হইল না।

অনন্তর সাত্যকি আসিয়া একোনশত প্রচণ্ডতর শাণিত শর-দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় এক শত শর বিসর্জ্জন করিলেন। পরে পাণ্ডব-পক্ষের প্রধান প্রধান বীর-সমুদয় কর্ণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদী-পুত্রগণ, প্রভদ্রকগণ, উত্তমৌজা, যুযুৎসু, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ, বলবান্ চেকিতান, ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির এবং চেদি, কারূষ, মৎস্য ও কৈকয়দিগের যোধবর্গ, সক-লেই কর্ণবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও উৎকট-বিক্রমশালী পত্তিবৃন্দ-দ্বারা তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া বহুতর কঠোর-বাক্যে সম্ভাষণ করত সমরে

নানাবিধ শস্ত্রে সমাকীর্ণ করিলেন। প্রবল পবন যেমন বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন করিয়া দূরে লইয়া ফেলে, সেইরূপ কর্ণ শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা সেই শস্ত্রবৃষ্টিকে বহু খণ্ডে ছিন্ন করিয়া অস্ত্রবীর্য্য-সহকারে সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর দৃষ্ট হইল, তিনি ঘোরতর ক্রোধাসক্ত হইয়া মহামাত্র-সহ মাতঙ্গ সমুদয়কে সাদি-সহ হয়গণকে এবং রথী ও পত্তি-ব্যূহকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতেছেন। কর্ণের অস্ত্র-তেজে পাণ্ডবগণের সৈন্য সকল নিহত হইতে থাকিলে, কেহ শস্ত্র-হীন, কেহ বা জর্জ্জরিত-দেহ হইয়া প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল।

অনন্তর ধনঞ্জয় অবলীলাক্রমে নিজ অস্ত্র-দ্বারা কর্ণের অস্ত্র-সমস্ত প্রতিহত করিয়া শরবৃষ্টি-সহকারে ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি শায়ক মুষল ও পরিঘের ন্যায়, অন্য কতকগুলি শতঘ্নীর ন্যায় এবং অপর কতকগুলি প্রখরতর বজ্রের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। তৎসমুদায়-দ্বারা বধ্যমান হইয়া সেই অশ্ব-গজ-রথ-পদাতি-সমন্বিত সমস্ত সৈন্য নিমীলিত-নয়নে নিরতিশয় ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ করিতে থাকিল। অশ্ব গজ ও পদাতিগণ তৎকালে এরূপ যুদ্ধ প্রাপ্ত হইল যে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং বাণে বাণে জর্জ্জরিত, আর্ত্ত ও ভীত হইয়া সকলেই তখন পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! তৎকালে ভবদীয় যোধগণ জয়াভিলাষী হইয়া যুদ্ধে সংসক্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে ভগবান্ ভানুমান্ ক্রমে ক্রমে অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। অন্ধকারে, বিশেষত ধূলিজালে সকল স্থান আচ্ছন্ন হওয়ায় আমরা তাৎকালিক শুভ বা অশুভ কিছুই জানিতে পারিলাম না। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ রাত্রি-যুদ্ধে ভীত হইয়া সমুদয় যোধগণের সহিত রণস্থল হইতে অপগত হইলেন। হে রাজন্! দিবাবসানে কৌরবেরা পলায়ন-পরায়ণ হইলে পাণ্ডবগণ তখন জয়লাভে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বিবিধ বাদিত্র-ধ্বনি, সিংহনাদ ও আস্ফালন-সহকারে শত্রুদিগকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে স্তব করিতে করিতে স্ব-শিবিরে যাত্রা করিলেন। সেই বীরগণ সংগ্রামের উপসংহার করিলে নরেশ্বর সৈনিকেরা সকলেই পাণ্ডুনন্দনগণের প্রতি বহুতর আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। যুদ্ধের বিরাম হইলে পর নরবর পাণ্ডবগণ তথায় সমধিক আহ্লাদিত হইয়া নিজ শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভূরি ভূরি রাক্ষস, পিশাচ ও শ্বাপদ সকল সেই প্রেতভূমি-সদৃশ ভয়ঙ্কর সমর-স্থলে আসিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

প্রথম দিবস-যুদ্ধে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন স্বচ্ছন্দক্রমেই তোমাদের সকলকে আহত করিয়াছেন; যেহেতু সংগ্রামে তিনি আততায়ী হইলে কৃতান্তও তাঁহার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। ধনঞ্জয় একাকীই সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন; একাকীই অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; একাকীই এই ভূমণ্ডল জয় করিয়া সমুদয় ভূপালগণকে করপ্রদ করিয়াছিলেন; দিব্য শরাসন লাভ করিয়া একাকীই নিবাতকবচ দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন; কিরাতবেশে দেবদেব মহাদেবের সহিত একাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; একাকীই ঘোষযাত্রা-কালে দুর্য্যোধন-প্রভৃতি ভরত-পুত্রগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং একাকীই সদাশিবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সেই প্রচণ্ড-তেজস্বী বীর পুরুষ একাকীই সমুদয় মহীপালগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন; অতএব পাণ্ডবেরা কোনক্রমে নিন্দনীয় নহেন, সর্ব্বথাই প্রশংসাযোগ্য; তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা অস- [illegible] হে সূত! সমরের অবসান হইলে পর দুর্য্যোধন তখন কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, বিপক্ষ-বিনির্জ্জিত অভিমানী কৌরবগণ তাড়িত, বিচ্ছিন্নাঙ্গ, বাহন হইতে পাতিত, বর্ম্ম-বিহীন, নিরায়ুধ ও বাহন-হীন হইয়া পাদাক্রান্ত ভগ্নদংষ্ট্র হতবিষ ভুজগ-নিচয়ের ন্যায় দুঃখিতান্তঃকরণে ও কাতর-স্বরে শিবির-মধ্যে প্রবেশ করত পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কর-দ্বারা কর-নিষ্পীড়ন-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের সকলকে কহিলেন, সংগ্রামে অর্জ্জুন নিয়তই যত্নবান্ দৃঢ় দক্ষ ও ধৈর্য্যসম্পন্ন; তাহাতে আবার কৃষ্ণ, যে সময়ে যাহা করিতে হইবে, তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন। সে অবিচার-পূর্ব্বক সহসা অস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া অদ্য আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে; কিন্তু হে মহীপাল! আগামী বাসরে আমি তাহার সমুদয় সংকল্প বিহত করিব।

কর্ণ এইরূপ কহিলে, নরপতি দুর্য্যোধন তাহাই হইবে বলিয়া নৃপবর সকলকে গমনে অনুমতি করিলেন। ভূপালেরা তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সুখে রজনী যাপন করিয়া প্রভাত সময়ে হৃষ্ট-চিত্তে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন; পরে রণস্থলে আসিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রযত্ন-সহকারে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সম্মত এক দুর্জ্জয় ব্যূহ বিন্যাস করিয়াছেন। অনন্তর বৈরিবীর-বিঘাতক দুর্য্যোধন তৎকালে বৃষভ-স্কন্ধ শত্রুচ্ছেদী মহাবীর কর্ণকে স্মরণ করিলেন। যিনি যুদ্ধে পুরন্দর-তুল্য, বলে মরুদ্গণসম এবং বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য-সদৃশ, সেই সমর-বিজয়ী কর্ণের প্রতি রাজার চিত্ত ধাবিত হইল। কেবল রাজার নহে, অন্যান্য সৈন্যগণের মনও বিপৎকালে [illegible] কর্ণের প্রতিই প্রধাবিত হইল। [illegible] করিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] কর্ণের [illegible] মন [illegible] [illegible] [illegible]

তোমরাও কর্ণকে সেইরূপ দেখিতে পাইয়াছিলে ত? হে সঞ্জয়! সৈন্যগণের অবহারান্তে পুনর্ব্বার যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে সূর্য্যপুত্র কর্ণ কি প্রকারে তথায় যুদ্ধ করিলেন এবং পাণ্ডবেরাই বা কি রূপে তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন? মহাবাহু কর্ণ একাকীই সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে সক্ষম। সমরে কর্ণের ভুজদ্বয়ের বীর্য্য দেবরাজ ও বিষ্ণুর বাহুবীর্য্য-তুল্য বলিয়া অভিমত। সেই মহাত্মার শস্ত্র সকল ও বিক্রম অতিভয়ঙ্কর। রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই হেতু মহারথ কর্ণও দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিরতিশয় পীড়িত হইতে এবং পাণ্ডবগণকে অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া সমরে দৃঢ়প্রযত্ন হইয়াছেন। এক্ষণে মূঢ়মতি দুর্য্যোধন সমরে পুনর্ব্বার কর্ণকে আশ্রয় করিয়া কেশব-সহ সপুত্র পাণ্ডুপুত্রগণকে জয় করিতে উৎসাহবান্ হইতেছে! অহো! ইহা কি সুমহৎ দুঃখের বিষয় যে, মহাবীর কর্ণ অতিমাত্র রণোৎসুক হইয়াও যুদ্ধে পাণ্ডবগণ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না! ইহাতে দৈবকেই পরম কারণ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে। অহো! সম্প্রতি দ্যূতক্রীড়ার কি ঘোরতর বিপরিণাম হইতেছে! হে সঞ্জয়! আমাকে বারংবার দুর্য্যোধন-কৃত শল্যস্বরূপ কত ভয়ঙ্কর তীব্রতর দুঃখই সহ্য করিতে হইবে! হে তাত! কেবল দুর্য্যোধন নহে, নিয়ত আগ্রহান্বিত এবং রাজার প্রতি অনুরক্ত মহাবাহু কর্ণও দ্যূতকালে শকুনিকে নীতিমান্ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। হে সঞ্জয়! মহাযোদ্ধা বীরগণ বর্ত্তমান থাকিতেও যখন পুত্রদিগকে এইরূপে নিত্যই বিনির্জ্জিত ও নিহত হইতে শুনিলাম, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সংগ্রামে কেহই পাণ্ডবদিগের নিবারক নাই; তাহারা যেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছে; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম-সম্মত পূর্ব্ব নিদিষ্ট-বিষয় বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া দেখুন। যে কার্য্য অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, মনুষ্য পশ্চাৎ তাহার নিমিত্তে চিন্তা করিলে তাহাতে তাহার ফলসিদ্ধিও হয় না, অধিকন্তু সে চিন্তাতেই বিনষ্ট হয়। আপনি বিশেষজ্ঞ হইয়াও পূর্ব্বে যে যুক্তাযুক্ত বিচার করেন নাই, সেই জন্যেই আপনকার এই কার্য্য এক্ষণে সুদূরপরাহত হইয়াছে। হে রাজন্! আমরা পূর্ব্বে বারম্বার আপনাকে বলিয়াছিলাম, পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। আপনি মোহবশত সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই; প্রত্যুত পাণ্ডবগণের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার-সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; সুতরাং আপনকার নিমিত্তই পার্থিব-কুলের এই ভয়ঙ্কর জনক্ষয় হইতেছে। হে অক্ষয়-সত্ত্ব-সম্পন্ন ভরতর্ষভ! যে বিষয় অতীত হইয়াছে, অধুনা তাহার প্রতীকারের আর উপায় নাই, অতএব তজ্জন্য আপনি শোক করিবেন না। অতঃপর যে প্রকারে ভয়ানক সংগ্রামের সংঘটন হয়, তাহা সম্পূর্ণ রূপে শ্রবণ করুন।

সেই রজনী প্রভাতা হইলে মহাবাহু কর্ণ রাজা দুর্য্যোধনের নিকটে আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! অদ্য আমি যশস্বী তৃতীয় পাণ্ডবের সহিত সমরে সম্মিলিত হইব। হয় আমিই সেই বীরকে নিহত করিব, কিম্বা তিনিই আমার প্রাণ বিনাশ করিবেন, এই উভয়ের মধ্যে একটি ঘটনা হইবেই হইবে। হে ভরত-কুলপালক মহীপতে! আমি ও অর্জ্জুন উভয়েই বহু কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, সুতরাং আমার সঙ্গে তাহার সম্যক্-রূপে যুদ্ধ হয় নাই; পরন্তু আমার প্রজ্ঞানুযায়ী এই বাক্য শ্রবণ করুন। আমি সমরে ধনঞ্জয়কে নিহত না করিয়া প্রত্যাগমন করিব না। এই সৈন্য-মধ্যে অনেকানেক প্রধান বীর বিনষ্ট হইয়াছেন এবং আমিও ইন্দ্রদত্ত একঘ্নী শক্তিতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমি সংগ্রামে অবস্থিত হইলে অর্জ্জুন আমাকে এই হীন অবস্থায় আক্রমণ করিবে; অতএব হে জনেশ্বর! এ বিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর হইতে পারে, তাহা বোধগম্য করুন। আমার ও অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র সকলের বীর্য্য সমানই আছে, পরন্তু মহৎ ব্যাপার সকলের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় এবং অস্ত্র সকলের শীঘ্র প্রয়োগ, দূরপাতন, প্রয়োগ-নৈপুণ্য ও পাতন বিষয়ে সব্যসাচী আমার সমান নহে। হে ভারত! বল, শৌর্য্য, শস্ত্র-বিজ্ঞান, বিক্রম ও লক্ষ্যাবধারণবিষয়েও ধনঞ্জয় আমার সমকক্ষ নহে। আমার বিজয়-নামক শরাসন যাবতীয় কার্ম্মুকের প্রধান। বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রিয়াভিলাষী হইয়া তাঁহার নিমিত্তে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! দেবরাজ সেই শরাসন অবলম্বন করিয়া দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাহার ঘোরতর নির্ঘোষ দ্বারা দানব-দলের দশ দিক্ বিভ্রান্ত হইয়াছিল। সুরপতি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রিয়তম দিব্য শরাসন পরশুরামকে অর্পণ করিয়াছিলেন। পরশুরাম তাহা আমারে সম্প্রদান করিয়াছেন। আমি সেই ধনু আশ্রয় করিয়া, দেবরাজ যেমন সমাগত দানব-দলের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবাহু সমর-বিজয়ী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। যাহার প্রভাবে ভূমণ্ডল একবিংশতিবার বিনির্জ্জিত হইয়াছিল, পরশুরাম-প্রদত্ত সেই ভয়ঙ্কর শরাসন গাণ্ডীব হইতেও শ্রেষ্ঠতর। যাহার দ্বারা আমি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব, পরশুরাম সেই কোদণ্ডের অমানুষ কর্ম্ম-সকল বর্ণন করিয়া আমারে তাহা প্রদান করিয়াছেন; অতএব হে দুর্য্যোধন! অদ্য আমি সমরে বিজয়ি-শ্রেষ্ঠ বীরবর ধনঞ্জয়কে নিহত করিয়া তোমাকে বান্ধবগণের সহিত আনন্দিত করিব। হে মহীপাল! অদ্য গিরি-বন-দ্বীপ-সমন্বিতা সসাগরা বসুন্ধরা হতবীরা হইয়া আপনকার পুত্র-পৌত্রাদি-বর্গে প্রতিষ্ঠিতা হইবে। আপনকার [illegible] জয়-লাভার্থে অদ্য আমার অসাধ্য কিছুই নাই। সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মানুরক্ত বি-[illegible] পুরুষের ফলসিদ্ধির ন্যায়, অদ্য অবশ্যই

আমার অনায়াস-সাধ্য হইবে। তরু যেমন অগ্নিকে সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ ধনঞ্জয় সমরে আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। পরন্তু আমি অর্জ্জুন অপেক্ষা যে যে অংশে হীন রহিয়াছি, তাহা আমার অবশ্য বক্তব্য। তাহার শরাসনের মৌর্ব্বী অমানুষী ও বিশাল তূণদ্বয় অক্ষয় এবং স্বয়ং গোবিন্দ তাহার সারথি; আমার তাদৃশ তূণ, জ্যা বা সারথি নাই। হে রাজন্! তাহার ধনুঃশ্রেষ্ঠ দিব্য গাণ্ডীব সমরে জীর্ণ হইবার নহে। আমারও বিজয়-নামক উত্তম দিব্য মহাশরাসন রহিয়াছে। সেই কার্ম্মুক-দ্বারা আমি সংগ্রামে অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব। কিন্তু বীরবর ধনঞ্জয় যে যে বিষয়ে আমা অপেক্ষা প্রধান আছে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। হে বীর! সর্ব্বলোক-পূজিত যদুপতি বাসুদেব অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন এবং সর্ব্বলোকের অচ্ছেদ্য অগ্নিদত্ত কাঞ্চন-ভূষণ দিব্য রথ রহিয়াছে। তাহার অশ্বগণও মনের ন্যায় বেগগামী এবং দীপ্তিশালী দিব্য বানর-ধ্বজও অতিশয় বিস্ময়কর। তাহাতে আবার জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কৃষ্ণ সেই রথ রক্ষা করিতেছেন। আমি এই সকল দ্রব্যে হীন হইয়াও পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছি। পরন্তু শৌরির সমকক্ষ এই সমর-শোভাকর শল্যরাজ যদি আমার সারথি হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনকার বিজয় লাভ হইতে পারে; অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! অন্যের দুঃসাধ্য মদীয় সারথ্যকর্ম্মে শল্যই ব্রতী হউন; শকট-সমুদয় আমার নারাচ পার্দ্ধপত্র-প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র-সমস্ত বহন করুক এবং উত্তম অশ্বযুক্ত প্রধান প্রধান রথ সকল সর্ব্বদাই আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে থাকুক। এরূপ হইলে আমি উপকরণ-সমুদায়ে অর্জ্জুন অপেক্ষা প্রধান হইব। শল্যও কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেন এবং আমিও ধনঞ্জয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব। শত্রুসংহারকারী বাসুদেব যেরূপ অশ্ব-তত্ত্বের অভিজ্ঞ, মদ্ররাজ শল্যও সেইরূপ হয়তত্ত্ব-পরিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ। বাহুবীর্য্যে কেহই মদ্ররাজের সমকক্ষ নাই। যেমন অস্ত্র-প্রয়োগ-বিষয়ে কোন ধনুর্দ্ধরই আমার সমান নাই, সেইরূপ অশ্বতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে কোন ব্যক্তিই শল্যের তুল্য নাই। অতএব শল্য সারথ্য স্বীকার করিলে আমার রথ অবশ্যই অর্জ্জুনের রথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। বাসব সহ দেবগণও তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন না। হে কুরুসত্তম! এইরূপ করা হইলে আমি রথস্থ হইয়া ধনঞ্জয় অপেক্ষা উপকরণ-সমুদায়েও শ্রেষ্ঠ হইব এবং তাহাকে জয় করিতেও পারিব; অতএব হে শত্রুতাপন মহারাজ! ইচ্ছা করি, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করেন। আমার এই অভিলাষ সম্পাদিত হউক; এই উপযুক্ত সময় যেন আপনাদিগকে অতিক্রম না করে। হে ভারত! এরূপ করিলে আমার সমুদয় অভিলাষানুরূপ সাহায্য করা হইবে; অনন্তর সংগ্রামে আমি যাহা করিব, তাহা দেখিতেই পাইবেন। হে রাজন্! সমরে সমাগত পাণ্ডবগণকে আমি সর্ব্বথা পরাজিত করিব। আমার সংগ্রামে দেব দানবেরাও নিরাপদে গমন করিতে সক্ষম হয়েন না; মানুষী-গর্ভসম্ভূত পাণ্ডুতনয়েরা কিপ্রকারে পরিত্রাণ পাইবে?

সঞ্জয় কহিলেন, সমর-শোভাকর রাধানন্দন কর্ণ এইরূপ কহিলে পর আপনকার পুত্র অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে তাঁহারে সম্যক্ সৎকার-পূর্ব্বক কহিলেন, "কর্ণ! তুমি যেরূপ মন্ত্রণা করিতেছ, আমি সেইরূপই করিব। উত্তম অশ্বযুক্ত সজ্জীকৃত স্যন্দন-সকল সমরে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে; শকট সকল তোমার নারাচ ও পার্দ্ধপত্র-সমস্ত বহন করিবে এবং আমরাও সমুদয় মহীপালগণের সহিত তোমার অনুগামী হইব"। মহারাজ! আপনকার পুত্র প্রতাপবান্ রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিয়া মদ্ররাজের সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক তাঁহারে পশ্চাদুক্ত এই কথা বলিতে লাগিলেন।

কর্ণদুর্য্যোধন-সংবাদে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র মহারথ মদ্ররাজের সন্নিহিত হইয়া সপ্রণয় সম্ভাষণ-পূর্ব্বক বিনীতভাবে এই কথা বলিলেন, হে অরাতি-কুল-সন্তাপ-বর্দ্ধন সমর-শূর শত্রুসৈন্য-ভয়ঙ্কর বাগ্মিপ্রবর সত্যব্রত মহাভাগ মদ্রেশ্বর! কর্ণ নৃপতি-কেশরিগণ-মধ্যে আপনাকেই যে বরণ করিতেছেন, তাঁহার বক্তৃতাতেই আপনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। হে অপ্রতিবীর্য্য মদ্রপতে! সেই হেতু আমিও অদ্য বিপক্ষ পক্ষ ক্ষয় করিবার নিমিত্তে আপনাকে অবনত-মস্তকে বিনয়-সহকারে প্রার্থনা করিতেছি; অতএব হে রথিশ্রেষ্ঠ! আপনি পার্থের বিনাশার্থে এবং আমার হিত নিমিত্তে প্রণয়-পূর্ব্বক সারথ্যকর্ম্ম করুন। আপনি সারথি হইলেই কর্ণ আমার শত্রু-সকলকে পরাজিত করিবেন। হে মহাভাগ! সংগ্রামে আপনিই বাসুদেবের সমকক্ষ; সুতরাং আপনা ব্যতিরেকে কর্ণের অশ্ব-রশ্মি গ্রহণ করিবার যোগ্য-পাত্র আর কেহই নাই; অতএব সমরকালে ব্রহ্মা যেমন মহেশ্বরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ কর্ণকে আপনি সর্ব্বথা রক্ষা করুন। হে মদ্রেশ্বর! কৃষ্ণ যেমন ধনঞ্জয়কে সমুদয় আপদ্ হইতে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ আপনি কর্ণকে অদ্য প্রতিপালন করুন। হে পৃথিবীপতে! বীর্য্যবান্ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, আপনি, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, অশ্বত্থামা ও আমি, এই আমাদিগের প্রধান বল। শত্রুসৈন্য-সংহার-বিষয়ে এই নয়জনের নয়-ভাগ কল্পিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ এক্ষণে অপগত হইয়াছে। তাঁহারা আপন অংশের অতিক্রম করিয়া আমার শত্রু-দিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন। হে অনঘ! সেই হিত-কারী বৃদ্ধ নর-শার্দ্দূল-যুগল অন্যের দুঃসাধ্য কঠিন কর্ম্ম সমাধান-পূর্ব্বক [illegible] বিহত হইয়া মর্ত্ত্য-লোক হইতে সুরলোকে গমন করিয়াছেন। এইরূপ সাহায্যকারী [illegible] পুরুষ-শার্দ্দূল [illegible] সমরে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অস্মদীয় ভূরি ভূরি সৈনিকগণও সংগ্রামে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে মহতী চেষ্টা করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক অমরপুরে প্রেরিত হইয়াছে। হে নরাধিপ! পাণ্ডবেরা অল্প-সংখ্যক হইয়াও যখন পূর্ব্বে এইরূপে আমার অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছে, তখন এক্ষণে যে ইহাদিগকে নিহত করিবে, তাহাতে আর সংশয় কি? কুন্তী-তনয়েরা সকলেই মহাত্মা, সত্যবিক্রম ও বলিষ্ঠ; অতএব হে পার্থিব! যাহাতে তাহারা আমার অবশিষ্ট বল-সকল সংহার করিতে না পারে, তাহা আপনি করুন। হে বিভো! পাণ্ডবেরা এই সৈন্যকে সমরে বীর-শূন্য করিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! কেবল মহাবাহু কর্ণ এবং সর্ব্বলোক-মহারথ আপনি, এই দুই জনমাত্র আমার প্রিয় ও হিতকার্য্যে রত রহিয়াছেন। হে মদ্রেশ্বর শল্য! অদ্য কর্ণ সমরে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি আমার মহতী জয়াশাও রহিয়াছে; পরন্তু আপনা ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে তাঁহার উত্তম সারথি কেহই নাই। অতএব হে রাজন্! সমরে কৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনের উত্তম সারথি হইয়াছেন, সেইরূপ আপনিও কর্ণের রথে অশ্বনিয়ন্তা হউন। হে আর্য্য! সংগ্রামে কৃষ্ণের সহকৃত ও রক্ষিত হইয়া অর্জ্জুন যে সকল কর্ম্ম করিতেছে, তৎসমুদয় আপনকার প্রত্যক্ষই হইতেছে। পূর্ব্বে কোন যুদ্ধে অর্জ্জুন এরূপে বিপক্ষদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই; ইদানীং কৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় উহার বিক্রম বৃদ্ধি হইয়াছে। হে মদ্রেশ্বর! কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া পার্থ প্রতি দিনেই সমরে মহতী ধার্ত্ত-রাষ্ট্র-সেনাকে বিদ্রাবিত করিতে দৃষ্ট হইতেছে। হে মহাদ্যুতে! [illegible] কর্ণের ও আপনকার ভাগ অবশিষ্ট আছে; আপনি কর্ণের [illegible] এক [illegible] করুন। [illegible] মিলিত হইয়া [illegible] আপনি কর্ণের [illegible]

হইয়া মহাসমরে অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করুন। তরুণ-ভাস্কর-কান্তি কর্ণ ও শল্যকে সমরে উত্থানশীল সূর্য্য-যুগল-তুল্য অবলোকন করিয়া বিপক্ষ-পক্ষীয় মহারথ সকল দশ দিকে পলায়ন করুক। হে আর্য্য! সূর্য্য ও অরুণকে দেখিয়া তমোরাশি যেমন নাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আপনাদিগকে দেখিয়া কুন্তী-তনয়েরা পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত নষ্ট হউক। কর্ণ রথিগণের প্রধান এবং আপনিও সারথি-সমুদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং যুদ্ধে আপনাদিগের তুল্য হইতে পারে, পৃথিবী-মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই নাই। অতএব কৃষ্ণ যেমন সকল অবস্থায় অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ আপনিও সংগ্রামে কর্ণকে রক্ষা করুন। হে মহীপতে! আপনি সারথি হইলে ইনি, পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক, সংগ্রামে বাসব-সহ দেবগণেরও অধর্ষণীয় হইবেন; অতএব আমার বাক্যে আপনি শঙ্কা করিবেন না।

সঞ্জয় কহিলেন, দুর্য্যোধনের বাক্য শুনিয়া শল্য একবারে ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন; ললাট-মধ্যে ত্রিশিখান্বিত ভ্রূকুটীভঙ্গী করিয়া পুনঃপুন হস্তদ্বয় কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইল। অনন্তর কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও পরাক্রমে দর্পিত সেই মহাবাহু মদ্র-পতি ক্রোধ-লোহিত বিশাল-নেত্র-যুগল ঘূর্ণায়মান করত এই কথা বলিতে লাগিলেন। "হে গান্ধারী-তনয়! তুমি যে নিঃশঙ্ক-চিত্তে আমাকে সারথ্য করিতে আদেশ করিতেছ, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার অবমান করিতেছ; অথবা আমার বলবীর্য্যাদির প্রতি সর্ব্বতোভাবে শঙ্কা করিতেছ। তুমি কর্ণকে আমা অপেক্ষা অধিকতর যুদ্ধবীর জানিয়া প্রশংসা করিতেছ বটে, কিন্তু আমি সমরে রাধেয়কে আত্ম-সমকক্ষ বলিয়াও জ্ঞান করি না। হে কুরু-নন্দন ধরণীপতে! বিপক্ষ-সৈন্য-সংহার-বিষয়ে আমার যে অংশ কল্পিত হইয়াছে, তুমি তদপেক্ষাও অধিক অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দাও, আমি সংগ্রামে তাহা বিনষ্ট করিয়া যথা-স্থানে গমন করিব। অথবা আমি একাকীই যুদ্ধ করিব; সমরে অদ্য শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে থাকিলে, তুমি আমার কতদূর বীর্য্য অবলোকন কর। হে কৌরব-শ্রেষ্ঠ! মাদৃশ পুরুষ হৃদয়-মধ্যে অভিমান স্থাপন করিয়া কখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না; অতএব এ বিষয়ে তুমি আমার প্রতি শঙ্কা করিও না এবং যুদ্ধস্থলে আমাকে অবমানিত করিতেও কোন ক্রমে চেষ্টা করিও না। হে গান্ধারী-তনয়! আমার এই বজ্র-শরীর-তুল্য পীবর ভুজ-দ্বয় বিলোকন কর এবং এই বিচিত্র শরাসন, আশীবিষ-সদৃশ শর-সমুদায়, বাতবেগিত সদশ্বযুক্ত রথ ও হেমপট্ট-বিভূষিতা গদার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কর। হে পার্থিব! আমি ক্রুদ্ধ হইলে স্বীয় তেজঃপুঞ্জ প্রভাবে মহীতলকে বিদীর্ণ, পর্ব্বত-সমুদয়কে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং সমুদ্র-সকলকে শুষ্ক করিতে পারি। অতএব হে রাজন্! তুমি আমাকে ঈদৃশ যুদ্ধবীর ও শত্রু-নিগ্রহে সমর্থ জানিয়াও সমরে অপেক্ষাকৃত হীন-সামর্থ্য অধিরথ-তনয়ের সারথ্যকর্ম্মে কি হেতু নিযুক্ত করিতেছ? হে রাজেন্দ্র! আমাকে এই অযোগ্য নীচকার্য্যে নিযুক্ত করা তোমার উচিত নহে। আমি শ্রেষ্ঠ হইয়া পাপিষ্ঠজনের আজ্ঞাবহ হইতে কোন ক্রমে উৎসাহ করি না। যে ব্যক্তি প্রীতি-সহকারে সমুপাগত ও বশে স্থিত গরিষ্ঠ পুরুষকে পাপীয়ান্ জনের বশবর্ত্তী করে, তাহার পাপ ঐ অধমের অপেক্ষাও গুরুতর। হে ভারত! এইরূপ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আছে যে, ব্রহ্মা মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরুযুগল হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অনন্তর সেই চতুর্ব্বর্ণের পরস্পর সংযোগে প্রতিলোম ও অনুলোম-জাত বর্ণসঙ্কর-সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। ক্ষত্রিয়েরা রক্ষাকর্ত্তা, করগ্রহীতা ও দাতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা লোকের অনুগ্রহার্থে

যাজন, অধ্যাপন ও বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ করিবার উদ্দেশে প্রজাপতি-কর্ত্তৃক ভূমণ্ডলে স্থাপিত হইয়াছেন। বৈশ্যদিগের ধর্ম্ম কৃষি, পশুপালন ও দান। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের পরিচর্য্যা-কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে অনঘ! এক্ষণে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর; শূদ্রেরা যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের পরিচারক, সেইরূপ সূতেরাও ক্ষত্রিয়দিগের পরিচারক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; ক্ষত্রিয়েরা কখন সূতদিগের পরিচারক হন নাই। হে বৈরিবল-সূদন নরপতে! আমিও রাজর্ষিকুল-সম্ভূত মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা, বন্দিগণের সেবনীয় ও স্তবনীয় এবং মহারথ-নামে বিখ্যাত হইয়াছি; অতএব এতাদৃশ মান্য হইয়াও আমি সমরে সূতনন্দনের সারথ্য করিতে কোন মতেই উৎসাহ করিতে পারি না। হে গান্ধারী-তনয়! আমি অবমান-ভাজন হইয়া কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিব না; অতএব তোমাকে বিজ্ঞাপন করিতেছি, অদ্যই নিজ গৃহে গমন করিব”।

সঞ্জয় কহিলেন, সমর-শোভাকর নর-শার্দ্দূল শল্য অমর্ষ-পরবশ হইয়া এইরূপ কথনানন্তর নৃপকুল-মধ্য হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। তখন আপনকার পুত্র তাঁহারে সপ্রণয় সম্ভাষণ ও বহু মানপ্রদর্শন-পূর্ব্বক নিরুদ্ধ করিয়া সর্ব্বার্থসাধক মধুর-বচনে কহিতে লাগিলেন; হে জনাধিপ শল্য! আপনি যেরূপ কহিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; তাহা সর্ব্বথাই যথার্থ; পরন্তু আমার অনুরোধ করিবার কোন অভিপ্রায় আছে, তাহা বোধগম্য করুন। হে রাজন্! কর্ণও আপনা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন নহেন এবং আপনকার প্রতিও আমি শঙ্কা করিতেছি না; কেন না যাহা মিথ্যা হইতে পারে, মদ্রেশ্বর শল্যরাজ তাহা কদাচ করিতে পারেন না। আমার এইরূপ প্রতীতি আছে যে, আপনকার পূর্ব্ব-পুরুষ-প্রবরেরা ঋত অর্থাৎ সত্যই বলিতেন, সেই হেতু আপনি ‘আর্ত্তায়নি’ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। হে মানপ্রদ! সমরক্ষেত্রে আপনি শত্রুগণের শল্য-স্বরূপ হইয়াছেন, এই জন্যই পৃথিবীতলে আপনকার নাম ‘শল্য’ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে বহুল-দক্ষিণাপ্রদ ধর্ম্মজ্ঞ! পূর্ব্বে আমার প্রিয়কার্য্য-সাধনার্থে আপনি যেরূপ কহিয়াছিলেন এবং এখনও যাহা যাহা কহিলেন, তাহা সম্পন্ন করুন। সংগ্রামে আপনি প্রধান প্রধান অশ্ব সকলের সংযমনে সুনিপুণ, এই নিমিত্তেই আপনাকে আমরা সারথ্যে বরণ করিতেছি; নতুবা কর্ণও আপনা অপেক্ষা অধিক বীর্য্যবান্ নহেন এবং আমিও অধিক বীর্য্যবান্ নহি। হে তাত! কর্ণ যেমন গুণ-সমূহে ধনঞ্জয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ আপনাকেও লোকে বাসুদেব অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। হে নরর্ষভ! কর্ণ কেবল অস্ত্র-সমস্ত-দ্বারাই অর্জ্জুন হইতে উৎকৃষ্ট, কিন্তু আপনি হয়জ্ঞান ও বল, উভয়-বিষয়েই কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। হে মদ্ররাজ! মহামনা বাসুদেব যে পরিমাণে অশ্বতত্ত্ব জানেন, আপনি তদপেক্ষা দ্বিগুণ জানেন, সন্দেহ নাই।

শল্য কহিলেন, হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ গান্ধারী-তনয়! তুমি সৈন্য-মধ্যে আমাকে যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা বিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীতিমান্ হইলাম। হে বীর! তুমি যেরূপ অভিলাষ করিতেছ, তদনুসারে আমি অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত যশস্বী কর্ণের সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলাম; পরন্তু বৈকর্ত্তনের প্রতি আমার এই একটি নিয়ম রহিল যে, আমি ইচ্ছানুসারে উহাঁর নিকটে বাক্যপ্রয়োগ করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতসত্তম রাজেন্দ্র! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত মদ্ররাজপুত্র শল্যকে ‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিলেন।

শল্য-সারথ্য-স্বীকারে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজর্ষি-সত্তম প্রভো মদ্রাধিপ! আমি পুনরায় আপনাকে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের সংগ্রামে যাহা ঘটিয়াছিল, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতার নিকটে সেই বৃত্তান্তটি বর্ণন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনকার নিকটে আমি তাহা অদ্যোপান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহাতে আপনি কোন সন্দেহ করিবেন না। হে রাজন্! যাহাতে তারকাসুর নিহত হয়, পরস্পর-বিজয়াভিলাষী দেব ও অসুরগণের সেই যুদ্ধ অতিভয়ঙ্কর হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, তারকাসুরের সংহার হওয়াতেই তৎকালে দৈত্যেরা দেবগণ-কর্তৃক পরাভূত হইয়াছিল। হে শত্রুতাপন পৃথিবীপতে! দৈত্যদল-পরাজিত হইলে তারকাসুরের তারাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তিন পুত্র উগ্রতর তপস্যায় মনোনিবেশ করত পরম নিয়মে অবস্থিত হইয়া তপশ্চরণ-দ্বারা শরীর শুষ্ক করিতে লাগিল। বরদাতা পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের দম, নিয়ম, সমাধি ও তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বরপ্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। হে রাজন্! তাহারা সকলেই একবাক্য হইয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ-সন্নিধানে তখন সর্ব্বভূত-মধ্যে সর্ব্বদা অবধ্যত্ব প্রার্থনা করিল। সর্ব্বলোকেশ্বর প্রভু পিতামহ দৈত্যগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "হে অসুরগণ! সর্ব্বভূতের অবধ্য হওয়া সম্ভবপর নহে, অতএব তোমরা অভিপ্রেত বরপ্রাপ্তি-বিষয়ে নিবৃত্ত হও; যদি অপর কোন প্রকার বর অভিলষিত হয়, প্রার্থনা কর"। হে রাজন্! অনন্তর তাহারা সমবেত হইয়া বারংবার বহু প্রকার বিচার করিয়া পরিশেষে সর্ব্বলোকেশ্বর পিতামহকে প্রণাম-পূর্ব্বক এই কথা বলিল, "হে দেব পিতামহ! তুমি আমাদিগকে এই বর প্রদান কর যে, ইহলোকে তোমার প্রসাদে পুরস্কৃত হইয়া আমরা যেন তিনজনে তিন পুরে অবস্থান-পূর্ব্বক এই মহীমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারি। হে অনঘ! সহস্র বর্ষ পরে আমরা যখন সকলে পরস্পর সম্মিলিত হইব, তখন পুরত্রয়ও একত্ব প্রাপ্ত হইবে। হে ভগবন্! পুরত্রয় একীভূত হইলে যে দেবশ্রেষ্ঠ এক বাণে ইহাকে বিনষ্ট করিতে পারিবেন, তিনিই আমাদিগের নিহন্তা হইবেন"। দেব প্রজাপতি তাহাদিগকে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বর্গপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে অসুরেরা বরলাভে প্রীত হইয়া পরস্পর পরামর্শ-পূর্ব্বক পুরত্রয় নির্ম্মাণার্থে দৈত্য দানবপূজিত জরা-রহিত, সর্ব্ব-কর্ম্মদক্ষ ময়-নামক মহাসুরকে বরণ করিল। অনন্তর ধীসম্পন্ন ময়দানব নিজ তপস্যা প্রভাবে পুরত্রয় নির্ম্মাণ করিল। তন্মধ্যে একটি কাঞ্চনময়, একটি রৌপ্যময় আর একটি কৃষ্ণলোহময় হইল। হে পৃথিবীশ! কাঞ্চনপুর সুরলোকে, রৌপ্যপুর অন্তরীক্ষে এবং লৌহপুর ভূমি-মধ্যে চক্রোপরি রহিল। প্রত্যেক পুর দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে শত যোজন পরিমিত, প্রকাণ্ড প্রাকার ও তোরণ-সমন্বিত, উৎকৃষ্ট গৃহ-নিকরে সমাকীর্ণ, অসংকীর্ণ মহাপথ-বিশিষ্ট এবং বহুতর মন্দির, অট্টালিকা, প্রাসাদ ও দ্বার-সমুদায়ে সুশোভিত। হে রাজন্! উক্ত অসুরেরা ঐ পুর-ত্রয়ে পৃথক্ পৃথক্ রাজা হইল। মনোহর কাঞ্চনপুর মহাত্মা তারকাক্ষের, রৌপ্যপুর কমলাক্ষের এবং লৌহপুর বিদ্যুন্মালীর হইল। সেই তিন দৈত্যরাজ স্বীয় স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে শীঘ্র লোকত্রয় আক্রমণ করিয়া সুস্থির হইল এবং বলিতে লাগিল, "প্রজাপতি আবার কে?" ঐ প্রতিবীর-বিরহিত সর্ব্বপ্রধান দানবত্রয়-সমীপে প্রযুত প্রযুত, কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, দানব-সমস্ত নানা স্থান হইতে আসিয়া সমবেত হইল। ঐ সকল সুগর্ব্বিত মাংসাশী দানব-দল পূর্ব্বে দেবগণ-কর্তৃক দূরীকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে মহৎ ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করত ত্রিপুরদুর্গে আশ্রয় লইল। ময়দানব ঐ সকল দানবদিগের সমুদায় আবশ্যক দ্রব্যের সংস্থান করিয়া দিল; তাহাকে

আশ্রয় করিয়াই তাহারা সকলে অকুতোভয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ত্রিপুরের আশ্রিত যে কোন ব্যক্তি মনে মনে যে যে অভিলাষ করিত, ময়দানব মায়া-দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার সেই সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিত।

এইরূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে, তারকাক্ষের তনয় মহাবল পরাক্রান্ত হরিনামা দানব ঘোরতর তপস্যা-দ্বারা পিতামহকে পরিতুষ্ট করিল এবং তাঁহাকে প্রসন্ন হইতে দেখিয়া এই বর প্রার্থনা করিল যে, আমাদিগের পুরমধ্যে এতাদৃশী একটি বাপী হউক, যাহাতে শস্ত্র-দ্বারা বিনিহত জনগণকে নিক্ষিপ্ত করিলে তাহারা বলবত্তর হইতে পারে। হে প্রভো! তারকাক্ষ-তনয় সেই বীর্য্যবান্ হরিদানব ঐ বর লাভ করিয়া তথায় মৃতসঞ্জীবনী বাপীর সৃষ্টি করিল। যে সকল দৈত্য যেরূপে ও যে বেশে মৃত হইয়া সেই বাপী-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইত, তাহারা তাদৃশ রূপে ও তাদৃশ বেশেই জীবিত হইয়া উঠিত। হে রাজন্! মহতী তপস্যায় সিদ্ধ ত্রিপুরাধীশ্বর দানবেরা উক্ত বাপী লাভে পুনর্ব্বার দেবগণের ভয়বর্দ্ধন হইয়া লোক-সকলের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল। সংগ্রামে তাহাদিগের কোন প্রকারে বিনাশ হইল না; সুতরাং তাহারা লোভ-মোহে অভিভূত, বিচেতন ও নির্লজ্জ হইয়া যজ্ঞক্রিয়াদি নির্দ্দিষ্ট লোক-মর্য্যাদা-সমস্ত সম্যক্ রূপে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিল। বরদানে দর্পিত হওয়ায় সেই দুষ্টাচার দানবেরা অনুচর-সহ দেবগণকে দূরীভূত করিয়া স্বেচ্ছানুসারে নানা সময়ে নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা সুরপুরবাসীদিগের প্রিয়তর ক্রীড়া-কানন-সকল, ঋষিগণের পুণ্যাশ্রম-সমুদয়, সুরম্য-জনপদ-নিচয় ও মর্য্যাদা-সমস্ত একবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। অনন্তর লোক সকল পীড্যমান হইতে থাকিলে, ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া পুরত্রয়ের চতুর্দ্দিকে বজ্রপাত-দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে শত্রুতাপন নরাধিপ! সুরপতি পুরন্দর যখন বিধাতৃ-বরদত্ত সেই অভেদ্য পুরত্রয়কে অশনিপাত-দ্বারা ভেদ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন অতিশয় ভীত হইয়া সেই পুরত্রয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দানবদিগের উক্ত অত্যাচার বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার উদ্দেশে অমরগণের সহিত পিতামহ-সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহারা ভগবান্ পিতামহকে মস্তক-দ্বারা প্রণাম-পূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহা শুনিয়া ভগবান্ প্রজাপতি সুরগণকে এই কথা বলিলেন। “যে ব্যক্তি তোমাদিগের প্রতি অশিষ্টাচরণ করে, সে আমার নিকটেও অপরাধী, সন্দেহ নাই। দুরাত্মা অসুরেরা সকলেই সুরগণের বিদ্বেষী। যাহারা তোমাদিগকে পীড়া প্রদান করিতেছে, তাহারা সততই অপরাধ করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আমার যে সমদৃষ্টি আছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই বটে, কিন্তু আমার এরূপ নিয়মও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অধার্ম্মিকদিগকে অবশ্য বিনষ্ট করিতে হইবে। যদি কেহ এক বাণে দানবদিগের সেই দুর্গত্রয় ভেদ করিতে সমর্থ হয়, তবেই তৎসমুদয় বিভিন্ন হইবে, অন্যথা নহে; এক বাণে ভেদ করাও একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় ব্যতিরেকে অপর কাহারও সাধ্য নাই। অতএব হে আদিত্যগণ! তোমরা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা জয়শীল দেবাদিদেব ঈশানকে যোদ্ধৃত্বে বরণ কর; তিনিই ঐ দুর্ব্বৃত্ত অসুরদিগকে নিহত করিবেন”।

পুরন্দর-প্রমুখ দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুরঃসর করত বৃষধ্বজের শরণাপন্ন হইলেন। হে নরপতে! সেই সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ অমরবৃন্দ সর্ব্বতোভাবে অবগত-চিত্ত হইয়া ঋষিগণের সহিত সনাতন বেদ উচ্চারণ করত পরম তপস্যা অবলম্বন করিলেন এবং যিনি আত্ম-রূপ উপাধি-দ্বারা সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়াছেন, সর্ব্ব-ভয়ে অভয়প্রদ সেই মহাত্মা সর্ব্বাত্মাকে অন্তর-সংহারিণী উগ্রতর বাণী-দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। যিনি

বহুতর তপো-বিশেষ-দ্বারা আত্ম-মনঃসংযোগ ও আত্মজ্ঞান বিদিত হইয়াছেন এবং যাঁহার আত্মা সতত বশীভূত, দেবগণ সেই পাপলেশ-পরিশূন্য, প্রভাব-সম্পন্ন, লোকে অনন্য-সদৃশ, তেজোরাশিময়, উমাপতি ঈশান দেবকে সন্দর্শন করিলেন। ভগবান্ ভূতপতি একমাত্র হইলেও তাঁহারা তাঁহাকে নানা-রূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন ; অনন্তর সেই মহাত্মাতে পরস্পরের আত্ম-প্রতিরূপ রূপ সকল অবলোকন করত সকলেই অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। দেব ও ব্রহ্মর্ষিগণ সেই জন্মবিহীন জগৎপতিকে সর্ব্বভূতময় সন্দর্শন করিয়া ভূতলে মস্তক সমস্ত সংলগ্ন করত প্রণাম করিলেন। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাদিগকে স্বস্তিবাদ-দ্বারা সম্যক্ অর্চ্চনা-পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন, হে দেবগণ! কি হইয়াছে, শীঘ্র কহ। দেবতারা ত্রিলোচন-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বস্থচিত্তে কহিলেন "হে প্রভো! আমরা তোমাকে কায়মনো-বাক্যে বারংবার নমস্কার করি। হে দেবাধিদেব পিনাকিন্! তুমি ক্রোধের অতিক্রমকারী হইয়াও দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞ বিধ্বংস করিয়াছ, অথচ প্রজাপতিরা তোমাকে পূজা করিতেছেন। তুমি স্তুত, স্তুত্য, স্তূয়মান, সর্ব্ব-সংহারক, নীললোহিত, রুদ্র, নীলকণ্ঠ ও শূলপাণি। তুমি অমোঘ, মৃগাক্ষ, পরশুযোধী, পূজ্য, শুদ্ধ, সর্ব্বাধার ও সর্ব্বনিহন্তা। তুমি দুর্ব্বারণ, দীপ্তিমান্ ব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী, ঈশান, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বনিয়ন্তা ও চীরবাসা। তুমি নিরন্ত তপস্যা-নিরত, পিঙ্গল, ব্রতনিষ্ঠ, কৃত্তিবাসা, কুমার-পিতা, ত্র্যম্বক ও উত্তমায়ুধপাণি। তুমি নিত্যকাল শরণাগত-দুঃখ-হারী, অসুরগণ-সংহারকারী, বনস্পতিপতি, নরপতি, গোপতি ও যজ্ঞপতি। হে অমিততেজস্বিন্ ত্রিলোচন! আমরা তোমাকে ও তোমার সৈন্যগণকে বারংবার নমস্কার করি। হে দেব! আমরা মন, বাক্য ও কর্ম্ম-দ্বারা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।" অনন্তর ভগবান্ ভবানীপতি প্রসন্ন হইয়া স্বাগতপ্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের ত্রাস দূর হউক ; আমি তোমাদিগের কি কর্ম্ম করিব বল।

ত্রিপুরাখ্যানে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহাত্মা শঙ্কর পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণকে অভয় প্রদান করিলে, ব্রহ্মা তাঁহারে সমুচিত সৎকার-পূর্ব্বক এই লোক-হিতকর বাক্য কহিলেন, হে সর্ব্বেশ! ভবদীয় প্রসাদ বশত আমি এই প্রাজাপত্য-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দানবগণকে এক সুমহান্ বর প্রদান করিয়াছি। হে ভূতভব্যভাবন! মর্য্যাদার অতিক্রমকারী সেই দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যগণকে সংহার করিতে ত্বদ্ভিন্ন অন্য কেহই সমর্থ নহে ; তাহাদিগের বিনাশ বিষয়ে একমাত্র তুমিই সক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব হে শূলধারিন্! হে দেবেশ! তুমি প্রার্থনাকারী শরণাপন্ন সুরগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দানব-দলকে বিনাশ কর। হে মানপ্রদ! তোমার প্রসাদে এই সমুদয় জগৎ সুখলাভ করুক। হে সর্ব্বলোকেশ! তুমি সর্ব্ব-শরণ্য, এই জন্যই আমরা সকলে তোমার শরণাগত হইয়াছি।

শঙ্কর কহিলেন, হে সুরগণ! আমি তোমাদিগের শত্রু সকলকে সংহার করিব, এরূপ সংকল্প করিলাম ; কিন্তু সুরদ্বেষী অসুরগণ অসাধারণ বলশালী হইয়াছে, এজন্য একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আমার উৎসাহ হয় না। অতএব তোমরা সকলে মদীয় অর্দ্ধতেজের সহিত সংমিলিত হইয়া সমরে সেই শত্রু সকলকে পরাজিত কর; যেহেতু সমবায়ের বল অতি মহৎ হইয়া থাকে।

দেবতারা কহিলেন, আমাদিগের বোধ হয় যে, অস্মদীয় তেজোবল অপেক্ষা তাহাদিগের তেজোবল দ্বিগুণ ; কেন না আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ভগবান্ শঙ্কর কহিলেন, যাহারা তোমাদিগের নিকটে অপরাধী হইয়াছে, সেই পাপ-পুরুষগণ সর্ব্বতোভাবে বধার্হ ; অতএব আমার তেজ ও পরা-

ক্রমের অর্দ্ধভাগ-দ্বারা তোমরা শাত্রব সকলকে সংহার কর।

দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমরা ভবদীয় তেজের অর্দ্ধাংশ ধারণ করিতে কোন ক্রমে সমর্থ হইব না; অতএব আপনিই আমাদিগের বলার্দ্ধ-সহকারে বৈরিদল বিনাশ করুন।

ভগবান্ কহিলেন, যদি একান্তই তোমরা আমার বল ধারণে অশক্ত হও, তবে আমিই তোমাদিগের অর্দ্ধতেজঃ-সমন্বিত হইয়া দস্যুদল দলন করিব।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজসত্তম! সুরগণ ভগবদ্বাক্যে সম্মত হইলে, শঙ্কর সর্ব্ব দেবের শরীর হইতে অর্দ্ধতেজ সংগ্রহ করিলেন; তাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি অধিকতর বলবতী হইল। সেই দেব সর্ব্ব দেব হইতে বলবত্তর হইলেন, এজন্য তদবধি তাঁহার মহাদেব নাম বিখ্যাত হইল। অনন্তর মহাদেব কহিলেন, হে অমরগণ! আমি রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সমরে তোমাদিগের সেই শত্রু সকলকে নিহত করিব। অতএব তোমরা আমার রথ ও ধনুর্ব্বাণ সংস্থান করিবার চেষ্টা দেখ, আমি অদ্যই উহাদিগকে মহীতলে নিপাতিত করিতেছি।

দেবতারা কহিলেন, হে দেবেশ্বর! আমরা এই ত্রৈলোক্যের নানা স্থান হইতে সমুদয় মূর্ত্তিসার সংগ্রহ করিয়া তোমার নিমিত্তে এক মহাতেজস্বী রথ নির্ম্মাণ করিব। এইরূপ কহিয়া সুরবরগণ মহাদেবের নিমিত্তে নিজ বুদ্ধি-দ্বারা বিহিত বিশ্বকর্ম্মকৃত এক অপূর্ব্ব স্যন্দনের কল্পনা করিলেন এবং বিষ্ণু সোম হুতাশনময় এক শর প্রস্তুত করিলেন। হে মনুজেশ্বর! অগ্নি সেই উৎকৃষ্ট শরের শৃঙ্গ, সোম ভল্ল এবং বিষ্ণু কট্মল হইলেন। বিশালপুরমালিনী সপর্ব্বত-বনবীণা-ভূতধরা বসুন্ধরা-দেবী রথের বন্ধুর হইলেন। মন্দর পর্ব্বত ও দানবালয় সমুদ্র তাহার অক্ষ, মহানদী জঙ্ঘা, দিক্ বিদিক্ সকল পরিবার, নক্ষত্র সমূহ ও বৃন্দারাষ্ট্র-প্রভৃতি প্রবলতর দশ গজপতি ঈষা, আকাশ ও সত্যযুগ যুগ, ভুজগরাজ বাসুকি কূবর, হিমালয় ভূধর অপস্কর, বিন্ধ্যপর্ব্বত উদয়াচল অস্তগিরি ও মন অধিষ্ঠান, সপ্তর্ষিমণ্ডল পরিস্কর, গঙ্গা সরস্বতী সিন্ধু ও আকাশ ধুর, নদী সকল ও সলিল সমুদয় উপস্কর, অহোরাত্র কলা কাষ্ঠা ও ঋতু সমুদয় অনুকর্ষ, প্রদীপ্ত গ্রহগণ ও তারকা সকল বরূথ, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম দারুবন্ধন ত্রিবেণু, বিবিধ ফলপুষ্পোপ-শোভিত লতা-সমস্ত ওষধি, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্রদ্বয়, রাত্রি পূর্ব্বাঙ্গ, দিবস উত্তরাঙ্গ, সংবর্ত্তক বলাহক-প্রভৃতি মেঘ সকল এবং সন্ধ্যা ধৃতি মেধা স্থিতি ও সন্নতি যুগচর্ম্ম, গ্রহনক্ষত্র-তারকাপুঞ্জে বিচিত্রিত গগণমণ্ডল চর্ম্ম, ইন্দ্র বরুণ যম ও কুবের এই লোকপাল-চতুষ্টয় অশ্ব, কালপৃষ্ঠ নহুষ কর্কোটক ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ তুরঙ্গগণের কেশরবন্ধন, দিক্ বিদিক্ সকল এবং কর্ম্ম সত্য তপস্যা ও অর্থ অশ্বরশ্মি, বষট্‌কার প্রতোদ, গায়ত্রী শীর্ষবন্ধনী, সিনীবালী অনুমতি কুহূ ও সুব্রতা রাকা অশ্ববন্ধন-রজ্জু, রোহক-নামক নক্ষত্র-দেবতাগণ যুগকীলক এবং সরস্বতী প্রচারমার্গ হইলেন। বিদ্যুৎ ও শক্রধনু নানাবর্ণ-বিশিষ্ট পবন-কম্পিত বিচিত্র-পতাকা-স্বরূপ হইয়া সেই প্রদীপ্ত রথকে সমধিক উদ্ভাসিত করিল। পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশানের যজ্ঞে যাহা বিহিত হইয়াছিল, সেই সংবৎসর শরাসন এবং সাবিত্রী মহানির্ঘোষ-বিশিষ্টা মৌর্ব্বী হইলেন। কালচক্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মহামূল্য-রত্নরাজি-বিভূষিত সুবিমল অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বিহিত হইল। কাঞ্চনগিরি শ্রীমান্ সুমেরু ধ্বজযষ্টি রূপে কল্পিত হইল। সৌদামিনী-সমলঙ্কৃত জলদরাজি পতাকা হইল। সেই পতাকা সকল অধ্বর্য্যু-মধ্যস্থ প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। দেবতারা সেই সুবিহিত স্যন্দন সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। হে আর্য্য! তাঁহারা সর্ব্বলোকের সমুদয় তেজোরাশি একত্র হইল দেখিয়া সেই মহাত্মা মহাদেবকে নিবেদন করিলেন, রথ প্রস্তুত হইয়াছে।

হে মনুজশার্দ্দূল মহারাজ! দেবগণ এইরূপে শত্রু-

দিগের অতিমর্দ্দনকারী সেই প্রধানতম রমণীয় রথ কম্পিত করিলে, মহাদেব শঙ্কর তাহাতে স্বকীয় দিব্য আয়ুধ সমস্ত সংস্থাপিত করিলেন এবং আকাশকে ধ্বজযষ্টি করিয়া বৃষভকে ধ্বজরূপে যোজিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড ও জ্বর, ইহারা সর্ব্ব দিকে উদ্যত হইয়া রথের পার্শ্বরক্ষক হইল। হে রাজেন্দ্র! অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা সেই মহাত্মা শঙ্করের চক্ররক্ষক, ঋগ্বেদ সামবেদ ও পুরাণ অগ্রসর, ইতিহাস ও যজুর্ব্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক এবং দিব্য বাক্য সকল দিব্য বিদ্যা সমুদয় স্তোত্রাদি ও বষট্‌কার পার্শ্বচর হইয়া রহিলেন। ওঁকার তাঁহার মুখের নিরতিশয় শোভাকর হইলেন। হে রাজন্! মহাদেব ছয় ঋতুতে বিচিত্রিত সংবৎসরকে শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই সমরে অবিনাশিনী মৌর্ব্বী করিলেন। কালরূপী ভগবান্ রুদ্র সম্বৎসরকে ধনু করিলেন, এই জন্য কালরাত্রি তাঁহার অজরা ধনুর্জ্যা হইল। বিষ্ণু, বহ্নি ও বিধু তাঁহার শায়ক হইলেন। এই সমুদয় জগৎ অগ্নীষোমময় ও বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং বিষ্ণুও অমিততেজস্বী মহাদেবের আত্ম-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই হেতু দানবেরা হরের ধনুর্জ্যা সংস্পর্শ সহ্য করিতে একান্ত অক্ষম হইয়াছিল। তীব্রমন্যু প্রভু রুদ্র সেই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরার মন্যু-সম্ভূত অতি দুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই অযুত-আদিত্য-সম-তেজস্বী, নীললোহিত, ধূম্রকায়, ভয়ঙ্কর কৃত্তিবাসা তেজঃপুঞ্জ-শিখায় পরিবৃত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। স্বয়ং অধর্ষণীয়, সকলের ধর্ষণকারী, জেতা, ব্রহ্ম-বিপক্ষ-হন্তা, সর্ব্বসংহারী, ধর্ম্মাশ্রিত মানবগণের নিত্য ত্রাতা, অধার্ম্মিক নরবর্গের নিয়ত নিহন্তা, ভগবান্ স্থাণু আপনারই গুণ অর্থাৎ ভোগ্যভূত সেই প্রমথনশীল, ভয়ঙ্কর-বলশালী, ভীষণমূর্ত্তি, মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট রথাদি সমস্ত দ্বারা আবৃত হইয়া নিরতিশয় শোভিত হইলেন। হে রাজন্! তাঁহার অঙ্গ সকল অবলম্বন করিয়া অবস্থিত এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্ব তৎকালে অদ্ভুত-দর্শন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। রথ প্রস্তুত হইল দেখিয়া দেবদেব কবচ ও শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক বিষ্ণু সোম ও বহ্নিপ্রভব সেই দিব্য বাণ গ্রহণ করিলেন। তৎকালে দেবগণ সুরসত্তম সমীরণকে তাঁহার পবিত্র-গন্ধ-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সংগ্রামার্থে কৃতযত্ন ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া দেবতাদিগকেও ত্রাসিত এবং ভূমণ্ডলকে যেন কম্পায়মান করত তখন রথোপরি আরোহণ করিলেন। সদাশিবের রথারোহণেচ্ছা সময়ে ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। খড়্গ বাণ ও শরাসনধারী বরদাতা মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মর্ষিগণ-কর্তৃক স্তূয়মান, বন্দিগণ-কর্তৃক বন্দ্যমান এবং নৃত্যবিশারদ নৃত্যকারী অপ্সরোগণে শোভমান হইয়া সস্মিত-বদনে দেবগণকে কহিলেন, আমার সারথি কে হইবে? দেবগণ তাঁহারে কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি যাহাকে নিযুক্ত করিবেন, সেই ব্যক্তিই আপনকার সারথি হইবে, সংশয় নাই। মহাদেব পুনর্ব্বার সুরগণকে কহিলেন, আমা অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা স্বয়ং সম্যক্ রূপে চিন্তা করিয়া তাঁহাকেই আমার সারথি কর, বিলম্ব করিও না। দেবগণ সেই মহাত্মার উক্ত বাক্য শ্রবণে তথা হইতে পিতামহ-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া এই কথা বলিলেন "হে দেব! দানবগণের নিগ্রহ-বিষয়ে আপনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমরা সেই-রূপই করিয়াছি এবং মহাদেবও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। আমরা তাঁহার বিচিত্র-আয়ুধ-সংযুক্ত মনোহর রথও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি, কিন্তু সেই উৎকৃষ্ট রথে সারথি কে হইবেন, জানিতে পারিতেছি না। অতএব হে বিভো! কোন দেবসত্তমকে আপনি সারথি স্থির করুন,—আমাদিগের প্রতি আপনকার যে বাক্য উক্ত হইয়াছিল, তাহা সফল করুন। হে ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে আমা-

দিগকে কহিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদিগের উপকার করিব; এক্ষণে সেই বাক্য সুসিদ্ধ করুন। আমাদিগের সেই দৈবপ্রভাব-সমন্বিত দুর্দ্ধর্ষ রথোত্তম অবশ্যই শত্রুগণের ধ্বংসকারী হইবে। পিনাকপাণি মৃত্যুঞ্জয় উহাতে যোদ্ধা কল্পিত হইয়াছেন; তিনিও দানবগণের ভয়োৎপাদনার্থে উদ্যত আছেন। সেইরূপ বেদচতুষ্টয় সেই মহাত্মার অশ্বশ্রেষ্ঠ, সশৈলা বসুমতী রথ এবং নক্ষত্র সকল রথগুপ্তি হইয়াছে; স্বয়ং মহাদেব যোদ্ধা, কিন্তু সারথি লক্ষিত হইতেছেন না। সেই রথে এরূপ সারথি অন্বেষণ করিতে হইবে, যিনি আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন। হে দেব! রথখানি তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মহাদেব যোদ্ধা হইবেন। শরাসন, কবচ ও শস্ত্র সমস্ত প্রস্তুতই আছে। হে প্রভো! আপনি সর্ব্বগুণ-সমন্বিত হওয়ায় সমুদয় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, সুতরাং আপনা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিকেই আমরা সেই রথের উপযুক্ত সারথি দেখিতেছি না। অতএব আপনি অবিলম্বে রথোপরি আরোহণ করিয়া দেবগণের জয় ও দানবদলের পরাজয় নিমিত্তে উৎকৃষ্ট অশ্ব সকলকে সংযত করুন।” হে রাজন্ শল্য! আমরা এইরূপ শুনিয়াছি যে, দেবতারা ত্রিলোকেশ্বর পিতামহকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া সারথ্য স্বীকারার্থে এই সকল বাক্যে প্রসাদিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর পিতামহ কহিলেন, হে সুরগণ! যে বাক্য উক্ত হইয়াছে, তাহাতে কিছুই মিথ্যা নাই; আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাদেবের অশ্ব সমস্ত সংযমন করিব। এইরূপ কহিবার পর লোকস্রষ্টা ভগবান্ দেব পিতামহ, দেবগণ-কর্ত্তৃক মহাত্মা ঈশানের সারথ্য কার্য্যে নির্দ্ধারিত হইলেন। সেই সর্ব্বলোক-পূজিত প্রজাপতি অচিরাৎ স্যন্দনোপরি আরোহণ করিলে বাতগামী হয়গণ ধরাতল-সংলগ্ন-মস্তকে তাঁহারে প্রণিপাত করিল। ভগবান্ পিতামহ রথোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক স্বকীয় তেজঃপুঞ্জ-প্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া বল্গা ও কশা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বিধাতা বাতগামী তুরগগণকে উত্থাপিত করিয়া দেবদেব মহাদেবকে রথে আরোহণ করিতে কহিলেন। তখন সদাশিব সেই বিষ্ণুসোম-বহ্নি-প্রভব বাণ গ্রহণ করিয়া শরাসনের ঘোরতর টঙ্কার-দ্বারা বিপক্ষব্যূহকে কম্পায়মান করত স্যন্দনে আরোহণ করিলেন। দেবেশ্বর রথোপরি আরূঢ় হইলে ব্রহ্মর্ষি দেব গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই বরদাতা খড়্গ বাণ ও শরাসন ধারণে শোভমান হইয়া নিজ তেজঃ প্রভাব-দ্বারা লোকত্রয়কে উদ্ভাসিত করত রথমধ্যে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর দেবেশ্বর, পুরন্দর-প্রভৃতি সুরগণকে পুনর্ব্বার কহিলেন ‘ইনি দানবদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিবেন না’ এরূপ মনে করিয়া তোমাদের শোক করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে; এই বাণ-দ্বারা তাহাদিগকে নিহত বলিয়াই অবধারণ কর। দেবগণ কহিলেন, ইহা সত্য; দানবদল নিহতই হইয়াছে। প্রভাব-সম্পন্ন ভগবান্ মহাদেব যাহা কহিয়াছেন, সে বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, ইহা সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়াই দেবতারা পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন।

হে নরপতে! অনন্তর মহাযশা দেবেশ মহাদেব সর্ব্ব দেবগণে পরিবৃত হইয়া নিরুপম মহারথ-মধ্যে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তখন তদীয় পারিষদগণ এবং সর্ব্ব দিকে ধাবমান, পরস্পর তর্জ্জমান, নৃত্যকারী, অপরাপর দুরাসদ পিশাচাদিগণ তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। অসামান্য-গুণসম্পন্ন তপস্যারত মহাভাগ ঋষি-বৃন্দ ও অমরগণ সর্ব্বতোভাবে মহাদেবের বিজয় কামনা করিতে লাগিলেন। হে নরোত্তম রাজেন্দ্র! সর্ব্বলোকের অভয়-বিধাতা বরদাতা দেবেশ্বর এইরূপে যুদ্ধযাত্রা করিলে, সমুদয় জগৎ ও সমস্ত সুরগণ পরিতুষ্ট হইলেন। শঙ্করের সেই প্রয়াণ সময়ে ঋষিগণ বহুবিধ স্তুতিবাক্যে বৃষভধ্বজকে পুনঃপুন স্তব করত তাঁহার

প্রভাব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং সহস্র সহস্র প্রযুত প্রযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গন্ধর্ব্ব সকল বিবিধ বাদ্য-ধ্বনি করিতে থাকিলেন। অনন্তর বরদাতা পিতামহ রথারোহণ-পূর্ব্বক দৈত্যগণের প্রতি প্রস্থিত হইলে বিশ্বেশ্বর শঙ্কর বিস্ময়ান্বিত হইয়া বারংবার সাধু-বাদ করিলেন এবং কহিলেন, হে দেব প্রজাপতে! যে স্থানে দানব সকল আছে, তথায় চল; অতন্দ্রিত হইয়া হয়গণকে পরিচালিত কর; অদ্য সংগ্রামে আমি যখন শত্রুদিগকে নিহত করিতে থাকিব, তখন আমার বাহুদ্বয়ের কত বল দেখ।

হে রাজন্! অনন্তর বিধাতা মন ও মারুত-তুল্য-বেগগামী বাহ-চতুষ্টয়কে সেই দৈত্য-দানব-রক্ষিত ত্রিপুরের অভিমুখে ধাবমান করিলেন। সেই সর্ব্ব-লোক-প্রশংসিত হয়-চতুষ্টয় যেন আকাশ পান করিতে করিতে ধাবিত হইল; ভগবান্ মহাদেব তাহাদিগের দ্বারা সুরগণের বিজয়ার্থে শীঘ্র গমন করিলেন। ভবানীপতি রুদ্র রথে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক ত্রিপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলে, তদীয় বৃষভ ঘোরতর নিনাদ-দ্বারা দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিল। ত্রিপুর-স্থিত সুর-শত্রু তারক-তনয়েরা সেই বৃষভের ভয়ঙ্কর সু-মহান্ নিনাদ শ্রবণ করিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইল। তথায় অন্যান্য যাহারা অবস্থিত ছিল, তাহারা তখন যুদ্ধার্থে অভিমুখ হইল। হে মহারাজ! তাহাতে ত্রিশূলধারী মহাদেব একবারে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হই-লেন। তিনি শর-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদয় ভূত-বর্গ ত্রাসান্বিত হইল; ত্রৈলোক্য ও ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সমস্ত প্রাদু-র্ভূত হইল। শরস্থ সোম অগ্নি ও বিষ্ণুর এবং রথস্থ ব্রহ্মা রুদ্র ও শরাসনের বিক্ষোভ-হেতু সেই রথ অতিমাত্র অবসন্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর নারায়ণ সেই শর-ভাগ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া বৃষরূপ ধারণ-পূর্ব্বক সেই মহারথকে উদ্ধৃত করিলেন। হে মান-প্রদ! রথ অবসন্ন হইতে এবং শত্রু সকল গর্জ্জন করিতে থাকিলে, মহাপ্রভাব ভগবান্ রুদ্র বৃষভের মস্তকে ও অশ্বের পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া সসম্ভ্রমে ঘোরতর নিনাদ-পূর্ব্বক দানবপুরের প্রতি দৃষ্টি নি-ক্ষেপ করিলেন। হে নরোত্তম! বৃষভ ও অশ্বের উপরি অবস্থিত থাকিয়া তৎকালে তিনি বৃষভের খুর-সমস্ত দুই খণ্ডে বিভক্ত এবং অশ্বের স্তন-সমস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! প্রবল-পরা-ক্রান্ত অদ্ভুত-কর্ম্মা রুদ্র এইরূপে গো ও অশ্বের পীড়া উৎপাদন করিলে, তদবধি গো-জাতির খুর দ্বিখণ্ড হইল এবং অশ্ব সকলের আর স্তন হইল না।

সর্ব্বেশ্বর শর্ব্ব তৎকালে শরাসনে জ্যা-রোপণ-পূর্ব্বক পাশুপতাস্ত্রের সহিত সেই দুর্জ্জয় শায়ক সন্ধান করিয়া ত্রিপুর সংহার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভগবান্ রুদ্র কার্ম্মুক ধারণ করিয়া অবস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত কাল-নিয়-মানুসারে সেই পুরত্রয় তখন একত্বই প্রাপ্ত হইল। পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত পুরত্রয় একীভাব প্রাপ্ত হইলে, মহানুভাব দেবগণের সুমহান্ হর্ষ হইল। অনন্তর দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ মহেশ্বরকে স্তুতি করত জয়-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে অসুরগণ-সংহার-সমুদ্যত, অনির্ব্বচনীয় উগ্রতর-মূর্ত্তিধারী, অসহ্যতেজা মহাদেবের সম্মুখে ত্রিপুর প্রাদুর্ভূত হইল। সকল-লোকেশ্বর ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় তখন সেই দিব্য-শরাসন আকর্ষণ করিয়া ত্রিপুরের প্রতি সেই ত্রৈলোক্য-সার শর নিক্ষিপ্ত করিলেন। হে মহাভাগ! সেই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট শায়ক নিক্ষিপ্ত হইলে, পৃথিবীতলে পতনোন্মুখ পুরগণের মধ্য হইতে তৎকালে ঘোরতর আর্ত্তস্বর উত্থিত হইল। মহাদেব অসুরগণ-সম্বলিত সেই পুরত্রয়কে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষিপ্ত করি-লেন। ত্রিলোক-হিতৈষী ত্রিলোচন মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপে সেই ত্রিপুরকে ও তত্রত্য দানব-দলকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং আত্ম-ক্রোধ-সম্ভূত হুতাশনকে "হা হা! লোক সকলকে ভস্মসাৎ করিও না" এই কথা বলিয়া নিবারিত করিলেন। অনন্তর দেব, ঋষি ও লোক সকল প্রকৃতি

প্রাপ্ত হইয়া নিরুপম-তেজস্বী স্থাণুকে উৎকট বচনাবলি-দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। পরে প্রজাপতি-প্রভৃতি দেবগণ প্রযত্ন-দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া ভগবানের অনুমতি-ক্রমে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

হে রাজন্! এইরূপে সেই লোক-স্রষ্টা সুরাসুরগণাধ্যক্ষ ভগবান্ মহেশ্বর লোক সকলের মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন। ত্রিপুর-সংহার সময়ে পরম অব্যয় লোকধাতা পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রের সারথ্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ পিতামহসদৃশ আপনিও এই রুদ্র-তুল্য মহাত্মা কর্ণের হয় সমুদয়কে অবিলম্বে সংযত করুন। হে নৃপশার্দ্দূল! আপনি যে কৃষ্ণ, কর্ণ, বিশেষত অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কর্ণও যুদ্ধবিষয়ে রুদ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত এবং আপনিও নীতিবিষয়ে ব্রহ্মার সদৃশ; অতএব তাঁহারা যেমন সেই অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনারাও আমার বিপক্ষ-ব্যূহকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন। হে শল্য! অদ্য কর্ণ যাহাতে শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণ-সারথি কুন্তী-তনয়কে প্রমথন-পূর্ব্বক নিহত করিতে সক্ষম হয়েন, আপনি শীঘ্র তাহার বিধান করুন। দেখুন, কর্ণ, আমরা, আমাদের রাজ্য ও বিজয়, সকলই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব সংগ্রামে আপনি ইহাঁর হয়োত্তম সমস্ত সংযত করুন। আমি পুনর্ব্বার অপর একটি ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, ইহাও শ্রবণ করুন। কোন ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার পিতার নিকটে ইহা বলিয়াছিলেন। হে শল্য! সেই হেতুকার্য্যার্থ-সমন্বিত বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আপনি বিশেষ রূপ নিশ্চয়-পূর্ব্বক কার্য্য করুন; ইহাতে সংশয় করিবেন না।

পুরাকালে ভার্গব-কুলে জমদগ্নি-নামা এক মহাতপা ব্রাহ্মণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যাদি-গুণ-সম্পন্ন রাম নামে বিখ্যাত এক পুত্র ছিলেন। তিনি অস্ত্র-লাভার্থে ইন্দ্রিয়-সমস্ত-নিগ্রহ-পূর্ব্বক সংযত ও প্রসন্নাত্মা হইয়া তীব্র তপস্যায় মনোনিধান-দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব তাঁহার অচলা ভক্তি ও শান্তিতে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তদীয় মনোগত অভিপ্রায় জানিয়া সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "রাম! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি এবং তোমার অভিপ্রেত বিষয়ও আমার বিদিত হইয়াছে; তুমি আত্মাকে পবিত্র কর, তাহা হইলেই মনোগত সমুদয় বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে। হে ভার্গব! অস্ত্র-সমস্ত অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিকে দগ্ধ করিয়া থাকে; অতএব তুমি যখন পবিত্র হইবে, তখনই আমি তোমারে তৎ সমুদায় সম্প্রদান করিব"। দেবদেব শূলপাণি এইরূপ কহিলে পর রাম অবনত-মস্তকে সেই মহাত্মা প্রভুকে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, হে দেবেশ! আপনি যখন আমাকে অস্ত্র ধারণে যোগ্য বলিয়া জানিবেন, তখন এই শুশ্রূষুজনকে অস্ত্র প্রদানে বিমুখ হইবেন না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, অনন্তর জমদগ্নি-তনয় দম, নিয়ম ও তপস্যার অনুষ্ঠান এবং হোম-মন্ত্র-পুরস্কৃত উপহার ও বলি প্রদান-দ্বারা বহু বর্ষ ব্যাপিয়া সর্ব্বেশ্বর শর্ব্বের আরাধনা করিলেন। তাহাতে মহাদেব মহানুভাব ভার্গবের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং দেবী ভগবতীর সন্নিধানে বহুবার তাঁহার গুণ-সমস্ত ব্যাখ্যা করিলেন। হে শত্রুসূদন মহীপতে! প্রভু মৃত্যুঞ্জয় প্রীত হইয়া দেবগণ ও পিতৃগণের সমক্ষেও তাঁহার 'এই রাম অতি দৃঢ়ব্রত এবং আমার প্রতি সতত ভক্তিমান্" এইরূপ গুণাবলি বারংবার বর্ণন করিলেন। ঐ সময়ে দৈত্য সকল মহাবল-সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহারা দর্প ও মোহে অভিভূত হইয়া দেবগণকে নিষ্পীড়িত করিতে লাগিল। তাহাতে বিবুধগণ তাহাদিগের বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া সকলে একত্র সমবেত হইলেন এবং শত্রু-বধে যত্নও করিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারি-

লেন না। অনন্তর সুরগণ উমাপতি মহেশ্বরের নিকটে গমন-পূর্ব্বক 'শত্রুগণকে বিনষ্ট করুন' এই বলিয়া ভক্তি-যোগে তাঁহারে প্রসাদিত করিলেন। তদনন্তর দেব শঙ্কর দেবতাদিগের রিপুক্ষয় করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ভৃগুনন্দন রামকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন 'ভার্গব! তুমি লোক সকলের হিতার্থে এবং আমার প্রীতির নিমিত্তে এই সমাগত সুর শত্রু সকলকে বিনষ্ট কর"। এইরূপ কথিত হইয়া রাম বরপ্রদ প্রভু ত্রিলোচনকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দেবেশ! আমার এমন কি শক্তি আছে যে, আমি অকৃতাস্ত্র হইয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ অস্ত্র-প্রয়োগ-বিশারদ দানব সমুদয়কে সংগ্রামে নিহত করিতে পারিব?

মহেশ্বর বলিলেন, "আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি গমন কর, শত্রুগণকে অবশ্য বিনষ্ট করিতে পারিবে এবং সমুদয় রিপুকুল-পরাজিত করিয়া বিপুল-গুণ-সমস্ত প্রাপ্ত হইবে"। জমদগ্নি-নন্দন এই বাক্য শ্রবণ ও সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া দানবগণের প্রতি যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। ক্ষণ কাল বিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি মদ-বল-দর্পিত দেব-শত্রুগণকে কহিলেন, "হে যুদ্ধ-মদোদ্ধত মহাদৈত্যগণ! তোমরা আমারে যুদ্ধ প্রদান কর; তোমাদিগকে জয় করিবার জন্য ভগবান্ দেবদেব আমাকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন"। ভার্গব এইরূপ প্রস্তাব করিলে, দানবগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ভার্গব-নন্দন দ্বিজোত্তম রাম বজ্র ও অশনি সম কঠিন প্রহার-দ্বারা সমরে সেই দৈত্য সকলকে নিহত করিয়া সদাশিব-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দানবগণের প্রহারে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, কিন্তু মহাদেব কর-স্পর্শ করিবামাত্র সেই ক্ষতদেহ এককালে ব্রণশূন্য হইল। শূলধারী দেবদেব ভগবান্ শঙ্কর মহাত্মা ভার্গবের সেই অলোকিক কর্ম্ম সন্দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহারে বহুবিধ বর প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! তোমার শরীরে শস্ত্রনিপাত-জনিত যে পীড়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা তুমি লৌকিক কর্ম্ম পরাজিত করিয়াছ; সম্প্রতি আমার নিকট হইতে যথাভিলষিত দিব্যাস্ত্র-সমস্ত গ্রহণ কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, অনন্তর মহাতপা ভৃগুরাম সমস্ত অস্ত্র ও মনোভিলষিত বহুবিধ বর লাভ-পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে দেবেশ্বর শিবকে প্রণাম করিয়া তদীয় অনুমতি ক্রমে স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! পূর্ব্বে আমার পিতার নিকটে ঋষি এই পুরাবৃত্তটি এইরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন। মহাদেব যেমন প্রসন্ন হইয়া রামকে অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভার্গবও সুপ্রীত-হৃদয়ে মহাত্মা কর্ণকে সমুদয় ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! কর্ণের যদি কিছুমাত্র পাপ-সঞ্চার থাকিত, তাহা হইলে ভৃগুনন্দন কদাচ তাঁহারে দিব্যাস্ত্রসমস্ত প্রদান করিতেন না। আমি কর্ণকে কোন ক্রমে সুতপুত্র বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি না; কোন দেবপুত্র ক্ষত্রিয়-কুলে উৎপন্ন হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছেন, ইহাই মনে করিয়া থাকি। হে শল্য! কুলের পরিজ্ঞানার্থে আমার এইরূপ প্রতীতি আছে যে, কর্ণ কোন প্রকারেই সুতকুলোদ্ভব নহেন; ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া সুতকুলে নীত হইয়াছেন। সহজাত কবচ-কুণ্ডল-সমন্বিত, আদিত্য-সদৃশ, দীর্ঘবাহু, মহারথ পুরুষকে সুতপত্নী কি প্রকারে প্রসব করিবে? হরিণী কি কখন ব্যাঘ্র উৎপাদন করিতে পারে? ইহাঁর যেরূপ নাগরাজ-করোপম পীবর-ভুজদ্বয় এবং সর্ব্ব-শত্রু-সংহার-সাধন বিশাল-বক্ষঃস্থল, তাহা অবলোকন করুন। হে রাজেন্দ্র! এই রাম-শিষ্য প্রতাপবান্ বৈকর্ত্তন কর্ণ এক জন প্রাকৃত মনুষ্য নহেন; ইনি অবশ্যই কোন মহাত্মা হইবেন।

ত্রিপুর-বধোপাখ্যানে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

দুর্য্যোধন কহিলেন, ত্রিপুর বিনাশ কালে সেই সর্ব্বলোক-পিতামহ দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত

প্রকারে সারথ্য করিয়াছিলেন এবং রুদ্র রথী হইয়াছিলেন। বলতঃ রথী অপেক্ষা প্রধান বীর ব্যক্তিকেই রথের সারথি করা কর্ত্তব্য; অতএব হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনি এই উপস্থিত সময়ে তুরগগণকে নিয়মিত করুন। ত্রিপুর বিনাশ কালে দেবগণ যেমন যত্ন করিয়া প্রজাপতিকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরা আপনাকে কর্ণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিয়া প্রযত্ন-পূর্ব্বক বরণ করিলাম। হে মহাপ্রভ মহারাজ! ঈশ্বরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় পিতামহ যেমন সুরগণ-কর্ত্তৃক বৃত হইয়া রুদ্রের অশ্ব-সংযমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও কর্ণের যুদ্ধে শীঘ্র অশ্ব-সমস্ত সংযত করুন।

শল্য কহিলেন, হে নরবরশ্রেষ্ঠ! আমিও অমরসিংহ ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের এই অলৌকিক দিব্য উপাখ্যানটি বহুবার কথিত হইতে শ্রবণ করিয়াছি। হে ভারত! পিতামহ যে রূপে মহাদেবের সারথ্য করিয়াছিলেন এবং এক শরাঘাতে যে রূপে অসুরগণ নিহত হইয়াছিল, তাহা আমার অবিদিত নাই। ত্রিপুর-সংহার সময়ে ভগবান্ পিতামহ যে প্রকারে সারথি হইয়াছিলেন, সে সমস্ত বৃত্তান্ত কৃষ্ণেরও পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছে; অনাগত ও অতীত বৃত্তান্তও কৃষ্ণ যথার্থ-রূপে জানেন। হে ভারত! এই বিষয় জানিয়াই তিনি, স্বয়ম্ভু যেমন রুদ্রের সারথি হইয়াছিলেন, সেইরূপ ধনঞ্জয়ের সারথি হইয়াছেন। সুতনন্দন কর্ণ যদি কোন ক্রমে কুন্তী-তনয়কে নিহত করিতে পারেন, তাহা হইলে কেশব পার্থকে বিনষ্ট দেখিয়া স্বয়ং সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি শঙ্খ চক্র গদা গ্রহণ করিলে তোমার এই বাহিনীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। হে নৃপ! সেই মহাত্মা বৃষ্ণিনন্দন ক্রুদ্ধ হইলে তোমার সৈন্য সমুদায়ের মধ্যে কেহই শত্রুগণ সমক্ষে স্থির থাকিতে পারিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, মদ্ররাজ উক্ত রূপ সম্ভাষণ করিতে থাকিলে আপনকার পুত্র অদীনাত্মা অরিন্দম মহাবাহু দুর্য্যোধন তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাবাহো! যাঁহার ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড জ্যাতল-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যগণ দশ দিকে পলায়ন করে, সেই সর্ব্ব-শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ-পারগামী বৈকর্ত্তন কর্ণকে আপনি সংগ্রামে অবমাননা করিবেন না। মায়াবী ঘটোৎকচ শত শত মায়া প্রকাশ করিলেও যে প্রকারে রাত্রি-যুদ্ধে তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছিল, তাহা আপনকার প্রত্যক্ষই হইয়াছে। অর্জ্জুনও এতাবদ্দিবস মহাভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বি-ভাবে তৎ সমক্ষে অবস্থিত হইতে পারে নাই। হে রাজন্! যিনি বলশালী ভীমসেনকেও মহারণে পরাজিত করিয়া 'মূঢ়! ঔদরিক!' ইত্যাদি দুর্নামে সম্বোধন-পূর্ব্বক ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা অপসারিত করিয়াছিলেন; যিনি শৌর্য্য-সম্পন্ন মাদ্রী-পুত্র-দ্বয়কেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কোন কারণ-বশত নিহত করেন নাই; যিনি সাত্বতগণের বরিষ্ঠ বৃষ্ণিপ্রবীর বীর্য্যবান্ সাত্যকিকেও সমরে পরাভব-পূর্ব্বক বিরথ করিয়াছিলেন; যিনি সৃঞ্জয়দিগকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি অপরাপর সৈনিকগণকে সংগ্রামে অবলীলাক্রমে বহুবার পরাজিত করিয়াছিলেন; যিনি ক্রুদ্ধ হইলে সমরে বজ্রপাণি পুরন্দরকেও বিনষ্ট করিতে পারেন; সেই মহারথ বীরপুরুষকে পাণ্ডবেরা কি প্রকারে যুদ্ধে বিনির্জ্জিত করিবে? হে বীর! আপনিও সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা এবং সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী; বাহুবীর্য্যে আপনকার তুল্য লোক পৃথিবী-মধ্যে কেহই নাই। হে অরাতি-সূদন নরপতে! আপনি শত্রুগণের পক্ষে শল্য-স্বরূপ, দ্বিপক্ষেরা ভবদীয় পরাক্রম সহনে একান্ত অশক্ত, এই জন্যই লোকে আপনাকে শল্য নামে কীর্ত্তিত করিয়া থাকে! হে রাজন্! সাত্বত-বংশীয় সমুদয় বীরপুরুষেরা আপনকার বাহুবল প্রাপ্ত হইয়া তাহা সহ্য করিতে পারে নাই; সুতরাং কৃষ্ণ কি প্রকারে আপনকার বল অপেক্ষা অধিকতর বলশালী হইবেন? ধনঞ্জয় নিহত হইলে বাসুদেব যেমন পাণ্ডবসৈন্য রক্ষা করিবেন, সেইরূপ কর্ণের বিনাশ ঘটিলে

আপনিই এই মহত্বল প্রতিপালন করিবেন। হে আর্য্য! বাসুদেব কি জন্যই মদীয় সৈন্য সকলকে সমরে নিবারিত করিবেন, আপনিই বা কি কারণে বিপক্ষ-সৈন্যকে সংহার না করিবেন? হে রাজন্! আপনাকে অবলম্বন করিয়াই আমি সংগ্রামে বীর-বর সহোদরগণ ও সমুদয় মহীপাল-বর্গের নিকটে অঋণী হইতে ইচ্ছা করিতেছি।

শল্য কহিলেন, হে মানপ্রদ গান্ধারী-তনয়! তুমি সমগ্র সৈন্যগণের অগ্রভাগে আমাকে যে দেবকী-পুত্র হইতে বিশিষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিতেছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম। হে বীর! তোমার কামনানুসারে আমি পাণ্ডব-প্রধান ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধকারী যশস্বী কর্ণের সারথ্য করিতে সম্মত হইলাম; পরন্তু ইহাঁর প্রতি আমার এই একটি নিয়ম রহিল যে, আমি ইচ্ছানুসারে ইহাঁর সমীপে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত মদ্ররাজকে 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া সমুদয় ক্ষত্রিয়গণের সন্নিধানে তদুক্ত নিয়ম স্বীকার করিলেন। তৎকালে সারথ্য স্বীকার-দ্বারা শল্য-কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন তখন প্রফুল্ল-চিত্তে কর্ণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পুনর্ব্বার স্তুতি-বাক্যে বলিলেন, মহেন্দ্র যেমন দানব সকলকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি সমুদয় পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট কর। শল্য অশ্ব-সংযন কর্ম্ম স্বীকার করিলে, কর্ণ হৃষ্টচিত্তে রাজা দুর্য্যোধনকে পুনরায় বলিলেন, মহারাজ! এই মদ্রাধিপতি অনতি-প্রফুল্ল-মানসে সম্ভাষণ করিতেছেন, অতএব আপনি পুনরায় উহাঁকে মধুর-বচনে সারথ্য স্বীকার করিতে বলুন।

অনন্তর সর্ব্বার্থ-পারদর্শী বলবান্ মহাপ্রাজ্ঞ রাজা দুর্য্যোধন জলদ-নিঃস্বন-সদৃশ গম্ভীর বাক্যে তৎ প্রদেশকে যেন পরিপূর্ণ করত মহীপতি মদ্ররাজ শল্যকে কহিলেন, হে পুরুষশার্দ্দূল শল্য! অদ্য কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন, অতএব আপনি সমরে তাঁহার তুরগগণকে সংযত করুন। হে রাজন্! কর্ণ এইরূপ ইচ্ছা করিতেছেন যে, অগ্রে অপর সমুদয়কে সমর-শায়ী করিয়া পরি-শেষে ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট করিবেন; এই জন্যই আমি আপনাকে তাঁহার অশ্ব-রশ্মি গ্রহণ করিতে পুনঃপুন প্রসাদিত করিতেছি। কৃষ্ণ যেমন পার্থের প্রধান মন্ত্রী ও সারথি হইয়া তাহারে রক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ আপনিও কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে পরিপালিত করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর মদ্রাধিপ শল্য প্রীতি-প্রফুল্ল হইয়া আপনকার পুত্র অমিত্র-হন্তা দুর্য্যো-ধনকে তখন আলিঙ্গন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। "হে প্রিয়দর্শন মহীপাল দুর্য্যোধন! যদি এইরূপই তোমার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে, যে কিছু কার্য্য তোমার প্রীতিকর হয়, আমি সে সকলই নি-ষ্পন্ন করিব। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যে কোন কর্ম্মে যোগ্য হইব, তাহাতেই নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার কার্য্যভার বহন করিব। পরন্তু আমি হিতা-কাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ণকে, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যে কোন কথা বলিব, তুমি কি কর্ণ, উভয়কেই সর্ব্ব প্রকারে তৎ সমুদায় ক্ষমা করিতে হইবে"।

কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ! ব্রহ্মা যেমন মহা-দেবের হিত-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ যেমন ধনঞ্জয়ের হিত-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সেই-রূপ আপনিও আমাদের হিত-সাধনে নিয়ত নিযুক্ত হউন।

শল্য কহিলেন, আর্য্যগণ আত্ম-নিন্দা ও আত্ম-প্রশংসা এবং পর-নিন্দা ও পরস্তুতি, এই চতুর্ব্বিধ চরিত্রের কদাচ আচরণ করেন না; কিন্তু হে বিদ্বন্! তোমার প্রত্যয়ার্থে আমি আত্মশ্লাঘা সংযুক্ত যে কথা বলিতেছি, তাহা তুমি যথার্থ-রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। হে প্রভো! আমি সাবধানে অশ্বগণের প্রয়োগ, তাহাদের ভাবী দোষের পরিজ্ঞান এবং তাদৃশ দোষ

নিবারণের উপায়-বিজ্ঞান ও সামর্থ্য, এই সমস্ত গুণে মাতলির ন্যায়, দেবরাজের সারথ্য করিবারও যোগ্য-পাত্র। অতএব হে অনঘ সূতনন্দন! সমরে তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তোমার তুরগগণকে পরিচালিত করিব; তুমি নি-শ্চিন্ত হও।

শল্যের কর্ণ-সারথ্য-স্বীকারে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, কর্ণ! হয়-চালন-বিষয়ে কৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক দক্ষ এই মদ্ররাজ, দেবরাজ-সারথি মাতলির ন্যায়, তোমার সারথ্য করিবেন। সেই মাতলি যেমন ইন্দ্রের হরিদ্বর্ণ অশ্ব-যুক্ত স্যন্দন পরিচালন করেন, সেইরূপ অদ্য এই শল্য তোমার রথবাজি-নিকরের পরিচালন করিবেন। তুমি যোদ্ধা এবং মদ্ররাজ সারথি হইয়া রথোপরি অবস্থিত হইলে, এই রথোত্তম নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে সমরে অভিভূত করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পর দিন প্রভাতে উপস্থিত সমরের প্রারম্ভে রাজা দুর্য্যোধন বলশালী মদ্ররাজকে পুনরায় কহিলেন, হে মদ্রেশ্বর! সং-গ্রামে আপনি কর্ণের হয়োত্তম সমস্ত সংযত করুন; আপনা-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইলে কর্ণ অবশ্যই ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারিবেন।

হে ভারত! শল্য দুর্য্যোধনের কথায় সম্মত হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক কর্ণের সন্নিধানে আসিয়া উপ-স্থিত হইলে, কর্ণ হৃষ্টচিত্ত ও সত্বর হইয়া সারথিকে বারংবার কহিলেন, সূত! তুমি শীঘ্র আমার রথ সুসজ্জিত কর। অনন্তর সারথি সেই গন্ধর্ব্ব-নগর-সদৃশ জয়শীল রথোত্তম যথাবিধি সুসজ্জিত করিয়া কর্ণ-সমীপে "শুভ হউক, জয় করুন" এই বলিয়া তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বেদজ্ঞ পুরোহিত পূর্ব্বেই সেই রথের নীরাজনাদি-সংস্কার সম্পাদন করিয়া-ছিলেন, পশ্চাৎ রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণ যথা-বিধানে তাহার অভ্যর্চ্চনা ও যত্ন-সহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্যো-পাসনা সমাধানান্তে সমীপবর্ত্তী মদ্রপতিকে কহি-লেন, আপনি আরোহণ করুন। পরে সিংহ যেমন অচলোপরি আরোহণ করে, সেইরূপ মহাতেজা শল্য কর্ণের সেই দুর্জ্জয় উৎকৃষ্ট মহারথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর কর্ণ আপনার রথোত্তমে শল্যকে আরোহণ করিতে দেখিয়া, দিবাকর যেমন তড়িদ্-যুক্ত জলধরোপরি অধিষ্ঠান করেন, তদ্রূপ স্বয়ং তাহাতে অধিষ্ঠান করিলেন। সেই সূর্য্যাগ্নি-তুল্য-দীপ্তিশালী বীর-দ্বয় এক রথে আরূঢ় হইয়া, গগণ-মণ্ডলে একত্র সমবেত নীরদারূঢ় ভানু কৃশানুর ন্যায় বিরাজমান হইলেন। যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্ ও সদস্যেরা ইন্দ্রাগ্নির স্তব করিতে থাকিলে, তাঁহারা যেমন অধিকতর দীপ্তিভাজন হন, তদ্রূপ উভয় বীর পুরুষ তৎকালে বন্দিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হয়য়া সম-ধিক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। শল্য রথের অশ্ব সকল সংযত করিলে যুদ্ধার্থে গমনোন্মুখ বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ঘোরতর শরাসন বিস্ফারণ করত, পরিবেশপ্রাপ্ত ভাস্করের ন্যায়, রথোপরি অবস্থিত হইলেন। শর-রূপ কিরণ-বিশিষ্ট সেই পুরুষব্যাঘ্র সূর্য্যতনয় রথো-ত্তমে অধিষ্ঠিত হইয়া, মন্দর-ভূধরস্থ অংশুমালীর ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, দুর্য্যোধন যুদ্ধ-যাত্রার্থে রথারূঢ় সেই অমিত-তেজস্বী মহাবাহু কর্ণকে এই কথা বলিলেন "হে বীর অধিরথ-তনয়! দ্রোণ ও ভীষ্ম সংগ্রামে যে দুষ্কর কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, তুমি সমস্ত ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে তাহা সম্পন্ন কর। আমার মনোগত এই ছিল যে, মহারথ ভীষ্ম দ্রোণ অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন। হে বীর রাধেয়! মহাসমরে তাঁহারা যাহা করিতে পারেন নাই, তুমি দ্বিতীয় পুরন্দরের ন্যায় সেই বীরকর্ম্ম কর। হে রাধানন্দন! তুমি হয় ধর্ম্মরাজকে ধৃত করিয়া দাও, না হয় ধনঞ্জয় ভীমসেন ও মাদ্রীপুত্র নকুল সহদেবকে নিহত কর। হে পুরুষ-প্রবর!

তোমার বিজয় ও মঙ্গল হউক, তুমি প্রস্থান কর—যুধিষ্ঠিরের সমুদয় সৈন্য ভস্মসাৎ করিয়া ফেল।” অনন্তর সহস্র সহস্র তূর্য্য ও অযুত অযুত ভেরী বাদ্যমান হইয়া গগণতলে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় প্রতিভাত হইল। রথোপবিষ্ট রথিবর কর্ণ দুর্য্যোধনের উক্ত বাক্য প্রতিগ্রহ করিয়া যুদ্ধ-বিশারদ শল্যকে কহিলেন, হে মহাবাহো শল্য! আমি যাবৎ পর্য্যন্ত ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিহত না করিতেছি, তাবৎ কাল আপনি তুরগগণকে সঞ্চালিত করুন। অদ্য আমি শত শত, সহস্র সহস্র কঙ্কপত্র নিক্ষিপ্ত করিতে থাকিলে, ধনঞ্জয় আমার বাহুবীর্য্য বিলোকন করুক। হে শল্য! পাণ্ডবগণের বিনাশ ও দুর্য্যোধনের বিজয় নিমিত্তে অদ্য আমি পরম তীক্ষ্ণ শর সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিব।

শল্য কহিলেন, হে সূতপুত্র! যাঁহারা সাক্ষাৎ পুরন্দরেরও ভয় জন্মাইতে পারেন, সেই সর্ব্বাস্ত্রপারদর্শী, মহাধনুর্দ্ধারী, মহাবলশালী, সমরে অপরাঙ্মুখ, অজেয়, সত্যবিক্রম, মহাভাগ পাণ্ডব সকলকে তুমি কি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ? হে রাধেয়! তুমি যখন সমরে অর্জ্জুনের বজ্র-বিস্ফূর্জ্জিত-সদৃশ ভয়ঙ্কর গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণ করিবে, তখন আর এ প্রকার কথা বলিবে না। যখন দেখিবে, ভীমসেন সংগ্রামে গজ-সৈন্যগণকে নিহত করিলে তাহারা বিশীর্ণ-দন্ত হইয়া পতিত আছে, তখন আর এপ্রকার কথা বলিবে না। যখন দেখিবে, ধর্ম্মরাজ ও নকুল সহদেব সমরে শাণিত শর-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা গগণমণ্ডলে যেন মেঘ-চ্ছায়া উৎপাদন করিতেছেন এবং শীঘ্রহস্ত ও দুরাসদ অন্যান্য পার্থিবগণ অনবরত বাণ বিসর্জ্জন ও অরাতি-কুল বিধ্বংসন করিতেছেন, তখন আর এপ্রকার কথা বলিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণ বলশালী মদ্ররাজের কথিত সেই বাক্যের প্রতি অনাদর করিয়া তাঁহারে ‘চল, চল’ এইমাত্র বলিলেন।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরব সৈন্যগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে সমরার্থে কৃতনিশ্চয় ও সমুৎসুক দেখিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর ভবদীয় সৈনিক-পুরুষেরা একমাত্র মৃত্যুকেই সংগ্রামে নিবর্ত্তনকারী স্থির করিয়া দুন্দুভি-নির্ঘোষ, ভেরী-নিনাদ, বিবিধ বাণশব্দ ও বেগবিশিষ্ট বাহনগণের গর্জ্জন-সহকারে নির্গত হইলেন। কর্ণ সংগ্রামার্থে প্রস্থিত এবং যোধগণ হৃষ্টচিত্ত হইলে পর ভূমণ্ডল বিচলিত হইতে ও প্রচণ্ডস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্যাদি সপ্ত মহাগ্রহ পরস্পর যুদ্ধ করণার্থে বিনির্গমন করিতে দৃষ্ট হইলেন। উল্কাপাত দিগ্‌দাহ ও বিনা বর্ষণে বজ্র-পতন হইতে থাকিল। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল। মৃগ ও বিহগগণ তৎকালে মহাভয় বিজ্ঞাপন করত ভবদীয় বাহিনীকে বহুবার দক্ষিণভাগবর্ত্তিনী করিল। কর্ণের প্রস্থান সময়ে তদীয় তুরগগণ ভূমিতলে পতিত হইল। অন্তরীক্ষ হইতে ভয়ানক অস্থি-বর্ষণ হইতে লাগিল, শস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, ধ্বজ-সমস্ত কম্পিত হইতে থাকিল এবং বাহনগণ অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরবগণের বিনাশ-সূচক এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুতর সুদারুণ উৎকট উৎপাত সকল তথায় উপস্থিত হইল; পরন্তু দৈব-কর্ত্তৃক বিমোহিত হওয়ায় সকলেই তৎসমুদায় অগ্রাহ্য করিল। নরাধিপেরা প্রস্থিত সূতপুত্রের প্রতি জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং কৌরবেরাও তখন পাণ্ডবদিগকে পরাজিত বলিয়াই জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর প্রদীপ্ত-বহ্নি-ভাস্কর-কান্তি, বৈরিবীরহন্তা, রথারূঢ়, রথিশ্রেষ্ঠ, নরপাল, বৈকর্ত্তন কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণের বীর্য্যবিধ্বংস সমালোচনে অর্জ্জুনের কর্ম্মাতিশয় বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া অভিমান ও দর্পাবেগে বিদহ্যমান এবং ক্রোধে দেদীপ্যমান হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে শল্যকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন। “আমি রথস্থ হইয়া পরা-

সন গ্রহণ করিলে, ক্রোধপরীত বজ্রপাণি মহেন্দ্রকেও ভয় করি না; কিন্তু ভীষ্ম-প্রভৃতি মহাবীর সকলকে সমর-শয্যায় শয়ান দেখিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত চাপল্য-শূন্য হইতেছে। প্রধান প্রধান রথ অশ্ব ও কুঞ্জর-নিকরের প্রমথনকারী মহেন্দ্র-বিষ্ণু-প্রতিম অবধ্যকল্প অনিন্দিত ভীষ্ম দ্রোণও যখন বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, তখন সমরে আমারও অদ্য ভয় না হইবে কেন? মহাস্ত্রবেত্তা দ্বিজবর গুরু দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে অতিবলশালী নরাধিপগণকে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক রথ সারথি ও মাতঙ্গ সকলের সহিত নিহত হইতে দেখিয়াও কি জন্যে সমুদয় বিপক্ষদিগকে বিনষ্ট না করিলেন?—হে কৌরবগণ! আমি দ্রোণকে স্মরণ করত তোমাদিগকে ইহা সত্যই বলিতেছি, অবধারণ কর; তোমাদিগের মধ্যে আমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই মহাসমরে সমাগত সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় প্রচণ্ড-মূর্ত্তি অর্জ্জুনকে সহ্য করিতে পারিবে না। শিক্ষা, সাবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য, বিনয় ও মহাস্ত্র সকলের প্রয়োগ-বিজ্ঞান, সমুদয়ই দ্রোণাচার্য্যে বিদ্যমান ছিল, তথাপি সেই মহাত্মা যখন মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, তখন অন্য সকলকেই আমি অদ্য আসন্ন-মৃত্যু জ্ঞান করিতেছি। আমি প্রকৃষ্টরূপে চিন্তা করিয়াও ইহলোকে নিত্য-সংসক্ত একমাত্র কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুকেই অবিধ্বংসী বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারি না; গুরু নিপাতিত হইলে, অদ্য কোন্ ব্যক্তি সংশয়-শূন্য হইয়া সূর্য্যোদয়ে জীবনের স্থায়িত্ব সম্ভাবনা করিবে? ফলত আচার্য্য যখন শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, তখন নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, অস্ত্র সমস্ত, বল, পরাক্রম, ক্রিয়া, সুনীতি বা দিব্যায়ুধ-সমূহ, কিছুই মনুষ্যের সুখসাধনে সমর্থ হইতে পারে না। দেখ, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পরাক্রমে বিষ্ণু ও পুরন্দরের তুল্য এবং নীতি বিষয়ে নিয়তই বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার সেই সুদুঃসহ অস্ত্রও রক্ষা করিতে পারিল না।—হে শল্য! দুর্য্যোধনের পুরুষকার পরাভূত হইয়াছে এবং তৎপক্ষীয় বালক ও বনিতা সকল সর্ব্বতোভাবে আক্ষেপ ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে; এ অবস্থায় আমি নিশ্চয় জানিতেছি, আমাকেই ইহার প্রতিকার করিতে হইবে; অতএব আপনি শত্রু-সৈন্য-সন্নিধানে শীঘ্র রথ লইয়া চলুন। যে স্থানে সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি ও সৃঞ্জয়গণ যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত রহিয়াছে, তথায় আমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে? অতএব হে মদ্ররাজ! সংগ্রামে পাঞ্চাল পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ-সমীপে শীঘ্র প্রস্থান করুন। আমি তাহাদিগের সহিত সমরে সমবেত হইয়া, হয় তাহাদিগকে নিহত করিব, না হয় দ্রোণের প্রস্থিত পথে শমন-সদনে গমন করিব। হে শল্য! আপনি আমারে এরূপ অসার জ্ঞান করিবেন না যে, আমি সেই শূরগণের মধ্যে গমন করিতে পরাঙ্মুখ হইব। এই মিত্রদ্রোহ কোন প্রকারে আমার সহনীয় নহে; আমি বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণের অনুগামী হইব, তথাপি যুদ্ধে নিবৃত্ত হইব না। হে বিদ্বন্! প্রাজ্ঞই হউক বা মূঢ়ই হউক, জীবিতাবসানে সকলকেই কৃতান্ত-নিকেতনে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে; তাঁহার হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই; অতএব আমি যুদ্ধার্থে পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিব; অদৃষ্টের অতিবর্ত্তন করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। হে রাজন্! কুরুরাজ-পুত্র নরপতি দুর্য্যোধন আমার কল্যাণ-সম্পাদনে অনবরত রত ছিলেন; অতএব তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধি নিমিত্তে আমি প্রিয়তর ভোগ সমস্ত ও দুস্ত্যজ জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব। হে শল্য! পরশুরাম আমারে এই উৎকৃষ্ট-অশ্ব-চতুষ্টয়-যোজিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, কর্কশ-শব্দ-বিহীন-চক্রযুক্ত, সুবর্ণময় ত্রিকোষ ও রজতময় ত্রিবেণু-বিশিষ্ট উত্তম রথ সম্প্রদান করিয়াছেন। আমি আমার এই বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা ও উগ্রতর

শর-নিকর এবং প্রদীপ্ত অগ্নি, দিব্যাস্ত্র ও ঘোরতর হবি-বিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ প্রচণ্ড শঙ্খ নিরীক্ষণ করুন। আমি এই বজ্রনিপাত-তুল্য নির্ঘোষ-সমন্বিত, শ্বেতাশ্ব-যুক্ত, শুভ-তূণ-শোভিত, পতাকা-বিরাজিত রথোত্তমে অবস্থিত থাকিয়া নিজ বীর্য্যপ্রভাবে অদ্য সমরে রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নিহত করিব। সর্ব্বহর স্বয়ং কৃতান্তও যদি সতত অপ্রমত্ত হইয়া সমরে পাণ্ডুপুত্রকে রক্ষা করেন, তথাপি আমি যুদ্ধে সমবেত হইয়া, হয় তাঁহাকে নিপাতিত করিব, না হয় আপনিই ভীষ্মাভিমুখে যমালয়ে প্রস্থান করিব। অধিক কি? যদি যম, বরুণ, কুবের ও বাসব স্বগণ-সমভিব্যাহারে এস্থানে যুগপৎ সমাগত হইয়া মহাসমরে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের সঙ্গেই তাহারে পরাজিত করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মদ্রাধিপতি বীর্য্যবান্ শল্য এইরূপ আত্ম-শ্লাঘাকারী সমর-সমুৎসুক কর্ণের উক্ত বাক্য আকর্ণন করিয়া অবজ্ঞা-সহকারে উপহাস করত তাঁহারে প্রতিষেধ-পূর্ব্বক উত্তর করিতে লাগিলেন।

শল্য কহিলেন, কর্ণ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আর আত্মশ্লাঘা করিও না; তুমি সংগ্রামার্থে অতিরিক্ত উৎসুক হইয়াছ এবং অতিরিক্ত অযুক্ত কথাও বলিতেছ। কি আশ্চর্য্য! সেই পুরুষপ্রবর ধনঞ্জয়ই কোথায় আর পুরুষাধম তুমিই বা কোথায়! ফলত তোমাতে ও অর্জ্জুনেতে বিস্তর প্রভেদ। দেখ, একমাত্র অর্জ্জুন ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি অমররাজ-রক্ষিত সুরপুরের ন্যায় কেশব-পরিপালিত যদুপুর বিলোড়িত করিয়া পুরুষোত্তম বাসুদেবের কনিষ্ঠা-ভগিনী সুভদ্রারে বলাৎকারে হরণ করিতে সক্ষম হয়? পৃথিবীতে সুরপতি-বীর্য্য-তুল্য প্রভাব-সম্পন্ন [illegible] অর্জ্জুন ভিন্ন এমন আর কোন্ পুরুষ বিদ্যমান [illegible] যে, [illegible]-জনিত কলহ-কালে ত্রিভুবন-[illegible] সমরে আহ্বান করিতে পারে? [illegible] অর্জ্জুন, দেব দানব মহো-

রগ নর গরুড় পিশাচ যক্ষ ও রাক্ষসগণকে শরনিকরে পরাজিত করিয়া হুতাশনের অভিলাষিত উত্তম হব্য প্রদান করিয়াছিলেন। কুরুজাঙ্গলে গন্ধর্ব্বেরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, অর্জ্জুন যখন সমরে দিনকর-সদৃশ শরোত্তম-সমূহ-সহকারে সেই শত্রুদিগকে বিনিহত করিয়া তাঁহারে বিমুক্ত করিয়াছিলেন, তৎকালের বৃত্তান্তও তোমার কি স্মরণ হয় না? তুমিই প্রথমে পলায়ন করিলে পাণ্ডবেরা যখন গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়া কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন, সে সময় কি তোমার স্মরণে আইসে না? আবার বিরাটরাজের গোগ্রহ-কালে তোমরা সমুদয় বল-বাহনে সমবেত হইয়া যখন পুরুষ-প্রবর ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক ভীষ্ম, দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সহিত পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তুমি তাঁহারে জয় করিতে পার নাই কেন? অহে সূতপুত্র! তোমার নিধনের নিমিত্তই অদ্য এই অপর মহাযুদ্ধ উপস্থিত; সমরে সমাগত হইয়া তুমি যদি শত্রু-ভয়ে পলায়ন না কর, তবে নিশ্চয়ই অদ্য নিহত হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহামনা মদ্রপতি শত্রুর প্রশংসা-সূচক এইরূপ বহুতর কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলে, শত্রুতাপন কুরু-সেনাপতি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে কহিলেন, "হউক হউক, তুমি অনর্থক গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ কেন? আমার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ত এই উপস্থিত; যদি এই যুদ্ধে সে আমারে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এই বৃথা গর্ব্ব সার্থক হইবে"।

মদ্রাধিপতি 'ইহাই হউক' এইমাত্র বলিয়া কর্ণের কথার আর কোন উত্তর করিলেন না; কর্ণও তাঁহারে আর কিছু না বলিয়া যুদ্ধাভিলাষে রথ চালনা করিতে আদেশ করিলেন। [illegible] তিমির-নিকর বিনাশ করত [illegible] সেই শ্বেতাশ্ব-যুক্ত শল্য-চালিত [illegible] অমিত্রগণ হনন করত বিপক্ষ-পক্ষ-মধ্যে [illegible]

উপস্থিত হইল। অনন্তর শ্রীতিমান্ কর্ণ সেই শ্বেতাশ্ব-যুক্ত ও ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ-দ্বারা রণাঙ্গনে সমাগত হইয়া পাণ্ডবী সেনা বিলোকন-পূর্ব্বক ত্বরা-সহকারে ধনঞ্জয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর কর্ণ ভবদীয় বাহিনীর হর্ষোৎপাদন করত সমর-স্থলে প্রস্থান করিতে করিতে শত্রুসৈন্য-মধ্যে যাহাকে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদের প্রত্যেককেই এই বলিয়া ধনঞ্জয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন যে, “যে ব্যক্তি আমারে অদ্য মহাত্মা শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে দেখাইতে পারিবে, আমি তাহারে তাহার মনোভিলষিত ধন প্রদান করিব। যে আমারে ধনঞ্জয়ের উদ্দেশ বলিতে পারিবে, তাহার যদি রত্নপূর্ণ শকট অভিমত হয়, আমি তাহাই তাহারে প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি কাংস্য-নির্ম্মিত দোহন-পাত্র-সম্বলিত নিত্য দুগ্ধপ্রদ গো-শত অভিমত হয়, আমি তাহাই তাহারে প্রদান করিব। যে আমার অর্জ্জুনকে দেখাইবে, তাহারে আমি এক শত উত্তম গ্রামও দিব। যে ব্যক্তি আমারে ধনঞ্জয়ের উদ্দেশ বলিয়া দিতে পারিবে, তাহারে আমি কৃষ্ণকেশী যুবতীগণ-যুক্ত অশ্বতরী-সংযোজিত একখানি শ্বেতবর্ণ রথও প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি অন্য পুরস্কার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি তাহারে স্বর্ণময় হয় হস্তী ও গীত-বাদ্য-বিশারদা সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা নিষ্ককণ্ঠী এক শত শ্যামা স্ত্রী প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি এক শত হস্তী, এক শত গ্রাম, উৎকৃষ্ট স্বর্ণ-নির্ম্মিত এক শত রথ ও দশ সহস্র [illegible]-যুক্ত [illegible] দুর্ব্বাহ [illegible] উত্তমাশ্ব অভিমত হয়, আমি তাহাই তাহারে দিব। যে আমারে ধনঞ্জয়ের উদ্দেশ বলিতে পারিবে, আমি তাহারে সুবর্ণ-শৃঙ্গী চতুঃ শত সবৎসা গো-ধেনুও প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি অন্য পুরস্কার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি তাহারে পঞ্চ শত শ্বেত অশ্ব এবং হেমাভরণ-পরিচ্ছন্ন সুমার্জ্জিত-মণি-ভূষিত অপর অষ্টাদশ সুদান্ত তুরঙ্গমও প্রদান করিব। যে আমায় ধনঞ্জয়ের উদ্দেশ বলিতে পারিবে, আমি তাহারে কাম্বোজ-দেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্ব-চতুষ্টয়-যুক্ত উত্তমালঙ্কার-ভূষিত একখানি শুভ্রবর্ণ সুবর্ণময় রথও প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি অন্য পুরস্কার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি তাহারে গজ-শিক্ষা-পারদর্শী বিজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত, বিবিধ কাঞ্চনাভরণে পরিচ্ছন্ন, হেমমালা-বিভূষিত, পশ্চিম-দেশ-সম্ভূত, ছয় শত কুঞ্জর প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি অন্য পুরস্কার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি তাহারে সুসমৃদ্ধ, ধন-সংযুক্ত, বন-সলিল-সন্নিহিত, ভয়-শূন্য, সুসম্পন্ন, রাজভোগ্য, চতুর্দ্দশ বৈশ্যগ্রাম প্রদান করিব। যে আমায় ধনঞ্জয়ের উদ্দেশ বলিতে পারিবে, আমি তাহারে মগধ-দেশীয়া নব-যৌবনসম্পন্না নিষ্ককণ্ঠী এক শত দাসীও দিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি অপর পুরস্কার অভিমত হয়, তাহা হইলে সে স্বয়ং যাহা প্রার্থনা করিবেক, আমি তাহাই তাহারে দিব। আমার পুত্র, কলত্র, আরামাদি বিহার-ভূমি ও অন্য যে কিছু ধন আছে এবং সে মনে যাহা যাহা ইচ্ছা করে, আমি তাহাই তাহারে সমর্পণ করিব। যে আমার কেশব ও অর্জ্জুনের উদ্দেশ নিশ্চয়-রূপে বলিতে পারিবে, তাহারে আমি সমবেত কৃষ্ণার্জ্জুনকে নিহত করিয়া তাহাদের সমুদয় ধনও সম্প্রদান করিব”।

কর্ণ সমর-ভূমি-মধ্যে এইরূপ বাক্য সকল বারংবার উচ্চারণ করত সাগর-সম্ভূত সুস্বর-যুক্ত উত্তম শঙ্খধ্বনি করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন [illegible] অর্জ্জুনানুসন্ধান-বিষয়ক উক্ত বাক্য সকল শুনিয়া

অনুচরগণের সহিত অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইলেন। হে পুরুষব্যাঘ্র রাজেন্দ্র! অনন্তর সৈন্যগণ-মধ্যে সর্ব্বদিকে দুন্দুভি-ধ্বনি, মৃদঙ্গ-রব, বাদিত্র সহ সিংহনাদ, কুঞ্জরপুঞ্জের বৃংহিত নিনাদ এবং হর্ষাবিষ্ট যোধগণের মহাকোলাহল প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপে সৈন্যগণ সম্যক্ হৃষ্টচিত্ত হইলে, মদ্ররাজ হাস্য করিয়া সেই আত্মশ্লাঘা-নিরত, সমর-প্রস্থিত, শত্রুতাপন, মহারথ কর্ণকে তখন পশ্চাদুক্ত বচনে প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কর্ণের গর্ব্বপ্রকাশে অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

শল্য কহিলেন, সূতপুত্র! তুমি অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষকে দান-স্বরূপে সুবর্ণময় ছয় হস্তি-প্রভৃতি প্রদান করিও না; অদ্য ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইবে। হে রাধেয়! তুমি বালকতা-প্রযুক্তই এ বিষয়ে কুবেরের ন্যায় বিপুল বিত্ত বিতরণ করিতে উৎসুক হইতেছ; কেন না অদ্য বিনা যত্নেই ধনঞ্জয়ের সাক্ষাৎ পাইবে। তুমি যখন মূঢ়ের ন্যায় বহু প্রকার ধন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইতেছ, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অপাত্র-দানে যে সকল দোষ আছে, মোহ-বশত তৎসমুদায় জানিতে পারিতেছ না। হে সূত! তুমি যে অনর্থক বহু বিত্ত ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ, তদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ অনেক বিধ যজ্ঞ করিতে পার; অতএব সেই সকল ধনের বিনিযোগে যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হও। আরও দেখ, তুমি যে মোহ-বশত কৃষ্ণার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিতে প্রার্থনা করিতেছ, তাহা নিতান্তই বৃথা; কেন না শৃগাল সংগ্রামে সিংহ-দ্বয়কে নিপাতিত করিয়াছে, ইহা আমরা কখন শুনি নাই। ফলত, যাহা তোমার প্রার্থনার যোগ্য নহে, তুমি তাহারই প্রার্থনা করিতেছ। তোমাকে হুতাশনে পতনোন্মুখ দেখিয়া আশু নিবারণ করে, তোমার এমন সুহৃদ্গণ কি বিদ্যমান নাই? তুমি যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিতেছ না, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে; অন্যথা জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ অশ্রোতব্য অসম্বদ্ধ বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে পারে? তুমি যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা, গলদেশে শিলাবন্ধন-পূর্ব্বক বাহু-দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ অথবা অত্যুচ্চ গিরি-শেখর হইতে অধঃ পতনের ন্যায়, নিতান্তই বিনাশের কারণ। যদি তুমি শ্রেয় লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সমুদয় যোধগণের সহিত মিলিত এবং ব্যূহ-বদ্ধ সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি কেবল দুর্য্যোধনের হিতার্থেই তোমাকে এইরূপ বলিতেছি, হিংসা করিয়া নহে; অতএব যদি তোমার জীবনের ইচ্ছা থাকে, তবে আমার কথিত এই সকল বাক্যে শ্রদ্ধা কর।

কর্ণ কহিলেন, আমি নিজ বাহুবীর্য্য অবলম্বন করিয়াই সমরে অর্জ্জুনকে প্রার্থনা করিতেছি; পরন্তু তুমি বাহ্য মিত্রতা প্রকাশ-পূর্ব্বক আন্তরিক শত্রু হইয়া আমাকে কেবল ভীত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যাহা হউক, অদ্য এই অভিপ্রায় হইতে কেহই আমারে নিবারিত করিতে পারিবে না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ পুরন্দর বজ্র উত্তোলন করিয়াও আমার নিবারণে সমর্থ হইবেন না।

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণের কথাবসানে মদ্রেশ্বর শল্য তাঁহারে অতিশয় কোপাবিষ্ট করিবার বাসনায় পুনরায় এই প্রত্যুত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন। "অহে সূতপুত্র! যখন শীঘ্রহস্ত অর্জ্জুনের মৌর্ব্বী-প্রেরিত, বেগসহকারে বিনির্ম্মুক্ত, সুশাণিতাগ্র শায়ক সকল সমরে তোমার অনুগামী হইবে, তখনই তোমারে ধনঞ্জয়ের অনুসন্ধান নিমিত্ত পরিতাপ করিতে হইবে। সব্যসাচী ধনঞ্জয় যখন দিব্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কুরুসেনা সকলকে প্রতাপিত করত নিশিত শর-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা তোমার সর্ব্ব শরীর

আশ্রয় করিয়া ফেলিবের, তখন অবশ্যই তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে। কোন বালক যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া গগণমণ্ডল-বিহারী চন্দ্রমাকে অপহরণ করিতে অভিলাষ করে, সেইরূপ তুমি মোহ-বশত অদ্য রথোপরি বিরাজমান ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিতে প্রার্থনা করিতেছ। অহে কর্ণ! তুমি সুতীক্ষ্ণধার-অস্ত্র-তুল্য-তীব্রকর্ম্মা অর্জ্জুনের সহিত অদ্য যে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইতেছ, ইহা সুতীক্ষ্ণধার ত্রিশূল-দ্বারা সমুদয় গাত্র ঘর্ষণের সমান হইতেছে। অহে সূত-তনয়! যেমন মূঢ়মতি অতিশিশু দুর্ব্বল ক্ষুদ্র মৃগ, ক্রোধাবিষ্ট কেশরধারী মহাসিংহকে আহ্বান করে, অদ্য তোমার অর্জ্জুনকে এই আহ্বান করাও তদ্রূপ হইতেছে। হে সূত-পুত্র! তুমি বনচারী পিশিত-খণ্ড-পরিতৃপ্ত শৃগালের সমান হইয়া কেশরি-সম মহাবীর্য্যশালী রাজ-পুত্র ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিও না;—স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক পার্থকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইও না। অহে কর্ণ! তুমি শশক-তুল্য হইয়া, ঈষার ন্যায় দন্তধারী মদক্ষরিত-গণ্ড মহানাগের তুল্য পৃথানন্দন ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছ। পার্থের সহিত তোমার এই যুদ্ধ ইচ্ছা করা, বিলশায়ী কোপপূর্ণ মহাবিষ কৃষ্ণসর্পকে বালকতা-প্রযুক্ত যষ্টি-দ্বারা বিদ্ধ করার তুল্য হইতেছে। অহে কর্ণ! ক্রোধপরীত কেশরবান্ সিংহকে অতিক্রম করিয়া শৃগাল যেমন গর্জ্জন করিতে থাকে, তুমিও সেইরূপ মূঢ় হইয়া নরসিংহ অর্জ্জুনকে অতিক্রম করিয়া আস্ফালন করিতেছ। কর্ণ! ভুজঙ্গ যেমন বিহঙ্গশ্রেষ্ঠ বিনতানন্দন তরস্বী সুপর্ণকে নিজ বিনাশের নিমিত্তে আহ্বান করে, তুমি পৃথা-তনয় ধনঞ্জয়কে তদ্রূপ আহ্বান করিতেছ। চন্দ্রোদয়ে বর্দ্ধমান, মৎস্যাদি জলজন্তু-কুল-সঙ্কুল, তরঙ্গমালী, ভীষণ জলনিধিকে তুমি তরণী-হীন হইয়া সন্তরণ করিতে অভিলাষ করিতেছ। অহে কর্ণ! তুমি বৎস-সদৃশ হইয়া, সুতীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ-শালী গ্রীবাবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ প্রহারকারী বৃষভের তুল্য পৃথাতনয় ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছ। তুমি ভেক হইয়া ঘোরতর মহামেঘ-সদৃশ, লোকে কামবারিপ্রদ, নর-পর্জ্জন্য অর্জ্জুনের প্রতি গর্জ্জন করিতেছ। অহে কর্ণ! কুকুর যেমন নিজ গৃহে থাকিয়া বনস্থ ব্যাঘ্রের প্রতি 'ভেউ ভেউ' শব্দ করে, তুমি নরব্যাঘ্র ধনঞ্জয়ের প্রতি সেইরূপ আস্ফালন করিতেছ। অহে রাধাতনয় কর্ণ! শৃগালও বন-মধ্যে শশকগণে পরিবৃত থাকিয়া, যাবৎ সিংহকে না দেখে, তাবৎ কাল আপনাকে সিংহ-স্বরূপ জ্ঞান করে; তদ্রূপ তুমিও শত্রু-দমনকারী নরশার্দ্দূল ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনাকে সিংহ-স্বরূপ জ্ঞান করিতে অভিলাষী হইতেছ। ফলত তুমি যে পর্য্যন্ত এক রথে সমাস্থিত সূর্য্য-চন্দ্র-সদৃশ কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে না দেখিতেছ, সে পর্য্যন্ত আপনাকে ব্যাঘ্র বলিয়াই মনে করিতেছ। অহে কর্ণ! মহাসমরে যে পর্য্যন্ত গাণ্ডীব-নির্ঘোষ তোমার শ্রবণ-গোচর না হইতেছে, তাবৎ কাল পর্য্যন্তই তুমি যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। যখন গর্জ্জনকারী শার্দ্দূল-তুল্য ধনঞ্জয়কে রথনির্ঘোষ ও ধনুষ্টঙ্কার-দ্বারা দশ দিক্ নিনাদিত করিতে দেখিবে, তখন অবশ্যই তুমি শৃগালের কার্য্য করিবে। রে মূঢ়মতে! ধনঞ্জয় নিয়তই সিংহের কার্য্য করিয়া থাকেন, আর তুমি নিয়তই শৃগালের কার্য্য কর; অতএব সেই বীরের প্রতি বিদ্বেষ করায় এক্ষণে শৃগাল-সদৃশই লক্ষিত হইতেছ। বলাবল বিষয়ে মূষিক ও বিড়াল, কুকুর ও শার্দ্দূল, শৃগাল ও সিংহ, শশক ও কুঞ্জর, মিথ্যা ও সত্য এবং বিষ ও অমৃত যেরূপ, তুমি ও ধনঞ্জয় উভয়ে নিজ নিজ কর্ম্ম-দ্বারা সেইরূপ বিখ্যাত হইয়াছ।

কর্ণের প্রতি শল্যের তিরস্কারে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

সঞ্জয় কহিলেন, অমিত-তেজস্বী শল্যের তিরস্কারশ্রবণে রাধাতনয় কর্ণ নিরতিশয় কোপাবিষ্ট

হইয়া শল্যকে বাক্য-শল্য অবধারণ করত প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন।

কর্ণ কহিলেন, অহে শল্য! গুণবান্ ব্যক্তিই গুণিগণের গুণ-সমূহ জানিতে পারেন; যে নির্গুণ হয়, সে কদাচ তাহা জানিতে পারে না; তুমি সর্ব্ব গুণে বিহীন, সুতরাং কি প্রকারে গুণাগুণ জানিতে পারিবে? অহে শল্য! আমি মহাত্মা অর্জ্জুনের মহাস্ত্র-সমস্ত, ক্রোধ, বীর্য্য, শরাসন, শর ও বিক্রম, সকলই বিশেষ রূপে জানি এবং মহীপালগণের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের মাহাত্ম্যও আমার যাদৃশ বিদিত আছে, তোমার তাদৃশ নাই। অহে শল্য! আমি আত্ম-বীর্য্য ও অর্জ্জুনের বীর্য্য জানিয়াই তাহারে সমরে আহ্বান করিতেছি; পতঙ্গ যেমন অগ্নিকে আহ্বান করে, সে রূপ করিতেছি না। এই দেখ, আমার এক-তুণ-শায়ী, রক্তপায়ী, সুমুখ, সুশাণিত, সমলঙ্কৃত, সুপুঙ্খ, শায়ক রহিয়াছে। ঐ নরাশ্ব-কুঞ্জর-নিকর-সংহারী, বর্ম্মাস্থি-বিদারণকারী, ঘোররূপ, মহারৌদ্র, প্রচণ্ডতর, বিষবান্ সর্পবান্ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত চন্দন-চূর্ণ-দ্বারা মৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শয়ান আছে। আমি রোষাবিষ্ট হইলে উহার দ্বারা মহাগিরি সুমেরুকেও বিদীর্ণ করিতে পারি। এ বিষয়ে আমার এই সত্য শ্রবণ কর; আমি অর্জ্জুন অথবা দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি ঐ বাণ কদাচ নিক্ষিপ্ত করিব না। অহে শল্য! আমি পরম ক্রোধাসক্ত হইয়া সেই অমোঘ শায়ক-দ্বারা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব, যেহেতু এই কর্ম্ম আমারই উপযুক্ত। কৃষ্ণেতে সমুদয় বৃষ্ণি-বীরগণের লক্ষ্মী এবং অর্জ্জুনেতে সমস্ত পাণ্ডবগণের বিজয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব এই উভয় বীরকে একত্র পাইয়া কোন্ ব্যক্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়? অহে শল্য! আমার কত দূর সৌভাগ্য দেখ, সেই পুরুষ-শার্দ্দূলেরা উভয়ে এক রথে সমবেত হইয়া একমাত্র আমার উদ্দেশে যুদ্ধে সমাগত হইবেন। তুমি নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, আমি এক সূত্রে গ্রথিত মণি-যুগলের ন্যায় একত্র অবস্থিত সেই অপরাজিত পিতৃষ্বস্রেয় ও মাতুলের ভ্রাতৃ-দ্বয়কে নিপাতিত করিব। অহে শল্য! অর্জ্জুনের গাণ্ডীব শরাসন ও কপিধ্বজ এবং কৃষ্ণের সুদর্শন-চক্র ও গরুড়-ধ্বজ, ভীরু-স্বভাব মনুষ্যগণেরই ত্রাস-জনক হয়, আমার পক্ষে উক্ত বস্তু সকল কেবল হর্ষকর হইয়া থাকে। পরন্তু তুমি সহজেই মূঢ়, দুষ্প্রকৃতি, মহাযুদ্ধে অনভিজ্ঞ ও ভয়-ব্যাকুলিত-চিত্ত, সুতরাং সন্ত্রাস-প্রযুক্ত এইরূপ বহুতর অসম্বদ্ধ বাক্যের উক্তি করিতেছ। রে কুদেশ-জাত দুর্ব্বুদ্ধে! কোন গূঢ় কারণ বশত তুমি কৃষ্ণার্জ্জুনকে সম্যক্ রূপে স্তব করিতেছ; অতএব অদ্য সমরে আমি তাহাদিগকে নিহত করিয়া তোমাকেও তোমার বান্ধবগণের সহিত শমন-সদনের অতিথি করিব। রে কুদেশ-সম্ভূত, ক্ষুদ্রাশয় ক্ষত্রিয়াধম! তুমি আন্তরিক শত্রু অথচ মৌখিক সুহৃদ্ হইয়া কি নিমিত্ত আমাকে কৃষ্ণার্জ্জুন হইতে ভীত করিবার চেষ্টা পাইতেছ? আমি আপনার বল জানিয়া কোন ক্রমে তাহাদের নিকটে ভীত হইতেছি না; অদ্য হয় তাহারাই আমার হন্তা হইবে, না হয় আমিই তাহাদিগকে নিহত করিব। রে কুদেশজ! তুমি অনর্থক বাক্য-ব্যয় না করিয়া নীরব থাক; আমি একাকীই অদ্য সহস্র সহস্র বাসুদেব বা শত শত অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিব। রে মূঢ়মতে শল্য! পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা রাজ-সমীপে দুরাত্মা মদ্রকদিগের বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন এবং স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও ক্রীড়া-রত মানবেরা অধ্যয়ন করার ন্যায় প্রায়ই যাহা গান করিয়া থাকে, তুমি সেই সমস্ত গাথা আমার নিকটে যথাবৎ শ্রবণ কর; এবং একচিত্তে শ্রবণ করিয়া, হয় ক্ষান্ত হও, না হয় প্রত্যুত্তর কর। “যে আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই মদ্রদেশীয় লোক নিরন্তরই মিত্রদ্রোহী। নীচ-স্বভাবী, নরাধম মদ্রকেতে প্রণয় নাই। মদ্রক নিত্য দুরাত্মা, নিত্য মিথ্যাবাদী ও নিত্য ক্রূর; আমরা শুনিয়াছি, যে দৌরাত্ম্যের কার্য্য

যত দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, মদ্রদেশীয় লোক-সকলেতে তৎসমুদয়ই বিদ্যমান আছে। শত্রু-মৎস্যাশী যে সকল অশিষ্টদিগের গৃহে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রু, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, পৌত্র, দৌহিত্র ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ এবং বয়স্য, অপর অভ্যাগত ব্যক্তি, এমন কি, দাস দাসী পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া সকলের জ্ঞাতসারে বা গোপনে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে গো-মাংস সহ মদ্য পান করিয়া কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য, কখন বা অসম্বদ্ধ সঙ্গীত-সকলের গান করে এবং পরস্পর কামপ্রলাপী হইয়া সুরত-কার্য্যে রত হয়, সেই অশুভ কর্ম্ম-সমুদায়ে বিখ্যাত গর্ব্ব-পুর্ণ মদ্রকদিগেতে কি প্রকারে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সম্ভবিতে পারে? মদ্রকের সহিত বৈরিভাব কি মিত্রতাচরণ কিছুই করিবেক না; মদ্রদেশীয় জনে প্রণয় নাই; মদ্রক নিয়তই পাপপূর্ণ।” প্রাজ্ঞ পুরুষেরা বিষবেগে অভিভূত বৃশ্চিক-দষ্ট ব্যক্তির নিমিত্তে “মদ্রক-দিগেতে প্রণয়, গান্ধারকদিগেতে শৌচাচার এবং রাজ-যাজকদিগের যাজ্য-ক্রিয়াতে প্রদত্ত হবি যেমন নষ্ট হয়, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যেমন পরাভব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম-বিদ্বেষী লোকেরা যেমন সংসারে নিত্যই পরাভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ মদ্রকদিগের সহিত প্রণয় করিয়া মনুষ্য অবশ্যই পতিত হয়। হে বৃশ্চিক! মদ্রক-দেশীয় জনে যেমন প্রণয় নাই, সেইরূপ তোমার বিষও হত হইল; আমি অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্র-দ্বারা যথা-বিহিত শান্তি করিলাম” এই বলিয়া যে চিকিৎসা করেন, তাহাও সত্য দেখা যাইতেছে। ইহা জানিয়া তুমি নীরব থাক এবং আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল স্ত্রী-লোক মদ্য-মোহিত হইয়া পরিধেয় বসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া থাকে এবং নিধুবন বিষয়ে যথেচ্ছাচরণ করে, তাহারা নিতান্তই বৈরিণী। যাহারা উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ন্যায় অবস্থিত হইয়া মুত্র পরিত্যাগ করে, সেই সকল স্ত্রীর গর্ভজাত মদ্রক কি প্রকারে ধর্ম্মোপদেশ করিবার যোগ্য হইতে পারে? তুমি সর্ব্ব বিষয়ে নির্ল্লজ্জা তাদৃশী ধর্ম্মহীনা কামিনী-দিগের সন্তান হইয়া এখানে ধর্ম্মোপদেশ কথনে অভিলাষ করিতেছ! অহে শল্য! মদ্র-দেশের কামিনীরা এরূপ পানরতা যে, তাহাদিগের নিকটে কেহ কাঞ্জিক প্রার্থনা করিলে, সে দিতে অনিচ্ছু হইয়া কটিদ্বয়ের মাংসপিণ্ড কর্ষণ করে এবং এই নিদারুণ কথা বলে, যে “কাঞ্জিক আমার পরম প্রিয় পদার্থ; ইহা যেন কেহ আমার নিকটে যাজ্ঞা না করে; আমি পুত্র দিতে পারি, পতি দিতে পারি, তথাপি কাঞ্জিক দিতে পারি না”। আমরা শুনিয়াছি, মদ্রদেশীয় অঙ্গনারা প্রায়ই গৌরাঙ্গী, দীর্ঘাকৃতি, নির্ল্লজ্জা, কম্বলাবৃতা, অতিভোজনশীলা ও শৌচাচার-বিহীনা। তাহাদের কেশাগ্র অবধি নখাগ্র-পর্য্যন্ত গর্হণীয়, কুকর্ম্ম সমুদায়ের মধ্যে আমি এইরূপ বহুতর কুকর্ম্মের নির্দ্দেশ করিতে পারি; কেবল আমি কেন, অপর সকলেও পারে। ফলত পাপদেশ-সম্ভূত, ধর্ম্ম-সকলের অনভিজ্ঞ, ম্লেচ্ছ-জাতীয় মদ্রক, সৈন্ধব ও সৌবীরেরা কি প্রকারে যুদ্ধ-ধর্ম্ম জানিতে পারিবে? আমরা শুনিয়াছি, ক্ষত্রিয়-পুরুষ সংগ্রামে নিহত এবং সাধুগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত হইয়া সমর-শয্যায় যে শয়ন করে, ইহাই তাহার প্রধানতম ধর্ম্ম। অতএব নিধনে স্বর্গলাভেচ্ছু হওয়ায় আমারও প্রধান সঙ্কল্প এই যে অস্ত্র-যুদ্ধে প্রাণ-বিমুক্ত হইয়া সেই ধর্ম্ম-প্রতিপালন করি। আমি ধীসম্পন্ন দুর্য্যোধনের প্রীতিপাত্র ও সখা; আমার প্রাণ ও যে কিছু সম্পত্তি আছে, সকলই তাঁহার নিমিত্তে সমর্পণ করিব। রে পাপদেশজ! তুমি যে সর্ব্ব প্রকারে আমাদিগের প্রতি অমিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবেরা তোমাকে ভেদ-দ্বারা হস্তগত করিয়াছে। যাহা হউক, নাস্তিকেরা যেমন ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে ধর্ম্মপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, সেইরূপ তোমার

শত শত শত মনুষ্যও আমাকে সংগ্রাম হইতে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে না। তুমি গ্রীষ্ম-পীড়িত সারঙ্গের ন্যায় যথেষ্ট বিলাপকর ও শুষ্ককণ্ঠ হও, তথাপি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে ব্যবস্থিত এই ব্যক্তিকে কোন ক্রমে ভীত করিতে পারিবে না। পূর্ব্বে গুরু পরশুরাম দেহ-ত্যাগে অসঙ্কুচিত, সমরে অপরাঙ্মুখ নরসিংহগণের যে গতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ করিতেছি। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি কৌরবগণের উদ্ধার এবং বিপক্ষবর্গের সংহার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়া পুরূরবার অবলম্বিত উত্তম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি। অহে মদ্রপ! আমার বোধ হইতেছে, আমি ত্রিলোকী-মধ্যে ঈদৃশ প্রাণীই দেখিতে পাই না যে আমাকে এই অভিপ্রায় হইতে নিবারিত করিতে পারে। রে মদ্রকাধম! তুমি ত্রাস-প্রযুক্ত বিস্তর বাগাড়ম্বর করিতেছ কেন? আমি যাহা বলিলাম, তাহা বোধগম্য করিয়া নীরব থাক; অন্যথা তোমাকে নিহত করিয়া মাংসাশী হিংস্র জন্তুদিগে সমর্পণ করিব। অহে মদ্ররাজ শল্য! তুমি দুর্য্যোধনের মিত্র, সুতরাং সেই মিত্রতার প্রতীক্ষা, দুর্য্যোধনের এবং আমার অপবাদ-শঙ্কা ও সহিষ্ণুতা, এই তিন কারণেই তুমি এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছ। যদি পুনর্ব্বার ঈদৃশ বাক্যের উক্তি কর, তবে এই বজ্রতুল্য গদাঘাতে তোমার মস্তক অধঃপাতিত করিব। রে কুদেশজ! রঙ্গস্থ লোকেরা অদ্য ইহা শ্রবণ বা দর্শন করিবে, যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছে, কিম্বা কর্ণই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে।

হে মহারাজ! কর্ণ এইরূপ কহিয়া নির্ভয়-চিত্তে মদ্ররাজকে পুনর্ব্বার "চল চল" এই কথা বলিলেন।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শল্য যুদ্ধপ্রিয় অধিরথ-তনয় কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে একটি নিদর্শন প্রদর্শন করত পুনর্ব্বার বলিলেন, কর্ণ! আমি সমরে অপরাঙ্মুখ, যজ্ঞনিষ্ঠ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ভূপালগণের বংশে উৎপন্ন এবং স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণ। মদ্যপানে লোক যেমন মত্ত হয়, তুমি সেইরূপ লক্ষিত হইতেছ; তথাপি আমি সুহৃদ্ভাবে তোমার এই প্রমাদ-রোগের চিকিৎসা করি। রে নীচকুল-পাংশন কর্ণ! আমি উপমা-স্বরূপে এই যে কাকোপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, ইহা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর। অহে মহাবাহো! আমি বিলক্ষণ স্মরণ করিয়া দেখিতেছি, আমাতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই; তবে তুমি কি জন্য বিনা অপরাধে আমাকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষ করিতেছ? তোমার হিতাহিত জানিয়া, বিশেষত রথস্থ এবং রাজার হিতৈষী হইয়া সেই হিতাহিত ব্যক্ত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অহে কর্ণ! আমি যখন এই রথের সারথি হইয়াছি, তখন সম বিষম ভূভাগ, রথীর বলাবল, রথীর ও তুরগ-সকলের শ্রম ও অবসাদ, আয়ুধের পরিজ্ঞান, মৃগ পক্ষিগণের শব্দ, ভার, অতিভার, শল্য-সকলের প্রতিকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও শুভাশুভ নিমিত্ত, এ সমস্তই আমার সতত পরিজ্ঞেয়; এই নিমিত্তই আমি পুনরায় তোমাকে এই দৃষ্টান্ত কথা বলিতেছি।

সমুদ্রের উপকূলে প্রচুর ধনধান্যশালী এক বৈশ্য বসতি করিতেন। তিনি যাজ্ঞিক, অতিশয় দাতা, ক্ষমাশীল, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, নিজ কর্ম্মরত ও শুদ্ধাচার ছিলেন। তাঁহার বহু পুত্র ছিল এবং তাহাদিগের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ধর্ম্ম-প্রধান ভূপতির রাজ্যে বসতি করাতে তাঁহার কোন ভয় ছিল না। তাঁহার সেই বহু-সংখ্য অল্প-বয়স্ক যশস্বী কুমারগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজী এক কাক ছিল। বৈশ্যকুমারেরা তাহারে সর্ব্বদা শলায় দধি ক্ষীর পায়স মধু ঘৃত-প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিত। বৈশ্য-বালকগণের প্রতিপালিত সেই উ-

চ্ছিষ্ট-ভোজী কাক ভোজন-মদে গর্ব্বিত হইয়া আপনার সদৃশ ও শ্রেষ্ঠ পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। অনন্তর একদা গতি-বিষয়ে গরুড়-তুল্য, অতিদূরগামী, মানসসরোবর-সঞ্চারী, কতিপয় হৃষ্ট-চিত্ত হংস সাগর-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৈশ্য-কুমারেরা হংসকুল বিলোকন করিয়া কাককে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিল, "অহে বিহঙ্গম! তুমিই সমুদয় পক্ষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" কাক সেই অল্প-বুদ্ধি বালক সকল কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া মুর্খতা ও দর্প-বশত তাহাদিগের বাক্য সত্য বলিয়াই জ্ঞান করিল। পরে সেই উচ্ছিষ্ট-দর্পিত দুর্ব্বুদ্ধি বায়স দূরপাতী বহুল হংসগণের নিকটে গমন করিয়া 'তোমাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি প্রধান?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল এবং সেই দূরপাতী হংসদিগের মধ্যে যাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিল, তাহাকে আহ্বান করত কহিল, এস আমরা উড্ডয়ন করি।

মানস-বাসী বিহঙ্গশ্রেষ্ঠ যে সমস্ত বলশালী হংস তথায় সমাগত হইয়াছিল, তাহারা বহুভাবী বায়সের ঐ আহ্বান শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল এবং তাহারে এই কথা বলিল, অহে কাক! আমরা মানস-নিবাসী হংস, ইচ্ছানুসারে সমগ্র মহীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকি। আমাদিগের দূরগতি-প্রযুক্ত সমুদয় বিহঙ্গেরা আমাদিগকে নিরন্তই পূজা করে। রে দুর্ম্মতে! তুই কাক হইয়া, প্রভূত-বলশালী দূর-পাতী চক্রাঙ্গ হংসকে কি বলিয়া উড্ডয়নে আহ্বান করিতেছিস্? অরে কাক! তুই কি প্রকারে আমাদিগের সহিত উড্ডয়ন করিবি, তাহা বল্।

অনন্তর হীনজাতি-প্রযুক্ত আত্মশ্লাঘাকারী মূঢ়-মতি বায়স হংস-বাক্যে পুনঃপুন নিন্দা করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, প্রত্যেকে শত যোজন গমন করা যায়, আমি এরূপ এক শত প্রকার বিচিত্র উড্ডয়নে উড্ডীন হইব, সন্দেহ নাই। তোমাদিগের সাক্ষাতেই আমি উর্দ্ধগতি, অধোগতি, বেগগতি, সমগতি, দীর্ঘগতি, সম্মুখ গতি, বক্রগতি, বিচিত্র গতি, সর্ব্ব দিকে গতি, পশ্চাদ্‌গতি, সুকুমার গতি, প্রচণ্ড গতি, দীর্ঘগতি, মণ্ডলাকারে সমগতি, সর্ব্ব দিকে সমগতি, বেগে অবরোহণ, বেগে উর্দ্ধ গমন, শোভন গমন, মণ্ডলাকারে অধঃ পতন, শোভন-ভাবে উর্দ্ধ গমন, শোভন-ভাবে অধঃ পতন, অনেকের সহিত গমন, পরস্পর ঈর্ষা-সহকারে গমন, পরস্পর স্নেহভাবে গমন, গতাগত, প্রতি-গত ও কাক-সমুচিত বহুতর গতিতে বিচরণ করিব; তাহাতেই তোমরা আমার কত দূর বল দেখিতে পাইবে। হে হংসগণ! আমি ঐ সকলের মধ্যে কোন এক প্রকার গতি-দ্বারা আকাশমার্গে উড্ডীন হইব; অতএব কোন্ গতিতে উড্ডয়ন করি, তোমরা যথা-ন্যায়ে নির্দ্দেশ কর। হে বিহঙ্গবর্গ! আমি নিরবলম্ব গগণ-পথে উৎপতিত হইতেছি; তোমরা স্থির-নিশ্চয় করিয়া মদুক্ত গতি-সমস্ত-সহকারে আমার সহিত উড্ডীন হও।

হে রাধেয়! কাক এই কথা কহিলে কোন এক বিহঙ্গম হাস্য করিয়া তাহারে যে কথা বলিল, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর।

হংস কহিল, অহে কাক! তুমি নিশ্চয়ই এক শত প্রকার গতিতে উড্ডীন হইতে পারিবে, কিন্তু সকল বিহঙ্গমেরা যে এক প্রকার গতি জানে, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া উৎপতিত হইব; কেন না তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার গতি আমার বিদিত নাই। হে রক্তনেত্র! তোমার যে গতি অভিমত হয়, তুমি তাহাতেই উড্ডীন হও।

শল্য কহিলেন, অনন্তর তথায় যে সকল কাক সমাগত হইয়াছিল, তাহারা হাস্য করিতে লাগিল এবং কহিল, হংস এক প্রকার উড্ডয়ন দ্বারা কি রূপে শত প্রকার উড্ডয়নকে পরাজিত করিবেক? শীঘ্রসঞ্চারী বলবান্ বায়স, নিজ-সদৃশ হংসের এক মাত্র উড্ডয়নে যত দূর গতি হইবে, তাহা এক প্রকার উড্ডয়ন দ্বারাই অতিক্রম করিবে।

কাক দিগের এইরূপ কথার পর হংস ও বায়স পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে উৎপতিত হইল। হংস এক

প্রকার উড্ডয়নে এবং কাক শত প্রকার উড্ডয়নে উড্ডীন হইতে লাগিল। চক্রাঙ্গ উৎপতিত হইলে পর বায়স বহুতর উড্ডয়ন-দ্বারা দর্শকগণের বিস্ময়োৎপাদন করিতে সমুৎসুক হইয়া আপন গতিক্রিয়ার পরিচয় প্রদান করত গগণতলে বিচরণ করিতে থাকিল। অনন্তর বায়সগণ কাকের বারংবার বিবিধ বিচিত্র গতি বিলোকনে আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিল, হংস সকলকে উপহাস-পূর্ব্বক অপ্রিয়-বাক্য বলিতে থাকিল এবং মুহূর্ত্ত কাল বারংবার ইতস্তত বিচরণ করিয়া, কখন স্থল হইতে বৃক্ষাগ্রে উৎপতন, কখন বা তরু-শিখর হইতে ধরাতলে অধঃ পতন করত বহুবিধ রব-সহকারে আপনাদিগের জয়-ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরন্তু হংস এক প্রকার মাত্র মৃদুগতি-দ্বারা বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তে যেন কাক অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তখন বায়সেরা সেই হংস সকলকে অবজ্ঞা করিয়া এই কথা বলিল, ঐ যে হংস উৎপতিত হইয়াছে, সে ঐ ক্রমশ হীন-গতি হইয়া পড়িতেছে।

অনন্তর উড্ডয়নকারী হংস কাক সকলের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া পশ্চিম দিক্ অভিমুখে উপর্য্যুপরি ভূরি বেগ-সহকারে মকরালয় সাগরের উপরি উৎপতিত হইল। তাহাতে কাক সেই মহা সমুদ্রে পরিশ্রান্ত ও বিহ্বল-চিত্ত হইয়া তথায় বিশ্রামার্থে কোন দ্বীপ বা বৃক্ষ না দেখিয়া "আমি শ্রান্তি-যুক্ত হইয়াছি, কোথায় নিপতিত হই" ইহা ভাবিয়া তখন নিরতিশয় ভয়াকুল হইল। রে কুলাধম কর্ণ! সমুদ্র বহুতর প্রাণিগণের আবাস-স্থান, এবং শত শত প্রকাণ্ড জন্তু-নিকরে উদ্ভাসমান, সুতরাং আকাশ অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর ও অসহনীয়। উহার জলরাশি দিগ্বসনে পরিবেষ্টিত; বায়স উহার বিশেষ জানিবে কি, যে সকল মনুষ্য সর্ব্বদা সমুদ্রে গমনাগমন করে, তাহারাও উহার প্রবাহের গাম্ভীর্য্য ও সুদূর-বিস্তার-প্রযুক্ত বিশেষ পরিমাণ জানিতে পারে না। সে যাহা হউক, অনন্তর বায়স-প্রজারী হংস কাককে অতিক্রম করিয়াও তাহারে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না; মুহূর্ত্ত কাল ইতস্তত অবলোকন করিতে লাগিল। সে বায়স অপেক্ষা অধিক দূর যাইয়াও "এই কাক নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া আমার নিকটে আসিবে" এইরূপ চিন্তা করত তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকিল। অনন্তর বায়স একান্ত শ্রান্ত হইয়া তখন হংসের নিকটে আসিতে লাগিল। হংস তাহাকে তাদৃশ হীনাবস্থ ও নিমগ্নপ্রায় দেখিয়া সৎপুরুষ-সমুচিত আচরণ স্মরণ করত তাহার উদ্ধার-সাধনে ইচ্ছুক হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল।

হংস কহিল, অহে বায়স! যৎকালে তুমি বারংবার বহু প্রকার উড্ডয়ন বর্ণন করিতেছিলে, তৎকালে উড্ডয়নের এই গুহ্য বিবরণ আমাদিগের নিকটে প্রকাশ কর নাই। অহে কাক! সংপ্রতি তুমি যে উড্ডয়নে উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কোন্ উড্ডয়ন? তুমি পক্ষ-যুগল ও তুণ্ড-দ্বারা পুনঃপুন জল-স্পর্শ করিতেছ; অতএব এক্ষণে যে গতিতে বর্ত্তমান আছ, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। অহে! তুমি শীঘ্র শীঘ্র আইস, আমি এই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।

শল্য কহিলেন, রে দুষ্টাত্মন্! সেই কাক কাতর হইয়া যখন পক্ষ-দ্বয় ও চঞ্চুপুট-দ্বারা সাগর-বারি স্পর্শ করিতেছিল, তখন হংস-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া তাহারে এই কথা বলিল। সে একে উড্ডয়নের বেগে প্রমথিত ও শ্রমান্বিত হইয়া নিপতিত হইতেছিল, তাহাতে আবার জলের পার দেখিতে পাইতেছিল না, সুতরাং হংসকে এই কথা বলিতে লাগিল "হংস! বিধাতা আমাদিগকে কাকজাতি করিয়াছেন; আমরা 'কা কা' রব করত ভ্রমণ করিয়া থাকি; অতএব আমি প্রাণ-দ্বারা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমারে জলধি-পারে লইয়া চল"। সেই অতি পরিশ্রান্ত বায়স এই কথা

বলিতে বলিতে নিতান্ত আর্ত্তভাবে পক্ষ-দ্বয় ও তুণ্ড-দ্বারা মহার্ণব-বারি স্পর্শ করত সহসা নিপতিত হইল। তখন হংস তাহাকে সাগর-সলিলে পতিত কাতর-চিত্ত ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া এই কথা বলিল, অহে বায়স! তুমি আত্মশ্লাঘা করত "আমি এক শত প্রকার গতিতে গমন করিতে পারি" এই যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা এখন স্মরণ কর। তুমি এক শত উড্ডয়নে উড্ডয়ন করত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলে, সম্প্রতি এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া মহার্ণব-মধ্যে পতিত হইলে কেন? অনন্তর সেই অবসন্ন বায়স উপরি-ভাগে হংসকে অবলোকন করিয়া তাহাকে প্রসাদিত করত তখন এই বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, হংস! আমি উচ্ছিষ্ট-ভোজনে দর্পিত হইয়া আপনাকে গরুড়ের সমান জ্ঞান করি, সুতরাং কাক ও অন্যান্য বহুতর পক্ষি সকল-কে অবজ্ঞা করিয়া থাকি। হে হংস! সম্প্রতি প্রাণের সহিত তোমার শরণাগত হইতেছি, তুমি আমাকে দ্বীপান্তে লইয়া চল। হে বিভো হংস! যদি আমি কুশলে কুশলে স্বদেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহাকেও অবজ্ঞা করিব না; এক্ষণে তুমি আমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর।

কাক এই কথা বলিয়া কাতর-ভাবে বিলাপ করিতে লাগিল এবং মহার্ণবে নিমগ্ন, জলার্দ্র, অতিশয় দুর্দ্দর্শনীয় ও অচেতন-প্রায় হইয়া 'কা কা কা কা' এইরূপ শব্দ করত কম্পিত হইতে থাকিল দেখিয়া হংস তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া পদ-দ্বয়-দ্বারা ধীরে ধীরে উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করাইল। হংস সেই বিহ্বল-চিত্ত বায়সকে পৃষ্ঠে আরোপিত করিয়া, পূর্ব্বে যে দ্বীপ হইতে উভয়ে স্পর্দ্ধা-সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল, দ্রুতগমনে পুনরায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই বায়সকে পুনর্ব্বার ঐ দ্বীপে সংস্থাপিত ও সমাশ্বাসিত করিয়া সে মনের ন্যায় বেগগামী হইয়া যথাভিলষিত প্রদেশে গমন করিল।

অহে কর্ণ! সেই উচ্ছিষ্ট-পুষ্ট বায়স এইরূপে হংসের নিকটে পরাজিত হইয়া বল বীর্য্যের গর্ব্ব পরিহার-পূর্ব্বক শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈশ্য-কুলে উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া সেই কাক যেমন সমুদয় বিহঙ্গের অবমাননা করিত, সেইরূপ তুমিও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে পরিপালিত হইয়া আপনার সদৃশ ও শ্রেষ্ঠ লোক-সকলকে অবজ্ঞা করিয়া থাক, সন্দেহ নাই। বিরাট নগরে অর্জ্জুন যখন তোমাদিগের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তুমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবগণ-কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াও তাঁহারে নিহত করিতে পার নাই কেন? শৃগালেরা যেমন সিংহ-সমীপে পরাজিত হয়, সেইরূপ তোমরা যখন ধনঞ্জয়ের নিকটে তথায় প্রত্যেকে ও সমুদায়ে বিনির্জ্জিত হইয়াছিলে, তখন তোমার বীরত্ব কোথায় ছিল? সমরে সব্যসাচী তোমার ভ্রাতাকে নিহত করিলেন দেখিয়া তুমিই প্রথমে কুরু-বীরগণের প্রত্যক্ষে পলায়ন করিয়াছিলে। সেইরূপ দ্বৈত-বনে যখন গন্ধর্ব্বেরা তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তখন তুমিই প্রথমে সমগ্র কৌরবগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়িত হইয়াছিলে। অহে কর্ণ! তৎকালে ধনঞ্জয় সমরে চিত্রসেন-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণকে আহত ও পরাজিত করিয়া দুর্য্যোধনকে সপরিবারে বিমুক্ত করিয়াছিলেন। পরশুরামও সভা-মধ্যে রাজ-সমীপে কেশব ও ধনঞ্জয়ের পুরাতন প্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। দ্রোণ ও ভীষ্ম যখন মহীপালগণের সন্নিধানে কৃষ্ণার্জ্জুনকে অবধ্য বলিয়া বর্ণন করিতেন, তখন তাঁহাদের সেই বাক্যও তুমি সতত শ্রবণ করিয়াছ। অহে কর্ণ! ব্রাহ্মণ যেমন সমুদয় প্রাণী অপেক্ষা প্রধান, সেইরূপ ধনঞ্জয় যে যে গুণে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়াছেন, তাহা আর আমি কত বলিব। তুমি এক্ষণেই প্রধান স্যন্দনে অবস্থিত কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় ও বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে; অতএব কাক যেমন বুদ্ধি-পূর্ব্বক হংসের

আশ্রিত হইয়াছিল, সেইরূপ তুমি বৃষ্ণিকুল-চূড়ামণি কৃষ্ণ ও পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়কে আশ্রয় কর। অহে কর্ণ! তুমি যখন প্রবল-পরাক্রান্ত বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সমরে এক রথে উপবিষ্ট দেখিবে, তখন আর এপ্রকার কথা বলিবে না। অর্জ্জুন যখন শর শত বর্ষণ-দ্বারা তোমার দর্প নিবারণ করিবেন, তখন তুমি, আপনার ও অর্জ্জুনের যে কত প্রভেদ, তাহা দেখিতে পাইবে। তুমি খদ্যোতের সমান হইয়া সেই দেবাসুরমনুষ্য-লোকে সুবিখ্যাত সূর্য্য-চন্দ্র-সদৃশ নরবর-দ্বয়কে মূর্খতা-প্রযুক্ত অবজ্ঞা করিও না। দিবাকর ও নিশাকরের ন্যায়, কেশব ও ধনঞ্জয় স্বীয় স্বীয় প্রতিভা-দ্বারা সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত আছেন; পরন্তু তুমি মনুষ্যগণের নিকটে খদ্যোতের তুল্য প্রতিভাত হইতেছ। হে সুতপুত্র! ইহা জানিয়া তুমি সেই মহানুভাব নরসিংহ অচ্যুত ও অর্জ্জুনকে আর অবজ্ঞা করিও না; আত্মশ্লাঘা বিষয়ে মৌনাবলম্বন কর।

হংস কাকীয় উপাখ্যানে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা অধিরথ-তনয় কর্ণ মদ্রাধিপের অপ্রিয়-বাক্য আকর্ণনে কুপিত হইয়া তাঁহারে বলিলেন, অহে শল্য! অর্জ্জুন ও বাসুদেব যে প্রকার বিক্রান্ত তাহা আমার বিদিত আছে। অর্জ্জুন-রথবাহক কৃষ্ণের যাদৃশ বল ও অর্জ্জুনের যেরূপ মহাস্ত্র সমস্ত আছে, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি; কিন্তু তোমার তাহা এখনও অপ্রত্যক্ষ রহিয়াছে। কৃষ্ণার্জ্জুন শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ হইলেও আমি নির্ভয়-চিত্তে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব; পরন্তু পরশুরাম ও অপর এক দ্বিজসত্তম আমারে যে শাপ দিয়াছিলেন, তাহাই অদ্য আমাকে সমধিক সন্তাপিত করিতেছে। অহে শল্য! পূর্ব্বে যখন আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করিবার অভিলাষে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ হইয়া ভৃগুরাজের নিকটে বসতি করিয়াছিলাম, তৎকালে দেবরাজ ইন্দ্র ধনঞ্জয়ের হিতার্থী হইয়া একটা কীটের কুৎসিত শরীরে প্রবেশ-পূর্ব্বক আমার ঊরুদেশে আসিয়া তাহার ভেদ করণ-দ্বারা মদভিলষিত অস্ত্র-শিক্ষা বিষয়েও ব্যাঘাত করিয়াছিলেন। এক দিন গুরু আমার ঊরুদেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত আছেন, ইত্যবসরে কীটরূপী ইন্দ্র আমার যে ঊরুতে গুরুর মস্তক নিহিত ছিল, তথায় আসিয়া তাহা বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ঊরুভেদ জন্য আমার শরীর হইতে ঘনতর শোণিতধারা বহিতে লাগিল, তথাপি আমি গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে বিচলিত হইলাম না। অনন্তর সেই দ্বিজবর জাগরিত হইয়া তাহা দেখিতে পাইলেন এবং এতাদৃশ রুধিরপাতেও আমাকে ধৈর্য্যযুক্ত দেখিয়া কহিলেন, তুমি কদাচ বিপ্র নহ; অতএব তুমি কে, তাহা সত্য কহ। অহে শল্য! তখন আমি তাঁহার নিকটে সুত বলিয়া যথার্থ-রূপে আত্ম-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। মহাতপস্বী রাম আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রোষ-পরবশ-চিত্তে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে "হে সুতপুত্র! তুমি ছলক্রমে আমার নিকটে যে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিলে, ইহা তোমার বাস্তবিক লব্ধ হইল না; অতএব যুদ্ধকালে তোমার নিকটে ইহা প্রতিভাত হইবে বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে ইহার আর স্ফূর্ত্তি থাকিবে না; কেন না অব্রাহ্মণে ব্রহ্ম কখন চিরস্থায়ী হন না"। অহে শল্য! অদ্য এই অতিভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রামে সেই অস্ত্রই অত্যন্ত যথেষ্ট হইয়াছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভরতগণ-মধ্যে প্রমথনকারী সর্ব্ব-সংহারক এই যে অতি-ভয়ানক প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, ইহা প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়-বীরগণকে পরিতপ্ত করিবে। অহে শল্য! আমি প্রচণ্ড-ধনুর্দ্ধারী, বীরশ্রেষ্ঠ, তরস্বী, ভীষণকর্ম্মা, অমিতবীর্য্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয়কে সমরে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে উপনীত করিব। যখন পরশুরামের প্রদত্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্র অদ্য আমার

স্মৃতিপথে উপস্থিত আছে, তখন তদ্দ্বারা আমি সংগ্রামে শত্রুগণকে বিক্ষিপ্ত করিব এবং প্রতাপবান্ বলবান্, অস্ত্রবিশারদ, উগ্রধন্বা, অপরিমিত-তেজস্বী, ক্রূর, শূর, প্রচণ্ডকর্ম্মা, শক্র-বিক্রম-সহন-সমর্থ ধনঞ্জয়কেও নিপাতিত করিব। অপরিমেয় সলিলপতি বেগবান্ জলনিধি বহুল প্রজা-কুলকে নিমগ্ন করিবার উদ্দেশে মহাবেগ বিস্তার করিলে, তদীয় উত্তুঙ্গ উপকূল যেমন ঐ অপ্রমেয় মহাবেগ ধারণ করে, সেইরূপ লোকে ধনুর্দ্ধারিগণের উৎকৃষ্ট কুন্তীতনয় অর্জ্জুন সংগ্রামে মর্ম্মভেদী বীরঘাতী শোভন-পত্রান্বিত অমোঘ সায়ক-সমূহ সন্ধান করিতে থাকিলে আমি তাহার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব। অতিবলশালী মহাস্ত্র-সম্পন্ন ধনঞ্জয়, শর-রূপ প্রবাহ-বিশিষ্ট দুরধিগম্য প্রচণ্ড সমুদ্রকল্প হইয়া, পার্থিবগণকে বল-সহকারে নিমগ্ন করিতে উদ্যত হইলে, আমি উপকূল-তুল্য হইয়া এইরূপে বাণ-সমূহ-দ্বারা তাহার বিক্রম সহ্য করিব। অধুনা ধনুর্দ্ধারী অন্য কোন মনুষ্যকেই সংগ্রামে যাহার সমকক্ষ বলিয়া বোধ করিতে পারি না, যে ব্যক্তি সমরে সুরাসুর সকলকেও পরাজিত করিতে সমর্থ হয়, সেই অর্জ্জুনের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শন কর। অতিশয় অভিমানী পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অলৌকিক মহাস্ত্র-শস্ত্র-সমূহ-সহ আমার সম্মুখবর্ত্তী হইলে, আমি নিজ অস্ত্র-দ্বারা তাহার অস্ত্র প্রতিহত করিয়া উৎকৃষ্ট বাণ-রাজি-দ্বারা তাহারে সমর-শায়ী করিব। মেঘ যেমন তমোহরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ আমি দিবাকর-সদৃশ তাপপ্রদ, বিক্রম-রূপ কিরণ-প্রাপ্ত, যশঃপ্রদীপ্ত ধনঞ্জয়কে বাণজালে অতিমাত্র আচ্ছাদিত করিব। মেঘ যেমন বারি বর্ষণ-দ্বারা ধূমধ্বজ হুতাশনের নির্ব্বাণ করে, সেইরূপ আমি সমরে লোক-সকলের দহনকারী তেজস্বী প্রজ্বলিত অনল-সম অর্জ্জুনকে শর বর্ষণ-দ্বারা প্রশান্ত করিব। তুমীরা-সংশ্রিত অতিকরতর দুর্দ্ধর্ষ আশীবিষ-সদৃশ, বহ্নিসমান, ক্রোধপ্রদীপ্ত, অরাতি-কুল-দহনকারী কুন্তী-তনয়কে ভল্ল-নিচয়-দ্বারা উপশান্ত করিব। হিমালয় পর্ব্বত যেমন বৃক্ষাদি-ভঞ্জকারী প্রচণ্ড সমীরণের বেগ সহ্য করে, সেইরূপ আমি যুদ্ধে শক্র-বিক্রমাসহিষ্ণু, ক্রোধান্বিত, বিপক্ষ-বিমর্দ্দনকারী, সংপ্রহারী, বলশালী ধনঞ্জয়ের বিক্রম সহ্য করিব। সংগ্রামে আমি রথমার্গ-বিশারদ, সমর-সমুদায়ে নিয়ত সমর্থ-কার্য্যভারবাহী, লোকে সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সম্যক্ রূপেই সহ্য করিব। অধুনা ধনুর্দ্ধারী অন্য কোন মনুষ্যকেই সংগ্রামে যাহার সমকক্ষ বলিয়া বোধ করিতে পারি না, যে ব্যক্তি এই সমগ্র মহীমণ্ডল পরাজিত করিয়াছে, সেই ধনঞ্জয়ের সঙ্গে আমি জানিয়া শুনিয়াই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যে সব্যসাচী খাণ্ডবপ্রস্থে দেবগণের সহিত সমস্ত ভূতবর্গকে পরাজিত করিয়াছিল, আমা ভিন্ন অন্য কোন্ মনুষ্য জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধেচ্ছা করিতে পারে? অর্জ্জুন অতিরথী, অভিমানী, শক্র-কুল-প্রমাথী, দৃঢ়াস্ত্র, শীঘ্র-বাণ-প্রয়োগ-বিশারদ ও দিব্যাস্ত্র-কোবিদ হইলেও অদ্য আমি নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা তাহার দেহ হইতে মস্তক অপহরণ করিব। অহে শল্য! আমি সমরে মৃত্যু কিংবা জয়, উভয়ের একতর লক্ষ্য করিয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব; যেহেতু আমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই নাই, যে এক রথে সেই কৃতান্ত-সদৃশ পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। আমি হৃষ্টচিত্তে ক্ষত্রিয়-গণের সমাজে সেই পাণ্ডুতনয়ের যুদ্ধ-বিষয়ক পুরুষ-কারের কথা বলিতে পারি; তুমি মূর্খ ও মূঢ়চেতা হইয়া অকস্মাৎ কি নিমিত্তে অর্জ্জুনের পৌরুষ বিবরণ বর্ণন করিতেছ? ক্ষমাহীন অপ্রিয়বাদী যে নিষ্ঠুর ক্ষুদ্র পুরুষ ক্ষমাশীল ব্যক্তির অবমান করে, আমি তাদৃশ শত শত লোককে নিহত করিতে পারি, পরন্তু আমি কালানুসারে ক্ষমাগুণে তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতেছি। তুমি নিতান্ত পাপ-কর্ম্মা, এই জন্যেই মূঢ়ের ন্যায় অর্জ্জুনের নিমিত্তে

আমারে অবমানিত করত অপ্রিয়-বাক্য-সমস্ত বলিলে। আমার প্রতি সারল্য-ব্যবহার করা তোমার কর্ত্তব্য হইলেও তুমি কুটিলমতি ও মিত্রদ্রোহী হইয়া হত হইলে; যেহেতু কোন ব্যক্তির সঙ্গে একত্র সপ্ত পদ ভূমি বিচরণ করিলেই তাহার সহিত মিত্রতা হইয়া থাকে। সংপ্রতি দুর্য্যোধন যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং এ অতি দারুণ কাল উপস্থিত; পরন্তু তুমি তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করত তাহাই শ্রেয় জ্ঞান করিতেছ, যাহাতে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা মাত্র নাই। মিদ, নন্দ, প্রী, সংপূর্ব্বক ত্রৈ, মি ও মুদ, এই সকল ধাতুর অর্থই মিত্র শব্দের বাচ্য; অর্থাৎ স্নেহ, অভিনন্দন, প্রীতি, সম্যক্‌ রূপে ত্রাণ, মান ও হর্ষ, এই সমস্তই মিত্রতার কার্য্য; আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, এ সমস্তই আমার বিদ্যমান আছে এবং রাজাও আমার সেই ভাব সমুদয় জানেন। আর শদ, শাস, শো, শৃ, শ্বস, ষীদ ও বহুতর উপসর্গ-পূর্ব্বক ষুদ, এই সকল ধাতুর অর্থই শত্রু শব্দের বাচ্য; অর্থাৎ নিপাতন, শাসন, অল্পতাপাদন, বিষাদ ও বহু প্রকারে হিংসা, এই সমস্তই শত্রুতার কার্য্য; প্রায় সে সমস্ত ভাবই তোমাতে বিদ্যমান আছে এবং আমার প্রতি যোজিত হইতেছে। অতএব আমি দুর্য্যোধনের ও তোমার প্রীতি নিমিত্তে, যশের নিমিত্তে, আপনার নিমিত্তে এবং ঈশ্বরের নিমিত্তে অদ্য কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যত্ন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব; তুমি আমার সেই কর্ম্ম অবলোকন কর। অতিমত্ত মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের প্রতি আক্রমণ করে, সেইরূপ আমি যে সমস্ত উত্তম ব্রহ্মাস্ত্র, দিব্যাস্ত্র ও মানুষাস্ত্র লইয়া প্রচণ্ড-বীর্য্য অর্জ্জুনের সহিত সমাগত হইব, সে সকলও সন্দর্শন কর। যাহা মনে মনে পরাজিত হইবারও বিষয় নহে, আমি বিজয়ের নিমিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি সেই অমিত-প্রভাব-সম্পন্ন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিব। অদ্য যুদ্ধ কালে আমার রথচক্র যদি বিষম স্থলে পতিত না হয়, তাহা হইলে অন্তত সেই অস্ত্র হইতেও অর্জ্জুন পরিত্রাণ পাইবে না। অহে শল্য! এই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে আমি দণ্ডধারী কৃতান্ত, পাশপাণি বরুণ, গদাধারী কুবের, বজ্র-হস্ত বাসব বা অন্য কোন আততায়ী শত্রুর নিকটেও যে ভয় করি না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। অতএব ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দন হইতে আমার কিছু মাত্র ভয় নাই; অদ্য সংগ্রামে অবশ্যই তাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ হইবে।

অহে মদ্ররাজ শল্য! একদা আমি বিজয়োদ্দেশে অস্ত্রাভ্যাস হেতু পর্য্যটন করত ঘোররূপ ভয়ানক শায়ক সমস্ত ইতস্তত নিক্ষিপ্ত করিতেছিলাম। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত দ্বিজসত্তমের হোমধেনুর বৎস বিজনে বিচরণ করিতেছিল; আমি অসাবধান হইয়া অজ্ঞান-বশত তাহারে শরাঘাতে নিহত করিলাম। তাহাতে ব্রাহ্মণ রোষভরে আমারে কহিলেন, "যেহেতু তুমি প্রমাদ-পরবশ হইয়া আমার হোমধেনুর বৎসটিকে বিনষ্ট করিলে, সেই হেতু সংগ্রাম সময়ে তুমি ঐকান্তিক ভয় প্রাপ্ত হইলে তোমার রথের চক্র গর্ত্ত-মধ্যে পতিত হইবে।" অহে শল্য! ব্রাহ্মণের সেই বাক্য হইতেই আমার অন্তঃকরণে অতিশয় ভয়-সঞ্চার হইতেছে; কেন না বিধুরাজ ব্রাহ্মণেরাই সুখ দুঃখের নিয়ামক। অহে মদ্রেশ্বর! আমি তাঁহারে সহস্র গো ও ষট্‌ শত বলীবর্দ্দ প্রদান করিতে উদ্যত হইলাম, তথাপি তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না। ঈশার ন্যায় দন্তবিশিষ্ট সপ্ত শত মাতঙ্গ ও শত শত দাস দাসী দিতে চাহিলাম, তথাপি সেই দ্বিজবর আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। শ্বেতবর্ণ বৎস-বিশিষ্ট চতুর্দ্দশ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ ধেনু আহরণ করিবার প্রস্তাব করিলাম, তথাপি সেই দ্বিজসত্তম হইতে প্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম না। পরিশেষে আমার সর্ব্ব-কাম-সমন্বিত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন গৃহ ও যে কিছু ধন ছিল, তৎসমুদয়ই তাঁহারে সৎকার-পূর্ব্বক প্রদান করিতে সমুৎসুক হইলাম, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিতে অভিলাষ

করিলেন না। আমি অপরাধ করিয়াছিলাম, সুতরাং প্রযত্ন-সহকারে তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিলে তিনি আমারে বলিলেন "হে সূত! আমি যাহা কহিয়াছি তাহাই হইবে, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইবে না। মিথ্যা-বাক্য প্রজা হত্যা করিতে পারে এবং তাহাতে আমিও পাপ-গ্রস্ত হইতে পারি; অতএব ধর্ম্ম-রক্ষার্থে আমি মিথ্যা বলিতে উৎসাহী হই না। তুমি ব্রাহ্মণের গতি হিংসা করিও না; আমারে গো-গজাদি প্রদান করিবার যে প্রস্তাব করিলে, তাহাতেই তোমার গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে। লোক-মধ্যে কেহই আমার কথা মিথ্যা করিতে পারে না; অতএব আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্বীকার করিয়া লও"।

অহে শল্য! তুমি আমার তিরস্কার করিলেও আমি সৌহৃদ্য-প্রযুক্ত তোমারে এই কথা বলিলাম। নিন্দা করা তোমার যে স্বভাব, তাহা আমি জানি; সংপ্রতি নীরব হও এবং উত্তর-বাক্য শ্রবণ কর।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অরিন্দম কর্ণ মদ্ররাজকে উত্তর করিতে নিবারণ করিয়া স্বয়ং পুনর্ব্বার উত্তর-বাক্য বলিতে লাগিলেন। কহিলেন, অহে শল্য! তুমি নিদর্শন-স্বরূপ বিস্তর কথা আমারে বলিলে বটে, কিন্তু কেবল বাক্য-দ্বারা কোন ক্রমেই সমরে ভীত করিতে পারিবে না। কৃষ্ণার্জ্জুন হইতে আমার ভয় হইবে কি, যদি ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার সহিত সংগ্রাম করেন, তাহাতেও আমি ভয় পাই না। অহে শল্য! তুমি কেবল কথাতে আমারে কোন প্রকারে ভীত করিতে পারিবে না; সংগ্রামে তুমি যাহাকে ভীত করিতে পার, সে অন্য-প্রকার লোক জানিও। তুমি আমাকে যে রূপ কর্কশ-বাক্য বলিলে, নীচলোকের এতাবন্মাত্রই বল হইয়া থাকে। রে দুর্ম্মতে! তুমি আমার গুণ-সমূহ বর্ণন করিতে অশক্ত হইয়া কেবল বহুতর অনর্থক বাক্যাড়ম্বর করিতেছ। অহে মদ্রক! কর্ণ ইহলোকে ভয়ের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই; আমি আপনার বিক্রম-প্রকাশ ও যশো-বিস্তারের নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছি। অহে শল্য! তুমি আমার সারথ্য-স্বীকার-দ্বারা সখিত্ব প্রকাশ করিয়াছ; সুতরাং তোমার সেই সখিভাব, আমার সৌহার্দ্দ এবং মিত্র দুর্য্যোধনের ভাব অর্থাৎ জয় লাভের অভিপ্রায়, এই তিন কারণেই সংপ্রতি তুমি জীবিত রহিয়াছ। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সুমহৎ কার্য্য উপস্থিত এবং সেই কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, এ নিমিত্তেও তুমি আমার নিকটে ক্ষণ কাল জীবিত রহিয়াছ। অহে মদ্রক! তোমার অপ্রিয়-বাক্য ক্ষমা করিব বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; সংপ্রতি সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, এই নিমিত্তেই তুমি জীবিত রহিয়াছ। তোমার মত সহস্র শল্য আমার সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেও আমি তাহা না লইয়া একাকীই শত্রু-সকলকে পরাজিত করিতে পারি; পরন্তু মিত্রদ্রোহ অত্যন্ত পাপ-জনক, এই নিমিত্তেই সংপ্রতি তুমি জীবিত রহিয়াছ।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

শল্য কহিলেন, অহে কর্ণ! তুমি শত্রুদিগের উদ্দেশে যাহা কহিলে, এ সকল প্রলাপ-বাক্যমাত্র; শল্য-ব্যতিরেকে তোমার মত সহস্র কর্ণও কি সমরে শত্রু-সকলকে পরাজিত করিতে পারে?

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণ মদ্রাধিপের তাদৃশ পরুষ-বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া পুনরায় দ্বিগুণতর নিষ্ঠুরবাক্য কহিতে লাগিলেন।

কর্ণ কহিলেন, অহে মদ্ররাজ! আমি ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে যাহা কথিত হইতে শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি, তুমি একাগ্র হইয়া শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণেরা ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে বিবিধ বিচিত্র দেশের ও পুরা-

ভন পার্থিবগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করত তাঁহার উপাসনা করিতেন। তন্মধ্যে কোন এক বৃদ্ধ বিপ্রবর পুরাবৃত্ত কথা-প্রসঙ্গে বাহীক ও মদ্রদেশীয়দিগের কুৎসা করত এই কথা বলিয়াছিলেন "যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও কুরুক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত এবং সিন্ধু ও তদীয় পঞ্চ-শাখা নদীর অন্তর্গত, সেই ধর্ম্মবাহ্য অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করিবেক। আমি কুমার-কাল হইতে এই বাহীকদিগের রাজকুল-দ্বারের চিহ্ন-স্বরূপ গোবর্দ্ধন (গোবধ-স্থান) নামক বট বৃক্ষ ও সুভাণ্ড (সুরা-ভাণ্ডের আশ্রয়) নামক চত্বর স্মরণ করিতেছি। কোন অত্যন্ত গূঢ় কার্য্য-বশত আমি বাহীকদেশে কিছু কাল বাস করিয়াছিলাম, তাহাতেই তাহাদিগের আচার ব্যবহার সকল আমার সুবিদিত হইয়াছে। যে স্থানে শাকল-নামক নগর ও আপগা-নাম্নী নদী আছে, তথায় জর্ত্তিক নামে বাহীকেরা বসতি করে। তাহাদিগের চরিত্র অতিশয় নিন্দিত। পিষ্টক মাংস ও যবান্নের অতিভোজনে পরিতৃপ্ত সেই শীলাচার-পরিভ্রষ্ট লোকেরা লশুনের সহিত গোমাংস ও ভৃষ্ট যব ভক্ষণ করিয়া থাকে। তত্রত্য কামিনীগণ মত্ত ও বিবস্ত্র হইয়া মাল্য-চন্দনাদি ধারণ পূর্ব্বক নগরে গৃহে প্রাচীর-সমীপে ও বহির্ভাগে হাস্য ও নৃত্য করে। শিষ্টাচার-সিদ্ধ সংস্কার-রহিতা, নিধুবন বিষয়ে স্বপর-পুরুষ-বিবেক-বিহীনা, সর্ব্ব প্রকারে স্বেচ্ছাচারিণী সেই সকল অঙ্গনারা মদ্যপানে উৎকট-রূপধারিণী ও বহুল প্রলাপ-কারিণী হইয়া মত্তলোকের উপযুক্ত, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের নিনাদ-তুল্য বহুতর অশ্লীল সঙ্গীত-সহকারে পরস্পর বিনোদ বচন উচ্চারণ করে; বিশেষত উৎসব কালে নিতান্ত অসংযতা হইয়া 'হে হতভাগ্যে! হে হতভাগ্যে! হে স্বামিঘাতিনি! হে ভর্ত্তৃঘাতিনি!' এইরূপ চীৎকার করত নৃত্য করিতে থাকে। দোষাশ্রিত বাহীকগণের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি কুরুজাঙ্গলে বাস করত অনতি হৃষ্টচিত্তে সেই গর্ব্বপূর্ণ যোষিদ্গণের বিষয়ে এই গান করিয়াছিল যে "আমি বাহীক হইয়া সংপ্রতি কুরুদেশবাসী হইয়াছি; আমার সেই দীর্ঘাকৃতি গৌরী সূক্ষ্মকম্বলবাসিনী রমণী শয়ন কালে নিশ্চয়ই আমারে স্মরণ করিতেছে। আমি কত দিনে রমণীয়া শতদ্রু ও ইরাবতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া স্ব দেশে গমনপূর্ব্বক স্থূল-শঙ্খান্বিতা, মনঃশিলারাগে উজ্জ্বলাপাঙ্গী, গৌরাঙ্গী, ললাট কপোল ও চিবুকদেশে কজ্জল-রঞ্জিতা, কম্বলাজিন-পরিধানা, ক্রীড়াপরায়ণা, প্রিয়দর্শনা, শোভনা অঙ্গনাগণকে অবলোকন করিব! কবে আমরা মত্ত হইয়া গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতর-সমূহে আরোহণ করিয়া মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ ও মর্দ্দল সকলের ধ্বনি-সহকারে সুখে গমন করিব! কবে আমরা শমী পীলু ও করীর বৃক্ষের সুখকর-পথ-বিশিষ্ট বন-সমুদায়ে নির্জ্জল-ঘোল-মিশ্রিত পিষ্টক ও শক্তুপিণ্ড সমস্ত ভক্ষণ করত প্রবল হইয়া, পথিমধ্যে সঞ্চরণকারী ভূরি ভূরি পথিকদিগকে পরিধেয় চেলবস্ত্র অপহরণ-পূর্ব্বক তাড়িত করিব!" চেতনা-বিশিষ্ট কোন্ মানব ঈদৃশ দুশ্চরিত্র সংস্কার-বিহীন দুরাত্মা বাহীকগণের নিকটে মুহূর্ত্তমাত্রও বাস করিতে পারে?"

অহে শল্য! তুমি যাহাদিগের পুণ্য ও পাপ উভয়েরই ষষ্ঠাংশ হরণ করিয়া থাক, সেই মিথ্যাচারী বাহীকেরা ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক এইরূপ বর্ণিত হইয়াছিল। সেই সাধু ব্রাহ্মণ অবিনীত বাহীকদিগের বিষয়ে উক্ত রূপ কহিয়া পুনরায় যে উত্তর-বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। তথায় সমৃদ্ধ শাকল নগরে একটা রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী রজনীতে দুন্দুভি বাদ্য করিয়া এইরূপ গান করে যে "কবে আমি শাকল নগরে দীর্ঘাকৃতি গৌরী নারীগণে অলঙ্কৃতা ও গোমাংস-ভোজনে পরিতৃপ্তা হইয়া গৌড়ী সুরা ও গৌড়াসব পান করিয়া পলাণ্ডু-প্রভৃতি-সংযুক্ত বহুল মেষ-মাংস ভক্ষণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার বাহীকদিগের গাথা গান করিব।" যে সকল মদ্রক ও শাকলেরা বালক বৃদ্ধ সমভিব্যা-

হায়ে মদ্যপানে মত্ত হইয়া চীৎকার করত “ যাহারা বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস না খায়, তাহাদের জন্মই বৃথা ” এইরূপ গান করে, তাহাদিগের ধর্ম্মাচরণ কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে?

অহে শল্য! ইহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। অপর এক ব্রাহ্মণ কুরু-সভায় আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমি বিষাদের সহিত তোমারে পুনর্ব্বার বলিতেছি। হিমাচলের বহিঃপ্রদেশে যেখানে সিন্ধু ও তাহার শতদ্রু, বিপাশা, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা, এই পঞ্চশাখা নদী বহন করে এবং যেখানে পীলুবৃক্ষের বন-সমস্ত আছে, সেই দেশ-সকলের নাম আরট্ট; তথায় ধর্ম্মের বিধ্বংস হইয়াছে; অতএব সেই দেশ-সমুদায়ে কেহ গমন করিবেক না। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, দেবগণ, পিতৃগণ ও বিপ্রগণ সেই উপনয়নাদি সংস্কার-বিহীন ধর্ম্ম-বিচ্যুত, যজ্ঞানুষ্ঠানে অনধিকারী, দাসী-পুত্র, জারজ বাহীকগণের কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না। সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সাধু সমাজে ঐ রূপই কহিয়াছিলেন। ঘৃণা-শূন্য বাহীকেরা কুকুরের আস্বাদিত শক্তু বা যবান্নে বিলিপ্ত কাষ্ঠময় ও মৃণ্ময়-পাত্রে ভোজন করে। তাহারা মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভের দুগ্ধ এবং তদুৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্যজাত পান ও ভোজন করিয়া থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তি জারজ সন্তানের উৎপাদনকারী সর্ব্বপ্রকার অন্ন ও ক্ষীরভোজী সেই বিবেক-পরিশূন্য আরট্ট-নামক বাহীকদিগের সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন।

অহো শল্য! তুমি ইহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। কুরুসভায় অপর এক ব্রাহ্মণ আমারে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাও তোমার নিকটে বিষাদের সহিত বর্ণন করিতেছি। “ যুগন্ধর নগরে দুগ্ধপান, অচ্যুত-স্থলে প্রবাস এবং ভূতিলয়ে স্নান করিয়া মনুষ্য কি প্রকারে স্বর্গে যাইবে? অর্থাৎ যুগন্ধরে সকল লোকেই উষ্ট্রাদির দুগ্ধপান করে, সুতরাং তথায় দুগ্ধ পান করিলে অপেয়-পান অবশ্যম্ভাবী; অচ্যুত-স্থলে রমণীমাত্রেই ব্যভিচারিণী, সুতরাং তথায় প্রবাস করিলে অগম্যা-গমন অবশ্যম্ভাবী; এবং ভূতিলয়ে চাণ্ডাল ব্রাহ্মণাদি সাধারণে এক জলাশয়ে স্নান করে, সুতরাং তথায় স্নান করিলে শৌচাভাব অবশ্যম্ভাবী; অতএব তত্তৎস্থানীয় ব্যবহার করিয়া কেহই স্বর্গলাভে সমর্থ হয় না। যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ নদী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া বহন করিতেছে, সেই দেশ-সকলের নাম আরট্ট-বাহীক; তথায় আর্য্য ব্যক্তি দুই দিন বাস করিবেন না। বিপাশা নদীর তীরে বহি ও হীক নামে দুই পিশাচ পিশাচী থাকিত; বাহীকেরা তাহাদিগেরই অপত্য; ইহা প্রজাপতির সৃষ্টি নহে। সেই নিকৃষ্ট-যোনি বাহীকেরা কি প্রকারে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম-সমস্ত জানিবে? কারস্কর, মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক, বীরক ও দুর্দ্ধর্ম্ম, এই সকল দেশ পরিত্যাগ করিবেক।” উলূখল-নির্ম্মিত-সুদীর্ঘ-মেখলা-ধারিণী এক রাক্ষসী তীর্থানুসরণে উদ্যত কোন এক ব্যক্তির গৃহে এক রাত্রি শয়ন করত তাহারে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিল। যেখানে ব্রাহ্মণাধমেরা প্রজাপতির সমকালিক অর্থাৎ তদীয় সৃষ্টির বহির্ভূত, সেই দেশ-সকলের নামই আরট্ট এবং তথাকার লোকদিগেরই নাম বাহীক। সেই সংস্কার-বিহীন দাসীপুত্রদিগের বেদ, বেদ্য, যজ্ঞ ও যজন, কিছুই নাই। দেবতারা তাহাদের অন্ন ভোজন করেন না। প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, আরট্ট, খশ, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর, ইহারা প্রায়ই বিনিন্দিত।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৪॥

কর্ণ কহিলেন, অহো শল্য! বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর; আমি পুনরায় বিষাদের সহিত তোমারে বলিতেছি। মৎকর্ত্তৃক সম্যক্-রূপে যাহা বর্ণিত হইতেছে, তুমি একাগ্র-চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমাদিগের গৃহে এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া আসি-

য়াছিলেন। তিনি তত্রত্য আচার ব্যবহার বিলোকনে প্রীত হইয়া বলিলেন, আমি একাকী বহুকাল হিমালয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গে বাস করিয়াছি এবং নানা ধর্ম্ম-সমাবৃত বহুতর দেশও দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তথাকার প্রজাদিগকে কোন প্রকারে ধর্ম্মের বিরোধী হইতে দেখি নাই। বেদপারগ পণ্ডিতেরা যাহা কহিয়াছেন, তাহারা সেই সকল ধর্ম্মেরই কীর্ত্তন করিল। হে মহারাজ! তৎপরে আমি নানা-ধর্ম্ম-সমাকুল বহুল দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে বাহীকদেশে আসিয়া শুনিলাম, তথায় বাহীক প্রথমে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নাপিত হয়, পরে নাপিত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ হইয়া সেই অবস্থাতেই আবার দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গান্ধার, মদ্র ও বাহীকদেশীয় ক্ষুদ্রচেতা ব্রাহ্মণেরা যথেষ্টাচারী হইয়া এক বংশেই যৌন-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়। আমি অখিল ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়া বাহীক-দেশে আসিয়া শুনিলাম, তথায় এইরূপ বিপরীত আচরণই ধর্ম্মসঙ্করের প্রযোজক হইয়া থাকে।

অহো শল্য! বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর; অন্য এক ব্রাহ্মণ বাহীকদিগের কুৎসা-সম্বলিত যে বাক্য বলিয়াছিলেন, আমি বিষাদের সহিত তাহাও তোমারে বলিতেছি। পুরা-কালে দস্যুগণ আরট্টদেশ হইতে কোন সতী সীমন্তিনীকে হরণ করিয়া অধর্ম্মত উপভোগ করিয়াছিল। তাহাতে সে তাহাদিগকে এইরূপ শাপ দিয়াছিল, যে "রে নরাধমগণ! আমি বালা ও নাথবতী হইলেও তোরা যে অধর্ম্ম-সহকারে আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলি, সেই হেতু তোদের কুলের কামিনীরা ব্যভিচারিণী হইবে এবং এই ঘোর পাপ হইতে তোরা কোন কালেই পরিত্রাণ পাইবি না।" সেই হেতু তাহাদিগের ভাগিনেয়গণই তাহাদের ধনের অধিকারী হয়, পুত্রেরা নহে। কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশি, অঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদি-দেশীয় মহাভাগ লোকেরা এবং বাহ্লীক ব্যতিরেকে অন্যান্য বহুতর দেশবাসী প্রায় সমুদয় সাধু পুরুষেরাই সনাতন ধর্ম্ম জানেন। মৎস্য অবধি কুরু পাঞ্চাল পর্য্যন্ত এবং নৈমিষ অবধি চেদি পর্য্যন্ত সমুদয় দেশীয় বিশিষ্ট সজ্জনেরা পুরাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই জীবন যাপন করেন, কেবল মদ্রক ও কুটিলমতি পাঞ্চনদেরা নহে।

হে রাজন্ শল্য! এইরূপ জানিয়া তুমি ধর্ম্ম কথা-সমুদায়ে জড়ের ন্যায় মৌনাবলম্বন কর। তুমি সেই মদ্রদেশীয় লোকের রক্ষাকর্ত্তা ও রাজা, সুতরাং তাহাদের পুণ্যাপাপের ষষ্ঠাংশ হরণ করিয়া থাক। অথবা তুমি যদি তাহাদের রক্ষক না হও, তবে সম্পূর্ণ পাপই হরণ কর। রক্ষা-কর্ত্তা রাজা প্রজাদিগের পুণ্যভাগী হন, তুমি কেবল তাহাদের পাপভাগী হইতেছ। পুরাকালে সর্ব্বদেশীয় সনাতন ধর্ম্ম প্রশংসিত হইলে, পিতামহ পঞ্চনদের অন্তর্গত দেশ-সমূহ-নিবাসী লোকদিগের ধর্ম্ম দেখিয়া ধিক্কার করিয়াছিলেন। সত্যযুগেও পাপ-কর্ম্মকারী সেই সংস্কার-বর্জ্জিত দাসীপুত্রদিগের ধর্ম্ম যদি ব্রহ্মার নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে কে তাহাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিত? পঞ্চনদ-বাসীদিগের ধর্ম্ম সাধারণ-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়াই পিতামহ তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং স্বধর্ম্মস্থ বর্ণ-সমস্ত প্রশংসিত হইলে তিনি ইহাদিগের প্রশংসাও করেন নাই।"

অহো শল্য! বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর; আমি পুনরায় বিষাদের সহিত তোমারে বলিতেছি। কল্মাষপাদ-সরোবরে কোন রাক্ষস নিমগ্ন হইতে হইতে বলিয়াছিল "ক্ষত্রিয়ের ভিক্ষাবৃত্তি, ব্রাহ্মণের ব্রত-রাহিত্য, পৃথিবীর বাহীক-দেশ এবং স্ত্রীদিগের মদ্রস্ত্রীগণ মল-স্বরূপ।" কোন রাজা সেই নিমগ্নপ্রায় রাক্ষসকে উদ্ধৃত করিয়া ত্রিবিধ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং সেও উত্তর দিয়াছিল। সে যাহা বলিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। "মনুষ্যদিগের

মধ্যে ম্লেচ্ছেরা, ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে ঔষ্ট্রিকেরা, ঔষ্ট্রিকদিগের মধ্যে ষণ্ডেরা এবং ষণ্ডদিগের মধ্যে রাজ-যাজকেরা অতিনিকৃষ্ট। „ তুমি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ না কর, তবে রাজ-যাজক যাজ্য ও মদ্রকদিগের যে পাপ তোমারও সেই পাপ হইবেক „ রাক্ষস-কর্ত্তৃক উপক্রত বিষবীর্য্য-বিহত জনগণের প্রতি সিদ্ধলোকদিগের বচন-প্রধান এইরূপ রাক্ষস-বিঘাতক ঔষধ কথিত হইয়াছে। পাঞ্চালেরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী; কৌরবেরা দানধর্ম্মাবলম্বী; মৎস্যদেশীয়েরা সত্যধর্ম্মাবলম্বী; শূরসেনেরা যজ্ঞধর্ম্মাবলম্বী; পূর্ব্বদেশীয়েরা দাস; দাক্ষিণাত্যেরা শূদ্র; বাহীকেরা তস্কর, এবং সৌরাষ্ট্রেরা সঙ্কর। কৃতঘ্নতা, পর-ধনাপ-হরণ, মদ্যপান, গুরুদারাভিগমন, বাক্‌পারুষ্য, গোবধ, গৃহের বাহিরে রাত্রি-চর্য্যা অর্থাৎ লাম্পট্য এবং পরবস্ত্র উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহাদিগের পক্ষে কিছুই অধর্ম্ম নাই; অতএব পঞ্চনদ প্রদেশীয় এতাদৃশ আরট্টদিগের প্রতি ধিক্ থাকুক। পাঞ্চাল অবধি কুরু নৈমিষ ও মৎস্য-পর্য্যন্ত এই সমস্ত প্রদেশবাসী লোকেরাই যথার্থ-ধর্ম্ম-জ্ঞানী। আর উদীচ্য অঙ্গ ও মগধদেশীয় প্রাচীন-জনেরা স্বয়ং ধর্ম্মতত্ত্বের অভিজ্ঞ না হইয়াও শিষ্টধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। অগ্নি-প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্ব দিক্ এবং পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মা প্রেত-পতির পালিত দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া আছেন। বলবান্ বরুণদেব সুর-সকলকে পালন করত পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিতেছেন এবং ভগবান্ সোমদেব ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তর দিক্ পালন করিতে-ছেন। হে মহারাজ! সেইরূপ পিশাচ ও নিশাচর-নিকর গিরিবর হিমালয়কে, গুহ্যকগণ গন্ধমাদন-পর্ব্বতকে এবং সনাতন জনার্দ্দন বিষ্ণু সমুদয় প্রাণি-বর্গকে প্রতিপালন করিতেছেন। মাগধেরা সঙ্কেত-দ্বারা, কোশল-দেশীয়েরা দর্শন-দ্বারা, কৌরব ও পাঞ্চালগণ অর্দ্ধোক্তি-দ্বারা এবং শাল্বেরা সমস্ত কথন-দ্বারা জানিতে পারে। হে রাজন্! শিবি-দেশীয়েরা পার্ব্বতীয়দিগের ন্যায় দুর্ব্বোধ; যবনেরা সর্ব্বজ্ঞ, বিশেষত শূর; ম্লেচ্ছেরা স্বীয় সঙ্কেত-পরতন্ত্র; ইতর-লোকেরা প্রতিবোধিত না হইলে অর্থ বোধ করিতে পারে না; বাহীকেরা তাড়-নাদি-দ্বারা বুঝিতে পারে; কিন্তু মদ্রকেরা কিছু-তেই বুঝিতে পারে না ”। অতএব হে শল্যরাজ! তুমি এতাদৃশ লোক হইয়া আমার কথার উত্তর করিবার যোগ্য নহ। মদ্রদেশ পৃথিবীস্থ সর্ব্ব-দেশের এবং তত্রত্য স্ত্রীলোক সমুদয় স্ত্রীগণের মল-স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সুরা-পান, গুরুদারাভিমর্ষ, ভ্রূণহত্যা ও পরধনাপহরণ যাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহাদিগের পক্ষে কিছুই অধর্ম্ম নাই; অতএব পঞ্চনদ-দেশীয় আরট্টদিগের প্রতি ধিক্ থাকুক। ইহা জানিয়া তুমি নীরব থাক; প্রতিকূলাচরণ করিও না; অন্যথা আমি অগ্রে তোমাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ কেশব ও ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট করিব।

শল্য কহিলেন, অহে কর্ণ! তুমি যাহাদিগের অধিপতি, সেই অঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে পীড়িত লোক-সকলের পরিত্যাগ ও পুত্র কলত্র বিক্রয় প্রচলিত আছে। রথাতিরথ সংখ্যা সময়ে ভীষ্ম তোমারে যাহা বলিয়াছিলেন, তুমি আপনার সেই সমস্ত দোষ জানিয়া বীত-রোষ হও; ক্রোধ করিও না। অহে কর্ণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং সুব্রত-পরায়ণা সাধ্বী অঙ্গনারা সকল স্থানেই আছেন। সকল দেশেই পুরুষদিগের সহিত পুরুষেরা উপহাস সহকারে পরস্পর অতিমাত্র মর্ম্মপীড়া প্রদান করত ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং সুরতাসক্ত পুরুষেরাও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। পর-নিন্দা বিষয়ে সকলেই সর্ব্বদা নিপুণ হয়; আপনার নিন্দনীয় বিষয় জানে না এবং জানিয়াও বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। স্ব স্ব ধর্ম্ম পালনে অনুরক্ত ভূপতিগণ সর্ব্বত্রই আছেন এবং দুষ্টলোকদিগকে নিগৃহীত করিতেছেন। ধার্ম্মিক পুরুষেরাও সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

অহে কর্ণ! কোন দেশে কেহ কেহ পাপাচরণ করে বলিয়া তথাকার সকলেই পাপী, এমন নহে। আপন আপন চরিত্র-দ্বারা দেবতাদিগকেও অতিক্রম করেন, এমন বিস্তর লোক সর্ব্ব দেশে বিদ্যমান আছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ ও শল্যকে নিবারিত করিলেন;—কর্ণকে মিত্রভাবে এবং শল্যকে স্বজনোচিত বিনয়-বচনে ক্ষান্ত করিলেন। হে আর্য্য! কর্ণ দুর্য্যোধন-কর্তৃক নিবারিত হইবার পর শল্যকে আর কোন উত্তর করিলেন না; শল্যও বিপক্ষ-পক্ষের অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। তখন কর্ণ হাস্য-পূর্ব্বক শল্যকে পুনর্ব্বার রথ-চালনে আদেশ করিলেন।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সমরশৌণ্ড, শত্রুতাপন, মহাতেজা কর্ণ পাণ্ডবদিগের বিরচিত ধৃষ্টদ্যুম্ন-পরিরক্ষিত শক্র-সৈন্য-সহন-সমর্থ নিরুপম ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া রথ-নির্ঘোষ সিংহনাদ-রব ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি-দ্বারা মেদিনীমণ্ডলকে যেন কম্পান্বিত করত যাত্রা করিলেন এবং ক্রোধে যেন কম্পমান হইয়া যথা-বিধানে প্রতি-ব্যূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক, দেবরাজ যেমন আসুরী-সেনা বিধ্বংস করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবী-সেনাকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আহত ও পরাঙ্মুখ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন-কর্তৃক পরিরক্ষিত ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি পাণ্ডব-সৈনিকেরা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর; দেবতারাও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারেন না; কর্ণ কি প্রকারে তাহাদের প্রতিপক্ষে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? কাহারা আমার সৈন্যের পক্ষ ও প্রপক্ষ হইয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা তাহারা ন্যায়ানুসারে সমর-স্থলে সৈন্য বিভাগ-পূর্ব্বক সমবস্থিত হইয়াছিল? হে সঞ্জয়! কি রূপেই বা পাণ্ডুপুত্রেরা মদীয় সেনাগণের প্রতিকূলে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং কি প্রকারে এই সুদারুণ মহাযুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইল? কর্ণ যখন যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন, তৎকালে অর্জ্জুন কোথায় ছিলেন? ধনঞ্জয়ের সন্নিধানে কোন্ ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়? যে অর্জ্জুন পূর্ব্বে খাণ্ডব-দাহ-কালে একাকী সমুদয় প্রাণিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, একমাত্র কর্ণ ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া তাঁহার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে পারে?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যে প্রকারে ব্যূহের রচনা হইয়াছিল, অর্জ্জুন যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং উভয় পক্ষীয় সৈনিকেরা নিজ নিজ নৃপতিকে পরিরক্ষিত করিয়া যে প্রকারে সংগ্রাম করিয়াছিল, তৎসমুদয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। শরদ্বৎপুত্র কৃপাচার্য্য, সাত্বত কৃতবর্ম্মা এবং মহাবল মাগধ সকল দক্ষিণ-পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন। মহাবল শকুনি ও উলূক তাঁহাদিগের প্রপক্ষ হইয়া বিমল-প্রাসান্বিত সাদি-সমূহ, ভয়শূন্য গান্ধারগণ এবং শলভ-সঙ্ঘের ন্যায় বহুসংখ্য, পিশাচ-তুল্য দুর্দ্দর্শনীয় দুর্জ্জয় পার্ব্বতীয়দিগের সহিত ভবদীয় বাহিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সমর-শৌণ্ড সংশপ্তকদিগের রণে অপরাঙ্মুখ চতুস্ত্রিংশৎ সহস্র রথী কৃষ্ণার্জ্জুন-বধাভিলাষে আপনকার পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া বাম-পার্শ্ব রক্ষা করিয়াছিল। কাম্বোজ, শক ও যবন সৈনিকেরা সূতপুত্রের আদেশক্রমে রথ অশ্ব ও পদাতিগণের সহিত তাহাদের প্রপক্ষ হইয়া মহাবল অর্জ্জুন ও কেশবকে আহ্বান করত অবস্থিত ছিল। বিচিত্র বর্ম্ম অঙ্গদ ও মাল্যবিভূষিত কর্ণ উত্তম রূপে সুসজ্জ হইয়া সেনা-মুখ রক্ষা করত তন্মধ্যে ব্যবস্থিত হইয়াছিলেন। সকল শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ সেই বীরবর সম্যক্ সংরক্ত-সমন্বিত

সংখ্য বহুবিধ মৃগগণের যূথকে সমাকুলিত করে, সেইরূপ কিরীটী সমগ্র সৈন্যকে নিরতিশয় ব্যাকুলিত করিয়া তুলিয়াছেন। ঐ বীরবর পাণ্ডবেরা প্রধাবিত হইয়া অশ্ব গজ রথ ও পদাতি-সমূহ সংহারে প্রবৃত্ত ত্বদীয় ভূপালকুলকে নিহত করিতেছেন। ঐ দেখ, বারিদ-রাজি-সমাচ্ছন্ন দিনকরের ন্যায়, ধনঞ্জয় আর দৃষ্ট হইতেছেন না; পরন্তু তাঁহার ধ্বজাগ্র বিলোকিত হইতেছে এবং জ্যাশব্দও শুনা যাইতেছে। অহে কর্ণ! তুমি যাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, সমরে শত্রুকুল-সংহারে প্রবৃত্ত সেই শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণ সারথি মহাবীর অর্জ্জুনকে অদ্য নিশ্চয়ই নয়ন-গোচর করিবে।—অদ্য সেই পুরুষপুঙ্গব লোহিতনেত্র পরন্তপ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে এক রথে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইবে। হে রাধেয়! কৃষ্ণ যাঁহার সারথি এবং গাণ্ডীব যাঁহার কার্ম্মুক, তাঁহাকে যদি বিনষ্ট করিতে পার, তবে তুমিই আমাদিগের রাজা হইবে। ঐ দেখ, বলশালী ধনঞ্জয় সংশপ্তক-সৈন্যগণের আহ্বানে তাহাদিগেরই অভিমুখে প্রধাবিত হইয়া সমরে ঐ বিপক্ষগণের নিরতিশয় পীড়ন করিতেছেন।

মদ্ররাজ এইরূপ কহিতে থাকিলে কর্ণ অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে বলিলেন, অহে শল্য! ঐ দেখ, ক্রোধপরীত সংশপ্তক-সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্ব দিক্ হইতে সমাক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুন জলদজালে সমাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় আর দৃষ্ট হইতেছে না। ফলত, ধনঞ্জয় যেরূপ যোধসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উহাতেই উহার বিনাশ হইবে।

শল্য কহিলেন, অহে কর্ণ! কোন্ ব্যক্তি বারিরাশি-দ্বারা বরুণকে এবং কাষ্ঠরাশি-দ্বারা অগ্নিকে নষ্ট করিতে পারে? কোন্ মানব সদাগতি বায়ুকে নিগৃহীত করিতে অথবা মহার্ণবকে পান করিতে সমর্থ হয়? যুদ্ধে অর্জ্জুনকে নিগৃহীত করাও আমি এইরূপ অসম্ভব জ্ঞান করি; কেন না, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র-সহ-কৃত সমুদয় সুরাসুরগণও সমরে অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে পারেন না। অথবা বাক্যাড়ম্বরে তোমার যদি পরিতোষ জন্মে, তবে কথাতে বলিয়াই সুস্থচিত্ত হও; যুদ্ধ-দ্বারা কদাচ তাঁহারে পরাস্ত করিতে পারিবে না; এ দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিলাষ কর। যে ব্যক্তি অর্জ্জুনকে সমরে পরাজিত করিতে পারে, সে বাহুযুগল-দ্বারা বসুন্ধরাকে উত্থাপিত করিতে পারে, ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ করিতে পারে এবং স্বর্গলোক হইতে দেবগণকে পাতিত করিতেও সমর্থ হয়।—আবার ঐ দেখ, অনায়াসকারী বীরবর মহাবাহু কুন্তীতনয় ভীমসেন দ্বিতীয় সুমেরু ভূধরের সমান দণ্ডায়মান থাকিয়া দীপ্তি পাইতেছেন। এই অসহনশীল, নিত্যক্রোধী, বীর্য্যবান্ বৃকোদর চির বৈর স্মরণ করত জয়লাভে অভিলাষী হইয়া সমরে অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ দেখ, শত্রুগণ-কর্ত্তৃক দুর্জ্জেয়, পরপুর-বিজয়ী, সকলধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ঐ পুরুষব্যাঘ্র, অশ্বিনীকুমার-তুল্য, দুর্জ্জয়, সোদর-দ্বয় নকুল সহদেবও সংগ্রামে অবস্থান করিতেছেন। ঐ দ্রৌপদীতনয় পঞ্চ সহোদরেরা যুদ্ধাভিলাষে পঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইতেছেন। সংগ্রামে উহাঁরা সকলেই অর্জ্জুনের তুল্য। ঐ পরমতেজস্বী সমুন্নত সত্যজিতা বীর্য্যসম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি দ্রুপদপুত্রেরাও সংগ্রামার্থে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ ইন্দ্রতুল্য অসহনীয় সাত্বতবংশ-বরিষ্ঠ সাত্যকি সমর-সমুৎসুক হইয়া ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্তের ন্যায় আমাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইতেছেন।

সেই পুরুষসিংহেরা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে থাকিলে, উভয় পক্ষীয় সেনারা গঙ্গাযমুনার ন্যায় পরস্পর সংমিলিতা হইল।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে ষটচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সৈন্যগণ সেইরূপে সংস্থাপিত এবং পরস্পর সমবেত হইলে, অর্জ্জুন সংশপ্তক-সৈন্যগণের প্রতি এবং কর্ণ পাণ্ডব সকলের প্রতি কি প্রকারে আক্রমণ করিলেন? এই যুদ্ধ বৃত্তান্ত তুমি বিস্তারিতক্রমে আমার নিকটে বর্ণন কর; যেহেতু তোমারও আখ্যান-বিষয়ে নৈপুণ্য আছে এবং আমিও বীরগণের বিক্রম বিবরণ শ্রবণ করত পরিতৃপ্ত হইতেছি না।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন উক্ত-রূপে অবস্থিতা মহতী শত্রুসেনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া আপনকার পুত্রের অনিষ্ট-সাধনোদ্দেশে ব্যূহ রচনা করিলেন। সেই অশ্ববার গজারোহ রথী ও পদাতি-সমূহে সমাকীর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ মহদ্বল ব্যূহ-বদ্ধ হইয়া সুশোভিত হইল। পারাবত-বর্ণ-তুল্য অশ্ববিশিষ্ট এবং চন্দ্র-সূর্য্য-সমদ্যুতিমান্ ধনুর্দ্ধারী ধৃষ্টদ্যুম্ন মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তারাগণ যেমন চন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রদীপ্ত-দেহ, শার্দ্দূল-সমবিক্রান্ত, বিচিত্র বর্ম্ম ও আয়ুধধারী অন্যান্য দ্রুপদতনয়েরা অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে সমরাভিলাষী হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুস্পার্শ্বে অবস্থিত রহিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন সমরে ব্যূহবিন্যস্ত সৈন্যগণ-মধ্যে সংশপ্তকদিগকে দেখিয়া ক্রোধভরে গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে করিতে তাঁহাদিগের প্রতি আক্রমণ করিলেন। এদিকে বিজয় বিষয়ে কৃতনিশ্চয় সংশপ্তক-সৈন্যেরাও একমাত্র মৃত্যুকে নিবৃত্তি-হেতু স্থির করিয়া অর্জ্জুনের বধাভিলাষে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। বহুতর নর তুরঙ্গ মত্ত মাতঙ্গ রথ ও পদাতি সমুদায়ে সমাকুল সেই শূরবীর-সমূহ অচিরাৎ অর্জ্জুনকে পীড়িত করিতে লাগিল। নিবাতকবচদিগের সহিত অর্জ্জুনেরই যাদৃশ যুদ্ধ আমাদের শ্রুত হইয়াছে, তাঁহার সহিত সংশপ্তকদিগের তাদৃশ তুমুল যুদ্ধ হইল। অর্জ্জুন রিপক্ষদিগের সমর-গত তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ, পদাতি, ধ্বজ, শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু ও বহুবিধ অস্ত্র এবং প্রহারোদ্যত সশস্ত্র বাহু-সমুদয় ও সহস্র সহস্র মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে সংশপ্তকেরা মহারথ ধনঞ্জয়কে সেই পাতালতল-সদৃশ সৈন্যরূপ সুমহান্ আবর্ত্ত-মধ্যে নিমগ্ন মনে করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। পরন্তু ক্রোধান্বিত রুদ্র যেমন পশুকুল সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে পূর্ব্বদিগ্‌ভাগস্থ শত্রুগণকে নিহত করিয়া পরে উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বিপক্ষবর্গ বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর ভবদীয় সৈনিকদিগের সহিত পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণের পরম দারুণ সংগ্রাম হইল। প্রহৃষ্ট সৈন্যগণে পরিবৃত, রথ-সৈন্যপ্রহারী, যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও সুবলপুত্র শকুনি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কোশল কাশী করূষ কেকয় মৎস্য ও শূরসেন দেশস্থ শূরবর সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের দেহ, প্রাণ ও পাপের বিধ্বংসকারী সেই ধর্ম্ম-সাধন, স্বর্গ-জনক ও যশস্কর যুদ্ধ তাহাদিগের সংহার-সাধন হইয়া উঠিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কুরুবীর দুর্য্যোধন, ভ্রাতৃগণের সহিত মদ্রদেশীয় মহারথ ও কুরুবংশীয় প্রধান প্রধান বীরগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, সমরে চেদি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কর্ণও শাণিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় বহুল সৈন্যগণকে বিনিহত এবং মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন এবং সহস্র সহস্র শত্রুদিগকে বিবর্ম্ম, নিরস্ত্র, মুক্তদেহ, গত-প্রাণ, যশোযুক্ত ও স্বর্গপ্রাপ্ত করিয়া স্বপক্ষীয়দিগের মহাহর্ষ আহরণ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কুরু ও সৃঞ্জয়দিগের দেবাসুর-সম, বহুতর-নরাশ্ব-রথ-নিকর-সংহারক, সুমহান্ সংগ্রাম হইয়াছিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৭॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণ পাণ্ডবদিগের সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক জন-ক্ষয় করত যেরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরকে শর-পীড়িত করিয়াছিলেন, তাহা আমারে বল। রণস্থলে পাণ্ডব-পক্ষের কোন্ কোন্ বীরপুরুষ অধিরথ-তনয় কর্ণকে নিবারিত করিয়াছিল এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিকেই বা প্রমথিত করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রপীড়িত করিয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, বৈরিবিঘাতক কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডব-সৈনিকগণকে যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত দেখিয়া পাঞ্চালদিগের প্রতি সত্বর ধাবমান হইলেন। জয়যুক্ত পাঞ্চালেরা সেই মহাত্মাকে অভিমুখে প্রধাবিত দেখিয়া, মহাসমুদ্রাভিমুখে প্রধাবী হংসগণের ন্যায়, তাঁহার প্রতি অতিদ্রুতবেগে গমন করিল। অনন্তর উভয় পক্ষ হইতে সুদারুণ ভেরী-শব্দ ও সহস্র সহস্র শঙ্খের হৃদয়ঙ্গম ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। তৎকালে নানাবিধ বাদিত্র-নিনাদ, মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি, তুরঙ্গ-সকলের হ্রেষা-রব, রথচক্র-সমুদায়ের ঘর্ঘর নির্ঘোষ এবং বীরবর্গের সুদারুণ সিংহনাদও হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে সমুদয় প্রাণিগণ এইরূপ মনে করিল যে, তরু-ভূধর-সাগর-সম্বলিত অখিল-ভূমণ্ডল বাত-বারিদ-সমন্বিত গগণতল এবং সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-সহ স্বর্গভূমি নিশ্চয়ই বিঘূর্ণিতা হইল। রণভূমিস্থ বীর-পুরুষেরাও ভয়-জনিত ব্যথানুভব করিল। যাহারা অল্পপ্রাণ, তাহারা প্রায়ই মরিয়া গেল। অনন্তর কর্ণ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শীঘ্র অস্ত্র প্রেরণ করত, দেবরাজ যেমন আসুরীসেনা বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবীসেনা সংহার করিতে লাগিলেন। সেই বীরশ্রেষ্ঠ মহারথী, পাণ্ডব-বল-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক শর-রাজি বর্ষণ করিতে করিতে প্রভদ্রকদিগের সপ্তসপ্ততি বীরপুরুষকে নিহত করিলেন, পরে পঞ্চবিংশতি-সঙ্খ্য সুপুঙ্খ শাণিত শায়ক-দ্বারা পঞ্চবিংশতি পাঞ্চাল-সৈন্যকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং পর-শরীর-বিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ-নিচয়দ্বারা শত শত সহস্র সহস্র চেদি-সৈন্যের জীবন হরিয়া লইলেন। হে মহারাজ! তিনি সমরে সেইরূপ অলৌকিক কর্ম্ম করিতে থাকিলে, পাঞ্চালদিগের রথ-সমূহ আসিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। হে ভারত! অনন্তর সূর্য্যতনয় দানশীল কর্ণ দুঃসহ পঞ্চ শর সন্ধান করিয়া ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেন-নামক পঞ্চ পাঞ্চালকে সংগ্রামে নিহত করিলেন। এইরূপে কর্ণ-শায়কে শূরবর পাঞ্চালগণ বধ্যমান হইতে থাকিলে, সেই মহাসমরে পাঞ্চালগণের মধ্যে সুমহান্ হাহাকার রব উঠিল। হে মহারাজ! পুনরায় পাঞ্চালদিগের দশ রথ আসিয়া কর্ণকে বেষ্টন করিল; কর্ণও পুনর্ব্বার সুশাণিত শায়ক-দ্বারা তাহাদিগকে শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

হে আর্য্য! কর্ণের সুষেণ ও সত্যসেন-নামক দুর্জ্জয় পুত্র-দ্বয় তাঁহার চক্ররক্ষক থাকিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যিনি কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারথ বৃষসেন স্বয়ং পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া পিতাকে রক্ষা করিতেছিলেন। এই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীকুমারগণ, জনমেয় শিখণ্ডী এবং প্রভদ্রক চেদি কেকয় পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশীয় প্রধান প্রধান বীরগণ কবচ ধারণপূর্ব্বক প্রহারকারী রাধাতনয়ের বধেচ্ছু হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! বর্ষাকালে মেঘ-সকল যেমন পর্ব্বতের উপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ ইহাঁরা সৈন্য-বিমর্দ্দনে প্রবৃত্ত কর্ণের প্রতি বিবিধ অস্ত্র ও শরধারা সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সমর-বিশারদ কর্ণপুত্রগণ পিতার রক্ষণে সমুৎসুক হইয়া ঐ বীর-সকলকে নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভবদীয় অন্যান্য বীরগণও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সুষেণ ভল্ল-দ্বারা ভীমসেনের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সপ্ত নারাচ-দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে

লাগিলেন। অনন্তর ভীম-বিক্রম বৃকোদর অপর এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া সুষেণের ধনুশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরে ক্রোধবশ হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে দশ শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে ও ত্রিসপ্ততি শাণিত শায়ক-দ্বারা কর্ণকে শীঘ্র বিদ্ধ করিলেন এবং দশ বাণ-দ্বারা কর্ণপুত্র ভানুসেনকে অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও আয়ুধের সহিত দর্শনকারী সুহৃদ্গণের মধ্যে নিপাতিত করিলেন। ভানুসেনের সুধাংশু-সদৃশ বদনান্বিত সেই ক্ষুরপ্র-ছিন্ন মস্তকটি মৃণাল-স্খলিত পঙ্কজের ন্যায় অতিশয় শুভদর্শন হইল।

ভীমসেন কর্ণ-সুতকে নিহত করিয়া ত্বদীয় সৈন্যগণকে পুনরায় পীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকেও অর্দ্দিত করিলেন, দুঃশাসনকে শরত্রয়ে ও শকুনিকে লৌহময় ষট্ শায়কে বিদ্ধ করিয়া উলূক ও পতত্রিকে বিরথ করিয়া ফেলিলেন এবং "হা সুষেণ হত হইলে" এই বলিয়া সুষেণের সংহারার্থে শর সন্ধান করিলেন; পরন্তু কর্ণ তাঁহার সেই শর ছেদন করিয়া তাঁহাকে শায়ক-ত্রয়ে তাড়িত করিলেন। অনন্তর বৃকোদর শোভন-পর্ব্বযুক্ত অপর এক সুশাণিত শায়ক লইয়া সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কর্ণ তাঁহার সেই বাণও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎ পরে তিনি পুত্র-রক্ষার্থী হইয়া নিষ্ঠুরকর্ম্মা ভীমসেনের বধেচ্ছায় তাঁহাকে পুনর্ব্বার ক্রূরতর ত্রিসপ্ততি শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। এদিকে সুষেণ ভারসাধন উত্তম শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক নকুলের বাহু-দ্বয় ও বক্ষঃস্থলে পঞ্চ শর নিক্ষেপ করিলেন। নকুলও ভারসহ সুদৃঢ় বিংশতি শর-দ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া কর্ণের ভয়োৎপাদন করত ঘোরতর আস্ফালন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহারথ সুষেণ নকুলকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নকুল ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অন্য এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সমরে নব শরে সুষেণকে নিবারিত করিলেন। হে রাজন্! সেই পরবীরহন্তা পাণ্ডু-তনয় বাণে বাণে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করত সুষেণের সারথিকে আহত করিয়া তাঁহাকেও শরত্রয়ে পুনরায় বিদ্ধ করিলেন এবং তিন ভল্ল-দ্বারা তাঁহার সুদৃঢ় শরাসনখানি তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সুষেণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অন্য এক চাপ গ্রহণ-পূর্ব্বক ষষ্টি শায়কে নকুলকে এবং সপ্ত শরে সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন। পরস্পর বধোদ্দেশে শীঘ্রহস্তে শায়ক-সমূহ-দ্বারা আঘাতকারী সেই বীরগণের ঐ সুমহৎ যুদ্ধ দেবাসুর সমর-সদৃশ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল।

সাত্যকি শরত্রয়-দ্বারা বৃষসেনের সারথিকে নিহত করিয়া এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সপ্ত শায়কে অশ্বগণকে হত করিলেন এবং এক শরে রথ-ধ্বজ ছিন্ন করিয়া শর-ত্রয়ে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর বৃষসেন রথোপরি অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে পুনর্ব্বার উত্থিত হইলেন। শিনি-নন্দন সাত্যকি সমরে তাঁহার অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথি বিনষ্ট করাতে তিনি তাঁহার বধেচ্ছু হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎ প্রতি ধাবিত হইলেন। বৃষসেন দ্রুতপদ-সঞ্চারে আগমন করিতেছেন, ইত্যবসরে সাত্যকি বরাহকর্ণ নামক দশ শর-দ্বারা তাঁহার অসি চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃশাসন বৃষসেনকে বিরথ ও নিরায়ুধ দেখিয়া অবিলম্বে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া রথান্তরে লইয়া গেলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর মহারথ দুর্দ্ধর্ষ কর্ণ-কুমার বৃষসেন অপর এক রথে অবস্থিত হইয়া দ্রৌপদী-তনয়গণকে ত্রিসপ্ততি শায়কে, সাত্যকিকে পঞ্চ বাণে, ভীমসেনকে চতুঃষষ্টি শরে, সহদেবকে পঞ্চ বিশিখে, নকুলকে ত্রিংশৎ পৃষৎকে, শতানীককে সপ্ত শিলীমুখে, শিখণ্ডীকে দশ ভল্লে এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শত নারাচে প্রপীড়িত

করিলেন। কেবল ইহাঁদিগকে নহে, তিনি এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জয়াভিলাষী প্রধান প্রধান বীরগণকেও বিমর্দ্দিত করিয়া পরিশেষে সমরে কর্ণের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সাত্যকি লৌহময় অভিনব নব শায়কে দুঃশাসনের রথ অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করিয়া বাণ-ত্রয়ে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। দুঃশাসন, পুনরায় যথা বিধানে সুসজ্জিত অন্য এক রথে অধিষ্ঠিত হইয়া কর্ণের সৈন্যগণকে আপ্যায়িত করত পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ শায়কে, দ্রৌপদী-তনয়গণ ত্রিসপ্ততি শরে, সাত্যকি সপ্ত বাণে, ভীম-সেন চতুঃষষ্টি বিশিখে, সহদেব সপ্ত শিলীমুখে, নকুল ত্রিংশৎ পৃষৎকে, শতানীক সপ্ত আশুগে, বীরবর শিখণ্ডী দশ ভল্লে এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত নারাচে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কেবল ইহাঁরা নহেন, জয়াকাঙ্ক্ষী অন্যান্য প্রধান প্রধান বীরেরাও মহাসমরে মহাধনুর্দ্ধর সূতনন্দনকে প্রপীড়িত করি-লেন। বীর্য্যসম্পন্ন অরিন্দম সূত-তনয় রথ-দ্বারা বিচরণ করত তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বিচিত্র-শিখা-ন্বিত দশ দশ শর-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে আমরা এই মহাত্মা কর্ণের অদ্ভুত অস্ত্র-বীর্য্য ও শীঘ্র-হস্ততা অবলোকন করিলাম। তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া কখন বাণ সকল গ্রহণ করিলেন, কখন সন্ধান করিলেন, কখন বা নিক্ষেপ করিলেন, কেহই তাহা দেখিতে পাইল না; কেবল বিপক্ষ-কুল নির্ম্মূল হইতেছে, এই মাত্র সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। নভোমণ্ডল, আকাশ-মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল কেবল সুশাণিত শর-সমূহে পরিপূর্ণ হইল; তৎপ্রদেশের গগণতল যেন অরুণ-বর্ণ জলদজালে আবৃত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল; কেন না যাঁহারা প্রতাপবান্ কর্ণকে বিদ্ধ করিয়াছি-লেন, কর্ণ শরাসন-হস্তে যেন নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে ত্রিগুণ শরে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে অশ্ব, রথ, সারথি ও ছত্রের সহিত দশ দশ শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা তাঁহারে অবকাশ দিলেন। শত্রুতাপন রাধা-তনয় সেই মহাধনুর্দ্ধরগণকে শরবৃষ্টি-সহকারে বিমর্দ্দিত করিয়া অবাধে রাজ-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সমরে অপরাঙ্মুখ চেদিগণের ত্রিংশৎ রথ বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নিশিত শর-সমূহ নিক্ষিপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, সেই পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও শিখণ্ডী রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর্ণ হইতে রক্ষা করত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেইরূপ ত্বদীয় মহা-ধনুর্দ্ধর শূর পুরুষেরাও সকলে যত্নপরায়ণ হইয়া সমর-দুর্নিবার্য্য কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে পরিরক্ষণ করি-তে লাগিলেন। হে বিশাম্পতে! তৎকালে নানা-বিধ বাদ্যধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল এবং গর্জ্জনকারী শূর-গণের ঘোরতর সিংহনাদ হইতে লাগিল। অন-ন্তর ভয়-শূন্য কুরু-পাণ্ডব-সৈনিকেরা—যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পার্থগণ এবং কর্ণ-প্রমুখ অস্মৎ পক্ষীয়গণ পুনরায় সংগ্রামার্থে সমাগত হইলেন।

সঙ্কুল-যুদ্ধে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণ সেই সৈন্য সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সহস্র সহস্র রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বিপক্ষগণ সহস্র সহস্র-সংখ্য নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিতে থাকিলেও তিনি শত শত প্রচণ্ড বাণ-নিকরে তৎসমুদায় ছিন্ন করিয়া অকুতো-ভয়ে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সূত-তনয় উহাদিগের বাহু, ঊরু ও মস্তক সমস্ত ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, উহারা নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইতে থাকিল; অপরে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দ্রাবিড়, অন্ধ্র ও নিষাদ পত্তিগণ সাত্যকি-

কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সমরে কর্ণকে নিহত করিবার ইচ্ছায় পুনরায় তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তাহারা কর্ণের শায়ক-সমূহ-দ্বারা প্রহৃত, বাহুহীন ও উষ্ণীষ-শূন্য হইয়া ছিন্ন শালবনের ন্যায় ধরাতলে যুগপৎ পতিত হইল। এইরূপে শত শত, সহস্র সহস্র, অযুত অযুত যোধগণ সংগ্রামে নিহত হইয়া যশোরাশি-দ্বারা ভূলোক ও স্বর্গলোক পরিপূর্ণ করিয়া দেহ-সমূহ-দ্বারা ধরা-শয্যা অবলম্বন করিল।

অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণ, মন্ত্র ও ঔষধ-সমস্ত-দ্বারা ব্যাধিকে যেমন রুদ্ধ করে, সেইরূপ সমরে ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্ত-তুল্য সূর্য্যতনয় কর্ণকে চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ করিল। পরন্তু অতি উৎকট ব্যাধি যেমন মন্ত্রৌষধিক্রিয়া অতিক্রম করিয়া স্ফীত হয়, তদ্রূপ কর্ণ প্রবল হইয়া সেই সৈন্য সকলকে বিমর্দ্দিত করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু মৃত্যু যেমন ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি সকলকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ রাজ-রক্ষণাকাঙ্ক্ষী পাণ্ড পাঞ্চাল ও কেকয়-সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না। অনন্তর যুধিষ্ঠির লোহিত-নেত্র হইয়া অদূরবর্ত্তী নিবারিত পরবীর-সংহারক কর্ণকে সসম্ভ্রমে কহিলেন, অহে ব্যর্থদর্শন সূতনন্দন কর্ণ! আমি যে কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি বলশালী অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা কর এবং দুর্য্যোধনের মতস্থ হইয়া নিয়তই আমাদিগকে বাধা দিয়া থাক। তোমার যেরূপ বীর্য্য, যেরূপ বল এবং পাণ্ডবদিগের প্রতি যে প্রকার বিদ্বেষ আছে, অদ্য মহৎ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া তৎসমুদায় শীঘ্র প্রদর্শন কর। অদ্য মহা-সমরে আমি তোমার যুদ্ধ-শ্রদ্ধা অপনীত করিব।

হে মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির কর্ণকে এইরূপ কহিয়া তখন সুবর্ণ-পুঙ্খ লৌহময় দশ শর-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন সূতপুত্রও অবলীলাক্রমে দশ-সংখ্য বৎসদন্ত শায়ক-দ্বারা তাঁহারে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে ভরতকুল-পালক আর্য্য! মহাবাহু ধর্ম্মরাজ, সূতপুত্র-কর্ত্তৃক অবজ্ঞা-সহকারে নির্ব্বিদ্ধ হইয়া, ঘৃতসংযোগে হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; অনন্তর সুবর্ণ-পরিষ্কৃত সুমহৎ শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক তাহাতে গিরি-সকলেরও বিদারণকারী একটি সুশাণিত শর যোজনা করিলেন; পরে সূতপুত্রের সংহার-বাসনায় ত্বরান্বিত হইয়া সেই যমদণ্ড-সদৃশ শায়কটি আকর্ণ-পূর্ণ-সন্ধানে নিক্ষিপ্ত করিলেন। বেগশালী ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক বিমুক্ত সেই বজ্রাশনি-নিস্বন-সদৃশ ঘোরতর নিনাদবান্ বাণ মহারথ কর্ণকে সহসা বামপার্শ্বে বিদ্ধ করিল। মহাবাহু কর্ণ সেই দারুণ প্রহারে পীড়িত হইয়া ধনুঃ শর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রথোপরি স্খলিত-দেহ ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কর্ণকে তদবস্থ দেখিয়া দুর্য্যোধনের সেই সুমহৎ সৈন্য সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। অনেকের মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল। হে মহারাজ! ও দিকে রাজার পরাক্রম বিলোকনে পাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোরতর সিংহনাদ, আস্ফালন-ধ্বনি ও কোলাহল-শব্দও হইতে থাকিল। পরন্তু ক্রূরপরাক্রম অমেয়াত্মা রাধা-তনয় কর্ণ অনতি-বিলম্বেই চৈতন্য লাভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বিনাশার্থে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি হেমমণ্ডিত বিজয়-নামক বিশাল শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবকে নিশিত শায়ক-সমূহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন; অনন্তর সেই মহাত্মার চক্ররক্ষক দণ্ডধার ও চন্দ্রদেব-নামক পাঞ্চাল-দেশীয় দুই বীরকে সমরে ক্ষুরাস্ত্র প্রহারে নিহত করিলেন। সেই বীর-দ্বয় ধর্ম্মরাজের পার্শ্ব-দেশে রথ-সন্নিধানে চন্দ্রের সন্নিহিত পুনর্ব্বসু-দ্বয়ের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির পুনরায় কর্ণকে ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিয়া, সুষেণ ও সত্যসেনকে তিন তিন শরে তাড়িত করি-

লেন; পরে শল্যকে নবতি বাণে, সূত-তনয়কে পুনর্ব্বার ত্রিসপ্ততি বাণে এবং তাঁহার রক্ষক-সকলকেও তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে অধিরথ-তনয় হাস্য করিয়া স্বীয় কার্ম্মুক কম্পিত করত নরপতিকে এক ভল্ল-দ্বারা আহত ও ষষ্টি শায়কে বিদ্ধ করিয়া তখন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডব-পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ অমর্ষান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষণার্থে ধাবমান হইলেন এবং কর্ণকে শর-সমূহ-দ্বারা প্রপীড়িত করিতে থাকিলেন। সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদী-পুত্রগণ, প্রভদ্রকগণ, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, শিশুপাল-নন্দন এবং করূষ মৎস্য কেকয় কাশি ও কোশল-দেশীয় সৈনিকগণ, এই সমস্ত বীরবর্গ সত্বর হইয়া বসুষেণকে তাড়িত করিতে থাকিলেন। পাঞ্চালদেশীয় জনমেজয়ও কর্ণকে শায়ক-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। উক্ত বীরগণ কর্ণের বিনাশ-বাসনায় তাঁহারে রথ, হস্তী, অশ্ব ও সাদিগণ-দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া বরাহকর্ণ, নারাচ ও নালীক-প্রভৃতি শাণিত শর-সমুদায় এবং বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র, চটকামুখ ও নানা প্রকার প্রচণ্ড প্রহরণ সমস্ত লইয়া সর্ব্ব দিক্ হইতে আক্রমণ করিলেন। কর্ণ পাণ্ডব-পক্ষীয় প্রধান বীরগণ-কর্তৃক সর্ব্ব দিক্ হইতে অভিদ্রুত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রেরণ করত শর-সমূহ-দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। অনন্তর শর-রূপা মহতী শিখা-সমন্বিত, বীর্য্যরূপ উত্তাপবিশিষ্ট, কর্ণরূপ প্রচণ্ড হুতাশন পাণ্ডব-বন দহন করত রণভূমির সর্ব্ব দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর মহামনা কর্ণ সমরে মহাস্ত্র-সমস্ত সন্ধান-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে শর-সংঘাত-দ্বারা পুরুষরাজ যুধিষ্ঠিরের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন; অনন্তর সুশাণিত নতপর্ব্ব নবতি শর সন্ধান করিয়া তদ্দ্বারা নিমেষ-মধ্যে তাঁহার কবচ ভেদ করিলেন। সেই হেম-নির্ম্মিত রত্ন-বিচিত্রিত মনোহর বর্ম্ম পতিত হইবার সময়ে সৌদামিনী-সম্বলিত সূর্য্যসংশ্লিষ্ট পবন-প্রেরিত মেঘের সমান দীপ্তি পাইতে লাগিল। রজনীকালে জলধর-শূন্য নক্ষত্রপুঞ্জ-বিরাজিত নভোমণ্ডল যাদৃশী শোভা ধারণ করে, পুরুষেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের শরীর হইতে বিচ্যুত সেই বিচিত্র বর্ম্ম উৎকৃষ্ট রত্ন-সমূহে সমলঙ্কৃত থাকায় তাদৃশী শোভা ধারণ করিল। কর্ণ-শরে ছিন্নবর্ম্মা ও রক্তাক্ত হওয়ায় যুধিষ্ঠির ক্রোধাসক্ত হইয়া কর্ণের প্রতি সর্ব্ব-লৌহময়ী এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। শক্তিটি আকাশে উঠিয়া যেন জ্বলিতে লাগিল। কর্ণ সপ্ত শরে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাধনুর্দ্ধরের শায়ক-নিচয়ে ছিন্না হইয়া শক্তি ভূমিতলে পতিতা হইল। অনন্তর যুধিষ্ঠির তোমর-চতুষ্টয়-দ্বারা কর্ণকে বাহুদ্বয়, ললাট ও হৃদয়ে তাড়িত করিয়া বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তোমর প্রহারে কর্ণের গাত্র হইতে রক্তোদ্ভেদ হওয়াতে তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া সর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এক ভল্ল-দ্বারা যুধিষ্ঠিরের রথ-ধ্বজ ছিন্ন করিয়া তাঁহারে শর-ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার তূণ-দ্বয় ছেদন-পূর্ব্বক রথখানিকেও তিল তিল পরিমাণে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণবর্ণ-পুচ্ছ-বিশিষ্ট, দন্তের ন্যায় শুভ্রবর্ণ যে সমস্ত অশ্ব রাজা যুধিষ্ঠিরকে বহন করিত, তিনি তদ্যুক্ত রথে অবস্থিত থাকিয়াও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন। পার্ষ্ণিরক্ষক ও সারথি নিহত হওয়ায় যুধিষ্ঠির কর্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ ও দুর্ম্মনা হইয়া এইরূপে রণস্থল হইতে অপগত হইলেন। হে রাজন্! তখন কর্ণ তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া হস্ত-দ্বারা স্কন্ধদেশে স্পর্শ-পূর্ব্বক প্রকৃষ্ট-রূপে হাস্য করিতে করিতে তাঁহারে যেন ভর্ৎসিত করিবার উদ্দেশে এই কথা বলিলেন "সৎকুলে উৎপন্ন, বিশেষত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে ব্যবস্থিত হইয়া কোন্ ব্যক্তি মহাসংগ্রামে প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্তে ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে পারে? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে,

তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যুদ্ধকর্ম্মে কুশল নহ; বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞকর্ম্ম-রূপ ব্রাহ্ম-বলেতেই তুমি উপযুক্ত। হে কৌন্তেয়! আর কখন যুদ্ধ করিও না; যুদ্ধার্থে বীরগণের নিকটেও যাইও না; তাঁহাদিগকে অপ্রিয় কথাও বলিও না এবং মহাসমরেও কখন গমন করিও না। মহাবল কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিবার পর ছাড়িয়া দিয়া, বজ্রপাণি পুরন্দর যেমন আসুরী সেনা সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবী সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এ দিকে জনেশ্বর যুধিষ্ঠির যেন লজ্জিত হইয়া দ্রুত-পদসঞ্চারে পলায়ন করিলেন।

অনন্তর চেদি পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈনিকগণ, মহারথ সাত্যকি, শৌর্য্যশালী দ্রৌপদী-পুত্রগণ এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব অক্ষয়-সত্ত্ব-সম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠিরকে পলায়িত মনে করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। পরে বীরবর কর্ণ যুধিষ্ঠির-সৈন্যকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া কুরুবাহিনীর সহিত হৃষ্ট-মনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধন-সৈন্যগণের ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গ ও শরাসন-সমূহের নিনাদ-সহ সিংহনাদ-ধ্বনি হইতে থাকিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ! ও দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্বরান্বিত হইয়া শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ-পূর্ব্বক কর্ণের বিক্রম বিলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ সৈন্যকে দূরীকৃত হইতে দেখিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া যোধগণকে কহিলেন, তোমরা নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ কেন? ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেল। অনন্তর পাণ্ডব-পক্ষীয় ভীমসেন-প্রভৃতি সমুদয় মহারথগণ ভূপতি-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আপনকার পুত্রদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে নানা স্থান হইতে যোধগণের এবং রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও শস্ত্র সকলের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। "উঠ, মার, চল, আক্রমণ কর" এইরূপ বলিতে বলিতে যোধগণ মহারণে পরস্পর হনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তথায় আকাশমণ্ডলে অনবরত শর-নিকর বর্ষণে যেন মেঘমণ্ডলীর ছায়া হইল। তদ্দারা আচ্ছন্ন হইয়া নরবরেরা পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, ক্ষিতীশ্বরগণ সমরে ধ্বজ পতাকা ছত্র অশ্ব সারথি আয়ুধ অঙ্গ ও অঙ্গাবয়ব-শূন্য এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইতে লাগিলেন। মাতঙ্গ ও তদারোহী যোধগণ নিহত হইয়া বজ্রবিদারিত পর্ব্বত-নিচয়ের এবং ক্রমনিম্ন-ভূমি হইতে ভূধর-শিখর-নিকরের ন্যায় পতিত হইতে থাকিল। বীরবিঘাতী সহস্র সহস্র তুরঙ্গ আরোহি-সহ নিপতিত হইল। তাহাদের বর্ম্ম অলঙ্কার ও ভূষণ-সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। পদাতিগণ অশ্ব, গজ, রথ ও প্রতিদ্বন্দ্বি-বীরবর্গ-কর্ত্তৃক সমরে সহস্র সহস্র-সংখ্যায় নিহত হইল। তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র ও অঙ্গ সমস্ত ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। যুদ্ধ-মত্ত শূরগণের বিশাল-বিস্তৃত ও তাম্রবর্ণ-লোচন-বিশিষ্ট, ইন্দু ও অরবিন্দ-সদৃশ আনন-সমন্বিত মস্তক সমস্ত-দ্বারা রণভূমির সর্ব্ব স্থান সমাবৃত হইল। লোকে রণভূমিতে যেরূপ তুমুল শব্দ শুনিল, অন্তরীক্ষেও বিমান-সমূহ অপ্সরোগণ ও গীত-বাদিত্রধ্বনি নিমিত্ত ঘোরতর শব্দ শুনিতে লাগিল। অভিমুখাগত শত শত, সহস্র সহস্র বীরবর্গ প্রতিবীরগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইতে থাকিলে অপ্সরোগণ তাহাদিগকে বিমান-সমূহে আরোহণ করাইয়া করাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। শূরগণ সেই মহান্ আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্বর্গলাভ-লালসায় প্রহৃষ্ট-চিত্তে শীঘ্র পরস্পর হতাহত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সংগ্রামে রথিগণ রথি-নিকরের সহিত, পত্তি সকল পত্তিদিগের সহিত, অশ্ববারেরা অশ্ববারদিগের সহিত এবং গজারোহেরা গজারোহদিগের সহিত বিচিত্র-রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এইরূপে সেই গজ-বাজি-নর-ক্ষয়কর ঘোরতর সমর আরব্ধ হইলে, সেনাগণের পদোৎক্ষিপ্ত ধূলি-পটলে সর্ব্ব স্থান ব্যাপ্ত হওয়ায় স্বপক্ষেরা স্বপক্ষদিগকে এবং বিপক্ষেরা বিপক্ষদিগকে নিহত করিতে

থাকিল। দেহ, পাপ ও প্রাণের সংহারক কেশাকেশি দন্তাদন্তি নখানখি মুষ্টিযুদ্ধ বাহুযুদ্ধ-প্রভৃতি নানা প্রকার যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই প্রকারে নরাশ্ব-কুঞ্জর-নিকর-সংহারী ঘোরতর সংগ্রাম হইতে থাকিলে, অশ্ব, নর ও নাগগণের দেহ হইতে শোণিত-নদী প্রবাহিতা হইল। সেই নদী প্রবাহ-পতিত নরাশ্ব-গজ-দেহ-সমুহ বহিয়া লইয়া চলিল। রথী অশ্ববার ও গজারোহদিগের সহিত তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ ও পদাতিগণের সংপ্রহারে সেই লোহিত-জলা মাংস-শোণিত-কর্দ্দমা মহাঘোরা রুধিরতরঙ্গিণী নরাশ্বগজ-দেহ-সমুহ বহন করত ভীরু-স্বভাব লোকদিগের সমধিক ভয়ঙ্করী হইল। বিজয়াভিলাষী যোধগণ তাহার পারে ও অপারে গমনাগমন করিতে লাগিল। অপরে কেহ কেহ তলস্পর্শ করিয়া কেহ কেহ বা মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া অপসর্পণ করিতে থাকিল। হে ভরতর্ষভ! তাহাদের দেহ, বর্ম্ম, অস্ত্র শস্ত্র, ও বস্ত্র, সকলই রক্তাক্ত হইল। তাহারা সেই নদীতে স্নান ও পান করিতে লাগিল এবং তাহাতেই মরিতে থাকিল। আমরা দেখিলাম, হত ও বধ্যমান মনুষ্য অশ্ব ও মাতঙ্গ এবং রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ম্ম, আকাশমণ্ডল, নভোমণ্ডল, ভুমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রায়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। হে আর্য্য! রুধিরের গন্ধ স্পর্শ রস ও রূপ-দ্বারা এবং সুদুর-সঞ্চারী অতিরিক্ত শব্দ-দ্বারা প্রায় সকল সৈন্যের অন্তঃকরণে সুমহান্ বিষাদ উপস্থিত হইল। তৎকালে ভীমসেন ও সাত্যকি-প্রমুখ বীরগণ সেই ক্ষত বিক্ষত সৈন্যের প্রতি পুনরায় ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! আক্রমণে প্রবৃত্ত সেই বীরবর্গের অবিষহ্য বেগ নিরীক্ষণ করিয়া আপনকার পুত্রগণের সুবিপুল-সৈন্য পরাঙ্মুখ হইল। অরণ্য-মধ্যে সিংহগণ-বিমর্দ্দিত মাতঙ্গ-কুল যেমন ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ সেই নর-বাজি-সমাকুল ভবদীয় সৈন্য উক্ত বীরবর্গ-কর্ত্তৃক বিক্ষোভিত হইয়া সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার রথ, অশ্ব, গজ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, প্রহরণ ও শরাসন সমস্ত ইতস্তত বিধ্বস্ত ও বিকীর্ণ হইয়া রহিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! দুর্য্যোধন সেই পাণ্ডবগণকে ভবদীয় সৈন্যের অভিমুখে সর্ব্ব দিক্ হইতে ধাবমান দেখিয়া স্বীয় সৈন্য ও সহকারী যোধগণকে সর্ব্ব দিকে নিবারিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে থাকিলেও কেহই নিবৃত্ত হইল না। অনন্তর সুবল-তনয় শকুনি, তাঁহার পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং অন্যান্য কৌরবগণ সশস্ত্র হইয়া তখন সমরে বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কর্ণও দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে রাজ-সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতে দেখিয়া মদ্ররাজকে "ভীমের রথের দিকে চল" এই কথা বলিলেন। কর্ণ-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া মদ্রাধিপতি শল্য, যে স্থানে বৃকোদর ছিলেন, তথায় হংসের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে প্রেরিত করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! সেই তুরঙ্গমগণ সমর-শোভী শল্য-কর্ত্তৃক প্রেষিত হইবা মাত্র ভীমসেনের রথ-সমীপে উপনীত হইয়া অবস্থিত হইল। ও দিকে বৃকোদর কর্ণকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিনাশ-বিষয়ে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি বীরবর সাত্যকি ও দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন "ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির আমার সাক্ষাতেই বিষম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হইয়াছেন, সংপ্রতি তোমরা তাঁহারে রক্ষা কর। দুরাত্মা রাধা-তনয় দুর্য্যোধনের প্রীতি-হেতু আমার সমক্ষে রাজার রথাদি সমুদয় পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়াছে। হে পার্ষত! অদ্য আমি সেই দুঃখের অবসান প্রাপ্ত হইব। আমি তোমারে ইহা সত্য বলিতেছি, অদ্য ঘোরতর সংগ্রাম-দ্বারা হয় কর্ণকে রণস্থলে নিহত করিব, না হয় সেই আমারে বিনষ্ট করিবে। অদ্য রাজাকে তোমাদিগের হস্তে ন্যাস-

স্বরূপ সমর্পণ করিলাম ; তোমরা সকলে ব্যথা-শূন্য হইয়া তাঁহার সংরক্ষণে যত্ন কর"। মহাবাহু ভীমসেন এইরূপ কহিয়া ঘোরতর সিংহনাদ-সহকারে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল প্রতিনাদিত করত অধিরথ-তনয়ের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মদ্রকদিগের অধীশ্বর বিভু শল্য যুদ্ধাভিনন্দী ভীমসেনকে সত্বর সমাগত হইতে দেখিয়া সূতপুত্রকে এই কথা বলিলেন।

শল্য কহিলেন, কর্ণ! ঐ মহাক্রুদ্ধ মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন বৃকোদরকে বিলোকন কর। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইনি বহুকাল হইতে যে ক্রোধনিচয় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, অদ্য তাহা তোমার উপরি নিক্ষিপ্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অহে কর্ণ! আমি পূর্ব্বে আর কখন ইহাঁর ঈদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করি নাই। অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও ইনি এতাদৃশ প্রচণ্ড-মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই। ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ইনি প্রলয়-কালীন অনলের ন্যায় যেরূপ ভয়ানক রূপ ধরিয়াছেন, ইহাতে অখিল ত্রৈলোক্যেরও বাধা জন্মাইতে পারেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! মদ্রেশ্বর শল্য রাধাতনয়কে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ক্রোধপ্রদীপ্ত বৃকোদর কর্ণের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধাভিনন্দী ভীমকে সেইরূপে আগত দেখিয়া কর্ণ যেন হাস্য করিতে করিতে শল্যকে কহিলেন, হে বিভো মদ্রজনেশ্বর! তুমি ভীমসেনের বিষয়ে অদ্য আমারে যে কথা বলিলে, তাহা সত্য বটে ; ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই বৃকোদর সমধিক বলশালী, শূর, বীর, কোপন-স্বভাব এবং দেহ ও প্রাণে নিরপেক্ষ। বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস করিবার সময়ে ইনি দ্রৌপদীর প্রিয় করণে অভিলাষী হইয়া প্রচ্ছন্নভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক কেবল বাহুবল-সাহায্যে স্বগণ-সহ কীচককে নিহত করিয়াছিলেন। সেই ভীমসেন অদ্য সংগ্রাম-মস্তকে সন্নাহ-যুক্ত ও ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইলেও করোদ্যাপিত-দণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের সঙ্গেও কি যুদ্ধার্থে গমন করিতে পারেন? আমার বহুকাল হইতে অভিলষিত এই মনোরথ আছে যে, সমরে হয় আমিই অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করিতে পারি, না হয় ধনঞ্জয়ই আমাকে নিহত করেন। ভীমসেনের সহিত সমাগম-প্রযুক্ত হয় ত অদ্যই আমার সেই মনোরথ সুসিদ্ধ হইতে পারে। আমি যদি বৃকোদরকে বিরথ বা নিহত করিতে পারি, তাহা হইলে অর্জ্জুন অবশ্যই যুদ্ধার্থে আমার অভিমুখে আসিবেন ; তাহা আমার পক্ষে উত্তম হইবে। অতএব এবিষয়ে যাহা তোমার উপযুক্ত বোধ হয়, শীঘ্র তাহার অবধারণ কর।

শল্য তাদৃশ-ভাবাপন্ন অমিততেজস্বী সূতপুত্রের এই কথা শুনিয়া তাঁহারে কহিলেন "হে মহাবাহো! তুমি যুদ্ধার্থে মহাবল ভীমসেনের সম্মুখে চল ; অগ্রে তাঁহারে নিরস্ত করিয়া পরে অর্জ্জুনের নিকটে যাইবে। অহে কর্ণ! আমি তোমারে ইহা সত্য বলিতেছি, তোমার যে মনোরথটি বহুকাল অবধি অভিলষিত হইয়া তোমার হৃদয়ে বিদ্যমান আছে, অদ্য নিশ্চয়ই তাহা সম্পন্ন হইবে।" শল্যের এইরূপ কথনে কর্ণ পুনরায় তাঁহারে বলিলেন, অদ্যকার সমরে হয় আমি অর্জ্জুনের হন্তা হইব, না হয় ধনঞ্জয়ই আমাকে নিহত করিবে ; এক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধান করিয়া, যে স্থানে বৃকোদর আছেন, তথায় চল।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদর যে স্থানে কুরু-সৈন্য ভগ্ন করিতেছিলেন, শল্য অবিলম্বে রথারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে কর্ণ ও ভীমের সমাগমে তূর্য্য ও ভেরীপ্রভৃতির তুমুল বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল। তদনন্তর বলবান্ ভীমসেন অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া সুবিমল প্রখর নারাচ-নিকর-সহকারে আপনকার দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য-সমুদয়কে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগি-

লেন। হে বিশাম্পতে মহারাজ! রণস্থলে কর্ণ ও ভীমসেনের সেই তুমুল সংগ্রাম অতিপ্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে বৃকোদর দ্রুতবেগে কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। দানশীল অমেয়াত্মা সূর্য্যসুত কর্ণ ভীমকে সমাগত হইতে দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া এক নারাচ-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং শর-নিকর-বর্ষণ-দ্বারা তাঁহারে পুনরায় সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন সুত-পুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া শায়ক বর্ষণে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন;—সন্নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ নব শিলীমুখ-দ্বারা তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ শর-সমূহ-দ্বারা ভীমসেনের শরাসনখানি মধ্যভাগে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সর্ব্বাবরণ-ভেদী সুতীক্ষ্ণ নারাচ-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! মর্ম্মজ্ঞ বৃকোদর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সুত-পুত্রের মর্ম্মস্থান সমুদায়ে শাণিত শর সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিলেন এবং মেদিনীমণ্ডলকে যেন কম্পান্বিত করত ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বনমধ্যে মদমত্ত কুঞ্জরকে যেমন উল্কা সমূহ দ্বারা পীড়িত করে, সেইরূপ কর্ণ পঞ্চবিংশতি নারাচ দ্বারা ভীমসেনকে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর শরবিদারিত-দেহ পাণ্ডু-নন্দন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন। রোষ ও অমর্ষের আবেগে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হইল। তিনি সুতপুত্রের বিনাশ বাসনায় শরাসনে পর্ব্বত সকলেরও বিদারণকারী একটি মহাবেগবিশিষ্ট ভারসাধন উত্তম শায়ক যোজনা করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পবন-তনয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া অতি বল সহকারে কর্ণ পর্যান্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া কর্ণের সংহার বাসনায় সেই বাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই বজ্রাশনি-সদৃশ ঘোরতর নিনাদকারী সুদৃঢ় বাণ বলবান্ ভীমসেন-কর্তৃক বিমুক্ত হইয়া, বজ্রবেগ যেমন অচলকে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ সবেগে কর্ণকে বিদারিত করিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কুরুসেনাপতি সুত-তনয় কর্ণ ভীমসেন-কর্তৃক আহত হইয়া অচেতন ভাবে রথনীড়ে নিলীন হইলেন। অনন্তর মদ্ররাজ শল্য সুতনন্দনকে সংগ্রামে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া সেই সমর-শোভী বীরবরকে রণস্থল হইতে রথারোহণে লইয়া গেলেন। কর্ণ পরাজিত হইলে পর, পুরাকালে দেবরাজ যেমন দানবগণকে পলায়নপর করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন দুর্য্যোধনের মহতী বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

কর্ণ-পলায়নে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন মহাবাহু কর্ণকে রথনীড়ে নিপাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে! হে সুত! আমার পুত্র দুর্য্যোধন আমারে বারম্বার বলিয়াছিল, যে একাকী কর্ণই সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডব সকলকে সমরে নিহত করিবেন; সম্প্রতি সেই সুতনন্দনকে সংগ্রামে ভীমসেনের নিকটে পরাজিত দেখিয়া তাহার পর কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সুতনন্দনকে মহাসমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সহোদরগণকে বলিলেন, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা শীঘ্র গিয়া কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর; তিনি ভীমসেন-জনিত ভয়রূপ অগাধ বিপদসাগরে নিমগ্ন-প্রায় হইতেছেন। রাজার এই আদেশে তাঁহারা অতিমাত্র ক্রোধাক্রান্ত ও জিঘাংসা-পরবশ হইয়া, পতঙ্গগণ যেমন অনলে গিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ ভীমসেনের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

শ্রুতর্ব্বা, দুর্দ্ধর, ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, নন্দ, উপনন্দ, দুষ্প্রধর্ষ, সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, ধনুর্গ্রাহ, দুর্ম্মদ জলসন্ধ, শল ও সহ, এই সকল মহাবলশালী বীর পুরুষেরা রথসমূহে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন-সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত করিলেন এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাবিধ চিহ্ন-বিশিষ্ট শায়ক-

সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে জনাধিপ! মহাবল ভীমসেন তাঁহাদিগের শরাঘাতে অতিশয় পীড়িত হইয়া সেই দ্রুতবেগে আক্রমণকারী ভবদীয় পুত্রগণের পঞ্চ শত রথ ও পঞ্চাশৎ রথীকে নিহত করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর ভীমসেন ক্রোধাক্রান্ত হইয়া ভল্লাঘাতে বিবিৎসুর শিরশ্ছেদন করিলে কুণ্ডল ও উষ্ণীষে সমলঙ্কৃত সেই পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশ মস্তকটি ভূমিতলে পতিত হইল। হে প্রভো! শূরবর বিবিৎসুকে নিহত দেখিয়া তদীয় ভ্রাতৃগণ সমরে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের প্রতি চতুর্দ্দিক্ হইতে ধাবমান হইলেন। অনন্তর, মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডু-তনয় অন্য ভল্ল-দ্বয়-দ্বারা আপনকার অপর পুত্র-দ্বয়ের প্রাণ হরণ করিলেন। হে রাজন্! সেই দেব-পুত্র-সদৃশ বিকট ও সহ উভয়ে বায়ু-ভগ্ন-বৃক্ষ-দ্বয়ের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিলেন। পরে ভীমসেন ত্বরান্বিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ নারাচ-দ্বারা ক্রাথকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনিও নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। হে নরেশ্বর! অনন্তর আপনকার ধনুর্দ্ধর বীরবর পুত্রগণ বধ্যমান হইতে থাকিলে, সমর-স্থলে ঘোরতর হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের সৈন্যগণ পলায়ন-পরায়ণ হইলে, মহাবল ভীমসেন পুনর্ব্বার সংগ্রামে নন্দ ও উপনন্দকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনকার সেই পুত্রগণ ভীত ও বিহ্বল-চিত্ত হইয়া সমরে ভীমসেনকে কালান্তক-যম-তুল্য অবলোকন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ আপনকার পুত্রগণকে নিহত দেখিয়া সুদুঃখিত মনে, যে স্থানে বৃকোদর ছিলেন, তথায় পুনরায় হংসবর্ণ হয়গণকে প্রেরিত করিলেন। হে মহারাজ! সেই বেগশালী অশ্ব সকল মদ্ররাজ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অবিলম্বে ভীমসেনের রথ-সমীপে আসিয়া অবস্থিত রহিল। রণ-স্থলে কর্ণ ও ভীমসেনের সেই তুমুল সংগ্রাম অতিশয় প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। হে রাজেন্দ্র! সেই মহারথ বীর-দ্বয়কে সমরে সমবেত দেখিয়া আমার মনে হইল, না জানি অদ্য এই যুদ্ধ কিরূপ হইবে। মহারাজ! অনন্তর সমর-শ্লাঘী ভীমসেন সংগ্রামে আপনকার পুত্রগণের সাক্ষাতেই কর্ণকে শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। পরমাস্ত্রবেত্তা কর্ণ তাহাতে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সন্নতপর্ব্ব লৌহময় ভল্ল-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীষণ-পরাক্রম-সম্পন্ন মহাবাহু বৃকোদর কর্ণ-শরে আহত হইয়া আকর্ণপূর্ণ-সন্ধানে সপ্ত শর বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবাহু কর্ণ আশীবিষ বিষধরের ন্যায় গর্জ্জন করত বহুতর শর বর্ষণ-দ্বারা পাণ্ডুতনয়কে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবলশালী ভীমসেনও কুরু-মণ্ডলীর প্রত্যক্ষে মহারথ কর্ণকে শায়ক-সমূহ বর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। তাহাতে কর্ণ অত্যন্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কঙ্কপত্র-ভূষিত শিলা-শাণিত দশ শায়কে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং অন্য এক সুতীক্ষ্ণ ভল্ল-দ্বারা তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অতিবলশালী মহাবাহু বৃকোদর কর্ণের নিধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া হেমপট্ট-পরিষ্কৃত দ্বিতীয় মৃত্যু-দণ্ড-সদৃশ একটা ভয়ঙ্কর পরিঘ গ্রহণ করিয়া ঘোরতর নিনাদ-সহকারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কর্ণ সেই বজ্রাশনি-তুল্য-শব্দ-বিশিষ্ট পতনোন্মুখ পরিঘটাকে আশীবিষ-সদৃশ শর-সংঘাত-দ্বারা বহু খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পরবল-বিমর্দ্দী বৃকোদর অপর এক দৃঢ়তর শরাসন গ্রহণ করিয়া কর্ণকে বিশিখ-বর্ষণে আচ্ছাদিত করিলেন। পরে রণস্থলে পরস্পর বধাভিলাষী বালি ও সুগ্রীবের ন্যায়, কর্ণ ও পাণ্ডবের বারংবার ঘোরতর সমর হইল। মহারাজ! অনন্তর কর্ণ দৃঢ়রূপে কর্ণমূল পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক ভীমসেনকে শর-ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। বলিষ্ঠ-প্রবর মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদর কর্ণ-কর্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া কর্ণ-দেহ-বিদারণ-সমর্থ ঘোর-

তর শর সন্ধান করিলেন। হে রাজন্! সেই শর কর্ণের বর্ম্মচ্ছেদ ও দেহ-ভেদ করিয়া, সর্প যেমন বল্মীক-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরণী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইল। সূতনন্দন কর্ণ ঐ অতি প্রহারে ব্যথিত ও বিহ্বলের ন্যায় হইয়া, ভূমিকম্পে অচল যেমন বিচলিত হয়, সেইরূপ রথ-মধ্যে কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ রোষ ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া ভীমসেনকে পঞ্চ বিংশতি নারাচ দ্বারা নিপীড়িত ও বহুতর বাণে আহত করিলেন; এক শরে তাঁহার ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন; সারথিকেও এক ভল্ল-দ্বারা শমন সদনে প্রেরণ করিলেন এবং পরিশেষে শীঘ্রহস্ত হইয়া অবিলম্বে এক শরাঘাতে সেই ভীষণ-কর্ম্মা পাণ্ডুতনয় ভীমসেনের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহারে বিরথ করিয়া দিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র। বায়ুতুল্য-বেগশালী মহাবাহু বৃকোদর বিরথ হইয়া প্রসন্ন-বদনে গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক স্যন্দন হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। হে বিশাম্পতে! পবন যেমন শরৎকালীন মেঘ সকলকে বিচ্ছিন্ন করে, সেইরূপ ভীমসেন বেগে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ত্বদীয় সৈন্যগণকে গদাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ক্রোধপরীত শত্রুতাপন বৃকোদর ঈষার ন্যায় দন্তবিশিষ্ট যুদ্ধকুশল সপ্ত শত কুঞ্জরকে সহসা গদাঘাতে প্রপীড়িত করিলেন। বলশালী মর্ম্মজ্ঞ ভীমসেন সেই সকল মাতঙ্গগণের দন্তবেষ্ট, নেত্র, কুম্ভ, গণ্ডস্থল ও মর্ম্ম-স্থান সমুদায়ে প্রহার করিতে থাকিলেন। তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল; পরন্তু মহামাত্রগণ-কর্ত্তৃক বিপরীত দিকে অর্থাৎ ভীমের অভিমুখে প্রেরিত হইয়া তাঁহারে, মেঘ সকল যেমন দিবাকরকে আবৃত করে, তদ্রূপ আবৃত করিল। বৃকোদর ভূমিষ্ঠ থাকিয়াও, দেবরাজ যেমন বজ্রাঘাতে অচল সকলকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গদার প্রহারে সেই সপ্ত শত কুঞ্জরকে আরোহী, অস্ত্র শস্ত্র ও ধ্বজ-সমুদায়ের সহিত বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর অরিন্দম কুন্তীতনয়, সুবল-সুত শকুনির অতিবলশালী দ্বিপঞ্চাশৎ মাতঙ্গকে গদাঘাতে চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন এবং আপনকার সৈন্যকে তাপিত করত ধ্বজ সহ এক শত রথ ও শত শত পদাতিগণকে নিহত করিলেন। মহাত্মা ভীম ও সূর্য্যদেব-কর্ত্তৃক প্রতাপিত হইয়া আপনকার সৈন্যগণ অনলার্পিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনকার সেই সৈন্য সকল ভীম-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সমরে তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর চর্ম্মবর্ম্মধারী অপর পঞ্চ শত রথী ঘোরতর নিনাদ-সহকারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শর-সমূহ বর্ষণ করত ভীমের প্রতি ধাবিত হইল। পরন্তু বিষ্ণু যেমন অসুর-দল দলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন গদাঘাতে সেই বীরগণকে সারথি, রথ, ধ্বজ, পতাকা ও অস্ত্র শস্ত্রের সহিত চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর শকুনি-সমাদিষ্ট তিন সহস্র শূরাগ্রগণ্য অশ্বারোহ, শক্তি ঋষ্টি ও প্রাস হস্তে লইয়া ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন বৈরিহন্তা বৃকোদর অতিবেগে তাহাদিগের প্রতি শীঘ্র ধাবমান হইয়া বিবিধ গতিতে বিচরণ করত সেই অশ্বারোহগণকে বাহন সকলের সহিত গদাঘাতে চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! ভীমসেন যখন তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে তাড়িত করেন, তৎকালে তাহাদের, শিলা-বর্ষণে অভিহত কুঞ্জর-যূথের ন্যায়, মহান্ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল। এইরূপে সুবল-সুতের তিন সহস্র উত্তম অশ্ব-সৈন্য জয় করিয়া বৃকোদর অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ক্রোধাবেশে সূতনন্দনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! কর্ণও সমরে শত্রুসূদন যুধিষ্ঠিরকে শরজালে আচ্ছাদিত এবং তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর সেই মহারথ, ধর্ম্মপুত্রের রথকে রণপ্রাঙ্গনে পলায়িত দেখিয়া কঙ্কপত্রান্বিত

অবক্রগামী বাণ-সমূহ-দ্বারা সমাকীর্ণ করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যৎকালে কর্ণ শর-নিকর-সহকারে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সমাবৃত করিয়া রাজার প্রতি ধাবমান হইতেছিলেন, ইত্যবসরে পবন-নন্দন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে শত্রু-তাপন রাধাতনয় শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিশিত-বাণ-বর্ষণে ভীমকে সর্ব্বদিকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। হে ভারত! তখন অমেয়াত্মা সাত্যকি কর্ণকে ভীমসেনের রথের প্রতি ব্যগ্র দেখিয়া পার্ষ্ণিগ্রহণার্থে তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরন্তু কর্ণ তদীয় শরনিকরে নিরতিশয় পীড়িত হইয়াও ভীমের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সেই সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধর-প্রবর মনস্বী বীর-দ্বয় পরস্পর সন্নিহিত হইয়া বিচিত্র শর-পুঞ্জ বিসর্জ্জন করত বিরাজিত হইতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা গগণতলে ক্রৌঞ্চ-পৃষ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ যে প্রচণ্ডতর বাণজাল বিস্তীর্ণ করিলেন, তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দৃষ্ট হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র-সংখ্যায় বিনির্ম্মুক্ত শায়ক-সমূহে সমুদায় আচ্ছন্ন হওয়ায় বিপক্ষেরা কি আমরা, না সূর্য্যপ্রভা, না দিক্, না বিদিক্, কিছুই জানিতে পারিলাম না। হে রাজন্! তৎকালে দিনকর মাধ্যাহ্নিক তাপ প্রদান করিতেছিলেন, তথাপি কর্ণ ও ভীমসেনের সেই শর-সঙ্ঘাতে তাঁহার মহতী প্রভা-সমস্ত অপহৃত হইল। যে সকল কুরু-সৈন্য পলাইয়াছিল, তাহারা শকুনি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্যকে পাণ্ডবদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া পুনরায় ফিরিয়া আইল। হে মহারাজ! তাহাদের আসিবার সময়ে, বৃষ্টি-দ্বারা সমুদ্ভূত সাগর সকলের ন্যায়, অতি ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড শব্দ হইয়াছিল। সেই সেনা-দ্বয় মহাযুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত আবিষ্ট দেখিয়া পরস্পর আক্রমণ-পূর্ব্বক সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইল। অনন্তর দিবাকর গগণতলের মধ্যভাগে উপনীত হইলে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। তাদৃশ যুদ্ধ আমরা পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই এবং শ্রবণ গোচরও করি নাই। সংগ্রামে এক-পক্ষীয় বল-সমূহ অন্য পক্ষের সৈন্য-সমুদায়কে সহসা প্রাপ্ত হইয়া, সাগরাভিমুখে প্রধাবী বারিপ্রবাহের ন্যায় বেগে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। সমুদ্র-প্রবাহ-সমুদায়ের যেরূপ মহাশব্দ হইয়া থাকে, পরস্পর গর্জ্জনকারী সৈন্য-সমূহের সেইরূপ সুমহান্ নিনাদ উত্থিত হইল। সেই বেগবতী বাহিনী-দ্বয় পরস্পর সন্নিহিত হইয়া, একত্র সমবেত নদী-দ্বয়ের ন্যায় একত্ব প্রাপ্ত হইল।

হে রাজন্! অনন্তর বিপুল যশো-লাভে অভিলাষী কুরু পাণ্ডবদিগের প্রচণ্ডতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে ভারত! তথায় আপন আপন নাম নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক গর্জ্জনকারী শূরগণের অনবরত উচ্চারিত বাক্য-সমস্ত শ্রুত হইতে থাকিল। যুদ্ধ বিষয়ে, পিতৃ-মাতৃ-সম্পর্কে অথবা কর্ম্ম ও চরিত্র উপলক্ষে যাহার যে কিছু গৌরব-সূচক চিহ্ন ছিল, সংগ্রামে সে মুক্তকণ্ঠে তাহা শ্রবণ করাইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই শূরগণকে সমরে পরস্পর তর্জ্জন করিতে দেখিয়া আমার এইরূপ মনে হইল যে, ইহাদিগের জীবন আর রহিল না। ফলত সেই অমিততেজস্বী ক্রোধাবিষ্ট যোদ্ধগণের শরীর সকল অবলোকন করিয়া আমার 'না জানি এই যুদ্ধ কি প্রকার হইবে' এইরূপ অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল। হে রাজন্! অনন্তর সেই মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবেরা সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ-দ্বারা পরস্পর আঘাত করত ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে একপঞ্চাশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পরস্পর কৃতবৈর সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া সমরে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ ও পদাতিক সৈন্য-সমূহ সর্ব্ব দিকে পরস্পর

ঘোরতর সংগ্রামে সংসক্ত হইল। সেই অতিদারুণ সমরের সর্ব্ব দিকে নিক্ষিপ্যমাণ গদা পরিঘ কুণপ প্রাস ভিন্দিপাল ভুশুণ্ডী-প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ-সমূহের নিরন্তর পতন অবলোকন করিতে লাগিলাম। সুদারুণ শরবৃষ্টি-সমস্ত শলভরাশির ন্যায় অনবরত পতিত হইতে থাকিল। হে নরপতে! শীঘ্রগামী অশ্ব, গজ, রথী ও পদাতিকেরা সমরে ব্যস্ত ও সমস্তভাবে পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিমর্দ্দিত ও নিপীড়িত করিতে লাগিল। তথায় পরস্পর প্রহার ও চীৎকারকারী শূরগণের সেই ঘোরতর যুদ্ধ, যজ্ঞে পশুকুল-সংহারের সাদৃশ্য ধারণ করিল। হে ভারত! বর্ষাকালে বসুধাতল ইন্দ্রগোপকীটগণে সমাকীর্ণপ্রায় হইয়া যেরূপ শোভা পায়, রুধিরে সমাকীর্ণা হইয়া রণভূমিও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। অথবা যৌবনবতী শ্যামা সীমন্তিনী কুসুম্ভ কুসুমে রঞ্জিত শুভ্র-বসন-যুগল পরিধান করিলে যাদৃশী শোভা ধারণ করে, তৎকালে বসুন্ধরা যেন মাংস-শোণিতে বিচিত্রিতা ও স্বর্ণময়ী হইয়া তাদৃশী শোভা ধারণ করিল। হে ভারত! সেই রণাঙ্গনে ধনুর্দ্ধারী শূরগণের শরীর মস্তক বাহু ঊরু বর্ম্ম পতাকা কুণ্ডল নিষ্ক ও অন্যান্য উত্তম ভূষণ-সমস্ত ছিন্ন হইয়া ভূরি-পরিমাণে পতিত হইল। হে রাজন্! মাতঙ্গেরা মাতঙ্গ সকলের সন্নিহিত হইয়া দন্ত-দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিল। সেই দন্তাহত দ্বিরদগণ রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া, গৈরিক-নিস্রাবী ধাতু-মণ্ডিত পর্ব্বত সকল গৈরিক রস ক্ষরণ করিতে থাকিলে যেরূপ দীপ্তি পায়, সেইরূপ দীপ্তি পাইতে থাকিল। ঐ দন্তাবল সকল শুণ্ডোপরি নিক্ষিপ্ত বিপর্য্যস্তভাবে সংসক্ত বহুল তোমর সমস্ত হস্তে লইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল এবং অপরে সেই ভাবে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ! হিমাগমে মহীধরগণ মেঘশূন্য হইয়া যেরূপ শোভা পায়, প্রধান প্রধান মাতঙ্গগণের বর্ম্ম সকল নারাচ-নিকর-দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাহারা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। হে আর্য্য! গজবরগণ সুবর্ণপুঙ্খ শর-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া, উল্কা-সমুজ্জ্বলাগ্র শৈল-নিচয়ের ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিল। সেই সংগ্রামে ভূধর-সদৃশ উপমাশালী কোন কোন মাতঙ্গ অপর মাতঙ্গগণ-কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে আহত হইয়া পক্ষ-বিশিষ্ট পর্ব্বত সকলের ন্যায় পলায়ন-পরায়ণ হইল। অন্য কতকগুলি হস্তী মহাসমরে শল্য-পীড়িত ও ব্রণ-তাপিত হইয়া বেগে ধাবিত হইতে লাগিল এবং অপরে ভূমিতলে দন্ত-যুগলের মধ্যভাগ ও কুম্ভ সংলগ্ন করিয়া নিপতিত হইল। হে রাজন্! অপর কতিপয় মাতঙ্গ ভয়ঙ্কর-রবে নিনাদ করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন, অনেকে ইতস্তত ভ্রমণ এবং অন্য কতকগুলি চীৎকার করিতে লাগিল। হেম-পরিচ্ছদ-বিভূষিত অশ্বগণও বাণজালে আহত হইয়া কেহ কেহ নিষণ্ণ হইয়া পড়িল, কেহ কেহ মরিয়া গেল, কেহ কেহ বা দশ দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অপর কতকগুলি তুরঙ্গম শর-তোমর-নিকরে তাড়িত হইয়া ভূতলে আকৃষ্ট ও বিলুণ্ঠিত হইতে থাকিল। হে আর্য্য! মনুষ্যগণ নিহত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া কেহ কেহ বান্ধবগণকে, কেহ কেহ পিতৃগণকে, কেহ কেহ বা পিতামহগণকে তথায় অবলোকন করিয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিল। হে ভারত! তথায় অপরে অপর শত্রুগণকে ধাবমান দেখিয়া পরস্পর নিজ নিজ বিখ্যাত গোত্র নাম সমস্ত কহিতে থাকিল। হে মহারাজ! সমরে তাহাদিগের স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত সহস্র সহস্র বাহু ছিন্ন হইয়া ঊর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত, ভূতলে বিলুণ্ঠিত, পতিত, উৎপতিত, নিপতিত ও স্ফুরিত হইতে এবং অপরে পঞ্চ-মুখ ভুজঙ্গের ন্যায় বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল। হে নৃপবর! সেই চন্দন-চর্চ্চিত কপি-কণাকার ভুজ-সমুদায় রক্তাক্ত হইয়া সুবর্ণ-ধ্বজের ন্যায় অতিশয় শোভিত হইল।

সর্ব্ব দিকে সেইরূপ ঘোরতর সঙ্কুল সংগ্রাম হইতে থাকিলে যোধগণ পরস্পর অপরিজ্ঞাত হইয়া

পরস্পরকে বিনিহত করত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হে রাজন্! তৎকালে রণস্থল ধুলিপটলে আকীর্ণ ও শস্ত্র-সম্পাতে সমাকুল হওয়ায় সকলে অন্ধকারে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, কে আত্মীয়, কে পর, তাহা আর জানা যায় নাই। এইরূপে সেই ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে তথায় রুধির-পয়স্বিনী মহানদী সকল বারম্বার নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই সুদারুণ রুধির-তরঙ্গিণী সকলেতে মাংস ও শোণিত সমস্ত মিলিত হইয়া পঙ্ক-স্বরূপ, মস্তক সমস্ত পাষাণ-স্বরূপ, কেশ সকল শৈবাল-স্বরূপ অস্থি সকল মীন-স্বরূপ এবং শর শরাসন ও গদা সকল ভেলা-স্বরূপ হইল। যোধগণ শোণিত-প্রবাহ-প্রবর্দ্ধিনী এইরূপ ভয়ঙ্করী নদী সকল প্রবাহিতা করিল। ভীরুগণের ভয়কারিণী এবং শূর সকলের হর্ষ-বিস্তারিণী সেই সমস্ত রুধিরতরঙ্গিণী অনেককেই শমনসদনে লইয়া চলিল। যাহারা তাহাতে অবগাহন করে, তাহারাই নিমগ্ন হয়. ইহা দেখিয়া ক্ষত্রিয়গণ নিতান্ত ভয়াকুল হইল। হে নরব্যাঘ্র! শ্মশানভূমির ন্যায় রণস্থলের সর্ব্ব স্থানে গর্জ্জনকারী মাংসাশী জন্তুগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য কবন্ধগণ উত্থিত হইল। হে ভারত! মাংস-শোণিতাস্বাদনে পরিতৃপ্ত ভুতগণ শোণিত ও বসা পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কাক গৃধ্র ও বক সকল মাংস ভোজনে সুতৃপ্ত এবং মেদ, মজ্জা ও বসার আস্বাদনে মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে দৃষ্ট হইল।

হে মহারাজ! তৎকালে রণস্থল অতি ভয়ানক হইলেও তথায় শূরগণ অপরিবর্জ্জনীয় ভয় পরিহার করিয়া যোধব্রত-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিয়া নির্ভয়ের ন্যায় কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই শর-শক্তি-সমাকীর্ণ, ক্রব্যাদগণ-সমাকুল রণস্থল মধ্যে নিজ নিজ পৌরুষ প্রকাশ করত বিচরণ করিতে থাকিলেন। হে বিভো ভারত! তখন বহু-সংখ্য যোধগণ পিতৃ-নাম ও গোত্র-নাম সকল শ্রবণ করাইতে করাইতে শক্তি তোমর ও পট্টিশ বর্ষণে পরস্পর বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই ঘোরতর দারুণ যুদ্ধ হইতে থাকিলে, সাগর-মধ্যে ভগ্না নৌকার ন্যায়, কৌরবী সেনা অবসন্না হইয়া পড়িল।

সঙ্কুল যুদ্ধে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন,-মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণের নিমজ্জনকারী সেইরূপ যুদ্ধ হইতে থাকিলে, রণস্থলমধ্যে যে স্থানে অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের, কোশলদিগের ও নারায়ণী-সেনার বিধ্বংস করিতেছিলেন, তথায় গাণ্ডীবের মহাশব্দ শ্রুত হইল। জয়াভিলাষী সংশপ্তকগণ সমরে অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে অর্জ্জুনের মস্তকোপরি বাণবৃষ্টি করিতেছিল। হে রাজন্! প্রভাব-সম্পন্ন ধনঞ্জয় বল-পূর্ব্বক সহসা সেই শরবৃষ্টি নিবারণ করিয়া সংগ্রামে প্রধান প্রধান রথি-সকলকে বিলোড়িত করিলেন। সেই রথ সৈন্য সকলকে কঙ্কপত্র-ভুষিত শিলাশাণিত শর-সমূহ-দ্বারা বিলোড়িত করিবার পর তিনি মহারথ সুশর্ম্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রথিবর অর্জ্জুন তাঁহার প্রতি অবিশ্রান্ত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সংশপ্তকেরাও অর্জ্জুনকে বাণ-জালে পীড়িত করিতে থাকিল। অনন্তর সুশর্ম্মা ধনঞ্জয়কে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া শর ত্রয়ে জনার্দ্দনের দক্ষিণ বাহুতে আঘাত এবং অপর এক শরে পার্থের রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! সেই বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত সুমহান্ বানর-ধ্বজ ভয়প্রদর্শন করত ঘোরতর নিনাদ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল। কপিবরের নিনাদ শ্রবণে আপনকার সৈন্য সকল অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল এবং বিপুল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া নিশ্চেষ্ট রহিল। মহারাজ! নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত সেই সৈন্যগণ তখন বিবিধ-কুসুম-সমাকীর্ণ চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে কুরুসত্তম! অনন্তর যোধগণ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, জলদপুঞ্জ যেমন পর্ব্বতোপরি বর্ষণ

করে, সেইরূপ অর্জ্জুনের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে সকলেই তাঁহার মহারথখানি পরিবেষ্টন করিল এবং শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা আঘাত করত তাহার নিগ্রহ করিয়া চীৎকার করিতে থাকিল। হে আর্য্য! তাহারা রথের ঘোটক চতুষ্টয়, চক্রদ্বয় ও ঈষা, সকলই প্রবল-রূপে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সিংহনাদে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র যোধগণ ধনঞ্জয়ের রথ আক্রমণ পূর্ব্বক বলবৎ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! অপরে কেহ কেহ কেশবের মহাভুজ-যুগল এবং কেহ কেহ রথস্থিত অর্জ্জুনকে হর্ষভরে গ্রহণ করিল। অনন্তর বাসুদেব বাহু-দ্বয় বিকম্পিত করিয়া, দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপককে নিক্ষিপ্ত করে, সেইরূপ তাহাদিগের সকলকে রণস্থলে ফেলিয়া দিলেন। পরে ধনঞ্জয় সমরে মহারথগণ-কর্তৃক আপনাকে পরিবেষ্টিত, রথকে নিগৃহীত এবং কেশবকে আক্রান্ত দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহু-সংখ্য রথী ও পদাতিক সৈন্যগণকে ভূমিসাৎ করিলেন এবং সমীপবর্ত্তী যোধগণকে সমীপস্থ প্রতিপক্ষ সহ যুদ্ধ করণের উপযোগী শর-সমূহ-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া কেশবকে এই কথা বলিলেন "হে মহাবাহো কৃষ্ণ! এই দেখ দারুণ কর্ম্মকারী বহুল সংশপ্তকগণ সহস্র সহস্র-সংখ্যায় নিহত হইতেছে। হে যদুপুঙ্গব! পৃথিবীতে আমা ভিন্ন এমন কোন পুরুষই নাই যে, এই ঘোরতর রথ-বন্ধ সহ্য করিতে পারে।" অর্জ্জুন এই কথা কহিবার পর দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিলেন এবং বাসুদেবও পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিনাদে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল যেন পরিপূর্ণ করিলেন। হে মহারাজ! সংশপ্তক-সৈন্যেরা সেই শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিশয় ত্রস্ত ও বিচলিত হইল। অনন্তর পরবীরহন্তা ধনঞ্জয় বারংবার নাগাস্ত্র প্রেরণ করিয়া সকলের পাদবন্ধন করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন তাহাদিগকে পাদ-বন্ধনে বদ্ধ করিলে তাহারা পাষাণ-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। পুরাকালে তারকাসুরের বধ সময়ে দেবরাজ যেমন সমরে দৈত্যদল দলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন ঐ নিশ্চেষ্ট যোধ-সমুদয় বধ করিতে লাগিলেন। সংগ্রামে তাহারা বধ্যমান হইয়া কেবল সেই রথ-শ্রেষ্ঠকে পরিত্যাগ করিল, এমন নহে, সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র পরিহার করিবারও উপক্রম করিল। হে রাজন্! সেই সংশপ্তকেরা নাগপাশে বদ্ধ হইয়া যখন আর কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে পারিল না, তখন ধনঞ্জয় সন্নতপর্ব্ব শরনিকর-দ্বারা তাহাদিগকে অবাধে নিহত করিতে লাগিলেন; কেন না সমরে যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুন পাদবন্ধন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত যোদ্ধারাই ভুজগ-পাশে বেষ্টিত হইয়াছিল।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মহারথ সুশর্ম্মা সৈন্যগণকে নাগপাশে নিবদ্ধ দেখিয়া ত্বরান্বিত হইয়া গরুড়াস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তাহাতে সুপর্ণগণ ভুজঙ্গ সকলকে ভক্ষণ করত সমাপতিত হইতে লাগিল এবং অবশিষ্ট ভুজঙ্গেরা সেই বিহঙ্গদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিতে থাকিল। হে মহারাজ! প্রভাকর যেমন মেঘজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রজাগণকে তাপ প্রদান করত বিরাজিত হন, সেই সংশপ্তকগণ পাদবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া তদ্রূপ শোভিত হইল। সেই বন্ধন-বিমুক্ত যোধগণ তখন অর্জ্জুনের রথের উপরি অবিশ্রান্ত শর-নিকর ও শস্ত্র-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল এবং বারংবার বিবিধ শস্ত্র সমস্ত প্রতিবিদ্ধ করিতে থাকিল। পরবীরহন্তা ইন্দ্রতনয় শরবৃষ্টি-দ্বারা সেই মহাস্ত্রময়ী বৃষ্টির সংচ্ছেদন করিয়া পরিশেষে যোধগণকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর সুশর্ম্মা এক আনতপর্ব্ব শায়ক-দ্বারা ধনঞ্জয়ের হৃদয় বেধ-পূর্ব্বক অপর শরত্রয়ে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জ্জুন গাঢ়রূপে বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। তাহাতে সকলেই "অর্জ্জুন নিহত হইলেন" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর পার্থ

ভেরী ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের বিপুলতর ধ্বনি এবং সিংহনাদ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণ সারথি অমেয়াত্মা ধনঞ্জয় চৈতন্য লাভ করিয়া সত্বর ঐন্দ্রাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। হে আর্য্য! তাহা হইতে সহস্র সহস্র বাণ সমুৎপন্ন হইয়া সর্ব্ব দিকে নরপতিগণকে এবং হয় হস্তী ও রথ সমুদায়কে নিহত করিতেছে ইহাই দৃষ্ট হইল। এইরূপে সমরে শস্ত্র-সমূহ-সহকারে শত শত সহস্র সহস্র-সংখ্যায় বধ্যমান হইতে থাকিলে সেই সৈন্যগণের অন্তঃকরণে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। হে ভারত! তথায় সংশপ্তক ও গোপাল-সৈন্যগণের মধ্যে এমন কোন পুরুষ আর রহিল না যে, অর্জ্জুনের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করে। তথায় বীরগণের সাক্ষাতেই আপনকার বল-সমুদয় নিহত হইতে লাগিল। বীরেরা তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিতে থাকিল, অথচ পরাক্রম-প্রকাশে কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না। মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় সেই সমরে অযুত যোদ্ধাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া, ধূম-শূন্য প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। হে ভরতকুলপালক! আমরা যে চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য, অযুত রথ ও তিন সহস্র হস্তী দেখিয়াছিলাম, সেই সংশপ্তক-সৈন্যেরা 'আমরা হয় মরিব, না হয় বিজয় আমাদিগকে যুদ্ধে নিরত্ত করিবে' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। হে বিশাম্পতে! তৎকালে বলশালী শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডুনন্দন কিরীটীর সহিত ভবদীয় সৈন্যগণের সুমহৎ যুদ্ধও হইল।

সংশপ্তক সংগ্রামে ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, উলূক, শকুনি, রাজা দুর্য্যোধন ও তাঁহার সহোদরেরা সকলে, সাগরে নিমজ্জমানা নৌকার ন্যায়, বাহিনীকে পাণ্ডুপুত্র-ভয়ে পীড়িতা ও অবসন্না হইতে দেখিয়া বেগে তাহার উদ্ধারের উপক্রম করিলেন। হে ভারত! অনন্তর মুহূর্ত্ত কাল ভীরুগণের ত্রাস ও শূর সকলের হর্ষবর্দ্ধনকারী ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কৃপাচার্য্য-কর্ত্তৃক বিমুক্ত শরবর্ষণ সকল সমরে শলভ-সমূহের ন্যায় সৃঞ্জয়গণকে আচ্ছন্ন করিল। অনন্তর শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া কৃপাচার্য্যের প্রতি সত্বর ধাবিত হইলেন এবং সেই দ্বিজপুঙ্গবের চতুর্দ্দিকে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাস্ত্রবেত্তা কৃপাচার্য্য সেই শরবর্ষণ সংহার করিয়া ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সমরে শিখণ্ডিকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে শিখণ্ডীও কুপিত হইয়া সংগ্রামে কঙ্কপত্র-ভূষিত অবক্রগামী সপ্ত শর-দ্বারা কৃপাচার্য্যকে অতিশয় বিদ্ধ করিলেন। সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহারথ কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে অশ্ব সারথি ও রথ-শূন্য করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ শিখণ্ডী হয়-হীন রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি সত্বর প্রধাবিত হইলেন। কৃপাচার্য্য তাঁহাকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া সমরে সন্নত-পর্ব্ব শর-সমূহ-দ্বারা যে সহসা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, তাহা অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় হইল। হে রাজন্! তথায় আমরা জলোপরি শিলা সকলের সন্তরণের ন্যায় আরও এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম যে, শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া শিখণ্ডী নিশ্চেষ্টভাবে রণস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। হে নৃপবর! মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডিকে কৃপাচার্য্য-শরে আচ্ছাদিত দেখিয়া কৃপের প্রতি শীঘ্র গমন করিলেন। অনন্তর মহারথ কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া দ্রুতবেগে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির পুত্র ও সৈন্যগণের সহিত মিলিয়া কৃপের রথের নিকটে আসিতেছিলেন, পথি-মধ্যে অশ্বত্থামা যাইয়া তাঁহাদের নিবারিত করিলেন। মহারথ নকুল ও সহদেবও ত্বরান্বিত হইয়া আসিতেছিলেন, রাজা দুর্য্যোধন

বাণ বর্ষণে বারিত করত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। হে ভারত! সূর্য্যনন্দন কর্ণও ভীমসেনকে এবং কবষ কৈকয় ও সৃঞ্জয়গণকে যুদ্ধে নিবারিত করিলেন। অনন্তর শরদ্বৎপুত্র কৃপাচার্য্য ত্বরাযুক্ত হইয়া সংগ্রামে শিখণ্ডিকে যেন দগ্ধ করিবার অভিলাষে তাঁহার প্রতি শর-সমূহ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী খড়্গখানি ঘূর্ণায়মান করত আস্ফালিত করিয়া কৃপাচার্য্য-কর্তৃক সর্ব্ব দিকে প্রেরিত সেই সুবর্ণ-ভূষিত সায়ক-সমস্ত বারংবার ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে কৃপাচার্য্য শর-সমূহদ্বারা শিখণ্ডীর শত-চন্দ্রভূষিত চর্ম্মখানি শীঘ্র ছিন্নভিন্ন করিলেন। তাহাতে সকলে কোলাহল ধ্বনি করিয়া উঠিল। হে মহারাজ! শিখণ্ডী চর্ম্ম-বিহীন হইয়া খড়্গ হস্তে করিয়া কৃপ-সমীপে প্রধাবিত হইলেন। তখন, আতুর ব্যক্তি যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তদ্রূপ তিনি কৃপাচার্য্যের বশতাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

হে রাজন্! চিত্রকেতুর পুত্র সুকেতু কৃপাচার্য্যের শরজালে আচ্ছন্ন মহাবল শিখণ্ডীর নিকটে সত্বর গমন করিলেন। সেই অমেয়াত্মা বীরবর, গোতমবংশধর কৃপাচার্য্যকে সমরে বহুতর শাণিত শরনিকরে সমাকীর্ণ করত তদীয় রথের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। হে নৃপসত্তম! শিখণ্ডী অনুষ্ঠিত-ব্রহ্মচর্য্য কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত সমরে সমাসক্ত হইতে দেখিয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সুকেতু কৃপাচার্য্যকে প্রথমত নব শরে বিদ্ধ করিলেন। হে আর্য্য! তৎপরে তিনি তাঁহার ধনুঃশর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার সারথির মর্ম্মস্থান সকলেতেও শর-দ্বারা অত্যন্ত তাড়ন করিলেন। তাহাতে কৃপাচার্য্য ক্রোধাক্রান্ত হইয়া অপর এক সুদৃঢ় নূতন শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক ত্রিংশৎ শায়কে সুকেতুর সমুদয় মর্ম্মস্থান আহত করিলেন। শরাঘাতে সুকেতুর সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইল। তিনি, ভূমিকম্পে বৃক্ষ যেমন অত্যন্ত কম্পিত হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ উৎকৃষ্ট রথোপরি পতিত হইলেন। তাঁহার বিচলিত হইবার সময়ে কৃপাচার্য্য ক্ষুরপ্রাস্ত্রদ্বারা তদীয় দেহ হইতে উজ্জ্বল-কুণ্ডলালঙ্কৃত, উষ্ণীষভূষিত, শিরস্ত্রাণ-সমন্বিত মস্তকটি নিপাতিত করিলেন। হে অচ্যুত! শ্যেনপক্ষি-কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত আমিষের ন্যায় সেই মস্তক ভূমিতলে পতিত হইল, তাহার পর তাঁহার শরীরটিও বসুধা স্পর্শ করিল। মহারাজ! সুকেতু নিহত হইলে তাঁহার সেই অগ্রগামী সৈন্য সকল ত্রাসযুক্ত হইয়া সংগ্রামে কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে রাজেন্দ্র! এদিকে কৃতবর্ম্মা মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরে পরিবারিত করিয়া হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে “স্থির হও স্থির হও” এই কথা বলিতে এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। আমিষের নিমিত্ত ক্রোধান্বিত শ্যেনপক্ষি-দ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হয়, সংগ্রামে কৃতবর্ম্মা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই যুদ্ধ তদ্রূপ তুমুল হইয়া উঠিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে কুপিত হইয়া হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মাকে পীড়িত করত তাঁহার বক্ষঃস্থলে নব শর নিক্ষিপ্ত করিলেন। কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্তৃক সমরে দৃঢ়রূপে আহত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার রথ-সহ অশ্বগণকে শায়ক-সমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্ন রথের সহিত আচ্ছাদিত হইয়া, সজল-জলদজাল সমাচ্ছন্ন প্রভাকরের ন্যায় আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইলেন না। সেই সেনাপতি পাঞ্চাল-তনয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া কনকভূষণ বাণগণ-দ্বারা কৃতবর্ম্মার সেই শর সমস্ত অপাস্ত করিয়া দিয়া রণাঙ্গনে বিরাজমান হইতে লাগিলেন। তিনি ক্রোধাক্রান্ত হইয়া কৃতবর্ম্ম-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক সুদারুণ শস্ত্রবৃষ্টির সৃষ্টি করিলেন। কৃতবর্ম্মা সেই সুদারুণ শস্ত্র-সমূহকে সংগ্রামে সহসা সমাগত হইতে দেখিয়া অনেক সহস্র শর-দ্বারা তৎসমুদয় ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সমরে দুরাসদ শর-বর্ষণ নিবারিত হইল দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার

অভিমুখে ধাবিত হইয়া তাঁহারে বারিত করিলেন এবং তীক্ষ্ণধার ভল্ল-দ্বারা তাঁহার সারথিকে বল-পূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া দিলেন। সারথি নিহত হইয়া রথ হইতে পতিত হইল। বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে মহাবল শত্রুকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে কৌরবগণকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। অনন্তর আপনকার সেই যোধগণ ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অস্ত্রবেত্তা অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে শৌর্য্য-সম্পন্ন সাত্যকি ও দ্রৌপদী-কুমারগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বিবিধ প্রকার গতি, শিক্ষা ও লঘুহস্ততা প্রদর্শন-পূর্ব্বক শিলা-শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ ভয়ঙ্কর শর-নিকর বিকীর্ণ করিতে করিতে অভিধাবিত হইলেন, পরে দিব্যাস্ত্র-মন্ত্রিত শায়ক-সমূহ বর্ষণে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করত সমরে যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণ-তনয়ের শরজালে সমুদয় আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই আর জ্ঞান-গোচর হইল না। সেই বিস্তীর্ণ সমরক্ষেত্র যেন বাণময় হইয়া উঠিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সুবর্ণজাল-বিভূষিত শরজাল গগণতল আচ্ছন্ন করিয়া বিস্তারিত চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল প্রদীপ্ত শরজালে আবৃত হইলে তথায় যেন মেঘমণ্ডলের ছায়া হইয়া পড়িল। হে রাজন্! তৎকালে আমরা এই আশ্চর্য্য দেখিলাম যে, গগণতল তাদৃশ বাণময় হইলে কোন অন্তরীক্ষচর প্রাণী মহীতলে গতিবিধি করিতে পারিল না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাত্যকি ও অন্যান্য সৈন্যগণ প্রযত্নপরায়ণ হইয়াও পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাজ! মহারথেরা তথায় দ্রোণ-তনয়ের বিক্রম বিলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। সমুদয় নৃপগণ সেই প্রভাকর-সদৃশ প্রতাপশালী শূরবরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেই পারিলেন না।

অনন্তর সৈন্যগণ বধ্যমান হইতে থাকিলে, মহারথ দ্রৌপদী-তনয়গণ, সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ ও পাঞ্চাল-সকল একত্র মিলিত হইয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভয়াবহ দ্রোণ-পুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি সপ্তবিংশতি শিলীমুখে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সুবর্ণ-বিভূষিত সপ্ত নারাচ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠির সপ্ততি শরে, প্রতিবিন্ধ্য সপ্ত শায়কে, শ্রুতকর্ম্মা বাণ-ত্রয়ে, শ্রুতকীর্ত্তি সপ্ত বিশিখে, সুতসোম নব নারাচে, শতানীক সপ্ত শিলীমুখে এবং অন্যান্য বহুসংখ্য শূরগণ সর্ব্ব দিক্ হইতে তাঁহারে ভূরি ভূরি শরে বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! তাহাতে অশ্বত্থামা একান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া আশীবিষ-সদৃশ গর্জ্জন করিতে করিতে সাত্যকিকে শিলা-শাণিত পঞ্চবিংশতি শিলীমুখ-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন এবং শ্রুতকীর্ত্তিকে নব বাণে, সুতসোমকে পঞ্চ বাণে, শ্রুতকর্ম্মাকে অষ্ট বিশিখে, প্রতিবিন্ধ্যকে শায়ক-ত্রয়ে, শতানীককে নব শিলীমুখে, ধর্ম্ম-পুত্রকে পঞ্চ নারাচে ও অপরাপর শূর সকলের প্রত্যেককে দুই দুই শরে তাড়িত করিয়া পরিশেষে শাণিত শর-নিকর প্রহারে শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্রোণ-নন্দনকে প্রথমে শর-ত্রয়ে পরে নিশিত শায়ক-সমূহে বিদ্ধ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! তদনন্তর অমেয়াত্মা অশ্বত্থামা বাণ-বর্ষণ-দ্বারা সেই সৈন্যগণের সর্ব্ব দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহারে শরত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! তাহার পর ধর্ম্মনন্দন অন্য এক মহাচাপ গ্রহণ করিয়া সপ্ততি শায়ক-দ্বারা দ্রোণ-পুত্রের বাহু-দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর সাত্যকি ক্রোধ-পরবশ হইয়া সুতীক্ষ্ণ

অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-দ্বারা সমরে প্রহারকারী দ্রোণ-তনয়ের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক অতিশয় নিনাদ করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শক্তিশালীদিগের অগ্রগণ্য প্রতাপবান্ অশ্বত্থামা ছিন্নধন্বা হইয়া শক্তি প্রহারে সাত্যকির সারথিকে অবিলম্বে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন; পরে অন্য এক কার্ম্মুক লইয়া [illegible] বর্ষণ-দ্বারা সাত্যকিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলি-লেন। [illegible] রথের সারথি সমরে নিপাতিত হইলে শিনি-নন্দনের অশ্বগণ [illegible] পলায়িত হইয়া ইতস্তত ধাবিত হইতে দৃষ্ট হইল। এদিকে [illegible] যুধিষ্ঠিরের অগ্রযায়ী যোধগণ শাণিত শর-সমূহ বর্ষণ করি[illegible]ত করিতে সকল-শস্ত্রধারিপ্রবর অশ্বত্থামার অভিমুখে [illegible] ধাবমান হইল। বৈরি-তাপন দ্রোণ-নন্দন সেই ক্রোধপরীত-মূর্ত্তি [illegible]ধগণকে মহাসমরে সমাগত হইতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর, অগ্নি যেমন বন-মধ্যে শুষ্ক তৃণ দহন করে, সেইরূপ শর-রূপ শত-জ্বালা-বিশিষ্ট অগ্নিরূপ মহারথ অশ্বত্থামা সংগ্রামে সেনা-রূপ [illegible] তৃণ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! [illegible]মি যেমন নদীমুখ বিলোড়িত করে, তদ্রূপ দ্রোণ-পুত্র স্বীয় প্রতাপ-সহকারে পাণ্ডু-পুত্রের সেই বল-সকলকে বিক্ষুব্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সকলে অশ্বত্থামার পরাক্রম দর্শনে পাণ্ডব-পক্ষীয় বীর-সমুদয়কে তৎকর্ত্তৃক নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিল। অনন্তর যুধিষ্ঠির রোষ ও অমর্ষে পরি-পূর্ণ হইয়া সত্বরভাবে মহারথ অশ্বত্থামাকে বিদ্রূপ করত কহিলেন, অহে পুরুষশার্দ্দূল! তুমি যখন অদ্য আমাকেই নিহত করিবার অভিলাষ করি-তেছ, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার অন্তঃ-করণে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নাই। ব্রাহ্মণ দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা করিবেন, আর ক্ষত্রিয়েরা ধনুক ধরিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম; সেই ধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করায় তুমি নামে মাত্র ব্রাহ্মণ, কার্য্যে নহ। হে মহাবাহো! তোমার সমক্ষেই আমি কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিব; তুমি যে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রাহ্য নহ তাহাতে সন্দেহ নাই, অতএব সাধ্যানুসারে সমরোচিত কর্ম্ম কর।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর অশ্বত্থামা যেন ঈষৎ হাস্য করিলেন; যুধিষ্ঠিরের বাক্য যে যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ, তাহা সম্যক্-রূপে চিন্তা করিয়া আর কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। কোন কথা না বলিয়া তিনি পরিশেষে ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্তের প্রজাকুল-পীড়নের ন্যায় পাণ্ডু-নন্দনকে শর-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। হে আর্য্য! যুধিষ্ঠির দ্রোণ-পুত্র-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শর-নিকরে আচ্ছন্ন হইয়া তখন মহতী চমূ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শীঘ্রই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রণস্থল হইতে প্রস্থিত হইলে [illegible] মহামনা দ্রোণ-তনয় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির মহা-রণে অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রূরকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে স্থিরচিত্ত হইয়া [illegible]দীয় সৈন্যগণ-সমীপে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির-পলায়নে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, সূর্য্যনন্দন কর্ণ পাঞ্চাল, চেদি ও কৈকেয়-সৈন্যগণে পরিবৃত ভীমসেনকে স্বয়ং নিবারিত করিয়া শায়ক-সমূহ-দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন; পরে ভীমসেনের সাক্ষাতেই সমরে মহারথ চেদি, করূষ ও সৃঞ্জয়গণকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃকোদর রথসত্তম কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক তৃণ-মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় কৌরব-সৈন্য-মধ্যে প্রস্থান করিলেন। এদিকে কর্ণও সমরে মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় ও সৃঞ্জয় সৈন্যগণকে সহস্র সহস্র-সংখ্যায় নিহত করিতে থাকিলেন। এইরূপে ধনঞ্জয় সংশপ্তক-সৈন্য-মধ্যে, ভীমসেন কৌরব-সেনা-মধ্যে এবং মহারথ কর্ণ পাঞ্চাল যোধ-

গণ-মধ্যে বহুতর সৈন্য ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! আপনকার কুমন্ত্রণায় সেই ক্ষত্রিয়গণ সংগ্রামে ঐ অনল-তুল্য বীর-ত্রয়-কর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! অনন্তর আপনকার পুত্র অপরিমিত-বলশালী দুর্য্যোধন ক্রোধাসক্ত হইয়া নকুলকে ও তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয়কে নব শরে বিদ্ধ করিলেন; পরে পুনরায় ক্ষুর-নামক অস্ত্রাঘাতে সহদেবের কাঞ্চনময় ধ্বজ-দণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে নকুল ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে আপনকার পুত্রকে একবিংশতি শরে আহত করিলেন এবং সহদেবও তাঁহার প্রতি পঞ্চ বাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন। হে রাজন্! তখন দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পঞ্চ পঞ্চ শর প্রহারে সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধর-প্রবর ভরতশ্রেষ্ঠ যমজ ভ্রাতৃ-যুগলের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; পরে অপর দুই ভল্ল-দ্বারা সহসা তাঁহাদিগের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং একবিংশতি শরাঘাতে পুনরায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। সেই শূর-দ্বয় ইন্দ্রচাপ-সদৃশ সুদৃশ্য অপর উৎকৃষ্ট শরাসন-যুগল গ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে দেবপুত্র-যুগলের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! অনন্তর সেই সমর-সমুৎসুক ভ্রাতৃদ্বয়, ভূধরোপরি বর্ষণকারী মহামেঘ-যুগলের ন্যায়, ভ্রাতার প্রতি ঘোরতর শায়ক-সমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। মহারাজ! আপনকার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন তাহাতে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সেই মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডু-নন্দন-যুগলকে বাণজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সংগ্রামে তাঁহার কেবল মণ্ডলাকার শরাসন এবং সর্ব্ব দিকে বিনিঃসৃত শায়ক-সমস্ত বিলোকিত হইতে লাগিল। গগণে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন প্রভাহীন হন, সেইরূপ দুর্য্যোধনের শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া নকুল ও সহদেব প্রকাশশূন্য রহিলেন। মহারাজ! সেই শিলাশাণিত সুবর্ণপুঙ্খ বাণ সমস্ত তৎকালে প্রভাকরের কিরণ-সমূহের ন্যায়, দশ দিক্ আচ্ছাদিত করিল। সেইরূপে সমুদয় বাণময় এবং গগণতল আচ্ছন্ন হইলে পর নকুল-সহদেবের মূর্ত্তি সাক্ষাৎ কালান্তক যম-তুল্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরন্তু মহারথেরা আপনকার পুত্রের সেই পরাক্রম দেখিয়া মাদ্রী-তনয়-দ্বয়কে মৃত্যু-সমীপে উপনীত বলিয়াই অবধারণ করিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর যুধিষ্ঠিরের সেনাপতি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, যে স্থানে রাজা সুযোধন সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন; পরে শৌর্য্য-সম্পন্ন মহারথ নকুল সহদেবকে অতিক্রম করিয়া অবিশ্রান্ত শর-বর্ষণে আপনকার পুত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অত্যন্ত অসহনশীল অমেয়াত্মা পুরুষপ্রধান দুর্য্যোধনও অবলীলাক্রমে সেই পাঞ্চাল-তনয়কে পঞ্চবিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন; পরে অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার পঞ্চষষ্টি শায়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে আর্য্য! অনন্তর রাজা সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নের শর, শরাসন ও অঙ্গুলিত্রাণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন পাঞ্চালরাজ-নন্দন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া বেগে অপর এক ভার-সহ নূতন কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষত বিক্ষত দেহ, সুতরাং ক্রোধে লোহিত-নেত্র হইয়া বেগভরে যেন প্রজ্বলিত হইতে হইতে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি দুর্য্যোধনের বধেচ্ছু হইয়া গর্জ্জনকারী পন্নগ-সদৃশ পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষিপ্ত করিলেন। কঙ্ক ও ময়ূরের পুচ্ছে সুসজ্জিত সেই শিলাশাণিত নারাচনিচয় রাজার স্বর্ণময় বর্ম্ম ভেদ করিয়া বেগে বসুধা-গর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! আপনকার পুত্র অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বসন্তকালে বিকসিত সুমহান্ কিংশুক তরুর ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি নারাচ প্রহারে ছিন্নবর্ম্মা ও জর্জ্জরিত-দেহ হইয়া ক্রোধভরে একটা ভল্ল-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের

কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! অনন্তর মহীপতি সত্বর হইয়া দশ শর প্রহারে সেই ছিন্নধন্বা পাঞ্চাল-তনয়কে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে আহত করিলেন। মধুলিপ্সু মধুকরেরা যেমন প্রফুল্ল-পঙ্কজের শোভা উৎপাদন করে, তদ্রূপ কর্ম্মকার-পরিমার্জ্জিত সেই ভল্ল-সকল ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখমণ্ডল সুশোভিত করিল। মহামনা দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্নচাপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগে অন্য এক শরাসন ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে পঞ্চ ভল্ল-দ্বারা তিনি দুর্য্যোধনের অশ্ব-চতুষ্টয় ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া এক ভল্লে তাঁহার সুবর্ণ-পরিষ্কৃত শরাসন ছেদন করিলেন এবং অবশিষ্ট দশ ভল্ল-সহকারে তাঁহার পরিচ্ছদ-সহ রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজদণ্ড ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সমুদয় নরাধিপেরা দেখিলেন, কুরুপতির সুবর্ণাঙ্গদ-বিভূষিত সুদৃশ্য মণিময় মনোহর নাগ-ধ্বজ ছিন্ন হইয়া পড়িল। হে ভরত-কুল-তিলক মহীপাল! দুর্য্যোধন সমরে বিরথ হইলে এবং তাঁহার সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ছিন্ন হইয়া গেলে তদীয় সহোদর ভ্রাতৃগণ তাঁহারে প্রযত্ন-সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। দণ্ডধার তদবস্থান্বিত নরপতিকে রথোপরি আরোহণ করাইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই রণস্থল হইতে শীঘ্র লইয়া গেলেন।

এদিকে মহাবল কর্ণ সমরে সাত্যকিকে জয় করিয়া রাজার রক্ষণাভিলাষে দ্রোণ-হন্তা প্রখর-শরশালী ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সাত্যকিও সত্বর হইয়া তাঁহারে শর-সমূহে নিপীড়িত করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কোন মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের জঘনোপান্তে দন্ত-যুগল-দ্বারা আঘাত করিতে করিতে যায়, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে সাত্যকির গমন করাও তদ্রূপ হইল। হে ভারত! কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে ত্বদীয় সুমহাত্মা যোধগণের সেই মহাযুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। কর্ণ যখন ত্বরান্বিত হইয়া পাঞ্চালদিগের অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন আমাদিগের কি পাণ্ডব-পক্ষের কোন যোদ্ধাকেই পরাঙ্মুখ হইতে দেখা যায় নাই। হে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! মধ্যাহ্ন-কালের সেই অশুভ ক্ষণে উভয় পক্ষেরই বহুসংখ্য মনুষ্য হস্তী ও অশ্বগণের বিধ্বংস উপস্থিত হইল। তৎকালে পাঞ্চালেরা বিজয়াভিলাষী হইয়া, বিহঙ্গগণ যেমন বৃক্ষের নিকটে যায়, সেইরূপ সকলেই কর্ণের অভিমুখে সত্বর প্রধাবিত হইল। অধিরথ-তনয় কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাদৃশ যত্নপরায়ণ সেই মনস্বী বীরদিগকে বাণাগ্র-দ্বারা যেন সমাকীর্ণ করত ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, শুক্র, রোচমান ও দুর্জ্জয় সিংহসেনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বীরেরা সায়ক-সমূহ-বিসর্জ্জনকারী ক্রোধপরীত সমর-শোভী নরোত্তম কর্ণকে রথ-নিকরে পরিবেষ্টিত করিল। মহারাজ! মনুজশ্রেষ্ঠ প্রতাপবান্ রাধা-তনয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই অষ্ট শূর পুরুষকে অষ্ট-সংখ্য শাণিত শায়ক-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিমর্দ্দিত করিলেন; অনন্তর অপর বহুসহস্র যুদ্ধ-বিশারদ যোধগণকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! তিনি অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া সমরে অর্জ্জুন-তুল্য-কর্ম্মকারী মহারথ জিষ্ণু, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্র, চিত্রায়ুধ, হরি, সিংহকেতু, রোচমান ও শলভকে এবং চেদিদিগেরও মহারথগণকে নিপাতিত করিলেন। কর্ণ যখন তাহাদিগের প্রাণ হরণ করেন, তখন রক্তাক্ত-কলেবর রুদ্রদেবের ন্যায় তাঁহার শরীরটি অতিশয় উগ্র ও তেজঃপুঞ্জ হইয়াছিল। হে ভারত! তৎকালে মাতঙ্গগণ কর্ণ-নিক্ষিপ্ত শর-সমূহে তাড়িত ও ভীত হইয়া রণস্থলে অতিশয় আকুলভাব বিস্তার করত সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অপর কতকগুলি হস্তী কর্ণ-শায়কে তাড়িত হইয়া বিবিধ প্রকারে নিনাদ করত বজ্র-বিদারিত পর্ব্বত সকলের ন্যায় পৃথিবীতলে পতিত হইল। কর্ণ যে পথে গমন করিতেছিলেন, তথাকার ভূভাগ, সর্ব্ব দিকে নিপতিত বহু সংখ্য অশ্ব

গজ রথ ও মনুষ্যগণ-দ্বারা সমাস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। সমরে সূতনন্দন যাদৃশ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ বা আপনকার অন্য কোন যোধগণ, কেহই তাদৃশ ভয়াবহ কর্ম্ম করিতে পারেন নাই। হে নর-ব্যাঘ্র! তিনি নরাশ্ব রথ কুঞ্জর-নিকরে অত্যন্ত বি-মর্দ্দন করিয়াছিলেন। সিংহকে যেমন মৃগযূথ-মধ্যে নির্ভয়-চিত্তে বিচরণ করিতে দেখা যায়, কর্ণ পা-ঞ্চালগণের মধ্যে সেইরূপ অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কেশরী যেমন হরিণ সকলকে ত্রাসযুক্ত করিয়া দশ দিকে ধাবমান করে, কর্ণ পাঞ্চালদিগের রথ-সমুদায়কে তদ্রূপ বিদ্রাবিত করি-লেন। মৃগেরা যেমন সিংহের মুখে পড়িয়া কখনই জীবিত থাকে না, সেইরূপ মহারথগণ কর্ণের সন্নি-হিত হইয়া আর জীবিত রহিল না। হে ভারত! মনুষ্যগণ যেমন প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইয়া দগ্ধ হয়, সেইরূপ সৃঞ্জয়েরা সমরে কর্ণানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। কর্ণ আপনার নাম শুনাইয়া একাকী পাঞ্চাল ও চেদিদিগের মধ্যে শূর-সম্মত বহুল যোধগণকে নিহত করিলেন। হে রাজন্! কর্ণের বিক্রম দেখিয়া আমার এরূপ মনে হইল, পাঞ্চালদিগের মধ্যে এক জনও সমরে জীবিত থাকিতে অধিরথ-তনয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না।

সূতনন্দন যখন মহারণে পুনঃপুন পাঞ্চাল সৈন্য-গণকে নিহত করিতে লাগিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে একান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে আর্য্য! তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী-তনয়গণ ও অন্যান্য শত শত ব্যক্তিও অমিত্রহন্তা কর্ণকে পরিবেষ্টিত করিলেন। শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, নকুল-নন্দন, জনমেজয়, সাত্যকি ও বহু-সংখ্য প্রভদ্রক সৈন্য, অমিততেজস্বী এই সমস্ত বীরগণ সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নের অগ্রসর হইয়া কর্ণের প্রতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করত বিরাজিত হইলেন। পন্নগগণের প্রতি আক্রমণকারী গরুড়ের ন্যায়, কর্ণ একাকী যুদ্ধস্থলে সেই বহুসংখ্য চেদি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রমণ করিলেন। মহারাজ! পূর্ব্বে দানবগণের সহিত দেবতাদিগের যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, উক্ত বীরবর্গের সহিত কর্ণের তাদৃশ ঘোরতর সমর হইল। দিবাকর যেমন অন্ধ-কার নষ্ট করেন, তদ্রূপ কর্ণ একাকী শর-সমূহ-বর্ষণকারী সেই সমবেত মহাধনুর্দ্ধরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন।

রাধেয় পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইলে, ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমদণ্ড-সদৃশ শর-সমূহ-বর্ষণে কৌরবগণকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর একাকী সংগ্রামে বাহ্লীক কেকয় মৎস্য বসাতি মদ্র ও সিন্ধুদেশীয় সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করত বিস্তর শোভা পাইলেন। ঐ যুদ্ধে হতা-রোহী গজগণ ভীমসেনের নারাচ-নিচয়ে মর্ম্মস্থানে তাড়িত হইয়া পতিত হইতে হইতে মেদিনীমণ্ডল-কে কম্পিত করিতে লাগিল। হতারোহ অশ্বগণ ও পত্তি-সকল বিদারিত-দেহ ও গতপ্রাণ হইয়া অনবরত রুধির বমন করত সমর-শয্যায় শয়ন করিতে থাকিল। সহস্র সহস্র রথী ভীম-ভয়ে পতিতায়ুধ ও গতাসু হইয়া ক্ষত বিক্ষত-শরীরে ক্ষিতিতলে পতিত রহিয়াছে, দৃষ্ট হইল। ভীম-সেনের শরাঘাতে ছিন্ন-দেহ বহুসংখ্য রথী, সাদী, সারথি, পদাতি ও গজ-বাজিগণ-দ্বারা বসুধাতল আচ্ছন্ন হইল। হে রাজন্! দুর্য্যোধনের সেই সমু-দয় বল ভীমসেন-ভয়ে বিহ্বল, নিরুৎসাহ ও বিদীর্ণ-দেহ হইয়া যেন স্তম্ভিতভাবে অবস্থিত রহিল। সেই মহারণে চেষ্টা-শূন্য হইয়া কুরু-সৈন্য নিতান্ত দৈন্য-দশাপন্ন বলিয়া প্রতীত হইল। হে রাজেন্দ্র! যে কালে জল নির্ম্মল থাকে, তখন সাগর যেমন নিশ্চল হয়, আপনকার সেই বল তদ্রূপ নিশ্চলভাবে অব-স্থিতি করিতে লাগিল। দুর্য্যোধনের সেই ক্রোধ-বীর্য্যবল-সমন্বিত প্রভূত সৈন্য তৎকালে দর্প হইতে ভ্রংশিত হওয়ায় প্রভা-শূন্য হইয়া পড়িল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত উভয় সৈন্য রুধির-

ধারায় পরিপ্লুত ও আর্দ্র হইল, তথাপি পরস্পর হতাহত করত পরস্পর সন্নিধানে গমন করিতে লাগিল। রণস্থলে এক দিকে ক্রোধ-পরবশ সূত-নন্দন পাণ্ডবদিগের বাহিনীকে এবং অন্য দিকে ভীমসেন কুরু-সৈন্য সকলকে বিদ্রাবিত করত বিস্তর শোভা পাইতে লাগিলেন।

সেইরূপ অদ্ভুত-দর্শন ঘোরতর প্রচণ্ড সংগ্রাম হইতে থাকিলে, বিজয়িশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন বাহিনী-মধ্যে বহুসংখ্য সংশপ্তকগণকে নিহত করিবার পর বাসু-দেবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যে সৈন্যের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা ত এই প্রভগ্ন হইল। ঐ দেখ, মৃগগণ যেমন সিংহ-শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ সংশপ্তক মহারথেরা আমার বাণ-সকল সহিতে না পারিয়া স্বগণ-সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতেছে। মহারণে সৃঞ্জয়দিগের মহৎ সৈন্যও প্রভগ্ন হই-তেছে। হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, ধীমান্ কর্ণ রাজ-সৈন্য-মধ্যে বিচরণ করিতেছেন; তাঁহার হস্তিকক্ষা-চিহ্নিত রথকেতু বারংবার দৃষ্ট হইতেছে। আমাদিগের অন্য মহারথেরা সমরে কর্ণকে জয় করিতে সমর্থ নহেন। পরাক্রম বিষয়ে কর্ণ যেরূপ বীর্য্যবান্, তাহা তোমার বিদিত আছে। অতএব ঐ বীরপুরুষ যে স্থানে আমাদিগের বল সকল বিদ্রাবিত করিতে-ছেন, তথায় চল। হে কৃষ্ণ! এক্ষণে সংগ্রামে সংশপ্তকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মহারথ সূত-পুত্রের নিকটে যাও, ইহাই আমার অভিমত হই-তেছে; সম্প্রতি তোমার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই কর। অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া গোবিন্দ যেন হাস্য করত তাঁহারে কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি অবি-লম্বে কৌরবগণকে বিনষ্ট কর।

অনন্তর গোবিন্দ-পরিচালিত হংসবর্ণ হয়গণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বহন করত ত্বদীয় মহাসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিল। কেশবের প্রেরিত সেই স্বুবর্ণ-ভূষিত শ্বেতবর্ণ অশ্ব সকল ত্বদীয় বল-মধ্যে প্রবেশ করাতে তাহার চতুর্দ্দিক্ ভগ্ন হইয়া পড়িল। সেই কপিধ্বজ রথ মেঘ-গর্জ্জন-তুল্য ঘোরতর নির্ঘোষ করত, বিমান যেমন আকাশ-পথে গমন করে, তদ্রূপ পতাকা উড্ডীন করিতে করিতে ত্বদীয় সেনার অভ্যন্তরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। সেই মহাদ্যুতি কেশব ও অর্জ্জুন ভবদীয় মহাসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক রোষাবেশে লোহিত-নেত্র হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। যাজ্ঞিকেরা বিধি-পূর্ব্বক আহ্বান করিলে দেবশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার-দ্বয় যেমন যজ্ঞস্থলে আগমন করেন, তদ্রূপ সেই সমরশৌণ্ড কেশবার্জ্জুন সমাহূত হইয়া সমর-যজ্ঞে সমাগত হইলেন। সেই নরব্যাঘ্র-দ্বয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া, মহাবন-মধ্যে তল-শব্দে রোষা-বিষ্ট মাতঙ্গ-যুগলের ন্যায়, বেগ-বিশিষ্ট হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন রথ-সৈন্য ও অশ্ব-সমূহ বিলোড়ন করত, পাশ-হস্ত কৃতান্তের ন্যায়, সেনা-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সংগ্রামে তাঁ-হাকে আপনকার সেনা-মধ্যে বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় সংশপ্তক-সৈন্য-গণকে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ! অনন্তর সংশ-প্তক মহারথেরা এক সহস্র রথ, তিন শত হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র তুরঙ্গ ও দুই লক্ষ বিখ্যাত লক্ষ্যবেধী শৌর্য্য-সম্পন্ন ধনুর্দ্ধারী পদাতিক সৈন্যের সহিত মহাসমরে সর্ব্ব দিক্ হইতে শর-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। পরবল-বিমর্দ্দনকারী ধনঞ্জয় সংগ্রামে শায়ক-সমূহে আচ্ছাদিত হইয়া আপনাকে পাশ-হস্ত অন্তকের সমান অতিশয় ভয়-ঙ্কর-মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিলেন এবং সংশপ্তক-সৈন্য-গণের নিধন সাধন করত রমণীয়-দর্শন হইয়া উঠি-লেন।

অনন্তর কিরীটী বিদ্যুৎ-সদৃশ-প্রভাশালী স্বুবর্ণ-বিভূষিত বাণজালে সমুদয় আকাশমণ্ডল এরূপ আচ্ছন্ন করিলেন, যেন তাহাতে আর কিছুমাত্র

স্থান রহিল না। হে প্রভো! অর্জ্জুন-ভুজ-নির্ম্মুক্ত অনবরত সমাপতিত মহাশর-সমূহে সমস্ত নভো-মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া এরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল, যেন ভুজঙ্গ-নিচয়ে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। ফলত মহাত্মা অর্জ্জুন সর্ব্ব দিকেই সুবর্ণ-পুঙ্খ সুতীক্ষ্নাগ্র সন্নতপর্ব্ব শর-সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার তল-শব্দ শ্রবণে সকলে এইরূপ জ্ঞান করিল যে, মহীতল, আকাশমণ্ডল, দিক্-সকল সমুদ্র-সমুদয় অথবা পর্ব্বত-নিচয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। মহারথ কুন্তী-তনয় সংশপ্তকদিগের দশ সহস্র সৈন্য নিহত করিয়া প্রপক্ষাভিমুখে সত্বর প্রধাবিত হইলেন এবং কাম্বোজদিগের পরিরক্ষিত সেই প্রপক্ষ-সৈন্যের সন্নিহিত হইয়া, বাসব যেমন দানব-দল দলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বল-পূর্ব্বক বাণ-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা তাহাদিগকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্লপ্রহারে আততায়ী শত্রুগণের শস্ত্র-যুক্ত পাণি, বাহু, জঙ্ঘা ও মস্তক-সমস্ত অবিলম্বে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহারা নিরায়ুধ হইয়া ছিন্ন অঙ্গ ও অঙ্গাবয়ব-সকলের সহিত, প্রবল-বাত-ভগ্ন বহুশাখান্বিত বৃক্ষ-সমুদায়ের ন্যায়, ভূমিতলে পতিত হইল।

অর্জ্জুন এইরূপে অশ্ব গজ রথ ও পদাতি-সমূহ সংহারে প্রবৃত্ত হইলে সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার প্রতি নিরন্তর শর-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি শর-বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-দ্বয়-দ্বারা তাঁহার পরিঘ-তুল্য বাহু-যুগল এবং ক্ষুর-বাণপ্রহারে পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বদনান্বিত মস্তকটি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি নিহত ও অতিমাত্র রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া বাহন-পৃষ্ঠ হইতে বজ্র-বিদারিত মনঃশিলা শৈল-শিখরের ন্যায় পতিত হইলেন। দর্শকেরা সুদক্ষিণের সেই কনিষ্ঠ সহোদর উন্নত-দেহ কমল-নেত্র কাঞ্চন-স্তম্ভ-সদৃশ অতিশয় প্রিয়দর্শন কাম্বোজ-নন্দনকে বিদীর্ণ সুবর্ণ-শিখরীর ন্যায় নিপাতিত দেখিল।

অনন্তর পুনরায় অত্যন্ত অদ্ভুত ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল এবং সেই সংগ্রামে যাহারা যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগেরও নানা প্রকার অবস্থা ঘটিল। মহারাজ! তৎকালে কাম্বোজ, যবন ও শকদিগের অশ্বগণ অর্জ্জুনের এক এক শরে নিহত ও রুধিরাক্ত হইতে থাকিলে সকল স্থান যেন রক্ত-ময় হইল। রথ সকলের অশ্ব ও সারথি, অশ্ব ও গজ-সকলের আরোহী এবং মহামাত্র সকলের মাতঙ্গগণ অনবরত নিহত হইতে লাগিল; এইরূপে পরস্পর ঘোরতর জন-ক্ষয় করিল। বিজয়িশ্রেষ্ঠ সব্যসাচী ধনঞ্জয় সেই পক্ষ ও প্রপক্ষ নিহত করিতে থাকিলে অশ্বত্থামা, স্বকীয় কিরণধারী প্রভাকরের ন্যায়, ঘোরতর শর-নিকর ধারণ ও সুবর্ণ-বিভূষিত বিশাল শরাসন বিঘূর্ণিত করত তাঁহার নিকটে সত্বর ধাবমান হইলেন। মহারাজ! তিনি ক্রোধ ও অমর্ষভরে বিচলিত-মুখমণ্ডল ও লোহিত-নয়ন হইয়া, অন্তকালে কিঙ্করাখ্য দণ্ডধারী ক্রোধাক্রান্ত কৃতান্তের ন্যায়, বিরাজিত হইতে লাগিলেন; পরে উগ্রতর শর-সমূহ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই নিক্ষিপ্ত-বিশিখপুঞ্জ-প্রহারে পাণ্ডবী সেনা পলাইতে লাগিল। হে রাজন্! তিনি রথস্থ বাসুদেবকে দেখিবামাত্র পুনরায় উগ্রতর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! দ্রৌণি-নিক্ষিপ্ত শায়ক সকল চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে থাকিলে, রথস্থিত কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় উভয়েই সম্পূর্ণ-রূপে আচ্ছাদিত হইলেন। অনন্তর প্রতাপবান্ অশ্বত্থামা তীক্ষ্ণতর শর-শত-দ্বারা মাধব ও পাণ্ডবকে সমরে চেষ্টা-শূন্য করিয়া ফেলিলেন। তখন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় লোকই সেই চরাচরের রক্ষক-দ্বয়কে বাণজালে আচ্ছাদিত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। অদ্য লোক সকলের কিরূপে মঙ্গল হইবে! এইরূপ চিন্তা করত সিদ্ধ ও চারণগণ সর্ব্ব দিক্ হইতে সমাপতিত হইতে থাকিল। হে রাজন্! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংগ্রামে সমাচ্ছাদিত করিবার সময়ে অশ্বত্থামা যাদৃশ পরাক্রম

প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে আর কখন তাঁহার তাদৃশ বিক্রম বিলোকন করি নাই। সিংহ গর্জ্জন করিতে থাকিলে যেরূপ শব্দ হয়, সমরে দ্রোণ-নন্দনের বিপক্ষকুল-ভয়াবহ সেইরূপ শরাসন-শব্দ বারংবার শ্রবণ করিলাম। তিনি যখন বাম ও দক্ষিণ উভয় দিকেই শররাজি বিসর্জ্জন করত সংগ্রামে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সেই মৌর্ব্বী ও জলধর-মধ্যবর্ত্তিনী সৌদামিনীর ন্যায় দীপ্তি-শালিনী হইতেছিল। হে রাজন্! সমরে তাঁহার শরীর এরূপ দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অর্জ্জুন তাদৃশ ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়হস্ত হইলেও সেই দ্রোণ-তনয়কে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক অতিশয় মোহ প্রাপ্ত হইয়া পরে মনে করিলেন 'ঐ সুমহাত্মা আমার বিক্রম হরণ করিয়া লইয়াছেন'।

হে রাজেন্দ্র! অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের এবম্বিধ মহাযুদ্ধ হইবার সময়ে মহাবল দ্রোণ-পুত্র বর্দ্ধমান এবং কুন্তীনন্দন হীয়মান হইতে থাকিলে কৃষ্ণের অন্তঃকরণে রোষের সমাবেশ হইল। তিনি রোষ-ভরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সং-গ্রামে অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনকে লোচন-দ্বারা যেন নিঃশেষে দগ্ধ করত বারংবার অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ক্রোধাবিষ্ট কৃষ্ণ তখন সপ্রণয়-সম্ভাষণে ধনঞ্জয়কে সম্বোধিয়া কহিলেন, পার্থ! অদ্য সমরে আমি তোমার পক্ষে ইহা অতি-শয় অদ্ভুত দেখিতেছি যে, দ্রোণ-পুত্র তোমারে যুদ্ধে অতিক্রম করিতেছেন। হে ভরতনন্দন অর্জ্জুন! তোমার পূর্ব্বের মত বীর্য্য ও বাহুবল বিদ্যমান আছে ত? তোমার হস্তে গাণ্ডীব রহিয়াছে ত? তুমি রথোপরি অবস্থিতি করিতেছ ত? তোমার বাহু-যুগল কুশলী আছে ত? তোমার মুষ্টি বিশীর্ণ হইয়া যায় নাই ত? আমি যে দ্রোণ-তনয়কে সমরে তোমার অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রম প্রকাশ করি-তে দেখিতেছি, ইহার কারণ কি, বুঝিতে পারি না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ কৌন্তেয়! উহাঁকে গুরুপুত্র বলিয়া মান্য করত উপেক্ষা করিও না; এ উপেক্ষা করি-বার সময় নহে।

কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে অর্জ্জুন ত্বরা প্রকাশ করি-বার সময়ে সত্বর হইয়া চতুর্দ্দশ ভল্ল গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্বত্থামার শরাসন, ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি ও গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং বৎসদন্ত বাণ-সমূহ-দ্বারা তাঁহার স্কন্ধ-সন্ধিস্থলে অতিশয় প্রহার করিলেন। তাহাতে অশ্বত্থামা অতিমাত্র মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পরে ধ্বজ-যষ্টি অবলম্বন করিলেন। মহারাজ! তখন সারথি তাঁহাকে শত্রু-কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত ও অচেতন দেখিয়া ধনঞ্জয় হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রণস্থল হইতে লইয়া গেল। ইত্যবসরে শত্রুতাপন ধনঞ্জয় আপনকার সেই বীর পুত্রের সাক্ষাতেই ভবদীয় সৈন্যকে শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিহত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনকার কুমন্ত্রণাতেই শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে ভবদীয় যোধগণের এইরূপ ক্রূরতর ভয়ঙ্কর আঘাত ও বিধ্বংস হইয়াছিল! অর্জ্জুন সংশপ্তকদিগকে, বৃকোদর কুরুগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চাল সকলকে ক্ষণকাল-মধ্যে সমরে নিপীড়িত করিলেন। মহা-রাজ! বীরবর-বিধ্বংসকর সেইরূপ ঘোরতর সমর হইতে থাকিলে, সর্ব্ব দিকে অগণ্য কবন্ধগণ উত্থিত হইল। হে ভরতসত্তম! তৎকালে যুধিষ্ঠির প্রহারে প্রহারে অতিশয় বেদনা-যুক্ত হইয়া রণস্থল হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সঙ্কুল-যুদ্ধে ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য ভূপাল সকলের সন্নিহিত হইয়া বলিলেন "কর্ণ! এই অবারিত স্বর্গদ্বার যদৃ-চ্ছাক্রমে সংপ্রাপ্ত হইয়াছে; সুখভাজন ক্ষত্রিয়ের-রাই ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন। হে রাধেয়!

সমরস্থলে আত্ম-সদৃশ শৌর্য্য-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিলে শূর সকলের ইষ্ট লাভ হয়; সম্প্রতি তাহাই সমুপস্থিত হইয়াছে। তোমরা হয় পাণ্ডবগণকে সংগ্রামে বিনষ্ট করিয়া সুসমৃদ্ধ মহী-মণ্ডল লাভ করিবে, না হয় বিপক্ষ-কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হইবে।" প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল।

দুর্য্যোধনের বল সকল সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত হইলে পর, অশ্বত্থামা ভবদীয় যোধগণকে তখন অধিকতর হর্ষযুক্ত করত কহিলেন, হে নৃপগণ! সমুদয় সৈন্যের প্রত্যক্ষে, বিশেষত আপনাদিগের সাক্ষাতে, আমার পিতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছিল। আমি সেই অসহ্য রোষে এবং মিত্রের উপকারার্থে আপনাদিগের নিকটে সত্য করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার সেই কথা আপনারা শ্রবণ করুন। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত না করিয়া গাত্রের কবচ পরিত্যাগ করিব না। এই প্রতিজ্ঞা যদি মিথ্যা হয়, তবে আমার স্বর্গ লাভ হইবে না। ভীমসেন, অর্জ্জুন বা অন্য কোন যোদ্ধা যদি সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে আমার প্রতিকূলে আইসে, আমি তাহাদিগের সকলকেও প্রমথিত করিব; ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

অশ্বত্থামা এইরূপ কহিলে, সমুদয় কৌরব-সৈন্য সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং পাণ্ডব-সৈনিকেরাও তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। হে ভারত! মহাত্মা রথযূথপতি-গণের সেই মহাপ্রলয়-সদৃশ মোহ-সাধন সমাগম কুরু ও সৃঞ্জয়গণের অগ্রে লোক-বিধ্বংসে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর সমরে সম্প্রহার প্রবৃত্ত হইলে, দেব-গণ ও অপ্সরোগণের সহিত সমগ্র প্রাণিবর্গ নর-প্রবীরগণের দর্শনাভিলাষে সমবেত হইল। অপ্সরো-গণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া, রণস্থলে স্বকর্ম্ম-সমাধাকারী প্রধান প্রধান বীরপুরুষগণকে দিব্য মাল্য, বিবিধ গন্ধ দ্রব্য ও বহুবিধ মনোহর রত্নরাশি-দ্বারা আকীর্ণ করিতে লাগিল। সমীরণও সেই সুগন্ধ-সেবনার্হ সমুদয় যোধপ্রবরগণকে সেবা করিতে লাগিলেন। যোধগণ পবন-নিষেবিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিহত করত ধরণীতলে নিপতিত হইতে থাকিল। সেই যোধপ্রবর-নিকরে বিচিত্রিতা সমর-ভূমি দিব্য পুষ্প ও সুবর্ণপুঙ্খ বিচিত্র শর-সমূহে সমাকীর্ণা হইয়া নক্ষত্র-চয়-বিচিত্রিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর অন্তরীক্ষ হইতে সমাগত সাধুবাদ, বিবিধ বাদিত্র নিনাদ, জ্যা-শব্দ ও রথ-চক্র-নির্ঘোষে নিনাদিত হইয়া সেই সংগ্রামস্থল অতিশয় সমাকুল হইয়া উঠিল।

অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞায় সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥
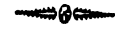
সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন, অর্জ্জুন ও কর্ণ ক্রোধাক্রান্ত হইলে, ক্ষিতিপালগণের এবম্বিধ সুমহান্ সংগ্রাম হইয়াছিল। অর্জ্জুন দ্রোণ-তনয় ও অন্যান্য মহারথ সকলকে জয় করিয়া বাসু-দেবকে এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো কৃষ্ণ! ঐ দেখ, পাণ্ডবী সেনা পলায়ন-পরায়ণা হইতেছে এবং কর্ণও মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছেন। হে যোধবরশ্রেষ্ঠ দাশার্হ! আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-কেও দেখিতে পাইতেছি না; তাঁহার রথ-ধ্বজও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। হে জনার্দ্দন! দিবসের তিন ভাগের এক ভাগ-মাত্র অবশিষ্ট আছে; এখন ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য-মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধও করিতেছে না; অতএব তুমি আমার প্রিয় কার্য্য সাধন করত, যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির আছেন, তথায় চল। হে বৃষ্ণি-নন্দন! সমরে ধর্ম্মপুত্রকে অনুজবর্গের সহিত কুশলী দেখিয়া আমি পুনরায় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব।

অনন্তর, হরি ধনঞ্জয়ের কথাক্রমে রথ লইয়া, যে

স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, তথায় শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। এদিকে মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন মহারথ সৃঞ্জয়গণ একমাত্র মৃত্যুকে সমরে নিবৃত্তি-হেতু স্থির করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে লোকক্ষয় হইতে থাকিলে, গোবিন্দ সেই সংগ্রাম-ভূমি অবলোকন করত সব্যসাচীকে কহিলেন, হে ভরত নন্দন কৌন্তেয়! দুর্য্যোধনের নিমিত্তে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়গণের কি মহাভয়ঙ্কর দারুণ বিধ্বংস হইতেছে দেখ! ঐ দেখ, মহাসমরে মৃত ধনুর্দ্ধরগণের সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন, মহামূল্য তূণ, সুবর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ-সদৃশ তৈল-মার্জ্জিত নারাচ, গজদন্ত-নির্ম্মিত-মুষ্টি বিশিষ্ট সুবর্ণ-পরিষ্কৃত খড়্গ, হেম-খচিত চর্ম্ম, কাঞ্চন-নির্ম্মিত প্রাস, কনক-ভূষিত শক্তি, স্বর্ণপট্ট-নিবদ্ধ মহতী গদা, কাঞ্চনময় ঋষ্টি, হেমালঙ্কৃত পট্টিশ, সুবর্ণ-চিত্রিত-দণ্ড-বিশিষ্ট পরশু, লৌহকুন্ত, গুরুতর মুষল, বিচিত্র শতঘ্নী, বিপুল পরিঘ, চক্র ও তোমর সমস্ত ইতস্তত পতিত রহিয়াছে। জয়াভিলাষী বলশালী যোধগণ নানাবিধ শস্ত্র সমস্ত হস্তে লইয়া গতাসু হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, গদাঘাতে বিমথিত-গাত্র, মুষলপ্রহারে বিভিন্ন-মস্তক এবং গজ-বাজি-রথ-নিকরের ঘর্ষণে বিমর্দ্দিত-দেহ সহস্র সহস্র যোদ্ধা পতিত রহিয়াছে। হে শত্রুনাশন! মনুষ্য অশ্ব ও গজ সকলের শর শক্তি ঋষ্টি পট্টিশ খড়্গ পরিঘ প্রাস লৌহকুন্ত পরশু-প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র-সমূহে বিচ্ছিন্ন ও শোণিত-প্রবাহে পরিপ্লুত বহুল মৃতদেহ-নিকরে রণভূমি সকল আচ্ছন্ন হইয়াছে। হে ভারত! অঙ্গদকেয়ূরাদি-সুবর্ণালঙ্কার-বিভূষিত, চন্দন-চর্চ্চিত, তলত্র-যুক্ত বাহু-সমুদায়ে রণস্থলী দীপ্তি পাইতেছে। বৃষভনেত্র শূর সকলের ইতস্তত পতিত অঙ্গুলিত্রযুক্ত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, গজশুণ্ড-সদৃশ বিচ্ছিন্ন ঊরু এবং উৎকৃষ্ট-চূড়ামণি-নিবদ্ধ কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সমস্ত-দ্বারা বসুন্ধরা বিরাজমানা রহিয়াছে। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! জ্বালা নির্ব্বাণ হইলে অগ্নি যেরূপ হয়, তাদৃশ রূপ-বিশিষ্ট, রুধির-বিলিপ্ত, ছিন্ন-কন্ধর ও ছিন্ন-কলেবর কবন্ধগণ-দ্বারা রণভূমির বিচিত্র শোভা হইয়াছে। ঐ দেখ, কনক-কিঙ্কিণী-মালা-পরিবৃত মনোহর রথ সকল বহুধা ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে; অশ্বগণ শরাঘাতে নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে পড়িয়া আছে এবং রথের তল, তূণীর, নানাবিধ ধ্বজ পতাকা, রথিদিগের মহাশঙ্খ ও শ্বেতবর্ণ চামর সমস্তও সর্ব্বত্র পতিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, পর্ব্বত-তুল্য মাতঙ্গগণ জিহ্বা নির্গত করিয়া শয়ান আছে; বিচিত্র বৈজয়ন্তী, নিহত অশ্ব গজ, বারণগণের পৃষ্ঠাস্তরণ-ভূত বিদারিত বিচিত্র চর্ম্ম ও কম্বল, বিচিত্র রূপ কুথ, নিপাতিত বিশাল মাতঙ্গগণের পেষণে বহু খণ্ডে বিচ্ছিন্ন ঘণ্টা, বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত-দণ্ডযুক্ত ভূতল-পতিত মনোহর অঙ্কুশ, অশ্ববারদিগের করাগ্রে নিবদ্ধ স্বর্ণমণ্ডিত কশা, ঘোটকগণের কাঞ্চন-পরিষ্কৃত, রঙ্কুচর্ম্ম-নির্ম্মিত ধরাতল-পতিত নানাবিধ বিচিত্র পৃষ্ঠাস্তরণ, নরেন্দ্রগণের চূড়ামণি, বিচিত্র কাঞ্চন হার, ছত্র, চামর ও ব্যজন সকল সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ রহিয়াছে এবং বীরগণের শোভন-বচনশালী চন্দ্র ও নক্ষত্র-তুল্য দীপ্তি-সম্পন্ন চারুকুণ্ডল-অলঙ্কৃত শ্মশ্রুযুক্ত বদন-সমূহে শোণিত-কর্দ্দমা রণভূমি আচ্ছন্না হইয়া আছে। হে বিশাম্পতে! দেখ, অপর কতকগুলি যোদ্ধা সজীব থাকিয়া সর্ব্ব দিকে অব্যক্ত শব্দ করিতেছে; তাহাদের জ্ঞাতিগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তথায় মিলিত হইয়া পুনঃপুন রোদন করত বারংবার তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। অপর কতকগুলি যোধগণ গতপ্রাণ হইলেও, জয়াভিলাষী অতিশয় ক্রোধাক্রান্ত বিপক্ষ-বীরেরা তাহাদিগকে শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে গমন করিতেছে। সমর-পতিত শৌর্য্য-সম্পন্ন জ্ঞাতিগণ জল প্রার্থনা করায় অন্য কতকগুলি সৈনিক পুরুষ স্থানে স্থানে ধাবমান হইতেছে। হে অর্জ্জুন! কতকগুলি সৈনিক জলের নিমিত্তে গিয়াছে, এদিকে অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ

করিয়াছে; যাহারা জল আনিতে গিয়াছিল, সেই শূর পুরুষেরা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বিচেতন দেখিয়া জল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরস্পর আক্ষেপ করত ধাবমান হইতেছে। হে নরশ্রেষ্ঠ ভরতনন্দন! ঐ দেখ, কতকগুলি সৈনিক জল পান করিয়া এবং কেহ কেহ পান করিতে করিতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে; বান্ধব-প্রিয় অন্য কতকগুলি যোদ্ধা প্রিয় বান্ধবগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহারণে নানা স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে এবং অপরে ওষ্ঠ-পুট সংদংশন করত ভ্রূকুটী-কুটিল-বদনে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে।

কৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিতে কহিতে, যে স্থানে যুধিষ্ঠির ছিলেন, তথায় যাইতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনও মহাসমরে নৃপতির দর্শনার্থে গোবিন্দকে "চল চল" এই বলিয়া পুনঃপুন প্রেরণ করিতে থাকিলেন। অনন্তর মধুবংশ-চূড়ামণি কৃষ্ণ সত্বরভাবে অর্জ্জুনকে সেই যুদ্ধভূমি দেখাইয়া তাঁহারে ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন 'পার্থ! ঐ রাজাকে অবলোকন কর; ঐ দেখ, ভূপালেরা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইতেছেন এবং কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় মহারণে অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন যুদ্ধার্থে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন এবং যাঁহারা পাঞ্চাল সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবদিগের প্রধান সৈনিক, ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি সেই বীরেরা তাঁহার সঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছেন। পার্থেরা যুদ্ধস্থলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় সুবিপুল শত্রুবল ভগ্ন করিয়া দিতেছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, কর্ণ পলায়ন-পরায়ণ কৌরবগণকে নিবারিত করিতেছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বেগে কৃতান্ত-প্রতিম এবং পরাক্রমে ইন্দ্র-তুল্য শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ঐ প্রস্থান করিতেছেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে সংগ্রামে প্রধাবিত দেখিয়া তাঁহার অনুধাবন করিতেছেন। ঐ দেখ, সৃঞ্জয়গণ হত হইতেছে।

হে রাজন্! সুদুর্দ্ধর্ষ বাসুদেব এই সমুদয় বৃত্তান্ত কিরীটীকে বিস্তারিত-রূপে কহিলেন। অনন্তর ঘোরতর মহাসংগ্রাম প্রাদুর্ভূত হইল। উভয় সৈন্য মৃত্যুকে নিবৃত্তি-হেতু স্থির করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলে উভয় পক্ষ হইতেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ ধ্বনি হইতে লাগিল। হে ভূপাল! আপনকার কুমন্ত্রণাতেই পৃথিবীতে ভবদীয় ও শত্রু-পক্ষীয় বহুসংখ্য লোকের বিধ্বংস হইয়াছিল।

বাসুদেব-বাক্যে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ভয়-হীন কুরু ও সৃঞ্জয়গণ যুদ্ধার্থে সমাগত হইল;—যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডবগণ এবং কর্ণ-প্রমুখ আমরা সমরে উপস্থিত হইলাম। পরে কর্ণ ও পাণ্ডবদিগের যমরাষ্ট্র-বর্দ্ধনকারী লোমাঞ্চকর ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল। হে ভারত! শৌর্য্য-সম্পন্ন সংশপ্তকদিগের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সেই রুধির-জলবাহী তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ পাণ্ডবগণ, সমুদয় রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া, কর্ণের প্রতিই ধাবমান হইলেন। কর্ণ সেই বিজয়াভিলাষী বীরগণকে প্রহৃষ্ট-চিত্তে সমরে আসিতে দেখিয়া, পর্ব্বত যেমন প্রবল জল-প্রবাহ ধারণ করে, তদ্রূপ একাকী সকলের বেগ ধারণ করিলেন। জলরাশি যেমন ভূধর-সংলগ্ন হইয়া সর্ব্ব দিকে বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সেই মহারথগণ কর্ণের সন্নিহিত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের লোমাঞ্চকর ঘোর সমর হইয়াছিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন আনতপর্ব্ব শর-দ্বারা কর্ণকে তাড়িত করিলেন এবং "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা বলিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণও নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া বিজয়-নামক উত্তম শরাসন বিস্ফারণ করত ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ও আশীবিষ-সদৃশ শায়ক সকল ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে নব শরে তাড়িত করিলেন। হে অনঘ! সেই শর সকল মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের

হেম-নির্ম্মিত বর্ম্ম ভেদ-পূর্ব্বক শোণিতাক্ত হইয়া ইন্দ্রগোপকীট-পুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরাসন ও আশীবিষ-সদৃশ বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সপ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! কর্ণও শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরে আশী-বিষ-সদৃশ বিশিখ-সমূহে সেইরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ-নাশন ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণকে নিশিত শর-নিকর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ ঘোরতর ক্রোধপরবশ হইয়া দ্বিতীয় মৃত্যুদণ্ড-সদৃশ এক সুবর্ণ-ভূষিত শর লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি যেমন নিক্ষিপ্ত করিলেন, অমনি সাত্যকি শীঘ্রহস্তে সেই পতনোন্মুখ ঘোররূপ শায়কটিকে সপ্তখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে বিশাম্পতে! কর্ণ সাত্যকির শর-সমূহে স্বীয় বাণ বিনষ্ট হইল দেখিয়া তাঁহারে শরবর্ষণ-দ্বারা সমরে সর্ব্ব দিকে পরিবারিত এবং তন্মধ্যে সপ্ত নারাচ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও তাঁহাকে হেম-বিভূষিত শর-সমূহে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে মহা-রাজ! অনন্তর সর্ব্ব দিক্ হইতে দর্শনীয়, নেত্র-কর্ণ-ভয়াবহ, ঘোরতর বিচিত্র সংগ্রাম হইতে লাগিল। সমরে কর্ণ ও সাত্যকির সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শনে তত্রত্য সর্ব্ব জীবের লোমাঞ্চ হইয়াছিল।

হে নৃপবর! ইত্যবসরে পরপুর-বিজয়ী মহাবল দ্রোণ-তনয় অশ্বত্থামা, শত্রুবর্গের বীর্য্য ও প্রাণের বিধ্বংসকারী অরিন্দম ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে প্রধা-বিত হইলেন এবং অতিমাত্র ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তাঁহারে কহিলেন "রে ব্রহ্মঘ্ন! স্থির হও, স্থির হও; অদ্য তুমি জীবিত থাকিতে আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।" ক্ষিপ্রকারী মহারথ অশ্বত্থামা বারম্বার এইরূপ কহিয়া বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন-কে সুশাণিত ঘোররূপ তীক্ষ্ণ শর-সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। উভয়ের মধ্যে সংগ্রামে শক্তি অনুসারে পরম যত্ন করিতে কেহই ত্রুটি করিলেন না। হে আর্য্য! দ্রোণাচার্য্য যেমন সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়া আপনার মৃত্যু অবধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরবীরহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নও যুদ্ধে অশ্বত্থামাকে দেখিয়া অপ্রসন্ন-চিত্তে আপনার মৃত্যু অবধারণ করিলেন। পরন্তু তিনি আপনাকে সমরে শস্ত্র-দ্বারা অবধ্য জানিয়া কালান্তক-যমোপম দ্রোণ-তনয়ের প্রতি কালান্তক যমের ন্যায় অতিবেগে ধাবমান হইলেন। হে রাজেন্দ্র! বীরবর অশ্বত্থামা দ্রুপদ-তনয় ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর অবলোকন করিবামাত্র অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। মহারাজ! অনন্তর প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন সত্বর হইয়া সমীপস্থ ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে কহিলেন, রে পাঞ্চালাধম! অদ্য আমি তোমাকে কৃতান্তের নিকটে প্রেরণ করিব। পূর্ব্বে তুমি দ্রোণাচার্য্যের প্রাণ বিনাশ করিয়া যে পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, অদ্য তাহা তোমাকে নিতান্ত অকুশল-ভাবে পরিতাপিত করিবে। রে মূঢ়! যদি তুমি অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক রক্ষিত না হও এবং পলায়ন না করিয়া সংগ্রামে স্থির হইয়া থাক, তবে আমি যাহা কহিলাম, তাহা নিশ্চয়ই সত্য হইবে।

হে রাজন্! অশ্বত্থামা এইরূপ কহিলে প্রতাপ-বান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রত্যুত্তর করিলেন "তোমার পিতা সংগ্রামে যত্নপরায়ণ হইলে তাঁহাকে যাহা প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, আমার সেই খড়্গই তোমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। সেই ব্রাহ্মণাভিমানী দ্রোণকেই আমি যখন নিহত করিয়াছি, তখন অদ্যকার যুদ্ধে বিক্রম-পূর্ব্বক তোমাকেও বিনষ্ট না করিব কেন?" মহারাজ! অসহনশীল সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ কহিবার পর নিশিত বাণ-দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর দ্রোণতনয় নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সমরে সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহ-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের সর্ব্ব দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। হে মহারাজ! তৎ-কালে কি আকাশমণ্ডল, কি দিঙ্মণ্ডল, কি সর্ব্ব-

দিগ্বর্ত্তী যোধগণ, সকলেই সহস্র সহস্র শরাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিপথের অতীত হইল। অশ্বত্থামা যেমন ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচ্ছাদিত করিলেন, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নও সমর-শোভাকর দ্রোণতনয়কে সূতপুত্রের সাক্ষাতেই শর-নিকরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণও সর্ব্ব দিক্ হইতে দর্শনীয় থাকিয়া মহারথ সাত্যকি, যুধামন্যু, দ্রৌপদী পুত্রগণ, পাঞ্চালগণ ও পাণ্ডবগণকে একাকী সংবারিত করিলেন। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে দ্রোণ-তনয়ের বেগবিশিষ্ট ঘোরতর শরাসন ও আশীবিষ-সদৃশ শর-সমস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজেন্দ্র! অশ্বত্থামাও দ্রুপদ-তনয়ের শরাসন, শক্তি, গদা, ধ্বজ, হয়গণ ও সারথি-সহ রথখানি নিমেষ-মধ্যে শরজালে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিন্নধন্বা বিরথ হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া বিশাল খড়্গ এবং শতচন্দ্র-বিশিষ্ট প্রভাশালী চর্ম্ম ধারণ করিলে, শীঘ্রহস্ত দৃঢ়ায়ুধ মহারথ বীরবর অশ্বত্থামা অবিলম্বে তাহাও ভল্ল-সমূহ-দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিন্ন রথ হইতে অবরোহণ না করিতেই অশ্বত্থামা তাঁহার অসি চর্ম্ম ছেদন করায় তাহা আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহারথ দ্রোণ-তনয় প্রযত্ন-পরায়ণ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিরথ, হতাশ্ব, ছিন্ন-শরাসন এবং শর-সমূহে বহুধা বিদ্ধ ও অস্ত্র-সমস্ত-দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়াও বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাজ! বীরবর দ্রোণ-তনয় যখন শর-নিকর-সহকারে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিতে পারিলেন না, তখন শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! ধাবমান হইবার সময়ে সেই মহাত্মার বেগ, ভুজঙ্গ-বর-গ্রহণাভিলাষী উড্ডীন গরুড়ের বেগ-তুল্য হইয়াছিল। এই সময়ে মাধব অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! ঐ দেখ, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশ-বিষয়ে বিপুল যত্ন করিতেছেন; উহাঁকে নিহত করিতেও পারেন, সংশয় নাই; অতএব হে শত্রুকর্ষণ মহাবাহো! তুমি মৃত্যুগ্রাসে পতিতপ্রায় দ্রৌণি-কবল-নিপতিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমুক্ত কর।

মহারাজ! প্রতাপবান্ বাসুদেব এইরূপ কহিয়া, যে স্থানে অশ্বত্থামা ছিলেন, তথায় অশ্বগণকে প্রেরণ করিলেন। সেই চন্দ্রকান্তি তুরঙ্গমগণ কেশব-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যেন আকাশ পান করিতে করিতে অশ্বত্থামার রথের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল অশ্বত্থামা মহাবীর্য্য কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে আসিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশে সমধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। হে নরেশ্বর! মহাবল অর্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিকৃষ্যমাণ হইতে দেখিয়াই দ্রৌণির প্রতি বাণ-সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। সেই হেমবিকৃত শর সকল গাণ্ডীব হইতে বিমুক্ত হইয়া, পন্নগগণ যেমন বল্মীক-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার শরীরে অতিমাত্র প্রবিষ্ট হইল। প্রতাপবান্ দ্রোণ-তনয় সেই সকল ঘোরতর শরে বিদ্ধ ও পীড়িত হইয়া সমরে অমিত-তেজস্বী ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করিয়া রথোপরি আরোহণ করিলেন এবং এক উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে শায়ক-সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে জনাধিপ! ইত্যবসরে বীরবর সহদেব শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে লইয়া সংগ্রাম হইতে অপনীত করিলেন। এদিকে অর্জ্জুনও দ্রোণ-নন্দনকে শর-সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে অশ্বত্থামা নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তাঁহারে বাহুদ্বয় ও উরুদেশে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় সমরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রোণ-পুত্রের প্রতি দ্বিতীয় যমদণ্ড-সদৃশ সাক্ষাৎ কালতুল্য এক নারাচ নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই মহাদ্যুতিশালী নারাচ ব্রাহ্মণের স্কন্ধদেশে নিপতিত হইল। সমরে শর-বেগে বিহ্বল হইয়া তিনি রথোপরি উপবিষ্ট ও নিতান্ত বিকল হইয়া পড়িলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারণে অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার বাসনায় তাঁহারে বারংবার নিরীক্ষণ করত বিজয় শরাসন বিস্ফারণ করিতে

লাগিলেন। এদিকে সারথি দ্রোণ-পুত্রকে সংগ্রামে বিহ্বল দেখিয়া রথ-দ্বারা রণাঙ্গন হইতে সত্বর লইয়া গেল। মহারাজ! অনন্তর জয়যুক্ত পাঞ্চালেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমুক্ত ও দ্রোণ-পুত্রকে পীড়িত দেখিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র দিব্য বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল এবং সমরে সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া সকলেই সিংহনাদ করিতে থাকিল।

কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় এইরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন "কৃষ্ণ! এক্ষণে সংশপ্তক সৈন্যগণের নিকটে চল; তাহাদিগকে নিহত করাই আমার প্রধান কর্ম্ম।" অনন্তর বাসুদেব অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া মন ও মারুত-সম বেগগামী বিশাল-পতাকান্বিত রথ-দ্বারা প্রস্থান করিলেন।

অশ্বত্থামাপযানে ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥
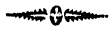
সঞ্জয় কহিলেন, ইত্যবসরে কৃষ্ণ যেন কুন্তীতনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেই দেখাইতেছেন, এইরূপ ভঙ্গীতে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন "পার্থ! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর মহাবল ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা জিঘাংসা-পরবশ হইয়া দ্রুত গমনে তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিতেছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবল পাঞ্চালেরাও মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া কোপন-ভাবে তাঁহার অনুগমন করিতেছে। হে পুরুষব্যাঘ্র ধনঞ্জয়! ঐ সর্ব্বলোকের রাজা বলশালী দুর্য্যোধন রথ-সৈন্যে পরিবৃত ও সন্নাহ-যুক্ত হইয়া আশীবিষ-সদৃশ-স্পর্শ-বিশিষ্ট সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ ভ্রাতৃগণের সহিত রাজার বিনাশ-বাসনায় তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছেন। রত্নার্থীরা যেমন উত্তম রত্ন গ্রহণার্থে গমন করে, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের ঐ গজারোহ, অশ্ববার, রথী ও পদাতি সকল যুধিষ্ঠিরের গ্রহণাভিলাষী হইয়া তৎসমীপে গমন করিতেছে। ঐ দেখ, অমৃতহরণাভিলাষী দৈত্যগণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নি-কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া অবশভাবে অবস্থিত ছিল, তদ্রূপ উহারা সাত্যকি ও ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া পুনরায় অবস্থিত হইল। বর্ষাকালে জলপ্রবাহ সকল যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ ঐ বলশালী মহাধনুর্দ্ধারী মহারথগণ বহুত্ব-প্রযুক্ত ত্বরান্বিত হইয়া সিংহনাদ, শঙ্খ-ধ্বনি ও শরাসন-বিস্ফারণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার পাণ্ডবরাজের প্রতি গমন করিতেছে। ইহাতে আমি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দুর্য্যোধনের বশপ্রাপ্ত, অগ্নিতে হুত এবং মৃত্যুমুখে পতিত বলিয়াই জ্ঞান করিতেছি। হে পাণ্ডু-নন্দন! দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল যেরূপ পরাক্রমশালী, তাহাতে ইন্দ্রও ইহাদিগের বাণের মুখে পতিত হইলে মুক্ত হইতে পারেন না। কোন্ ব্যক্তি সমরে শর-সমূহের শীঘ্র-নিক্ষেপকারী ক্রোধান্বিত-অন্তক-সদৃশ বীরবর দুর্য্যোধনের বেগ সম্যক্ রূপে সহ্য করিতে পারে? বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণের বাণবেগ পর্ব্বত সকলকেও বিদারিত করিতে পারে। শত্রুতাপন রাজা যুধিষ্ঠির বলবান্ শীঘ্রহস্ত কৃতী ও যুদ্ধ-বিশারদ হইলেও কর্ণ তাঁহাকে সংগ্রামে বিমুখ করিয়াছেন। রাধেয় ধৃতরাষ্ট্রের শৌর্য্য-সম্পন্ন মহাবল পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া অনায়াসে পাণ্ডব প্রধানকে সমরে পীড়িত করিতে পারিবেন। এই সমস্ত ও অন্যান্য মহারথেরা মিলিয়া, সংগ্রামে প্রবৃত্ত সেই প্রশংসিতাত্মা কুন্তীতনয়ের পরাজয়-সাধন করিয়াছেন। হে ভরত-সত্তম! রাজা যুধিষ্ঠির একে উপবাসে অতিশয় কৃশ, তাহাতে আবার ক্ষমানিষ্ঠ, সুতরাং নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। কর্ণ যখন সেই শত্রুতাপন পাণ্ডুতনয় ধর্ম্মরাজকে যুদ্ধে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই সঙ্কটাপন্ন হইয়াছেন। হে পার্থ! আমার বোধ হইতেছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির জীবিত নাই; যেহেতু সমরবিজয়ী কৌরবেরা সংগ্রামে বারংবার নিনাদ ও মহাশঙ্খ-ধ্বনি করিতে থাকিলেও অসহনশীল অরিন্দম ভীমসেন তাহা সহ্য করিতেছেন। হে পুরুষ-

শ্রেষ্ঠ! ঐ দেখ, কর্ণ মহারথ কৌরবগণকে "পাণ্ডু-তনয় যুধিষ্ঠিরকে নিহত কর" এই বলিয়া প্রেরণ করিতেছেন এবং মহারথেরাও স্থূণাকর্ণ ও পশুপতি-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রজাল-সহকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে শস্ত্রজালে আচ্ছাদিত করিতেছেন। হে ভারত! যখন পাঞ্চালেরা পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিয়া রাজার অনুবর্ত্তী হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই বিপক্ষেরা তাঁহাকে আতুর ও অবসন্ন করিয়াছে। সকল-শস্ত্রধারি-প্রবর বলশালী পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ ত্বরা-কালে ত্বরান্বিত হইয়া 'যুধিষ্ঠির পাতালে নিমগ্ন হইতে থাকিলেও আমরা তাঁহার উদ্ধার করিব' এইরূপ ইচ্ছা করতই যেন তাঁহার নিকটে ধাবমান হইতেছেন। হে ভরত-নন্দন ধনঞ্জয়! রাজার রথধ্বজ আর দৃষ্ট হইতেছে না; নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক, পাঞ্চালগণ ও চেদি-সৈন্য সকলের সাক্ষাতেই কর্ণ তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। মত্ত মাতঙ্গ যেমন পুষ্করিণী দলন করে, তদ্রূপ ঐ কর্ণ সমরে শর-সমূহ-দ্বারা পাণ্ডবদিগের বাহিনী বিধ্বংস করিতেছেন। হে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন! তোমাদিগের ঐ রথীরা পলাইতেছে; দেখ দেখ ঐ মহারথেরা কিরূপে যাইতেছে! ঐ মাতঙ্গগণ সমরে কর্ণ-শরে অভিহত হইয়া আর্ত্তনাদ করত দশ দিকে ধাবমান হইতেছে। হে পার্থ! ঐ রথ-সমূহও সংগ্রামে শত্রুবিমর্দ্দনকারী কর্ণ-কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া সর্ব্ব দিকে দৌড়িতেছে। হে ধ্বজশালিশ্রেষ্ঠ! ঐ দেখ, সূতপুত্রের হস্তিকক্ষা-চিহ্নিত রথ-স্থিত ধ্বজ রণস্থলে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ রাধেয় শত শত শর নিক্ষেপ করত তোমার সৈন্য সকলকে নিহত করিতে করিতে ভীমসেনের রথের দিকে ধাবিত হইতেছেন। আরও দেখ, মহারথ পাঞ্চাল সকল, দেবরাজ-কর্ত্তৃক হন্যমান দৈত্যগণের ন্যায়, মহাসমরে বিদ্রাবিত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ঐ কর্ণ পাণ্ডু, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বোধ হয় তোমার নিমিত্তেই দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ঐ দেখ, যেমন দেবরাজ শত্রু জয় করিয়া সুর-সমূহে সমাবৃত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন, কর্ণ শ্রেষ্ঠধনু বিকর্ষণ করত সেইরূপ সুশোভিত হইতেছেন। কৌরবগণ সমরে কর্ণের বিক্রম দেখিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্য সকলকে সর্ব্বতোভাবে ত্রাস-যুক্ত করত আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে। হে মানপ্রদ! ঐ দেখ, কর্ণ মহারণে পাণ্ডবগণকে সর্ব্ব প্রকারে ত্রাসযুক্ত করিয়া সমুদয় সৈন্যদিগকে কহিতেছেন "কৌরবগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সকলে সত্বর হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হও; যাহাতে কোন সৃঞ্জয় যুদ্ধে জীবিত থাকিয়া তোমাদিগের নিকট হইতে মুক্ত হইতে না পারে, তোমরা সম্যক্ যত্ন-পরায়ণ হইয়া তাহাই কর, আমরা তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।" এইরূপ কহিয়া উনি শররাজি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহাদিগের পশ্চাতে গমন করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! কর্ণ শশাঙ্ক-দ্বারা শোভিত উদয়াচলের ন্যায়, শ্বেতচ্ছত্র-দ্বারা কেমন বিরাজিত রহিয়াছেন, দেখ। উহাঁর মস্তকোপরি শ্রীসম্পন্ন শত-শলাকাযুক্ত, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ ছত্র ধ্রিয়মাণ রহিয়াছে। হে মহাবাহো মনুজেশ্বর! ঐ দেখ, কর্ণ তোমার প্রতি কটাক্ষ-সহকারে নিরীক্ষণ করিতেছেন; অতিশয় বেগগামী হইয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধার্থে আসিবেন। ঐ দেখ, তিনি মহাশরাসন বিস্ফারণ করত মহারণে আশীবিষাকার শর সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! ঐ রাধেয় তোমার বানর-ধ্বজ বিলোকন করিবা মাত্র তোমার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করত নিবৃত্ত হইয়া, দীপমুখে শলভের ন্যায়, আপনবধের জন্যই সমীপবর্ত্তী হইতেছেন। ঐ মন্দবুদ্ধি কোপন-স্বভাব, শৌর্য্য-সম্পন্ন, দুর্য্যোধন-হিতৈষী এবং তোমার প্রতি নিয়তই অসহিষ্ণু। হে ভারত! ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া রক্ষা করিবার অভিলাষে সাতিশয় যত্ন-পরায়ণ হইয়া রথ-সৈন্য সমভিব্যাহারে নিবৃত্ত হইতেছেন।

এক্ষণে তুমি যশ, রাজ্য ও পরম সুখ কামনা করত ঐ দুষ্টাত্মাকে ঐ সকলের সহিত প্রযত্ন-পূর্ব্বক বিনষ্ট কর। হে পার্থ! তুমি ও কর্ণ উভয়ে দেবদানব-তুল্য, মহাত্মা ও সুবিখ্যাত; অতএব তোমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তোমাদিগের সেই যুদ্ধ দেবাসুর সংগ্রামের সদৃশ হইবে। হে ভরতর্ষভ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন তোমাকে ও কর্ণকে অতিশয় রোষাবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না; অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি আপনাকে শস্ত্রবিদ্যায় সফল-প্রযত্ন এবং কর্ণকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃতাপরাধ বিবেচনা করিয়া অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর;—যুদ্ধ বিষয়ে মহান্ সঙ্কল্প অবধারণ করিয়া ঐ রথযূথপতির প্রতিকূলে প্রধাবিত হও। হে রথসত্তম! ঐ দেখ, প্রখর-তেজস্বী বলশালী পঞ্চ শত প্রধান প্রধান রথী যুদ্ধার্থে সমাগত হইতেছে। পঞ্চ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব এবং ষট্ প্রযুত পদাতি সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া আসিতেছে। হে বীর! ঐ বল সকল পরস্পর রক্ষিত হইয়া তোমার অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে; অতএব হে ভরতর্ষভ! তুমি আপনিই আপনাকে সূতপুত্রের নিকটে প্রকাশিত কর;—উত্তম বেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক উহাঁর প্রতিকূলে চল। কর্ণ অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ঐ ধাবমান হইতেছেন, কেন না আমি দেখিতেছি, উহাঁর ধ্বজ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে যাইতেছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উনি পাঞ্চালগণের সমূলে বিধ্বংস করিবেন।

হে ভরতকুল-পুঙ্গব পার্থ! আমি তোমার এই একটি প্রিয় সংবাদ বলিতেছি কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির জীবিত আছেন। ঐ মহাবাহু ভীমসেন সৃঞ্জয়-সৈন্য ও সাত্যকি-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেনামুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। হে কৌন্তেয়! ভীমসেন ও মহাত্মা পাঞ্চালগণ নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা ঐ কৌরবদিগকে নিহত করিতেছেন। দুর্য্যোধনের সৈন্য ভীমের শর-নিকরে আহত ও রণ-পরাঙ্মুখ হইয়া ক্ষত স্থান দিয়া রুধির ক্ষরণ করিতে করিতে বেগে প্রধাবিত হইতেছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শস্য-হীনা হইলে বসুন্ধরা যেরূপ শোচনীয়া হয়, রুধিরে প্লাবিতা হইয়া ভারতী সেনাও সেইরূপ দীন-দর্শনা হইয়াছে। হে পার্থ! ঐ দেখ, যোধপতি ভীমসেন প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ক্রোধান্বিত আশীবিষের ন্যায়, বিপক্ষ সৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ চিত্রময় চন্দ্র সূর্য্য তারকাদি বিভূষিত, পীত রক্ত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ পতাকা ও ছত্র সমস্ত ইতস্তত বিকীর্ণ, স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য তৈজস-নির্ম্মিত ধ্বজদণ্ড সকল নিপাতিত এবং অশ্ব-গজ-সমুদায় বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ঐ রথী সকল পলায়ন-পরাঙ্মুখ পাঞ্চালগণ-কর্ত্তৃক নানা-বর্ণ বাণ-সমূহে সমাহত ও গতপ্রাণ হইয়া রথ হইতে পতিত হইতেছে। হে অরিন্দম ধনঞ্জয়! তরস্বী পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধনের মনুষ্য-শূন্য অশ্ব গজ ও রথ সকলের প্রতি প্রধাবিত হইতেছে। ঐ দুর্দ্ধর্ষ নরশার্দ্দূলেরা ভীমসেনের বলাশ্রয়-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ স্বীকার করিয়া শত্রুদিগের নির্ম্মনুষ্য বল সকল বিমর্দ্দিত করিতেছে। উহারা ঐ সিংহনাদ ও শঙ্খ-ধ্বনি করিতেছে এবং সমরে সায়ক-সমূহে শত্রুদিগকে বিমর্দ্দিত করত তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। পাঞ্চালদিগের কত দূর মাহাত্ম্য দেখ; উহারা ক্রোধান্বিত হইয়া পরাক্রম-মাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক, সিংহ সকল যেমন মাতঙ্গগণকে নিহত করে, সেইরূপ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছে;—আপনারা নিরস্ত্র হইয়াও সশস্ত্র শত্রুদিগের শস্ত্র সমস্ত বল-পূর্ব্বক আহরণ করিয়া তৎসমুদায়-দ্বারাই সেই অমোঘাস্ত্র যোধগণকে বিনিহত করত নিনাদ করিতেছে। ঐ দেখ, শত্রুগণের মস্তক ও বাহু সমস্ত পাতিত হইতেছে;—রথী, অশ্বারূঢ় ও গজারোহ, সমুদয় যশস্বী বীরেরাই বিনষ্ট হইতেছে। বেগশালী হংসকুল যেমন মানস-সরোবর হইতে আসিয়া গঙ্গাকে সমাকুলিতা করে, সেইরূপ

পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধনের ঐ মহতী সেনাকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাকুলিতা করিয়াছে। বৃষেরা যেমন বৃষ সকলের নিবারণে পরাক্রম প্রকাশ করে, সেইরূপ কৃপাচার্য্য কর্ণ-প্রভৃতি বীরগণ পাঞ্চালগণের নিবারণ-বিষয়ে অতিমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করিতেছেন। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি বীরগণ ভীমাস্ত্রে সুনিমগ্ন দুর্য্যোধন-পক্ষীয় সহস্র সহস্র মহারথ শত্রুগণকে নিহত করিতেছেন। পাঞ্চাল সকল বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে, ভীমসেন নির্ভয়ে নিনাদ করত শত্রুপক্ষ আক্রমণ-পূর্ব্বক শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতেছেন। দুর্য্যোধনের মহাসৈন্য অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে;—রথী, অশ্ববার ও গজারোহ, সকলেই ভীমসেন-ভয়ে প্রপীড়িত হইয়া অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইয়াছে। ঐ দেখ, মাতঙ্গগণ ভীমের নারাচ-নিচয়-প্রহারে বিদারিত হইয়া, দেবরাজের বজ্রাঘাতে আহত ভূধর-শিখর-নিকরের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। ঐ সকল মহাগজ ভীম-নিক্ষিপ্ত সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহে নির্ব্বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্য সকলকে বিমর্দ্দিত করত দৌড়িতেছে। হে অর্জ্জুন! সংগ্রামে ভয়ঙ্কর রূপে নিনাদকারী সমর-বিজয়ী ভীমসেনের সুদুঃসহ সিংহনাদ কি জানিতে পারিতেছ না? ঐ নিষাদরাজ-পুত্র উত্তম গজোপরি আরূঢ় ও ক্রোধান্বিত হইয়া ভীমসেনের বিনাশ-বাসনায় তোমর-সমস্ত হস্তে লইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় উঁহার সমীপবর্ত্তী হইতেছে। ঐ ব্যক্তি গর্জ্জন করিতে থাকিলে, ভীম উহার তোমর-বিশিষ্ট ভুজ-দ্বয় ছিন্ন করিয়া উহাকে অগ্নি ও সূর্য্য-তুল্য-প্রভাবিশিষ্ট দশটা তীক্ষ্ণ নারাচ-দ্বারা নিহত করিয়া ফেলিলেন। নিষাদ-পুত্রকে নিহত করিয়া উনি সমর-দক্ষ অন্যান্য মাতঙ্গগণের প্রতি সমাগত হইতেছেন। ঐ দেখ, ভীমসেন মহামাত্রগণে অধিষ্ঠিত নীলনীরদনিভ মাতঙ্গগণকে শক্তি ও তোমর-নিকর-দ্বারা বিনিহত করিতেছেন। হে পার্থ! তোমার অগ্রজাত বৃকোদর ঐ ঊনপঞ্চাশৎ নাগ নিহত করিয়া শাণিত শর-সমূহ-সহকারে ধ্বজ-সম্বলিত পতাকা সমস্ত ছিন্ন করিলেন এবং এক এক গজকে দশ দশ নারাচে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রের যুদ্ধ-সম এই যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে কুরু-সৈন্যের তাদৃশ নিনাদ আর শ্রুত হইতেছে না। দুর্য্যোধনের তিন অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল, কিন্তু নরসিংহ ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভীমসেনের সেই সুদুষ্কর কর্ম্ম দর্শনে অর্জ্জুন অবশিষ্ট শত্রু-সৈন্য সকলকে শাণিত সায়ক-সমূহে নিহত করিতে লাগিলেন। সেই বধ্যমান মহাবল সংশপ্তক-দল রণে ভঙ্গ দিয়া ভয়ে দশদিকে পলাইতে থাকিল; অপরে ইন্দ্রের নিকটে অতিথি হইয়া তখন শোক-শূন্য হইল। হে পুরুষব্যাঘ্র! এদিকে ধনঞ্জয় সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহ বর্ষণে দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গিণী সেনা সংহার করিতে লাগিলেন।

সঙ্কুল যুদ্ধে ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন যুদ্ধার্থে নিবৃত্ত হইলে এবং মদীয় বল-সকল পাণ্ডু-সৈন্য ও সৃঞ্জয়-সৈন্য-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া বারম্বার নিরানন্দে পলায়ন করিতে থাকিলে, কৌরবেরা কি করিল, তাহা আমারে বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বলশালী প্রতাপবান্ সূতনন্দন মহাবাহু ভীমসেনকে অবলোকন করিবামাত্র ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; পরন্তু ভবদীয় বল-সকলকে ভীম-ভয়ে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া তিনি সাতিশয় যত্ন-সহকারে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে সংস্থাপিত করিলেন। মহাবাহু কর্ণ তৎকালে আপনকার পুত্রের সৈন্য সমস্ত ব্যবস্থাপিত করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। পাণ্ডব-পক্ষের মহারথেরাও সমরে শরাসন বিস্ফারণ [illegible] বর্ষণ

করত তাঁহার প্রতিকূলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বলবান্ ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সমুদয় প্রভদ্রকগণ ও পাঞ্চালগণ, সমর-বিজয়ী এই সমস্ত নরব্যাঘ্রেরা অত্যন্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া আপনকার বাহিনীর প্রতি সর্ব্ব দিকে ধাবমান হইলেন। সেইরূপ ভবদীয় মহারথ সকলও জিঘাংসু হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্যের প্রতি সত্বর প্রধাবিত হইলেন। হে পুরুষব্যাঘ্র মহারাজ! সেই সৈন্য সকল, রথ অশ্ব ও মাতঙ্গ-নিচয়ে সঙ্কুল এবং ধ্বজ পদাতিগণে সমাকুল হইয়া, অদ্ভুত দর্শন হইল। অনন্তর মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া শিখণ্ডী কর্ণের প্রতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনকার পুত্র দুঃশাসনের প্রতি, নকুল বৃষসেনের প্রতি, যুধিষ্ঠির চিত্রসেনের প্রতি, সহদেব উলূকের প্রতি, সাত্যকি শকুনির প্রতি এবং দ্রৌপদী-তনয়গণ কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এদিকে মহারথ অশ্বত্থামা সমরে যত্নপরায়ণ হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি, কৃপাচার্য্য মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর প্রতি এবং বলবান্ কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার প্রতি যুদ্ধার্থে আক্রমণ করিলেন। হে আর্য্য! মহাবাহু ভীমসেন একাকী সমুদয় কুরু-গণকে এবং সৈন্য-সহ আপনকার পুত্রদিগকে অবরুদ্ধ করিলেন।

মহারাজ! অনন্তর বীরবর কর্ণ সমরে নির্ভয়ের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিলে, ভীষ্মহন্তা শিখণ্ডী তাঁহাকে সায়ক-সমূহে নিবারিত করিলেন। পরে কর্ণ প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া শিখণ্ডির ভ্রূমধ্যভাগে শর-ত্রয়ে তাড়িত করিলেন। শিখণ্ডী সেই বাণ-ত্রয় ধারণ করত, উচ্ছ্রিত শৃঙ্গ-ত্রয়-দ্বারা রজত পর্ব্বতের ন্যায় অতিশয় শোভিত হইলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর, সমরে সূত-পুত্র-কর্ত্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে শাণিত নবতি শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কর্ণ তাঁহার হয়গণকে ও সারথিকে শর-ত্রয়ে নিহত করিয়া ক্ষুরপ্র বাণে ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শত্রুতাপন মহারথ শিখণ্ডী হয়-হীন রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া কর্ণের প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভারত! কর্ণ সমরে সায়ক-ত্রয়ে সেই শক্তিটি ছেদন করিয়া শিখণ্ডিকে নিশিত নব শরে বিদ্ধ করিলেন। নরোত্তম শিখণ্ডী ক্ষত বিক্ষত হইয়া কর্ণ-চাপ-বিনির্ম্মুক্ত সেই বাণ সকল পরিহার করত অবিলম্বে তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

মহারাজ! অনন্তর, প্রবল বায়ু যেমন তূলরাশিকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করে, তদ্রূপ মহাবল কর্ণ পাণ্ডু-সৈন্য সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনকার পুত্র দুঃশাসন-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া শর-ত্রয়ে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে আর্য্য ভারত! দুঃশাসনও আনত-পর্ব্ব সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত ভল্ল-দ্বারা তাঁহার বাম বাহু বিদ্ধ করিলেন। অসহনশীল ধৃষ্টদ্যুম্ন নির্ব্বিদ্ধ হওয়ায় অতিশয় রোষপরবশ হইয়া দুঃশাসনের প্রতি একটা ভয়ঙ্কর শর প্রেরণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পুত্র সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রেরিত মহাবেগশালী পতনোন্মুখ সায়কটাকে শর-ত্রয়েই ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিহিত হইয়া তাঁহারে সুবর্ণ-বিভূষিত অপর সপ্তদশ ভল্ল দ্বারা বাহু ও বক্ষস্থলে নিপীড়িত করিলেন। পরে দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধান্বিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অস্ত্রে দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তাহাতে সকল লোকেই চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর আপনকার পুত্র অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব্বতোভাবে শর-নিকরে আচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে সিদ্ধগণ অপ্সরোগণ এবং সমাগত যোধগণ সমরে সুমহাত্মা দুঃশাসনের বিক্রম বিলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইল। দুঃশাসন-কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমরা সিংহসংরুদ্ধ মহাগজের ন্যায় নিপীড়িত হইতে দেখিলাম। হে পাণ্ডু-পূর্ব্বজ মহারাজ! অনন্তর

পাঞ্চালগণ তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথ-নিকরে পরিবৃত হইয়া সেনাপতিকে রক্ষা করিবার অভিলাষে আপনকার পুত্রকে নিরুদ্ধ করিল। পরে প্রাণিগণের সংহারার্থে শত্রুবর্গের সহিত ভবদীয় সৈন্যদিগের ঘোরতর ভয়ঙ্কর সমরারম্ভ হইল।

এদিকে বৃষসেন নিজ পিতার নিকটে থাকিয়া নকুলকে লৌহময় পঞ্চ শরে বিদীর্ণ করিয়া পুনরায় অপর শর-ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। শূরবর নকুল তাহাতে যেন হাস্য করত সুতীক্ষ্ণ নারাচ-দ্বারা বৃষসেনকে হৃদয়-দেশে অতিমাত্র বিদ্ধ করিলেন। বৈরি-বিঘাতক বৃষসেন বলবান্ শত্রু-কর্ত্তৃক নিরতিশয় বিদ্ধ হইয়া বিপক্ষকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন; নকুলও তাঁহারে পঞ্চ বাণে বিদীর্ণ করিলেন। অনন্তর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর-দ্বয় পরস্পর শর-সহস্র-বর্ষণে পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিলেন; তাহাতে সৈন্য সকল সমরে ভঙ্গ দিতে লাগিল। হে রাজন্! কর্ণ দুর্য্যোধনের সৈন্য সকলকে পলাইতে দেখিয়া বল-পূর্ব্বক পশ্চাদ্গামী হইয়া তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন। হে আর্য্য! কর্ণ নিবৃত্ত হইলে পর, নকুল কৌরব-সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন; কর্ণ-পুত্র বৃষসেনও সমরে নকুলকে সত্বর পরিত্যাগ করিয়া পিতার চক্ররক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ক্রোধপরবশ উলূক সমরে সহদেব-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। প্রতাপবান্ সহদেব তাঁহার হয়-চতুষ্টয় হত করিয়া সারথিকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর পিতৃনন্দন উলূক রথ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে ত্রিগর্ত্ত-সৈন্যের দিকে গমন করিলেন।

ওদিকে সাত্যকি সুবল-পুত্র শকুনিকে শাণিত বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া একটা ভল্ল-দ্বারা অবলীলাক্রমে তাঁহার রথ-ধ্বজ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! প্রতাপবান্ শকুনি ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সমরে তাঁহার কবচ বিদারণ-পূর্ব্বক কাঞ্চনময় ধ্বজদণ্ড কর্ত্তন করিলেন। মহারাজ! অনন্তর সাত্যকি শাণিত শর-নিকরে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া তদীয় সারথিরে সায়ক-ত্রয়ে নিপীড়িত করিলেন; পরে তাঁহার অশ্ব সকলকেও শর-সমূহ-বর্ষণে যম-সদনে প্রেরণ করিয়া দিলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর মহারথ শকুনি সহসা স্যন্দন হইতে অবতীর্ণ হইয়া উলূকের রথোপরি শীঘ্র আরোহণ করিলেন; উলূকও তাঁহাকে যুদ্ধশালী সাত্যকির নিকট হইতে অবিলম্বে লইয়া গেলেন। পরে সাত্যকি সমরে ভবদীয় সৈন্যের প্রতি বেগে ধাবিত হইলেন; তাহাতে সৈনিকেরা রণে ভঙ্গ দিতে লাগিল। হে বিশাম্পতে! সাত্যকির শর-সমূহে সংছন্ন হইয়া আপনকার সৈন্য অবিলম্বে দশ দিকে পলায়ন করিল; কেহ কেহ বা গতাসুর ন্যায় নিপতিত হইল।

এদিকে আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সংগ্রামে ভীমসেনকে অবরুদ্ধ করিলেন; পরন্তু ভীম মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সেই লোকেশ্বরকে তথায় সারথি, রথ ও ধ্বজ-শূন্য করিলেন; তাহাতে শত্রুপক্ষীয় সমস্ত লোকেই পরিতুষ্ট হইল। অনন্তর রাজা সেই সমরে ভীমসেনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। পরে সমুদয় কুরুসৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে ভীমসেনের হননেচ্ছু সৈনিকগণের তথায় ঘোরতর নিনাদ হইতে লাগিল।

ওদিকে যুধামন্যু কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে সকল-শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ কৃপ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া যুধামন্যুর ছত্র, ধ্বজ ও সারথিকে ভূমি-শায়ী করিলেন। তাহাতে মহারথ যুধামন্যু রথ-দ্বারাই পলায়ন করিলেন।

অনন্তর মেঘ যেমন বৃষ্টিধারা-দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, উত্তমৌজা তদ্রূপ ভীমপরাক্রম ভীষণ কৃতবর্ম্মাকে সহসা বাণ-বর্ষণে আচ্ছাদিত করিলেন। হে শত্রুতাপন মহারাজ! সেই সুমহৎ যুদ্ধ ঈদৃশ ঘোরতর হইয়াছিল যে, আমি একাল পর্য্যন্ত তাদৃশ ভয়ঙ্কর সমর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। হে

রাজন্! পরিশেষে কৃতবর্ম্মা সংগ্রামে উত্তমৌজাকে সহসা হৃদয়-দেশে বিদ্ধ করিলে তিনি রথনীড়ে উপবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন সারথি সেই রথিবরকে রথ-দ্বারা স্থানান্তরে লইয়া গেল। অনন্তর সমুদয় কুরুসৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। দুঃশাসন ও শকুনি সুমহৎ গজ-সৈন্য-দ্বারা পাণ্ডুসুত ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্রকাস্ত্র-সমূহে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ওদিকে ভীমসেন শত শত শর-দ্বারা অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে বিমুখ করিয়া বেগে গজ-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি সেই গজসৈন্য সকলকে সহসা সমাগত হইতে দেখিয়াই নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং দেবরাজ যেমন বজ্র-দ্বারা অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন, সেইরূপ গজ-সমূহ-দ্বারা গজ-যূথকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। বৃকোদর এইরূপে সমরে করিকুল ক্ষয় করত, শলভেরা যেমন দীপাগ্নিকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ শর-সমূহে গগণ-মণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন। পরে, বায়ু যেমন মেঘ সকলকে ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ ভীমসেন সমবেত সহস্র সহস্র কুঞ্জর-পুঞ্জকে বল-পূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সুবর্ণ ও মণিজালে আবৃত কুঞ্জরগণ বিদ্যুদ্যুক্ত অম্বুদরাশির ন্যায় সমরে সমধিক শোভিত হইয়াছিল; তখন ভীমসেন-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া তাহারা দশদিকে পলাইতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ বিভিন্ন-হৃদয় হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। কতকগুলি পড়িয়াছে, কতকগুলি পড়িতেছে, এরূপ বহুসংখ্য হেমবিভূষিত গজগণে রণভূমি যেন বিশীর্ণ-পর্ব্বতপুঞ্জ-দ্বারা শোভিতা হইল। প্রদীপ্ত-প্রভান্বিত রত্ন-বিভূষিত পতিত গজ-যোধবৃন্দ-দ্বারা ধরাতল যেন ক্ষীণপুণ্য গ্রহ-নিকর-দ্বারা বিরাজমান হইতে লাগিল। সেই সংগ্রামে ভীমসেন-শরে আহত শত শত কুঞ্জরগণ ভিন্ন-গণ্ড ছিন্ন-শুণ্ড ও বিদীর্ণ-কুম্ভ হইয়া পলায়ন করিতে থাকিল। পর্ব্বত-সদৃশ কোন কোন মাতঙ্গ শরবিদারিত-সর্ব্বাঙ্গ ও ভয়ার্ত্ত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে ধাতুবিচিত্রিত অচল-নিচয়ের সাদৃশ্য ধারণ করত ধাবমান হইল। তৎকালে লোকে ভীমসেনের মহাভুজগ-সদৃশ অগুরু-চন্দন-চর্চ্চিত ভুজ-যুগলকে কেবল ধনুর্ব্বাণ বিক্ষেপ করিতেই দেখিল। তাঁহার বজ্রনিস্বন-সদৃশ জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণে গজগণ বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে অতিশয় দৌড়িতে লাগিল। মহারাজ! ধীসম্পন্ন একমাত্র ভীমসেনের সেই কর্ম্ম, সর্ব্বভূত-সংহারে প্রবৃত্ত রুদ্রের কর্ম্ম-তুল্য প্রতীয়মান হইয়াছিল।

সঙ্কুলযুদ্ধে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর শ্রীমান্ অর্জ্জুন শ্বেতাশ্ব-যুক্ত, নারায়ণ-কর্ত্তৃক সমাহিত উৎকৃষ্ট রথে উপবিষ্ট থাকিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। প্রবল পবন যেমন মহাসাগরকে আন্দোলিত করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আপনকার সেই মহাশ্ব-সমাকুল বিপুল সৈন্যকে বিক্ষোভিত করিলেন। শ্বেতবাহন এইরূপে সমরে ব্যাপৃত হইয়া অনবধান-যুক্ত আছেন, এমন সময়ে দুর্য্যোধন অসহনশীল যুধিষ্ঠিরকে সমাগত হইতে দেখিয়া ক্রোধপরীত-চিত্তে অর্দ্ধ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সহসা সমীপে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহারে পরিবারিত করিলেন; পরে ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্র অস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির তাহাতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে আপনকার পুত্রের শরীরে ত্রিংশৎ ভল্ল নিবেশিত করিলেন। অনন্তর কৌরব-সৈন্যেরা যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার ইচ্ছায় সত্বর প্রধাবিত হইল। তখন পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথগণ বিপক্ষগণের দুষ্টভাব জানিয়া সকলে সমবেত হইয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্তে আসিতে আসিলেন। নকুল, সহদেব ও দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিতে

হইলেন। ভীমসেন আপনকার মহারথগণকে সমরে বিমর্দ্দিত করিতেছিলেন, তিনিও রাজাকে শত্রু-নির্জ্জিত ভ্রমে করিয়া তাঁহার রক্ষণার্থে ধাবমান হইলেন। সূর্য্যাত্মজ অঙ্গরাজ কর্ণ তখন সেই সকল সমাগত মহাধনুর্দ্ধরগণকে ঘোরতর শর বর্ষণে প্রতিবারিত করিলেন। তাঁহারা শর-সমূহ বিসর্জ্জন এবং তোমর-নিবহ নিক্ষেপ করত যত্নপর হইয়াও কর্ণের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না; সর্ব্ব-শস্ত্রাস্ত্র-পারগামী রাধা-তনয় সেই সমুদয় মহাধনুর্দ্ধরগণকে সুমহৎ শর-বর্ষণে প্রতিবারিত করিলেন। পরন্তু মহামনা সহদেব শীঘ্র দুর্য্যোধনের সমীপবর্ত্তী হইয়া শীঘ্রগামী অস্ত্র প্রয়োগ করত তাঁহারে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন সহদেব-কর্ত্তৃক অচলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রথিবর রাধেয় আপনকার পুত্রকে তথায় সুতীক্ষ্ণ বাণ-নিবহে দৃঢ় বিদ্ধ দেখিয়া নিতান্ত কোপন-ভাবে ধাবমান হইলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে তদবস্থ দেখিয়া শীঘ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তদ্দ্বারা যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্য সকল নিহত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর যুধিষ্ঠির-সৈন্য-সমুদয় মহাত্মা সূতপুত্র-কর্ত্তৃক বধ্যমান এবং তদীয় শরে পীড়িত হইয়া সহসা পলাইতে লাগিল। তথায় কর্ণ-শরাসন-বিনির্গত বিবিধ বিশিখ-সমস্ত পতিত হইবার সময়ে পরস্পর ফলের সহিত পুঙ্খদেশে মিলিত হইতে থাকিল। মহারাজ! গগণতলেও উৎপতিত শর-সমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হইল। অনন্তর কর্ণ সমাপতিত শলভ-সমূহ-সদৃশ, পরশরীর-গামী সায়ক-সমুদায়ে দশ দিকস্থ সৈন্যগণকে বল-পূর্ব্বক নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি পরমাস্ত্র প্রদর্শন করত রক্তচন্দন-চর্চ্চিত হেমমণি-বিভূষিত বাহুদ্বয় বিক্ষিপ্ত করিতে থাকিলেন; পরে মহাস্ত্র-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন; অনন্তর সায়ক সমূহে সমুদয় দিক্ প্রমোহিত করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় পীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া কর্ণকে নিশিত পঞ্চাশৎ শরে সংপীড়িত করিলেন। সেই ঘোর-দর্শন যুদ্ধ বাণান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। হে আর্য্য! ধর্ম্ম-তনয় বিবিধ শিলা-শাণিত কঙ্কপত্রান্বিত সুতীক্ষ্ণ সায়ক, বহুতর ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি ও মুষল-সমূহের আঘাতে আপনকার সৈন্য সকলকে সেইরূপে নিহত করিতে থাকিলে, তাহাদের মধ্যে মহান্ হাহাকার উত্থিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে সেই মহাত্মা যে যে স্থানে দুষ্টা দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেই ভবদীয় সৈন্যেরা ভগ্ন হইয়াছিল।

এদিকে কর্ণও নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সমরে নারাচ অর্দ্ধচন্দ্র বৎসদন্ত-প্রভৃতি সায়ক-নিকরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। সেই অমেয়াত্মা অত্যন্ত অসহনশীল ও ক্রোধন-স্বভাব, সুতরাং রোষে প্রস্ফুরিতানন হইয়া বহুতর শর-সমূহে যুধিষ্ঠিরকে উপদ্রুত করিতে থাকিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও তাঁহাকে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত সায়ক-সমূহে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কর্ণ যেন হাস্য করিতে করিতে কঙ্কপত্রান্বিত শিলা-শাণিত ভল্ল-ত্রয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তৎকর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া রথনীড়ে উপবেশন-পূর্ব্বক 'যাও' বলিয়া সারথিকে যাইতে আদেশ দিলেন। অনন্তর রাজার সহিত সমুদয় কৌরব-সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং "ধর ধর" বলিয়া সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতে প্রধাবিত হইল। হে রাজন্! পরে সমর-দক্ষ কৈকেয়গণের সপ্তদশ শত সৈন্য পাঞ্চালদিগের সহিত একত্র হইয়া দুর্য্যোধনের বল-সকলকে নিবারিত করিল। সেই মহাভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম হইতে থাকিলে, মহাবল দুর্য্যোধন ও ভীমসেন পরস্পর সমরে সমাগত হইলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭২॥

সঞ্জয় কহিলেন, এদিকে কর্ণ অগ্রভাগে পর্য্যবস্থিত কৈকেয়দিগের মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণকে শরজালে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারা তাঁহার নিবারণে যত্নশালী হইলেও তিনি তাহাদিগের পঞ্চশত রথীকে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন যোধগণ কর্ণ-বাণে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহাকে সমরে অবিষহ্য দেখিয়া ভীমসেনের সমীপে গমন করিল। কর্ণও এক রথেই রথ-সৈন্যগণকে শরজাল-দ্বারা অনেকধা বিদারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রধাবিত হইলেন। বীর্য্যবান্ রাজা যুধিষ্ঠির তৎকালে শর-সমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া নকুল ও সহদেবের মধ্যস্থলে থাকিয়া অচেতন-ভাবে অল্পে অল্পে শিবির-মধ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সূতপুত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে তীক্ষ্ণতর পরম শর-ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও তাঁহারে হৃদয়-প্রদেশে প্রতিবিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে তিন বাণে এবং হয়-চতুষ্টয়কে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মাদ্রী-তনয় শত্রুতাপন নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক ছিলেন, তাঁহারাও 'কর্ণ পাণ্ডবরাজকে নিহত করিতে না পারে' এই অভিপ্রায়ে তৎ প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সাতিশয় প্রযত্নপর হইয়া উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ রূপে রাধানন্দনের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ সূতপুত্রও সেই অরিন্দম মহানুভব-দ্বয়কে শিত-ধার ভল্ল-যুগল-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন এবং সমরে যুধিষ্ঠিরের কালপুচ্ছ-বিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ মনোজব হয়োত্তমগণকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপ-সম্পন্ন অধিরথ-পুত্র যেন হাস্য করিতে করিতে অপর এক ভল্ল-দ্বারা কুন্তীতনয়ের শিরস্ত্রাণ পাতিত করিলেন এবং সেইরূপে মাদ্রীপুত্র ধীসম্পন্ন নকুলেরও হয়গণকে হত করিয়া তাঁহার ধ্বজা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই ভ্রাতৃদ্বয় যুধিষ্ঠির ও নকুল ক্ষত বিক্ষত হতাশ্ব ও হত-রথ হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহাদিগের মাতুল পরবীরহন্তা মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে তথায় বিরথ দেখিয়া অনুকম্পা-বশতঃ রাধা-তনয়কে কহিলেন "কর্ণ! অদ্য তোমাকে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে; তুমি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মরাজের সহিত কি জন্য যুদ্ধ করিতেছ? ধনঞ্জয়ের নিকটে গিয়া তুমি অস্ত্র শস্ত্র-বিহীন, কবচ-রহিত, তূণ-বাণ-শূন্য, শ্রান্ত-বাহন, ক্লান্ত-সারথি এবং বিপক্ষগণের অস্ত্র-সমূহে বিক্ষিপ্ত হইয়া অবশ্যই উপহাসাস্পদ হইবে।" পরন্তু কর্ণ মদ্ররাজ-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলেও পূর্ব্ববৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরে যুধিষ্ঠিরকে তাড়িত করিলেন এবং নকুল ও সহদেবকেও সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহে পরাবিদ্ধ করিলেন। পরিশেষে তিনি প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিয়া শর-নিকর বর্ষণ-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিয়া দিলেন।

অনন্তর শল্য যুধিষ্ঠির-বধে সমুদ্যত অত্যন্ত কোপ-পরীত রথস্থিত কর্ণকে পুনরায় সহাস্য-বদনে এই কথা বলিলেন, অহে রাধেয়! দুর্য্যোধন যাঁহার নিমিত্তে তোমাকে সতত সম্মানিত করিয়া থাকেন, তুমি সেই ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট কর; যুধিষ্ঠিরকে হত করিয়া তোমার কি হইবে? কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শব্দায়মান শঙ্খ-যুগলের ঐ সুমহান্ ধ্বনি এবং বর্ষা-কালীন মেঘ-শব্দের ন্যায় ধনুর্ঘোষ শ্রুত হইতেছে। অহে কর্ণ! ঐ দেখ, অর্জ্জুন শর-বর্ষণ-দ্বারা আমাদিগের মহারথগণকে সমরে নিহত করত অস্মদ্দীয় সৈন্য গ্রাস করিতেছেন। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা ঐ শূরবরের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়াছেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন সাত্যকি উহাঁর উত্তর চক্র রক্ষা করিতেছেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন উহাঁর দক্ষিণ চক্র রক্ষার্থে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ওদিকে ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। হে রাধেয়! আমাদিগের সকলের সাক্ষাতে ভীম যাহাতে তাঁহাকে বিনষ্ট না করেন;—আমাদের রাজা যে প্রকারে মুক্ত হইতে

পারেন, তাহাই কর। ঐ দেখ, সমর-শোভাকর বৃকোদর উহাঁকে বশায়ত্ত করিয়াছেন; এক্ষণে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া উনি যদি মুক্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে সকলের সুমহান্ বিস্ময় হয়। ফলত উনি পরম সংশয়ে পতিত হইয়াছেন, অতএব শীঘ্র সমীপবর্ত্তী হইয়া উহাঁকে পরিত্রাণ কর; নকুল সহদেব বা রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিহত করিয়া কি হইবে?

মহারাজ! বীর্য্যবান্ রাধাতনয়, শল্যের এই কথা শুনিয়া এবং দুর্য্যোধনকেও মহাসমরে ভীমের বশায়ত্ত দেখিয়া রাজ-রক্ষণে অভিলাষী, বিশেষত শল্য-বাক্যে পুনঃপুন প্রেরিত হইয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীনন্দন নকুল সহদেবকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আপনকার পুত্রের পরিত্রাণার্থে মদ্ররাজ-পরিচালিত আকাশগামি-তুল্য অশ্বগণ-দ্বারা তৎ-সমীপে ধাবমান হইলেন। হে আর্য্য! কর্ণ গমন করিলে পর, শর-নিকরে ক্ষত বিক্ষত কুন্তী-নন্দন পাণ্ডুপুত্র নরেশ্বর যুধিষ্ঠির লজ্জিত হইয়া যমজ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সহিত সহদেবের বেগশালী অশ্বগণ-দ্বারা রণস্থল হইতে শীঘ্র অপগত হইলেন এবং শিবিরে উপনীত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অবিলম্বে শুভ শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার শল্য সকল অপনীত হইল বটে, কিন্তু তিনি হৃদয়-শল্যে অত্যন্ত নিপীড়িত রহিলেন। সেই রাজা মহারথ ভ্রাতৃযুগল নকুল সহদেবকে কহিলেন "হে পাণ্ডব-দ্বয়! তোমরা ভীমসেনের সৈন্য-মধ্যে শীঘ্র গমন কর; বৃকোদর একাকী জীমূতের ন্যায় গর্জ্জন করত যুদ্ধ করিতেছেন।" অনন্তর রথশ্রেষ্ঠ নকুল ও তেজস্বী সহদেব, শত্রুতাপন উভয় সহোদরে অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট-বেগশালী তুরগ-গণ-দ্বারা ভীমসেনের সৈন্য-মধ্যে যাইয়া তথায় তেজঃপুঞ্জ উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া একত্র পর্য্য-বস্থিত হইলেন।

[illegible] ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর অশ্বত্থামা বহুল রথ-সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া, যে স্থানে অর্জ্জুন অবস্থিত ছিলেন, সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৌরিসহায় শূরবর ধনঞ্জয় সহসা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, বেলা যেমন সাগরকে ধারণ করে, তদ্রূপ সহসা অবরুদ্ধ করিলেন। মহারাজ! অনন্তর প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন ক্রোধাক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সায়ক-সমূহে আচ্ছাদিত করিলেন। পরে পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথগণ ও কৌরব সকল কৃষ্ণার্জ্জুনকে শরাচ্ছন্ন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হে ভারত! অন-ন্তর অর্জ্জুন যেন হাস্য করিতে করিতে সমরে একটি দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা তাহা নিবা-রিত করিলেন। ধনঞ্জয় যুদ্ধে অশ্বত্থামার সংহার-বাসনায় যে যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ-তনয় তৎসমুদয় ছিন্ন করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! সেই মহাভয়াবহ অস্ত্র-যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে, আমরা অশ্বত্থামাকে সমরে বিস্তৃতাস্য অন্তকের সমান দেখিলাম। তিনি শর-নিকর-বর্ষণে দিক্ বিদিক্ সকল আচ্ছন্ন করিয়া তিন বাণে বাসু-দেবের দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় সেই মহাত্মার হয়-সমুদয়কে নিহত করিয়া সমর-ভূমিকে শোণিত-প্রবাহ-তরঙ্গিণী সর্ব্বপ্রাণি-বাহিনী পরলোক-সঞ্চারিণী ঘোর-রূপিণী তটিনী করিয়া তুলিলেন। সকলে অশ্বত্থামার রথ-সহ সমুদয় রথি-গণকে অর্জ্জুন-শরাসন-বিনির্গত শর-নিকরে অপহৃত হইতে দেখিতে লাগিল এবং তিনিও তাহাদিগকে সেইরূপ দেখিতে থাকিলেন। তৎকালে তিনি শত্রু-গণ-বাহিনী মহাভয়ঙ্করী নদী প্রবর্ত্তিতা করিলেন। দ্রোণ-পুত্র ও পাণ্ডু-পুত্রের সেই দারুণ সমাকুল যুদ্ধে সৈন্যগণ মর্য্যাদা-শূন্য হইয়া যুদ্ধ করত ইতস্তত পরিধাবিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! রথ সকল হতাশ্ব ও সারথি-বিহীন হইল, গজবাজি-সকল আ-রোহি-শূন্য হইল এবং মহামাত্রগণ মাতঙ্গ-হীন

হইয়া গেল; এইরূপে ধনঞ্জয় সমরে ঘোরতর জন-ক্ষয় করিলেন। রথিগণ অর্জ্জুনের শরাসন-নিক্ষিপ্ত শর-নিকরে নিহত হইয়া পতিত হইল এবং হয়গণ বন্ধন-রজ্জু-বিহীন হইয়া স্থানে স্থানে দৌড়িতে লাগিল। বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা সমর-শোভাকর বিজয়িশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সেই কর্ম্ম দেখিয়া সত্বর সমীপে আগমন-পূর্ব্বক সুবর্ণ-বিভূষিত সুমহৎ শরাসন আকর্ষণ করত নিশিত-শর-সমূহ-সহকারে তাঁহারে সর্ব্ব দিকে সমাকীর্ণ করিলেন। হে মহারাজ! তিনি পুনরায় কার্ম্মুক আনত করিয়া কঙ্কপত্রান্বিত বাণ-দ্বারা অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে নির্দ্দয়-রূপে তাড়না করিলেন। উদারবুদ্ধি গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় সমরে দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার শরে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে সহসা শর-বর্ষণ-দ্বারা সংছাদিত করিয়া তাঁহার শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সংগ্রামে ছিন্ন-শরাসন হইয়া অশ্বত্থামা তখন বজ্র-সম কঠোর-স্পর্শ-বিশিষ্ট একটা পরিঘ লইয়া কিরীটীর প্রতি নিক্ষিপ্ত করিলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন যেন হাস্য করিতে করিতে সেই পতনোন্মুখ সুবর্ণ-পরিষ্কৃত পরিঘাস্ত্র সহসা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পার্থ-সায়কে ছিন্ন হইয়া সেই পরিঘ তখন বজ্র-তাড়িত ধরাতল-বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। অনন্তর মহারথ দ্রোণ-পুত্র ক্রোধান্বিত হইয়া ঐন্দ্রাস্ত্র-বেগে বীভৎসুকে সমাকীর্ণ করিলেন। হে মহারাজ! তাঁহার ইন্দ্রজালে সমস্ত আচ্ছন্ন হইল দেখিয়া তরস্বী সব্যসাচী মহেন্দ্র-প্রদত্ত উত্তমাস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক গাণ্ডীব ধারণ করত সেই ঐন্দ্রজাল প্রতিহত করিয়া ফেলিলেন। ঐন্দ্রজাল বিদারণ করিবার পর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার রথ-সমীপে উপনীত হইয়া ক্ষণকাল-মধ্যে তাহা সেইরূপ আচ্ছন্ন করিলেন এবং অশ্বত্থামাও তদীয় বাণে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরন্তু দ্রোণ-তনয় শর-নিকর-সহকারে পার্থের সেই বাণবৃষ্টি বিলোড়িত করিয়া এবং তদ্দ্বারা আপনার শ্রেষ্ঠ নাম প্রকাশিত করিয়া কৃষ্ণকে এক শত এবং অর্জ্জুনকে তিন শত ক্ষুদ্রকাস্ত্র-দ্বারা সহসা অভিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন শায়ক-শত-সন্ধান-দ্বারা গুরুপুত্রের মর্ম্ম-ভেদ করিয়া ভবদীয় সৈন্যগণের প্রত্যক্ষেই শর-সমূহ-দ্বারা তাঁহার অশ্ব, সূত ও ধনুর্জ্যা অবকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই পরবীরহন্তা পাণ্ডু-নন্দন দ্রোণ-তনয়ের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া ভল্লাঘাতে তাঁহার সারথিকেও রথনীড় হইতে পাতিত করিলেন। তখন অশ্বত্থামা স্বয়ং অশ্ব সকলকে সংযমিত করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরসংঘে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা তাঁহার অদ্ভুত আশু-পরাক্রম অবলোকন করিলাম। হে রাজন্! তিনি যে স্বয়ং তুরগগণকে সংযত করত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সমরে সমুদয় যোদ্ধারাই তাঁহার সেই কর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল। অনন্তর জয়শীল বীভৎসু হাস্য করিয়া সমরে ক্ষুরপ্র অস্ত্রে দ্রোণপুত্রের অশ্বগণের রশ্মি সকল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! তখন সেই তুরগগণ শর-বেগে প্রপীড়িত হইয়া দৌড়িতে লাগিল। তাহাতে আপনকার সৈন্য-মধ্যে ঘোরতর নিনাদ উত্থিত হইল। এদিকে জয়াভিলাষী পাণ্ডবেরা জয় লাভ করিয়া সর্ব্ব দিকে শাণিত বাণ সমস্ত নিক্ষেপ করত আপনকার সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ! আপনকার বিচিত্রযোধী পুত্রগণের, সুবল-তনয় শকুনির ও কর্ণের সাক্ষাতেই দুর্য্যোধনের মহাসৈন্য, বীর্য্য-সম্পন্ন জয়যুক্ত পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক পুনঃপুন ভগ্ন হইতে লাগিল। সর্ব্ব দিকে পীড্যমানা মহাসেনা, আপনকার পুত্রগণ-কর্ত্তৃক নিবারিতা হইলেও সংগ্রামে অবস্থিতি করিতে পারিল না। হে জনেশ্বর! অনন্তর আপনকার পুত্রগণের সেই মহৎ সৈন্য, সর্ব্ব দিকে পলায়মান যোধগণ-দ্বারা ব্যাকুল ও ভীত হইয়া পড়িল। তাহাতে কর্ণ “স্থির হও, স্থির হও” এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাত্মা বীরগণের দ্বারা

প্রহার প্রাপ্ত হওয়ায় সেই সৈন্য কোন ক্রমেই স্থির থাকিতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর দুর্য্যোধন অনুনয়-বচনে কর্ণকে কহিলেন, কর্ণ! দেখ, তুমি থাকিতে আমার সৈন্য পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইয়া সংগ্রাম হইতে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছে। হে শত্রুতাপন মহাবাহো! ইহা জানিয়া সংপ্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরবর! পাণ্ডবেরা সমরে সহস্র সহস্র যোধগণকে ভগ্ন করিয়া দিলে, তাহারা কাতর-স্বরে তোমাকেই আহ্বান করিতেছে।

সূতনন্দন, দুর্য্যোধনের এই মহৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্য-বদনে মদ্ররাজ শল্যকে এই কথা বলিলেন "হে জনেশ্বর! আমার ভুজ-যুগল ও অস্ত্র সকলের বীর্য্য দেখ; অদ্য আমি সমরে পাণ্ডবগণের সহিত সমুদয় পাঞ্চালগণকে নিহত করিব, সন্দেহ নাই, অতএব তুমি উত্তম রূপে অশ্ব চালনা কর।" মহারাজ! সেই মহাবল-বীর্য্য-সম্পন্ন অমেয়াত্মা প্রতাপবান্ সূতপুত্র এইরূপ কহিয়া বিজয় নামক পুরাতন প্রধান শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাতে জ্যা-যোজনা এবং তাহার পুনঃপুন সম্মার্জ্জনা করিলেন; পরে সৈন্যগণকে সত্য ও শপথ-দ্বারা নিবারিত করিয়া ভার্গবাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হে রাজন্! মহাসংগ্রামে তাহা হইতে সহস্র সহস্র অযুত অযুত কোটি কোটি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সুতীক্ষ্ন শর সমস্ত নির্গত হইতে লাগিল। কঙ্কপত্র ও ময়ূর-পিচ্ছে ভূষিত সেই ঘোরতর প্রজ্বলিত শর-সমূহে পাণ্ডবী-সেনা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; কিছুই আর জানা গেল না। হে বিশাম্পতে! সংগ্রামে প্রবল ভার্গবাস্ত্র-দ্বারা প্রপীড়িত হওয়ায় পাঞ্চালগণের মধ্যে মহান্ হাহাকার উত্থিত হইল। সহস্র সহস্র অশ্ব গজ রথ ও নর সকল নিহত হইয়া নানা স্থানে পতিত হওয়াতে মহীতল কম্পান্বিত হইল এবং পাণ্ডবদিগের সমুদয় মহৎ বল ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সেই শত্রুতাপন নরশার্দ্দূল যোধপ্রবর কর্ণই একাকী প্রজ্বলিত-পাবক-তুল্য হইয়া শত্রুকুল দহন করত শোভা পাইতে লাগিলেন। হে নরব্যাঘ্র! বনদাহকালে মাতঙ্গ সকল যেমন বিমুগ্ধ হয় এবং ব্যাঘ্রেরা চীৎকার করে, সেইরূপ নরোত্তম পাঞ্চাল ও চেদি-সৈন্য সকল কর্ণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া স্থানে স্থানে বিমোহিত হইতে এবং চীৎকার করিতে লাগিল। মহারাজ! তাহারা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া চীৎকার করত রণস্থলের সর্ব্ব দিকে প্রধাবিত হইতে থাকিলে, তথায় প্রলয়কালের ন্যায় সুমহান্ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। হে আর্য্য! তাহাদিগকে সূতপুত্র-কর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া তির্য্যগ্‌যোনি-সমুৎপন্ন সমুদয় প্রাণিবর্গও ত্রাসান্বিত হইল। শমন-সদনে মৃত ব্যক্তিরা যেমন প্রেতরাজকে আহ্বান করে, তদ্রূপ সেই সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ সূতপুত্র-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া কাতর-স্বরে অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিল।

অনন্তর কুন্তী-তনয় ধনঞ্জয় কর্ণ-সায়কে বধ্যমান সেই সকল সৈনিকগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়া এবং তথায় মহাভয়ঙ্কর ভার্গবাস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে দেখিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন "হে মহাবাহো কৃষ্ণ! ভার্গবাস্ত্রের বিক্রম বিলোকন কর; এ অস্ত্র সমরে কোন প্রকারেই বিহত হইবার নহে। বীর্য্যে সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সদৃশ সূতপুত্র মহাসমরে সংরব্ধ হইয়া কিরূপ দারুণ কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাও দেখ। উনি পুনঃপুন অশ্ব চালনা করত বারংবার আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; পরন্তু আমি সংগ্রামে কর্ণের নিকট হইতে কোন ক্রমেই পলাইতে পারিব না। হে হৃষীকেশ! পুরুষ জীবিত থাকিতে সমরে জয় পরাজয় উভয়ই প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু মৃত ব্যক্তির কেবল বিনাশই হয়, অজয় কদাচ হয় না।" সুবুদ্ধি-প্রবর পৃথা-তনয় ধনঞ্জয় এইরূপ কহিলে পর অরিন্দম কৃষ্ণ তাঁহারে তৎকাল-সমুচিত এই কথা বলিলেন, পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণ-কর্ত্তৃক অতিমাত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন; অতএব অগ্রে তাঁহারে

দেখিয়া এবং সম্যাশ্বাসিত করিয়া পরে কর্ণকে বিনষ্ট করিবে।

মহারাজ! অনন্তর জনার্দন কৃষ্ণ সমরে পরিশ্রম-দ্বারা কর্ণকে গ্রহণ করাইবার অভিপ্রায়ে তৎকালে যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে অভিলাষী হইয়া প্রস্থান করিলেন। ধনঞ্জয়ও কেশবের আজ্ঞানুসারে বাণপীড়িত রাজাকে দেখিবার নিমিত্তে সেই সংগ্রাম-ভূমি হইতে অবিলম্বে রথারোহণে যাত্রা করিলেন। হে ভারত! পার্থ সংগ্রামে ইন্দ্রেরও দুঃসহনীয় গুরু-পুত্র অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করত তাঁহারে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মরাজের দর্শনেচ্ছায় গমন করিতে করিতে সৈন্যের প্রতি অবলোকন করিলেন, কিন্তু তথায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন না।

সঙ্কুলযুদ্ধে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর অরাতিগণের অধর্ষণীয় উগ্রধন্বা ধনঞ্জয় অন্যের দুষ্কর সুমহৎ শূর-কর্ম্ম করিয়া অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিবার পর স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি অবলোকন করিলেন। সেই শূর-বর কিরীটমালী সব্যসাচী, সৈন্যাগ্রবর্ত্তী যুদ্ধ-প্রবৃত্ত যোধগণকে পূর্ব্বকৃত প্রসিদ্ধ মহৎ কর্ম্ম সকল-দ্বারা প্রশংসিত করিয়া হর্ষান্বিত করত, সমরে আপনার রথীদিগকে সুস্থির করিলেন। পরন্তু তিনি অজমীঢ় নন্দন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া বেগে ভীমসেনের নিকটে আসিয়া তাঁহারে কহিলেন, রাজার সংবাদ কি, বলুন; রাজা কোথায় আছেন?

ভীম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণবাণে অতিমাত্র ব্যথিতাঙ্গ হইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন; কথঞ্চিৎ জীবিত আছেন কি না সন্দেহ।

অর্জ্জুন কহিলেন, তবে আপনি কুরুসত্তম রাজা যুধিষ্ঠিরের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত শীঘ্র এস্থান হইতে প্রয়াণ করুন; তিনি কর্ণের সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শিবির-মধ্যে গমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। যিনি সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের নিশিত শস্ত্র-সমূহে বিদ্ধ হইয়াও জয়ের প্রতীক্ষায়, যাবৎ দ্রোণ নিহত হন, তাবৎ স্থিরভাবে তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই মহানুভাব তরস্বী পাণ্ডব-প্রধান অদ্য কর্ণ-কর্ত্তৃক সমরে সংশয় প্রাপিত হইয়াছেন; অতএব হে ভীম! এক্ষণে আপনি শীঘ্র তাঁহার তত্ত্ব জানিতে প্রস্থান করুন, আমি শত্রুগণকে নিরুদ্ধ করিয়া থাকিব।

ভীম কহিলেন, হে মহানুভব অর্জ্জুন! তুমিই ভরতশ্রেষ্ঠ রাজার সংবাদ জান; এখন আমি যদি সেখানে যাই, তাহা হইলে প্রধান বীরেরা আমাকে ভীত বলিবে।

অনন্তর অর্জ্জুন ভীমসেনকে বলিলেন, সংশপ্তক-সৈন্যেরা আমার প্রতিপক্ষে রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে ইহাদিগকে নিহত না করিয়া আমি এই রিপুমণ্ডলী হইতে অপগত হইতে পারিব না।

পরে ভীমসেন অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে কুরুপ্রবীর ধনঞ্জয়! আমি নিজ বীর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক একাকী সমুদয় সংশপ্তক সৈন্যের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিব; তুমি রাজার নিকটে যাও।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন শত্রুগণ-মধ্যে সহোদর ভীমসেনের সেই সুদুর্ব্বচ বচন শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে যাইবার উদ্দেশে তখন বৃষ্ণি-প্রবর হৃষীকেশকে বলিলেন "হে কেশব! আমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি; অতএব তুমি এই বলার্ণব পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব সকলকে পরিচালিত কর।" অনন্তর সকল-দাশার্হ-শ্রেষ্ঠ বাসুদেব তুরঙ্গগণকে চালনা করত ভীমসেনকে বলিলেন "হে বৃকোদর! অদ্য তোমার পক্ষে এ কর্ম্ম বিচিত্র নহে; হে পার্থ! এক্ষণে আমি চলিলাম, তুমি শত্রু সকলকে বিনষ্ট কর।" হে রাজেন্দ্র! পরে হৃষীকেশ, শত্রু-দমন ভীমসেনকে প্রতিপালনের প্রতিজ্ঞা

স্থলে ব্যবস্থাপন-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে সমাদিষ্ট করিয়া, যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, তথায় গরুড়-তুল্য অশ্বগণ-দ্বারা অতিশীঘ্র গমন করিলেন।

অনন্তর সেই দুই পুরুষপ্রবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, যে স্থানে রাজা একাকী শয়ান ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে রথ হইতে অবতরণ করিয়া ধর্ম্মরাজের পাদ বন্দন করিলেন। তাঁহারা সেই পুরুষপ্রবরকে কুশলী দেখিয়া, অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় যেমন ইন্দ্রকে কুশলী দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ হর্ষযুক্ত হইলেন। রাজাও তাঁহাদিগকে, সূর্য্যদেব যেমন অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়কে এবং মহাবীর জম্ভাসুর হত হইলে বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিনন্দিত করিলেন। শত্রুতাপন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির 'কর্ণ হত হইয়াছে' এই অনুমানে প্রীত হইয়া হর্ষগদ্গদ-বচনে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠির-সমীপ-গমনে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

যুধিষ্ঠির অগ্রে দেবকী-তনয়কে পরে ধনঞ্জয়কে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণার্জ্জুন! তোমাদিগকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমরা উভয়ে অক্ষত ও নিরাময় থাকিয়া মহারথ কর্ণকে হত করিয়াছ। যে যুদ্ধে আশীবিষ-সদৃশ এবং সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ; যে সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অগ্রগামী, শর্ম্ম ও বর্ম্ম-স্বরূপ; ধনুষ্মান্ বৃষসেন ও সুষেণ যাহাকে রক্ষা করিত; যে সুদুর্জ্জয় মহাবীর্য্যবান্ পুরুষ পরশুরামের নিকটে অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত ও কৃতী হইয়া গৃহগমনার্থে অনুমতি পাইয়াছিল; যে সর্ব্বলোকপ্রধান লোক-বিখ্যাত রথী; যে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পরিত্রাণ, সেনা-মুখে গমন, পর-সৈন্যের হনন এবং শত্রুবর্গের বিমর্দ্দন করিত; যে দুর্য্যোধনের হিতসাধনে নিযুক্ত এবং আমাদিগের দুঃখের নিমিত্ত উদ্যত ছিল; যে মহারণে সবাসব দেবগণেরও অধর্ষণীয়, বল ও তেজঃ প্রকাশে অনিল ও অনল-তুল্য, পাতাল সমান গম্ভীর, সুহৃদ্গণের আনন্দ-বর্দ্ধনকারী এবং অরাতি-বর্গের অন্তক-সদৃশ ছিল; তোমরা ভাগ্যক্রমে সেই কর্ণকে নিহত করিয়া, অসুর-সংহারান্তে অমর-যুগলের ন্যায়, আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। হে অচ্যুতার্জ্জুন! অদ্য আমি অতিশয় উগ্রভাবে সেই প্রজাকুল-সংহারেচ্ছু-কৃতান্ত-তুল্য কর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলাম। সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল সহদেব, বীর্য্যশালী শিখণ্ডী, দ্রৌপদী-তনয় সকল ও পাঞ্চালগণের সাক্ষাতেই আমার ধ্বজ ছিন্ন করিয়া পার্ষ্ণিরক্ষক-দ্বয় ও হয়-চতুষ্টয় বিনষ্ট করিল। হে মহাবাহো! আমি যত্নপরায়ণ হইলেও যোধগণ-শ্রেষ্ঠ মহাবীর্য্য কর্ণ মহারণে ঐ সকল ও অন্যান্য বহুল শত্রুগণকে জয় করিয়া আমাকে পরাজিত করিয়াছে এবং যুদ্ধে পরিভূত করিয়াই স্থানে স্থানে অনুসরণ-পূর্ব্বক আমার প্রতি বহুতর কঠোর-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হে ধনঞ্জয়! আমি যে জীবিত রহিয়াছি, ইহাতে কেবল ভীমসেনের প্রভাব-মাত্র কারণ। যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক কি কহিব, আমি কোন ক্রমেই তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না।

হে ধনঞ্জয়! আমি যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বর্ষকাল রাত্রিতে নিদ্রা লাভ করিতে পারি নাই এবং দিবসেও কখন সুখ পাই নাই, এক্ষণে তাহারই দ্বেষে সংযুক্ত হইয়া, যজ্ঞস্থলে আত্ম-মরণার্থে প্রস্থিত বাধ্রীণস বিহঙ্গের ন্যায়, পরিদগ্ধ হইতেছি। আমি 'কি প্রকারে সমরে কর্ণকে নিহত করাইতে পারিব' এইরূপ চিরকাল যাহা চিন্তা করিতেছিলাম, তাহার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ! আমি কি জাগ্রদবস্থায় কি নিদ্রাবস্থায় সর্ব্বদাই সর্ব্বস্থানে কেবল কর্ণকেই দেখিতেছি; সমুদয় জগৎ যেন কর্ণময় হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি কর্ণের ভয়ে

যে যে স্থানে যাই, সেই সেই স্থানেই যেন কর্ণকে অগ্রভাগে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই। হে পার্থ! সমরে পলায়ন-পরাঙ্মুখ সেই বীরই আমাকে রথ ও হয়গণ-সহ জয় করিয়া জীবিত থাকিতে থাকিতে পরিত্যাগ করিয়াছে। সমরশোভাকর কর্ণের নিকটে অদ্য এরূপ ধিক্কার প্রাপ্ত হইয়া আমার জীবিত থাকিবারই ফল কি, আর রাজ্যেরই বা প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে আমি ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতে সমরে যাহা প্রাপ্ত হই নাই, অদ্যকার যুদ্ধে মহারথ সূতপুত্র হইতে তাহা পাইয়াছি! অতএব হে ধনঞ্জয়! সংপ্রতি যে রূপে কুশল লাভ হইয়াছে, তাহা তোমারে জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি যে প্রকারে কর্ণকে বিনষ্ট করিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ রূপে আমারে বল। যে যুদ্ধে ইন্দ্র-তুল্য বলবান্, পরাক্রমে যম-তুল্য এবং অস্ত্রপ্রয়োগে রাম-তুল্য ছিল, সেই কর্ণ কি প্রকারে বিমর্দ্দিত হইল? হে অর্জ্জুন! ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য, সমুদয় পুরুষ-মধ্যে অদ্বিতীয় পুরুষ, সুবিখ্যাত মহারথ রাধা-তনয়কে কেবল তোমার নিমিত্তেই পূজা করিতেন; তুমি কি প্রকারে সেই কর্ণকে নিহত করিলে? হে পুরুষব্যাঘ্র! দুর্য্যোধন সমুদয় যোধগণ-মধ্যে কেবল কর্ণকেই সর্ব্বদা সমরে তোমার মৃত্যু-স্বরূপ বলিয়া মনে করিত; তুমি কিরূপে তাহারে সংগ্রামে বিমর্দ্দিত করিলে? হে ভ্রাতঃ! তুমি যে প্রকারে কর্ণকে নিহত করিয়াছ, তাহা আমারে বল। হে পুরুষ-শার্দ্দূল! শার্দ্দূল যেমন রুরুমৃগের মস্তক হরণ করে, সেইরূপ তুমি সুহৃদ্গণের সাক্ষাতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত কর্ণের মস্তক হরণ করিয়াছ। যে সূত-পুত্র, তোমাকে পাইবার জন্যে তোমার অনুসন্ধান-কারী পুরুষকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত ছয় হস্তী প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া, রণস্থলের দিগ্বিদিগ্বর্ত্তী লোক সকলের উপাসনা করিয়াছিল; অধুনা সেই দুরাত্মা কর্ণ কি সমরে তোমার কঙ্কপত্র-ভূষিত সুতীক্ষ্ণ শর-নিকরে নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছে?

হে ভ্রাতঃ! তুমি সমরে সূতপুত্রকে নিহত করিয়া আমার পরম প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়াছ। যে মদান্বিত গর্ব্বিত সূতপুত্র, তোমার অনুসন্ধানার্থে রণ-ভূমির সর্ব্ব দিকে ধাবমান হইয়াছিল; সেই শূরাভিমানী কর্ণ কি সমরে সমাগত হইয়া তোমার হস্তে নিহত হইয়াছে? হে ভ্রাতঃ! তোমার সন্ধান নিমিত্তে যে অপর লোকদিগকে গো অশ্ব ও হস্তি-যুক্ত উৎকৃষ্ট সুবর্ণ রথ প্রদান করিতে উৎসুক হইয়াছিল এবং সংগ্রামে যে সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিত, সেই পাপাত্মাকে তুমি কি সমর-শয্যাশায়ী করিয়াছ? যে শূরমদে মত্ত থাকিয়া কৌরব-সভা-মধ্যে সতত আত্মশ্লাঘা করিত, সুযোধনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র সেই পাপাত্মা অদ্য তোমার হস্তে কি নিহত হইয়াছে? সেই পাপাত্মা সমরে সমাগত হইয়া গাণ্ডীব সংযোজিত তোমার প্রেরিত লোহিতাঙ্গ বাণ-ব্যূহে অতিমাত্র বিভিন্ন-গাত্র হইয়া কি শয়ান রহিয়াছে? সুযোধনের বাহুদ্বয় কি ভগ্ন হইয়াছে? যে কর্ণ দর্প-পূর্ণ হইয়া "আমি অর্জ্জুনকে নিহত করিব" এই বলিয়া সুযোধনকে হর্ষযুক্ত করত রাজগণ-মধ্যে মোহ-প্রযুক্ত সর্ব্বদা শ্লাঘা করিত, তাহার সেই বাক্য কি যথার্থ হয় নাই? হে ধনঞ্জয়! "পার্থ জীবিত থাকিতে আমি কদাচ পাদপ্রক্ষালন করাইব না" যে অল্পবুদ্ধির সর্ব্বদা এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল, সেই কর্ণকে অদ্য তুমি কি নিহত করিয়াছ? যে দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ সভা-মধ্যে কুরুবীর সকলের সাক্ষাতে কৃষ্ণাকে কহিয়াছিল "কৃষ্ণে! তুমি হীনসত্ত্ব সুদুর্ব্বল পতিত পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতেছ না কেন?"—যে কর্ণ তোমার নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে নিহত না করিয়া এস্থানে প্রত্যাগত হইব না; সেই পাপবুদ্ধি এখন শর-বিদীর্ণ-দেহ হইয়া কি শয়ান রহিয়াছে? সৃঞ্জয় ও কৌরবগণের সমাগমে তোমার এই সংগ্রামে কি বিদিত হইয়াছিল? যে আমাকে সেই স্থলে [illegible] [illegible] করিয়াছিল, সমরে সমাগত হইয়া তুমি

কি সেই কর্ণকে অদ্য নিহত করিয়াছ? হে সব্যসাচিন্! সংগ্রামে তুমি কি গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত জাজ্বল্যমান বিশিখ-পুঞ্জ-দ্বারা সেই মন্দ-বুদ্ধির কুণ্ডলালঙ্কৃত দীপ্তি-বিশিষ্ট মস্তকটাকে শরীর হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছ? হে বীর! আমি বাণ-নিপীড়িত হইয়া কর্ণের বধের নিমিত্ত তোমাকে যে চিন্তা করিয়াছিলাম, তুমি কর্ণকে নিপাতিত করিয়া আমার সেই চিন্তা কি অদ্য ফলবতী করিয়াছ? কর্ণরূপ সমাশ্রয় প্রভাবে সেই সুযোধন যে দর্পপূর্ণ হইয়া আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা করিত, অদ্য তুমি পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সুযোধনের সেই সমাশ্রয় কি ভগ্ন করিয়া দিয়াছ? যে সুদুর্ম্মতি পূর্ব্বে সভা-মধ্যে কৌরবগণের সমক্ষে আমাদিগকে ষণ্ড তিল বলিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিল, তুমি সমরে সমাগত হইয়া সেই অতিক্রোধী সুতপুত্রকে কি নিহত করিয়াছ? পূর্ব্বে শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে জয় করিলে, যে দুরাত্মা সুতপুত্র প্রকৃষ্ট-রূপে হাস্য করিতে করিতে দুঃশাসনকে কহিয়াছিল "তুমি স্বয়ং এস্থানে যাজ্ঞসেনীকে আনয়ন কর" অদ্য সংগ্রামে সে কি তোমার হস্তে নিহত হইয়াছে? হে মহাত্মন্! যে অল্পবুদ্ধি, অর্দ্ধরথ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়, পৃথিবী-মধ্যে শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠতম পিতামহ ভীষ্মকে ভৎর্সনা বাক্যে অবমানিত করিয়াছিল, সেই অধিরথ-তনয়কে তুমি কি নিপাতিত করিয়াছ? হে ধনঞ্জয়! পরাভব-সমীরণে সন্ধুক্ষিত অমর্ষ-জনিত হুতাশন আমার হৃদয়ে নিয়তই জ্বলিতেছে; অতএব "আমি সমরে সমাগত হইয়া অদ্য কর্ণকে নিহত করিয়াছি" তুমি এই কথা বলিয়া এক্ষণে আমার সেই হুতাশন নির্ব্বাপণ কর। অদ্য তুমি কি প্রকারে সুত-পুত্রকে নিহত করিলে, এই দুর্লভ বৃত্তান্তটি আমার নিকটে বর্ণন কর। বৃত্রাসুর নিহত হইলে, ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে যেমন প্রধান বীর মনে করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমাকে সতত শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া অনুধ্যান করিতেছি।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্ত-বীর্য্য অতিরথী মহাত্মা ধনঞ্জয়, মহাসত্ত্ব দুর্দ্ধর্ষ ক্রোধান্বিত ধর্ম্মশীল নরপতি যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! অদ্য আমি যখন সংশপ্তক সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তখন কুরু-সৈন্যরাজের সেনাগ্রগামী অশ্বত্থামা আশীবিষ-সদৃশ সায়ক-সমূহ বর্ষণ করত সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার মেঘনির্ঘোষ-সদৃশ নির্ঘোষ-বিশিষ্ট রথ দর্শনে সমস্ত সৈন্যও সমরে সন্নিহিত হইল। তাহাদিগের পঞ্চ শত ব্যক্তিকে নিহত করিয়া পরিশেষে আমি দ্রোণনন্দনের নিকটে সমাগত হইলাম। হে নরেন্দ্র! গজেন্দ্র যেমন মৃগেন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ অশ্বত্থামা আমার সন্নিহিত হইয়া যত্ন-সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আমি কৌরব-পক্ষীয় যে সকল রথীদিগকে বধ করিতেছিলাম, তাহাদিগের উদ্ধার করিবার মানস করিলেন। হে ভারত! অনন্তর সমরে অকম্পনীয় কুরু-প্রবীর আচার্য্যপুত্র বিষাগ্নি-সদৃশ শাণিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা আমাকে ও জনার্দ্দনকে অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিলেন। আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে তাঁহার আটটা গরুতে আট শত বাণ বহন করিয়াছিল। পবন যেমন মেঘজাল বিধ্বংস করে, তদ্রূপ আমি স্বীয় বাণ-সমূহ-দ্বারা তাঁহার বিনির্ম্মুক্ত সেই বাণ সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলাম। অনন্তর তিনি শিক্ষা-কৌশল, অস্ত্রবল ও প্রযত্ন-সহকারে বর্ষাকালীন কাল জলধরের ন্যায় আকর্ণপূর্ণ সন্ধানে

বিমুক্ত অপর ভূরি ভূরি শর-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দ্রোণ-তনয় সমরে একরূপে পরিভ্রমণ করিতে থাকিলেন যে, তিনি কখন বাণ সমস্ত গ্রহণ করেন, কখনই বা সন্ধান করেন এবং বাম-হস্তে কি দক্ষিণ-হস্তে তৎসমুদায় নিক্ষেপ করেন, আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। তৎকালে তাঁহার জ্যাযুক্ত বিস্তারিত মণ্ডলাকার শরাসন-মাত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই অশ্বত্থামা আমাকে শাণিত পঞ্চ শরে এবং কৃষ্ণকেও নিশিত পঞ্চ সায়কে বিদ্ধ করিলেন; পরন্তু আমি নিমেষের মধ্যে বজ্রকল্প ত্রিংশৎ শরে তাঁহারে প্রপীড়িত করিলাম। মৎপ্রেরিত শর-সমূহে সমার্দ্দিত হইয়া তিনি ক্ষণকালের মধ্যে শল্লকীর সমান রূপ ধারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহার সর্ব্ব শরীর হইতে রুধির ক্ষরণ হইতে থাকিলে, তিনি মৎকর্ত্তৃক অভিভূত রক্তাক্ত-দেহ প্রধান প্রধান সৈনিকদিগকে দেখিতে দেখিতে সূতপুত্রের রথ-সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর প্রমথনকারী কর্ণ, সমুদয় সৈন্য অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, যোধগণ অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়াছে এবং গজ-বাজি সকল পলাইতেছে দেখিয়া পঞ্চাশৎ প্রধান রথীর সহিত মিলিত হইয়া সত্বর আমার নিকটে উপস্থিত হইল। আমি সেই রথীদিগের নিষ্পীড়ন-পূর্ব্বক কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনকার দর্শনার্থে ত্বরান্বিত হইয়া আইলাম। হে রাজন্! সিংহের গন্ধে গো সকল যেরূপ ব্যাকুল হয়, সমুদয় পাঞ্চালগণ কর্ণ হইতে সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিল এবং প্রভদ্রকেরাও অদ্য কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়া যেন কৃতান্তের বিস্তৃত আস্য-মধ্যে পতিত হইয়াছিল। মহারাজ! তৎকালে কর্ণ সেই নিতান্ত অবসন্ন সপ্ত শত রথীকে শমন-সদনে প্রেরণ করিল; তথাপি সেই সূতপুত্র যে পর্য্যন্ত আমাদিগকে দেখিতে না পাইল, সে পর্য্যন্ত তাহার মনোমধ্যে কিছু-মাত্র ক্লম জন্মিল না। কিন্তু হে রাজন্! হে অরিন্দম! সে আপনকার সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিয়াছে এবং অশ্বত্থামাও আপনকাকে পূর্ব্বে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছেন শুনিয়া আমি ক্রূর-স্বভাব কর্ণের নিকট হইতে আপনকার সমীপে অপগমন করিবার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিলাম। হে পাণ্ডবরাজ! সংগ্রামে আমিই কর্ণের এই বিচিত্ররূপ অস্ত্র সম্মুখে অবলোকন করিয়াছিলাম, কেন না সৃঞ্জয়-সৈন্য-মধ্যে সংপ্রতি অন্য কোন যোদ্ধা বিদ্যমান নাই যে, কর্ণের বিক্রম সহ্য করিতে পারে। অতএব হে মহানুভাব ভরত-নন্দন রাজেন্দ্র! অধুনা সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্ররক্ষক হউন এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন রাজপুত্র যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আমারে পশ্চাদ্ভাগে রক্ষা করিতে থাকুন; অদ্য এই সংগ্রামে যদি দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বৃত্রাসুরের সহিত সমাগত বজ্রপাণি পুরন্দরের ন্যায়, আমি সেই শত্রুসৈন্য-মধ্যে বর্ত্তমান রথপ্রবীর দুর্দ্ধর্ষ সূত-নন্দনের সহিত সমরে মিলিত হইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব। আপনি রণস্থলে আসুন; অদ্য বিজয়ার্থে যুদ্ধাভিলাষী আমাকে ও সূত-পুত্রকে তথায় অবলোকন করুন। হে ভারত! প্রভদ্রকেরা মহা-বৃষভের সম্মুখে পতিতের ন্যায় হইয়া কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ছয় সহস্র রাজপুত্র স্বর্গ-লোকের নিমিত্তে সমরে নিমগ্ন হইয়াছে। অতএব হে রাজসিংহ! অদ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত কর্ণকে যদি বল-পূর্ব্বক সবান্ধবে নিহত না করি, তবে প্রতিজ্ঞা-পালন-পরাঙ্মুখ ব্যক্তির যে গতি হইয়া থাকে, আমি সেই কষ্টময়ী গতি প্রাপ্ত হইব। পাছে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা ভীমসেনকে কবলিত করে, এই আশঙ্কায় এক্ষণে আমি বিদায় লইবার নিমিত্তে আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি; আপনি সমরে আমার বিজয়াশীর্ব্বাদ করুন। হে নরেন্দ্র-সিংহ! আপনকার আশীর্ব্বাদে আমি সূতপুত্রকে এবং সসৈন্য সমুদয় শত্রুগণকে নিহত করিব।

অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞার সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭।

সঞ্জয় কহিলেন, অমিত-তেজস্বী পৃথা-তনয় যুধিষ্ঠির কর্ণ-শরে সর্ব্বতোভাবে তাপিত ছিলেন, এক্ষণে সেই উদার-বীর্য্যকে সুস্থকায় শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহারে এই কথা বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! অদ্য তোমার সৈন্য সকল অভদ্র-রূপে তিরস্কৃত ও পলায়িত হইয়াছে এবং তুমিও কর্ণকে নিহত করিতে পার নাই বলিয়া ভীত হইয়া ভীমকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। হে পার্থ! তুমি যখন রণস্থলে ভীমকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছ এবং সূতপুত্রকে যখন নিহত করিতে পার নাই, তখন নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, তুমি কুন্তীর গর্ব্ভে প্রবেশ করিয়া অতি কদর্য্যরূপে উহাকে অপহৃত করিয়াছ। দ্বৈতবনে তুমি সেই যে সত্য-বাক্য বলিয়াছিলে "আমি একরথেই কর্ণকে নিহত করিব" অদ্য ভীত হইয়া সেই সত্য পরিহার-পূর্ব্বক কি বলিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের নিকট হইতে পলাইয়া আইলে? হে পার্থ! তুমি যদি দ্বৈতবনেও আমারে এরূপ কহিতে যে "রাজন্! আমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না" তাহা হইলেও আমরা সকলে তদনুরূপ উপযুক্ত কর্ত্তব্য সমস্ত অবলম্বন করিতাম। হে বীর! তুমি আমার নিকটে তাহার বধ প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিলে না; তবে কি নিমিত্তে আমাদিগকে শত্রু-মধ্যে আনিয়া ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ-পূর্ব্বক স্থণ্ডিলোপরি প্রতিপেষণ করিলে? হে অর্জ্জুন! আমরা যুদ্ধযাত্রায় সমুৎসুক হইয়া তোমার প্রতি বহুতর অভিলষিত কল্যাণের আশংসা করিয়াছিলাম; কিন্তু হে রাজপুত্র! অতিরিক্ত পুষ্প-সম্পূর্ণ বেতস বৃক্ষ যেমন ফলার্থীর পক্ষে নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ আমাদের সে সমস্তই বিফল হইল। আমি রাজ্য-লাভে অভিলাষী হওয়াতে তুমি আমারে, আমিষ-সমাবৃত বড়িশের ন্যায়,—বিষাক্তামিশ্র ভক্ষ্যবস্তুর ন্যায়, অনর্থক রাজ্যরূপ বিনাশ প্রদর্শন করিয়াছিলে। হে ধনঞ্জয়! আমরা এই ত্রয়োদশ বৎসর কেবল নিয়ত তোমাকে অবলম্বন করিয়াই আশায় জীবিত রহিয়াছি; সেই জন্যেই কি তুমি, দৈববৃষ্টি যেমন যথা-কালে রোপিত বীজকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ আমাদিগের সকলকে অতিদুঃখে নিমগ্ন করিলে? রে মন্দবুদ্ধে! তোমার জন্মের সপ্তম দিবসে অন্তরীক্ষে দৈববাণী কুন্তীকে যাহা যাহা বলিয়াছিল, সে সকলই মিথ্যা হইল। "বাসব-সম-বিক্রমশালী এই সঞ্জাত পুত্রটি সমুদয় শৌর্য্য-সম্পন্ন শত্রুগণকে পরাজিত করিবে। এই উত্তম-তেজস্বী পুত্র খাণ্ডববনে দেবগণকে ও সমস্ত প্রাণি-বর্গকে পরাভূত করিবে। এ মদ্র, কলিঙ্গ ও কেকয়গণের পরাজয় এবং রাজগণ-মধ্যে কৌরবকুলের বিধ্বংস করিবে। ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর আর কেহই হইবে না এবং কোন প্রাণীই ইহাকে কদাচ পরাজিত করিতে পারিবে না। এই বালক সকল বিদ্যা-বিশারদ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ইচ্ছা করিলেই সকল জীবকে বশীভূত করিতে পারিবে। এই বালক কান্তিতে সুধাংশু-তুল্য, বেগে বায়ু-তুল্য, স্থৈর্য্যে সুমেরু-তুল্য, ধৈর্য্যে পৃথিবী-তুল্য, দীপ্তিতে সূর্য্য-তুল্য, সম্পত্তিতে কুবের-তুল্য, শৌর্য্যে ইন্দ্র-তুল্য এবং বলে বিষ্ণু-তুল্য হইবে। হে কুন্তি! অদিতি-গর্ব্ভ-সম্ভূত অরাতি-হন্তা বিষ্ণুর ন্যায় তোমার এই মহাত্মা পুত্র আত্মীয়-বর্গের জয় ও শত্রুগণের সংহার নিমিত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই অমিত-তেজস্বী পুত্র অতিশয় বিখ্যাত হইবে এবং বংশ বিস্তার করিবে।" সেই দৈববাণী শতশৃঙ্গ পর্ব্বত-শিখরে তপস্বিগণের শ্রবণ-গোচরে অন্তরীক্ষে এবম্বিধ বাক্য বলিয়াছিল; কিন্তু তোমার পক্ষে তাহা যথার্থ হইল না; ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দেবতারাও মিথ্যা কহেন। তোমার নিয়ত প্রশংসাকারী অন্যান্য ঋষিসত্তমগণের বাক্য-সমস্ত ও শ্রবণ করিয়া আমি, দুর্য্যোধনের উন্নতি হইবে, কদাচ এমন বিশ্বাস করি নাই এবং তুমি যে কর্ণের ভয়ে ব্যাকুল হইবে, ইহাও কখন জানিতে পারি নাই।

হে পার্থ! তুমি কেশব-কর্তৃক নীয়মান হইয়া, বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত নিঃশব্দ-চক্র-সমন্বিত শোভন কপিধ্বজ রথে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবং সুবর্ণ-পট্ট-সংবদ্ধ খড়্গ ও এই তাল-প্রমাণ গাণ্ডিব শরাসন গ্রহণ করিয়াও কি বলিয়া কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া পলাইয়া আইলে? রে দুরাত্মন্! তুই যদি কেশবকে এই শরাসন প্রদান করিয়া সমরে উহাঁর সারথি হইতিস্, তাহা হইলে, দেবরাজ যেমন বজ্র ধারণ-পূর্ব্বক প্রচণ্ড বৃত্রাসুরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ কেশব উগ্র-স্বভাব কর্ণকে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট করিতেন। রে পাণ্ডু-তনয়! তুই যদি এইরূপ উগ্রভাবে বিচরণকারী কর্ণকে অদ্য প্রতিবারিত করিতে অসমর্থ হইলি, তবে তো অপেক্ষা যে নরেন্দ্র অস্ত্র-বিষয়ে সমধিক পারদর্শী, তাঁহাকেই এখন এই গাণ্ডীব্ প্রদান কর্; এরূপ করিলে লোকে আর আমাদিগকে ভার্য্যা-পুত্র-বিহীন, রাজ্য নাশ-প্রযুক্ত সুখভ্রষ্ট এবং পাপাত্মা লোকদিগের পরিষেবিত অগাধ নরক-মধ্যে নিপতিত দেখিবে না। রে দুরাত্মন্ রাজপুত্র! তুই যদি অতিকষ্টকর পঞ্চম মাসে গর্ভ হইতে পতিত হইতিস্, অথবা পৃথার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিতিস্, তাহা হইলে সংগ্রাম হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা তাহাই তোর পক্ষে শ্রেয়স্কর হইত। তোকে অধিক আর কি বলিব, তোর গাণ্ডীবেও ধিক্, তোর বাহুবীর্য্যেও ধিক্, তোর অগণ্য বাণগণেও ধিক্, তোর কপিধ্বজেও ধিক্ এবং তোর অগ্নি-দত্ত রথেও ধিক্ !!!

অর্জ্জুন প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভৎর্সনে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সেই ভরতশ্রেষ্ঠকে নিহত করিবার ইচ্ছায় অসি ধারণ করিলেন। তখন অন্তর্যামী কেশব তাঁহার ক্রোধ প্রকাশ দর্শন করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! এ কি? তুমি খড়্গ গ্রহণ করিলে কেন? এখন ত তোমার যুদ্ধ করিবার কিছুই দেখি না; কেন না ধীমান্ ভীমসেন সেই দুর্য্যোধন-যোধগণকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! তুমি রাজাকে দেখিবে বলিয়া রণস্থল হইতে আসিয়াছ; এখন দেখিলে, সেই রাজা যুধিষ্ঠির কুশলী আছেন; অতএব এই শার্দ্দূল-সম-বিক্রমশালী নৃপশার্দ্দুলকে দেখিয়া হর্ষানুভব করিবার সময়ে এ কি মোহ প্রকাশ করিতেছ? হে পার্থ! সংপ্রতি তোমার বধ্য হইবে, আমি এমন কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাইতেছি না; অতএব তুমি কি জন্য প্রহার করিতে ইচ্ছা করিতেছ?—অথবা তোমার কি চিত্ত-বিভ্রম হইয়াছে? হে কুন্তীনন্দন! তুমি কি নিমিত্ত সত্বর হইয়া মহাখড়্গ গ্রহণ করিলে, তাহা তোমারে জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে বিচিত্র-বিক্রম-সম্পন্ন! তুমি যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া খড়্গ ধারণ করিলে, ইহাতে তোমার অভিপ্রেত কি?

কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে পর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে গোবিন্দকে বলিলেন, আমার এই গুপ্তব্রত আছে যে, যে ব্যক্তি আমারে "অন্যকে গাণ্ডীব দাও" এইরূপ আদেশ করিবে, আমি তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব। হে অমিত-পরাক্রম গোবিন্দ! তোমার সাক্ষাতেই এই রাজা আমারে সেই কথা বলিলেন; অতএব আমি কোন ক্রমেই তাহা ক্ষমা করিতে পারি না। এই ধর্ম্মভীরু নরপতিকে নিহত করিব;—এই নরসত্তমকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিব! হে যদুনন্দন জনার্দ্দন! এই নিমিত্তেই আমি খড়্গ গ্রহণ করিয়াছি। আমি যুধিষ্ঠিরের নিধন-সাধন-পূর্ব্বক সত্যের নিকটে অঋণী হইয়া বিশোক ও বিজ্বর হইব;—অথবা এই উপস্থিত বিদারুণ সময়ে তুমিই বা কি বিবেচনা কর? হে তাত! তুমি এই জগতের সমুদয় ভাবই জানিতেছ; অতএব তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, গোবিন্দ অর্জ্জুনকে বারম্বার "ধিক্ ধিক্" এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র ধনঞ্জয়! তুমি যে অকালে অতিশয় ক্রোধাসক্ত হইলে, ইহাতে এখন জানিলাম, তুমি কখন বিচক্ষণ লোকদিগের সেবা কর নাই। হে অর্জ্জুন! অদ্য তুমি ধর্ম্মভীরু ও বিমূঢ় হইয়া এস্থলে যেরূপ আচরণ করিলে, ধর্ম্ম-বিভাগে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই এরূপ করিতে পারেন না। হে পার্থ! যে ব্যক্তি অকার্য্য ও ক্রিয়া সকলের এবং কার্য্য ও অক্রিয়া সকলের সংযোগ করে, সেই পুরুষাধম। যাঁহারা শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণ-পূর্ব্বক তাহার বিবরণ করেন, তুমি সেই সংক্ষেপ ও বিস্তর-বেদী গুরুগণের বিনিশ্চয় অবগত নহ। হে পার্থ! তুমি যেমন কার্য্যাকার্য্য-বিনিশ্চয়ে বিমূঢ় হইতেছ, তদ্রূপ অনিশ্চয়জ্ঞ পুরুষ তদ্বিষয়ে অবশ হইয়া মূঢ় হয়। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা কোন ক্রমে অনায়াস-সাধ্য নহে; শাস্ত্রজ্ঞান-দ্বারা তৎসমুদায় জানা যাইতে পারে, কিন্তু তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছ না। হে পার্থ! তুমি যে ধর্ম্মবেত্তা হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ, তাহা অবিজ্ঞান-প্রযুক্তই করিতেছ; কেন না ধার্ম্মিক হইয়া প্রাণিগণের বধে কত অধর্ম্ম হয়, তাহা বুঝিতেছ না। হে ভ্রাতঃ! আমার মতে প্রাণিগণের বধ না করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; বরং মিথ্যা কথা কহিবেক, তথাপি কোন প্রকারে কাহার হিংসা করিবেক না। অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! অন্য কোন সামান্য মানবের ন্যায় তুমি এই ধর্ম্মকোবিদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরকে কি বলিয়া বিনষ্ট করিতে পার? হে ভারত! যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত, পরাঙ্মুখ, পলায়ন-পরায়ণ, শরণাপন্ন, কৃতাঞ্জলি, বিপদ্গ্রস্ত ও প্রমাদ-যুক্ত শত্রুকেও বিনষ্ট করা সাধুদিগের প্রশংসিত নহে; তোমার একমাত্র গুরুজনে সে সমস্তই পর্য্যবসিত হইয়াছে। হে পার্থ! পূর্ব্বে তুমি বালকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই জন্যেই এক্ষণে মূঢ়তা-প্রযুক্ত এই অধর্ম্ম-যুক্ত কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছ। হে অর্জ্জুন! তুমি ধর্ম্ম সকলের অবিসংবাদিনী সূক্ষ্মা গতি অবধারণ না করিয়া কি বলিয়া গুরুজনের বধাভিলাষে ধাবমান হইতেছ? হে পাণ্ডব! আমি তোমার নিকটে এই ধর্ম্ম-রহস্য বর্ণন করিব। ভীষ্ম, ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির, ক্ষত্তা বিদুর অথবা যশস্বিনী কুন্তী যাহা তোমার নিকটে বলিতে পারেন, আমি তাহাই তোমারে যথার্থরূপে বলিতেছি, তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম কর।

সত্যের কথনই সাধু; সত্য হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; পরন্তু কেবল সত্যই যাহার অনুষ্ঠানের বিষয় হয়, সত্যের যথার্থ তত্ত্ব তাহার সুদুর্জ্ঞেয় হইয়া থাকে। যে স্থলে মিথ্যা সত্য-স্বরূপ এবং সত্য মিথ্যা-স্বরূপ হয়, সে স্থলে সত্য বক্তব্য না হইয়া মিথ্যাই বক্তব্য হইবেক। প্রাণ-বিনাশে ও বিবাহে মিথ্যা বক্তব্য হইবেক এবং সর্ব্বস্বের অপহরণেও মিথ্যা বক্তব্য হইতে পারিবেক। বিবাহকালে, রতিক্রীড়া সময়ে, প্রাণ-বিনাশ-স্থলে, সর্ব্ব-ধনাপহরণে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্তে মিথ্যা কহিবেক; এই পঞ্চবিধ মিথ্যাকে পণ্ডিতেরা পাতক-শূন্য কহিয়াছেন। সেই সেই স্থলে মিথ্যাও সত্য হইবেক এবং সত্যও মিথ্যা-স্বরূপ হইবেক। যে নিরবচ্ছিন্ন সত্যের অনুষ্ঠানেই কৃতসংকল্প হয়, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কেবল সত্যকেই সত্য মনে করে। ফলত ধর্ম্মজ্ঞানী হওয়া সহজ নহে; সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ যথার্থ-রূপে অবধারণ করিয়া পরে ধর্ম্মজ্ঞ হয়। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অতিশয় নিষ্ঠুর হইয়াও, অন্ধ মৃগ বধ-প্রযুক্ত বলাক ব্যাধের ন্যায়, সুমহৎ পুণ্য লাভ করিতে পারেন এবং ইহাও কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অদূরদর্শী মূঢ় লোক ধর্ম্মকামী হইয়াও, নদীতীরে কৌশিক বিপ্রের ন্যায়, সুমহৎ পাপে লিপ্ত হইতে পারে!

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! যে প্রকারে আমি ইহা জানিতে পারি, তুমি সেইরূপে বলাকের ও নদী-তীরস্থ কৌশিকের বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে ভারত! বলাক নামে কোন এক ব্যাধ ছিল। সে স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্তই মৃগ-হনন করিত, ইচ্ছা-পূর্ব্বক নহে। সতত স্বধর্ম্মে নিরত, সত্যবাদী ও অসূয়া-শূন্য হইয়া সেই ব্যাধ বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ও অন্যান্য আশ্রিত-জনগণকে প্রতিপালিত করিত। কোন দিন সে মৃগ-লাভেচ্ছু হইয়া বিস্তর যত্ন করিয়াও পাইল না; পরিশেষে দেখিল, একটা ঘ্রাণ-চক্ষু, অর্থাৎ অন্ধ, শ্বাপদ জলপান করিতেছে। সে যদিও তাদৃশ জীবকে পূর্ব্বে আর কখন দেখে নাই, তথাপি তৎকালে তাহাকে নিহত করিল। অন্ধ নিহত হইলে পর আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সেই ব্যাধকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে স্বর্গ হইতে অপ্সরোগণের গীত-বাদ্যে নিনাদিত বিমান সমাগত হইল। হে অর্জ্জুন! প্রসিদ্ধি আছে, যে সেই জন্তু সর্ব্ব প্রাণীর বিনাশার্থে তপস্যা করিয়া বর পাইয়াছিল এবং ব্রহ্মা তাহারে অন্ধ করিয়াছিলেন। অতএব বলাক, সর্ব্বভূতের সংহারে কৃত-সংকল্প সেই হিংস্র-জন্তুকে বিনষ্ট করিয়া, স্বর্গে গিয়াছিল। দেখ, ধর্ম্মের মর্ম্ম এইরূপ সুদুর্জ্ঞেয়।

অপর, কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহার অধিক জ্ঞান ছিল না। কথিত আছে, তিনি গ্রামের অদূরে নদী-সকলের সঙ্গম-স্থানে বাস করিতেন। হে ধনঞ্জয়! "আমি সর্ব্বদা সত্য কথা কহিব" ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল; সেই হেতু তিনি সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পরে কতিপয় ব্যক্তি দস্যু-ভয়ে ভীত হইয়া তখন কৌশিকের বনে প্রবেশ করিল। দস্যুগণ ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সাতিশয় যত্ন-সহকারে সে স্থানেও তাহাদিগের সন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা সত্যবাদী কৌশিকের নিকটে আসিয়া বলিল "ভগবন্! আমরা একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি সত্য করিয়া বলুন। অনেকগুলি লোক কোন্ পথ দিয়া গিয়াছে? আপনি যদি তাহাদিগের সন্ধান জানেন, তবে আমাদিগকে বলিয়া দিউন।" দস্যুগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, কৌশিক তাহাদিগকে সত্য বাক্যই বলিলেন। হে পার্থ! তিনি তাহাদিগের নিকটে সেই পলায়িত লোকদিগের সন্ধান এইরূপে প্রকাশ করিলেন যে, তাহারা বহুল তরুলতাগুল্মে পরিবৃত এই বন-মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কৌশিকের কথানুসারে সেই ক্রূর দস্যুগণ পলায়িত লোক সকলকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট করিয়াছিল। কৌশিক সূক্ষ্ম ধর্ম্ম নিরূপণে অনভিজ্ঞ হওয়ায় সেই দুরুক্ত সত্যবাক্য-নিবন্ধন মহা অধর্ম্ম-হেতু কষ্টকর নরকে গমন করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-সকলের বিভাগে অনভিজ্ঞ অল্পদর্শী মূঢ় ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধ লোকদিগকে সন্দেহ জিজ্ঞাসা না করিয়া যেমন সংসার হইতে মহানরকে পতিত হইবার যোগ্য হয়, ধর্ম্ম বিষয়ে তোমার লক্ষণ নির্দ্দেশও এইরূপ কিছু হইবে। তর্ক-দ্বারা কেহ কেহ দুঃসাধ্য পরম জ্ঞান লাভ করিতে উদ্যুক্ত হয়। বহু-সংখ্য কোন কোন পণ্ডিত "শ্রুতি হইতেই ধর্ম্ম" এইরূপ নির্দ্দেশ করেন। তোমার সে মতের প্রতি আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমস্ত ধর্ম্মও বিহিত হয় না। দেখ, প্রাণি-বর্গের মঙ্গল উদ্দেশেই ধর্ম্মের লক্ষণ করা হইয়াছে;—যাহাতে প্রাণিগণের হিংসা না হয়, তন্নিমিত্তেই ধর্ম্মের লক্ষণ করা হইয়াছে; অতএব সিদ্ধান্ত এই, যাহা অহিংসা-সংযুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম প্রজা-সকলকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করেন, এই ধারণ-প্রযুক্তই পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব সিদ্ধান্ত এই, যাহা ধারণ-সংযুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা তর্ক-দ্বারা হরণেচ্ছু হইয়া কদাচিৎ ধর্ম্ম ইচ্ছা করে, যদি কোন কথা না বলিয়া তাহাদের

নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তবে কোন ক্রমে বাক্যালাপ করিবেক না। যদি অবশ্যই আলাপ করিতে হয়, অথবা কিছু না বলিলে যদি শঙ্কা করে, সে স্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়; সেই মিথ্যা নিঃসন্দেহ সত্য হইবে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি কার্য্য সকলের উদ্দেশে ব্রত করিয়া কর্ম্ম-দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত করিতে না পারে, সে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। প্রাণ-বিনাশ, বিবাহ, সমুদয় জ্ঞাতিগণের বধ বা বিপদ্ এবং সর্ব্বতোভাবে আরব্ধ কর্ম্ম, এই সকল স্থলে মিথ্যা কথিত হইলেও তাহা মিথ্যা হইবেক না। শপথ-দ্বারাও তস্করদিগের সংসর্গ হইতে যে মুক্ত হয়, ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা অধর্ম্মজ্ঞান করেন না। সে স্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়; তাহা নিঃসন্দেহ সত্য হয়। সাধ্য-সত্ত্বে তাহাদিগকে ধন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কেন না পাপাত্মা-লোকদিগকে যে ধন প্রদত্ত [illegible], তাহা দাতাকেও পীড়িত অর্থাৎ নরক-গ্রস্ত করে। অতএব ধর্ম্মের নিমিত্তে মিথ্যা বলিয়া মিথ্যাবাদী হইতে পারিবেক না। হে পার্থ! আমি তোমার নিকটে ধর্ম্মের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ যথাবিধি বর্ণন করিলাম; ইহা শুনিয়া, যুধিষ্ঠির তোমার বধ্য হইতে পারেন কি না, তাহা বল।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! মহতী প্রজ্ঞা-সম্পন্ন পুরুষ যে রূপ বলিতে পারেন, মহামতি ব্যক্তির যে রূপ উক্তি করা উচিত হয় এবং যাহাতে আমাদিগের হিত হইতে পারে, তোমার বাক্য সেইরূপই হইয়াছে। তুমি আমাদিগের জনক জননী-তুল্য ও পরম আশ্রয় স্বরূপ; সেই হেতু তোমার বাক্যই সর্ব্বোত্তম। ত্রিলোকী-মধ্যে কুত্রাপি কিছুই তোমার অবিদিত নাই; সেই হেতু তুমি সমুদয় পরম ধর্ম্মই যথার্থ-রূপে জান। আমি পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অবধ্য জ্ঞান করিলাম; পরন্তু আমার এই সংকল্প বিষয়ে তুমি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ কর এবং এই বিষয়ে আমার হৃদয়-স্থিত অপর যাহা কিছু বলিবার অভিপ্রেত, তাহাও শ্রবণ কর। হে বৃষ্ণিপ্রবীর দাশার্হ কেশব! আমার এই নিয়ম তোমার বিদিত আছে যে, মনুষ্যগণ-মধ্যে যে কোন লোক আমারে "পার্থ! যে ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা অস্ত্রে বা বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাহাকে গাণ্ডীব প্রদান কর" এই কথা বলিবেক, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিব এবং ভীমেরও এই প্রতিজ্ঞা আছে যে, কেহ তাঁহারে 'তুবরক' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি তাহার প্রাণ সংহার করিবেন। সংপ্রতি রাজা তোমার সাক্ষাতেই আমারে 'ধনুক দাও' এই কথা বারংবার বলিলেন। হে কেশব! আমি যদি তাঁহাকে বিনষ্ট করি, তবে নিশ্চয়ই রাজার বধ চিন্তা করিয়া এবং পাপ-যুক্ত, বীর্য্যভ্রষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অল্পকাল-মাত্রও জীবলোকে অবস্থান করিতে পারিব না; অতএব হে ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ! আমার লোক-প্রসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাটি যাহাতে সত্য হয় এবং যুধিষ্ঠির ও আমি, উভয়েই যাহাতে জীবিত থাকিতে পারি, তুমি এখন সেইরূপ বুদ্ধি প্রদান কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে বীর! রাজা যুধিষ্ঠির সমরে কর্ণের নিশিত-শর-সমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শ্রান্ত ও দুঃখিত আছেন; বিশেষত পরেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত না থাকিয়াও সূতপুত্র-কর্ত্তৃক শর-নিকরে অতিশয় তাড়িত হইয়াছিলেন; এই জন্যেই ইনি দুঃখান্বিত হইয়া তোমাকে এরূপ অসদৃশ সরোষ-বাক্য বলিয়াছেন। 'যদি এ সর্ব্বতোভাবে কোপিত হইয়া সংগ্রামে কর্ণকে নিহত করিতে পারে' ইহা মনে করিয়াও ইনি তোমাকে উক্তরূপ সম্ভাষণ করিয়াছেন। হে পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির সেই পাপাত্মা কর্ণকে লোকে অপরের অসহ্য বলিয়া জানেন; সে নিমিত্তেও ইনি অতিশয় রোষিত হইয়া তোমারে সাক্ষাতেই নিষ্ঠুর বাক্য সকল কহিয়াছেন। ধর্ম্ম-পুত্র নরপতি যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অভিপ্রায়, যে অদ্য সংগ্রামে, নিয়ত উদ্যম-সম্পন্ন ও সতত অসহ-

নীর দুর্নেতে যুদ্ধ-রূপ যুদ্ধ-নিরত হইয়াছে, অর্থাৎ অদ্যকার যুদ্ধ-দ্যূতে কর্ণই পণ-স্বরূপ হইয়াছে; সুতরাং সে নিহত হইলেই কৌরবেরা পরাজিত হইবেক। অতএব হে অর্জ্জুন! ধর্ম্ম-তনয় তোমার বধ যোগ্য হইতে পারেন না, অথচ তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করাও কর্ত্তব্য; এ অবস্থায় যাহাতে ইনি জীবিত থাকিতেই মৃত হয়েন, তোমার উপযুক্ত তাদৃশ উপায় আমার নিকটে শ্রবণ কর। মান-ভাজন মানব যখন মান লাভ করেন, তখনই তিনি জীব-লোকে জীবিত থাকেন; যখন মহান্ অপমান প্রাপ্ত হন, তখন লোকে তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। হে পার্থ! এই নরপতি নিয়তই তোমা-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া থাকেন; কেবল তুমি নহ, ভীম ও নকুল সহদেব এবং লোকমধ্যে সমুদয় জ্ঞানবৃদ্ধ ও শূর পুরুষেরাও সর্ব্বদা ইহাঁর সম্মান করেন; সংপ্রতি সেই নরেন্দ্রের প্রতি তুমি কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবমান প্রয়োগ কর। হে ভারত! গুরুজনকে 'তুমি' বলিলেই তিনি নিহত হয়েন; অতএব মহামান্য যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন কর। হে কুরুশ্রেষ্ঠ কৌন্তেয়! তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি এইরূপ আচরণ কর;— মান্যলোকের অবমান-রূপ এই প্রকার অধর্ম্মযুক্ত সংযোগ কর। ইহা অথর্ব্বাঙ্গিরা ঋষির শ্রুতি; সকল শ্রুতি-মধ্যে উত্তমা; শুভাকাঙ্ক্ষী লোকদিগের নিয়তই বিনা-বিচারে ইহার অনুবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। প্রভাব-সম্পন্ন গুরু লোককে যে 'তুমি' বলা, তাহাই তাঁহার বিনা বধে বধ; অর্থাৎ অস্ত্রাদি-দ্বারা বিনষ্ট না করিয়া কেবল 'তুমি' বলিলেই তাঁহাকে বিনষ্ট করা হয়। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি যাহা বলিলাম, তুমি ধর্ম্মরাজকে তাহাই বল। হে ধনঞ্জয়! এরূপ হইলে, এই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই বোধ করিবেন, তুমি তাঁহারে নিহত করিলে। পরে তুমি ইহাঁর চরণ-যুগলে অভিবাদন করিয়া পশ্চাৎ ইহাঁরে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক সদুপ-সম্ভাষণ করিবে। হে পার্থ! তোমার প্রজ্ঞা-সম্পন্ন ভ্রাতা যুধিষ্ঠির তোমার প্রতি কদাচ কিছুমাত্র কোপ করিতে পারিবেন না; তুমি অসত্য ও ভ্রাতৃ-বধ হইতে এইরূপে মুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সূতপুত্র কর্ণকে নিহত কর।

কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে একোন সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, জনার্দ্দন-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া পৃথা-তনয় ধনঞ্জয় সেই সুহৃদ্বাক্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন; পরে ধর্ম্মরাজকে সহসা অভূতপূর্ব্ব পরুষ-বাক্য বলিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, রাজন্! তুমি আর কিছু বলিও না; তুমি রণস্থল হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে রহিয়াছ; সুতরাং আমাকে বৃথা অনুযোগ করা তোমার উচিত নহে। যিনি যথা-কালে শত্রুগণকে সমরে পরিপীড়িত করিয়া এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন সেই সেই মহীপতি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রধান [illegible] রথ, মাতঙ্গ, সাদী ও অপরিমিত বীরবর্গকে নিহত করিয়া সর্ব্বলোক-প্রবীর যোধগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন; যিনি সংগ্রামে সহস্রাধিক কুঞ্জর এবং কাম্বোজদিগের দশ সহস্র পার্ব্বতীয় সৈন্য বিনষ্ট করিয়া, সিংহ যেমন মৃগগণকে বিনিহত করিয়া গর্জ্জন করে, তদ্রূপ সিংহনাদ করিয়াছিলেন; সেই ভীম বরং আমারে তিরস্কার করিবার যোগ্য হইতে পারেন। বীর বৃকোদর রথ হইতে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করত তদ্দ্বারা সমরে বহুল অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ নিহত করিয়া যেরূপ সুদুষ্কর কর্ম্ম করিতেছেন, তুমি কস্মিন্ কালেও সেরূপ করিতে সমর্থ নহ। সেই বাসব-সম বিক্রমশালী বীর পুরুষ উত্তম খড়্গ ও রথ-চক্র-দ্বারা অশ্ব-সহ রথ, অশ্ব ও কুঞ্জর সমূহ বিনষ্ট করিতেছেন, শরাসন-দ্বারা শত্রুগণকে দহন করিতেছেন, এবং তাহাদিগকে ধরিয়া পদ ও বাহু-যুগল-দ্বারাও নিহত করিতেছেন। কলতঃ, কুবের ও যমের সদৃশ, মহাবল ভীমসেন সহসা শত্রু-সৈন্য

সংহার করিবেন ; সেই ভীমসেন আমার নিন্দা করিতে পারেন, তুমি নহ ; যেহেতু তুমি সুহৃদ্গণ-কর্তৃক নিয়ত রক্ষিত হইতেছ। যিনি একাকী প্রধান প্রধান মাতঙ্গ, অশ্ব, পদাতি ও মহারথগণকে প্রমথিত করিয়া দুর্য্যোধন-সৈন্য-সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, সেই অরিন্দম ভীমসেন আমাকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন। যিনি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ নিষাদ ও মগধ-দেশীয় নীল-জলধর-সদৃশ সদা-মত্ত অনেকানেক শত্রু-মাতঙ্গ সকল সংহার করিতেছেন, সেই অরিন্দম ভীমসেন আমাকে অনুযোগ করিতে পারেন। সেই বীর বৃকোদর মহাসংগ্রামে সুসজ্জিত রথে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে শরাসন বিস্ফারণ করত শরপূর্ণ-মুষ্টি হইয়া, মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ শর-বৃষ্টির সৃষ্টি করিতেছেন। দেখিলাম, অদ্য সমরে ভীমসেন বাণ-নিকর-দ্বারা অষ্ট শত মাতঙ্গের কুম্ভ, শুণ্ড ও শুণ্ডাগ্র ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিলেন ; অতএব সেই বৈরি-বিঘাতক বৃকোদর আমাকে নিষ্ঠুর-বাক্য বলিতে পারেন।

হে ভারত! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণগণের বল বাক্যে, আর ক্ষত্রিয়দিগের বাহু-বলই প্রধান বল ; কিন্তু তোমার কেবল বাক্যই বল, অথচ তুমি নিষ্ঠুর। আমি যে প্রকার লোক, তাহা কিছু তোমার অবিদিত নাই। আমি ভার্য্যা পুত্র প্রাণ ও আত্মার দ্বারা নিয়ত তোমার অভীষ্ট-সাধনে যত্ন করিতেছি ; তথাপি তুমি যখন আমাকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিতেছ, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, তোমা হইতে আমরা কিছুমাত্র সুখ জানিতে পারিলাম না। হে ভারত! তুমি দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ান থাকিয়া আর আমাকে অবজ্ঞা করিও না ; আমি তোমার নিমিত্তে অনেকানেক মহারথগণকে নিহত করিতেছি ; বোধ হয়, সেই জন্যই শঙ্কা-শূন্য হইয়া তুমি নিষ্ঠুর হইতেছ ; যাহা হউক, তোমা হইতে আমি কিছুমাত্র সুখ জানিতে পারিলাম না। হে রাজন্! সত্যসন্ধ মহাত্মা ভীষ্ম তোমার প্রিয়-সাধনার্থে আপনিই দ্রুপদ-নন্দন বীর শিখণ্ডীকে আপনার মৃত্যু-হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং আমি সেই শিখণ্ডীকে সমরে রক্ষা করিতে থাকিলে তৎকর্তৃক নিহতও হইয়াছেন। তুমি যে অধিরাজ হও, ইহাতেও আমি অনুমোদন করি না, যেহেতু তুমি অহিতকরী দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ; তুমি স্বয়ং অনার্য্য-জন-সেবিত পাপকর্ম্ম করিয়া এখন আমাদিগের দ্বারা শত্রুগণ হইতে উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিতেছ। সহদেব পাশক্রীড়া বিষয়ে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ যে সমস্ত বহুতর দোষ বর্ণন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তুমি শুনিয়াছ, তথাপি অসাধু-সেবিত সেই সকল দোষরাশি পরিহার করিতে পার নাই ; সেই জন্যেই আমরা সকলে দারুণ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি যে অবধি অক্ষ-ক্রীড়ায় সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, সেই অবধি আমরা তোমা হইতে কিছুমাত্র সুখ জানিতে পারি নাই। হে পাণ্ডব! তুমি স্বয়ং দুষ্কর্ম্ম করিয়া আবার আমাদিগকে এখন খরতর বাক্য সকল শুনাইতেছ। দেখ, শত্রু-সেনা সকল অস্মদাদি-কর্তৃক নিহত হইয়া ছিন্নভিন্ন-গাত্রে চীৎকার করিতে করিতে ভূমি-তলে শয়ন করিতেছে। ফলত তুমিই সেই নৃশংস কর্ম্ম করিয়াছিলে, যাহাতে আমাদিগের রাজ্যনাশ-রূপ দোষ ঘটিয়াছে এবং কৌরবগণেরও বধ হইতেছে। কুরু-পক্ষীয় ও অস্মদীয় মহাত্মা যোধগণ সমরে অতুল্য কর্ম্ম করিয়াছেন ; উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, চতুর্দ্দিক্‌স্থ সৈনিকেরাই নিহত হইয়াছে। হে নরেন্দ্র! তুমিই পাশক্রীড়া করিয়াছিলে, তোমার জন্যেই আমাদের রাজ্যনাশ হইয়াছে এবং তোমা হইতেই আমাদিগের সমুদয় অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব হে রাজন্! তুমি মন্দভাগ্য হইয়া আমাদিগকে আর বাক্যরূপ খরতর কশা-দ্বারা নিপীড়িত করত অনর্থক কোপান্বিত করিও না।

সঞ্জয় কহিলেন, প্রজ্ঞাবান্ ধর্ম্মভীরু স্থির-বুদ্ধি সব্যসাচী যুধিষ্ঠিরকে এই অতিতীক্ষ্ণ পরুষ-বাক্য সমস্ত শ্রবণ করাইয়া এবং এইরূপে কিঞ্চিৎ পাপাচরণ করিয়া বিমনা হইলেন। অনন্তর সেই সুর-রাজ-পুত্র অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পুনরায় কোষ হইতে অসি-নিষ্কাশন করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহারে বলিলেন "এ কি? তুমি যে পুনরায় কোষ হইতে আকাশ-সদৃশ-প্রভান্বিত অসি নিষ্কাশিত করিলে? তোমার যদি অপর কোন কথা বলিবার থাকে, পুনর্ব্বার আমারে বল, আমি তোমার অর্থসিদ্ধির নিমিত্তে তদনুরূপ উক্তি করিব।" পুরুষোত্তম কেশব-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া সুদুঃখিত ধনঞ্জয় তাঁহারে কহিলেন "আমি যাহার দ্বারা সহসা অহিতাচরণ করিলাম, সেই স্বীয় শরীরকেই বিনষ্ট করিব।" ধার্ম্মিকগণ-বরিষ্ঠ কৃষ্ণ কুন্তীতনয় ধনঞ্জয়ের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে এই কথা বলিলেন "হে শত্রুনাশন কিরীটিন্! তুমি এই রাজার প্রতি 'তুমি' শব্দ প্রয়োগ করিয়া একপ ঘোরতর মোহে প্রবেশ করিলে কেন? তুমি আত্মাকে বিনষ্ট করিতে যে ইচ্ছা করিতেছ, ইহা সাধুলোকদিগের আচরিত নহে। হে নরবীর! তুমি ধর্ম্মভীত হইয়া অদ্য এই ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যদি খড়্গ-দ্বারা নিহত করিতে, তাহা হইলে তোমার সে কর্ম্ম কিরূপ হইত এবং পরেই বা তুমি কি করিতে? হে পার্থ! ধর্ম্ম অতিসূক্ষ্ম পদার্থ, বিশেষত অজ্ঞলোকদিগের সুদুর্জ্ঞেয়; এ বিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা হৃদয়ঙ্গম কর। তুমি ভ্রাতার বধ-প্রযুক্ত যেরূপ ঘোরতর নরক প্রাপ্ত হইতে, আপনি আপনাকে বিনষ্ট করিয়াও সেইরূপ নরকগ্রস্ত হইতে পার; অতএব হে অর্জ্জুন! সংপ্রতি ইহাঁর নিকটে আপন বাক্য-দ্বারা আপনার গুণ সকল বর্ণন কর, তাহা হইলেই তুমি হতাত্মা হইবে।"

ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় "কৃষ্ণ! তাহাই হউক" এই বলিয়া তাঁহার বাক্যে অভিনন্দন-পূর্ব্বক শরাসন অবনত করিয়া ধর্ম্মিষ্ঠগণ-বরিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! শ্রবণ করুন। হে নরেশ্বর! একমাত্র দেবদেব পিনাকপাণি ব্যতিরেকে আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। আমি সেই মহাত্মা শশাঙ্ক-শেখরের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয়ই ক্ষণকাল-মধ্যে এই স্থাবর-জঙ্গম-সম্বলিত সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করিতে পারি। হে রাজন্! আমিই দিক্-পাল-সহ সমুদয় দিঙ্মণ্ডল পরাজিত করিয়া আপনকার বশবর্ত্তী করিয়াছিলাম। আমার পরাক্রম-প্রভাবেই আপনকার সেই দক্ষিণা-সহ রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত এবং দিব্যা সভা সংস্থাপিতা হইয়াছিল। আমারই হস্তে শাণিত শায়ক সমস্ত ও মৌর্ব্বী-যুক্ত বিস্তৃত সশর-শরাসন এবং আমার পাদ-যুগলেও রথ ও ধ্বজ সকল চিহ্নিত রহিয়াছে; অতএব যুদ্ধে উপস্থিত হইলে মাদৃশ ব্যক্তিকে কেহই পরাজিত করিতে পারে না। আমি উত্তর-দিগ্দেশীয় শত্রু সকলকে নিহত করিয়াছি, পাশ্চাত্য বিপক্ষগণকে বিধ্বস্ত করিয়াছি, পূর্ব্বদিগ্দেশীয় বৈরি ব্যূহকে নিরস্ত করিয়াছি এবং দাক্ষিণাত্য অরাতি-কুলকেও নির্ম্মূল করিয়াছি। ফলত সমুদয় সৈন্যের অর্দ্ধভাগ আমা-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে; সংশপ্তক-সৈন্যগণের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট আছে। হে রাজন্! দেবসেনা-সদৃশ-প্রকাশশালিনী এই ভারতী-সেনা আমা-কর্ত্তৃক নিহতা হইয়া ভূতলশায়িনী রহিয়াছে। যাহারা অস্ত্রবিদ্যা জানে, আমি তাহাদিগকেই অস্ত্র-দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি, সেই জন্যেই সমরস্থ সমস্ত লোকদিগকে ভস্মসাৎ করিতেছি না।—কৃষ্ণ! চল আমরা জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সূতপুত্রের সংহারার্থে শীঘ্র প্রস্থান করি; এই রাজা অদ্য নিশ্চিন্ত ও স্বস্থ হউন, সমরে আমি নিশ্চয়ই কর্ণকে বাণ-নিকরে নিহত করিব। অদ্য হয়, কর্ণের নিপাতে সূত-মাতা অপুত্রা হইবে, না হয়, আমার মরণে কুন্তী পুত্রহীনা হইবেন;

আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, অদ্য কর্ণকে সমরে শরজালে নিপাতিত না করিয়া কবচ বিমোচন করিব না।

সঞ্জয় কহিলেন, কিরীটধারী ধনঞ্জয় ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার এইরূপ কহিয়া অবিলম্বে শস্ত্র সকল ও শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোষ-মধ্যে খড়্গ রাখিয়া তাঁহারে প্রসাদিত করত লজ্জা-বিনম্র-মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন "রাজন্! আপনারে নমস্কার করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন; আমি আপনারে যাহা বলিলাম, আপনি যথা-কালে তাহা জানিতে পারিবেন।" বীরবর অর্জ্জুন শত্রু-সহন-সমর্থ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করিয়া অবস্থান-পূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন "ইহাতে বিলম্ব নাই, ইহা শীঘ্রই হইবে; ঐ কর্ণ আসিতেছে, আমি উহার অভিমুখে প্রস্থান করি। আমি সর্ব্বপ্রযত্নে ভীমসেনকে সংগ্রাম হইতে মুক্ত করিতে এবং সূতপুত্রকে নিহত করিতেই চলিলাম। হে রাজন্! আমার জীবন ধারণ কেবল আপনকার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তে; আমি সত্য বলিতেছি, আপনি ইহা নিশ্চয় জানুন।" দীপ্ততেজা কিরীটী এইরূপ কহিয়া যুধিষ্ঠিরের চরণ-দ্বয়ে অভিবাদন-পূর্ব্বক প্রস্থানের উদ্দেশে গাত্রোত্থান করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডু-নন্দন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতা অর্জ্জুনের পূর্ব্বোক্ত পরুষ-বাক্য শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত-চিত্ত হইয়া সেই শয্যা হইতে উত্থান-পূর্ব্বক তাঁহারে কহিতে লাগিলেন "অর্জ্জুন! আমি যে অসাধু কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতেই তোমাদিগের এই ঘোর-তর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব অদ্য এই কুলান্তক, পুরুষাধমের শিরশ্ছেদন কর। আমি পাপাত্মা, পাপময় ব্যসনান্বিত, বিমূঢ়মতি, অলস, ভীরু-স্বভাব, বৃদ্ধ-লোকের অপমানকারী ও নিষ্ঠুর; অতএব চিরকাল মদীয় রুক্ষ বাক্যের অনুবর্ত্তী হই-বার তোমার প্রয়োজন কি? আমি পাপাত্মা, অদ্যই বন গমন করিব; তুমি মদীয় সঙ্গ-বিহীন হইয়া সুখে থাক। মহাত্মা ভীমসেন রাজা হইবার যোগ্য-পাত্র; আমি ক্লীব, আমার রাজ্য-কার্য্যে প্রয়োজন কি? হে বীর! তুমি রোষান্বিত হইয়া এই যে কঠোর বাক্য সকল বলিলে, এ সমস্ত আমি আর সহ্য করিতে পারি না; অতএব ভীমসেন রাজা হউন, অদ্য এরূপ অপমানগ্রস্ত হইয়া আমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিয়া সেই শয্যা পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক সহসা উত্থিত হইলেন; পরে বন-গমনোদ্দেশে নির্গত হইবার ইচ্ছা করিলেন। তখন বাসুদেব প্রণত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন "মহারাজ! সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব-বিষয়ে যে সুদারুণ প্রতিজ্ঞা প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আপনি জানেন। লোক-মধ্যে যে কোন পুরুষ ইহাঁরে 'তুমি অন্যকে গাণ্ডীব দাও' এই কথা কহিবেক, সে ইহাঁর বধ্য হইবে; সম্প্রতি আপনি ইহাঁকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়াছেন। হে মহীপতে! সেই হেতু ধনঞ্জয় ঐ সত্য-প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনার্থে আমার অভিপ্রায়ানুসারে আপনকার প্রতি এই অবমান প্রয়োগ করিলেন, কেন না গুরুজনগণের অবমান বধ বলিয়া কথিত হয়। অতএব হে মহাবাহো রাজেন্দ্র! আপনি অর্জ্জুনের উপলক্ষে উহাঁর নিজের ও আমার উভয়েরই এই বিপরীতাচরণ-রূপ অপ-রাধ মার্জ্জনা করুন। হে মহারাজ! আমরা উভ-য়েই আপনকার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমি প্রণত হইয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমারে ক্ষমা করুন। অদ্য সমর-ভূমি পাপাত্মা সূতনন্দনের শোণিত পান করিবে; আমি আপন-কার নিকটে সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনি কর্ণকে অদ্য নিহত বলিয়া জানুন এবং যাহার বধ ইচ্ছা করেন, অদ্য তাহারই জীবন বিগত হইয়াছে, অবধারণ করুন।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তখন সেই প্রণত হৃষীকেশকে সসম্ভ্রমে উত্থাপিত করিলেন; পরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে

তৎকাল-সমুচিত এই বাক্য বলিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি যেরূপ কহিলে, এইরূপই বটে; আমার প্রতি এ অতিক্রম হউক, ইহাতে হানি নাই। হে মধুনন্দন অচ্যুত! আমি অনুনীত ও তারিত হইলাম; তুমি আমাদিগকে অদ্য ঘোরতর বিপদ্ হইতে বিমুক্ত করিলে। আমরা উভয়েই অদ্য অজ্ঞানে মোহিত হইয়াছিলাম, কেবল তোমাকে সহায় পাইয়া ভয়ঙ্কর বিপদ্-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। হে অচ্যুত! তোমার বুদ্ধি-রূপ তরণী অবলম্বন করিয়াই আমরা দুঃখ-শোকার্ণব হইতে সমুত্তীর্ণ হইলাম; ফলত তোমার দ্বারাই আমরা অমাত্য-বিশিষ্ট ও সহায়-সম্পন্ন হইয়াছি।

যুধিষ্ঠির প্রবোধনে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, পৃথা-তনয় ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বচনানুসারে যুধিষ্ঠিরকে উক্ত প্রকারে প্রতিকূল-সম্ভাষণ করিয়া কিঞ্চিৎ পাপাচরণ করিলেন ভাবিয়া বিমনা হইলেন। অনন্তর বাসুদেব তাঁহারে যেন উপহাস করত বলিলেন, পার্থ! তুমি যদি ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম-তনয়কে তীক্ষ্ণ-ধার অসি-দ্বারা নিহত করিতে, তাহা হইলে তোমার সে কর্ম্ম কিরূপ হইত? তুমি রাজাকে 'তুমি' এইমাত্র কহিয়া এরূপ মোহাবিষ্ট হইলে, কিন্তু উহঁাকে বিনষ্ট করিয়া উত্তর-কাল কি করিতে? ফলত ধর্ম্ম, সকল লোকেরই, বিশেষত মন্দবুদ্ধি মনুষ্যগণের সুদুর্জ্ঞেয়; দেখ, তুমি ধর্ম্ম-ভীরুতা-প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রাণ হরণ করিয়া তন্নিবন্ধন মহাপাপ ও ঘোরতর নরক প্রাপ্ত হইতে, সন্দেহ নাই। অতএব এ বিষয়ে আমার অভিমত এই যে, তুমি ধর্ম্মিষ্ঠগণ-বরিষ্ঠ ধর্ম্মনিষ্ঠ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন কর। আমরা ভক্তি-সহকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসাদিত করিয়া, তিনি প্রীত হইলে পর সত্বর হইয়া যুদ্ধার্থে সূতপুত্রের রথাভিমুখে প্রস্থান করিব। হে মানপ্রদ! অদ্য তুমি নিশিত-শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণকে নিহত করিয়া ধর্ম্ম-তনয়ের মহতী প্রীতি আহরণ কর। হে মহাবাহো! আমার মতে উপস্থিত বিষয়ে এইরূপ আচরণই উপযুক্ত; এরূপ করিলে তোমার কার্য্যও নিষ্পন্ন হইবে।

মহারাজ! অনন্তর ধনঞ্জয় লজ্জান্বিত ও অবনত-মস্তক হইয়া ধর্ম্মরাজের চরণ-যুগলে পতিত হইলেন এবং সেই ভরতশ্রেষ্ঠকে পুনঃপুন বলিতে লাগিলেন "রাজন্! প্রসন্ন হউন; আমি ধর্ম্মকামী ও শঙ্কাকুল হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন।"

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! মহীপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৈরি-বিঘাতক ভ্রাতা ধনঞ্জয়কে পদ-যুগলে পতিত ও রোদন-পরায়ণ দেখিয়া উত্থাপন-পূর্ব্বক স্নেহের সহিত আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সুমহাদ্যুতি সহোদর-দ্বয় বহুক্ষণ নেত্রনীর বর্ষণ করিয়া অন্তঃকরণের মালিন্য পরিহার-পূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ পুনরায় ধনঞ্জয়কে প্রেমভরে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে আঘ্রাণ লইয়া পরম প্রীতিযুক্ত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন "হে মহাধনুর্দ্ধর মহাবাহো! আমি সমরে যত্নবান্ থাকিলেও সমুদয় সৈন্যের সাক্ষাতে কর্ণ শর-নিকর-দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, শক্তি, শর, শরাসন ও হয়গণ ছিন্নভিন্ন করিয়াছে; অতএব হে অর্জ্জুন! আমি সংগ্রামে তাহার দারুণ কর্ম্ম জানিয়া এবং প্রত্যক্ষে দেখিয়া দুঃখভরে অবসন্ন হইতেছি; আমার জীবন আর প্রীতিকর হইতেছে না। অদ্য তুমি যদি সমরে সেই বীরকে বিনষ্ট না কর, তবে নিশ্চয়ই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব; আমার আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি?" হে ভরতর্ষভ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, ধনঞ্জয় প্রত্যুত্তর করিলেন "হে নরশ্রেষ্ঠ মহীপতে! আমি সত্য, আপনকার প্রসাদ, ভীমসেন ও নকুল সহদেব-দ্বারা আপনকার নিকটে শপথ করিতেছি, যে অদ্য

সমরে কর্ণকে নিহত করিব অথবা তৎকর্ত্তৃক হত হইয়া মহীতলে পতিত হইব; আমি সত্য-দ্বারা এই আয়ুধ-স্পর্শ করিতেছি।” অর্জ্জুন রাজাকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া মাধবকে এই কথা বলিলেন “ কৃষ্ণ! অদ্য সংগ্রামে আমি কর্ণকে বিনষ্ট করিব, সন্দেহ নাই; তোমার মঙ্গল হউক, তোমার বুদ্ধি-কৌশলেই সেই দুরাত্মার বধ হইবে।”

হে রাজসত্তম! অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে, কেশব তাঁহারে বলিলেন “ হে সাধুপ্রবর মহারথ ভরত-শ্রেষ্ঠ! তুমি মহাবল কর্ণকে নিহত করিতে সমর্থ। ‘তুমি কি প্রকারে কর্ণকে নিহত করিতে পার’ আমার অন্তঃকরণে নিয়তই এই অভিলাষ জাগরূক রহিয়াছে।” মতিমান্ মাধব যুধিষ্ঠিরকেও পুনর্ব্বার বলিলেন “ হে ধর্ম্মরাজ! আপনি এই ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা-যুক্ত করুন এবং অদ্য দুরাত্মা কর্ণের সংহার নিমিত্তেও ইহাঁরে অনুজ্ঞা করুন। হে পাণ্ডুনন্দন! আপনি কর্ণ-শরে পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা উভয়েই আপনকার সংবাদ জানিবার নিমিত্তে এস্থানে আসিয়াছিলাম। হে রাজন্! ভাগ্যক্রমে আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই; হে অনঘ! এক্ষণে ধনঞ্জয়কে পরিসান্ত্বিত করত জয়াশীর্ব্বাদ করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এস ভাই অর্জ্জুন এস, আমাকে আলিঙ্গন কর; তুমি আমারে হিতকর বক্তব্য বাক্যই বলিয়াছ এবং আমিও তাহা ক্ষমা করিয়াছি। হে পৃথা-তনয় ধনঞ্জয়! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে বিনষ্ট কর আর আমি তোমাকে যে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছি, তজ্জন্য ক্রোধ করিও না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহানুভাব রাজেন্দ্র! অনন্তর ধনঞ্জয় মস্তক-দ্বারা প্রণত হইয়া তখন পাণি-যুগলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ-যুগল ধারণ করিলেন। তাহাতে রাজা পুনরায় তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া গাঢ়তর আলিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ-পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো ধনঞ্জয়! আমি তোমা-কর্ত্তৃক দৃঢ়রূপে সম্মানিত হইলাম; তুমি পুনর্ব্বার চিরন্তন মাহাত্ম্য ও বিজয় লাভ কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, অদ্য আমি সেই বল-গর্ব্বিত পাপকর্ম্মা কর্ণকে সহায়-বর্গের সহিত সমরে প্রাপ্ত হইয়া শর-নিকরে শমন-মন্দিরে প্রেরণ করিব। সে দৃঢ়রূপে শরাসন বিস্তারিত করিয়া বাণ-সমূহ-সহকারে যাহার দ্বারা আপনাকে পীড়িত করিয়াছে, অদ্য তাহাকে সেই কর্ম্মের দারুণ ফল ভোগ করিতে হইবে। হে মহীপতে! আপনকার নিকটে আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, অদ্য কর্ণকে নিহত করিয়া আপনাকে আনন্দিত করিবার নিমিত্তে সংগ্রাম হইতে আপনকার অনুবর্ত্তী হইব। হে ধরণীশ্বর! আপনকার চরণ-দ্বয় স্পর্শ-পূর্ব্বক সত্য করিতেছি, অদ্য কর্ণকে নিহত না করিয়া মহারণ হইতে নিবৃত্ত হইব না।

সঞ্জয় কহিলেন, কিরীটী এইরূপ সম্ভাষণ করিতে থাকিলে, যুধিষ্ঠির প্রশান্ত-চিত্তে তাঁহাকে এই অতি-মহৎ বাক্য বলিলেন “ তুমি নিত্যকাল অক্ষয় যশ, পরমায়ু, অভীষ্ট কামনা, জয়, বীর্য্য ও শত্রু-ক্ষয় প্রাপ্ত হও এবং দেবতারাও তোমার সমৃদ্ধি সম্পাদন করুন; আমি তোমার যেরূপ কল্যাণ ইচ্ছা করি, তাহা সেইরূপই হউক। সম্প্রতি তুমি শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা কর; পুরন্দর যেমন আত্ম-বৃদ্ধির নিমিত্তে বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেইরূপ আত্ম-সমুন্নতির নিমিত্তে সমরে কর্ণকে নিহত কর।”

যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন-সংবাদে একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, ধর্ম্মরাজকে প্রসাদিত করিবার পর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের বিনাশে উদ্যত হইয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গোবিন্দকে সম্বোধিয়া বলিলেন “ আমার রথ পুনরায় সজ্জিত হউক, তাহাতে হয়োত্তম সকল যোজিত হউক এবং মহারথে অস্ত্র শস্ত্র সমস্তও সংস্থাপিত হউক। ক্লান্তি পরিহারার্থে ভূতলে

বিলুণ্ঠিত, অশ্ব-সাদিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত, তুরঙ্গমগণ রথোপকরণ-সমুদায়ে সজ্জীভূত ও ত্বরান্বিত হইয়া রথ সমীপে গমন করুক। হে গোবিন্দ! তুমি সুত-পুত্রের সংহারেচ্ছায় শীঘ্র যাত্রা কর।” মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে কৃষ্ণ দারুককে আজ্ঞা করিলেন “সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধর-বরিষ্ঠ ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যেরূপ কহিলেন, তুমি সমুদয় সম্পন্ন কর।” হে রাজসত্তম! দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞা পাইয়া ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত শত্রুতাপন রথখানি যোজিত করিলেন এবং মহানুভাব পাণ্ডবের গোচরে নিবেদন করিলেন “রথ সজ্জিত হইয়াছে।” মহাত্মা দারুক-কর্ত্তৃক রথ সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া ধনঞ্জয় ধর্ম্ম-রাজের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সুমঙ্গল স্বস্ত্যয়ন-স্বরূপ স্বস্তিবাচন করিয়া সেই রথবরে আ-রোহণ করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ রাজা যুধি-ষ্ঠির তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলে পর তিনি কর্ণের রথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রস্থিত হইলেন। হে ভারত! সমুদয় জীবগণ সেই মহাধনুর্দ্ধরকে সমর-স্থলে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কর্ণকে মহানু-ভব পাণ্ডব-কর্ত্তৃক নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিল। হে জনেশ্বর রাজেন্দ্র! তৎকালে দিক্ সকল সর্ব্বতো-ভাবে নির্ম্মল হইল এবং স্বর্ণচাতক সারস ক্রৌঞ্চ-প্রভৃতি শুভ-দর্শন পক্ষিগণ পাণ্ডুনন্দনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। হে বিশাম্পতে! শুভকর শোভন পুন্নামক বহু-সংখ্য বিহঙ্গগণ যেমন অর্জ্জুনকে সংগ্রামে ত্বরান্বিত করত হৃষ্টরূপ হইয়া শব্দ করিতে থাকিল, সেইরূপ কঙ্ক গৃধ্র কাক বক ও শ্যেন-প্রভৃতি ভয়ানক পক্ষি সকলও ভক্ষ্যের নিমিত্তে তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন ধনঞ্জয়ের অন্যান্য ধন্য নিমিত্ত সমস্তও শত্রু-সৈন্যগণের বধ ও কর্ণের সংহার সূচিত করিল। অনন্তর অর্জ্জুন প্রস্থান করিতে থাকিলে তাঁহার বিপুল ঘর্ম্ম উৎপন্ন হইল এবং ‘কি প্রকারে এ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে’ এইরূপ মহতী চিন্তাও জন্মিল।

তখন বসুদেব-নন্দন মধুসূদন গাণ্ডীবধন্বা ধন-ঞ্জয়কে তাদৃশ চিন্তান্বিত হইয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, হে গাণ্ডীবধন্বন্! তুমি ধনুর্দ্বারা সংগ্রামে যাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছ, পৃথিবী-মধ্যে তোমা ভিন্ন এমন কোন মনুষ্যই বিদ্যমান নাই যে, তাহা-দিগের পরাজয়-সাধনে সমর্থ হইতে পারে। যাঁহারা শৌর্য্য-সম্পন্ন তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া সমরে পরম গতি লাভ করিয়াছেন, আমি ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত এরূপ অনেকানেক শূর পুরুষ সন্দর্শন করিয়াছি। হে প্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মন্! তোমার সদৃশ হইতে না পারে, এমন কোন্ ব্যক্তি ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সু-দক্ষিণ, মহাবীর্য্য শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর সন্নিধানে যুদ্ধার্থে গমন করিয়া কুশলী থাকিতে সমর্থ হয়? হে অর্জ্জুন! তোমার অস্ত্র সকলও দিব্য এবং তোমার শীঘ্রকারিতা, বল, যুদ্ধ-সমুদায়ে মোহ-রাহিত্য, বি-জ্ঞানের অবিচ্ছিন্নতা, লক্ষ্য সকলেতে অস্ত্রের পাতন, যোগ ও বেধও অতি বিচিত্র। হে পার্থ! তুমি চরা-চর-সম্বলিত সমুদয় দেব ও গন্ধর্ব্বগণকেও নিহত করিতে পার; সমরে তোমার সদৃশ যোদ্ধা পুরুষ পৃথিবী-মধ্যে বিদ্যমান নাই। যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ অবধি দেবগণ-পর্য্যন্ত যে কোন ধনুর্দ্ধারী পুরুষ বর্ত্ত-মান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাঁহাকেও আমি তোমার তুল্য দেখিতে বা শুনিতে পাই না। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মা প্রজা সকল সৃষ্টি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সুমহৎ গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তুমি সেই গাণ্ডীব-দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাক; অতএব তোমার সমান আর কেহই নহে। কিন্তু হে পাণ্ডু-নন্দন! যাহা তোমার হিতকর হয়, তাহাও আমার অবশ্য বক্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি সমর-শোভা-কর কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না; কেন না কর্ণ বলবান্, গর্ব্বিত, অস্ত্রবিদ্যা-পারদর্শী, মহারথ, রণ-পণ্ডিত, বিচিত্র-যোধী ও দেশকালের মর্ম্মজ্ঞ। হে ধনঞ্জয়! এ বিষয়ে বিস্তর বলিবার প্রয়োজন কি? সংক্ষেপে

যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; আমি মহারথ কর্ণকে তোমার সমান, বা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি; অতএব তুমি পরম যত্ন অবলম্বন করিয়া তাহাকে মহাসমরে বিনষ্ট করিবে। কর্ণ তেজে বহ্নি-সদৃশ, বেগে বায়ুবেগ-সমান, ক্রোধে অন্তক-তুল্য, সিংহ-সম-দৃঢ়কায় ও বলবান্। তাহার শরীর অষ্টরত্নি অর্থাৎ এক শত অষ্টষষ্টি অঙ্গুল-পরিমিত, বাহু আজানুলম্বিত এবং বক্ষঃস্থল দৃঢ় ও বিস্তীর্ণ; সুতরাং তাহাকে পরাজিত করা অতি-দুঃসাধ্য। সে অভিমানী, শৌর্য্যশালী, প্রধান বীর, প্রিয়দর্শন, যোধগণের সমুদয় গুণে সমন্বিত, মিত্র-গণের অভয়প্রদ, সতত পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের হিত-সাধনে নিরত। আমার এই বোধ হয় যে, রাধা-তনয় একমাত্র তোমা ভিন্ন অন্য সমুদয় লোকের এমন কি, বাসব-সহ দেব-গণেরও অবধ্য; অতএব অদ্য তুমি সেই সূত-পুত্রকে বিনষ্ট কর। মনুষ্যদিগের কথা দূরে থাকুক, মাংস-শোণিতধারী সমুদয় দেবগণও সেই রথীর সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া যদি সম্যক্ রূপে যত্ন-পরায়ণ হন, তথাপি তাহারে পরাজিত করিতে পারেন না। পাণ্ডবগণের প্রতি যে নিয়তই দুষ্ট-বুদ্ধি প্রকাশ করে, পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধে যাহার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, অদ্য তুমি সেই দুরাত্মা পাপাচার নিষ্ঠুর কর্ণকে নিহত করিয়া নিশ্চিতরূপে কৃতকার্য্য হও। দুরাত্মা সূত-পুত্র কর্ণ দর্পভরে নিয়তই পাণ্ডবদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে; অত-এব তুমি সেই কালের অনায়ত্ত রথিগণ-বরিষ্ঠ সূত-তনয়কে অদ্য কালের বশীভূত কর। হে ধনঞ্জয়! পাপাত্মা সুযোধন যাহার বলে আপনাকে বীর বলিয়া মনে করে, সমুদয় পাপের মূলীভূত সেই সূত-পুত্রকে অদ্য বিনষ্ট কর। হে অর্জ্জুন! যে পুরুষশার্দ্দূলের খড়্গই জিহ্বা-স্বরূপ, ধনুর্ম্মণ্ডল মুখ-মণ্ডল-স্বরূপ এবং শর সকল বিকট-দন্ত-স্বরূপ হই-য়াছে, সেই দর্পপূর্ণ বলশালী কর্ণকে তুমি নিপা-তিত কর। আমি তোমার বল ও বীর্য্যানুসারে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি, কেশরী যেমন মাতঙ্গের সংহার করে, তদ্রূপ সমরে শৌর্য্য-সম্পন্ন কর্ণের বিধ্বংস কর। হে পার্থ! দুর্য্যোধন যাহার বীর্য্যবলে তোমার বীর্য্য অবজ্ঞা করিয়া থাকে, অদ্য সংগ্রামে তুমি সেই বৈকর্ত্তন কর্ণকে নিহত করিয়া ফেল।

কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুন কর্ণের বিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া আগমন করিতে থা-কিলে, অমেয়াত্মা কেশব পুনরায় তাঁহারে বলিলেন, হে ভরতকুল-তিলক ধনঞ্জয়! অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, এই নর-বাজি-বারণগণের বিধ্বংসকর ঘোর-তর সমর হইতেছে। তোমাদিগের ও শত্রুগণের সেনা-সমবায় অতি-বিপুল হইয়াও পরস্পর যুদ্ধ করত অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। কৌরবেরা প্রভূত গজবাজি-বিশিষ্ট হইয়াও শত্রুভূত তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া রণ-মস্তকে বিনষ্ট হইয়াছে। এই সকল ভূপালগণ এবং সমাগত সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব-সৈন্য-সমু-দয়, শত্রুগণের অধর্ষণীয় তোমাকে আশ্রয় পাইয়াই সমরে ব্যবস্থিত রহিয়াছে। হে শত্রুনাশন! পাঞ্চাল পাণ্ডব মৎস্য কারূষ ও চেদি-সৈন্য সকল তোমা-কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়াই শত্রুকুল ক্ষয় করিয়াছে। হে ভ্রাতঃ! তোমা-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত মহারথ পাণ্ডব-গণ ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি রণস্থলে সমাগত কৌরব-গণকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়? কৌরব-সৈন্যের কথা আর কি বলিব, সমরে সমাসক্ত সুরা-সুর-মনুষ্যগণ-সম্বলিত লোক-ত্রয়কেও তুমি একাকী যুদ্ধে পরাভূত করিতে সমর্থ। হে পুরুষব্যাঘ্র! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি, বাসবের তুল্য হইতে পারিলেও রাজা ভগদত্তকে পরাজিত করিতে পারে? হে অনঘ ধনঞ্জয়! তুমি সেই প্রকারে এই

বিপুল সৈন্য রক্ষা করিতে থাকিলে, সমুদয় পার্থিবেরা ইহার প্রতি নয়ন-দ্বারা নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হন নাই। হে অর্জ্জুন! তুমি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে সেইরূপে সতত রক্ষা করিয়াছিলে বলিয়াই তাঁহারা সমরে দ্রোণ ও ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়াছিলেন; নতুবা কোন্ ব্যক্তি ভারতগণের শ্রেষ্ঠতম মহারথ ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দ্রোণকে যুদ্ধ-দ্বারা জয় করিতে সমর্থ হয়? হে ধনঞ্জয়! পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষ শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবাঃ, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা সুযোধন, সমরে অপরাঙ্মুখ একত্র সমবেত এই সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ অক্ষৌহিণীপতি প্রচণ্ড বীরগণকে পরাজিত করিতে পারে? হে ভারত! দেখ, গোবাস, দাসমীয়, বশাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও অভিমানী ভোজ-প্রভৃতি অমর্ষাবিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের প্রধান প্রধান অশ্ব রথ মাতঙ্গ-সমন্বিত অনেকানেক শ্রেণী ও উগ্রতর নানা জনপদ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ভারত! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মহাশ্ব-গজ-সমাকীর্ণ সৈন্য সকল তোমার ও ভীমসেনের সান্নিহিত হইয়া নিধন লাভ করিয়াছে। হে শত্রুতাপন! এই যে উগ্র-স্বভাব ভীষণকর্ম্মা প্রচণ্ড-বিক্রম-সম্পন্ন সমর-শৌণ্ড দণ্ডপাণি রোষাবিষ্ট বলিষ্ঠ তুষার, যবন, খশ, দার্ব্বাভিসার, দরদ, শক, রমঠ, তঙ্গন, অন্ধ্রক, পুলিন্দ, কিরাত ও ম্লেচ্ছ এবং পর্ব্বত সাগর ও অনুপ-দেশবাসী যোধগণ সুযোধনের হিতার্থে কৌরবদিগের সহিত সমবেত হইয়া সংগ্রামে উৎসাহান্বিত হইয়াছিল, তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত না। তুমি যদি পরিত্রাণ-কর্ত্তা না হইতে, তাহা হইলে কোন্ মানব, দুর্য্যোধনের এই ব্যূহ-বদ্ধ মহাপ্রতাপ বিপুল সৈন্য সন্দর্শন করিয়া ইহার প্রতিকূলে অগ্রসর হইতে পারিত? হে বিভো! ক্রোধাক্রান্ত পাণ্ডব-সৈনিকেরা তোমা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই উদ্ধত-সাগর-সদৃশ, ধূলিপটল-সমাচ্ছন্ন বৃহৎ সৈন্য বিদীর্ণ করিয়া নিহত করিয়াছে। অদ্য সপ্ত দিবস-মাত্র হইল, মগধাধিপতি মহাবল জয়ৎসেন সমরে অভিমন্যু-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন। অনন্তর ভীমসেন গদাঘাতে সেই নৃপতির পরিচ্ছদ-স্বরূপ ভয়ঙ্কর-কর্ম্মকারী দশ সহস্র মাতঙ্গ নিপাতিত করিয়াছেন। তাহার পর অন্য শত শত হস্তী ও রথ সকলও তৎকর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক অভিহত হইয়াছে। অতএব হে পার্থ! এই বর্ত্তমান মহাভয়ঙ্কর সমরে কৌরবগণ তোমার ও ভীমসেনের সন্নিহিত হইয়া তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথ-কদম্ব সমভিব্যাহারে এইরূপে ভূলোক হইতে মৃত্যুলোকে গমন করিতেছে।

হে মহানুভব ধনঞ্জয়! পাণ্ডবগণ সেইরূপে শত্রু-সেনার অগ্রভাগ নিহত করিতে থাকিলে, ভীষ্ম প্রচণ্ডতর শরজাল সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই দিব্যাস্ত্র-বেত্তা বীরবর, চেদি কাশি পাঞ্চাল কারূষ মৎস্য ও কেকয়-সৈন্যগণকে শর-সমূহে আচ্ছাদিত করিয়া শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শরাসন-বিনিঃসৃত, পর-দেহ-বিদারণকারী, অবক্রগামী সুবর্ণ-পুঙ্খ বাণ-সমূহে আকাশ-মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি এক এক মুষ্টি-দ্বারা অর্থাৎ এক প্রযত্নে মহাবল-সম্পন্ন একত্র সমবেত এক লক্ষ নর-কুঞ্জর সংহার-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র রথ নিহত করিতে পারিতেন। সমরে তিনি যে সকল বাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তৎসমুদয়, দোষাশ্রিত নয় প্রকার গতি পরিহার-পূর্ব্বক দশমী গতিতে গমন করিয়া, অশ্ব রথ মাতঙ্গ সমস্ত বিনষ্ট করিয়াছিল। এইরূপে ভীষ্ম দশ দিবস পর্য্যন্ত তাবৎ সৈন্য সংহার করত রথনীড় সকল রথি-শূন্য এবং গজ-বাজি-পুঞ্জ নিহত করিয়াছিলেন। তিনি সংগ্রামে রুদ্র ও নারায়ণের সদৃশ আত্ম-রূপ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমস্ত নিগৃহীত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন। মন্দমতি সুযোধন তরণী-শূন্য বিপদ-সাগরে মগ্নপ্রায় হইতেছিল, তাহাকে

উদ্ধৃত করিতে অভিলাষী হইয়াই তিনি চেদি পাঞ্চাল কেকয়াদি ভূপালগণকে বিনিহত করত অশ্ব-গজ-রথ-সমাকীর্ণা পাণ্ডবী-সেনা সংহার করিয়াছিলেন। তিনি তাপপ্রদ ভাস্করের ন্যায় সমরে সেই-রূপে বিচরণ করিতে থাকিলে, উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী সহস্র সহস্র কোটি পদাতি-বিশিষ্ট সৃঞ্জয়গণ ও অন্যান্য মহীপাল সকল তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হয় নাই। তথাপি পাণ্ডব-সৈনিকেরা, সংগ্রামে সেইরূপে বিচরণকারী জয়-প্রাপ্ত ভীষ্মকে সর্ব্ব প্রকার মহোদ্যোগ-সহকারে আক্রমণ করিয়াছিল। পরন্তু ভীষ্ম একাকী সমরে সমুদয় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিয়া রণস্থলে অদ্বিতীয় বীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে শিখণ্ডী তোমা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই মহাব্রত পুরুষশার্দ্দূলের সন্নিধানে সমাগম-পূর্ব্বক তাঁহারে সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহ-দ্বারা নিহত করিয়াছেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! বৃত্রাসুর যেমন বাসব-সমীপে উপনীত হইয়া নিপাতিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পিতামহ ভীষ্ম তোমাকে পাইয়া এই শর-শয্যায় পতিত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

উগ্রমূর্ত্তি মহারথ দ্রোণাচার্য্যও অভেদ্য-ব্যূহ রচনা-পূর্ব্বক পঞ্চ দিবস পর্য্যন্ত মহারথগণকে নিপাতিত ও সমুদয় শত্রু-সৈন্য নিসূদিত করিয়া এবং সমরে জয়দ্রথের রক্ষা বিধান-পূর্ব্বক রাত্রি-যুদ্ধে অন্তক-তুল্য প্রচণ্ড-রূপী হইয়া প্রজাকুল দগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই বীর্য্য-সম্পন্ন প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ-তনয় শরানলে যোধগণকে দগ্ধ করিয়া পরিশেষে ধৃষ্ট-দ্যুম্নের সন্নিহিত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। সেই দিন যুদ্ধে তুমি যদি কর্ণ-প্রভৃতি মহারথগণকে নিবারিত না করিতে, তাহা হইলে আর সংগ্রামে দ্রোণ বিনষ্ট হইতেন না। হে ধনঞ্জয়! তুমি দুর্য্যোধনের সমুদয় সৈন্য রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে, সেই জন্যই ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে দ্রোণাচার্য্যকে নিহত করিয়াছেন।

হে পার্থ! তুমি জয়দ্রথের বধোপলক্ষে সংগ্রামে যাদৃশ কর্ম্ম করিয়াছিলে, তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ক্ষত্রিয় পুরুষ সমরস্থলে তাদৃশ ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিতে পারে? তুমি মহতী সেনা অবরোধ-পূর্ব্বক শূর-বর নরপাল সকলকে নিহত করিয়া অস্ত্র-বলে ও তেজঃ প্রভাবে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছ। হে পার্থ! পার্থিবেরা সিন্ধুরাজের বধ অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ করেন, কিন্তু তোমা হইতে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু তুমি মহারথ। হে ধনঞ্জয়! আমার বিবেচনায়, সমুদায় ক্ষত্রিয়-কুল সমরে তোমার সমীপবর্ত্তী হইয়া এক দিবসেই যে বিনষ্ট হয়, ইহাই আমি উপযুক্ত মনে করিতে পারি। যখন ভীষ্ম দ্রোণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, তখন দুর্য্যোধনের সেই এই ভয়ঙ্কর সৈন্য বীর-সর্ব্বস্ব-শূন্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। প্রধান প্রধান যোধগণ ও অশ্ব রথ মাতঙ্গ সকল বিনষ্ট হওয়াতে সংপ্রতি কৌরব-সৈন্য চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-বিহীন আকাশ-মণ্ডলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। হে পার্থ! পুরা-কালে পুরন্দরের পরাক্রম প্রভাবে আসুরী-সেনা যেমন বিধ্বস্তা হইয়াছিল, তদ্রূপ এই ভীষণ-পরাক্রমশালিনী কৌরব-বাহিনী ধ্বংস-দশায় উপনীতা হইয়াছে। সম্প্রতি তাহাদিগের মধ্যে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, শল্য ও কৃপাচার্য্য, এই পঞ্চ মহারথ হতাবশিষ্ট আছেন। হে নরব্যাঘ্র! অদ্য তুমি সেই পঞ্চ মহারথের নিধন সাধন-পূর্ব্বক বৈরি-বিহীন হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সদ্বীপ-নগরা সসাগরা বসুন্ধরা সম্প্রদান কর। অপরিমিত বীর্য্য ও শ্রীসম্পন্ন পাণ্ডু-নন্দন অদ্য এই আকাশ জল পাতাল পর্ব্বত ও মহাবন-সমন্বিত সমগ্র ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হউন। পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু যেমন দৈত্য দানবগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্রকে ত্রিভুবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি কৌরবগণকে বিনষ্ট করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই মেদিনীমণ্ডল প্রদান কর। দানবেরা সমরে বিষ্ণু-কর্ত্তৃক নিহত হইলে দেবগণ

যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন, অদ্য তোমা-কর্ত্তৃক শত্রুকুল নির্ম্মূলিত হইলে পাঞ্চালেরা সেইরূপ হর্ষান্বিত হউক।

হে কমল-নেত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়! তুমি নরবর গুরু দ্রোণাচার্য্যকে মান্য করত যদি অশ্বত্থামার প্রতি কৃপা কর; আচার্য্য-গৌরবে যদি কৃপের প্রতিও তোমার কৃপা থাকে; অত্যন্ত পূজিত মাতৃ-বান্ধব বন্ধুগণকে মান্য করত যদি তুমি কৃতবর্ম্মাকে পাইয়া যমালয়ে প্রেরণ না কর এবং মাতার ভ্রাতা মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি দয়াবান্ হইয়া যদি যুদ্ধার্থে সমীপাগমন-পূর্ব্বক তাঁহারে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা না কর, তবে পাণ্ডবদিগের প্রতি অত্যন্ত পাপমতি এই ক্ষুদ্রাশয় কর্ণকে অদ্য নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা অবিলম্বে বিনষ্ট করিয়া ফেল। ইহা তোমার সুকৃত কর্ম্ম; ইহাতে কিছুমাত্র নিন্দার বিষয় নাই; আমরাও অনুজ্ঞা করিতেছি, ইহাতে কোন দোষ নাই। হে অনঘ! দুর্য্যোধন রাত্রিকালে তোমার সপুত্রা জননীর দহন বিষয়ে এবং তোমা-দিগের সঙ্গে পাশক্রীড়ার্থে যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, দুষ্টবুদ্ধি কর্ণই সে সমুদায়ের মূল। সুযোধন ‘ কর্ণ হইতে পরিত্রাণ হইবে ’ ইহা নিয়তই মনে করিয়া থাকে; সেই হেতু সংরম্ভ-পরবশ হইয়া সে আমা-কেও নিগৃহীত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। হে মানপ্রদ কৌন্তেয়! নরপতি দুর্য্যোধনের বুদ্ধিতে এই স্থিরসিদ্ধান্ত আছে যে, কর্ণই সংগ্রামে সমস্ত পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে, সংশয় নাই। তো-মার বল বিক্রম জানিয়াও ধৃতরাষ্ট্র-তনয় কেবল কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ-স্পৃহা করিয়াছে। কর্ণও সতত কহিয়া থাকে যে, আমি সমরে সমাগত পাণ্ডবগণকে ও মহারথ দাশার্হ বাসুদেবকে পরাভূত করিব। হে ভারত! সেই সুদুর্ম্মতি সূতপুত্র, দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে প্রোৎসাহিত করত সভা-মধ্যে সর্ব্বদা এইরূপ গর্জ্জন করিয়া থাকে; অতএব অদ্য তুমি তাহাকে নিপাতিত কর। দেখ, দুর্য্যোধন তোমাদিগের প্রতি যে কিছু অনিষ্ট প্রয়োগ করিয়াছে, পাপমতি দুরাত্মা কর্ণই সে সমস্ত বিষয়ে মুখ্য কারণ।

হে সখে! আমি সত্য-দ্বারা তোমার নিকটে শপথ করিতেছি, যখন বৃষভের ন্যায় নয়ন ও স্কন্ধ-বিশিষ্ট, কুরু ও বৃষ্ণিগণের যশস্কর, সুভদ্রা-নন্দন বীর্য্যবান্ অভিমন্যু, দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ-প্রভৃতি নরশ্রেষ্ঠ বীরগণকে নিপীড়িত, মহারথগণকে রথ-চ্যুত ও ব্যথিত, অশ্ব ও মাতঙ্গ সকলকে আরোহি-বিরহিত, পদাতিদিগকে অস্ত্র শস্ত্র ও জীবিত-শূন্য এবং সমুদয় সৈন্যগণকে প্রমথিত করত নরাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছিলেন এবং এইরূপে শর-নিকরে শত্রু-সৈন্য দগ্ধ করিতে করিতে আসিতেছিলেন, তৎকালে দুর্য্যোধনের ক্রুর-স্বভাব ছয় জন মহারথ মিলিত হইয়া তাঁহাকে যে বিনষ্ট করিল দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার সমস্ত গাত্র দগ্ধ করিতেছে। হে প্রভাব-সম্পন্ন ধনঞ্জয়! দুষ্টাত্মা কর্ণ সমরে অভিমন্যুর অগ্রে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া সেই মহানিষ্টকর ব্যাপারেও সর্ব্ব-তোভাবে দ্রোহাচরণ করিয়াছিল। সে সুভদ্রা-তনয়ের শর-সমূহে ছিন্ন ভিন্ন ও নিপীড়িত, রক্তাক্ত-দেহ, ক্রোধ-প্রজ্বলিত ও সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সমরে বিমুখ হইয়া-ছিল এবং পলায়নে উৎসাহ করিয়াও জীবনধারণে নিরুৎসাহ, বিশেষত প্রহার-জনিত পরিশ্রমে বিহ্বল হওয়ায় রণস্থলেই অবস্থান করিতেছিল; পরে দ্রোণাচার্য্যের তৎকাল-সদৃশ ক্রুর বাক্য শুনিয়া অভিমন্যুর শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অভি-মন্যু তৎকর্ত্তৃক ছিন্নধন্বা হইলে পর প্রতারণা-পটু পঞ্চ মহারথ পুঞ্জ পুঞ্জ শর বর্ষণে তাঁহারে বিনষ্ট করিল। সেই বীর বিনিহত হইলে সমুদয় লোকেরই অন্তঃকরণে দুঃখোদয় হইয়াছিল, কেবল সেই দুরাত্মা কর্ণ ও দুর্য্যোধন হাস্য করিয়াছিল।

হে ভারত! কর্ণ কুরু ও পাণ্ডবগণের কলুষ-সম্ভা-

মধ্যে কৃষ্ণাকে নৃশংসের ন্যায় যে কঠোর-বাক্য বলিয়াছিল;—"কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হইয়া চিরন্তন নরকে গমন করিয়াছে, অতএব হে মৃদুভাষিণি! হে নিবিড়-নিতম্বিনি! তুমি এখন অন্য পতি বরণ কর। হে কুটিল-লোম-লোচনে! তোমার স্বামীরা আর বর্ত্তমান নাই, অতএব তুমি এখন দাসী হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ কর। হে পাঞ্চালরাজনন্দিনি শোভন-দর্শনে কৃষ্ণে! এখন আর পাণ্ডবেরা কোন ক্রমে তোমার প্রতি প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না; তুমি এখন দাসগণের ভার্য্যা ও স্বয়ং দাসী হইয়াছ। এখন দুর্য্যোধনই পৃথিবী-মধ্যে অদ্বিতীয় নরপতি বলিয়া স্মৃত হইতেছেন; সমুদয় মহীপালেরাই তাঁহার যোগক্ষেম অর্থাৎ অনাগত অর্থের আহরণ ও আগত অর্থের সংরক্ষণ বিষয়ে যত্ন করিতেছেন। হে ভদ্রে! পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের তেজঃপ্রভাবে এককালে বিনষ্ট হইয়া এক্ষণে যে প্রকারে পরস্পর সন্দর্শন করিতেছে, তাহা দেখ। ফলত ইহারা নিশ্চয়ই ষণ্ড তিল; অপার দুঃখ-হ্রদেও নিমজ্জিত হইয়াছে এবং রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনের দাসত্বও অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবে।" অধর্ম্মজ্ঞ পরম দুর্ম্মতি দুষ্ট-স্বভাব পাপাত্মা কর্ণ তৎকালে তোমার শ্রবণ-গোচরে এই যে পাপময় বাক্য বলিয়াছিল;—অদ্য তোমার নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ-বিকৃত শিলা-শাণিত জীবিত-নাশক শায়ক সকল পাপাত্মার সেই বাক্য, জীবন এবং তোমার প্রতি সে আর আর যে সমস্ত অনিষ্টাচরণ করিয়াছিল, তৎসমুদায় প্রশমিত করুক। দুষ্টাত্মা কর্ণ অদ্য গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত ঘোরতর শর-সমস্ত অঙ্গ-সমূহ-দ্বারা স্পর্শ করত ভীষ্ম দ্রোণের বচন স্মরণ করুক। বিদ্যুৎ-সদৃশ-প্রভান্বিত সুবর্ণপুঙ্খ শত্রুনাশন নারাচ-নিচয় অদ্য তোমার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মর্ম্ম সমস্ত ভেদপূর্ব্বক রক্ত পান করিবে। তোমার ভুজ-নির্ম্মুক্ত মহাবেগ-যুক্ত উগ্রতর মহাশর সকল অদ্য কর্ণের মর্ম্ম ভেদ করিয়া তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করুক। ভূপালগণ অদ্য বিষণ্ণ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া হাহাকার করিতে করিতে কর্ণকে তোমার শর-সমূহে প্রপীড়িত হইয়া রথ হইতে পড়িতে দেখুন। কর্ণের বান্ধবেরা অদ্য কাতর-ভাবে তাহারে রুধির-পরিপ্লুত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধরাতলে পতিত ও শয়ান থাকিতে অবলোকন করুক। সুত-তনয়ের হস্তিকক্ষা-চিহ্নিত মহাধ্বজ তোমার ভল্লাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কম্পমান হইতে হইতে ভূতলে পতিত হউক। তুমি শত শত শর-দ্বারা কর্ণের হেম-বিভূষিত রথখানি যোদ্ধা ও অশ্বগণের সহিত ছিন্ন করিয়া ফেলিলে, শল্য ভীত হইয়া ঐ শূন্য রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করুন। অনন্তর শত্রু সুযোধন অদ্য অধিরথ-তনয়কে তোমার হস্তে নিহত দেখিয়া রাজ্যপালনে ও প্রাণ-ধারণে নিরাশ হউক।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! বীর্য্যে বাসবের অথবা শঙ্করের সদৃশ ঐ সুত-পুত্র, শায়ক-সমূহ-দ্বারা তোমার সৈন্যগণকে নিহত করিতেছে। ঐ দেখ, পাণ্ডবগণের উদ্ধারাভিলাষী ঐ পাঞ্চাল-সৈন্যেরা কর্ণের শাণিত শর-নিকরে তাড়িত হইয়া ধাবমান হইতেছে। তুমি ইহা নিশ্চয় অবধারণ কর, পাঞ্চালগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সকল, নকুল-নন্দন শতানীক ও দ্রৌপদীর অন্যান্য পুত্রগণ, নকুল, সহদেব, দুর্ম্মুখ, জনমেজয়, সুধর্ম্মা ও সাত্যকি, ইহাঁরা সকলেই কর্ণের বশে পতিত হইয়াছেন। হে শত্রুতাপন! মহারণে কর্ণ-শরে অভ্যাহত ত্বদীয় বন্ধু পাঞ্চালগণের ঐ ঘোরতর নিনাদ শ্রুত হইতেছে। মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালেরা মহাসমরে মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে; সুতরাং তাহারা ভীত হইয়া কোন ক্রমে পরাঙ্মুখ হইবার নহে। যিনি একাকী শর-নিকরে পাণ্ডবী-সেনাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্মের সন্নিহিত হইয়াও পাঞ্চালেরা পরাঙ্মুখ হয় নাই। তাহারা সকল ধনুর্দ্ধরগণের গুরু, অস্ত্র-দ্বারা সমরে আশু নির্দ্দহনকারী, প্রজ্বলিত হুতাশন-

স্বরূপ, অরিন্দম, দুর্দ্ধর্ষ শক্র দ্রোণাচার্য্যকেও সংগ্রামে পরাজিত করিবার নিমিত্ত নিয়ত উদ্যত হইয়াছিল; সেই পাঞ্চালেরা এক্ষণে অধিরথতনয়ের ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ পরাঙ্মুখ হইতে পারে না। সেই তরস্বী পাঞ্চালগণ যেমন আক্রমণ করিতেছে, অমনি শৌর্য্য-সম্পন্ন কর্ণ শর-সমূহ-দ্বারা, পতঙ্গ-কুলের প্রাণহারী অনলের ন্যায়, তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে। বীর্য্যশালী পাঞ্চাল-সৈনিকেরা মিত্রের কার্য্যার্থে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সেইরূপে অভিমুখে অগ্রসর হইলে রাধাতনয় সংগ্রামে তাহাদিগকে শত শত সংখ্যায় নিহত করিতেছে। অতএব হে ভারত! তুমি তরণীস্বরূপ হইয়া সেই তরণী-শূন্য অগাধ কর্ণ-সাগরে নিমগ্ন মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণের পরিত্রাণ কর। ঐ দেখ, কর্ণ ঋষিসত্তম ভৃগু-নন্দন পরশুরামের নিকট হইতে যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিল, তাহার ঐ মহাভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পাইতেছে। সকল সৈন্যগণের তাপপ্রদ ঐ ঘোর-রূপ সুদারুণ অস্ত্র মহতী পাণ্ডবীসেনা সমাচ্ছাদন-পূর্ব্বক স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইতেছে। ঐ কর্ণ-শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত শর সমস্ত তোমার সৈন্যগণকে সন্তাপিত করত সমরে ভ্রমর-নিকরের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। হে ভারত! ঐ পাঞ্চালগণ সংগ্রামে অকৃতাত্মা লোকদিগের দুর্নিবার্য্য কর্ণাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতেছে। এই দেখ, প্রগাঢ় রোষাবিষ্ট ভীমসেন চতুর্দ্দিকস্থ সৃঞ্জয়-সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করত তাহার নিশিত শর-সমূহে প্রপীড়িত হইতেছেন। হে অর্জ্জুন! সংপ্রতি তুমি যদি কর্ণকে উপেক্ষা কর, তবে সে দেহাগত রোগের ন্যায় সমুদয় পাণ্ডব সৃঞ্জয় ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে নিহত করিতে পারিবে; কেন না যুধিষ্ঠিরের সৈন্য-মধ্যে তোমা ভিন্ন এমন আর কোন যোদ্ধাকেই দেখিতে পাই না যে, যুদ্ধার্থে কর্ণের সন্নিহিত হইয়া কুশলে গৃহে গমন করিতে সমর্থ হয়। অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়! অদ্য তুমি তাহাকে শাণিত শর-সমূহে বিনিহত করিয়া প্রতিজ্ঞানুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক কীর্ত্তি লাভ কর। হে যোধাগ্রগণ্য! আমি তোমারে ইহা সত্য বলিতেছি, একমাত্র তুমিই কর্ণকে ও সমুদয় কৌরবগণকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ, অন্য কেহই নহে। অতএব হে নরোত্তম পার্থ! তুমি এই মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া—মহারথ কর্ণকে নিহত করিয়া—কৃতকার্য্য, সফল ও সুখী হও।

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তাদৃশ বিষাদ-ভারাপন্ন ধনঞ্জয় কেশবের সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া ক্ষণ কাল-মধ্যে শোক-শূন্য ও হৃষ্টচিত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি কর্ণের বিনাশার্থ অবিলম্বে জ্যা-মার্জ্জনপূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করত ধারণ করিলেন এবং কৃষ্ণকেও এইরূপ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। "হে গোবিন্দ! তুমি লোকে ভূত-ভবিষ্যবেত্তা; তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন রহিয়াছ, তখন তোমার সাহায্যে অদ্য নিশ্চয়ই আমার জয় হইবে। হে কৃষ্ণ! তোমার সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া আমি মহাসমরে, কর্ণের কথা দূরে থাকুক, একত্র সমাগত স্বর্গাদি লোক-ত্রয়কেও পরলোকে প্রেরণ করিতে পারি। হে বৃষ্ণিনন্দন জনার্দ্দন! পাঞ্চালদিগের সেনা যে পলায়মানা হইতেছে, তাহাও দেখিতেছি, কর্ণ যে নির্ভয়ের ন্যায় সমরে বিচরণ করিতেছে, তাহাও দেখিতেছি এবং বাসব-বিনির্ম্মুক্ত মহাবজ্রের ন্যায়, কর্ণ-নিক্ষিপ্ত পরশুরামাস্ত্রও যে সর্ব্ব দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাও দেখিতেছি; পরন্তু যে পর্য্যন্ত বসুন্ধরা প্রাণিবর্গকে ধারণ করিবে, সে পর্য্যন্ত সকল লোকেই অদ্যকার সংগ্রাম উপলক্ষে বলিবে, যে এই যুদ্ধেই অর্জ্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! আমার এই বিকর্ণ বাণ সকল গাণ্ডীব হইতে বিমুক্ত এবং আমার হস্ত হইতে

প্রেরিত হইয়া অদ্য কর্ণকে নিসূদিত করত মৃত্যু-সমীপে উপনীত করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজপদের অনুপযুক্ত দুর্য্যোধনকে যে বুদ্ধি অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, অদ্য আপনার সেই বুদ্ধির প্রতি অবশ্যই অবজ্ঞা করিবেন। হে মহাবাহো! অদ্য ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য, রাষ্ট্র, রাজপুর ও পুত্রগণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন। হে কৃষ্ণ! আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্য কর্ণ নিহত হইলে, দুর্য্যোধন রাজ্য ও জীবিত হইতে নিরাশ হইবে। পূর্ব্বে দেবাসুর-সমরে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বিনিহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, অদ্য কর্ণকে আমা-কর্ত্তৃক শর-সমূহ-দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড হইতে দেখিয়া সেই জনেশ্বর তোমার সন্ধি-বিষয়ক বাক্য সকল স্মরণ করুক। হে কৃষ্ণ! অদ্য সুবল-তনয় শকুনি আমার শর-সকলকে অক্ষ, গাণ্ডীবকে দুরোদর এবং রথখানিকে শারিস্থাপন পট্ট বলিয়া জানুক। হে গোবিন্দ! অদ্য আমি শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণকে বিনষ্ট করিয়া কুন্তী-তনয় রাজা যুধিষ্ঠিরের গাঢ়তর রাত্রি-জাগরণ দুঃখ অপনীত করিব। অদ্য আমি সূত-তনয়কে নিহত করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির প্রহৃষ্ট-চিত্ত ও প্রীত হইয়া চির সুখ লাভ করিবেন।

হে কেশব! অদ্য সংগ্রামে আমি এরূপ এক দুর্জ্জয় নিরুপম শর নিক্ষেপ করিব যে, তাহা কর্ণকে নিশ্চয়ই জীবিত-পরিভ্রষ্ট করিবে। হে মধুসূদন! আমার বধ বিষয়ে যে দুরাত্মার এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে, যে "আমি অর্জ্জুনকে যাবৎ কাল বিনষ্ট করিতে না পারি, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত পাদপ্রক্ষালন করাইব না" আমি সেই পাপাত্মা কর্ণের উক্ত প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর-নিকর-দ্বারা রথ হইতে তাহার দেহ নিপাতিত করিব। যে কর্ণ পৃথিবী-মধ্যে অন্য কোন পুরুষকে সমরে মনুষ্য বলিয়াই গণ্য করে না, অদ্য রণভূমি সেই সূত-পুত্রের শোণিত পান করিবে। সূতনন্দন কর্ণ স্বীয় গুণ সকলের শ্লাঘা করত ধৃতরাষ্ট্রের অভিমতে পাঞ্চালীকে যে বলিয়াছিল "কৃষ্ণে! তুমি পতি-হীনা হইলে" অদ্য আমার সুশাণিত সায়ক সকল তাহার সেই বাক্য মিথ্যা করিবে এবং ক্রোধপরীত আশীবিষ-তুল্য হইয়া তাহার শোণিত পান করিবে। সৌদামিনী-সদৃশ প্রভাশালী নারাচ-নিচয় আমার প্রশস্ত হস্ত হইতে বিমুক্ত এবং গাণ্ডীব হইতে নি-ক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণকে পরম গতি প্রদান করিবে। পূর্ব্বে পাশক্রীড়া সময়ে কর্ণ সভা-মধ্যে পাণ্ডবগণের প্রতি নিন্দাবাদ করত পাঞ্চালীকে যে ক্রূর কথা কহিয়াছিল, অদ্য তজ্জন্য সে অবশ্যই অনুতাপ করিবে। তৎকালে যাহারা ষণ্ড তিল ছিল, অদ্য দুরাত্মা সূতপুত্র বৈকর্ত্তন কর্ণ নিহত হইলে, তাহারাই আবার তিল হইবে। কর্ণ নিজ গুণ সকলের শ্লাঘা করত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে যে বলিয়াছিল "আমি তোমাদিগকে পাণ্ডবগণ হইতে পরিত্রাণ করিব" অদ্য আমার নিশিত শায়ক সকল তাহার সেই কথা মিথ্যা করিবে। "আমি সমুদয় পাণ্ডব-দিগকে পুত্রগণের সহিত নিহত করিব" এই কথা যে বলিয়াছিল, অদ্য সেই কর্ণকে আমি সমস্ত ধনুর্দ্ধর-গণের সাক্ষাতেই বিনষ্ট করিব। হে মধুসূদন! উচ্চাভিলাষী দুরাত্মা দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যাহার বীর্য্যে সর্ব্ব-তোভাবে আশ্বাস করিয়া আমাদিগকে নিয়ত অবজ্ঞা করিত, অদ্য আমি সেই রাধা-তনয় কর্ণের প্রাণ সংহার করিব। হে কৃষ্ণ! অদ্য কর্ণ নিহত হইলে, দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ রাজার সমভিব্যাহারে, সিংহ-ভয়ে বিত্রস্ত মৃগ-যূথের ন্যায় ভীত হইয়া, দশ দিকে ধাবমান হউক। অদ্য সংগ্রামে আমি কর্ণকে পুত্র ও সুহৃদ্গণের সহিত নিহত করিলে, রাজা দুর্য্যোধনও আত্মানুশোচনা করুক। হে কৃষ্ণ! অত্যন্ত অসহনশীল ধৃতরাষ্ট্র-তনয় অদ্য কর্ণকে নিহত দেখিয়া আমাকে সমরে সমুদয় ধনুর্দ্ধরগণের প্রধান বলিয়া জানুক। অদ্য নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্যে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য ও ভৃত্যগণের সহিত নিরাশ্রয় করিব। হে কেশব! অদ্য চক্রাঙ্গ ও নানাবিধ মাংসাশী জন্তু-

-গণ কর্ণের বাণ-বিচ্ছিন্ন অঙ্গ সমুদায়ে বিচরণ করিবে। হে মধুসূদন! অদ্য সংগ্রামে আমি সমুদয় ধনুর্দ্ধর-গণের সাক্ষাতে রাধাতনয় কর্ণের শিরশ্ছেদন করিব। অদ্য তীক্ষ্ণতর বিপাঠ ও ক্ষুরাস্ত্র-নিকর-দ্বারা সমরে দুরাত্মা কর্ণের সমুদয় অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিব। অদ্য বীর্য্য-সম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির আপনার চির-সঞ্চিত মানসিক সন্তাপ-রূপ মহৎ কষ্ট পরিত্যাগ করিবেন। হে কেশব! অদ্য আমি রাধা-তনয়কে সবান্ধবে নিহত করিয়া ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করিব। হে কৃষ্ণ! অদ্য আমি সমরে সর্প-গরল ও অনল-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণের দীনভাবাপন্ন অনু-চরবর্গের প্রাণ সংহার করিব। হে গোবিন্দ! অদ্য আমি গৃধ্রপত্র-ভূষিত বাণরাজি-দ্বারা রণ-ভূমিকে সুবর্ণ-কবচাবৃত ভূমিপাল-সমূহে সমাস্তীর্ণ করিব। হে মধুসূদন! অদ্য শাণিত শর-সমূহ-সহকারে অভি-মন্যুর সমুদয় শত্রুগণের শরীর ও মস্তক সমস্ত প্রমথিত করিব।

হে কেশব! অদ্য হয় আমি মেদিনীকে দুর্য্যোধন-বিহীনা করিয়া ভ্রাতৃ-হস্তে সম্প্রদান করিব, না হয় তুমি অর্জ্জুন-শূন্য ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবে। হে কৃষ্ণ! অদ্য আমি ধনুর্দ্ধরগণের, ক্রোধের, কৌরব-দিগের, শর সকলের ও গাণ্ডীবের নিকটে অঋণী হইব। দেবরাজ যেমন শম্বরকে বিনষ্ট করিয়াছি-লেন, তদ্রূপ আমি সমরে কর্ণকে অদ্য নিহত করিয়া ত্রয়োদশ-বর্ষ-সঞ্চিত দুঃখ পরিত্যাগ করিব। অদ্য সংগ্রামে কর্ণ নিহত হইলে, যুদ্ধে মিত্র-কার্য্যা-ভিলাষী সোমকদিগের মহারথেরা মিত্র-কার্য্য সফল জ্ঞান করুন। হে মাধব! অদ্য কর্ণ নিহত হইলে এবং আমার জয়লাভ-নিবন্ধন প্রভাব বৃদ্ধি হইলে, না জানি সাত্যকির কত আনন্দই হইবে! আমি সমরে কর্ণকে ও তাহার মহারথ পুত্রকে বিনষ্ট করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিরে প্রীতি প্রদান করিব। হে মধুনন্দন! মহাসমরে কর্ণকে নিহত করিয়া অদ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও যুধা-মন্যু দায় পাঞ্চালগণের নিকটে অঋণী হইব। অদ্য সংগ্রামে তাঁহারা অসহনশীল ধনঞ্জয়কে কৌরব-গণের সহিত যুদ্ধ করত রণস্থলে সূত-নন্দনের প্রাণ সংহার করিতে দেখুন। হে কৃষ্ণ! আমি তোমার নিকটে পুনর্ব্বার আত্ম-প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছি। লোক-মধ্যে ধনুর্ব্বেদে আমার সমান আর কেহই নাই; পরাক্রমেই বা আমার তুল্য লোক কে আছে? আর আমার সমান ক্ষমাবানই বা কে? ক্রোধ বিষয়েও আমার সদৃশ অন্য কেহই নাই। আমি ধনুর্দ্ধারী হইয়া নিজ বাহুবীর্য্যপ্রভাবে দেব দানব ও একত্র মিলিত সমুদয় প্রাণিবর্গকে পরাভূত করিতে পারি; তুমি নিশ্চয় জান, অপর সকল লোক অপেক্ষা আমার পুরুষকার শ্রেষ্ঠ। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক-তৃণরাশি-মধ্য-পতিত অগ্নির ন্যায়, আমি একাকী গাণ্ডীব-যোজিত শর-শিখা-দ্বারা সমুদয় কৌরব ও বাহ্লিকগণকে অভিহত করিয়া সহসা দগ্ধ করিতে পারি। আমার করতলে এই সকল সায়ক ও বাণ-যুক্ত বিস্তৃত দিব্য শরাসন লিখিত রহিয়াছে এবং আমার পদ-যুগলেও রথ ও ধ্বজ সকল চিহ্নিত আছে; অতএব যুদ্ধে সমাগত হইলে মাদৃশ ব্যক্তি-কে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে।

লোহিত-তুল্য-নেত্র বৈরিবিঘাতী বীরবর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে এইরূপ কহিয়া ভীমের পরিত্রাণ এবং কর্ণের দেহ হইতে মস্তক হরণ করিবার মানসে অবিলম্বে সমরে প্রস্থান করিলেন।

অর্জ্জুনের আত্ম-শ্লাঘায় চতুঃসপ্ততিতম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তাত সঞ্জয়! ধনঞ্জয় মদীয় যোধবর্গের অগাধ মহাভয়-স্বরূপ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-গণের সৈন্য-সমবায়-মধ্যে সংগ্রামার্থে উপস্থিত হইলে পর সেই যুদ্ধ কিরূপ হইয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, তাহাদিগের সমরে সমাগত বিশাল-ধ্বজশালী সমুদ্ধ সৈন্য সমূহ, ভেরী নিনাদে

উন্মুখ হইয়া, গ্রীষ্মান্তে মেঘমণ্ডলীর ন্যায় ঘোর-নাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর বেগ-বিশিষ্ট, শোণিত-প্রবাহবাহী, খড়্গসমাকীর্ণ, ক্ষত্রিয়-কুল-জীবঘাতী, ক্রুরতর যুদ্ধ অকাল-সম্ভূত অনিষ্ট-বর্ষণ-স্বরূপ হইয়া প্রজাগণের সংহার-হেতু হইয়া উঠিল। সেই বর্ষণে মহামাতঙ্গ সকল মেঘমণ্ডল, অস্ত্র সমস্ত জল, বিবিধ বাদ্যধ্বনি রথনেমি শব্দ ও তল-নিনাদ গর্জ্জন, সুবর্ণ-বিচিত্রিত শরাসন সমুদায় বিদ্যুৎ এবং শর নারাচ অসি ও মহাস্ত্র-পুঞ্জ জল-ধারা-স্বরূপ হইল। অনেক রথী মিলিত হইয়াও এক জন রথীকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিল, আবার এক জন রথশ্রেষ্ঠ এক জন রথীকে এবং একমাত্র রথী অনেকানেক রথীদিগকেও নি-হত করিতে লাগিল। কোন কোন রথী কোন কোন রথীকে অশ্ব ও সারথির সহিত মৃত্যুবশে উপনীত করিল এবং কোন এক গজারোহী একমাত্র গজ-দ্বারা বহু-সংখ্য রথী ও অশ্ববারগণকে কৃতা-ন্তের বশীভূত করিয়া দিল। অর্জ্জুন অশ্ব ও সারথি-সহ রথ সমুদয়কে, সাদি-সহ হয় সকলকে মহামাত্র-সহ মাতঙ্গ-নিচয়কে, পদাতি-পুঞ্জকে এবং এইরূপে সমস্ত শত্রুগণকে শর-সমূহ-দ্বারা মৃত্যুর বশীভূত করিতে থাকিলেন। কৃপাচার্য্য ও শিখণ্ডী সমরে সমবেত হইলেন; সাত্যকি দুর্য্যোধনের প্রতি আ-ক্রমণ করিলেন এবং শ্রুতশ্রবা অশ্বত্থামার সহিত আর যুধামন্যু চিত্রসেনের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্ষুধার্ত্ত সিংহ যেমন মহাবৃষভের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ সৃঞ্জয় রথী উত্তমৌজা কর্ণ-পুত্র সুষেণের প্রতি এবং সহদেব গান্ধাররাজ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল-নন্দন শতানীক কর্ণ-তনয় বৃষসেনের সহিত যুদ্ধ করত তাঁহারে শর-সমূহ-বর্ষণে নিপীড়িত করিলেন এবং শূরবর বৃষ-সেনও পাঞ্চালী-পুত্রকে বহুতর শর-নিকর-বর্ষণে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। বিচিত্র-যোধী মাদ্রী-তনয় রথিবর নকুল কৃতবর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন, আর পাঞ্চাল-সৈন্যের অধিপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন, সেনাপতি কর্ণ ও তদীয় সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে ভারত! দুঃশাসন, ভারতী-সেনা ও সংশপ্তক-গণের সমৃদ্ধ সৈন্য, সেই শস্ত্রধারিগণ-বরিষ্ঠ অসহ্য-বেগ-বিশিষ্ট রণ-ভীষণ ভীমসেনকে সম্যক্ রূপে আক্রমণ করিল।

এদিকে শৌর্য্য-সম্পন্ন উত্তমৌজা কর্ণ-পুত্র সুষেণ-কে সহসা নিহত ও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সুষে-ণের মস্তকটি পৃথিবী ও আকাশকে ঘোরনাদে নি-নাদিত করত ভূমিতলে পতিত হইল। তখন কর্ণ সুষেণের মস্তকটিকে ধরাতলে পতিত দেখিয়া অতি-শয় কাতর হইলেন; পরে ক্রোধভরে সুধার-যুক্ত শাণিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা উত্তমৌজার অশ্বগণ, রথ ও ধ্বজ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরন্তু বীরবর উত্ত-মৌজা নিশিত বাণ-নিচয়ে কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণিরক্ষক-কে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার অশ্ব সকলকেও নিহত করিয়া পরিশেষে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। রথ-স্থিত শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে বিরথ দেখিয়া তাঁহারে শর-নিকরে তাড়িত করিতে আর ইচ্ছা করিলেন না; তখন অশ্বত্থামা কৃপের রথখানি আবারিত করিয়া, পঙ্কে পতিতা গবীর ন্যায় তাঁহার উদ্ধার করিলেন। এ দিকে সুবর্ণ-বর্ম্মধারী পবন-নন্দন ভীমসেন শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা আপনকার তনয়গণের সৈন্য সমুদয়কে, গ্রীষ্মকালে গগণতল-মধ্যগত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অতীব তাপিত করিতে লাগিলেন।

সঙ্কুল-যুদ্ধে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর ঐ সময়ে তুমুল সংগ্রাম হইতে থাকিলে, একাকী ভীমসেন মহাসমরে বহু-সংখ্য বিপক্ষ-সৈন্যে সমাবৃত হইয়া সারথিকে কহি-লেন "সারথে! তুমি বাহনগণ-দ্বারা বেগে প্রস্থান কর;—দুর্য্যোধনের বাহিনী-সমীপে রথ লইয়া চল।

আমি ঐ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে যম-সদনে প্রেরণ করি। সেই সারথি ভীমসেনের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া আপনকার পুত্রদিগের বল-মধ্যে প্রচণ্ড-বেগে প্রস্থান করিল এবং বৃকোদর সেই সৈন্যের যে প্রদেশে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তথায় সত্বর উপনীত হইল। অনন্তর অপর কৌরবেরা অশ্ব-গজ-রথ-পদাতি-সমূহ সমভিব্যাহারে সর্ব্ব দিক্ হইতে বৃকোদরের প্রতিকূলে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং তাঁহার মহাবেগ-বিশিষ্ট রথখানিকে সর্ব্ব দিক্ হইতে বাণ-নিচয়ে আহত করিতে থাকিল। তখন মহাত্মা ভীমসেন সুবর্ণ-পুঙ্খ বাণ-নিবহ-দ্বারা সেই পতনোন্মুখ শর সমস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বৃকোদর-শর-নিকরে দ্বিখণ্ডে বা ত্রিখণ্ডে ছিন্ন হইয়া সেই স্বর্ণপুঙ্খ শর-সমুদায় ভূতলে পতিত হইল। হে রাজন্! অনন্তর প্রধান প্রধান ভূপালগণ-মধ্যে ভীমসেন-কর্তৃক আহত অশ্ব রথ মাতঙ্গ ও যুবা পদাতিগণের, বজ্রাহত পর্ব্বত সকলের ন্যায়, ঘোরতর নিনাদ উত্থিত হইল। হে নরেন্দ্র! সেই প্রধান নরেন্দ্রেরাও সমরে বৃকোদরের উৎকৃষ্ট শর-নিকরে তাড়িত ও বিদ্ধ হইতে হইতে, সঞ্জাত-পক্ষ পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষোপরি আরোহণ করে, সেইরূপ সর্ব্ব দিক্ হইতে ভীমসেনের উপরি আক্রমণ করিলেন। আপনকার সৈন্যগণ সেই প্রকারে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ করিলে পর সেই অনন্ত-বেগশালী ভীমসেন, অন্তকালে সকল-দহনেচ্ছু ভূতান্তকারী কৃতান্ত দণ্ডধারণ-পূর্ব্বক প্রজাকুল বিধ্বংস করত যেরূপ বেগ প্রকাশ করেন; সেইরূপ মহাবেগ প্রাদুর্ভূত করিলেন। আপনকার সৈনিকেরা সমরে, প্রলয়-কালে প্রজা সংহরণে প্রবৃত্ত কালের ন্যায় সেই অতিবেগে সমাপতিত বিবৃতানন বৃকোদরের মহাবেগ নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। হে ভারত! অনন্তর, জলধরগণ যেমন প্রবল সমীরণ-কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া দিকে দিকে আকীর্ণ হয়, তদ্রূপ তাবকগণের অতিমাত্র বধ্যমান সৈন্য মহাত্মা ভীমসেন-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভয়াকুল-চিত্তে দিক্-সমুদায়ে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহাতে সেই বলশালী ধীমান্ ভীমসেন হর্ষাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার সারথিকে বলিলেন "সারথে! ঐ যে রথধ্বজ-সমস্ত সমবেত হইয়া আসিতেছে, ও সকল স্বপক্ষীয় কি শত্রু-পক্ষীয়, তাহা তুমি বিশেষ রূপে নির্দ্ধারণ কর, কেন না আমি যুদ্ধ করিতে করিতে কিছুই জানিতে পারিতেছি না; যেন স্বীয় সৈন্যকেই বাণজালে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলি। হে বিশোক! আমি সর্ব্ব দিকে শত্রুগণকে নিরীক্ষণ করিয়া এবং রথ ও ধ্বজাগ্র সকল দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। রাজা শর-পীড়িত আছেন এবং অর্জ্জুনও এপর্য্যন্ত আইলেন না, ইহাতে আমি বিস্তর দুঃখ পাইতেছি। একে ত এই দুঃখ যে, ধর্ম্মরাজ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রু-মধ্যে গিয়াছিলেন, তাহাতে আবার তিনি ও অর্জ্জুন জীবিত আছেন কি মৃত হইয়াছেন, তাহা জানিতে পারিতেছি না; সুতরাং সংপ্রতি ইহা আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইতেছে। অতএব আমি অতীব বিষণ্ণ হইয়াই অদ্য রণস্থল-মধ্যে সমাগত প্রচণ্ডতর শত্রু-সৈন্য বিনিহত করিব এবং এইরূপে তাহার সংহার করিয়া তোমার সহিত প্রীত হইব। হে সূত! তুমি সায়ক সকলের সমুদায় তূণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কি কি অস্ত্র অবশিষ্ট আছে এবং তাহাদের জাতি ও সংখ্যাই বা কি, তাহা স্পষ্ট-রূপে জানিয়া আমারে বল।

বিশোক কহিল, হে বীর পার্থ! আপনকার ছয় অযুত বাণ, এক অযুত ক্ষুরাস্ত্র, এক অযুত ভল্ল, দুই সহস্র নারাচ ও তিন সহস্র প্রদর আছে। হে পাণ্ডু-নন্দন! আপনকার যে অস্ত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা ছয় গো-যুক্ত শকটে বহন করিতে পারে না। ইহা জানিয়া আপনি সহস্র সহস্র-সংখ্যাতেও বাণ বিসর্জ্জন করুন। আপনকার গদা অসি প্রাস খড়্গ শক্তি ও তোমর সকল এবং বাহুবলও বিদ্যমান আছে; অতএব আপনি আয়ুধ-ক্ষয় জন্য ভয় করিবেন না।

ভীম কহিলেন, সারথে! অদ্য তুমি দেখিতে পাইবে, ভীম-নিক্ষিপ্ত আশু-বেগান্বিত বাণ-সমূহ পার্থিবগণকে সম্যক্ রূপে ছেদন করত এই সমরস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে, ইহা বিলুপ্ত-সূর্য্য ও ঘোর-রূপ হইয়া মৃত্যুলোকের তুল্য হইবে। অদ্য কুমার অবধি সমুদয় পার্থিবগণেরও ইহা বিদিত হইবে যে, হয় ভীমসেন সমরে নিহত হইয়াছে, না হয় একাকী সমস্ত কৌরবগণকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছে। অদ্য হয়, সমুদয় কৌরবেরা যুদ্ধে নিপতিত হউক, না হয়, আবাল বৃদ্ধ সমুদয় লোকে আমাকে মৃত বলিয়া কীর্ত্তন করুক। আমি একাকী সেই সমুদয় কৌরবগণকে নিপাতিত করিব, না হয় তাহারা সকলে ভীমসেনকে নিপীড়িত করুক। সংপ্রতি আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, যাঁহারা উত্তম কর্ম্মের নিয়ন্তা, সেই দেবগণ আমার তাহাই কেবল সিদ্ধ করুন;—ইন্দ্র যেমন আহূত হইয়া অবিলম্বে যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হন, তদ্রূপ শত্রুঘাতী অর্জ্জুন এক্ষণে শীঘ্র এস্থানে আগমন করুন। হে বিশোক! ঐ ছিন্নভিন্না ভারতী-সেনার প্রতি নিরীক্ষণ কর; ঐ নরেন্দ্রগণ পলায়ন করিতেছেন কেন? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, নরশ্রেষ্ঠ ধীমান্ সব্যসাচী বাণজালে এই সৈন্যকে শীঘ্র আচ্ছন্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, সমরে অশ্ববার গজারোহ ধ্বজী ও পদাতি সকল পলাইতেছে এবং রথ ও রথি সমস্তও শর-শক্তি-সমূহে তাড়িত হইয়া ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ঐ কৌরবী-সেনা ধনঞ্জয়ের বজ্র-তুল্য-বেগান্বিত ময়ূর-পিচ্ছ-ভূষিত কাঞ্চন-পুঙ্খ শর-নিকরে অতিশয় হন্যমানা ও কবলিতা হইয়া পুনঃপুন পরিপূর্ণা হইতেছে। হে বিশোক! ঐ রথাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জ বহুসংখ্য পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করত ধাব-মান হইতেছে; সমুদায় কৌরবেরাই মোহাবিষ্ট হইয়া দাবানল-ভীত মাতঙ্গগণের ন্যায় পলায়ন করিতেছে; গজেন্দ্র সকল রণস্থলে বিপুল চীৎকার ধ্বনি করিতেছে এবং তাহাদের ঈদৃশী অবস্থা দর্শনে সকলেই হাহাকার করিতেছে।

বিশোক কহিল, হে ভীম! সংপ্রতি ধনঞ্জয় ক্রোধান্বিত হইয়া সমরে গাণ্ডিব-শরাসন বিকর্ষণ ও বিস্ফারণ করিলে তাহার যে প্রচণ্ডতর নির্ঘোষ হইতেছে, উহা কি আপনি শুনিতে পাইতেছেন না? ঐ দারুণ শব্দে আপনকার এই কর্ণ-দ্বয় কি বিনষ্ট হয় নাই? হে পাণ্ডু-নন্দন! আপনকার সমুদয় অভিলাষই সম্পন্ন হইয়াছে; ঐ দেখুন, গজ-সৈন্য-মধ্যে ঐ কপিধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে। নীলনীরদ হইতে সমুত্থিতা সৌদামিনীর ন্যায় ঐ অর্জ্জুন-হস্ত-সঞ্চারিণী দীপ্তিশালিনী কোদণ্ডমৌর্ব্বী অবলোকন করুন। ঐ বানররাজ সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের ধ্বজাগ্রে আরোহণ-পূর্ব্বক সর্ব্বদিক্ হইতে শত্রুগণকে বিত্রাসিত করিতে দৃষ্ট হইতেছে। আমি আপনিই নিরীক্ষণ করিয়া উহা হইতে ভীত হইতেছি। ধনঞ্জয়ের ঐ বিচিত্র কিরীট ও তদুপরি-স্থিত প্রভাকর-কান্তি ঐ দিব্য মণিও অতিমাত্র উদ্ভাসমান হইতেছে। শত্রুসৈন্য-বিগাহনে প্রবৃত্ত রশ্মিধারী জনার্দ্দনের পার্শ্বদেশে ঐ শুভ্র-জলধর-কান্তি মনোহর-রবান্বিত ভীষণ দেবদত্ত শঙ্খ অবলোকন করুন। হে বীর! ঐ দেখুন, জন-নিপীড়ন কেশবের পার্শ্বে তাঁহার যশোবর্দ্ধনকারী, মার্ত্তণ্ড-সদৃশ প্রভাধারী, বজ্রনাভ, ক্ষুর-সন্নিভ, যদু-গণ-কর্ত্তৃক নিয়ত পূজিত চক্র রহিয়াছে। মহা-মাতঙ্গ সকলের ঐ দেবদারু-তরু-সদৃশ শুণ্ড-সমুদায় কিরীটীর ক্ষুর-নিকরে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হই-তেছে এবং ঐ মাতঙ্গেরাও আরোহিবর্গের সহিত শর-সমূহে বিদ্ধ হইয়া বজ্রাহত শৈল সকলের ন্যায় ধরাশায়ী হইতেছে। হে কুন্তীনন্দন! কৃষ্ণের ঐ শশধর-বর্ণ মহামূল্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বক্ষস্থলে জা-জ্বল্যমান কৌস্তুভ মণি ও বিজয়া মালাও অবলোকন করুন। রথিগণ-বরিষ্ঠ মহারথ ধনঞ্জয় শত্রুদিগের এই সৈন্য বিদ্রাবিত করত কৃষ্ণ-পরিচালিত ধবল-

জলদ-বর্ণ মহামূল্য অশ্বগণ-দ্বারা নিশ্চয়ই আসিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, আপনকার দেবরাজ-সদৃশ তেজস্বী কনিষ্ঠ ভ্রাতা সায়ক-সমূহ-দ্বারা অশ্ব রথ ও পদাতিগণকে বিদারিত করিতেছেন এবং উহারা, গরুড়-পক্ষবাতে মহাবন সকলের ন্যায় পতিত হইতেছে। ঐ দেখুন, কিরীটী সমরে মহা-শর-নিকর-সহকারে ঐ অশ্ব সারথি সহ চারি শত রথ, সাত শত মাতঙ্গ ও বহু-সংখ্য অশ্ববার ও পদাতিগণকে নিহত করিলেন। ঐ বলশালী অর্জ্জুন, চিত্রানক্ষত্র-স্থিত কেতুগ্রহের ন্যায়, কুরুগণকে নিহত করত আপনকার নিকটে আসিতেছেন। আপনি পূর্ণমনোরথ হইলেন; আপনকার শত্রুগণ বিনষ্ট হইল; আপনকার বল ও আয়ু চিরকালের নিমিত্ত বর্দ্ধিত হউক।

ভীম কহিলেন, হে সারথে! হে বিশোক! তুমি যে আমারে অর্জ্জুনের সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলে, এই প্রিয়-কথনে সুপ্রসন্ন হইয়া আমি তোমারে উত্তম উত্তম চতুর্দ্দশ গ্রাম, এক শত দাসী ও বিংশতি রথ প্রদান করিতেছি।

ভীম-বিশোক-সংবাদে ষট্‌সপ্ততিতম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, ওদিকে অর্জ্জুন সমরস্থলে রথ-নির্ঘোষ ও সিংহনাদ শুনিয়া গোবিন্দকে বলিলেন "শীঘ্র শীঘ্র অশ্ব-সঞ্চালন কর।" গোবিন্দ অর্জ্জুনের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারে বলিলেন "ভীমসেন যে স্থানে অবস্থিত আছেন, আমি এই অতি-শীঘ্র তথায় চলিলাম।" অনন্তর পুরন্দর যেমন জম্ভাসুরের সংহারেচ্ছু হইয়া বজ্র-গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রচণ্ড রোষাবেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় নীহার ও শঙ্খ-সদৃশ-বর্ণবিশিষ্ট সুবর্ণ-মুক্তা-মণিজাল-মণ্ডিত অশ্বগণ-দ্বারা বিজয়ার্থে প্রস্থান করিতে থাকিলে, নরসিংহ যোধগণ ক্রোধান্বিত হইয়া অশ্ব রথ মাতঙ্গ ও পদাতি-সমূহ সমভিব্যাহারে বাণ-ধ্বনি, রথনেমি-নির্ঘোষ ও অশ্ব-খুরশব্দ-দ্বারা ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করত তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। হে আর্য্য! পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যের নিমিত্ত অসুরগণের সহিত বিজয়িশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুদেবের যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুনের ও উক্ত যোধগণের দেহ, প্রাণ ও পাপের বিধ্বংসকর তাদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাহারা সকলে যে সমস্ত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিল, কিরীটমালী একাকী তৎ-সমুদায় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং সুশাণিত ক্ষুরাস্ত্র, অর্দ্ধচন্দ্র ও ভল্ল-সমূহ-দ্বারা তাহাদিগের হস্ত, মস্তক, ছত্র, চামর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, পত্তি ও মাতঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিলেন। তৎসমুদায় বহু প্রকারে বিকলাঙ্গ হইয়া, প্রবল-পবন-ভগ্ন বনরাজীর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। সুবর্ণ-জালে সমাবৃত মহা-মাতঙ্গ সকল ধ্বজ পতাকা সজ্জা ও যোধগণের সহিত সুবর্ণপুঙ্খ সায়ক-সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত পর্ব্বতপুঞ্জের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ধনঞ্জয় দেবরাজ-বজ্র-সদৃশ উৎকৃষ্ট শর-নিকর-দ্বারা অশ্ব রথ ও মাতঙ্গগণকে বিদীর্ণ করিয়া, পূর্ব্বে ইন্দ্র যেমন বলাসুর-সংহারার্থে যাত্রা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের বধেচ্ছায় সত্বর যাত্রা করিলেন। অনন্তর, মকর যেমন সাগর-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই শত্রু-তাপন পুরুষ-শার্দ্দূল মহাবাহু অর্জ্জুন আপনকার সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হে রাজন্! ত্বদীয় যোধগণ সেই পাণ্ডুনন্দনকে দর্শন করিয়া বহুসংখ্য অশ্ববার, গজারোহ, রথ ও পত্তিগণে সমন্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পার্থকে আক্রমণ করিবার সময়ে তাঁহাদের বিক্ষুব্ধ সাগরের জল-কল্লোল-তুল্য সুমহান্ কলকল শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই মহারথগণ, সমরে প্রাণের ভয় পরিত্যাগ করিয়া, ব্যাঘ্র-সমূহের ন্যায়, সেই পুরুষব্যাঘ্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা শররাশি বর্ষণ করত তথায় ক্রুদ্ধবেগে আগমন করিতে থাকিলে অর্জ্জুন, মহাসমীরণ

যেমন মেঘগণকে বিচ্ছিন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সেই সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর যোধগণ রথ-সমূহের সহিত মিলিত হইয়া অর্জ্জুন-সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহারে শাণিত শর-নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বিশিখ-পুঞ্জ-দ্বারা সহস্র সহস্র রথ মাতঙ্গ ও অশ্ব-গণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। সমরে অর্জ্জুন-শরাসন-বিমুক্ত শর-নিকরে বধ্যমান হইয়া সেই মহারথেরা, ভয় উৎপন্ন হইলে, নানা স্থানে লুক্কা-য়িত রহিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে চারি শত মহা-রথ বীরপুরুষ যুদ্ধে যত্নপরায়ণ থাকায়, অর্জ্জুন নিশিত বিশিখপুঞ্জ-দ্বারা তাঁহাদিগকে কৃতান্ত-ভবনে উপনীত করিলেন। অবশিষ্ট সৈনিকেরা সমরে নানাপ্রকার সুশাণিত শর-সমূহে বধ্যমান হইয়া অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া দশ দিকে পলায়ন করিল। সাগরের মহাপ্রবাহ পর্ব্বতোপরি প্রতিহত হইয়া বিশীর্ণ হইলে তাহার (হয়, সেনামুখে সেই পলায়মা মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। ধনঞ্জয় সেই অতিমাত্র সমূহে বিদ্রাবিত মুখীন হইয়া নার্থে উ হইয়া হ

মধ্যে ভগ্ন নৌকার ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে ভীম লঘুহস্ততা প্রদর্শন করত সেই সেনাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে খরতর শর-নিকরে ছেদন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সেই সংগ্রামে যোধগণ, যুগান্ত কালে কা-লের ন্যায় ভীমসেনের অলৌকিক বল অবলোকন করিয়া, নিতান্ত ত্রাসান্বিত হইয়া পড়িল। হে ভরত-সত্তম! রাজা দুর্য্যোধন ভীষণ-বলান্বিত স্বীয় সৈ-নিকদিগকে ভীমসেন-কর্ত্তৃক সেইরূপে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া এই কথা বলিলেন। তিনি সমুদয় মহাধনুর্দ্ধর সেনাপতি ও যোধগণকে সম্যক্-রূপে আদেশ করিলেন "তোমরা সকলে ভীমসেনকে বিনষ্ট কর; সে নিহত হইলেই আমি সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যকে নিঃশেষে নিহত বলিয়া জ্ঞান করিব।" মহারাজ! পার্থিবগণ আপনকার শাসন গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদিক্

শোণিত নদী প্রবাহিতা করিলেন। তাহাতে শোণিত জল, রথ সকল আবর্ত্ত, হস্তী উরু ও যোধগণ গ্রাহ, মনুষ্যেরা মৎস্য, অশ্ব সমস্ত কুম্ভীর, কেশ সকল শৈবল ও শাদ্বল, ছিন্ন বাহু গদা ও পরিঘ সমুদয় সর্প, মজ্জা সকল পঙ্ক, মস্তক সমস্ত প্রস্তর, শর ও শরাসন সকল উড়ুপ, ছত্র ও ধ্বজপুঞ্জ হংস, উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ-সমূহ ফেনরাশি, হারশ্রেণী পদ্মিনী এবং রণভূমি-সমুত্থিত ধূলিপটল তরঙ্গমালা-স্বরূপ হইল। পুরুষব্যাঘ্র বৃকোদর সংগ্রামে ক্ষণকাল-মধ্যে সেই বহুরত্নাপহারিণী, পিতৃ-সদনবাহিনী, উদার-চরিত বীরগণের অনায়াসে তরণীয়া, ভীরুদিগের দুস্তরা, ঘোররূপা নিম্নগা প্রবর্ত্তিতা করিলেন। প্রচণ্ডরূপা বৈতরণী নদী যেমন অকৃতাত্মা লোকদিগের দুস্তরা, ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধিনী ঐ ঘোররূপিণী রুধির-তরঙ্গিণীও সেইরূপ দুস্তরণী হইল। ...মন যে যে দিকে প্রবিষ্ট ...

সেন সমরে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া সুবল-তনয়ের প্রতি সহসা সুবর্ণ-বিভূষিত শর প্রেরণ করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর শর আসিতে আসিতেই শত্রুতাপন শীঘ্রহস্ত মহাবল শকুনি তাহাকে সপ্ত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই সায়ক ভূমিতলে নিপতিত হইলে, ভীমসেন ক্রোধাক্রান্ত হইয়া একটা ভল্ল-দ্বারা অবলীলাক্রমে শকুনির শরাসন ছেদন করিলেন। প্রতাপশালী সুবল-তনয় শকুনি, সেই ছিন্ন-চাপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগে অন্য এক শরাসন ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিয়া, সেই সন্নতপর্ব্ব ভল্ল সকলের সাতটি-দ্বারা ভীমকে এবং দুইটি-দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত করিলেন; একটি-দ্বারা ধ্বজ ও দুইটি-দ্বারা ছত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং অবশিষ্ট ভল্ল-চতুষ্টয়-দ্বারা অশ্ব-চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! প্রতাপবান্ ভীমসেন তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সমরে একটা স্বর্ণদণ্ড-যুক্তা লৌহ-... প করিলেন। সেই ভুজঙ্গ-জিহ্বার ...মের ভুজদণ্ড হইতে নিক্ষিপ্তা ... তনয়ের রথোপরি শীঘ্র নি-... ! অনন্তর শকুনি ক্রোধ-... ষণা শক্তিটি সংগ্রহ-... ক্ষপ করিলেন। ...হু নির্ভেদ ...ত্যাতের ... ত!

নিহত করিয়া একটা ভল্লাঘাতে সত্বর ধ্বজ ছেদন করিলেন। নরোত্তম শকুনি ত্বরা-যুক্ত হইয়া হয়-হীন রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্রোধ-লোহিত-নেত্রে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিক্ষেপ ও শরাসন বিস্ফারণ করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইলেন এবং বহুবিধ বাণ বর্ষণে ভীমকে সর্ব্ব দিক্ হইতে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরন্তু প্রতাপবান্ ভীমসেন বেগে সেই সকল শর প্রতিহত করিয়া সম্পূর্ণ ক্রোধভরে তাঁহার শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। হে নরাধিপ! শত্রু-কর্ষণ শকুনি বলিষ্ঠ বৈরি-কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন; তৎকালে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র শ্বাস রহিল। অনন্তর আপনকার পুত্র তাঁহারে বিহ্বল জানিয়া ভীমসেনের প্রত্যক্ষেই রথ-দ্বারা সমর-স্থল হইতে লইয়া গেলেন। নরব্যাঘ্র শকুনি রথস্থ হইলে দুর্য্যোধন-সৈনিকেরা ভীম-জনিত মহাভয়ে ভীত ও পরাঙ্মুখ হইয়া শকুনিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! সুবল-তনয় শকুনি, ধনুর্দ্ধর ভীমসেনের নিকটে পরাজিত হইলে, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন অতিশয় ভয়াবিষ্ট হইয়া মাতুলের জীবনাকাঙ্ক্ষায় বেগবিশিষ্ট অশ্বগণ-দ্বারা রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। সৈন্যগণ রাজাকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ভীমসেন, দুর্য্যোধনের সেই সমুদয় সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া, বহু শত শর বর্ষণ করিতে করিতে অতিবেগে তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! সেই পরাঙ্মুখ কুরু-সৈন্যেরা সমরে ভীম-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া কর্ণ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্ব দিকে অবস্থিত রহিল; যেহেতু সেই মহাবল-সম্পন্ন মহাবীর্য্যবান্ পুরুষ তৎকালে তাহাদের দ্বীপ অর্থাৎ আশ্রয়-স্বরূপ হইয়াছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ নরশার্দ্দূল রাজেন্দ্র! নাবিকগণ যেমন কাল-বশত ভগ্ন-পোত হইয়া দ্বীপ পাইয়া নিশ্চিন্ত হয়, তদ্রূপ আপনকার সৈন্যগণ কর্ণকে পাইয়া পরস্পর সমাশ্বস্ত ও অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া রহিল এবং একমাত্র মৃত্যুকে নিবর্ত্তনকারী স্থির করিয়া যুদ্ধার্থে সমাগত হইল।

শকুনি-পলায়নে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সংগ্রামে ভীমসেন মদীয় সৈন্য সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিলে পর দুর্য্যোধন কি বলিলেন? শকুনিই বা কি কহিলেন? বিজয়িশ্রেষ্ঠ কর্ণ, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও আমার আর আর যোদ্ধা সকলেই বা কি উক্তি করিলেন? ভীম যে একাকী সমরে আমার সমুদয় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, ইহাতে আমি তাহার বিক্রমকে অতি অদ্ভুত জ্ঞান করিতেছি। হে সঞ্জয়! শত্রুনিসূদন রাধা-নন্দন কর্ণও প্রতিজ্ঞানুসারে যোধগণের প্রতি কার্য্য করিলেন। তিনি সমুদয় কৌরবদিগের কল্যাণকারী, রক্ষাকর্ত্তা, আশ্রয় ও জীবনাশা-নিবন্ধন হইয়াছিলেন। সেই সৈন্য অমিততেজস্বী ভীম-কর্ত্তৃক প্রভগ্ন হইল দেখিয়া সেই অধিরথ-নন্দন রাধা-তনয় কর্ণই বা যুদ্ধ-বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন এবং আমার দুর্জ্জয় পুত্রগণ ও মহারথ ভূপালেরাই বা কি করিলেন, এ সমস্তই তুমি আমারে বল; যেহেতু বর্ণন-বিষয়ে তুমি সুনিপুণ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অপরাহ্ণ কালে প্রতাপবান্ সূতপুত্র, ভীমসেনের সাক্ষাতেই সমুদয় সোমক-সৈন্যগণকে নিহত করিতে লাগিলেন এবং অতিবলশালী ভীমসেনও দুর্য্যোধনের সৈন্য সকলকে বিনষ্ট করিতে থাকিলেন। অনন্তর কর্ণ শল্যকে বলিলেন "আমারে পাঞ্চালদিগের নিকটে লইয়া চল।" ধীমান্ ভীমসেন বল সকলকে পলায়ন-পরায়ণ করিতেছেন দেখিয়াই কর্ণ সারথিকে বলিলেন "আমাকে পাঞ্চালগণের সন্নিধানেই লইয়া যাও।"

মহাবল-সম্পন্ন পরবল-পীড়ন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের ঐ আদেশে মনের ন্যায় বেগশালী শুভ্রবর্ণ অশ্ব সকলকে পাঞ্চাল চেদি ও কারূষ-সৈন্যদিগের প্রতি প্রেরিত করিলেন এবং সেই মহৎ সৈন্য-মধ্যে প্রবেশিয়া, অগ্রণী কর্ণ যে যে স্থানে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, হৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই সেই স্থানেই তাহাদিগকে সংযত করিলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডু ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণ সেই ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত মেঘ-সদৃশ স্যন্দন সন্দর্শন করিয়া ত্রাস-যুক্ত হইল। অনন্তর মহারণে বিদীর্য্যমাণ পর্ব্বতের নির্ঘোষ অথবা পর্জ্জন্যের গর্জ্জন-তুল্য রথের নিনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। পরে কর্ণ আকর্ণ-পূর্ণ-সন্ধানে বিনিঃসৃত তীক্ষ্ণতর শত শত শর-নিকরে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিহত করিতে লাগিলেন। সেই অপরাজিত বীর-পুরুষ সমরে তাদৃশ কর্ম্ম করিতে থাকিলে, পাণ্ডব-পক্ষের মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণ তাঁহারে পরিবেষ্টিত করিলেন। শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রৌপদী-তনয়গণ সূতনন্দনের সংহারাভিলাষী হইয়া তাঁহারে শরবৃষ্টি-সমুদায়ে পরিবারিত করিলেন।

তৎকালে শৌর্য্যসম্পন্ন নরোত্তম সাত্যকি সমরে নিশিত বিংশতি সায়কে কর্ণকে স্কন্ধসন্ধিস্থলে অতিশয় তাড়িত করিলেন। শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি বাণে, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ত সায়কে, দ্রৌপদী-তনয়েরা চতুঃষষ্টি বিশিখে, সহদেব সপ্ত শিলীমুখে এবং নকুল শত শরে সমরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল ভীমসেনও সংগ্রামে ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সন্নতপর্ব্ব নবতি সায়কে সূত-তনয়কে স্কন্ধসন্ধিস্থলে বিদ্ধ করিলেন। সুমহাবল অধিরথ-নন্দন কর্ণ তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিয়া উত্তম শরাসন বিকর্ষণ করত নিশিত সায়ক-সমূহ বিমোচন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিপীড়িত করত পঞ্চ পঞ্চ বাণ-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি সাত্যকির ধনু ও ধ্বজ ছিন্ন করিয়া নয় বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন, পরে ক্রোধপরবশ হইয়া ভীমসেনকে ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং এক ভল্লাঘাতে সহদেবের ধ্বজ ছেদন করিয়া বাণ-ত্রয়ে তাঁহার সারথিকে আহত করিয়া ফেলিলেন। হে আর্য্য! শৌর্য্যসম্পন্ন পরন্তপ কর্ণ দ্রৌপদী-তনয় সকলকেও নয়নদ্বয়ের নিমেষ-মাত্রে বিরথ করিলে, তাহা যেন অদ্ভুত ব্যাপার হইল। সেই শূর সকলকে সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহ-দ্বারা পরাঙ্মুখ করিয়া তিনি পাঞ্চালদিগকে ও চেদিদিগের মহারথগণকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মনুজেশ্বর! সেই বধ্যমান চেদি ও মৎস্য সৈন্য সকল সমরে একমাত্র কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে শর-সমূহ-বর্ষণে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহারথ সূতপুত্রও শাণিত বাণ-নিবহ-দ্বারা তাহাদিগকে আহত করিতে থাকিলেন। মহারাজ! তৎকালে আমি এই অতিশয় অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়াছিলাম যে, শৌর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডব-সৈনিকেরা সংগ্রামে শক্তি অনুসারে অতিমাত্র যত্ন করিতে থাকিলেও প্রতাপবান্ সূতপুত্র একাকী সেই ধনুর্দ্ধরগণের সহিত যুদ্ধ করত তাঁহাদিগকে সমরে শর-নিকরে বারিত করিয়াছিলেন। হে নরবর ভরত-নন্দন! তদ্বিষয়ে মহাত্মা কর্ণের লঘুহস্ততা সন্দর্শনে দেবতাগণ ও সিদ্ধ চারণগণ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং আপনকার মহাধনুর্দ্ধারী সৈনিকেরাও সকল-ধনুর্দ্ধর-প্রবর রথোত্তম-শ্রেষ্ঠ কর্ণকে পূজা করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, নিদাঘ কালে প্রজ্বলিত সমিদ্ধ মহাহুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ কর্ণ রিপুবাহিনী দহন করিতে লাগিলেন। সেই পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যেরা মহারথ কর্ণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান, সুতরাং সংগ্রামে ভীত হইয়া তাঁহারে দেখিবামাত্র ইতস্তত পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই মহারণে কর্ণ-চাপ-বিমুক্ত সুতীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহে বধ্যমান হওয়ায় পাঞ্চালদিগের ঘোরতর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। সেই শব্দে পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা

বিত্রস্তা হইয়া পড়িল এবং সমুদয় শত্রুগণ সমরে কর্ণকেই অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া জ্ঞান করিল। শত্রুতাপন রাধা-নন্দন সংগ্রামে পুনরায় এরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন যে, পাণ্ডব-পক্ষীয় সমস্ত সৈনিকেরা তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। কোন প্রধান পর্ব্বতোপরি প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া জল-প্রবাহ যেমন বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ পাণ্ডব-সৈন্যগণ কর্ণের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহারাজ! বীরশ্রেষ্ঠ মহাবাহু কর্ণও সমরে ধূম-শূন্য অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান হইয়া মহতী পাণ্ডবী-সেনা দহন করিতে থাকিলেন এবং শর-নিকর-দ্বারা বীরগণের মস্তক সকুণ্ডল কর্ণ ও বাহু সমস্ত অতিশীঘ্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি যোধ-সমুচিত-ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর থাকিয়া বিপক্ষগণের হস্তি-দন্ত-নির্ম্মিত-মুষ্টিযুক্ত খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, বিবিধ রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগ, যোক্ত্র ও বহুবিধ চক্র-সমুদায় বহু খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! তৎকালে কর্ণ-বিনিহত গজবাজিগণের মাংস ও শোণিতরাশি-দ্বারা রণস্থল কর্দ্দমময় হইলে, তাহাতে গমন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। নিহত অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতি-সমূহের আবরণে কোন্ স্থান সম, কোন্ স্থান বা বিষম, তাহা কিছুই জানা গেল না। কর্ণের অস্ত্র প্রাদুর্ভূত হওয়ায় ঘোরতর শরান্ধকার হইয়া উঠিলে, কি স্বপক্ষীয় কি বিপক্ষীয়, কোন যোদ্ধারাই পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিল না। মহারাজ! রাধেয়-চাপ নির্ম্মুক্ত কাঞ্চন-ভূষণ শর-সমূহ-দ্বারা পাণ্ডবদিগের মহারথগণ সংছাদিত হইয়া পড়িল। সেই পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথেরা সমরে সমধিক যত্নপরায়ণ হইলেও তখন রাধাতনয় তাহাদিগকে বারংবার ভগ্ন করিয়া দিলেন। বন-মধ্যে ক্রোধান্বিত সিংহ যেমন মৃগগণকে অথবা বৃক যেমন পশু-সমুদায়কে দূরীকৃত করে, মহাযশা কর্ণও সমরে শত্রুভূত পাঞ্চালগণের মহারথদিগকে এবং পাণ্ডবদিগের অন্যান্য যোধগণকে সেইরূপ পলায়িত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধনের মহাধনুর্দ্ধরেরা পাণ্ডবী-সেনাকে পরাঙ্মুখী দেখিয়া ভৈরব-রবে কোলাহল করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্গামী হইলেন এবং দুর্য্যোধনও অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া প্রফুল্ল-হৃদয়ে সর্ব্ব দিকে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি করাইতে লাগিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর নরোত্তম পাঞ্চালগণ ভগ্ন হইয়াও একমাত্র মৃত্যুকে সমরে নিবৃত্তি-হেতু স্থির করিয়া শূরানুক্রমে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুতাপন কর্ণ সেই শূর সকলকে সমরে প্রত্যাগত দেখিয়া অনেকবার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং তৎকালে পাঞ্চালদিগের বিংশতি রথী ও চেদিদিগের শতাধিক যোধগণকে সায়ক-সমূহে নিহত করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! শৌর্য্যসম্পন্ন শত্রুতাপন সূত-পুত্র, মধ্যাহ্ন-কালীন প্রভাকরের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষণীয় ও কালান্তক-তুল্য-দেহ হইয়া রথনীড় ও অশ্বপৃষ্ঠ সকল শূন্য, গজ-স্কন্ধ সমস্ত নির্ম্মনুষ্য এবং পদাতিগণকে পলায়িত করিয়া বিরাজমান হইতে লাগিলেন।

মহারাজ! শত্রুগণ-সূদন মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এইরূপে নরাশ্ব-রথ-কুঞ্জর-পুঞ্জ সংহার করিয়া অবস্থিত হইলেন। মহাবল কাল যেমন ভূতগণ সংহার করিয়া বিশ্রাম করেন, তদ্রূপ সেই মহারথ সূতপুত্র একাকী সোমক-সৈন্য সংক্ষয় করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা পাঞ্চালদিগের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম; যেহেতু তাহারা বধ্যমান হইয়াও রণ-মস্তকে কর্ণকে পরিত্যাগ করিল না। মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শরদ্বৎ-পুত্র কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি, ইঁহারাও শত শত সহস্র সহস্র-সংখ্যায় পাণ্ডবী-সেনা বিনাশ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! কর্ণপুত্র সত্যবিক্রম ভ্রাতৃদ্বয়ও ক্রোধপরবশ হইয়া পাণ্ডবদিগের বল সকলকে ইতস্তত নিহত করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুদ্ধ ও ক্রূরতর সংহার উভয়ই অতিমহৎ হইয়াছিল।

কৌরব বীরেরা যেমন পাণ্ডব-সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীপুত্র সকলও সংক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার সৈন্য সমস্ত সংহার করিয়াছিলেন। এইরূপে সমরে পাণ্ডবদিগের এবং মহাবল ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইয়া আপনকার সৈন্যগণের ইতস্তত বিপুল বিধ্বংস হইয়াছিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অর্জ্জুন মহাসমরে সূতপুত্রকে সংক্রুদ্ধ দেখিয়া চতুর্ব্বিধ সৈন্য সংহার-পূর্ব্বক রণস্থলে শূরগণের অস্থি-নিচয়ে সমাকীর্ণা, কাক ও গৃধ্রগণ-কর্ত্তৃক নিনাদিতা, জয়াভিলাষী বীরবর্গের সুখে তরণীয়া, ভীরুদিগের দুস্তরা, বীররূপ তরুনিকর-হারিণী শোণিতময়ী নদী প্রবাহিতা করিলেন। সেই নদীতে মাংস মজ্জা ও অস্থি সমস্ত পঙ্ক, মনুষ্য-মস্তক সকল উপলখণ্ড, গজবাজি-পুঞ্জ তীর, ছত্র-নিচয় হংস ও উড়ুপ, হার-সমুদায় পদ্মিনী, উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ সকল ফেনরাশি, ধনুঃশর-নিকর মীন, নর মস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি সমস্ত কপাল অর্থাৎ খোলাখাপরা, চর্ম্ম ও বর্ম্ম সমুদয় আবর্ত্ত এবং রথ-কদম্ব উড়ুপ-স্বরূপ হইল। পরবীর-হন্তা পুরুষবর বীভৎসু সেই রুধির-নদী প্রবাহিতা করিয়া বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন "কৃষ্ণ! ঐ দেখ, সমরে সূতপুত্রের কেতু দেখা যাইতেছে; ভীমসেনাদি ঐ বীর সকলে মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এবং ঐ পাঞ্চালেরা কর্ণ-ভয়ে ভীত হইয়া পলাইতেছে। হে জনার্দ্দন! ঐ রাজা দুর্য্যোধন ধ্রিয়মাণ শ্বেত ছত্রে বিরাজিত হইয়া কর্ণ-কর্ত্তৃক প্রভগ্ন পাঞ্চাল-সৈন্য সকলকে বিদ্রাবিত করত বহুল শোভা-ভাজন হইতেছেন। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, এই সকল মহারথেরা সূতপুত্র-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া রাজাকে রক্ষা করিতেছেন। এ সময়ে আমরা উহাঁদিগকে আঘাত না করিলে, উহাঁরা সোমক-সৈন্যগণকে নিপাতিত করিবেন। হে কৃষ্ণ! বল্গা-ধারণ-দক্ষ ঐ শল্য রথনীড়ে উপবিষ্ট হইয়া সূতনন্দনের রথ-চালনা করত বিস্তর শোভা পাইতেছেন। ঐ স্থানে প্রস্থান করাই আমার বিবেচনা-সিদ্ধ হইতেছে; অতএব তুমি ঐখানে মহারথখানি লইয়া চল; আমি সমরে কর্ণকে নিহত না করিয়া কোন ক্রমে নিবৃত্ত হইব না। হে জনার্দ্দন! রাধাতনয়কে বিনষ্ট না করিলে, সে আমাদিগের সাক্ষাতেই পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় মহারথগণকে নিঃশেষিত করিবে।"

অনন্তর কেশব, অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধ সম্পাদনার্থে সূতপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া, আপনকার বাহিনী-মধ্যে অবিলম্বে রথ লইয়া যাত্রা করিলেন। মহাবাহু বাসুদেব রথ-দ্বারাই সর্ব্ব দিকে পাণ্ডব-সৈন্য সকলকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে ধনঞ্জয়ের আজ্ঞানুসারে প্রস্থিত হইলেন। মহারাজ! সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের সেই রথ-নির্ঘোষ, বাসবের বজ্র-নিনাদ-সদৃশ বিপুল-জলবেগ-কল্লোলের ন্যায় প্রতিভাত হইল। সত্যবিক্রম অমেয়াত্মা অর্জ্জুন প্রচণ্ডতর রথঘোষ-সহকারে আপনকার সৈন্যগণকে নির্জ্জিত করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। এদিকে মদ্রাধিপতি শল্য মহাত্মা ধনঞ্জয়ের কেতু নিরীক্ষণ করিয়া সেই কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনই আসিতেছেন বিবেচনা করিয়া কর্ণকে বলিলেন "কর্ণ! তুমি যাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, ঐ সেই কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতাশ্ব মহারথ কিরীটী সমরে শত্রু-সমূহ সংহার করিতে করিতে আসিতেছেন। ঐ কুন্তীতনয় গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; অদ্য তুমি যদি উহাঁকে বিনষ্ট করিতে পার, তবেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে। হে রাধা-তনয় কর্ণ! অর্জ্জুন অমর্ষমান হইয়া প্রধান প্রধান রথিগণকে নিহত করত তোমাকে প্রাপ্ত হইবার অভিপ্রায়েই আসিতেছেন; অতএব তুমি

উহাঁর অভিমুখে চল। উনি অতিশীঘ্র বহুল শত্রুকুল সংহার করাতে দুর্য্যোধনের ঐ সেনা উহাঁর ভয়ে সর্ব্ব দিকে পলায়মানা হইতেছে। উহাঁর শরীর উৎসাহে যেরূপ স্ফীত হইতেছে, ইহাতে আমার অনুমান হয়, ধনঞ্জয় সমুদয় সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমার নিমিত্তেই সত্বর হইয়া আসিতেছেন। বৃকোদর পীড্যমান হওয়াতে উনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়াছেন, সুতরাং তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধেচ্ছু হইয়া অবস্থান করিবেন না। অদ্বিতীয় রথী শত্রুতাপন সব্যসাচী ধর্ম্মরাজকে বিরথ ও ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া এবং শিখণ্ডী, সাত্যকি দ্রুপদ-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী-পুত্ত্রগণ, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও ভ্রাতৃদ্বয় নকুল সহদেবকেও পরিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া রোষান্বিত, ক্রোধ-লোহিত-নেত্র ও সকল-পার্থিব-কুল-সংহারেচ্ছু হইয়া সহসা তোমার অভিমুখে আসিতেছেন। হে কর্ণ! উনি সমুদয় সৈন্য পরিত্যাগ-পুর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া কেবল আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আপতিত হইতেছেন, সন্দেহ নাই; অতএব তুমি উহাঁর প্রতিকূলে অগ্রসর হইয়া চল; কেন না তোমা ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত ধনুর্দ্ধর নাই। এই লোক-মধ্যে আমি তোমা ভিন্ন অন্য এমন কোন ধনুর্দ্ধরকেই দেখিতে পাই না, যে, সমরে ক্রোধান্বিত ধনঞ্জয়কে সাগর-বারি-বিকারের ন্যায় নিবারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। উহাঁর পার্শ্বে বা পশ্চাতে কোন রক্ষাবিধানও দেখিতেছি না; উনি একাকীই তোমারে আক্রমণ করিতেছেন; তুমি আপনার কত দূর সাফল্য দেখ। হে রাধেয়! একমাত্র তুমিই সমরে কৃষ্ণার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ; সংগ্রামে ইহা তোমারই ভার; অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতিকূলে প্রস্থান কর। তুমি নিশ্চয়ই ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের সমান লোক; অতএব আক্রমণে উদ্যত সব্যসাচীকে মহারণে নিবারিত কর। হে কর্ণ। মুহুর্মুহু ওষ্ঠ-লেহনকারী ভুজঙ্গের ন্যায়, গর্জ্জনকারী বৃষভের ন্যায় ও বনস্থিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট করিয়া ফেল। ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের মহারথ নরাধিপগণ সমরে নিরপেক্ষ হইয়া অর্জ্জুনের ভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছেন। হে সূতনন্দন! এক্ষণে এই যুদ্ধস্থলে তোমা ভিন্ন অন্য কোন বীর পুরুষই নাই, যিনি ঐ পলায়ন-পরায়ণ জনাধিপগণের ভয়-ভঞ্জন করিতে পারেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! ঐ দেখ, সমুদয় কৌরবেরা তোমার নিকটে শরণাকাঙ্ক্ষী হইয়া দ্বীপ-সম তোমাকে আশ্রয়-স্বরূপে অবলম্বন করিয়া সংগ্রামে অবস্থিত রহিয়াছে। হে রাধেয়! তুমি যাদৃশ উৎসাহ-সহকারে সমরে সুদুর্জ্জয় বৈদেহ, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ, নগ্নজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজিত করিয়াছিলে, সম্প্রতি তাদৃশ উৎসাহ অবলম্বন কর, পরে পাণ্ডবের প্রতিকূলে প্রস্থিত হও। হে মহাবাহো! তুমি পরম পুরুষকারে নিশ্চল থাকিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি প্রীতিপ্রবণ বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেবকেও আক্রমণ কর।

কর্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো শল্য! তুমি এখন প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত হইয়াছ এবং বোধ হইতেছে, ধনঞ্জয় হইতেও তোমার ভয় গিয়াছে। অদ্য আমার বাহু-যুগলের ও শিক্ষার বল অবলোকন কর; আমি তোমারে ইহা সত্য বলিতেছি, অদ্য একাকীই পাণ্ডবদিগের মহতী সেনাকে এবং পুরুষশার্দ্দূল কৃষ্ণার্জ্জুনকে নিহত করিব। সেই বীরদ্বয়কে সমরে বিনষ্ট না করিয়া আমি কোনক্রমেই রণস্থল হইতে অপগত হইব না; অথবা তাঁহাদের হস্তে নিহত হইয়া শয়ন করিব, কেন না সংগ্রামে জয় অনিত্য। অদ্য আমি হয় নিহত করিয়া, না হয় নিহত হইয়া কৃতার্থ হইব।

শল্য বলিলেন, অহে কর্ণ! মহারথগণ এই রথপ্রবীর ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে অজেয় বলিয়া থাকেন; অতএব যিনি একাকী থাকিলেও পরাস্ত হইবার নহেন, পৃথিবী-মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অভি-

রক্ষিত সেই অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত উৎসাহ করিতে পারে ?

কর্ণ কহিলেন, আমরা যত দূর শুনিয়াছি, তদনুসারে এতাদৃশ রথোত্তম পুরুষ লোক-মধ্যে কদাচ উৎপন্ন হন নাই; তথাপি তুমি আমার কি পর্য্যন্ত পৌরুষ দেখ, আমি ঈদৃশ ধনঞ্জয়ের সহিত মহাসমরে প্রতিযুদ্ধ করিব। ঐ রথপ্রবীর কৌরবরাজপুত্র শ্বেত তুরঙ্গগণ-দ্বারা রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন; হয় ত উনি আমারে অদ্য মরণ-রূপ কষ্টে উপনীত করিবেন এবং কর্ণের মরণ-প্রযুক্ত তোমরা সকলেই অর্জ্জুন-হস্তে নিপতিত হইবে। রাজপুত্র ধনঞ্জয়ের জ্যা-ঘর্ষণ জন্য কিণাঙ্কিত সুদীর্ঘ-বাহুযুগল কদাপি কম্পমান বা ঘর্ম্মাক্ত হয় না; বিশেষত ঐ পাণ্ডুনন্দন দৃঢ়ায়ুধধারী, শিক্ষা-নৈপুণ্য-সম্পন্ন ও লঘুহস্ত; সুতরাং উহাঁর সমান যোদ্ধা আর কেহই নাই। উনি কঙ্কপত্র-ভূষিত অনেক বাণ সকলকেও একটি বাণের ন্যায় শীঘ্র গ্রহণ ও প্রতিযোজনাপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত করেন এবং তৎসমুদায় অব্যর্থ হইয়া প্রায় এক ক্রোশ দূরে গিয়া পতিত হয়; অতএব পৃথিবীতে উহাঁর সমান যোদ্ধা আর কে আছে ? যে বলশালী অতিরথী সব্যসাচী কৃষ্ণকে সহায় করিয়া খাণ্ডব বনে হুতাশনের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিলেন; (যাহাতে সেই হব্যবাহ-সমীপে মহাত্মা কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র এবং অদীন-সত্ত্ব মহাবাহু অর্জ্জুন গাণ্ডীব-শরাসন, শ্বেতাশ্ব-যুক্ত সুঘোষসম্পন্ন প্রচণ্ড রথ, দিব্যরূপ অক্ষয় তূণ-দ্বয় ও দিব্য শস্ত্র-সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) এবং যিনি ইন্দ্রলোকে অসংখ্যেয় দৈত্য ও সমুদয় কালকেয়গণকে নিহত করিয়া তথায় দেবদত্ত শঙ্খ লাভ করিয়াছিলেন; পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা প্রধান ব্যক্তি আর কে হইতে পারে ? হে শল্য ! যে মহানুভাব সুযুদ্ধ-সহকারে সাক্ষাৎ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহা হইতে ত্রৈলোক্য-সংহারকর অতিভয়াবহ পাশুপত মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; লোকপাল সকল সমবেত হইয়া যাঁহারে অপ্রমেয় মহাস্ত্র সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ দান করিয়াছিলেন; যে নরসিংহ ধনঞ্জয় তৎসমুদয় অস্ত্র-দ্বারা, সমরে সমবেত সেই সকল কালকঞ্জ অসুরগণকে শীঘ্র নিহত করিয়াছিলেন এবং যিনি বিরাটরাজের নগরে সমাগত আমাদিগের সকলকে এক রথে পরাজিত করিয়া সংগ্রাম-মধ্যে তদীয় গোধন প্রত্যাহরণ ও মহারথগণ হইতে বস্ত্র সমস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন; ঈদৃশ বীর্য্যগুণ-সম্পন্ন কৃষ্ণ-সহচর নৃপগণ-বরিষ্ঠ সেই অর্জ্জুনকে সমরে সম্যক্-রূপে আহ্বান করত আমি আপনিই সর্ব্বলোক অপেক্ষা আপনার উত্তম সাহস জানিতেছি। অপিচ সমুদয় লোক সমবেত হইয়া অযুত অযুত বর্ষেও যে শঙ্খ-চক্র-খড়্গধারী জয়শালী বসুদেব-তনয় মহাত্মা বিষ্ণুর গুণগণ বর্ণন করিতে পারে না, সেই অনন্তবীর্য্য অপ্রতিম নারায়ণ কেশব ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতেছেন। অতএব সেই জিষ্ণু ও বিষ্ণুকে একরথে সমবেত দেখিয়া আমার ভয় ও অভয় উভয়ই জন্মিতেছে। অর্জ্জুন শর-যুদ্ধে সকল ধনুর্দ্ধরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং নারায়ণও চক্র-যুদ্ধে অপ্রতিম; কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এতাদৃশ প্রভাব; যদি হিমালয় পর্ব্বতও স্বস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তথাপি কৃষ্ণার্জ্জুন কদাচ বিচলিত হইবার নহেন। ইহাঁরা উভয়েই শূর, কৃতী, দৃঢ়ায়ুধ, মহারথ ও প্রশস্ত-দেহ-সম্পন্ন; কিন্তু হে শল্য ! একমাত্র আমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতিকূলে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতে পারে ? হে মদ্রেশ্বর ! অদ্য ঐ পাণ্ডুতনয়ের সহিত যুদ্ধ-বিষয়ে আমার যে মনোরথ আছে, তাহা পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই; এই অতুল্যরূপ অত্যদ্ভুত বিচিত্র যুদ্ধ শীঘ্রই হইবে; অদ্য হয় আমিই কৃষ্ণার্জ্জুনকে সমর-শয্যায় নিপাতিত করিব, না হয় উহাঁরাই আমারে মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত করিবেন।

বৈরি-বিঘাতক কর্ণ শল্যকে এইরূপ কহিয়া রণস্থলে মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিলেন

এবং আপনকার পুত্র-কর্ত্তৃক সমীপাগমন-পূর্ব্বক অভিনন্দিত হইয়া আলিঙ্গনান্তে সেই কুরুপ্রবীরকে, মহাবাহু বীর-দ্বয় কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে, পুত্র-সহ গান্ধাররাজ শকুনিকে, গুরু-পুত্র অশ্বত্থামাকে, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এবং সেই সকল পদাতি, অশ্ববার ও গজারোহগণকে কহিলেন "হে ভূপালগণ! তোমরা কৃষ্ণার্জ্জুন-সমীপে দ্রুতবেগে ধাবিত হও, তাহাদিগকে সর্ব্ব দিকে নিরুদ্ধ কর এবং শীঘ্র একপ পরিশ্রমে ক্লান্ত করিয়া ফেল, যে, তোমাদিগের হস্তে অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত সেই বীর-দ্বয়কে আমি যেন অদ্য অনায়াসে নিহত করিতে পারি।"

সেই বীরতম মহারথেরা 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া অর্জ্জুনের বিনাশ বাসনায় ত্বরান্বিত হইয়া তৎসমীপে ধাবমান হইলেন এবং কর্ণের আদেশ-পালনে তৎপর হইয়া ধনঞ্জয়কে সমরে শর-নিকরে তাড়িত করিতে লাগিলেন। পরন্তু প্রভূত সলিলশালী মহাসাগর যেমন নদ নদী সকলকে কবলিত করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন সেই মহারথগণকে সংগ্রামে স্বকীয় সায়ক-সমুদায়ের আয়ত্ত করিলেন। শত্রুরা তাঁহারে শরোত্তম সমস্ত সন্ধান ও নিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাইল না, পরন্তু ধনঞ্জয়-নিক্ষিপ্ত শর-সমূহে বিদারিত ও হত হইয়া নরাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জ নিপাতিত হইতে লাগিল। নেত্ররোগ-পীড়িত মানবেরা যেমন প্রভাকরকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরবগণ সেই শর-রূপ কিরণ-রাজি-সমন্বিত গাণ্ডীব-রূপ সুচারু-পরিবেশ-সম্পন্ন যুগান্ত-সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী ধনঞ্জয়কে সন্দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। পৃথা-তনয় সব্যসাচী স্বীয় শর-সমূহ-সহকারে বিপক্ষ মহারথগণের প্রেরিত উত্তম উত্তম শর-সমস্ত হাসিতে হাসিতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পুনর্ব্বারও সেই বাণ-সমুদায় বিনষ্ট করিলেন। হে রাজেন্দ্র! জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যবর্ত্তী প্রচণ্ড-রশ্মি মার্ত্তণ্ড যেমন অনায়াসে জলরাশি শোষণ করেন, সেই প্রকার বিস্তৃত গাণ্ডীব-শরাসন-রূপ পরিপূর্ণ-মণ্ডল-বিশিষ্ট অর্জ্জুন-রূপ প্রভাকর বাণ-রূপ কিরণ-রাজি বিসর্জ্জন করত আপনকার সেনা দহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, আপনকার পুত্র স্বয়ং দুর্য্যোধন ও মহারথ অশ্বত্থামা শর-নিকর বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলধরপটল যেমন বারিধারায় ধরাধরকে আকীর্ণ করে, তদ্রূপ তাঁহারে সায়ক-সমূহে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধ-কুশল সেই সকল মহারথেরা জিঘাংসাপরবশ হইয়া প্রযত্ন-সহকারে মহাসমরে যে সমস্ত সায়ক নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয় ত্বরান্বিত হইয়া নিজ শর-নিকর-দ্বারা তৎসমুদায় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং প্রত্যেক বীরের বক্ষস্থল তিন তিন বাণে বিভিন্ন করিলেন। সেই বিস্তৃত গাণ্ডীব-রূপ-পূর্ণমণ্ডল-সমন্বিত শর-নিকর-রূপ খরতর-করশালী অর্জ্জুন-ভাস্কর রিপুকুল তাপিত করত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত পরিবেশপ্রাপ্ত প্রভাকরের ন্যায়, সুশোভিত হইলেন।

অনন্তর দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা দশ-সংখ্য উৎকৃষ্ট বাণে ধনঞ্জয়কে, বাণ-ত্রয়ে কৃষ্ণকে, শর-চতুষ্টয়ে অশ্ব-চতুষ্টয়কে এবং পরিশেষে উত্তম উত্তম শর ও নারাচ-নিচয়ে ধ্বজস্থিত কপিবরকে সমাকীর্ণ করিলেন। তথাপি ধনঞ্জয় তিন বাণে অশ্বত্থামার পরিগৃহীত সেই দীপ্তিশালী কার্ম্মুকখানি, এক ক্ষুরাস্ত্রে সারথির মস্তক, চারি বাণে চারি ঘোটক এবং শর-ত্রয়ে ধ্বজ ছিন্ন করিয়া তদীয় রথ হইতে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। গুণ-গরিষ্ঠ দ্রোণ-তনয় অশ্বত্থামা তাহাতে রোষ-পূর্ণ হইয়া, শৈলতট হইতে প্রকাণ্ড সর্পবরের ন্যায় অন্য এক মহামূল্য মণি-হীরক-স্বর্ণালঙ্কৃত, তক্ষক-নাগ-কণ-সদৃশ শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ভূতলে স্বীয় আয়ুধ নিক্ষিপ্ত করিয়া কার্ম্মুকে গুণ-যোজনা-পূর্ব্বক নিকট হইতে সেই অপরাজিত নরোত্তম-যুগলকে শর-নিকর-দ্বারা বিদ্ধ ও প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা ও দুর্য্যো-

ধন-প্রভৃতি মহারথেরাও সংগ্রাম-স্থলের অগ্রভাগে অবস্থিত থাকিয়া শর-সমূহ-সহকারে সমরে, ভাস্করোপরি বারিদ-পটলের ন্যায়, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়োপরি আপতিত হইলেন। অনন্তর, পুরাকালে বজ্রধর পুরন্দর যেমন বলিরাজের অশ্ব-সারথি-প্রভৃতি বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ সহস্রবাহু-অর্জ্জুন-সদৃশ-বিক্রম-সম্পন্ন ধনঞ্জয় বাণ-নিচয়-দ্বারা কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন, হয়গণ, ধ্বজ-সমস্ত ও সারথিকে নিপীড়িত করিলেন। মহাসমরে অর্জ্জুনের শর-নিকরে তাঁহার আয়ুধ নিপাতিত ও ধ্বজ বিচ্ছিন্ন হইলে, কিরীটী প্রথমে যেমন গঙ্গা-নন্দন ভীষ্মকে শর-সহস্রে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, কৃপাচার্য্যকেও সেইরূপ করিলেন। অনন্তর সেই প্রতাপবান্ সব্যসাচী শর-সমূহ-দ্বারা আপনকার গর্জ্জনকারী পুত্রের ধ্বজচ্ছেদন ও শরাসন কর্ত্তন এবং কৃতবর্ম্মার শোভন হয়গণ হনন ও ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। অপিচ তিনি ত্বরান্বিত হইয়া বহুসংখ্য অশ্ব গজ রথ সারথি ধ্বজ ও শরাসন সকলও বিনষ্ট করিলেন; তাহাতে বারিবেগ-বিদারিত সেতুর ন্যায় আপনকার সেই সুমহৎ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। পরিশেষে কেশব রথ-দ্বারা সেই আতুর শত্রু সকলকে অর্জ্জুনের পশ্চাদ্বর্ত্তী করিলেন।

অনন্তর বৃত্রাসুর-সংহারাভিলাষী শতমন্যুর ন্যায় ধনঞ্জয় সত্বর প্রস্থান করিতে থাকিলে, পুনরায় অপরাপর যুদ্ধার্থী যোধগণ উচ্ছ্রিত-ধ্বজ-নিচয়-বিশিষ্ট সুসজ্জিত রথ-সমূহ-দ্বারা তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন মহারথ শিখণ্ডি, সাত্যকি ও নকুল সহদেব সমীপে গমন-পূর্ব্বক সেই সকল শত্রুগণকে প্রতিবারিত করিয়া ধনঞ্জয়ের সমক্ষেই তাহাদিগকে শর-সমূহ-দ্বারা বিদীর্ণ করত সুভৈরব-রবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পুরাকালে দৈত্যগণ যেমন দেবগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিল, তদ্রূপ সৃঞ্জয়-সৈন্যগণের সহিত কুরুপ্রবীরেরা কুপিত হইয়া তখন বেগগামী সুতীক্ষ্ণ শর-নিকর-সহকারে পরস্পর যুদ্ধার্থে অভিগত হইল। বিজয়াভিলাষী শত্রুতাপন বহু-সংখ্য রথী গজারোহী ও অশ্বারোহীরাও স্বর্গগমনার্থে সমুৎসুক হইয়া নিপতিত হইল, উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং সুনিক্ষিপ্ত শর-নিকরে পরস্পর প্রবল-রূপে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্ধ করিতে থাকিল। হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা যোধবরগণ মহাসমরে পরস্পর শরজালে অন্ধকার করিয়া তুলিলে চতুর্দ্দিক্ বিদিক্ সকল ও সূর্য্যপ্রভা তিমিরাবৃতা হইল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥
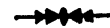
সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-নন্দন মহারাজ! এদিকে কৌরবদিগের প্রধান প্রধান সৈনিকেরা ভীমসেনকে আক্রমণ করায় তিনি সেই কুরুবীর-সাগরে নিমগ্নপ্রায় হইলে, ধনঞ্জয় তাঁহার উদ্ধারেচ্ছু হইয়া সূতপুত্রের সেনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সায়ক-সঙ্ঘাতে বিপক্ষ বীরগণকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার শর-সমূহ ভাগক্রমে কতক গুলি গগণতল অবলম্বন করিয়া থাকিতে এবং অপর কতকগুলি আপনকার সেনা সংহার করিতে দৃষ্ট হইল। মহারাজ! মহাবাহু ধনঞ্জয় বিহগ-কুল-সঞ্চার-বিরহিত গগণ-মণ্ডল শর-নিকরে পরিপূর্ণ করত কৌরবদিগের অন্তক-স্বরূপ হইলেন। তৎকালে তিনি বিমল ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও নারাচ-নিচয়ে বিপক্ষগণের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং মস্তক সমস্ত ছিন্ন করিতে লাগিলেন। ছিন্ন-গাত্র, কবচ-শূন্য, মস্তক-বিহীন, ইতস্তত পতিত ও পতমান যোধগণ-দ্বারা রণস্থলী সমাবৃতা হইল। হে রাজন্! কেবল যোধগণ-দ্বারা নহে, ধনঞ্জয়ের শর-সমূহে বিক্ষিপ্ত, সংছিন্ন, বিভিন্ন, বিধ্বস্ত এবং অঙ্গ ও অঙ্গাবয়ব-বিরহিত রথাশ্ব, রথ ও কুঞ্জর-পুঞ্জ-দ্বারা সমাকীর্ণা হইয়াও সমর-ভূমি মহাবৈতরণী নদীর ন্যায় দুর্গমা সুবিষমা দুর্দর্শনীয়া ও অতিশয় ভয়াবহা

হইল। কাহার ঈষা, কাহার চক্র, কাহার বা অক্ষ ভগ্ন হইয়াছে, কাহারও অশ্ব-চতুষ্টয় বিনষ্ট হইয়াছে, কাহার বা তৎসমুদায় যোজিত আছে, কাহার সারথি নিহত হইয়াছে কাহার বা সারথি বর্ত্তমান আছে; যোধগণের এইরূপ রথ-সমূহে সমুদয় রণ-স্থল আস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। সুবর্ণ-বর্ণ-বর্ম্মধারী কনক-ভূষণ যোধগণ-কর্ত্তৃক সমাস্থিত, কবচালঙ্কৃত, মহাসত্ত্ব, ক্রোধপরীত, নিষ্ঠুর মহামাত্রগণ-কর্ত্তৃক পার্ষ্ণি ও অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা প্রেরিত, চতুঃ শত মাতঙ্গ, কিরীটীর উৎকৃষ্ট শর-নিকরে নিহত হইয়া, মহা-ভূধরের প্রাণি-সমন্বিত বিপর্য্যস্ত শৃঙ্গ-সমুদায়ের ন্যায়, পতিত হইল। ধনঞ্জয়ের বাণ-নিবহে বিধ্বস্ত প্রধান প্রধান বারণগণ-দ্বারা মহীতল একবারে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। প্রভাকর যেমন মেঘ-মণ্ডলী ভেদ করত গমন করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনের রথ জলদ-সদৃশ মদবর্ষী বারণগণকে বিদীর্ণ করত যাইতে লাগিল। ধনঞ্জয়, নিহত তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও মনুষ্যবৃন্দে, বহুধা বিদীর্ণ রথ-সমুদায়ে এবং শস্ত্র যন্ত্র ও কবচ-বিহীন পরিত্যক্ত-শরাসন গতপ্রাণ যুদ্ধ-শৌণ্ড যোধগণে সমুদয় পথ আস্তীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার গাণ্ডীবও, আকাশমণ্ডলে সজল-জলধরের ঘোরতর বজ্র-নিষ্পেষ-নিনাদের ন্যায়, অতিশয় ভৈরব-রবে বিস্ফারিত হইতে লাগিল। অনন্তর কৌরব-সেনা, অর্জ্জুন-শরে আহতা হইয়া, সাগরে মহাবাত-বিক্ষিপ্তা মহানৌকার ন্যায়, প্রভগ্না হইল। গাণ্ডীব-প্রেরিত, অলাত উল্কা ও অশনি-সদৃশ, প্রাণহর, নানারূপ শর সমস্ত আপনকার সৈন্য-গণকে বিনির্দ্দগ্ধ করিতে লাগিল। রজনী-কালে মহাপর্ব্বত-মধ্যে বেণুবন প্রজ্বলিত হইয়া যে প্রকার প্রস্ফুটিত হয়, আপনকার মহাসৈন্যও শর-পীড়িত হইয়া সেইরূপ বিদীর্ণ হইতে থাকিল। ফলত কিরীটী বাণ-নিচয়-সহকারে আপনকার সৈনাকে সংপিষ্ট দগ্ধ বিধ্বস্ত বিহত ও সর্ব্ব দিকে পলায়িত করিলেন। মহাবনে দাবাগ্নি-ত্রাসিত মৃগযূথের ন্যায় কৌরবগণ সব্যসাচি-কর্ত্তৃক নির্দ্দগ্ধ হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। সেই প্রকারে কৌরব-দিগের সমুদয় বল উদ্বিগ্ন হইয়া সমরে মহাবাহু ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া পরাঙ্মুখ হইল।

অনন্তর কুরু-সৈন্য সকল ভগ্ন হইলে, সমর-বিজয়ী বীভৎসু ভীমসেনের নিকটে গিয়া মুহূর্ত্তকাল বি-শ্রাম করিলেন। হে ভারত! ধনঞ্জয় ভীমের সহিত আলিঙ্গন ও মন্ত্রণা করিয়া এবং তাঁহারে 'যুধিষ্ঠির বিশল্য ও সুস্থ হইয়াছেন' এই কুশল-সংবাদ কহিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুমতি লইয়া রথ-নির্ঘোষে ধরাতল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করত পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অনন্তর দুঃশাসনের পর আপন-কার যে দশ-সংখ্য যোধ-পুঙ্গব বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিলেন। হে ভরত-নন্দন! বিস্তৃত-শরাসনধারী সেই শূরগণ যেন নৃত্য করিতে করিতে, উল্কাপুঞ্জ-দ্বারা কুঞ্জরের ন্যায় তাঁহারে বাণ-নিবহ-দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরন্তু মধুসূদন রথ-দ্বারা তাঁহাদিগকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিলেন; কেন না তিনি মনে করিলেন, কিরীটী অবিলম্বেই উহাঁদিগকে যমের মুখে নিযুক্ত করিতে পারেন। অনন্তর অর্জ্জুনের রথ পরাঙ্মুখ হইলে, সেই শূরবরেরা তাঁহার প্রতি ধাবমান হই-লেন। তখন পৃথা-তনয় ভীমসেন, অর্জ্জুনের আ-ক্রমণে উদ্যত সেই বীরবর্গের ধ্বজ অশ্ব শরাসন ও সায়ক-সমুদায়, নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-সমূহ-দ্বারা অবিলম্বে নিপাতিত করিলেন; পরে অপর দশ ভল্ল-দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক সমস্তও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই রোষ-লোহিত-নেত্র সন্দষ্টাধর মুখ সকল ভূতলে বহুল কমলরাজির ন্যায় বিরা-জিত হইতে লাগিল। বৈরি-সংহারকারী বৃকোদর মহাবেগান্বিত সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভল্ল-দ্বারা সেই সুবর্ণা-ঙ্গদ-ভূষিত দশ জন কৌরবের প্রাণ বিনাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সঙ্কুল-যুদ্ধে অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, এদিকে সেই কপিবর-ধ্বজ ধনঞ্জয় মহাবেগ-বিশিষ্ট তুরঙ্গগণ-দ্বারা প্রয়াণ করিতে থাকিলে, কৌরবদিগের বীর্য্যশালী নবতি-সংখ্যক রথী যুদ্ধার্থে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই পুরুষ-প্রবর সংশপ্তকেরা ঘোরতর পারলৌকিক শপথ করিয়া নরবর অর্জ্জুনকে সমরে পরিবেষ্টিত করিলেন। পরন্তু কৃষ্ণ, কাঞ্চন-বিভূষিত মুক্তাজাল-সমাচ্ছন্ন মহাবেগশালী শ্বেতাশ্বগণকে কর্ণের রথের প্রতি পরিচালিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুহন্তা ধনঞ্জয় কর্ণের দিকে যাইতে থাকিলে, সংশপ্তক মহারথেরাও তাঁহারে অবিশ্রান্ত বাণ-বর্ষণে প্রহার করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। পরন্তু অর্জ্জুন সেই ত্বরান্বিত নবতি-সংখ্য সমুদয় বীর-দিগকে সারথি ধ্বজ ও শরাসন সকলের সহিত নিশিত-শর-নিকর-প্রহারে নিপাতিত করিলেন। পুণ্য-ক্ষয় হইলে সিদ্ধগণ যেমন বিমান সমভিব্যাহারে স্বর্গ হইতে পতিত হন, তদ্রূপ সেই সংশপ্তকবীরেরা কিরীটীর বিবিধ বাণ-নিবহে নিহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর কৌরবগণ অশ্ব রথ ও মাতঙ্গ-সমূহের সহিত নির্ভয়-চিত্তে সেই কুরুসত্তম ধনঞ্জয়ের অভি-মুখে ধাবমান হইল। আপনকার পুত্রগণের সেই তেজঃপূর্ণ মনুষ্য ও হয়-নিচয়-বিশিষ্ট প্রধান প্রধান মহামাতঙ্গ-সমাকীর্ণ মহাসৈন্য, অর্জ্জুনকে সম্যক্-রূপে রুদ্ধ করিল। মহাধনুর্দ্ধর কৌরবেরা শক্তি ঋষ্টি তোমর প্রাস গদা খড়্গ ও সায়ক-সমূহ-দ্বারা সেই কুরুনন্দনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। প্রভা-কর যেমন কিরণধারা-দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়, আকাশমণ্ডলে সর্ব্ব দিকে বিস্তৃতা সেই বাণবৃষ্টিকে শর-নিকর-দ্বারা বিধ্বস্তা করিলেন। অনন্তর আপনকার পুত্রের আদেশক্রমে ম্লেচ্ছ-সৈনিকেরা সমরে অবস্থিত ত্রয়োদশ শত মত্ত মাতঙ্গ-দ্বারা পার্শ্ব হইতে পার্থকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা কর্ণি, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, কম্পন ও ভিন্দিপাল অস্ত্র-সমূহে রথ-স্থিত ধনঞ্জয়কে নিপীড়িত করিল। পরন্তু ধনঞ্জয় নিশিত ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-নিচয়-দ্বারা সেই করি-কর-প্রেরিত অতুল্য শর-বর্ষণ ছেদন করিয়া ফেলি-লেন, পরে ধ্বজ পতাকা ও আরোহি-সমস্ত-সম্বলিত সেই দ্বিরদগণকেও নানাবিধ শরোত্তম-সহকারে, অশনিরাশি-বিদারিত শৈল-সকলের ন্যায় নিপাতিত করিলেন। সেই হেমমালা-বিভূষিত মহামাতঙ্গগণ, হেমপুঙ্খ শর-সমূহে নিপীড়িত হইয়া, অগ্নিজ্বালা প্রজ্বলিত ভূধর-নিকরের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল। হে মনুজেশ্বর! অনন্তর গাণ্ডীবের এবং শব্দায়মান নরাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জের সুমহান্ নির্ঘোষ হইতে লাগিল। সেই আহত কুঞ্জরগণ সর্ব্ব দিকে দৌড়িতে থাকিল এবং অশ্বদিগের আরোহি-সমুদয় হত হইলে তাহারাও দশ দিকে ধাবিত হইল। হে মহারাজ! সহস্র সহস্র রথ রথি-হীন ও অশ্ব-শূন্য হইয়া গন্ধর্ব্ব-নগরাকার দৃষ্ট হইল এবং অশ্বারোহ-গণ ইতস্তত ধাবমান হইতে থাকিলেও পার্থ সায়ক-সমূহে সেই সেই স্থানেই নিহত হইতে দেখা গেল। অর্জ্জুনের বাহু-যুগলের যে কত বল, তাহা সেই সময়ে বিলক্ষণ-রূপে অবলোকিত হইল, যেহেতু তিনি একাকী সমরে অশ্ববার গজারোহ ও রথি-গণকে পরাজিত করিলেন।

হে ভরত-শ্রেষ্ঠ মহীপাল! অনন্তর ভীমসেন অর্জ্জুনকে অশ্ব গজ ও রথ এই ত্রিবিধাঙ্গ মহাসৈন্যে পরিবেষ্টিত দেখিয়া ভবদীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ধনঞ্জয়ের রথাভিমুখে অতিবেগে ধাবিত হইলেন। পরে সেই হত-ভূয়িষ্ঠ আতুর সৈন্য, ভীম ভ্রাতা অর্জ্জুনের নিকটে যাই-তেছেন দেখিয়া, তখন পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে অশ্রান্ত বৃকোদর গদা হস্তে লইয়া মহা-সমরে ধনঞ্জয়-হতাবশিষ্ট মহাবল অশ্ববারগণকে বিমর্দ্দিত করিতে থাকিলেন। অনন্তর তিনি কাল-রাত্রির ন্যায় অতিশয় প্রচণ্ড-মূর্ত্তি, নর-বারণ-তুরগ-

গণ-তোষিণী, অট্টালিকা প্রাকার পুর-দ্বারাদি বিদারণী অতিদারুণা গদা মানব-মাতঙ্গ-তুরঙ্গগণোপরি অবিলম্বে নিক্ষিপ্তা করিলেন। হে আর্য্য! সেই ভীষণা গদা বহু-সংখ্য অশ্ব ও অশ্ববারগণকে নিহত করিল। পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন কৃষ্ণ-লৌহ-নির্ম্মিত-বর্ম্মধারী বহু-সংখ্য মনুষ্য ও অশ্বগণকে গদাঘাতে চূর্ণিত করিলেন; তাহারাও হত হইয়া সশব্দে পতিত হইল এবং রক্তাক্ত-দেহ, ভগ্ন-মস্তক, ভগ্নাস্থি, ভগ্ন-চরণ ও মাংসাশি-জন্তুগণ-ভোজনীয় হইয়া দন্ত-দ্বারা ধরাতল দংশন করত শয়ান রহিল। ভীমের সেই গদাটি বহুল রক্ত মাংস ও বসা-দ্বারা তৃপ্ত লাভ করিয়া অস্থি সকলও ভোজন করিতে করিতে সাক্ষাৎ কালরাত্রির ন্যায় দুর্দ্দশনীয়া হইয়া উঠিল। অতিমাত্র রোষাবিষ্ট গদাপাণি বৃকোদর দশ সহস্র অশ্ব ও ভূরি ভূরি পদাতি নিহত করিয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিলেন।

হে ভারত! অনন্তর আপনকার সৈন্যগণ গদা-হস্ত ভীমসেনকে সন্দর্শন করিয়া মনে করিল, যেন কাল-দণ্ড উত্থাপিত করত সাক্ষাৎ কৃতান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মত্ত-মাতঙ্গ-সদৃশ নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত-পাণ্ডুনন্দন, সাগর-মধ্যে মকরের ন্যায়, গজ-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহতী গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক গজ-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইবার পর তিনি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল-মধ্যে তাহাকে যমালয়ে পাঠাইলেন। আমরা কবচ-সংবলিত মত্ত মাতঙ্গগণকে আরোহী ও পতাকাবাহীদিগের সহিত সপক্ষ শৈল সকলের ন্যায় পতিত হইতে দেখিলাম। সেই মহাবল ভীমসেন গজ-সৈন্য সংহার-পূর্ব্বক পুনরায় নিজ রথে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনকার সৈন্য সকল শস্ত্র বেষ্টিত, নিহত, পরাঙ্মুখপ্রায় ও অতিশয় নিরুৎসাহ হইয়া প্রায়ই জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে তাদৃশ নিশ্চেষ্ট ও অপ্রশস্তভাবে অবস্থিত দেখিয়া প্রাণ-তাপন বাণ-নিচয়-দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ ও মনুষ্য সকল সমরে গাণ্ডীবধারীর শর-সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া, কেশরোপশোভিত কদম্ব কুসুমের ন্যায়, সুশোভিত হইল। হে মহারাজ! অনন্তর কৌরবগণ নরাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জের প্রাণহারী অর্জ্জুন-শর-নিকরে বধ্যমান হইতে থাকিলে, তাহাদের মধ্যে সুমহান্ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তৎকালে ভবদীয় সৈন্য সকল অতিশয় ত্রাসান্বিত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া হাহাকার করত অঙ্গারচক্রবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। পরে কুরু-সৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের সেই সুমহৎ সংগ্রাম হইল, যাহাতে কি রথী, কি সাদী, কি তুরঙ্গ, কি মাতঙ্গ, কেহই অক্ষত রহিল না; সকলেরই কবচ-সমুদয় বিচ্ছিন্ন ও সর্ব্ব শরীর শোণিতাক্ত হওয়াতে সমস্ত সৈন্য যেন প্রজ্বলিত হইয়া প্রফুল্ল অশোক-কাননের তুল্য হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধে সব্যসাচীকে তাদৃশ বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া সমুদায় কৌরবেরাই কর্ণের জীবিত-বিষয়ে নিরাশ হইল। সমরে গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাহারা তদীয় শর-সম্পাত অবিষহ্য বোধ করিয়া সংগ্রামে নিবৃত্ত হইল। সায়ক-সমূহে বধ্যমান ও ভীত হইয়া যুদ্ধ-স্থলে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া দশ দিকে পলায়ন করিল এবং সূতনন্দনকেও নিন্দা করিতে লাগিল। তখন ধনঞ্জয়, ভীমসেন-প্রভৃতি পাণ্ডবীয় যোধগণের হর্ষ-বর্দ্ধন করত বহু শত শর বর্ষণ করিতে করিতে সেই পলায়মান কৌরবগণের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। কিন্তু হে মহারাজ! তৎকালে আপনকার পুত্রেরা কর্ণের রথের দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা অগাধ বিপদ্-সাগরে মগ্নপ্রায় হইলে কর্ণই তাঁহাদিগের পক্ষে দ্বীপ-স্বরূপ হইলেন। কৌরবগণ গাণ্ডীব-ধারীর ভয়ে নির্ব্বিষ-ভুজঙ্গ-তুল্য হইয়া কর্ণকেই আশ্রয় করিলেন। হে আর্য্য নরাধিপ! কর্ম্মনিষ্ঠ জীব-গণ যেমন মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া একমাত্র ধর্ম্মের নিকটে শরণাগত হন, তদ্রূপ আপনকার পুত্রেরা

মহাত্মা ধনঞ্জয়ের ত্রাসে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের সমীপেই শরণাপন্ন হইলেন।

কর্ণ সেই শরাতুর রক্তাক্ত-দেহ শঙ্কটাপন্ন কৌরবগণকে কহিলেন "তোমরা ভয় করিও না; আমার উভয় পার্শ্বে আইস"। ভবদীয় সৈন্য সকল অর্জ্জুন-কর্তৃক বল-পূর্ব্বক প্রভগ্ন হইয়াছে দেখিয়া তিনি শত্রুসংহার-বাসনায় শরাসন বিস্ফারণ করত অবস্থিত হইলেন। সকল-শস্ত্রধারি-প্রবর সুত-নন্দন সেই কৌরবগণকে পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সম্যক্ চিন্তা-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের বিনাশে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর তিনি সুমহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া সব্যসাচীর সাক্ষাতেই পুনরায় পাঞ্চাল-সৈন্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। পরে ক্ষণ-কাল-মধ্যে ক্ষিতিপালগণ লোহিত-তুল্য-নেত্র হইয়া বাণ-সমূহ-সহকারে, ভূধরোপরি বারিদপটলের ন্যায়, কর্ণোপরি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে প্রাণধারি-প্রবর মহামতে রাজেন্দ্র! অনন্তর কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র শর-সমুদায় পাঞ্চালদিগকে প্রাণ-বিযুক্ত করিল। পরে মিত্রপ্রিয় সুত-নন্দন মিত্র-কার্য্যার্থে পাঞ্চালগণকে আহত করিতে থাকিলে, তাহাদিগের মধ্যে সুমহান্ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥
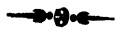
সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কৌরবগণ পলায়ন করিতে থাকিলে, প্রবল সমীরণ যেমন মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সুত-নন্দন কর্ণ শ্বেত-হয়-যুক্ত কবচাবৃত স্যন্দনে সমারূঢ় থাকিয়া মহাশর-নিকরে পাঞ্চাল-পুত্রগণকে প্রমথিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অঞ্জলিকাস্ত্র-নিকরে জনমেজয়ের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তদীয় অশ্বগণকেও নিহত করিলেন; শতানীক ও সুতসোমকে ভল্ল-সমূহে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদিগের শরাসন-যুগল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন; অনন্তর সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ছয় বাণে বিদ্ধ করিয়া বল-পূর্ব্বক তাঁহার হয়গণকে নিহত করিলেন এবং সাত্যকির তুরঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া কৈকেয়-পুত্র বিশোকের প্রাণ বধ করিলেন। কৈকেয়-কুমার নিহত হইলে তদীয় সেনাপতি উগ্রকর্ম্মা, কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল এবং পুনঃপুন শরাসন কম্পিত [illegible] উগ্রবেগান্বিত শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণ-নন্দন প্রসেনকে অভিহত করিল। তখন কর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-ত্রয়ে সহসা তাহার বাহু-দ্বয় ও মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সে গতাসু হইয়া পরশু-বিদীর্ণ শাল-তরুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। এদিকে কর্ণ-পুত্র প্রসেন, যেন নৃত্য করিতে করিতে, আকর্ণ-পূর্ণ-সন্ধানে বিমুক্ত শাণিত শর-নিকর-দ্বারা, হতাশ্ব শিনিপ্রবীর সাত্যকিরে আচ্ছন্ন করিয়া, পরিশেষে তদীয় বাণ-সমূহে অভিহত হইয়া, নিপতিত হইলেন। পুত্র নিহত হইলে কর্ণ নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত-চিত্তে শিনি-প্রবর সাত্যকির সংহারেচ্ছু হইয়া "রে শৈনেয়! তুই হত হইলি" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রতি শত্রু-সংহার-সমর্থ বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তখন শিখণ্ডী তিন বাণে কর্ণের সেই শর-ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণকেও তিন বাণে নিপীড়িত করিলেন। সেই উগ্রমূর্ত্তি মহাত্মা অধিরথ-সুততনয় ক্ষুরাস্ত্র-যুগল-দ্বারা শিখণ্ডীর কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন-পূর্ব্বক বিমর্দ্দিত করিলেন; শিখণ্ডীকে ছয় বাণে বিদ্ধ করিলেন; ধৃষ্টদ্যুম্ন-তনয়ের শিরশ্ছেদন করিলেন এবং পরিশেষে একটি সুশাণিত শর-দ্বারা সুতসোমকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

হে রাজ-সিংহ! অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন-তনয় নিহত হওয়ায় তথায় তুমুল রোদন-ধ্বনি উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন "পার্থ! কর্ণ তোমার সৈন্যকে পাঞ্চাল-শূন্য করিতেছে; অতএব চল; কর্ণকে বিনষ্ট কর।" নর-প্রবীর সুবাহু ধনঞ্জয় তাহাতে প্রকৃষ্ট-রূপে হাস্য করিয়া রথ-যূথপতি

কর্ণ-কর্তৃক অত্যাহত সেই ভয়ার্ত্ত পাঞ্চালগণের পরিত্রাণ ইচ্ছা করত রথারোহণে অবিলম্বে কর্ণের রথ-সমীপে গমন করিলেন; অনন্তর প্রচণ্ড নির্ঘোষে গাণ্ডীব-শরাসন বিস্ফারণ এবং মৌর্ব্বী-দ্বারা বারংবার তল-যুগল সমাহনন করিয়া সহসা বাণান্ধকার বিস্তার-পূর্ব্বক অশ্ববার, গজারোহ, রথী ও ধ্বজবাহীদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে কিরীটী যখন মণ্ডলাকার মৌর্ব্বীযুক্ত গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান করত উৎসাহে স্ফীত হইয়া বিপক্ষ-সৈন্য আক্রমণ করেন, তখন ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিধ্বনি সকলই কেবল গগণতলে বিচরণ করিতে থাকিল; বিহঙ্গমগণ ভীত হইয়া গিরিগুহা-সমুদায়ে প্রবেশ করিল। বীরবর বৃকোদর পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিবার আশয়ে রথারোহণে তাঁহার অনুগামী হইলেন। সেই রাজপুত্র-দ্বয় শত্রু-সমূহে পরিবৃত হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ রথারোহণে কর্ণের নিকটে সত্বর যাইতে লাগিলেন।

ঐ অবসরে সুত-পুত্র কর্ণ সোমক-সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন; অনেকানেক অশ্ব রথ ও মাতঙ্গগণকে নিহত করিলেন এবং শরজালে সমুদয় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। পরন্তু উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইহাঁরা একত্র মিলিত হইয়া ক্রোধভরে সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহারে শর-সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-সকল যেমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পাঞ্চালদিগের সেই পঞ্চ রথপ্রবীর, বৈকর্ত্তন কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ করিলেও তাঁহারে তদীয় রথ হইতে কোন ক্রমে পরিভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না। কর্ণ শর-নিকর-দ্বারা তাঁহাদিগের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, পতাকা ও শরাসন সকল শীঘ্র ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে পঞ্চ বাণে অতিশয় আহত করিলেন; পরে সিংহের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি যখন ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া শররাজি বিসর্জ্জন করত তাঁহাদিগকে অভিহত করেন, তখন 'তাঁহার শরাসন-শব্দে শৈল-বৃক্ষ-সম্বলিত সমগ্র মহীমণ্ডল বিশীর্ণ হইতে পারে,' এই মনে করিয়া লোক সকল অতিমাত্র বিষণ্ণ হইল। সেই অধিরথ-তনয় সমরে শক্র-চাপ-সদৃশ সুবিস্তীর্ণ-শরাসন-দ্বারা শর-সমস্ত নিক্ষেপ করত, প্রদীপ্ত-কিরণরাজি-সমন্বিত পরিবেশবান্ প্রভাকরের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তিনি শিখণ্ডিকে সুশাণিত দ্বাদশ শায়কে, উত্তমৌজাকে ছয় শরে এবং যুধামন্যু জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন বাণে অতিশয় বিদ্ধ করিলেন। হে আর্য্য! সেই পঞ্চ মহারথ মহাসমরে, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ-কর্ত্তৃক পরাজিত ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-সকলের ন্যায়, সুতপুত্র-কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায় উদ্যম-শূন্য ও শত্রুগণ-হর্ষবর্দ্ধন হইয়া রহিলেন। পরে, বণিকেরা সমুদ্র-মধ্যে ভগ্ন-পোত হইয়া মগ্নপ্রায় হইলে লোকে যেমন তাহাদিগকে নৌকা-দ্বারা তথা হইতে উদ্ধৃত করে, তদ্রূপ পাঞ্চালদিগের সেই পঞ্চ মহারথ কর্ণার্ণবে মগ্নপ্রায় হইলে, তাঁহাদিগের স্বীয় ভাগিনেয় দ্রৌপদী-তনয়েরা তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত রথ-সমুদায়-দ্বারা তাহা হইতে বিমুক্ত করিলেন।

অনন্তর শিনিপ্রবর সাত্যকি শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণ-নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্য সায়ক-সমস্ত ছিন্ন করিবার পর লৌহময় নিশিত বাণ-নিচয়ে কর্ণকে বিদারিত করিয়া আপনকার জ্যেষ্ঠ তনয়কে অষ্ট শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন ও স্বয়ং কর্ণ তাঁহারে শাণিত শর-নিকরে তাড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; যদুগণ-গরিষ্ঠ সাত্যকিও সেই দিগীশ্বর-সদৃশ বীর-চতুষ্টয়ের সহিত, দৈত্যপতির ন্যায় একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি মৌর্ব্বী-সংযুক্ত অত্যন্ত বিস্তারিত অপরিমিত-বাণবর্ষী শব্দায়মান শরাসন-দ্বারা শরৎকালীন নভোমণ্ডল-মধ্যগত প্রভাকরের ন্যায় দুর্দ্ধর্-

তর হইয়া উঠিলেন। অমরগণ যেমন শক্র-নিসূদন-সময়ে পুরন্দরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরন্তপ পাঞ্চাল মহারথেরা পুনরায় রথারূঢ় ও সুসন্নদ্ধ হইয়া সমরে সমাগমন-পূর্ব্বক শিনিপ্রবীরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পুরাকালে অসুরগণের সহিত দেবগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, আপনকার সৈনিক-সকলের সহিত বিপক্ষগণের সেইরূপ নর-বাজি-বারণগণ-বিধ্বংসী অতিদারুণ যুদ্ধ হইল। রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও পদাতিগণ নানাবিধ শস্ত্র-সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে থাকিল; পরস্পর অভিহত হইয়া স্খলিত-গতি হইতে থাকিল; কাতরভাবে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকিল এবং গতপ্রাণ হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল।

যুদ্ধের তাদৃশী অবস্থায় আপনকার পুত্র দুঃশাসন ভীমসেনকে শর-নিকরে সমাকীর্ণ করত অভীত-চিত্তে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং বৃকোদরও তাঁহারে প্রাপ্ত হইয়া, সিংহ যেমন মহারুরুকে পাইয়া তৎ প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে সত্বর প্রধাবিত হইলেন। অনন্তর প্রাণ-দুরোদর-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত পরস্পর রোষাবিষ্ট ভীম দুঃশাসনের, পুরাকালে শক্র শম্বরাসুরের ন্যায় অতি-দারুণ যুদ্ধ হইল। তাঁহারা উভয়েই শরীর-পীড়াকর সুতীক্ষ্ণ শর-নিকর-দ্বারা, এক হস্তিনীর নিমিত্ত মন্মথাসক্ত-চিত্ত সদা-মদ মহামাতঙ্গ-যুগলের ন্যায়, পরস্পর পরস্পরকে অতিশয় আহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃকোদর সত্বর হইয়া ক্ষুরাস্ত্র-যুগল-দ্বারা আপনকার পুত্রের শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন; এক বাণে তাঁহার ললাটদেশও বিদ্ধ করিলেন এবং তদীয় সারথির মস্তকও শরীর হইতে হরণ করিয়া লইলেন। তখন রাজপুত্র দুঃশাসন অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া বৃকোদরকে দ্বাদশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং তুরঙ্গগণের রশ্মি সংযমন করত তাঁহার প্রতি পুনরায় অবক্রগামী শর-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি প্রভাকর-কর-সদৃশ-প্রভাশালী, উত্তম সুবর্ণ-হীরক-বস্তু-বিভূষিত, মহেন্দ্রের বজ্রাশনিপাতের ন্যায় দুঃসহ, ভীমাঙ্গ-বিদারণ-সমর্থ এক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর বৃকোদরের দেহ-মধ্যে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি গতাসুর ন্যায় অবসন্ন-কায় ও নিপাতিত হইয়া বাহু-দ্বয় প্রসারণ-পূর্ব্বক রথোত্তম অবলম্বন করিলেন; পরে পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভীম-দুঃশান-যুদ্ধে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, রাজনন্দন দুঃশাসন সেই যুদ্ধে অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন। তিনি তুমুল সংগ্রাম করত এক শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক ছয় বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। বলশালী মহাত্মা নৃপনন্দন সেইরূপ করিবার পর ভীমসেনকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন; পরে বহু-সংখ্য উত্তম উত্তম বাণ-দ্বারা তাঁহারে শীঘ্রই ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বলবান্ ভীম-সেনও ক্রোধাক্রান্ত হইয়া আপনকার পুত্রের প্রতি একটা প্রচণ্ড শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাত্মা দুঃশাসন সেই অতিঘোর-রূপা শক্তিকে প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায়, সহসা নিকটে আসিতে দেখিয়া আকর্ণ-পূর্ণ-সন্ধানে বিমুক্ত দশ বাণ-দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সমুদয় যোধগণ তাঁহার সেই সুদুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনকার সেই পুত্র পুনর্ব্বারও শরাঘাতে ভীমসেনকে শীঘ্র প্রগাঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমসেন পুনরায় তাঁহার প্রতি শীঘ্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি রোষে অতিমাত্র প্রজ্বলিত হইলেন। কোপান্বিত বৃকোদর “অহে বীর! অদ্য তুমি আমারে শীঘ্র অতিশয় বিদ্ধ করিলে, সম্প্রতি একবার আমার

গদাপ্রহারও সহ্য কর,” উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিয়া দুঃশাসনের সংহারার্থে সেই ভয়ঙ্করী গদা গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন “রে দুরাত্মন্! অদ্য আমি সংগ্রাম-মধ্যে তোর শোণিত পান করিব।” ভীমসেন এইরূপ কহিলে পর আপনকার পুত্র অতিবেগে একটা মৃত্যুরূপা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনও সমরে রোষ-পরীত-মূর্ত্তি হইয়া অতিভীষণা গদা আঘূর্ণন-পূর্ব্বক নিক্ষিপ্তা করিলেন। সেই গদা সহসা দুঃশাসনের শক্তিটাকে ভগ্ন করিয়া তাঁহারে মস্তক-দেশে তাড়িত করিল। সেই তুমুল সংগ্রামে মহাবীর ভীমসেন মত্ত-মাতঙ্গ-তুল্য স্ফূর্ত্তি-সহকারে দুঃশাসনের প্রতি এরূপ বল-পূর্ব্বক গদা-প্রেরণ করিলেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহারে দশ ধনু অন্তরে অপনীত করিয়া ফেলিলেন। হে নরেন্দ্র! দুঃশাসন সেই বেগবতী গদার পতনে আহত, অতিবেদনার্ত্ত, কম্পমান ও পতিত হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন; তাঁহার কবচ, অলঙ্কার, বস্ত্র ও মাল্য বিধ্বস্ত হইল; সমুদয় অশ্বগণ নিহত হইল এবং রথখানিও চূর্ণ হইয়া গেল।

হে রাজন্! অনন্তর তরস্বী ভীমসেন, পূর্ব্বে সেই ঘোরতর তুমুল দ্যূত-যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আপনকার প্রধান প্রধান পুত্রেরা সর্ব্বতোভাবে যে শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেন। সেই ভীষণমূর্ত্তি অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবাহু বৃকোদর দুঃশাসনকে তথায় নিরীক্ষণ করিয়া, রজস্বলা রাজমহিষী কৃষ্ণার কেশ-গ্রহণ ও বসনাপহরণ স্মরণ করিয়া এবং স্বামীরা পরাঙ্মুখ হইলে, সেই নিরপরাধা মহিলার প্রতি যে সমস্ত দুঃখ প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎসমুদায় বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে ঘৃতসিক্ত-হুতাশনের ন্যায় কোপে একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তিনি কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মাকে বলিলেন “হে সমগ্র যোধগণ! অদ্য আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে নিহত করিতেছি, তোমরা ইহাকে রক্ষা কর।” অতিবল-বিক্রান্ত তরস্বী ভীমসেন এইরূপ কহিয়া দুঃশাসনের সংহারাভিলাষে সহসা ধাবমান হইলেন। অদ্বিতীয় বীরবর বৃকোদর সমরে তাদৃশ বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক, প্রচণ্ড-বেগশালী কেশরী যেমন মহামাতঙ্গকে নিপীড়িত করে, সেইরূপ দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই দুঃশাসনকে নিগৃহীত করিয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদানান্তে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন; পরে সেই ধরাতল-পতিত কম্পমান-কলেবর দুঃশাসনের প্রতি যত্ন-সহকারে নয়ন-সন্নিবেশিত করিয়া পদ-দ্বারা তদীয় কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিলেন এবং শাণিত সুধার খড়্গ লইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদারণ-পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ শোণিত পান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর মতিমান্ ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা সত্য করিতে অভিলাষী হইয়া সেই খড়্গ-দ্বারা আপনকার পুত্রের শিরশ্ছেদন-পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়া উহার ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করিতে থাকিলেন এবং বহুক্ষণ আস্বাদন-পূর্ব্বক তাঁহারে নিরীক্ষণ করত ক্রোধভরে এই কথা বলিলেন যে “জননীর স্তন্যদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, সুসংস্কৃত মধু-মদ্য অথবা সুবাসিত সুশীতল সলিলের পান অপেক্ষা, দধি, দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট নির্জ্জল ঘোল অপেক্ষা এবং লোক-মধ্যে সুধা ও অমৃত-সদৃশ স্বাদুরস-সংযুক্ত অন্যান্য যে সমস্ত পানীয় দ্রব্য আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষা অদ্য আমার এই শত্রুরুধিরের রস সমধিক উৎকৃষ্ট বোধ হইতেছে।” অনন্তর ক্রোধপরীত-মূর্ত্তি উগ্রকর্ম্মা ভীমসেন দুঃশাসনকে গতাসু দেখিয়া মধুর-স্বরে হাস্য-পূর্ব্বক পুনর্ব্বারও তাঁহারে বলিলেন “সংপ্রতি মৃত্যু তোমারে রক্ষা করিলেন; অতএব আর আমি তোমার কি করিতে পারি!” তিনি শোণিতাস্বাদনে অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইয়া এইরূপ উক্তি করত পুনরায় ধাবমান হইতে থাকিলে, তৎকালে যাহারা তাঁহারে নিরীক্ষণ করিল, তাহারাও ভয়ে বিহ্বল হইয়া নিপতিত হইল। অপিচ যে সকল মনুষ্য তথায় পতিত হয় নাই,

তাহাদিগের হস্ত হইতে অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত স্খলিত হইয়া পড়িল; তাহারা ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া নিমীলিত-নয়নে কদর্য্য-স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং পরে তাঁহারে অবলোকন করিতে থাকিল। ফলত যাহারা ভীমসেনকে তথায় দুঃশাসনের সেই শোণিত পান করিতে দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই ভয়ে অভিভূত হইয়া "এ ব্যক্তি মনুষ্য নহে" এই কথা বলিতে বলিতে সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিল।

ভীমসেন-কৃত তাদৃশ ঘোর-রূপ রূপ এবং সেই রুধির-পান সন্দর্শন করিয়া সৈন্যগণ যখন ভয়ার্ত্ত হইয়া তাঁহারে রাক্ষস বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত পলায়ন করিতে লাগিল, তখন রাজ-পুত্র যুধামন্যু সেই পলায়মান চিত্রসেনের প্রতি সসৈন্যে ধাবমান হইলেন এবং নির্ভয়-চিত্তে শীঘ্র বিমুক্ত নিশিত সপ্ত বাণ-দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। চিত্রসেনও ফণোপরি পদ-দ্বারা সম্যক্-রূপে আক্রান্ত লেলিহান মহাভুজঙ্গের ন্যায়, ক্রোধ-বিষ-বিসর্জ্জন-বাসনায় নিবৃত্ত হইয়া পাঞ্চাল-তনয়কে শরত্রয়ে এবং তাঁহার সারথিকে ছয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর শূরবর যুধামন্যু আকর্ণ-পূর্ণ-সন্ধানে বিমুক্ত, স্বর্ণভূষণ-পত্র-যুক্ত, সুপুঙ্খ, সুশাণিতাগ্র শর-দ্বারা তাঁহার মস্তক হরণ করিলেন। সেই ভ্রাতা চিত্রসেন নিহত হইলে, অমিত-তেজস্বী কর্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া নিজ পৌরুষ প্রদর্শন করত পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকলকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন নকুল তাঁহার প্রতিকূলে অগ্রসর হইলেন।

এদিকে ভীমসেন অমর্ষণ দুঃশাসনকে নিহত করিয়া সেই শত্রুগণ-মধ্যেই পুনর্ব্বার রুধিরের অঞ্জলি পূরণ-পূর্ব্বক লোকপ্রবীরগণের শ্রবণ-গোচরে প্রচণ্ড-নিনাদে এই কথা বলিলেন "রে পুরুষাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে রুধির পান করি, তুই এখন পুনরায় অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া গরু গরু বল্। যাহারা পাশক্রীড়া সময়ে আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল, এক্ষণে আমরা আবার তাহাদিগকে গরু গরু বলিয়া নৃত্য করি। দুর্য্যোধন, শকুনি ও কর্ণের মন্ত্রণায় আমাদের প্রমাণ-কোটি-নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভক্ষণ, কৃষ্ণ-সর্প-দ্বারা দংশন, জতুগৃহে দহন, দ্যূত-দ্বারা রাজ্য-হরণ, দ্রৌপদীর সুদারুণ কেশাকর্ষণ ও বস্ত্র হরণ অরণ্যে বসতি এবং বিরাট-ভবনে আমাদের, সংগ্রামে শর ও অস্ত্র-সমস্ত সহন, আর বাস-স্থানে নানাবিধ অসুখ, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যে ক্লেশ অনুভূত হইয়াছে, একমাত্র তুইই তৎসমুদায়ের প্রধান কারণ। ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের দৌরাত্ম্য-হেতু আমরা চিরকাল এই সমস্ত দুঃখ অনুভব করিয়াছি, কদাচ সুখ পাই নাই।"

মহারাজ! শোণিত-লিপ্ত-দেহ, বিগলিত-রুধিরানন, অতিমাত্র বলশালী, ক্রোধান্বিত বৃকোদর জয়-লাভান্তে দুঃশাসনকে এইরূপ কহিবার পর হাস্য করত পুনর্ব্বার কৃষ্ণার্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন "হে বীরদ্বয়! আমি সংগ্রামে দুঃশাসন-বিষয়ে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা সত্য করিলাম; আবার এই সমর-যজ্ঞ-ভূমিতেই দুর্য্যোধন-রূপ দ্বিতীয় যজ্ঞীয় পশু হিংসা করিয়া আহুতি প্রদান করিব;—কৌরবদিগের সমক্ষে পদ-দ্বারা সেই দুরাত্মার মস্তকটা বিমর্দ্দিত করিয়া শান্তি লাভ করিব।" রুধিরার্দ্র দেহ অতিবলবান্ মহাত্মা ভীমসেন অতিশয় হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে এতাবৎ বাক্য কহিয়া, বৃত্রাসুর-সংহারান্তে সহস্র-নয়নের ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন।

দুঃশাসন-বধে ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দুঃশাসন নিহত হইলে, আপনকার সমরে অপরাঙ্মুখ, মহারোষ-বিষ-বিশিষ্ট, মহাবীর্য্যশালী দশ জন মহারথ বীর পুত্র শর-নিকর-দ্বারা বৃকোদরকে আচ্ছাদিত করিলেন।

নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, অলোলুপ, সহ, ষণ্ড, বাতবেগ ও সুবর্চ্চা, ভ্রাতৃ-বিয়োগে দুঃখিত এই দশ সহোদর একত্র মিলিত হইয়া সমরে আগমন-পূর্ব্বক সায়ক-সমূহ-সহকারে মহাবাহু ভীমসেনকে সম্যক্‌রূপে বারিত করিলেন। ভীমসেন সেই মহারথগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্ব দিক্ হইতে বিশিখ-পুঞ্জ-দ্বারা বার্য্যমাণ হওয়ায় রোষানলে লোহিত-নেত্র হইয়া, ক্রোধাক্রান্ত কালের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। হে ভারত! পৃথা-তনয় বৃকোদর মহাবেগশালী সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভল্ল-দ্বারা সেই সুবর্ণাঙ্গদ-ধারী দশ জন কৌরবকে শমন-সদনে উপনীত করিলেন। সেই বীরগণ হত হইলে আপনকার সৈন্য সকল পাণ্ডুপুত্রের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কর্ণের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ! অনন্তর কর্ণ, প্রজাগণের প্রতি অন্তকের ন্যায়, সৈন্যগণের প্রতি ভীমসেনের বিক্রম দেখিয়া মহাভয়াবিষ্ট হইলেন। তখন সমর-শোভন শল্য তাঁহার বাহ্য আকার ও আন্তরিক ভাব জানিতে পারিয়া সেই শত্রুদমন কর্ণকে তৎকাল-সমুচিত এই বাক্য বলিলেন "হে রাধেয়! তুমি ব্যথিত হইও না, তোমার এরূপ হওয়া উপযুক্ত নহে। ঐ দেখ, ভূপালগণ ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছেন এবং দুর্য্যোধনও সহোদর-বিয়োগে শোকার্ত্ত ও বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। মহাত্মা ভীমসেন দুঃশাসনের রুধির পান করিলে কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি যোধগণ এবং দুর্য্যোধনের হতাবশিষ্ট সহোদর সকল বিষণ্ণ-চিত্ত হইয়া তাঁহারে সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতেছেন; শোকে তাঁহাদের সমর-সমুচিত ক্রোধের উপশম হইয়াছে। ও দিকে ধনঞ্জয়-প্রভৃতি শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ লব্ধলক্ষ হইয়া তোমারই অভিমুখে যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি অসামান্য পুরুষকারে সুনিশ্চল থাকিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের প্রতিকূলে অগ্রসর হও। দেখ, দুর্য্যোধন তোমার প্রতি সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব হে মহাবাহো! তুমি, যেমন সামর্থ্য ও যেমন বল, তদনুসারে তাহা বহন কর। সংগ্রামে জয় হইলে বিপুলা কীর্ত্তি, আর পরাজয় হইলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। হে সূতনন্দন! তুমি মোহাপন্ন হইয়াছ বলিয়া তোমার তনয় বৃষসেন অত্যন্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবমান হইতেছেন।" অতিতেজস্বী শল্যের এই কথা শুনিয়া কর্ণ যুদ্ধের নিমিত্তে অন্তঃকরণ-মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্য সুনিশ্চল সঙ্কল্প সঙ্কলন করিলেন।

অনন্তর ক্রোধান্বিত বৃষসেন স্বীয় রথে অবস্থিত হইয়া, যে স্থানে বৃকোদর গৃহীতদণ্ড কালের ন্যায় গদা হস্তে লইয়া ত্বদীয় সৈন্যগণকে চূর্ণিত করিতেছিলেন, তথায় সেই পাণ্ডুনন্দনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর বীরবর জয়শীল নকুল, জম্ভাসুর-সংহারাভিলাষী পুরন্দরের ন্যায়, সমরে কর্ণপুত্র বৃষসেনের বিনাশেচ্ছু হইয়া অতিশয় হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে সেই শত্রুকে শর-সমূহ-দ্বারা নিপীড়িত করিতে করিতে রোষভরে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন; পরে ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা কর্ণ-তনয়ের স্ফটিক-বিন্দু-বিচিত্রিত ধ্বজ এবং ভল্ল-দ্বারা সুবর্ণপট্ট-সংবদ্ধ বিচিত্র শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাস্ত্র-ধারী কর্ণ-নন্দন অতিশীঘ্র অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দুঃশাসনের বৈর-শোধন করিবার বাসনায় দিব্য মহাস্ত্র সমূহ-দ্বারা পাণ্ডুতনয় নকুলকে সর্ব্বতোভাবে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা নকুল তাহাতে ক্রোধাক্রান্ত হইয়া মহোল্কা-সদৃশ শর-নিকর-দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন; সেই কৃতাস্ত্র কর্ণ-নন্দনও নকুলের প্রতি দিব্যাস্ত্র-সমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। মহারাজ! কর্ণ-কুমার বৃষসেন শরাভিঘাত, রোষ আপনার স্বাভাবিকী দীপ্তি ও অস্ত্র-সমীরণ-হেতু আজ্যাহুতি-প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় অতিমাত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং উত্তমাস্ত্র-নিচয়-দ্বারা সুকুমার নকুলের বনায়ুদেশ-সম্ভূত, শুভ্র-

বর্ণ, হেমজাল-বিচিত্রিত, অলঙ্কৃত সমুদয় তুরঙ্গগণকে বিনষ্ট করিলেন। তাহাতে নকুল অশ্ব-হীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নির্ম্মল-সুবর্ণ-চন্দ্র-খচিত চর্ম্ম ও আকাশ-সদৃশ-নীলবর্ণ অসি গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনঃপুন লম্ফ প্রদান করিতে করিতে বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন; পরে অন্তরীক্ষে বিবিধ বিচিত্র গতিতে পরিভ্রমণ করত অসি প্রহারে উত্তম উত্তম মনুষ্য অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে ছিন্ন করিতে থাকিলেন; তাহারাও নিহত হইয়া, অশ্বমেধে যাজ্ঞিক-কর্ত্তৃক হিংসিত পশুগণের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। সারগ্রহণাভিলাষী কাষ্ঠজীবী যেমন উত্তম উত্তম চন্দন বৃক্ষ সকল ছেদন করে, তদ্রূপ একাকী নকুল যথাযোগ্য রূপে ভৃতিপ্রাপ্ত সত্যপ্রতিজ্ঞ যুদ্ধশৌণ্ড সুবিখ্যাত দুই সহস্র যোধদিগকে অবিলম্বে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নকুল সেইরূপে বেগে আপতিত হইতে থাকিলে কর্ণ-তনয় সহসা সম্মুখে আসিয়া সমরে তাঁহাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করত সর্ব্ব দিক্ হইতে অনেকবিধ নিশিত সায়ক-সমূহ-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নকুল পীড্যমান হইয়া সেই বীরকে বাণ-নিবহে বিদ্ধ করিলেন। তিনিও বিদ্ধ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সেই মহাভয়ঙ্কর সমরে মহাত্মা নকুল ভ্রাতা ভীমসেন-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অতিভয়ানক কর্ম্ম করিলেন। সেই বীর যেন ক্রীড়া করিতে করিতে একাকী উত্তম উত্তম মনুষ্য অশ্ব মাতঙ্গ ও রথ-সমুদায় বিমর্দ্দিত করিতে থাকিলে, কর্ণ-তনয় রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে অষ্টাদশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! নরবীর তরস্বী পাণ্ডুনন্দন মহাসংগ্রামে সেই বৃষসেন-কর্ত্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে কর্ণ-তনয়ের সংহারবাসনায় তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর আমিষ-লুব্ধ শ্যেন পক্ষী যেমন পক্ষ-দ্বয় বিস্তারিত করিয়া আপতিত হইতে থাকে, উদারবীর্য্য নকুল সমরে সহসা সেইরূপ আগমন করিতে থাকিলে, বৃষসেন তাঁহারে শাণিত শর-নিকরে সমাকীর্ণ করিলেন। নকুল তাঁহার সেই শর-সমূহ নিষ্ফল করত বিবিধ বিচিত্ররূপ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু কর্ণ-তনয় মহারণে বাণ-নিবহ-দ্বারা তাঁহার সহস্র-তারা-খচিত চর্ম্মখানি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন নকুল উত্তম-লৌহ-নির্ম্মিত, কোষ-বহির্গত, নিশিত, তীক্ষ্ণধার, গুরুভার-সহ, শত্রুশরীর-সংহারী, প্রচণ্ডরূপ ভুজঙ্গ-তুল্য অতি-ভয়ঙ্কর খড়্গখানি পরিচালিত করিতে থাকিলে, শত্রুসহন-সমর্থ বৃষসেন ছয়টা সুশাণিত ক্ষুরপ্র বাণ-দ্বারা তাহাও অবিলম্বে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে শাণজল-পায়িত নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা নকুলকে বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! মহাত্মা নকুল সমরে আর্য্যলোকদিগের আচরিত, অন্য মনুষ্যগণের দুঃসাধ্য সেই কর্ম্ম করিয়া শরাঘাতে অভিতপ্ত হইয়া সত্বর ভীমসেন-রথ-সমীপে গমন করিলেন। হতাশ্ব মাদ্রীপুত্র কর্ণপুত্র-কর্ত্তৃক অভিতাপিত হইয়া, সিংহ যেমন শৈল-শিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয়ের সাক্ষাতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বীর বৃষসেন ক্রোধান্বিত হইয়া, এক রথে সমবেত মহাত্মা পাণ্ডব দ্বয়কে যেন সমকালেই শর-নিকরে ক্ষত বিক্ষত করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায়ে তাঁহাদের প্রতি অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নকুলের সেই রথ বিনষ্ট এবং খড়্গখানিও বিশিখাবলি-দ্বারা শীঘ্র ছিন্ন হইলে পর, ভীমসেন অর্জ্জুনকে বলিলেন "এই নকুল কিরূপ নিপীড়িত হইতেছেন দেখ! ঐ কর্ণ-পুত্র আমাদিগকেও আক্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি উহার প্রতিকূলে অগ্রসর হও"। উগ্রমূর্ত্তি কিরীটমালী ধনঞ্জয় সেই কথা শ্রবণ করিয়াই বৃকোদরের রথ-সমীপে উপস্থিত হইয়া কেশব-সংযমিত কপিধ্বজ রথখানি বৃষসেনের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন।

নকুল-পরাজয়ে চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর দ্রুপদরাজের বরিষ্ঠ পঞ্চ পুত্র, সাত্যকি ও শক্র-সহন-সমর্থ পঞ্চ পাঞ্চালী-তনয়, এই একাদশ রথিবর, নকুলকে ছিন্ন-শরাসন ছিন্ন-খড়্গ বিরথ অতিমাত্র শরার্ত্ত ও কর্ণ-তনয়ের অস্ত্র-সমূহে ক্ষত বিক্ষত অবগত হইয়া শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক ভুজগরাজ-সদৃশ শর-নিকর-দ্বারা তবদীয় নরাশ্ব-রথ-কুঞ্জরপুঞ্জ বিমর্দ্দিত করিতে করিতে শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের রথ-সমুদায় গভীর-নির্ঘোষ-সমন্বিত, প্লুতগতি-বিশিষ্ট-হয়-নিচয়-সংযুক্ত ও উত্তম-সারথিগণ-সংযমিত ছিল এবং তাহাদের পতাকা-সমস্ত পবন-হিল্লোলে কম্পিত হইতেছিল। হে নরেন্দ্র! এদিকে আপনকার কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন উলূক বৃক ক্রাথদেব আবুধ-প্রভৃতি প্রধান রথিগণ দ্বিরদ ও জলদ-সদৃশ নির্ঘোষ-সমন্বিত রথ-সমুদায়ে আরূঢ় হইয়া শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতিকূলে সত্বর অগ্রসর হইলেন এবং উৎকৃষ্ট শর-নিকর-দ্বারা সেই নরশ্রেষ্ঠ রথপ্রধান একাদশ বীরকে তাড়িত করত অভিরুদ্ধ করিলেন। আবার কুলিন্দেরা নবজলধর-তুল্য-বর্ণ, গিরিশিখর-সদৃশ, ভীষণ-বেগান্বিত মাতঙ্গ-যূথে আরূঢ় হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। সমরাভিলাষী সমর্থ বীরগণ-কর্ত্তৃক সমাস্থিত সেই হিমালয়-সম্ভূত সুবর্ণজাল-সমাবৃত সুসজ্জিত মদোৎকট মাতঙ্গ সকল, গগণতলে সৌদামিনী-সমন্বিত জলদাবলীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিখর্দ্দি-পুত্র লৌহময় দশ-সংখ্য মহাবাণ-দ্বারা কৃপাচার্য্যকে অশ্ব-চতুষ্টয় ও সারথির সহিত অতিশয় নিপীড়িত করিল, পরে তদীয় সায়ক-সমূহে নিহত হইয়া মাতঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ভূতলে পতিত হইল। বিখর্দ্দি-পুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতাও প্রভাকর-কর-সদৃশ লৌহময় তোমর-নিকরে শকুনিকে ও তদীয় রথখানিকে বিমর্দ্দিত করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর সে সেইরূপ সিংহনাদ করিতে থাকিলে, গান্ধাররাজ তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কুলিন্দগণ ক্রমে ক্রমে নিহত হইলে পর আপনকার সেই মহারথেরা অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইয়া অতি উচ্চৈঃ শব্দে লবণ-জলধি-সম্ভূত শঙ্খ-সমস্ত ধ্বনিত করিতে লাগিলেন এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া বিপক্ষ পক্ষের অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর পাণ্ডু ও সৃঞ্জয়-সেনার সহিত কৌরবদিগের পুনর্ব্বার অতিদারুণ তুমুল সংগ্রাম হইল। ঐ যুদ্ধে শর, শক্তি, অসি, খড়্গ, গদা ও পরশু-সমুদায়ের আঘাতে অনেকানেক মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পদাতিগণ, দিঙ্মণ্ডল হইতে প্রচণ্ড মারুতগণ-কর্ত্তৃক সমাহত, বিদ্যুৎ ও গর্জ্জন-সমন্বিত জলদপটলের ন্যায়, পরস্পর বিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। অনন্তর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা শতানীক-সম্মত বহুসংখ্য প্রসিদ্ধ অশ্ব, মহামাতঙ্গ, রথ ও পদাতিগণকে নিহত করিলেন। পরে অনেকানেক মাতঙ্গ কৃতবর্ম্মার শরে ক্ষণকাল-মধ্যে বিনষ্ট হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। অনন্তর অপর তিন হস্তী সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র, যোধগণ ও ধ্বজ-সকলের সহিত অশ্বত্থামার সায়কে আহত প্রপাতিত ও গতপ্রাণ হইয়া বজ্রাহত মহাশৈল সকলের ন্যায় মহীতলে পতিত হইল। কুলিন্দরাজের তৃতীয় ভ্রাতা উৎকৃষ্ট শর-নিকর-দ্বারা আপনকার তনয়কে বক্ষঃস্থলে তাড়িত করিল। আপনকার পুত্র শাণিত সায়কাঘাতে তাহার শরীর ও সেই হস্তীকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। বর্ষাকালে শচীপতি-বজ্রাহত গৈরিকাচল যেমন লোহিত জল প্রস্রবণ করত পতিত হয়, তদ্রূপ সেই নাগরাজ সর্ব্ব শরীর হইতে বিস্তর রক্ত ক্ষরণ করিতে করিতে রাজ-পুত্রের সহিত পতিত হইল। কুলিন্দপুত্র-প্রেরিত অপর এক মাতঙ্গ, শকরাজকে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত চূর্ণিত করিল; পরে ক্রাথের শরে আরোহী প্রভুর সহিত বিদারিত হইয়া, বজ্রহত পর্ব্বতের ন্যায়, পতিত হইল। রথারূঢ় দুর্জ্জয় ক্রাথাধিপতি পর্ব্বতা-

ঢ় পর্ব্বতীয় সেনাপতি-কর্তৃক অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনের সহিত শরনিকরে নিহত হইয়া, মহা-বাত-বিহত মহাবৃক্ষের ন্যায়, পতিত হইলেন। বৃক, গজারোহী গিরিরাজবাসী সেনানীগণকে দ্বাদশ শরে নিরতিশয় বিদ্ধ করিলেন; পরে পার্ব্বতীয়ের মহা-মাতঙ্গ চরণ-চতুষ্টয়-দ্বারা বৃককে অশ্ব ও রথের সহিত চূর্ণিত করিয়া ফেলিল। সেই নাগরাজ বভ্রু-সুতের বাণ-সমূহে অতিশয় আহত হইয়া নিয়ন্তার সহিত পতিত হইল। সেই মাগধ-পুত্র অঙ্গদও সহদেব-তনয়-কর্তৃক শর-নিকরে পীড়িত হইয়া নি-পতিত হইলেন। কুলিন্দদেশ-সম্ভূত মাতঙ্গগণ, শকুনির কবচ গাত্র দন্ত ও পুচ্ছ-বিঘাতী মহামাতঙ্গ-কর্তৃক বিঘূর্ণিত ও অবশ হইয়া, সুপর্ণ-বাত-বিহত বৃক্ষ-সমুদায়ের ন্যায় ধরাশায়ী হইল।

অনন্তর কর্ণ-তনয় বৃষসেন লৌহময় তিন শরে শতানীককে, শরত্রয়ে অর্জ্জুনকে, তিন সায়কে ভীম-সেনকে, সাত বাণে নকুলকে এবং দ্বাদশ সায়কে জনার্দ্দনকে বিদ্ধ করিলেন। কৌরবগণ অতিমানুষ-কর্ম্মা বৃষসেনের সেই কর্ম্ম সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল; কিন্তু যাহারা ধনঞ্জয়ের পরাক্রম জানিত, তাহারা মনে করিল, বৃষসেন হুতাশনে হুত হইয়াছে। অনন্তর পরবীর-ঘাতী কিরীটী লোক-মধ্যে নরপ্রবীর মাদ্রী-তনয় নকুলকে হতাশ্ব এবং কৃষ্ণকে নিরতিশয় ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া, তৎকালে সূতপুত্রের সম্মুখে অবস্থিত সেই বৃষসেনের প্রতি সমরে অভিধাবিত হইলেন। নমুচি যেমন আক্রমণকারী ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইয়া-ছিল, তদ্রূপ মহারথ বৃষসেন মহাসমরে বাণ-সহস্র-ধারী সেই আক্রমণে সমুদ্যত উগ্রমূর্ত্তি নরবীর অর্জ্জুনের অভিমুখে বেগে প্রস্থিত হইলেন। পরে সেই মহানুভব কর্ণ-তনয় সমরে এক রথে অর্জ্জুনকে শর-দ্বারা শীঘ্র বিদ্ধ করিয়া, পূর্ব্বে নমুচি যেমন ইন্দ্রকে বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিয়াছিল, তদ্রূপ ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। সেই বৃষসেন পুনরায় প্রচণ্ড বাণ-সমূহ-দ্বারা পার্থকে বাম-বাহু-মূলে বিদ্ধ করিলেন, সেইরূপ কৃষ্ণকেও নয় বাণে নিপীড়িত করিলেন এবং অর্জ্জুনকেও পুনর্ব্বার দশ সায়কে ব্যথিত করিলেন। শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় প্রথমে বৃষসেন-কর্তৃক সেই মহাবেগশালী শর-নিকরে সেইরূপে বিদ্ধ হওয়ায় ঈষৎ কোপিত হই-লেন; পরে কর্ণ-তনয়ের সংহারার্থে স্থিরসংকল্প করিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর রণমস্তকে মহাত্মা কিরীটী কোপ-বশত ললাটে ত্রিশিখা ভ্রুকুটী-বন্ধন করিয়া সমরে কর্ণ-তনয়ের বিনাশার্থে শীঘ্র বিশিখরাশি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; দশ বাণ-দ্বারা তাঁহারে সহসা মর্ম্মস্থানে নিঃশঙ্কচিত্তে বিদ্ধ করিলেন এবং প্রচণ্ড ক্ষুরাস্ত্র-চতুষ্টয়-দ্বারা তাঁহার শরাসন, বাহু-যুগল ও মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সুপরিষ্কৃত বৃহৎকায় প্রধান শালবৃক্ষ যেমন বাতাহত হইয়া শৈলশৃঙ্গ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ বৃষসেন পার্থ-বাণে অভিহত, বাহুবিহীন ও মস্তক-শূন্য হইয়া রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। বৃষসেন বাণাভিহত হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন ইহা প্রত্যক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষিপ্রকারী সূত-তনয় পুত্রবধে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইয়া রথারোহণে রোষভরে অর্জ্জুনের রথাভিমুখে শীঘ্র প্রস্থান করি-লেন।

বৃষসেনবধে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, পুরুষোত্তম বাসুদেব, দেব-গণেরও দুর্নিবার সুমহাকায় কর্ণকে উদ্বেল সাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া সহাস্য-বদনে অর্জ্জুনকে বলিলেন, ধনঞ্জয়! যাঁহার সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, ঐ দেখ, সেই শ্বেতাশ্ব শল্য-সারথি রথী আগমন করিতেছেন অতএব তুমি স্থির হও। হে পাণ্ডুতনয়! কর্ণের

রথখানি কেমন সুসজ্জিত হইয়াছে দেখ! উহা শ্বেত-হয়-চতুষ্টয় ও রথাঙ্গদ্বয়ে সমাযুক্ত, নানাবিধ পতাকায় সমাকীর্ণ ও কিঙ্কিণীজালমালা-বিভূষিত। পাণ্ডুরবর্ণ হয়গণ উহাকে গগণতলে বিমানের ন্যায় বহন করিতেছে। মহাত্মা কর্ণের নাগকক্ষ্যা-চিহ্নিত শক্র-শরাসন-সদৃশ ধ্বজও অবলোকন কর; উহা যেন অম্বরতল উল্লিখিত করিতেছে। ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের প্রিয়করণাভিলাষী কর্ণ, জলধর যেমন ধারাসার বর্ষণ করে, তদ্রূপ শরধারা বর্ষণ করিতে করিতে আসিতেছেন। ঐ মদ্রাধিপতি রাজা শল্য রথের অগ্রভাগে অবস্থিত থাকিয়া এই অমিত-তেজস্বী সূত-নন্দনের তুরঙ্গগণকে নিয়মিত করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ দারুণ দুন্দুভি-নির্ঘোষ, শঙ্খ-শব্দ ও সর্ব্ব দিক্ হইতে উৎপন্ন বিবিধ সিংহ-নাদ সমস্ত শ্রবণ কর। অপরিমিত-তেজা কর্ণ মহা-শব্দ সমস্ত অন্তর্হিত করত বারম্বার যে শরাসন বিকম্পন করিতেছেন, তাহার ভীষণ শব্দও শ্রবণ কর। মহাবনে মৃগগণ যেমন ক্রুদ্ধ কেশরীকে দেখিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ ঐ পাঞ্চালদিগের মহারথেরা কর্ণকে দেখিয়া স্বগণ-সমভিব্যাহারে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছেন। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে সূত-তনয়কে বিনষ্ট কর; কেন না তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্য কর্ণের শর-সমস্ত সহ্য করিতে উৎসাহী হইতে পারে না। আমি নিশ্চয় জানি তুমি সমরে দেব-গন্ধর্ব্ব-সম্বলিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোক-ত্রয় জয় করিতে সমর্থ। কপর্দ্দধারী ত্রিলোচন ভীষণ প্রচণ্ড-মূর্ত্তি মহাদেব প্রভু সর্ব্ব ঈশানের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, লোকে তাঁহারে নি-রীক্ষণ করিতেও পারে না। তুমি যুদ্ধ-দ্বারা সেই সর্ব্বভূতের মঙ্গল-বিধাতা স্থাণু মহাদেব শিবকে [illegible] আরাধিত করিয়াছ এবং দেবগণও তোমার প্রতি [illegible] হইয়াছেন। অতএব হে মহাবাহো [illegible]। তুমি সেই দেবদেব শূলপাণির প্রসাদে, পুর-[illegible] যেমন [illegible] বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণকে নিহত কর। হে অর্জ্জুন! তোমার সর্ব্বদা কল্যাণ হউক এবং তুমি যুদ্ধে জয় লাভ কর।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন কৃষ্ণ! সর্ব্বলোক-গুরু তুমি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট রহিয়াছ, তখন যে আমার নিশ্চয়ই জয় হইবে, ইহাতে আর সংশয় নাই। অতএব হে মহারথ হৃষীকেশ! আমার রথ ও অশ্বগণকে চালিত কর; সমরে কর্ণকে নিহত না করিয়া অর্জ্জুন নিবৃত্ত হইবে না। হে গোবিন্দ! অদ্য তুমি কর্ণকে আমার শর-নিকরে খণ্ডখণ্ডীকৃত ও নিহত অবলোকন কর। অথবা আমাকেই কর্ণ-শরে নিহত হইতে দেখিবে। এই উপস্থিত ঘোর যুদ্ধ ত্রৈলোক্যের মোহ-জনক হইবে; যাবৎকাল পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত লোকে ইহার কথা উল্লেখ করিবে।

ধনঞ্জয় তখন অনায়াসকারী কৃষ্ণকে এইরূপ কহিতে কহিতে, মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রথারোহণে শীঘ্র কর্ণের প্রতি-কূলে প্রস্থিত হইলেন। মহাতেজা অর্জ্জুন পুন-র্ব্বারও অরিন্দম কৃষ্ণকে বলিলেন, “হে হৃষীকেশ! এই কাল অতীত হইতেছে; অতএব শীঘ্র অশ্ব চালনা কর।” সেই মহাত্মা পাণ্ডুতনয় তখন কৃষ্ণকে এইরূপ কহিলে, তিনি জয়-সম্ভাষণ-দ্বারা তাঁহারে সংপূজিত করিয়া তৎকালে মনের ন্যায় বেগগামী তুরঙ্গগণকে পরিচালিত করিলেন। অর্জ্জুনের সেই মহাবেগশালী রথ ক্ষণকাল-মধ্যে কর্ণের রথের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

অর্জ্জুন প্রতি কৃষ্ণ-বাক্যে ষড়শীতিতম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, তেজস্বী কর্ণ বৃষসেনকে নিহত দেখিয়া শোক ও রোষে সমন্বিত হইয়া পুত্র-শোক জন্য অশ্রুজল অবিরল ধারায় নেত্র-যুগল-দ্বারা বর্ষণ করিলেন; পরে রোষ-লোহিত-নেত্র হইয়া [illegible] ধনঞ্জয়কে সমাহ্বান-পূর্ব্বক রথারোহণে [illegible] অভি-

মুখে প্রস্থান করিলেন। দর্শকেরা তথায় একত্র মিলিত সেই ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিবৃত সূর্য্য-সদৃশ রথ-দ্বয়কে, একত্র সমবেত প্রভাকর-যুগলের ন্যায় অবলোকন করিল। উভয় রথে সমাস্থিত অরিকুল-সংহারকর মহাধনুর্দ্ধর নর-ভাস্কর শ্বেতাশ্ব কর্ণার্জ্জুন, গগণতলে সূর্য্য-সুধাংশুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে আর্য্য! সমুদয় প্রাণিগণ তাঁহা-দিগকে, ত্রিভুবন-বিজয়ে যত্নপরায়ণ বাসব ও বলির ন্যায় অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। সেই রথিবর-দ্বয়কে রথ-শব্দ, জ্যাতল-নিনাদ ও বাণগণ-নিস্বন-সহকারে ধাবমান হইতে দেখিয়া এবং কর্ণের হস্তিকক্ষ্যা-চিহ্নিত ও কিরীটীর বানর-লাঞ্ছিত ধ্বজ-দ্বয় সংযুক্ত নিরীক্ষণ করিয়া মহীপালগণের মনে বিস্ময় জন্মিল। হে ভারত! ভূপালগণ সেই রথ-দ্বয়কে সংগ্রামার্থে সম্যক্ আসক্ত দেখিয়া বিস্তর সিংহনাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তত্রত্য সহস্র সহস্র যোধগণও তাঁহাদিগের দ্বৈরথ যুদ্ধ দেখিয়া বাহুস্ফোট ও বসনকম্পন করিতে থাকিল। তথায় কৌরবেরা কর্ণকে প্রহৃষ্ট করিবার উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি ও বিস্তর শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিল। সেইরূপ সমুদয় পাণ্ডবেরাও ধন-ঞ্জয়কে আনন্দিত করত তূর্য্য ও শঙ্খ-নিনাদ-দ্বারা সর্ব্ব দিক্ নিনাদিত করিল। কর্ণার্জ্জুন-সমাগমে শূরগণের সিংহনাদ, আস্ফালন-ধ্বনি, চীৎকার শব্দ ও বাহু-নির্ঘোষ-দ্বারা সমরের সর্ব্ব স্থলে তুমুল রব সমুত্থিত হইল।

মহারাজ! সেই সিংহ-স্কন্ধ, পৃথুল-বক্ষস্থল, দীর্ঘ-বাহু, লোহিত-নেত্র, মহাবলশালী, হেমমালী, বর্ম্ম-ধারী, করকলিত-বিপুল-কোদণ্ড, বদ্ধ-খড়্গ, শর-শক্তি-লাঞ্ছিত, শ্বেতাশ্ব, চাপ-রূপ সৌদামিনী-সম-ন্বিত, শঙ্খ শ্বেতচ্ছত্র ও শস্ত্র-সম্পত্তি-শোভিত, চামর-ব্যজন-যুক্ত, উৎকৃষ্ট তূণ-সম্পন্ন, সুদর্শন, রক্তচন্দন-চর্চ্চিতাঙ্গ, মদগর্ব্বিত গোবৃষভ-যুগল-তুল্য, পরস্পর স্পর্দ্ধান্বিত, পরস্পর বধাভিলাষী, ক্রোধে যমান্তক-দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবমান, সম্যক্ রোষান্বিত প্রমত্ত মাতঙ্গ-দ্বয়-সদৃশ, অচল-যুগল-তুল্য, আশীবিষ-শিশুদ্বয়-সদৃশ, যম ও কালা-ন্তক-সম, ক্রোধপরীত ইন্দ্র বৃত্রাসুর-তুল্য, চন্দ্র-সূর্য্য-তুল্যপ্রভান্বিত, যুগান্ত করণার্থে সমুত্থিত ক্রোধাবিষ্ট মহাগ্রহ-দ্বয়-সদৃশ,* দেবগর্ভ, দেব-সম, রূপেও দেব-তুল্য, যদৃচ্ছাক্রমে একত্র সমাগত সূর্য্য-শশাঙ্ক-সদৃশ, সমর-দর্পিত, যুদ্ধে নানা শস্ত্রধারী, বেগান্বিত শার্দ্দূল-যুগল-তুল্য, রথিগণ-বরিষ্ঠ, তুল্যরূপ মহারথ পুরুষ-ব্যাঘ্রদ্বয়কে কৃষ্ণ ও শল্যসারথি-সমন্বিত রথদ্বয়ো-পরি অবস্থিত দেখিয়া আপনকার পুত্র ও সৈন্য-গণের পরম হর্ষোদয় হইল এবং বিজয় বিষয়ে সমুদয় প্রাণিগণের সংশয় জন্মিল। মহারাজ! সেই দুই পুরুষশার্দ্দূল মহারথ কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সমবেত ও বিরাজমান দেখিয়া সিদ্ধ-চারণগণেরও বিস্ময় উৎপন্ন হইল; কেন না তাঁহারা উভয়েই উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী, উভয়েই সমরে বিশিষ্ট পরিশ্রম করি-য়াছিলেন, উভয়েই বাহুশব্দ-সহকারে গগণতল নি-নাদিত করিতেছিলেন, উভয়েই পুরুষকার ও বল-দ্বারা বিখ্যাতকর্ম্মা, উভয়েই সংগ্রামে শম্বরাসুর অমররাজ কার্ত্তবীর্য্য-অর্জ্জুন ও দশরথ-তনয় রামের তুল্য, উভয়েই যুদ্ধে বিষ্ণুর তুল্য বীর্য্যশালী ও শঙ্কর-সদৃশ, উভয়েই শ্বেতাশ্ব, উভয়েই সর্ব্বোত্তম রথ-দ্বারা বাহিত এবং তাঁহাদের সারথি-দ্বয়ও সর্ব্বো-ত্তম ছিলেন।

হে ভরতর্ষভ! অনন্তর আপনকার পুত্রগণ স্ববল-সমভিব্যাহারে সমর-শোভাকর মহাদ্ভুত কর্ণকে শীঘ্র পরিবেষ্টিত করিলেন। সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি পাণ্ডব-সৈনিকেরাও হর্ষাবিষ্ট হইয়া সমরে অপ্রতিম মহাত্মা পার্থকে পরিবৃত করিয়া রহিলেন। হে রাজন্! তৎকালে [illegible] দ্যূতক্রীড়ায় কর্ণ যেমন আপনকার পুত্রগণের পণ-স্বরূপ হইলেন, সেইরূপ পাণ্ডবদিগের পক্ষে ধনঞ্জয় পণীভূত হই-লেন। তথায় উভয় পক্ষীয় সৈনিকেরাই রক্ত এবং

তাঁহারাই দর্শক হইলেন। সেই যুদ্ধদ্যূতে বীরদ্বয়কে পণীভূত করতই তাঁহাদিগের জয় পরাজয় নিশ্চিত হইয়াছিল। রণমণ্ডলে অবস্থিত পাণ্ডবগণের ও আমাদিগের বিজয় বা পরাজয়ের নিমিত্তে সেই বীরদ্বয়ের প্রতিই যুদ্ধদ্যূত সমাসক্ত হইয়াছিল। মহারাজ! সেই যুদ্ধশালী কর্ণ-ধনঞ্জয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি সংরম্ভপরবশ ও পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া সমরে অবস্থিত হইলেন। হে নরনাথ! তাঁহারা উভয়ে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় সংপ্রহারে সমুদ্যত হইয়া মহাধূমগ্রহ অর্থাৎ রাহু ও কেতুর ন্যায় ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া রহিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কর্ণার্জ্জুন নিমিত্তে অন্তরীক্ষে প্রাণিগণের তিরস্কার-সহ বিবাদ ও পরস্পর ভেদ উপস্থিত হইল। হে আর্য্য! যে সকল লোক পরস্পর ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাও বিশ্রুত হইল। কর্ণার্জ্জুন-সংগ্রামে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ এক এক পক্ষ গ্রহণ করিল। হে নরোত্তম রাজেন্দ্র! নক্ষত্র-সম্বলিত আকাশমণ্ডল ব্যগ্র হইয়া কর্ণের পক্ষে রহিল এবং জননী যেমন পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করেন, সেইরূপ বিস্তীর্ণা বসুন্ধরা ধনঞ্জয়ের পক্ষ আশ্রয় করিলেন। নদ নদী সাগর ভূধর বৃক্ষ ও ওষধি সমস্ত কিরীটীকে আশ্রয় করিল। হে পরন্তপ! অসুর রাক্ষস গুহ্যক খেচর ও বিহঙ্গম সকল কর্ণের পক্ষে রহিল। সমুদয় রত্ন ও নিধি চতুর্ব্বেদ মহাভারত রহস্য ও সংগ্রহ-সহ সমস্ত উপবেদ ও উপনিষৎ, বাসুকি, চিত্রসেন, তক্ষক, উপতক্ষক ও পর্ব্বতাকার বিষধর মহারোষান্বিত সবংশ সমুদয় কদ্রুতনয় নাগগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইল। ঐরাবত সৌরভের ও বৈশালেয়-প্রভৃতি মহাকায় সর্পগণ অর্জ্জুনের পক্ষে আর ক্ষুদ্র সর্প সকল কর্ণের পক্ষে রহিল। বৃক, চিত্রব্যাঘ্র, মাঙ্গল্য মৃগ ও বিহঙ্গমগণ, সকলেই অর্জ্জুনের পক্ষ আশ্রয় করিল। হে মহারাজ! বসুগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্ব দেবগণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, পবন ও দশ দিক্, ইহাঁরা সকলেই ধনঞ্জয়ের পক্ষ হইলেন, কেবল দ্বাদশ আদিত্যমাত্র কর্ণের পক্ষে রহিলেন। সূতপ্রভৃতি সঙ্করজাতি সকল এবং বৈশ্য ও শূদ্র-জাতীয় লোকেরা কর্ণের পক্ষ আশ্রয় করিল। যম কুবের বরুণ-প্রভৃতি সগণ ও সানুচর দেবগণ ও পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এবং যজ্ঞ ও দক্ষিণা সকল ধনঞ্জয়ের পক্ষ আশ্রয় করিলেন। প্রেত, পিশাচ, মাংসভোজী সমুদয় মৃগ ও বিহগগণ, রাক্ষস, জলজন্তু, শৃগাল ও কুক্কুর সকল কর্ণের পক্ষে রহিল।

হে মহারাজ! দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ এবং তুম্বুরুপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইলেন। মনীষী প্রাধেয় ও মৌনেয়-নামক গন্ধর্ব্বগণ, অপর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত কর্ণার্জ্জুনের সংগ্রাম-সন্দর্শনেচ্ছু হইয়া মেঘ ও বায়ু-বাহনে সমাগত হইলেন এবং বৃক চিত্রব্যাঘ্র রথ মাতঙ্গ ও পদাতি সকলও তথায় উপস্থিত হইল।

মহারাজ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, যক্ষ, পক্ষী ও ওষধি সকল এবং নানা রূপ বসন ও মাল্যধারী তপোনিষ্ঠ বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ ও স্বধাভোজী পিতৃগণ অন্তরীক্ষ-মণ্ডলে কোলাহল করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের সহিত দিব্য যানে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতিগণ-সমভিব্যাহারে সেই স্থানে সমাগত হইলেন। সেই মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থে সমাগত দেখিয়া স্বয়ং দেবরাজ কহিলেন "অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজিত করুন" আর সূর্য্য বলিলেন "কর্ণ অর্জ্জুনকে পরাস্ত করুন"। 'আমার পুত্র কর্ণ সমরে অর্জ্জুনকে নিহত করিয়া বিজয়ী হউন' আর 'আমার তনয় ধনঞ্জয় অদ্য কর্ণকে বিনষ্ট করিয়া বিজয় লাভ করুন' এক এক পক্ষাশ্রিত সেই পুরুষসিংহ সূর্য্য ও বাসবের উভয়ের এইরূপ বিবাদ উপস্থিত হইল। সেই দুই মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সমরোদ্যত দেখিয়া দেব ও অসুর-গণের মধ্যেও দুই পক্ষ হইল। মহানুভাব কর্ণ ও

ধনঞ্জয়কে একত্র সমাগত সন্দর্শনে দেবর্ষিগণ চারণ-গণ. দেবগণ ও সমুদয় ভূতবর্গ-সংবলিত লোকত্রয় কম্পিত হইতে লাগিল। রথযূথপতি কুরু-পাণ্ডব বীর-দ্বয়ের পক্ষভূত দেবগণ, পার্থ যে দিকে ছিলেন, সেই দিকে রহিলেন, আর কর্ণের দিকে দানবেরা রহিল। দেবতারা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিয়া সানুনয়-বচনে কহিলেন, হে দেব! এই নরসিংহ-দ্বয়ের সমান বিজয় হউক, কর্ণার্জ্জুনের বিবাদ-হেতু যেন সমুদয় জগৎ বিনষ্ট না হয়! হে স্বয়ম্ভো! আপনি এই বাক্য বলুন যে, ইহাঁদের বিজয় তুল্যরূপ হউক।

হে মতিশালিপ্রবর! তাহা শুনিয়া ইন্দ্র দেবেশ্বর পিতামহকে প্রণাম-পূর্ব্বক এই কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন, ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণার্জ্জুনের নিশ্চয় বিজয় হইবে; অতএব তাহা সেইরূপই হউক, আপনাকে নমস্কার, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন!

অনন্তর ব্রহ্মা ও মহেশ্বর দেবরাজকে এই কথা বলিলেন, ইন্দ্র! যিনি খাণ্ডব বনে হুতাশনের সন্তোষ-সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং স্বর্গে গিয়া তোমার সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই সব্যসাচী বিজয়েরই নিশ্চয় বিজয় হউক। কর্ণ দানব-পক্ষ, অতএব তাহার পরাজয় করাই কর্ত্তব্য; এরূপ করিলে দেব-গণের নিশ্চয় কার্য্যসিদ্ধি হয়। হে দেবেশ্বর! আপ-নার কার্য্য সকলেরই গুরুতর। মহাত্মা ধনঞ্জয় নিরত সত্যধর্ম্ম-নিরত; অতএব তাঁহার নিশ্চয়ই বিজয় হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। হে সহস্রনেত্র! যিনি মহাত্মা মহেশ্বরকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন এবং মনস্বী বলবান্ শৌর্য্য-সম্পন্ন কৃতাস্ত্র তপোধন জগৎ-প্রভু স্বয়ং বিষ্ণু যাঁহার সারথি হইয়াছেন, সেই বিজয়ের কি জন্য বিজয় না হইবে? যাঁহা হইতে এই দেব-কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে, সেই সর্ব্ব-[illegible] মহাত্মেরা। ধনঞ্জয়ও বিশেষরূপে ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিতেছেন। ইহাঁর [illegible] যে

দৈবও ইহাঁর ঐশ্বর্য্যের অতিক্রম করেন, অর্থাৎ ইহাঁর অভিপ্রেত-বিষয়ের অন্যথা করিতে পারেন না; অতএব ইহাঁকে অতিক্রম করিলে লোক-সক-লের নিশ্চয়ই বিনাশ হইতে পারে। কৃষ্ণদ্বয় কুপিত হইলে কোন ব্যক্তিই কোন স্থানে ইহাঁদের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না; যেহেতু সেই পুরুষ-প্রবরেরা সৎ ও অসৎ উভয় পদার্থেরই সৃষ্টি কর্ত্তা। ইহাঁরা পুরাতন ঋষিশ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ; কেহই ইহাঁ-দিগকে শাসন করিতে পারে না; এই ভয়-বিহীন শত্রুতাপন পুরুষেরাই সকলের শাসন কর্ত্তা।

কি দিব্য লোকে কি মনুষ্য লোকে, ইহাঁদিগের সমান কেহই নাই। দেবর্ষি ও চারণগণ-সহ লোক-ত্রয়, সমুদয় দেবগণ, সমুদয় ভূতগণ, অধিক কি, সমুদয় জগৎ অনুগত হইয়া ইহাঁদিগের প্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব এই পুরুষপ্রধান বীর শৌর্য্য-সম্পন্ন বৈকর্ত্তন কর্ণ শ্রেষ্ঠলোক সমস্ত প্রাপ্ত হউন, বিজয় কৃষ্ণদ্বয়েরই হউক। কর্ণ বসু-গণের অথবা দেবগণের সমান লোকে গমন করুন এবং দ্রোণ ও ভীষ্মের সহিত স্বর্গ-লোকে পূজিত হউন।

দেবদেব ব্রহ্মা ও ঈশান এই কথা বলিলে, সহস্র-লোচন পুরন্দর সমুদয় প্রাণিবর্গকে তাঁহাদিগের অনুশাসন বিজ্ঞাপন করত কহিলেন "ভগবান্ ব্রহ্মা ও মহেশ্বর জগতের হিতকারী যে কথা বলিলেন, তোমরা তাহা শ্রবণ করিলে; তাঁহারা যাহা কহি-লেন, তাহাই হইবে, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না; অতএব সকলে ক্ষোভ রহিত হইয়া অবস্থান কর।"

হে ভরতশ্রেষ্ঠ নৃপবর! সমুদয় প্রাণিগণ ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং সকলেই তাঁহাকে পূজা করিল। দেবতারা তৎকালে আ-কাশ হইতে নানা প্রকার সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করি-লেন এবং দেবতূর্য্য সকল নিনাদিত করিতে লাগি-

গণ। দেব দানব গন্ধর্ব্বগণ নরসিংহ অর্জ্জুনের ও কর্ণের অনুপম দ্বৈরথ যুদ্ধ সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া সকলেই অন্তরীক্ষে অবস্থিত রহিলেন।

হে মহারাজ! কর্ণ ও অর্জ্জুন প্রহৃষ্ট-চিত্তে যে রথ-যুগলে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের সেই দুইখানি রথই শ্বেতাশ্বযুক্ত, সজ্জিতকেতু ও মহাশব্দ-বিশিষ্ট ছিল। হে ভারত! সমাগত লোক-বীর সকল, বীর্য্য-সম্পন্ন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এবং শল্য ও কর্ণ, সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন শক্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী কর্ণ ও অর্জ্জুনের সেই ভীরুগণ-ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম হইল। বিশ্ববিলয়-কালে আকাশ-মণ্ডলে সমুদিত রাহু ও কেতুর ন্যায় তাঁহাদিগের রথস্থিত নির্ম্মল ধ্বজযুগল শোভা পাইতে লাগিল; কর্ণের হস্তিকক্ষ্যা-চিহ্নিতা আশীবিষ-সদৃশী শক্রশরাসন-সদৃশ-কান্তিমতী রত্নসার-ময়ী সুদৃঢ়া ধ্বজযষ্টি বিরাজিতা হইল এবং পার্থের ভয়ঙ্কর কপিবর বদন-ব্যাদান-পূর্ব্বক দন্তাবলি-দ্বারা যেন বিভীষিকা প্রদর্শন করত রবির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ হইয়া রহিল। গাণ্ডীবধারীর মহাবেগবান্ কপিধ্বজ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া স্বস্থান হইতে কর্ণের ধ্বজে উপস্থিত হইল এবং উৎপতিত হইয়া, গরুড় যেমন নখ ও দশনরাজি-দ্বারা পন্নগকে ক্ষত বিক্ষত করে, তদ্রূপ কর্ণের হস্তিকক্ষ্যা ধ্বজটিকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। পরে কর্ণের কিঙ্কিণী-জাল-সমলঙ্কৃতা কালপাশ-সদৃশী লৌহময়ী হস্তিকক্ষ্যাও অতিমাত্র কুপিতা হইয়া সেই কপিবরের অভিমুখে ধাবিতা হইল। কর্ণার্জ্জুনের দ্বৈরথ-যুদ্ধ-রূপ অতি ঘোর দ্যূতক্রীড়ার প্রারম্ভে ধ্বজদ্বয়ের এই প্রকার যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং হয়গণ হয়গণের প্রতি পরস্পর হ্রেষারব করিতে লাগিল। পুণ্ডরীকাক্ষ কেশব শল্যকে নয়নবাণে বিদ্ধ করিলেন, শল্যও পদ্মলোচনের প্রতি সেইরূপ নেত্রশর-নিক্ষেপ করিলেন; পরন্তু বাসুদেব নয়নসায়ক-দ্বারা মদ্র-রাজকে জয় করিলেন। কুন্তী-তনয় ধনঞ্জয়ও দৃষ্টি-দ্বারা কর্ণকে পরাস্ত করিলেন।

অনন্তর সূতপুত্র সস্মিত-বদনে শল্যকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "সখে! অদ্যকার সমরে অর্জ্জুন যদি কোনরূপে আমার প্রাণ-বিনাশ করে, তবে তুমি কি করিবে যথার্থ বল; যদি তুমি নিহত হও, তাহা হইলে আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় উভয়কেই বিনষ্ট করিব।" শল্য কহিলেন, অদ্য ধনঞ্জয় যদি সংগ্রামে তোমাকে বিনষ্ট করে, তাহা হইলে আমি এক রথে মাধব ও পাণ্ডব উভয়কেই নিহত করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুনও গোবিন্দকে ঐরূপ সম্ভাষণ করিলেন। পরন্তু কৃষ্ণ হাস্য করিয়া সেই পৃথা-তনয়কে এই কথা বলিলেন "ধনঞ্জয়! যদি দিবাকর স্বস্থান হইতে পতিত হন, যদি পৃথিবী বহুখণ্ডে বিদীর্ণা হয়, যদি অগ্নি শৈত্যগুণ ধারণ করে, তথাপি কর্ণ তোমাকে নিহত করিতে পারিবেন না। যদিও কোনরূপে এই প্রকার লোক-বিরুদ্ধ বিপরীত ঘটনার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে আমি বাহুযুগল-দ্বারাই সমরে কর্ণ ও শল্যের সংহার করিব।" কপিকেতন অর্জ্জুন অনায়াস-কারী কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য-বদনে তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে জনার্দ্দন গোবিন্দ! কর্ণ ও শল্য আমার পক্ষেই যথেষ্ট, অর্থাৎ আমিই উভয়কে নিপাতিত করিতে সমর্থ। তুমি দেখিবে, অদ্য সংগ্রামে আমি ধ্বজ, পতাকা, শল্য-সারথি, রথ, অশ্ব, ছত্র, কবচ, শক্তি, শর ও কার্ম্মুকের সহিত কর্ণকে শর-সমূহে বহুধা বিচ্ছিন্ন করিব। অরণ্য-মধ্যে মত্ত দন্তাবল যেমন বল-পূর্ব্বক পাদপ-দল দলন করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে অদ্য রথ, অশ্ব, শক্তি, কবচ ও আয়ুধের সহিত সংচূর্ণিত করিব। হে মাধব! অদ্য কর্ণ-কামিনীগণের বৈধব্য দশা সমুপস্থিত; তাহারা স্বপ্নে নিশ্চয়ই অনিষ্ট ঘটনা সকল সন্দর্শন করিয়াছে। তুমি কর্ণের ভার্য্যাদিগকে

অদ্যই বিধবা হইতে দেখিবে; যেহেতু ঐ অদীর্ঘদর্শী মূঢ় নরাধম পূর্ব্বে কৃষ্ণাকে সভায় উপনীতা দেখিয়া তখন আমাদিগকে উপহাস ও বারংবার তিরস্কার করত আমাদিগের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছে, তাহার নিমিত্তে আমার ক্রোধ নিবারিত হইতেছে না। হে গোবিন্দ! অদ্য তুমি দেখিবে, মত্তমাতঙ্গ যেমন পুষ্পিত মহীরুহকে উন্মথিত করে, আমি কর্ণকে সেইরূপ করিব। হে মধুসূদন! অদ্য কর্ণের নিপাত হইলে, "কৃষ্ণ! ভাগ্যক্রমে তুমি জয়যুক্ত হইলে" এই সুমধুর বচন সকল বহু কালের পর তোমার শ্রুতিগোচর হইবে। হে জনার্দ্দন! অদ্য তুমি অঋণী ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া অভিমন্যু-জননী ও পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীকে সান্ত্বনা করিবে। হে মাধব। অদ্য তুমি বাষ্পাকুলমুখী পাঞ্চালীকে এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও অমৃতকল্প বচনাবলি-দ্বারা পরিসান্ত্বিত করিবে।

কর্ণার্জ্জুন-দ্বৈরথ-যুদ্ধারম্ভে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, দেব অসুর সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব্ব অপ্সরা ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি নাগ সুপর্ণ ও রাক্ষসগণ-সমাশ্রিত সেই নভোমণ্ডল বিস্ময়কর-রূপে শোভা পাইতে লাগিল। সমুদয় মনুষ্যেরা দেখিল, গগণতল মনোহর নিনাদ-সমূহে নিনাদিত এবং বাদিত্র গীত স্তুতি হাস্য ও নৃত্যযুক্ত রহিয়াছে আর সেই আকাশস্থ দেবাদিগণ বিস্ময়-জনক রূপ প্রকাশ করিতেছেন। অনন্তর সমুদয় কুরু-পাণ্ডব-সৈন্যগণ প্রহৃষ্ট-চিত্তে বিবিধবাদ্য-ধ্বনি শঙ্খরব ধনুষ্টঙ্কার ও সিংহনাদ-দ্বারা বসুধামণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করত শব্দসহকারে শত্রু-সংহার করিতে লাগিল। তখন অশ্ব নর মাতঙ্গ রথ ও আয়ুধ-সমূহে সমাকুল এবং গদা অসি শক্তি ও খড়্গ-সমূহ সম্পাতে সুদুঃসহ অভীরুজন-সমাশ্রিত সমরস্থল ছত্তদেহ-নিকরে সমাকুল হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। পূর্ব্বকালে সুরাসুরগণের যেপ্রকার সংগ্রাম হইয়াছিল, কুরু-পাণ্ডব-সৈন্যগণের তদ্রূপ সুদারুণ যুদ্ধ হইল। অর্জ্জুনের ও কর্ণের সায়ক-সমূহ-দ্বারা অস্ত্রধারী দিগের সেইরূপ পরাভব প্রবৃত্ত হইলে, ঐ সুসমৃদ্ধ বীরদ্বয় পরস্পর শাণিত শর-নিকর-দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ও সৈন্য সকল সমাচ্ছাদিত করিলেন। অনন্তর শরান্ধকারে সমরস্থল আবৃত হইলে, ত্বদীয় ও পাণ্ডবীয় যোধগণ কিছুমাত্র জানিতে সমর্থ হইল না; সকলেই ভয়াতুর হইয়া, আকাশে প্রসারিত কিরণ-জাল যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ সেই প্রধান রথিদ্বয়কে আশ্রয় করিল। পরে সেই বীরদ্বয় পূর্ব্ব-পশ্চিম বায়ুর ন্যায় পরস্পর অস্ত্র-দ্বারা অস্ত্র নিঃসারিত করিয়া, নিবিড় অন্ধকার বিস্তীর্ণ হইলে দিবাকর ও নিশাকর উদিত হইয়া যেরূপ শোভা পান, তদ্রূপ অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন ত্বদীয় ও পরপক্ষীয় সৈন্যগণ "কেহই পলায়ন করিতে পাইবে না" এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বে সুরাসুরগণ যেমন ইন্দ্র ও শম্বরাসুরকে পরিবৃত করিয়াছিল, তদ্রূপ সেই মহারথ কর্ণার্জ্জুনকে সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। হে ভারত! সেই নরবরযুগল প্রচণ্ডমেঘসঞ্চার-কালীন শশাঙ্ক ও ভাস্করের ন্যায় মৃদঙ্গ ভেরী পণব ঢক্কা-প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খ-নিনাদে নিনাদিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। উভয়ে নিজ নিজ মহাশরাসনমণ্ডলের মধ্যগত থাকিয়া শররূপ-সহস্র-কিরণশালী, অতি তেজস্বী, চরাচর-সম্বলিত অখিল-জগন্মণ্ডল-দহনেচ্ছু, প্রলয়কালীন সূর্য্য-যুগলের ন্যায় সমরে দুঃসহ হইয়া উঠিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণার্জ্জুন উভয়েই অজেয়, উভয়েই শত্রুহন্তা, উভয়েই কৃতী এবং উভয়েই পরস্পর হননাকাঙ্ক্ষী; সুতরাং মহেন্দ্র ও জম্ভাসুরের ন্যায় উভয়ে মহারণে মিলিত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর সেই মহারথ মহাধনুর্দ্ধর-দ্বয় ভয়ঙ্কর শরনিকর ও মহাস্ত্র সমস্ত বিসর্জ্জন করত অশ্বরথ নরাশ্বমাতঙ্গ নিহত করিলেন এবং পর-

স্পার পরস্পরকেও আঘাত করিতে লাগিলেন। পরে কুরুপাণ্ডব-সমাশ্রিত সৈনিকেরা নরবর বীর-দ্বয়-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া, সিংহহত বন্যপশু-সমূহের ন্যায়, হয় হস্তী রথী ও পদাতিগণের সহিত পুনরায় দশ দিকে পলায়ন করিতে থাকিল।

অনন্তর দুর্য্যোধন, ভোজরাজ, শকুনি, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা, এই পঞ্চ মহারথ সমবেত হইয়া শরীর-নাশকর শরনিকর-দ্বারা অচ্যুত ও অর্জ্জুনকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় শরসমূহ-দ্বারা তাঁহাদিগের শরাসন, তূণ, অশ্ব, গজ, রথ ও সারথি সকলকে এককালে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, উক্ত মহারথগণকে ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং উৎকৃষ্টতর দ্বাদশ শরে সূতপুত্রকেও বিদ্ধ করিলেন। পরে বধোদ্যত একশত রথ ও একশত গজ এবং প্রধান প্রধান কাম্বোজদিগের সহিত শক তুখার ও যবন অশ্ববারগণ হননেচ্ছু হইয়া সত্বর অর্জ্জুনের প্রতি প্রধাবিত হইল। ধনঞ্জয় ধাবমান হইয়া ক্ষুরাস্ত্র-সমূহ-দ্বারা ঐ উত্তম-আয়ুধধারী যোধগণকে হস্ত-স্থিত শর-সমুদায়ের সহিত ছিন্ন ভিন্ন করত তাহা-দিগের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে তিনি সেই যুদ্ধ-কারী অশ্ববার, গজারোহী ও রথী শত্রুগণকে নিহত করিয়া ধরাতল-শায়ী করিলেন। অনন্তর আকাশ-মণ্ডলে দেবগণ হর্ষান্বিত হইয়া দেবতূর্য্য-নিনাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং উত্তম পুষ্পবৃষ্টি ও সুগন্ধি শুভগন্ধ সমস্ত পবন-প্রেরিত হইয়া পৃথ্বীতলে পতিত হইল। হে রাজন্! সমুদয় প্রাণিগণ দেব ও মনুষ্যাদিগের সাক্ষাতে নিষ্পন্ন সেই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু সমসংকল্প দুর্য্যোধন ও সূতনন্দন তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

অনন্তর অশ্বত্থামা করদ্বারা করনিষ্পীড়ন করত আপনকার তনয়কে সান্ত্বনা করত বলিলেন, দুর্য্যোধন! প্রসন্ন হও; পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর; বিরোধে প্রয়োজন নাই; যুদ্ধে ধিক্ থাকুক। দেখ মহাস্ত্রবেত্তা ব্রহ্মসদৃশ গুরু ও ভীষ্ম-প্রভৃতি নরবরেরা নিহত হইয়াছেন; আমি ও আমার মাতুল অবধ্য বলিয়াই জীবিত আছি; অতএব তুমি পাণ্ডবগণের সহিত চিরকাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিবারণ করিলে ধনঞ্জয় অবশ্যই শান্ত হইবেন; জনার্দ্দনেরও বিরোধ করিতে ইচ্ছা নাই; যুধিষ্ঠির ত সতত লোকের হিত-সাধনে রত; বৃকোদর ও নকুলসহদেবও তাঁহার বশবর্ত্তী। তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলে তোমার ইচ্ছাক্রমেই প্রজা সকল কল্যাণ লাভ করুক, অবশিষ্ট পার্থিবেরা নিজ নিজ নগরে গমন করুন এবং সৈন্যগণও শত্রুতা হইতে নিবৃত্ত হউক। হে নরাধিপ! যদি তুমি আমার কথা শ্রবণ না কর, তবে অবশ্যই সংগ্রামে শত্রুহত হইয়া পরিতাপ করিবে। জগতীস্থ সমস্ত লোকেই ইহা দেখিল এবং তুমিও প্রত্যক্ষ করিলে, যে, ভগবান্ ইন্দ্র কৃতান্ত বরুণ বা যক্ষরাজ যে কর্ম্ম করিতে পারেন না; কিরীটমালী অর্জ্জুন একাকী তাহা সম্পন্ন করিলেন। অপিচ ধনঞ্জয় গুণ-সমূহেও অতি মহান্; তিনি কদাচ আমার সমুদয় বাক্য অতিক্রম করিবেন না এবং নিয়ন্ত তোমার আনুগত্যও করিবেন; অতএব হে রাজন্! তুমি জগতের মঙ্গলার্থে প্রসন্ন হও! তুমি আমাকে সর্ব্বদা সম্মানিত করিয়াও থাক এবং তোমার সহিত আমার পরম সৌহৃদ্যও আছে, এই জন্যেই তোমাকে বলিতেছি; তুমি আমার প্রার্থনা রক্ষা কর, তাহা হইলে আমি কর্ণকেও নিবারিত করিব। হে বীর! বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ চতুর্ব্বিধ মিত্রের উল্লেখ করেন; সহজাত, সন্ধি ও ধন-দ্বারা উপার্জ্জিত এবং প্রতাপ বশত স্বয়ং উপনত; পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার সে সমস্তই আছে; পাণ্ডবেরা তোমার স্বাভাবিক বান্ধব; সম্প্রতি সন্ধি-দ্বারা তাহাদিগকে অধিকতর দৃঢ়রূপে প্রাপ্ত হও। হে নরেন্দ্রনাথ! তুমি প্রসন্ন হইলে যদি তাহারা মিত্রতা করে,

তাহা হইলে তুমিও অবশ্য সেইরূপ আচরণ কর।

রাজা দুর্য্যোধন সুহৃদের এই হিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ চিন্তার পর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুর্ম্মনা হইয়া বলিলেন, সখে! আপনি যেরূপ কহিলেন তাহা তদ্রূপই বটে; তথাপি আমি এক কথা বিজ্ঞাপন করিতেছি শ্রবণ করুন। ঐ দুর্ম্মতি বৃকোদর সহসা দুঃশাসনকে নিহত করিয়া যে কথা কহিয়াছে, তাহা আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে; আপনারও তাহা অগোচর নাই; তবে কি প্রকারে সন্ধি হইতে পারে? অপিচ প্রচণ্ড পবন যেমন মহাগিরি সুমেরুকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ অর্জ্জুন কখনই সমরে কর্ণের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। বিশেষত পাণ্ডবেরাও পূর্ব্বের বহুতর শত্রুতা চিন্তা করিয়া সহসা আমার প্রতি আশ্বাস করিবে না। হে অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন গুরুপুত্র! "তুমি সংগ্রাম হইতে বিরত হও" কর্ণকে এ কথা বলাও আপনার উচিত হয় না, যে হেতু অদ্য ধনঞ্জয় নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছে, কর্ণ অবশ্যই তাহাকে বল-পূর্ব্বক বিনষ্ট করিবেন।

মহারাজ! আপনকার পুত্র গুরুনন্দনকে এইরূপ কহিয়া এবং বারম্বার অনুনীত করিয়া স্বীয় সৈনিক সকলকে আদেশ করিলেন, তোমরা শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হও; উহাদিগকে নিহত কর; বাণ-হস্তে অনর্থক নিস্তব্ধ রহিয়াছ কেন?

দুর্য্যোধনের প্রতি অশ্বত্থামার উপদেশ-বাক্যে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর শঙ্খধ্বনি ও ভেরী-নিনাদ প্রবর্দ্ধিত হইলে, আপনকার পুত্রের কুমন্ত্রণায় সেই নরশ্রেষ্ঠ শ্বেতহয় সূতনন্দন ও অর্জ্জুন একত্র সম্মীলিত হইলেন। হিমাচল-সম্ভূত বিপুল-দন্ত মত্তমাতঙ্গ-দ্বয় যেমন জাতকামা করিণীর কারণ ধাবমান হয়, সেইরূপ প্রচণ্ড-বেগশালী বীরদ্বয় অধিরথ-তনয় ও ধনঞ্জয় সমরস্থলে সমাগত হইলেন। বলাহকের সহিত বলাহক এবং পর্ব্বতের সহিত পর্ব্বত যেমন যদৃচ্ছাক্রমে মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় ধনুঃশব্দ জ্যাতল-নিনাদ ও নেমি-নিঃস্বন-সহকারে শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে পরস্পর সন্নিহিত হইলেন। বিশালশৃঙ্গ, নানাবিধ বৃক্ষ লতা ও ওষধি-বিশিষ্ট, বহুতর গিরিচর-প্রাণিকুল-সমাকুল, সচল অচলদ্বয় যেমন পরস্পর আঘাত করে, সেইরূপ মহাবল-সম্পন্ন কর্ণার্জ্জুন মহাস্ত্র-নিকর-বর্ষণ-দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। পুরাকালে দেবরাজ ও বলির অন্যজন-সুদুঃসহ যে প্রকার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের সেই যুদ্ধও তদ্রূপ হইল। তাহাতে উভয়েরই শরীর সারথি ও বাহনগণ শরনিকরে ছিন্নভিন্ন হইল এবং কটুতর শোণিত-বারি বহিতে লাগিল। প্রভূত পদ্ম উৎপল মৎস্য ও কচ্ছপগণে সমাকীর্ণ, বিহগগণ-কূজনে নিনাদিত, প্রবল-পবনোদ্ধত অতি সন্নিহিত মহাহ্রদ-দ্বয়ের ন্যায় সেই প্রশস্ত-ধ্বজ-বিশিষ্ট রথদ্বয় সমাগত হইল। কর্ণ ও ধনঞ্জয় দুই মহারথই মহেন্দ্র-সম-বিক্রমশালী ও মহেন্দ্র-তুল্য; সুতরাং মহেন্দ্র-বজ্র-সদৃশ সায়ক-সমূহ-দ্বারা মহেন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সংগ্রামে অশ্ব গজ রথ ও পদাতি-সম্বলিত বিচিত্র কবচ বস্ত্র অলঙ্কার ও আয়ুধ-বিশিষ্ট উভয়-পক্ষীয় সৈন্য ও গগণতলস্থ দেবাদি প্রাণিগণ কম্পিত এবং বিস্ময়ে উন্নত-কায় হইলেন। মত্ত মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ কর্ণ যখন হননেচ্ছায় অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হন, তখন দর্শনার্থী মানবগণ হর্ষান্বিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং বস্ত্রে অঙ্গুলি দিয়া হস্তোত্তোলন করিল। তথায় সোমক-সৈন্যগণ চীৎকার করত অর্জ্জুনকে কহিল "অর্জ্জুন! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; সত্বর যাও; কর্ণকে বিদীর্ণ কর এবং উহার মস্তক ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের রাজ্য-লাভের আশা ছিন্ন করিয়া ফেল।" সেইরূপ তথায় আমাদিগের

অনেকানেক যোদ্ধারাও কর্ণকে বলিল, কর্ণ যাও যাও; সুতীক্ষ্ণ-সায়কাঘাতে অর্জ্জুনকে বিনষ্ট কর; পাণ্ডবেরা পুনরায় চিরকালের জন্যে বনপ্রস্থান করুক।

অনন্তর প্রথমত কর্ণ অর্জ্জুনকে দশসংখ্য মহাশরে বিদ্ধ করিলেন; অর্জ্জুনও বল-পূর্ব্বক শাণিতাগ্র দশ সায়ক-দ্বারা তাঁহারে কক্ষদেশে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সমরে পরস্পর ছিদ্র লাভেচ্ছু হইয়া তাঁহারা সুপুঙ্খ বিশিখাবলি-দ্বারা পরস্পর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন এবং হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করিতে থাকিলেন। অনন্তর উগ্রধন্বা ধনঞ্জয় বাহুদ্বয় ও গাণ্ডীব বিমার্জ্জন-পূর্ব্বক নারাচ নালীক ক্ষুরপ্র বরাহকর্ণ অঞ্জলিক অর্দ্ধচন্দ্র-প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্ররাশি নিক্ষিপ্ত করিলেন। হে রাজন্! অর্জ্জুনের সেই অস্ত্র সকল, দিবাবসানে পক্ষিগণ যেমন বাসার্থে বৃক্ষে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অধোমুখে কর্ণ-রথ-মধ্যে প্রবেশ করত শীঘ্র সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মহারাজ! বৈরিজেতা ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি ভ্রুকুটীকটাক্ষ-নিক্ষেপের সহিত যে সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তৎসমুদয় যেমন যেমন নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, অমনি সুতপুত্র নিজ সায়ক-সমূহ-দ্বারা গ্রাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহেন্দ্র-তনয় ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি শত্রুবিনাশী আগ্নেয় অস্ত্র মোচন করিলেন। উহার কলেবর ভূমি, অন্তরীক্ষ, দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যপথ ব্যাপ্ত করিয়া প্রদীপ্ত হইল; যোধগণের পরিধেয় বস্ত্র সমুদয় দগ্ধ হইতে থাকিলে তাহারা জ্বলিতাম্বর হইয়া তথায় অতিশয় ধাবমান হইতে লাগিল এবং বন-মধ্যে বেণু-সমূহ দগ্ধ হইতে থাকিলে যে প্রকার শব্দ হয়, তথায় তাদৃশ অতিভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই আগ্নেয়াস্ত্র সমরে সমুদ্যত হইল দেখিয়া প্রতাপবান্ সুতপুত্র তাহার নিবারণার্থে বারুণাস্ত্র বিসর্জ্জন করত তদ্দ্বারা বহ্নিবাধ নির্ব্বাণ করিলেন। অনন্তর বেগ-গামী মেঘ-সমূহ সলিলরাশি-দ্বারা সর্ব্বত্র পরিবারিত করিয়া শৈল-তুল্য-তট-বিশিষ্ট সমুদায় দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। সেই জলদ-কদম্ব-দ্বারা তথাবিধ প্রচণ্ড অগ্নিও অতিবেগে নির্ব্বাপিত হইল এবং দিগন্তর সকল ও নভোমণ্ডলও ব্যাপ্ত হইয়া রহিল। সেইরূপে মেঘমালা অন্ধকার-দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিল, সুতরাং কিছুই আর দৃষ্টিগোচর রহিল না। অনন্তর সেই শত্রুগণের অধর্ষণীয় ধনঞ্জয় বায়ব্যাস্ত্র-দ্বারা কর্ণের সেই সমস্ত অস্ত্র অপনীত করিলেন; পরে গাণ্ডীব, জ্যা ও বিশিখ সকল অনুমন্ত্রিত করিয়া দেবরাজের অতিপ্রিয়তর বজ্রপ্রতিম-প্রভাবশালী অপর এক অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তাহাতে গাণ্ডীব হইতে বজ্র-সমান-বেগযুক্ত সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অঞ্জলিক অর্দ্ধ-চন্দ্র নালীক নারাচ বরাহকর্ণ-প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই গৃধ্রপত্র-নির্ম্মিত-পুঙ্খবিশিষ্ট সুতেজন সুতীক্ষ্ণ সুবেগ মহা-প্রভাব অস্ত্র-সমুদয় কর্ণের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে, তুরঙ্গগণে, শরাসনে, যুগচক্রে এবং ধ্বজোপরি নিপতিত হইয়া তৎসমুদয় ভেদ-পূর্ব্বক গরুড়-ভীত ভুজগগণের ন্যায় ভূমি-মধ্যে প্রবেশ করিল। মহারথ মহাত্মা কর্ণ তখন শর-নিকরে পরিব্যাপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ, রক্তাক্ত-কলেবর ও রোষবিঘূর্ণিত-নেত্র হইয়া কোপভরে সমুদ্র-সম-গম্ভীর-শব্দ-সমন্বিত সুদৃঢ়-জ্যা-যুক্ত শরাসন আনত করিয়া অর্জ্জুনের বিমুক্ত মহেন্দ্রশস্ত্র-প্রভৃতি বাণ-সমূহ ছেদন-পূর্ব্বক ভার্গবাস্ত্র প্রকাশিত করিলেন। পরে তিনি নিজাস্ত্র-দ্বারা তদীয় অস্ত্র নিহত করিয়া মহাবিমর্দ্দ-বিশিষ্ট সংগ্রামে পরশুরামের অস্ত্র-প্রভাবে বহু-সংখ্য রথ, মাতঙ্গ ও পদাতি বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। মহাবলশালী নরবীর সুত-তনয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি উপহাস-পূর্ব্বক সমরে সুবিমুক্ত সায়ক-সমূহ-দ্বারা পাঞ্চালদিগের প্রধান প্রধান যোধগণকেও বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর সেই পাঞ্চাল ও সোমক-সৈন্য সকল সমরে কর্ণ-কর্ত্তৃক

শরনিকরে নিপীড়িত, সুতরাং রোষাবিষ্ট ও একত্র সমবেত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ বাণ-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। সুতপুত্র বহুবিধ বাণ-দ্বারা পাঞ্চালগণের সেই সেই শর সমস্ত শীঘ্র ছিন্ন করিয়া সংগ্রামে তাহাদিগের অশ্ব রথ ও মাতঙ্গ-সমূহ বল-পূর্ব্বক বিক্ষোভিত করত সায়ক-সমুদায়ে নিতান্ত পীড়িত করিলেন। তাহারা, মহাবল মাতঙ্গ সকল যেমন ক্রোধান্বিত ভীষণ বলশালী সিংহ-কর্ত্তৃক বিদারিত হইয়া নিপতিত হয়, সেইরূপ কর্ণ-সায়ক-সমুদায়ে বিদীর্ণ-দেহ ও গতপ্রাণ হইয়া শব্দ করিতে করিতে ভূমিতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! অনন্তর বীরবর কর্ণ পাঞ্চালগণের স্পর্দ্ধাকারী বলশালী উৎকৃষ্ট যোধ-প্রধানগণকে সম্যক্‌রূপে নিহত করিয়া, জলদাবলি যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ শরনিকর বিসর্জ্জন করত বিরাজ করিতে লাগিলেন। হে কৌরবেন্দ্র! ত্বদীয় সৈন্যগণ কর্ণের জয় হইল মনে করিয়া তলাঘাত ও সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং সকলেই স্থির করিল, কর্ণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে বশবর্ত্তী করিয়াছেন।

অনন্তর অমর্ষান্বিত পবন-তনয় ভীমসেন মহারথ কর্ণের সেই শত্রুগণ-অসহনীয় তাদৃশ বীর্য্য অবলোকন করিয়া এবং সংগ্রাম-মধ্যে তৎকর্ত্তৃক ধনঞ্জয়ের সেই অস্ত্র নিহত হইল দেখিয়া ক্রোধপ্রদীপ্ত-নয়নে পাণি-দ্বারা পাণি-নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন এবং অসহিষ্ণু ও জাতক্রোধ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে বলিলেন, অর্জ্জুন! এই ধর্ম্ম-বিহীন পাপাত্মা সুতপুত্র অদ্য সমরে তোমার সমক্ষে কি প্রকারে পাঞ্চালদিগের বহুসংখ্য প্রধান যোধগণকে বল-পূর্ব্বক নিহত করিল? হে কিরীটিন্! পূর্ব্বে দেবতারা তোমাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই; তুমি কালকেয়দিগের সঙ্গে মহাসংগ্রাম এবং সাক্ষাৎ শশাঙ্কশেখরের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলে; সম্প্রতি সুতপুত্র তোমারে অগ্রে কি প্রকারে দশসংখ্য সায়কে বিদ্ধ করিল? হে সব্যসাচিন্! এই ভয়শূন্য দুরাত্মা সুত-তনয় অদ্য যে তোমার নিক্ষিপ্ত বাণ-সমূহ গ্রাস করিল, ইহা আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তুমি কৃষ্ণার সেই নিদারুণ ক্লেশ সমস্ত স্মরণ কর এবং কর্ণ যে আমাদিগকে ‘ ষণ্ডতিল ’ এইরূপ অস্থিভেদী অমনোজ্ঞ সুতীক্ষ্ণ বাক্য সকল বলিয়াছিল, তাহাও মনে কর এবং তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া এই সংগ্রামে অদ্য পাপাত্মা কর্ণকে শীঘ্র নিহত করিয়া ফেল। হে কিরীটিন্! তুমি কি জন্য উপেক্ষা করিতেছ? অদ্য এস্থানে এ উপেক্ষা করিবার সময় নহে; তুমি পূর্ব্বে যে ধৈর্য্যগুণ-দ্বারা খাণ্ডববনে হুতাশনকে আহার প্রদান করত সমস্ত প্রাণিবর্গ পরাজয় করিয়াছিলে; সম্প্রতি সেই ধৈর্য্যগুণে সুত-পুত্রকে বিনষ্ট কর; আমিও উহাকে গদাঘাতে চূর্ণিত করিব।

অনন্তর বাসুদেবও রথবাণ-সমস্ত প্রতিহত হইতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, অহে কিরীটিন্! অদ্য কর্ণ অস্ত্র-নিচয়-দ্বারা তোমার অস্ত্র যে সর্ব্বথা প্রতিহত করিতেছেন, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার? অহে বীর! তুমি কি মুগ্ধ হইতেছ? কৌরবগণ যে প্রফুল্ল-চিত্তে নিনাদ করিতেছে, তাহা কি অবধান করিতেছ না? কৌরবেরা সকলেই কর্ণকে পুরস্কৃত করিয়া জানিতেছে, তদীয় অস্ত্র-নিচয়-দ্বারা তোমার অস্ত্র নিপাতিত হইতেছে। তুমি যে ধৈর্য্য-সহকারে যুগে যুগে দৈত্যদানবগণের অস্ত্র নিহত করিয়াছ এবং ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও দম্ভোদ্ভব অসুরগণকে সমরে নিপাতিত করিয়াছ, অদ্য সেই ধৈর্য্যগুণে কর্ণকে বিনষ্ট কর। ইন্দ্র যেমন বজ্র-দ্বারা প্রবল শত্রু নমুচির মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্য তুমি আমার প্রদত্ত এই ক্ষুরনেমি-সমন্বিত সুদর্শন চক্র-দ্বারা শত্রু সুত-তনয়ের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেল। হে বীর ধনঞ্জয়! তুমি যাদৃশ ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক কিরাতরূপী মহাত্মা ভগবান্ মহাদেবকে পরিতোষিত করিয়াছিলে, পুনরায় তাদৃশ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া

সব্যাব্দ্ব সূতনন্দনকে নিহত কর; পরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে পত্তন ও গ্রাম-সমূহ-সমাকীর্ণা সাগর-মেখলা নিহত-শত্রু-সমূহা সুসমৃদ্ধা বসুন্ধরা সম্প্রদান করিয়া অতুল্য যশোলাভ কর।

অতিবলশালী মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া সূতপুত্রের বধার্থে স্থির নিশ্চয় করিলেন। ভীম ও জনার্দ্দন-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি আত্ম-স্মরণ ও সমুদয় পর্য্যাবেক্ষণ-পূর্ব্বক সংসারে আপনার আগমনের প্রয়োজন জানিয়া কেশবকে এই কথা বলিলেন "আমি লোক সকলের মঙ্গলার্থে সূত-তনয়ের বিনাশ নিমিত্ত উগ্রতর মহাস্ত্র প্রকাশিত করি; অতএব আপনি, দেবগণ, ব্রহ্মা, মহাদেব এবং সমুদয় বেদজ্ঞ পুরুষেরা আমারে অনুমতি প্রদান করুন।" সেই অমিতাত্মা সব্যসাচী কেশবকে এই কথা বলিবার পর ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া, যাহা মানস দ্বারা যোজনীয়, সেই উত্তম অসহ্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রকাশিত করিলেন। পরন্তু মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণ শর-নিকর বিসর্জ্জন-দ্বারা তাঁহার সেই মহাস্ত্র বিহত করিয়া বিরাজিত হইলেন।

অনন্তর অমর্ষান্বিত বলবান্ ভীমসেন সংগ্রাম-মধ্যে কর্ণ-কর্ত্তৃক সেইরূপে কিরীটীর পরমাস্ত্র বিহত হইল দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে বলিলেন "সমস্ত লোকেই তোমারে যে সেই ব্রহ্মদৈবত মানস-সংযোজনীয় সর্ব্বোত্তম মহাস্ত্রবেত্তা বলিয়া থাকে; অতএব হে সব্যসাচিন্! তুমি অন্য অস্ত্র যোজিত কর"। প্রভূততেজা সব্যসাচী এইরূপ কথিত হইয়া অন্য অস্ত্র যোজনা করিলেন; পরে গাণ্ডীবমুক্ত প্রচণ্ড-ভুজগগণ-সদৃশ দিবাকর-করতুল্য প্রদীপ্ত সায়ক-সমূহে সমুদয় দিক্ ও দিগন্তর সমাবৃত করিয়া ফেলিলেন। ভরত-প্রবর অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক বিমুক্ত প্রলয়কালীন বহ্নি ও প্রভাকর-কর-সদৃশ প্রভান্বিত শতশত সহস্র সহস্র সুবর্ণপুঙ্খ বাণ-সমস্ত ক্ষণকাল-মধ্যে কর্ণের রথ আচ্ছাদিত করিল এবং তৎসমুদায় হইতে শূল পরশু চক্র নারাচ-প্রভৃতি ঘোরতর শত শত অস্ত্র নির্গত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত অস্ত্রাঘাতে চতুর্দ্দিকৃস্থ যোধগণ নিহত হইতে থাকিল। সমর-মধ্যে কোন যোদ্ধা শত্রুর মস্তক ছিন্ন হইয়া শরীর হইতে পতিত হইল; অন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে নিপতিত দেখিয়া ভয়ে প্রনষ্ট হইয়া শীঘ্র ভূমিশয্যায় শয়ন করিল। অন্য কোন যোদ্ধার করিকর-সদৃশ অসিযুক্ত বাহু বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং অপরের চর্ম্মসহ বামহস্ত ক্ষুরপ্র-দ্বারা নিকৃত্ত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! কিরীটমালী ধনঞ্জয় এইরূপে শরীরান্তকর ঘোরতর শরনিকর-দ্বারা সমুদয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা দিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের সৈন্য প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িল।

এদিকে সূর্য্যনন্দন কর্ণও অর্জ্জুনের ন্যায় সমর-মধ্যে সহস্র সহস্র বাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎসমুদায় মেঘমুক্ত বারিধারার ন্যায় শব্দ করিতে করিতে পাণ্ডবাভিমুখে প্রধাবিত হইতে থাকিল। সেই ভীষণ-বলশালী কর্ণ ভীমসেন, জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনকে তিন তিন শরে অভিহত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন। কিরীটমালী পৃথাতনয় ধনঞ্জয় কর্ণ-শরে স্বয়ং অভিহত হইয়া এবং ভীমসেন ও জনার্দ্দনকেও তথাবিধ সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত ক্রোধভরে পুনরায় অষ্টাদশ শর নিক্ষিপ্ত করিলেন। তন্মধ্যে এক শরে সুষেণকে, চারি শরে শল্যকে ও তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া তিনি সুবিমুক্ত অপর দশ শরে কাঞ্চনবর্ম্মধারী সভাপতিকে নিহত করিলেন। সেই রাজপুত্র নিপীড়িত, নিহত, বিগত-মস্তক, বাহু-বিহীন, অশ্ব-সারথি-বিবর্জ্জিত, শরাসন-শূন্য ও কেতু-বিরহিত হইয়া পরশুবিচ্ছিন্ন শালবৃক্ষের ন্যায় রথাগ্র হইতে পতিত হইলেন। ধনঞ্জয় পুনর্ব্বার কর্ণকে তিন, আট, দুই, চারি ও দশ বাণে উপর্য্যুপরি বিদ্ধ করিয়া আয়ুধধারী আরোহী যোধদিগের সহিত চারি শত মাতঙ্গ

সংহার-পূর্ব্বক আট শত রথ, সাদি-সহ এক সহস্র অশ্ব ও আট সহস্র বীর্য্যশালী পদাতি নিহত করিলেন এবং অশ্ব রথ ধ্বজ ও সারথির সহিত কর্ণকে বেগগামী বাণ-সমূহে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কৌরবগণ ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া চীৎকার করত চতুর্দ্দিক্ হইতে কর্ণকে বলিতে লাগিল "তুমি বাণরাজি বিসর্জ্জন কর; পাণ্ডুপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া ফেল, নচেৎ ও ব্যক্তি বাণ-সমূহে সমুদয় কৌরব-সৈন্য সংহার করিবে"। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কর্ণ সর্ব্বপ্রযত্ন-সহকারে বারম্বার বহুসংখ্য বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। সেই মর্ম্মচ্ছেদী শোণিতপায়ী সুবিমুক্ত সায়ক-সমস্ত পাণ্ডু ও পাঞ্চালগণকে নিহত করিতে লাগিল। সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধরপ্রবর সকল-শত্রুকুল-সহন-সমর্থ মহাবল-সম্পন্ন প্রচণ্ডমূর্ত্তি অস্ত্রকোবিদ বীর-দ্বয় মহাস্ত্র-নিচয়-দ্বারা শত্রুসৈন্য সংক্ষয় ও পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুবর্ণবর্ম্মধারী রাজা যুধিষ্ঠির সৌহৃদ্যপূর্ণ প্রধানতম চিকিৎসকগণের মন্ত্রৌষধি-দ্বারা বিশল্য ও নীরোগ হইয়া কর্ণার্জ্জুনের সংগ্রাম সন্দর্শনার্থে সত্বর সমরস্থলে সমাগত হইলেন। সমুদয় প্রাণিগণ রাহুকবল-বিমুক্ত বিমল পূর্ণ শশধরকে সমুদিত দেখিয়া যেরূপ আনন্দিত হয়, সেই রণক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজকে উপাগত দেখিয়া হর্ষভরে সেইরূপ আনন্দিত হইল। এদিকে গগনতলস্থ ও ভূতলস্থ লোকেরাও প্রধানতম শত্রুঘাতী শূরবর কর্ণ ও অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া তদ্দর্শনাভিলাষে নিজ নিজ বাহনগণকে নিয়মিত করিয়া অবস্থিত রহিলেন। হে রাজন্! সেই প্রকারে উৎকৃষ্ট শরনিকরে পরস্পর প্রহারকারী কর্ণার্জ্জুনের শরাসন-মৌর্ব্বী ও তলসন্নিপাতবিশিষ্ট যথারীতি বাণ-বিসর্জ্জনে সুশোভিত সেই যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর অর্জ্জুনের কার্ম্মুকমৌর্ব্বী অতিশয় আকর্ষিত হওয়ায় ঘোর শব্দসহকারে সহসা স্বয়ং ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেই সময়ে সূতপুত্রও পৃথাতনয়কে এক শত বিহগপক্ষপুঙ্খান্বিত ক্ষুদ্রক-দ্বারা আকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন; পরে নির্ম্মোক-শূন্য-সর্প-সদৃশ তৈলমার্জ্জিত ষষ্টিসংখ্য সুতীক্ষ্ণ সায়ক-দ্বারা বাসুদেবকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তৎকালে সোমক-সৈনিকেরাও সেই স্থানে প্রধাবিত হইয়া আইল। মেঘ সকল যেমন আকাশ-মণ্ডলস্থ সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাহারা নিশিত বিশিখপুঞ্জ-দ্বারা কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। পরন্তু কৃতাস্ত্র সূতপুত্র সেই আগমনকারী সৈন্যগণকে বহুসংখ্য বাণজালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন এবং সেই সমস্ত অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগের সমুদয় অস্ত্র বিহত করিয়া অশ্ব রথ ও মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিলেন। হে মহারাজ! সূতনন্দন সেইরূপে প্রধান প্রধান সৈন্য সকলকে মার্গণগণ-দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী কুক্কুর-দল যেমন ভীষণবলান্বিত রোষাবিষ্ট সিংহ-কর্ত্তৃক ছিন্নকায় হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ তাহারা কর্ণ-শরসমূহে বিদীর্ণদেহ ও গতপ্রাণ হইয়া শব্দ করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের সেই অবসরে বলিষ্ঠ প্রধান প্রধান পাঞ্চাল ও অন্যান্য সৈন্যগণ কর্ণের উত্তম-রূপে নিক্ষিপ্ত বাণনিচয়ে বল-পূর্ব্বক নিহত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে থাকিল। তৎকালে ত্বদীয় সৈন্যগণ আপন পক্ষের বিপুল বিজয় হইল ভাবিয়া তলাঘাত ও সিংহনাদ করিতে লাগিল; যেহেতু তাহারা সকলেই মনে করিল, কর্ণ সেই কৃষ্ণার্জ্জুনকে সমরে বশবর্ত্তী করিয়াছেন।

অনন্তর কিরীটধারী ধনঞ্জয় শর-নিকরে ক্ষত বিক্ষত হইলেও অতিমাত্র কোপ-পরবশ হইয়া ধনুর্জ্যা অবনমন-পূর্ব্বক অবিলম্বে কর্ণের নিক্ষিপ্ত সায়ক-সমূহ বিহত করিয়া সোমকদিগকে রণস্থলে প্রত্যানয়ন করিলেন। পরে তিনি জ্যামার্জ্জন ও তলত্রাঘাত করিয়া ক্ষণকাল-মধ্যে বাণে বাণে অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণকে শল্যকে ও

সমুদয় কৌরব-সৈন্যগণকে শর-নিকরে যুগপৎ বিদ্ধ করিলেন। বেগগামী অস্ত্র-দ্বারা অন্তরীক্ষ-মণ্ডল অন্ধকারময় হইলে তথায় পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতে অসমর্থ হইল। তৎকালে সুগন্ধি দিব্য বায়ু আকাশস্থ প্রাণিগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বহন করিতে লাগিল। অনন্তর ধনঞ্জয় হাস্য করিতে করিতে দশ শরে শল্যকে বর্ম্মদেশে বিদ্ধ করিলেন; পরে সুনিক্ষিপ্ত দ্বাদশ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ পার্থের শরাসন হইতে বেগে নিক্ষিপ্ত প্রচণ্ড-বেগান্বিত বাণ-নিবহে দৃঢ়রূপে আহত, বিভিন্ন-গাত্র ও রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া, প্রচণ্ড-মুহূর্ত্তে শ্মশান-মধ্যে ক্রীড়ানিরত বিস্তৃতায়ুধ রুধিরার্দ্রগাত্র রুদ্রের ন্যায় বিরাজিত হইলেন। অনন্তর অধিরথ-তনয় সেই দেবরাজ-তুল্য ধনঞ্জয়কে শরত্রয়ে বিভিন্ন করিয়া কৃষ্ণের বধাকাঙ্ক্ষায় প্রদীপ্ত সর্প-সদৃশ পঞ্চ বাণ প্রেরণ করিলেন। সেই সুবর্ণ-বিচিত্রিত উত্তম-বেগান্বিত সাধু-নিক্ষিপ্ত সায়ক সকল পুরুষোত্তমের বর্ম্মভেদ করিয়া পতিত হইল, বেগে ভূগর্ত্ত-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং পাতাল-গঙ্গায় স্নান করিয়া কর্ণাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। তখন ধনঞ্জয় সুবিমুক্ত দশ ভল্ল দ্বারা সেই পঞ্চ বাণের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের সহায়ভূত সেই বিশাল সর্প-সায়ক-সমস্ত ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর কিরীটমালী কর্ণ-ভুজ-বিমুক্ত সর্প-শরাঘাতে কৃষ্ণকে নিপীড়িতাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে, শুষ্কতৃণ-দহনকারী হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আকর্ণপূর্ণ-সন্ধানে নিক্ষিপ্ত অতিপ্রদীপ্ত শরীরান্তকর শরনিকর-দ্বারা কর্ণের মর্ম্মস্থল সকল বিদ্ধ করিলেন। অতিমাত্র ধৈর্য্যশালী অধিরথ-তনয় বেদনায় বিচলিত হইয়াও ধৈর্য্যপ্রযুক্ত স্থির হইয়া রহিলেন। মহারাজ! ধনঞ্জয় কুপিত হইলে পর তদীয় শর-নিচয়-দ্বারা দিক্ বিদিক্ সকল, সূর্য্যকিরণ ও কর্ণের রথ, তুষার ও নীহারে আচ্ছন্ন গগণমণ্ডলের ন্যায়, অদৃশ্য হইয়া পড়িল। হে রাজন্! সেই কুরুগণপ্রবর বীরপ্রধান সব্যসাচী সমরে সমস্ত চক্ররক্ষ, পাদরক্ষ, পৃষ্ঠরক্ষ ও অগ্রগামী সৈনিকদিগকে এবং দুর্য্যোধনের প্রীতিপাত্র সারভূত সমুদ্ধত দুই সহস্র বরিষ্ঠ কুরুপ্রবীর রথিগণকে অশ্ব, রথ ও সারথি-সমুদায়ের সহিত ক্ষণকাল-মধ্যে সংহার-দশায় উপনীত করিলেন। অনন্তর আপনকার পুত্র সকল ও অবশিষ্ট কৌরবগণ কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া এবং শর-বিক্ষতগাত্র, অনবরত বিলাপকারী, আহত পুত্র ও পিতৃগণকে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত রাখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। হে ভারত! মহাবীর কর্ণ ভয়পলায়িত-কৌরব-সৈন্য-বিহীন হইয়া সর্ব্বত্র দিঙ্মণ্ডল শূন্য দেখিয়াও তথায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, বরং অর্জ্জুনের প্রতিকূলে ধাবমান হইলেন।

কর্ণার্জ্জুন-যুদ্ধে একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর সেই পলায়িত ছিন্নভিন্ন-সৈন্য কৌরবেরা শরপাত-মাত্র প্রদেশে অবস্থিত হইয়া দেখিল, সৌদামিনী-সদৃশ-প্রভান্বিত অর্জ্জুনাস্ত্র সর্ব্বদিকে প্রেরিত হইতেছে। কর্ণ ভয়ঙ্কর শর-নিকর-দ্বারা মহাসমরে ক্রোধান্বিত অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক তাঁহার বধার্থে অতিবেগে নিক্ষিপ্ত সেই আকাশ-গত অস্ত্র গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুন উদ্ধত হইয়া সুবর্ণপুঙ্খ বিশিখপুঞ্জ-দ্বারা সংগ্রামে কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে থাকিলে, রাধা-তনয় তাঁহার প্রতি লক্ষ করিয়া অতিঘোর-শব্দান্বিত সুদৃঢ়-মৌর্ব্বী-বিশিষ্ট শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক সায়ক-সমূহ বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি পরশুরাম-সমীপে উপার্জ্জিত, মহাপ্রভাব সমন্বিত, অথর্ব্ব-মন্ত্রপূত, অরিবিনাশন অস্ত্র-দ্বারা অর্জ্জুনের সেই অস্ত্র বিহত করিয়া ফেলিলেন এবং কুরুসৈন্য-দহনকারী অর্জ্জুনকেও নিশিত বাণ-নিচয়ে আহত করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর

মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয়ের দন্তাঘাত-দ্বারা পরস্পর যেরূপ সংগ্রাম হয়, পরস্পর সন্নিহিত অর্জ্জুন ও কর্ণের তথায় বাণ-নিচয়-দ্বারা সেইরূপ সুমহান্ সংগ্রাম হইল। পরে কর্ণ ও ধনঞ্জয় শরজাল-বর্ষণে গগণতল অবকাশ-শূন্য করিলে, দিঙ্মণ্ডল অস্ত্র-সমূহে সমাবৃত হইল এবং তৎকালে সূর্য্যও তথায় অদৃশ্য হইলেন। সেই তুমুল-বাণান্ধকারে সমুদয় কৌরব ও সোমকেরা দেখিল, আকাশমণ্ডলে বাণময় সুমহান্ জাল বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; তৎকালে কেবল অস্ত্র ভিন্ন তাহারা তথায় আর কিছুই পতিত হইতে দেখিতে পাইল না।

হে মহারাজ! সেই ধনুর্দ্ধরগণের প্রধানতম কৃতাস্ত্র বীরদ্বয় নিরন্তর অনেকানেক বাণ সন্ধান ও নিক্ষেপ করত বিবিধ বিচিত্র যুদ্ধপ্রণালী প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সমরস্থলে এইরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত বীরদ্বয়ের মধ্যে কখন সূত-তনয়, কখন বা কিরীটধারী ধনঞ্জয় বীর্য্য, অস্ত্র-সম্পত্তি, বল ও লঘুহস্ততায় প্রধান হইতে থাকিলেন। তৎকালে রণক্ষেত্রে পরস্পর ছিদ্রান্বেষী কর্ণার্জ্জুনের সেই দুর্বিষহ ঘোরতর সমর অবলোকন করিয়া অপর যোধগণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। হে নরেন্দ্র! অনন্তর অম্বরস্থিত ভূরি ভূরি প্রাণিগণ হর্ষান্বিত হইয়া সেই কর্ণ ও পার্থকে প্রশংসা করিতে লাগিল এবং প্রীতি-সহকারে তাঁহাদিগকে "সাধু কর্ণ! সাধু ধনঞ্জয়!" এই কথা বলিতে থাকিল। সেই সংগ্রামে তখন রথাশ্ব মাতঙ্গগণের অভিঘাতে ভূতল দলিত হইলে পর, পাতাল-তল-শায়ী অশ্বসেন-নামা যে নাগ খাণ্ডবদাহকালে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া অর্জ্জুনের শত্রুতাচরণে কোপ-বশত বসুধাতলে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই নাগ-বীর সংপ্রতি কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ দেখিয়া জননীর বধ ও অর্জ্জুন-কৃত শত্রুতা স্মরণ করত সম্মুখে সমুত্থিত, ঊর্দ্ধগতি ও বেগে ঊর্দ্ধে প্রস্থিত হইয়া 'এই দুরাত্মা অর্জ্জুনের প্রতি বৈর-নির্য্যাতন করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়' এইরূপ চিন্তা করিয়া শর-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে সূত-নন্দনের তূণ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর কর্ণার্জ্জুন শর-সমূহ বর্ষণে অম্বরতল অবকাশ-শূন্য করিলেন; তৎকালে তথায় যেন একখানি বিস্তৃত-কিরণ-বিশিষ্ট অস্ত্র-নিচয়-সমাকুল জাল হইয়া উঠিল। সমুদয় কৌরব ও সোমকেরা সেই বাণময় মহাজাল-মাত্র সন্দর্শনে ত্রাসান্বিত হইল; অতিমাত্র তুমুল বাণান্ধকারে কেবল অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই পতিত হইতে দেখিল না। অনন্তর সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধর-প্রধানতম পুরুষশার্দ্দূল বীরদ্বয় রণক্ষেত্রে যুদ্ধশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া, গগণতলস্থ দিব্যমূর্ত্তি অপ্সরোগণ চামর হস্তে লইয়া তাহার সঞ্চালন-দ্বারা তাঁহাদিগকে ব্যজন ও চন্দন-রস সেচন করিতে লাগিল এবং শক্র ও সূর্য্যের করকমল-দ্বারা উভয়ের ঘর্ম্ম-পরিপ্লুত মুখমণ্ডল মার্জ্জিত হইল। পরে বীরবর কর্ণ যখন অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিলেন না, প্রত্যুত তদীয় শরজালে অভিতপ্ত ও ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইলেন, তখন সেই একতূণশায়ী সর্পমুখ বাণ সন্ধানের সংকল্প করিলেন। অনন্তর তিনি ধনঞ্জয়ের নিমিত্তে চিরকাল অতিযত্নে যাহা রক্ষা করিয়াছিলেন, সংপ্রতি তাঁহার মস্তকহরণেচ্ছু হইয়া কর্ণমূল পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক সেই শত্রু-নাশন, সমর-ভীষণ, সুতীক্ষ্ণ, প্রজ্বলিত, সুমার্জ্জিত, সতত পূজিত, চন্দনচূর্ণ-চর্চ্চিত, মহাপ্রভান্বিত, সুবর্ণ-তূণস্থিত, ঐরাবতবংশ-সম্ভূত, প্রদীপ্ত সর্পমুখ সায়ক অতিকোপাবিষ্ট অর্জ্জুনের অভিমুখে সন্ধান করিলেন। তাহাতে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইল এবং ঘোরতর উল্কা সমস্ত ও বজ্রপাত হইতে লাগিল। সেই নাগবাণ শরাসনে নিযোজিত হইলে, ইন্দ্রাদি লোকপাল সকল হাহাকার করিতে লাগিলেন; নাগ অশ্বসেন যে যোগবলে শর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা আর সূতপুত্র জানিতে পারেন নাই।

অনন্তর মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য সূতনন্দনকে শর-

সন্ধান করিতে দেখিয়া বলিলেন “ কর্ণ ! এই বাণ অর্জ্জুনের গ্রীবা প্রাপ্ত হইবে না ; অতএব বিলক্ষণ বিবেচনা-পূর্ব্বক এই শিরোহর শর সন্ধান কর।” মদ্রাধিপের এই কথায় তরস্বী সূত-তনয় ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে তাঁহারে কহিলেন “শল্য ! কর্ণ কখন দুইবার শর সন্ধান করে না;—মাদৃশ যোদ্ধারা কদাপি কপট-যুদ্ধ করে না।” হে রাজন্ ! এই রূপ কহিয়া তিনি বিজয়ার্থে সমুদ্যত হইয়া, প্রযত্ন-পূর্ব্বক বহুবৎসর পর্য্যন্ত যাহার পূজা করিয়াছিলেন, সেই দুর্জ্জয় শর সত্বর পরিত্যাগ করিলেন এবং “ ধনঞ্জয় ! তুমি হত হইলে,” এই কথা বলিলেন। সেই সূর্য্যাগ্নি-সদৃশ-প্রভান্বিত, অতিঘোর-শব্দবিশিষ্ট ভীষণরূপ সায়ক কর্ণের ভুজ-বিমুক্ত ও গুণচ্যুত হইয়া গগনমণ্ডলের যেন সীমন্ত রচনা করত অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত হইল। কংসরিপু বাসুদেব সমর-মধ্যে সেই প্রদীপ্ত শর সন্দর্শন করিয়া সেই রথোত্তম-খানিকে পদ-দ্বারা সত্বর নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক অবলীলা-ক্রমে হস্তপরিমিত পৃথিবীতলে প্রবেশিত করিলেন। তাহাতে সেই সুধাংশু-কিরণবর্ণ সুবর্ণাচ্ছন্ন তুরঙ্গমেরা জানুপাতন-পূর্ব্বক ভূতল-গত হইল। কর্ণ ভুজগবাণ সন্ধান করিলেন দেখিয়া, বলিষ্ঠশ্রেষ্ঠ মাধব বল-সহকারে পদযুগল-দ্বারা স্যন্দন আক্রমণ করিলেন এবং রথখানি ভূগর্ত্ত-মধ্যে কিঞ্চিৎ নিমগ্ন হইলে ঘোটকেরা জানুপাতিয়া পড়িল। অনন্তর মধুসূদনের সম্পূজনার্থে অন্তরীক্ষমণ্ডলে সুমহান্ নিনাদ সমুত্থিত হইল ; সহসা দিব্য বায়ু বহিল এবং দিব্য-পুষ্প-বর্ষণ ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। মধুসূদনের প্রযত্নে সেইরূপে রথের কিয়দংশ ধরণী-তলে নিমগ্ন হইলে পর সূত-তনয় সর্পাস্ত্র-বিসর্জ্জন উত্তম যত্ন ও রোষ-সহকারে বিমুক্ত শর-দ্বারা অর্জ্জু-নের পৃথিবী, স্বর্গ, আকাশ ও জলরাশি-মধ্যে বি-খ্যাত উত্তমাঙ্গ-ভূষণ কিরীটখানি তদীয় মস্তক হইতে অপহরণ করিলেন। কর্ণ নাগ-দ্বারা বল-পূর্ব্বক যাহা হরণ করিয়া লইলেন, সেই শিরোভূষণ সূর্য্য-চন্দ্র হুতাশন ও গ্রহগণ-তুল্যপ্রভান্বিত, সুবর্ণ মুক্তা মণি ও হীরক-বিভূষিত, মহার্হ-রূপ, ধারণকারীর অত্যন্ত সুখাবহ, সুগন্ধি ও শত্রুকুল-ভয়ঙ্কর। বিভু স্বয়ম্ভু পুরন্দরের নিমিত্তে তপস্যা-দ্বারা স্বয়ং প্রযত্ন-সহকারে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সুরেশ্বর সুপ্রসন্ন হইয়া অমরারি-হিংসাকারী ধনঞ্জয়কে স্বয়ং তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, মহাদেব, ইন্দ্র, বরুণ ও কুবেরও পিণাক, বজ্র, পাশ ও উত্তম সায়ক-দ্বারা তাহা নিপীড়িত করিতে সমর্থ নহেন। অতিশয় দুষ্টাভিপ্রায়, বৃথা-প্রতিজ্ঞ, প্রচণ্ডমূর্ত্তি, তরস্বী নাগ সেই বিশুদ্ধকাঞ্চন-রত্ন-বিচিত্রিত কিরীটের সন্নিহিত হইয়া পার্থের উত্তমাঙ্গ হইতে তাহা হরণ করিল। হে নরেন্দ্র ! নাগ অশ্বসেন সেই রত্নমালা-সমাকীর্ণ, সুমনোহর, শরীর ও শোভায় জাজ্বল্যমান দিব্য কিরীটখানি সমরে বল-পূর্ব্বক শীঘ্র প্রমথিত করিয়া অর্জ্জুনের মস্তক হইতে হরিয়া লইল। পর্ব্বতের সুজাত ও উত্তম-কুসুমিত-তরুরাজিসমাকীর্ণ শৃঙ্গ যেমন বজ্র-বিদারিত হইয়া পতিত হয় এবং দিবাকর যেমন জ্বলিতে জ্বলিতে অস্তাচল হইতে পতিত হন, তদ্রূপ পার্থের সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রেমাস্পদ উত্তম কিরীট উত্তম-বাণবিচ্ছিন্ন ও বিষাগ্নিপ্রদীপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। মহেন্দ্রের বজ্র যেমন ভূধরের সুজাত অঙ্কুর ও পুষ্পিত-দ্রুমসমাকীর্ণ শিখরোত্তম হরণ করে, তদ্রূপ সেই নাগ অশ্বসেন বলপূর্ব্বক অর্জ্জু-নের মস্তক হইতে বহুরত্ন-ভূষিত কিরীট হরিয়া লইল। হে ভারত ! ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, স্বর্গ ও জলসকল প্রচণ্ডপবন-দ্বারা আন্দোলিত হইয়া যে প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ করে, তৎকালে ত্রিভুবন-মধ্যে লোক সকল তাদৃশ ঘোর শব্দ শ্রবণ করিল এবং ব্যথিত ও স্খলিতপদ হইয়া পড়িল। সেই শ্যাম-কলেবর যুবা ধনঞ্জয় কিরীট ব্যতিরেকে, শৃঙ্গবিহীন ভূধর-তুল্য সুশোভিত হইলেন। অনন্তর তিনি ব্যথিত না হইয়া শ্বেতবর্ণ বসন-দ্বারা কেশ সকল

ঊর্দ্ধে বন্ধন-পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন। পুত্ররূপিণী সর্পিণী অশ্বসেন-জননী সুতীক্ষ্ণীকৃত বাণযোগে মরীচিমালি-পুত্রকর্ত্তৃক সম্যক্ প্রেরিতা হইয়া সুপ্রকাশিত তেজ ও বলদ্বারা উদ্ভাসমান অর্জ্জুনকে অশ্বরশ্মি-স্থানে অবনত-মস্তক দেখিয়া প্রভাকর-কিরণতুল্য-প্রভান্বিত, স্বয়ম্ভু-বিনির্ম্মিত, অদিতি-নন্দন-সহস্রনয়নভূষণ, সুপ্রসিদ্ধ মুকুট হরণ করিল; পরন্তু গোকর্ণ-শৈলনিবাসী নিবাতকবচাদির নিধনকারী ধনঞ্জয় সেই সর্পিণীর সংসর্গ না পাইয়া মৃত্যুর বশীভূত হইলেন না।

অনন্তর, অর্জ্জুন যাহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন, সেই কর্ণভুজবিমুক্ত বহ্নিভাস্কর-সদৃশ-প্রভান্বিত মহামূল্য মহাসর্প-সায়ক কিরীট আহত করিয়া প্রত্যাগমন করিল। সে অর্জ্জুনের সেই কাঞ্চন-বিচিত্রিত সুপ্রভান্বিত কিরীট দগ্ধ করিবার পর পুনরায় তূণমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইল; পরন্তু কর্ণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই কথা বলিল, কর্ণ! তুমি সম্যক্ পর্য্যালোচনা না করিয়া আমারে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, সেই জন্যেই আমি অর্জ্জুনের মস্তক হরণ করিতে পারি নাই। সংপ্রতি তুমি উত্তমরূপ বিবেচনা-পূর্ব্বক সমরে শীঘ্র আমারে পরিত্যাগ কর, আমি তোমার ও আমার শত্রুকে নিঃসন্দেহ নিহত করিব।

সূতনন্দন কর্ণ সংগ্রামে এইরূপ কথিত হইয়া সেই সর্পকে কহিলেন "তুমি কে? তোমার রূপ অতিপ্রচণ্ড দেখিতেছি"। সর্প কহিল, তুমি আমাকে এইরূপ জান যে, পার্থ আমার অপরাধ করিয়াছে; আমার জননীকে নিহত করায়, তাহার সহিত আমার শত্রুতা জন্মিয়াছে। যদি স্বয়ং বজ্রধারী তাহার রক্ষক হন, তথাপি সে অদ্য কৃতান্তভবনে গমন করিবে। তুমি অবজ্ঞা করিও না; আমার বাক্য রক্ষা কর; অদ্য আমি তোমার শত্রুকে নিপাতিত করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমারে পরিত্যাগ কর।

কর্ণ কহিলেন, ভুজঙ্গ! কর্ণ অদ্য যুদ্ধার্থে অন্যের বল অবলম্বন করিয়া কখনই জয়াভিলাষ করে না; অপিচ যদি শত শত অর্জ্জুনকে নিহত করিতে পারে, তথাপি কদাচ দুইবার শর সন্ধান করে না"। সূর্য্যানন্দনসত্তম কর্ণ সংগ্রাম-মধ্যে তখন পুনরায় সেই নাগকে বলিলেন, সর্প! আমি অস্ত্র-বিসর্জ্জন উত্তম যত্ন ও রোষসহকারে পার্থকে নিহত করিব, তুমি উত্তম সুখী হইয়া প্রস্থান কর।

হে রাজন্! সেই জিঘাংসাপরায়ণ উগ্রমূর্ত্তি নাগরাজ যুদ্ধস্থলে কর্ণকর্ত্তৃক ঐরূপ সম্ভাষিত হইয়া তাঁহার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া রোষভরে বাণ-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনবধার্থে স্বয়ং প্রস্থান করিল। অনন্তর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে কহিলেন "পার্থ! তুমি ঐ কৃতবৈর মহাসর্পকে সমরে বিনষ্ট কর"। শত্রুগণের প্রতি উগ্রধন্বা গাণ্ডীবধন্বা, মধুসূদনকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া বলিলেন, ঐ নাগটা কে? ও যে গরুড়স্বরূপ আমার মুখমধ্যে অদ্য আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল।

কৃষ্ণ কহিলেন, পার্থ! খাণ্ডবরনে তুমি যখন ধনুর্দ্ধারণ করিয়া হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিতেছিলে, তৎকালে যে ভুজঙ্গম জননীকর্ত্তৃক রক্ষিতদেহ হইয়া অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছিল; তুমি উহাদিগকে একমূর্ত্তি বোধ করিয়া উহার জননীর সংহার করিয়াছিলে; সেই ঐ সর্প তোমার শত্রুতা স্মরণ করিয়া অদ্য তোমার সংহারার্থে সমাগত হইতেছে। হে শত্রুতাপন! ঐ দেখ, ও আকাশ-বিচ্যুত প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় আসিতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর জয়শীল ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক নিশিত ছয় শরদ্বারা আকাশে বক্রভাবে আপতিত সেই নাগকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সে বিচ্ছিন্নদেহ হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। মহারাজ! কিরীটী সেই সর্পকে নিহত করিলে পর মহাবাহু পুরুষোত্তম বিভু বাসুদেব বাহু-যুগল-দ্বারা স্বয়ং সেই রথখানিকে পুনরায়

ভূতল হইতে শীঘ্র সমুদ্ধৃত করিলেন। ইত্যবসরে কর্ণ বক্রভাবে নিরীক্ষণ করত শিলাশাণিত ময়ূর-পক্ষপুঙ্খান্বিত দশ শর-দ্বারা পুরুষপ্রবীর ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন সুবিমুক্ত নিশিত দ্বাদশ বরাহকর্ণ বাণে কর্ণকে নিপীড়িত করিয়া আকর্ণপূর্ণ-সন্ধানে আশীবিষ-সদৃশ বেগশালী এক নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। সেই সুনিক্ষিপ্ত বাণ-প্রবর কর্ণের প্রাণ-নিরাকরণের নিমিত্তই যেন বর্ম্ম বিদারণ-পূর্ব্বক রুধির পান করিয়া রক্তাক্ত-পুঙ্খ হইয়া ধরা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর শীঘ্রকারী কর্ণ, বাণ নিপাতপ্রযুক্ত দণ্ডবিঘট্টিত মহাভুজঙ্গের ন্যায় কোপিত হইয়া, তখন বিষ-বমনকারী মহাবিষসর্প-সদৃশ ভীষণ-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক শরোত্তম সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি জনার্দ্দনকে দ্বাদশ সায়কে এবং নুতন নবতি শরে অর্জ্জুনকে বিদীর্ণ করিয়া পরে একটা ঘোরতর শর-দ্বারা অর্জ্জুনকে পুনরায় বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ ও হাস্য করিতে থাকিলেন। পরন্তু পুরন্দর-সম-বিক্রমসম্পন্ন মর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় তাঁহার সেই হর্ষ সহিতে না পারিয়া, ইন্দ্র যেমন তেজঃপুঞ্জ-সহকারে বলাসুরকে আহত করিয়াছিলেন, সেইরূপ শত শত সায়ক-দ্বারা তাঁহার মর্ম্মভেদ করিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণের প্রতি সাক্ষাৎ যমদণ্ড-সদৃশ নবসংখ্য নবতি শর বিসর্জ্জন করিলেন। কর্ণ সেই সকল শরে অতিমাত্র বিদ্ধগাত্র হইয়া, বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। অর্জ্জুন তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট মণি হীরক ও কাঞ্চনে অলঙ্কৃত উত্তমাঙ্গ-ভূষণ মুকুট ও কুণ্ডল-যুগলও সায়ক-নিচয়-দ্বারা ছিন্ন করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। প্রধান প্রধান শিল্পি-সকল বহুযত্ন-সহকারে সুদীর্ঘকালে কর্ণের যে মহামূল্য উজ্জ্বলকান্তিপুঞ্জ-সমুদ্ভাসিত বর্ম্মখানি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ধনঞ্জয় বাণ-সমূহ-দ্বারা ক্ষণকাল-মধ্যে তাঁহার সেই বর্ম্মকে বহু খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কুপিত হইয়া বর্ম্মবিহীন কর্ণকে সুশাণিত উৎকৃষ্ট শর-চতুষ্টয়ে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ শত্রুপ্রতাপিত হইয়া, বাত-পিত্ত-কফজ্বরে রোগীর ন্যায়, অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। ধনঞ্জয় ত্বরান্বিত হইয়া বিপুল-শরাসনমণ্ডল-বিনির্গত, ক্রিয়া যত্ন ও বল-সহকারে প্রেরিত বহুসংখ্য নিশিত শরোত্তম-দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং মর্ম্মস্থান-সমুদায়ে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। কর্ণ সুতীক্ষ্ণাগ্র উগ্রবেগান্বিত বহুবিধ সায়ক-সমূহে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক অতিমাত্র আহত হইয়া, গৈরিক-ধাতুলোহিত-বর্ণ মহীধর যেমন নির্ঝর-নিকর-দ্বারা জল ক্ষরণ করে, সেইরূপ রক্ত ক্ষরণ করত শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর কার্ত্তিকেয় যেমন ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জ্জুন কর্ণকে যম-দণ্ড ও অগ্নি-সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ সুদৃঢ় লৌহময় অবক্র-গামী নবসংখ্য সায়ক-দ্বারা বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন। তখন সূতনন্দন তাহাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তূণ ও ইন্দ্র-শরাসন-সদৃশ সেই কোদণ্ড পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্যথান্বিত মোহযুক্ত শিথিল-মুষ্টি ও স্খলিতপদ হইয়া পড়িলেন।

পুরুষব্রতে অবস্থিত মহানুভব ধনঞ্জয় তৎকালে কর্ণকে বিপদ সময়ে বিহত করিতে অভিলাষ করিলেন না; পরন্তু তাহাতে বাসুদেব সসম্ভ্রমে বলিলেন "অহে অর্জ্জুন! তুমি প্রমত্ত হইতেছ কেন? বিচক্ষণ লোকেরা অতিদুর্ব্বল শত্রুদিগের নিমিত্তেও সতত সময় প্রতীক্ষা করেন না; বিশেষত পণ্ডিত পুরুষ অরাতিগণের বিপদ-সমূহে তাহাদিগকে নিহত করিয়া ধর্ম্ম ও যশ লাভ করিয়া থাকেন। তোমার এই সতত শত্রু বীরপ্রধান কর্ণকে বিমর্দ্দিত করিতে ত্বরান্বিত হও। সূততনয় সমর্থ হইয়া সমুপাগত হইতে পারেন; অতএব ইন্দ্র যেমন নমুচিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি উহাঁরে নিহত করিয়া ফেল,"। সকল-কুরুগণ-প্রবর ধনঞ্জয় "কৃষ্ণ! তাহাই হউক" এই বলিয়া জনার্দ্দনকে সত্বর অভিপূজিত করিয়া, অমরাধিপতি যেমন

শম্বরাসুরকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ত্বরান্বিত হইয়া কর্ণকে শরোত্তম-সমূহে বিদ্ধ করিলেন। হে ভারত! কিরীটী বৎসদন্ত সায়ক-সমূহ-দ্বারা সূত-নন্দনকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাকীর্ণ করিলেন এবং সর্ব্বপ্রযত্ন-সহকারে সুবর্ণপুঙ্খ সায়ক বর্ষণ-দ্বারা দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই স্থূল ও বিশাল-বক্ষস্থল-সম্পন্ন সূত-তনয় বৎসদন্ত-সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া, সুপুষ্পিত অশোক পলাশ ও শাল্মলি-বৃক্ষ-সমন্বিত চন্দন-কানন-সমাকীর্ণ মহীধরের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! কর্ণের শরীর সমরে বহুসংখ্য শর-সমুদায়ে নিপীড়িত হইলে তিনি, তরুনিকর-পরিব্যাপ্ত-সানুকন্দর প্রস্ফুটিত-কর্ণিকার-সমাকীর্ণ গিরীন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। শরজাল-কিরণমালী অধিরথ-তনয় বহুবার বাণ-সমূহ বিসর্জ্জন করত, লোহিতরাগ-সমন্বিত রক্তবর্ণ-মরীচি-মালা-মণ্ডিত অস্তশিখরাভিমুখ প্রভাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন-বাহুমুক্ত সুতীক্ষ্ণমুখ শিলীমুখ-সকল দিগ্‌দিগন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া কর্ণের বাহুমধ্য হইতে বিনিঃসৃত মহা-সর্প-সম দেদীপ্যমান বাণ-সমস্ত বিধ্বংসিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর কর্ণ ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক কুপিত সর্প-সদৃশ শর সকল বিমোচন করত তাদৃশ দশ সায়ক-দ্বারা পার্থকে এবং ছয় বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। পরে ধনঞ্জয় মহাসমরে মহেন্দ্র-বজ্রতুল্য-নিনাদবিশিষ্ট, সর্প-গরল ও অনল-সদৃশ, লৌহময়, মহাস্ত্রপ্রতিম, রুদ্রদৈবত মহাশর নিক্ষিপ্ত করিবার মানস করিলেন। কর্ণের সেই সংহার-সময় সমুপস্থিত হইলে, কাল অদৃশ্য থাকিয়া কর্ণ-রথের প্রসঙ্গ-কারী বিপ্রশাপ নিদর্শন করত কহিলেন "পৃথিবী চক্র গ্রাস করিতেছে"। হে নরবীর! কর্ণের সেই বিনাশ-কাল আগত হইলে, মহাত্মা পরশুরাম তাঁহারে ব্রহ্মদৈবত যে মহাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মন হইতে প্রনষ্ট হইল এবং মেদিনীও রথের বামচক্র গ্রাস করিল। হে নরেন্দ্র! অনন্তর ব্রাহ্মণসত্তমের শাপপ্রভাবে তখন রথখানি ভূতলে নিমগ্ন হইয়া, পথ-মধ্যস্থিত বেদিকা-পরিবেষ্টিত সুপুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায়, অতিমাত্র ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের অভিশাপে রথ ঘূর্ণিত, পরশুরামের নিকটে প্রাপ্ত মহাস্ত্রটি বিস্মৃত এবং সেই ভয়ঙ্কর সর্পমুখ শরটি অর্জ্জুন-কর্তৃক বিচ্ছিন্ন হইলে কর্ণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। সেই সকল বিপদ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি হস্তদ্বয় বিকম্পন-পূর্ব্বক ধর্ম্মের নিন্দা করত কহিলেন "ধর্ম্মজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন 'ধর্ম্মপ্রধান লোকদিগকে ধর্ম্ম সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন'। আমরাও নিত্যকাল যথাশক্তি ও যথাশাস্ত্র ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রযত্ন করিয়া থাকি; পরন্তু তিনি আমাদিগকে নিহতই করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন না। বোধ হয়, ধর্ম্ম ভক্তদিগকে নিত্য পরিপালন করেন না"। অর্জ্জুনের বাণ-সমূহ-বর্ষণে প্রস্খলিতাশ্ব, ভ্রষ্টসারথি, বিচাল্যমান এবং মর্ম্মাভিঘাতপ্রযুক্ত যুদ্ধোচিত প্রক্রিয়া-সমুদায়ে শিথিল হইয়া তিনি সংগ্রামে ঐরূপ উক্তি করত পুনঃপুন ধর্ম্মকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন; পরে ভীষণতর শরত্রয়-দ্বারা সমরে হস্তদেশে কৃষ্ণকে এবং সপ্ত সায়ক-দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় প্রখর-বেগান্বিত, বাসব-বজ্র ও হুতাশন-সদৃশ ঘোরতর সপ্তদশ শর বিসর্জ্জন করিলেন। সেই ভীমবেগশালী বাণ সকল কর্ণের শরীরভেদ করিয়া পৃথিবীতলে পতিত হইল; তাহাতে কর্ণ কম্পিতকলেবর হইয়া শক্ত্যনুসারে যুদ্ধ-চেষ্টা প্রদর্শন করিলেন এবং বলসহকারে আপনাকে সংস্তম্ভিত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তদনন্তর শক্রতাপন অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ঐন্দ্রাস্ত্র অনুমন্ত্রিত করিলেন এবং গাণ্ডীব জ্যা ও বাণ সকল অনুমন্ত্রণ-পূর্ব্বক, পুরন্দরের বারিধারা বর্ষণের ন্যায়, শররাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তেজোময় মহাবীর্য্য বাণ সকল পার্থের রথ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া কর্ণের স্যন্দন-সমীপে প্রাদুর্ভূত হইল। পরন্তু মহারথ

কর্ণ অগ্রভাগে বিন্যস্ত সেই অস্ত্র সমস্ত নিষ্ফল করিয়া ফেলিলেন। সেই অস্ত্র বিনাশিত হইলে পর বৃষ্ণিবীর বাসুদেব বলিলেন "পার্থ! কর্ণ শর সকল গ্রাস করিতেছেন, অতএব তুমি পরমাস্ত্র পরিত্যাগ কর"। তাহাতে অর্জ্জুন অব্যগ্র হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র সংমন্ত্রণ-পূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসনে সংযোজিত করিলেন এবং বাণ-সমূহে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া কর্ণের প্রতি নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূতনন্দন সুতেজন শাণিত শর-নিকর-দ্বারা ধনঞ্জয়ের মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন এবং তাঁহার দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী ও একাদশী মৌর্ব্বী পর্য্যন্তও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, পরন্তু সেই কর্ণ শত-সন্ধান হইয়াও, অর্জ্জুন যে জ্যাশতধারী, তাহা আর জানিতে পারেন নাই। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন, কোন ক্রমে বিনষ্ট না হইতে পারে, এরূপ অন্য এক জ্যাসংযোজন-পূর্ব্বক প্রদীপ্তমুখ-ভুজগগণ-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণকে সমাকীর্ণ করিলেন। কর্ণ সংগ্রামে তাঁহার শীঘ্রতা-প্রযুক্ত জ্যাচ্ছেদন ও জ্যাসংযোজন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তাহা যেন আশ্চর্য্য-ব্যাপার হইল। যাহা হউক, সূতনন্দন অস্ত্র-নিচয়-দ্বারা সব্যসাচীর সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র প্রতিহত করিলেন এবং নিজ বীর্য্য প্রদর্শন করত তদপেক্ষা আপনাকে প্রধান করিয়া তুলিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ণাস্ত্র-দ্বারা পীড়িত দেখিয়া কহিলেন "ধনঞ্জয়! সর্ব্বোত্তম অস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত কর"। কিরীটধারী ধনঞ্জয় তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সর্পবিষ ও অগ্নি-সদৃশ, প্রস্তরসারময়, রুদ্রদৈবত অন্য এক দিব্য অস্ত্র অনুমন্ত্রিত করিয়া সন্ধান-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর বসুন্ধরা তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে রাধা-তনয়ের রথচক্র গ্রাস করিল। তাহাতে কর্ণ কোপপ্রযুক্ত অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনকেও বলিলেন "ধনঞ্জয়! তুমি মুহূর্ত্তকাল ক্ষমা কর। হে পার্থ! দৈব-বশত আমার এই বামচক্রখানি মহীতলে নিমগ্ন দেখিয়া কাপুরুষাচরিত অভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। দেখ, সাধুব্রতে অবস্থিত শূর পুরুষেরা মুক্তকেশ, পরাঙ্মুখ, ব্রহ্মবাদী, কৃতাঞ্জলি, শরণাগত, প্রার্থনাকারী, ন্যস্তশস্ত্র, বাণশূন্য, গলিত-বর্ম্ম এবং ভ্রষ্ট ও ভগ্নায়ুধ ব্যক্তিগণের প্রতি কদাচ শস্ত্র-সমস্ত বিসর্জ্জন করেন না। হে পাণ্ডব! তুমিও লোক-সমাজে শূরতম সাধুবৃত্ত ও যুদ্ধধর্ম্ম-সমুদায়ের অভিজ্ঞ; অতএব ক্ষণকাল আমার প্রতি ক্ষমা কর। হে ধনঞ্জয়! যত ক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ভূমি হইতে এই গ্রস্তচক্র উদ্ধার না করি, তাবৎকাল তুমি রথে থাকিয়া আমাকে ভূমিষ্ঠ ও যুদ্ধোদ্যোগ-বিরহিত দেখিয়া যেন হনন করিও না। হে পাণ্ডুতনয়! আমি বাসুদেব হইতে কি তোমা হইতে কিছুমাত্র ভয় করি না; তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তান, বিশেষত মহাকুলবর্দ্ধনকারী; অতএব তুমি ধর্ম্মোপদেশ স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল ক্ষান্ত হও"।

কর্ণ-রথচক্রগ্রাসে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব রথে উপবিষ্ট থাকিয়া কর্ণকে বলিলেন, রাধেয়! ভাগ্যক্রমে তুমি এখন ধর্ম্ম-স্মরণ করিতেছ! নীচলোকেরা বিপদে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈব-নিন্দা করিয়া থাকে, আত্মকৃত দুষ্কর্ম্মের নিন্দা করে না। অহে কর্ণ! যখন দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও তুমি একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে আনাইয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম প্রকাশ পায় নাই। যখন অক্ষকোবিদ শকুনি সভা-মধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে জয় করিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? রাজা দুর্য্যোধন যখন তোমার মতানুবর্ত্তী হইয়া ভীমসেনকে বিষধর-নিকর ও বিষমিশ্রিত ভোজ্যদ্রব্য-সমুদায়-দ্বারা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল?

অহে কর্ণ! ত্রয়োদশ বৎসরের বনবাসের কাল অতীত হইলে যখন পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান কর নাই, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? অহে রাধেয়! বারণাবত-নগরে জতুগৃহে নিদ্রিত পাণ্ডবগণকে যখন দগ্ধ করাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? অহে কর্ণ! সভা-মধ্যে যখন দুঃশাসন-বশে স্থিতা রজস্বলা কৃষ্ণাকে উপহাস করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? অহে রাধেয়! অন্তঃপুরে দুঃশাসন নিরপরাধা কৃষ্ণাকে কেশে আকর্ষণ করিলে, তুমি যখন উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? "কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া চিরকালের জন্যে নরকে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি এখন অন্য পতি বরণ কর," গজগামিনী পাঞ্চালীকে তুমি যখন এই বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? অহে কর্ণ! তুমি রাজ্যলুব্ধ হইয়া শকুনির আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যখন পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়ার্থে আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? তোমরা বহু মহারথ একত্র মিলিত হইয়া সমরে বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক যখন নিহত করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? যখন সেই সমুদয় বিষয়ে তোমার এই ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল না, তখন আর সর্ব্বথা নিরন্তর তালুশোষণের প্রয়োজন কি? অহে সূততনয়! অদ্য তুমি এস্থানে যত পার ধর্ম্মাচরণ কর, তথাপি জীবিত থাকিতে কোনক্রমেই বিমুক্ত হইবে না। নলরাজা পুষ্কর-কর্তৃক অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া নিজ বীর্য্য-প্রভাবে পুনরায় যেমন রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, লোভবিরহিত সমুদয় পাণ্ডবেরাও সেইরূপ অর্জ্জুনের বাহুবীর্য্যে পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা সোমক-সৈন্য-সহ প্রবল শত্রু সকল বিনষ্ট করিয়া রাজ্যলাভ করিলেন এবং সতত ধর্ম্মাভিরক্ষিত সেই নৃসিংহগণ-হস্তে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা নিহত হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব তখন কর্ণকে এই কথা কহিলে, তিনি লজ্জায় নত-বদন হইয়া কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সেই মহাবেগ-পরাক্রান্ত বীরবর ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাসুদেব পুরুষপ্রবর অর্জ্জুনকে বলিলেন "হে মহাবলশালিন্ ধনঞ্জয়! তুমি দিব্যাস্ত্র-দ্বারা কর্ণকে নির্ভেদ-পূর্ব্বক নিপাতিত কর"। বাসুদেবের আদেশ শ্রবণে ধনঞ্জয় তখন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল স্মরণ করিয়া ঘোরতর রোষাবেগ প্রকাশ করিলেন। হে নরেন্দ্র! তিনি ক্রোধান্বিত হইলে তাঁহার সমুদয় ইন্দ্রিয় হইতে যে তেজঃশিখাপুঞ্জ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল, তাহা যেন অদ্ভুতব্যাপার হইল। অনন্তর কর্ণ তাহা নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন এবং পুনরায় রথ-সজ্জায় যত্নপর হইলেন। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র-সহযোগে তাঁহারে শরবৃষ্টি-সমূহে অভিবর্ষণ করিলেন এবং অস্ত্র-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অস্ত্র নিবারণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া হুতাশনের প্রিয়তর অন্য একটি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহা তেজঃপুঞ্জে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে কর্ণ বারুণাস্ত্র-দ্বারা হুতাশন নির্ব্বাণ করিলেন এবং মেঘমালা দ্বারা সমুদয় দিঙ্মণ্ডল তিমিরময় করিয়া ফেলিলেন। পরন্তু বীর্য্যবান্ পাণ্ডুনন্দন নির্ভয় হইয়া সূতনন্দনের সাক্ষাতেই বায়ব্যাস্ত্র-দ্বারা সেই মেঘ সকল অপনীত করিলেন। অনন্তর কর্ণ ধনঞ্জয়ের সংহার-বাসনায় প্রজ্বলিত-অনল-তুল্য এক মহাঘোরতর শর গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! সেই আরাধিত বাণটি শরাসনে যোজিত হইলে গিরি-বন-কানন-সম্বলিতা বসুন্ধরা বিচলিতা হইল; কঙ্করমিশ্রিত বায়ু বহিতে লাগিল; দিক্ সকল ধূলিপুঞ্জে সমাবৃত হইল এবং আকাশ-মণ্ডলে দেবগণের মধ্যেও হাহাকার রব উঠিল।

হে আর্য্য ভারত! পাণ্ডবগণ সূতনন্দনকে সেই বাণ সন্ধান করিতে দেখিয়া সাতিশয় দীনচিত্তে পরম বিষাদ প্রাপ্ত হইল। সেই শক্রাশনি-সদৃশ-প্রভাশালী শাণিতাগ্র সায়ক কর্ণকর হইতে বিমুক্ত হইয়া, মহাসর্প যেমন বল্মীক-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে আসিয়া প্রবেশ করিল। শত্রু-বিমর্দ্দন মহাত্মা ধনঞ্জয় সমরে গাঢ়রূপে বিদ্ধ হওয়ায় বিঘূর্ণমান, শিথিল-হস্ত ও শিথিল-শরাসন হইয়া, ভূমিকম্পে ভূধরপ্রবরের ন্যায় বিচলিত হইলেন। মহারথ কর্ণ সেই অবকাশ পাইয়া ভূমিতল-নিমগ্ন চক্রখানি উদ্ধার করিবার অভিলাষে রথ হইতে লম্ফ-প্রদান-পূর্ব্বক হস্ত-যুগল দ্বারা বল-সহকারে আকর্ষণ করিয়া মহাবল-সম্পন্ন হইয়াও দৈব-বশত তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলেন না। অনন্তর কিরীটধারী মহাত্মা অর্জ্জুন চেতনালাভে প্রদীপ্ত হইয়া যমদণ্ড-সদৃশ এক প্রাঞ্জলিক বাণ ধারণ করিলেন। তখন বাসুদেবও তাঁহারে বলিলেন " কর্ণ যে পর্য্যন্ত রথে আরোহণ না করেন, তাবৎকাল-মধ্যে তুমি শর-দ্বারা এই বিপক্ষের মস্তকচ্ছেদন কর "। ধনঞ্জয় ' তাহাই হউক ' বলিয়া প্রভুর সেই বাক্যের সম্যক্ পূজা-পূর্ব্বক প্রজ্বলিত ক্ষুরাস্ত্র গ্রহণ করিয়া, কর্ণের রথচক্র নিমগ্ন হইলে তদীয় মহারথবর্ত্তিনী কক্ষ্যা বিধ্বংস করিলেন। কর্ণের হস্তিকক্ষ্যা-চিহ্নিত যে রথ-কেতু শ্রেষ্ঠ পশ্চাদ্ভাগে সুবর্ণ মণি মুক্তা হীরকাদি-দ্বারা খচিত, প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ-কর্ত্তৃক যত্ন-সহকারে বিনির্ম্মিত, সুরূপ, সুবর্ণ-বিচিত্রিত, ত্বদীয় সৈন্যগণের নিয়ত তেজস্কর, শত্রুগণ-ভয়াস্পদ, প্রশংসনীয়-মূর্ত্তি, লোকসমাজে সূর্য্য-সদৃশ বলিয়া বিখ্যাত এবং হুতাশন চন্দ্র ও সূর্য্য-তুল্য-প্রভান্বিত ছিল, কিরীটী হুতহুতাশন-সদৃশ-কান্তি-বিশিষ্ট সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত ক্ষুরপ্র-দ্বারা মহারথ অধিরথ-তনয়ের সেই শোভা-জাজ্বল্যমান ধ্বজটি উন্মথিত করিলেন। সেই ছিন্ন-কেতুর সঙ্গে সঙ্গে কৌরব-দিগের যশ, দর্প, জয়, সমুদয় প্রিয় বস্তু ও হৃদয়-সমস্ত পতিত হইল এবং সুমহান্ হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। হে ভারত! সমরে শীঘ্রকারী কুরু-প্রবীর অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক কর্ণের ধ্বজ ছিন্ন হইয়া পতিত হইল দেখিয়া তৎকালে ত্বদীয় সমুদয় সৈন্যগণ তাঁহার আর জয়ের প্রত্যাশা করিল না।

অনন্তর ধনঞ্জয় কর্ণ-বধার্থে সত্বর হইয়া তূণ হইতে মহেন্দ্র-বজ্র ও অগ্নিদণ্ড-সদৃশ এক অঞ্জলিকাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। যাহা মরীচিমালীর উত্তম-কিরণ-তুল্য, মর্ম্মচ্ছেদী, শোণিত-মাংসে পরিপ্লুত, অগ্নি ও সূর্য্য-প্রতিম, মহামূল্য, অশ্ব-নর-মাতঙ্গগণের প্রাণ-বিনাশী, অরত্নিত্রয়-পরিমিত, ষট্‌পক্ষযুক্ত-পুঙ্খান্বিত, অবক্র-গতি, প্রখর-বেগশালী, বাসব-বজ্র-তুল্য-তেজস্বী, রাত্রিকালে মাংসাশী জন্তুর ন্যায় অতিশয় দুঃসহ, মহেশ্বরের পিণাক ও নারায়ণের চক্র-সদৃশ, অতিভয়ঙ্কর এবং সমুদয় প্রাণিবর্গের সংহারক, অর্জ্জুন অতিহৃষ্টচিত্তে আপনার সেই শর গ্রহণ করিলেন। যে মহাকায় মহাবাণ দেব-সমূহেরও দুর্নিবার্য্য, সতত পূজিত এবং সুরাসুরগণের বিজয়ে সমর্থ, সমরে সেই শর নিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া চরাচর-সম্বলিত সমুদয় জগৎ বিচলিত হইল। ঋষি-গণ মহারণে সেই বাণ সমুদ্যত হইল অবলোকন করিয়া " জগতের মঙ্গল হউক " এই বলিয়া চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় শরাসনে সেই অপ্রমেয় শর যোজিত করিলেন। তিনি গাণ্ডীব-কোদণ্ড বিকর্ষণ-পূর্ব্বক পরম মহাস্ত্র-দ্বারা তাহা যুক্ত করিয়া সত্বর এই কথা বলিলেন " আমার এই শর মহাস্ত্র-তুল্য এবং শত্রুর শরীর ও প্রাণহারী হউক। আমি যদি তপশ্চরণ করিয়া থাকি, গুরুগণকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকি এবং সুহৃদ্বর্গের অভীষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিয়া থাকি, তবে সেই সত্যপ্রভাবে আমার আরাধিত এই সুশাণিত শর শত্রু কর্ণকে নিহত করুক "। ইহা কহিয়া ধনঞ্জয় কর্ণের বধার্থে সেই ঘোরতর শর পরিত্যাগ করিলেন। চন্দ্র-সূর্য্য-সম-প্রভাবশালী কিরীটী হননাকাঙ্ক্ষী ও

অতিশয় হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া "আমার এই শর বিজয়াবহ হউক;—মৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণকে শমন-সন্নিধানে উপনীত করুক" এই কথা বলিতে বলিতে অথর্ব্বাঙ্গিরার বিনির্ম্মিতা, সংগ্রামে কৃতান্তেরও অসহনীয়া, প্রচণ্ডরূপা, প্রদীপ্তা কৃত্যার তুল্য সেই শর বিসর্জ্জন করিলেন। আততায়ী কিরীটমালী জিঘাংসা-পরবশ ও অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই শশি-মিহির-সদৃশ-প্রভান্বিত বিজয়াবহ শর-প্রবর-দ্বারা শত্রুকে লক্ষিত করিলেন। সেই সূর্য্য-তুল্য-তেজস্বী মহাসায়ক বলশালী অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক উক্তরূপে বিমুক্ত হইয়া দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল। হে রাজন্! অনন্তর মহেন্দ্র যেমন বজ্র-দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক হরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সেই মহাস্ত্র-মন্ত্রপূত শরশ্রেষ্ঠ অঞ্জলিক-দ্বারা তখন কর্ণের শিরশ্ছেদন করিলেন। মহেন্দ্র-নন্দন অর্জ্জুন অপরাহ্নকালে সূর্য্য-তনয়ের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রাঞ্জলিকাস্ত্র-দ্বারা ছিন্ন হইয়া তাহা অগ্রে পতিত হইল, পশ্চাৎ কর্ণের শরীরটি ভূমি-শয্যায় শয়ন করিল। লোহিত-মণ্ডল দিবাকর যেমন অস্তাচল হইতে পতিত হন, তদ্রূপ সেনাপতি কর্ণের সেই উদয়োন্মুখ-মিহির-সদৃশ-কান্তি-বিশিষ্ট শরৎকালীন নভোমণ্ডল-মধ্যগত প্রভাকর-তুল্য-তেজোময় মস্তকটি ধরণীতলে নিপতিত হইল। মহাসম্পত্তিশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি যেমন অতিকষ্টে পরম অনুরাগাস্পদ গৃহ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উদারকর্ম্মা ও উত্তম-তেজস্বী সূতনন্দনের সেই সতত সুখোচিত ও অতিশয় সুরূপ-সম্পন্ন সমুন্নত শরীর পরম কষ্টে মস্তকটি পরিত্যাগ করিল এবং শর-নিকরে বিভিন্ন ও প্রাণ-বিহীন হইয়া ক্ষতস্থান-দ্বারা শোণিতধারা ক্ষরণ করত, ভূধরের গৈরিক-বারি-বিস্রাবি বজ্র-বিদারিত শিখরের ন্যায় নিপতিত হইল। হে রাজন্! কর্ণের দেহ নিপতিত হইলে তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইয়া গগণে অবগাহন-পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যে যে প্রবেশ করিল, সমুদয় মানব যোধগণ তাহা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিল।

অনন্তর পাণ্ডব-সৈন্যগণ কর্ণকে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিপাতিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল এবং কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ও হর্ষাবিষ্ট হইয়া তখন শীঘ্র শঙ্খ-নিনাদ করিলেন। সোমকেরা কর্ণকে নিহত ও শয়ান দেখিয়া সৈন্যগণের সহিত প্রীত ও অতিমাত্র প্রফুল্ল-চিত্ত হইয়া কোলাহল-শব্দ ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল এবং বস্ত্র-সঞ্চালন ও বাহু-বিকম্পন করিতে থাকিল। হে নরেন্দ্র! বলান্বিত অপর যোধগণও অতিশয় হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া পার্থকে সম্বর্দ্ধনা করত তৎসন্নিধানে সমাগত হইল; পরস্পর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং চীৎকার করত নানা কথা বলিতে লাগিল। কর্ণের ছিন্ন মস্তকটি, প্রবল-পবন-পাতিত পর্ব্বত-খণ্ডের ন্যায়, যজ্ঞাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় এবং অস্তগত-ভাস্কর-বিম্বের ন্যায় বিরাজমান হইল। কর্ণরূপ প্রভাকর শররূপ প্রদীপ্ত-কিরণাবলি-দ্বারা শত্রু-সৈন্য সন্তাপিত করিয়া বলিষ্ঠ অর্জ্জুন-কাল-কর্ত্তৃক অস্ত-প্রাপিত হইলেন। অস্ত-গমনোদ্যত আদিত্য যেমন প্রভাপটল সঙ্গে লইয়া গমন করেন, সেইরূপ অর্জ্জুন-সায়ক কর্ণের প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিল। হে আর্য্য! অপরাহ্ন অর্থাৎ অপর দিন-বিরহিত—কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে 'অদ্য হইবে না, কল্য দিব' এইরূপ প্রত্যাখ্যান-পরাঙ্মুখ সূত-তনয়ের মস্তকটি অপরাহ্ন সময়ে সমরে অঞ্জলিকাস্ত্র-দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া শরীরের সহিত পতিত হইল। ঐ বাণ ঐ শত্রু কর্ণের সেই মস্তকটিকে সৈন্যগণের উপরি উপরি শীঘ্র বল-পূর্ব্বক শরীরের সহিত হরণ করিয়া লইল।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য শূরবর কর্ণকে শর-সমাকীর্ণ ও শোণিতাক্ত-কলেবরে ভূমিতলে পতিত ও শয়ান দেখিয়া ধ্বজ-বিহীন রথ লইয়া প্রস্থান করিলেন। কর্ণ রণস্থলে নিহত হইলে কৌরবগণ সমরে গাঢ়রূপে বিদ্ধ ও ভীত হইয়া মুহুর্মুহু অর্জ্জুনের জাজ্বল্য-

মান মহাধ্বজ বিলোকন করত পলায়ন করিতে লাগিল। যিনি সহস্র-নেত্র তুল্য যুদ্ধ-বিশারদ ছিলেন, সংপ্রতি সেই সূত-নন্দনের সহস্র-নেত্র-সদৃশ-মুখ-সমন্বিত শোভন মস্তকটি, দিনাবসানে সহস্র-কিরণের ন্যায়, ধরণীতলে পতিত রহিল।

কর্ণ-বধে একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর শল্য কর্ণার্জ্জুন-সংগ্রামে সৈন্য সকলকে বাণ-নিবহে বিমর্দ্দিত দেখিয়া অতিমাত্র শোকপরীত হইয়া ছিন্ন-পরিচ্ছদ রথ-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধনও বল সকলের মধ্যে তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথ-সমুহ নিপাতিত এবং সূতপুত্রকে নিহত দেখিয়া নিতান্ত কাতর ও অশ্রুপূর্ণনেত্র হইয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শত্রুপক্ষীয় ও ভবদীয় যোধগণ ভুতলে পতিত, শর সমাকীর্ণ, রক্তাক্ত-দেহ, যদৃচ্ছাক্রমে ধরাতল-গত সূর্য্য-সদৃশ, শূরবর কর্ণকে অবলোকন করিতে অভিলাষী হইয়া সর্ব্ব দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। অপর সৈনিকেরা পরস্পর প্রহৃষ্টচিত্ত, ত্রাসান্বিত, বিষণ্ণ, বিস্মিত ও শোকপরায়ণ হইল। উহাদিগের যে যেরূপ স্বভাব, উহারা সেই সেই প্রকার ভাবই প্রকাশ করিল। মহাতেজস্বী ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক অভিহত, নিক্ষিপ্ত-বর্ম্মাভরণ ও স্খলিত-বস্ত্রায়ুধ কৌরবগণ কর্ণকে নিপাতিত দেখিয়া, বৃষভহত গো-সকলের ন্যায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কর্ণ নিহত হইলে ভীমসেন ভয়ঙ্কর-শব্দে নিনাদ করিয়া স্বর্গ ও ধরাতল কম্পায়মান, ভুজাস্ফোটন ও ভবদীয় পুত্রগণকে বিত্রাসিত করত প্লুতগতিতে পরিভ্রমণ ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সূত-তনয় বিনষ্ট হইলে সমুদয় সৃঞ্জয় ও সোমক ক্ষত্রিয়েরাও মহা আহ্লাদিত হইয়া তখন শঙ্খধ্বনি ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিল। কর্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে অতিশয় সংগ্রাম করিয়া, কেশরি-কর্ত্তৃক মাতঙ্গের ন্যায় নিহত হইলেন এবং পুরুষপ্রবর ধনঞ্জয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন-পূর্ব্বক বৈর-সাগরের পারে গমন করিলেন। মহারাজ! মদ্রাধিপতি বিমূঢ়-চিত্তে অবিলম্বে ধ্বজ-বিহীন রথ লইয়া দুর্য্যোধন-সমীপে আগমন ও সম্ভাষণ-পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হইয়া এই কথা বলিলেন "পরস্পর সন্নিহিত হইয়া হতাহত, গিরি-শিখর-তুল্য বিপুল-নরাশ্ব-মাতঙ্গগণ-কর্ত্তৃক ত্বদীয় সৈন্যের প্রধান প্রধান অশ্ব গজ ও রথ সমস্ত বিশীর্ণ হওয়ায় তাহা যম-রাষ্ট্র-সদৃশ হইয়াছে। হে ভারত! অদ্য কর্ণ ও অর্জ্জুনের যে প্রকার যুদ্ধ হইল, পূর্ব্বে কখন আর এ প্রকার সমর হয় নাই। কর্ণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে সঙ্গত হইয়া তাঁহাদিগকে এবং তোমার সমুদয় শত্রুগণকে গ্রাস করিয়াছিলেন; পরন্তু দৈব স্বাধীন-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইল; তাহা পাণ্ডবদিগের রক্ষা এবং আমাদিগের হিংসা করিতে লাগিল। তোমার কার্য্যসিদ্ধি ও অর্থ-সম্পাদনকারী সমুদয় বীরবর্গ শত্রুগণ-কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন;—ত্বদীয় অর্থসিদ্ধিকামী, কুবের যম ইন্দ্র ও বরুণ-তুল্যপ্রভাবশালী, বীর্য্য শৌর্য্য বল ও সেই সেই বিবিধ-গুণ-সমুহ-সমন্বিত বীরবর নরেন্দ্রগণ সমরে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। অতএব হে ভারত! তুমি শোক করিও না; ইহা দৈবাধীন কর্ম্ম; সিদ্ধি পর্য্যায়ক্রমেই হইয়া থাকে, নিয়ত অর্থসিদ্ধি হয় না।"

দুর্য্যোধন মদ্রপতির এই কথা শুনিয়া এবং মনে মনে স্বকীয় দুর্নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দীন-চিত্ত, সংজ্ঞা-শূন্য ও নিতান্ত কাতর হইয়া পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

শল্য-বাক্যে দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সেই কর্ণার্জ্জুন-সংগ্রামে রৌদ্র-দিবসে দগ্ধ, বাণোন্মথিত ও পলায়িত কুরু সৃঞ্জয়-সৈন্যগণের কিরূপ রূপ হইয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! সমরে মনুষ্য-দেহ-সমুদায়ের যে প্রকারে ঘোরতর মহা-বিধ্বংস হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কর্ণ নিহত হইলে ধনঞ্জয় যে সিংহ-নাদ করিয়া উঠিলেন, তাহাতে আপনকার তনয়-গণের অন্তঃকরণে তখন সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। কর্ণের পরলোকের পর আপনকার যোধগণের মধ্যে সৈন্যগণ-সংগ্রহে বা পরাক্রম প্রকাশে কাহারও বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইল না। মহারাজ! অগাধ-সাগরে নৌকা ভগ্ন হইলে, বণিক্‌গণ যেমন প্লব-শূন্য হইয়া অপারে পার ইচ্ছা করে, সেইরূপ কিরীটী আশ্রয়-ভূত কর্ণকে নিহত করিলে আপনকার পুত্রেরা অপারে পার ইচ্ছা করিতে থাকিলেন। সূত-তনয় হত হইলে তাঁহারা অতিমাত্র ত্রাসান্বিত, শরবিক্ষত ও অনাথ হইয়া নাথ ইচ্ছা করত সিংহগণ-বিমর্দ্দিত মৃগযুথের ন্যায় হইলেন; সায়াহ্ন সময়ে ভগ্ন-শৃঙ্গ বৃষভ-সমূহ ও ভগ্নদন্ত বিষধর-নিকরের ন্যায়, সব্য-সাচী-কর্ত্তৃক প্রতাপিত ও নির্জ্জিত হইলেন এবং হতপ্রবীর বিধ্বস্ত ও নিশিত শর-সমুদায়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরিশেষে, সূতপুত্র নিহত হইলে, ভয়ে পলা-য়ন করিতে লাগিলেন। পলায়ন-পরায়ণ মহারথগণ শস্ত্র-শূন্য ছিন্ন-কবচ ভয়-পীড়িত ও ভগ্ন-চিত্ত হইয়া 'বীভৎসু আমাকেই শীঘ্র আক্রমণ করিতেছেন; বৃকোদর আমার প্রতিই ধাবমান হইতেছেন' এইরূপ ভাবনায় সকলে পরস্পর নিরীক্ষণ ও অব-মর্দ্দন করত ভয়ে পতিত ও মৃত হইতে লাগিল। অপরে কেহ কেহ তুরঙ্গে, কেহ কেহ মাতঙ্গে, কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া এবং বেগ-সম্পন্ন অন্য কোন কোন ব্যক্তি পাদচারী হইয়া ভয়ে পলাইতে প্রবৃত্ত হইল। ভয়-পীড়িত রথী সাদী ও অশ্ববার-সমূহ পলায়মান কুঞ্জর মহারথ ও তুরঙ্গ-সমুদায়-কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল। হিংস্রজন্ত ও তস্করগণে সমাকীর্ণ কানন-মধ্যে সঙ্গিবিহীন লো-কেরা যে প্রকার হয়, সূতপুত্র নিহত হইলে আপন-কার সৈন্যেরা তখন তদ্রূপ হইল। হতারোহ মাতঙ্গ ও ছিন্ন-হস্ত মানবেরা তৎকালে ভীমসেন-ভয়পীড়িত সেই সকল সৈন্যগণকে পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং সমুদয় জগৎকেই অর্জ্জুনময় দেখিতে লাগিল।

অনন্তর সেই সমুদয় যোধগণকে সহস্র সহস্র-সংখ্যায় পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধন হাহা-কার-রবে নিজ সারথিকে এই কথা বলিলেন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, কুন্তীতনয় সমুদয় সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগে ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক ব্যবস্থিত হইয়া কোন-ক্রমেই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না; অতএব তুমি ধীরে ধীরে তথায় অশ্ব চালনা কর। মহাসমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যগণের সঙ্গে সং-গ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, পৃথাপুত্র আমারে অতিক্রম করিতে উৎসাহী হইতে পারিবে না, সন্দেহ নাই। অদ্য আমি কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে, অভিমানী বৃকোদরকে এবং অন্যান্য অবশিষ্ট শত্রুগণকে নিহত করিয়া কর্ণের নিকটে অঋণী হইব।

কুরুরাজের সেই শূর ও আর্য্যজন-সমুচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথি, স্বর্ণ-পরিচ্ছদ-সম্পন্ন তুরঙ্গগণকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করিল। হে আর্য্য! আপন-কার তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথ-বিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র-মাত্র যোদ্ধা পাদচারী হইয়াই যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত হইল। হে ভারত! তাহাতে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া চতুরঙ্গ-সৈন্য-দ্বারা তাহাদিগকে পরি-বেষ্টন-পূর্ব্বক সায়ক-সমূহে প্রহার করিতে লাগি-লেন। তাহারাও সকলে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তথায় অপর কতকগুলি সৈন্য তাঁহাদিগের কুৎসিত নাম বলিতেও লাগিল। তখন ভীমসেন অত্যন্ত ক্রোধা-ক্রান্ত হইলেন এবং শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া সমরে প্রত্যুপস্থিত সেই সমস্ত যোধগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মা-

পেক্ষী কুন্তীতনয় বৃকোদর রথস্থ থাকিয়া ভূতলবর্ত্তী সেই সকল সৈনিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন না; ভুজবীর্য্য অবলম্বন করিয়াই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সুবর্ণ-পরিচ্ছন্না মহতী গদা ধারণ করিয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায়, ত্বদীয় সমুদয় সৈন্যগণকে নিহত করিলেন। এদিকে পদাতিকেরাও ক্রোধান্বিত হইয়া আপন আপন জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, অনল-সমীপে পতঙ্গগণের ন্যায়, সংগ্রামে ভীমসেনের অভিমুখে প্রধাবিত হইল। পরন্তু সেই কোপাবিষ্ট যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈনিকেরা বৃকোদরের সন্নিহিত হইয়াই, জীবগণ যেমন অন্তক-বিলোকনে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সহসা কালকবলে নিপতিত হইল। মহাবলশালী গদাপাণি ভীমসেন সমরে শ্যেনপক্ষিবৎ বিচরণ করত এইরূপে আপনাদিগের পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য চূর্ণ করিলেন। সত্যপরাক্রম মহাবল বৃকোদর সেই পুরুষ-সৈন্য সংহার-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে করিয়া পুনরায় অবস্থিত হইলেন।

এদিকে মহাবীর ধনঞ্জয় রথ-সৈন্য আক্রমণ করিলেন এবং মহাবল সাত্যকি ও নকুল সহদেব প্রফুল্লচিত্তে সুবল-তনয়ের বল সকলকে নিহত করিতে করিতে শকুনির প্রতি বেগে অভিধাবিত হইলেন। সংগ্রামে তাঁহারা অগ্রে শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা তাঁহার অশ্ব ও গজ-সৈন্য সমুদয় সংহার-পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহারে আক্রমণ করিলেন; তৎপরে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ও ত্বদীয় রথ-সৈন্য-সমীপে সমাগত হইয়া ত্রিলোক-বিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। সারথি কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্ব রথ ও যোদ্ধা অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া ত্বদীয় যোধগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। রথাশ্ব-বিহীন ও শরপরিকর্ত্তিত-সর্ব্বাঙ্গ পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি কালকবলে নিপতিত হইল। পাঞ্চালদিগের মহারথ, পুরুষ-শার্দ্দুল, মহামনা, মহাধনুর্দ্ধর, শত্রুগণ-সূদন, দ্রুপদরাজপুত্র শ্রীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে নিহত করিয়া ভীমসেনকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার কপোত-তুল্যবর্ণ-অশ্ব-বিশিষ্ট, রক্তকাঞ্চন-কাষ্ঠময়-ধ্বজ-সমন্বিত রথখানি নিরীক্ষণ করিয়াই ত্বদীয় সৈন্য সকল ভয়ে অতিমাত্র প্রধাবিত হইল।

এদিকে যশস্বী নকুল, সহদেব ও সাত্যকি গান্ধাররাজের অনুসরণ করিয়া অবিলম্বে দৃষ্টিগোচর হইলেন। হে আর্য্য! চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীপুত্রগণ ত্বদীয় সুমহৎ সৈন্য সংহার করিয়া পরিশেষে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আপনকার যোধগণকে পরাঙ্মুখ ও পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়াও, বৃষভেরা যেমন কোপাবিষ্ট বৃষভদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের পশ্চাতে প্রধাবিত হয়, তদ্রূপ সকলেই সেই পলায়মান সৈন্য-সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। হে মহারাজ! ভবদীয় সৈন্যের অবশিষ্ট অংশ যুদ্ধার্থে অবস্থিত রহিয়াছে দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন বলরাম্ সব্যসাচী ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় ত্রিলোক-বিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে করিতে রথ-সৈন্য-সমীপে উপস্থিত হইলেন; পরে সেই সৈন্য সকলকে সহসা শর-সমূহে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ধূলিরাশি সমুত্থিত হওয়ায় কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না। মহারাজ! ভূতল ধূলিময় ও লোক সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে ত্বদীয় যোদ্ধারা ভয়ে সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে রাজন্! সৈন্য সকল সমরে ভঙ্গ দিতে থাকিলে আপনকার পুত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধন অভিমুখাগত বিপক্ষগণের প্রতি প্রধাবিত হইলেন; পরে, পূর্ব্বকালে বলি যেমন দেবগণকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমুদয় পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহারা সকলে মিলিত হইয়া অভিমুখাগত দুর্য্যোধনকে বারম্বার ভর্ৎসনা ও নানাবিধ শস্ত্র বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। পরন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে

ভয়-বিরহিত ও ক্রোধাক্রান্ত হইয়া শাণিত শর-নিকর-দ্বারা সেই শত্রুগণকে তথায় শত শত সহস্র সহস্র-সংখ্যায় নিহত করিলেন। সেই সংগ্রামে আমরা আপনকার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ অবলোকন করিলাম; যেহেতু তিনি একাকী সমবেত পাণ্ডব-সকলের সহিত যুদ্ধ করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! আপনকার আত্মজ বুদ্ধিমান্ দুর্য্যোধন দেখিলেন, স্বকীয় সৈন্য সকল শর-বিক্ষত হইয়া পলায়নের মানস করিয়াও অতিদূরে প্রস্থিত হয় নাই; পরে তাহাদিগকে অবস্থাপিত করিয়া অপর যোধগণকে হর্ষান্বিত করত এই কথা বলিলেন, আমি পৃথিবীতে ও পর্ব্বত সকল-মধ্যে এমন কোন স্থানই দেখিতে পাই না, যেখানে পলায়ন করিলে পাণ্ডবেরা তোমাদিগকে নিহত করিতে অসমর্থ হইবে; অতএব তোমাদিগের পলায়নের প্রয়োজন কি? সম্প্রতি পাণ্ডবদিগের সৈন্য অতি অল্প আছে এবং কৃষ্ণার্জ্জুনও অতিশয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; অতএব যদি আমরা সকলে সমবেত হইয়া সংগ্রামে অবস্থিত হই, তাহা হইলে আমাদিগের নিশ্চয় বিজয় হইতে পারে। পরন্তু আমরা পাপাচরণ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিলে, পাণ্ডবেরা অনুসরণ-পূর্ব্বক আমাদিগকে নিহত করিবে; অতএব সমরে সংহারই আমাদের শ্রেয়স্কর। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করত যাহারা সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করে, মৃত্যু তাহাদিগের পক্ষে সুখ-জনক; কেন না মৃত ব্যক্তি মরণ-জন্য দুঃখানুভব করে না, প্রত্যুত পরলোকে গমন করিয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে। হে সমাগত যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ! সকলেই শ্রবণ কর; জীবনান্তকারী কৃতান্ত যখন শূর ও ভীরু উভয়েরই সংহার করেন, তখন আমার মত ক্ষত্রিয়-ব্রতে অনুরক্ত কোন্ মূঢ় ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইতে পারে? তোমরা ক্রোধান্বিত শত্রু ভীমসেনের বশবর্ত্তী হইবে; অতএব পিতৃ-পিতামহগণের আচরিত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের উচিত নহে। হে কৌরব-পক্ষীয় সমুদয় যোধগণ! সংগ্রামে পলায়ন করা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়-পুরুষের অধিকতর পাপিষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই এবং যুদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা স্বর্গের অপর শ্রেয়স্কর পন্থাও নাই; অতএব তোমরা যুদ্ধ-হত হইয়া অবিলম্বে দিব্যালোক লাভ কর।

সঞ্জয় কহিলেন, আপনকার পুত্র এইরূপ কহিলে, নিতান্ত বিক্ষত সৈনিকগণ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়াই সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিল।

কৌরব-সৈন্য-পলায়নে ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে নিবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন দেখিয়া তৎকালে অতিভীত-মূর্ত্তি ও বিমূঢ়-চিত্ত মদ্ররাজ তাঁহারে এই কথা বলিলেন।

শল্য কহিলেন, হে বীর! এই প্রচণ্ড রণস্থল, নিহত নরাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জে এবং একবার-মাত্র মদ-ক্ষরিত-গণ্ড, শরবিদ্ধ-মর্ম্ম, শৈল-সদৃশ, নিপতিত মহামাতঙ্গ-সমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে দেখ। বর্ম্ম আয়ুধ ও আরোহী যোধপ্রধানগণ নিহত এবং ঘণ্টা অঙ্কুশ তোমর ও ধ্বজ-সমস্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় সুবর্ণ-জাল-সমলঙ্কৃত রুধিরপ্রবাহ-পরিপ্লুত ঐ সকল দন্তাবল বিহ্বল হইয়া, বিভিন্ন-পাষাণখণ্ড ও মহাবৃক্ষ-সমূহ-সমন্বিত বজ্র-পাতিত গিরীন্দ্র-সমুদায়ের ন্যায়, সর্ব্ব-দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। শর-বিদীর্ণ-দেহ পতিত তুরঙ্গমগণ নিতান্ত পীড়িত হইয়া ঘন ঘন শ্বাস মোচন ও রক্ত-বমন করিতেছে। বিধ্বস্ত অশ্ববার ও গজযোধ সমস্ত এবং বল-বিক্ষিপ্ত বীর-সমূহ নেত্র-বিঘূর্ণন ও ভূমি-দংশন করত কাতরভাবে চীৎকার ও আর্ত্তনাদ করিতেছে। অল্পপ্রাণ ও গত-প্রাণ যোধগণ, বিমর্দ্দিত অশ্ব গজ রথ পদাতি-সমূহ, বিশেষত নিতান্ত আহত, ছিন্ন ভিন্ন-সর্ব্বাঙ্গ, স্তম্ভিত-দেহশুণ্ড, বিশীর্ণ-দন্ত, কম্পিত-কলেবর, প্রকীর্ণ-তূণীর, বিধ্বস্ত-ধ্বজপতাক, যোদ্ধা বর্ম্ম অস্ত্রশস্ত্র ও

পাদরক্ষকদিগের সহিত ধরাতলে নিপতিত, রণাঙ্গনে রক্তবমন ও করুণ-ধ্বনি করণে প্রবৃত্ত, অতিমাত্র পীড়িত, সুবর্ণজাল-সমাবৃত মাতঙ্গ সমুদায়-দ্বারা মেদিনীমণ্ডল মহাবৈতরণীর ন্যায় দুর্দ্দর্শনীয় হইয়াছে। অভিমুখীন শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত, বিশীর্ণ-বর্ম্মাভরণ ও বিগলিত-বস্ত্রাস্ত্র-শস্ত্র, যশস্বী অশ্ববার গজারোহী রথী ও পদাতিগণ-দ্বারা মহীমণ্ডল জলদবৃন্দ-পরিবৃত গগণতলের ন্যায়, শোভা পাইয়াছে। মহাবল বিপক্ষগণের শরপ্রহারে অভিহত সহস্র সহস্র-সংখ্যায় পতিত 'এক একবার চৈতন্য-শূন্য হইতেছে এবং পুনর্ব্বার শ্বাস ত্যাগ করিতেছে' এইরূপ পরিদৃশ্যমান সৈন্যসমূহ-দ্বারা বসুন্ধরা যেন হুতাশন-সমাকীর্ণা রহিয়াছে। রাত্রিকালে গগণমণ্ডল সুবিমল সমুজ্জ্বল গ্রহসকল-দ্বারা যেরূপ হয়, ধরাতল কুরু সৃঞ্জয়গণের অতিদীপ্তি-বিশিষ্ট, গগণ-বিচ্যুত গ্রহগণতুল্য, কর্ণার্জ্জুন-শরে বিভিন্নগাত্র ও নিহত প্রধান প্রধান বীরগণ-দ্বারা সেইরূপ হইয়াছে। কর্ণার্জ্জুন-বাহুবিমুক্ত বিশিখ সমুদয় তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও মনুষ্য সকলের দেহ বিদারণ ও প্রাণ নিরাকরণ-পূর্ব্বক, অতিতাম্রবর্ণ মহাভুজঙ্গগণ যেমন আবাসে প্রবেশ করে, সেইরূপ শীঘ্র ভূতল-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ধনঞ্জয় ও অধিরথ-তনয়ের মার্গণগণ-দ্বারা নিহত অসংখ্য নরাশ্বকুঞ্জরপুঞ্জে এবং শর ছিন্নভিন্ন রথ ও মাতঙ্গ-সমূহে বসুধাতল দুর্গম ও অগম্য হইয়া পড়িয়াছে। মণিকাঞ্চন-বিভূষিত, যোধগণ-সহ শরপ্রবর বিমর্দ্দিত, প্রবিদ্ধ-হয়সারথি, বিশীর্ণধ্বজাস্ত্রশস্ত্র, বিদলিত-বন্ধুর, ছিন্নচক্রাক্ষযুগ, ছিন্ন ত্রিবেণু, ছিন্নানুকর্ষ, বিমুক্তচক্র, বিহতোপস্কর, নিষঙ্গ-বন্ধনশূন্য ও প্রভগ্ন-নীড় রথ সমুদায়-দ্বারা ধরাতল, শরৎকালীন জলধরপটল-দ্বারা গগণমণ্ডলের ন্যায়, সমাস্তৃত রহিয়াছে। সত্বর পলায়নে প্রবৃত্ত যোধগণ বেগশালী তুরঙ্গমগণ-কর্ত্তৃক বিকৃষ্যমাণ, হতারোহ, সুসজ্জিত রথ সমস্ত ও অশ্ব রথ নর কুঞ্জরপুঞ্জ-দ্বারা বহু খণ্ডে বিচূর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণপট্ট-বিশিষ্ট পরিঘ, পরশু, নিশিত শূল, মুষল, পট্টিশ, কোষবিনিঃসৃত বিমল খড়্গ ও কাঞ্চনপট্ট-সম্বদ্ধ গদা সমস্ত ইতস্তত পতিত আছে। হে রাজন্! সুবর্ণাঙ্গদ-বিভূষিত শরাসন, হেমচিত্রিত-পুঙ্খ শর, শাণজলপায়িত কোষশূন্য বিমল ঋষ্টি, কণকোদ্ভাসিত সখড়্গ প্রাস, ছত্র, চামর, শঙ্খ, কুসুম ও কাঞ্চনমালালঙ্কৃত বাহু, গজপৃষ্ঠাস্তরণ, পতাকা, রথবেস্টন, কিরীটমালা, মুকুট, শ্বেত চামর, প্রবাল ও মুক্তাময় মধ্যমণি-নিবদ্ধ হার, শিরোভূষণ, কেয়ূর, উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, গ্রীবাভূষণ, সুবর্ণচিত্রিত বক্ষস্থলভূষণ, উত্তম মণি হীরক সুবর্ণ মুক্তা রত্ন ও নানাবিধ অলঙ্কার, অত্যন্ত সুখোচিত-গাত্র ও শুধাংশু-সদৃশ মুখবিশিষ্ট মস্তক সমুদায় বিকীর্ণ রহিয়াছে। সেই সমস্ত বীরপুরুষ দেহ ভোগ পরিচ্ছদ ও সুরুচির সুখ-সমূহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহতী স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া এবং যশঃপুঞ্জ সহকারে শীঘ্র দিব্যলোক সকল লাভ করিয়া তথায় গমন করিয়াছেন। অতএব হে মানপ্রদ রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন! সম্প্রতি সৈনিক-সংগ্রহ করণে নিবৃত্ত হও; উহারা প্রস্থান করুক এবং তুমিও শিবিরাভিমুখে চল। হে প্রভাব-সম্পন্ন নরেন্দ্র! এই দিবাকর অস্তাচলাবলম্বী হইতেছেন; পুনর্ব্বার তুমিই এ বিষয়ে কারণ, অর্থাৎ সৈন্যসংগ্রহ বা যুদ্ধ বিষয়ে অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তোমারই ইচ্ছাধীন।

শল্য শোকাকুল-চিত্ত হইয়া, অত্যন্ত জলপরিপ্লুত-নেত্রযুগল, বিহ্বল ও কাতরভাবে "হা কর্ণ! হা কর্ণ!" এইরূপ বিলাপে প্রবৃত্ত দুর্য্যোধনকে এই সকল কথা কহিয়া নিবৃত্ত হইলেন। অশ্বত্থামা ও অন্যান্য সমুদয় নরেন্দ্রেরাও দুর্য্যোধনকে বারংবার সমাশ্বাসিত করিয়া অর্জ্জুনের যশঃ-প্রজ্বলিত মহাধ্বজটিকে এবং নরাশ্ব মাতঙ্গগণের দেহ-বিনিঃসৃত শোণিত-প্রবাহে অভিষিক্তা, সুতরাং রক্তবস্ত্র রক্তমাল্য ও স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা সর্ব্বজন-গমনীয়া বারাঙ্গনার তুল্যরূপা রণভূমিকে মুহুর্মুহু অবলোকন করত প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ! অতি-

মাত্র ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত বিরাজমান হইলে, রুধিরাচ্ছন্ন-দেহ কৌরবেরা, সমস্ত বীরপুরুষ দেবলোকে প্রব্রাজিত হইলেন দেখিয়া, কেহই আর তথায় অবস্থান করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কর্ণের বধে দুঃখিত হইয়া "হা কর্ণ! হা কর্ণ!" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে এবং রক্তবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে শিবিরে প্রস্থিত হইলেন। কর্ণ গাণ্ডীব-বিনির্গত সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত রক্তাক্তপক্ষ সায়ক-সমূহে পরিব্যাপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়াছিলেন, সুতরাং নিহত হইয়াও, কিরণমালী প্রভাকরের ন্যায়, ধরাতলে শোভা পাইতে লাগিলেন। 'ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভানুমান্ করসহস্র-দ্বারা কর্ণের রক্তাক্ত-কলেবর স্পর্শ করিয়া তদীয় রক্তসংস্রবে স্বয়ং রক্তবর্ণ হইয়া স্নান করিবার মানসে পশ্চিম সাগরে গমন করিলেন' এইরূপ চিন্তা করিয়াই যেন দেবর্ষিগণ নিজ নিজ নিকেতন-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমাগত প্রাণি-সমূহও ঐরূপ চিন্তা করিয়া যথাসুখে আকাশ ও মহীতলে প্রস্থান করিল। তৎকালে প্রধান প্রধান কুরুবীরেরা ধনঞ্জয়ের ও অধিরথ-তনয়ের সেই সর্ব্ব-প্রাণি-ভয়ঙ্কর অদ্ভুত সংগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রশংসা করিতে করিতে চলিলেন।

মহারাজ! সমর-নিহত বীরবর কর্ণ শর-নিকরে ছিন্নবর্ম্মা ও গতপ্রাণ হইলেও শোভা তাঁহারে পরিত্যাগ করে নাই। সমুদয় প্রাণিগণ সেই তপ্তকাঞ্চন-মূর্ত্তি সূর্য্যাগ্নি-সদৃশ প্রভাশালী বীরপুরুষকে যেন জীবিত ও শৌর্য্যসম্পন্ন বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। সুতনন্দন সংগ্রামে হত হইলেও সমুদয় যোধগণ তাঁহার নিকটে, সিংহ-সমীপে ইতর মৃগযূথের ন্যায়, ত্রাসান্বিত হইল। পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ হত হইয়াও যেন কথা কহিতেছেন, এইরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন;— পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও সেই মহাত্মার কিছুমাত্র বিকৃতি হইল না। মহারাজ! সুততনয়ের সেই সুন্দর বেশ-ভূষিত, মনোহর মৌলি ও গ্রীবা-বিশিষ্ট মুখমণ্ডল পূর্ণ-শশধর-সদৃশ শোভন-কান্তি-সমন্বিতই রহিল। তপ্তসুবর্ণাঙ্গদধারী নানাভরণ-বিভূষিত সূর্য্যনন্দন নিহত হইয়া, অঙ্কুরবান্ তরুর ন্যায়, শয়ন করিয়া রহিলেন। উত্তম কণকোদ্ভাসিত, প্রজ্বলিত অনল-তুল্য, পুরুষশার্দ্দূল কর্ণ পার্থ-সায়ক-সলিলে নির্ব্বাপিত হইলেন। প্রদীপ্ত হুতাশন যেমন জল পাইয়া নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ কর্ণানল অর্জ্জুন-জলদ-কর্ত্তৃক সমরে প্রশমিত হইলেন! পুরুষপ্রবর সুতপুত্র সুযুদ্ধ-দ্বারা ভূমণ্ডলে আপনার প্রদীপ্ত যশোরাশি লাভ করিয়া এবং নিরন্তর শরবর্ষণ-পূর্ব্বক দশদিক্ প্রতাপিত করিয়া পরিশেষে পার্থানলে পুত্রের সহিত স্বীয় শরীর সমর্পণ করিলেন! হে রাজন্! শ্রীমান্ সহস্রকিরণ যেমন তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা সমুদয় জগৎ প্রতপ্ত করেন, সেইরূপ তিনি অস্ত্রতেজোরাশি-দ্বারা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে এবং শরবৃষ্টি দ্বারা অভি-বর্ষণ-পূর্ব্বক শত্রুসৈন্য সকলকে সন্তাপিত করিয়া পুত্র ও বাহনের সহিত নিহত হইলেন!—যাচকরূপ পক্ষিগণের আশ্রয়-স্বরূপ কল্প-বৃক্ষটি নিপাতিত হইল! যে সাধু পুরুষ সাধু যাচকগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সর্ব্বদা "দিতেছি" এই কথাই বলিতেন, "নাই" এ বাক্য কখন উচ্চারণ করেন নাই, সেই কর্ণ দ্বৈরথযুদ্ধে নিহত হইলেন! যে মহাত্মার যথা সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণের উপকারার্থে সঞ্চিত ছিল; যাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের নিকটে অদেয় ছিল না; যিনি মানবগণের নিয়ত প্রীতিপাত্র, দাতা ও দানপ্রিয় ছিলেন; সেই কর্ণ ধনঞ্জয়ের অস্ত্রানলে বিনির্দ্দগ্ধ ও মৃত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন! দুর্য্যোধন যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, সেই কর্ণ আপনকার পুত্রগণের জয়াশা ও সুখসচ্ছন্দতা সঙ্গে লইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন!

হে আর্য্য! সুতনন্দন প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, সরিৎ সকল স্রোতোবহনে বিরত হইল; দিবাকর মলিনমণ্ডল হইয়া অস্তাচলে আরোহণ করিলেন; সূর্য্যাগ্নিবর্ণ মঙ্গল গ্রহ ও সোমপুত্র বুধগ্রহ বক্র-

গতিতে উদিত হইলেন; নভোমণ্ডল ও ধরাতল বিচলিত হইল; অতিভয়ঙ্কর কর্কশ বায়ু সকল বহিতে লাগিল; দিক্ সকল ধূমাচ্ছন্ন ও অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল; মহাসাগর-সমুদয় ঘোরতর শব্দে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; কানন-সংবলিত শৈল সকল বিদীর্ণ হইয়া গেল; সমুদয় জীববর্গ অতিমাত্র ব্যথিত হইল এবং বৃহস্পতি রোহিণীকে প্রপীড়িত করিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ বর্ণ ধারণ করিলেন। কর্ণ নিহত হইলে বিদিক্ সকলও জ্বলিয়া উঠিল; আকাশমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; ভূমিতল কম্পিত হইতে লাগিল; অগ্নিতুল্য-প্রভান্বিত উল্কা সকল পতিত হইতে থাকিল এবং নিশাচরেরাও নিরতিশয় হর্ষা-বিষ্ট হইল।

মহারাজ! অর্জ্জুন ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা যৎকালে কর্ণের শশাঙ্ককান্তি-সমন্বিত মস্তকটি নিপাতিত করিলেন, তৎকালে অন্তরীক্ষমণ্ডলে, স্বর্গে ও মহীতলে লোক-সকলের হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পৃথাতনয় ধনঞ্জয় দেব গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণের পূজিত প্রবল শত্রু কর্ণকে নিহত করিয়া, বৃত্রাসুর-বধাবসানে বাসবের ন্যায়, পরম তেজঃপুঞ্জ-সহকারে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহেন্দ্র-বীর্য্য-সদৃশ-পৌরুষ-সম্পন্ন, সুবর্ণ মুক্তা মণি হীরক ও বিদ্রুম-সমুদায়ে সমলঙ্কৃত, অনল-দিবাকরপ্রতিম, বিশ্বহিতকর, নরো-ত্তম-যুগল অর্জ্জুন ও কেশিসূদন জলদপটল-তুল্য নির্ঘোষ-সমন্বিত, শরৎকালীন নভোমণ্ডল-মধ্যগত ভাস্কর-সদৃশপ্রভা-বিশিষ্ট, পতাকা ও ভীষণ নিনাদ-কারী কেতুযুক্ত, হিম হিমাংশু শঙ্খ ও স্ফটিক-সম দীপ্তিশালী, পুরন্দর বাহন-তুল্য রথ-দ্বারা এক যান-সমাশ্রিত বিষ্ণু-বাসবের ন্যায় নির্ভয় হইয়া তখন রণা-ঙ্গন-মধ্যে অনুপম বেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই অপরিমিত-প্রভাবশালী নর-প্রবর কপিধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ, শরাসন-মৌর্ব্বী ও তলাঘাত-নিস্বন-সহকারে শত্রু দুর্য্যোধনকে সহসা প্রতিভা-শূন্য এবং কৌরবদিগকে সায়ক-সমূহে নিহত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে অরাতিবর্গের অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করত সুবর্ণজাল-সমাচ্ছন্ন তুষার-সদৃশ শুভ্রবর্ণ মহাশব্দ-সমন্বিত উৎকৃষ্ট শঙ্খ-দ্বয় হস্তে লইয়া শোভন আনন-যুগল-দ্বারা চুম্বন-পূর্ব্বক সমকালেই নিনাদিত করি-লেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত উভয় শঙ্খের নির্ঘোষে স্বর্গ, গগনতল ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। হে রাজ-সত্তম! শূরবর মাধব ও অর্জ্জুনের শঙ্খ-শব্দে সমুদয় কৌরবেরাই অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। পুরুষপ্রবর কৃষ্ণার্জ্জুন শঙ্খ শব্দ-দ্বারা শৈল সরিৎ কানন ও দিঙ্ম-ণ্ডল নিনাদিত এবং আপনকার পুত্রের সেনা সকল-কে ত্রাসান্বিত করত যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করি-লেন। হে ভারত! অনন্তর কৌরব-সৈন্য সকল সেই সমীরিত শঙ্খশব্দ শ্রবণ করিয়াই মদ্রাধিপতি শল্য ও ভারত-সেনাপতি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। তৎকালে সমাগত মানব-গণ, অভ্যুদিত দিবাকর দর্শনে যেরূপ আনন্দিত হয়, তদ্রূপ সেই ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দনকে মহাসমরে সমধিক শোভমান সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল। কিরণমালী সুবিমল সুধাংশু-দিবাকর তিমিররাশি সংহার-পূর্ব্বক সমুদিত হইয়া যে প্রকার দীপ্তি পাই-তে থাকেন, কর্ণ-শরনিকরে সমাকীর্ণ শত্রুতাপন কৃষ্ণার্জ্জুনও সমরাঙ্গণে সেই প্রকার দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনিন্দনীয় অনুপম-বিক্রম-সম্পন্ন মহা-বলশালী প্রভু কৃষ্ণ-ধনঞ্জয় সেই গাত্রবিদ্ধ বাণ-সমস্ত নিরাকরণ পূর্ব্বক সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া, সভা-মধ্যে বিষ্ণু-বাসবের ন্যায়, যথাসুখে স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন। মহাসংগ্রামে কর্ণ নিহত হইলে তখন দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ চারণ মহর্ষি মনুষ্য ও মহো-রগগণ তাঁহাদিগকে পরম জয়-সম্বর্দ্ধনায় অভিপূজিত করিলেন। তাঁহারা নিরুপম কর্ম্ম সকল-দ্বারা প্রশং-সিত হইয়া, তৎকালে তাঁহাদিগকে বয়ঃক্রমানুসারে সম্মানিত করিয়া, বলিকে নিয়মিত করিবার পর

ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সুহৃদ্গণের সহিত সেইরূপ আনন্দিত হইলেন।

শিবিরপ্রবেশে চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সূর্য্যনন্দন কর্ণ নিহত হইলে পর কৌরবগণ ভয়পীড়িত হইয়া দশদিক্ নিরীক্ষণ করত সর্ব্বদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। শত্রুরা মহাসমরে বীরবর কর্ণকে নিহত করিয়াছে শুনিয়া ভবদীয় সৈন্যগণ ভয়-মোহিত হইয়া সকলেই দিগ্ দিগন্তরে আকীর্ণ হইয়া পড়িল। হে ভারত! অনন্তর সেই ভয়োদ্বিগ্ন যোধ-সমস্ত আপনকার পুত্র-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সর্ব্বদিকে অবহার অর্থাৎ যুদ্ধ বিরাম করিলেন। হে ভরতপ্রবর রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া শল্যের মতানুসারে পরিশেষে যুদ্ধ হইতে বিশ্রাম করিলেন এবং ভবদীয় হতাবশিষ্ট সৈন্য-সমুদায়ে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারথ যোধগণের সহিত সত্বর শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি সূতনন্দনকে নিহত দেখিয়া এক সহস্র গান্ধার-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সত্বর শিবিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। হে রাজন্! শরদ্বৎপুত্র কৃপাচার্য্য মেঘ সদৃশ বিপুল গজসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সত্বর বস্ত্রগৃহাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর শূরবর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের বিজয় দর্শনে পুনঃপুন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্বর সৈন্যাবাসে যাত্রা করিলেন। হে মহারাজ! সুশর্ম্মাও অবশিষ্ট বহুল সংশপ্তক-সৈন্য-সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া ভয়াতুর যোধগণকে নিরীক্ষণ করত প্রস্থান করিলেন। নৃপতি দুর্য্যোধন হত-সর্ব্বস্ব বিমনা শোক-সমাবিষ্ট ও নিতান্ত কাতর হইয়া বহুপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। রথিপ্রবর শল্য ছিন্ন-ধ্বজ রথ লইয়া দশদিক্ নিরীক্ষণ করত শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর ভারতগণের অপর বহুসংখ্য মহারথেরা ভয়বিত্রস্ত লজ্জাগ্রস্ত ও বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থিত হইলেন। কর্ণকে নিপাতিত দেখিয়া সমুদয় কৌরবেরাই ভয়ে উদ্বিগ্ন ও পীড়িত, অশ্রুকণ্ঠ ও কম্পমান-কলেবর হইয়া সত্বর প্রধাবিত হইল।

হে কুরু-সত্তম! কৌরব মহারথগণ কেহ কেহ অর্জ্জুনকে কেহ কেহ বা কর্ণকে প্রশংসা করিতে করিতে ভীতচিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আপনকার সেই সহস্র সহস্র যোধগণের মধ্যে এমন কোন পুরুষই ছিলেন না, যিনি মহাসংগ্রামে পুনরায় যুদ্ধার্থে মনঃ-সমাধান করেন। মহারাজ! কর্ণ নিহত হইলে কৌরবেরা ধনে, জীবনে, রাজ্যে ও কলত্রে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। দুঃখ-শোক-সমন্বিত দুর্য্যোধন সাতিশয় যত্ন-সহকারে তাঁহাদিগকে একত্র সমানীত করিয়া শিবির নিবেশার্থে মনোনিবেশ করিলেন। হে প্রভাব-সম্পন্ন মহীপতে! সেই মহারথেরাও তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া বিবর্ণ-বদনে ও দীনচিত্তে শিবির-মধ্যে অবস্থিত হইলেন।

কৌরব-পলায়নে পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, সেইরূপে কর্ণ নিপাতিত হইলে এবং আপনকার সৈন্য সকল পলায়ন করিলে, বাসুদেব আনন্দে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন "ধনঞ্জয়! বজ্রপাণি যেমন বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি কর্ণকে নিপাতিত করিলে; অতএব মানবেরা তুল্যরূপে বৃত্রবধ ও কর্ণবধ ঘোষণা করিবে। বৃত্রাসুর সমরে তেজঃপুঞ্জ-সমন্বিত বজ্র-দ্বারা নিহত হইয়াছিল; কিন্তু তুমি শরাসন ও শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণকে বিনষ্ট করিলে। হে ভরত-নন্দন কৌন্তেয়! তোমার এই যশস্কর মহাবিক্রম ধর্ম্মরাজের নিকটে নিবেদন কর। সংগ্রামে কর্ণকে নিহত করা যুধিষ্ঠিরের বহুকাল হইতে অভিলষিত ছিল; এক্ষণে তুমি সেই

রথবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকটে অঋণী হইবে। পূর্ব্বে যখন তোমার ও কর্ণের যুদ্ধ হইতেছিল, তখন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সমর-সন্দর্শনার্থে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু অত্যন্ত গাঢ়রূপে বিদ্ধ হওয়ায় রণস্থলে থাকিতে না পারিয়া স্বীয় শিবিরে গিয়াছেন"। অর্জ্জুন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলে যদুপুঙ্গব কেশব সেই মহারথের সুপ্রসিদ্ধ রথখানি পর্য্যাবর্ত্তিত করিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে উক্তরূপ সম্ভাষণ করিবার পর সৈনিকদিগকে এই কথা বলিলেন 'তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা শত্রুগণের অভিমুখীন হইয়া সাবধানে থাক"। গোবিন্দ ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, নকুল, সহদেব, বৃকোদর ও যুযুধানকেও এই কথা বলিলেন "হে নরাধিপগণ! 'অর্জ্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছেন' এই সংবাদটি যে পর্য্যন্ত রাজার নিকটে নিবেদন করা যায়, তাবৎ কাল আপনাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে"।

অনন্তর গোবিন্দ সেই শূরগণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনকে লইয়া রাজনিবেশনে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, রাজশার্দ্দূল যুধিষ্ঠির উত্তম-কাঞ্চন-শয়নে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহারা আহ্লাদিত হইয়া নরপতির চরণ-যুগল স্পর্শ করিলেন। অরিন্দম মহাবাহু যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের অতিশয় হর্ষ ও অলৌকিক প্রহার সকল অবলোকন করিয়া 'কর্ণ নিহত হইয়াছেন' ভাবিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং সমুত্থিত হইয়া প্রেমভরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে পুনঃপুন আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কুরুনন্দন ধর্ম্মরাজ বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেবকে যুদ্ধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, প্রিয়ম্বদ যদুনন্দন কেশব, যেরূপে কর্ণের নিধন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিকটে বর্ণন করিলেন।

অনন্তর অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করত কৃতাঞ্জলিপুটে হত-শত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন "ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয়, বৃকোদর, আপনি ও নকুল সহদেব, এই বীর-বিধ্বংসকর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়া কুশলে আছেন! হে পাণ্ডবরাজ! সুতপুত্র মহাবল বৈকর্ত্তন কর্ণ নিহত হইল, এখন উত্তরকালীন কার্য্য-সমুদায়ের বিধান করুন! হে পাণ্ডুনন্দন রাজেন্দ্র! ভাগ্যক্রমে আপনি জয়যুক্ত হইলেন; ভাগ্যক্রমে বর্দ্ধিত হইলেন! যে পুরুষাধম দ্যূত-জয়লব্ধা কৃষ্ণার প্রতি উপহাস করিয়াছিল, অদ্য রণভূমি সেই সুতপুত্রের শোণিত পান করিতেছে! হে কুরুপুঙ্গব! আপনকার সেই শত্রু শরপূর্ণ-শরীরে শয়ান রহিয়াছে! ভূরি ভূরি শরে বহুপ্রকারে বিভিন্ন সেই পুরুষশার্দ্দূলকে সন্দর্শন করুন! হে মহাভুজ! আপনি সাবধান হইয়া এই শত্রু-শূন্য সমগ্র মহীমণ্ডল অনুশাসিত করুন এবং আমাদিগের সহিত বিপুল ভোগ-সমস্ত উপভোগ করিতে থাকুন!

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যুধিষ্ঠির সেই যদুনন্দন মহাত্মা কেশবের এই কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত-চিত্তে 'ভাগ্যক্রমে শত্রু নাশ হইয়াছে! ভাগ্যক্রমেই ইহা ঘটিয়াছে!' এই বলিয়া তাঁহারে প্রতিপূজা করিলেন এবং এই বাক্যও বলিলেন "হে মহাবাহো দেবকী-নন্দন! তোমাকে সারথি পাইয়া অর্জ্জুন যে অলৌকিক কর্ম্ম করিতে পারেন, ইহা তোমাতে বিচিত্র নহে।" অনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মিষ্ঠ যুধিষ্ঠির অঙ্গদ-বিভূষিত দক্ষিণ বাহু ধারণ-পূর্ব্বক কেশব ও অর্জ্জুন উভয়কেই বলিলেন "নারদ আমাকে কহিয়াছেন, তোমরা উভয়ে সম্পূর্ণ-দ্যুতি-সম্পন্ন পুরাতন ঋষিসত্তম নর নারায়ণ; ধর্ম্মসংরক্ষণার্থে নিযুক্ত হইয়াছ। মেধাবী মহাভাগ প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়নও আমার নিকটে অনেকবার এই অলৌকিকী কথা বলিয়াছেন। হে কৃষ্ণ! তোমার প্রভাবে এই পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় অভিমুখবর্ত্তী হইয়া শত্রুগণকে পরাজিত করিয়াছেন, কুত্রাপি বিমুখ হন নাই। তুমি যখন সংগ্রামে সারথ্য স্বীকার করিয়াছ, তখন আমাদের নিশ্চয়ই জয়, পরাজয় নাই"।

পুরুষব্যাঘ্র ধর্ম্মরাজ, এইরূপ কহিবার পর বীরবর কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত প্রিয় বিষয়ের মন্ত্রণা করিয়া, সেই হেমবিভূষিত ও শঙ্খ-সদৃশ-শুভ্রবর্ণ কৃষ্ণপুচ্ছ মনের ন্যায় বেগগামী অশ্ব-চতুষ্টয়ে সংযুক্ত রথোপরি অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সেই বীরদ্বয় মাধব ও ধনঞ্জয়কে সম্ভাষণ করিতে করিতে তখন বহুল-বৃত্তান্ত সংবলিত রণস্থল সন্দর্শনার্থে সমাগত হইলেন এবং দেখিলেন, পুরুষপ্রবর কর্ণ রণশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। যেমন কদম্ব কুসুম সর্ব্বদিকে কেশর-নিকরে পরিবৃত থাকে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণকে সেইরূপ শত শত শর-দ্বারা পরিব্যাপ্ত অবলোকন করিলেন। তৎকালে তিনি ইহাও দেখিলেন যে, কর্ণের শরীর গন্ধ-তৈল-সংসিক্ত সহস্র সহস্র কাঞ্চন-দীপিকায় সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির গাণ্ডীব-বিমুক্ত বিশিখপুঞ্জে সর্ব্বাঙ্গে খণ্ড খণ্ডীকৃত কর্ণকে পুত্র-সহ নিহত দেখিয়া অতিমাত্র সঞ্জাত-প্রত্যয় হইয়া বারংবার এইরূপ নিরীক্ষণপূর্ব্বক নর-শার্দ্দূল-যুগল বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন " হে গোবিন্দ! তুমি বীর, বিদ্বান্ ও আমাদিগের নায়ক; তোমা-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াই অদ্য আমি ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথিবীতে রাজা হইলাম। অভিমানী নরব্যাঘ্র রাধা-তনয় নিহত হইয়াছে শুনিয়া সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন অদ্য রাজ্যভোগে ও জীবন-ধারণে অবশ্যই নিরাশ হইবে। হে পুরুষপ্রবর! তোমার প্রসাদে মহারথ কর্ণ নিহত হওয়াতে আমরাও কৃতার্থ হইলাম। হে গোবিন্দ! ভাগ্যক্রমে তুমি জয় লাভ করিলে, ভাগ্যক্রমে শত্রু নিহত হইল এবং ভাগ্যক্রমেই গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় বিজয়ী হইলেন। হে মহাভুজ! আমরা ত্রয়োদশ বৎসর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জাগরণে রাত্রি যাপন করিয়াছি; অদ্য তোমার প্রসাদে রজনীতে সুখে নিদ্রা সম্ভোগ করিব"। হে রাজেন্দ্র! সেই কুরুকুল-ধুরন্ধর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সপুত্র কর্ণকে পার্থ-সায়ক-দ্বারা নিহত দেখিয়া আপনাকে পুনর্জ্জাত জ্ঞান করিলেন। মহারাজ! মহারথ রাজারাও সমবেত হইয়া হর্ষান্বিত-মানসে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। সূতনন্দন নিহত হইলে, পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন নকুল ও সহদেব, বৃষ্ণিদিগের প্রধান মহারথী সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাণ্ডু পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ ধর্ম্মরাজকে পূজা করিলেন। সেই জয়যুক্ত লব্ধলক্ষ্য সমর-শৌণ্ড মহারথ যোধগণ পাণ্ডু-পুত্র নরপতি যুধিষ্ঠিরের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্তব-সংযুক্ত বচনাবলি-দ্বারা শত্রুতাপন কেশব ও ধনঞ্জয়কে প্রশংসা করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন। মহারাজ! আপনকার কুমন্ত্রণানুসারে এই প্রকারে এই লোমাঞ্চকর সুমহান্ বিধ্বংস সংঘটিত হইল; অতএব আপনি আর অনুশোচনা করিতেছেন কেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৌরবশ্রেষ্ঠ ধরাপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ-মাত্র নিশ্চেষ্ট হইয়া উত্তম আসন হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন এবং সেই দীর্ঘদর্শিনী দেবী গান্ধারীও ধরাশায়িনী হইয়া সংগ্রামে কর্ণের নিধন-বিষয়ে বহুল বিলাপ-বাক্যে শোক করিতে লাগিলেন। তখন বিদুর ও সঞ্জয় ভূমিপাল নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ করিলেন এবং উভয়েই তাঁহারে সর্ব্বতোভাবে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। সেইরূপ কুরু-মহিলারাও গান্ধারীকে উত্থাপিতা করিলেন। হে রাজেন্দ্র! মহাতপা নরপতি ধৃতরাষ্ট্র দৈব ও ভবিতব্যকে পরম মূল জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত মনঃপীড়া পাইয়া বিমূঢ়চিত্ত হইলেন; চিন্তা ও শোকে অভিভূত এবং মোহে পীড়িত হওয়ায় কিছুই আর জানিতে পারিলেন না; পরিশেষে বিদুর ও সঞ্জয়-কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া বিচেতন-ভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

হে ভারত! যে ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞ্জয় ও কর্ণের এই

মহাযুদ্ধ-যজ্ঞ-বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভে সমর্থ হয়। সনাতন ভগবান্ বিষ্ণুই যজ্ঞ; হুতাশন, সমীরণ, চন্দ্র ও সূর্য্যও তাঁহাকে যজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন; অতএব যিনি অসূয়া-বিহীন হইয়া ইহা শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বলোকানুগামী হইয়া সুখী হন। যে সকল মনুষ্যেরা সর্ব্বদা ভক্তি-পূর্ব্বক এই পরম পবিত্র সংহিতা পাঠ করেন, তাঁহারা ধন ধান্য ও যশোরাশি লাভ করিয়া চিরকাল আনন্দিত থাকেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব মনুষ্য অসূয়া-শূন্য হইয়া সর্ব্বদা ইহা শ্রবণ করিবেন; তাহাতে তিনি সর্ব্বসুখ লাভে সমর্থ হইবেন। ভগবান্ স্বয়ম্ভু, বিষ্ণু ও সদাশিব সেই নরোত্তমের প্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। ইহা আদ্যোপান্ত অবগত হইলে ব্রাহ্মণগণের চতুর্ব্বেদের ফল প্রাপ্তি হয়; ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে বল ও জয় লাভ করেন; বৈশ্যেরা প্রভূত ধন-সম্পন্ন হন এবং সমুদয় শূদ্রেরা আরোগ্য লাভ করে। যেহেতু ইহাতে সনাতন দেব ভগবান্ বিষ্ণু সংকীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই হেতু ইহার পাঠ বা শ্রবণ দ্বারা মনুষ্য মহামুনি বেদব্যাসের বচনানুসারে সুখী হইয়া সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ করেন। যিনি এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা কপিলা দান করেন, তাঁহার যত পুণ্য, কর্ণপর্ব্বের শ্রবণে লোকের তত পুণ্য হয়।

যুধিষ্ঠির-হর্ষে ষণ্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৬॥

কর্ণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি কর্ণ পর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু শোধন সময়ে তাহা শোধিত মূলের সহিত বিভিন্ন দৃষ্ট হওয়ায় প্রায় নূতন করিয়া অনুবাদ করিতে হইয়াছে; এজন্যে অনুবাদকের পরিচয়স্থলে তাঁহার নাম নিবেশিত হইল না।

এতৎ পর্ব্ব ও পূর্ব্ব-প্রচারিত পর্ব্ব-সমুদায়ের অনেক স্থানে টীকাকারদিগের কল্পিত ব্যাখ্যার অন্যথা অনুবাদ হইয়াছে। অত্রত্য পণ্ডিতবর্গের সম্মতিব্যতিরেকে টীকাকার সম্মত অর্থ পরিত্যাগ করা যায় নাই। এতদ্দেশীয় অধ্যাপক পণ্ডিত-মণ্ডলী-মধ্যে অনেকেরই এইরূপ সংস্কার আছে যে, প্রাচীন টীকাকারেরা কোন গ্রন্থের যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আধুনিক কোনব্যক্তি তাহার বিপরীত অর্থ উদ্ভাবিত করিলে উহা অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মূলের সহিত অনুবাদ গুলি মিলাইয়া দেখিবেন, তাঁহাদিগের নিকটে বিনীতভাবে প্রার্থনা এই যে, টীকাকারকৃত ব্যাখ্যার অনুগত হয় নাই বলিয়া একবারে উপেক্ষা না করেন; পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক একবার পূর্ব্বকল্পিত ও নবোদ্ভাবিত অর্থের মধ্যে কোন্‌টি সঙ্গত কোন্‌টি বা অসঙ্গত তাহা বিচার করিয়া দেখেন ইতি।

১৭৯৩ ই শক। }
১৯ শে বৈশাখ। }

শ্রীসারদা প্রসাদ শর্ম্মণঃ।

মহাভারত।

শল্যপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৪।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের নবম অংশ এই শল্যপর্ব্বে মদ্ররাজ শল্য কৌরব-সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিহত হয়েন এবং দুর্ম্মর্ষণ-প্রভৃতি দুর্য্যোধনের যে সকল ভ্রাতৃগণ অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভীমসেনের হস্তে নিধন লাভ করেন, গদাযুদ্ধপর্ব্ব এই পর্ব্বেরই অন্তর্গত ইহাতে বলদেবের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বহুল তীর্থের বর্ণন আছে, পরিশেষে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে বিবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক ভীম-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উরুভগ্ন হওয়ায় সমর সমাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

এই পর্ব্ব বহু পূর্ব্বে আমি অনুবাদ করিয়াছিলাম, পরিশেষে মূল মহাভারতের সংশোধনানুসারে পাঠের পরিবর্ত্ত হইলে অনুবাদেরও স্থান-বিশেষ পরিবর্ত্ত সহ হওয়ায়, সুতরাং ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধিত মূলের সহিত ঐক্য করিয়া বিশেষরূপে সংশোধন করিয়াছি, মুদ্রাঙ্কন-কালে মহাভারত-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয় ইহা অবলোকন-পূর্ব্বক সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, মূলের সহিত সুসঙ্গত রাখিবার জন্য যথা-সাধ্য যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, ভ্রমপ্রমাদ-বশত যদি কোন দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে, সুধীগণ তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন অধিকেনালমিতি।

২৮ চৈত্র
শকাব্দ ১৭৯৪
বর্দ্ধমান রাজবাটী

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

শল্যপর্ব্বের সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
জনমেজয়ের জিজ্ঞাসামতে বৈশম্পায়নের কর্ণবধানন্তর কৌরবগণের অবস্থা ও কার্য্য কথন	১	১	১
সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে গমন এবং তাঁহার মুখে দুর্য্যোধনাদির বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের মোহ ও বিলাপ	২	ঐ	১০
কর্ণ নিহত হইলে মদীয় পুত্রেরা কি করিল এবং কি প্রকারেই বা দুর্য্যোধনাদির বধ হইল? ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত সঞ্জয়ের তদ্বৃত্তান্ত কথন	৫	ঐ	২৯
কর্ণ নিহত হইলে কৌরবসৈন্যগণের পলায়ন; তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের সারথির প্রতি অর্জ্জুনের নিকটে গমনার্থ আদেশ ও তাহার তথায় গমনোদ্যোগ	৬	ঐ	৩
ভীমাদির প্রভূত পরাক্রম প্রকাশ ও বহুল কৌরব-সৈন্যের বিনাশ	ঐ	২	৬
দুর্য্যোধনের প্রভূত পরাক্রম প্রকাশ ও পলায়মান সৈন্যদিগের প্রতি যুদ্ধার্থে উপদেশ এবং তাহাদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্তি	৭	ঐ	১৯
কৃপাচার্য্যের দুর্য্যোধনের প্রতি যুদ্ধ নিবৃত্তি জন্য উপদেশ এবং তাহাতে তাঁহার অসম্মতি ...	৮	ঐ	১
কৌরবগণের স্থানান্তরে গমনাদি এবং অশ্বত্থামার মতানুসারে দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক শল্যের সৈনাপত্যে অভিষেক	১২	১	২৯
শল্য অভিষিক্ত হইলে কৌরবগণের হর্ষ এবং যুধিষ্ঠিরের শল্য-বধার্থে কৃষ্ণ সহ মন্ত্রণা ...	১৪	২	১২
উভয়-পক্ষের ব্যূহ রচনা ও যুদ্ধারম্ভ এবং অবশিষ্ট সৈন্য সংখ্যা কথন	১৫	ঐ	ঐ
সঙ্কুল যুদ্ধ	১৭	১	২৭
শল্যের যুধিষ্ঠির সমীপে গমনোদ্যোগ এবং নকুলের সহিত যুদ্ধে কর্ণপুত্র চিত্রসেন-প্রভৃতির বিনাশ	১৯	ঐ	১২
পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে শল্যের প্রভূত পরাক্রম প্রকাশ এবং তৎসাহায্যার্থে সমাগত কৃপাচার্য্য-প্রভৃতির পাণ্ডবগণসহ যুদ্ধাদি	২১	ঐ	৭
ভীমের সহিত শল্যের যুদ্ধ ...	২৩	২	৩
শল্য ও ভীমের গদাযুদ্ধ ও মোহ	২৪	১	১৫
দুর্য্যোধনের হস্তে চেকিতানের বিনাশ	২৫	ঐ	৮
শল্য ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ	ঐ	২	২৮
ভীমাদির সহিত শল্যের তুমুল যুদ্ধ	২৬	ঐ	১
অশ্বত্থামা প্রভৃতির সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ	২৮	১	১৬
দুর্য্যোধনাদির সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতির যুদ্ধ এবং পাণ্ডব-পক্ষীয়দিগের সহিত যুদ্ধে শল্যের অসীম বিক্রম প্রকাশ	২৯	২	৩০
স্বপক্ষদিগের সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম-দ্বারা শল্য ও তাঁহার অনুজের বিনাশ ...	৩১	১	৩২
সাত্যকির সহিত যুদ্ধে কৃতবর্ম্মার পরাজয়	৩৭	ঐ	২৩

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
মদ্রদেশীয় মহারথদিগের পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ ও বিনাশ এবং কৌরব-সৈন্যের পলায়ন ও সঙ্কুল যুদ্ধ … … ..	৩৮	ঐ	১৩
ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে শাল্ব রাজার বধ … … …	৪২	ঐ	২২
সাত্যকির হস্তে ক্ষেমকীর্ত্তির বধ ও কৃতবর্ম্মার পরাজয় …	৪৩	২	১৬
দুর্য্যোধনের প্রভূত পরাক্রম প্রকাশ এবং উভয়-পক্ষের দ্বৈরথ যুদ্ধ … … … … …	৪৫	১	৭
সঙ্কুল যুদ্ধ … … … … …	৪৭	ঐ	১
শকুনি-প্রভৃতির পাণ্ডবসেনাভিমুখে গমন এবং অর্জ্জুনের কৃষ্ণসমীপে আক্ষেপোক্তি-পূর্ব্বক অবশিষ্ট কৌরব-সৈন্য বিনাশে অভিলাষ প্রকাশ ও যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন … … … …	৫০	ঐ	২৭
সঙ্কুল যুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের পলায়ন … … … … … …	৫৩	ঐ	১৭
ভীমসেনের হস্তে দুর্ম্মর্ষণ-প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের বিনাশ	৫৫	১	২৫
কৃষ্ণার্জ্জুনের দুর্য্যোধনাদিকে বধ-পূর্ব্বক যুদ্ধ শেষ করণ-বিষয়ক কথোপকথন … … …	৫৭	ঐ	১
অর্জ্জুনের হস্তে পুত্রগণ সহিত সুশর্ম্মার ও বহুল সৈন্যের এবং ভীমের হস্তে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সুদর্শনের বিনাশ … … … …	৫৮	ঐ	ঐ
সহদেবের হস্তে সপুত্র শকুনির বিনাশ … … … … …	৫৯	ঐ	১৩
অবশিষ্ট কৌরব-সৈন্যের বিনাশ এবং দুর্য্যোধনের হ্রদ-প্রবেশার্থে গমন … … …	৬১	২	২৪
ব্যাসের প্রসাদে সঞ্জয়ের রক্ষা এবং দুর্য্যোধনের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন … … …	৬৩	১	১৪
রাজ-মহিলাগণের এবং সঞ্জয় ও যুযুৎসুর হস্তিনাপুরে গমন	৬৪	ঐ	৩০
অশ্বত্থামা-প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় তিন জন মহারথীর দুর্য্যোধনের সহিত সাক্ষাৎ নিমিত্ত দ্বৈপায়ন হ্রদের অভিমুখে গমন	৬৫	২	২৪
দুর্য্যোধনের সন্ধান না পাইয়া পাণ্ডবগণের সসৈন্যে শিবিরে গমন ও অশ্বত্থামা-প্রভৃতির দুর্য্যোধনের সহিত পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার কারণ কথোপকথন … … … …	৬৬	১	৩
ব্যাধগণের প্রমুখাৎ দুর্য্যোধনের হ্রদমধ্যে অবস্থিতির বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবদিগের যুদ্ধার্থে দুর্য্যোধন-সমীপে গমন এবং অশ্বত্থামা প্রভৃতির তথা হইতে প্রস্থান-পূর্ব্বক বটবৃক্ষতলে অবস্থিতি ও চিন্তা … … …	৬৬	২	২৭
কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের দুর্য্যোধন-বধার্থে কথোপকথন … …	৬৮	২	৯
যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধার্থে কথোপকথন … … …	৬৯	১	১৫
দুর্য্যোধনের হ্রদমধ্য হইতে উত্থান ও পাণ্ডবগণের সহিত গদাযুদ্ধ-বিষয়ক কথোপকথন…	৭৩	ঐ	৯
কৃষ্ণের আক্ষেপ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভৎর্সনা … …	৭৪	২	১১
দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করি-			

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
তে ভীমের উৎসাহ প্রকাশ এবং কৃষ্ণের তাহাতে অনুমোদন ...	৭৫	১	২৪
গদাযুদ্ধোদ্যত ভীম ও দুর্য্যোধনের সগর্ব্ব বাক্য	ঐ	২	২২
গদাযুদ্ধ-স্থলে বলদেবের আগমন ও যুধিষ্ঠির-প্রভৃতির সহিত সম্ভাষাদি	৭৭	১	১৭
জনমেজয়ের জিজ্ঞাসা মতে বৈশম্পায়ন-কর্ত্তৃক বলদেবের তীর্থযাত্রা প্রস্তাব	৭৮	ঐ	৮
প্রভাসতীর্থের মাহাত্ম্য কথনে চন্দ্রের বিবাহাদি কীর্ত্তন	৭৯	২	১
উদপান তীর্থের উপাখ্যান ...	৮১	ঐ	৩৩
বিনশন তীর্থের উপাখ্যান ...	৮৪	১	১৩
গন্ধর্ব্ব তীর্থের উপাখ্যান ...	ঐ	ঐ	৩৩
গর্গস্রোত তীর্থের উপাখ্যান ...	ঐ	২	১১
শঙ্খ তীর্থের উপাখ্যান	ঐ	ঐ	১৮
পাবন তীর্থের উপাখ্যান ...	ঐ	ঐ	৩৪
নাগধন্ব তীর্থের উপাখ্যান ...	৮৫	১	১০
সপ্ত সারস্বত তীর্থের উপাখ্যান	৮৬	ঐ	১৯
মঙ্কনক ঋষির উপাখ্যান ...	৮৭	২	৩
কপালমোচন তীর্থের উপাখ্যান	৮৮	ঐ	১৯
রুষঙ্গু মুনির উপাখ্যান	৮৯	ঐ	১৩
আর্ষ্টিষেণ-প্রভৃতি ঋষিগণের সিদ্ধি লাভ	৯০	১	১৮
দাল্‌ভ্যবক মুনির উপাখ্যান ...	৯১	২	৬
বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থের উপাখ্যান	৯৩	১	১৫
স্কন্দদেবের জন্মাদি	৯৬	২	৩৩
বরুণদেবের অভিষেক	১০৬	১	২১
অগ্নি তীর্থের উপাখ্যান	ঐ	২	ঐ
কৌবের তীর্থের উপাখ্যান ...	১০৭	১	ঐ
বদরপাচন তীর্থের উপাখ্যান ...	ঐ	২	৯
বলদেবের শক্রতীর্থ-প্রভৃতি তীর্থে গমন ও সেই সেই তীর্থের মাহাত্ম্য কথন	১১০	১	১৮
অসিত দেবল ও জৈগীষব্যের উপাখ্যান	১১১	ঐ	৬
সোম তীর্থের উপাখ্যানে দধীচ ও সারস্বত মুনির মাহাত্ম্য কথন	১১৩	২	১
বৃদ্ধ কন্যার উপাখ্যান	১১৫	ঐ	২৪
কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কথন ...	১১৭	১	১৩
বলদেবের কুরুক্ষেত্র তীর্থ দর্শন-পূর্ব্বক উত্তম উত্তম আশ্রমে গমন	১১৮	ঐ	২৯
বলদেবের জিজ্ঞাসামতে নারদের কৌরবগণের উপস্থিত ঘটনার বিবরণ কথন	১১৯	ঐ	৬
সরস্বতী তীর্থের মাহাত্ম্য গানানন্তর বলদেবের গদাযুদ্ধ দর্শনার্থে গমন	ঐ	২	২৩
জনমেজয়ের নিকটে বৈশম্পায়ন-কর্ত্তৃক ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন ...	১২০	১	১৫
গদাযুদ্ধের উপক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপ, দুর্নিমিত্তের প্রাদুর্ভাব, যুধিষ্ঠিরের নিকটে ভীমের উৎসাহ প্রকাশ এবং ভীম ও দুর্য্যোধনের বাক্‌ যুদ্ধ	১২২	ঐ	২৮
ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ ...	১২৪	ঐ	২১
অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসামতে কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ভীম ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ-নৈপুণ্য-বিষয়ক তারতম্য ও অন্যায় যুদ্ধ ব্যতীত দুর্য্যোধনের বিনাশাসম্ভাবনা কথন	১২৭	১	১৫
অর্জ্জুনের সঙ্কেতে ভীম-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উরুতে গদাঘাত এবং দুর্য্যোধনের নিপতনকালে			

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
নির্ঘাত সহ বায়ুবহনাদি দুর্নিমিত্তের প্রাদুর্ভাব	১২৮	ঐ	৭
ভূপতিত দুর্য্যোধনের প্রতি ভীমের ভৎর্সনা ও পাদ-দ্বারা তদীয় মস্তক মর্দ্দন এবং তাহাতে যুধিষ্ঠিরের বিরক্তি প্রকাশ, দুর্য্যোধনের প্রতি সানুনয় বাক্য ও আক্ষেপ	১২৯	২	১২
ভীমের প্রতি বলরামের ক্রোধ-পূর্ব্বক হননোদ্যম ও কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সান্ত্বনা এবং তথা হইতে বলরামের প্রস্থান	১৩১	১	১০
বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের সান্ত্বনা ও ভীমের সোৎসাহ-বাক্যানুসারে যুধিষ্ঠিরের অনুমোদন	১৩২	২	১
পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-পক্ষের হর্ষ-পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রশংসা ...	১৩৩	১	২১
কৃষ্ণ ও দুর্য্যোধনের বাক্ কলহ	১৩৪	ঐ	১
কৃষ্ণ ভীষ্ম-প্রভৃতিকে অন্যায় যুদ্ধে বিনাশ করণ জন্য চিন্তান্বিত পাণ্ডবপক্ষ-দিগকে উৎসাহবাক্য-দ্বারা সান্ত্বনা করত শিবির গমনে আদেশ করিলে, তাঁহাদিগের আনন্দ প্রকাশ ...	১৩৫	২	২৮
পাণ্ডবপক্ষ-দিগের শিবিরাভিমুখে গমন ও লোকশূন্য দুর্য্যোধন শিবিরগমন-কালে কৃষ্ণের আদেশে প্রথমত অর্জ্জুন ও পরে কৃষ্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে, বিনা অগ্নিতে রথের দাহ এবং অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসামতে কৃষ্ণের তৎকারণ কথন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ জয়-বিষয়ক কথোপকথন	১৩৬	২	৫
পাণ্ডব-পক্ষের দুর্য্যোধন-শিবির হইতে রত্নাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক আনন্দ ও বাহনাদি মোচন-পূর্ব্বক উপবেশন, কৃষ্ণের উপদেশে সাত্যকির সহিত পাণ্ডবদিগের ওঘবতী নদীতীরে বাস এবং কৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমনের উল্লেখ	১৩৭	ঐ	২২
জনমেজয়ের জিজ্ঞাসা মতে বৈশম্পায়ন-কর্ত্তৃক কৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমনের কারণ কথন ...	১৩৮	১	১৭
কৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গন্ধারীকে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিকটে প্রত্যাগমন	১৩৯	ঐ	২৮
ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে সঞ্জয়-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের সক্রোধ বিলাপ বাক্য কথন	১৪১	২	১
অশ্বত্থামা-প্রভৃতি তিন মহারথের দুর্য্যোধনের নিপাত শ্রবণে তাঁহার নিকটে গমন এবং তাঁহার অবস্থা দর্শনে মোহ ও অক্ষেপ বাক্য	১৪৩	১	২৫
অশ্বত্থামা-প্রভৃতির নিকটে দুর্য্যোধনের বিলাপ	১৪৪	১	১৬
তাহা শুনিয়া অশ্বত্থামার ক্রোধ ও পাঞ্চাল-প্রভৃতিকে বিনাশ করণে প্রতিজ্ঞা	১৪৪	২	১৬
দুর্য্যোধনের আদেশ মতে কৃপাচার্য্যের জলপূর্ণ কলস আনয়ন ও অশ্বত্থামার সৈনাপত্যে অভিষেক	১৪৫	১	১

শল্যপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত।

শল্যপর্ব্ব।

অথ শল্যবধপর্ব্ব।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সমর মধ্যে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক এইরূপে কর্ণ নিপাতিত হইলে, অল্পাবশিষ্ট কৌরবেরা কি করিল? এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য সকলকে ছিন্ন ভিন্ন ও পাণ্ডবগণ দ্বারা নিহত দেখিয়াই বা কি করিলেন, আমি ইহা শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি; অতএব হে বিপ্রবর! আপনি এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করুন, পূর্ব্ব-পুরুষগণের সুমহৎ চরিত্র শ্রবণ করত আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ নিহত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন শোক সাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া সকল বিষয়েই হতাশ হইলেন, এবং "হা কর্ণ! হা কর্ণ!" বলিয়া পুনঃপুন শোক প্রকাশ করত হতাবশিষ্ট নৃপগণের সহিত নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। নৃপতিগণ শাস্ত্রনিশ্চিত বিবিধ হেতুবাদ দ্বারা তাঁহাকে সমাক্ আশ্বাস প্রদান করিলেও তিনি সূতপুত্রের বধের বিষয় স্মরণ করত কিছুমাত্র সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে সেই পৃথিবীপাল দৈব ও ভবিতব্যকে বলবৎ বিবেচনা করিয়া সংগ্রামের কর্ত্তব্যতা নিশ্চয়-পূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন যথা বিধানে শল্যকে সেনাপতি করিয়া হতাবশিষ্ট নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, কুরু পাণ্ডব উভয় সেনার দেবাসুর রণোপম সুতুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে শল্য অনেকানেক শত্রু-সেনা বিমর্দ্দন করিয়া পরিশেষে হত-সৈন্য হইলে, মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমর-শয্যায় শয়ন করাইলেন। অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন বন্ধু-বিহীন হইয়া রণাঙ্গণ হইতে পলায়ন-পূর্ব্বক বিপক্ষ ভয়ে এক ঘোরতর হ্রদ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর, সেই দিবস অপরাহ্নে ভীমসেন মহারথগণ দ্বারা হ্রদ পরিবেষ্টন করত তথা হইতে উচ্চৈঃস্বরে দুর্য্যোধনকে আহ্বান-পূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই মহাধনুর্দ্ধর নিহত হইলে হতাবশিষ্ট রথি-ত্রয় নিতান্ত ক্রোধবশত রাত্রিকালেই পাঞ্চাল-সৈন্য সকলকে সংহার করিল। পর দিন পূর্ব্বাহ্নে দুঃখ শোক-সমন্বিত সঞ্জয় শিবির হইতে নির্গত হইয়া দীনভাবে নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি দুঃখিতভাবে পুরে প্রবেশ করিয়া ভুজদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক কম্পমান-কলেবরে রাজ-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

হে নরনাথ! তিনি তখন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া "হা রাজন্!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। "আহা! সেই মহানুভাবের নিধনে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম! অহো! কাল কি প্রবল! কার্য্যের গতি কি বিষমা! যে কালে ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রান্ত বীর-

গণ পাণ্ডবগণ-কর্তৃক নিহত হইল।" হে রাজন্! পুরবাসি জনগণ অগ্রভাগে সঞ্জয়কে মহাক্লেশ-যুক্ত দর্শনে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া "হা রাজন্!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। হে নরবর! অনন্তর, সেই রাজপুরের চতুর্দ্দিকে আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণ নৃপতির নিধন সংবাদ শ্রবণে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। পরিশেষে দেখিলাম, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই শোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া উন্মত্ত ও বিচেতনের ন্যায় সেই স্থানে ধাবমান হইল।

সঞ্জয় তাদৃশ বিহ্বল হইয়া নৃপ-নিকেতনে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রজ্ঞাচক্ষু নৃপশ্রেষ্ঠ রাজ্যেশ্বরকে দর্শন করিলেন। হে জনমেজয়! নিষ্পাপ ভরতশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর, গান্ধারী, পুত্রবধূগণ এবং অন্যান্য সুহৃৎ ও জ্ঞাতিবর্গ-কর্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক কর্ণের বিষম বিষয় চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া সঞ্জয় অপ্রসন্ন-চিত্তে রোদন করিতে করিতে বাষ্প-সন্দিগ্ধ বচনে বলিলেন, হে ভরতকুল-পুঙ্গব নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে প্রণাম করিতেছি; মদ্রাধিপতি শল্য সমরে হত হইয়াছেন এবং সুবল-নন্দন শকুনি, পুরুষপ্রবর দৃঢ়বিক্রম কৈতব্য উলূক, ও সংশপ্তক সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে। শক সেনা সমুদয়, কাম্বোজ সৈন্য সকল এবং পার্ব্বতীয় ম্লেচ্ছ-যবনাদি সমুদয় সৈন্য নিপাতিত হইয়াছে। হে নরাধিপ! প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য রাজা এবং রাজপুত্রগণ সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন যাহা কহিয়াছিল, নরপতি দুর্য্যোধনের প্রতি তাহাই ঘটিয়াছে; ঊরুদেশ ভগ্ন হওয়াতে কুরুরাজ ধূলিধূসর কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী নিহত হইয়াছে, এবং যুধামন্যু, উত্তমৌজা, প্রভদ্রকগণ ও চেদি পাঞ্চাল সৈন্যদল নিসূদিত হইয়াছে। এ পক্ষে আপনার সমুদয় সন্তানই নিহত হইয়াছে; পাণ্ডব পক্ষে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। কর্ণ-নন্দন মহাবল বৃষসেন হত-জীবন হইয়াছে। সকল মনুষ্যই বিনিহত ও গজযুথ নিসূদিত হইয়াছে এবং রথি ও তুরঙ্গগণ সমরাঙ্গণে নিপতিত রহিয়াছে। প্রভো! পাণ্ডবেরা আপনার সৈন্য-শিবিরকে প্রায় শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। এই কুরু পাণ্ডবের পরস্পর সংগ্রামে কাল-মোহিত জগন্মণ্ডলে প্রায় স্ত্রীলোক মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, বাসুদেব ও সাত্যকি, এই সপ্ত ব্যক্তি মাত্র তৎপক্ষে জীবিত আছেন, আর আপনার পক্ষে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, এই তিন ব্যক্তি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন। হে নৃপসত্তম! অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত সৈন্যের মধ্যে এই দশ জন মহারথ মাত্র অবশিষ্ট আছেন, এতদ্ভিন্ন সমুদয় সৈন্য মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। হে মহারাজ! কাল স্বয়ং দুর্য্যোধনকে পুরোবর্ত্তি করিয়া এই প্রবল বৈর উৎপাদন-পূর্ব্বক সমুদয় জগৎ বিধ্বংস করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই দারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র অচেতন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। নরপতি ভূতল-শায়ী হইলে, মহাযশা বিদুরও তাঁহার দুঃখে আক্রান্ত হইয়া মহীশয্যায় শয়ন করিলেন, দেবী গান্ধারী ও আর আর কুরু-নারীগণ সহসা এই নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ মাত্র ভূতলে পতিত হইলেন। সভাস্থ ভূপাল সমস্ত নিঃসজ্ঞ হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিলেন। ফলতঃ তৎকালে বোধ হইল যেন, সুবিস্তীর্ণ চিত্রপট মধ্যে এই সকল প্রলাপান্বিত জনগণ চিত্রিতভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে।

অনন্তর, পুত্র-শোকে মূর্চ্ছিত মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রের বহু কষ্টে অল্পে অল্পে প্রাণ সঞ্চার হইল। তিনি সচেতন হইয়া কম্পমান-কলেবরে ও দুঃখিত-হৃদয়ে দশ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বিদুরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "হে বিদুর! হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি পুত্র-বিহীন হইয়া অনাথ প্রায় হইলাম।

সম্প্রতি একমাত্র তুমিই আমার গতি।” রাজা এই কথা বলিয়াই পুনরায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তথায় তাঁহার যে কতিপয় বান্ধব উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা নৃপতিকে তথাবিধ নিপতিত দেখিয়া শীতল সলিল সেচন ও ব্যজন সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বহুকাল বিলম্বে মহীপাল আশ্বস্ত হইয়া পুত্রবিয়োগ জন্য নিতান্ত কাতরতা বশতঃ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, এবং কুম্ভ-মধ্যে নিক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য কুরু-নারীগণ তথা সঞ্জয়, নৃপতিকে তাদৃশ শোকাতুর দেখিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র বারম্বার মুহ্যমান হইয়া বহু বিলম্বে বিদুরকে বলিলেন যে, এক্ষণে আমার মনে অতিশয় ভ্রম জন্মিতেছে; অতএব যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য অবলাগণ এবং এই সমস্ত বন্ধু বান্ধবেরা এক্ষণে এস্থান হইতে গমন করুন। বিদুর নৃপতির এই আদেশ পাইয়া মুহুর্মুহু কম্পমান হইয়া অল্পে অল্পে সকলকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! অবলাগণ ও সুহৃদ্গণ রাজাকে শোকাতুর দেখিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর, সঞ্জয় নরেন্দ্রকে সচেতন হইয়া পুনঃপুন রোদন ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সুমধুর বচনে তাঁহাকে সম্যক্ আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র প্রবোধে প্রথম অধ্যায়। ১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুলকামিনীগণ তথা হইতে বিনির্গত হইলে, অম্বিকা-তনয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পুনঃপুন কর-দ্বয় কম্পিত করতঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহু ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে সঞ্জয়! আহা! এ কি মহদ্দুঃখ যে, পাণ্ডবগণ সমরে কুশলী ও অক্ষত আছে, ইহাও আমি তোমার মুখে শ্রবণ করিলাম! বোধ হয়, আমার হৃদয় বজ্রসারময় নিতান্ত সুদৃঢ়, নতুবা সন্তান সকল নিহত হইয়াছে শুনিয়া কেন সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ না হইল? হে সঞ্জয়! অদ্য পুত্রগণের নিধন সমাচার-শ্রবণে তাহাদিগের বয়ঃক্রম ও বাল্যলীলার বিষয় স্মরণ হওয়াতে আমার হৃদয় অতিশয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি অন্ধ বলিয়া যদিও তাহাদিগের রূপ সন্দর্শন করি নাই, তথাপি পুত্র-স্নেহ-জনিত পরম প্রীতি নিরন্তরই তাহাদিগের প্রতি বিধৃত রহিয়াছে। হে নিষ্পাপ! তাহারা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থ এবং ক্রমশঃ মধ্যবয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া তখন আমি কত হর্ষ লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের নিধন সমাচার ও বল বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদির বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণে পুত্র-কৃত মনঃপীড়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আমি কোন স্থানেই শান্তি লাভ করিতে পারিব না। “হে পুত্র! হে রাজেন্দ্র! একবার এই অনাথের নিকটে আইস! হে মহাবাহো! এক্ষণে তোমা-বিহীন হইয়া আমি কি উপায় অবলম্বন করিব? হে বৎস! তুমি সমাগত ভূপালগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সামান্য কুনৃপতির ন্যায় নিহত হইয়া কেন ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? হে বীর! তুমি সুহৃদ্বন্ধুগণের আশ্রয় হইয়া এক্ষণে এই অন্ধ ও বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোথায় যাইতেছ? হে কুরুকুল-পালক! আমার প্রতি তোমার যে ভক্তি, প্রীতি, কৃপা ও মান্যতা ছিল, এখন সে সব কোথায়? তুমি সর্ব্বত্র-বিজয়ী হইয়া এই যুদ্ধে পাপাত্মা পাণ্ডবগণের হস্তে কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিলে? আমি যথা কালে জাগরিত হইলে আর কে আমাকে ‘তাত, তাত’ বলিয়া আহ্বান করিবে, এবং ‘মহারাজ’ ও ‘লোকনাথ!’ এইরূপ বচনে কে আমাকে বারম্বার আমোদিত করিবে? হে পুত্র! তুমি প্রণয়-পরতন্ত্র হইয়া স্নেহ-সহকারে আমার কণ্ঠ ধরিয়া আলিঙ্গন করতঃ ‘আজ্ঞা করুন’ এই সাধু-বাক্য প্রয়োগ করণ হে

পুত্র ! আমি তোমার এই কথা শুনিয়াছিলাম, এই সসাগরা পৃথিবীমধ্যে পাণ্ডবগণের যেমন প্রভুত্ব, আমাদিগেরও তদ্রূপ ; তুমি বলিয়াছিলে, ভগদত্ত, কৃপাচার্য্য, শল্য, অবন্তিরাজ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, সোমদত্ত, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, ভোজরাজ, মগধরাজ মহাবল বৃহদ্বল, কাশিরাজ, সুবল-সুত শকুনি এবং বহু সহস্র ম্লেচ্ছ শক যবন-সৈন্য, কাম্বোজেশ্বর, সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, পিতামহ ভীষ্ম, ভারদ্বাজ, গৌতম, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, বীর্য্যবান্ শতায়ু, জলসন্ধ, আর্য্যশৃঙ্গি অলায়ুধ, রাক্ষস মহাবাহু অলম্বুষ, মহারথ সুবাহু, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকানেক নৃপতিগণ আমার নিমিত্ত প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া এই মহারণে উদ্যত হইয়াছেন, আমি ভ্রাতৃ শত দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া যাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থান-পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, দ্রৌপদেয়-গণ, সাত্যকি, কুন্তিভোজ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করাইব। হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনও যদি সমরে ক্রুদ্ধ হয়েন, তবে অভিমুখীন পাণ্ডবগণের নিবারণে সমর্থ হইবেন। পাণ্ডব-গণের সহিত বৈর-বন্ধন-পূর্ব্বক এই সমস্ত বীরেরা একত্র মিলিত হইলে যে, কি হয়, তাহা বলিতে পারি না। হে রাজেন্দ্র। ইহাঁরা সকলেই পাণ্ডবদিগের অনুগামিগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন এবং অবশ্যই তাহাদিগকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই। আর মহাবীর কর্ণ একাকী আমার সহিত মিলিত থাকিয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন ; পরিশেষে মহাবীর নৃপতিরা সকলেই আমার শাসনে থাকিবে। যিনি পাণ্ডবগণের প্রণেতা, সেই মহাবল বাসুদেব কখন কবচ ধারণ করিবেন না।" হে সঞ্জয় ! দুর্য্যোধন আমার নিকটে বহু বার এই সকল কথা প্রকাশ করায় এবং তাহার পরাক্রমানুসারে আমি পাণ্ডব সকলকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যখন আমার সন্তানেরাই সমরে ব্যাপৃত হইয়া মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায় ? হে সঞ্জয় ! শৃগাল-সদৃশ শিখণ্ডীর সমুখে মৃগেন্দ্র-সম মহাপ্রতাপশালী লোকনাথ ভীষ্ম যখন নিহত হইলেন এবং সর্ব্ব শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা-পারগ দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য যখন পাণ্ডব-হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায় ? যখন এই সমরস্থলে ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত ও মহারাজ বাহ্লীক নিহত হইলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায় ? যখন গজযুদ্ধ-বিশারদ ভগদত্ত এবং জয়দ্রথও নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? যখন সুদক্ষিণ ও পুরুবংশীয় জলসন্ধ, শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ু নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায় ? সর্ব্ব শস্ত্রধারিপ্রবর মহাবল পাণ্ড্যরাজ যখন সমরে পাণ্ডবগণ দ্বারা নিহত হইলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? মগধরাজ মহাবল বৃহদ্বল এবং ধনুর্দ্ধরগণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিক্রান্ত উগ্রায়ুধ অবন্তি-রাজ-তনয়-দ্বয়, ত্রিগর্ত্তাধিপতি ও সংশপ্তক সৈন্য সমুদয় যখন নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায় ? নরপতি অলম্বুষ তথা ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র রাক্ষস অলায়ুধ যখন নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায় ? যখন নারায়ণী-সেনা নামে বিখ্যাত বহু সহস্র যুদ্ধ-দুর্ম্মদ গোপাল-সৈন্যগণ এবং বহু সহস্র ম্লেচ্ছ-সৈন্য হত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রা-ধান্য কোথায় ? সৌবল শকুনি ও মহাবল কৈতব্য যখন সবল-সহ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায় ? যখন সর্ব্ব শস্ত্রাস্ত্র-পারগ মহাভুজ মহেন্দ্রসম-বিক্রমশালি বহু সকল সমরে নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায় ? হে সঞ্জয় ! নানা দেশ হইতে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ সকলেই যখন সংগ্রামে নিহত হইল, তখন আর দৈব হইতে

পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? আমার মহাবল পুত্র পৌত্র বয়স্য ও ভ্রাতৃ সকল যখন রণস্থলে প্রাণ পরিহার করিল, তখন আর দৈব হইতে পৌরুষের প্রাধান্য কোথায়? মনুষ্যগণ অদৃষ্টকে সঙ্গে করিয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি সৌভাগ্য-সংযুক্ত সেই মনুষ্যই কল্যাণ লাভ করে। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমি স্বীয় ভাগ্যহীন ও পুত্রাদি-বিহীন হইয়া বৃদ্ধ বয়সে কি প্রকারে শত্রুগণের বশীভূত হইব? আমি বিবেচনা করি, সম্প্রতি বনবাস ভিন্ন অন্য কিছুই আমার পক্ষে হিতকর নহে, এক্ষণে আমি জ্ঞাতি বন্ধু-বিহীন হইয়াছি, অতএব বনেই গমন করিব; ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, আমি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে বন গমন ব্যতীত আমার আর অন্য কিছুতেই শ্রেয় নাই। হে সঞ্জয়! মহাবল দুর্য্যোধন দুঃশাসন বিশস্ত বিকর্ণ ও শল্য-প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। যে ভীমসেন একাকী সমরে আমার শত পুত্রকে সংহার করিয়াছে, তাহার চীৎকার আর কিপ্রকারে শ্রবণ করিব? সে যে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া বারম্বার আস্ফালন করিতেছে, আমি দুঃখ শোক-সন্তপ্তচিত্তে তাহার সেই নিষ্ঠুর বাক্য সকল শ্রবণ করিতে পারিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অম্বিকাতনয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র হত-বান্ধব হইয়া এইরূপ শোক-সন্তপ্ত ও পুত্র-শোকে বারম্বার মুহ্যমান হওত বহু ক্ষণ বিলাপ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং পরাভব বিষয় চিন্তা করিয়া মহাশোকাবিষ্ট ও সন্তপ্ত হইয়া পুনরায় সঞ্জয়কে যথাতথরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীষ্ম ও দ্রোণকে হত এবং সূতপুত্রকে পাতিত শুনিয়া মদীয় পুত্রেরা কাহাকে সৈন্যপরিচালক সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিল? আমার সন্তানেরা যাহাকে যাহাকে সৈন্য-পরিচালক করিতেছে, পাণ্ডবগণ অচিরকাল-মধ্যেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। কিরীটী তোমাদিগের সকলের সাক্ষাতেই সমরের অগ্রভাগে ভীষ্মদেবকে নিহত করিল। এইরূপে নৃপতি সকলের ও তোমাদিগের সম্মুখেই মহানুভব দ্রোণাচার্য্যকে এবং প্রতাপবান্ কর্ণকেও বিনাশ করিল। মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বেই আমাকে কহিয়াছিলেন যে "দুর্য্যোধনের অপরাধে এই প্রজা সকল বিনষ্ট হইবে।" মূঢ়লোকের মধ্যে কেহই ভবিষ্যৎ বিষয় সম্যক্ অবলোকন করিয়া দেখে না, আমার পক্ষে এই কথা যথার্থই ঘটিল। সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সত্য কথা সকল প্রত্যক্ষ হইল। হে সঞ্জয়! আমি দৈব-বশত ভ্রান্তচিত্তে পূর্ব্বে যাহা বিবেচনা করি নাই, সেই কুনীতির যে ফল হইয়াছে, তাহা তুমি পুনরায় বল। কর্ণ নিপাতিত হইলে কোন্ ব্যক্তি সৈন্যগণের সম্মুখে ছিল? কোন্ রথী অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল? কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধাভিলাষি বীরবর মদ্ররাজের দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়াছিল, এবং কে কে বা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বামভাগ রক্ষা করণে যত্নপর হইয়াছিল? হে সঞ্জয়! তাদৃশ সমবেত বীরগণের সমক্ষে পাণ্ডবেরা কি প্রকারে মহাবল মদ্ররাজ ও আমার পুত্রকে নিহত করিল? যেরূপে কৌরবদিগের এই সুমহান্ লোকক্ষয় হইল এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধন যে প্রকারে সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল, তথা সবল পাঞ্চাল-দল, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র যে রূপে নিহত হইল, এবং পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব, সাত্যকি ও অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং কৃপাচার্য্য কিরূপে মুক্ত হইলেন, এই যুদ্ধ যে রূপে যাদৃশভাবে নিষ্পন্ন হইল, তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে সঞ্জয়! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে উপযুক্ত হইতেছ।

ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে দ্বিতীয় অধ্যায়। ২।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ

পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলে, যে রূপে এই ভূরি ভূরি জনক্ষয় হইল, তদ্বৃত্তান্ত কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহানুভব পাণ্ডুনন্দন-কর্ত্তৃক সুতনন্দন নিহত হইলে, সংগৃহীত সৈন্য সকল বার-ম্বার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, এবং সমর-স্থলী গজ ও মনুষ্য-দেহরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিলে, অর্জ্জুন যে ঘোরতর সিংহনাদ করিলেন, তাহাতে আপনকার পুত্রগণের অন্তঃকরণে সুমহৎ ভয় প্রবিষ্ট হইল। কর্ণ নিহত হইলে আপনার যোদ্ধাগণের মধ্যে পরাক্রম প্রকাশে ও সৈন্য-বিন্যাসে কাহারও বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইল না। অগাধ সাগর-গর্ভে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকৃগণ যেমন অপারে পার হইতে অভিলাষ করে, কিরীটি-কর্ত্তৃক দ্বীপতুল্য সুতপুত্র নিহত হইলে, শস্ত্রবিক্ষত সৈন্য সকল নিতান্ত বিত্রস্ত হইয়া তদ্রূপ হইল; তাহারা, সিংহার্দ্দিত মৃগ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষ ও শীর্ণদংষ্ট্র সর্পের ন্যায়, অনাথ হইয়া নাথ অন্বেষণ করিতে লাগিল। পরি-শেষে সায়াহ্ন সময়ে সকলে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক পরা-জিত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিল। সুতপুত্র হত হইলে আপনার পুত্রগণের প্রধান প্রধান বীর সমু-দয় হত হওয়াতে তাঁহারা বিধ্বস্ত ও শাণিত শরে ছিন্নগাত্র হইয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। হে মহা-রাজ! তাঁহারা সকলে ভয়দ্রুত, কবচ-হীন ও বিচে-তন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করত দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। 'ঐ অর্জ্জুন আমার অনুসরণ করিতেছে, ঐ ভীম-সেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে' ইহা জ্ঞান করিয়া কেহ পতিত, কেহ কেহ বা ম্লান হইতে লাগিলেন। মহারথগণ ভয়-বশত কেহ অবগামি অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া পদাতি সকলকে পরিত্যাগ করিল। পলায়মান কুঞ্জর-যূথ-দ্বারা স্যন্দন সকল ভগ্ন হইল, মহারথ-নিকর-দ্বারা সাদি সমুদয় ও অশ্ব-নিবহ-দ্বারা পদাতি-নিচয় নিরতিশয় হত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! হিংস্রজন্তু ও তস্করাদি-সংকীর্ণ কানন-মধ্যে সার্থহীন জনেরা যেরূপ হয়, সুতপুত্র নিহত হইলে আপনার সৈন্যেরা তদ্রূপই হইল। মাতঙ্গ-দল আরোহি-শূন্য ও ছিন্নশুণ্ড হইয়া গেল। তৎকালে সকলেই ভয়া-তুর হইয়া সমুদয় স্থলকেই পার্থময় দেখিতে লাগিল।

অনন্তর, দুর্য্যোধন সৈন্য সকলকে ভীমসেন-ভয়ে পলায়ন করিতে দেখিয়া হাহাকার করত স্বীয় সা-রথিকে সম্বোধিয়া কহিলেন, সারথে! আমি ধনু-র্দ্ধারণ করিয়া অগ্রভাগে অবস্থিত থাকিলে, অর্জ্জুন কোন ক্রমেই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না; অতএব তুমি অবিলম্বে অশ্ব সকলকে চালনা কর। মহাসাগর যেমন বেলা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, তেমনি আমি সমরস্থলে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, কুন্তী-কুমার ধনঞ্জয় কখনই আমাকে অতিক্রম করিতে উৎসাহবান্ হইবে না। অদ্য আমি গোবিন্দের সহিত অর্জ্জুনকে, অভিমানী বৃকোদরকে ও অন্যান্য অবশিষ্ট শত্রু সকলকে নিধন করিয়া কর্ণের নিকটে অঋণী হইব। সারথি কুরুরাজের শূরবর-সদৃশ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হেমপরিচ্ছদধারি অশ্ব-গণকে অল্পে অল্পে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে অশ্ব গজ ও রথ-বিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র মাত্র পদাতি সৈন্য ছিল, তাহারাও অল্পে অল্পে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এদিকে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া চতুরঙ্গ বল-দ্বারা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তাহারাও ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে অপরাপর যো-দ্ধেরা পার্থ ও পার্ষতের নাম ঘোষণা করিতে লাগিল। তাহারা এইরূপে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত থাকিলে, ভীম-সেন ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বৃকোদর স্বয়ং রথস্থ থাকিয়া ভূমিষ্ঠ সৈন্য সকলের সহিত সমর করা গর্হিত বিবেচনায় অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগি-

লেন। পরিশেষে তিনি সুবর্ণ-পরিচ্ছদধারিণী শৈক্য-দেশীয় লৌহময়ী কালান্তক-যমোপমা মহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় আপনকার সৈন্য সমুদয়কে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। পদাতিগণ অতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া প্রাণের ও বান্ধবের আশা পরিত্যাগ করিয়া, পতঙ্গ-দল যেমন জ্বলন-মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি সকলে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। যুদ্ধমত্ত ক্রোধান্ধ সৈন্যেরা, কৃতান্ত দর্শনে জীবগণের ন্যায়, ভীমের সন্নিহিত হইবামাত্র বিনাশের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ভীমসেন খড়্গ ও গদা ধারণ-পূর্ব্বক সমর-মধ্যে শ্যেন-পক্ষিবৎ বিচরণ করত আপনকার পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যকে পোথিত করিলেন। মহাবল সত্যপরাক্রম বৃকোদর সেই সৈন্য পুরুষ সকলকে সংহার-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরস্কৃত করিয়া পুনরায় তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় রথ-সৈন্যগণের অনুগামী হইলেন। মহারথ সাত্যকি এবং মহাবল নকুল ও সহদেব শকুনিকে সংহার করিতে কামনা করিয়া হৃষ্টমনে বেগভরে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা শাণিত শর-নিকর প্রহার-দ্বারা শকুনির অনেকানেক অশ্ববার সৈন্য নিহত করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এই সময়ে তাঁহাদিগের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল।

মহারাজ! অনন্তর, ধনঞ্জয় ত্রিলোক-বিখ্যাত গাণ্ডীব ধনু বিক্ষেপ-পূর্ব্বক রথানীক মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতাশ্ব-যুক্ত রথ ও যোদ্ধৃবর ধনঞ্জয় আসিতেছেন দেখিয়া আপনকার সৈন্যেরা ভয়-বশত ধাবমান হইল। পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্য অশ্ব রথ-বিহীন ও শরে শরে আচ্ছন্ন হইয়াও পার্থের প্রতি অগ্রসর হইল। পাঞ্চালদিগের মহারথ মহাধনুর্দ্ধর শত্রুদমন পাঞ্চালরাজ-পুত্র মহাযশস্বী শ্রীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে পুরস্কৃত করিয়া অচিরাৎ সেই সৈন্য পুরুষ সমুদয়কে নিহত করিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। সেই পারাবত সমানবর্ণ হয় ও রক্তকাঞ্চন-বিনির্ম্মিত ধ্বজ-বিশিষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্দর্শন করিয়া আপনার সেনারা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। যশস্বী মাদ্রীনন্দন-দ্বয় সাত্যকির সহিত শীঘ্রাস্ত্র গান্ধাররাজের অনুসরণ করিয়া বহু ক্ষণ বিলোকিত হয়েন নাই। হে মহারাজ! পরিশেষে চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার সুমহৎ সৈন্য সংহার করিয়া শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে আপনার সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া, বৃষ জয় করিয়া বৃষ যেমন ধাবমান হয়, তেমনি ধাবিত হইলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন বলবান্ সব্যসাচী তখনও আপনার পুত্রের অবশিষ্ট সেনা সকলকে অবস্থিত দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর, তিনি তাহাদিগকে সহসা শর-সমূহ-দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে ভূতল হইতে একপ ধূলিরাশি উড্ডীন হইতে লাগিল যে, কিছুমাত্রই দৃষ্টিগোচর হইল না। শরজালে এবং অন্ধকার-পটলে ভূতল আচ্ছন্ন হইলে আপনার সেনারা ভয়-বশত দশ দিকে ধাবমান হইল। কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্ব সৈন্য ও পর সৈন্য সকলকে সমরে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। পুরাকালে বলিরাজা যেমন দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহারা দুর্য্যোধনকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া ক্রোধ-বশত বারম্বার ভর্ৎসনা করত তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনও অসম্ভ্রান্তভাবে সেই শত্রুগণের প্রতি শর সন্ধান করিতে প্রস্তুত হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে আমরা সকলে আপনার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ বিলোকন করিলাম; যেহেতু তখন পাণ্ডবেরা সকলে মিলিত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর, দুর্য্যোধন অনতিদূর-স্থিত নিজ সৈন্য সকলকে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত এবং পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদিগকে স্থির করিলেন, এবং নিজ

বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে যেন আনন্দিত করিবার জন্য এই কথা কহিলেন যে, "যে স্থানে গমন করিলে পাণ্ডবগণ তোমাদিগকে হনন করিতে অক্ষম হইবে, এরূপ স্থান পৃথিবী বা পর্ব্বত-মধ্যে কোন স্থানেই দেখিতে পাই না; অতএব এস্থান পরিত্যাগ করিলে কি হইবে? সকলে স্থির হও; এক্ষণে পাণ্ডবগণের বল অতি অল্প আছে এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অত্যন্ত বিক্ষত হইয়াছে, সম্প্রতি আমরা সকলে যদি এস্থানে স্থির হইয়া থাকি, তবে নিশ্চয় বিজয় লাভ করিব। তোমরা যদি যুদ্ধ হইতে পলায়ন-রূপ পাপাচার করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান কর, তথাপি পাণ্ডবেরা অনুসরণ করিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে; সুতরাং তাহা হইতে সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করা আমাদিগের শ্রেয়। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে করিতে যদি সংগ্রামে মৃত্যু হয় সেই সুখ, মৃত ব্যক্তি দুঃখ কিরূপ তাহা জানিতে পারে না প্রত্যুত পরিণামে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে।

হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! সকলেই শ্রবণ কর, তোমরা ক্রুদ্ধ বিপক্ষ ভীমসেনের বশ হও, পূর্ব্ব পুরুষ-পরম্পরা প্রচলিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের উচিত নহে। ক্ষত্রিয়ের পলায়ন হইতে পাপকর কর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং যুদ্ধধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেয়স্কর স্বর্গের পথ আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। হে কৌরবগণ! যোদ্ধারা বহু কালে উপার্জ্জিত লোক সকলকে সদ্যই সম্ভোগ করে।"

মহারাজ! ক্ষত্রিয় মহারথেরা দুর্য্যোধনের এই সকল বাক্য মান্য করিয়া পরাজয় অগ্রাহ্য করত বিক্রম প্রকাশে মনঃ সমাধান-পূর্ব্বক পুনরায় পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর, আপনার ও পাণ্ডবদিগের যোধগণের পুনর্ব্বার দেবাসুর-রণোপম সুদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্য-সহ স্বয়ং যুধিষ্ঠির-পুরোগামি পাণ্ডব-সৈন্যগণের অনুধাবন করিলেন।

কৌরব-সৈন্যাপযানে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রণস্থলে মহানুভাব মহারথগণের রথ ও রথনীড় সকল প্রভিন্ন, কুঞ্জর ও পত্তিগণ নিহত এবং নিঃসজ্জভাবে অবস্থিত শত সহস্র নৃপতিগণের সমরস্থল রুদ্র-শ্মশান-সন্নিভ অতি ঘোরতর দর্শনে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শোকোপহত-চিত্তে বিমুখ হইলে, সৈন্যগণ অর্জ্জুনের বীর্য্য বিক্রম বিলোকনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলে, মথ্যমান সেনা সকলের চীৎকার শ্রবণে অন্যান্য সৈন্যেরা নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত চিন্তিত হইলে, সমরাঙ্গনে নরেন্দ্রগণের চিহ্ন সমুদয় বিকৃত সন্দর্শনে কৃপাবিষ্ট হইয়া বয়ঃশীল-সমন্বিত তেজস্বী বক্তৃবর কৃপাচার্য্য, জনাধিপ দুর্য্যোধনের সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক শোক-বশত তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "হে অনঘ মহারাজ দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিব, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া যদি তোমার রুচিকর হয়, তবে তাহা রক্ষা কর। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়গণ যাহা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে, সেই যুদ্ধধর্ম্ম হইতে শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধব এই সমুদয়ই ক্ষত্রিয়গণের যোধ্য; যুদ্ধস্থলে বধই পরম ধর্ম্ম এবং পলায়নে বিপুল অধর্ম্ম হয়, এক্ষণে এই সকল জীবিতার্থি জনেরা জীবিকা-নির্ব্বাহে ঘোরতর সন্দেহে পতিত হইয়াছে; এ বিষয়ে তোমাকে কিছু হিত-বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, তোমার সহোদর সকল ও তোমার পুত্র লক্ষ্মণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, অবশেষে এখন আর কাহাকে উপাসনা করিব, যাহাদিগের প্রতি ভার সমর্পণ করিয়া আমরা রাজ্যশাসনে মনঃ সমাধান করিয়াছিলাম, সেই বীরগণ মায়াময় শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্‌গণের গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে অনেকানেক নৃপতিকে নিপাতিত করিয়া ও গুণবান্ মহারথগণ-বিহীন হইয়া অতি দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছি। যে সমু-

দয় বীরেরা জীবিত আছেন, অর্জ্জুন সে সকলেরই অজেয়; কৃষ্ণ সহায় হইয়া যে মহাবাহুকে সতত রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে দেবতারাও যে জয় করিতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না। এই মহতী চমূ ইন্দ্র-চাপ ও বজ্র-সদৃশ সুদৃঢ় এবং ইন্দ্রকেতু-সম সমুন্নত কপিকেতন আশ্রয় করিয়া সঞ্চলন করিতেছে। ভীমের সিংহনাদে, পাঞ্চজন্যের নিস্বনে এবং গাণ্ডীবের নির্ঘোষে আমাদিগের চিত্ত চমকিত হইতেছে। জ্বলন্ত অঙ্গার-সদৃশ গাণ্ডীব শরাসন নয়ন-প্রভা মোষণ করত যেন সঞ্চরণশীল মহাবিদ্যুতের ন্যায় বিলোকিত হইতেছে। এই সুবর্ণ-বিচিত্রিত কম্পমান মহৎ ধনু আকাশস্থ মেঘ-মণ্ডলী-মধ্যে তড়িতের ন্যায় তাবৎ দিকেই প্রকাশ পাইতেছে। শশি ও কাশপুষ্প-সদৃশ শ্বেতবর্ণ সুবর্ণ-বিচিত্রিতাঙ্গ বাজি সকল রথে যোজিত হইয়া যেন ঊর্দ্ধমুখে আকাশ পান করিতে করিতে প্রবল পবন-দ্বারা সঞ্চালিত মেঘমালার ন্যায় কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া সমরস্থলে ধনঞ্জয়কে বহন করিতেছে। শিশির-কালে সমুত্থিত দাবাগ্নি যেমন বিজন গহন দহন করে, তেমনি অস্ত্রবিৎবর অর্জ্জুন ত্বদীয় তাবৎ সৈন্যকে দগ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা দেখিলাম, মহেন্দ্র-সদৃশ প্রভাশালী ধনঞ্জয়, চতুর্দংষ্ট্র মাতঙ্গের ন্যায়, সেনা সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। কুঞ্জর যেমন নলিনী বন দলন করে, দেখিলাম, অর্জ্জুন তেমনি ত্বদীয় সেনা সমুদয়কে বিক্ষুব্ধ এবং পার্থিবগণকে ত্রাসযুক্ত করিতেছেন। সিংহ যেমন মৃগগণকে বিত্রস্ত করে, তেমনি দেখিলাম, পাণ্ডুনন্দন পুনর্ব্বার গাণ্ডীব নির্ঘোষ-দ্বারা তোমার যোদ্ধা সকলকে ভয়যুক্ত করিতেছেন। সর্ব্ব-লোক-মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর এবং সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরের প্রধানতম কবচধারি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় লোক-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। হে ভরত-কুল-প্রদীপ! যুদ্ধভূমি-মধ্যে পরস্পর বধকারি মনুষ্যগণের অতিঘোরতর সংগ্রাম অদ্য সপ্তদশ দিবস হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শরৎকালীন বারিদরাজি যেমন বায়ুবেগে বিধূত হয়, তেমনি এই যুদ্ধে ত্বদীয় সৈন্য সমুদয় চতুর্দ্দিকে বিশীর্ণ হইতেছে। হে মহারাজ! মহাসাগরে বিপর্য্যস্ত বাতভ্রান্তা নৌকার ন্যায় তোমার সেনাকে সব্যসাচী কম্পিত করিতেছেন। এখন তোমার কর্ণ কোথায় রহিয়াছেন, অনুচর-সহ দ্রোণাচার্য্যই বা কোথায় আছেন, আমিই বা কোথায় রহিয়াছি, তুমি স্বয়ংই বা কোথায় রহিয়াছ, কৃতবর্ম্মাই বা কোথায় আছেন, এবং ভ্রাতৃগণ-সহ তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনই বা কোথায় রহিয়াছেন? জয়দ্রথকে অর্জ্জুনের বাণপথবর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া যুদ্ধোদ্যত ত্বদীয় ভ্রাতা, সম্বন্ধি ও মাতুল-প্রভৃতি সহায় সকলকে পরাজয়-পূর্ব্বক এমন কি, সর্ব্বলোকের মস্তক আক্রমণ করিয়া অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক রাজা জয়দ্রথ নিহত হইয়াছেন। এখন আমরা আর কাহার উপাসনা করিব? এক্ষণে কে এমন পুরুষ আছে যে, পাণ্ডুনন্দনকে জয় করিবে? মহানুভাব ধনঞ্জয়ের নানাবিধ দিব্য অস্ত্র এবং গাণ্ডীব-নির্ঘোষ আমাদিগের বীর্য্য হরণ করিতেছে। নষ্টচন্দ্রা রজনীর ন্যায় এই হতনায়কা সেনা করিভগ্ন-বৃক্ষ পূর্ণ শুষ্ক নদীর ন্যায় আকুলতা প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদিগের সৈন্য সকল নায়ক-বিহীন হওয়াতে এক্ষণে মহাবাহু শ্বেতবাহন তৃণকাষ্ঠ-মধ্যে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় বিচরণ করিবেন। মহাবল ভীমসেন ও সাত্যকির যে বল আছে, তদ্দ্বারা অনায়াসে পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ ও সাগর সমুদয় শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। হে নরবর! ভীমসেন সভা-মধ্যে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহার সমুদয় সফল করিয়াছেন, অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহাও পুনরায় সিদ্ধ করিবেন। মহাবীর কর্ণ সম্মুখস্থ হইলেও গাণ্ডীবধারী দৃঢ়রূপে নিজ বল সকল গোপন-ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তোমরা সেই সাধুগণের প্রতি অকারণ যে সমস্ত অসাধু ব্যবহার করিয়াছ, এক্ষণে সেই সকলের ফল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আপনার জন্য তাবৎ লোককে যত্ন-পূর্ব্বক আহরণ করিয়া

আনিয়াছিলে, কিন্তু তাহারাও সংশয়াপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তুমিও স্বয়ং সংশয়িত হইলে। অতএব হে তাত দুর্য্যোধন! সম্প্রতি তুমি আত্মরক্ষার্থে সযত্ন হও, যেহেতু আত্মাই সমুদয়ের ভাজন; ভাজন বিভিন্ন হইলে তদ্গত পদার্থও দশ দিকে গমন করে। বৃহস্পতি এই নীতি প্রচার করিয়াছেন যে 'আপন অপেক্ষা প্রবল বা আত্ম-সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত ইচ্ছা-পূর্ব্বক সন্ধি কর্ত্তব্য এবং বর্দ্ধমান লোকেরই বিগ্রহ বিধেয়।' দেখ, আমরা এখন পাণ্ডুপুত্রগণ হইতে বল বীর্য্য শক্তি-প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ে হীন, সুতরাং আমার মতে এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করাই উচিত হইতেছে। যে ব্যক্তি আপন শ্রেয় জানে না এবং কল্যাণকে অবজ্ঞা করে, সে অচিরাৎ রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং কখন কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। হে মহারাজ! আমরা যদি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রণত হইয়াও রাজ্য লাভ করিতে পারি, তাহাও শ্রেয়; মূঢ়তা-বশতঃ পরাভব স্বীকার করা শ্রেয় নহে। কৃপালু রাজা যুধিষ্ঠির, বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং কৃষ্ণের বচনানুসারে অবশ্য তোমাকে রাজ্য করিতে নিয়োগ করিবেন, যেহেতু হৃষীকেশ, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনকে যাহা আজ্ঞা করেন, তাঁহারা তাহাই প্রতিপালন করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। আমি অনুমান করি, কৃষ্ণ কখন কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কথা অন্যথা করিবেন না, এবং যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের বাক্য অতিক্রম করিতে পারিবেন না। অতএব আমি কহিতেছি, এক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহে ক্ষান্ত হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। মহারাজ! আমি কার্পণ্য বা নিজ প্রাণ রক্ষা জন্য তোমাকে এ সকল কথা কহিতেছি না, যে সমুদয় পথ্য-বাক্য বলিতেছি, তুমি পরলোক-গত হইয়া অবশ্যই তাহা স্মরণ করিবে।"

বৃদ্ধবর কৃপাচার্য্য এই সকল কথা কহিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত যেমন শোক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি মোহ তাঁহাকে আশ্রয় করিল।

কৃপাচার্য্য-বাক্যে চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যশস্বী কৃপাচার্য্য, রাজা দুর্য্যোধনকে এইরূপ বাক্য সকল কহিলে, তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষণ কাল মৌনভাবে রহিলেন। অনন্তর, মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তার পর শারদ্বতকে এই কথা কহিলেন যে, "সুহৃদের যাহা বক্তব্য, তৎ সমুদয়ই আপনি আমাকে শ্রবণ করাইলেন, এবং আপনিও প্রাণপণে মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, ইহা সকল লোকেই জানিয়াছে। আপনি সুহৃদের ন্যায় আমাকে যে সমুদয় কথা বলিলেন, সে সকল কথা শ্রবণ করিয়াও মুমূর্ষু ব্যক্তির ভেষজের ন্যায় আমার তাহাতে প্রীতি হইতেছে না। হে বিপ্রবর! আপনি যুক্তি কারণ-সংযুক্ত যে সমস্ত হিত-বাক্য কহিলেন, আমার তাহাতে কোন মতেই রুচি হয় না; আমরা যে নৃপতিকে দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজয়-পূর্ব্বক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলাম, সম্প্রতি সে আমাদিগের প্রতি কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে এবং আমার বাক্যে পুনরায় তাহার কিরূপে শ্রদ্ধা জন্মিবে? আরও দেখুন, পাণ্ডব-হিতৈষি হৃষীকেশ কৃষ্ণ যখন দৌত্য-কার্য্য স্বীকার করিয়া আমাদিগের নিকটে আসিয়াছিলেন, তখন আমরা যে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, তাহাও অতি অবিচারের কর্ম্ম হইয়াছে, এক্ষণে তিনিই বা কিরূপে আমার বাক্যে আস্থা করিবেন? দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে আনয়ন করিলে, তিনি সকলের সমক্ষে যে বহুতর বিলাপ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহা ক্ষমা করিবেন না; যেহেতু তাহাতে তাঁহার যত দুঃখ হইয়াছিল, রাজ্যহরণেও তত ক্লেশ হয় নাই। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে এক-প্রাণ, এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিলাম। কেশব নিজ ভাগিনেয়ের বিনাশ সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবধি অতি-দুঃখে রাত্রি যাপন করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে অত্যন্ত অপরাধি আছি, এক্ষণে তিনি কি জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। অভিমন্যুর বিনাশ-হেতু অর্জ্জুনের কিছুমাত্র সুখ নাই;

সম্প্রতি প্রার্থনা করিলেও সে আমাদিগের হিত-সাধনে যত্ন করিবে কেন? হে দ্বিজবর! মধ্যম পাণ্ডব মহাবল উগ্রতর ভীমসেন যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহাতে বরঞ্চ হত হইবে, তথাচ নত হইবে না। সেই উভয় বীরই আমাদিগের প্রবল বিপক্ষ, তাহারা বদ্ধ-কবচ হইয়া নিয়তই খড়্গ-হস্ত রহিয়াছে। যমোপম যমজ নকুল সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীও আমার সহিত শত্রুতা করিয়াছে, অতএব তাহারা কি প্রকারে আমার হিত করিতে যত্ন করিবে? সভা মধ্যে সমুদয় লোকের সাক্ষাতে দুঃশাসন যে একবস্ত্রা রজস্বলা কৃষ্ণাকে নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, পাণ্ডবেরা সেই দীনা ও বিবসনাকে অদ্যাপি স্মরণ করিতেছে; অতএব সেই শত্রুতাপনদিগকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিতে কাহারও সাধ্য নাই। দ্রৌপদী তদবধি মলিনা ও দুঃখিতা হইয়া ভর্ত্তৃগণের অর্থসিদ্ধি ও আমাদিগের বিনাশের জন্য উগ্রতর তপস্যা করিতেছেন এবং যাবৎ কাল বৈর নির্যাতন না হয়, তাবৎ নিয়তই স্থণ্ডিল-মধ্যে শয়ন করিতেছেন। বাসুদেবের ভগিনী সুভদ্রা অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দাসীর ন্যায় পাঞ্চালীর শুশ্রূষা করিতেছেন। এই সমস্ত বৈরভাব যাহা সমৃদ্ধ হইয়াছে, কোন ক্রমেই তাহার নির্ব্বাণ হয় না। অভিমন্যুর বিনাশ-হেতু অর্জ্জুন আমার সহিত আর কেন সন্ধি-বন্ধন করিবে? আমিই বা এই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়া এক্ষণে পাণ্ডবগণের প্রসাদ-লব্ধ অকণ্টক রাজ্য কি প্রকারে ভোগ করিব। প্রথমত আমি ভাস্করের ন্যায় সমুদয় ভূপালগণের উপর্য্যুপরি আধিপত্য করিয়া পশ্চাৎ কি প্রকারে দাসবৎ যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইব? আমি স্বয়ং অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া এবং বিপুল বিত্ত দান করিয়া এক্ষণে দীনগণের সহিত দীনভাবে কি প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব? আপনি আমাকে যে স্নিগ্ধ ও হিত-বাক্য কহিলেন, আমি তাহাতে কোন দোষারোপ করি না; কিন্তু এই পরিণাম কালে সন্ধিবন্ধন করিতে কোন মতে সম্মত হইতে সমর্থ নহি। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি, যুদ্ধ করাই সুবিহিত, সম্প্রতি আর এ সময়কে বিফল করা উচিত নহে, ইহা আমাদিগের সংগ্রামেরই প্রকৃত সময়। হে দ্বিজবর! আমি বহুবিধ যজ্ঞ করিয়াছি, ব্রাহ্মণগণকে ভূরি ভূরি দক্ষিণা দান করিয়াছি এবং নিয়ত বেদ-শ্রবণে আমার কামনা সকল সিদ্ধ হইয়াছে, আমি শত্রু-সমুদয়ের মস্তকোপরি আরোহণ করিয়াছি, ভৃত্যগণকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করিয়াছি, দীনহীন জনকে বিপদ্ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি; অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি পাণ্ডবগণকে ঈদৃশ বাক্য জানাইতে কোন মতেই উৎসাহ করিতে পারি না। আমি নিজ রাজ্য পালন করিয়াছি, পর রাজ্য সকল জয় করিয়াছি, বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়াছি, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের সেবা করিয়াছি এবং পিতৃগণ ও ক্ষত্রধর্ম্মের নিকটে অঋণী হইয়াছি। এই সংসারে সুখের লেশমাত্র নাই, এক্ষণে রাজ্যই বা কোথায় এবং যশই বা কোথায়? যাহা হউক, ইহলোকে কীর্ত্তি স্থাপন করাই উচিত, তাহাও যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কিছুতেই হয় না। ক্ষত্রিয়ের গৃহ-মধ্যে নিধন অতিনিন্দনীয়; গৃহাভ্যন্তরে শয্যায় শয়িত ক্ষত্রিয়ের মরণে মহান্ অধর্ম্ম হয় যে মনুষ্য সুমহৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া অরণ্যে বা সংগ্রামে তনু ত্যাগ করে, সে অসীম মহিমা প্রাপ্ত হয়। যে ক্ষত্রিয় জরাজীর্ণ ও আর্ত্ত হইয়া দীনভাবে বিলাপ করত রোরুদ্যমান জ্ঞাতি বন্ধুগণের মধ্যে মৃত হয়, সে পুরুষের মধ্যে গণনীয় নহে। ইদানীং আমি বিবিধ ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যুদ্ধ-দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত সাধুগণের গন্তব্য ইন্দ্রলোকে গমন করিব। হে বিপ্রবর! সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ সাধুচরিত্র শূর সত্যসন্ধ সুবুদ্ধি-সম্পন্ন যজ্ঞযাজি সকল ও যাহাদিগের শরীর শস্ত্রযজ্ঞে মিত্র ও পর রক্ত-রূপ অবভৃথ-জলে পবিত্র হইয়া থাকে অবশ্যই তাহাদিগের স্বর্গবাস হয়। যুদ্ধস্থলে অপ্স

রোগণ তাহাদিগকে আনন্দের সহিত নিরীক্ষণ করে। যাহারা সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা সুর-সভা-মধ্যে পূজিত এবং অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া সতত স্বচ্ছন্দে সুরলোকে বাস করত পিতৃগণ-কর্ত্তৃক অবলোকিত হয়। সমরে অপরাঙ্মুখ শূর-গণ ও অমরগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, আমরাও সেই পথে অধিরোহণ করিব। বীরবর নরাধি-পেরা আমার নিমিত্তে এই যুদ্ধে বৃদ্ধ পিতামহ, ধীমান্ আচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ ও দুঃশাসন-কর্ত্তৃক ব্যাপৃত হইয়া হত হইয়াছেন এবং শর-বিক্ষত ও রক্তাক্ত-কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়া-ছেন। যথাবিধানে যজ্ঞকারি উত্তমাস্ত্রবিদ্ শূরবরেরা ন্যায়ানুসারে প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে অধি-ষ্ঠিত হইয়াছেন। যাঁহারা এই যুদ্ধে শরীর পরি-ত্যাগ করিয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বেগ-গমন-দ্বারাই এই পথ প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা দুর্গম হইলেও সুখকর হইতেছে; যে সমস্ত বীরেরা আমার জন্য হত হইয়াছে, তাহাদিগের কার্য্য সমু-দয় স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাহাদিগের ঋণ পরিশোধ কামনায় আমার আর রাজ্য করিতে মনঃসমাধান হয় না। ভ্রাতা, বয়স্য, পিতামহ, প্রভৃতিকে পাতিত করিয়া আমি যদি নিজ জীবন রক্ষা করি, তবে সমুদয় লোকেই আমাকে নিন্দা করিবে, সন্দেহ নাই। আমি সুহৃৎ, স্বজন ও বন্ধু বান্ধব-বিহীন হইলাম, সম্প্রতি পাণ্ডবগণের নিকটে প্রণত হইয়া রাজ্য লইয়া কি করিব? আমি জগ-তের এতাদৃশ পরাভব করিয়া পরিশেষে সুযুদ্ধ-দ্বারা স্বর্গ লাভ করিব, তাহার কোন অন্যথা নাই।"

হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহার বাক্য মান্য করত অগণ্য সাধু-বাদ-দ্বারা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। সকলেই পরাজয় বিষয়ে দৃক্পাত না করিয়া বিক্রম প্রকাশে মনঃসমাধান করত বিলক্ষণ নিশ্চয়-পূর্ব্বক যুদ্ধ করি-তে ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। অনন্তর যুদ্ধাভিলাষি কৌরব-গণ বাহন সকলকে সম্যক্ আশ্বস্ত করিয়া ঊন দ্বি-যোজন পরিমিত স্থানে যাইয়া অবস্থিতি করিল। তথায় হিমালয়ের নিরাবরণ ও বৃক্ষাদি শূন্য পুণ্য-পরিসরে অরুণা সরস্বতীর নিকটে গিয়া তাঁহার সলিলে স্নান করিল ও সেই জল পান করিল। তদন-ন্তর তাহারা দুর্য্যোধনের সন্নিধি হইতে উৎসাহ লাভ করিয়া সেই স্থানেই স্থির হইয়া রহিল। হে মহা-রাজ! পরিশেষে সেই কাল-প্রেরিত ক্ষত্রিয়গণ তথায় পরস্পর অবস্থাপিত হইয়া নিবৃত্ত থাকিল।

দুর্য্যোধন-বাক্যে পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, যুদ্ধাভিনন্দি বীরগণ হিমালয়ের পরিসর-প্রদেশে অবস্থিত থাকি-লে সমস্ত যোদ্ধারাই তথায় সমাগত হইলেন। শল্য, চিত্রসেন, মহারথ শকুনি, অশ্বত্থামা, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, সুষেণ, অরিষ্টসেন, ধৃতসেন ও জয়ৎসেন প্রভৃতি নৃপতিগণ তথায় আসিয়া যামিনী যাপন করিলেন। মহাবীর কর্ণ সমরে নিহত হইলে আপ-নার তনয়েরা পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিতান্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া হিমবান্ পর্ব্বত ব্যতীত আর কোন স্থানেই সুখ লাভ করেন নাই। তথায় সেই সমস্ত যোদ্ধারা সমরের জন্য যত্ন করিয়া শল্যের সমীপে রাজাকে যথা-বিধানে পূজা-পূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! সম্প্রতি যে ব্যক্তি আমাদিগকে রক্ষা করিলে আমরা সকলে বিপক্ষ-দলকে পরা-জিত করিব, এরূপ কোন উপযুক্ত লোককে সেনা-পতি করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করা আপ-নার উচিত হইতেছে।" অনন্তর, যে রথিবর সর্ব্ব-যুদ্ধ-বিধানজ্ঞ, যিনি সমরে অন্তকপ্রতিম এবং যাঁহার অঙ্গ-সকল সুন্দর, মস্তক উষ্ণীষ-দ্বারা আচ্ছন্ন, গ্রীবা রেখাত্রয়-সমন্বিত, যিনি প্রিয়ভাষী, যাঁহার নয়ন প্র-ফুটিত পদ্মপত্র-সদৃশ, মুখমণ্ডল দুর্নিরীক্ষ্য, যাঁহার গুরুত্ব সুমেরু-তুল্য, স্কন্ধ নেত্র গতি ও স্বর বিষয়ে যিনি মহেশ্বরের বৃষ-সদৃশ, বেগ ও বলপ্রকাশে গরুড়

ও পবন সম, তেজে আদিত্য-তুল্য, বুদ্ধিতে শুক্র-সন্নিভ এবং কান্তি রূপ ও মুখ-সৌন্দর্য্য বিষয়ে যিনি সুধাংশুর সমান; যাঁহার বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ, বাহু-যুগল শ্রম-সহ, পীন ও আয়ত; অঙ্গসৌষ্ঠব কাঞ্চন-পদ্ম-সদৃশ; সন্ধি সকল সুশ্লিষ্ট; উরু কটি জঙ্ঘা-প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুবৃত্ত; পদযুগল মনোহর; এবং অঙ্গুলি ও নখ সুন্দর; বিধাতা গুণগ্রামের প্রত্যেক স্মরণ করিয়া যত্ন-পূর্ব্বক যাঁহাকে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন-রূপে সৃজন করিয়াছেন; যিনি বেদ-বিদ্যাসাগর, বিপক্ষ-জেতা ও শত্রুগণের অজেয়; যিনি দশাঙ্গ ও চতুষ্পাদ অস্ত্রবিদ্যা যথার্থরূপে জানিয়াও পঞ্চম বেদ ইতিহাস-সহ সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ সম্যক্ রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। মহাতপা অযোনিজ দ্রোণাচার্য্য প্রযত্ন সহকারে উগ্রতর তপস্যা-দ্বারা ভগবান্ ত্রিলোচনকে আরাধনা করিয়া অযোনিজার গর্ভে যাঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সেই অপ্রতিম-কর্ম্মা, অসদৃশ-রূপ-সম্পন্ন, সর্ব্ববিদ্যাপারগ, গুণার্ণব, শত্রুদমন অশ্বত্থামার নিকটে সমাগত হইয়া আপনার পুত্র রথস্থ রাজা দুর্য্যোধন এই কথা কহিলেন যে, আপনি আমাদিগের সকলের পরম গতি ও গুরুপুত্র, অতএব আমরা সকলে যে ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করিয়া সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে জয় করিব, এতাদৃশ কোন্ ব্যক্তি আপনার নিয়োগানুসারে আমাদিগের সেনা-পতি হইবেন?

অশ্বত্থামা কহিলেন, মদ্রাধিপতি শল্য বল বীর্য্য কুল শীল যশঃ শ্রী ও তেজঃ-প্রভৃতি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন; অতএব ইনিই আমাদিগের সেনাপতি হউন। দ্বি-তীয় মহাসেনের ন্যায়, মহাসেনা-সমন্বিত এই মহা-বাহু নিজ ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া আমাদিগের নিকটে আসিয়াছেন। অতএব হে নৃপবর! দেবতারা যেমন অপরাজিত কার্ত্তি-কেয়কে সেনাপতি করিয়াছিলেন, তেমনি আমরা এই নৃপতিকে সেনাপতি করিয়া জয় লাভ করিতে সমর্থ হইব।

দ্রোণ-পুত্র এইরূপ কহিলে সমস্ত নরাধিপগণ শল্যকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিলেন এবং অভিনিবেশ সহকারে যুদ্ধার্থে মনঃসমাধান করি-লেন। অনন্তর, দুর্য্যোধন ভূতলে থাকিয়া সমরে পরশুরাম ও ভীষ্ম সদৃশ রথস্থিত শল্যকে কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! পণ্ডিতেরা যে সময় শত্রু মিত্র পরীক্ষা করেন, এক্ষণে মিত্রগণের সেই সময় উপস্থিত, আপনি বাহিনীমুখে অবস্থিত থা-কিয়া আমাদিগের প্রণেতা হউন। আপনি সমরা-ঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে মন্দবুদ্ধি পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সকল নিজ নিজ অমাত্যগণের সহিত নিরুদ্যম হইবে।

শল্য কহিলেন, হে কুরুরাজ! আপনি আমাকে যাহা কহিতেছেন, আমি তাহাই করিব, আমি আপ-নার প্রিয়-হেতু রাজ্য ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছি। দুর্য্যোধন বলিলেন, হে যোদ্ধৃবর মাতুল! আপনি অতুল বল-সম্পন্ন, আমি আপনাকে সেনা-পতিত্বে বরণ করিতেছি, স্কন্দ যেমন যুদ্ধস্থলে দেব-গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি এক্ষণে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে বীর! হে রাজেন্দ্র! দেবগণের সেনাপতিত্বে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় আপনি আমাদিগের সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হউন এবং মহেন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আমার শত্রু সকলকে সমরে সংহার করুন।

দুর্য্যোধন বাক্যে ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ মদ্রাধি-পতি নরপতি দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে মহাবাহো বাক্য-বিৎপ্রবর মহারাজ! শ্রবণ করুন, আপনি যে এই রথোপবিষ্ট কৃষ্ণার্জ্জুনকে রথিপ্রবর জ্ঞান করিতে-ছেন, ইহারা উভয়ে বাহুবীর্য্যে কোন মতেই আ-মার তুল্য নহে। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সংগ্রামোদ্যত

সুরাসুর মানব-সহ পৃথিবীর সমস্ত লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি; পাণ্ডবগণের ত কথাই নাই। আমি অদ্য আপনার সৈন্যপরিচালক হইয়া সংগ্রামে সমাগত সোমক ও পাণ্ডব সকলকে জয় করিব, সন্দেহ নাই। আমি এরূপ এক ব্যূহ বিন্যাস করিব যে, বিপক্ষগণ কোন প্রকারেই তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। হে কুরুনাথ! আমি আপনাকে এই সকল কথা যথার্থ কহিতেছি, আপনি ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না।

হে ভরত-সত্তম মহারাজ! মদ্রাধিপতি এইরূপ কহিলে রাজা দুর্য্যোধন আহ্লাদিত হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধান-দ্বারা সেনা সকলের মধ্যে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। শল্যের অভিষেক হইলে সেই সময় সকলের আনন্দ-সূচক এক সুমহান্ সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। মহারাজ! তখন আপনার সৈন্যগণের মধ্যে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। মদ্র দেশীয় মহারথগণ ও অন্যান্য যোদ্ধারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল এবং সকলেই সমর-শোভাকর শল্য মহীপালকে স্তব করিতে লাগিল। "হে মহারাজ! আপনি চিরজীবী ও জয়যুক্ত হউন, সমাগত শত্রু সমুদয়কে সংহার করুন। আপনার বাহুবল লাভ করিয়া মহাবল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ বিপক্ষ-বিহীন হইয়া নিখিল পৃথিবী শাসন করুন। আপনি সমরাঙ্গনে দেব দানব-সহ মানবগণকে জয় করিতে সমর্থ। মর্ত্তাধর্ম্মধারী সোমক ও সৃঞ্জয়গণ আপনার পক্ষে কিছুই নহে।" বীরবর মদ্রাধিপতি তৎকালে অকৃত-পুণ্যজনের দুষ্প্রাপ্য, এবম্বিধ স্তুতিবাদ শ্রবণে অতুল হর্ষ লাভ করিলেন। শল্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অদ্য রণস্থলী-মধ্যে আমি পাণ্ডবগণ-সহ পাঞ্চাল সকলকে বিনাশ করিব, অথবা স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক হত হইয়া স্বর্গগামী হইব। অদ্য সকল লোকে আমাকে নির্ভয়ের ন্যায় বিচরণ করিতে সন্দর্শন করুক। অদ্য পাণ্ডু-নন্দনগণ, বাসুদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং প্রভদ্রক, পাঞ্চাল ও চেদিগণ সকলেই আমার বিক্রম ও মদীয় শরাসনের মহৎ বল বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করুক। অদ্য সিদ্ধ চারণগণের সহিত পাণ্ডবেরা রণস্থলে আমার বাহুবল, অস্ত্রবীর্য্য, অস্ত্র-প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং যেরূপ অস্ত্র-সম্পত্তি, তাহা বিলোকন করুক। অদ্য পাণ্ডবীয় মহারথেরা আমার বিক্রম বিলোকন করত প্রতীকার-পর হইয়া বিবিধ উপায় চেষ্টা করুক। অদ্য আমি পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমুদয়কে চতুর্দ্দিকে ধাবিত করিব। হে কুরুরাজ! অদ্য আমি আপনার প্রিয়ার্থে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকেও অতিক্রম করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মানদ! শল্য অভিষিক্ত হইলে, আপনার সৈন্যগণের মধ্যে কেহই আর কর্ণের মৃত্যুকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিল না। তৎকালে সৈনিক সকল হর্ষযুক্ত ও প্রসন্ন-চিত্ত হইল, এবং পাণ্ডবগণকে মদ্ররাজের বশীভূত ও নিহত বলিয়া জ্ঞান করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সৈন্য সমুদয় অতিশয় হর্ষ লাভ করিয়া সুখে ও সুস্থচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিল।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির আপনকার সৈন্যগণের তাদৃশ আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমুদয় ক্ষত্রিয়ের সাক্ষাতে বাসুদেবকে বলিলেন, হে মাধব! দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্যের মধ্যে পূজিত মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিলেন, ইহা জানিয়া যাহা যথার্থ ও ক্ষমতা-সাধ্য হয় তাহাই কর। তুমি আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা এবং প্রণেতা; অতএব অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য তাহা বিধান কর। মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ শ্রবণ মাত্র বাসুদেব তাঁহাকে কহিলেন, হে ভারত! মহাত্মা মদ্রাধিপতি মহাতেজস্বী ও মহাবীর্য্যশালী, বিশেষত কৃতী বিচিত্র-যোধী এবং লাঘব-যুক্ত ইহা আমি বিশেষ জানি; ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ যুদ্ধে যাদৃশ, মদ্ররাজও তাদৃশ বা তাঁহাদিগের অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাবান্ বলিয়া আমার অভিমত। হে জনাধিপ! তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া

যুদ্ধ করিতে থাকিলে তাঁহার সহিত তুল্যরূপে যুদ্ধ করে, আমি চিন্তা করিয়া এরূপ লোক দেখিতে পাই না। ভীম, অর্জ্জুন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী ইহাঁদিগের অপেক্ষা তিনি অধিক বলবান্। মহারাজ! ক্রুদ্ধ কাল যেমন প্রজাগণের মধ্যে নির্ভয়-ভাবে বিচরণ করে, তেমনি সিংহ ও দ্বিরদ-সম বিক্রান্ত মদ্ররাজ নির্ভয় হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিবেন। হে নরবর! অদ্যকার যুদ্ধে শার্দ্দূল-সম বিক্রম আপনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাঁহার প্রতি-যোদ্ধা হইতে দেখি না। হে কুরুনন্দন! দেবলোক-সহ এই নিখিল ভূমণ্ডল-মধ্যে আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এতাদৃশ পুরুষ নাই যে, ক্রুদ্ধ মদ্ররাজকে সংগ্রামে সংহার করে। অতএব মঘবান্ যেমন শম্বরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তেমনি যে শল্য প্রতি দিন যুদ্ধ করত আপনার সৈন্য সকলকে ক্ষুন্ন করিয়াছেন, আপনি অদ্য তাঁহাকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করুন। দুর্য্যোধন এই বীরকে অজেয় জানিয়া সম্মানিত করিয়াছেন; অদ্য যুদ্ধে আপনা-কর্ত্তৃক সেই মদ্ররাজ নিহত হইলে আপনারই নিশ্চয় বিজয়। শল্য হত হইলে দুর্য্যোধনের সুমহৎ সৈন্য সকলেই নিহত প্রায় হইবে। হে মহারাজ! সম্প্রতি আপনি আমার এই সমুদয় কথা শুনিয়া সংগ্রামে মহারথ মদ্ররাজের অভিমুখীন হউন এবং বাসব যেমন নমুচিকে সংহার করিয়াছিলেন, তেমনি ইহাঁকে সংহার করুন। "ইনি আমার মাতুল" এরূপ জ্ঞানে তাঁহার প্রতি দয়া করিবেন না, এক্ষণে কেবল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মকে পুর-স্কৃত করিয়া মদ্রাধিপকে বিনাশ করুন। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ-স্বরূপ সাগর পার হইয়া এক্ষণে স্বগণ-সহ শল্য-রূপ গোষ্পদে নিমগ্ন হইবেন না। আপনার তপ-স্যার এবং ক্ষত্রধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যত বল আছে, এই সময়ে তৎসমুদয় প্রদর্শন করুন এবং মহারথ শল্যকে সংহার করুন।

পরবীরহন্তা কেশব এতাবৎ বাক্য কহিয়া সায়ং সময়ে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া শিবিরে গমন করিলেন। কৃষ্ণ শিবিরে গমন করিলে ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণ, পাঞ্চালগণ এবং সোমক ভূপাল সকলকে বিদায় করিয়া বিশল্য কুঞ্জরের ন্যায় সেই রজনীতে সুখে নিদ্রা গেলেন। সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল সকল সূত-পুত্রের নিধনে হৃষ্টান্তঃকরণে সে রাত্রি যাপন করি-লেন। হে মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর মহারথ পাণ্ডব-সৈন্যগণ সূতপুত্রের নিধনে জয় লাভ করিয়া গত-জ্বর ও বিপদ্-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইয়া সেই রজ-নীতে অতি প্রমুদিত হইল।

শল্য-সৈনাপত্যাভিষেকে সপ্তম অধ্যায়॥ ৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রজনী প্রভাতা হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনকার তাবৎ মহারথকে কবচ পরিধান করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ নৃপ-তির অনুমতি ক্রমে বদ্ধ-কবচ হইল। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ ধাবিত হইয়া রথ সমুদায় যোজিত করিল। কেহ বা মাতঙ্গ দলকে সুসজ্জিত করিতে লাগিল। পত্তিগণ কবচ ধারণ করিল, এবং অন্য অন্য সহস্র সহস্র লোক স্যন্দন সকল আস্তরণ-যুক্ত করিতে প্রস্তুত হইল। হে মহারাজ! অনন্তর, উৎসাহ-সম্পন্ন যোদ্ধা ও সৈন্যগণকে যুদ্ধ করাইবার জন্য নানাবিধ বাদ্যধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। পরিশেষে যুদ্ধো-দ্যত সমুদয় সৈন্য সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া সকলেই বদ্ধ-কবচ হইয়াছে দেখিল। মহারথগণ মদ্ররাজ শল্য-কে সেনাপতি করিয়া নিজ নিজ বল বিভাগ করিয়া লইয়া সৈন্যগণের মধ্যে অবস্থিত রহিলেন।

অনন্তর, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য অবশিষ্ট নৃপগণ এবং আর আর সৈন্য সমুদয় আপনার পুত্রের সহিত একত্র সমাগত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি একাকী পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না, যদি কেহ একাকী গিয়া তাহাদিগের

সমভিব্যাহারে সংগ্রাম করে, কিম্বা যুদ্ধকারি সৈন্যকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তবে সে পঞ্চ মহাপাতক ও উপপাতকের ফলভোগ করিবে, আমাদিগের মধ্যে সকলেই পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করত যুদ্ধ করিবে।" মহারথগণ তৎকালে এইরূপ প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক মদ্ররাজকে পুরস্কৃত করিয়া অবিলম্বে বিপক্ষদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এদিকে পাণ্ডব সকলেও ঐরূপ সৈন্য-বিন্যাস করিয়া সংগ্রাম করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে কৌরবগণের অভিমুখীন হইলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! সেই উভয় সৈন্য একত্র মিলিত হইলে রথ কুঞ্জর তুরঙ্গ-প্রভৃতি চতুরঙ্গ বলের কোলাহলে বোধ হইল যেন মহাসমুদ্র আন্দোলিত হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধন বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি, পুনরায় শল্যের ও আমার পুত্রের বিনাশ-বৃত্তান্ত বল। শল্য ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক কি রূপে সংগ্রামে নিহত হইলেন এবং বলবান্ ভীমসেন কিপ্রকারেই বা আমার দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্য-দেহ ও তুরঙ্গ মাতঙ্গগণের সংক্ষয়-ঘটিত সংগ্রাম বিবরণ কহিতেছি, আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। হে কুরুনাথ! তৎকালে আপনার পুত্রগণের আশা এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, 'মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ হত এবং সূতপুত্র পাতিত হইলেও শল্য পাণ্ডবগণকে নিহত করিবেন' এই আশাকে হৃদয়ে স্থান দান করত আশ্বস্ত হইয়া মহারথ মদ্ররাজকে সমরে সমাশ্রয়-পূর্ব্বক আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তখন আপনাকে সনাথ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কর্ণ নিহত হইলে যখন পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করিয়াছিলেন, তখন দুর্য্যোধন-প্রভৃতি সকলেরই অন্তঃকরণ অত্যন্ত ভয়াবিষ্ট হইয়াছিল। হে মহারাজ! তৎকালে প্রতাপশালী মহারথ মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র-নামক বুদ্ধিমান্ ব্যূহ বিন্যাস করিয়া সিন্ধু-দেশোদ্ভব অশ্বযুক্ত উৎকৃষ্ট রথে আরূঢ় হইয়া বেগ ও বল-বিশিষ্ট বিচিত্র কার্ম্মুক কম্পন করত সমরে পাণ্ডবগণের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। হে মহারাজ! স্বর্গ-গঙ্গা-সদৃশ তদীয় রথস্থ ধ্বজ, রথকে সুশোভিত করিয়াছিল। আপনার পুত্রগণের ভয়চ্ছেত্তা অমিত্রকর্ষণ বীরবর শল্য সেই রথে সংবৃত হইয়া অবস্থিত রহিলেন। প্রয়াণ-কালে মদ্ররাজ বদ্ধ-কবচ হইয়া মদ্রদেশীয় বীরগণ ও দুর্জ্জয় কর্ণ-পুত্রগণের সহিত ব্যূহের অগ্রভাগে রহিলেন। দুর্য্যোধন কৌরব-শ্রেষ্ঠগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মধ্যভাগে থাকিলেন। কৃতবর্ম্মা ত্রিগর্ত্ত-সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বামভাগে রহিলেন। কৃপাচার্য্য শক ও যবন-সৈন্যগণের সহিত দক্ষিণ-পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা কাম্বোজ-সৈন্যে সংবৃত হইয়া পৃষ্ঠদেশে রহিলেন এবং অশ্বারোহি-সৈন্যগণের সহিত শকুনি ও অন্যান্য সমুদয় সেনার সহিত মহারথ উলূক রণ-যাত্রা করিলেন।

হে মহারাজ! এদিকে মহাধনুর্দ্ধর অনিন্দিত পাণ্ডবগণ ব্যূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনকার সৈন্য সকলের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, মহারথ সাত্যকি অবিলম্বে সমরে শল্যের বাহিনীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শল্যকে সংহার করিবার কামনায় তাঁহারই সম্মুখে ধাবিত হইলেন। শত্রু-সমূহ সংহারকারী ধনঞ্জয়, মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা এবং সংশপ্তক সৈন্য সকলের প্রতি বেগভরে ধাবমান হইলেন। সমরে বিপক্ষগণের সংহারেচ্ছু মহারথ সোমকগণ এবং মহাবল ভীমসেন কৃপাচার্য্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নকুল ও সহদেব সসৈন্যে যাত্রা করিয়া সমরে সৈন্য-সহ মহারথ শকুনি ও উলূকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ আপনার অযুত সৈন্য বিবিধ আয়ুধ ধারণ-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধভাবে

পাণ্ডবদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া অবস্থান করিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত, কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্য সকলের অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং পাণ্ডবেরা অতিশয় সংরব্ধ ও প্রবল পরাক্রান্ত হইলে, মদীয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় হতাবশিষ্ট সৈন্য কত ছিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! যৎকালে আমরা ও বিপক্ষেরা সমরস্থলে যুদ্ধার্থে অবস্থিত ছিলাম, তখন সময়ে উভয় পক্ষে যত সৈন্য ছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদানীং আপনাদিগের একাদশ সহস্র রথ, সপ্ত শতাধিক দশ সহস্র মাতঙ্গ, দুই লক্ষ তুরঙ্গম এবং তিন কোটী পদাতিক সৈন্য ছিল। পাণ্ডবদিগের ষট্ সহস্র রথ, ষট্ সহস্র কুঞ্জর, দশ সহস্র অশ্ব এবং এক কোটী পদাতিক মাত্র অবশিষ্ট ছিল এবং ইহারাই যুদ্ধার্থে সমাগত হইল। হে রাজেন্দ্র! আমরা যেরূপে সৈন্য বিভাগ করত মদ্ররাজের মতে থাকিয়া জয়াভিলাষী ও ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলাম, সেইরূপ শূরবর নরশ্রেষ্ঠ জয়চিহ্ন প্রকাশক পাণ্ডবগণ ও যশস্বি পাঞ্চাল সকল সংগ্রামে সমাগত হইল। তাহারা সকলেই পরস্পরের বধাভিলাষে পূর্ব্বাহ্ন কালেই সমরস্থলে আগমন করিল। অনন্তর, পরস্পর প্রহারকারি ভবদীয় ও পরকীয় সৈন্যগণের ঘোরতর ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হইল।

শল্য ব্যূহ-নির্ম্মাণে অষ্টম অধ্যায়॥ ৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! তদনন্তর, সৃঞ্জয়-সৈন্যের সহিত কৌরবদিগের দেবাসুরোপম ঘোরতর ভয়বর্দ্ধন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথি অশ্বারোহি ও পরাক্রান্ত সৈনিক সকল পরস্পর সম্মীলিত হইল। বর্ষাকালে নভোমণ্ডলে জলদ সকলের গর্জ্জনের ন্যায়, ভীমরূপধারি ধাবমান করি-যূথের গর্জ্জিত ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। কোন কোন বলবন্ত রথিগণ মদ-মত্ত মাতঙ্গগণ দ্বারা বিরথ ও আহত হইয়া রণভূমিতে ইতস্তত ধাবিত হইল। হে ভারত! সুশিক্ষিত রথিগণ পাদ-রক্ষক ও হয়ারোহিগণকে নিশিত শর-নিকর-দ্বারা পরলোকে প্রেরণ করিল। যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ সাদি সকল সমরে মহারথ সমুদয়কে পরিবেষ্টন করিয়া বিচরণ করত প্রাস, শক্তি ও খড়্গাঘাত-দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। কতিপয় ধানুষ্কি পুরুষ মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া অনেকে এক জনকে আক্রমণ-পূর্ব্বক যম-মন্দিরে প্রেরণ করিল। কোন কোন গজারোহী ও রথোপরিস্থিত মহারথেরা ধাবমান মহামাত্র সহ গজারোহি মহারথকে একদা আক্রমণ করিয়া শমন-নিকেতনের অতিথি করিল। কোন কোন রথী ক্রুদ্ধ হইয়া বহুতর শর বর্ষণ করিতে থাকিলে গজারোহি-সৈন্যেরা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া দিল। গজী গজীর প্রতি এবং রথী রথীর প্রতি ধাবিত হইয়া শক্তি, তোমর ও নারাচ নিক্ষেপ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। রথ বারণ বাজি সকল পদাতিগণকে বিমর্দ্দন করত রণস্থলে সকলকেই বিষম ব্যাকুল করিতেছে দৃষ্ট হইল। চামরোপশোভিত হয় সকল চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন হিমালয়ের পরিসর-প্রদেশে হংসগণ ভূমি ভক্ষণ করিতেছে। হে মহারাজ! সেই সমুদয় তুরঙ্গমের খুরাঘাতে বিচিত্রিতা মেদিনী, নখ-দ্বারা ক্ষত বিক্ষতা কামিনীর ন্যায়, শোভা পাইয়াছিল। হে ভারত! তৎকালে তুরঙ্গগণের খুর-শব্দে, রথচক্রের নিস্বনে, পত্তিবৃন্দের কোলাহলে, কুঞ্জর-যূথের বৃংহিত ধ্বনিতে, নানাবিধ বাদ্য-নির্ঘোষে এবং শঙ্খ সমুদয়ের নিনাদে, ভূমিতল যেন নির্ঘাত-দ্বারা শব্দায়মানার ন্যায় নিনাদিত হইল। শব্দায়মান শরাসন, দীপ্যমান অস্ত্র শস্ত্র এবং কবচ সমুদয়ের প্রভাপটল দ্বারা সমরস্থল একপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে তদানীং কেহ কিছুই দেখিতে পায় নাই। করিকরোপম বিচ্ছিন্ন বহু বাহু

বিবিধ চেষ্টা, চঞ্চলতা ও দারুণ বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল। তালবৃক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাল ফল সকল পতিত হইতে থাকিলে যেরূপ শব্দ হয়, বিচ্ছিন্ন মস্তক সকল বসুধাতলে পতিত হইতে থাকিলে তদ্রূপ ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। হে ভারত! শরৎ কালীন সুবর্ণবর্ণ-নলিন-নিবহের ন্যায়, রুধিরার্দ্র পতিত মস্তক-সমূহ দ্বারা বসুন্ধরা শোভা পাইতে লাগিল। সেই সুবিক্ষত গত-সত্ত্ব উদ্বৃত্ত-নয়ন উত্তমাঙ্গ সমুদয় দ্বারা মহীতল যেন পুণ্ডরীক-নিকরে সুশোভিত হইল। মহামূল্য কেয়ূরযুক্ত চন্দনচর্চ্চিত পতিত ভুজ সমুদয়-দ্বারা ভূমণ্ডল যেন শক্রধ্বজ-সমূহে শোভা ধারণ করিল। নরেন্দ্রগণের হস্তি-হস্তোপম বিচ্ছিন্ন উরু-নিকর-দ্বারা সেই রণস্থল সমাবৃত হইল। তৎকালে সমরস্থল কবন্ধ শত-দ্বারা সংকীর্ণ এবং ছত্র ও চামর-নিকরে পরিপূর্ণ হওয়াতে সেই সমস্ত সৈন্য, পুষ্পিত কাননের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে যোদ্ধারা রক্তাক্ত-কলেবরে নির্ভয়ে বিচরণ করত সুপুষ্পিত কিংশুক তরুর ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল। মাতঙ্গ-দল শর ও তোমরাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া রণস্থলে যে, যে স্থানে অবস্থিত ছিল, সে, সেই স্থানেই বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায়, পতিত দৃষ্ট হইল। গজ-সৈন্য সকল মহাত্মগণ দ্বারা বধ্যমান হইয়া, বায়ু-বিচলিত বারিদের ন্যায়, সকল দিকেই বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পরিশেষে, সেই মেঘ-সদৃশ মাতঙ্গ-দল, যুগক্ষয়-কালীন বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বত-নিকরের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল এবং গিরিপরিমাণ হয় সকল সাদি-সমুদয়ের সহিত মহী-পৃষ্ঠে পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। রণ-ভূমি-মধ্যে পরলোকবাহিনী শোণিত-সলিল-সম্পন্না এক মহানদী জন্মিল। তাহাতে রথ সমুদয় আবর্ত্ত, ধ্বজ সকল বৃক্ষ ও অস্থি-নিকর শর্কর হইল। ভুজনিচয় কুম্ভীর, ধনুঃ সমুদায় স্রোত, হস্তি সকল শৈল, হয়গণ প্রস্তর, মেদ ও মজ্জা-নিচয় কর্দ্দম, ছত্র-সকল হংস, এবং গদা সমুদায় উড়ুপ হইল। কবচ, উষ্ণীষ, পতাকা, রথচক্র ত্রিবেণুদণ্ড-প্রভৃতি বিবিধ বস্তু-সকল ভ্রমিরূপে পরিগণিত হইল। এই কুরুসৃঞ্জয়-সৈন্য-শোণিত সমুদ্ভূতা স্রোতস্বতী শূর সকলের হর্ষজননী এবং ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধনী হইয়া উঠিল। সেই নদী পিতৃলোকের উদ্দেশে অতি ভৈরব ভাবে বহন করিতে থাকিলে পরিঘ-বাহু বীরগণ বাহনরূপ নৌকা-দ্বারা অনায়াসে তাহা পার হইতে লাগিলেন।

হে শত্রুতাপন মহারাজ! এইরূপে সেই দেবাসুরোপম চতুরঙ্গবল-ক্ষয়কর ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে থাকিলে, সৈন্যগণ স্বীয় বান্ধব সকলকে চীৎকার রবে আহ্বান করিতে লাগিল। সুহৃদ-সমুদয় তাহাদিগের সেই বিকট চীৎকারে ভয়ার্ত্ত হইল। হে নরনাথ! সেইরূপ ভয়ঙ্কর মর্য্যাদা-শূন্য সমর বর্ত্তমান থাকিলে, অর্জ্জুন ও ভীমসেন বিপক্ষগণকে মোহিত করিলেন। আপনকার মহতী সেনা বিনাশমুখে পতিত হইয়া মদবশা-যোষিতের ন্যায় যে, যে স্থানে ছিল সে, সেই স্থানেই মোহিত হইয়া রহিল। অনন্তর, ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সৈন্য সমুদয়কে মোহিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই মহানাদ শ্রবণমাত্র ধর্ম্মরাজকে পুরোভাগে করিয়া মদ্ররাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! শূরগণ ভাগক্রমে যখন শল্যের সহিত সঙ্গত হইয়া ঘোরতর সমর করিতে লাগিল, তখন আমরা অনেক আশ্চর্য্য কৌশল নিরীক্ষণ করিলাম। যুদ্ধমত্ত শিক্ষিতাস্ত্র বৈমাত্রেয় নকুল ও সহদেব সত্বর হইয়া আপনকার সৈন্য-সকলকে জয় করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, আপনার বল সকল জয়-চিহ্ন প্রকাশক পাণ্ডবগণের শর-প্রহারে বহুধা বিভিন্ন হইয়া নিবৃত্ত হইল। তাহারা দৃঢ়ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক আহত ও বধ্যমান হইয়া আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই দশদিকের আশ্রয় লইল। হে ভারত! এই সময়ে আপনার যোদ্ধাদিগের মধ্যে সুমহান্ “ হাহাকার ”

ধ্বনি সমুখিত হইল, এবং ধাবমান মহাত্মগণের মধ্যে "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা মাত্র হইতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা সমরে পরস্পর জয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, সেই সমস্ত সৈনিকেরা পাণ্ডবগণ-দ্বারা ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিল। যুদ্ধস্থলে আপনার যোদ্ধা সকল আপন আপন প্রিয় পুত্র, ভ্রাতা, পিতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, সম্বন্ধি ও বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণকে সত্বর করত আত্মত্রাণার্থ উৎসাহ করিল।

সঙ্কুলযুদ্ধে নবম অধ্যায়॥ ৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, প্রতাপশালী মদ্ররাজ সেই সকল সৈন্যকে সমরে ভঙ্গদিতে দেখিয়া সারথিকে বলিলেন, "সারথে! শীঘ্র এই মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে চালনা কর। ঐ পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ধ্রিয়মাণ পাণ্ডরবর্ণ ছত্র উহাঁর মস্তকোপরি বিরাজিত রহিয়াছে। তুমি অবিলম্বে আমাকে ঐস্থানে লইয়া যাও, সারথে! আমার যে কত বল তাহা নিরীক্ষণ কর। অদ্য পাণ্ডবেরা যুদ্ধস্থলে কোনপ্রকারেই আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না।" সারথি মদ্ররাজকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সত্যসন্ধ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যেস্থানে ছিলেন, সেই দিকে যাইতে লাগিল। বেলা যেমন উচ্ছলিত সাগরকে ধারণ করে, সেইরূপ শল্য একাকী পাণ্ডবদিগের আগমনশীল সুমহৎ বল সকলকে সহসা ধারণ করিলেন। হে আর্য্য! সাগরবেগ যেমন পর্ব্বতে প্রস্থিত হইবামাত্র স্থির হইয়া যায়, তেমনি পাণ্ডব সেনা-সকল শল্যের সন্নিহিত হইবামাত্র নিশ্চল হইয়া রহিল। রণভূমিতে মদ্ররাজকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া কৌরবগণ প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

হে মহারাজ! ব্যূহ-মধ্যে ভাগক্রমে বিন্যসিত সৈন্য সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শোণিত সলিল-সম্পন্ন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যুদ্ধমত্ত নকুল চিত্রসেনের প্রতি আক্রমণ করিলেন, সেই বিচিত্র-ধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় সমরে পরস্পর সঙ্গত হইয়া দক্ষিণোত্তরবর্ষি বারিদ-যুগলের ন্যায় উভয়ে উভয়ের প্রতি অবিশ্রান্ত শর-সলিল সেচন করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা সকলে কি পাণ্ডু-নন্দনের কি চিত্রসেনের উভয়েরই অবকাশ মাত্র দেখিতে পাইলাম না। অস্ত্রবিদ্যা-পারগ ও রথচালনাদির অনুষ্ঠান-বিশারদ সেই বলিষ্ঠ বীর-দ্বয় পরস্পর বধে সযত্ন হইয়া অন্যোন্যের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর রহিলেন। হে মহারাজ! চিত্রসেন পীতবর্ণ নিশিত ভল্ল-দ্বারা নকুলের শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডুকুমারের ধনুক ছিন্ন হইলে, অসম্ভ্রান্ত চিত্রসেন তাঁহার ললাট-মধ্যে বাণত্রয় নিক্ষেপ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার দ্বারা তাঁহার হয়গণকে মৃত্যুর নিকটে প্রেরণ করিলেন এবং ধ্বজ ও সারথিকে তিন তিন সায়কে পাতিত করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! শত্রুভুজ-নির্ম্মুক্ত ললাটস্থ শরত্রয়-দ্বারা নকুল ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, বীরবর নকুল ছিন্নধন্বা ও বিরথ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক কেশরীর শৈলাগ্র হইতে অবতরণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তিনি পদব্রজে ধাবমান হইলে, চিত্রসেন তাঁহার উপরি ভূরি ভূরি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিক্রান্ত বীর নকুল চর্ম্ম-দ্বারা তৎসমুদয় গ্রাস করিলেন এবং সেই বিচিত্র-যোধী শ্রমজয়ী মহাবাহু সমুদয়-সৈন্যের সাক্ষাতে চিত্রসেনের রথের নিকট গিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডুনন্দন, চিত্রসেনের কুণ্ডল ও মুকুটোপশোভিত সুন্দর নাসিকা-সমন্বিত আয়ত-নয়ন-সম্পন্ন মস্তকটীকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। তখন দিবাকরসম-প্রতাপশালী চিত্রসেন রথোপরি পতিত হইলেন। মহারথেরা চিত্রসেনকে হত দর্শনে নকুলের প্রতি ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান করত সিংহনাদ

করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, কর্ণনন্দন রথিবর সুষেণ ও সত্যসেন ভ্রাতাকে নিহত দর্শনে শাণিত শরবর্ষণ করত মহাবনে ব্যাঘ্রদ্বয় যেমন মাতঙ্গকে হনন করিতে ইচ্ছু হইয়া ধাবমান হয় সেই রূপ সত্বর হইয়া পাণ্ডু-পুত্রের প্রতি ধাবিত হইল। সুষেণ ও সত্যসেন মহারথ নকুলের প্রতি বারিধরের বারিধারা-বর্ষণের ন্যায় অনেকানেক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পাণ্ডুনন্দন সর্ব্ব শরীরে শর-বিদ্ধ হইলেও আনন্দিতের ন্যায় অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে রথারোহণ করিয়া ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় সমর-মধ্যে অবস্থিত রহিলেন।

হে নরনাথ! সেই দুই ভ্রাতা সুদৃঢ় সায়ক প্রহার-দ্বারা তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর, রণ-চতুর নকুল অবলীলাক্রমে শর-চতুষ্টয় সন্ধান করিয়া সত্যসেনের হয় সকলকে নিহত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! পরিশেষে পাণ্ডু-নন্দন এক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত নারাচ সন্ধান-পূর্ব্বক সত্যসেনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সত্যসেন ও সুষেণ অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অপর ধনু গ্রহণ করিয়া নকুলের প্রতি ধাবমান হইল। প্রতাপবান্ নির্ভয় মাদ্রী-তনয় রণাগ্রে তাহাদিগের উভয়কেই দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, মহারথ সুষেণ ক্রোধ-পরবশ হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা অবলীলাক্রমে পাণ্ডু-পুত্রের মহৎ শরাসন ছেদন করিল। তখন, নকুল ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া অপর চাপ গ্রহণ-পূর্ব্বক পঞ্চ শর প্রেরণ-দ্বারা সুষেণকে বিদ্ধ করিলেন, এবং এক বাণে তাহার রথের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, নকুল বল-পূর্ব্বক সত্যসেনের ধনু ও হস্তত্রাণ ছেদন করিলে যুদ্ধস্থলে সকলেই কোলাহল করিয়া উঠিল। পরিশেষে, সত্যসেন শত্রু-হনন-ক্ষম ভার-সাধন অন্য শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-নন্দনকে সর্ব্বতোভাবে শরনিকর-দ্বারা আচ্ছন্ন করিল। পরবীরহন্তা নকুল সেই সমস্ত বাণ নিবারণ করিয়া সত্যসেন ও সুষেণকে এককালে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহারা উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ বিশিখ ব্যূহ দ্বারা পাণ্ডুপুত্রকে প্রতিবিদ্ধ ও তাঁহার সারথিকে শাণিত শরে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। প্রতাপবান্ লঘুহস্ত সত্যসেন নকুলের রথের ঈশা এবং ধনুক ছেদন করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই অতিরথ, রথ-মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহাবিষধরী নাগ-কন্যার ন্যায় লেলিহানা স্বর্ণদণ্ডা অকুণ্ঠা তৈলধৌতা সুনির্ম্মলা রথশক্তি গ্রহণ করত সত্যসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, সেই রথশক্তি সত্যসেনের হৃদয়-স্থল শতধা ভেদ করিয়া ফেলিল। তখন সত্যসেন গতসত্ত্ব হইয়া অল্প চেতন থাকিতে রথ হইতে পতিত হইল। অনন্তর, সুষেণ ভ্রাতাকে নিহত দর্শনে ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া সমর-মধ্যে সহসা নকুলকে বিরথ করিল এবং অবিলম্বে পাদচারি পাণ্ডু-নন্দনের প্রতি ভূরি ভূরি শরবর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রৌপদীনন্দন মহারথ সুতসোম নকুলকে বিরথ দেখিয়া পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য সমরে তদভিমুখে ধাবিত হইল; ভরতশ্রেষ্ঠ নকুল তখন তাহার রথে আরোহণ করিয়া শৈলোপরিস্থিত কেশরীর ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর, তিনি অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সুষেণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই দুই মহারথ পরস্পর মিলিত হইয়া শরবর্ষণ করত উভয়েই উভয়ের বধার্থ প্রযত্নপর হইলেন। পরিশেষে সুষেণ সাতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পাণ্ডু-পুত্রের প্রতি শরত্রয় এবং সুতসোমের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলে বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিল। হে মহারাজ! অতঃপর পরবীরহন্তা বেগবান্ নকুল ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া সুষেণের দশদিক্ শর-সমূহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং তীক্ষ্ণাগ্র সুশাণিত বেগযুক্ত এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সন্ধান-পূর্ব্বক কর্ণ-পুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে নৃপসত্তম! নকুল সেই নিক্ষিপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র সায়ক প্রহার-দ্বারা সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতে সুষেণের মস্তক

শরীর হইতে হরণ করিলে, তাহা আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল। নদীর বেগবশত ভগ্ন তীর-জাত সুমহান্ বৃক্ষের ন্যায় সুষেণ, মহাত্মা নকুল-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে আপনকার সেনারা কর্ণ-পুত্রের বধ ও পাণ্ডুনন্দনের বিক্রম বিলোকনে ভয়-বশত পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! শূরবর শক্রদমন-কারী প্রতাপবান্ সেনাপতি শল্য সমরস্থলে সেই সমস্ত সৈন্যকে সংরক্ষণ করিলেন। তিনি সৈন্য সকলকে ব্যবস্থাপিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ ও সুদারুণ ধনুঃ শব্দ করত অভীতভাবে অবস্থিত রহিলেন। তদানীং আপনকার সৈন্য সকল দৃঢ়ধন্বা সেনাপতি-কর্ত্তৃক সংরক্ষিত থাকিয়া বিগত-ব্যথ হইয়া বিপক্ষ-দলের চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হইল এবং মহাবল যোদ্ধারা মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধার্থে কামনা করত অবস্থিত রহিলেন।

এদিকে ভীমসেন, সাত্যকি, নকুল, সহদেব-প্রভৃতি বীরগণ সমর ভূমি-মধ্যে শক্রদমন লজ্জাশালী যুধিষ্ঠিরকে পুরস্কৃত ও পরিবেষ্টন করিয়া বারম্বার সিংহনাদ, উগ্রতর বাণ-শব্দ ও বিবিধ বাহুস্ফোট ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেইরূপ আপনার সুসংরব্ধ সমস্ত সৈন্য তৎক্ষণাৎ মদ্রাধিপতিকে পরিবেষ্টন করিয়া পুনরায় যুদ্ধ কামনা করিতে লাগিল।

অনন্তর, আপনকার ও পর পক্ষের সৈন্যগণের প্রাণ-পণ ভীরুভয়বর্দ্ধন তুমুল রণ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! পুরাকালে যেমন দেবতা ও অসুরগণের সংগ্রাম হইয়াছিল, তদানীং তেমনি যমরাজের রাজ্য পুষ্টির জন্য সাহসিক সৈনিক সকলের সংগ্রাম হইতে লাগিল। পাণ্ডুনন্দন কপিধ্বজ সংশপ্তক সৈন্যগণকে সংহার করিয়া কৌরবী-সেনার দিকে ধাবমান হইলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষগণ শাণিত সায়ক বর্ষণ করিতে করিতে সেই কৌরবী-সেনার নিকট আসিতে লাগিলেন। সৈন্য সকল যখন পাণ্ডবগণ-দ্বারা আকীর্ণ হইল, তৎকালে তাহাদিগের এমনি সংমোহ জন্মিল যে, কেহই দিক্ বিদিক্ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবদিগের শাণিত-শরাঘাতে কত শত বীর হত ও বিধ্বস্ত হইল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। মহারথ পাণ্ডু-পুত্রেরা যেমন কৌরব-সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন, তেমনি আপনকার পুত্রেরাও শর বর্ষণ-দ্বারা পাণ্ডবী সেনার শত সহস্র ব্যক্তিকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর, সেই উভয় সৈন্য নিতান্ত সন্তপ্ত ও পরস্পর বধ্যমান হইয়া বর্ষাকালীন সরিতের ন্যায়, আকুল হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে এইরূপে মহারণ নির্ব্বাহ হইতে থাকিলে আপনকার সৈন্যগণের অন্তঃকরণে এবং পাণ্ডব সেনার মনেও মহাভয় সঞ্চার হইল।

সঙ্কুল যুদ্ধে দশম অধ্যায় ॥ ১০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্য সকল পরস্পর বধ্যমান হইয়া ম্লান হইলে, যোদ্ধারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, মাতঙ্গদল নিনাদ করিতে থাকিলে, পদাতিগণ চীৎকার ধ্বনি আরম্ভ করিলে, হয় সমুদয় বিদ্রুত হইলে, দারুণ জনক্ষয় হইতে থাকিলে, সমস্ত দেহীর সংহার প্রবৃত্ত হইলে, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের সমবায় জন্মিলে, রথ ও মাতঙ্গগণ পরস্পর সংসক্ত হইলে, যুদ্ধ-বীরগণের হর্ষ ও ভীরুদিগের ভয় বৃদ্ধি হইতে থাকিলে; সৈন্যগণ পরস্পর বধাভিলাষে সমর-সাগরে অবগাহন করিলে এবং যমরাজের রাজ্য-বর্দ্ধনার্থ প্রাণ-বিয়োগকর দুরোদর ঘোরতর সমর এইরূপে বর্ত্তমান থাকিলে, পাণ্ডবেরা যেমন আপনকার সেনা সমুদয়কে শাণিত শরে ধ্বংস করিতে লাগিলেন, তেমনি আপনার পক্ষের যোদ্ধারাও পাণ্ডব পক্ষের সৈন্য সকলকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন।

এইরূপে সেই ভীরুভয়াবহ যুদ্ধ বর্ত্তমান থাকিলে, দিবাকরের উদয়-সমন্বিত পূর্ব্বাহ্ণ কালে বিপক্ষেরা বিলক্ষণরূপে লক্ষ্য স্থির করিয়া মহাত্মা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক

রক্ষিত হইয়া এবং মৃত্যুভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার সৈন্যের সহিত সমর করিতে লাগিল। বলিষ্ঠ ও গর্ব্বিত পাণ্ডবেরা লক্ষলক্ষ্য হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, কৌরবী-সেনা অগ্নিভয়ে ব্যাকুলা মৃগীর ন্যায়, অবসন্না হইল। শল্য সেই সমস্ত সৈন্যকে পঙ্কে পতিত দুর্ব্বল গোর ন্যায় অবসন্ন দেখিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার কামনায় পাণ্ডব-সৈন্যের প্রতি প্রয়াণ করিলেন এবং মনোহর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধভাবে আততায়ি পাণ্ডবগণের দিকে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! জয়চিহ্ন-প্রকাশক পাণ্ডবেরাও সমরস্থলে মদ্ররাজকে প্রাপ্ত হইয়া নিশিত শর-নিকর-দ্বারা তাঁহার সর্ব্ব শরীর বিদ্ধ করিল। অনন্তর, মহারথ শল্য ধর্ম্মরাজের সাক্ষাতেই সুতীক্ষ্ণ শর শত-দ্বারা পাণ্ডবী-সেনাকে প্রপীড়িত করিলেন। হে মহারাজ! এই সময়ে অনেকানেক দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল, সপর্ব্বতা পৃথিবী শব্দ করত বিচলিত হইয়া উঠিল। দণ্ড ও শূলসহ প্রদীপ্ত উল্কা সকল চতুর্দ্দিকে বিদীর্ণ হইয়া এবং সূর্য্যমণ্ডলে আঘাত করিয়া আকাশ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! মৃগ, মহিষ ও পক্ষি সকল আপনকার সৈন্যগণকে বহুবার দক্ষিণভাগস্থ করিল। শুক্র, মঙ্গল ও বুধগ্রহ, ভূপাল সকলের পুরোভাগে এবং পাণ্ডুপুত্রদিগের পশ্চাৎ উদিত হইল। শস্ত্র সমুদয়ের অগ্রভাগে এরূপ খরতর কিরণ হইল যে, তাহাতে নেত্র নিক্ষেপ করাই দুঃসাধ্য। রথকেতুর উপরিভাগে বারম্বার কাক ও পেচক-প্রভৃতি পক্ষি সকল আসিয়া বসিতে লাগিল, পরিশেষে একত্র মিলিত সৈন্যগণের সেই সংগ্রাম অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, সমস্ত কৌরব-সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া পাণ্ডবী-সেনার অভিমুখে ধাবমান হইল। বর্ষণকারী সহস্র-নয়নের ন্যায়, অদীনাত্মা শল্য কুন্তী-পুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল মদ্ররাজ, ভীমসেনের উপরি শাণিত শর-নিকর নিক্ষেপ করিলেন এবং নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি, এই সকলের প্রত্যেককে দশ দশ বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। প্রাবৃট্ কালে মঘবান্ যেমন বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন, তৎকালে শল্য তেমনি বাণধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, শল্য-সায়ক-দ্বারা সহস্র সহস্র প্রভদ্রক ও সোমক সৈন্য সমরাঙ্গনে পতিত ও পাত্যমান দৃষ্ট হইল। ভ্রমর-নিকর, শলভ-সমূহ এবং মেঘ-নিঃসৃত বজ্র সকলের ন্যায়, শল্যের শর সমুদয় পতিত হইতে লাগিল। তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথি পত্তি-প্রভৃতি চতুরঙ্গ সৈন্য শল্যের শরে আর্ত্ত হইয়া নিনাদ করত বিভ্রান্ত ও নিপতিত হইল। মেঘের ন্যায়, নিনাদকারী মহাবল মদ্ররাজ নিনাদ করত যেন ক্রোধ এবং পৌরুষে আবিষ্ট হইয়া সময়ে সমুৎপন্ন অন্তকের ন্যায়, সমরমধ্যে শত্রু সকলকে শরে শরে আচ্ছাদিত করিলেন। পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল শল্য-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবিত হইল। লঘুহস্ত শল্য তখন তাহাদিগকে শাণিত শরে সমরে সংমর্দ্দন করিয়া ঘোরতর শর বর্ষণ-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শল্যকে পত্তি ও অশ্ব সৈন্যগণের সহিত নিজ নিকটে আসিতে দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত-চিত্তে, মত্ত মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ-দ্বারা ক্ষান্ত করে, তেমনি সুতীক্ষ্ণ বিশিখ-ব্যূহ-দ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। শল্য সেই মহানুভবের উপরি আশীবিষ-সদৃশ এক সুদৃঢ় শর সন্ধান করিলেন, বাণ বেগভরে তাঁহার শরীর ভেদ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

অনন্তর, বৃকোদর ক্রোধাক্রান্ত হইয়া শল্যকে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন এবং নকুল দশ বাণে ও সহদেব পাঁচ শিলীমুখ-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে শত্রুহন্তা শূরবর দ্রৌপদীর পুত্রেরা মহাবেগে মদ্ররাজের উপরি যখন বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল, তৎকালে বোধ হইল যেন বারিদ সকল মহাবেগে মহীধরের

উপরি বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতেছে। হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে বাণে বাণে ব্যথিত করিতে থাকিলে, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে সংক্রুদ্ধ হইয়া সেই দিকেই ধাবমান হইলেন এবং মহাবীর্য্য উলুক, শকুনি, বিস্ময়-সমন্বিত মহাবল অশ্বত্থামা এবং আপনার পুত্রেরা সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিয়া সমরে শল্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা শরত্রয়-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর বাণ বর্ষণ-দ্বারা সেই ক্রোধাক্রান্ত বীরকে নিবারিত করিলেন। কৃপাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া শর বর্ষণ-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে তাড়িত করিলেন। শকুনি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের প্রতি এবং অশ্বত্থামা নকুল ও সহদেবের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং যোদ্ধৃবর উগ্রতেজা বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন কেশব ও অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইয়া শরাঘাত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বিপক্ষগণের সহিত আপনার পুত্রদিগের ঘোরতর বিচিত্র দ্বন্দযুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, ভোজরাজ ভীমসেনের চিত্রমৃগবর্ণ বাজি সকলকে বিনষ্ট করিলেন, সুতরাং পাণ্ডুনন্দন তখন হতাশ্ব হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া উদ্যতদণ্ড অন্তকের ন্যায়, যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে মদ্রাধিপতি, সহদেবের সমক্ষেই তাঁহার তুরঙ্গগণকে নিধন করিলেন। সহদেব অসি-দ্বারা শল্যের সন্তানের প্রাণ বিনাশ করিলেন। অন্য দিকে কৃপাচার্য্য যত্নবান্ হইয়া যত্নবত্তর ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত অসম্ভ্রান্তভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ না হইয়াও অবলীলাক্রমে দ্রৌপদীর পুত্রদিগের এক এককে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তিনি পুনরায় ভীমসেনের অশ্ব-সকলকে বিনষ্ট করিলে মহাবল পাণ্ডুনন্দন হতাশ্ব হইয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ক্রোধাক্রান্তভাবে কালদণ্ডের ন্যায় গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার রথের সহিত হয়গণকে পোথিত করিলেন, সুতরাং কৃতবর্ম্মা লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক তৎক্ষণেই সেই রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

হে মহারাজ! এদিকে শল্যও সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া সোমক ও পাণ্ডব সৈন্য-সকলকে সংহার করত শাণিত শর-নিকর-দ্বারা পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জর্জ্জরিত করিলেন। তখন বীর্য্যবান্ ভীমসেন সমরে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া দন্ত-দ্বারা ওষ্ঠাধর দংশন করত শল্যের বিনাশের অভিসন্ধিতে গদা ধারণ করিলেন, যমদণ্ড ও কাল রাত্রির ন্যায় উদ্যত যে গদা গজ বাজি মনুষ্যগণের প্রাণান্ত করিয়া থাকে এবং যাহা হেমপট্টে পরিবৃত থাকায় প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল, যে গদা বিশিষ্ট লৌহ-নির্ম্মিত বলিয়া বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়া, যাহা সর্পিণীর ন্যায় প্রাণঘাতিনী, কামনীয়া কামিনী যেমন অগুরুচন্দনে চর্চ্চিতা হয়, তেমনি যে গদা বসা মেদ ও রুধিরধারা দ্বারা চর্চ্চিতাঙ্গী, যাহা যমের জিহ্বা, বাসবের অশনি ও নির্ম্মুক্ত আশীবিষের সদৃশী, যাহা পটুতর ঘণ্টারব বিরাজিতা ও গজ-মদ-বিলিপ্তা ছিল, যে গদা রিপু-সৈন্যের ত্রাসনী, স্ব সৈন্যের হর্ষজননী এবং গিরি-শৃঙ্গ-বিদারিণী বলিয়া মনুষ্য-লোক-মধ্যে বিখ্যাত আছে, বীর বৃকোদর যে বৃহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক কৈলাস-ভবনে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত মহেশ্বরের সখা অলকাধিপতি কুবেরকে আহ্বান করিয়াছিলেন। মহাবল ভীমসেন পূর্ব্বে গন্ধমাদন শৈলে দ্রৌপদীর প্রিয়াভিলাষে মন্দারের জন্য যেমন অনেকের নিবারণ না শুনিয়াও অনেকানেক গর্ব্বিত মায়াবি গুহ্যক সকলকে সংহার করিয়াছিলেন, মহাবাহু বৃকোদর সেইরূপ মণি রত্ন হীরকাদি-বিভূষিত, অষ্টকোণ-বিশিষ্ট ও বজ্র-তুল্য গুরুতর গদা উদ্যত করিয়া রণাঙ্গনে শল্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। গদা-যুদ্ধ-কুশল ভীমসেন অনতিবিলম্বেই সেই দারুণ নাদিনী গদার আঘাতে মদ্রেশ্বরের মহাজবশালি অশ্ব চতুষ্টয়কে পোথিত করিলেন। অনন্তর, মদ্রেশ্বর একান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ভীমসেনের পীন

বক্ষঃস্থলে এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন। তোমর তাঁহার মর্ম্মভেদ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল। বৃকোদর তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে তাহা উদ্ধৃত করিয়া তদ্দ্বারাই মদ্ররাজের সারথির হৃদয় ভেদ করিয়া ফেলিলেন; সারথি তদ্দণ্ডেই রুধির বমন করত বিত্রস্ত-চিত্তে রথ হইতে পতিত হইল। মদ্র-রাজ তখন দুঃখিতভাবে সারথি-হীন স্যন্দন হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভীমসেনের কৃত প্রতিকার দর্শনে বিস্মিত হইলেন। অনন্তর, সেই ধীর-স্বভাব শল্য গদা ধারণ-পূর্ব্বক প্রতি শত্রুকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা সংগ্রামে অক্লিষ্ট-কর্ম্মা ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর কর্ম্ম সন্দর্শনে প্রসন্ন মনে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল।

সঙ্কুল যুদ্ধে একাদশ অধ্যায়॥ ১১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য সারথিকে পতিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ এক লৌহময়ী গদা ধারণ-পূর্ব্বক অচলের ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়-মান রহিলেন। ভীমসেনও এক মহতী গদা ধারণ করিয়া পাশ-হস্ত কৃতান্ত, বজ্রধারী বাসব, শূলপাণি শঙ্কর, সশৃঙ্গ কৈলাস গিরি এবং কালাগ্নি-সদৃশ প্রদীপ্ত সেই শল্যের প্রতি অতিবেগে ধাবমান হই-লেন। অনন্তর, সহস্র সহস্র শঙ্খ ধ্বনি, তূর্য্য-নিনাদ এবং শূর সকলের হর্ষবর্দ্ধন সিংহনাদ সকল হইতে লাগিল। আপনকার ও বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যগণ সেই মহামাতঙ্গ সমান বীরদ্বয়কে নিরীক্ষণ করত অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিল। যেমন যদু-নন্দন রাম ও মদ্রাধিপতি শল্য ব্যতীত সমরে অন্য কেহ ভীমসেনের বেগ ধারণ করিতে উৎসাহবান্ হয় না, তেমনি বৃকোদর ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধাই মহানু-ভাব মদ্রেশ্বরের গদার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। মদ্ররাজ ও বৃকোদর বৃষভ সম নিনাদ করত গদাদ্বয় ঈষৎ কম্পিত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিলে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর-দ্বয়ের মণ্ডলাবর্ত্তন ও গদা-বিহরণ বিষয়ে নির্ব্বিশেষে যুদ্ধ হইতে লাগিল। শল্যের গদা অগ্নিজ্বালা-সদৃশ সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় শুভ্র পট্ট-দ্বারা আবদ্ধ থাকায় ভয়বর্দ্ধনী হইল, আর মণ্ডলমার্গে বিচরণকারি মহাত্মা ভীমসেনের গদা বিদ্যুদ্যুক্ত মেঘের ন্যায় শোভা পাইল। মদ্ররাজ নিজ গদা-দ্বারা ভীমসেনের গদাতে আঘাত করিলে, দহ্যমান রথ হইতে যেমন অগ্নিকণা সকল নির্গত হয়, তেমনি তাহা হইতেও রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ বিনিঃসৃত হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভীমসেন নিজ গদা-দ্বারা শল্যের গদায় আঘাত করিলে তাহা হইতে অঙ্গার বৃষ্টি হইতে লাগিল। মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয় যেমন দন্ত-দ্বারা ও মহাবৃষভ-যুগল যেমন শৃঙ্গ-দ্বারা পরস্পর আঘাত করে, তেমনি তাঁহারা অঙ্কুশের ন্যায় গদার অগ্রভাগ-দ্বারা পর-স্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। ক্ষণ কাল-মধ্যে গদাঘাতে তাঁহাদিগের সর্ব্ব শরীর রক্তাক্ত হইলে, তাঁহারা পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দর্শনীয় হই-লেন। মদ্ররাজ, গদা-দ্বারা ভীমসেনের দক্ষিণ ও বামভাগে আঘাত করিলে সেই মহাবাহু বিচলিত হইলেন না। হে মহারাজ! এইরূপ ভীমসেনও বারম্বার গদা-দ্বারা মদ্ররাজকে তাড়না করিলে দন্তি-দ্বারা আহত শৈলের ন্যায় শল্যও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের বজ্র-শব্দ-সদৃশ গদাঘাত-শব্দ দশ দিকেই শ্রুত হইতে লাগিল। অনন্তর, সেই মহাবীর-দ্বয় ক্ষণ কাল নিবৃত্ত থাকিয়া গদা উত্তোলন-পূর্ব্বক পুনরায় অন্তরবর্ত্তি পথে অব-স্থিত হওত রণমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং অষ্টপাদ বিচরণান্তর লৌহ-দণ্ড উদ্যতকারি অমানুষ-কর্ম্মা সেই বীর-দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। এইরূপে সেই যুদ্ধকুশল বীরদ্বয় পরস্পরকে আত্ম আয়ত্ত করিবার আয়াসে রণমণ্ডলে বিচরণ করত তৎকালে নানাবিধ ক্রিয়াবিশেষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উত্তমরূপে গদা উদ্যত করিয়া পরস্পরকে আঘাত

করিলে, ভূমিকম্প কালে অচল ও ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায়, দুই বীরই পরস্পর বেগবত্তর গদাঘাতে নিতান্ত বিক্ষত হইয়া এক কালে ধরাতলে পতিত হইলেন; এবং উভয়েই নিতান্ত আহত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয় সেনায় বীরগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তদনন্তর, কৃপাচার্য্য মদ্রেশ্বরকে নিজ রথে আরোহিত করিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন।

এদিকে ভীমসেন অল্পকাল মত্তের ন্যায় বিহ্বল থাকিয়া নিমেষ-মধ্যে পুনরায় গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থে শল্যকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর, আপনার যোদ্ধারা নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক বিবিধ বাদ্যধ্বনির সহিত পাণ্ডব সৈন্য সহ যুদ্ধ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন-প্রভৃতি বীরগণ শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক ভুজদ্বয় উত্তোলন করিয়া ঘোরতর বীরনাদ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবেরা তদ্দর্শনে সিংহনাদ করত তাঁহাদিগের অভিমুখে যাত্রা করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহারা আসিতে আসিতেই দুর্য্যোধন অবিলম্বে এক প্রাস অস্ত্র নিক্ষেপ-দ্বারা চেকিতানের হৃদয়-প্রদেশ সুদৃঢ়-রূপে বিদ্ধ করিলেন। তিনি আপনার পুত্র-কর্ত্তৃক তাড়িত হইবামাত্র বিপুল মোহাবিষ্ট ও রুধির-সমূহে ক্লিন্ন হইয়া রথোপরি পতিত হইলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষের মহারথেরা চেকিতানকে হত দেখিয়া আপনকার সৈন্যগণের উপরি অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলেরই দর্শন-পথে পতিত থাকিয়া জয়চিহ্ন প্রকাশ করত আপনকার সৈন্যগণের মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহাবল সৌবল মদ্ররাজকে পুরস্কৃত করিয়া ধর্ম্মরাজের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। যে মহাবলপরাক্রান্ত বীরবর, দ্রোণাচার্য্যকে সংহার করিয়াছিলেন, নরপতি দুর্য্যোধন স্বয়ং সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার পুত্রের আদেশানুসারে তিন সহস্র রথী অশ্বত্থামাকে পুরস্কৃত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত সমর করিতে লাগিল। হে মহারাজ! হংস-সকল যেমন কোন মহৎ সরোবরে প্রবেশ করে, তেমনি আপনার সৈন্যেরা বিজয়-বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডব সেনা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর, পরস্পর বধাভিলাষি বীরগণের অন্যোন্য বধ-সমন্বিত পরস্পর প্রীতি-বর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই বীরবর-ক্ষয়কর সমর বিদ্যমান থাকিলে ঘোরতর পার্থিব ধুলিরাশি বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া উড্ডীন হইল। তৎকালে আমাদিগের ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে যাহারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগের নাম কীর্ত্তন ও নাম শ্রবণ-বশত পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিলাম। ক্রমে ক্রমে রুধির-ধারা বর্ষণ-দ্বারা সেই সকল ধুলি বিধুত হইল এবং সেই অন্ধকার বিনষ্ট হইলে দিক্ সমুদয় নির্ম্মল হইয়া গেল। এইরূপে ঘোরতর ভয়ানক সংগ্রাম হইতে থাকিলে আপনার বা বিপক্ষ পক্ষের কোন সৈন্যই পরাঙ্মুখ হইল না। পরাক্রান্ত যোদ্ধৃ পুরুষেরা ধর্ম্মযুদ্ধ-দ্বারা স্বর্গ কামনা করত ব্রহ্মলোক গমনে তৎপর হইয়া যুদ্ধে জয় প্রার্থনায় প্রভুর অন্ন পরিশোধার্থ মিত্র-কার্য্যে নিশ্চিত ও স্বর্গ-সংসক্ত-চিত্ত হইয়া তৎকালে যুদ্ধ করিল। মহারথগণ পরস্পর নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র বিসর্জ্জন-দ্বারা প্রহরণ করত ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। "মার, ধর, বেঁধ, প্রহার কর, ছেদন কর" উভয় সেনার মধ্যে কেবল এই সকল কথাই শ্রুত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিতে কামনা করিয়া শাণিত সায়ক-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহারথ পাণ্ডুনন্দনও তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল লক্ষ্য করিয়া অবলীলাক্রমে চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাযশা মদ্ররাজ পাণ্ডুপুত্রকে হনন করিতে অভিলাষী হইয়া বাণে বাণে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন এবং অনেকানেক কঙ্ক-

পত্রযুক্ত বাণ-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে সমুদয় সৈন্যের সমক্ষে পুনরায় এক সুদৃঢ় সায়ক-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করিলেন। মহাযশস্বী ধর্ম্মরাজও নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া নিশিত বিশিখ-ব্যূহ-দ্বারা মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকে নব শর, চন্দ্রসেনকে সপ্ততি সায়ক ও দ্রুমসেনকে চতুঃষষ্টি বাণ প্রহার-দ্বারা নিহত করিলেন। হে মহারাজ! মহানুভাব পাণ্ডব-কর্ত্তৃক শল্যের চক্ররক্ষক নিহত হইলে তিনি পঞ্চবিংশতি চেদি-সৈন্যকে সংহার করিলেন। মদ্ররাজ, সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি শরে, ভীমসেনকে সপ্ত সায়কে এবং নকুল ও সহদেবকে শাণিত শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। মদ্রাধিপতি এইরূপে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলে নৃপসত্তম যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রতি আশীবিষ-সদৃশ সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক ভল্লাঘাতে তাঁহার ধ্বজের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শল্যের কেতু ছিন্ন হইয়া যখন রথ হইতে ভূমিতলে পতিত হয়, তখন দেখিলাম যেন আহত পর্ব্বত-শৃঙ্গ পতিত হইতেছে। মদ্ররাজ, রথকেতন নিপতিত ও পাণ্ডু-নন্দনকে ব্যবস্থিত দর্শনে ঘোরতর ক্রোধ-পরবশ হইয়া বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বর্ষণকারী মেঘের ন্যায়, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অপরিমিত বল-সম্পন্ন শল্য, সায়ক বর্ষণ-দ্বারা ক্ষত্রিয়গণকে আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি, সাত্যকি ভীমসেন নকুল ও সহদেব এই সকলের প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় পীড়িত করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর দেখিলাম, পাণ্ডু-পুত্রের বক্ষঃস্থলে মেঘজালের ন্যায় বিতত বাণময় জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। মহারথ শল্য সুদৃঢ় বাণ-সমূহ-দ্বারা তাঁহার দিক্ বিদিক্ সমুদয় আচ্ছাদিত করিতেছেন। অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির শল্যের শরাঘাতে পীড়িত হইয়া ইন্দ্রের প্রহারে জম্ভাসুরের ন্যায়, হত-বিক্রম হইলেন।

শল্য যুধিষ্ঠির যুদ্ধে দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মদ্ররাজ ধর্ম্মরাজকে পীড়িত করিলে ভীমসেন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব, সমরে অনেকানেক রথ-দ্বারা শল্যকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক পীড়িত করিতে লাগিলেন। বহু মহারথ-কর্ত্তৃক সেই এক ব্যক্তি পীড়িত হইতেছেন দেখিয়া সুমহান্ সাধুবাদ উত্থিত হইল এবং সিদ্ধগণ আনন্দিত হইলেন, মুনিগণ তথায় সমাগত হইয়া "ইহা আশ্চর্য্য" বলিতে লাগিলেন। ভীমসেন সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ বিষয়ে শল্য-স্বরূপ শল্যকে প্রথমত এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও ধর্ম্মরাজের রক্ষণার্থ শল্যকে শত সংখ্য সায়ক-দ্বারা আকীর্ণ করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন এবং নকুল তাঁহাকে পঞ্চ শরে ও সহদেব সপ্ত সায়কে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অবিলম্বে তাঁহাকে সপ্ত বিশিখ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই শূরবর মদ্রেশ্বর সেই সমস্ত মহারথ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ঘোরতর ভারসাধন এক কার্ম্মুক বিকর্ষণ-পূর্ব্বক সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি শরে, ভীমসেনকে ত্রিসপ্ততি বাণে এবং নকুলকে সপ্ত সায়কে বিদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সহদেবের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে ত্রিসপ্ততি বিশিখ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর, সহদেব তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসনে জ্যা-রোপণ-পূর্ব্বক মাতুলকে জ্বলন্ত অনল ও আশীবিষ-সদৃশ পঞ্চ শর-দ্বারা তাড়িত করিলেন এবং নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তাঁহার সারথিকে সুদৃঢ় শর-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি বাণত্রয় নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন সপ্ততি সায়ক, সাত্যকি নব বাণ ও ধর্ম্মরাজ ষষ্টি শর সন্ধান-পূর্ব্বক শল্যের শরীরে সমর্পণ করিলেন। হে মহারাজ! শল্য সেই সকল মহারথের শরে শরে নিরতিশয় বিদ্ধ হইলে, পর্ব্বত হইতে গৈরিকবারির ন্যায়, তাঁহার সর্ব্ব শরীর হইতে রুধিরধারা ক্ষরণ হইতে লাগিল। মহারাজ! ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মদ্রেশ্বর তৎকালে তাদৃশ পীড়িত হইয়াও সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরের

প্রত্যেককে ঘোরতরে পঞ্চ পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, মহারথ মদ্রাধিপতি অপর এক ভল্ল-দ্বারা ধর্ম্মপুত্রের মধ্য শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ ধর্ম্মরাজও তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্ব সারথি রথ ও ধ্বজের সহিত শল্যকে আচ্ছাদিত করিলেন। মদ্রেশ্বর তখন যুধিষ্ঠির-বাণে আচ্ছাদিত হইয়া তাঁহাকে শাণিত দশ সায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মপুত্র বাণ-পীড়িত হইলে সাত্যকি ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া শল্যকে শর-সমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন। শল্য, ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমসেন-প্রভৃতি বীরগণকে তিন তিন বাণে তাড়িত করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি তাঁহার প্রতি কোপনভাবে এক স্বর্ণদণ্ড-যুক্ত মহাবল তোমর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন জ্বলন্ত পন্নগের ন্যায় এক নারাচ, নকুল শক্তি, সহদেব গদা ও যুধিষ্ঠির শতঘ্নী লইয়া শল্যের জিঘাংসু হইয়া তদুপরি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদিগের পঞ্চ জনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আসিতে আসিতেই লঘুহস্ত প্রতাপবান্ মদ্ররাজ তাহা নিবারণ করিতে লাগিলেন; তিনি ভল্ল-দ্বারা সাত্যকির তোমর ছেদন করিয়া ভীমের প্রেরিত কণক-ভূষণ শরকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; নকুলের প্রেরিত হেমদণ্ড ও ভয়াবহ শক্তি এবং সহদেবের গদাকে শর-সমূহে নিবারণ করিলেন। সেই প্রতাপবান্ পুরুষ, নরপতি যুধিষ্ঠিরের প্রেরিত শতঘ্নীকে শরদ্বয়-দ্বারা ছেদন করিয়া পাণ্ডু-পুত্রগণের সাক্ষাতেই ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সাত্যকি সমরে শত্রুর সেই বিজয় সহ্য করিলেন না।

অনন্তর, সাত্যকি ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া অন্য ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক শল্যকে বাণদ্বয়-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে শরত্রয়-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! অতঃপর মদ্রেশ্বর অঙ্কুশ-দ্বারা মহামাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রত্যেককে দশ দশ বাণে অত্যন্ত বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সেই সকল শত্রু-নিসূদন মহারথেরা মদ্ররাজ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া সমরস্থলে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন রাজা দুর্য্যোধন শল্যের বিক্রম সন্দর্শনে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-সমুদয়কে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর, মহাপ্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন মনোমধ্যে প্রাণ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াই যেন শল্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তৎকালে মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ মদ্ররাজ পাণ্ডব-পক্ষের এই মহাধনুর্দ্ধর মহারথ-চতুষ্টয়-দ্বারা পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পৃথ্বীপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্ষুরপ্র অস্ত্র প্রহার-দ্বারা অবিলম্বে মহাসমরে মদ্রেশ্বরের চক্ররক্ষকের প্রাণ বিনাশ করিলেন। শল্যের শূরবর মহারথ চক্ররক্ষক নিহত হইলে তিনি পাণ্ডবদিগের সমুদয় সৈন্যের উপরি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন নিজ সৈন্যগণকে শরাচ্ছন্ন সন্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিলেন "মাধবের সেই মহৎ বাক্য কিরূপে সত্য হইবে, ক্রুদ্ধ মদ্রাধিপতি যদি আমার সৈন্যসকল ক্ষয় না করেন, তবেই ত তাহা যথার্থ হয়।" হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এইরূপ চিন্তাতে চিত্ত-নিবেশ করিয়াছেন, ইত্যবসরে তুরঙ্গ মাতঙ্গ-প্রভৃতি চতুরঙ্গবলের সহিত পাণ্ডবগণ কৌরবদল দলন করত শল্যের সন্নিহিত হইল। অনন্তর, প্রবল পবন যেমন মেঘ-মণ্ডলীকে তিরোহিত করে, তেমনি মদ্রেশ্বর তাহাদিগের নানাবিধ শস্ত্র-সমূহে সমুত্থিত শরবৃষ্টিকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিলেন। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম, শল্য-নিক্ষিপ্ত সায়ক-সমুদয় আকাশমণ্ডলে উৎপাত হইয়া শলভ-সমূহের সমান আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং তৎ প্রেরিত শর সকল বিহগকুলের ন্যায় রণভূমির অগ্রভাগে গিয়া পড়িতেছে। হে মহারাজ! বোধ হইল, শল্যনিক্ষিপ্ত

সুবর্ণ-ভূষিত শরসমূহ-দ্বারা যেন গগণমণ্ডল নিরব-কাশ হইয়াছিয়াছে। সেই মহাসমরস্থল শরান্ধ-কারে আচ্ছন্ন হইলে, পাণ্ডবদিগের কি আমা-দিগের কোন ব্যক্তিই দৃষ্টিগোচর হইল না। বলিষ্ঠ মদ্ররাজের নিরন্তর শরবর্ষণে পাণ্ডবীয় সৈন্যসাগরকে সংক্ষুব্ধ দেখিয়া দেব দানব গন্ধর্ব্বগণ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শল্য তখনও অসীম প্রযত্ন-সহকারে পাণ্ডব-সৈন্য সকলকে শরে শরে পীড়িত ও ধর্ম্মরাজকে আচ্ছাদিত করিয়া বারম্বার সিংহের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-পক্ষের মহারথেরা শল্য-কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন হইয়া তদানীং সেই মহারথের প্রত্যুদ্গমনে অসমর্থ হইলেন, কেবল ধর্ম্ম-রাজ ও ভীমসেন-প্রভৃতি কতিপয় বীর সমর-শোভাকর শূরবর শল্যকে পরিত্যাগ করিলেন না।

সঙ্কুলযুদ্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ১৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে ধনঞ্জয়, অশ্বত্থামা ও তদীয় অনুচর ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণের বাণ বর্ষণে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণ-নন্দনকে তিন শিলীমুখে ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধর সকলকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই মহাবাহু পুনর্ব্বার বাণবৃষ্টি করাতে আপনকার সৈন্যগণের সর্ব্ব-শরীর শর-কণ্টকে আকীর্ণ হইল। তাহারা শাণিত-শর-প্রহারে বধ্যমান হইয়াও সমরে পার্থকে পরিত্যাগ করিল না। দ্রোণ-পুত্র-প্রভৃতি বীরগণ মহারথ অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন ও তাঁহার উপরি বাণ-বর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ-বিভূষিত সায়ক সকল অচিরকাল-মধ্যে অর্জ্জুনের রথের উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিল। যুদ্ধমত্ত সৈন্যগণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের শরীর শরনিকরে ব্যথিত দেখিয়া পরমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। হে মহারাজ! তৎকালে রথচক্র, কূবর, ঈশা, যুগ, যোক্ত্র ও অনুকর্ষ-প্রভৃতি সমুদয়ই শরময় হইয়াগেল। মহারাজ! সেই সময় আপনার যোদ্ধারা অর্জ্জুনের যেপ্রকার অবস্থা করিয়াছিল, সেরূপ ব্যাপার পূর্ব্বে আর কখন আমাদিগের দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। তাঁহার রথ বিচিত্র-সায়ক-নিকরে আচ্ছাদিত হইয়া ভূতলন্থিত উল্কা-শতসন্দীপ্ত বিমানের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, বারিধর যেমন বারিধারা বর্ষণ-দ্বারা অচল সকলকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি ধনঞ্জয় সুদৃঢ়-শরনিচয়-দ্বারা ভবদীয় সেনা-সমুদয়কে আকীর্ণ করিলেন। তাহারা অর্জ্জুনের নামাঙ্কিত বাণ-ব্যূহ-দ্বারা বধ্যমান হইয়া তথাবিধ ভাব দর্শন করত সকলই অর্জ্জুনময় জ্ঞান করিল। অনন্তর, ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়রূপ ধারণ করিয়া অদ্ভুত শরজাল ও ধনুঃশব্দ-জনিত সমীরণ-সহযোগে আপনার সৈন্য-স্বরূপ কাষ্ঠ-সকল অবিলম্বে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! ক্রমে ক্রমে ধরাতলে অর্জ্জুনের রথের পথ-মধ্যে পতনশীল চক্র, যুগ, তূণীর, ধ্বজ, পতাকা রথ, ঈশা, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ, কুণ্ডল ও উষ্ণীশ-ধারি মস্তক, সহস্র সহস্র ভুজ, জঙ্ঘা, রাশি রাশি ছত্র, ব্যজন ও মুকুট পতিত হইতে দৃষ্টিগোচর হইল। হে মহারাজ! ক্রুদ্ধ পার্থের রথের পথে রণস্থল মাংসশোণিতে কর্দ্দমময় হওয়াতে রুদ্রের শ্মশানের ন্যায় অগম্য হইয়া উঠিল। রণভূমি তখন ভীরুগণের ত্রাসজননী, এবং শূরসকলের হর্ষবর্দ্ধিনী হইল। শত্রুতাপন ধনঞ্জয়, সমর-মধ্যে দুই সহস্র আবরণ সম্বলিত রথ সংহার করিয়া বিধূম অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিলেন। হে মহারাজ! যেমন ভগবান্ শিখাবান্ চরাচর জগৎ দগ্ধ করিয়া বিধূম হইয়া পরিদৃশ্য হয়েন, মহারথ পার্থও তদ্রূপ হইলেন। অনন্তর, অশ্বত্থামা সমরে পাণ্ডুনন্দনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া পতাকা-সমন্বিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পার্থকে আক্রান্ত করিলেন। ক্রমে সেই রথিপ্রবর শ্বেতাশ্ব বীরদ্বয় পরস্পরের বধে বাসনা করিয়া অচিরকাল-মধ্যেই একত্রিত হইলেন। মহারাজ! বর্ষাকালে মেঘাবলীর অবিশ্রান্ত বর্ষণের ন্যায়, তাঁহাদিগের নিরন্তর সুদারুণ বাণ বর্ষণ হইতে

লাগিল। বৃষভ-দ্বয় শৃঙ্গ-দ্বারা যেমন পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করে, তেমনি সেই দুই মহাবীর অন্যোন্যের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করত সুদৃঢ় শর-নিকর-দ্বারা উভয়ে উভয়কে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! এইরূপে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের দ্বন্দ্বযুদ্ধ সমভাবে চলিতে লাগিল এবং পুনরায় তথায় অস্ত্র শস্ত্রের সংমর্দ্দ অতিঘোরতর হইয়া উঠিল। অনন্তর, অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে শাণিত দ্বাদশ শরে এবং বাসুদেবকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ সব্যসাচী অবলীলাক্রমে গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিলেন এবং মুহূর্ত্তকালের জন্য গুরুপুত্রের সম্মান করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে অশ্ব, রথ ও সারথি-বিহীন করিয়া ফেলিলেন; পরে অতি মৃদুভাবে তাঁহার শরীরে শরত্রয় বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণ-নন্দন তৎকালে হয়-বিরহিত রথোপরি আরূঢ় থাকিয়াও গর্ব্ব প্রকাশ-পূর্ব্বক পরিঘোপম এক মুষল লইয়া পাণ্ডুপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শত্রু-নিবারণ পাণ্ডুনন্দন সহসা সেই হেমপট্ট-বিভূষিত মুষল আসিতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সপ্তভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধবিশারদ অশ্বত্থামা নিজ নিক্ষিপ্ত মুষল বিচ্ছিন্ন বিলোকনে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া শৈলশিখর-সদৃশ এক পরিঘ গ্রহণ-পূর্ব্বক পার্থের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, অর্জ্জুন সেই ক্রুদ্ধ অন্তক-তুল্য পরিঘ দর্শন করিয়া অবিলম্বে পঞ্চ শর-দ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করিলেন; পরিঘ তখন পার্থ-বাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন পার্থিবগণের মন বিদারণ করত ভূমিতলে পতিত হইল। অনন্তর, অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে শরত্রয়-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবল দ্রোণতনয়, বলশালি ধনঞ্জয়ের সুদৃঢ় শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়াও নিজ পৌরুষ প্রকাশ করত ভীত হইলেন না। মহারাজ! অনন্তর, মহারথ ভারদ্বাজ সমুদয় ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে সুরথকে শর-সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। পাঞ্চালদিগের মহারথ সুরথ, মেঘ সম শব্দায়মান স্যন্দন-দ্বারা সমরে দ্রোণ-সুতের অভিমুখেই ধারমান হইলেন এবং সর্ব্ব ভারসহ সুদৃঢ় শরাসন বিকর্ষণ-পূর্ব্বক অগ্নি ও আশীবিষ-সদৃশ শরনিকর-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ সুরথ ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া অশ্বত্থামা দণ্ডাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধ করিয়া উঠিলেন। তিনি ত্রিশিখাযুক্ত ভ্রূকুটী বিস্তার-পূর্ব্বক স্বকণী-দ্বয় লেহন করিতে করিতে রোষবশ হইয়া ধনুর্গুণ মার্জ্জন করিয়া যমদণ্ড-সম এক তীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রের পরিত্যক্ত বজ্র যেমন ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই নারাচাস্ত্র তৎক্ষণাৎ সুরথের হৃদয় ভেদ করিয়া অতি বেগে প্রবেশ করিল। পর্ব্বতের শৃঙ্গ বজ্র-দ্বারা বিদারিত হইয়া যেরূপ পতিত হয়, সেইরূপ সুরথ নারাচ-দ্বারা নিতান্ত আহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। সেই বীরবর নিহত হইলে প্রতাপ-বান্ দ্রোণ-নন্দন অবিলম্বে সেই রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর, তিনি যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত ও সংশপ্তক-সৈন্যগণে পরিবৃত থাকিয়া সমরে অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিবাকর দিবসের মধ্যভাগে আরোহণ করিলে, একাকী অর্জ্জুনের বহুবীরের সহিত যমরাজ্য-বর্দ্ধন সুমহৎ সংগ্রাম হইল। আমরা তৎকালে তাঁহা-দিগের পরাক্রম এবং একাকী অর্জ্জুন অনেকের সহিত এককালে যে সমর করিলেন, তাহা দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম। পুরাকালে মহতী দৈত্যসেনার সহিত দেবরাজের সুমহান্ বিমর্দ্দের ন্যায় ধনঞ্জয়ের বিপক্ষগণের সহিত অতীব বিমর্দ্দ হইল।

শল্যবধপর্ব্বে সঙ্কুলযুদ্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥ ১৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে রাজা দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন শরশক্তি-সমাকুল সুমহৎ সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ষাকালে বারিদরাজির বারিধারার ন্যায়, তাঁহাদিগের সহস্র সহস্র শরধারা

বিনির্গত হইতে লাগিল। রাজা প্রথমত দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আশুগামি পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ত শায়ক-দ্বারা সেই উগ্রশর-ধারিকে বিদ্ধ করিলেন। দৃঢ়বিক্রম বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্য্যোধনকে সমরে সপ্ততি শর-দ্বারা নিতান্ত পীড়িত করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সহোদরেরা রাজাকে পীড়িত দেখিয়া মহতী সেনার সহিত পার্ষতকে পরিবেষ্টন করিল। বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সমস্ত অতিরথ-দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া অস্ত্রনৈপুণ্য প্রদর্শন করত সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অন্যদিকে শিখণ্ডী, প্রভদ্রক-সৈন্য-সম্বলিত ধনুর্দ্ধর মহারথ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত রহিলেন। মহারাজ! সেস্থানেও যাহারা প্রাণপণ-স্বরূপ দ্যূত-ক্রীড়ায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত ছিল, তাহাদিগের সুমহান্ সংগ্রাম অতি ঘোরতর হইল। হে রাজেন্দ্র! শল্য সর্ব্বদিকে শরবর্ষণ করত সাত্যকি ও বৃকোদরের সহিত সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যকে পীড়িত করিলেন, এবং যম-তুল্য পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত ধৈর্য্য ও বলপ্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই মহারণে কোন মহারথই শল্যের শায়কাঘাতে পতিত পাণ্ডবপক্ষগণের পরিত্রাণকারী কে, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর, ধর্ম্মরাজ নিতান্ত পীড়িত হইলে মাদ্রীনন্দন শূরবর নকুল অতিবেগে মাতুলের প্রতি ধাবমান হইলেন; পরবীরহন্তা নকুল সমরে অবলীলাক্রমে শল্যকে শরে শরে আচ্ছন্ন করিয়া সর্ব্ব লৌহময় কর্ম্মার-মার্জ্জিত স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত এবং ধনুর্যন্ত্র নির্ম্মুক্ত দশ বাণ-দ্বারা তাঁহার হৃদয়-প্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। মদ্ররাজ, মহাত্মা ভাগিনেয়-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহাকেও নতপর্ব্ব পঞ্চ শরাঘাতে পীড়িত করিলেন। অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি ও মাদ্রী-তনয় সহদেব মদ্রেশ্বরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সকলে রথনির্ঘোষ-দ্বারা দিক্ বিদিক্ সকল পরিপূর্ণ ও মেদিনীতল কম্পিত করত অবিলম্বে আসিতেছেন দেখিয়া, শত্রুহন্তা সেনাপতি সমরে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, মদ্রেশ্বর যুধিষ্ঠিরকে শরত্রয়ে, ভীমসেনকে সপ্ত-সায়কে, সাত্যকিকে শত শিলীমুখে ও সহদেবকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তৎকালে ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা নকুলের শর সহ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নকুলের ধনু শল্য-শায়কে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিশীর্ণ হইল। পরিশেষে মহারথ মাদ্রী-কুমার অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক মদ্ররাজের রথ অচিরাৎ শরসমূহে পরিপূর্ণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ও সহদেব, দশ দশ বাণ-দ্বারা মদ্ররাজের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন ধাবমান হইয়া ষষ্টি শায়ক-দ্বারা এবং সাত্যকি কঙ্কপত্র-যুক্ত নব বাণ-দ্বারা মদ্রেশ্বরকে আহত করিলেন। অনন্তর, শল্য ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সাত্যকিকে প্রথমত নব শর-দ্বারা এবং পুনরায় সুদৃঢ় সপ্ততি সায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে তাঁহার শরসহ শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিলেন, এবং তদীয় হয়-চতুষ্টয়কে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। মহারথ মদ্ররাজ, সাত্যকিকে বিরথ করিয়া শত শর-দ্বারা আহত করিলেন এবং যুধিষ্ঠির, ভীমসেন তথা ক্রোধাক্রান্ত নকুল ও সহদেবকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। আমরা তৎকালে মদ্ররাজের অতি অদ্ভুত পৌরুষ দর্শন করিলাম, যেহেতু সমরে পাণ্ডবেরা সকলে একত্র মিলিত হইয়াও একাকী মদ্ররাজের অভিমুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর, সত্যবিক্রম বলবান্ সাত্যকি অন্য রথে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণকে পীড়িত এবং শল্যের বশে পতিত দেখিয়া অতিবেগে মদ্রাধিপের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মত্ত মাতঙ্গ যেমন অন্য প্রমত্ত দ্বিরদের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনি সভা শোভাকর শল্য, রথ-দ্বারা সমাগত সাত্যকির রথের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। এই

সময়ে শূরবর সাত্যকি ও মদ্রাধিপতি একত্র মিলিত হইলে, পুরাকালীন সম্বরাসুর ও অমর-রাজের সমাগমের ন্যায় তাঁহাদিগের সন্নিপাত অতি আশ্চর্য্য-দর্শন হইল। সাত্যকি সমর-মধ্যে শল্যকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন, এবং "স্থিরহও, স্থির হও" এই কথা মাত্র কহিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ সেই মহানুভাব-কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া চিত্রপুঙ্খ শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবেরা বধাকাঙ্ক্ষায় সাত্যকি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত-মাতুলের প্রতি রথ-দ্বারা দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, সিংহসম গর্জ্জন-কারি যুধ্যমান শূর সকলের পরস্পর সংমর্দ্দ শোণিত সলিল-সম্পন্ন ও তুমুল হইয়া উঠিল। আমিষাভিলাষি শব্দায়মান সিংহ সকলের ন্যায় সমরে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তদানীং তাঁহাদিগের বাণ-সহস্র-দ্বারা বসুধাতল আকীর্ণ হইল, অন্তরীক্ষ-মণ্ডল সহসা শরময় হইয়া উঠিল, শরান্ধকারে সর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, এবং মহানুভবগণের ধনুর্ম্মুক্ত বাণব্যূহ-দ্বারা মেঘচ্ছায়ার ন্যায় ছায়া জন্মিল। হে মহারাজ! রণস্থলে নির্ম্মুক্ত-ভুজঙ্গসম নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ উজ্জ্বল শায়ক-রাশি-দ্বারা তৎকালে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত হইল। শূরবর শত্রু-নিসূদন শল্য তৎকালে একাকী বহু বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া অতি অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। মদ্ররাজের ভুজনির্গত কঙ্কপত্র-ভূষিত পতন-শীল ঘোরতর শরনিকর-দ্বারা মেদিনী-মণ্ডল আকীর্ণ হইল। হে মহারাজ! পুরাকালে অসুর সংক্ষয়-কালীন সুররাজের স্যন্দনের ন্যায় তখন শল্যের রথ সমর-মধ্যে বিচরণ করিতেছে দেখিলাম।

সঙ্কুলযুদ্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়॥ ১৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, আপনার সৈন্য সকল মদ্ররাজকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগভরে পুনরায় পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। পীড়িত ও রণমত্ত ভবদীয় সৈন্য সকল ধাবমান হইয়া বহুস্ত্র প্রযুক্ত ক্ষণকালের-মধ্যে পাণ্ডবগণকে আলোড়িত করিল। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের সাক্ষাতেই ভীমসেন পাণ্ডব-সেনা-সকলকে নিবারণ করিলেও তাহারা কৌরবগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সমরস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। অনন্তর, অর্জ্জুন ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সানুচর কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে শর-সমূহে অচ্ছাদিত করিলেন। সহদেব সসৈন্য শকুনিকে নিবারণ করিলেন। নকুল এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া মদ্ররাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। দ্রৌপদীর তনয়েরা অন্যান্য অনেকানেক নরেন্দ্রকে নিবারিত করিলেন। পাঞ্চালরাজ পুত্র শিখণ্ডী, অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিল। ভীমসেন গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন এবং নরপতি যুধিষ্ঠির সৈন্যসহ শল্যের সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ আপনার ও বিপক্ষ পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পর মিলিত হইলে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই মহারণে শল্যের কর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য দেখিলাম; যেহেতু তিনি একাকী সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে রণস্থলে যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে শল্য, চন্দ্রের-সমীপে শনিগ্রহের ন্যায়, দৃষ্ট হইলেন। তিনি আশীবিষ-সদৃশ শরসমূহ-দ্বারা রাজাকে পীড়িত করিয়া ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে করিতে পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার কৃতাস্ত্রতা ও রণ কৌশল সকল নিরীক্ষণ করিয়া ভবদীয় এবং পরকীয় সৈন্য সকল ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডব-সৈন্যগণ শল্যের শরাঘাতে পীড়িত ও নিতান্ত বিক্ষত হইয়া, যুধিষ্ঠির আক্রোশ প্রকাশ করিলেও রণস্থল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মদ্ররাজ-কর্ত্তৃক নিজসৈন্য সকলকে বধ্যমান সন্দর্শনে অতিশয় অমর্ষ-বশ হইলেন। অনন্তর, সেই মহারথ "জয়ই হউক অথবা

বধই হউক ” বুদ্ধিতে এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া পৌরুষ প্রকাশ-পূর্ব্বক শল্যকে সাতিশয় পীড়িত করিলেন। পরে তিনি ভ্রাতৃগণকে এবং মাধবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অন্যান্য যে সকল পৃথিবীপতিগণ পরাক্রান্ত থাকিয়া কৌরবদিগের জন্য সংগ্রামে নিধন লাভ করিয়াছেন, তোমরা পৌরুষ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ভাগানুসারে তাহাদিগের সংহার-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছ। এক্ষণে কেবল আমার অংশে একমাত্র মদ্র-মহারথ শল্য অবশিষ্ট আছেন, অতএব অদ্য আমি যুদ্ধদ্বারা সেই মদ্রেশ্বরকে জয় করিতে বাসনা করিয়াছি। এবিষয়ে আমার যাহা অভিপ্রায় আছে, তৎসমুদয় তোমাদিগের নিকটে কহিতেছি। শূরবর মাদ্রীকুমার নকুল ও সহদেব যাঁহাদিগকে দেবরাজ সংগ্রামে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না এবং যাঁহারা বীর-সম্মত, সাধু, মানার্হ ও সত্যসঙ্গর তাঁহারা দুই সহোদর আমার চক্র-রক্ষক হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পুরস্কার-পূর্ব্বক আমার জন্য মাতুলের সহিত প্রতিযুদ্ধ করুন। অদ্য আমাকেই শল্য নিধন করেন কিম্বা আমিই তাঁহার হন্তা হই, এই অন্যতরের একটা ঘটনা হইবেই হইবে। হে বীরপুরুষগণ ! সম্প্রতি তোমাদিগের সকলের মঙ্গল হউক। আমি যে সকল যথার্থ কথা কহিলাম তোমরা সকলেই তাহা শ্রবণ করিলে, অদ্য আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত যুদ্ধ করিব, ইহাতে জয় হইক, বা পরাজয় হউক, এক্ষণে রথ-যোজকগণ অবিলম্বে আমার সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সকল যথা-শাস্ত্র রথ-মধ্যে সুসজ্জিত করুক। মহাবল সাত্যকি আমার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করুন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তর চক্র রক্ষণে নিযুক্ত থাকুন। ধনঞ্জয় আমার পৃষ্ঠ রক্ষক হউন ; নকুল, সহদেব ও শস্ত্রিবর ভীমসেন আমার অগ্রসর হউন ; ইহা হইলেই আমি এই মহা সমরে শল্য অপেক্ষা সকল-বিষয়েই প্রধান হইব।” নরপতির হিতৈষিগণ এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহার আদেশানুরূপ আচরণ করিল। অনন্তর, তৎকালে রণস্থলে পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যদেশীয় সৈন্য সকলের পুনরায় সাতিশয় আনন্দ হইল। ধর্ম্মরাজ তখন সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া মদ্রেশ্বরের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর, পাঞ্চালগণ শত শত বার শঙ্খ ভেরী-প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনি এবং সিংহনাদ করিতে লাগিল। সেই তরস্বি-সকল সংরব্ধ হইয়া মদ্রেশ্বরের প্রতি ধাবমান হইল। পাণ্ডবপক্ষগণ আনন্দ-ধ্বনি গজঘণ্টার নিনাদ, শঙ্খ-সমুদয়ের নির্ঘোষ ও ঘোরতর তূর্য্যশব্দ-দ্বারা মেদিনী-মণ্ডলকে নিনাদিত করিল। উদয় ও অস্তশৈলের ন্যায় রাজা দুর্য্যোধন ও বীর্য্যবান্ মদ্ররাজ মহামেঘ-সদৃশ সেই সমস্ত সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। সমরশ্লাঘী শল্য যেমন, ইন্দ্রের বারি-বর্ষনের ন্যায়, শত্রুদমন ধর্ম্মরাজের প্রতি অবিশ্রান্ত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, সেইরূপ কুরুরাজও মনোহর শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের উপদিষ্ট বিবিধ কৌশল প্রদর্শন করত অবিলম্বে সুন্দর ও বিচিত্রভাবে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি রণস্থলে বিচরণ করিতে থাকিলে কেহই তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে পারিল না। আমিষাভিলাষী পরাক্রান্ত শার্দ্দূল-দ্বয়ের ন্যায় সমরে তাঁহারা উভয়ে বিবিধ বাণ-দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। ভীমসেন, আপনকার পুত্র যুদ্ধমত্ত দুর্য্যোধনের সহিত সঙ্গত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব শকুনি-প্রভৃতি বীরগণকে চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিলেন। হে মহারাজ ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই স্বপক্ষের ও বিপক্ষ-পক্ষের জয়াভিলাষি বীরগণের পুনরায় সেই তুমুল সংগ্রাম হইল। অতঃপর দুর্য্যোধন সুদৃঢ় শর-দ্বারা ভীমসেনের হেম-বিভূষিত ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন। সেই মনোহর ধ্বজ কিঙ্কিনী-জালের সহিত ভূমিতলে পতিত হইল। দুর্য্যোধন পুনরায় শাণিত ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা ভীমসেনের গজরাজ-করোপম শরাসন ছেদন করিলেন। তখন ভীমসেন ছিন্নধন্বা হইয়া ক্রোধভরে বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক

রথশক্তি-দ্বারা আপনার পুত্রের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলে তিনি রথোপরি পতিত হইলেন। দুর্য্যোধন মূর্চ্ছাপন্ন হইলে বৃকোদর ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! সারথি হত হইলে হয়-সকল শূন্য রথ লইয়া দিকে দিকে ধাবিত হইল। অনন্তর, সমর-মধ্যে হাহাকার-ধ্বনি উঠিল, মহারথ অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের পরিত্রাণার্থ ধাবমান হইলেন। সেই সময়ে সৈন্য সকল বিচলিত হইলে রাজার অনুচরগণ ত্রাসান্বিত হইল। গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুন শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।

এদিকে নরপতি যুধিষ্ঠির অমর্ষ-পরবশ হইয়া স্বয়ং শ্বেতবর্ণ মনোজব অশ্বগণকে সঞ্চালন করত মদ্ররাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন আমরা যুধিষ্ঠিরের অতি অদ্ভুত কার্য্য বিলোকন করিলাম, যিনি পূর্ব্বে সতত ধীর ও শান্ত-স্বভাব ছিলেন, তিনিই তৎকালে দারুণ হইয়া উঠিলেন। কুন্তী-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির তৎকালে ক্রোধে কম্পমান হইয়া নয়ন-দ্বয় প্রসারণ-পূর্ব্বক শত সহস্র যোদ্ধাকে শাণিত-শর-দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যে যে সেনার প্রতি আক্রমণ করিলেন, বজ্র-দ্বারা পর্ব্বত-ভেদের ন্যায়, শর-দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্যকেই নিপাতিত করিলেন। অনেকানেক রথিকে অশ্ব, সূত, ধ্বজ ও রথের সহিত পাতিত করিলেন। মেঘাবলী-মধ্যে পবনের ন্যায় তিনি একাকী সৈন্যমণ্ডলী-মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া পশু-সকলকে যেমন সংহার করেন, সেইরূপ তিনি অশ্বারোহি সহ তুরঙ্গগণকে এবং সহস্র সহস্র পদাতিগণকে সংগ্রামে পোথিত করিলেন। এইরূপে শরবর্ষণ-দ্বারা সমরস্থল শূন্য করিয়া পরিশেষে তিনি শল্যের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং "শল্য! স্থির হও" এই কথা মাত্র কহিতে লাগিলেন। সমরস্থলে সেই ভীমকর্ম্মার তাদৃশ আচরণ দর্শনে আপনার সৈন্যগণ বিত্রস্ত হইল। এক মাত্র মদ্ররাজ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর, তাঁহারা উভয়েই সংরব্ধ হইয়া শঙ্খধ্বনি-পূর্ব্বক পরস্পরকে আহ্বান করত ভৎর্সনা করিতে করিতে সমাগত হইলেন। শল্য তখন শরবর্ষণ-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছন্ন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজও বাণবৃষ্টি-দ্বারা মদ্ররাজকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! তৎকালে সমর-মধ্যে শূরবর শল্য ও যুধিষ্ঠিরের গাত্রে কঙ্কপত্রবাণ-দ্বারা রুধিরবিন্দু উদ্ভিন্ন হওয়াতে উভয়েই বন-মধ্যে দীপ্যমান পুষ্পিত কিংশুক ও শাল্মলিতরুর ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন এবং সেই দুই যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাত্মা নিনাদ করিয়া উঠিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে উভয়ের জয়-পরাজয়-বিষয়ে কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। অদ্য যুধিষ্ঠির, শল্যকে সংহার করিয়া ভূমণ্ডল ভোগ করিবেন, অথবা শল্য পাণ্ডু-নন্দনকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে পৃথিবী প্রদান করিবেন, তৎকালে তাহাদিগের অন্তঃকরণে এই বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় হইল না। কিন্তু, ধর্ম্মরাজ যুদ্ধ করিতে থাকিলে সকলই তাঁহার অনুকূল হইল।

অনন্তর, শল্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি শত শর মোচন করিলেন এবং শাণিতাগ্র সায়ক-দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যুধিষ্ঠির অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তিন শত শর-দ্বারা শল্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া দিলেন। পরিশেষে নতপর্ব্ব বাণব্যূহ-দ্বারা তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে এবং অতিশয় শাণিতাগ্র দুই দুই শর-দ্বারা সারথি ও পৃষ্ঠরক্ষককে নিহত করিলেন। হে শত্রুদমন! অনন্তর, পীতবর্ণ শাণিত দীপ্যমান ভল্লাস্ত্র-দ্বারা সম্মুখবর্ত্তি শল্যের ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন, অতঃপর দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইল। ইত্যবসরে অশ্বত্থামা শল্যের তাদৃশ দশা দর্শনে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং

তাঁহাকে নিজ রথে লইয়া সত্বর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের মুহূর্ত্তকাল গমনের পর যুধিষ্ঠির সিংহনাদ করিতে থাকিলে মদ্রপতি যথাবিধানে সুসজ্জিত যন্ত্রোপকরণ-সমন্বিত মহা-মেঘ-সদৃশ নিনাদকারী শত্রুগণের লোমহর্ষণ অন্য এক স্যন্দনে আরোহণ করিলেন।

শল্যবধপর্ব্বে শল্য যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ষোড়শ অধ্যায়॥ ১৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, মদ্রেশ্বর অন্য এক সুদৃঢ় বেগবত্তর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় নিনাদ করিলেন। পরে সেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অসীম-বুদ্ধি শল্য, বৃষ্টিযুক্ত পর্জ্জন্যের ন্যায়, ক্ষত্রিয়গণের প্রতি অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সাত্যকিকে দশ বাণে, ভীমসেনকে শরত্রয়ে ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন। যেমন উল্কা-দ্বারা মাতঙ্গগণকে পীড়িত করে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য অশ্ব, রথ ও কুঞ্জর-সমবেত মহা ধনুর্দ্ধরগণকে বিশিখ-বর্ষণ-দ্বারা পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন। রথিবর শল্য, গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথসহ রথি সকলকে নিহত করিলেন। তিনি যোদ্ধাদিগের সায়ুধ বাহু সমুদয় তথা রথধ্বজ সকল বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং তদ্দ্বারা রণ-ভূমিকে কুশাস্তীর্ণ বেদীর ন্যায় করিয়া তুলিলেন।

শল্য কৃতান্তের ন্যায় সেইরূপে শত্রুসৈন্য সমুদয় সংহার করিতে থাকিলে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমক-সৈন্যেরা অতিশয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। ভীমসেন, সাত্যকি, পুরুষ-প্রবীর নকুল ও সহদেব শল্যকে মহাবল রাজার সহিত সমাগত সন্দর্শনে পরস্পর আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে নৃপবর! অনন্তর, সেই সকল বীরেরা সমরে নরবীর যোদ্ধৃপ্রবর মদ্রেশ্বরের সন্নিহিত হইয়া উগ্রবেগ শরনিকর-দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া আঘাত করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন সাত্যকি নকুল ও সহদেব-কর্ত্তৃক সংরক্ষিত থাকিয়া শল্যের বক্ষঃস্থলে উগ্রবেগ বাণ-সমূহ-দ্বারা আঘাত করিলেন।

অনন্তর, আপনার রথিগণ সমরে মদ্রেশ্বরকে শরার্ত্ত দেখিয়া দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। হে মহারাজ! অনন্তর, রণক্ষেত্রে মদ্রেশ্বর অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরকে সপ্ত শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং মহাত্মা পৃথানন্দনও সেই তুমুল সংগ্রাম সময়ে শল্যকে নব বাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহারথ মদ্রাধিপতি ও যুধিষ্ঠির উভয়েই সংগ্রামে আকর্ণপূর্ণ শাণিত শরনিকর-দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিলেন। সমরে বৈরিবৃন্দের অজেয় সেই দুই মহাবলপরাক্রান্ত মহারথ নৃপবর, পরস্পর ছিদ্রান্বেষণ করত অবিরত নিক্ষিপ্ত শরধারা-দ্বারা উভয়কেই বিদ্ধ করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডব-প্রবীর ও মদ্রেশ্বর পরস্পরের প্রতি নিরন্তর বাণ বর্ষণ করিলে মহেন্দ্রের বজ্রশব্দ-সদৃশ তাঁহাদিগের ধনু ও জ্যাতলের নিনাদ সুমহান্ হইল। মহাবন-মধ্যে আমিষাভিলাষি শার্দ্দূলশিশু-দ্বয়ের ন্যায় তাঁহারা উভয়ে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং রণদর্পে দর্পিত হইয়া মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন।

অনন্তর, অতি বেগশালী মহাত্মা মদ্রাধিপতি সূর্য্য ও অগ্নি-সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন বাণ-দ্বারা সহসা ভীমবল বীর যুধিষ্ঠিরের হৃদয়-প্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই সুপ্রযুক্ত শায়কে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ শল্যকে এক সুদৃঢ় শর-দ্বারা আহত করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর, ইন্দ্রসম-প্রভাব-সম্পন্ন নৃপবর মদ্রেশ্বর মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া অচিরাৎ শর শত-দ্বারা পাণ্ডু-

পুত্রকে আঘাত করিলেন। পরিশেষে মহাত্মা ধর্ম্ম-নন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে নব বাণ সন্ধান-দ্বারা শল্যের হৃদয় ও স্বর্ণময় বর্ম্ম ভেদ করিয়া সত্বর হইয়া ছয় বাণ-দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। মদ্রাধিপতি তাহাতে প্রসন্ন হইয়া শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক বাণ বর্ষণ করত দুই ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা মহারাজ পাণ্ডুসুতের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর, দেবরাজ যেমন নমুচিকে বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজা অন্য এক নূতন ধনু গ্রহণ করিয়া শল্যকে শাণিতাগ্র শরনিকর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ক্রমে ক্রমে মহাত্মা মদ্ররাজ নব বাণ-দ্বারা নৃপতি যুধিষ্ঠিরের ও ভীমসেনের স্বর্ণ-নির্ম্মিত বিচিত্র বর্ম্মদ্বয় ছেদন করিয়া বাহুযুগল বিদীর্ণ করিলেন। পরিশেষে অগ্নি ও অর্ক-সদৃশ জাজ্বল্যমান অপর এক ক্ষুরবাণ-দ্বারা ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃপাচার্য্য ছয় সায়ক-দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিয়া তদীয় অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহাত্মা মদ্রাধিপতি শর চতুষ্টয়-দ্বারা ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের বাহনগণকে নিহত করিলেন, এবং অশ্ব সকলকে নিধন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। রাজার তাদৃশ অবস্থা হইলে মহাত্মা ভীমসেন বেগবান্ বাণ-দ্বারা অচিরাৎ মদ্ররাজের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক দুই বাণে তাঁহাকে অত্যন্ত বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, কুপিত ভীমসেন অপর শর-দ্বারা শল্যের সারথির কবচাবৃত শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে অশ্ব চতুষ্টয়কে নিহত করিলেন। সর্ব্বধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য ভীমসেন ও সহদেব সমরাঙ্গনে একাকী বিচরণকারি শল্যকে শত শর-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন। শল্য সেই সমস্ত শরাঘাতে মোহিত হইলে ভীমসেন তাঁহার বর্ম্ম ছেদন করিলেন।

মদ্ররাজ তখন ভীমসেন-কর্ত্তৃক কবচহীন হইয়া সহস্র তারাযুক্ত চর্ম্ম ও খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিয়া কুন্তী-কুমার যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হইলেন, সেই ভীমবল, নকুলের রথের ঈশা ছেদন করিয়া ধর্ম্মরাজের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর, মদ্ররাজকে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় আসিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী-তনয়গণ, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সহসা আসিয়া তথায় সমাগত হইলেন। অনন্তর, মহাত্মা বৃকোদর দশ শর-দ্বারা তাঁহার সেই অসদৃশ চর্ম্ম ছেদন করিলেন এবং আপনার সৈন্য-মধ্যে হৃষ্ট হইয়া নিনাদ করত ভল্ল-দ্বারা শল্যের মুষ্টি-মধ্যে খড়্গ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পাণ্ডব-পক্ষের প্রধান প্রধান রথিগণ ভীমসেনের সেই কার্য্য সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহারা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শশি-সন্নিভ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আপনার সুরক্ষিত সৈন্য সকল সেই ভীষণ শব্দে অপ্রসন্ন, স্বেদাভিভূত ও রক্তাক্ত-কলেবরে বিসংজ্ঞের ন্যায় বিষণ্ণ হইয়া রহিল।

অনন্তর, মদ্ররাজ ভীমসেন-প্রভৃতি পাণ্ডবগণের প্রধান প্রধান যোদ্ধা-কর্ত্তৃক বিক্ষত হইয়া মৃগানুসরণে ত্বরমাণ সিংহের সমান সহসা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখীন হইলেন। তদানীং ধর্ম্মরাজের অশ্ব ও সারথি নিহত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি মদ্রাধিপতিকে দেখিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই শত্রুকে সৈন্য-দ্বারা আক্রমণ করিলেন। "শল্য তোমার বধ্য" গোবিন্দের এই বাক্য চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজ হয়হীন ও সারথি-বিহীন রথে অবস্থিত থাকিয়াও শক্তি গ্রহণে আকাঙ্ক্ষা করত শল্যের বিনাশার্থ মনঃ সমাধান করিলেন। ধর্ম্মরাজ মহাত্মা শল্যের তাদৃশ কার্য্য দর্শন এবং তাঁহাকে আপনার অবশিষ্ট ভাগ স্মরণ করিয়া তাঁহার বধে যত্নবান হইয়া কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ-চিত্তে মণি ও হেমদণ্ডময়ী স্বর্ণোজ্জ্বলা এক শক্তি গ্রহণ করিলেন, এবং প্রদীপ্ত নেত্র-দ্বয় সহসা বিবৃত করিয়া মদ্রেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে মহা-

রাজ! সেই নিষ্পাপ পবিত্র-স্বভাব ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া মদ্ররাজ তৎক্ষণাৎ যে ভস্মসাৎ হইলেন না, ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

অনন্তর, সেই মহাত্মা পাণ্ডব-প্রবীর মণি ও প্রবাল-দ্বারা উজ্জ্বলিত রুচির ও উগ্রদণ্ডযুক্ত এক প্রদীপ্ত শক্তি লইয়া মদ্রাধিপতির প্রতি অতি বেগে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর, সমবেত কৌরবগণ প্রলয়কালে আকাশমণ্ডল হইতে পতিত মহতী উল্কার ন্যায় সহসা সেই বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত প্রদীপ্ত শক্তিকে মহাবেগে পতিত হইতে দেখিল। সমর-মধ্যে প্রযত্নপর ধর্ম্মরাজ সেই পাশহস্তা কালরাত্রী উগ্ররূপা যমধাত্রী ও ব্রহ্ম-শাপ-প্রতিমা অমোঘা শক্তিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুপুত্রেরা প্রযত্ন-পূর্ব্বক গন্ধ, মাল্য, আসন, পান ও ভোজন-দ্বারা অথর্ব্ব ও অঙ্গিরার উগ্র কার্য্যের ন্যায় প্রজ্বলিত প্রলয়ানল-প্রতিমা যে শক্তিকে পূজা করিতেন; বিশ্বকর্ম্মা শত্রুগণের দেহ ও প্রাণ বিনাশার্থ মহাদেবের জন্য যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে শক্তি ভূমি, অন্তরীক্ষ, জলাশয় ও জীবগণের সহসা প্রাণ হরণে পটীয়সী; যাহার স্বর্ণময় দণ্ড, ঘণ্টা পতাকা হীরক ও বৈদুর্য্যাদি বিবিধ মণি-দ্বারা বিচিত্রিত; বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং প্রযত্ন-পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম-দ্বারা ব্রহ্মদ্বেষিদিগের বিনাশার্থ যে অমোঘা শক্তি নির্ম্মিত করিয়াছিলেন; তদানীং যুধিষ্ঠির বল ও যত্ন-দ্বারা তাহার অধিকতর বেগ সম্পাদন-পূর্ব্বক ঘোরতর মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া ধর্ম্মমার্গানুসারে মদ্রেশ্বরের বধার্থ সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। এবং রুদ্র যেমন অন্ধক-দানবের প্রতি অন্তকর বাণ বিমোচন করিয়া গর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ তৎকালে সুদৃঢ়বাহু প্রসারণ-পূর্ব্বক যেন ক্রোধে নৃত্য করত "রে পাপ! হত হইলি" এই বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির নিজশক্তি অনুসারে সেই অনিবার্য্য বীর্য্যশালিনী শক্তি প্রেরণ করিলে, হুতাশন যেমন সম্যক্ হুত আজ্যধারা ধারণে শিখা বিস্তার করেন, তেমনি শল্য সেই শক্তি গ্রহণে অভিলাষী হইয়া নিনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সেই অপ্রসক্তা শক্তি শল্যের শুভ্র বর্ণ বিশাল বক্ষঃস্থল ও মর্ম্মস্থান সমুদয় বিদীর্ণ করিয়া নরপতি যুধিষ্ঠিরের সুবিস্তীর্ণ যশোরাশি বহন করত জলের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নাসিকা নেত্রযুগল ও কর্ণদ্বয় হইতে অনর্গল বিনির্গত রুধির-দ্বারা সর্ব্বশরীর সংসিক্ত হইলে তিনি স্কন্দ-কর্ত্তৃক আহত ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায়, সমাহত হইলেন। পরিশেষে পাণ্ডু-নন্দন-কর্ত্তৃক তাঁহার মর্ম্মস্থান সমুদয় বিভিন্ন হইলে ঐরাবত-সদৃশ সেই মহাত্মা বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া রথ হইতে বজ্রাহত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন।

মদ্রেশ্বর বাহু-দ্বয় প্রসারণ করিয়া ধর্ম্মরাজের অভিমুখে ভূতলে উন্নত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় নিপতিত রহিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভিন্ন এবং রুধিরে সমাচ্ছন্ন হইল। সেই নরপতি ধরাশায়ী হইলে, বোধ হইল যেন, তিনি বহুকাল পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক প্রিয়কান্তা বসুমতীর হৃদয়ে পতিত হইলেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম-পুত্র-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত হইয়া যজ্ঞস্থলে সম্যক্ হুত ও সাধুরূপে ইষ্ট অগ্নির ন্যায় প্রশান্ত রহিলেন। মদ্ররাজ শক্তির আঘাতে বিভিন্ন-হৃদয় এবং অস্ত্র শস্ত্র ও ধ্বজ পতাকাদি বিহীন হইয়া তাদৃশভাবে প্রশান্ত হইলেও শ্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই।

অনন্তর, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনু-সদৃশ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক গরুড়ের পন্নগ-বিনাশের ন্যায় সমরে শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল-মধ্যে নিশিত শর-নিকর-দ্বারা বিপক্ষ-ব্যূহের দেহ-নিচয় ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, আপনার সৈনিকগণ পার্থের শায়ক-সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া নয়ন নিমীলন-পূর্ব্বক পরস্পর সম্মর্দ্দে পীড়িত ও অতিশয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তৎকালে তাহাদিগের সকলেরই সর্ব্ব শরীর হইতে রুধির-ধারা নিস্যন্দিত হইতে-

ছিল, সকলেই বিশস্ত্র ও আয়ুধ বিহীন হওয়ায় নির্জ্জীবের ন্যায় হইল।

অনন্তর, মদ্ররাজ নিপতিত হইলে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন যুবা তদীয় অনুজ ভ্রাতা রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-পুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং যুদ্ধমত্ত হইয়া সহোদর বধের প্রতিশোধ নিমিত্ত কামনা করত সত্বরভাবে যুধিষ্ঠিরকে বহুতর নারাচ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ অবলীলাক্রমে তাঁহাকে ছয় বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুই ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে এক দীপ্যমান সুদৃঢ় শাণিত ভল্ল-দ্বারা সেই সম্মুখবর্ত্তি শল্যানুজের মস্তক ছেদন করিলেন। স্বর্গবাসি লোক পুণ্যক্ষয় হইলে যেমন তথা হইতে পতিত হয়, তেমনি তাঁহার সকুণ্ডল মস্তক রথ হইতে পতিত দৃষ্ট হইল। তখন তাঁহার রুধিরাক্ত ও শিরোহীন শরীর রথ হইতে পতিত দেখিয়া সৈন্যগণ সমরে ভঙ্গ দিল। বিচিত্র কবচধারী শল্যানুজ নিহত হইলে কৌরবগণ হাহাকার করত দৌড়িতে লাগিল। তাঁহার নিধন দর্শনে আপনকার সৈন্যেরা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিল, এবং ধূলিপুঞ্জে বিধ্বস্ত হইয়া পাণ্ডব-ভয়ে নিতান্ত ত্রাসান্বিত হইল।

হে মহারাজ! কৌরবগণ এইরূপে ত্রস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইলে, সাত্যকি তাহাদিগের প্রতি অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে অভিমুখীন হইলেন। কৃতবর্ম্মা সেই অপ্রসহ্য দুরাসদ মহাধনুর্দ্ধরকে আসিতে দেখিয়া সত্বর হইয়া নির্ভয়ের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর, সেই দুই দিবাকর তুল্য প্রভাশালি সিংহসম মদমত্ত বৃষ্ণিবংশোদ্ভব অজেয় মহানুভব কৃতবর্ম্মা ও সাত্যকি, একত্র মিলিত হইয়া সূর্য্যকিরণ সম শাণিত সায়ক-নিচয়-দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সেই বৃষ্ণিবীর-দ্বয়ের চাপ-বিনির্ম্মুক্ত শর সকল আকাশ-মণ্ডলে শীঘ্রগামি পতঙ্গ-কুলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অতঃপর কৃতবর্ম্মা, সাত্যকিকে দশ শরে এবং তাঁহার হয়গণকে শরত্রয়ে বিদ্ধ করিয়া অপর এক সুদৃঢ় শর-দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। সাত্যকি সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগভরে অন্য এক দৃঢ়তর কার্ম্মুক ধারণ করিলেন, এবং সেই সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধরবর উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারণ করিয়া কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থল দশ বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সুদৃঢ় ভল্ল-দ্বারা তাঁহার রথযুগ ও ঈশা ছেদন করিয়া অশ্বগণকে এবং পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে নিহত করিলেন।

অনন্তর, বীর্য্যবান্ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে বিরথ দেখিয়া নিজরথে আরোহিত করিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন। হে মহারাজ! মদ্ররাজ নিহত এবং কৃতবর্ম্মা বিরথ হইলে দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল। তৎকালে সৈন্য সকল ধূলিরাশি-দ্বারা সমাকুল হইলে আর কিছুই বোধগম্য হইল না। তদানীং সৈনিকগণের অধিকাংশই হত হইয়াছিল, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও পরাঙ্মুখ হইল। ভূমণ্ডল হইতে সমুত্থিত ধূলিপুঞ্জ মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে বিবিধ শোণিত স্রাব-দ্বারা প্রশান্ত হইয়া গেল।

অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন আপন সৈন্য সকলকে ভগ্ন দেখিয়া বেগভরে সমাগত পাণ্ডবগণকে একাকী আক্রমণ করিলেন, তিনি পাণ্ডবগণকে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দুর্দ্ধর্ষ আনর্ত্ত-দেশাধিপতিকে সরথ দেখিয়া শাণিত শরনিকর-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন। বিপক্ষগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম-তুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। এদিকে কৃতবর্ম্মাও অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক নিবৃত্ত রহিলেন। পরিশেষে মহারথ রাজা যুধিষ্ঠির ত্বরমাণ হইয়া শরচতুষ্টয়-দ্বারা কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে নিহত করিলেন, এবং কৃপাচার্য্যকে সুশাণিত ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মাকে হতাশ্ব ও বিরথ দর্শনে তৎক্ষণাৎ আপন রথে আরোহিত করিয়া তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখ হইতে লইয়া গেলেন। অনন্তর, কৃপা-

চার্য্য যুধিষ্ঠিরকে অষ্টবাণে প্রতিবিদ্ধ ও তাঁহার তুরঙ্গগণকে শাণিত অষ্ট সায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনকার ও আপনার পুত্রের কুমন্ত্রণাতে এইরূপে যুদ্ধের শেষ অবস্থা ঘটিল। মহাধনুর্দ্ধর শল্য, ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক সমর-মধ্যে নিহত হইলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে হত দেখিয়া পরম প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সকলে মিলিয়া শঙ্খধ্বনি করিল। পুরাকালে বৃত্রাসুর বধ হইলে সুরগণ যেমন মহেন্দ্রকে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তেমনি তখন সমর-মধ্যে সকলে যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং নানাবিধ বাদ্যধ্বনি-দ্বারা বসুধা-মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল।

শল্যবধে সপ্তদশ অধ্যায়॥ ১৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার অনুচর সপ্তশত রথী বীর সেই মহৎ বল হইতে নির্গত হইল। দুর্য্যোধন তখন শৈলসন্নিভ এক দ্বিরদোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক ধ্রিয়মাণ ছত্র-দ্বারা সুশোভিত ও চামর-দ্বারা বীজ্যমান হইয়া মদ্রগণকে বারম্বার বারণ করিলেও তাহারা তাঁহার নিবারণ না শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের জিঘাংসার্থে পাণ্ডব বলের-মধ্যে প্রবেশ করিল। শূর সকল সেই সুযুদ্ধে মনঃসমাধান করিয়া ঘোরতর ধনুঃশব্দ করত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

শল্য নিহত এবং মদ্ররাজের প্রিয়কারি মদ্রদেশীয় মহারথগণ-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠির পীড়িত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মহারথ অর্জ্জুন রথনির্ঘোষদ্বারা দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারণ করিতে করিতে আগমন করিলেন। অনন্তর, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, নরবর সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পাঞ্চাল ও সোমক-সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ সকলেই তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ এইরূপে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, মকর সকল যেমন জলনিধিকে আন্দোলিত করে, তেমনি তাহারা কৌরব-বলকে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। প্রবল পবন যেমন তরু সকলকে কম্পিত করে, পাণ্ডবগণ আপনকার সৈনিক-দলের তাদৃশ দশা করিল, প্রচণ্ড পবনবেগে মহানদী গঙ্গা যেমন আন্দোলিতা হয়, কুরুবাহিনী তখন তদ্রূপই ক্ষুব্ধ হইল।

হে মহারাজ! মহাত্মা মদ্র মহারথেরা তথাপি মহতী পাণ্ডবী-সেনার-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, "কোথায় সে রাজা যুধিষ্ঠির, কোথায় তাহার বীর সহোদরগণ, কোথায় বা মহাবীর পাঞ্চাল সকল, কোথায় মহারথ শিখণ্ডী, কোথায় ধৃষ্টদ্যুম্ন, কোথায় বা সাত্যকি, কোথায় মহারথ দ্রৌপদী-কুমার সকল, কাহাকেও যে এস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না।" এইরূপ কথা বলিতে থাকিলে, বীরবর মহারথ দ্রৌপদী-কুমারগণ সেই সমস্ত যুদ্ধকারী মদ্ররাজের অনুচরবর্গকে অভিহত করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ কেহ কেহ রথ-দ্বারা কেহ কেহ বা বিচ্ছিন্ন মহাধ্বজ-দ্বারা বিমথিত হইল, কেহ কেহ বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক সমরে নিহত দৃষ্ট হইল। হে ভারত! যোদ্ধারা সমরাঙ্গনে সহস্র সহস্র পাণ্ডবীয় বীর-সৈন্যকে বিলোকন করিয়া আপনার পুত্র-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রণ-যাত্রা করিল। দুর্য্যোধন সেই সমস্ত বীরকে সান্ত্বনা করত নিষেধ করিলেন, কিন্তু তৎকালে কোন মহারথই তাঁহার শাসন গ্রাহ্য করিলেন না।

হে নৃপবর! অনন্তর, গান্ধাররাজের পুত্র বক্তৃবর শকুনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভরতকুল প্রদীপ! আপনি সমরে বর্ত্তমান থাকতে আমাদিগের প্রত্যক্ষেই পাণ্ডবেরা মদ্রসৈন্য সকলকে সংহার করিতেছে, ইহা উচিত হইতেছে না। হে নৃপবর! পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সকলে মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিব, সম্প্রতি বিপক্ষেরা আমাদিগের সৈন্যগণকে নিহত করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদিগকে কেন ক্ষমা করিতেছেন? দুর্য্যোধন বলিলেন, 'আমি পূর্ব্বে ইহাদিগকে বারম্বার বারণ করিলেও ইহারা আমার বাক্য রক্ষা করিল না, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া

পাণ্ডবী সেনার প্রতি ধাবিত হইল।' শকুনি কহিলেন, 'সংগ্রামস্থলে যুদ্ধবীরগণ ক্রোধ বশত যদি প্রভুর আজ্ঞা পালন না করে, তথাপি তাহাদিগের প্রতি প্রভুর ক্রোধ করা উচিত নহে, ইহা উপেক্ষা করিবার সময় নয়, চলুন আমরা সকলে অশ্ব, রথ, কুঞ্জর-সহ মদ্ররাজের মহাধনুর্দ্ধর অনুচরগণের পরিত্রাণার্থ যাত্রা করি।' 'আমরা পরম প্রযত্ন-সহকারে পরস্পর রক্ষা করিব' সকলে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া সৈনিকগণ যে স্থানে ছিল, তথায় গমন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন শকুনির কথানুসারে সুমহৎ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ-দ্বারা যেন মেদিনী-মণ্ডল কম্পিত করত রণস্থলে প্রয়াণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণের-মধ্যে কেবল মার, ধর, বিদ্ধ কর, প্রহার কর, ছেদন কর, এই সকল কথা মাত্র তুমুলরূপে আন্দোলিত হইতে থাকিল।

এদিকে পাণ্ডবগণ মদ্ররাজের অনুচর সকলকে রণস্থলে মিলিত দেখিয়া মধ্যমাকার ব্যূহ-বিশেষ বিন্যাস করিয়া অভিমুখীন হইল। হে মহারাজ। মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সেই সমস্ত শল্যের অনুচর বীরেরা ঝটিতি নিহত হইয়াছে দেখাগেল। আমরা গমন করিতে করিতেই বিপক্ষেরা মিলিত হইয়া বলবান্ মদ্রসৈন্য-সকলকে নিহত করত প্রফুল্ল-চিত্তে হাস্য করিতে লাগিল। অনন্তর, সর্ব্বদিকেই উত্থিত কবন্ধ সকল পরিদৃশ্য হইল, রণস্থলী-মধ্যে আদিত্য-মণ্ডল হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। সমরভূমি ভগ্ন-রথযুগ, অক্ষ ও নিহত মহারথ তথা নিপতিত হয়-নিচয়-দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সেই রণভূমি-মধ্যে যুগকাষ্ঠমাত্র-ধারি বায়ুবেগ-গামি বাহগণ-সমন্বিত যোদ্ধারা দৃষ্টিগোচর হইল। কোন কোন তুরঙ্গ সকল রণস্থলে ভগ্নচক্র রথ লইয়া বহন করিল, কোন কোন বাজিগণ রথের অর্দ্ধভাগ লইয়া দশ দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। হে নৃপবর! দেখিলাম, অশ্বগণ যোক্ত্রবন্ধনে ক্লিষ্ট এবং রথিগণ পতিত হইতেছে, বোধ হইল যেন, সিদ্ধগণ পুণ্যক্ষয় বশত গগণ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। মদ্ররাজের শূরবর অনুচর বর্গ নিহত হইলে, জয়াভিলাষি যুদ্ধকারি মহারথ পাণ্ডবগণ অশ্ব সকলকে আপতিত দেখিয়া অতি বেগে আমাদিগের প্রতি আক্রমণ করিল এবং শঙ্খ-ধ্বনির সহিত মিশ্রিত ঘোরতর শরশব্দ করত আমাদিগকে লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তাহারা শরাসন কম্পন করত সিংহনাদ করিতে লাগিল শুনিয়া এবং শূরবর মদ্ররাজকে নিহত ও তাঁহার সুমহৎ বল সকলকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল। হে মহারাজ! তাহারা বিজয়-প্রকাশি দৃঢ়ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান, ভীত ও ত্রস্ত হইয়া দশ দিকের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দুর্য্যোধন সৈন্যাপযানে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ ১৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ মহারথ মদ্ররাজ রণস্থলে পতিত হইলে, আপনকার পুত্রগণ ও সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিমুখ হইল, অগাধ-সাগরগর্ভে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্‌গণ যেমন সেই অপার পারাবার পার হইবার জন্য ব্যাকুল হয়, মহাত্মা ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক মদ্ররাজ নিহত হইলে আপনার শরবিক্ষত সৈন্যেরাও সেইরূপ ত্রাসযুক্ত হইল। তৎকালে তাহারা সিংহাহত মৃগ, ভগ্ন-শৃঙ্গ বৃষ এবং শীর্ণদন্ত গজের ন্যায় অনাথ হইয়া প্রভুর অন্বেষণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে অজাত-শত্রু-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। রাজন্! শল্য নিহত হইলে আপনার যোদ্ধাদিগের মধ্যে কোনব্যক্তিরই সৈন্যসন্ধান ও পরাক্রম প্রকাশ করিতে বুদ্ধি স্থির ছিল না। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হইলে আপনার সৈন্যগণের যে দুঃখ ও ভয় হইয়াছিল, মহারথ শল্য নিহত হইলে, আমাদিগের সেই ভয় ও সেই শোক পুন-

রায় উপস্থিত হইল। তখন আমরা জয়-বিষয়ে একেবারে নিরাশ হইলাম।

যোদ্ধারা শত্রুদিগের শাণিত শরে হত, বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া ভয়-বশত পলায়ন করিল। মহারথগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে, আরোহণ করিয়া ধাবমান হইলেন। পদাতিকেরা ভয়-প্রযুক্ত অতি বেগে দৌড়িতে লাগিল। শৈল-সদৃশ দুই সহস্র সমর-মাতঙ্গ অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠাঘাতে চালিত হইয়া অতি বেগে ধাবিত হইল। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! আপনকার সৈন্য সকল শরাহত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সমরভূমি হইতে দশ দিকে দৌড়িতে লাগিল। বিজয়াভিলাষি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই পরাজিত প্রভগ্ন ও উৎসাহ-বিহীন সৈন্য সকলকে ধাবিত দেখিয়া তাহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইল। শূরগণের সিংহনাদ, ঘোরতর বাণ শব্দ এবং সুগভীর শঙ্খধ্বনি, সুদারুণ হইয়া উঠিল। পাঞ্চালেরা কৌরব সৈন্য সকলকে ভীত, ত্রস্ত ও পলায়মান দেখিয়া পাণ্ডবগণের সহিত এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল, "যে, অদ্য সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির শত্রু-বিজয় করিলেন, অদ্য দুর্য্যোধন প্রদীপ্ত রাজশ্রী হইতে ভ্রষ্ট হইল। অদ্য জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রকে হত শুনিয়া ভূমিতলে পতিত ও বিহ্বল হইয়া পাপের ফল ভোগ করুক। অদ্য সেই পাপকারী দুর্মেধা, যুধিষ্ঠিরকে সমুদয় ধনুর্দ্ধরের প্রধান বলিয়া জ্ঞান করুক এবং আপনাকে নিন্দা করুক; অদ্য হিতবাদি বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া স্মরণ করুক; অদ্য হইতে সেই রাজা পাণ্ডবগণের দাস হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বে যে দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অনুভব করুক। অদ্য সেই মহীপাল, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য অবগত হউক এবং সংগ্রামে অর্জ্জুনের ধনুর্ঘোষ, অস্ত্রবল ও বাহুবল বিলোকন করুক। অদ্য সমরাঙ্গনে মহাবল ভীমসেন, দেবরাজের বলাসুর বিনাশের ন্যায়, দুর্য্যোধনকে সংহার করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই মহাত্মার বিপুল বল বুঝিতে পারিবেন। মহাবল ভীমসেন দুঃশাসনের বধ-বিষয়ে তৎকালে যে অলৌকিক বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহা ব্যতীত জগতীতলে অন্য কোন পুরুষ তাদৃশ কর্ম্ম করিতে পারে না। দেবগণের দুরাসদ মদ্ররাজকে হত শুনিয়া দুর্য্যোধন অদ্য জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের পরাক্রম অবগত হউক। অদ্যকার যুদ্ধে শূরবর শকুনি ও সমস্ত গান্ধারগণ নিহত হইলে, নকুল ও সহদেবের বিক্রম জানিতে পারিবে। ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং মহাধনুর্দ্ধর রাজা যুধিষ্ঠির যাহাদিগের যোদ্ধা তাহাদিগের জয় কেন না হইবে? জগতীনাথ জনার্দ্দন কৃষ্ণ যাহাদিগের নাথ, ধর্ম্ম যাহাদিগের আশ্রয়, তাহাদিগের জয় কেন না হইবে? ধর্ম্ম ও যশোনিধি হৃষীকেশ সতত যাহার সহায়, সেই যুধিষ্ঠির ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য শত সহস্র নৃপতিগণকে জয় করিতে পারে?" সৃঞ্জয়গণ এইরূপ কথোপকথন করত মহাহর্ষে পরিপূর্ণ হইল এবং আপনকার বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন, রথিসৈন্যের এবং নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি, শকুনির অভিমুখীন হইলেন।

দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যগণকে ভীমসেন ভয়ে পলায়মান দর্শনে বিস্মিতের ন্যায় হইয়া সারথিকে কহিলেন, "ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধারণ করিয়া আমাকে অতিক্রম করিতে উদ্যত রহিয়াছে, অতএব তুমি সমুদয় সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে অশ্বগণকে প্রেরণ কর। আমি সকলের পশ্চাতে থাকিলে মহা সমুদ্র যেমন তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ ধনঞ্জয় কোন প্রকারেই আমাকে অতিক্রম করিতে উৎসাহবান্ হইবে না। সারথে! ঐ দেখ সৈন্যগণ পাণ্ডব-ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তাহাদিগের গমনে চতুর্দ্দিকে ধূলিরাশি উড্ডীন হইতেছে। ঘোরতর ভয়ঙ্কর সিংহনাদ সকল শ্রবণ কর, এবং অল্পে

অল্পে সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে চল। আমি সমরস্থলে উপস্থিত থাকিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলে আমার সৈন্যেরা পুনরায় বল-পূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হইবে।”

সারথি, আপনকার পুত্রের শূরবর-সদৃশ সেই বাক্য শুনিয়া হেমাবরণ অশ্বগণকে শনৈঃ শনৈ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তৎকালে তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথহীন একবিংশতি সহস্র পদাতিকমাত্র যুদ্ধার্থে অবস্থিত ছিল। নানাদেশ সমুৎপন্ন ও নানা নগর বাসি যোদ্ধারা সুমহৎ যশঃ প্রার্থনায় প্রতীক্ষা করিল। তাহারা হৃষ্টমনে পরস্পর যুদ্ধার্থ মিলিত হইলে ঘোর ভয়ঙ্কর সুমহান সংমর্দ্দ উপস্থিত হইল। হে মহারাজ! তৎকালে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, চতুরঙ্গ বল-দ্বারা নানাদেশীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। অন্যান্য পদাতিকেরা কেবল ভীমসেনের অভিমুখীন হইয়া রহিল; বীরলোকে গমনাভিলাষি যুদ্ধদুর্ম্মদ সংরব্ধ কৌরব-সৈন্যেরা সিংহনাদ ও বাহুস্ফোট করত সংহৃষ্ট হইয়া ভীমসেনের সন্নিধানে ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহারা আর অন্য কোন কথা আলাপ করিল না। সেই সমস্ত পদাতিগণ ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আঘাত করিতে লাগিল, তিনি সমরে পদাতিগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান ও পরিবৃত থাকিয়া রোষপরবশ হইয়াও মৈনাক-পর্ব্বতের ন্যায় স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। হে মহারাজ! কৌরব-যোদ্ধারা পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সৈন্যকে নিবারিত করিয়া মহারথ ভীমসেনের নিগ্রহার্থ সচেষ্ট হইল; সেই সমাগত রথিসৈন্যগণ ভীমসেনকে ক্রোধাক্রান্ত করিল; তখন তিনি অচিরাৎ রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক পদাতি হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সুবর্ণাবৃত মহা গদা ধারণ করিয়া দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় আপনকার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন সেই অশ্ব, রথ ও গজবিহীন একবিংশতি সহস্র পদাতিককে গদা-দ্বারা পোথিত করিলেন। সত্যপরাক্রম ভীমসেন এইরূপে সৈন্য সংহার করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরস্কৃত করত বহুক্ষণ অদৃশ্য রহিলেন। নিহত পদাতিগণ রুধিরাক্ত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিল, নানা দেশ হইতে সমাগত নানাজাতীয় সৈন্যগণ বিবিধ পুষ্পমাল্য ও কুণ্ডল ধারণ করিয়া সমরে বাত-ভগ্ন পুষ্পিত কর্ণিকার তরুর ন্যায় পতিত রহিল। পদাতি দলের প্রবল সৈন্য সকল নিকৃত্ত ও ধ্বজ পতাকা সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ঘোরতর ভয়ানক ও রৌদ্ররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির-পুরোগামি সসৈন্য মহারথগণ আপনকার সৈন্য-সকলকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া মহাত্মা দুর্য্যোধনের অনুধাবন করিলেন, কিন্তু বেলা যেমন সাগর-সমীপে যায় না, সেইরূপ তাহারা সকলে আপনার পুত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। এই সময়ে আমরা আপনকার পুত্রের অতি অদ্ভুত পৌরুষ দেখিলাম, যে হেতু পাণ্ডবেরা সকলে মিলিত হইয়াও এক মাত্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিতে পারিল না।

দুর্য্যোধন অদূরবর্ত্তি স্বীয় সৈন্য সকলকে নিতান্ত বিক্ষত ও পলায়নে প্রস্তুত দেখিয়া কহিলেন, “আমি পৃথিবী বা পর্ব্বত-মধ্যে এরূপ স্থান দেখিতেছি না, যেস্থানে যাইলে পাণ্ডবেরা তোমাদিগকে নিধন করিতে না পারে, সুতরাং এক্ষণে পলায়নে প্রয়োজন কি? ইহাদিগের সৈন্য অতি অল্প আছে এবং অর্জ্জুন ও কেশব নিতান্ত বিক্ষত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে আমরা যদি এস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি তবে আমারদিগের নিশ্চয় বিজয় হয়। তোমরা যদি সমরে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান কর, তবে পাপাচার পাণ্ডবেরা অনুসরণ করিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে, সুতরাং আমাদিগের সমরে অবস্থান করাই শ্রেয়। যে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ এস্থানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রবণ করুন। যদি কৃতান্ত, শূর ও ভীরু উভয়কে সতত সংহার করিতেছেন, তবে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া কোন্ মূঢ়

পুরুষ যুদ্ধ করিতে বিরত হইবে? এক্ষণে ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থিতি করা আমাদিগের শ্রেয়। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যাহারা বিগ্রহ করিয়া থাকে তাহাদিগের পক্ষে সামরিক মৃত্যুই সুখকর। সংগ্রামে বিজয়ী হইলে সুখ লাভ, হত হইলে পরলোকে মহাফল প্রাপ্ত হয়। হে কৌরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম হইতে স্বর্গের শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। তোমরা যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অচিরকালমধ্যে সেই সকল লোকে গমন কর।"

নৃপগণ, দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক তাহা মান্য করিয়া পুনরায় আততায়ি পাণ্ডবগণের অনুবর্ত্তন করিলেন, তাঁহারা আগমন করিতে থাকিলে প্রহারকারী ক্রোধ-পরবশ বিজয়াভিলাষি পাণ্ডবেরা অবিলম্বে ব্যূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিল। বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয়, সমর-মধ্যে রথোপরি অধ্যাসীন থাকিয়া ত্রিলোক-বিখ্যাত গাণ্ডীবধনু আস্ফালন করিতে লাগিলেন, মহাবল বীর সাত্যকি এবং নকুল ও সহদেব, যেদিকে আপনকার সৈন্যগণ অবস্থান করিতে ছিল, সেই দিকে অতি বেগে শকুনির প্রতি আক্রমণ করিলেন।

শল্যযুদ্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়॥ ১৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্য সকল নিবৃত্ত হইলে ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্বরাজ শৈলসম ঐরাবতসদৃশ শত্রুমর্দ্দন উদ্ধত এক মত্তমাতঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া ক্রোধ-পরবশ হইয়া পাণ্ডবদিগের সুমহৎ সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! যে হস্তী অতি সৎকুলোদ্ভব হওয়াতে দুর্য্যোধনের নিকটে নিয়ত পূজিতভাবে থাকিত, শাস্ত্র-বেত্তারা যাহাকে সমরের উপযুক্ত জানিয়া সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, রাজা সেই দ্বিরদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গ্রীষ্মাবসানে উদয়াচলস্থ রবিভার অনুকারী হইলেন। তিনি সেই গজবর-দ্বারা পাণ্ডুপুত্রগণের অভিমুখীন হইলেন এবং মহেন্দ্রের বজ্র-সদৃশ ঘোরতর শরনিকর-দ্বারা তাঁহাদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি মহারণ-মধ্যে অবিশ্রান্ত-রূপে বাণ বর্ষণ ও শত্রু সকলকে শমন-সন্নিধানে প্রেরণ করিতে থাকিলে পুরাকালে দৈত্যগণ যেমন বজ্রধরের অবকাশ অবলোকনে অক্ষম ছিল, তেমনি কি স্বপক্ষীয় কি বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিই তৎকালে তাঁহার অবকাশ অবলোকন করিতে পারে নাই। হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজের ঐরাবত, দৈত্যসেনা বিমর্দ্দন করিলে দানবেরা তাহাকে যেরূপ দেখিয়াছিল, সেইরূপ সেই গজরাজ বিপক্ষ চমূ বিলোড়ন করিতে থাকিলে পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়-সৈন্যেরা সমর-মধ্যে একমাত্র সেই মহেন্দ্রগজ-সদৃশ মাতঙ্গকে চতুর্দ্দিকে সহস্রবার বিচরণ করিতে দেখিল। এইরূপে সেই গজরাজ-কর্ত্তৃক বিপক্ষবল সকল বিদারিত ও পরিবেষ্টিত-প্রায় হইয়া চতুর্দ্দিকে শোভিত হইল। তাহারা তৎকালে পরস্পর বিমর্দ্দিত হইয়া অতিশয় ভয়-বশত সমরে অবস্থান করিতে পারিল না।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই নরাধিপ-কর্ত্তৃক প্রভগ্না মহতী পাণ্ডবীসেনা সেই গজেন্দ্রের বেগ নিবারণে অক্ষম হইয়া সহসা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। তখন আপনকার প্রধান প্রধান যোদ্ধারা বেগবতী পাণ্ডবী-সেনাকে ধাবিত দেখিয়া সেই নরেশ্বরকে প্রশংসা করত শশি-সন্নিভ শঙ্খ সকল নিনাদিত করিল।

অনন্তর, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৌরবদিগের হর্ষহেতু সমুৎপন্ন শঙ্খধ্বনি সমন্বিত নিনাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-বশত ক্ষমা করিতে পারিলেন না, পরে সেই মহাত্মা জয়ের জন্য সত্বর হইয়া দেবরাজের সহিত সংগ্রাম-সময়ে জম্ভাসুর যেমন ইন্দ্রবাহন ঐরাবতকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, সেইরূপ সেই দ্বিরদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। হে মহারাজ! নৃপশ্রেষ্ঠ শাল্ব সহসা সেই পাঞ্চালরাজকে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার বধার্থে নিজ গজকেই অবিলম্বে প্রেরণ করি-

লেন। পাঞ্চাল-নন্দন সহসা সেই মত্ত মাতঙ্গকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া জ্বলন্ত অগ্নি-সদৃশ উগ্র বেগ-সম্পন্ন নারাচমুখ্য শাণিত শরত্রয়-দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে সেই মহাত্মা অপর শাণিত পঞ্চ শর সন্ধান-পূর্ব্বক বিপুল দন্তাবলের কুম্ভ-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, সে তদ্দ্বারা বিদ্ধ হইয়া রণস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক অতিশয় ধাবিত হইল। গজরাজ ছিন্ন শরীরে সহসা সমর-মধ্যে দৌড়িতে থাকিলে, শাল্ব তাহাকে অঙ্কুশাঘাতে বশীভূত করিয়া পাঞ্চাল রাজের রথ প্রদর্শন করত অবিলম্বে প্রেরণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা সেই মত্ত মাতঙ্গকে আসিতে দেখিয়া গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক ভয়-বিহ্বল হইয়া অবিলম্বে নিজ রথ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর, সেই দ্বিরদবর সেই হেম-বিভূষিত রথখানিকে অশ্ব ও সারথির সহিত সহসা বিমর্দ্দন-পূর্ব্বক শুণ্ড-দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিয়া ধরাতলে বিপোথিত করিল। তৎকালে সেই নাগরাজ-কর্ত্তৃক সহসা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরতিশয় ব্যথিত দেখিয়া ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি বেগভরে তাঁহার অনুধাবন করিলেন। রথিগণ শর-সমূহ-দ্বারা সেই অভিমুখে আপতিত বারণের বেগ নিবারণ করিয়া, তাহাকে সংগ্রহ করিলেন, সেই গজ তখন তাঁহাদিগের-দ্বারা বার্য্যমাণ হইয়া সমর-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর, শাল্বরাজ চতুর্দ্দিকে সূর্য্যকিরণের ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, রথিগণ সেই আশুগ-নিবহ-দ্বারা বধ্যমান হইয়া সকলেই তখন তথা হইতে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! শাল্বভূপতির এই অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া পাঞ্চাল, মৎস্য ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ সমরস্থলে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। নরশ্রেষ্ঠগণ সেই গজরাজকে চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর, শত্রুঘাতী বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর হইয়া শৈলশৃঙ্গ-তুল্য গদা ধারণ-পূর্ব্বক অতি বেগে সেই বারণের অনুসরণ করিলেন। ধরাধর-সম বিপুল দন্তাবল ধারাধরের ন্যায় মদবারি বর্ষণ করিতে থাকিলে বলবান্ পাঞ্চালরাজ-কুমার গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাকে অতিশয় আঘাত করিলেন, ধরাধর-সদৃশ সেই হস্তী ভিন্নকুম্ভ হইয়া নিনাদ করত মুখ হইতে প্রভূত শোণিত ক্ষরণ করিতে করিতে ভূমিকম্প-কালে বিচলিত অচলের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল।

গজেন্দ্র নিপাতিত হইলে যখন দুর্য্যোধনের সৈন্যেরা হাহাকার করিয়া উঠিল, সেই সময়েই বীরবর সাত্যকি শাণিত ভল্ল-দ্বারা শাল্ব-ভূপতির শিরশ্ছেদন করিলেন। শাল্বরাজ সমরে সাত্যকি-কর্ত্তৃক ছিন্ন-মস্তক হইয়া দেবরাজ-প্রেরিত বজ্র-দ্বারা বিদীর্ণ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় গজরাজের সহিত ধরাতলে পতিত হইলেন।

শাল্ববধে বিংশতি অধ্যায়॥ ২০॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমিতি শোভন শূরবর শাল্ব সমরে নিহত হইলে বায়ুবেগে মহান্ বৃক্ষ যেমন ভগ্ন হয়, তেমনি আপনার সৈন্য সকল ভগ্ন হইল। মহাবলশালী শূরবর মহারথ কৃতবর্ম্মা সেই সকল সৈন্যকে ভগ্ন দেখিয়া শত্রুদলকে আক্রমণ করিলেন। সেই সমস্ত বীরেরা কৃতবর্ম্মাকে সমরে শরাকীর্ণ হইয়াও শৈলের ন্যায় অচল থাকিতে দেখিয়া নিবৃত্ত হইল। অনন্তর, পাণ্ডবদিগের সহিত নিবৃত্ত কৌরবগণের মরণকাল-পর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

হে মহারাজ! তৎকালে শত্রুগণের সহিত কৃতবর্ম্মার মহাযুদ্ধ অতি আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন হইল, যেহেতু তিনি দুরাসদ পাণ্ডব-সৈন্যকে একাকীই নিবারণ করিলেন। দুষ্কর-কার্য্য কৃত হইলে সেই অন্যোন্যসুহৃৎ প্রহৃষ্ট সৈন্যগণের গগণস্পর্শী সুমহান্ সিংহনাদ সমুত্থিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই দারুণ শব্দে পাঞ্চালেরা অতিশয় ত্রাসান্বিত হইল, শিনিবংশোদ্ভব মহাবাহু সাত্যকিই কেবল

কৌরব-সেনার অনুগমন করিলেন, তিনি মহাবল রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিকে আক্রমণ-পূর্ব্বক নিশিত সপ্ত শর-দ্বারা যম সদনে প্রেরণ করিলেন। শিনি-প্রবীর সাত্যকি শাণিত শর-নিকর নিক্ষেপ করত আসিতে থাকিলে, ধীমান্ কৃতবর্ম্মা অতিবেগে সেই মহাবাহুর অভিমুখে পতিত হইলেন। সেই রথিবর ধনুর্দ্ধরেরা সিংহের ন্যায় নিনাদ করত উত্তমাস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন। হে নৃপবর! তাঁহাদিগের ঘোরতর সমাগম-সময়ে পাণ্ডব পাঞ্চাল ও অন্যান্য যোদ্ধারা দর্শকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেই বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথদ্বয় নারাচ এবং বৎসদন্ত বাণ-দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা ও সাত্যকি উভয়ে বিবিধ পথে বিচরণ করত বারম্বার বাণবৃষ্টি-দ্বারা পরস্পরকে পীড়িত করিলেন। সেই বৃষ্ণিবীর-দ্বয়ের চাপ-বেগবলে উৎপতিত বাণ সকলকে আকাশ-মণ্ডলে শীঘ্রগামী পতঙ্গমালার ন্যায় দর্শন করিলাম। অনন্তর, কৃতবর্ম্মা, সত্যকর্ম্মা সাত্যকির সন্নিহিত হইয়া শাণিত শর-চতুষ্টয়-দ্বারা তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দীর্ঘবাহু সাত্যকি অঙ্কুশাহত কুঞ্জরের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতবর্ম্মাকে উৎকৃষ্ট অষ্টশর-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর, কৃতবর্ম্মা সম্পূর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত শাণিত শরত্রয়-দ্বারা সাত্যকিকে আহত করিয়া এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই উৎকৃষ্ট ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্য এক সশর-শরাসন গ্রহণ করিলেন। সমস্ত ধনুর্দ্ধর-বরিষ্ঠ মহাবীর্য্য ও ধীশক্তি-সম্পন্ন অতিরথ মহাবল সাত্যকি সেই উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক জ্যা যোজনা করিয়া কৃতবর্ম্মা-কর্ত্তৃক শরাসন ছেদন জন্য অমর্ষ-পরবশ ও কুপিত হইয়া অচিরাৎ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর, সাত্যকি নিশিত দশ শর দ্বারা কৃতবর্ম্মার অশ্ব ও সারথিকে নিহত ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কৃতবর্ম্মা স্বর্ণপরিষ্কৃত স্বীয় স্যন্দন হয়হীন ও সারথি-বিহীন সন্দর্শনে মহা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শূল উদ্যত করত সাত্যকিকে সংহার করিবার জন্য ভুজবেগ-দ্বারা নিক্ষেপ করিলেন, সাত্যকি শাণিত শরনিকর-দ্বারা সেই শূল বিভিন্ন করিয়া কৃতবর্ম্মাকে যেন মোহিত করত চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে অপর এক ভল্ল-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল তাড়িত করিলেন, এইরূপ সুযুদ্ধে কৃতাস্ত্র সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে হতাশ্ব ও হত-সারথি করিলে সুতরাং তাঁহারে তখন ধরণীতলে দাঁড়াইতে হইল।

দ্বৈরথ-যুদ্ধে সাত্যকি-কর্ত্তৃক সেই বীর বিরথ হইলে সৈন্য-সকলের অন্তঃকরণে সুমহান্ ভয় উপস্থিত হইল, এবং কৃতবর্ম্মা হতসুত, হতাশ্ব ও বিরথ হইলে দুর্য্যোধনের মনে অতিশয় বিষাদ জন্মিল। বৈরিদমন কৃতবর্ম্মাকে হতাশ্ব ও হত সারথি দেখিয়া কৃপাচার্য্য সাত্যকিরে সংহার করিতে ইচ্ছু হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবাহু কৃপাচার্য্য সমুদয় ধনুর্দ্ধরের সমক্ষেই কৃতবর্ম্মাকে নিজ-রথে আরোহিত করিয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে বহির্ভাগে লইয়া গেলেন। হে মহারাজ! কৃতবর্ম্মা সাত্যকি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিরথ হইলে দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল। তাহার পর সৈন্য সকল ধূলিরাশি-দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে আর কিছুই অবগতি হইল না। নরপতি দুর্য্যোধন ব্যতীত আপনকার পক্ষের সকলেই বিদ্রুত হইল। দুর্য্যোধন স্বীয় সন্নিধানে সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া অবিলম্বে অতি বেগে তাহাদিগের নিকটে গেলেন এবং বিদ্রুত হইতে নিবারণ করিলেন, শত্রুগণের অপরাজেয় দুর্য্যোধন নিরতিশয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং পাঞ্চাল, কেকয় ও সোমক-সৈন্যগণকে অসম্ভ্রান্তভাবে ভূরি ভূরি শাণিত শায়ক-দ্বারা তাড়িত করিলেন। তৎকালে আপনার মহাবল পুত্র যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূত

মহান্ প্রকাশবান্ অগ্নির ন্যায় সমরে অতি যত্নে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শত্রু গণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু জ্ঞান করিয়া কেহই তাঁহার সন্নিহিত হইল না। অনন্তর, কৃতবর্ম্মা অন্য রথে অধ্যাসীন হইয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে একবিংশতি অধ্যায়॥ ২১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র রথিবর দুর্য্যোধন রথোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া সমরস্থলে ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় প্রতাপশালী ও অসম সাহস-সম্পন্ন হইলেন। তাঁহার শর সহস্র-দ্বারা মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; বারিধারা-দ্বারা শৈল সকল যেমন অভিষিক্ত হয়, সেইরূপ তিনি শর-সমূহ-দ্বারা শত্রুগণকে সংসিক্ত করিলেন। সেই মহারণ মধ্যে পাণ্ডবদিগের এমন কোন পুরুষ, হয়, হস্তী ও রথ ছিল না যে, দুর্য্যোধনের বাণে বিক্ষত হয় নাই। হে নরনাথ! আমরা তখন সমরভূমিতে যে যে যোদ্ধার প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিলাম, সেই সেই যোদ্ধারই শরীর আপনার পুত্রের বাণে আকীর্ণ দেখিলাম। যেমন সেনা-সমুদ্ভূত রজোরাশি-দ্বারা সৈন্য সকল সংচ্ছন্ন হয়, তেমনি সেই মহানুভবের শরনিকর-দ্বারা বিপক্ষকুল আচ্ছাদিত দৃষ্ট হইল।

হে পৃথিবীপতে! লঘুহস্ত ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন তৎকালে পৃথিবীকে একপে বাণজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন যে, তাহা যেন বাণময় দেখিলাম। তদানীং তবদীয় ও পরকীয় যোদ্ধৃ-সহস্রের মধ্যে একমাত্র সেই দুর্য্যোধনই পুরুষ ছিলেন, ইহাই আমার বোধ হইল। হে মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্রের এই আশ্চর্য্য বিক্রম দেখিলাম যে, পাণ্ডবগণ সকলে মিলিত হইয়াও তাঁহার অভিমুখে সুস্থির থাকিতে পারিলেন না।

মহারাজ! অনন্তর, তিনি সমর মধ্যে প্রথমত যুধিষ্ঠিরকে শত সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন, পরে ভীমসেনকে সপ্ততি বাণে, সহদেবকে সপ্ত সায়কে, নকুলকে চতুঃষষ্টি বিশিখে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ত শিলীমুখে, দ্রৌপদেয়গণকে সপ্ত মার্গণে এবং সাত্যকিকে ইষু ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন, পরিশেষে ভল্লাঘাতে সহদেবের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

প্রতাপবান্ মাদ্রীনন্দন তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অপর কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরিশেষে তিনি তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং মহাধনুর্দ্ধর বীরবর নকুলও নরাধিপকে ঘোররূপ নব বাণে বিদ্ধ করিয়া নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, সাত্যকি সুদৃঢ় শত শরে, দ্রৌপদীনন্দনেরা ত্রিসপ্ততি সায়কে, ধর্ম্মরাজ পঞ্চ বিশিখে এবং ভীমসেন অশীতি শিলীমুখে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরতিশয় পীড়িত করিলেন। তিনি সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে এই সমস্ত মহানুভবের নিক্ষিপ্ত শরজাল-দ্বারা চতুর্দ্দিকে আকীর্ণ হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তৎকালে সমাগত মানবগণ সেই মহাত্মার লোকাতীত বাহুবীর্য্য, শিক্ষাকৌশল ও অস্ত্রপ্রয়োগ-নৈপুণ্য দর্শন করিল। হে রাজেন্দ্র! বদ্ধ-কবচ কৌরবগণ অল্প দূর গমন করিয়া রাজাকে না দেখিয়া প্রত্যাগত হইল। প্রাবৃট্কালে আন্দোলিত সাগরের যেমন শব্দ হয়, তেমনি সেই আপতিত সৈন্যগণের অতি ভয়ঙ্কর তুমুল নিস্বন সমুত্থিত হইল। সেই ধনুর্দ্ধরেরা কুরুরাজের সন্নিহিত হইয়া আততায়ি পাণ্ডবগণের প্রতিকূলে গমন করিল। অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত বাণব্যূহ-দ্বারা বীরগণ রণস্থলী মধ্যে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান করিতে পারিল না। হে ভারত! সেই জ্যাক্ষেপে কঠিন কর্ম্ম দুঃসহ ক্রূরকর্ম্মকারী বীরদ্বয় সমস্ত জগৎ ত্রাসিত করত কৃতপ্রতিকারে প্রযত্নপর হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

বীরবর বলবান্ সুবলপুত্র শকুনি সমরে যুধিষ্ঠিরকে শরে শরে পীড়িত করিলেন এবং তাঁহার

অশ্ব চতুষ্টয় নিহত করিয়া সমস্ত সৈন্যকে কম্পিত করত নিনাদ করিয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে প্রতাপবান্ সহদেব সমরে অপরাজিত রাজাকে রথোপরি আরোহিত করিয়া দূরে লইয়া গেলেন। অনন্তর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শকুনিকে প্রথমত নব শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পঞ্চ বাণে প্রবিদ্ধ করিলেন এবং সেই সর্ব্ব ধন্বিপ্রবর, ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! দর্শকগণের প্রীতিজনক ও সিদ্ধ চারণ-সেবিত সেই যুদ্ধ অতি বিচিত্র ও ঘোরতর হইল। এদিকে অপ্রমেয় বলশালী উলুক, যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর নকুলের প্রতি শর বর্ষণ করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। বীরবর নকুলও অবিশ্রান্ত বাণবৃষ্টি-দ্বারা সমরে শকুনি-তনয়কে সমাচ্ছাদিত করিলেন। এই সময়ে সেই দুই সৎকুলোদ্ভব বীর মহারথ পরস্পরের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

অন্য দিকে কৃতবর্ম্মা শত্রুতাপন সাত্যকির সহিত সংগ্রাম করত, বলির সহিত সমরকারি শক্রের ন্যায়, সুশোভিত রহিলেন। অপর ভাগে, দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সেই ছিন্নধন্বাকে শাণিত সায়ক-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও সমরমধ্যে সমুদয় ধনুর্দ্ধরের সমক্ষে এক পরম অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বন মধ্যে মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয়ের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হয়, এই সময়ে তাঁহাদিগের তাদৃশ ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। শূরবর কৃপাচার্য্য ক্রোধাক্রান্ত হইয়া মহাবল পাঞ্চালীপুত্র সকলকে বহুতর সুদৃঢ় শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত আত্মার সংগ্রামের ন্যায়, তাহাদিগের সহিত কৃপাচার্য্যের ঘোরতর অনম্বরণীয় মর্য্যাদা-শূন্য যুদ্ধ হইল। ইন্দ্রিয়গণ যেমন মূঢ় ব্যক্তিকে পীড়িত করে, তেমনি তাহারা সকলে কৃপাচার্য্যকে সাতিশয় পীড়া প্রদান করিল। তিনি সমরে তাহাদিগকে সংযত করত প্রতিযুদ্ধ করিলেন। হে ভারত! ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত ক্ষণে ক্ষণে দেহীর সংগ্রামের ন্যায় এইরূপে তাহাদিগের সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যের আশ্চর্য্য সমর হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, পদাতিকেরা পদাতিকের সহিত, দন্তিদল গজারোহি সকলের সঙ্গে, অশ্বারোহি সকল অশ্বারোহি সমুদয়ের সমভিব্যাহারে এবং রথিরা রথিদিগের সহিত সমাসক্ত হইলে পুনরায় ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহা বিচিত্র, ইহা ঘোরতর, এই যুদ্ধ অতি রৌদ্র এইরূপ কথা বলিতে বলিতে যোদ্ধাদিগের বহুতর ভয়ঙ্কর সমর হইতে লাগিল। সেই সমস্ত অরিন্দম বীরেরা সমরে পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরকে বাণবিদ্ধ ও সায়কাঘাতে সংহার করিতে লাগিল।

হে নরনাথ! তাহাদিগের শস্ত্রসমুদ্ভূত ও ধাবমান অশ্বারোহিগণ-দ্বারা সঞ্জাত ধূলিপুঞ্জ বাতবেগে উদ্ভূত রজঃপুঞ্জের ন্যায় তীব্রতর দৃষ্ট হইল। রথনেমি ও দন্তাবল সকলের দীর্ঘনিশ্বাসে যে রজোরাশি সমুত্থিত হইল, তাহা সন্ধ্যাকালীন মেঘমালার ন্যায় দিবাকরের পথ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিল। ভগবান ভাস্কর সেই ঘনতর ধূলিপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিষ্প্রভ হইলে ভূমণ্ডল ও সেই সকল শূরবর মহারথেরাও আচ্ছাদিত রহিলেন।

হে ভরতসত্তম! মুহূর্ত্তকাল বিলম্বে ভূমিতল বীরশোণিতে সংসিক্ত হইলে পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক্ একেবারে রজোবিহীন হইল। তখন সেই তীব্রতর ঘোর-দর্শন রজোরাশি শান্ত হইয়া গেল। হে মহারাজ! অনন্তর, আমি সেই মধ্যাহ্ন সময়ে পুনরায় বীর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে আরব্ধ সুদারুণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন করিলাম। হে রাজেন্দ্র! তখন বর্ম্ম সকলের উজ্জ্বল প্রভা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, এবং পর্ব্বত মধ্যে দহ্যমান মহাবেণুবনের ন্যায়, পতমান সায়ক সকলের তুমুল শব্দ সমর মধ্যে নিরন্তর সমুত্থিত হইল।

সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়। ২২।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সেই ঘোর ক্ষণে ভয়াবহ যুদ্ধ বর্ত্তমান কালে পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রের বল সকলকে ছিন্নভিন্ন করিয়াদিল। আপনার পুত্রেরা অতি যত্নে সেই মহারথ সকলকে নিবারিত করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে আপনার পুত্রের জয়াভিলাষি যোদ্ধারা সহসা পলায়নে নিবৃত্ত হইল। তাহারা নিবৃত্ত হইলেই ভবদীয় ও পরকীয় সৈন্যগণের দেবাসুর রণোপম সুদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল, তখন স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যে কেহই বিমুখ হইল না। তাহারা সকলে অনুমান ও সংজ্ঞা-দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করাতে উভয়-পক্ষেরই বহুল সৈন্যক্ষয় হইল।

অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির ঘোরতর ক্রোধপরবশ হইয়া সরাজক ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংগ্রামে জয় করিতে অভিলাষ করত শিলাশিত স্বর্ণপুঙ্খ শরত্রয়-দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং নারাচ চতুষ্টয়-দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে শমনসদনে পাঠাইয়াদিলেন। এই সময় অশ্বত্থামা যশস্বি কৃতবর্ম্মাকে নিজরথে আরোহিত করিয়া লইলেন। পরে কৃতবর্ম্মা যুধিষ্ঠিরকে অষ্ট বাণ-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, সমরস্থলের যে প্রদেশে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থিতি করিতেছিলেন, নরপতি দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ তথায় সপ্ত শত রথ প্রেরণ করিলেন, রথ সকল রথিযুক্ত হইয়া মন ও মারুতবেগে কুন্তীনন্দনের রথের প্রতি অভিদ্রুত হইল। হে মহারাজ! তাহারা চতুর্দ্দিকে যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক মেঘ সকল যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে তেমনি শরনিকর-দ্বারা পাণ্ডুপুত্রকে অদৃশ্য করিল। শিখণ্ডি-প্রভৃতি রথিগণ কৌরববল-কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজের তাদৃশ দশা দর্শনে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কিঙ্কিণীজাল সংবৃত বেগ-সম্পন্ন তুরঙ্গযুক্ত রথনিবহ-দ্বারা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করত আগমন করিলেন।

অনন্তর, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যমরাজ্য-বর্দ্ধন শোণিতজল-যুক্ত ভয়াবহ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধারা আততায়ি কৌরবদিগের সপ্ত শত রথ হত করিয়া পুনরায় সম্মুখ আবরণ করিয়া রহিল। এই সময়ে পাণ্ডবদিগের সহিত দুর্য্যোধনের সুমহৎ সংগ্রাম হইল, এরূপ যুদ্ধ কখন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। সেই মর্য্যাদাশূন্য মহাযুদ্ধ বর্ত্তমান সময়ে ভবদীয় ও ইতর সৈন্যগণ বধ্যমান হইতে থাকিলে, যোদ্ধারা নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে, শঙ্খশব্দ, সিংহনাদ ও ধন্বিদিগের গর্জ্জনে যুদ্ধ অতি প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিলে, জয়াভিলাষি যোদ্ধারা মর্ম্মচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াও ধাবমান হইলে, পৃথিবী মধ্যে বিষম শোকসম্ভব সংহার দশা ঘটিলে এবং অনেকানেক উত্তমা স্ত্রীর বৈধব্য দশা উপস্থিত হইলে, মর্য্যাদাশূন্য সুদারুণ সংগ্রাম বর্ত্তমানকালে সৈন্যগণের বিনাশার্থ সুদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। মহীতল অচল ও বন সকলের সহিত শব্দ করত বিচলিত হইল। দণ্ড-যুক্ত অঙ্গার সহ উল্কা-সকল রবিমণ্ডলে আঘাত করিয়া আকাশ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। প্রচণ্ড পবন শর্কর বর্ষণ করত সর্ব্বদিকে বহিতে আরম্ভ করিল। নাগ সকল অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, সকলেরই অতিশয় কম্প হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই সমস্ত সুদারুণ উৎপাতরাশিকে অনাদর করিয়া স্বর্গ গমনে অভিলাষ করত যুদ্ধার্থ মন্ত্রণা-পূর্ব্বক পবিত্র ও রমণীয় কুরুক্ষেত্রে পুনরায় স্থির ও অব্যথভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

অনন্তর, গান্ধাররাজের পুত্র শকুনি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "হে যোধগণ! তোমরা সকলে অগ্রভাগে থাকিয়া যুদ্ধ কর, আমি তাবতের পশ্চাতে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে নিধন করিতেছি।" হে মহারাজ! তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া আমাদিগের মদ্রদেশীয় ও অন্যান্য বেগবান্ যোদ্ধারা হৃষ্টচিত্তে "কিলকিলা" শব্দ করিয়া উঠিল।

লকলক্য ও ত্বরাময় পাণ্ডবগণ শরাসন কম্পন করত বাণ বর্ষণ-দ্বারা পুনর্ব্বার আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পরিশেষে বিপক্ষ-কর্ত্তৃক মদ্ররাজের বল সকলকে নিহত দেখিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যেরা পুনর্ব্বার পরাঙ্মুখ হইল। তদনন্তর, বলবান্ গান্ধাররাজ বলিলেন, "রে অধর্ম্মজ্ঞ সৈন্যদল! স্থির হও, যুদ্ধ কর, তোমাদিগের পলায়নে প্রয়োজন কি?"

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে গান্ধাররাজের বিমল প্রাসযোধি দশ সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য উপস্থিত ছিল। লোকক্ষয় বর্ত্তমান কালে সেই সমস্ত বল-দ্বারা বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক শকুনি পশ্চাদ্ভাগ হইতে শাণিত শরনিকর বর্ষণ-দ্বারা পাণ্ডব সৈন্য সকলকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পাণ্ডবদিগের সেই সমস্ত সুমহৎ সৈন্য, বায়ু-দ্বারা ক্ষিপ্যমাণ মেঘের ন্যায়, চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর, যুধিষ্ঠির সন্নিহিত স্বীয় সৈন্য সকলকে সহসা সমরে ভঙ্গ দিতে দেখিয়াও ব্যগ্র না হইয়া মহারণে সহদেবকে বিপক্ষদলের অভিমুখে যাইতে অনুমতি করিলেন এবং কহিলেন, হে পাণ্ডব! দেখ, এই দুর্ম্মতি শকুনি বদ্ধকবচ হইয়া আমাদিগের পশ্চাদ্ভাগ পীড়ন-পূর্ব্বক সেনা সকলকে সংহার করিতেছে; অতএব তুমি পাঞ্চালীর পুত্রগণের সহিত শীঘ্র গিয়া সৌবলকে সংহার কর। হে অনঘ! আমি ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত একত্র থাকিয়া রথিগণকে দগ্ধ করিব। তোমার সহিত কুঞ্জর-যূথ বাজি সকল এবং তিন সহস্র পদাতিক গমন করুক, তুমি তাহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শকুনিকে সংহার কর।

ধনুষ্পাণি সৈন্যপরিবৃত সপ্ত শত গজারোহী, পঞ্চ শত অশ্বারোহী, তিন সহস্র পদাতিক, বীর্য্যবান্ সহদেব এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ সমরে যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনির সম্মুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! অনন্তর, প্রতাপবান্ শকুনি জয়াভিলাষী হইয়া পাণ্ডবগণকে অতিক্রম-পূর্ব্বক পশ্চাৎ হইতে সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বলশালি পাণ্ডবগণের সুসংরব্ধ অশ্বারোহিগণ রথি সমূহকে অতিক্রম করিয়া শকুনির সৈন্য-দলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সমস্ত শূরবর সাদি সৈন্যেরা গজসৈন্য মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সৌবলের মহৎ বল সকলকে শর বর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিল। হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই সেই গদা প্রাস উদ্যতকারি মহাপুরুষ-সেবিত সুমহৎ সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল। জ্যাশব্দ উপরত হইল, রথিগণ দর্শক হইয়া রহিল। তৎকালে স্বীয় বা পরকীয় যোদ্ধাদিগের মধ্যে কিছুই বিশেষ বিলোকিত হইল না। কৌরব ও পাণ্ডবগণ শূরগণের বাহুবিসৃষ্ট শক্তি সম্পাতকে জ্যোতিঃ সম্পাতের ন্যায় দর্শন করিল। হে মহারাজ! নির্ম্মল খড়্গ সকলের নিরন্তর সম্পাতে আকাশমণ্ডল আবৃত ও অতি শোভিত হইল। হে ভরতসত্তম! প্রাস সমুদয় অবিশ্রান্ত নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, বোধ হইল যেন গগণমণ্ডলে শলভ সকল উড্ডীন হইতে লাগিল। শত সহস্র তুরঙ্গ শরবিদ্ধ নিয়ন্তৃগণের সহিত রুধিরাক্ত শরীরে ধরাতলে পতিত হইল। দেখিলাম, সম্যক্ বিক্ষত সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রাপ্ত ও পরিক্লিষ্ট হইয়া মুখ-দ্বারা অনর্গল রুধির বমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! অনন্তর, সৈন্যগণ ধূলিরাশি-দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে ঘোরতর অন্ধকার আবির্ভূত হইল। হে মহারাজ! পরিশেষে রণস্থল তিমিরাবৃত হইলে সেই সমস্ত শত্রুদমন মনুষ্য ও অশ্বগণকে সেই স্থান হইতে বিচলিত দেখিলাম। অন্যান্য সৈন্যগণ রুধির বমন করত ধরাতলে পতিত রহিল। কেশাকেশি সমরে সংসক্ত নরগণ অন্য কোন চেষ্টা করিতে সমর্থ হইল না; মল্লতুল্য মহাবল সৈন্য সকল পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ করত নিহত করিতে লাগিল। এই সময়ে অনেকে গতাসু হইয়াও অশ্ব-দ্বারা আকৃষ্ট হইল। অন্যান্য অনেকানেক বিজয়ৈষী শূরাভিমানী পুরুষেরা তৎকালে রণভূমিতলে পতিত দৃষ্ট হইল। তখন শত সহস্র রক্তাক্ত ছিন্ন ভুজ ও অপকৃষ্ট

কেশরাশি-দ্বারা মহীতলকে আকীর্ণ দেখিলাম। হত অশ্ব ও হস্ত্যারোহি-সমুহে বসুধাতল আবৃত হইলে রণস্থলে কোন ব্যক্তিই অশ্ব-দ্বারা দুরে গমন করিতে সমর্থ হইল না। হে মহারাজ! পরস্পর বধাভিলাষী রক্তাক্ত-বর্ম্মধারী উদ্যতায়ুধ গৃহীত শস্ত্র বিবিধ ঘোরতর অস্ত্রসম্পন্ন সন্নিহিত সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক সমরে বহুল সৈনিক হত হইলে সুবলনন্দন শকুনি মুহূর্ত্ত কাল যুদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট ষট্ সহস্র অশ্বারোহীর সহিত রণস্থল হইতে চলিয়া গেলেন।

এইরূপ রুধিরাক্ত পাণ্ডব সৈন্যের বাহন সকল শ্রান্ত হইলে তাহারাও ছয় সহস্র হয়ারোহি সৈন্যের সহিত সমর হইতে অপগত হইল। সংগ্রামে সন্নিবিষ্ট হতভূয়িষ্ঠ পাণ্ডব পক্ষের রক্তাক্ত অশ্বারোহিগণ কহিল, "এস্থলে রথিগণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না, মহাগজেরা কিরূপে পারিবে? অতএব রথিগণ রথিদিগের নিকটে ও কুঞ্জর সকল কুঞ্জরের সন্নিধানে গমন করুক; সৌবল রাজা শকুনি প্রতিগমন-পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন, তিনি পুনরায় আর সম্মুখ যুদ্ধ করিতে আসিবেন না।" সৈন্যগণের এই সমস্ত কথার পর পাঞ্চালীর পুত্রগণ ও সেই সকল মত্ত গজারোহি সৈন্যেরা, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন যথায় অবস্থিত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিল। তৎকালে সমর মধ্যে ধূলিময় মেঘ সমুত্থিত হইলে একাকী সহদেবও যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, তথায় প্রয়াণ করিলেন।

অনন্তর, তাহারা সকলে প্রস্থান করিলে শকুনি ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পার্শ্বদেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈনিক সকলকে পুনরায় সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদানীং পরস্পর বধাভিলাষী ভবদীয় ও পরকীয় সৈন্যগণের প্রাণ পণ সংগ্রাম তুমুল হইয়া উঠিল। সেই বীর-সমাগমে শত সহস্র যোদ্ধারা পরস্পরকে চতুর্দ্দিকে পতিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই লোক-সংক্ষয় কালে পতনশীল তাল ফলের ন্যায় অসি-নিচয়-দ্বারা ছিদ্যমান মস্তক সকলের মহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! কবচ-হীন ভিন্ন শরীর-সমুদয়, বিচ্ছিন্ন ঊরু এবং সায়ুধ বাহু-নিচয় ধরাতলে পতিত হইতে থাকিলে লোমহর্ষণ চটচটা শব্দ হইতে লাগিল। যোদ্ধারা পিতা পুত্র ভ্রাতাদিগকে শাণিত শস্ত্র-সমুহ-দ্বারা সংহার করত আমিষ-লোভি খগগণের ন্যায় আগত হইল। তৎকালে সকলেই পরস্পরের প্রতি সংরব্ধ হইয়া "আমি প্রথমে বিনাশ করিব, আমি অগ্রে সংহার করিব" এইরূপ বিবাদ করিতে করিতেও সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিল। কত কত হয়ারোহিরা পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে আসন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গতাসু হওয়ায় তদ্দ্বারা হত শত সহস্র ব্যক্তি পতিত রহিল। হে মহারাজ! আপনকার কুমন্ত্রণাতে শীঘ্রগামি প্রতিপিষ্ট শব্দায়মান অশ্ব সকলের পর-মর্ম্মভেদী চীৎকারকারি কবচধারি মনুষ্যগণের এবং খড়্গ শক্তি ও পাশ প্রভৃতি শস্ত্র সমুদয়ের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। আপনকার সুসংরব্ধ যোদ্ধারা শ্রান্ত-বাহন শ্রমাভিভূত পিপাসিত এবং শাণিত শস্ত্রে বিক্ষত হইয়াও অভিমুখে বর্ত্তমান রহিল। কত কত সৈন্য রুধির গন্ধে বিচেতন ও মত্ত হইয়া স্বীয় ও পরকীয় সৈন্যের মধ্যে যাহাকে সম্মুখে দেখিল, তাহাকেই সংহার করিল। হে মহারাজ! অনেকানেক জয়াভিলাষি ক্ষত্রিয়েরা শরবৃষ্টি-দ্বারা আহত ও গতপ্রাণ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। সেই গৃধ্র শৃগাল বৃক প্রভৃতির তুমুল আনন্দকর দিবসে আপনকার পুত্রের সমক্ষেই ঘোরতর বলক্ষয় হইয়া গেল। হে নরেশ্বর! ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধিনী রক্তবারি-বিচিত্রা রণভূমি অশ্ব ও নর-শরীর-নিকর-দ্বারা সংছন্ন হইল। হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ অসি, পট্টিশ ও শূল সমুহ-দ্বারা পুনঃপুন আহত হইয়া অভিমুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোদ্ধারা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করত ব্রণমুখ হইতে রুধির বমন করিতে করিতে নিপতিত

হইল। এক হস্তে একটা মস্তকের কেশ আকর্ষণ ও অন্য হস্তে রক্তাক্ত শাণিত খড়্গ উদ্যত করিয়া সমুত্থিত কবন্ধ দৃষ্ট হইল। হে মহারাজ! ক্রমে ক্রমে অনেকানেক কবন্ধ সমুত্থিত হইলে যোদ্ধারা শোণিত-গন্ধে বিমোহিত হইয়া গেল। অনন্তর, শব্দ মন্দীভূত হইলে শকুনি অল্পাবশিষ্ট অশ্বারোহীর সহিত পাণ্ডবীয় সুমহৎ সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন।

তদনন্তর, বিজয়াভিলাষি পাণ্ডবগণ সত্বর হইয়া শকুনির সম্মুখে ধাবমান হইল; যুদ্ধপার-সন্তরণেচ্ছু অশ্বি, গজি ও পদাতিকগণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করত সৌবলকে পরিবেষ্টন ও নিরুদ্ধ করিয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র-দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। আপনকার সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইল দেখিয়া চতুরঙ্গ বল পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইল। কোন কোন শূরবর পদাতিকগণ অস্ত্রহীন হইয়া পাদপ্রহার ও মুষ্ট্যাঘাত-দ্বারা পরস্পরকে নিহত করায় তাহারা পতিত হইল। পুণ্যক্ষয় কালে বিমানভ্রষ্ট সিদ্ধগণের ন্যায়, রথিসকল রথ হইতে ও হস্তি-সাদিগণ দ্বিরদ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহারণে যোধগণ পরস্পর আক্রমণ-পূর্ব্বক সকলেই পিতা, ভ্রাতা, বয়স্য ও পুত্রগণকেও সংহার করিল। হে ভরতসত্তম! সেই পাশ, অসি ও বাণ-সংকীর্ণ সুদারুণ স্থলে এইরূপে মর্য্যাদা-শূন্য মহাযুদ্ধ হইল।

সঙ্কুলযুদ্ধে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়॥ ২৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই তুমুল শব্দ ক্রমশ মন্দীভূত হইলে এবং পাণ্ডবেরা বল সকলকে ক্ষয় করিলে মহাবল সৌবল অবশিষ্ট সপ্ত শত অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া রণস্থলে গমন করিলেন। তিনি অবিলম্বে বাহিনী মধ্যে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে অরিন্দম সকল! তোমরা এক্ষণে প্রহৃষ্ট হইয়া পুনঃপুন যুদ্ধ কর। পরে তিনি ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহারথ রাজা দুর্য্যোধন কোথায় আছেন?’ ক্ষত্রিয়েরা শকুনির এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ঐ মহারথ কুরুরাজ রণমধ্যে বিরাজ করিতেছেন; যে স্থানে পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম সুমহৎ ছত্র রহিয়াছে; যে স্থানে বদ্ধকবচ রথিগণ সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে; যে স্থানে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এই তুমুল শব্দ হইতেছে; হে রাজন্! তথায় শীঘ্র গমন করুন, তাহা হইলেই কুরুপতিকে দেখিতে পাইবেন।

হে মহারাজ! শকুনি সেই সমস্ত বীরগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া যে স্থানে আপনার পুত্র সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, শকুনি দুর্য্যোধনকে রথি সৈন্যের সহিত অবস্থিত দেখিয়া প্রসন্নবদনে আপনার রথি সকলকে আনন্দিত করত তৎকালে আপনাকে যেন কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়াই নরপতিকে এই কথা কহিলেন, মহারাজ! আমি অশ্বারোহি সকলকে জয় করিয়াছি, সম্প্রতি আপনি রথিগণকে সংহার করুন। এক্ষণে সমরে জীবন পরিত্যাগ না করিলে যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারা যাইবে না; পাণ্ডব-কর্ত্তৃক পরিপালিত রথিগণ নিহত হইলে এই সকল গজিসৈন্য পদাতিক ও ইতর সেনা সমুদায়কে সংহার করিব।

শকুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনকার জয়াভিলাষি যোদ্ধারা হৃষ্ট হইয়া পাণ্ডবী-সেনার প্রতি ধাবমান হইল, সকলেই তূণী ধারণ ও শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কম্পমান করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে নরেশ্বর! অনন্তর, নিক্ষিপ্ত শরনিকরের সুদারুণ শব্দ ও জ্যাতলের ঘোর নির্ঘোষ পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইল। তাহারা শরাসন উদ্যত করিয়া অতিবেগে সন্নিহিত হইল দেখিয়া কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় দেবকী-পুত্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে জনার্দ্দন! সম্প্রতি অসম্ভ্রান্তভাবে অশ্বগণকে চালনা করিয়া এই সৈন্য-সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ কর; অদ্য

আমি শাণিত শরনিকর-দ্বারা শত্রু-সাগরের পারে গমন করিব। হে মাধব! অদ্য অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের পরস্পরের এই যুদ্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই যুদ্ধে মহানুভব কৌরবদিগের অনন্ত সৈন্য ক্ষয় হইল; অতএব দৈবের গতি কি বিচিত্র, তাহা অবলোকন কর। হে কেশব! দুর্য্যোধনের যে সৈন্য, সমুদ্রের ন্যায় অসীম ছিল, তাহা এক্ষণে আমাদিগের নিকটে আসিয়া গোষ্পদ-তুল্য হইয়াছে। ভীষ্মদেব হত হইলেও যদি দুর্য্যোধন সন্ধিবন্ধন করিত, তাহা হইলেও তাহার মঙ্গল ছিল; কিন্তু, অতিমূর্খ দুর্য্যোধন মূঢ়তা-বশত তাহা করিল না। হে মাধব! ভীষ্ম তাহাকে যে সমস্ত হিতকর ও পথ্য-বাক্য কহিয়াছিলেন, হতবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহাও প্রতিপালন করিল না। মহাবীর ভীষ্ম সেই তুমুল সংগ্রামে ধরণীতলে শয়ন করিলে পুনরায় কি কারণে যুদ্ধ বর্ত্তমান রহিল, তাহা বুঝিতে পারি না। ভীষ্মদেব পতিত হইলেও যাহারা পুনরায় সংগ্রাম করিতে লাগিল, সেই অতি মূর্খ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে মূঢ় ভিন্ন আর কি জ্ঞান করিব? অনন্তর, বেদজ্ঞবর দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ ও বিকর্ণ নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল না। সৈন্যগণের অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে নরবর সূতনন্দন পুত্রের সহিত পাতিত হইলেও সমর শান্তি হইল না। শূরবর শ্রুতায়ু, পুরুবংশীয় জলসন্ধ এবং নৃপতি শ্রুতায়ুধ হত হইলেও সমর শান্তি হইল না। হে জনার্দ্দন! ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব ও অবন্তি-দেশীয় কত শত বীর নিহত হইল, তথাপি যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল না। রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লীক, সোমদত্ত এবং মহারথ জয়দ্রথ নিহত হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল না। শূরবর ভগদত্ত, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ ও মহাবীর দুঃশাসন নিহত হইল, তথাপি যুদ্ধের শান্তি ঘটিল না। হে কৃষ্ণ! শূর ও বলিষ্ঠ মাতুল-বংশীয় নৃপতিগণকে নিহত দেখিয়াও সমর শান্তি হইল না। সমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক অক্ষৌহিণী হত দেখিয়াও মোহ বা লোভ বশত যুদ্ধ শান্তি হইল না। সৎকুলে বিশেষত কুরুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দুর্য্যোধন ব্যতীত কোন্ রাজা নিরর্থক এই মহৎ বৈর উত্থাপন করিয়া থাকে? বল বীর্য্য ও গুণ তাবৎ বিষয়ে যাহাদিগকে প্রধান বলিয়া জ্ঞান আছে, পণ্ডিতাভিমানী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপন হিতাহিত জানিয়া কি তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়? হে কৃষ্ণ! তুমি হিতবাক্য কহিলে যখন তাহা প্রতিপালন করিতে তাহার মন হয় নাই, তখন সে আমাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন বিষয়ে অন্যের কথা কেন শুনিবে? যে ব্যক্তি শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহার প্রশমার্থে এক্ষণে আর কি ঔষধ আছে? হে জনার্দ্দন! যে দুর্ব্বুদ্ধি, মূঢ়তা-বশত বৃদ্ধ পিতাকে এবং হিতৈষিণী ও হিতবাদিনী জননীকে অমান্য করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সে অন্যের কথায় রুচি করিবে কেন? হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধন যেমন বিস্পষ্ট রূপে বংশ ধ্বংস কারণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তেমনি উহার চেষ্টা ও নীতি দৃষ্ট হইতেছে। হে অচ্যুত! আমার এইরূপ বোধ হয় যে, নিশ্চয়ই সে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। হে মানদ! পূর্ব্বে মহানুভব বিদুর আমাকে অনেকবার কহিয়াছিলেন যে, "দুর্য্যোধন জীবিত থাকিয়া কখনই তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ দিবে না; ধৃতরাষ্ট্রও যত দিন প্রাণ ধারণ করিবেন, তত দিন এই পাপাত্মা তোমাদিগের প্রতি পাপাচার করিতে ক্ষান্ত হইবে না; যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই তাহাকে জয় করিতে পারা যাইবে না।" হে মাধব! সত্য-দর্শন বিদুর সর্ব্বদাই আমাকে এই সকল কথা কহিতেন; সেই মহাত্মা যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সম্প্রতি এই দুরাত্মার চেষ্টা সকল প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিতেছি। যে দুর্ব্বুদ্ধি, পরশুরাম হইতে যথার্থ পথ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা অবজ্ঞা করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই বিনাশমুখে উপস্থিত। দুর্য্যোধন জাত

মাত্রে অনেকানেক সিদ্ধগণ কহিয়াছিলেন, “এই দুরাত্মাকে লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় হইবে।” হে জনার্দ্দন! তাঁহাদিগের সেই নিশ্চিত বাক্য এক্ষণে সিদ্ধ হইল; দুর্য্যোধনের নিমিত্ত কত শত রাজা একেবারে ক্ষয় লাভ করিলেন। হে মাধব! অদ্য আমি সংগ্রামে সমুদায় যোদ্ধাদিগকে সংহার করিব, অদ্য ক্ষত্রিয়গণ হত এবং শিবির শূন্যীকৃত হইলে দুর্য্যোধন আমাদিগের হস্তে আপন বধার্থে সমরাভিলাষী হইবে, তাহা হইলে বৈরভাবও শেষ হইয়া যাইবে। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস মাধব! বিদুরের বাক্য এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কার্য্য-দ্বারা আমি নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে চিন্তা করত অনুমান-দ্বারা ইহাই অবলোকন করিতেছি। হে বীর! আমি যাবৎ কাল শাণিত শর-দ্বারা দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে ও তাহার সৈন্য সকলকে সংহার করি, তাবৎ তুমি ভারতী সেনার মধ্যে অশ্ব চালনা কর। হে মাধব! অদ্য দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই আমি এই দুর্ব্বল সৈন্য বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরাজের মঙ্গল বিধান করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সব্যসাচী কৃষ্ণকে এই সমস্ত কথা কহিলে তিনি রশ্মি ধারণ-পূর্ব্বক সমরে বিপক্ষবলের-মধ্যে নির্ভয় হইয়া প্রবেশ করিলেন। মহা যশস্বী মাধব শরাসনবন-সম্পন্ন, শক্তি কণ্টক সংবৃত, গদা পরিঘ সংচ্ছন্ন মার্গ, রথ হস্তিরূপ মহাবৃক্ষ সঙ্কুল এবং হয়পঙ্ক্তিময় লতাবৃত রণস্থলে উৎপতাক রথ-দ্বারা প্রবেশ করত সুশোভিত হইলেন। হে মহারাজ! সেই পাণ্ডুর বর্ণ তুরঙ্গগণ অর্জ্জুনকে বহন করত কৃষ্ণের কৌশলে চালিত হওয়ায় সর্ব্বদিকেই পরিদৃশ্য হইল।

অনন্তর, মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তেমনি শত্রুতাপন সব্যসাচী সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ সন্ধান করত রথ-দ্বারা রণস্থলী-মধ্যে গমন করিলেন। তৎকালে ধনঞ্জয়ের নিক্ষিপ্ত সুদৃঢ় সায়ক সকলের সুমহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। বজ্রসমস্পর্শ গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত বিশিখ-রাশি শরাচ্ছন্ন সৈন্যগণের তনুত্র-মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া তাহা ভেদ করত ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! বাণ সকল তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে সম্পূর্ণ আহত করিয়া শব্দায়মান পতঙ্গপুঞ্জের ন্যায় রণাঙ্গনে পতিত হইল। তৎকালে গাণ্ডীব-প্রেরিত শর-সমূহ-দ্বারা সমুদয়ই আচ্ছন্ন হইল, সুতরাং সমর-মধ্যে দিক্ বা বিদিক্ বিদিত হইল না। অন্য কি? পার্থের নামাঙ্কিত স্বর্ণপুঙ্খ তৈলধৌত কর্ম্মার মার্জ্জিত সায়ক সকল-দ্বারা সমুদয় জগতই পরিপূর্ণ হইয়াগেল। দহন-দ্বারা দহ্যমান দ্বিরদদলের ন্যায়, অর্জ্জুনের শাণিত শর-দ্বারা কৌরবগণ দহ্যমান হইয়া অতিশয় অবসন্ন হইল। জ্বলন্ত অনল যেমন তৃণকাষ্ঠাদি দহন করে, সেইরূপ প্রদীপ্ত প্রভাকর সম শরচাপ-ধারী ধনঞ্জয় রণ-মধ্যে যোদ্ধাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; বন-মধ্যে বনচরগণ-কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট শব্দায়মান সমৃদ্ধ অগ্নি যেমন ভূরি ভূরি শুষ্কলতা বিতান ও তরু সকলকে দহন করে, তেমনি সেই প্রতাপশালী শরকিরণ-সম্পন্ন বহুবিধ প্রখর তেজস্বী বলবান্ ধনঞ্জয়, নারাচ-নিকর-দ্বারা আপনকার পুত্রের সৈন্যগণকে ক্ষমা না করিয়া বল-পূর্ব্বক দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পার্থনিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ প্রাণহর শর সকল বর্ম্ম সকলে আবদ্ধ হইল না, তিনি মনুষ্য, অশ্ব ও মহামাতঙ্গের মধ্যে কাহারও উপরি দ্বিতীয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন না। বজ্রধর যেমন দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তেমনি ধনঞ্জয় একাকী বিবিধরূপ ও আকার-সম্পন্ন বাণ নিক্ষেপ করত মহারথগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনকার পুত্রের সেনা সকলকে সংহার করিলেন।

অর্জ্জুনপরাক্রমে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়॥ ২৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনিবর্ত্তি শূর সকল সাতিশয় প্রযত্নে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকিলে ধনঞ্জয় একমাত্র গাণ্ডীব-দ্বারা তাহাদিগের সকল সংকল্প বিফল করিলেন। তিনি বজ্রসম অবিসহ

তীক্ষ্ণতর শরনিকর নিক্ষেপ করত বারিধারা-বর্ষি বারিধরের ন্যায় দৃশ্য হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সকল সৈন্যেরা কিরীটি-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই সংগ্রামভূমি হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। কেহ হয়হীন, কেহ কেহ বা সারথি বিহীন হইয়া পিতা ভ্রাতা ও বয়স্যগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল। কাহারও ঈশা, অক্ষ, যুগ ও চক্রাদি রথাঙ্গ সমুদয় ভগ্ন হইয়া গেল। কোন ব্যক্তির বাণ সকল নিঃশেষ হইল। কেহ কেহ শরে শরে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। কোন কোন বীরেরা অক্ষত থাকিয়াও ভয়-প্রযুক্ত এককালে দৌড়িতে লাগিল। কেহ কেহ বহুল বাহন নষ্ট হইল, দেখিয়া পুত্রগণকে লইয়া পলায়ন করিল। কেহ বা পিতৃগণকে কেহবা অপরাপর সহায় সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। হে নরনাথ! কেহ কেহ ভাই বন্ধু সম্বন্ধি-প্রভৃতি আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল।

হে মহারাজ। এই যুদ্ধে অনেকানেক মহারথ মুহ্যমান ও বাণ-বিদ্ধ হইল। কত শত মনুষ্যকে পার্থ-শরে আহত হইয়া চীৎকার করিতে দেখা গেল। অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে রথোপরি আরোহিত করিয়া মুহূর্ত্ত কাল আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক শ্রান্তিবিহীন ও বিতৃষ্ণ হইয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। কোন কোন যুদ্ধদুর্ম্মদ সমরাভিলাষী ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের শাসন প্রতিপালন করত পুনরায় গমন করিল। হে ভরতসত্তম! কেহ কেহ পানীয় পানে পরিতৃপ্ত হইয়া নিজ বাহনকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কবচ ধারণ করিয়া রণযাত্রা করিল। কেহ কেহ বা পিতা পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে আশ্বাসিত করিয়া শিবিরে রক্ষা-পূর্ব্বক স্বয়ং পুনরায় যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইল। হে মহারাজ! কোন কোন ব্যক্তি প্রধানানুসারে রথ সজ্জা করিয়া পাণ্ডবী সেনার মধ্যে আসিয়া সংগ্রাম করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিল। সেই সমস্ত বীরেরা কিঙ্কিণীজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ত্রৈলোক্যবিজয়ে নিযুক্ত দিতি-নন্দন দানবগণের ন্যায় সুশোভিত হইল। কতিপয় বীর স্বর্ণবিভূষিত রথ-দ্বারা সহসা পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে আগমন-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিল। পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথ শিখণ্ডী এবং নকুল-নন্দন শতানীক রথি-সৈন্য সহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পাঞ্চালরাজ নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত এবং মহতী সেনা-পরিবৃত হইয়া আপনকার সংরব্ধ সৈন্য সকলকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। হে নরাধিপ! দুর্য্যোধন তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তৎ প্রতি অনেকানেক বাণ সন্ধান করিলেন। অনন্তর, আপনার পুত্র ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহুযুগল ও বক্ষস্থলে বহু নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতিশয় বিদ্ধ হইয়াও শরাঘাত-দ্বারা দুর্য্যোধনের অশ্ব-চতুষ্টয়কে মৃত্যু সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন এবং ভল্ল-দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর, শত্রুদমন রাজা দুর্য্যোধন রথহীন হইয়া হয়পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক অনতি দূরে গিয়া অবস্থিত রহিলেন। হে মহারাজ! আপনার সেই মহাবল পুত্র স্বীয় বল সকলকে হতবিক্রম দেখিয়া যে স্থানে শকুনি অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

অনন্তর, রথি সমুদয় ভগ্ন হইলে তিন সহস্র গজারোহি সৈন্য রথারোহি পঞ্চ পাণ্ডবের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল। হে নরশ্রেষ্ঠ ভারত! ঘনমণ্ডলী-দ্বারা ব্যাপ্ত গ্রহগণের ন্যায় সেই পঞ্চ পাণ্ডব মাতঙ্গ-যুথে আবৃত হইয়া সুশোভিত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণ-সারথি মহাবাহু অর্জ্জুন লব্ধলক্ষ্য হইয়া রথারোহণ করত বিনির্গত হইলেন। ধনঞ্জয় সেই পর্ব্বতোপম কুঞ্জর-যূথ-দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া তীক্ষ্ণতর নির্ম্মল নারাচ-নিবহ-দ্বারা গজি সৈন্য সকলকে পোথিত করি-

লেন। তৎকালে দেখিলাম, মহামাতঙ্গ সকলও সব্যসাচী-কর্ত্তৃক এক বাণ-দ্বারা নিহত, পাতিত, পাত্যমান ও নির্ভিন্ন হইল। অনন্তর, মত্ত গজোপম বলবান্ ভীমসেন সেই সমস্ত গজগণকে সন্দর্শন করিয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ করত দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায়, কর-দ্বারা মহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডবদিগের সেই মহারথকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া ভবদীয় সৈন্যগণ বিত্রস্ত হইল এবং ভয় বশত শকৃৎ মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বৃকোদর গদা-হস্ত হইলে সকল সৈন্যই চিন্তাকুল হইল। ভীমসেনের গদাঘাতে ভিন্নকুম্ভ পর্ব্বতোপম ধূলিধূসর কুঞ্জরগণকে ধাবমান দেখিলাম। সেই সকল কুঞ্জরেরা ধাবিত হইয়া বৃকোদরের গদা-দ্বারা আহত হওয়ায় আর্ত্তস্বর করত ছিন্নপক্ষ পর্ব্বত সকলের ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত ভিন্নকুম্ভ হস্তীকে ইতস্তত ধাবমান ও পতমান দর্শনে আপনকার সৈনিকেরা সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল।

যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব সাতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া গৃধ্রপক্ষ-সমন্বিত শাণিত সায়ক-সমূহ-দ্বারা গজযোদ্ধা সকলকে প্রহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন, আপনার পুত্র নরপতি দুর্য্যোধনকে সমরে পরাজিত করায় তিনি হয়পৃষ্ঠ আশ্রয়-পূর্ব্বক রণস্থল হইতে প্রস্থিত হইলে, পাঞ্চালরাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণকে কুঞ্জরযূথে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত হস্তি-সৈন্য সকলের সংহার কামনায় যাত্রা করিলেন।

এদিকে শত্রুতাপন দুর্য্যোধনকে রথিসৈন্য মধ্যে না দেখিয়া অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং সাত্বত কৃতবর্ম্মা ক্ষত্রিয়দিগকে "রাজা দুর্য্যোধন কোথায় গেলেন?" ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারথেরা এই বর্ত্তমান জনক্ষয় সমরে রাজাকে দেখিতে না পাইয়া আপনকার পুত্রকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করত বিবর্ণ-বদন হইয়া বারম্বার আপনকার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিল যে, "তাঁহার সারথি নিহত হইলে তিনি শকুনির নিকটে গমন করিয়াছেন।" অন্যান্য নিতান্ত বিক্ষত সৈন্যেরা কহিল, "দুর্য্যোধনকে প্রয়োজন কি? তিনি যদি জীবিত থাকেন, তবে তাঁহাকে দেখ; এক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ কর, রাজা তোমাদিগের কি করিবেন?" সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়েরা হত-বান্ধব, ক্ষত-শরীর ও শর-সমূহে পীড়িত থাকায় স্পষ্টরূপে কিছুই কহিলেন না; কেবল ইহাই বলিলেন যে, "আমরা যে সকল সৈন্য-দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তৎসমুদয়কেই সংহার করিব, সমস্ত পাণ্ডবেরা গজযূথ বিনাশ করিয়া আমাদিগের নিকটে আসিতেছে।" শূরবর সুদৃঢ়ধনুর্দ্ধর মহাবল অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া পাঞ্চালরাজের সেই দুঃসহ সৈন্য ভেদ-পূর্ব্বক রথিসৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া শকুনির নিকটে গমন করিলেন।

অনন্তর, তাঁহারা প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে করিয়া আপনকার সৈনিকগণকে সংহার করত আগমন করিল। সেই বীরবর পরাক্রান্ত প্রহৃষ্ট মহারথ সকলকে আসিতে দেখিয়া আপনকার সৈন্যের মধ্যে অনেকেই বিবর্ণ-বদন ও নিরাশ হইল। হে মহারাজ! আমি সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে ক্ষীণ-বল ও বিপক্ষ-কর্ত্তৃক পরিবৃত দেখিয়া কৃপাচার্য্য যে স্থানে ছিলেন, তথায় তাহাদিগকে স্থাপন-পূর্ব্বক স্বয়ং পঞ্চম হইয়া দুই অঙ্গ বল-দ্বারা প্রাণ পণে পাঞ্চাল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলাম। সেই যুদ্ধে আমরা পাঁচ জন মাত্র কিরীটির শরে পীড়িত হইলাম। পরে সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত আমাদিগের সুমহান্ সংগ্রাম হইল। পরিশেষে আমরা সকলে তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলাম।

অনন্তর, মহারথ সাত্যকিকে চতুঃ শত রথের সহিত আগত দেখিলাম। সেই বীর সমরে আমাকে

আক্রমণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহন সকল শ্রান্ত হইলে যদিও আমি বহু কষ্টে তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু, তাহার পরক্ষণেই দুষ্কৃতি লোক যেমন নরকে পতিত হয়, তেমনি আমি সাত্যকির সৈন্য মধ্যে পতিত হইলাম; সেই স্থানে মুহূর্ত্ত কাল অতিঘোরতর সুদারুণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মহাবাহু সাত্যকি আমার পরিচ্ছদ সকল বিনষ্ট করায় আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে তিনি আমার প্রাণ গ্রহণের ন্যায় আমাকে লইয়া গেলেন।

অনন্তর, মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে ভীমসেন গদাঘাত-দ্বারা এবং অর্জ্জুন নারাচ-নিবহ-দ্বারা সেই সমস্ত গজ-সৈন্য বধ করিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রতিপিষ্ট পর্ব্বতোপম মহামাতঙ্গগণ-দ্বারা পাণ্ডবদিগের গতি বহু ক্ষণ নিরুদ্ধ রহিল না। মহাবল ভীমসেন তৎক্ষণাৎ গজ সকলকে দূরে নিক্ষেপ করত পাণ্ডবগণের রথের পথ প্রস্তুত করিলেন।

অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য রথিসৈন্য মধ্যে আপনকার পুত্র শত্রুদমন মহারথ দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান জনক্ষয় সময়ে রাজার অদর্শনে তাঁহারা সকলে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সৌবলের সন্নিধানে গমন করিলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়॥ ২৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডনন্দন ভীমসেন সেই সময়ে গজ-সৈন্য সকলকে সংহার করিলে, এবং তৎকর্ত্তৃক সৈনিকগণ বধ্যমান হইলে, প্রাণহারি দণ্ডপাণি ক্রুদ্ধ কৃতান্তসম শত্রুতাপন ভীমসেনকে তাদৃশভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধনের অদর্শনে আপনকার হতাবশিষ্ট সন্তান সকল মিলিত হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন। দুর্ম্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, শত্রুহন্তা দুর্ব্বিসহ, দুর্ব্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ এবং মহাবাহু শ্রুতর্ব্বা-প্রভৃতি আপনকার যুদ্ধ-বিশারদ পুত্রগণ মিলিত হইয়া, ভীমসেনের অভিমুখে ধাবন-পূর্ব্বক তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে রোধ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, বৃকোদর পুনরায় নিজ রথে অবস্থিত থাকিয়া আপনকার পুত্রদিগের মর্ম্মস্থান সকলে শাণিত বাণব্যূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! আপনার পুত্রেরা ভীমের বাণে আকীর্ণ হইয়া জলাশয় হইতে মাতঙ্গকে আকর্ষণ করার ন্যায় ভীমসেনকে আকর্ষণ করিলেন। অনন্তর, বৃকোদর ক্রোধাক্রান্ত হইয়া অবিলম্বে ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা দুর্ম্মর্ষণের মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তদনন্তর, সর্ব্বাবরণ-ভেদী অপর এক ভল্ল দ্বারা আপনকার পুত্র মহারথ শ্রুতান্তকে নিহত করিলেন। তাহার পর সেই বৈরিদমন অবলীলাক্রমে কৌরব জয়ৎসেনকে নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রথের উপরিভাগ হইতে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! তিনি রথ হইতে ভূমিতলে যেমন পতিত হইলেন, অমনি প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তদনন্তর, আপনকার পুত্র শ্রুতর্ব্বা ক্রুদ্ধ হইয়া গৃধ্রপক্ষ-সমন্বিত সুদৃঢ় শর শত-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং বৃকোদর সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া জৈত্র, ভূরিবল ও রবি এই তিন জনের প্রতি বিষাগ্নি-সদৃশ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন; নিক্ষেপ মাত্র সেই মহারথেরা হত হইয়া, বসন্তকালে শ্বেত-পুষ্প-সমন্বিত ছিন্ন কিংশুক তরুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন।

তদনন্তর, শত্রুতাপন ভীমসেন অপর এক সুতীক্ষ্ণ নারাচ-দ্বারা দুর্ব্বিমোচনকে আহত করিয়া মৃত্যুর নিকটে প্রেরণ করিলেন। শৈলশৃঙ্গজ বৃক্ষ যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পড়ে, তেমনি সেই রথিবর হত হইয়া নিজ রথ হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বৃকোদর আপনকার পুত্র দুষ্প্রধর্ষ ও সুজাতকে সমরে সৈন্যগণের অগ্রভাগে দুই দুই

বাণে বধ করিলেন। সেই রথিসত্তম বীর-দ্বয় শর দ্বারা বিদ্ধগাত্র হইয়া পতিত হইলেন। অনন্তর, বৃকোদর আপনকার অপর পুত্র দুর্ব্বিষহকে সমরাভিমুখে আগত দেখিয়া ভল্লাঘাতে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তিনি হত হইয়া সমুদয় ধনুর্দ্ধরের সমক্ষে বাহন হইতে পতিত হইলেন। পরিশেষে শ্রুতর্ব্বা, একাকী ভীমসেন-কর্ত্তৃক বহু সহোদরকে নিহত দেখিয়া সমরে অমর্ষপরবশ হইয়া ভীমসেনের অভিমুখীন হইলেন এবং সুবর্ণবিভূষিত সুমহৎ শরাসন বিক্ষেপ করত বিষাগ্নি-সদৃশ বহুতর শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তিনি তখন পাণ্ডুনন্দনের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া সেই ছিন্নধন্বাকে বিংশতি বাণে আচ্ছন্ন করিলেন।

অনন্তর, মহারথ ভীমসেন অপর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনকার পুত্রকে শরে শরে আকীর্ণ করিলেন এবং 'থাক্ থাক্' এই কথামাত্র কহিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পুরাকালে জম্ভাসুর ও সুররাজের সমরের ন্যায় তাঁহাদিগের অতিবিচিত্র ও ভয়াবহ মহৎ যুদ্ধ হইল। তৎকালে তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত যমদণ্ড-সদৃশ শাণিত সায়করাশি-দ্বারা ভূমণ্ডল গগণমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সকল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর, শ্রুতর্ব্বা নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া ধনু গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীমসেনের বাহুযুগলে ও বক্ষস্থলে ভূরি ভূরি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! ভীমসেন আপনকার ধনুর্দ্ধর পুত্র-কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া পর্ব্বকালীন মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া শর-সমূহ-দ্বারা আপনকার পুত্রের সারথিকে এবং অশ্ব চতুষ্টয়কে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। অপ্রমেয় প্রভাবশালী পাণ্ডুনন্দন, শ্রুতর্ব্বাকে বিরথ দেখিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করত লোমবাহি বাণ-ব্যূহ-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। হে মহারাজ! শ্রুতর্ব্বা বিরথ হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ অসি ও চন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম ধারণ করিবামাত্র পাণ্ডুপুত্র ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা তাঁহার মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। ক্ষুরপ্র-দ্বারা ছিন্নমস্তক মহাত্মা শ্রুতর্ব্বার সেই শরীর ভূতল অনুনাদিত করত রথ হইতে পতিত হইল। সেই বীর নিপতিত হইলে আপনকার ভয়-মোহিত সৈনিকেরা যুদ্ধ কামনা করত সমরে ভীমসেনের অভিমুখে ধাবিত হইল। কবচধারী প্রতাপবান্ ভীমসেন হতাবশিষ্ট সৈন্য-সাগরের মধ্য হইতে অবিলম্বে আগত সেই সমস্ত সৈন্যকে প্রতিগ্রহ করিলেন। সৈন্যেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল।

অনন্তর, ভীমসেন আপনকার সৈন্য-সমূহে সংবৃত হইয়া ইন্দ্র যেমন দানবগণকে পীড়িত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাদিগকে শাণিত সায়ক-নিচয়-দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। তিনি সমরে কবচধারি পঞ্চ শত মহারথকে নিহত করিয়া সপ্ত শত গজারোহি সৈন্য সংহার করিলেন; পরিশেষে উৎকৃষ্ট বাণ-ব্যূহ-দ্বারা দশ সহস্র পদাতিক ও অষ্ট শত অশ্বারোহিকে নিহত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! কুন্তী-নন্দন ভীমসেন সংগ্রামে আপনকার সন্তান সকলকে সংহার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও নিজ জন্ম সফল জ্ঞান করিলেন। তদানীং আপনকার সৈন্যেরা তাঁহাকে তাদৃশভাবে যুদ্ধ করত আপনকার বল সকলকে নিধন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিতেও উৎসাহবান্ হইল না। অনন্তর, মহাবল বৃকোদর সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্রাবিত এবং সেই সকল সৈন্যকে নিহত করিয়া মহামাতঙ্গ সকলকে ত্রাসান্বিত করত বাহুদ্বয় দ্বারা ভয়ানক শব্দ করিলেন। হে নরাধিপ! এই যুদ্ধে আপনকার সেনার অনেকাংশই হত হইল, কিঞ্চিন্মাত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা অতিকৃপণ ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিল।

সঙ্কুলযুদ্ধে ষড়্বিংশতি অধ্যায় ॥ ২৬ ॥

—

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমরে হতাবশিষ্ট আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন ও সুদর্শন বাজিসৈন্য মধ্যে অবস্থিত রহিলেন। দেবকী-নন্দন, দুর্য্যোধনকে অশ্ব-সৈন্য মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া কুন্তী-কুমার ধনঞ্জয়কে কহিলেন, শত্রুগণের মধ্যে প্রতিপালিত জ্ঞাতিগণ অনেকেই হত হইয়াছে। সাত্যকি সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত আছেন। নকুল ও সহদেব অনুচর সহ দুরাচার কৌরবদিগের সহিত বহু ক্ষণ সংগ্রাম করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা ইহাঁরা তিন জনেই দুর্য্যোধনের নিকটে অবস্থিত নহেন। ঐ আমাদিগের পাঞ্চালরাজ, দুর্য্যোধনের বল সকলকে নিহত করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত পরম শোভায় সুশোভিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। হে পার্থ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন বাজিসৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহার মস্তকোপরি ছত্র বিধৃত থাকায় মুহুর্মুহু বিলোকিত হইতেছে। এক্ষণে সে সমুদয় সৈন্যদ্বারা ব্যূহ বিন্যাস করিয়া রণ মধ্যে অবস্থিত আছে, তুমি শাণিত শর-দ্বারা উহাকে বিনাশ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে। গজিসৈন্য সমুদয়কে হত ও শত্রুদমনকারী—তোমাকে উপস্থিত দেখিয়া যে পর্য্যন্ত ইহারা বিদ্রুত না হয়, তাবৎ কালের মধ্যে তুমি সুযোধনকে সংহার কর। পাঞ্চালরাজের শীঘ্র আগমন জন্য কেহ তাঁহার নিকট গমন করুক। পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের বল সকল পরিশ্রান্ত হইয়াছে; অতএব উহাকে এ সময় পরিত্যাগ করা উচিত নহে। দুর্য্যোধন সংগ্রামে তোমার সৈন্য সকলকে নিহত করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত জ্ঞানে মহৎ রূপ ধারণ করিয়াছে। সে এখন পাণ্ডবগণ দ্বারা স্বীয় সৈন্য সকলকে নিহত ও পীড়িত দেখিয়া আত্ম বধের নিমিত্ত নিশ্চয়ই সংগ্রামে আসিবে।

ধনঞ্জয়, কৃষ্ণ-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে মানদ কৃষ্ণ! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের সকল সন্তানকেই সংহার করিয়াছেন, সম্প্রতি যে দুই জন অবস্থিত আছে, তাহারাও অদ্য সমরে সমর্থ হইবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, সূর্য্যনন্দন কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য ও জয়দ্রথ হত হইয়াছেন। হে জনার্দ্দন! সম্প্রতি সুবল-সুত শকুনির পঞ্চ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত হস্তী ও তিন সহস্র পদাতিক মাত্র অবশিষ্ট আছে। হে মাধব! দুর্য্যোধনের সৈন্যের মধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, উলূক, শকুনি ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা এই কয়েক জনমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন; কিন্তু মাধব! এই ভূমণ্ডলে কালকবল হইতে নিশ্চয়ই কাহারও মুক্তি নাই। দেখ, সৈন্য-সমুদয় নিহত হইলেও দুর্য্যোধন অবস্থিত রহিয়াছে, যাহা হউক, অদ্য মহারাজ ধর্ম্মরাজ বিপক্ষবিহীন হইবেন। আমি চিন্তা করিতেছি যে, এই যুদ্ধে আমার হস্তে বিপক্ষদলের কোন ব্যক্তিই বিমুক্ত হইবে না। হে কৃষ্ণ! অদ্য যে সকল রণমত্ত বীরেরা সমরভূমি পরিত্যাগ না করিবে, তাহারা যদি অমানুষ কার্য্যও করে, তথাপি আমি তাহাদিগকে সংহার করিব। অদ্য আমি যুদ্ধস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত শর-দ্বারা গান্ধারী-কুমারকে নিপাতিত করত মহারাজের দীর্ঘকাল জাগরণ জন্য দুঃখ দূর করিব। দুরাচার শকুনি সভা মধ্যে অবমাননা-পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া কালে আমাদিগের যে সমস্ত রত্ন হরণ করিয়াছিল, অদ্য আমি তাহা প্রত্যাহরণ করিব। অদ্য কুরুপুরবাসিনী কামিনীরা নিজ নিজ পতি পুত্রগণকে সমরে পাণ্ডব-কর্তৃক নিহত জানিতে পারিবে। হে কৃষ্ণ! অদ্যই সমুদয় কর্ম্ম সমাপ্ত হইবে। অদ্য দুর্য্যোধন সমুজ্জ্বল রাজ্য শ্রী ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। হে মাধব! অদ্য অতিমূঢ় দুর্য্যোধন যদি আমার ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন না করে, তবে তুমি তাহাকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান কর। হে বৈরিদমন! আমার অশ্ব সকল জ্যাতল-নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছে, অতএব আমি যে পর্য্যন্ত দুষ্ট দুর্য্যোধনকে নিহত না করি, তাবৎ তুমি রথ চালনা কর।

হে মহারাজ! বাসুদেব যশস্বি পাণ্ডুনন্দনের এই কথা শুনিয়া তুরঙ্গগণকে দুর্য্যোধনের সৈন্যের প্রতি সঞ্চালিত করিলেন। সেই সমস্ত সৈন্য সন্দর্শনে ভীমসেন, অর্জ্জুন ও সহদেব এই তিন মহারথই সুসজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনের জিঘাংসার্থ সিংহনাদ করত প্রয়াণ করিলেন।

সুবল-নন্দন শকুনি, একত্র মিলিত আততায়ি পাণ্ডবগণকে কার্ম্মুক উদ্যত করত অতিবেগে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনকার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সম্মুখে ধাবিত হইলেন। সুশর্ম্মা ও শকুনি কিরীটীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং হয়ারোহী স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন সহদেবের সহিত সমর করিতে প্রস্তুত হইলেন। হে নরনাথ! কিয়ৎ কাল বিলম্বে আপনকার পুত্র দৃঢ়তর যত্ন-পূর্ব্বক প্রাস অস্ত্র-দ্বারা সহদেবের মস্তকে অতিশয় প্রহার করিলেন। সহদেব আপনকার পুত্র-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে বিষধরের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত রথ মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, সহদেব সংজ্ঞা লাভ-পূর্ব্বক নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া খরতর শরনিকর-দ্বারা দুর্য্যোধনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়ও যুদ্ধে বিপুল বিক্রম প্রকাশ করত হয়ারোহি শূর সকলের মস্তক ছেদন করিলেন। অর্জ্জুন তৎকালে শরনিকর-দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্যকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি অশ্বারোহিগণকে পাতিত করিয়া ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় রথিদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর, ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথেরা একত্র মিলিত হইয়া অর্জ্জুনকে ও বাসুদেবকে শর বর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিল। মহাযশা পাণ্ডুনন্দন প্রথমত ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা সত্যকর্ম্মাকে আক্ষিপ্ত করিয়া তদীয় রথের ঈশা ছেদন করিলেন। তদনন্তর, শাণিত ক্ষুরপ্র-দ্বারা অবলীলাক্রমে তাঁহার তপ্তস্বর্ণ-ভূষণ-সমন্বিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! বনমধ্যে অত্যন্ত বুভুক্ষু সিংহ যেমন মৃগ ধারণ করে, তেমনি ধনঞ্জয় সৈন্যগণের সমক্ষে সত্যেষুকে গ্রহণ করিলেন। ধনঞ্জয় তাঁহাকে নিহত করিয়া সুশর্ম্মাকে শরত্রয়-দ্বারা বিদ্ধ করত সেই সমস্ত সুবর্ণ-বিভূষিত রথিকে নিহত করিলেন।

অনন্তর, অর্জ্জুন সত্বর হইয়া দীর্ঘকাল সুসম্ভৃত তীক্ষ্ণতর ক্রোধবিষ বিমোচন করত প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মার প্রতি যাত্রা করিলেন। পার্থ প্রথমত শর শত-দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া পরিশেষে সেই ধনুর্দ্ধরের হয়গণকে নিহত করিলেন। অনন্তর, তিনি যমদণ্ড সম এক বাণ সন্ধান-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সুশর্ম্মাকে লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সমরে ক্রোধদীপ্ত ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক প্রেরিত সেই শর সুশর্ম্মার সন্নিহিত হইয়া হৃদয় ভেদ করিল। হে মহারাজ! সুশর্ম্মা তখন গতপ্রাণ হইয়া পাণ্ডবগণকে আনন্দিত এবং কৌরবদিগকে ব্যথিত করত ধরাতলে পতিত হইলেন। ধনঞ্জয় সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া তাঁহার পঞ্চ চত্বারিংশৎ মহারথ পুত্রগণকে শর-সমূহ-দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত করিলেন। অনন্তর, সেই মহারথ শাণিত বাণব্যূহ-দ্বারা সুশর্ম্মার সমস্ত অনুচরবর্গকে সংহার করিয়া হতাবশিষ্ট ভারতী সেনার অভিমুখীন হইলেন।

হে মহারাজ! এদিকে ভীমসেন সমরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবলীলাক্রমে আপনকার পুত্র সেই সুদর্শনকে সায়ক-সমূহ-দ্বারা অদৃশ্য করিলেন। অনন্তর, সেই ক্রুদ্ধ ভীমসেন সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা অবলীলাক্রমে সুদর্শনের শরীর হইতে মস্তক হরণ করিলেন; তিনি হত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সেই বীর নিহত হইলে তাঁহার অনুচরেরা শাণিত সায়ক-সমূহ নিক্ষেপ করত সমরে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, বৃকোদর বজ্রসমস্পর্শ শাণিত বাণব্যূহ-দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিলেন এবং ক্ষণ কাল মধ্যে তাহাদিগকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সেই সমস্ত সৈন্যেরা উচ্ছিদ্যমান হইলে মহাবল সৈন্যা-

ধ্যক্ষগণ ভীমসেনের সন্নিহিত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন ঘোরতর শর বর্ষণ-দ্বারা তাঁহাদিগকে যেমন আকীর্ণ করিলেন, তদ্রূপ আপনকার যোদ্ধারাও পাণ্ডবদিগের মহারথগণকে মহতী বাণবৃষ্টি-দ্বারা চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! বিপক্ষের সহিত সংগ্রামেচ্ছু পাণ্ডবগণের এবং পাণ্ডবদিগের সহিত সমরাভিলাষি কৌরবপক্ষের সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! সেই সময়ে উভয় সেনার মধ্যে যোদ্ধারা বান্ধবগণের জন্য শোক প্রকাশ করিতে করিতে পরস্পর আহত হইয়া পতিত হইল।

সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তবিংশতি অধ্যায়॥ ২৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সেই গজ বাজি-নর-ক্ষয়কর সমর আরম্ভ হইলে সুবল-সুত শকুনি সহদেবের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। প্রতাপবান্ সহদেব তাঁহাকে অবিলম্বে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি শীঘ্রগামি পতঙ্গপুঞ্জ সমান বাণ সকল নিক্ষেপ করিলেন।

হে মহারাজ! এদিকে উলূক সমরে ভীমসেনকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন, শকুনিও ভীমসেনকে শরত্রয়ে বিদ্ধ করিয়া নবতি বাণে সহদেবকে আচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে সেই শূরেরা সমরে পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া কঙ্ক ও ময়ূর-পিচ্ছ-মণ্ডিত আকর্ণপূর্ণ সন্ধান শাণিত নারক-নিচয় দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! বারিদ-রাজীর বারিধারার ন্যায় তাহাদিগের হস্তস্থিত চাপ নিক্ষিপ্ত বাণবৃষ্টি দিঙ্মণ্ডল সকলকে আচ্ছাদিত করিল।

অনন্তর, মহাবল ভীমসেন ও বীর্য্যবান্ সহদেব ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া রণস্থলে বিপক্ষ-দল দলন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত শর-শত-দ্বারা আপনকার সেই সমস্ত সৈন্য আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং তৎ প্রদেশে আকাশমণ্ডলও যেন অন্ধকারে আবৃত হইল। শরাচ্ছন্ন হইয়া ধাবমান তুরঙ্গগণ বহুতর হত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করত যুদ্ধস্থলের পথ পরিষ্কৃত করিল। নিহত সাদি সহ হয়নিচয়, ছিন্ন চর্ম্ম, বিচ্ছিন্ন শক্তি, প্রাস, খড়্গ ও পরশু-সমূহ-দ্বারা ধরাতল কুসুমাকীর্ণ তরুর ন্যায় আচ্ছন্ন হইল। হে মহারাজ! যোদ্ধারা সেই সংগ্রামে ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর সন্নিহিত হওত প্রহার করত বিচরণ করিতে লাগিল। উদ্বার-লোচন ও রোষ-বশত সন্দষ্ট ওষ্ঠপুট সংযুক্ত পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভ সকুণ্ডল মুখমণ্ডল-দ্বারা মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে মহারাজ! সাঙ্গদ, সতনুত্র, অসি প্রাস ও পরশুযুক্ত নাগরাজ-করোপম ছিন্ন ভুজ সকল এবং সমুত্থিত নৃত্যকারি কবন্ধ-নিবহ-দ্বারা ক্রব্যাদগণ-সঙ্কীর্ণা রণভূমি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই মহাযুদ্ধে কৌরবদিগের অল্পমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট থাকিলে পাণ্ডবগণ আহ্লাদিতচিত্তে তাহাদিগকে যম-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ইত্যবসরে মহাবীর প্রতাপশালী শকুনি, প্রাস অস্ত্র-দ্বারা সহদেবের মস্তকে অতিশয় প্রহার করিলেন; মাদ্রীনন্দন তাহাতে বিহ্বল হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। প্রবল প্রতাপ-সম্পন্ন শত্রুদমন ভীমসেন সহদেবকে তথাবিধ দর্শনে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদয় সৈন্যকে আবরণ-পূর্ব্বক শত সহস্র নারাচ-দ্বারা তাহাদিগকে বিদীর্ণ করত ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। শকুনির সহচরেরা সেই শব্দে ত্রস্ত ও ভীত হইয়া হয় হস্তীর সহিত সহসা দৌড়িতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সমরে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে অধার্ম্মিকগণ! সকলে নিবৃত্ত হও, পলায়ন করিয়া কি ফলোদয় হইবে? সম্প্রতি সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ কর। যে বীর সংগ্রামে বিমুখ না হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ইহলোকে কীর্ত্তি স্থাপন করত চরমে পরম লোকে গমন করিয়া থাকে।" হে মহারাজ! সৌবলের সহচরগণ নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পথ

করিয়া পাণ্ডবদিগের অভিমুখীন হইল। হে রাজেন্দ্র! তাহারা যখন অতিবেগে ধাবমান হয়, তখন সাগরান্দোলনের ন্যায় যে এক সুদারুণ শব্দ করিল, তদ্দ্বারা সমুদয় দিক্ অনুনাদিত হইল।

এদিকে বিজয়োদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচরসকলকে অগ্রভাগে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। হে নরাধিপ! দুর্দ্ধর্ষ সহদেব সকলকে সম্যক্ আশ্বস্ত করিয়া শকুনিকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকে বাণত্রয়ে প্রবিদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে সৌবলের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনি তৎক্ষণাৎ অন্য এক ধনু ধারণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি শরে ও ভীমসেনকে সপ্ত সায়কে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, উলূক সমরে পিতাকে রক্ষা করিতে কামনা করিয়া ভীমসেনকে সপ্ত শরে ও সহদেবকে সপ্ততি সায়কে বিদ্ধ করিল। ভীমসেন ইহাতে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া উলূককে শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা শকুনিকে চতুঃষষ্টি সায়কে এবং পার্শ্বস্থ সকলের প্রত্যেককে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। বিদ্যুন্মুক্ত বারিদ সকল যেমন বারিধারা-দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি তৎকালে তাহারা ভীমসেনের তৈলধৌত নারাচধারা-দ্বারা হন্যমান হইয়া সমরে নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করত শরবৃষ্টি-দ্বারা সহদেবকে আবৃত করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! অনন্তর, উলূক অতিবেগে সমীপে আগত হইলে সেই শূরবর প্রতাপবান্ সহদেব ভল্ল-দ্বারা তাহার মস্তক হরণ করিলেন। উলূক সহদেব-কর্তৃক পাতিত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে সমরে পাণ্ডবগণকে আনন্দিত করত রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শকুনি সমরস্থলে স্বীয় সন্তানকে নিহত দর্শনে সাশ্রুকণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের বাক্য স্মরণ করত বাষ্পপূর্ণ-নয়নে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মুহূর্ত্ত কাল চিন্তার পর সহদেবকে সায়ক-ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ সহদেব সেই নিক্ষিপ্ত সায়ক সকলকে শর-সমূহ-দ্বারা নিরসন করিয়া শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজেন্দ্র! ধনু ছিন্ন হইলে সুবল-সুত শকুনি এক বিপুল খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! প্রতাপবান্ মাদ্রীনন্দন সহসা সেই অসিকে আপতিত দর্শনে অবলীলাক্রমে তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সৌবল অসিকে তথাবিধ ছিন্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ এক মহতী গদা ধারণ পূর্ব্বক পাণ্ডুপুত্রের উদ্দেশে প্রেরণ করিলে তাহাও নিষ্ফল হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। অনন্তর, তিনি অতিকোপনভাবে উদ্যত কাল-রাত্রীর ন্যায় ভয়ঙ্করী এক শক্তি লইয়া পাণ্ডুনন্দনের প্রতি প্রেরণ করিলেন; সহদেব সহসা সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া অবলীলাক্রমে কণক-ভূষিত শর-সমূহ-দ্বারা তাহাকে তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রদীপ্ত বজ্র যেমন শীর্ণ হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে পতিত হয়, তেমনি সেই সুবর্ণ-ভূষিতা শক্তি ত্রিভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। শক্তিকে বিনিহত ও শকুনিকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া আপনকার যোদ্ধারা ভীত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইল। এই সময়ে জয়লক্ষণাক্রান্ত পাণ্ডবেরা সুমহান্ জয়ধ্বনি করিল এবং কৌরবেরা প্রায় অনেকেই বিমুখ হইয়া পড়িল। প্রতাপ-সম্পন্ন মাদ্রীনন্দন সমরে তাহাদিগকে বিমনা দেখিয়া বহু সহস্র শর-দ্বারা সকলকেই আবৃত করিলেন।

অনন্তর, শকুনি গান্ধার-দেশীয় পরিপুষ্ট তুরঙ্গগণ-দ্বারা গুপ্ত থাকিয়া রণস্থল মধ্যে যাইতেছিলেন, পাণ্ডুনন্দন সহদেব তাহা জানিতে পারিয়া সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং তিনি নিজ অংশ মধ্যে অবস্থিত আছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কণক-বিভূষিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। পরিশেষে সেই বীরবর ক্রুদ্ধ হইয়া সুদৃঢ় শরাসনে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক তাহা বিক্ষেপ

করত অঙ্কুশ-দ্বারা যেমন মহামাতঙ্গকে আঘাত করে, সেইরূপ গৃধ্রপত্র-যুক্ত শাণিত শর-নিকর-দ্বারা সৌবলকে অতিশয় প্রহার করিতে লাগিলেন এবং সেই মেধাবী, শকুনির অন্তঃকরণে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইবার জন্য নিগ্রহ করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! সম্প্রতি, তুমি ক্ষত্রধর্ম্মে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ কর, পুরুষত্ব প্রকাশ কর। রে দুর্ম্মতে! পাশক্রীড়া-দ্বারা সভা-মধ্যে যে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ কর। যে দুরাত্মারা পূর্ব্বে আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে, কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন ও তাহার মাতুল তুমি মাত্র অবশিষ্ট আছ; প্রমথনকারি পুরুষ লগুড়-দ্বারা বৃক্ষ হইতে যেমন ফল পাতন করে, তেমনি আমি অদ্য ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা তোমার মস্তক উন্মথিত করিয়া নিহত করিব।

হে মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ মহাবল সহদেব, সৌবলকে এই সকল কথা কহিয়া ঘোরতর ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া বেগভরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং সেই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃবর সহদেব অভিমুখীন হইয়া সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক ক্রোধে যেন হাস্য করত শকুনিকে দশ শরে ও তাঁহার অশ্বগণকে শায়ক-চতুষ্টয়-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সহদেবের শর-সমূহ-দ্বারা শকুনির ধ্বজ, ছত্র ও ধনু ছিন্ন এবং মর্ম্মস্থান-সকল অতিশয় বিদ্ধ হইল। অনন্তর, প্রতাপবান্ সহদেব পুনরায় সৌবলের প্রতি দুর্নিবার শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সুবল-সুত শকুনি বিমর্দ্দে ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণ-ভূষিত প্রাস-দ্বারা মাদ্রীনন্দন সহদেবকে বিনাশ করিবার কামনায় অবিলম্বে অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডুনন্দন সমর-মধ্যে সমুদ্যত তাঁহার সেই প্রাস ও সুবৃত্ত ভুজদ্বয়কে তিন ভল্ল-দ্বারা এক কালীন ছেদন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, সেই যুদ্ধ-বিশারদ বীরবর সর্ব্বাবরণ-ভেদি লৌহময় সুদৃঢ় সুবর্ণপুঙ্খ অপর এক সুসংহিত ভল্ল-দ্বারা সৌবলের মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিলেন। তখন সুবল-নন্দন পাণ্ডুপুত্রের দিবাকর-করপ্রভ সুবর্ণ-ভূষিত সুসংহিত শরাঘাতে হৃতমস্তক হইয়া রণভূমি-মধ্যে পতিত হইলেন। যে মস্তক কৌরবদিগের সমস্ত কুনীতির মূল কারণ, সহদেব কুপিত হইয়া সুবর্ণপুঙ্খ বেগশালি শিলাশাণিত শরসমূহ-দ্বারা তাহা সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন। হে মহারাজ! শকুনিকে ছিন্নমস্তক হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে ধরণীতলে শয়ান দেখিয়া আপনকার যোদ্ধারা ভয়বশত হতোৎসাহ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক দশ দিকে গমন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গ সৈন্য ভগ্নরথ, ভয়ার্ত্ত এবং গাণ্ডীব শব্দ শ্রবণে অচেতন প্রায় হইয়া শুষ্ক মুখে পলায়ন করিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, কেশবের সহিত পাণ্ডবেরা সানন্দ-চিত্তে শকুনিকে স্যন্দন হইতে পাতিত করিয়া সৈনিক সকলকে আনন্দিত করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া সহদেবকে প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীরবর! অদ্য তুমি ভাগ্যক্রমে এই যুদ্ধে পাপাচার দুরাত্মা শকুনিকে পুত্রের সহিত সংহার করিলে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ও শল্যবধপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ২৮॥

অথ হ্রদপ্রবেশপর্ব্ব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, সৌবলের অনুচর সৈন্যগণ সমরে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করিল, তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ-সর্পসম তেজস্বী ভীমসেন এবং অর্জ্জুন সহদেবের বিজয়লাভে আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের অভিমুখীন হইলেন। তাহারা অসি, শক্তি ও প্রাস-প্রভৃতি ধারণ করিয়া সহদেবকে হনন করিতে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, ধনঞ্জয় গাণ্ডীবের প্রভাবে তাহা নিষ্ফল করিলেন। তিনি ধাবমান যোদ্ধাদিগের আয়ুধ-সমন্বিত বাহু, মস্তক ও হয়নিচয়কে ভল্ল-দ্বারা ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। স্বরাযুক্ত লোকবিখ্যাত বীরগণের সেই সমস্ত হস্তনিচয় সব্যসাচী কর্ত্তৃক হত ও গতপ্রাণ হইয়া বসুধাতল আশ্রয় করিল।

অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন আপন সৈন্য সকলের অবসান দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট রথ কুঞ্জর তুরঙ্গ পদাতি-প্রভৃতি চতুরঙ্গবল-সকলকে নানাস্থান হইতে নিকটে আনিয়া এই কথা বলিলেন, "হে বীরগণ! তোমরা সকলে সমরে সুহৃৎসহ সবল পাণ্ডব-সকল ও পাঞ্চালদলকে নিহত করিয়া শীঘ্র নিবৃত্ত হও।" রণমত্ত সৈন্যেরা তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া নৃপতির শাসনানুসারে তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবদিগের অভিমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাণ্ডবেরা সেই হতশেষ সৈন্য সকলকে সন্নিহিত হইতে দেখিয়া আশীবিষাকার শরসমূহ-দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন। মহারাজ! সেই মহাত্মারা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সমরে সেই সমস্ত সৈন্য সংহার করিলেন, তখন আর তাহাদিগের ত্রাণকর্ত্তা কেহই ছিল না। সৈন্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি বহুক্ষণ সমরস্থলে স্থির থাকিতে পারিত, সে ব্যক্তিও তখন বদ্ধ-কবচ হইয়া ভয়বশতঃ অবস্থিত থাকিতে পারিল না। তৎকালে সৈন্যরেণু-দ্বারা আবৃত ধাবমান তুরঙ্গগণ-দ্বারা দিক্ বিদিক্ সকল বিজ্ঞাত হইল না।

অনন্তর, পাণ্ডবীসেনার মধ্য হইতে অনেকানেক লোক নির্গত হইয়া সমরে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে আপনকার সৈন্যসমুদয়কে সংহার করিল। হে ভরতসত্তম! অতঃপর আপনকার সৈন্য সমুদয় প্রায় নিঃশেষ হইল। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমরে দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংহার করিল। সেই সমস্ত সহস্র সহস্র মহানুভাব নৃপতির মধ্যে নিতান্ত বিক্ষত একমাত্র দুর্য্যোধন দৃষ্টিগোচর রহিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, সমস্ত যোদ্ধৃবিবর্জ্জিত বলবাহন বিহীন দুর্য্যোধন দিক্ সকল ও মেদিনীমণ্ডল শূন্য দেখিয়া এবং পাণ্ডবগণকে কৃতকার্য্য, আনন্দিত ও সিংহনাদ করিতে অবলোকন করিয়া সেই মহাত্মাদিগের বাণশব্দ শ্রবণে বিমোহিত হওত রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে মানস করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মদীয় সৈন্য-সমুদয় নিহত ও শিবির সকল নিঃশেষ হইলে পাণ্ডবদিগের বলের মধ্যে অবশিষ্ট সৈন্য কত ছিল? আর আমার পুত্র মূঢ়মতি মহীপতি একমাত্র দুর্য্যোধন তখন আপন বলক্ষয় দেখিয়া কি করিল? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সকলই জান, অতএব এই সমুদয় বৃত্তান্ত আমাকে বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে পাণ্ডবদিগের সুমহৎ বলের মধ্যে দুই সহস্র রথ, সপ্ত শত হস্তী, পঞ্চ সহস্র অশ্ব এবং দশ সহস্র পদাতিক মাত্র অবশিষ্ট ছিল, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে লইয়া তখনও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন।

হে ভরতসত্তম! অনন্তর, রথিবর নরপতি দুর্য্যোধন একাকী রণস্থলে আপন সহায়ের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, সেই নরপতি একাকী বিপক্ষগণকে শব্দায়মান ও স্বপক্ষের বলক্ষয় দর্শনে নিজ মৃত তুরঙ্গটিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রণস্থল হইতে পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, যিনি একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিলেন, সেই তেজস্বী একমাত্র গদা লইয়া পদাতির ন্যায় হ্রদের নিকটে প্রস্থান করিলেন। নরপতি পদব্রজে অধিক দূর যাইতে না পারিয়া ধর্ম্মশীল ধীমান্ বিদুরের বাক্য স্মরণ করিলেন। "আমাদিগের ও ক্ষত্রিয় সকলের সংগ্রামে যে, এই সুমহৎ সংহারদশা উপস্থিত হইবে, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছিলেন।" হে নরনাথ! নৃপতি দুর্য্যোধন এইরূপ চিন্তা করত বলক্ষয় দর্শনে দুঃখ-সন্তপ্ত অন্তঃকরণে হ্রদ-মধ্যে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিলেন।

রাজন্! এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোবর্ত্তি পাণ্ডবগণ ক্রোধাক্রান্ত হইয়া আপনকার অল্পাবশিষ্ট সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। সৈন্যেরা শক্তি, খড়্গ, প্রাস-

প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে থাকিলে ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-দ্বারা তাহাদিগের সঙ্কল্প সকল বিফল করিয়াদিলেন।

অর্জ্জুন অমাত্য বান্ধব সহ তাহাদিগকে শাণিত শায়কসমূহ-দ্বারা নিহত করিয়া শ্বেততুরঙ্গ-যুক্ত রথে অবস্থান করত মনোহর শোভায় সুশোভিত হইলেন। হে মহারাজ! অশ্ব, রথ, কুঞ্জর সহ সুবল-সুত নিহত হইলে আপনকার বল সকল ছিন্নভিন্ন মহাবনের সমান পরিদৃশ্যমান হইল। দুর্য্যোধনের বহু শত সহস্র সৈন্যের মধ্যে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও নরাধিপ সুযোধন ব্যতীত অন্য একটী মহারথও জীবিত বিলোকিত হইলেন না।

অনন্তর, ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে দেখিয়া হাস্য করত সাত্যকিকে কহিলেন, যে " ইহাকে ধরিয়া রাখায় ফল কি? এবং এ ব্যক্তিকে জীবিত রাখারও কোন ফল নাই।" মহারথ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের এই বাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ শাণিত খড়্গ উত্তোলন-পূর্ব্বক আমাকে নিহত করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া সাত্যকিকে বলিলেন, " সঞ্জয় জীবিত থাকিতে থাকিতে উহাকে পরিত্যাগ কর, কোনক্রমেই উহাকে বধ করিও না।" সাত্যকি কৃতাঞ্জলিপুটে ব্যাসদেবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তদ্দণ্ডেই আমাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, " সঞ্জয়! তুমি কুশলে থাক এবং যথা ইচ্ছা গমন কর।" আমি তখন তাঁহা-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অস্ত্রহীন কবচ বিহীন এবং রুধিরাক্ত-কলেবরে সায়াহ্নকালে নগরাভিমুখে আসিতে লাগিলাম। আসিতে আসিতে দেখিলাম, ক্রোশমাত্র আসিয়া দুর্য্যোধন ক্ষতবিক্ষত শরীরে হস্তে গদা ধারণ করত একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হে মহারাজ! তৎকালে তাঁহার নয়ন-যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ থাকায় তিনি আমাকে সহসা দেখিতেই পাইলেন না। পরে পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে, তিনি আমাকে দীনভাবে অবস্থিত দেখিলেন এবং আমিও তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও একাকী থাকিতে দর্শন করিয়া অতি দুঃখিত ও কাতরচিত্তে মুহূর্ত্তকাল কোন কথা বলিতে পারিলাম না। অনন্তর, সাত্যকি আমাকে যে প্রকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও জীবমান থাকিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদে তাঁহা হইতে যেরূপে মুক্তি পাইলাম, তৎসমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহার নিকটে বিস্তারিত করিয়া কহিলাম। দুর্য্যোধন এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া মুহূর্ত্তকাল অচেতন হইয়া রহিলেন, পরে কিয়ৎকাল বিলম্বে চেতনা পাইয়া আমাকে ভ্রাতৃগণের ও সৈন্য-সমুদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! আমি প্রত্যক্ষে যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয়ই তাঁহাকে কহিলাম, তদানীং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ নিহত ও সৈন্য-সমুদয় বিনিপাতিত হইয়াছিল, কেবল কৌরবসেনার মধ্যে তিন জন রথিমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, দ্বৈপায়ন প্রস্থানকালে আমাকে এই কথা কহিয়া গিয়াছিলেন। হে নরাধিপ! দুর্য্যোধন এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার প্রতি পুনঃপুন দৃষ্টি নিক্ষেপ করত করতল-দ্বারা আমার শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, " সঞ্জয়! এই সংগ্রামে তোমা-ভিন্ন অন্য কেহ জীবিত নাই, আমি এক্ষণে অন্য আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না, পাণ্ডবগণ সহায়-সম্পন্ন রহিয়াছে; অতএব হে সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে গিয়া প্রজ্ঞাচক্ষু ভূপতির নিকটে নিবেদন করিবে যে, মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন হ্রদ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, হে সূত! তাদৃশ সুহৃৎ-সমুদয়ে বিহীন, পুত্রগণ ও ভ্রাতৃবর্গে পরিবর্জ্জিত এবং বিপক্ষ-কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মাদৃশ কোন জন জীবন ধারণ করিতে পারে? যাহা হউক, আমি সেই মহারণ হইতে মুক্ত হইয়া নিতান্ত বিক্ষত কলেবরে জীবিত থাকিতে থাকিতে হ্রদমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক লুক্কায়িত রহিলাম, এই সমুদয় বৃত্তান্ত তুমি রাজার নিকটে কহিবে।"

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন আমাকে এইরূপ কহিয়া সেই মহাহ্রদে প্রবেশ-পূর্ব্বক মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়া রহিলেন। তিনি হ্রদ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর দেখিলাম, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য এই তিন জন রথি শরবিক্ষত-শরীরে পরিশ্রান্ত বাহন লইয়া একত্র হইয়া সেই প্রদেশে আসিতেছেন, দূর হইতে তাঁহারা আমাকে দেখিবামাত্র সত্বর হইয়া অতি বেগে অশ্ব চালনা করিলেন এবং ক্ষণ-মধ্যে নিকটে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "সঞ্জয়! তুমি ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছ" হে মহারাজ! তাঁহারা আমাকে এই কথা বলিয়াই আপনকার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "সঞ্জয়! আমাদিগের সেই রাজা দুর্য্যোধন কি জীবিত আছেন?" আমি তাঁহাদিগকে নৃপতির তদানীন্তন কুশল সমাচার কহিলাম, দুর্য্যোধন আমাকে যে সমুদয় কথা কহিয়াছিলেন এবং সেই নরাধিপ যে হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদিগকে বলিলাম। হে মহারাজ! অশ্বত্থামা আমার সেই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর সেই বিপুল হ্রদ বিলোকন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, কহিলেন "অহো ধিক্! আমরা যে জীবিত আছি, নরাধিপ দুর্য্যোধন তাহা জানেন না, আমরা তাঁহার সহিত বিপক্ষদিগকে যুদ্ধ করাইতেই প্রস্তুত রহিয়াছি।" সেই রথিশ্রেষ্ঠ মহারথেরা তথায় বহুক্ষণ এইরূপ বিলাপ করিয়া পাণ্ডবদিগকে রণস্থলে অবস্থিত দর্শনে ধাবমান হইলেন। পরিশেষে সেই হতাবশিষ্ট রথিত্রয় একত্র হইয়া আমাকে কৃপাচার্য্যের পরিষ্কৃত রথে আরোহিত করাইয়া সেনানিবেশ মধ্যে আগমন করিলেন।

তৎকালে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলে আরোহণ করিলে সৈন্যগণ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল এবং আপনকার পুত্রদিগের নিধন সংবাদ শ্রবণে সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! অনন্তর, যে সমস্ত বৃদ্ধেরা অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিত, তাহারা সকলে তখন রাজযোষিদ্গণকে লইয়া নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিল। অবলারা সেই সমস্ত সৈন্যসংক্ষয় সংবাদ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, চতুর্দ্দিকে এক সুমহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! সেই বরাঙ্গনাগণ কুররীকুলের ন্যায় বারম্বার ক্রন্দন করত করুণ শব্দে মহীতল নিনাদিত করিতে করিতে মস্তকে করাঘাত ও নখাঘাত করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কেশপাশ সমুদয় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! তাহারা হাহাকার শব্দ করত বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর, দুর্য্যোধনের অমাত্যেরা অতিশয় কাতর ও অশ্রুকণ্ঠ হইয়া রাজদারাগণকে লইয়া নগরাভিমুখে গমন করিলেন। হে মহারাজ! দ্বারাধ্যক্ষগণ হস্তে বেত্র ধারণ-পূর্ব্বক মহামূল্য আস্তরণ-বিশিষ্ট শুভ্র শয্যা-সকল সংগ্রহ করিয়া হস্তিনাপুরের অভিমুখে গমন করিল। অধিকৃতগণ অশ্বতরী-যুক্ত রথে নিজ নিজ রাজপত্নী-সকলকে আরোহিত করিয়া অবিলম্বে নগর-মধ্যে প্রস্থান করিল। হে নরেশ্বর! অন্তঃপুরে যে সকল কামিনীকে পূর্ব্বে সূর্য্যদেবও দেখিতে পান নাই, পুরপ্রস্থানকালে সকলেই তাঁহাদিগকে অনায়াসে দর্শন করিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সমস্ত সুকুমারী নারীরা স্বজনবন্ধু-বিহীন হইয়া অচিরাৎ নগর-মধ্যে গমন করিলেন। তৎকালে গোপাল ও মেষপাল হইতে ধাবিত মনুষ্যেরাও ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত পীড়িত হইয়া নগরাভিমুখে যাইতে লাগিল। তাহারা সকলেই পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। তৎকালে পাণ্ডবগণ হইতে সমুদয় লোকেরই সুদারুণ ভয় উপস্থিত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই নিতান্ত দারুণ বিদ্রব বর্ত্তমান থাকিলে শোকবশত নিতান্ত মুগ্ধচিত্ত যুযুৎসু, উপস্থিত সময়ের বিষয় চিন্তা করিলেন, 'হা! যে

দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার ভর্ত্তা ছিলেন, এক্ষণে তিনি বিপুল বিক্রান্ত পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত হইলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ সকলেই নিসূদিত হইল, ভীষ্ম, দ্রোণ-প্রভৃতি কৌরব মহারথ-সমুদয় নিহত হইলেন, ভাগ্যবশত একমাত্র আমিই কেবল যদৃচ্ছাক্রমে বিমুক্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। শিবির সমুদয় ভগ্ন হইতেছে, সৈন্য সকল প্রভাহীন ও নাথ-বিহীন হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। পূর্ব্বে যাহারা দৃষ্ট হয় নাই তাহারা সকলে দুঃখার্ত্ত ও ভয়ে ব্যাকুলনেত্র হইয়া বিত্রস্ত হরিণের ন্যায় দশ দিক্ বিলোকন করত ধাবিত হইতেছে। দুর্য্যোধনের সচিবগণের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারা রাজপত্নীদিগকে লইয়া নগর-মধ্যে গমন করিতেছে, সম্প্রতি যুধিষ্ঠির ও বাসুদেবের অনুজ্ঞা লইয়া তাহাদিগের সহিত আমার পুর-মধ্যে প্রবেশ করা বিহিত হইতেছে।” মহাবাহু যুযুৎসু এই বিষয়ের জন্য উভয়ের নিকটে নিবেদন করিলেন। নিয়ত দয়ালু মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির বৈশ্যাপুত্রের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অনন্তর, তিনি নিজরথে আরোহণ-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে অশ্বগণকে চালনা করিলেন এবং অবিলম্বে রাজপত্নীদিগের বাহকগণকেও নগরাভিমুখে চালিত করিতে লাগিলেন। দিবাকর অস্তমিত হইলে তিনি রাজদারাগণের সহিত সাশ্রুলোচনে ও বাষ্পাকুল-কণ্ঠে হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন, প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর সাশ্রুনয়নে ও শোকোপহত-চিত্তে রাজার নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিতেছেন। যুযুৎসু বিদুরের অগ্রভাগে প্রণত হইয়া দণ্ডায়মান হইলে সত্যধৃতি বিদুর তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি এই সুদারুণ কুরুক্ষয়কালে ভাগ্যবশত জীবিত রহিয়াছ, এক্ষণে রাজার প্রবেশ ব্যতিরেকে তুমি এস্থানে কি জন্য আসিলে? এই সমস্ত কারণ বিস্তার করিয়া আমার নিকটে নিবেদন কর।

যুযুৎসু কহিলেন, “হে তাত! শকুনি নিজ পুত্র ও জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত হত এবং রাজা দুর্য্যোধনের অবশিষ্ট পরিবার সকল নিহত হইলে তিনি ভয়-প্রযুক্ত স্বীয় অশ্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন। নরপতি স্কন্ধাবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সমস্ত লোক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর, দারাধ্যক্ষেরা নৃপতির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের পরিবার-বর্গকে যান-মধ্যে আরোহিত করিয়া ভয়-বশত প্রস্থান করিল। তদনন্তর, আমি কেশব ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া ধাবিত লোক-সকলকে রক্ষা করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম।”

হে মহারাজ! অপ্রমেয় ধীশক্তি-সম্পন্ন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর, বৈশ্যাপুত্রের উক্ত এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক তাহা সময়োচিত বিবেচনা করিয়া সেই বক্তৃবরকে প্রশংসা করিলেন। যুযুৎসু কুরুকুলক্ষয়-বিষয়ক সমস্ত কথা কহিলে “অদ্য তুমি এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া কল্য যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইবে,” সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর যুযুৎসুকে তৎকালোচিত এই কথামাত্র বলিয়া তাঁহার সম্মতি লইয়া রাজনিকেতনে প্রবেশ করিলেন। যুযুৎসুও তখন নিজগৃহে সেই রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ২৯॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডু-পুত্রেরা সমরাঙ্গনে আমার সমুদয় সৈন্য সংহার করিলে অবশিষ্ট কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা কি করিলেন? এবং আমার পুত্র মূঢ়মতি রাজা দুর্য্যোধনই বা তখন কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহানুভব ক্ষত্রিয়দিগের যোষিদ্গণ গমন করিলে এবং শিবির সকল শূন্য হইলে, অবশিষ্ট তিন জন রথী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা সায়াহ্নকালে বিজয়িপাণ্ডবদিগের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং শিবির সকল শূন্য

দেখিয়া তথায় অবস্থিতি করিবার অনভিলাষে হ্রদের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এদিকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমরে ভ্রাতৃগণের সহিত হৃষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনের বধের আকাঙ্ক্ষায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেই জয়াভিলাষি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ সকল স্থানেই যত্ন-সহকারে দুর্য্যোধনকে অন্বেষণ করিলেন, তথাপি কোন স্থানেই নরপতিকে দেখিতে পাইলেন না। দুর্য্যোধন গদা ধারণ-পূর্ব্বক অতি-বেগে প্রস্থান করিয়া হ্রদ-মধ্যে নিজ মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে থাকিলে যখন তাঁহাদিগের বাহনসমুদয় নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইল, তখন তাঁহারা সৈনিকগণের সহিত স্বীয় শিবিরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দনেরা শিবিরে প্রবিষ্ট হইলে, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অল্পে অল্পে সেই হ্রদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, নরপতি দুর্য্যোধন গোপনভাবে যাহার মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই বিপুল হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া জলমধ্যে প্রসুপ্ত দুর্দ্ধর্ষ নৃপতিকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন, এক্ষণে আমাদিগকে লইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহাকে জয় করিয়া সমুদয় পৃথিবীরাজ্য ভোগ করুন, অথবা সমরে হত হইয়া স্বর্গ লাভ করুন। হে মহারাজ! আপনিও তাহাদিগের সমুদয় সৈন্য ক্ষয় করিয়াছেন এবং তাহাদিগের যে সমস্ত সৈনিক অবশিষ্ট আছে, তন্মধ্যে অনেককেই প্রতিবিদ্ধ করিয়াছেন, সম্প্রতি আমারদিগের দ্বারা আপনি রক্ষিত থাকিলে পাণ্ডবেরা কোনক্রমেই আপনার বিপুল বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন।"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "হে বীরগণ! ঈদৃশ কুরুপাণ্ডব-সংমর্দ্দন-জনিত সংহার সময়ে ভাগ্য-বশত আমি আপনাদিগকে বিমুক্ত ও জীবিত দেখিলাম। আমরা সকলে বিশ্রান্ত ও গতক্লম হইয়া বিপক্ষগণকে জয় করিব। সম্প্রতি আপনারা সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আমিও নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, আর বিপক্ষের বল সকল এখনও যুদ্ধমত্ত রহিয়াছে, অতএব আমি এসময় সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করি না। হে বীরগণ! আপনাদিগের মনের ঈদৃশী মহতী শক্তি ও আমাদিগের প্রতি যে পরমা ভক্তি আছে, তাহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু ইহা পরাক্রম প্রকাশের সময় নয়। অদ্য এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়া আগামি দিবসে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে সমরস্থলে শত্রু-দলের সহিত সংগ্রাম করিব, তাহাতে আমার সংশয় নাই।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে অশ্বত্থামা সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ রাজাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "রাজন্! গাত্রোত্থান করুন, আপনার মঙ্গল হউক, আমরা সকলে সমরে শত্রুদিগকে জয় করিব; আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, সত্য, ও জপ এই সমুদয়ের সহিত শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য বিপক্ষ সোমক সকলকে নিহত করিব। আপনি যাজ্ঞিকগণের সজ্জনোচিত প্রীতিতে মনোনিবেশ করিবেন না, এই রজনী প্রভাত হইলে আমি সমরে শত্রুদিগকে সংহার করিব না। হে নরনাথ! আমি সমুদয় পাঞ্চাল-দলকে নিহত না করিয়া কবচ বিমোচন করিব না, আপনার নিকটে যথার্থ কহিলাম, অতএব আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন।"

হে মহারাজ! তাঁহারা সকলে এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে কতিপয় ব্যাধ মাংসভার বহনে পরিশ্রান্ত হইয়া পানীয় পানাভিলাষে যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল; ঐ সকল ব্যাধেরা পরম ভক্তিসহকারে নিয়ত ভীমসেনের মাংসভার বহন করিত। তাহারা সেই স্থানে কিয়ৎকাল বিশ্রান্ত ও পরস্পর মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের সমস্ত গোপনীয় কথা ও দুর্য্যোধনের বাক্য

সকল শ্রবণ করিল। তদানীং কুরুরাজ যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই সকল যুদ্ধাকাঙ্ক্ষি মহাধনুর্দ্ধরেরা অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা যুদ্ধে অনিচ্ছু হইয়া জল-মধ্যে রহিয়াছেন এবং কৌরবদিগের মহারথেরা তথায় দণ্ডায়মান আছেন ইহা দেখিয়া এবং তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন সলিল-মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, ব্যাধেরা তাহা জানিতে পারিল।

হে রাজেন্দ্র! ইহার পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা যখন আপনকার পুত্রকে অন্বেষণ করেন, তৎকালে ঐ সকল ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় তাহাদিগকে দুর্য্যোধনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের মনে পাণ্ডুনন্দনের সেই বাক্য উদিত হওয়াতে ব্যাধেরা পরস্পর অতি মৃদুস্বরে কহিল, "রাজা দুর্য্যোধন গোপনভাবে হ্রদমধ্যে লুক্কায়িত আছেন, আমরা পাণ্ডবদিগের নিকটে গিয়া এই কথা প্রকাশ করিলে তাঁহারা আমাদিগকে প্রচুর ধন দিবেন, অতএব রাজা যুধিষ্ঠির যেস্থানে আছেন চল, আমরা সকলে সেই স্থানে ধনুর্দ্ধারী ধীমান্ ভীমসেনের নিকটে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের জল-মধ্যে শয়ন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করি। দুর্য্যোধন সলিল-মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, এই কথা ভীমের নিকটে কহিলে তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে অনেক ধন দান করিবেন, আমাদিগের এই সমস্ত অসার ও শুষ্ক মাংসে প্রয়োজন কি ?" ব্যাধেরা এইরূপ পরামর্শ-পূর্ব্বক ধনলোভে আহ্লাদিত হইয়া মাংসভার পরিত্যাগ করত পাণ্ডবদিগের শিবিরাভিমুখে যাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এদিকে বিজয়ি-পাণ্ডবেরা সমরাঙ্গনে দুর্য্যোধনকে অনুপস্থিত দর্শনে সেই পাপাত্মার প্রবঞ্চনার পারে উত্তীর্ণ হইবার মানসে তাঁহার অন্বেষণ জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা তন্ন তন্ন করিয়া সকল স্থান অন্বেষণ-পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া "দুর্য্যোধন অনুদ্দিষ্ট হইয়াছেন" ধর্ম্মরাজের নিকটে সকলেই এই কথা নিবেদন করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা চারগণের এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে বিভো! পাণ্ডবেরা এইরূপ দীনভাবে অবস্থিত থাকিলে কিয়ৎকাল বিলম্বে ব্যাধগণ দুর্য্যোধনকে দেখিয়া সত্বর শিবিরের নিকটে আসিল এবং ভীমসেনের সমক্ষে দ্বারবানেরা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেও তাহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে ব্যাধেরা মহাবল ভীমসেনের নিকটস্থ হইয়া যাহা ঘটিয়াছিল ও যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তৎসমুদয় নিবেদন করিল। হে মহারাজ! শক্রতাপন বৃকোদর তাহাদিগকে বহু ধন দান করিয়া ধর্ম্মরাজকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যাহার নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন, সেই দুর্য্যোধন আমার ব্যাধগণ-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত হইয়াছে, সে এক্ষণে জলস্তম্ভন করিয়া সলিল-মধ্যে শয়ান রহিয়াছে," হে মহারাজ! অজাতশত্রু কুন্তীনন্দন, ভীমসেনের এই প্রিয়বাক্য শ্রবণে সহোদরগণের সহিত অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন হ্রদের নীরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তিনি জনার্দ্দনকে অগ্রসর করিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় গমনার্থ যাত্রা করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, প্রমুদিত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ঘোরতর কিলকিলা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়েরা উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোট করত দ্বৈপায়ন হ্রদের নিকটে গমন করিলেন।

"যে পাপাত্মা দুর্য্যোধন রণ-মধ্যে বারম্বার দৃষ্ট হইত, এক্ষণে সে লুক্কায়িত থাকিয়াও পরিজ্ঞাত হইল," সোমক-সৈন্যেরা আনন্দিত-চিত্তে চতুর্দ্দিকে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! তাহাদিগের শীঘ্রগামী বেগবান্ রথ সকলের গগনস্পর্শী তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎকালে

সকলে শ্রান্তবাহন হইয়াও দুর্য্যোধনের দর্শনার্থ যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, মহারথ সাত্যকি, পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র ও অবশিষ্ট পাঞ্চাল-সৈন্যগণ এবং অশ্বি, গজি ও শত সহস্র পদাতিকেরাও যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্গামী হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, আপনকার পুত্র অতি অদ্ভুত বিধি অনুসারে দৈবযোগে মায়া-দ্বারা জলস্তম্ভন করিয়া যেস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, প্রবল প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ সেই সুনির্ম্মল ও শীতলসলিল-সম্পন্ন দ্বিতীয় সাগর সম সুবিখ্যাত দ্বৈপায়ন-হ্রদের সন্নিহিত হইলেন। হে নরনাথ! জনাধিপ দুর্য্যোধন গদা হস্তে তোয়রাশি-মধ্যে মনুষ্যমাত্রেরই অদৃশ্য হইয়া শয়ান রহিলেন। অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন সলিল-মধ্যে বাস করত জলদশব্দসদৃশ এক তুমুল ধ্বনি শ্রবণ করিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির নিজ সহোদরগণের সহিত আপনকার পুত্রের বধের নিমিত্ত ঘোরতর শঙ্খশব্দ ও রথনেমি নিনাদ-দ্বারা প্রভূত ধূলি সমাচ্ছন্ন গগণতল ও ভূমণ্ডল কম্পিত করত সেই হ্রদের নিকটে আগমন করিলেন। মহারথ অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য যৌধিষ্ঠির-সৈন্যের শব্দ শুনিয়া রাজাকে এই কথা বলিলেন, মহারাজ! জয়চিহ্নধারী পাণ্ডবেরা প্রসন্ন হইয়া এই স্থানেই আসিতেছে, অতএব আপনি আমাদিগকে অনুজ্ঞা করুন, আমরা স্থানান্তরে গমন করি। দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের এই কথা শ্রবণে গমনে অনুমতি করিয়া মায়াবলে সেই হ্রদকে স্তম্ভিত করিলেন। কৃপ-প্রভৃতি নিতান্ত শোকপরায়ণ মহারথেরা নৃপতির অনুমতি পাইয়া তথা হইতে দূরে গমন করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে দূরপথ গমনে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করত নৃপতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। "মহাবল দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ করিয়া রহিয়াছেন, পাণ্ডবেরাও যুদ্ধ করিবার মানসে সেই স্থানে আসিয়াছে, এক্ষণে কিরূপে যুদ্ধ হইবে, রাজারই বা কি দশা ঘটিবে, পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিবে!" হে মহারাজ! কৃপ-প্রভৃতি মহারথগণ এইরূপ চিন্তা করত অশ্ব সকলকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

হ্রদপ্রবেশে ত্রিংশৎ অধ্যায় ॥ ৩০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই তিন মহারথ প্রস্থান করিলে দুর্য্যোধন যে হ্রদে বাস করিতেছিলেন, পাণ্ডবেরা তথায় আগমন করিলেন। দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক স্তম্ভিত দ্বৈপায়নহ্রদের নিকটে আগমনপূর্ব্বক সেই জলাশয়কে দেখিয়া যুধিষ্ঠির, বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন, "দেখ, দুর্য্যোধন জলমধ্যে কেমন মায়া বিস্তার করিয়া আছে, অনায়াসে জলস্তম্ভ করিয়া শয়ান রহিয়াছে, অতএব উহার মনুষ্য হইতে ভয় নাই, এক্ষণে দৈবীমায়া অবলম্বন করিয়া বারিগর্ভে বসতি করিতেছে। স্বভাবত কাপট্য-পটু দুর্য্যোধন জীবমান থাকিতে আমার নিকটে পরিত্রাণ পাইবে না। হে মাধব! বজ্রধারী দেবরাজ স্বয়ং সমরে আসিয়া যদি উহার সহায়তা করেন, তথাপি তাবৎ লোকে উহাকে হত হইতে দেখিবে।" বাসুদেব কহিলেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! মায়াবি দুর্য্যোধনের এই মায়াকে মায়া-দ্বারা বিনাশ করুন, মায়াবীকে মায়া-দ্বারাই বধ করিতে হয়, ইহা যথার্থ কথা। আপনি বহুবিধ প্রতীকার উপায়-দ্বারা জলমধ্যে মায়া প্রয়োগ-পূর্ব্বক মায়াবি সুযোধনকে সংহার করুন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, মায়া ও ইন্দ্রজাল-প্রভৃতি উপায়-দ্বারা ইন্দ্র, দৈত্য ও দানবগণকে নিধন করিয়াছেন; মহাত্মা বামনদেবও ঐরূপ উপায়-দ্বারা বলিরাজকে বদ্ধ করিতে পারগ হইয়াছেন। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নামক মহাসুর-দ্বয় কেবল ক্রিয়ার উপায়-দ্বারা নিহত হইয়াছিল। এইরূপ

বৃত্রাসুরও যে, ক্রিয়া-দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। পুলস্ত্য-বংশীয় রাবণনামা রাক্ষস সপরিবারে রামের ক্রিয়াকৌশলে নিহত হইয়াছিল, অতএব মহারাজ! আপনিও তাদৃশ বিক্রম প্রকাশ করুন। পুরাকালে ক্রিয়াকৌশল-দ্বারা মহাবল বিপ্রচিত্ত ও তারক নামক মহাসুর নিহত হইয়াছিল, এইরূপে ইল্বল, বাতাপি, ত্রিশিরা, সুন্দ, উপসুন্দ-প্রভৃতি দৈত্যেরা কেবল ক্রিয়াকৌশলে নিহত হইয়াছে। ক্রিয়োপায়বলে দেবরাজ স্বর্গলোকে আধিপত্য করিতেছেন। হে মহারাজ! ক্রিয়াই বলবতী তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই বলবৎ নহে। দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও অনেকানেক মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপালেরাও ক্রিয়াকৌশলে নিহত হইয়াছে, সুতরাং আপনি সেইরূপ আচরণ করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! সংশিতব্রত কুন্তী-তনয় যুধিষ্ঠির, বাসুদেব-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া হাস্য করত জলমধ্যবর্ত্তি আপনকার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "হে সুযোধন! তুমি জলাশয়ে বাস করিবার জন্য কেন এরূপ উদ্যোগ করিয়াছ? তুমি সমুদয় ক্ষত্রিয়কুল ও নিজবংশ ধ্বংস করিয়া পরিশেষে আপন জীবন-রক্ষার মানসে জলাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে? হে নরেশ্বর! সত্বর হইয়া গাত্রোত্থান কর এবং আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও। হে নরবর! তোমার সেই দর্প সেই দুর্দ্ধর অভিমান এখন কোথায় গেল, তুমি ভীত হইয়া জলস্তম্ভন করিয়া অবস্থিত রহিলে? সভামধ্যে সকল লোকে তোমাকে শূর বলিয়া থাকে, সম্প্রতি সলিলে শয়ন করাতে বুঝিলাম তোমার সেই শৌর্য্য ব্যর্থ হইল। রাজন্! গাত্রোত্থান করিয়া যুদ্ধ কর, তুমি সদ্বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়, বিশেষত কুরুকুলে তোমার জন্ম হইয়াছে, অতএব এক্ষণে একবার তোমার কুলমর্য্যাদা স্মরণ করা উচিত। কৌরব-বংশে আপনার জন্ম বলিয়া প্রশংসা করত যুদ্ধ হইতে ভীত হইয়া জল-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক কেন অবস্থান করিতেছ। হে রাজন্! বিনাযুদ্ধে অবস্থান করা সনাতন ধর্ম্ম নহে। সাধুগণের অনাচরিত সময়ে পলায়ন নরকের কারণ, তুমি সংগ্রামের পারে উত্তীর্ণ না হইয়া কিজন্য জীবনধারণে কামনা করিয়াছ। এই সমস্ত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, মাতুল, বয়স্য ও বন্ধুবান্ধবদিগকে ঘাতিত করিয়া ও পতিত দেখিয়া তুমি কিরূপে এক্ষণে হ্রদমধ্যে স্থির হইয়া রহিয়াছ। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি তাবৎলোকের নিকটে যে আপনাকে শূর বলিয়া গর্ব্ব করিতে, সে তোমার মিথ্যা গর্ব্ব, তুমি কখনই শূর নও, শূরব্যক্তিরা প্রাণ থাকিতে কদাপি শত্রুকে দেখিয়া পলায়ন করে না। হে শূর! তুমি যেরূপ ধৈর্য্য-দ্বারা সমর পরিত্যাগ করিলে তাহা বল, এবং গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আত্মভয় পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর। হে সুযোধন! সহোদর ও সৈন্যসমুদয়কে ঘাতিত করিয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্মকামনায় এক্ষণে ত্বাদৃশ ব্যক্তির নিজ জীবন রক্ষণে প্রয়াস করা উচিত নহে। তুমি যে পূর্ব্বে কর্ণ ও সুবলসুত শকুনিকে আশ্রয় করিয়া মোহবশত আপনাকে অজর অমর জ্ঞান করত জানিতে পার নাই, সেই সুমহৎ পাপ-ভোগ করিয়া সম্প্রতি যুদ্ধ কর। ত্বাদৃশ ব্যক্তি, মোহবশত কেন পলায়ন করিতে অভিলাষী হয়। হে সুযোধন! তোমার সেই পৌরুষ, সেই অভিমান, সেই বিক্রম, সেই সুমহৎ বজ্রের ন্যায় গর্জ্জিত এবং সেই কৃতাস্ত্রতা কোথায় গেল? তুমি জলাশয়ে শয়ন করিলে? হে ভারত! এখন তুমি গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর, তুমি আমাদিগকে পরাজিত করিয়া পৃথিবী শাসন করিতে থাক, অথবা আমাদিগ-কর্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন কর। বিধাতা তোমার নিমিত্ত এই পরম ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব মহারাজ! তুমি তাহা যথার্থরূপে প্রতিপালন কর, রাজা হও।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধীমান্ ধর্ম্মনন্দন আপনকার পুত্রকে এবম্বিধ বাক্য বলিলে, তিনি সলিল-

মধ্যে থাকিয়াই এইরূপ উত্তর করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন বলিলেন, "মহারাজ! প্রাণিমাত্রেরই অন্তঃকরণে যে ভয় প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে; আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করি নাই। আমি রথহীন এবং তূণ বিহীন হইলাম, আমার পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথি নিহত হইল, সুতরাং আমি সমর-মধ্যে একাকী ও নিঃসহায় হইয়া আশ্বাস কামনা করিলাম, হে মহারাজ! আমি প্রাণের জন্য কি ভয়বশত অথবা বিষাদ-হেতু এই জলে প্রবিষ্ট হই নাই, কেবল শ্রম বশত এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে কুন্তী-কুমার! সম্প্রতি তুমি আশ্বাসিত হও এবং তোমার অনুগত জনেরাও আশ্বাস লাভ করুক্, আমি উত্থিত হইয়া তোমাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সুযোধন! আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি এবং বহুক্ষণ তোমাকে অন্বেষণ করিতেছি, অতএব এক্ষণে তুমি উত্থান কর এবং এই স্থানেই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও। তুমি সমরে আমাদিগকে নিহত করিয়া সাম্রাজ্য সম্ভোগ কর, অথবা সমরে আমাদিগ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও।"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "হে জনেশ্বর! আমি যে সমস্ত কৌরবদিগের নিমিত্তে রাজ্য লইতে ইচ্ছা করিব, আমার সেই সকল সহোদরেরা নিহত হইয়াছে। পৃথিবী রত্নহীনা ও হতক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণা হইয়াছে, অতএব আমি আর বিধবা যোষিতের ন্যায় ঈদৃশী মহীকে ভোগ করিতে উৎসাহ করি না। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! অদ্যাপি আমি পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া তোমাকে জয় করিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু, এক্ষণে যে আর যুদ্ধে কোন প্রয়োজন আছে ইহা আমার বোধ হয় না। দ্রোণ ও কর্ণ নিহত এবং পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যাগত হওয়ায় এই শূন্যপ্রায় পৃথিবী সম্প্রতি তোমারই হউক। তাদৃশ সুহৃৎ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে নিহত করিয়া সহায়হীন হইয়া কোন্ রাজা রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছা করে? তোমরা রাজ্য হরণ করিলে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকে? আমি অজিন বসন পরিধান করিয়া বন গমন করিব, আমার আত্মীয় স্বজনগণ হত হওয়াতে রাজ্যভোগে কিছুমাত্র রতি নাই। এই পৃথিবীতে অনেকানেক বন্ধুবান্ধব ও তুরঙ্গ মাতঙ্গ সকল হত হইল, এক্ষণে এই পৃথিবী তোমার, তুমি বিজ্বর হইয়া ইহাকে ভোগ কর। অদ্য আমি মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া বনেই গমন করিব, সহায়হীন হওয়ায় আমার জীবনে আর স্পৃহা নাই। হে রাজেন্দ্র! যাও, এক্ষণে তুমি এই যোধহীন রত্নবিহীন খনিবপ্র-সমন্বিত নিরীশ্বরা বসুন্ধরা যথাসুখে ভোগ কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির এই সমস্ত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জলমধ্যস্থ আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "হে সুযোধন! তুমি আর্ত্তব্যক্তির প্রলাপোক্তির ন্যায় জলস্থ হইয়া কথা কহিও না, পক্ষীর ধ্বনির মত এই সকল কথা আমার মনে সংলগ্ন হইতেছে না। যদিও তুমি দান করিতে সমর্থ হও, তথাপি আমি তোমার দত্ত অবনী শাসন করিতে কামনা করি না। তোমার দত্ত এই মহীকে আমি অধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ করিব না। ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ করা ধর্ম্মরূপে উক্ত হয় নাই। আমি তোমার দত্ত সমস্ত অবনীমণ্ডল লাভ করিতে অভিলাষী নহি, আমি তোমাকে যুদ্ধে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া এই বসুধারাজ্য ভোগ করিব। আর তুমি স্বয়ং অনীশ্বর হইয়া কি প্রকারেই বা পৃথিবী দানে ইচ্ছা করিতেছ? যখন আমরা কুলের বিনাশ-শান্তি জন্য ধর্ম্মত এই পৃথিবী প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তুমি কেন ইহা দান কর নাই। প্রথমত মহাবল বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণে তাহা দান করিতে অভিলাষী হইয়াছ এ তোমার কিরূপ চিত্তবিভ্রম! হে কৌরবনন্দন! অদ্য মহী দান করিতে তোমার প্রভুত্ব নাই, যেহেতু অভিযুক্ত

হইয়া কোন্ রাজা মেদিনী দান করিতে কামনা করিয়া থাকে? আর যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বল-পূর্ব্বক যাহাদিগকে ছেদন করিতে ইচ্ছু ছিল, সে এক্ষণে কি প্রকারে তাহাদিগকেই রাজ্য দান করিতে অভিলাষ করে? এক্ষণে তুমি আমাকে সংগ্রামে জয় করিয়া এই পৃথিবী পালন কর। হে নৃপবর! সূচীর অগ্রভাগ-দ্বারা যে ভূমি আচ্ছাদিত হয়, তাবন্মাত্র দান করিতে তুমি পূর্ব্বে স্বীকার কর নাই, এক্ষণে কি প্রকারে সমুদয় ভূমণ্ডল প্রদান করিবে? তুমিই পূর্ব্বে সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমি ত্যাগ কর নাই, এক্ষণে সমুদয় ক্ষিতিমণ্ডল কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতেছ। এই প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবী শাসন করত কোন্ মূঢ়ব্যক্তি শত্রুকে বসুন্ধরা দান করিতে উদ্যুক্ত হয়। হে সুযোধন! তুমি কেবল মূর্খতা-বশত বিমূঢ় হইয়া এই সমুদয় বুঝিতে পার নাই। এক্ষণে পৃথিবী প্রদান করিতে কামনা করিয়াও জীবিত হইতে বিমুক্ত হইবে। যাহা হউক, সম্প্রতি তুমি আমাদিগকে পরাজিত করিয়া এই অখণ্ড-ভূমণ্ডল শাসন কর, অথবা আমাদিগের-দ্বারা নিহত হইয়া পরম মনোহর লোকসকলে বাস করিতে গমন কর। হে রাজন্! তোমার জীবন আমাতে এবং আমার জীবন তোমাতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিবে এবং আমাদিগের বিজয় বিষয়ে তাবৎলোকেরই মনোমধ্যে সংশয় হইবে। হে তুচ্ছপ্রজ্ঞ! সম্প্রতি তোমার জীবিত আমাতে স্থিতি করিতেছে, আমি অনায়াসে জীবিত থাকিব, কিন্তু, তুমি কোন প্রকারেই জীবিত থাকিতে পারিবে না। তুমি আমাদিগকে অগ্নিদাহে দগ্ধ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলে, সর্পবিষ ভক্ষণ করাইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করাইতেও ত্রুটি কর নাই। তুমি রাজ্য হরণ করত আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলে, অপ্রিয়-গণের দুর্ব্বাক্য-দ্বারা ও দ্রৌপদীকে আকর্ষণ-দ্বারা নিজ মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছিলে? হে পাপাত্মন্! এই সমস্ত কারণ-বশত তুমি জীবিত থাকিতে পারিবে না। সম্প্রতি উত্থিত হও, আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর, তাহা তোমার পক্ষে শ্রেয় হইবে।”

হে মহারাজ! সেই স্থানে পাণ্ডবপক্ষীয় সেই সমস্ত বিজয়ি বীরগণ এইরূপ বিবিধ বাক্য পুনঃপুন কহিতে লাগিল।

দুর্য্যোধনভর্ৎসনে একত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩১॥

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্ব সমাপ্ত।

অথ গদাযুদ্ধ পর্ব্ব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন স্বভাবত মন্যুমান্ অতএব তৎকালে শত্রু-তাপন সেই বীর বিপক্ষদিগের এরূপ তর্জ্জন শুনিয়া কি প্রকার হইল? পূর্ব্বে সে কখন কাহারও তর্জ্জন শ্রবণ করে নাই। রাজভাবে সর্ব্বলোকের নিকটেই মান্য হইয়াছিল, যাহার ছত্রের ছায়া প্রভাকরের স্বীয় প্রভা-সদৃশী, সে অভিমান বশত কি প্রকারে এই সমস্ত খেদহেতু বাক্য সহ্য করিল? হে সঞ্জয়! তুমিত দেখিতেছ, যাহার প্রসাদে এই ম্লেচ্ছ ও বন্যজন সহ সমস্ত পৃথিবী বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, সে পাণ্ডুপুত্রগণ-কর্ত্তৃক তর্জ্জ্যমান বিশেষত নিজভৃত্যবর্গ-বিহীন ও নিতান্ত নির্জ্জনে বিপক্ষগণে আবৃত থাকিয়া বারম্বার তাহাদিগের এই সমস্ত জয়যুক্ত কটু বাক্য শ্রবণে পাণ্ডবগণকে কি বলিল? হে সঞ্জয়! তাহাই তুমি আমার নিকট প্রকাশ কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন জলমধ্যে থাকিয়া যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের তর্জ্জন গর্জ্জন এবং কটু-বাক্য সকল শ্রবণে তৎকালে বিষমস্থ হইয়া পড়িলেন, কি করেন, সলিলে থাকিয়াই পুনঃপুন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পরিশেষে সলিলান্তর্গত থাকিয়াই যুদ্ধার্থ মনোনিবেশ করিলেন এবং করদ্বয় কম্পন করত ধর্ম্মরাজকে সম্বোধিয়া কহিলেন,

হে পাণ্ডবগণ! এক্ষণে তোমরা সকলে নিজসুহৃদ্বন্ধু ও রথবাহনে পরিবৃত আছ, আর আমি একাকী, তাহাতে বিরথ ও হতবাহন হইয়া অতিশয় দুঃখিত রহিয়াছি, তুমি অনেকানেক অস্ত্রধারি রথিগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছ, আমি একাকী ও অস্ত্রহীন অতএব পদাতি হইয়া কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে উৎসাহবান্ হই। হে যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলে একে একে আমার সহিত যুদ্ধ কর, সংগ্রামে একের সহিত এককালে বহু বীরের যুদ্ধ করা ন্যায়ানুগত নহে। বিশেষত আমি কবচ-বিহীন, শ্রান্ত ও আপদ্‌গ্রস্থ হইয়াছি, আর আমার সর্ব্ব-শরীর অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত, সৈন্য ও বাহন সকল নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছে। আমি তোমা হইতে কি বৃকোদর, কি ধনঞ্জয়, কি বাসুদেব, কি পাঞ্চাল সকল, কি নকুল, সহদেব, কি যুযুধান, কি তোমার অন্যান্য সৈনিকগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় করি না, আমি একাকী ক্রুদ্ধ হইলে যুদ্ধস্থলে তোমাদিগের তাবৎকে নিবারিত করিয়া রাখিতে পারি। হে নরাধিপ! সাধুমনুষ্যগণের কীর্ত্তিধর্ম্মমূলা হইয়া থাকে, অতএব আমি এক্ষণে সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি প্রতিপালন-পূর্ব্বক এইরূপ কহিতেছি। যেমন সম্বৎসর, অনুক্রমে হেমন্তাদি তাবৎ ঋতুকে জয় করিয়া থাকে, তেমনি আমি উত্থিত হইয়া তোমাদিগের তাবতের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভ করিব। নিশাবসানে ভগবান্ সূর্য্য যেমন তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা নক্ষত্রনিকরকে নষ্ট করেন, তেমনি সম্প্রতি আমি রথহীন ও অস্ত্রবিহীন থাকিয়াও অশ্বরথ-সমন্বিত তোমাদিগের সকলকে নিজ তেজোরাশি-দ্বারা বিনাশ করিব, অতএব হে পাণ্ডবগণ! স্থির হও, অদ্য আমি যশস্বি ক্ষত্রিয়গণের নিকটে অঋণী হইব। অদ্য ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাকে নিহত করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মহাবীর জয়দ্রথ, ভগদত্ত, সোমদত্ত, মদ্রাধিপতি শল্য, ভূরিশ্রবা, সুবলসন্তান শকুনি এবং পুত্র, মিত্র, সুহৃদ্বন্ধু ও সহোদর সকলের ঋণ পরিশোধ করিব।” হে মহারাজ! নরাধিপ দুর্য্যোধন এতাবৎ কথা কহিয়া বিরত হইলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “মহাবাহো সুযোধন! ভাগ্যক্রমে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে জ্ঞানবান্ হইতেছ এবং ভাগ্যক্রমেই তোমার বুদ্ধিবৃত্তি যুদ্ধার্থই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভাগ্যক্রমে তুমি শূর হইয়া সমর করিতে উৎসুক হইয়াছ, যেহেতু তুমি একাকী আমাদিগের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছ; একাকী একের সহিত মিলিত হইয়াই যুদ্ধ করা যদি তোমার সম্মত হইল, তবে তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, আমরা সকলে তোমার যুদ্ধে দর্শকরূপে দণ্ডায়মান রহিলাম। হে বীর! যাহা তোমার অভিলষিত, পুনরায় আমি তাহাই দান করিতেছি, তুমি আমাদিগের এক জনকে হত করিয়া রাজা হও, অথবা স্বয়ং আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর।”

দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে মহারাজ! এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই যদি স্থির হইল, তবে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে কোন বীরকে প্রদান কর, এবং সমুদয় অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে গদাই আমার অভিমত, অতএব তাহাই আমি ধারণ করিয়াছি। তোমাদিগের মধ্যে যে আমাকে হত করিতে সমর্থ হইবে একপ বোধ কর, সেই ব্যক্তিই সমরস্থলে পদাতি হইয়া গদা-দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুন্। পদে পদে বিচিত্র রথযুদ্ধসকল হইয়াগিয়াছে, অদ্য এই এক প্রকার সুমহৎ অদ্ভুত গদা-যুদ্ধ হউক। মানবগণ মধ্যে মধ্যে যেমন খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করে, তেমনি তোমার অভিমতানুসারে যুদ্ধের ও বিপর্য্যাস হউক।

হে মহাবাহো! অদ্য পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও তোমার আর আর যে সকল সৈনিক আছে, তাহাদিগের ও তোমার সহোদরদিগের সহিত এককালে গদাযুদ্ধে তোমাকে আমি পরাজিত করিব। হে যুধিষ্ঠির!

এবিষয়ে দেবরাজ হইতেও আমি ভয় করি না। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে গান্ধারীনন্দন সুযোধন! গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর, তুমি বলবান্ অতএব একাকী একের সহিত সঙ্গত হইয়া গদা লইয়া আমার সহিত সমর করিতে প্রবৃত্ত হও। তুমি পুরুষের কার্য্য কর, সমাহিত হইয়া সংগ্রাম কর, অদ্য যদি ইন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তোমার আশ্রয় হয়েন, তথাপি তোমার জীবন রক্ষা হইবে না।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সলিল মধ্যে অবস্থিত আপনার পুত্র সেই নরবর বারম্বার বিপক্ষবাক্য-রূপকশা-দ্বারা ব্যথিত হইয়া গর্ত্তস্থিত মহানাগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করিতে অশক্ত হয়, তেমনি এই সমস্ত বাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই বীর তৎক্ষণাৎ অতি বেগে সলিলরাশি সংক্ষুব্ধ করিয়া কাঞ্চন-নির্ম্মিত অঙ্গদ-বিভূষিতা শৈলসারময়ী এক গুর্ব্বী গদা ধারণ-পূর্ব্বক নাগেন্দ্রের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে জলমধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। আপনার সেই সন্তান, স্তম্ভিত তোয়রাশি ভেদ করিয়া লৌহময়ী গদা স্কন্ধে ধারণ-পূর্ব্বক প্রতপনকারী তপনের ন্যায় উত্থিত হইলেন। আপনার সেই মহাবল বুদ্ধিমান-তনয় কণক-পরিষ্কৃত শৈক্যদেশীয় লৌহ-নির্ম্মিত গুরুতর গদা ধারণ করিয়া তৎকালে প্রতাপশালী তপনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রজাগণের প্রতি সম্যক্ ক্রুদ্ধ শূলপাণির ন্যায় অবস্থিত সশৃঙ্গশৈলসম সেই গদাহস্ত শত্রুদমন মহাবাহু দুর্য্যোধনকে সেই সলিল হইতে উত্তীর্ণ দেখিয়া সকলেই দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় জ্ঞান করিল। পাঞ্চাল সকল আপনার সেই লোকনাথ পুত্রকে বজ্রহস্ত ইন্দ্র এবং শূলহস্ত হরের ন্যায় দর্শন করিল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে উত্তীর্ণ দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে হৃষ্ট হইল এবং তাহারা সকলেই করতালি প্রদান করিতে লাগিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাহা উপহাস জ্ঞান করিয়া ক্রুদ্ধ এবং পাণ্ডবগণকে যেন দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া নয়নদ্বয় উত্তোলন-পূর্ব্বক ত্রিশিখা-সমন্বিত ভ্রুকুটী বিস্তার ও ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া কেশবসহ পাণ্ডবগণকে কহিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! তোমরা সকলে এই উপহাসের ফল অবশ্য ভোগ করিবে এবং সদ্যই পাঞ্চালগণের সহিত হত হইয়া যমনিলয়ে গমন করিবে।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র সেই রুধির-মিশ্রিত জলরাশি-মধ্য হইতে উত্থিত ও গদাহস্ত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই শোণিতাক্ত-পুরুষের সলিল-সমুক্ষিত শরীর তৎকালে স্যন্দনশীল শৈলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবেরা সেই বীরকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া উদ্যত-হস্ত ক্রুদ্ধ কৃতান্ত-কিঙ্করের ন্যায় জ্ঞান করিলেন। অনন্তর, মেঘসম গর্জ্জনকারী সেই বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন হর্ষ-বশত নর্দ্দনশীল বৃষভের ন্যায়, নিনাদ করত সমরস্থলে গদা-দ্বারাই পার্থগণকে আহ্বান করিলেন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলে একে একে আমার নিকটে আইস, রণস্থলে এক বীরকে অনেকের সহিত যুদ্ধ করান ন্যায়ানুগত নহে। আমি বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, বিশেষত বহুক্ষণ জল-মধ্যে থাকিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছি, আমার সর্ব্ব-শরীর অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, বাহন এবং সৈনিক সকল হত হইয়াছে, তথাপি আমি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ বিহীন এবং বর্ম্ম ও শস্ত্র বর্জ্জিত হইয়া একাকী সংগ্রাম করি, আকাশে দেবতারা দর্শন করুন। আমি তোমাদিগের সকলের সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিব, ইহা যুক্তিযুক্তই হউক বা অযুক্তই হউক তুমিই বিলক্ষণরূপে জানিতেছ।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে সুযোধন! যখন বহু মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়াছিল, তখন তোমার এইরূপ জ্ঞান হয় নাই কেন? ক্ষত্রধর্ম্ম অতিশয় ক্রূর, নিরপেক্ষ এবং নিতান্ত নির্ঘৃণ, অন্যথা তাদৃশাবস্থ অভিমন্যুকে অনেকে কেন নি-

হত করিলে, তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ, শূর ও ন্যায়-যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ। কথিত আছে যে, 'যাহারা ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করে, তাহাদিগের ইন্দ্রলোকে গতি হয়' যদ্যপি 'বহু লোকে এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিবে না' ইহাই তোমাদিগের ধর্ম্ম হইল, তবে তোমার অভিমতানুসারে অনেক মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুকে কেন নিহত করিল? প্রাণিগণ মহাকষ্টে পতিত হইলেই ধর্ম্ম দর্শন করিয়া থাকে, আর পদস্থ থাকিলে পরলোকের দ্বার আচ্ছাদিত জ্ঞান করে। হে ভারত! হে বীর! এক্ষণে কবচ পরিধান ও কেশ বন্ধন কর, তোমার আর যেকোন অভাব আছে তাহাও গ্রহণ কর। হে বীর! আমি পুনরায় তোমাকে আরও এই এক অভিলষিত বিষয় প্রদান করিতেছি যে, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাহার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে হত করিয়া তুমি রাজা হও, অথবা তৎকর্ত্তৃক হত হইয়া স্বর্গলোক লাভ কর। হে বীর! এই যুদ্ধে তোমার প্রাণদান ব্যতীত আর কি প্রিয়-কার্য্য করিব।"

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কাঞ্চনময় কবচ এবং সুবর্ণ-পরিষ্কৃত বিচিত্র এক শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিলেন। হে নরনাথ! তৎকালে আপনার পুত্র শুভ সুবর্ণ বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া স্বর্ণ-শৈলের ন্যায় শোভিত হইলেন। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপে সমরের সম্মুখে বদ্ধকবচ, সগদ ও সুসজ্জ হইয়া পাণ্ডবগণকে বলিলেন, 'হে ভরতশ্রেষ্ঠ সকল! তোমাদিগের ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক ব্যক্তি গদা-দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুক। সহদেব, ভীম, নকুল, ধনঞ্জয়, অথবা তোমারই সহিত অদ্য গদাযুদ্ধ করিব, আমি সমরাঙ্গনে সংগ্রাম করিয়া অবশ্যই জয়ী হইব, হে নরবর! অদ্য আমি এই হেমপট্টনিবদ্ধ গদা-দ্বারা সুদুর্গম বৈরের অন্তে উত্তীর্ণ হইব। আমি বিবেচনা করি, গদাযুদ্ধে আমার সদৃশ আর কেহই নাই, অতএব তোমাদিগের মধ্যে সমাগত সকলকেই গদা-দ্বারা নিহত করিব। 'আমার সহিত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে কেহই সমর্থ নহে' এরূপ গর্ব্বোদ্ধত বাক্য আপন মুখে ব্যক্ত করা যদিও যুক্তিসিদ্ধ নহে, তথাপি তোমাদিগের সম্মুখে ইহাই সফল করিব। এই মুহূর্ত্ত মধ্যেই এই বাক্য সত্য বা মিথ্যা হইবে, যাহা হউক, অদ্য আমার সহিত যে, যুদ্ধ করিবে এক্ষণে সে, গদা গ্রহণ করুক্।

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন সংবাদে দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন বারম্বার এই প্রকার গর্জ্জন করিতে থাকিলে বাসুদেব ক্রোধাক্রান্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন যে, হে ধর্ম্মরাজ! যদ্যপি এই দুর্য্যোধন যুদ্ধে আপনাকে অথবা অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে প্রার্থনা করে, তবেইত অনর্থ ঘটিবে, আপনার এ কি প্রকার সাহস যে, 'তুমি এক জনকে নিহত করিয়া কুরুগণ মধ্যে রাজা হও' আপনি এরূপ কথা বলিলেন! দুর্য্যোধন ভীমসেনের জিঘাংসার্থ এই ত্রয়োদশবর্ষ-কাল কেবল এক লৌহময় পুরুষে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়াছিল। অতএব আমাদিগের-দ্বারা যে, কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? হে নৃপবর! আপনি কেবল কারুণ্য-বশতঃ এ প্রকার সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, পৃথানন্দন বৃকোদর ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই সমরে প্রতিযোদ্ধা দেখিতেছি না, কিন্তু তিনিও গদাযুদ্ধ বিশেষরূপে অভ্যাস করেন নাই। পূর্ব্বে শকুনি ও আপনার যেরূপ বিষম দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছিল, মহারাজ! এক্ষণে পুনরায় তদ্রূপ বিষম ক্রীড়া আরম্ভ হইল। মহারাজ! ভীমসেন বলবান্ এবং দুর্য্যোধন কৃতী ও সামর্থ্য-শালী, কিন্তু বলবান ও কৃতীর মধ্যে কৃতী ব্যক্তিই বিশিষ্ট। এক্ষণে আমাদিগের সেই শত্রুকে আপনি সমপথে নিবেশিত করিয়া আপনাকে বিষম

পথে স্থাপিত করিলেন, অতএব আমরা সঙ্কটে পতিত হইলাম; এমন লোক কে আছে যে একাকী সমুদয় শত্রুকে জয় করিয়া উপস্থিত রাজ্য হারাইয়া বসে, আমি লোক-সমাজে তাদৃশ মনুষ্য দেখিতেছি না যে, রণাঙ্গনে দুর্য্যোধনকে জয় করিতে পারে, অন্য কথা দূরে থাকুক্, দুর্য্যোধন গদাহস্ত হইলে অমরগণেও তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না। আপনি, কি ভীমসেন, কি অর্জ্জুন, কি নকুল, সহদেব; কেহই ন্যায়যুদ্ধ অনুসারে সেই কৃতী সুযোধনকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব মহারাজ! আপনি এই শত্রুকে গদাযুদ্ধ করিতে কেন আহ্বান করিলেন এবং 'আমাদিগের এক ব্যক্তিকে নিহত করিয়া রাজা হও' এ কথাইবা কেন বলিলেন? বৃকোদরও যে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতেও আমাদিগের সংশয় আছে, যেহেতু এই মহাবল সুযোধন ন্যায়ানুসারে যুদ্ধকারি-গণের মধ্যে বিলক্ষণ কৃতী। 'আমাদিগের এক জনকে নিহত করিয়া পুনরায় তুমি রাজা হও' আপনি যখন এই কথা বলিয়াছেন, তখন বুঝিলাম পাণ্ডুরাজের ও কুন্তীর সন্তানেরা কোন কালেই রাজ্য ভোগ করিতে পারিল না, বিধাতা কেবল ইহাদিগকে চিরকালই বনবাস ও ভিক্ষা করিবার জন্য সৃজন করিয়াছেন।

ভীমসেন কহিলেন, হে যদুনন্দন মধুসূদন! তুমি বিষণ্ণ হইও না, অদ্য আমি নিতান্ত দুর্গম বৈর-সাগরের পারে গমন করিব, সমরে সুযোধনকে সংহার করিব, সংশয় নাই। হে কৃষ্ণ! আমি ধর্ম্মরাজেরই নিশ্চয় বিজয় দেখিতেছি। হে মাধব! আমার এই গদা দুর্য্যোধনের গদাপেক্ষা অর্দ্ধাধিকগুণে গুরুতর, তাহার গদা কদাচ এরূপ নহে, অতএব তুমি ব্যথিত হইও না, আমি এই গদা-দ্বারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহবান্ হইতেছি, তোমরা সকলে আমার এই যুদ্ধে দর্শক হও। হে কৃষ্ণ! আমি নানা শস্ত্রধর অমরগণ সহ ত্রিলোকীর লোকের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ, দুর্য্যোধন ত অতি সামান্য।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভীমসেন এইরূপ কহিতে থাকিলে বাসুদেব তাঁহার বচন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করত বলিলেন, হে মহাবাহো! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে আশ্রয় করত বিপক্ষবিহীন হইয়া নিজ প্রদীপ্ত শ্রী প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই। তুমি এই মহারণে ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় সন্তানগণকে সংহার করিয়াছ, অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্র এবং নাগগণকে নিপাতিত করিয়াছ, হে পাণ্ডুনন্দন! কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য গান্ধার ও কৌরবগণ তোমারই মহাযুদ্ধে নিহত হইয়াছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া ধর্ম্মরাজকে সসাগরা ধরা প্রদান কর। পুরাকালে বিষ্ণু যেমন দানব-দলন করিয়া দেবরাজকে স্বর্গপুরী প্রদান করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ কর। পাপ দুর্য্যোধন সমরে তোমার সন্নিহিত হইলেই বিনষ্ট হইবে। তুমি উহার উরুদ্বয় ভঙ্গ করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। হে পার্থ! দুর্য্যোধন অতি বলবান্, কৃতী এবং নিয়ত যুদ্ধশৌণ্ড, অতএব অতি যত্নের সহিত তাহার সঙ্গে সংগ্রাম করিবে।

হে মহারাজ! অনন্তর, ধর্ম্মরাজ-প্রভৃতি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণ সকলেই ভীমসেনের সেই কথার প্রশংসা করিলেন। ভীমবল ভীমসেন তখন ভাস্করের ন্যায় তপনশীল ও সৃঞ্জয়সৈন্যে পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! অদ্য আমি পাপ দুর্য্যোধনের সহিত সমরস্থলে সঙ্গত হইয়া সংগ্রাম করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছি, সে নরাধম কখনই আমাকে রণে জয় করিতে পারিবে না। অর্জ্জুন খাণ্ডববনে অগ্নিকে যে প্রকার মুক্ত করিয়াছিলেন, অদ্য আমি সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধনের উপর আমার হৃদয়ের চিরনিহিত ক্রোধ পরিত্যাগ করিব। হে মহারাজ! আপনার হৃদয়-মধ্যে বহুকাল যে শল্য গাঢ়বিদ্ধ হইয়া আছে, অদ্য আমি

গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিব, অদ্য আপনি সুখী হউন। হে নিষ্পাপ! অদ্য আপনাকে কীর্ত্তিময়ীমালা পরিধান করাইব। অদ্য দুর্য্যোধন সাম্রাজ্য-সম্পত্তি ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অদ্য আমা-কর্ত্তৃক আপন পুত্রকে নিহত শুনিয়া শকুনির বুদ্ধি-জন্য অশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিবেন।” বীর্য্যবান্ ভীমসেন এই কথা কহিয়া গদা উদ্যত করত দেবরাজ যেমন বৃত্রাসুরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার অতি বীর্য্যবান্ পুত্র সেই আহ্বান অসহ্য জ্ঞান করত মত্ত মাতঙ্গ যেমন অপর দ্বিপের প্রতি ধাবমান হয়, তেমনি ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আপনার পুত্র গদা-হস্ত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইলে, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে শৃঙ্গবান্ কৈলাস-শৈলের ন্যায় দর্শন করিল। সেই মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্য্যোধনকে যুথহীন মাতঙ্গের ন্যায় একাকী দেখিয়া পাণ্ডবেরা পরমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। তখন দুর্য্যোধনের মনে না সম্ভ্রম, না ভয়, না গ্লানি, না ব্যথা কিছুই হইল না, তিনি কেবল সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর, ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিয়া কৈলাস-শৈলের সমান দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, “হে দুর্য্যোধন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তুমি আমাদিগের প্রতি যাহা আচরণ করিয়াছিলে এবং বারণাবতে যাহা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে সেই সকল দুষ্কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর। হে দুষ্টাত্মন্! রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে যে নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, শকুনির পরামর্শ অনুসারে পাশক্রীড়াতে যে ধর্ম্মরাজকে পরাজিত করিয়াছিলে এবং নিরপরাধে পাণ্ডবগণের প্রতি অন্যান্য যে সমস্ত পাপাচরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সকল পাপের সুমহৎ ফল প্রত্যক্ষ কর। আমাদিগের সকলের পিতামহ মহাযশস্বী ভরত-কুল-শ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব তোমার জন্য নিহত হইয়া শর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, আচার্য্য দ্রোণ, কর্ণ ও প্রতাপশালী শল্য তোমারই জন্য নিহত হইয়াছেন এবং এই সমস্ত বৈরের আদিকর্ত্তা শকুনি তোমারই জন্য সমরে নিহত হইয়াছে, তোমার মহাবীর সহোদর ও পুত্র সকল সৈনিকগণের সহিত হত হইয়াছে, সমরে অপরাঙ্মুখ সমস্ত নৃপতিগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা নিহত হইয়াছে। দ্রৌপদীর ক্লেশকারী পাপাচার প্রাতিকামীও নিহত হইয়াছে, কুলধ্বংস-কারী নরাধম একমাত্র তুমিই অবশিষ্ট রহিয়াছ, অদ্য আমি এই যুদ্ধে তোমাকেও গদা-ঘাতে নিপাতিত করিব সন্দেহ নাই। হে নৃপ! অদ্য আমি সমরে তোমার সমুদয় দর্প, বিপুল রাজ্যাশা এবং পাণ্ডবগণের প্রতি যে সমস্ত দুষ্কৃত করিয়াছিলে তৎসমুদয়ই বিনষ্ট করিব।”

দুর্য্যোধন কহিলেন, “হে বৃকোদর! বহুতর আত্ম-শ্লাঘায় প্রয়োজন কি? অদ্য আমার সহিত সংগ্রাম কর, এক্ষণেই আমি তোমার যুদ্ধ-শ্রদ্ধা বিদূরিত করিব। রে পাপ! আমি হিমালয়ের শিখর-সদৃশ মহতী গদা ধারণ করিয়া গদাযুদ্ধে অবস্থিত রহিয়াছি, তাহা কি তুমি দেখিতে পাও নাই। আমি গদা ধারণ-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে কোন্ শত্রু আমাকে জয় করিতে উৎসাহবান্ হয়? ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে হইলে দেবরাজ পুরন্দরও আমার যুদ্ধে অগ্রসর হয়েন না। তুমি আমার পূর্ব্বকার যে দুশ্চেষ্টিত-বিষয় কহিলে তৎসমুদয় তোমাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। আমি বল-পূর্ব্বক তোমাদিগকে অরণ্য-বাস করাইয়াছি এবং রূপ পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক পরগৃহে দাসত্ব করাইয়াছি। তোমাদিগেরও বান্ধবগণ হত হইয়াছে, অতএব আমাদের উভয়েরই পরিক্ষয়-তুল্য। সম্প্রতি যদিও আমার সমরে পতন হয়, তাহাও আমার শ্লাঘ্য, অথবা কালই তাহাতে কারণ। সমরাঙ্গনে ধর্ম্মত আমাকে জয় করে অদ্যাপি এরূপ কোন ব্যক্তিই বর্ত্তমান নাই। তোমরা যদি ছল-দ্বারা আমাকে জয় কর,

তবে অধর্ম্ম্য ও অপ্রশংসনীয় অকীর্ত্তিই নিশ্চয় থাকিবে। তোমরাও পশ্চাত্তাপ করিবে সন্দেহ নাই। অতএব হে কুন্তীকুমার! তুমি আর শরৎকালীন নির্জ্জল জলধরের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিও না। তোমার শরীরে যত বল আছে, অদ্য এই যুদ্ধে তৎসমুদয়ই প্রকাশ কর।”

হে মহারাজ! বিজয়াভিলাষি পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মানবগণ তলশব্দ-দ্বারা সেই মত্তমাতঙ্গসম নৃপতি দুর্য্যোধনকে পুনরায় আনন্দিত করিল। তৎকালে তথায় কুঞ্জরগণ বৃংহিত ধ্বনি ও হয় সকল বারম্বার হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং বিজয়াভিলাষি পাণ্ডবদিগের শস্ত্র-সমস্ত অতিশয় প্রদীপ্ত হইল।

ভীম দুর্য্যোধন বাক্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ
অধ্যায়॥ ৩৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমাপ্ত এবং মহানুভাব পাণ্ডবগণ উপবিষ্ট হইলে তালধ্বজ হলায়ুধ রাম, তাঁহার শিষ্য-দ্বয়ের উপস্থিত যুদ্ধের বিষয় শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। কেশব সহ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরম প্রীত ও অগ্রসর হইয়া পাদবন্দন-পূর্ব্বক যথাবিধানে পূজা করিলেন, এবং পূজা করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাকে সম্বোধিয়া এই কথা কহিলেন, হে রাম! সম্প্রতি নিজ-শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করুন।

হে মহারাজ! অনন্তর, বলদেব পাণ্ডবগণ সহ কৃষ্ণ ও গদাহস্ত কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন, “দ্বাচত্বারিংশৎ দিবস হইল আমি পুষ্যা-নক্ষত্রে যাত্রা করিয়া গৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়াছি, সম্প্রতি অদ্য শ্রবণা-নক্ষত্রে এস্থানে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হে মাধব! এক্ষণে শিষ্য-দ্বয়ের গদাযুদ্ধ দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছি।”

হে মহারাজ! বলদেব এই কথা কহিলে দুর্য্যোধন ও ভীমসেন উভয়েই গদাহস্ত হইয়া যুদ্ধভূমিমধ্যে আগমন করত বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির হলায়ুধকে আলিঙ্গন করিয়া যথাতথ্যরূপে স্বাগত ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে যশস্বি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, বলদেবকে অভিবাদন-পূর্ব্বক পরমপ্রীত-চিত্তে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ নকুল ও সহদেব এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহাবল বলদেবকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। হে নরনাথ! অনন্তর, বলবান্ ভীমসেন ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গদা উদ্যত করিয়া সেইরূপে বলরামকে পূজা করিলেন। এইরূপে নরাধিপগণ সকলেই তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা সম্মান করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! সম্প্রতি আপনি এই যুদ্ধ অবলোকন করুন। নৃপতিগণ মহানুভব রোহিণী-নন্দনকে এইরূপ কহিলে তিনি পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সকলকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন নৃপতিগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা সকলে সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অনাময় কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হলায়ুধ, মহানুভাব ক্ষত্রিয় সকলকে প্রতিপূজা করিয়া বয়ঃক্রম অনুসারে তাবৎকেই কুশল-সংযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিলেন, জনার্দ্দন ও সাত্যকিকে স্নেহসহকারে আলিঙ্গন ও তাঁহাদিগের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন দেবেশ ব্রহ্মাকে পূজা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারাও হর্ষযুক্ত হইয়া সেই গুরুকে যথাবিধানে পূজা করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, ধর্ম্মনন্দন, অরিন্দম রোহিণীনন্দনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, “হে রাম! আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের এই মহাযুদ্ধ অবলোকন করুন।” অনন্তর, মহাবাহু শ্রীমান্ কেশবাগ্রজ, মহারথগণ-

কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া পরমপ্রীত-চিত্তে উপবিষ্ট হইলেন, সেই শ্বেতকান্তি নীলাম্বর, নৃপমণ্ডলী-মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আকাশ-মণ্ডলে নক্ষত্রমালাকীর্ণ নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, আপনার পুত্রদ্বয়ের বৈরান্তকর লোমহর্ষণ তুমুল সন্নিপাত আরম্ভ হইল।

বলদেবাগমনে চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩৪॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রথমেই প্রভু বলদেব কেশবকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক বৃষ্ণিগণের সহিত গমন-কালে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হে কেশব! আমি দুর্য্যোধনের বা পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন পক্ষেরই সাহায্য করিব না, যেখানে ইচ্ছা গমন করিব," বলদেব এইরূপ বলিয়াই যদি গিয়াছিলেন, তবে যে তিনি পুনরায় আগমন করিলেন, ইহার কারণ কি? তাহা আপনার প্রকাশ করা উচিত হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! বলদেব তথায় কি জন্য উপস্থিত হইলেন এবং কি প্রকারেই বা যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিলেন, তদ্বিবরণ বিস্তার করিয়া বলুন। আমি জানি, আপনি সমুদয় বিষয় বর্ণন করিতে কুশল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহাবাহো! মহানুভব পাণ্ডবগণ বিরাট-নগরে অবস্থিত হইলে মধুসূদন সন্ধিস্থাপন ও সর্ব্বভূতের হিতের কারণ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি হস্তিনাপুরে গমন-পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া যে সকল তথ্য ও বিশেষ হিত বাক্য কহিলেন, রাজা তাহা প্রতিপালন করিলেন না। হে মহারাজ! পুরুষসত্তম মহাবাহু কৃষ্ণ তথায় শান্তিলাভ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় বিরাটনগরে আগমন করিলেন। অনন্তর, তিনি দুর্য্যোধনের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত, সুতরাং অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, কাল-প্রেরিত কৌরবেরা আমার বাক্য প্রতিপালন করিল না। অতএব হে পাণ্ডব-সকল! তোমরা আমার সহিত এই পুষ্যানক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হও।" কৃষ্ণের এইরূপ আদেশে সৈন্যগণ বিভক্ত হইলে প্রশান্তচেতা বলিপ্রবর রোহিনী-তনয়, ভ্রাতা কৃষ্ণকে বলিলেন, "মধুসূদন! তুমি কৌরবদিগেরও সাধ্যানুসারে সাহায্য করিও," কিন্তু, কৃষ্ণ তাঁহার সে কথা রক্ষা করিলেন না। ইহাতে যদুনন্দন হলধর মন্যুপরতন্ত্র হইয়া সরস্বতী-তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। অনন্তর, ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা যাদবগণের সহিত অনুরাধা নক্ষত্রে অরিদমন দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিলেন। এদিকে বাসুদেব, যুযুধানের সহিত পাণ্ডবদিগের নিকটে আগমন করিলেন। শূরবর রোহিণী-নন্দন পুষ্যানক্ষত্রে যাত্রা করিলে মধুসূদন পাণ্ডবগণকে পুরঃসর করিয়া কৌরবদিগের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর, রাম পথিমধ্যে গমন করত দূতগণকে কহিলেন, "তীর্থযাত্রার সম্ভার ও সমস্ত উপকরণ দ্রব্য এবং দ্বারকাতে যে সকল অগ্নিহোতৃ যাজক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে আনয়ন কর এবং সুবর্ণ, রজত, ধেনু, বসন, বাজি, কুঞ্জর, রথ, খরবাহন, উষ্ট্র-শকট ও তীর্থের নিমিত্ত যে পরিচ্ছদ উপযুক্ত হয়, তৎসমুদয় এই সরস্বতীতীর্থে অবিলম্বে আনয়নার্থ শীঘ্র গমন কর, এবং এই সঙ্গে শত শত ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণকেও আনয়ন করিও।" মহাবল বলদেব অনুচরগণের প্রতি এই প্রকার আদেশ করিয়া কৌরবগণের সংগ্রাম সময়ে তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন। তিনি সুহৃদ্ ও ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণের সহিত ক্রমে ক্রমে সরস্বতীতীর্থের প্রতিস্রোতে যাইতে লাগিলেন, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ ও গো খর উষ্ট্রযোজিত যান এবং অনেকানেক অনুচরগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিল। হে মহারাজ! তিনি দেশে দেশে শ্রান্ত, ক্লান্ত, শিশু ও বিপুলায়ু বৃদ্ধ যাচকগণের পূজার জন্য বিবিধ দেয়দ্রব্য প্রস্তুত রাখিলেন। হে রাজন্! যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে কামনা করিলেন, অনুচরেরা সেই স্থা-

নেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার জন্য ভোজ্য বস্তু আহরণ করিয়া দিল। হে নৃপবর! সেই সেই স্থানস্থিত ব্যক্তিগণ বলদেবের শাসন-বশত সেই সময় তথায় চতুর্দ্দিক্ হইতে রাশি রাশি ভক্ষ্য ও পেয় সামগ্রী সকল আনয়ন করিল এবং সুখাভিলাষি দ্বিজবর্গের সম্মান জন্য মহামূল্য বসন, আস্তরণ ও পর্য্যঙ্ক সকল সুসজ্জিত করিয়া দিল। হে ভারত! যে বিপ্র বা যে ক্ষত্রিয় যেস্থানে যাহা কামনা করেন, সেই স্থানেই তাহা প্রস্তুত ও সুসজ্জিত বিলোকন করেন। ফলত সকলেই যথাসুখে গমন ও অবস্থিতি করিয়াছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে বলদেবের অনুচরগণ গমনেচ্ছু জনের জন্য যান, তৃষিতগণের জন্য পাণীয় এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি-সকলের জন্য সুস্বাদ সুখাদ্য দ্রব্য সমুদয় এবং বসনাভরণ-সকল আহরণ করিয়া আনিয়া দিল। হে মহারাজ! তৎকালে যে সকল মানবেরা গমন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সেই পথ স্বর্গোপম সুখাবহ হইয়াছিল। তাহা নানাবিধ লোকে পরিপূর্ণ, বিপণি ও আপণস্থিত পণ্যদ্রব্য-দ্বারা পরিবৃত, সুস্বাদু ভক্ষ্যদ্রব্য সমুদয়-সমন্বিত, বিবিধ-তরুনিকর-সংযুত ও নানা রত্নে বিভূষিত হওয়াতে নিয়ত প্রমুদিত হইয়া সকলেরই তাহাতে গমন করিতে ইচ্ছা হইত।

হে মহারাজ! অনন্তর, নিয়মে নিশ্চিত-মতি মহাত্মা যদুপ্রবীর বলদেব, বিবিধ পুণ্যতীর্থ-সমূহে ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞদক্ষিণা-স্বরূপ বহুল বিত্ত ও কাঞ্চন-দ্বারা বদ্ধশৃঙ্গ দুগ্ধবতী সবস্ত্রা ও সবৎসা গাভী, নানাবিধ দেশজাত হয়-নিচয়, যান-নিচয় ও দাস সমুদয় দান করিতে লাগিলেন, আর এইরূপ মণি মুক্তা বিদ্রুম রত্ন বিশুদ্ধ সুবর্ণ রজত এবং লৌহময় ও তাম্রময় ভাণ্ড-সকল প্রধান প্রধান দ্বিজগণকে দান করিলেন। হে মহারাজ! সেই অপ্রতিম-প্রভাবশালী উদার-বৃত্তি মহাত্মা এইরূপে সরস্বতীতীর্থ-সমূহে দ্বিজাতি সকলকে ভূরি ভূরি ধন দান করিয়া ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রবর! সারস্বত তীর্থ সকলে কি গুণোৎপত্তি কিরূপে কর্ম্ম নির্ব্বৃতি ও কি প্রকার ফল হয়, তাহা আপনি আমাকে বলুন। হে ব্রহ্মজ্ঞবর ভগবন্ ব্রহ্মন্! সমুদয় তীর্থের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত আপনি যথাক্রমে বর্ণন করুন, এ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তীর্থ সকলের বিবরণ ও গুণোৎপত্তির বিষয় সমুদয় বিস্তারিতক্রমে কহিতেছি, আপনি সেই পবিত্র কথা সকল শ্রবণ করুন। মহারাজ! প্রথমত যদুপ্রবীর বলদেব ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ ও সুহৃদ্গণের সহিত পবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, হে নরেন্দ্র! যে স্থানে নক্ষত্র-পতি চন্দ্রমা, যক্ষ্ম-রোগে ক্লিষ্ট হইয়া পরিশেষে শাপ-মুক্ত হইলে পুনরায় নিজ নির্ম্মল-তেজঃপুঞ্জ প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় জগন্মণ্ডলকে প্রভাসিত করিয়াছিলেন, সুধাংশু সেই তীর্থ-প্রবরকে প্রভাসিত করায় তদবধি পৃথিবীতে তাহার নাম প্রভাস হয়।

জনমেজয় বলিলেন, হে মহামুনে! ভগবান্ সুধাকর কি প্রকারে যক্ষ্ম-রোগে আক্রান্ত হইলেন, কি রূপে সেই তীর্থ-প্রবরে নিমগ্ন হইলেন, এবং কি প্রকারেই বা তাহাতে স্নাত হইয়া পুনরায় আপ্যায়িত হইলেন, এই সমুদয় বৃত্তান্ত আপনি বিস্তার করিয়া আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর! দক্ষপ্রজাপতির যে সমস্ত কন্যা জন্মিয়াছিলেন, তিনি ভগবান্ সুধাংশুকে সেই সমুদয়ের মধ্যে সপ্তবিংশতি কন্যা সম্প্রদান করেন। শুভকর্ম্মা সোমের সেই সমস্ত পত্নীরা সম্বন্ধার্থ নক্ষত্রযোগে নিরতা ছিলেন। যদিও সেই বিশাল নয়না তনয়ারা সকলেই সুরূপ-সৌষ্ঠবে পৃথিবীতলে নিরুপমা ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে রোহিণী নাম্নী দক্ষ-কন্যা নিজ রূপসম্পত্তি-দ্বারা তাবতের রূপ-লাবণ্যকে এককালে

তিরস্কৃত করাতে ভগবান্ নিশাকর তাঁহার প্রতি সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিতেন। রোহিণী চন্দ্রের প্রিয়তমা হওয়াতে তিনি সর্ব্বদা তাঁহারই নিকটে বসতি করিতেন, সুতরাং প্রজাপতির অন্য কন্যাগণ অনলস হইয়া পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন, হে প্রজেশ্বর! সুধাকর আমাদিগের প্রতি অনুকূল না হইয়া নিয়তই রোহিণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়াথাকেন, অতএব আমরা সকলে মিলিত হইয়া আপনার নিকটে নিয়তাহারে তপস্যাচরণে তৎপরা থাকিয়া বাস করিব। প্রজাপতি দুহিতৃদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি সকল ভার্য্যার প্রতি সমভাবে স্নেহ করিও,তোমার শরীরে যেন মহান্ অধর্ম্ম স্পর্শ না হয়।" প্রজাপতি সুধাংশুকে এইরূপ আদেশ করিয়া পরিশেষে কন্যাগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা সকলে শশীর সন্নিধানে গমন কর, তিনি অতঃপর আমার শাসনে তোমাদিগের সকলের প্রতি সমভাবে প্রীতি প্রকাশ করিবেন। হে মহারাজ! দক্ষ-দুহিতারা পিতার এতাদৃশ আদেশ বচন শ্রবণ করিয়া শীতাংশু-সদনে গমন করিলেন, তথাপি ভগবান্ চন্দ্রমা পুনরায় ক্ষণে ক্ষণে প্রীতি লাভ করত রোহিণীর প্রতি পূর্ব্ববৎ আনুরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, দক্ষ-কন্যাগণ পুনর্ব্বার সকলে মিলিত হইয়া পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন, পিতঃ? সুধাকর আপনার কথা শুনিলেন না এবং আমাদিগকেও স্নেহ করিলেন না। সুতরাং আমরা অদ্যাবধি আপনার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনার নিকটে বাস করিব। অনন্তর, দক্ষ পুনরায় তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া শশীকে বলিলেন, "হে শশধর! তুমি আপন ভার্য্যাগণের প্রতি সমভাবে প্রীতি প্রকাশ কর, অন্যথা আমি তোমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিব।"

ভগবান্ শীত-কিরণ প্রজাপতির সে কথার অনাদর করিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় রোহিণীর নিকটেই বসতি করিতে লাগিলেন, ইহাতে প্রজাপতির অন্যান্য কন্যাগণ কুপিত হইয়া পুনর্ব্বার পিতার সন্নিধানে গিয়া নত-মস্তকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, পিতঃ! সুধাকর কোনক্রমেই আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেন না, অতএব আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ভগবান্ চন্দ্রমা সর্ব্বদাই সমভাবে রোহিণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করেন, আপনার কথা একবারের জন্যও গণ্য করিলেন না এবং আমাদিগের প্রতি কিছুমাত্র স্নেহ প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইলেন না। অতএব যাহাতে সুধাকর আমাদিগের প্রতি অনুকূল হয়েন, আপনি তাদৃশ কোন সদুপায় স্থির করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।"

হে মহারাজ! ভগবান্ প্রজাপতি কন্যাগণের এবম্ভূত সবিষাদ কাতর বচন শ্রবণে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া রোষ-বশত শশাঙ্ককে শাস্তি দিবার জন্য যক্ষ্মরোগের সৃষ্টি করিলেন, যক্ষ্মা দক্ষ-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইবামাত্র শশধরের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। চন্দ্রমা সেই যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন এবং দারুণ রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিবিধ যত্ন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। হে মহারাজ! নিশাকর নানাবিধ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেন তথাপি কোনক্রমেই সেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না, প্রত্যুত অহরহ ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। নিশাকর ক্ষীণ হইতে থাকিলে ওষধি-সকল নীরস, নিরাস্বাদ ও নিস্তেজ হইল, সর্ব্ব প্রকার ওষধির ক্ষয়ে সুতরাং জীবগণেরও ক্ষয় ঘটিয়া উঠিল; নিশাকর ক্ষীণ হইলে প্রজাগণও নিতান্ত কৃশ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া শশাঙ্কের সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে ওষধীশ! তোমার এরূপ রূপ হইবার কারণ কি, কিরূপেই বা এরূপ সুবৃহৎ ভয় উপস্থিত হইল? তৎসমুদয় আমাদিগের নিকটে

প্রকাশ কর, তোমার মুখ হইতে সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমরা ইহার উপায় বিধান করিব।

শশধর তাঁহাদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর শাপের কারণ ও আপন যক্ষ্মরোগের বিবরণ সকল ব্যক্ত করিলেন। দেবতারা চন্দ্রের তাদৃশ বিবরণ শ্রবণ-পূর্ব্বক দক্ষ-প্রজাপতির নিকটে গিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সোমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই শাপ হইতে মুক্ত করুন। চন্দ্রমা নিতান্ত ক্ষীণ হওয়াতে তাঁহার শরীরে কিঞ্চিৎমাত্র শেষ ভাগ লক্ষ্য হইতেছে, তাঁহার ক্ষয়-বশত প্রজা সকলও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে; বিবিধ ওষধি, লতা ও বীজ সমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; তাহাদিগের ক্ষয়াধীন আমাদিগেরও ক্ষয়দশা আরম্ভ হইতেছে; আমরাই যদি না থাকিলাম, তবে জগতে আর কি প্রয়োজন আছে? অতএব হে লোকগুরো! আপনি এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া প্রসন্ন হউন। প্রজাপতি দেবগণের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মহাভাগ সকল! আমি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি, এক্ষণে তাহা অন্যথা করিতে আমার সাধ্য নাই, শশধর নিয়ত সকল ভার্য্যাতে সমভাবে প্রীতি প্রকাশ করুন, তাহা হইলে কোন কারণ-দ্বারা শাপ নিবৃত্তি হইতে পারিবে। হে দেবগণ! শশাঙ্ক সরস্বতীর পবিত্র তীর্থে অবগাহন করিলে পুনর্ব্বার বর্দ্ধিষ্ণু হইবেন; কিন্তু, অতঃপর শশধর অর্দ্ধমাস-কাল প্রত্যহ ক্ষয় লাভ করিবেন, আর অর্দ্ধমাস-কাল প্রতি দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবেন, ইহা আমার সত্য বাক্য। তিনি পশ্চিম সমুদ্রে সরস্বতীর সাগর-সঙ্গম তীর্থে গমন করিয়া পরমদেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পূর্ব্বের ন্যায় শোভন কান্তি প্রাপ্ত হইবেন।"

হে মহারাজ! প্রজাপতির শাসন-বশত চন্দ্রমা সরস্বতী তীর্থে গমন করিলেন; তিনি প্রথমত সরস্বতীর প্রভাস-নামক প্রথম তীর্থে উপনীত হইলেন এবং অমাবস্যা-তিথিতে তথায় অবগাহন করিয়া লোক-সকলকে প্রভাসিত করিলেন এবং আপন শীতাংশুত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! দেবতারাও সুমহৎ প্রভাস-তীর্থে আসিয়া চন্দ্রের সহিত পুনরায় দক্ষপ্রজাপতির অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, ভগবান্ দক্ষ প্রীত হইয়া দেবগণকে বিদায় করিলেন এবং সুধাকরকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় কহিলেন, "পুত্র! স্ত্রীগণকে ও বিপ্র সকলকে কদাচ অবমাননা করিও না; যাও, সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমার শাসন প্রতিপালন কর।" মহারাজ! চন্দ্রমা এইরূপে প্রজাপতির নিকট হইতে বিদায় লাভ করিয়া নিজ আলয়ে গমন করিলেন এবং প্রজারাও প্রমুদিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। হে মহারাজ! নিশাকর যে প্রকারে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং প্রভাস-তীর্থ যেরূপে সকল তীর্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, তৎসমুদয় আপনার নিকট কহিলাম। হে মহারাজ! শ্রীমান্ শশলক্ষণ তীর্থবর প্রভাসে প্রতি অমাবস্যা দিবসে স্নান করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন এবং তথায় অবগাহন করিয়া পরমা প্রভা লাভ করিলেন, এই জন্য সেই তীর্থের নাম প্রভাস বলিয়া বিখ্যাত হইল।

অনন্তর, বলবান্ বলভদ্র এক তীর্থে গমন করিলেন; লোকে তাহাকে 'চমসোদ্ভেদ' বলিয়া থাকে। কেশবাগ্রজ হলধর তথায় বিধিবৎ স্নান-পূর্ব্বক বিবিধ বিশিষ্ট দ্রব্যজাত দান করিয়া এক রাত্রি বাস করিলেন। পরে, পর দিবস ত্বরাবান্ হইয়া 'উদপান' নামক তীর্থে যাত্রা করিলেন। হে রাজেন্দ্র জনমেজয়! সিদ্ধগণ ঐ স্থানে আদ্য-স্বস্ত্যয়ন ও সুমহৎ ফল লাভ করেন এবং ঐ স্থানের ভূমির ও ওষধি সকলের স্নিগ্ধতা জন্য অদর্শন-গত সরস্বতীকে জানিতে পারেন।

চন্দ্রশাপোপাখ্যানে পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়॥৩৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বলদেব তথা

হইতে যশস্বি ত্রিত-নামক মুনিসত্তমের নদীগত উদপান তীর্থে গমন করিলেন। হলধর তথায় নানাসত্তর ব্রাহ্মণগণকে পূজা-পূর্ব্বক বিবিধ দ্রব্য দান করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সেই স্থানে ধর্ম্মপরায়ণ মহাতপা ত্রিত মুনি বাস করিতেন; তিনি কূপের মধ্যে বাস করিয়া সোমরস পান করিয়াছিলেন, তাঁহার দুই সহোদর তাঁহাকে কূপ-মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন, বিপ্রবর ত্রিত তাহাতেই সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিসম্পাত প্রদান করেন।

জনমেজয় বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! উদপান তীর্থ কি প্রকার আর মহাতপা ত্রিত মুনি কিরূপে সহোদর-দ্বয়-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পতিত ছিলেন? তাঁহার ভ্রাতারা কি জন্য তাঁহাকে কূপে পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন? কিপ্রকারে তিনি যাজন করিয়াছিলেন? কিরূপেই বা সোম পান করিয়াছিলেন? হে দ্বিজবর! এই সমস্ত বৃত্তান্ত যদি শ্রোতব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহা আমার নিকটে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! পূর্ব্ব যুগে সূর্য্যসম-তেজঃসম্পন্ন একত, দ্বিত ও ত্রিত নামক তিন মুনি সহোদর ছিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রজাপতির তুল্য প্রজাবন্ত, সেই ব্রহ্মবাদিগণ তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দম নিয়ম ও তপস্যা-দ্বারা সতত ধর্ম্মরত পিতা গৌতম প্রীত হইয়াছিলেন। ভগবান্ গৌতম দীর্ঘকাল তাঁহাদিগের প্রীতি লাভ করিয়া পরিশেষে আপনার অনুরূপ স্থানে গমন করিলেন। হে মহারাজ! যে সমস্ত ভূপতিরা উক্ত মহাত্মার যজমান ছিলেন, মুনি স্বর্গ গমন করিলে তাঁহারা তাঁহার পুত্র-ত্রয়কে তদ্রূপ সম্মান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনুষ্ঠান ও অধ্যয়ন-দ্বারা ত্রিত, নিজ পিতার ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন। পুণ্যলক্ষণাক্রান্ত মহাভাগ মুনি-সমুদয় পূর্ব্বে ত্রিতের পিতাকে যেমন সম্মান করিতেন, সম্প্রতি তাঁহাকে তদ্রূপ সমাদর করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, কোন সময়ে একত ও দ্বিত নামক দুই সহোদর যজ্ঞ ও ধনের জন্য অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। তাঁহারা ত্রিতকে লইয়া এইরূপ পরামর্শ করিলেন যে, "সমুদয় যজমানদিগকে অবলম্বন করিয়া মহাফলপ্রদ যজ্ঞ সমাধানান্তে বহুল পশু প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক প্রসন্ন-মনে সোম পান করিব" হে মহারাজ! তাঁহারা তিন ভ্রাতার এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া পরিশেষে তাহাই করিলেন। এইরূপে সেই মহর্ষিগণ যজমান সকলের নিকটে গমন-পূর্ব্বক যথা বিধানে যাজনক্রিয়া সমাপনান্তে বহুতর পশু লাভ করিয়া পূর্ব্বদিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অগ্রভাগে ত্রিত অতিহৃষ্টচিত্তে যাইতেছিলেন, আর একত ও দ্বিত পশ্চাদ্ভাগে পশুপাল পালন করত আসিতেছিলেন। তাঁহারা দুই সহোদর সুমহৎ পশুবৃন্দ সন্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, "ত্রিতকে বঞ্চিত করিয়া এই সকল পশু কিপ্রকারে আমাদিগের দুই জনেরই আয়ত্ত হয়।" হে জনেশ্বর! পাপাত্মা একত ও দ্বিত পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া যাহা কহিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। তাহারা কহিল, "ত্রিত যজ্ঞাদি কার্য্যে কুশল ও বেদনিষ্ঠিত এবং সে অন্যান্য বহুল গোধন লাভ করিতে পারিবে, অতএব আমরা দুই জনে মিলিত হইয়া গো সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করি; ত্রিত আমাদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক।" তাঁহারা রজনী-যোগে যে পথে আসিতেছিলেন, তথায় বৃক-নামক এক বন্যজন্তু থাকিত এবং সরস্বতী নদী-তীরে অতি গভীর এক কূপ ছিল; ত্রিত অগ্রভাগে সেই ভয়াবহ হিংস্রজন্তুকে পথি-মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া তাহার ভয়ে যেমন অপসৃত হইলেন অমনি সেই সর্ব্বভূতের ভয়ঙ্কর মহাঘোর সুগভীর কূপ-মধ্যে পতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মুনিসত্তম ত্রিত সেই কূপ-মধ্যে লোক-বিখ্যাত পাবন-তীর্থে গমন করিলেন। তথায়

পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সহোদর মুনি-দ্বয় তাহা শ্রবণ করিল এবং ভ্রাতাকে কূপে পতিত জানিয়াও বৃক-ত্রাসে ও, ধন-লোভ জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিল। মহাতপা ত্রিতমুনি পশু-লুব্ধ সহোদর-দ্বয়-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, নরকে নিমগ্ন দুষ্কৃতীর ন্যায়, সেই উদপান-তীর্থে আপনাকে তৃণ-লতাকীর্ণ পাংশু-সংবৃত নির্জ্জল কূপে পতিত দেখিয়া সোমপান-বিরহে মৃত্যু হইতে ভীত হওত " আমি এই স্থানে থাকিয়া কিপ্রকারে সোমপান করিব !" মনে মনে ইহাই তর্ক করিতে লাগিলেন। সেই মহাতপা প্রাজ্ঞ মুনি এইরূপ চিন্তা করত কূপ-মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে লম্বমানা এক লতা অবলোকন করিলেন। অনন্তর, মুনি কূপস্থ সলিল-রাশিকে পাংশুচ্ছন্ন জ্ঞান করিয়া তৃণাদি-দ্বারা অগ্নি-প্রজ্বালন-পূর্ব্বক আত্মাকে হোতৃ-কার্য্যে নিযুক্ত করি-লেন। মহাতপস্বী মুনি সেই লতাকে সোমলতা কল্পনা করিয়া মনে মনে ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের মন্ত্র সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তিনি প্রস্তর সকলকে শর্করা কল্পনা করিয়া সোম-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং দেবতাগণের আজ্য-ভাগার্থ সলিলকেই আজ্য কল্পনা করিয়া রাখিলেন। পরিশেষে তিনি সোমপান যজ্ঞ সমাধানে তুমুল ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। হে রাজন্! ত্রিতমুনির সেই বেদধ্বনি স্বর্গলোকে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মবাদিরা যে প্রকার নিয়মানুসারে যাগাদি করিয়া থাকেন, তিনি তাদৃশ নিয়মানুসারে সেই যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ত্রিতমুনির সেই যজ্ঞ তাদৃশ-ভাবে নির্ব্বাহ হইতে থাকিলে স্বর্গবাসি সুরগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; কিন্তু উদ্বেগের কারণ কাহারও বোধগম্য হইল না। অনন্তর, সুর-পুরোহিত বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন এবং শ্রবণ করিয়াই সমুদয় দেবতাদিগকে তাহা বিস্তার করিয়া কহিলেন, " হে দেবগণ! মনুষ্য-লোকে ত্রিতমুনি যজ্ঞ করিতেছেন, অতএব চল, আমরা সকলে তথায় গমন করি; যেহেতু সেই মহাতপস্বী ক্রুদ্ধ হইলে অন্য দেবতা-সকলকে সৃষ্টি করিতে পারেন।" দেবগণ আচার্য্যের এই কথা শ্রবণ-মাত্র, যে স্থানে ত্রিতমুনির যজ্ঞ হইতেছিল, তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিলেন। ত্রিত যে কূপে বসতি করিতেছিলেন, সুরগণ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই মহাত্মাকে যজ্ঞ-কর্ম্মে দীক্ষিত দেখিলেন। দেবতারা সেই মহাভাগ মহাত্মাকে পরম-শোভায় সুশোভিত দেখিয়া কহিলেন, " আমরা যজ্ঞভাগ প্রাপ্তির আশয়ে আসিয়াছি।" অনন্তর, ত্রিত কহি-লেন, " হে দেবগণ! আমি এই ভয়ঙ্কর কূপ-মধ্যে নষ্টচেতার ন্যায় নিমগ্ন রহিয়াছি অবলোকন করুন।" হে মহারাজ! অনন্তর, ত্রিতমুনি দেবতাগণকে যথা-বিধানে মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক যজ্ঞভাগ সকল প্রদান করি-লেন, তাঁহারা তৎকালে তাহা লাভ করিয়া পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর, দেবতারা যথা-বিধানে প্রাপ্য ভাগ সকল প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন; তাহাতে তিনি দেব-গণের নিকটে এই বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, " হে সুরগণ! এক্ষণে আমাকে এই স্থান হইতে পরিত্রাণ করুন, আর পরিণামে যে ব্যক্তি এই কূপের জল স্পর্শ করিবে, সে যেন সোমপায়ীর গতি প্রাপ্ত হয়।" হে মহারাজ! মুনি এই বর প্রার্থনা করিবা-মাত্র সরস্বতী তরঙ্গবতী হইয়া উত্থিত হইলেন, ত্রিতমুনি তৎক্ষণাৎ তৎকর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া সুর-গণকে পূজা করত সমুত্থিত হইলেন। দেবতারা " তথাস্তু " বলিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন; ত্রিতও পরম প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ নিলয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি তৎকালে ক্রুদ্ধ হইয়া সহোদর ঋষি-দ্বয়কে নিষ্ঠুর-বাক্যে তিরস্কার করিয়া এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, " তোমরা যেহেতু পশুর লোভে আমাকে পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলে, তজ্জন্য সেই পাপকর্ম্ম-হেতু আমার কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া

বৃকাকার অতিভয়ঙ্কর সন্ততি জন্তু হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে এবং গোলাঙ্গুল, ভল্লুক, বানর-প্রভৃতি পশু সমস্ত তোমাদিগের সন্তান হইবে।" হে মহারাজ! ত্রিজমুনি এইরূপ কহিলে পর ক্ষণকাল-মধ্যেই সেই সত্যবাদীর বচনানুসারে তাহারা তদ্রূপই দৃষ্ট হইল।

অমিতবিক্রম বলদেব সেই তীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া তথায় ব্রাহ্মণগণকে পূজা-পূর্ব্বক বিবিধ দেয়-দ্রব্যজাত দান করত নদীগত উদপান তীর্থ দর্শন করিয়া বারম্বার তাহার প্রশংসা করত অদীনভাবে পুনরায় তিনি বিনশন তীর্থে উপনীত হইলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় তীর্থ কথনে ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায় ॥ ৩৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, বলদেব বিনশন-তীর্থে গমন করিলেন। যে স্থানে শূদ্র ও আভীর জাতির প্রতি দ্বেষ-বশত সরস্বতী অদৃশ্যা হইয়া আছেন বলিয়া ঋষিরা সতত সেই সরস্বতীকে বিনশনা কহেন। মহাবল বলদেব তথায় সেই সরস্বতীর পবিত্র নীর স্পর্শ করিয়া তদীয় তীর-সন্নিহিত সুভূমিক নামক তীর্থে গমন করিলেন। হে জনেশ্বর! সেই ব্রাহ্মণ সেবিত পবিত্র তীর্থে বিমলানন অপ্সরোগণ নিত্য নিত্য নির্ম্মল ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া থাকেন এবং দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ প্রতি মাসেই তথায় আগমন করেন; সে স্থানে গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণকে সততই যথাসুখে আমোদ প্রমোদ করিতে দেখা যায় এবং দেবগণ ও পিতৃগণ মনোহর পবিত্র পুষ্পপুঞ্জ-দ্বারা অবিরত আকীর্ণ থাকেন। হে মহারাজ! সেই সরস্বতীর পবিত্র তীরে অপ্সরোগণের ক্রীড়াভূমি আছে বলিয়া তাহা সুভূমিকা-নামে বিখ্যাত হইয়াছে। রোহিণী-তনয় বলদেব তথায় স্নান-পূর্ব্বক বিপ্রগণকে বিত্ত দান ও বিবিধ গীতবাদ্যের মনোহর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া দেব গন্ধর্ব্ব রাক্ষসগণের বিপুল প্রতিমূর্ত্তি সকল সন্দর্শন করত গন্ধর্ব্বদিগের তীর্থে উপনীত হইলেন। তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিশ্বাবসু-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ নিরত তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং মনোরম নৃত্য গীত বাদ্যধ্বনি করিতেছেন। সেই শত্রুদমন এককুণ্ডলধারী মহাবাহু হলধর তথায় ব্রাহ্মণগণকে অজ, মেষ, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, সুবর্ণ ও রজত-প্রভৃতি বিবিধ ধন দান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে কামনানুসারে ভোজন ও মহাধন দান-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া স্তুতিবাদ লাভ করত বিপ্রগণের সহিত তথা হইতে "গর্গস্রোত" নামক মহাতীর্থে আগমন করিলেন।

হে জনমেজয়! বৃদ্ধবর আত্মজ্ঞ গর্গমুনি তপোবলে সেই সরস্বতীর পবিত্র তীর্থে কালজ্ঞানের উপায় সূর্য্যপ্রভৃতির বিলোম-গমন ও শুভাশুভ উৎপাত সমুদয় বিদিত হইয়াছিলেন, এই জন্য সেই তীর্থ গর্গস্রোত-নামে বিখ্যাত হয়। হে নৃপবর! সেই স্থানে সুব্রত ঋষিগণ কাল-জ্ঞান নিমিত্ত মহাভাগ গর্গমুনিকে নিরত উপাসনা করিতেন।

হে মহারাজ! শ্বেত-চন্দনানুলেপন মহাযশা নীলবাসা তথায় উপনীত হইয়া যথা-বিধানে আত্মজ্ঞ মুনিগণকে বহু বিত্ত বিতরণ পূর্ব্বক বিপ্রগণকে নানা প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া শঙ্খতীর্থে গমন করিলেন। তালধ্বজ বলদেব তথায় সরস্বতী-তটে সমুৎপন্ন শ্বেতপর্ব্বত-সন্নিভ মহামেরু-সদৃশ সমুন্নত এবং ঋষিগণ-নিষেবিত এক মহাশঙ্খবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। অপরিমিত-তেজঃসম্পন্ন যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, অমিতবল পিশাচ ও সহস্র সহস্র সিদ্ধগণ সকলেই অনশন অবলম্বন-পূর্ব্বক ব্রত ও নিয়ম-দ্বারা সময়ে সময়ে সেই বনস্পতির ফল ভোগ করিয়া থাকেন। হে পুরুষপ্রবর! তাঁহারা মনুষ্যের অদৃশ্য হইয়া ব্রত ও নিয়ম-দ্বারা প্রাপ্ত ফলভোগ করত তথায় পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করেন। হে মনুজেশ্বর! সেই বনস্পতি ইহলোক-মধ্যে এইরূপেই বিখ্যাত আছে।

মহারাজ! অনন্তর, যদুবর হলায়ুধ সরস্বতীর

লোক-বিখ্যাত পাবন-তীর্থে গমন করিলেন, তথায়, পয়স্বিনী গাভী এবং তাম্র ও লৌহ-নির্ম্মিত ভাণ্ড-সমুদয় তথা বিবিধ বস্ত্র সকল বিতরণ-পূর্ব্বক তপোধন ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া এবং স্বয়ং তৎ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পবিত্র দ্বৈতবনে আগমন করিলেন। বলদেব তথায় উপনীত হইয়া বিবিধ বেশধারি মুনি সকলকে সন্দর্শন করত সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক দ্বিজগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগের কামনানুরূপ প্রচুর ভোগ্যবস্তু প্রদান করিলেন।

হে নৃপবর! অনন্তর, বলদেব সরস্বতীর দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। হে মহারাজ! সেই মহাযশস্বী মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা অচ্যুতাগ্রজ বলদেব অনতিদূরে গমন করিয়া বহু পন্নগ-সমাবৃত মহাদ্যুতি সর্পরাজ বাসুকির আবাস স্থান ‘নাগধন্ব’ নামক তীর্থে উপনীত হইলেন। তথায় চতুর্দ্দশ সহস্র ঋষি নিয়ত বসতি করিয়া থাকেন; সেই স্থানে দেবতাগণ সমাগত হইয়া পন্নগশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব-নাগরাজ বাসুকিকে যথাবিধানে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। হে পৌরব! তথায় পন্নগগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় হয় না। বলদেব সেস্থানেও বিপ্রবৃন্দকে যথাবিধি রত্নরাশি বিতরণ করিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রয়াণ করত স্থানে স্থানে শত সহস্র সংখ্যক অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ তীর্থে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হলধর সেই সমস্ত তীর্থে স্নাত হইয়া ঋষিগণের আদেশানুসারে উপবাস ও নিয়মে নিষ্ঠ থাকিয়া ভূরি ভূরি দান করত সেই সমস্ত তীর্থ-নিবাসি মুনিগণকে অভিবাদন-পূর্ব্বক গন্তব্য পথের উদ্দেশে যে দিকে সরস্বতীর গতি ছিল, পুনরায় সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! শ্বেতানুলেপন হলধারী বলদেব পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত নৈমিষারণ্যবাসি মহাত্মা ঋষিগণের সন্দর্শনার্থ বাতহতা বৃষ্টির ন্যায়, নিবৃত্ত হইলেন এবং তথায় সেই সরিদ্বরা সরস্বতীকে নিবৃত্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে অধ্বর্য্যু-সত্তম! পূর্ব্বাভিমুখী সরস্বতী তথা হইতে কি জন্য নিবৃত্ত হইলেন? যদুনন্দন কি কারণে বিস্মিত হইলেন, আর সরিদ্বরা সরস্বতীই বা কি কারণে কি প্রকারে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন? এই সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে সুবিপুল দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ বর্ত্তমান-কালে নৈমিষারণ্যবাসি অনেকানেক তপস্বি ঋষিগণ সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাভাগ ঋষি সকল সেই যজ্ঞস্থলে যথাবিধি বাস করিয়া নৈমিষীয় দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞ সমাপ্তির পর তীর্থ কারণ সরস্বতী-সন্নিধানে আগমন করিলেন। হে নরনাথ! তৎকালে ঋষি সকলের বাহুল্য-বশত সরস্বতীর দক্ষিণ-তটস্থ তীর্থ সকল নগরের ন্যায় হইল। দ্বিজসত্তম ঋষিগণ তীর্থ-লোভে সরস্বতীর দক্ষিণ-কূল-স্থিত সমন্তপঞ্চক পর্য্যন্ত নদী-তীর আশ্রয় করিলেন। তদানীং সেই স্থানে হোমকারী আত্মজ্ঞ মহর্ষিগণের সুমহৎ স্বাধ্যায় পাঠনিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। সেই মহানুভাবগণ-কর্ত্তৃক হূয়মান ও দীপ্যমান অগ্নিহোত্র-দ্বারা সরিদ্বরা সরস্বতী সর্ব্ব দিকে শোভমান হইলেন। হে মহারাজ! বালিখিল্য, অশ্মকুট্ট, দন্তোলুখলি, প্রসংখ্যান, তদ্ভিন্ন অন্যান্য তাপসগণ এবং বায়ুভক্ষ, জলাহারী, পর্ণভক্ষ ও নানা নিয়মশালী স্থণ্ডিলশায়ী মুনি সকল তৎকালে সরস্বতীর সমীপে থাকিয়া, স্বর্গবাসি সুরগণ যেমন ভগবতী মন্দাকিনীকে শোভিত করেন, তেমনি সরস্বতী সরিৎকে সুশোভিত করিলেন। শত শত যজ্ঞযাজি মুনিগণ তৎকালে সরস্বতীকূলে উপস্থিত হইলেন। সেই মহাব্রত মহর্ষিগণ তথায় অবকাশ-স্থান দেখিতে পান নাই। অনন্তর, তাঁহারা যজ্ঞোপবীত-পরিমিত তীর্থভূমি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র ও অন্যান্য বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর, সরস্বতী সেই সমস্ত ঋষি-সমূহকে নিরাশ ও চিন্তান্বিত দেখিয়া আপনিই তাঁহাদিগকে দর্শন

দিলেন; পরিশেষে সরিদ্বরা সরস্বতী পবিত্র তাপস ঋষিগণের প্রতি কারুণ্য-বশত বহুল কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। হে রাজেন্দ্র জনমেজয়! সরিদ্বরা সরস্বতী সেই সকল ঋষিদিগের জন্য তথা হইতে নিবৃত্তা হইয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। হে মহারাজ! "আমি তাঁহাদিগের আগমন অব্যর্থ করিয়া পুনর্ব্বার গমন করি" মহানদী সরস্বতী এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই যেন অতি অদ্ভুত কাণ্ড প্রকাশ করিলেন। হে নৃপবর! এইরূপে সেই কুঞ্জ নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই কুরুক্ষেত্রে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। মহাত্মা বলদেব সেই স্থানে অনেকানেক কুঞ্জকানন সন্দর্শন করিয়া এবং সরস্বতী নদীকে নিবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যদুনন্দন তথায় যথাবিধানে সরস্বতীর সলিল স্পর্শ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ সুবর্ণভাণ্ড, নানাবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও দেয় দ্রব্য সমুদয় দান করিয়া দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, যে স্থানে পুরাকালে মহামুনি মঙ্কণক সিদ্ধ হইয়া তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, হলায়ুধ সেই সপ্ত সারস্বত তীর্থে আগমন করিলেন। সরস্বতীর সেই তীর্থপ্রবর অনেকানেক দ্বিজমণ্ডলী-দ্বারা পরিপূর্ণ; বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মরী, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর, পীলু, কঙ্কষ, করণ, বিল্ব, আম্রাতক, অতিমুক্ত ও পারিজাত-প্রভৃতি সরস্বতী-তীররুহ নানা-জাতীয় তরুগণ-দ্বারা অতি সুশোভিত; নয়ন-মনোহর বহুল কদলীকাননে সমাবৃত; বায়ুভক্ষক, জলাহারী, ফলাহারী, পর্ণভক্ষ, দন্তোলূখলিক, অশ্মকুট্ট এবং বানেয় প্রভৃতি অনেকানেক মুনিগণ-দ্বারা পরিবৃত; বেদধ্বনি-দ্বারা ধ্বনিত; শত শত মৃগযূথ-দ্বারা আকুলিত; ধর্ম্মপরায়ণ অহিংস্র মনুষ্যবৃন্দ দ্বারা সুসেবিত ছিল।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩৭॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজ-সত্তম! সপ্ত সারস্বত তীর্থ কি জন্য উৎপন্ন হইল? মঙ্কণক মুনি কে? কিপ্রকারে বা সেই ভগবান্ সিদ্ধ হইলেন? তাঁহার নিয়মই বা কিরূপ ছিল? তিনি কাহার বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কি কি বিষয় তাঁহার অধীত ছিল? এই সমুদয় বৃত্তান্ত আমি যথাবিধানে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! যাহাদিগের-দ্বারা সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেই সপ্ত-সরস্বতী কহে, তাঁহাদিগের নাম সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু আর বিমলোদকা এই সপ্ত সরস্বতী যে যে দেশে আছেন, তাঁহারা সেই সেই প্রদেশীয় বলবান-জনগণ-কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। পিতামহ প্রজাপতির মহা যজ্ঞ বর্ত্তমান-সময়ে সুবিতত যজ্ঞস্থলে দ্বিজাতি সকল সম্যক্ সিদ্ধ হইলে বিমল পুণ্যাহ-বাচন ও বেদনিনাদ-দ্বারা সেই যজ্ঞবিধিতে দেবগণও ব্যগ্র হইলেন; পিতামহ সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধি-সাধন যাগ করিতে দীক্ষিত হইয়া তাহা আরম্ভ করিলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ মনে মনে যে সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলেন, যজ্ঞকারি ব্রাহ্মণগণের নিকট সেই সমুদয় বিষয় উপস্থিত হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! সেই যজ্ঞে গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য ও মনোহর বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। সেই যজ্ঞের সম্পত্তি-দ্বারা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক্ দেবতারাও পরম সন্তুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজন্! পিতামহ পুষ্করে থাকিয়া তাদৃশ সমারোহ-সহকারে যজ্ঞ করিতে থাকিলে, ঋষিরা কহিলেন, "এই যজ্ঞে কোন মহৎ গুণ দর্শিবে না, যে হেতু এস্থানে সর্ব্ব সরিতের শ্রেষ্ঠতমা সরস্বতী দৃষ্ট হইতেছেন না।" ভগবান্ তৎশ্রবণে প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। হে মহারাজ! যজ্ঞকারি পিতামহ-কর্ত্তৃক সুপ্রভানাম্নী সরস্বতী পুষ্করে আহূতা হইলে মুনিগণ তাঁহাকে পিতামহের সম্মান করিতে দেখিয়া

যজ্ঞের বহু মান জ্ঞান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সরস্বতী পিতামহের জন্য মনীষিগণের তুষ্টির নিমিত্তে পুষ্করতীর্থে সম্ভূত হইয়াছিলেন। হে জননাথ! পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ একত্র সমাগত হইয়া বাস করিতেন, তথায় বিচিত্র বেদ-কথা জল্পনা হইত, যেস্থানে নানা স্বাধ্যায়বেদি মুনিগণ বাস করিতেন, ঐ সকল ঋষিরা তথায় সমাগত হইয়া সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। হে মহারাজ! সেই কাঞ্চনাক্ষী নাম্নী মহাভাগা সরস্বতী যজ্ঞযাজি ঋষিগণের ধ্যানে বশবর্ত্তিনী হইয়া সমাগত মহানুভবদিগের সাহায্যার্থ নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন, তিনি তথায় সমাগত হইয়া ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। গয়দেশে গয়নামক যজমানের মহাযজ্ঞে আহূতা সরিদ্বরা সরস্বতীকে সংশিতব্রত ঋষিগণ বিশালা বলিয়া থাকেন। সেই শীঘ্রগামিনী সরিৎ হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে প্রস্রুত হয়েন। হে ভারত! যজমান উদ্দালকের যজ্ঞে নানা দেশ হইতে প্রবৃদ্ধ মুনি-মণ্ডল যজ্ঞস্থলে সমাগত হইলে সেই মহাত্মার পবিত্র উত্তর-কোশলাভাগে যজ্ঞকারি উদ্দালক মুনি পূর্ব্বে সরস্বতীকে ধ্যান করিয়াছিলেন, সরিদ্বরা সরস্বতী ঋষির কারণ তথায় আগমন করেন, তিনি বল্কল ও অজিনধারী ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া 'মনোরমা' নামে বিখ্যাত হয়েন, আর সুরেণু নাম্নী সরিৎ শ্রেষ্ঠা মহাভাগা সরস্বতী রাজর্ষি-সেবিত পবিত্র ঋষভদ্বীপে মহানুভব যজমান কুরুরাজের কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! ওঘবতী নাম্নী দিব্য সলিল-সম্পন্না সরস্বতী মহাত্মা বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক আহূতা হইয়া কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন এবং যৎকালে দক্ষ, গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করেন, তখনও সুরেণু নামে বিখ্যাতা শীঘ্রগামিনী সরস্বতী প্রস্রুতা হয়েন। ভগবান্ ব্রহ্মার যজ্ঞকালে সমাহূতা ভগবতী বিমলোদকা সরস্বতী পবিত্র হিমবৎ শৈলে আগমন করেন। অনন্তর, ভূমণ্ডলে সেই পুণ্যতীর্থ-সকল একত্র হওয়াতে সপ্ত সারস্বত তীর্থ প্রথিত হয়।

হে মহারাজ! এইত সপ্ত সারস্বতের নাম কীর্ত্তন এবং পবিত্র সপ্ত সারস্বত-তীর্থের বিবরণও বর্ণন করিলাম, এক্ষণে কৌমার ব্রহ্মচারি মঙ্কণকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। উক্ত মুনি নদী-মধ্যে অবগাহন করিয়া যে প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য। একদা তিনি সরস্বতীতে অবগাহনার্থ গমন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে এক অনিন্দনীয়া রুচিরাপাঙ্গী দিগম্বরী অঙ্গনাকে তথায় স্নান করিতে দেখিলেন। দেখিবামাত্র সরস্বতীর সলিল-মধ্যেই তাঁহার রেতঃস্খলিত হইল। মহাতপা মুনি তৎক্ষণাৎ একটী কলসের মধ্যে সেই অমোঘ বীর্য্য গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই কলসস্থ রেত সাত ভাগে বিভক্ত হইল। তাহাতে সপ্ত মরুৎগণ সমুৎপন্ন হইলেন, তাঁহাদিগের নাম, বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র; ইহাঁরা সকলেই অতি বীর্য্যশালী হইয়াছিলেন। এইরূপে মরুদ্গণের উৎপত্তি হইল। অতঃপর আরও অতি আশ্চর্য্যতর বিবরণ কহিতেছি, যেরূপে মহর্ষির চরিত্র ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে তাহাই শ্রবণ করুন। শ্রুত আছে, পুরাকালে মঙ্কণক নামক সিদ্ধ—মহর্ষির হস্ত কুশাগ্র-দ্বারা ক্ষত হওয়াতে তাহা হইতে শাকের রস নিঃসৃত হইয়াছিল। তিনি ক্ষতস্থান হইতে শাক রস নির্গত দেখিয়া হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঋষি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণ তাঁহার তেজোরাশি-দ্বারা বিমোহিত হইয়া তদ্রূপ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। হে নরাধিপ! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ মহাদেবের নিকটে ঋষির জন্য বিজ্ঞাপন করিলেন এবং কহিলেন, 'হে দেবেশ! এব্যক্তি যাহাতে আর নৃত্য না করে, তাহাই আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে।'

মহাদেব দেবগণের এই কথা শ্রবণানন্তর সেই মুনিকে হর্ষাবিষ্ট দেখিয়া সুরগণের হিতকামার্থ বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ! আপনি কি জন্য নৃত্য করিতেছেন? হে দ্বিজসত্তম! আপনি তপস্বী, চির-কাল ধর্ম্মপথে থাকিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকেন অতএব সহসা কি হেতু আপনার এতাদৃশ হর্ষোদয় হইল?

ঋষি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে বিভো! আমি যাহা দেখিয়া মহা আনন্দে নৃত্য করিতেছি, আপনি কি আমার হস্ত হইতে নিঃসৃত সেই শাক রস দে-খিতে পান নাই? মহাদেব হাস্য করিয়া সেই রাগ-মোহিত মুনিকে কহিলেন, "হে বিপ্রবর! আমি ইহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই, এক্ষণে আমি কে, তাহা দর্শন কর।" হে রাজেন্দ্র! ধীমান্ মহাদেব মুনিবরকে এইরূপ কহিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ-দ্বারা নিজ অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিলেন। অনন্তর, ক্ষতস্থান হইতে হিমের ন্যায় ভস্ম নির্গত হইল, মুনি তদ্দ-র্শনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া মহাদেবের পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে মহাদেব জানিয়া বিস্মিত হইয়া এই কথা বলিলেন; আমি জানিলাম, ভগবান্ রুদ্র হইতে শ্রেষ্ঠতর দেব আর কেহই নাই। হে শূলধর! তুমিই সুরাসুর সহ সমস্ত জগতের এক মাত্র গতি। মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, তোমা-কর্ত্তৃক এই সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয় কালে পুনরায় তোমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। হে দেবেশ! দেবগণ তোমাকে জানিতে অক্ষম, অতএব আমি তোমাকে কি প্রকারে জানিতে পা-রিব? জগন্মণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমু-দয় তোমাতে বিলোকিত হইতেছে; হে অনঘ! তুমিই বরদাতা এজন্য ব্রহ্মাদি দেবতা-সকল তো-মাকেই উপাসনা করিয়া থাকেন; তুমি সকল দেবতার কর্ত্তা এবং তাঁহাদেরই বরয়িতা; সুরগণ তোমারই প্রসাদ-বশত ইহলোকে অকুতোভয়ে আমোদ করিয়া থাকেন। ঋষি এইরূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া প্রণত হইলেন এবং কহিলেন, হে দেব! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, বিস্ময়-জনিত যে চপলতা প্রকাশ হইয়াছে, তজ্জন্য যেন আমার তপস্যা ক্ষয় না হয়। অনন্তর, মহেশ্বর প্রীতচিত্ত হইয়া পুনরায় মুনিকে বলিলেন, হে বিপ্র! এক্ষণে আমার অনুগ্রহ-বশত পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে তো-মার তপস্যার উন্নতি হউক, অতঃপর আমি এই আশ্রমে তোমার সহিত সর্ব্বদা বাস করিব, এই সপ্তসারস্বত তীর্থে যে মনুষ্য আমাকে অর্চ্চনা করিবে ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কিছুই দুর্ল্লভ থাকিবে না এবং তাহারা যে, সারস্বত-লোকে গমন করিবে তাহাতে সংশয় নাই।" হে মহারাজ! ভূরিতেজা মঙ্কণকের এইরূপ চরিতের বিষয় সক-লই কহিলাম, তিনি পূর্ব্বে সুকন্যা নাম্নী কামিনীর গর্ভে মাতরিশ্বা বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি-লেন, সেই পবনাত্মজ, বায়ুস্কন্ধ-প্রভৃতি বিপ্রগণের উৎপত্তির কারণ।

সারস্বতোপাখ্যানে অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়॥ ৩৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবল বল-দেব সেই স্থানে আশ্রমবাসি ঋষিদিগকে পূজা করত বাস করিয়া মঙ্কণকের প্রতি পরম প্রীতি প্রকাশ করিলেন, এবং দ্বিজগণকে বহুল ধন দান করিয়া সেই রজনী যাপন-পূর্ব্বক প্রভাতে গাত্রো-ত্থানানন্তর মুনিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত ও অনুজ্ঞাত হইয়া তীর্থ-সলিল স্পর্শ-পূর্ব্বক তীর্থান্তর গমন জন্য সত্ত্বরতা বশত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, মহাবল হলায়ুধ কপালমোচন নামক ঔশনস তীর্থে উপনীত হইলেন, হে মহারাজ! পুরা-কালে যেস্থানে রাম-নিক্ষিপ্ত এক রাক্ষসের প্রকাণ্ড মস্তক-দ্বারা গ্রস্তজঙ্ঘ হইয়া মহোদর মুনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। যে স্থানে পূর্ব্বে মহাত্মা ভৃগু-নন্দন তপস্যাচরণ করায় তদীয় নিখিল নীতি প্রচ-লিত হইয়াছিল এবং উক্ত মহাত্মা যেস্থানে থাকি-

রাই দৈত্য দানবগণের বিগ্রহ-বিবর চিন্তা করিয়াছিলেন। বলদেব সেই উৎকৃষ্ট তীর্থে সমাগত হইয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে বিধি-পূর্ব্বক বিপুল বিত্ত বিতরণ করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি জন্য ঐ তীর্থের নাম কপাল-মোচন হইল এবং ঐ স্থানে রাক্ষসের মস্তক কি কারণে মুনির জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়াছিল? আর মহামুনিই বা কিরূপে মুক্ত হইলেন?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে মহাত্মা রামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে বাস করত রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করেন, তখন তিনি শাণিত ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা কোন দুরাত্মা নিশাচরের মস্তক ছেদন করিলে তাহা উৎপতিত হইয়া জনস্থানের মহাবন-মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণশীল মহোদর মুনির অস্থিভেদ করিয়া জঙ্ঘাতে সংলগ্ন হয়। হে মহারাজ! মস্তক জঙ্ঘাতে সংলগ্ন হওয়ায় মহাপ্রাজ্ঞ মুনি তীর্থ ও দেব স্থানে গমন করিতে অসমর্থ হইলেন, ক্রমশ সেই স্থানে পূতি নির্গত হইতে থাকিলে, মুনিবর সাতিশয় বেদনার্ত্ত হইলেন। শুনিয়াছি, কিয়ৎকাল পরে তিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। সেই মহাতপা মহর্ষি সমুদয় সরিৎ ও সমস্ত সাগর পর্য্যটন-পূর্ব্বক জ্ঞানরাশি ঋষিগণকে তদ্বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন এবং তীর্থমাত্রেই অবগাহন করিলেন; কিন্তু, কোন স্থানেই সেই ছিন্ন-মুণ্ড তাঁহার জঙ্ঘা হইতে মুক্ত হইল না। পরিশেষে সেই বিপ্রবর মুনিগণের প্রমুখাৎ এই সুমহৎ বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, "সরস্বতীর প্রধান তীর্থ ঔশনস নামে বিখ্যাত আছে, তথায় সর্ব্ব পাপের শান্তি হয় এবং তাহা অনুত্তম সিদ্ধ ক্ষেত্র।" মহোদর মুনি ঋষিগণের এই বচন শ্রবণ-মাত্র ঔশনস তীর্থে গমন করিয়া তীর্থবারি স্পর্শ করিবা-মাত্র সেই ছিন্ন মস্তক তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণ পরিত্যাগ করিয়া জল-মধ্যে পতিত হইল। মুনি সেই মস্তক হইতে মুক্ত হইয়া পরম সুখ লাভ করিলেন। ছিন্ন-মস্তকও তৎকালে জল-মধ্যে পতিত হওয়াতে অদৃশ্য হইল। হে মহারাজ! অনন্তর, নিষ্পাপ পবিত্র-স্বভাব মহোদর মুনি মস্তক মুক্ত হওয়াতে কৃতকৃত্য ও প্রীত হইয়া আত্ম আশ্রমে আগমন করিলেন, এবং সেই মহাতপা পবিত্র আশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক আত্মজ্ঞ মুনিগণকে সেই সমস্ত বিবরণ কহিলেন। হে মানদ! সমাগত মুনিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তদবধি সেই তীর্থের "কপালমোচন" নাম রাখিলেন। পরিশেষে মহোদর মুনি পুনর্ব্বার সেই তীর্থপ্রবরে গমন-পূর্ব্বক তদীয় সুমহৎ সলিল পান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবর বলদেব সেই তীর্থে বিপ্রগণকে বিপুল বিত্ত দান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে যথা বিধানে পূজা করিয়া রুষঙ্গু মুনির আশ্রমে গিয়াছিলেন। হে ভারত! যে স্থানে আর্ষ্টিষেণ ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই সুমহৎ আশ্রমে সর্ব্বকাম সমৃদ্ধি হয় বলিয়া অনেকানেক ব্রাহ্মণগণ ও মুনি সকল নিয়তই বসতি করিতেন।

অনন্তর, রুষঙ্গু মুনি যে স্থানে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, হলধর বিপ্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। হে ভারত! রুষঙ্গু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিনি নিয়তই তপস্যায় নিরত থাকিতেন, সেই মহাতপা দেহন্যাসে কৃতচিত্ত হইয়া বহু প্রকার চিন্তার পর আপন সন্তানগণকে একত্র করিয়া কহিলেন, "তোমরা আমাকে পৃথূদক তীর্থে লইয়া যাও।" তপোধন ঋষিকুমারগণ তপস্বি রুষঙ্গুকে গত-বয়স্ক বিবেচনা করিয়া সরস্বতীর সেই তীর্থে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। মহাতপা ধীমান্ মুনি পুত্রগণ-কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ পবিত্র তীর্থ-শত সংযুক্ত ও ব্রাহ্মণগণ-নিসেবিত সরস্বতীতে উপনীত হইয়া তীর্থগুণ জ্ঞান-পূর্ব্বক যথা-বিধানে তীর্থবারি স্পর্শ করিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে সেই ঋষিসত্তম

শুশ্রূষমাণ পুত্রগণের প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া এই কথা বলিলেন যে, "সরস্বতীর উত্তর তীরে পৃথূদকে যে ব্যক্তি জপ-পরায়ণ হইয়া আত্ম-তনু ত্যাগ করে, তাহাকে আর পর জন্মে মৃত্যু-জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।"

হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা বিপ্রবৎসল বলদেব সেই স্থানে তীর্থনীরে স্নান করিয়া বিপ্রগণকে বহুল ধন দান করিলেন। হে কৌরব্য! যে স্থানে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ প্রজাপতি লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সংশিতব্রত ঋষিসত্তম আর্ষ্টিষেণ নামক মুনি সুমহৎ তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপা দেবাপি এবং মহাতপস্বী ও মহাযশস্বী ভগবান্ বিশ্বামিত্র মুনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী বলবান্ বলভদ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে ঊন চত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৩৯॥

জনমেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ মুনি কি প্রকারে বিপুল তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন? কি প্রকারে বা সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও মুনিসত্তম বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকটে বর্ণন করুন, এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতুহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরা-কালে সত্যযুগে আর্ষ্টিষেণ নামা এক ব্রাহ্মণবর গুরুকুলে বসতি করত নিরত অধ্যয়নে রত থাকিতেন। হে রাজন্! তিনি নিরত গুরুকুলে বাস করিলেও তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের সমাপ্তি বা বেদপাঠের নিষ্পত্তি হইল না; সুতরাং সেই মহাতপা নিতান্ত নির্ব্বিণ্ণ হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর, তিনি সেই তপস্যা-দ্বারা অনুত্তম বেদশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিলেন এবং বিদ্বান্‌রূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত ও ক্রমে ক্রমে ঋষিসত্তম হইয়া উঠিলেন। সেই মহাতপা উক্ত তীর্থে তিনটি বর প্রদান করিয়াছিলেন; প্রথম এই যে, "অদ্য অবধি এই মহানদীর তীর্থে যে মনুষ্য স্নান করিবে, সে ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ভাগী হইবে। দ্বিতীয় বর এই যে, অদ্যাবধি এই তীর্থে ব্যাল ভয় থাকিবে না। তৃতীয় বর এই যে, এস্থানে অল্প প্রযত্ন-দ্বারা লোকে প্রচুর ফল প্রাপ্ত হইবে।" মহাতেজা মুনি এইরূপ কহিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! প্রতাপবান্ ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ এই প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, আর তৎকালেই সেই তীর্থে প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপি সুমহৎ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তপোনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় কুশিক-নন্দন বিশ্বামিত্র সুমহৎ তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজ! পুরাকালে ভূমণ্ডলে গাধি নামে বিখ্যাত এক প্রধান ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহার বিশ্বামিত্র নামা অতি প্রতাপশালী এক পুত্র ছিল। গাধিরাজা পরিণাম-দশায় মহাযোগী হইয়াছিলেন। নৃপতি আপন পুত্র বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দেহ-ন্যাসে মনঃ সমাধান করিলে, প্রজাগণ তাঁহার নিকটে প্রণত হইয়া কহিল, "হে মহাপ্রাজ্ঞ মহীপাল! আপনি গমন করিবেন না, আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।"

গাধিরাজা প্রজাগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন যে, "আমার এই পুত্র সমস্ত জগতের রক্ষাকর্ত্তা হইবে।" গাধিরাজা প্রজাগণকে এইরূপ কহিয়া বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে স্থাপন-পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। অনন্তর, বিশ্বামিত্র রাজা হইলেন; কিন্তু, তিনি সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও সুচারুরূপে পৃথিবী পালন করিতে পারিলেন না। কিয়ৎকালানন্তর, নৃপতি রাজ্য-মধ্যে রাক্ষসগণ হইতে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিলেন, পরে তিনি চতুরঙ্গ সৈন্য-পরিবৃত হইয়া নগর হইতে নির্গত হইলেন। তিনি বহু দূর পথে গমন-পূর্ব্বক বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন।

তথায় তাঁহার সেই সমস্ত সৈনিক বহুতর অবিনয় করিল। অনন্তর, বিপ্রবর ভগবান্ বশিষ্ঠ আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, সৈন্যগণ তাঁহার মহাবন ভগ্ন করিতেছে; অতএব সেই মুনিসত্তম সাতিশয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া নিজ কামধেনুর প্রতি ঘোরতর শবর সৈন্য সৃজন করিতে অনুমতি করিলেন। ধেনু মুনি-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঘোরদর্শন বীর পুরুষ সকল সৃজন করিল। নৃপ-সেনারা শবর-সৈন্য সন্দর্শনে ভগ্ন হইয়া দশ দিকে ধাবিত হইল। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র সৈন্যগণের পলায়ন সমাচার শ্রবণ করিয়া তপঃ প্রভাবকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করত তপস্যাতেই মনঃ সমাধান করিলেন। হে মহারাজ! তিনি সরস্বতীর এই তীর্থে সমাহিত থাকিয়া নিয়ম ও উপবাসাদি দ্বারা নিজ দেহ ক্লিষ্ট করত কখন জলাহার, কখন বায়ু ভক্ষণ, কখন বা পর্ণাহার করিয়া কাল যাপন করেন; কোন সময়ে স্থণ্ডিলশায়ী হয়েন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত নিয়ম আছে, তৎসমুদয়ই প্রতি-পালন করেন; এই সময়ে দেবতারা বারম্বার তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু, সেই মহাত্মার বুদ্ধি কোন ক্রমেই নিয়ম হইতে নিবৃত্ত হইল না। অনন্তর, গাধি-তনয় সাতিশয় প্রযত্ন-দ্বারা বহু-বিধ তপস্যা করিয়া তেজঃপুঞ্জ প্রভাবে ভাস্করের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইলেন। বরদাতা পিতামহ, বিশ্বামিত্রকে তাদৃশ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে বর দান করিতে বাসনা করিলেন। হে মহারাজ! বিশ্বামিত্র এই বর যাচ্ঞা করিলেন যে, "আমি যেন ব্রাহ্মণ হই," সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিলেন। অনন্তর, মহাযশা বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত পূর্ণ-মনোরথ হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে অমরের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! বলদেব সেই তীর্থে বিবিধ বিত্ত বিতরণ করিয়া সানন্দচিত্তে দ্বিজাতিগণকে পূজা-পূর্ব্বক পয়স্বিনী ধেনু, যান, শয়ন, সুশোভন বসন, ভূষণ ও পান ভোজন সম্প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, তিনি সন্নিহিত বক মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন; ঐ স্থানে বক নামে বিখ্যাত দাল্ভ্য মুনি অতি তীব্র তপস্যা করিয়া-ছিলেন।

সারস্বতোপাখ্যানে চত্বারিংশৎ অধ্যায়॥৪০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, যদু-নন্দন বলদেব বেদধ্বনি-সমাকীর্ণ এক আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ স্থানে প্রতাপবান্ মহানুভাব মহা-তপস্বী দাল্ভ্য মুনি আশ্রমস্থ হইয়াও মহাক্রোধা-বেশ-বশত ঘোরতর তপস্যা-দ্বারা নিজ দেহ ক্লিষ্ট করত বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির রাজ্য-ক্ষয় কামনায় হোম করিয়াছিলেন।

পুরাকালে নৈমিষারণ্য-বাসি ঋষিগণের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা বিশ্ব-বিজয়ি পাঞ্চালগণের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। মনীষি ঋষিগণ ভূপতির সন্নিধানে দক্ষিণার্থ সবল ও ব্যাধি-শূন্য একবিংশতি বৎসতর প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হইলে, দাল্ভ্য বক মুনি তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত পশু বিভাগ করিয়া লইতে কহিলেন এবং বলিলেন, "আমি এই সকল পশু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোন প্রধান ভূপালের সন্নিধানে আরও কিছু ভিক্ষা করিব।"

হে মহারাজ! অনন্তর, প্রতাপশালী দ্বিজশ্রেষ্ঠ দাল্ভ্য মুনি ঋষিগণকে এইরূপ কহিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে গমন করিলেন। তিনি জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিহিত হইয়া পশু প্রার্থনা করাতে নৃপসত্তম ধৃত-রাষ্ট্র তখন যদৃচ্ছাক্রমে গো সকলকে মৃত দেখিয়া দাল্ভ্যের প্রতি রোষাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, "হে ব্রহ্ম-বন্ধো! যদি ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র এই সমস্ত পশু গ্রহণ কর। ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিলেন, "হায় কি কষ্ট! সভা-মধ্যে আমার প্রতি কি নৃশংস বাক্য উক্ত হইল!" দ্বিজবর মুহূর্ত্ত কাল এইরূপ চিন্তা করিয়া

রোষাবিষ্ট হইয়া ভূপতি ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশার্থ মনো-নিবেশ করিলেন। পরিশেষে সেই মুনিসত্তম সরস্বতীর বিস্তীর্ণ তীর্থে অগ্নি প্রজ্বালন-পূর্ব্বক মৃত গো সকলের মাংস কর্ত্তন করিয়া নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয়-হেতু হোম করিলেন।

হে মহারাজ! মহাতপা দাল্‌ভ্য মুনি পরম নিয়ম-নিষ্ঠ হইয়া সেই সমস্ত মৃত পশুমাংস-দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয়ার্থ হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই সুদারুণ যজ্ঞ বিধিবৎ আরব্ধ হইল, সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল। হে বিভো! পরশু-দ্বারা ছিদ্যমান মহৎ বনের ন্যায়, ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষীণ হইতে লাগিল। রাজ্যস্থ সমস্ত লোক আপন্ন, মোহাচ্ছন্ন ও অচেতন হইয়া পড়িল। মনুজেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র নিজ রাজ্যের তাদৃশ দশা দর্শনে নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা-পূর্ব্বক যেপ্রকারে এই উপস্থিত আপদ্ মুক্তি হয়, তদ্বিষয়ে প্রযত্ন-পরতন্ত্র হইলেন। রাজা অনেক যত্ন করিলেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই শ্রেয় লাভ করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত সমস্ত রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল। হে মহারাজ জনমেজয়! যৎকালে রাজা ও সেই সমুদয় ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত খিন্ন হইলেন এবং তিনি কোন ক্রমেই রাজ্য উদ্ধার করিতে পারিলেন না, তখন ভূপতি প্রশ্নের উত্তর-দাতা জনগণকে এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা কহিল, "মহারাজ! আপনি দাল্‌ভ্য মুনিকে পশুর জন্য তিরস্কৃত করিয়াছেন, এই হেতু তিনি আপনার রাজ্যক্ষয় কামনায় পশুমাংস-দ্বারা হোম করিতেছেন। তিনি এই প্রকার হোম করিতেছেন, বলিয়াই আপনার রাজ্যের মহৎ ক্ষয় ঘটিতেছে। তাঁহার তপস্যা-প্রভাবেই আপনার এই মহান্ অনিষ্ট হইতেছে। হে মহারাজ! এক্ষণে তিনি সরস্বতী তীরস্থিত কুঞ্জে বসতি করিতেছেন; আপনি তথায় গিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন।" হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর, রাজা সরস্বতী সন্নিহিত কুঞ্জে গমন-পূর্ব্বক বক মুনিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, মূর্খতা ও অজ্ঞানতা-বশত এ দীনের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা করুন; আপনিই আমার গতি ও অধিপতি, অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করা আপনার উচিত হইতেছে।"

হে মহারাজ! ঋষি রাজাকে এই প্রকার শোকাকুল ও বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি কৃপালু হইলেন এবং তাঁহার সেই রাজ্য মোচন করিয়া দিলেন। পরিশেষে সেই ঋষিসত্তম ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নৃপতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের মুক্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর, এই প্রকারে তিনি রাজার রাজ্য মুক্ত করিয়া দিয়া বহুল পশু প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা নির্ম্মলচেতা মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্রও মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন স্ব-নগরে উপনীত হইলেন।

হে মহারাজ! সেই তীর্থে উদার-বুদ্ধি বৃহস্পতি অসুরগণের বিনাশ ও সুরগণের সমৃদ্ধি জন্য মাংস-হোম-দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবগণ-দ্বারা বহুল দানব সমরে পরাজিত হইয়া ক্ষয় লাভ করিয়াছিল। হে মহারাজ! ঐ তীর্থে মহাযশা নহুষ-নন্দন ব্রাহ্মণগণকে হয়, হস্তী, অশ্বতরী-যুক্ত রথ, মহামূল্য রত্নরাশি, তথা বহুল ধন ধান্য যথাবিধি দান করিয়া যাযাত নামক তীর্থে যাত্রা করিলেন। যে স্থানে নহুষ-নন্দন মহাত্মা যযাতি ভূপতির যজ্ঞে সরস্বতী দুগ্ধ ও ঘৃত প্রসব করিয়াছিলেন। পুরুষ-প্রবর যযাতিরাজা সেই স্থানে যজ্ঞ করিয়াই আনন্দিতচিত্তে ঊর্দ্ধলোক আক্রমণ-পূর্ব্বক পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েন। একদা উক্ত মহীপতি ঐ স্থানে শাশ্বতী বাস করিতে থাকিলে, সরিদ্বরা সরস্বতী পরম উদার্য্য ও আপনার প্রতি তাঁহার ভক্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণগণকে কামনানুসারে দান করিয়া যজ্ঞস্থলে

যে যে ব্যক্তি আহূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলকেই বাসার্থ গৃহ, উত্তম শয্যা, ছয় রসযুক্ত ভোজনীয় দ্রব্য ও নানাবিধ ধন দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেই সকল অনুত্তম দান রাজার সম্প্রদান জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান-পূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন। দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সেই যজ্ঞ-সম্পত্তি সন্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যেরা তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর, মহাধর্ম্মকেতু, মহাদান-নিরত, কৃতবুদ্ধি, ধীরপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয়, মহাত্মা তালধ্বজ বলদেব তথা হইতে মহাভয়ঙ্কর বেগবান্ বশিষ্ঠাপবাহ নামক তীর্থে আগমন করিলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে
একচত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪১ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থ কি জন্য ভয়ঙ্কর বেগশালী হইল? কি জন্যই বা সরস্বতী সেই ঋষিকে প্রতিবাহিত করিয়াছিলেন? কি প্রকারে তাঁহার বৈরভাব হইল, তাহার কারণই বা কি? হে প্রভো! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা বর্ণন করুন। আপনি যত কথা কহিতেছেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াও আমি পরিতৃপ্ত হইতেছি না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভারত! পুরাকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের তপস্যা বিষয়ে স্পর্দ্ধা-জনিত অতিশয় বৈরভাব ঘটিয়াছিল। স্থাণু তীর্থে বশিষ্ঠের আশ্রমের পূর্ব্ব পার্শ্বে ধীমান্ বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। হে মহারাজ! যে স্থানে ভগবান্ স্থাণু সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, মনীষিগণ তাঁহার যে কর্ম্মকে ঘোরতর বলিয়া থাকেন, ভগবান্ স্থাণু যে স্থানে যজ্ঞ করিয়া সরস্বতীকে পূজা-পূর্ব্বক সেই তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই নাম স্থাণু তীর্থ। হে মহারাজ! সেই তীর্থে সুরগণ অসুরদল-দলনকারী কার্ত্তিকেয়কে মহৎ সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেই সারস্বত তীর্থে মহামুনি বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যা-দ্বারা যে প্রকারে বশিষ্ঠ মুনিকে বিচলিত করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। হে নৃপবর! তপোধন বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই প্রতিদিন নিজ তপস্যা-জনিত ঘোরতর স্পর্দ্ধা করিতেন, তাহাতে মহামুনি বিশ্বামিত্র সমধিক সন্তপ্ত ও বশিষ্ঠের তেজ দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। সেই ধর্ম্মনিরত মুনির মনে ইহাই বিবেচনা হইল যে, "এই সরস্বতী বেগবলে তপোধন বশিষ্ঠকে অবিলম্বে আমার নিকটে আনিয়া দিলে, আমি সেই জাপকশ্রেষ্ঠ দ্বিজবরকে অনায়াসে নিহত করিব সন্দেহ নাই।" মহামুনি ভগবান্ বিশ্বামিত্র ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সরিদ্বরা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন; ভগবতী সরস্বতী মুনির ধ্যানে ব্যাকুলা হইলেন। তিনি সেই মুনিবর বিশ্বামিত্রকে মহাবীর্য্যশালী ও কোপন-স্বভাব জানিতেন, সুতরাং বিবর্ণা ও কম্পমানা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রহীনা নারীর ন্যায় নিতান্ত দুঃখিতা হইলেন এবং মুনিসত্তম বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "আমি কি করিব বল?" মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র বশিষ্ঠকে আমার নিকটে আনয়ন কর, আমি অদ্যই তাহাকে নিহত করিব।" পুণ্ডরীক-নয়না সরস্বতী এই কথা শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং ভীত হইয়া অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক বাতাহত লতার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। মুনি সেই মহানদীর তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া বলিলেন, "তুমি বিচার না করিয়াই অবিলম্বে বশিষ্ঠকে আমার সমীপে আনয়ন কর।" সরস্বতী মুনির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে কর্ত্তব্য কর্ম্মকে পাপাত্মক এবং ভূমণ্ডল-মধ্যে বশিষ্ঠের প্রভাবও অপ্রতিম জানিয়া অগত্যা বশিষ্ঠের নিকটে গমন-পূর্ব্বক, ধীমান্ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যে সমস্ত কথা

বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় ঋষির নিকটে প্রকাশ করিলেন। তৎকালে দেবী, উভয়ের শাপ ভয়ে ভীতা ও পুনঃপুন কম্পমানা হইয়া মহাশাপের বিষয় চিন্তা করত ঋষি কর্ত্তৃক বিত্রাসিতা হইলেন। হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা মানবশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তাঁহাকে কৃশা, বিবর্ণা এবং চিন্তাকুলা দেখিয়া কহিলেন, “হে সরিৎপ্রবরে! তুমি শীঘ্রগামিনী হইয়া আমাকে বহন করিয়া আত্ম-রক্ষা কর, নতুবা বিশ্বামিত্র তোমাকে অভিশম্পাত প্রদান করিবেন, এ বিষয়ে তোমার কোন বিচারের আবশ্যক নাই।” হে কুরু-নন্দন! সরস্বতী সেই কৃপাশীল ঋষির কথা শুনিয়া কি করিলে সুকৃত হয়, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, “বশিষ্ঠ আমার প্রতি অতীব অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন, অতএব নিয়ত তাঁহার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।” হে মহারাজ! অনন্তর, সরিৎপ্রবরা সরস্বতী, ঋষি-সত্তম বিশ্বামিত্রকে স্বীয় কূলে বসিয়া জপ হোমাদি কর্ম্ম করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, “বশিষ্ঠকে লইয়া যাইবার ইহাই অবকাশ সময়,” ইহা বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠ যে তীরে বাস করিতেন, নিজ বেগ-দ্বারা সেই তীর হরণ করিলেন। বশিষ্ঠ সেই ভগ্ন তীরে উপবিষ্ট রহিলেন এবং সরস্বতী-কর্ত্তৃক উহ্যমান হওত তৎকালে এইরূপে তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন, “হে দেবি! তুমি পিতামহের মানস সরোবর হইতে নিঃসৃতা হইয়াছ বলিয়া তোমার নাম সরস্বতী হইয়াছে; তোমার নির্ম্মল জলরাশি-দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে দেবি! তুমিই আকাশ-গামিনী হইয়া মেঘমণ্ডলী-মধ্যে বারিরাশি বিতরণ করিয়া থাক, জগতে যে সমস্ত জল আছে, সে সকলই তুমি, আমরা তোমা হইতেই অধ্যয়ন করিয়া থাকি, তুমি পুষ্টি, তুমি দ্যুতি, তুমি কীর্ত্তি, তুমি সিদ্ধি, তুমি বুদ্ধি, তুমি উমা, তুমি বাণী এবং তুমি স্বাহা-স্বরূপ, এই জগন্মণ্ডলস্থ সমস্ত পদার্থই তোমার আয়ত্ত, তুমি ইহ লোকে সূক্ষ্মা, মধ্যমা, বৈখরী ও পশ্যন্তী, এই চতুর্ব্বিধ-রূপে সর্ব্ব-ভূত-মধ্যে বিরাজ করিতেছ।”

হে মহারাজ! সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক এই প্রকার স্তূয়মানা হইয়া বেগভরে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং বিশ্বামিত্রকে সেই বিষয় বারম্বার নিবেদন করিলেন। বিশ্বামিত্র সরস্বতী-কর্ত্তৃক তাঁহাকে আনীত দেখিয়া কোপ-সমন্বিত হইয়া বশিষ্ঠের বিনাশ সাধন অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেবী, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রকে ক্রোধপরতন্ত্র দর্শনে ব্রাহ্মণ বধ আশঙ্কা বশত তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া উভয়েরই বাক্য রক্ষা করত বশিষ্ঠকে মহাবেগে পূর্ব্ব দিকে লইয়া গেলেন। অনন্তর, নিতান্ত ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে অপবাহিত বিলোকনে অমর্ষণ হইয়া বলিলেন, “হে নিম্নগে! তুমি যেহেতু আমাকে বঞ্চনা করিয়া গমন করিলে, সেই কারণে তুমি রাক্ষস-কুল-সুসম্মত শোণিত বহন কর।”

হে মহারাজ! বিশ্বামিত্র মুনির এইরূপ অভিশম্পাতে সরস্বতী সম্বৎসর কাল শোণিত মিশ্রিত তোয়রাশি ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর, ঋষিগণ, দেবতা সকল, গন্ধর্ব্ব-কুল ও অপ্সরঃ সমুদায় সরস্বতীর তাদৃশ দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

হে জনেশ্বর! সরিদ্বরা সরস্বতী পুনর্ব্বার নিজ পথে আগমন করিলেন। এইরূপে বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থ লোক-মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে
দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সরস্বতী ক্রোধাক্রান্ত বিশ্বামিত্র মুনির অভিশম্পাতে সেই পবিত্র তীর্থপ্রবরে শোণিত বহন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! কিয়ৎকাল পরে তথায় রাক্ষসগণ সমাগত হইল। তাহারা আগত হইয়া শোণিত পান করত পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিল। বলবিক্রমি-

জনগণের ন্যায় তাহারা কখন হাস্য, কখন বা নৃত্য করত সেই শোণিত পান-দ্বারা সাতিশয় পরিতৃপ্ত, সুখিত ও নির্ভয় হইল। হে মহারাজ! কালক্রমে কতিপয় তপোধন ঋষি তীর্থযাত্রা নিমিত্ত সরস্বতীতে আগমন করিলেন। তাঁহারা সমুদায় তীর্থে স্নান করিয়া পরম প্রীত হইয়া যে তীর্থে শোণিত বহন হইতেছিল, তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। মহাভাগ মুনিগণ তথায় আগত হইয়া দেখিলেন, সরস্বতীর সমুদায় সলিল শোণিতে পরিপ্লুত রহিয়াছে এবং রাক্ষসগণ হৃষ্টচিত্তে তাহা পান করিতেছে। হে নৃপসত্তম! সংশিতব্রত মুনি সকল রাক্ষসগণকে সন্দর্শন করিয়া সরস্বতীর পরিত্রাণার্থ সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত মহাব্রত মহাভাগ মুনিগণ একত্র মিলিত হইয়া সরিদ্বরা সরস্বতীকে আহ্বান-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, "হে কল্যাণি! কি জন্য তোমার এই হ্রদ এ প্রকার আকুল হইয়াছে, তাহার কারণ বল, আমরা তাহা শ্রবণ করিয়া প্রতিকার চিন্তা করিব।" অনন্তর, সরস্বতী কম্পমানা হইয়া, যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহাদিগকে তৎসমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। তপোধন ঋষিগণ তাঁহাকে নিতান্ত দুঃখিতা দেখিয়া বলিলেন, "হে অপাপে! এবিষয়ের কারণ ও অভিশম্পাতের বিবরণ সকলই আমরা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আমরা সকলেই তোমার উদ্ধারার্থ যত্ন করিব।" তপোধনগণ সরস্বতীকে এই প্রকার কহিয়া পরস্পর বলিলেন, আমরা সকলে এই সরস্বতীকে শাপ হইতে বিমুক্তা করিব।

হে মহারাজ! তপোধন ব্রাহ্মণগণ এইরূপ পরামর্শ-পূর্ব্বক তপস্যা, যম, নিয়ম, উপবাস ও কষ্টকর ব্রত-দ্বারা জগৎপতি পশুপতি মহাদেবকে আরাধনা করিয়া সেই সরিদ্বরা সরস্বতী দেবীকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন। দেবী সেই সমস্ত ঋষিদিগের প্রভাবে প্রকৃতিস্থা ও পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল সলিল-সম্পন্না হইলেন। তিনি বিমুক্তা হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিলে, মুনিগণকর্ত্তৃক সরস্বতীর সলিল সেইরূপ হইল দেখিয়া ক্ষুধিত রাক্ষসেরা তৎকালে তাঁহাদিগেরই শরণাপন্ন হইল। হে মহারাজ! রাক্ষসগণ ক্ষুধাতে নিতান্ত পীড়িত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সকল কৃপালু মুনিকে পুনঃপুন কহিল যে, "আমরা ক্ষুধিত ও শাশ্বত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত, আপনারা যাহা করিলেন, তাহা আমাদিগের অভিলষিত নহে; যেহেতু আমরা সকলেই পাপকারী, আপনাদিগের অপ্রসন্নতা এবং আমাদিগের দুষ্কৃত কর্ম্ম-দ্বারা অস্মদাদির পাপরাশি নিয়তই বর্দ্ধিত হইতেছে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-যোষিদগের মহাপাপে ও যোনিদোষে আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি; ইহলোকে যাহারা ব্রাহ্মণগণকে বিদ্বেষ করে, তাহারাই রাক্ষস হয়, যে সকল জীবেরা আচার্য্য, ঋত্বিক্, গুরু ও বৃদ্ধ জনকে অবজ্ঞা করে, তাহারাই রাক্ষস হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! আমরা সেই সমস্ত দুষ্কৃত জন্য রাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি, সম্প্রতি আপনারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন, সমুদয় প্রাণীর পরিত্রাণ বিষয়ে আপনাদিগের কিছুই অসাধ্য নাই।"

মুনিগণ তাহাদিগের এইরূপ কথা শুনিয়া সেই মহানদীকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং প্রযতচিত্তে রাক্ষসগণের মোক্ষ-হেতু বলিলেন, "যে সকল অন্ন হিক্কা-দূষিত, কীটযুক্ত, উচ্ছিষ্ট-সমন্বিত, সকেশ, অস্পৃশ্য-স্পৃষ্ট বা পুনঃ পক্ক এবং যাহা কুদিতোপহত এবং তৎসমুদয় দ্বারা যে সকল অন্ন সংসৃষ্ট হইবে, ইহলোকে তাহা রাক্ষসদিগের ভাগ; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা জানিয়া সর্ব্বদা যত্ন-পূর্ব্বক এই সমুদয় অন্ন পরিত্যাগ করিবেন; যে ব্যক্তি এইরূপ অন্ন ভোজন করে, তাহার রাক্ষসান্ন ভোজন করা হয়।" অনন্তর, সেই তপোধন ঋষিগণ তীর্থকে পরিশোধিত করিয়া রাক্ষসদিগের মোক্ষের নিমিত্তে সেই নদীর নিকটে বারম্বার প্রার্থনা করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সরিদ্বরা সরস্বতী মহর্ষি সকলের অভিমত জানিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় শরীর অরুণবর্ণ করিলেন।

রাক্ষসগণ সেই অরুণাতে স্নান করিয়া শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বরপুরে প্রস্থান করিল। হে মহারাজ! "সেই অরুণা সরস্বতী ব্রহ্মবধ-জনিত পাপ বিমোচন করেন," দেবরাজ ইন্দ্র ইহা সবিশেষ জানিয়া তাহাতে স্নান করিয়া কলুষরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

জনমেজয় বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম! ভগবান্ ইন্দ্র কি জন্য ব্রহ্মবধ পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন? কি রূপেই বা সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনেশ্বর! এই বৃত্তান্ত যেরূপে ঘটিয়াছিল এবং পুরাকালে বাসব, যেরূপে নমুচির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। নমুচি দেবরাজ হইতে ভীত হইয়া সূর্য্য-রশ্মি-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তজ্জন্য ইন্দ্র ছল করিয়া তাহার সহিত সখ্য করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আমি শপথ করিয়া সত্য কহিতেছি, আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তু-দ্বারা দিবা কিংবা রজনীতে তোমাকে কখন বিনাশ করিব না।" দেবরাজ এই প্রকার প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক কালক্রমে হিমান্ধকার সন্দর্শন করিয়া বারি-ফেণ-দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। নমুচির ছিন্ন-মুণ্ড পুরন্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল এবং বলিল, "হে মিত্রঘাতিন্ পাপাত্মন্! আমাকে অন্যায় রূপে বিনাশ করিলে," নমুচির ছিন্ন-মস্তক দেবরাজকে বারম্বার এই প্রকার বলিতে থাকিলে, তিনি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া পিতামহের নিকটে গিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। লোকগুরু ব্রহ্মা দেবরাজের প্রমুখাৎ তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "হে দেবেন্দ্র! তুমি অরুণা সরস্বতীর পাপাপহ তীর্থে গিয়া যথা-বিধানে যজ্ঞাদি করিয়া তথায় অবগাহন কর, মুনিগণ তাঁহার সলিল অতি পবিত্র করিয়াছেন। পূর্ব্বে সরস্বতী অতি নিগূঢ়ভাবে উক্ত স্থলে আগমন করিয়াছিলেন; অনন্তর, তিনি নিজ বারি-দ্বারা অরুণা দেবীকে প্লাবিতা করিয়াছেন, সরস্বতীর সহিত অরুণার সঙ্গমস্থল সুমহৎ পুণ্য তীর্থ। অতএব হে দেবেশ! তুমি এই স্থানে যাগ কর এবং ভূরি ভূরি দান কর, তাহাতে স্নান করিলেই ঘোর পাতক হইতে বিমুক্ত হইবে।"

হে জনমেজয়! দেবরাজ, পিতামহের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সরস্বতীর কুঞ্জে আগমন করিলেন এবং তথায় বিধানানুসারে যজ্ঞ ও ভূরি ভূরি দান করিয়া অরুণার সলিলে অবগাহন করত ব্রাহ্মণবধ-জনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন। অনন্তর, ত্রিদিবেশ্বর নিষ্পাপ হইয়া সানন্দ-চিত্তে ত্রিদিব ধামে গমন করিলেন। হে রাজসত্তম! নমুচির মুণ্ডও সেই পবিত্র নীরে আপ্লুত হইয়া অক্ষয় কামদুঘ লোক সকল প্রাপ্ত হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সৎকর্ম্মশালী মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে অবগাহন-পূর্ব্বক নানাবিধ দান করত ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়া সোমের সুমহৎ তীর্থে গমন করিলেন। হে নৃপেন্দ্র! পুরাকালে যে স্থানে ভগবান্ সোমদেব স্বয়ং যথাবিধানে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যে যজ্ঞে বিপ্রবর মহাত্মা ধীমান্ অত্রি মুনি হোতা হইয়াছিলেন, যাহার পরিণামে দেবগণের সহিত দৈত্য দানব রাক্ষসগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, যে স্থানে সুতীব্র তারকাখ্য দৈত্য-যুদ্ধে পার্ব্বতী-নন্দন স্কন্দ, তারকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যে স্থানে দৈত্যান্তকারী মহাসেন দেবতাদিগের সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, স্বয়ং কুমার কার্ত্তিকেয় যে স্থানে সতত বিরাজ করিতেছেন এবং যে স্থানে সেই পর্কটী বৃক্ষ আছে, তাহার নাম সোমতীর্থ।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে
ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৩।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সরস্বতীর

মাহাত্ম্য বিষয় কহিলেন, এক্ষণে কুমারের অভিষেক বিষয় বর্ণন করা আপনার উচিত হইতেছে। হে বক্তৃবর! ভগবান্ স্কন্দ যে দেশে যে কালে যেরূপ বিধি-দ্বারা যাহাদিগের কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে দৈত্যদল দলন করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় বৃত্তান্ত আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন, এ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! কুরুবংশের ন্যায় কৌতূহলকর মদীয় বাক্য অবশ্যই আপনার হর্ষজনক হইবে, এক্ষণে আপনার নিকটে মহানুভাব কুমারের মাহাত্ম্য ও অভিষেক বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

পুরাকালে মহেশ্বরের স্খলিত তেজ অগ্নি-মধ্যে পতিত হইয়াছিল, ভগবান্ সর্ব্বভক্ষ সেই অক্ষয় তেজ দগ্ধ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। হব্যবাহন তদ্দ্বারা অতি তেজস্বী ও দীপ্তিমান্ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই সেই তেজোময় গর্ভ ধারণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে গঙ্গাতে গমন করিয়া সেই ভাস্করোপম তেজঃশালি গর্ভ অর্পণ করিলেন। অনন্তর, ভগবতী গঙ্গাও সেই গর্ভ-ধারণে অসহমানা হইয়া অমরার্চ্চিত রমণীয় হিমালয় শৈলে তাহা উৎসর্গ করিলেন। অনন্তর, সেই অনলাত্মজ তথায় লোক সকলকে আবৃত করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; ঘটনা-ক্রমে কৃত্তিকাদি মাতৃকাগণ সেই স্থানে আসিয়া শরস্তম্ব-মধ্যে অনলাকার মহানুভাব অনলাত্মজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সকলেই পুত্রার্থিনী হইয়া, "এই পুত্র আমার" বলিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎকালে ছয় মুখ-দ্বারা সেই প্রস্নুত-স্তনী মাতৃগণের দুগ্ধ পান করিলেন। দিব্য দেহধারিণী দেব-কামিনী কৃত্তিকারা সেই বালকের তাদৃশ প্রভাব বিলোকনে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে কুরুনন্দন! গঙ্গা যে গিরি-শিখরে সেই ভগবান্কে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতের সমুদয় প্রদেশ কাঞ্চনময় হইয়া শোভা পাইয়াছিল। সেই গর্ভ যত বর্দ্ধিষ্ণু হইতে থাকিল, মহীমণ্ডল ততই রঞ্জিত হইতে লাগিল; তাঁহা হইতেই শৈল সকল কাঞ্চনাকর হইল। সেই মহাবীর্য্য ও মহাযোগবল-যুক্ত কুমার প্রথমত গাঙ্গেয়, পরে কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই তপস্যা, শান্তি ও বীর্য্য-সমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন কুমার ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি সেই কাঞ্চন শৈলে শরস্তম্ব-মধ্যে পরম শোভা-সমন্বিত এবং গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শয়ান রহিলেন; সহস্র সহস্র চারুদর্শন দিব্য বাদিত্র ও নৃত্যনিপুণ দেব-কন্যারা তাঁহাকে স্তুতি করত তৎ সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রধানা নদী গঙ্গা দেবী সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত থাকিলেন। পৃথিবীও মনোহর রূপ ধারণ করত তাঁহাকে ধারণ করিলেন। বৃহস্পতি তাঁহার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিলেন। বেদ চতুষ্টয় স্বয়ং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিয়ত তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত রহিলেন, ধনুর্ব্বেদ ও অন্যান্য সংগ্রহ-সহ শস্ত্রবিদ্যা-সকল এবং সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বয়ং তথায় আসিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে সেই মহাবীর্য্য কুমার শৈল-সুতার সহিত সমাসীন ও ভূত-সমূহে পরিবেষ্টিত দেবদেব উমাপতিকে যে স্থানে সন্দর্শন করিলেন, তথায় অতিশয় আশ্চর্য্য-দর্শন ভূত সমূহ বর্ত্তমান ছিল; বিকৃতকেশ, বিকৃতাভরণ, বিকৃতাকার ও বিকৃত-চিহ্ন ভূত সকল বিচরণ করিতেছিল। কাহার বদন ব্যাঘ্রের ন্যায়, কাহার মুখ সিংহের ন্যায়, কাহার বা আস্য ভল্লুকের ন্যায়, কতকগুলি চিত্র বিড়াল-বদন, কাহার মুখ মকরের সমান, কেহ বা মার্জ্জার-মুখ, কাহার মুণ্ড গজমুণ্ড-সদৃশ, কোন কোন ভূত উষ্ট্র-বদন কেহ বা উলূক-বদন, কাহাকে দেখিতে গৃধ্রের ন্যায়, কেহ

বা গোমায়ুর ন্যায়, কাহার কাহার বদন ক্রৌঞ্চ, পারাবত ও কুক্কুট-সদৃশ, তদ্ভিন্ন শ্বাবিৎ, শল্যক, গোধা, অজ, মেষ, হরিণ ও গো-সদৃশ শরীরধারী কত কত ভূত তথায় বিচরণ করিতেছিল। পর্ব্বত ও অম্বুদ-সদৃশ কতিপয় ভূত চক্র ও গদা ধরিয়াছিল, কাহার আভা অঞ্জনপুঞ্জ সমান এবং কাহার কাহার প্রভা শ্বেতাচলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। হে মহারাজ। সেই স্থানে ক্রমে ক্রমে সপ্ত মাতৃকাগণ সমাগত হইলেন। সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, মরুদ্গণ, বসুগণ, পিতৃগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সিদ্ধগণ, ভুজঙ্গগণ, দৈত্যগণ ও খগ সকল তথা বিষ্ণুর সহিত সপুত্র ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্র সেই অক্ষয় কুমারকে দর্শন করিতে তথায় অভ্যাগত হইলেন। নারদ-প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, বৃহস্পতি-প্রমুখ সিদ্ধ সকল এবং অন্যান্য দেব, গন্ধর্ব্ব, সমুদায় জগতের শ্রেষ্ঠ দেবগণেরও দেব স্বরূপ পিতৃগণ এবং যামধাম নামক দেব গণ সকলেই তথায় আগমন করিলেন। তিনি বালক হইয়াও বলবান্ ও মহাযোগ-বল-সমন্বিত হইয়া দেবেশ্বর শূলধারী পিনাকীর অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সেই বালককে আসিতে দেখিয়া এককালে হর, পার্ব্বতী, গঙ্গা ও অগ্নি, এই চারিজনের মনে এই বিতর্কের উদয় হইল যে, এ বালক প্রথমত গৌরব বশত কাহার নিকট উপনীত হয়, তাঁহাদিগের সকলেরই মনে এই জ্ঞান ছিল যে, এ অগ্রে আমারই নিকটে আসিবে। কুমার তাঁহারদিগের চারিজনের এই প্রকার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এককালে যোগাবলম্বন দ্বারা ক্ষণ-মধ্যে চতুর্ব্বিধ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভগবান্ এই প্রকারে আপনাকে চতুর্ব্বিধ বিভক্ত করিয়া শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় এই তিন মূর্ত্তি পশ্চাৎ রাখিয়া স্বয়ং অদ্ভুত-দর্শন স্কন্দরূপে রুদ্রের সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং বিশাখ-রূপে গিরিজা দেবীর সমীপে, শাখরূপে ভগবান্ বিভাবসুর নিকটে, নৈগমেয়-রূপে গঙ্গার সন্নিকটে গমন করিলেন। সেই সমস্ত চতুর্ব্বিধ সমরূপধর ভাস্বর-দেহ-সম্পন্ন মূর্ত্তি তাঁহাদিগের চারি জনের নিকটে অব্যগ্রভাবে অভ্যাগত হইলে, তাহা আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল। সেই লোমহর্ষণ অদ্ভুত সুমহৎ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া দেব, দানব, রাক্ষসগণের মধ্যে সুমহান্ হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর, দেবী ভগবতী, ভগবান্ রুদ্র, পাবক ও গঙ্গার সহিত একত্র সঙ্গত হইয়া জগৎপতি পিতামহের নিকটে গিয়া প্রণাম করিলেন।

হে মহারাজ! তাঁহারা যথা-বিধানে পিতামহকে প্রণিপাত করিয়া কার্ত্তিকেয়ের প্রিয়কাঙ্ক্ষায় এই কথা বলিলেন, "ভগবন্! আমাদিগের প্রিয়-হেতু এই বালককে উপযুক্ত ও অভিলাষানুরূপ আধিপত্য প্রদান করা আপনার উচিত হইতেছে।" সেই ধীমান্ ভগবান্ সর্ব্বলোক-পিতামহ তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন ইহাকে কি প্রদান করিব! ভগবান্ ভাবিলেন, মহানুভব দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, বিহঙ্গ ও ভুজঙ্গগণের সমুদায় ঐশ্বর্য্যভোগে পূর্ব্বেই ইহাকে আদেশ করিয়াছি। মহামতি ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই সকল ঐশ্বর্য্যভোগে উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া দেবতাদিগের মঙ্গলার্থ মুহূর্ত্ত কাল ধ্যানের পর সর্ব্বভূতের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! সমুদায় দেবগণের মধ্যে যাঁহারা রাজা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, সর্ব্বভূত পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কুমারের সৈনাপত্য জন্য আদেশ করিয়া দিলেন। অনন্তর, ব্রহ্মা-প্রভৃতি দেবগণ মিলিত হইয়া কুমারকে লইয়া অভিষেকার্থ হিমালয় পর্ব্বতে সরিদ্বরা পাবনী সরস্বতী দেবীর সন্নিকটে আগমন করিলেন।—ত্রিলোক-বিখ্যাতা যে প্রবলা নদী সরস্বতী হিমালয় হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া সমন্তপঞ্চক তীর্থে আসিয়াছিলেন, দেবগণ ও গন্ধর্ব্ব সকল পূর্ণ-মনোরথ হইয়া সেই সরস্বতীর সর্ব্বগুণান্বিত পবিত্র তীরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, বৃহস্পতি অভিষেকের আবশ্যকীয় দ্রব্য সমুদয় সংগ্রহ-পূর্ব্বক সমিদ্ধ হুতাশনে যথা-বিধানে আহুতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর, কুমার হিমবৎ প্রদত্ত মণিরত্নাদি-বিভূষিত বিচিত্র আসনে অধ্যাসীন হইলে, দেবতাগণ সমুদয় মঙ্গল-সম্ভারের সহিত বিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করত আভিষেচনিক দ্রব্য লইয়া তথায় আগমন করিলেন; মহাবীর্য্য ইন্দ্র, ভগবান্ বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য্য, ধাতা, বিধাতা, অনল, অনিল, দিবাকরের অংশ পূষা, ভগ, অর্য্যমা ও মিত্রাবরুণের সহিত ভগবান্ রুদ্রদেব, তদ্ভিন্ন রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনী-কুমার-যুগল, বিশ্বগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগগণ, অসংখ্য দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ, বৈখানস, বালখিল্য, বাতাহারী, মরীচিপায়ী, মহানুভাব ভৃগু, অঙ্গিরা, যতি-প্রভৃতি ঋষি সকল, তথা সর্প, বিদ্যাধর, পবিত্র যোগসিদ্ধগণের সহিত পিতামহ, মহাতপা পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ঋতু সকল, গ্রহগণ, নক্ষত্র-নিকর, মূর্ত্তিমতী নদী সমুদয়, সনাতন বেদ-সকল, হ্রদনিচয়, সমুদ্র-সমুদয়, বিবিধ তীর্থনিবহ, পৃথিবী, স্বর্গ, দিক্, পাদপ সকল, দেব-মাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, কুহূ, রাকা ও ধিষণা, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেব-পত্নীগণ, হিমবান্, বিন্ধ্য ও অনেক-শৃঙ্গবান্ সুমেরু, সানুচর ঐরাবত, কলা, কাষ্ঠা, মাস, অর্দ্ধমাস, ঋতু, রাত্রি, দিবা, তথা হয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, ওষধিসহ বৃক্ষ সকল, ভগবান্ ধর্ম্ম, কাল, যম, মৃত্যু ও তাঁহার অনুচরগণ এবং বাহুল্য-বশত যে সমস্ত দেবগণের নাম উক্ত হয় নাই, তাঁহারাও একত্র মিলিত হইয়া সকলেই কুমারের অভিষেকের জন্য নিজ নিজ স্থান হইতে তথায় উপনীত হইলেন।

হে মহারাজ! তৎকালে সমস্ত দেবগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া আভিষেচনিক ভাণ্ড ও মাঙ্গল্য দ্রব্য সমুদয় গ্রহণ করিলেন। পুরাকালে সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যেমন জলাধিপতি বরুণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তেমনি সুরগণ দিব্য-সম্ভার-সংযুক্ত কাঞ্চন-কলস দ্বারা সরস্বতীর পবিত্র বারি আহরণ-পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে দৈত্যদলের ভয়ঙ্কর কুমারকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিলেন। মহাতেজস্বী কশ্যপ তদ্ভিন্ন যে সমস্ত মুনিদিগের নাম কীর্ত্তিত হয় নাই, তাঁহারা সকলেও অভিষেক করিলেন। ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া সেই কার্ত্তিকেয়কে বাতবেগ বলিষ্ঠ কামবীর্য্য সিদ্ধ মহাপারিষদ নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ এবং বিখ্যাত কুমুদমালী নামক চারিজন অনুচর প্রদান করিলেন। তদনন্তর, মহাতেজা মহাদেব কুমারকে যে এক মহাপারিষদ প্রদান করিলেন, সেই অনুচর শত শত মায়া ধারণ করিতে পারিত এবং সে কামবীর্য্য ও বলযুক্ত থাকিয়া সুরারি সকলের নিগ্রহ করিত। হে রাজেন্দ্র! সেই পারিষদ দেবাসুর-সংগ্রামে বাহু-বল-দ্বারা ভীম-কর্ম্মা দৈত্য-দলের চতুর্দ্দশ নিযুত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়াছিল।

অনন্তর, দেবতারা তাঁহাকে রাক্ষস-সঙ্কুলা বিষ্ণু-রূপিণী অজয্যা সেনা সম্প্রদান করিলেন, সেই সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মুনি ও পিতৃগণ, এককালে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহার পর যম, উন্মাথ ও প্রমাথ নামক কালোপম মহাবীর্য্য দুই অনুচর দান করিলেন। সুভ্রাজ ও ভাস্বর নামক সূর্য্যের যে দুই অনুচর ছিল, প্রতাপবান্ ভাস্কর প্রীত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সেই দুই অনুচর সম্প্রদান করিলেন। নিশানাথ চন্দ্র মণি ও সুমণি-সংজ্ঞক কৈলাস-শৃঙ্গ-সঙ্কাশ ও শ্বেত মাল্যানুলেপন অনুচর-যুগলকে কার্ত্তিকেয়ের নিকট সমর্পণ করিলেন। হুতাশন নিজ নন্দনকে জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতি নামক পর-সৈন্যপ্রমথনকারী শূরবর দুই অনুচর প্রদান করিলেন। অংশ দেবতা বায়ু, পরিঘ, বট,

ভীম, দহতি ও দহন নামক প্রচণ্ড বলশালি পঞ্চ অনুচরকে স্কন্দের নিকটে সমর্পণ করিলেন। পর-বীরহন্তা বাসব উৎক্রোশ ও পঞ্চকসংজ্ঞক বজ্রদণ্ড-ধর দুই অনুচরকে অনল-পুত্রের সাহায্যার্থ সম্প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! পরিশেষে তাহারা সংগ্রাম সময়ে মহেন্দ্রের অনেকানেক শত্রু বিনাশ করিয়া-ছিল। মহাযশা বিষ্ণু স্কন্দকে চক্র, বিক্রম ও মহাবল সংক্রম নামক তিন অনুচর প্রদান করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সর্ব্ব-বিদ্যাবিশারদ অশ্বিনী-কুমারেরা প্রীতচিত্তে কুমারকে বর্দ্ধন ও নন্দন নামক দুই অনুচর দিলেন। মহাযশা ধাতা সেই মহাত্মাকে কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বর নামক পঞ্চ অনুচর প্রদান করিলেন। ত্বষ্টা, চক্র ও অনুচক্র নামক মহামায়াবি মদমত্ত দুই অনুচরকে স্কন্দের সমীপে সমর্পণ করিলেন। মিত্রদেব, সুব্রত ও সত্য-সন্ধ নামক তপোবিদ্যাধর মহানুভব দুই অনুচরকে মহাত্মা কুমারের জন্য উৎসর্গ করিলেন। বিধাতা, ত্রিলোকবিখ্যাত সুন্দর বরদ সুপ্রভ ও শুভকর্ম্ম-সংজ্ঞক দুই মহানুভব অনুচরকে কুমারোদ্দেশে সম্প্রদান করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর, পূষা কার্ত্তিকেয়কে পাণিত্রক ও কালিক নামক মহা-মায়াবি দুই পারিষদ দিলেন। বায়ু কার্ত্তিকেয়কে বল ও অতিবল নামক মহাবক্ত্র ও মহাবল দুই অনুচর দান করিলেন। হে ভরতসত্তম! সত্যসন্ধর বরুণ স্কন্দকে যম এবং অতিযম নামক তিমিমুখ দুই মহাবল অনুচর সম্প্রদান করিলেন। হিমবান্ হুতাশন-সুতকে সুবর্চ্চস ও অতিবর্চ্চস নামক দুই অনুচর প্রদান করিলেন। সুমেরু কাঞ্চন ও মেঘ-মালী এবং মহাবলপরাক্রান্ত স্থির ও অস্থির নামক চারিজন অনুচরকে মহানুভব অগ্নি-নন্দন সমীপে সমর্পণ করিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত অগ্নি-পুত্রকে উৎ-শৃঙ্গ ও অতিশৃঙ্গ নামক মহাপাষাণ-যোধি দুই পারিষদ সম্প্রদান করিলেন। সমুদ্র দহন-নন্দনকে সংগ্রহ ও বিগ্রহ নামক গদাধারি দুই মহাপারিষদ প্রদান করিলেন। শুভদর্শনা পার্ব্বতী নিজ পুত্রকে উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণ নামক তিন জন অনুচর দিলেন। হে পুরুষপ্রবর! পন্নগেশ্বর বাসুকি জ্বলন-সুতকে জয় ও মহাজয়াখ্য দুই নাগানুচর সম্প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সাধ্যগণ রুদ্রগণ বসুগণ পিতৃগণ সাগর-সকল সরিৎ-সমুদয় এবং মহাবল অচলনিচয় শূল পট্টিশাদি বিবিধ অস্ত্রধারি ও নানা বেশ-বিভূষিত সেনাধ্যক্ষ সকল সম্প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিকের অন্যান্য যে সমস্ত বিবিধ আয়ুধ-সম্পন্ন ও বিচিত্র বর্ম্মাভরণধারি সৈনিক ছিল, তাহাদিগের সকলের নাম কহিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাদিগের নাম শঙ্কুকর্ণ নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, দ্রোণশ্রবা, কপিস্কন্ধ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সন্তর্জ্জন, কুন-দীক, তমোভ্রকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, প্রভু, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুবক্ত্র, প্রিয়দর্শন, পরিশ্রুত, প্রিয়-মাল্যানু-লেপন কোকনদ, অজোদর, গজশিরা, স্কন্ধাক্ষ, শত লোচন, জ্বালাজিহ্ব, করাল, শিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দ্দংষ্ট্র, উষ্ট্রজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রবা, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্বক্ত্র, জাঠর, মারুতাশন, উদরাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাভ, বসু-প্রদ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেষপ্রবাহ, উপ-নন্দ, নন্দ, ধূম্র, শ্বেত, কলিঙ্গ, সিদ্ধার্থ, বরদ, প্রিয়ক, নন্দ, প্রতাপবান্ গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র, গোব্রজ, কণকা-পীড়, গায়ন, হসন, বাণ, বীর্য্যবান্ খড়্গ, বৈতালী, অতিতালী, কথক, বাতিক, হংসজ, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, সমু-দ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রহাস, শ্বেতসিদ্ধ, নন্দক, কালকাণ্ঠ, প্রভাস, কুম্ভাণ্ডক, কালকাক্ষ, সিত, ভূত-লোন্মথন, যজ্ঞবাহ, প্রবাহ, দেবযাজী, সোমপ, মহা-তেজা, মজ্জাল, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, বীর্য্যবান্ চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, মহাবল কিরীটী, বৎসল, মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর, বীর্য্যবান্ সূচী,

শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ, কোকিলক, অচল, বালকগণের প্রভু কণকাক্ষ, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহাজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, মুণ্ডগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রভ, পাণিকূর্চ্চা, শম্বুক, পঞ্চবক্ত্র, শিক্ষক, চাষবক্ত্র, জাম্বুক, খরবক্ত্র এবং কুঞ্চক, এই সমস্ত মহানুভাব যোগযুক্ত পারিষদ সকল এবং পিতামহের মহাত্ম মহাপারিষদগণ নিয়ত ব্রাহ্মণগণের প্রিয়-কার্য্যে নিরত থাকিতেন।

হে জনমেজয়! তাহাদিগের মধ্যে যুবা বৃদ্ধ বালক সকলই ছিল; এই প্রকার সহস্র সহস্র পারিষদ কুমারের নিকটে অবস্থান করিত। হে মহারাজ! তাহাদিগের তাবতেরই মুখ নানাবিধ; যাহার যে প্রকার বদন তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কূর্ম্মমুখ, কেহ কুক্কুটবদন, কেহ কুক্কুরবদন, কেহ শৃগালমুখ, কেহ দীর্ঘবক্ত্র, কাহার মুখ শশকের সদৃশ, কেহ বা উলুকবদন, কেহ খরবদন, কেহ উষ্ট্রবদন, কেহ বরাহবদন, কেহ মনুষ্যমুখ, কেহ মেষবক্ত্র, কেহ শৃগালবদন, কেহ ভয়ানক মকরবক্ত্র, কেহ শিশুমারমুখ, কেহ মার্জ্জারবদন, কেহ বা দংশবদন, কেহ কেহ বা দীর্ঘবক্ত্র, কেহ নকুলমুখ, কেহ উলুকবক্ত্র, কেহ বা কাকমুখ, কেহ মুষিকবদন, কেহ পিঙ্গল নকুলবদন, কেহ ময়ূরবদন, কাহার মুখ মৎস্যমুখের ন্যায়, কেহ মেষানন, কেহ অজানন, কেহ মহিষানন, কেহ ভল্লুকমুখ, কেহ গণ্ডারবদন, কেহ শার্দ্দুলমুখ, কেহ বা সিংহানন, কেহ ভয়ঙ্কর গজানন, কেহ গরুড়ানন, কেহ কুম্ভীরবদন, কেহ কাকমুখ, কেহ বা বৃকবদন, কেহ গোমুখ, কেহ গর্দ্দভবদন, কেহ উষ্ট্রমুখ, কেহ বিড়ালাস্য, কাহার জঠর বৃহৎ, কেহ দীর্ঘপাদ, কেহ দীর্ঘাঙ্গ, কতকগুলি তারকাক্ষ, কেহ পারাবতবদন, কেহ বৃষাস্য, কেহ কোকিলমুখ, কেহ শ্যেনানন, কেহ কেহ বা তিত্তিরিবদন, কেহ কৃকলাসমুখ, কেহ কেহ বিরজবস্ত্রধারী, কেহ ব্যালবক্ত্র, কেহ শূলমুখ, কেহ বা চণ্ডবক্ত্র, কেহ কেহ বা সুন্দরানন, কেহ সর্পের ন্যায়, কেহ চীরবসন-পরিধায়ী, কাহার বদন গো-নাসিকার ন্যায়, কোন কোন সৈন্য স্থূলোদর কৃশাঙ্গ, কোন কোন সৈন্য কৃশোদর স্থূলাঙ্গ, কাহার গ্রীবা হ্রস্ব, কর্ণ বৃহৎ এবং নানাবিধ সর্পে বিভূষিত, কেহ গজেন্দ্র-চর্ম্মধারী, কেহ বা কৃষ্ণাজিন পরিধায়ী।

হে মহারাজ! কাহার স্কন্ধে, কাহার উদরে, কাহার পৃষ্ঠে, কাহার কপোলের নিম্নভাগে, কাহার জঙ্ঘাতে, কাহার পার্শ্ব-দেশে, কাহার বা নানা স্থানে মুখ সকল সংলগ্ন রহিয়াছে। এইরূপে গণেশ্বরদিগের মধ্যে অনেকেরই মুখ কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপদিগের সদৃশ ছিল। তাহাদিগের কাহার বহু বাহু, কাহার বহু শির, কাহার বা বহু উদর; তাহারা নানা প্রকার বৃক্ষ ভোজন করিত; তাহাদিগের মধ্যে কাহার কটিদেশে মস্তক ছিল, কাহার কাহার বদন ফণি-ফণা-সদৃশ, তাহারা নানা গুল্মে বাস করিত, তাহাদিগের গাত্র চীরবস্ত্রে ও বিচিত্র স্বর্ণমণ্ডিত বসনে সতত আচ্ছাদিত থাকিত, তাহারা নানা প্রকার বেশ ধারণ করিতে পারিত ও বিবিধ মাল্য এবং গন্ধাদি লেপন করিত। তাহারা বিবিধ বস্ত্র এবং চর্ম্ম-বসনও পরিধান করিত, কেহ উষ্ণীষ, কেহ মুকুট, কেহ কেহ বা কিরীট ধারণ করিত। তাহাদিগের কাহার পঞ্চ শিখা, কাহার দ্বিশিখা, কাহার ত্রিশিখা, কাহার কাহার বা সপ্ত শিখা ছিল। কোন কোন সৈন্যের মস্তক মুণ্ডিত, কাহার মস্তক জটাভারে পরিপূর্ণ, তাহারা শোভন কান্তি-সম্পন্ন, কম্বুগ্রীব ও বিগ্রহ-রত। দেবতারাও তাহাদিগকে জয় করিতে পারিতেন না। তাহাদিগের কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, মুখ মাংস-শূন্য, পৃষ্ঠ স্থূল ও উদরের ভাগ অল্প ছিল; তদ্ভিন্ন কত কত সৈন্য স্থূলপৃষ্ঠ, হ্রস্বপৃষ্ঠ, লম্বোদর, লম্বমেহন, মহাভুজ, হ্রস্ব-ভুজ, হ্রস্বগাত্র, বামন, কুব্জ, হ্রস্ব-জঙ্ঘ, হস্তি-কর্ণ, করি-গ্রীব, হস্তি-নাস,

কূর্ম্মনাস, বৃকনাস, দীর্ঘোষ্ঠ, দীর্ঘ-জঙ্ঘ, অতিকরাল অধোমুখ, মহাদংষ্ট্র, হ্রস্বদংষ্ট্র ও কেহ কেহ বা চতুর্দ্দংষ্ট্র ছিল।

হে মহারাজ! সহস্র সহস্র সৈন্য বারণেন্দ্র-সম অতিভয়ঙ্কর; তাহাদিগের শরীর সকল বিভক্ত, দীপ্তিমন্ত ও অলঙ্কৃত। কাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, কাহার নাসিকা বক্র, কেহ বা শঙ্কুকর্ণ, কেহ পৃথুদংষ্ট্র, কেহ মহাদংষ্ট্র, কাহার ওষ্ঠ স্থূল, কাহার কেশ হরিদ্বর্ণ, কাহার নানা চরণ, কাহার নানা ওষ্ঠ, কাহার নানা দন্ত, কাহার নানা হস্ত এবং কাহার নানা গ্রীবা ছিল। তাহারা নানা প্রকার চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিত; তাহাদিগের ভাষাও নানা প্রকার; কিন্তু, তাহারা দেশ-ভাষা কথনে নিপুণ ছিল, এই কারণে দেশভাষাতেই পরস্পর কথোপকথন করিত। এই সমস্ত মহাপারিষদেরা হৃষ্টচিত্তে তথায় উপস্থিত হইল।

হে মহারাজ! তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘগ্রীব, দীর্ঘনখ, দীর্ঘপাদ, দীর্ঘশিরা, দীর্ঘভুজ, পিঙ্গললোচন, নীলকণ্ঠ, লম্বকর্ণ, বৃকোদর-সন্নিভ, অঞ্জনবর্ণ, শ্বেতাক্ষ, লোহিতগ্রীব এবং বিচিত্র বর্ণ ছিল। তাহারা শ্বেত-লোহিত চামর ও ময়ূরের সদৃশ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিত।

হে মহারাজ! সেই সমস্ত পারিষদেরা যে সকল অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন কোন খরানন সৈন্য মুখ-ব্যাদান-পূর্ব্বক কর-দ্বয়ে পাশাস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, কোন কোন নীলকণ্ঠ পৃষ্ঠলোচন সৈন্য বাহুযুগলে পরিঘাস্ত্র ধরিয়াছিল, কাহার হস্তে শতঘ্নী, কাহার হস্তে চক্র, কাহার করে মুষল, কাহার হস্তে মুদ্গর, কাহার করে অসি, কাহার হস্তে দণ্ড, কাহার হস্তে গদা, কাহার করে ভুষুণ্ডি এবং কাহার হস্তে তোমর ছিল। সেই সমস্ত মহাবেগবান্ মহাবল রণপ্রিয় মহাকায় মহাপারিষদ এই সমস্ত বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক কুমারের অভিষেক সন্দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং সেই মহাতেজস্বিগণ ঘণ্টাজালে পিনদ্ধ-দেহ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ইহারা ও এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক মহাপারিষদ মহানুভব যশস্বী কার্ত্তিকেয়ের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা সমীরণের ন্যায় ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এবং স্বর্গপুর পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে পারিতেন। সেই বীর পুরুষেরা দেবতাগণের আদেশে কার্ত্তিকেয়ের অনুচর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ন্যায় সহস্র অযুত ও অর্ব্বুদ সংখ্যক সৈন্য অভিষিক্ত মহাত্মা কুমারকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত ছিল।

বলদেব তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যে সকল মাতৃকারা কুমারের অনুচরী ছিলেন, যাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে শত্রুকুল নির্ম্মূল হয় এবং যে কল্যাণদায়িনী যশস্বিনীগণ-দ্বারা লোক-ত্রয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে, আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নাম কহিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোনসী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালা, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী- বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শত্রুঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থসেনি, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, কদ্রুরোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রূ, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, কমলা, মহাবলা, সুদামা, বহুদামা, সুপ্রভা, যশস্বিনী, নৃত্যপ্রিয়া, শতোলূখলমেখলা, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্রকালী, ঋক্ষা, অম্বিকা, নিষ্কুটিকা, বামা, চত্বরবাসিনী, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকামা, জয়-

প্রিয়া, ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, জলেশ্বরী, এড়ী, ভেড়ী, সমেড়ী, বেতাল-জননী, কণ্ডূতি, কালকা, দেবমিত্রা, ভূষণী, কেতকী, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কোকিলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রোথিনী, জলেলা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মনোজবা, কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা, খেশয়া, অন্তর্দ্ধা, অটবামা, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, তুহুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, শুভগা, লম্বিনী, লম্বা, বসুচূড়া, বিকত্থিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবক্ত্রা, মধুলিকা, মধুকুম্ভা, প্রক্ষালিকা, মৎকুনিকা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, খ্যাতা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পূষণা, মণিকুট্টিকা, অমোঘা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, শশোলূকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, সুকুসুমা, কৃষ্ণবর্ণা, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণা, মহিষাননা, খরকর্ণী মহাকর্ণী, ভেরীস্বন-মহাস্বনা, শঙ্খশ্রবা, কুম্ভশ্রবা, ভগদা, মহাবলা, গণা, সুগণা, ভীনী, কামদা, চতুষ্পথরতা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোদা, মহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, মুখকর্ণী, বশিরা, মন্থিনী, একবক্ত্রা, মেঘরবা, মেঘমালা এবং বিরোচনা।

হে মহারাজ! ইহাঁরা ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সহস্র সহস্র মাতৃকারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া কার্ত্তিকেয়ের অনুযায়িনী হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দীর্ঘনখী কেহ দীর্ঘদন্তী, কেহ দীর্ঘতুণ্ডা, কেহ সরলা, কেহ মধুরা, কেহ যৌবনস্থা, কেহ বা অলঙ্কৃতা, তাঁহারা নিজ মাহাত্ম্য-দ্বারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিতে পারিতেন।

হে মহাভাগ! তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও গাত্র মাংস-শূন্য, কেহ বা শ্বেতবর্ণ, কাহার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, কেহ কৃষ্ণ-মেঘনিভা, কেহ ধূম্রা, কেহ বা অরুণা, কেহ দীর্ঘকেশী, কেহ শ্বেতবসনা, কেহ ঊর্দ্ধবেণীধরা, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ বা লম্বমেখলা, কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বকর্ণা, কেহ লম্বপয়োধরা, কেহ তাম্রাক্ষী, কেহ তাম্রবর্ণা, কেহ কেহ বা পিঙ্গলনয়না; তদ্ভিন্ন বরদা, কামচারিণী, নিত্যপ্রমুদিতা, যাম্যা, রৌদ্রা, সৌম্যা, কৌবেরী, বারুণী, মাহেন্দ্রী, আগ্নেয়ী, বায়বী, কৌমারী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, সৌরী ও বারাহী-প্রভৃতি মাতৃকাগণ এবং কোন মনোরমা রূপে অপ্সরার ন্যায় মনোহারিণী, কেহ বাক্যে কোকিল-সম কলনাদিনী, কেহ সমৃদ্ধিতে ধনদোপমা, কেহ যুদ্ধে ইন্দ্রসমা, কেহ বা দীপ্তিতে বহ্নি-সদৃশী; তাঁহারা বিগ্রহকালে সকলেই শত্রুগণের মনে ভয় প্রদান করেন, বেগবিষয়ে বায়ু-সদৃশী হইয়া ইচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপ ধরিতে পারেন। তাঁহাদিগের বল বীর্য্য পরাক্রম অচিন্তনীয় ও অনির্ব্বচনীয়; তাঁহারা বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান ও শৈলপ্রস্রবণে প্রায় নিয়তই বসতি করেন; তাঁহারা নানাপ্রকার মাল্য আভরণ বসন ও বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ভাষা সকল ভিন্ন ভিন্ন। হে মহারাজ! ইহা ভিন্ন অন্যান্য শত্রুক্ষয়কারিণী অনেকানেক মাতৃকা ত্রিদশ-নাথের সম্মতি-ক্রমে মহানুভাব কুমারের অনুগামিনী হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, ভগবান্ পাকশাসন সুরশত্রুগণের বিনাশার্থ কুমারকে শক্তি অস্ত্র, দীপ্তিমতী মহাশব্দ-শালিনী সিতপ্রভা মহাঘণ্টা, তথা তরুণাদিত্যবর্ণা পতাকা প্রদান করিলেন। পশুপতি ধনঞ্জয়া নামে অজেয় সেনা সম্প্রদান করিলেন, তাহা নানাবিধ অস্ত্র, শস্ত্র, বল, বীর্য্য ও তপস্যাদি-দ্বারা মহাচমূ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সেই সেনা রুদ্রতুল্য বলশালি তিন অযুত যোদ্ধা-দ্বারা রক্ষিত থাকিত; কদাপি রণস্থল হইতে নিবৃত্ত হইতে জানিত না।

হে ভারত! তাহার পর বিষ্ণু কুমারকে বৈজয়ন্তী-নাম্নী বলবিবর্দ্ধিনী মালা প্রদান করিলেন। ভগবতী উমাদেবী পুত্রকে রবিকিরণ-সম সমুজ্জল বসন দিলেন, গঙ্গা অমৃতোদ্ভব দিব্য কমণ্ডলু এবং বৃহস্পতি প্রীত হইয়া কুমারকে একটী দণ্ড প্রদান করিলেন। অনন্তর, গরুড় সেই কার্ত্তিকেয়কে প্রিয়-পুত্র বিচিত্র বর্হ-বিশিষ্ট ময়ূর এবং অরুণদেব চরণায়ুধ তাম্রচুড় প্রদান করিলেন। বরুণরাজ বলবীর্য্য-সমন্বিত এক নাগ এবং লোকভাবন ব্রহ্মা ব্রহ্মণ্য জন্য কুমারকে কৃষ্ণাজিন ও সমর-বিজয়ী হইবার বর প্রদান করিলেন।

কার্ত্তিকেয় দেবগণের সেনাপতিত্ব পাইয়া দ্বিতীয় জ্বলন্ত অনলের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর, তিনি মাতৃগণ ও পারিষদ সকলের সহিত সুরগণকে সানন্দ করত দৈত্যদল দলনার্থ যাত্রা করিলেন। রাক্ষসীর ন্যায় ভয়ঙ্করী সেই সেনা ঘণ্টা-ধ্বনি-সহকারে কেতন উড্ডীন করিল এবং তাহাতে শঙ্খ ভেরী মুরজ-প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সেই পতাকিনী সেনানী বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রের সমুজ্জ্বল প্রভাপটল বিকীর্ণ করায় নক্ষত্রপুঞ্জে সুশোভিত শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল। দেব-দেহধারী নানাবিধ ভূতগণ অব্যগ্রভাবে ভেরী, শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, শৃঙ্গ, আড়ম্বর, গো-মুখ ও মহাস্বন ডিণ্ডিম-প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাবতেই কুমারকে স্তব করিতে লাগিলেন; দেব গন্ধর্ব্ব-সকল সুমধুর সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ মনোহর নৃত্য আরম্ভ করিল।

অনন্তর, মহাসেন সুরগণের প্রতি পরম প্রীত হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে, "যে সমস্ত রিপুগণ আপনাদিগের বধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, আমি সমরে তাহাদিগকে বিনাশ করিব।" হে মহারাজ! দেবতারা সেই সুরসত্তম কুমারের এই বর প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্ত হইয়া যেন শত্রু সকলকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিলেন। সেই মহানুভব-কর্ত্তৃক বর প্রদত্ত হইলে সমস্ত ভূতনিবহের কণ্ঠ-সমুত্থিত হর্ষনাদ যেন ত্রিলোক পরিপূর্ণ করিল। পরিশেষে মহাসেন সেই মহতী সেনা পরিবৃত হইয়া সুরপুরবাসিদিগের রক্ষণ এবং দৈত্যদল দলন জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। হে নরনাথ! তৎকালে জয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি-প্রভৃতি উদ্যম সমুদয় মহাসেনের সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে চলিল। কার্ত্তিকেয় দেব শূল, মুদ্গর, জ্বলিতাঙ্গার-তুল্য বিচিত্র ও বিভূষিত চর্ম্ম, গদা, মুষল, শক্তি, নারাচ ও তোমর-ধারিণী সেনার সহিত সিংহনাদ করিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। দৈত্য দানব রাক্ষসগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া দশ দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। সুরগণ তখন নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক তাহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর, তেজো-বল-সমন্বিত ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া বারম্বার ভয়ঙ্কর শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং ঘৃতাহুতি প্রদান-দ্বারা প্রজ্বলিত অনল-সম তেজ ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! অপরিসীম-তেজঃশালী ভগবান্ স্কন্দ এইরূপে পুনঃপুন শক্তি অস্ত্র নিরসন করিতে থাকিলে, ধরাতলে উল্কাজ্বালা সকল পতিত হইল এবং প্রলয় সময়ের ন্যায় ঘোরতর নির্ঘাত নিকর বিকট নিনাদ করত ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনল-নন্দন একমাত্র ঘোরতর শক্তি নিক্ষেপ করিলে ধরণীতলে কোটি কোটি শক্তি নিপতিত হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর, ভগবান্ মহাসেন প্রীত হইয়া দশ অযুত বলবান্ দৈত্য বীর দ্বারা পরিবৃত মহাবলপরাক্রান্ত তারক নামক দৈত্যেন্দ্রকে সংহার করিলেন। পরে তিনি অষ্টপদ্ম সংখ্যক দৈত্যবৃন্দে পরিবৃত মহিষ নামক দানবকে বিনষ্ট করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি দশ অযুত-শত সৈন্য পরিবেষ্টিত ত্রিপাদ দৈত্য এবং দশ নিখর্ব্ব দনুজ পরিবৃত

হ্রদোদর নামক দানবকে বিবিধ আয়ুধধারি অনুচরের সহিত সংহার করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে শত্রু বধ হইতে থাকিলে কুমারের অনুচরগণ ঘোরতর নিনাদ করত দশ দিক্ পরিপূরিত করিল। তাহারা সকলে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কখন নৃত্য, কখন হাস্য, কখন বা লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, কুমারের শক্তি অস্ত্রের দীপ্যমান কিরণধারা-দ্বারা সহস্র সহস্র দৈত্য দগ্ধ হইল, অপরে তাঁহার সিংহনাদে নিহত হইল, মহাস্ত্রের জৃম্ভমাণ তেজোরাশি-দ্বারা ত্রৈলোক্য ত্রস্ত হইল। অপরে সৈন্যগণের সিংহনাদে হত হইল। কত শত দানব তাঁহার পতাকার প্রবল পবন বেগে অবধুত ও হত হইয়া পড়িল। কতকগুলি দৈত্য ঘণ্টারবে ত্রস্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। কত কত বীর অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পতিত রহিল। মহাবলপরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় এইরূপে অনেকানেক আততায়ি অসুরগণকে সংহার করিলেন।

অনন্তর, বলির পুত্র বাণ-নামা এক মহাবল দৈত্য ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবতাদিগের সহিত বিরোধ করিত। উদারবুদ্ধি মহাসেন সেই সুরশত্রুর অভিমুখীন হইলেন; দৈত্যরাজ কার্ত্তিকেয়ের ভয়ে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের শরণাগত হইল। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাহাতে সাতিশয় রোষপরতন্ত্র হইয়া অগ্নিদত্ত শক্তি-দ্বারা সেই ক্রৌঞ্চনাদ-নিনাদিত শৈলবরকে বিভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। শালস্কন্ধ-সম কর্ব্বুরবর্ণ পর্ব্বত বিভিন্ন হইলে তত্রত্য বানর ও বারণ সকল ত্রস্ত হইল, বিহগগণ উড্ডীন হইয়া ঊর্দ্ধপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল, পন্নগ সকল পতিত রহিল, ধাবমান গোলাঙ্গুল ও ভল্লুকগণ-দ্বারা তাহা অনুনাদিত হইল; শত শত কুরঙ্গগণের নির্ঘোষ-দ্বারা বনান্তর নিনাদিত হইতে লাগিল। বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সহসা বিক্রুত শরভ ও সিংহগণ-দ্বারা সেই পর্ব্বত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও শোভিত হইল; তদীয় শিখর-নিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নর সকল শক্তিপাত-শব্দে উদ্ধত ও উদ্বিগ্ন হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সেই প্রদীপ্ত পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ হইতে বিচিত্র আভরণ ও মাল্যধারী শত সহস্র দৈত্যদল নির্গত হইল। কুমারের অনুচরেরা তাহাদিগকে আক্রমণ-পূর্ব্বক যুদ্ধে বিনাশ করিল। দেবরাজ যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তেমনি ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ও নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দৈত্যরাজের অনুজ-সহ পুত্রকে সংহার করিলেন। পরবীরহন্তা পাবক-নন্দন শক্তি-দ্বারা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিভিন্ন করিলেন। মহাবল কুমার আত্মাকে বহুধা ও একধা করত সংগ্রামে যত বার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, নিক্ষিপ্ত শক্তি তত বারই তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল। প্রভাব-সম্পন্ন ভগবান্ পাবকনন্দন শৌর্য্য-সম্পত্তি, তেজঃপুঞ্জ ও যশঃ শ্রীপ্রভাবে এইরূপে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিভিন্ন ও শত শত দৈত্যদলকে হত করিলেন।

অনন্তর, সেই ভগবান্ অনেকানেক অসুরগণকে নিহত করিয়া দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। হে ভারত! গিরিবর ক্রৌঞ্চ বিভিন্ন এবং দৈত্যরাজ চণ্ডের পুত্র পাতিত হইলে শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। শত সহস্র সুর-কামিনী সেই যোগীশ্বর সুরবরের উপরি পুষ্প বর্ষণ করিলেন; নির্ম্মল পবন দিব্য গন্ধ লইয়া বহিতে লাগিল; গন্ধর্ব্ব ও যাজ্ঞিক মহর্ষি সকল তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই মহাবল যোগীশ্বর দেববর নানা প্রকার রূপ ধারণ করিলে কেহ কেহ তাঁহাকে পিতামহ-পুত্র সনৎকুমার বলিয়া জ্ঞান করিল, কেহ মহেশ্বর-সুত, কেহ বিভাবসুর পুত্র, কেহ উমা-নন্দন, কেহ বা কৃত্তিকা-তনয়, কেহ বা গঙ্গার সন্তান বলিতে লাগিল।

হে মহারাজ! কুমারের অভিষেকের বিষয় সমুদায়ই আপনাকে কহিলাম, এক্ষণে সরস্বতী তীর্থের

পবিত্রতার বিষয় কহিতেছি শ্রবণ করুন, কুমার সুর-শত্রু সকলকে সংহার করিলে সেই তীর্থপ্রবর অপর এক সুরপুরের ন্যায় হইয়াছিল। ভগবান্ পাবকাত্মজ সেই স্থানে অবস্থান করত নৈঋত-প্রভৃতি দিক্‌পালগণকে ত্রৈলোক্য-রাজ্য এবং পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য দান করিলেন। দৈত্য-কুলান্তকারী ভগবান্ দেব-সেনাপতি সেই তীর্থে এইরূপে সুরগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম তৈজস-তীর্থরূপে বিখ্যাত আছে। ঐ তীর্থে জলাধিপতি বরুণও অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

বলদেব সেই তীর্থপ্রবরে স্নান করিয়া স্কন্দের অভ্যর্চ্চনা কার্য্য সমাধান করত ব্রাহ্মণগণকে বসনা-ভরণ ও সুবর্ণ সম্প্রদান করিলেন। সেই পরবীরহন্তা তথায় এক রজনী বাস করিয়া সেই পূজ্য তীর্থবরের সলিল স্পর্শ করত সাতিশয় হৃষ্ট ও প্রীতচিত্ত হই-লেন। হে মহারাজ! সমাগত দেবগণ ভগবান্ কুমারকে যে প্রকারে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমাকে যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তৎসমুদায়ই যথার্থরূপে কহিলাম।

সারস্বতোপাখ্যানে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৬॥

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! কুমারের অতি অদ্ভুত অভিষেকের বিষয় বিস্তারিত ক্রমে যথা-বিধানে শ্রবণ করিলাম; ইহা শ্রবণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র জানিলাম এবং আমার রোম সকল প্রহৃষ্ট ও মন পবিত্র হইল। হে মহাপ্রাজ্ঞ! কুমা-রের অভিষেক ও দৈত্যগণের বধের বিষয় শ্রবণে আমার মনে পরম প্রীতির উদয় হইয়াছে, এক্ষণে এই কৌতূহল জন্মিতেছে যে, পুরাকালে জলাধি-পতি বরুণ দেব তথায় কি প্রকারে দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই সমুদায় বিষয় যথাবৃত্ত রূপে বর্ণন করুন, হে সত্তম! আপনি সকল বিষ-য়েই পারদর্শী।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! এই বিচিত্র বিষয় বিস্তারক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্ব-কল্পে প্রথমত সত্যযুগের বর্ত্তমান সময়ে দেব-তারা সকলে বরুণের সন্নিহিত হইয়া এই কথা বলিলেন, যে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন আমাদিগকে নানাপ্রকার ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতেছেন, তে-মনি তুমি সমুদায় সরিতের অধিপতি হইয়া তাহা-দিগকে রক্ষা কর। হে দেব! এক্ষণে মকরালয় সাগর-গর্ভে সততই তোমার বসতি হইবে; অতঃ-পর নদীপতি সমুদ্র তোমার বশীভূত থাকিবে এবং সোমের সহিত সমভাবে প্রতিদিন তোমার হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। হে মহারাজ! বরুণ দেব, দেবগণের ঈদৃশ বাক্যে সম্মত হইলেন; পরে দেবতারা সকলে একত্র সমাগত হইয়া বিধি-বিহিত কর্ম্ম-দ্বারা বরুণকে জলাধিপতি করিলেন এবং তাঁহাকে অভিষিক্ত করি-য়া সম্মানিত করত স্ব স্ব স্থানে প্রয়াণ করিলেন।

মহাযশা বরুণ, দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দেবরাজ যেমন দেবগণকে প্রতিপালন করিতেছি-লেন, তেমনি সরিৎ, সাগর, নদ ও সরোবর-প্রভৃতি সমুদয় জলাশয়কে যথাবিধি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! প্রলম্ব-সূদন মহাপ্রাজ্ঞ বলদেব সেই তীর্থের বারি স্পর্শ-পূর্ব্বক তথায় বিবিধ ধন দান করিয়া অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন। যে স্থানে হুতাশন শমীবৃক্ষ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এককালে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। লোকালোক পর্ব্বতের বিনাশ কাল প্রাদুর্ভূত হইলে দেবতারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে আগমন করত কহিলেন, “ভগবন্! অগ্নি বিনষ্ট হইয়াছেন; কি জন্য তিনি বিনষ্ট হইলেন, তাহার কারণও আমরা কিছুই জানি না, যাহা হউক, হে বিভো! সম্প্রতি যাহাতে অনল-বিরহে সর্ব্ব জীবের ক্ষয় না হয়, আপনি তাহা সম্পাদন করুন।”

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! কি কারণে ভগবান্ লোকভাবন হুতাশন বিনষ্ট হইয়াছিলেন?

দেবতারাই বা তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে পারিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত যথার্থরূপে আমার নিকট বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পূর্ব্বে ভৃগুমুনির অভিশম্পাতে ভগবান্ জাতবেদা নিতান্ত ভীত হইয়া শমীগর্ভে প্রবেশ করত প্রণষ্ট হইয়াছিলেন। বহ্নি বিনষ্ট হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহারা নানা স্থান পর্য্যটন করত অগ্নিতীর্থে আসিয়া দেখিলেন, ভগবান্ হুতাশন শমীতরুর গর্ত্ত-মধ্যে যথা-বিধানে বাস করিতেছেন। হে নরবর! বৃহস্পতি-পুরোবর্ত্তী সবাসব দেবগণ তথায় জ্বলনকে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। মহারাজ! তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে গমন করিলে অগ্নিও তদবধি ব্রহ্মবাদি ভৃগুর শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বভক্ষ্য হইলেন এবং সেই তীর্থে স্নাত হইয়া ব্রহ্মযোনিত্ব লাভ করিলেন। পুরাকালে সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই স্থানে দেবগণের সহিত যথা-বিধানে স্নাত হইয়া তাঁহাদিগের জন্য বিবিধ তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বলদেব সেই তীর্থে স্নান এবং দান করিয়া কৌবের তীর্থে প্রয়াণ করিলেন; ঐ তীর্থে কুবের সুমহৎ তপস্যা করিয়া ধনাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তথায় তিনি অবস্থিত হইলে সমস্ত নিধি ও ধন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। হলধর সেই তীর্থে উপনীত হইয়া স্নানানন্তর ব্রাহ্মণগণকে যথা-বিধানে ধন দান করিলেন। পরে সেই স্থানে কুবেরের মনোহর কানন দর্শন করিলেন। পুরাকালে যক্ষরাজ কুবের তথায় থাকিয়া বিপুল তপস্যা-দ্বারা সুমহৎ বর লাভ করেন এবং ধনাধিপত্য ও ভগবান্ রুদ্রের সহিত সখ্য প্রাপ্ত হয়েন। হে মহারাজ! তিনি সেই স্থলে সুরত্ব, লোকপালত্ব ও নলকূবর নামক পুত্র পাইয়াছিলেন; ধনাধিপতি সেই স্থানেই সমাগত সুরগণ-কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া মনের ন্যায় বেগগামি হংস-যুক্ত পুষ্পক বিমান এবং অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ! বলরাম সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান করত সত্বরভাবে বদরপাচন নামক তীর্থে গমন করিলেন, ঐ তীর্থে অনেকানেক প্রাণী নিবসতি করিত এবং সকল ঋতুতেই তথায় নানা প্রকার ফল পুষ্প প্রসবিত হইত।

সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ॥৪৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, বলদেব বদরপাচন তীর্থে গমন করিলেন, সেই তীর্থে ভরদ্বাজ মুনির শ্রুতাবতী নাম্নী এক দুহিতা, তপস্বী ও সিদ্ধগণের ব্রতাচরণ করিতেন। সেই কন্যার এরূপ রূপ যে, ত্রিলোকী-মধ্যে তাহার তুলনা ছিল না, সেই ভাবিনী কৌমারাবস্থায় ব্রহ্মচারিণী হইয়া "দেবরাজ আমার ভর্ত্তা হউন" মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া অতি উগ্র নিয়ম অবলম্বন-পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এইরূপে সেই কুমারী বহু বৎসর কাল নারীগণের দুঃসাধ্য তীব্রতর সেই সেই নিয়ম আচরণ করিতে থাকিলে তাঁহার তপস্যা ও ভক্তিতে প্রীত হইয়া ভগবান্ পাকশাসন মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির রূপ ধারণ-পূর্ব্বক তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

কল্যাণবতী প্রিয়ম্বদা শ্রুতাবতী সেই পরম তপস্বী বশিষ্ঠ ঋষিকে দেখিয়া মুনিগণ-সমুচিত আচার দ্বারা পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্ মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কি আজ্ঞা করিতেছেন? আমি যথা-শক্তি সকলই আপনাকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু, হে তপোধন! আমি নিয়ম, ব্রত ও তপস্যা-দ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রের পরিতোষ প্রার্থনা করিতেছি বলিয়া কেবল পাণি-দান করিতে পারিব না।" হে ভারত! ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া অন্তর্হাস্য-মুখে শ্রুতাবতীর নিয়মজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত অবলোকন করিয়া কহিলেন, "হে সুব্রতে!

তুমি অতি কঠোর তপস্যা করিতেছ, আমি তোমাকে জানিয়াছি। হে কল্যাণি! তোমার যে নিমিত্তে এই মনোগত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তৎ সমুদয় সুসিদ্ধ হইবে। অয়ি শুভাননে! তপস্যা-দ্বারা সকল বস্তুই লব্ধ হয়, তপস্যাতেই সকল ফল বর্ত্তমান থাকে, তপোবলে দিব্য লোকবাসিগণের স্থান অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়, তপই মহৎ সুখের মুল হইয়াছে। হে কল্যাণি! মনুষ্যেরা ইহলোকে এইরূপ কঠিন তপস্যা করিয়া মানব দেহ ত্যাগ করত দেব-শরীর লাভ করে। হে শুভব্রতে সুভগে! এই ক্ষণে আমার একটি কথা শ্রবণ কর, আমি তোমাকে এই পঞ্চ বদর ফল দিতেছি, তুমি পাক কর।" ইন্দ্র শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার তপস্যার দৃঢ়তা জানিবার নিমিত্ত যাহাতে ঐ বদর ফলের পাক না হয়, এইরূপ মন্ত্রণায় সেই আশ্রম নিকটে মন্ত্র বিশেষ জপ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সেই স্থান "ইন্দ্র-তীর্থ" নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল। অনন্তর, বিবুধাধিপতি ইন্দ্র মন্ত্রপ্রভাবে বদর ফল যাহাতে পাক না হয়, তাহা সম্পাদন করিলেন। হে রাজন্! শ্রুতাবতী তপঃপরায়ণা, বিগত-শ্রমা এবং শুচি হইয়া অগ্নিমধ্যে পঞ্চ বদর ফল নিক্ষেপ করিয়া পাক করিতে লাগিলেন; কিন্তু, দিবা অবসান হইল, তথাপি পাক সম্পন্ন হইল না, সঞ্চিত কাষ্ঠ যাহা কিছু ছিল, তৎ সমস্ত ভস্মীভূত হইল। অগ্নিতে কাষ্ঠ নাই দেখিয়া চারুদর্শনা শ্রুতাবতী আত্ম-শরীর-দাহ-দ্বারা পুনর্ব্বার বদর পাকে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ পদ-দ্বয়কে আবর্ত্তন করত দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রিয় কামনায় বদর পাকের নিমিত্ত অতিদুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। অগ্নি-দ্বারা শরীর আদীপ্ত হইলে জলমধ্যে প্রবেশের ন্যায় হর্ষিত হইয়া না বিমনা হইলেন, না মুখভঙ্গি-দ্বারা কাতরভাব প্রকাশ করিলেন, কেবল কিসে বদর কয়টি শীঘ্র পাক হয়, এই চিন্তায় বিব্রত রহিলেন; কিন্তু, কোন প্রকারেই পাক করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্নি-দ্বারা চরণদ্বয় দগ্ধ হইলে শ্রুতাবতী কিছুমাত্র মনে দুঃখিতা হইলেন না—দেখিয়া ভগবান্ শতক্রতু প্রীত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপ দর্শন করাইয়া কহিলেন, "হে দৃঢ়ব্রতে! তোমার তপ, নিয়ম ও ভক্তি-দ্বারা আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি। হে শুভে! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে এবং তুমি মানব-দেহ ত্যাগ করিয়া সুরপুরীতে আমার নিকট বাস করিবে। আর এই সর্ব্ব-পাপাপহ তীর্থ তোমার তপোবল-প্রভাবে বদরপাচন নামে ত্রিলোক-বিখ্যাত হইয়া স্থিরতর থাকিবে এবং ব্রহ্মর্ষিগণ ইহাকে স্তুতি করিবেন। হে মহাভাগে! সপ্তর্ষিগণ এই পবিত্র তীর্থে অরুন্ধতীকে পরিত্যাগ করিয়া হিমাচলে গমন করিয়াছিলেন, প্রশংসিত মহাভাগেরা জীবিকা জন্য তথায় উপনীত হইয়া ফল মুল আহরণার্থ গমন করিলেন। তাঁহারা হিমালয়ের কোন মনোহর কাননে জীবিকার্থ এইরূপে বসতি করিতে থাকিলে, সেই সময় তথায় দ্বাদশ বর্ষ-ব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইল। তদানীং তাপসগণ তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বাস করিতেন।

এদিকে কল্যাণী অরুন্ধতী সেই সময় দৃঢ়তর তপস্যাচরণে নিযুক্ত হইলেন; কিয়ৎকালানন্তর, ভগবান্ ত্রিনয়ন অরুন্ধতীকে কঠোর নিয়মে অবস্থিত দর্শনে প্রীত হইয়া বর প্রদানার্থ আগমন করিলেন। মহাযশা মহাদেব ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক অরুন্ধতীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিলেন, "হে শুভদর্শনে! আমি ব্রাহ্মণ, সম্প্রতি তোমার নিকটে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।" মনোহারিণী অরুন্ধতী ব্রাহ্মণকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে দ্বিজবর! এ আশ্রমে অন্য প্রকার কোন খাদ্য দ্রব্য সঞ্চিত নাই, অতএব এই কয়েকটী বদর ফল প্রদান করিতেছি, ভক্ষণ করুন।" অনন্তর, মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধিয়া

বলিলেন, ‘ সুব্রতে ! এই ফল সকল অগ্নিতে পাক কর ’ অরুন্ধতী ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার প্রিয়-কামনায় সেই সকল ফল পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই যশস্বিনী তখন প্রজ্বলিত অগ্নি-মধ্যে সেই সমস্ত বদর ফলের পাক আরম্ভ করিয়া মনোহর পবিত্র কথা সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনশনে পাক করিতে করিতে সেই সকল দিব্য বাক্য শ্রবণ করিতে থাকিলে সেই দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি এককালে অতীত হইল, এবং সেই সুদারুণ সময় তাঁহার পক্ষে এক দিবসের ন্যায় বোধ হইল। কিয়ৎকাল পরে পূর্ব্বোক্ত মুনি সকল পর্ব্বত হইতে ফলাহরণ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তদনন্তর, ভগবান্ মহেশ্বর, অরুন্ধতীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “ ধর্ম্মজ্ঞে ! এক্ষণে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় এই সমস্ত ঋষিদিগের সন্নিধানে গমন কর, আমি তোমার তপোনিষ্ঠা ও নিয়মে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি।”

ভগবান্ মহেশ্বর এই কথা কহিয়া নিজরূপ প্রকাশিয়া দর্শন দিলেন, এবং প্রসন্ন-চিত্তে ঋষিদিগকে অরুন্ধতীর সুমহৎ চরিত্রের বিষয় কহিলেন; বলিলেন, “ হে তপোধনগণ ! তোমরা সকলে হিমালয়-শৈলোপরি বসতি করিয়া যে তপস্যা উপার্জ্জন করিয়াছ, আমার মতে তাহা ইহাঁর তপস্যার সদৃশ নহে। এই তপস্বিনী সুদুশ্চর তপস্যাচরণ করত অনাহারে পাক করিতে করিতে অনায়াসে দ্বাদশ বৎসর অতীত করিয়াছেন।”

ভগবান্ দেবদেব মুনিগণকে এই প্রকার কহিয়া পুনরায় অরুন্ধতীকে সম্বোধিয়া বলিলেন, ‘ হে কল্যাণি ! তোমার মনোমধ্যে যাহা অভিলষিত আছে সেই বর প্রার্থনা কর।’ বিশাল-নয়না অরুন্ধতী সপ্তর্ষি-সভা-মধ্যে মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ‘ ভগবন্ ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আপনার প্রসাদে এই স্থান বদরপাচন নামে সিদ্ধ ও দেবর্ষিদিগের প্রিয়তর অদ্ভুত তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হউক, হে দেবেশ ! আর এই স্থানে যে শুচিব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া বাস করিবে, সে, সেই উপবাসের ফলে দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের ফল লাভ করিবে।’ দেবদেব তপস্বিনীর তদ্বাক্যে “ তথাস্তু ” বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সপ্তর্ষিগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন। ঋষিগণ অরুন্ধতীকে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তদানীং তাঁহার শরীর শ্রান্ত এবং বর্ণ বিবর্ণ হয় নাই ও তাঁহার ক্ষুধা বা পিপাসা-জন্য কিছু মাত্র কাতরতার চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। হে সংশিতব্রতে মহাভাগে ! বিশুদ্ধচিত্তা অরুন্ধতী এইরূপে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও আমার নিমিত্ত তদ্রূপ ব্রত পালন করিলে, তোমার অদ্ভুত নিয়মে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব আমি তোমাকে কোন বিশেষ বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। মহানুভাব মহাদেব যেমন অরুন্ধতীকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, হে কল্যাণি ! আমিও তেমনি তাঁহারই প্রভাব ও তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ-দ্বারা যথাবিধানে বর দান করিব। এই তীর্থে যেব্যক্তি নিয়ম-নিষ্ঠ থাকিয়া এক রজনী বাস করিবে, সে স্নানানন্তর দেহ পরিত্যাগের পর দুর্লভ লোক-সকল লাভ করিতে পারিবে, ” প্রতাপশালী ভগবান্ সহস্রাক্ষ শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া সুরপুরে গমন করিলেন।

হে মহারাজ ! বজ্রধর গমন করিলে সেই স্থানে দিব্য গন্ধযুক্ত পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। পবিত্র দেবদুন্দুভি-সকলের মনোহর বাদ্য-ধ্বনি আরম্ভ হইল। পুণ্যগন্ধ পবিত্র পবন চতুর্দ্দিকে বহিতে লাগিল। শ্রুতাবতী তখন সেই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া উগ্রতর তপস্যার ফলে দেবরাজের ভার্য্যা হইলেন, এবং চিরকাল পরম সুখে তাঁহার সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! সেই শ্রুতাবতীর মাতা কে ? এবং সেই শোভনা কোথায় পরিবর্দ্ধিতা

হইয়াছিলেন? তাহাই আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; হে বিপ্রবর! এবিষয়ে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিতেছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! পুরাকালে সুলোচনা ঘৃতাচীনাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া ভগবান্ ভরদ্বাজমুনির রেতঃস্খলিত হইয়াছিল, মুনিবর সেই স্খলিতরেত কর-দ্বারা গ্রহণ করিয়া পত্রপুটে রাখিয়াছিলেন।

সেই পত্রপুটে ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তপোধন ভরদ্বাজমুনি কন্যার জাতকর্ম্মাদি তাবৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শ্রুতাবতী নাম রাখিলেন। কিয়ৎকাল পরে মুনিবর সেই দুহিতাকে স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া হিমাচলের কাননে গমন করিয়াছিলেন। সমাহিত-চিত্ত মহানুভব বলদেব সেই স্থানে স্নান ও ব্রাহ্মণগণকে বহুল ধন দান করিয়া শক্রতীর্থে গমন করিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়॥ ৪৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, যদুবর বলদেব শক্রতীর্থে গমন করিয়া তথায় যথাবিধানে স্নান করত বিপ্র-সকলকে বহুল ধন-রত্নাদি প্রদান করিলেন। দেবরাজ সেই স্থানে শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বৃহস্পতিকে বিপুল ধন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে যাচকগণের আগমন-পথ সকল অনিবারিত ছিল, সমস্ত যজ্ঞেই বিবিধ দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল, বেদপারগ মহর্ষিগণের বিধানানুসারে দেবেশ ইন্দ্র সেই সমস্ত যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বী ইন্দ্র সেই সমস্ত যজ্ঞ শতবার সম্পাদন-পূর্ব্বক যথাবিধানে পূর্ণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তদবধি তিনি শতক্রতু নামে বিখ্যাত হয়েন, সেই সর্ব্বপাপ-মোচন কল্যাণকর পবিত্র তীর্থও তাঁহার নামে শক্রতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। হলধর সেই স্থানেও তীর্থ-বারি স্পর্শ-পূর্ব্বক মনোহর বসন ও ভোজনাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তথা হইতে পবিত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ রাম-তীর্থে গমন করিলেন; যেস্থানে ভৃগুনন্দন মহাতপস্বী পরশুরাম, বারম্বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করত জয় করিয়া মুনিসত্তম উপাধ্যায় কশ্যপকে পুরস্কার-পূর্ব্বক বাজপেয় ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে উক্ত মহানুভাব সসাগরা পৃথিবীকে দক্ষিণাস্বরূপে সম্প্রদান করেন। হে জনমেজয়! বলদেব সেই দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিসেবিত পবিত্র তীর্থে স্নান-পূর্ব্বক দ্বিজাতিগণকে ন্যায়ানুসারে পূজা করত নানা রত্ন-সমন্বিত বিবিধ দান দ্রব্য তথা গো, হস্তী, দাসী ও বন্ধনবিমুক্ত অজ, মেষ-প্রভৃতি বহুল ধন দান করিয়া যমুনাতীর্থে গমন করিলেন। হে মহারাজ! অদিতি-তনয় শ্বেতকান্তি মহাভাগ বরুণদেব ঐস্থানে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পরবীরহন্তা বরুণ সংগ্রামে দেব, মানুষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস সকলকে জয় করিয়া সেই স্থানে উক্ত উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে দেবগণ ও দৈত্যগণের ত্রৈলোক্য-ভয়াবহ সংগ্রাম হইয়াছিল, হে জনমেজয়! প্রধান যজ্ঞ রাজসূয় নিবৃত্ত হইলেই ক্ষত্রিয়দিগের এক ঘোরতর সমর উপস্থিত হয়। কমললোচন বনমালা-ধারী কামপ্রদ রাম তথায় দেবর্ষিদিগকে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক অন্যান্য যাচক সকলকে ইচ্ছানুসারে দান করিয়া মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তথা হইতে আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন, যেস্থানে ভগবান্ ভাস্কর যজ্ঞ করিয়া জ্যোতির আধিপত্য ও বিপুল প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র ক্ষেত্র তীর্থ-প্রবর সরস্বতী-নদীতীরে ইন্দ্রাদি দেবগণ, বিশ্বদেব-সকল, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্ব-সকল, অপ্সরোগণ, শুকদেব, ভগবান্ কৃষ্ণ, যক্ষ সকল, রাক্ষস ও পিশাচগণ এবং অন্যান্য শত সহস্র লোক যোগসিদ্ধ হয়েন, সেই তীর্থে ভগবান্ বিষ্ণু, মধুকৈটভ বিনাশ-পূর্ব্বক তীর্থজলে স্নান করিয়াছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অপর কি ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস, মহাতপা

অসিত ও দেবল, ইহঁারাও সেই তীর্থে স্নান করিয়া পরম যোগ প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৪৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই তীর্থেই ধর্ম্মাত্মা, তপোধন, শুচি, দান্ত, কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব জন্তুতে সমদর্শী, অক্রোধন, স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞানী, প্রিয় কি অপ্রিয় উভয়ে তুল্য প্রবৃত্তি, শমনসমান সমদর্শী, কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে ভেদ জ্ঞান রহিত, দেবতা ও অতিথি-পূজায় নিত্য নিরত, ব্রহ্মচর্য্যাব্রত ও সতত ধর্ম্মপরায়ণ, মহাতপা অসিত দেবল গার্হস্থ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। সেই আশ্রম-সমীপে পরম যোগী ধীমান্ জৈগীষব্য মুনি ভিক্ষুকবেশে বাস করত কিছু দিনের মধ্যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর, ধর্ম্মাধীন হইয়া উভয়ে বাস করিতে থাকিলে সেই স্থানে তাঁহাদিগের বহুকাল যাপিত হইল। এক দিবস মতিমান্ দেবল আহার সময়ে জৈগিষব্যকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু, ভিক্ষাকালে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া ভগবান্ দেবল বিপুল প্রীতি-পূর্ব্বক গৌরবের সহিত ঋষিপ্রোক্ত বিধানানুসারে যথাশক্তি পূজা করিলেন। হে মহারাজ! একদা জৈগীষব্যকে দর্শন করিয়া মহাত্মা দেবলের অন্তঃকরণে মহাচিন্তা জন্মিল, যে, বহু সম্বৎসর অতীত হইল আমি এই ঋষির সৎকার করিয়া আসিতেছি কিন্তু, এই ভিক্ষুক আলস্য করিয়াও কখন আমাকে কোন কথা কহেন নাই। অন্তরীক্ষচর শ্রীমান্ দেবল মনো-মধ্যে এবম্বিধ আন্দোলন করত কলস গ্রহণ-পূর্ব্বক আকাশপথে সমুদ্রে গমন করিলেন, তিনি সাগরে উপনীত হইবামাত্র দেখিলেন, জৈগীষব্য মুনি তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত আছেন, সুতরাং ইহাতে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন "এই ভিক্ষুক কিরূপে আমার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কি প্রকারেই বা এত শীঘ্র সমুদ্রে আসিয়া স্নান করিল!" এইরূপ চিন্তা করত তিনি সাগর-সলিলে বিধিবৎ স্নাত হইয়া আহ্নিক ও জপাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে জলপূর্ণ কলস লইয়া পুনরায় আকাশপথে গমন-পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাতপা জৈগীষব্য সেই আশ্রমে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, কিন্তু, দেবলকে কিছুই বলিলেন না, কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রম-মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

হে রাজন্! অসিত দেবল সেই সাগর-সদৃশ-গাম্ভীর্য্যশালী মহর্ষিকে সাগর-সলিলে স্নাত দেখিয়া তাঁহাকে আপনার পূর্ব্বেই আশ্রমে প্রবিষ্ট সন্দর্শন করিলেন এবং তাঁহার পরম যোগ জন্য তপস্যার প্রভাবের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, আমি যাহাকে এই মাত্র সমুদ্রের তীরে অবস্থিত দেখিলাম, সে কি প্রকারে আশ্রমে আগমন করিল। মন্ত্রপারগ দেবল মুনি এইরূপ চিন্তা করত আশ্রম হইতে বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে জৈগীষব্যের যোগ-প্রভাব জিজ্ঞাসার্থ উৎপতিত হইলেন এবং তথায় অন্তরীক্ষচর সিদ্ধগণকে সমাহিত সন্দর্শন করিলেন। অপিচ সেই সিদ্ধগণ জৈগীষব্য মুনিকে পূজা করিতেছেন, তাহাও দেখিতে পাইলেন। দৃঢ়ব্রত উদ্যোগশালী অসিত দেবল, তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন, পরে দেখিলেন জৈগীষব্য স্বর্গলোকে গমন করিতেছেন, অনন্তর, তথা হইতে তাঁহাকে পিতৃলোকে যাইতে দেখিতে পাইলেন, মহামুনি জৈগীষব্য তথা হইতে যমলোকে এবং যমলোক হইতে উৎপতিত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করিতেছেন, দেবল ইহা ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি সেই মহামুনিকে একান্তযাজী ঋষিগণের কল্যাণকর লোকসকলে গমন করিতে দেখিলেন। অনন্তর, তিনি অগ্নিহোত্র-লোক মধ্যে জৈগীষব্যকে দর্শন করিয়া যে সমস্ত তপোধন দর্শ পৌর্ণমাস যাগ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের নিকট তাঁহাকে দেখিতে পাই-

লেন। পরে পশুযাজি লোক হইতে জৈগীষব্যকে পরমার্চ্চনীয় পবিত্র দেব-পূজক লোক-মধ্যে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, যে সমস্ত তপোধন বহুবিধ চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের লোকে জৈগীষব্যকে দর্শন করিয়া অগ্নিষ্টোমযাজী ঋষিগণের আবাসে তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিলেন। যে সমস্ত তপোধন অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের আশ্রমে দেবল জৈগীষব্যকে বিলোকন-পূর্ব্বক যাঁহারা বাজপেয় ও বহু সুবর্ণক্রতু-যাজনা করেন, সেই সমস্ত লোক মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। অনন্তর, যাঁহারা পুণ্ডরীক ও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া থাকেন, দেবল তাঁহাদিগের লোক-মধ্যেও জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন, যে সমস্ত নরবর অশ্বমেধ, নরমেধ, দুষ্কর সর্ব্বমেধ ও সৌত্রামনি যজ্ঞ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের লোক-মধ্যে জৈগীষব্যকে দর্শন করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, যাঁহারা বিবিধ উপহার-দ্বারা দ্বাদশ দিবসস্থায়ি সত্র করিয়া থাকেন দেবল তাঁহাদিগের লোক-মধ্যে জৈগীষব্যকে দেখিলেন। অনন্তর, অসিত দেবল, মিত্রাবরুণ এবং আদিত্য লোকে জৈগীষব্যকে অধ্যাসীন দেখিলেন। রুদ্র লোক, বসু লোক ও বৃহস্পতির যে লোক আছে সেই সমস্ত লোকে গমন করিয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান আছেন। পরে তিনি গোলোক ও ব্রহ্মসত্রি লোকে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য তথায়ও উপস্থিত আছেন। অনন্তর, দেবল সেই দ্বিজবরকে নিজতেজঃপ্রভাবে ভূলোক, ভুবর্লোক ও মহর্লোকে উত্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে পতিব্রতালোকে যাইতে দেখিলেন। অনন্তর, দেবল পতিব্রতানারীদিগের লোক হইতে নির্গত হইয়া জৈগীষব্য যোগবলে কোন্ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, তাহা আর দেখিতে পাইলেন না। সেই মহাভাগ জৈগীষব্যের সুব্রত ও অতুল যোগসিদ্ধির প্রভাব জিজ্ঞাসু হইয়া অন্তরীক্ষচর সিদ্ধগণের নিকটে কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মসত্রিগণ! আমি এক্ষণে মহাতেজস্বী জৈগীষব্যকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বিষয় আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তিনি কোথায় আছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে। সিদ্ধগণ দেবলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দৃঢ়ব্রত দেবল! আমরা তোমাকে এ বিষয়ের যথার্থ বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। জৈগীষব্য এক্ষণে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবল, সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া যেমন উর্দ্ধে উঠিতে চেষ্টা করিবেন অমনি পতিত হইলেন। সিদ্ধগণ তখন দেবলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে তপোধন! জৈগীষব্য যে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তোমার সেস্থানে গমন করিতে সাধ্য নাই।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবল সেই সমস্ত সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান সকল হইতে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় অবতরণ-পূর্ব্বক নিজ পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন। দেবল আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র জৈগীষব্যকে তথায় দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, দেবল জৈগীষব্যের যোগ জন্য তপঃপ্রভাব দর্শন করিয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বিনয়াবনত হইয়া সেই মহাত্মা মহামুনির নিকটে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন। "ভগবন্! আমি মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অভিলাষ করি," মহামুনি জৈগীষব্য সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেন, মহাতপা জৈগীষব্য দেবলকে বিবেক জ্ঞানে দৃঢ়-চিত্ত দর্শনে যোগের বিধান ও শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকলের শিক্ষা দিলেন এবং বিধিবিহিত কর্ম্ম-দ্বারা তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পিতৃগণ সহ আশ্রমস্থ জীব সকল তাঁহাকে বিবেকী দেখিয়া "অতঃপর

আর আমাদিগকে কে প্রতিপালন করিবে,” এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। দেবল দশ দিক্ হইতে এইরূপ করুণ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মোক্ষ-পথ পরিত্যাগ করিতে মনঃস্থ করিলেন। অনন্তর, আশ্রম সন্নিহিত পবিত্র ফল-পুষ্পশালি বনস্পতি ও ওষধি সকল এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, যে “ দুর্ম্মতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি দেবল সর্ব্ব জীবকে অভয় দিয়াও যখন অববুদ্ধ হইতেছেন তখন বোধ হয় পুনরায় আমাদিগকে ছেদন করিবেন,” মুনিসত্তম দেবল ইহা শ্রবণে মনো-মধ্যে আলোচনা করিলেন, যে “ আমি সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করিয়া কি প্রকারে অজ্ঞানে জড়িত হইলাম। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম এই অন্যতরের মধ্যে শ্রেয়স্কর কি—তাহা বিবেচনা করিতে পারিলাম না, ইত্যাদি বহুবিধ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ভগবান্ দেবল নিজ সুবুদ্ধি-সহকারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মোক্ষ-ধর্ম্মে মনঃসমাধান করিয়া পরম-সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর, দেবগণ বৃহস্পতিকে অগ্রসর করিয়া তথায় আগমন করত তপস্বি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাবের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঋষি-প্রবর নারদ দেবতাদিগকে কহিলেন যে, জৈগীষব্য অসিত দেবলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছেন মাত্র তাঁহাতে তপঃপ্রভাব কিছুই নাই। দেবগণ নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘ জৈগীষব্যের প্রতি আপনার এ প্রকার উক্তি করা উচিত নহে, যেহেতু, জৈগীষব্যের ন্যায় তপস্যা তেজ ও যোগ-প্রভাব আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।’ এই তীর্থবরে সেই মহাত্মা জৈগীষব্য ও অসিত দেবলের আশ্রম ছিল। হে মহারাজ! সাধুকর্ম্মা মহানুভাব বলদেব সেই তীর্থে স্নাত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুল বিত্ত দান-পূর্ব্বক ধর্ম্ম সঞ্চয় করত সোম-তীর্থে গমন করিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে পঞ্চাশ অধ্যায়। ৫০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাকালে যে-স্থানে তারাপতি চন্দ্রমা রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যথায় বৃহস্পতি-পত্নী তারার নিমিত্তে সুমহান্ সংগ্রাম হইয়াছিল, ধর্ম্মাত্মা বলদেব তথায় তীর্থ-বারি স্পর্শ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বহুল ধন দান করিয়া সারস্বত মুনির তীর্থে গমন করিলেন, পূর্ব্ব-কালে দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপি অনাবৃষ্টি-সময়ে সারস্বত মুনি সেই স্থানে দ্বিজগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

জনমেজয় বলিলেন, পূর্ব্বকালে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির সময় তপোধন সারস্বত মুনি কি জন্য ঋষিগণকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে দধীচ নামে বিখ্যাত ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্ ও মহাতপস্বী এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঘোরতর তপস্যার প্রভাবে দেবরাজ নিরন্তর সভয়-চিত্তে কালযাপন করিতেন, তিনি বহুবিধ ফল প্রদান-দ্বারা মুনিবরকে কোন প্রকারে প্রলোভ দেখাইতে পারেন নাই। পরিশেষে পাকশাসন দধীচ মুনির প্রলোভনার্থ অলম্বুষা নাম্নী এক মনোহারিণী অপ্সরাকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা মুনিবর সরস্বতী নদীতে যৎকালে দেবগণের তর্পণ করিতেন, তৎকালে সেই মনোহারিণী ভাবিনীও তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মানা থাকিতেন। একদা সহসা সেই দিব্য রূপিণী অপ্সরার প্রতি ঋষির নেত্র নিক্ষিপ্ত হওয়াতে নদী-মধ্যেই তাঁহার রেতঃস্খলিত হইল, সেই রেত স্খলিত হইবামাত্র সরস্বতী তাহা গ্রহণ করিয়া নিজকুক্ষি-মধ্যে ধারণ করিলেন। মহানদী সরস্বতী গর্ভহেতু সেই রেত ধারণ করিয়া যথা সময়ে এক পুত্র প্রসব করিলেন, এবং প্রসব করিবামাত্র তিনি পুত্রটীকে লইয়া সেই ঋষির সন্নিধানে আগমন করিলেন। হে মহারাজ! সরস্বতী সভা-মধ্যে মুনিবরকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার পুত্রকে তদীয়-ক্রোড়ে প্রদান করত কহিলেন,

'ব্রহ্মর্ষে! এইটী আপনকার পুত্র, আমি আপনকার প্রতি ভক্তি-বশত ইহাকে ধারণ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে অলম্বুষা অপ্সরাকে দেখিয়া আপনার যে রেত স্খলন হইয়াছিল, আপনার প্রতি ভক্তি-বশত আপনার এই তেজ বিনষ্ট না হয় ইহা নিশ্চয় করিয়া আমি আপন কুক্ষি-মধ্যে তাহা ধারণ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমি আপনার এই অনিন্দিত পুত্রটিকে প্রদান করিতেছি, আপনি আপন সন্তান গ্রহণ করুন।" হে ভরতসত্তম! দধীচ মুনি সরস্বতীর এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন এবং তখন পুত্র-স্নেহ-সহকারে বহুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া বালকের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। মুনিবর সরস্বতীর এই প্রিয়কার্য্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, যে, " হে সুভগে! তোমার পবিত্রবারি-দ্বারা সমস্ত দেবগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণকে তর্পণ করিলে তাঁহারা সকলেই তৃপ্তি লাভ করিবেন।"

হে মহারাজ! মুনি সেই মহানদীকে এই কথা বলিয়া প্রীত ও পরম হৃষ্ট-চিত্তে বিবিধ মনোরম বাক্যাবলী-দ্বারা যে প্রকার স্তব করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। মুনি বলিলেন, "হেমহাভাগে সরিদ্বরে! পুরাকালে তুমি ব্রহ্মার মানস সরোবর হইতে নিঃসৃতা হইয়াছ, সংশিতব্রত মুনিগণ তোমার প্রভাবের বিষয় সকলই জানেন। হে প্রিয়দর্শনে! তুমি সর্ব্বদাই আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাক, এবং তোমার অনুগ্রহে এই সন্তানটি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, এই হেতু তোমার নামে এই বালক সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইবে—বলিয়া ইহার নাম সারস্বত হইল। হে মহাভাগে! এই বালক মহাতপস্বী হইবে এবং দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি-সময়ে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইবে। হে শুভদায়িনি মহাভাগে! আমার প্রসাদাৎ তুমি পুণ্য-সরিৎ-সমুদয় হইতে পুণ্যতমা হইবে। হে মহারাজ! মহানদী এইরূপে মুনিবরের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং বরলাভে প্রসন্না হইয়া পুত্রটিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ! এই সময়ে দেবতা ও দানবগণের ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ ভগবান্ ইন্দ্র উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র অন্বেষণার্থ ত্রিভুবন-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু, ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া কোন স্থানেই অসুরগণের বধোপযুক্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে তিনি সুরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, " হে দেবগণ! এই সমস্ত মহাসুরেরা দধীচীর অস্থি ব্যতীত আমার শক্তি-দ্বারা কোনমতেই নিহত হইবে না। অতএব তোমরা সকলে সেই মুনিসত্তমের সন্নিধানে গমন করিয়া 'হে দধীচ! অস্থি দান করুন' এই কথা বলিয়া তাঁহার অস্থি যাচ্ঞা কর, 'আমি তদ্দ্বারা শত্রুগণকে বধ করিব।' হে মহারাজ! দেবরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতারা সকলে যত্ন-পূর্ব্বক দধীচ মুনির নিকটে অস্থি প্রার্থনা করিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ঋষিবর সুরগণের সেই কথায় কোন বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন এবং এই বিষয়ে দেবতাদিগের প্রিয়কারী হইয়া অক্ষয়-লোক-সকল প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর, দেবরাজ প্রসন্ন-চিত্তে দধীচমুনির অস্থি-দ্বারা নানাবিধ দিব্য অস্ত্র নির্ম্মাণ করাইলেন, তদ্দ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও গুরুতর দণ্ড-প্রভৃতি বিবিধ প্রহরণ নির্ম্মিত হইল। প্রজাপতির পুত্র মহর্ষি ভৃগুর তীব্র তপস্যা-প্রভাবে সম্ভূত যে অতিকায় অতি তেজস্বী দানব ছিল, যে নিজ মহিমা-দ্বারা শৈলরাজ হিমালয়ের উচ্চতাকেও অবধীরণা করিয়াছিল ও যাহার তেজঃপুঞ্জ-প্রভাব-দ্বারা দেবরাজ নিয়ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন, ভগবান্ পাকশাসন মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব বজ্র প্রয়োগ-দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা নব নবতি সংখ্যক দৈত্য দানবকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

রাজন্! অনন্তর, কিয়ৎকাল বিগত হইলে দ্বাদশ-বর্ষব্যাপিনী এক অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। সেই দ্বাদশ-বার্ষিকী অনাবৃষ্টি কালে মহর্ষি সকল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবিকার জন্য দশদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন, সেই সময় সারস্বতমুনি তাঁহাদিগকে দিগ্‌দিগন্তর হইতে বিদ্রুত দেখিয়া আপনিও স্বস্থান হইতে পলায়ন করিতে অভিলাষ করিলেন। হে ভারত! সরস্বতী আপন পুত্রকে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত দেখিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি এস্থান হইতে গমন করিও না, আমি সর্ব্বদা তোমার আহারার্থ উত্তম মৎস্য প্রদান করিব, অতএব তুমি আমার নিকটেই বাস কর।" সারস্বত মুনি সরস্বতীর উক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর পিতৃগণ ও দেবতাগণের তর্পণ করত নিত্য আহার প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ ও বেদ স্মরণ করিয়া রহিলেন।

অনন্তর, সেই অনাবৃষ্টির কাল অতীত হইলে মহর্ষিগণ পুনরায় বেদাধ্যয়ন জন্য পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, অনাবৃষ্টি সময়ে তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করায় অধীত বেদ সকল বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও প্রতিভা ছিল না। যাহা হউক, কিয়ৎ-কাল পরে তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ঋষি সারস্বত মুনির নিকটে গমন করিলেন, তৎকালে সেই ঋষিসত্তম ব্রতনিরত থাকিয়া বেদপাঠ করিতেছি-লেন, সেই ঋষি তাহা দেখিয়া তথা হইতে গমন-পূর্ব্বক অন্য অন্য ঋষিগণকে কহিলেন যে, এই নি-র্জ্জন বনে মহা তেজস্বী সারস্বত মুনি একাকী অম-রের ন্যায় বেদ পাঠ করিতেছেন। ঋষি এই কথা বলিলে পর আর আর মহর্ষিরা তথায় সমাগত হইয়া সারস্বতকে কহিলেন, হে মুনিবর! আপনি আমাদিগকে অধ্যয়ন করান্। সারস্বত বলিলেন, তবে তোমরা সকলে যথাবিধানে আমার শিষ্যত্ব স্বীকার কর। মুনিগণ কহিলেন, বৎস! আপনি বালক, অতএব আমরা কি প্রকারে আপনার শিষ্য হইব। তিনি মুনিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমার যেন ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, যেব্যক্তি অধর্ম্মত অধ্যয়ন করা-ইয়া থাকে এবং যেব্যক্তি অধর্ম্মত গুরুর উপদেশ গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই হীন ও পরস্পর বৈরী হইয়া উঠে। বিত্ত, বন্ধু, পলিত ও বয়োধিক্য-দ্বারা ঋষিগণ ধর্ম্ম নিশ্চয় করেন নাই, যেব্যক্তি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে তি-নিই মহান্ ও প্রধান লোক। মুনিগণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধানে তদীয় সন্নিধানে বেদাধ্যয়ন করিয়া পুনরায় ধর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে বেদাধ্যয়ন কারণ ষষ্টি-সহস্র মুনি বিপ্রর্ষি সারস্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে সেই বিপ্রবরের উপবেশনার্থ মুষ্টি মুষ্টি দর্ভ আহরণ করিলেন, তিনি বালক হইলেও সকলে তাঁহার বশীভূত রহিলেন।

হে মহারাজ! রোহিণীনন্দন কেশবাগ্রজ মহাবল বলদেব তথায় বহুল বিত্ত বিতরণ-পূর্ব্বক আনন্দিত-চিত্তে যেস্থানে এক বৃদ্ধ কন্যা ছিলেন বলিয়া প্র-সিদ্ধি আছে, ক্রমে ক্রমে সেই অতি মহৎ তীর্থে গমন করিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় সারস্বতোপাখ্যানে এক পঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫১॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ঐ কুমারী পুরা-কালে কি প্রকারে তাদৃশ তপোযুক্ত হইয়াছিলেন? কিজন্যই বা তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁ-হার কি প্রকারই বা নিয়ম ছিল। হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকটে এই সুদুষ্কর ও অনুত্তম বিষয় শ্রবণ করিলাম, অতএব সেই কন্যা যেপ্রকারে তপ-স্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সমুদায় বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! পুরাকালে গর্গ-বংশীয় কুনি নামে এক মহাযশা ও মহাবীর্য্য-শালী

ঋষি ছিলেন, সেই তপস্বী, বিপুল তপস্যাচরণ করিয়া মানসী শক্তি-দ্বারা এক মনোহারিণী কন্যার সৃষ্টি করেন। মহাযশা গর্গনন্দন কুনি সেই কন্যাকে দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া ইহলোকে কলেবর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করেন। অনন্তর, সেই অনিন্দনীয়া পুণ্ডরীক-নয়না কল্যাণী উগ্রতর তপস্যা-প্রভাবে আশ্রম নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক উপবাস করত পিতৃগণ ও দেবগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। হে নৃপবর! তাঁহার এইরূপ কঠোর তপস্যা-দ্বারা বহুকাল অতীত হইল। সেই অনিন্দিতা পিতার আদেশ লাভ করিয়া প্রথমত আপন মনোমত-সদৃশ স্বামী প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন নাই, পরে আর তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন পতি দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, তিনি কঠোর তপস্যা-দ্বারা স্বীয় শরীর পীড়িত করত নির্জ্জন-গহন-মধ্যে কেবল পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা কার্য্যেই নিয়ত নিরতা থাকিলেন, এবং তিনি এইরূপ শ্রমসাধ্য-কার্য্য সম্পাদন করত আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার তপোবৃদ্ধি অনুসারে বয়োবৃদ্ধি হওয়াতে বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইল। পরিশেষে যখন তিনি স্বয়ং এক পদ চলিতেও সমর্থা হইলেন না, তখন তাঁহার পরলোক গমনার্থ ইচ্ছা হইল। ইত্যবসরে মহর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে শরীর পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত দেখিয়া বলিলেন, অপাপে! তুমি অসংস্কৃতা অতএব অসংস্কৃতা কন্যার কোথায় সদ্গতি হইয়া থাকে? হে মহাব্রতে! আমরা দেবলোকে এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, যে, তুমি পরম তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়াছ বটে কিন্তু, কোন লোক জয় করিতে পার নাই! তপস্বিনী তখন নারদমুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিসভা-মধ্যে সেই ঋষিবরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে সত্তম! এক্ষণে যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে তপস্যার অর্দ্ধভাগ প্রদান করিতে সম্মতা আছি। কন্যা এই কথা কহিলে পর গালবসম্ভব-শৃঙ্গবান্ নামক এক ঋষি প্রথমত তাঁহার পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "হে শোভনে! আমি এই পণ করিয়া তোমার পাণি স্পর্শ করিতেছি যে, আমার সহিত তোমাকে এক রাত্রি মাত্র বাস করিতে হইবে।" কন্যা তাহাতেই সম্মতা হইয়া সেই ঋষিকে পাণি দান করিলেন। গালব-নন্দন তখন যথাবিধানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করত উদ্বাহ-কার্য্য সমাধা করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, রজনীকালে সেই বরবর্ণিনী, মনোহর বসন ভূষণ পরিধান এবং দিব্য গন্ধ ও পবিত্র মাল্য ধারণ-পূর্ব্বক তরুণী হইলেন। ঋষি তাঁহার পরম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া পরম সুখে সেই কামিনীর সহিত এক যামিনী যাপন করিলেন। প্রভাত-সময়ে সেই কন্যা ঋষিকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে তপস্বিবর! তুমি আমার নিকটে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, আমি তদনুসারে তোমার সহিত এক রজনী বঞ্চন করিলাম; এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, আমি গমন করি। কন্যা ঋষির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'যেব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই তীর্থে দেবতাগণকে পরিতৃপ্ত করত এক রাত্রি বাস করিবে, সে চতুঃষষ্টি বর্ষ-সমুপার্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ করিতে পারিবে।' সাধ্বী এই প্রকার কহিয়া পরিশেষে শরীর পরিহার-পূর্ব্বক সুরপুরে গমন করিলেন। ঋষি তখন তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য চিন্তা করত দীনভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞানুসারে অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধভাগ প্রতিগ্রহ করিলেন, পরিশেষে তিনি তাঁহার রূপ-সৌষ্ঠবে বিমোহিত হইয়া অতি দুঃখিত ভাবে আত্মঘাত-পূর্ব্বক তাঁহার পারলৌকিক গতির অনুগমন করিলেন।

হে মহারাজ! বৃদ্ধ কন্যার এই সুমহৎ চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য এবং স্বর্গে শুভ গমন আপনকার নিকট

ব্যাখ্যা করিলাম। হলধর সেই স্থানে অবস্থান করত শল্যের নিধন সমাচার শ্রবণ করিলেন; হে শত্রুতাপন! তিনি তথায় দ্বিজাতিগণকে ধন দান করিয়া পাণ্ডবেরা সংগ্রামে শল্যকে সংহার করিয়াছেন—ইহা শ্রবণ করত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মধুবংশোদ্ভব রাম সমন্তপঞ্চকের দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া ঋষিগণকে কুরুক্ষেত্রের ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহানুভাব ঋষিগণ যদুসিংহ-কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্রের ফল কথনে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকটে যথাতথরূপে তাবৎ বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫২॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে রাম! এই সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির সনাতনী উত্তরবেদি বলিয়া বিখ্যাত আছে, পুরাকালে মহাবরপ্রদ দেবগণ এই স্থানে প্রধান প্রধান যজ্ঞ-দ্বারা যজন করিয়াছিলেন এবং মহানুভাব রাজর্ষি কুরু বহুবর্ষ ব্যাপিয়া এই স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহা “কুরুক্ষেত্র” নামে প্রথিত হইয়াছে। বলদেব বলিলেন, হে তপোধনগণ! মহাত্মা কুরু কিজন্য এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন? আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। ঋষিগণ কহিলেন, হে যদুপ্রবীর! পুরাকালে কুরুরাজ-দ্বারা যখন এই ক্ষেত্র কর্ষণ হয়, তৎকালে দেবরাজ স্বর্গ হইতে এই স্থানে সমাগত হইয়া কর্ষণের কারণ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই কহিতেছি শ্রবণ করুন। “ইন্দ্র বলিলেন, রাজর্ষে! এ কি হইতেছে? আপনি এইরূপ দৃঢ়তর প্রযত্ন-দ্বারা কি অভিপ্রায়ে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছেন?” কুরুরাজ কহিলেন, “হে দেবরাজ! এই ক্ষেত্রে যে সকল মানব শরীর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা পাপ-বিবর্জ্জিত সুকৃতলোকে সুখে গমন করিতে পারিবে।” ইন্দ্র তাঁহার এই বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া সুরপুরে প্রয়াণ করিলেন। রাজর্ষি কুরুও অক্ষুণ্ণ-চিত্তে পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষিতি কর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দেবরাজ যে এক বার আসিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন, এমন নহে; তিনি কুরুরাজের মনোবৃত্তি জানিবার জন্য বারম্বার আসিয়া এই প্রকার জিজ্ঞাসার পর উপহাস করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। পরিশেষে রাজা যখন উগ্রতর তপস্যা-দ্বারা বসুধাকে একেবারে কর্ষণ করিয়া ফেলিলেন, তৎকালে পুরন্দর দেবগণকে রাজর্ষির কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-সকল বিদিত করিলেন। সুরগণ ইহা শ্রবণে সহস্রাক্ষকে বলিলেন, “হে শক্র! যদি তুমি রাজর্ষিকে কোন বরদান-দ্বারা ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পার, তবে তাহারই চেষ্টা কর; যদ্যপি মানবগণ যজ্ঞাদি-দ্বারা আমাদিগকে পরিতুষ্ট না করিয়াই স্বর্গে গমন করে, তবে আমাদিগের যজ্ঞভাগ-সকল এককালে লোপ হইয়া যাইবে।” দেবরাজ সুরগণের কথাক্রমে রাজর্ষির সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিলেন, রাজর্ষে! তোমার খেদের প্রয়োজন নাই। আমি যাহা কহিতেছি তদনুসারে কার্য্য কর। হে রাজেন্দ্র! যে সমস্ত মনুষ্যেরা নিরাহারে দেহ পরিত্যাগ করিবে, অধিক কি, তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা যুদ্ধে নিহত হইবে, তাহারাই স্বর্গভাগী হইবার যথার্থ যোগ্যপাত্র। কুরুরাজ “তাহাই হউক” বলিয়া দেবরাজের কথায় সম্মত হইলেন; বলনিসূদন শক্র অবিলম্বে তাঁহাকে এইরূপ অনুজ্ঞা করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে পুনরায় সুরলোকে গমন করিলেন।

হে যদু-প্রবীর! পুরাকালে রাজর্ষি কুরু এই প্রকারে কর্ষণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদি প্রধান প্রধান দেবগণ পবিত্র রাজর্ষিগণ ও দেবরাজ ইন্দ্র অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, “প্রাণ পরিত্যাগ-কারি জনগণের ইহা পুণ্যক্ষেত্র, ভূমণ্ডলে ইহা অপেক্ষা পবিত্র স্থান আর হইবে না, যে সমস্ত মানবেরা এই স্থানে পরম তপস্যা করিবেন, দেহাবসানে তাঁ-

হারা ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন এবং যে সকল পুণ্যাত্মা মনুষ্যেরা এই স্থানে দান করিবেন, অচিরকাল মধ্যে তাঁহাদিগের সেই দানের ফল সহস্র গুণ হইয়া উঠিবে, আর যে সমস্ত শুভাভিলাষি মানবেরা নিরত এই স্থানে বাস করিবেন, তাঁহারা কদাচ যম-যন্ত্রণা ভোগ করিবেন না। যে সকল মানুষেরা এই স্থানে সুমহৎ যজ্ঞ যাজন করিবেন, যাবৎকাল ধরা-মণ্ডল স্থিরতর থাকিবে তাবৎ তাঁহারা ত্রিপিষ্টপে বাস করিবেন।” অপিচ, হে হলায়ুধ! সুরপতি শক্র স্বয়ং এই স্থানে কুরুক্ষেত্র-সম্বন্ধে যে গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করুন, “কুরুক্ষেত্রের ধূলি-সকল যদি বায়ুবেগে উড্ডীন হইয়া পাতকিলোকের শরীরে পতিত হয়, তবে তাহারাও পরম গতি প্রাপ্ত হইবে,” হে যদুনন্দন! সুরগণ, দ্বিজসত্তম-সকল তথা নৃপ-প্রভৃতি প্রধান প্রধান নরদেবগণ মহার্হ যাগাদি-দ্বারা এই স্থানে দেহ-ন্যাস করিয়া সুগতি লাভ করিয়াছেন। তরন্তুক, আরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক হ্রদের যাহা মধ্যস্থল তাহাই এই কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক নামে প্রজাপতির উত্তরবেদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ইহা সুরসম্মত মহাপুণ্য ও কল্যাণপ্রদ এবং ইহা সর্ব্বগুণ-সমন্বিত, অতএব এস্থানে যেসমস্ত নরাধিপেরা সংগ্রাম করিয়া নিহত হয়েন, তাঁহারা পবিত্র অক্ষয় গতি লাভ করিয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এই কথা কহিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই কথায় অনুমোদন করিয়াছিলেন।

বলদেব-তীর্থযাত্রায় ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়। ৫৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! বলদেব কুরুক্ষেত্র দর্শন-পূর্ব্বক তথায় বহুল বিত্ত বিতরণ করিয়া এক মনোহর সুমহৎ আশ্রমে গমন করিলেন। সেই আশ্রম আম্র, মধূক, প্লক্ষ, বট, চিরবিল্ব, পনস ও অর্জ্জুনাদি বিবিধ-তরুনিকরে উপশোভিত এবং অতি পবিত্র। যদু-প্রবীর সেই পুণ্যলক্ষণ আশ্রম সন্দর্শনে তত্রত্য ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উৎকৃষ্ট আশ্রম কাহার? হে মহারাজ! সেই সমস্ত মহানুভাব মুনিগণ হলায়ুধকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে রাম! পূর্ব্বে এ আশ্রম যাহার ছিল, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করুন। পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানে উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন, এই স্থানে তাঁহার সনাতন যজ্ঞ-সকল যথাবিধানে সম্পন্ন হইয়াছিল, এই স্থানেই কৌমারব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণী তপস্বিনী হইয়া যোগবলে তপঃসিদ্ধি লাভ করত সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এই স্থানে মহাত্মা শাণ্ডিল্যের শ্রীমতী নাম্নী সাধ্বী দুহিতা ব্রতাচরণ করত নিয়ত ব্রহ্মচর্য্যে রত থাকিয়া যেরূপে ঘোরতর দুষ্কর তপস্যা করিয়া দেব ব্রাহ্মণের পূজ্যভাবে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন, স্ত্রীজনের তাদৃশ তপস্যা কখনই সম্ভব নহে। যাহা হউক, বলদেব ঋষিগণের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন-পূর্ব্বক হিমালয়ের পার্শ্বস্থ সেই অপূর্ব্ব আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি তাবৎ কর্ম্ম সমাধান করিয়া অচলোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন। বলবান্ তালধ্বজ অনতিদূরে গিয়া এক পবিত্র তীর্থ সন্দর্শন করত অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সরস্বতীর প্রভাব ও প্লক্ষ প্রস্রবণ সন্দর্শনে প্রীত হইয়া “কারবপন” নামক পবিত্র তীর্থ-প্রবর প্রাপ্ত হইলেন। রণ-দুর্ম্মদ মহাবল বলদেব তথায় বহুল ধন দান করিয়া নির্ম্মল সুশীতল পবিত্র সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণকে তর্পণ করিলেন। তিনি সেস্থানে যতি-ব্রাহ্মণগণের সহিত এক রজনী যাপন করিয়া মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বকালে ইন্দ্র, অগ্নি এবং সূর্য্যদেব যেস্থানে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বলদেব কারব-

পর তীর্থ হইতে যমুনার সন্নিহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যদুশ্রেষ্ঠ তথায় স্নান করত অতিশয় প্রীত হইয়া ঋষিগণ ও সিদ্ধ-সকলের সহিত উপবেশন-পূর্ব্বক নির্ম্মল বাক্য সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা সকলে তথায় এই প্রকারে অবস্থিত থাকিলে বলদেবের সন্নিধানে ভগবান্ নারদ ঋষি সহসা আসিয়া উপনীত হইলেন। হে মহারাজ! সেই মহাতপা মুনিবর জটামণ্ডলে সংবীত ও স্বর্ণ-চীর পরিধান করত হেমদণ্ড এবং কমণ্ডলু গ্রহণ-পূর্ব্বক সুস্বরা ও অতি মনোহরা কচ্ছপী বীণা ধারণ করিয়াছিলেন। সেই দেব-দ্বিজ-পূজিত মুনিবর নৃত্যগীত-বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী এবং তিনি অতিশয় কলহ-প্রিয়, এই জন্য নিয়তই বিবাদ কল্লোলের আন্দোলন করিতেন; যাহা হউক, সেই যতব্রত দেবর্ষি বলদেবের সন্নিধানে সমাগত হইলে শ্রীমান্ রাম গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্চ্চনা করিয়া কৌরবগণের উপস্থিত ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ নারদ বলদেবের নিকট কৌরবকুল ক্ষয়-সংক্রান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত যথার্থরূপে কহিলে পর, হল-ধর সকরুণ বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে তপোধন! পূর্ব্বে আমি এই বৃত্তান্ত স্থূলরূপে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যুদ্ধক্ষেত্রের এবং তথায় যেসমস্ত মহীপাল উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের কি প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে? তাহা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি উক্ত বিষয় বিস্তীর্ণরূপে ব্যক্ত করুন্।

নারদ কহিলেন, হে রোহিণী-নন্দন! ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কর্ণ ও তাঁহার মহারথ পুত্রেরা প্রথমতই নিহত হইয়াছেন। পরে মদ্ররাজ শল্য ও ভূরিশ্রবা এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকানেক সমরে অনিবর্ত্তী মহাবল রাজা ও রাজপুত্রগণ কৌরবদিগের জয়ের জন্য প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন; হে মহাবাহো মাধব! তন্মধ্যে যে যে ব্যক্তি হত হয় নাই তাহাদিগের বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। কুরুসৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ-মর্দ্দন কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহাবীর্য্য অশ্বত্থামা এই তিন জন-মাত্র অবশিষ্ট আছেন, কিন্তু, ইহাঁরাও ভয়বশত দশদিকে পলায়ন করিয়া কে কোথায় আছেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আর শল্য নিহত ও কৃপ-প্রভৃতি পলায়িত হইলে, দুর্য্যোধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দ্বৈপায়ন-নামক হ্রদে প্রবেশ করিয়া আছেন; "দুর্য্যোধন জলস্তম্ভন করিয়া সলিল-মধ্যে শয়ান রহিয়াছেন," পাণ্ডবেরা এই সংবাদ শ্রবণ-মাত্র কৃষ্ণের সহিত তথায় গমন-পূর্ব্বক নিষ্ঠুর ও কর্কশ-বাক্য-দ্বারা তাঁহাকে পীড়িত করেন। হে রাম! অনন্তর, অতিবল-শালী বীর দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের পরুষবাক্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মহতী গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক হ্রদ হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন, সম্প্রতি তিনি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অদ্য তাঁহাদিগের সুদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। অতএব হে মাধব! যদি শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনে তোমার মনে কৌতূহল থাকে, তবে শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বলদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত দ্বিজগণকে অর্চ্চনা করত তাঁহার সহিত যাঁহারা অভ্যাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন এবং অনুচরগণকে দ্বারকায় যাইতে অনুমতি দিলেন।

অনন্তর, তিনি সেই প্লক্ষ প্রস্রবণ নামক পর্ব্বত-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুমহৎ তীর্থফল শ্রবণ করত প্রীত-চিত্তে ব্রাহ্মণগণের নিকটে এই কথা গান করিলেন যে, "সরস্বতী-তীর্থে বাস করিলে যাদৃশী রতি হইয়া থাকে, তাদৃশী রতি আর কোথায়? সরস্বতীতীরে বাস করিলে যাদৃশী গুণোৎপত্তি তাহা আর কুত্রাপি নাই। কতশত মানব সরস্ব-

তীকে আশ্রয় করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, অতএব সকলেই সরস্বতীকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন। সমুদয় সরিদ্বরের মধ্যে সরস্বতী অতি পবিত্রা, সরস্বতী সতত সর্ব্বলোকের শুভাবহা, মানবগণ সরস্বতীকে প্রাপ্ত হইলে ইহলোকে বা পরলোকে কদাচ অকৃত সুদুষ্কৃত-বিষয়ের জন্যও শোক প্রকাশ করেন না।"

অনন্তর, শত্রুতাপন বলদেব প্রীতি-সহকারে বারম্বার সরস্বতীকে নিরীক্ষণ করত মনোহর-তুরঙ্গযোজিত শ্বেতবর্ণ রথে আরোহণ করিলেন, যদুনন্দন সেই শীঘ্রগামি-রথ-দ্বারা গমন করত শিষ্যদ্বয়ের উপস্থিত যুদ্ধ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় সমরাঙ্গণে উপনীত হইলেন।

বলদেব তীর্থযাত্রায় চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধ হয়, যাহাতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখান্বিত হইয়া সঞ্জয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহেন, হে সঞ্জয়! গদাযুদ্ধ উপস্থিত-সময়ে বলরামকে সন্নিহিত দেখিয়া আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমের সহিত কি প্রকারে প্রতিযুদ্ধ করিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র মহাবাহু বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন রামসান্নিধ্য লাভ করিয়া যুদ্ধ-কামনায় অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। হে ভারত! তদনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির বলদেবকে সন্দর্শনপূর্ব্বক প্রত্যুত্থান করিয়া পরমপ্রীত-চিত্তে যথাবিধানে তাঁহার পরিচর্য্যা করত আসন প্রদান ও কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অভ্যর্থনার পর বলদেব তাঁহাকে শূরগণের হিতজনক মনঃপ্রীতিকর এই বাক্য কহিলেন যে, হে রাজসত্তম! আমি ঋষিগণের পরস্পর কথোপকথন কালে শুনিয়াছি, কুরুক্ষেত্র অতি পুণ্যতীর্থ এবং স্বর্গ ও মোক্ষের কারণ-বশত অতি পাবন। দেব, ঋষি ও মহানুভাব ব্রাহ্মণেরা যেস্থানে সতত বাস করিয়া থাকেন, তথায় যে সমস্ত মানব যুদ্ধ করত দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইন্দ্রের সহিত একত্র স্বর্গবাসে সমর্থ হয়েন। হে নৃপবর! অতএব আমি এস্থান হইতে অবিলম্বে সমন্তপঞ্চক তীর্থে গমন করিব, সেই মহাতীর্থ দেবলোকে প্রজাপতির উত্তরবেদী বলিয়া প্রথিত; ত্রৈলোক্যের মধ্যে সেই সনাতন ও মহাপুণ্যতম স্থানে সংগ্রামে নিধন লাভ করিলে যোদ্ধাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গবাস হইবে।

হে মহারাজ! কুন্তীপুত্র বীর যুধিষ্ঠির, বলদেবের সেই কথায় সম্মত হইয়া সমন্তপঞ্চকের অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন; অনন্তর, তেজস্বী রাজা দুর্য্যোধন মহতী গদা ধারণ করিয়া অমর্ষ বশত পাণ্ডবগণের সহিত পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন। তিনি বদ্ধ-কবচ ও গদা-চর্ম্মধারী হইয়া সেইরূপে যাইতেছেন দেখিয়া অন্তরীক্ষচর দেবগণ তাঁহার প্রতি শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন। বার্ত্তাবহ চারণগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন।

হে মহারাজ! আপনকার পুত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া মদমত্ত গজেন্দ্রের গতি অবলম্বন-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, শঙ্খ ভেরীর মহানিস্বনে ও শূর সকলের সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে সেই নরবরেরা আপনার পুত্রের সহিত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। দুর্য্যোধনও সেই স্থানে উপনীত হইয়া চতুর্দ্দিকে বহুতর জনমণ্ডলীতে সমাবৃত রহিলেন। তথায় সরস্বতীর দক্ষিণবিভাগে অপর এক মনোহর তীর্থ ছিল, তাঁহারা সেই অনুষর-প্রদেশে সংগ্রাম করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, মহাবীর ভীমসেন বদ্ধকবচ হইয়া মহাকোটি-শালিনী এক মহতী গদা

গ্রহণ-পূর্ব্বক গরুড়ের-সদৃশ ভীষণাবহ রূপ ধারণ করিলেন। আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনও সমর-মধ্যে কাঞ্চনময় বর্ম্ম ধারণ ও শিরস্ত্রাণ বন্ধন করিয়া সুবর্ণের শৈলরাজের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। বীর দুর্য্যোধন ও ভীমসেন সংগ্রাম-সজ্জায় বর্ম্মাদি-দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া রণমধ্যে প্রমত্ত মাতঙ্গ-যুগলের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে রণ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সেই ভ্রাতৃদ্বয় সমুদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান প্রকাশমান হইলেন। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের বধ-কামনায় লোচন-দ্বারা যেন পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করত ক্রুদ্ধ কুঞ্জরবৎ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে নৃপবর! কুরুরাজ দুর্য্যোধন প্রহৃষ্ট-চিত্তে গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্রোধসংরক্ত-লোচনে সৃক্কনিদ্বয় লেহন করত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন এইরূপে সেই দুর্জ্জয় গদা ধারণ করিয়া মত্তমাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গকে আহ্বান করে, তেমনি, তিনি ভীমসেনকে ঘোর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করত আহ্বান করিলেন। মহাবল ভীমসেনও তদ্রূপ অদ্রিসারময়ী গদা ধারণ করিয়া রণ-মধ্যে সিংহ যেমন অন্য সিংহকে আহ্বান করে, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধনকে ভীমস্বরে আহ্বান করিলেন। এইরূপে সেই দুর্য্যোধন ও বৃকোদর হস্তে গদা উদ্যত করিয়া সমর-মধ্যে হিমশিখরীর শেখরের সমান প্রকাশমান থাকিলেন। তাঁহারা উভয়েই গদাযুদ্ধে রোহিণী-নন্দন বুদ্ধিমান্ বলদেবের শিষ্য, অতএব উভয়েই তুল্য-রূপে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশ করত নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইলেন। সেই মহাবল বীর-দ্বয় উভয়েই ময়দানব ও বাসবের তুল্য রণ-দক্ষ, উভয়েই বরুণের ন্যায় বিক্রান্ত এবং কুবের ও বসুদেব-নন্দন রামের-সদৃশ কর্ম্মক্ষম, তাঁহারা সংগ্রামে মধু ও কৈটভ, সুন্দ ও উপসুন্দ, রাম ও রাবণ এবং বালি ও সুগ্রীবের সদৃশ। সেই কালান্তক যমোপম শত্রুতাপন বীর-দ্বয় মত্তমাতঙ্গ-যুগলের সমান পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! শরৎকালে মদমত্ত মাতঙ্গ-যুগল যেমন করিণী-সঙ্গমে জিগীষা-পরবশ হয়, তৎকালে সেই ভরত-প্রবীরেরাও তদ্রূপ হইয়াছিলেন; সেই অরিদমন-কারী বীর-দ্বয় ভুজঙ্গ-যুগলের ন্যায় ক্রোধ-বিষ বমন করত অতিশয় সংরব্ধ হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনেই গদাযুদ্ধ বিশারদ এজন্য পরস্পর দুরাধর্ষ থাকিয়া সিংহের সমান প্রবল বিক্রম-সমন্বিত হইলেন। নখদংষ্ট্রাদি অস্ত্রধারি ব্যাঘ্রের ন্যায় দুরুৎসহ সেই বীর-দ্বয় প্রজা-সংহরণার্থ আন্দোলিত সাগরের সমান সুদুস্তর-ভাবে পরি-দৃশ্যমান হইলেন। সেই দুই মহারথ মঙ্গলগ্রহের ন্যায় ক্রোধ-বশত যেন তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা প্রতপ্ত হওত পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগ্‌ভব মেঘসম পবনবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালীন জলধরের বর্ষণের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করত তাবৎ-লোককে স্তব্ধ করিয়া রাখিলেন। সেই প্রদীপ্ত মহানুভাব মহাবলেরা তৎকালে যেন প্রলয়-কালীন সূর্য্য-দ্বয়ের সমান সমুদিত ও পরিদৃশ্য হইলেন। তর্জ্জন-কারী শার্দ্দূল, গর্জ্জন-কারী বারিধর এবং কেশর-সম্পন্ন সিংহ-দ্বয়ের সমান সেই দুই মহাবাহু ঘোরতর বিকট চীৎকার করিতে লাগিলেন। তদানীং শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত-সদৃশ সেই দুই মহানুভাব প্রমত্ত মাতঙ্গ-যুগল ও প্রজ্বলিত হুতাশনের সমান পরি-দৃশ্যমান হইলেন। সেই সময় রোষ-বশত তাঁহাদিগের উভয়ের ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা পরম হৃষ্ট-চিত্তে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই মহানুভাব নরবর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর গদা হস্তে করিয়া উভয়ে পরম প্রফুল্ল-চিত্তে গর্জ্জন করিতে থাকিলে বোধ হইল যেন, তুরঙ্গ-যুগল হ্রেষারব করিতেছে, মাতঙ্গ-যুগল বৃংহিত-ধ্বনি করিতেছে এবং বৃষভ-দ্বয় গর্জ্জন করিতেছে। এইরূপে সেই

নরোত্তম-দ্বয় বলোত্তম দৈত্যদ্বয়ের ন্যায় বিরাজিত হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, দুর্য্যোধন কৃষ্ণ, বলদেব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীর-নিকর এবং ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধিয়া গর্ব্বের সহিত এই বাক্য বলিলেন যে, এক্ষণে আমি ভীমসেনের সহিত এইরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, অতএব তোমরা সকলে নৃপগণের সহিত সমীপে উপবিষ্ট হইয়া নিরীক্ষণ কর।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহাই করিলেন। তদনন্তর, সমুদয় নৃপতিরা উপবিষ্ট হইলেন, ভূপাল সকল উপবেশন করিলে বোধ হইল যেন আকাশ-মণ্ডলে আদিত্য-মণ্ডল বিরাজ-মান হইল। যাহা হউক, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমান্ কেশবাগ্রজ বলদেব সকলের পূজিতভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। নীলবসন শ্বেতকান্তি বলদেব রাজমণ্ডলী-মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া রাত্রিকালীন নক্ষত্র-মণ্ডলের মধ্যগত পূর্ণ নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই সুদুঃসহ বীর-দ্বয় হস্তে গদা ধারণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে নিষ্ঠুর-বাক্যাবলী-দ্বারা জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন, সেই কুরুসত্তম বীরেরা এইরূপে পরস্পরের প্রতি অপ্রিয় বাক্য বিন্যাস করিয়া সমরস্থিত বৃত্রাসুর ও পুরন্দরের ন্যায় উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করত দণ্ডায়মান রহিলেন।

গদাযুদ্ধে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর, তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ হইল, যে সময় রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখান্বিত হইয়া এই কথা বলিলেন, যে "যে মনুষ্যের ঈদৃশী নিষ্ঠা, তাহার মনুষ্যত্বকে ধিক্, হে নিষ্পাপ! আমার যে পুত্র একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি থাকিয়া অখিল ভূমণ্ডল উপভোগ করত সমস্ত ভূপালগণের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল, এক্ষণে আমার সেই সন্তান সংগ্রাম-মধ্যে গদা গ্রহণ করিয়া পদাতির ন্যায় প্রস্থান করিল! হায়! আমার দুর্য্যোধন জগতের নাথ হইয়া অধুনা অনাথের ন্যায় গদা লইয়া যাইতেছে অতএব দৈবের বিচিত্র গতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? হা! সঞ্জয়! আমার পুত্র সুমহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইল।" হে মহারাজ! জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, মেঘনাদকারী বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন বৃষভের ন্যায় নিনাদ করত যুদ্ধার্থ ভীমসেনকে যুদ্ধস্থলে আহ্বান করিলেন। মহাত্মা কুরুরাজ বৃকোদরকে আহ্বান করিতে থাকিলে ঘোররূপ বিবিধ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইল, নির্ঘাতের সহিত বায়ু বহিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিকে পাংশু-বর্ষণ আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল সমুদয় তিমির-জালে সমাবৃত হইয়াগেল। তুমুল লোমহর্ষণ ও মহাশব্দ-সম্পন্ন শত শত উল্কা আকাশ-তল স্ফুটিত করত পতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সে সময় পর্ব্বকাল না হইলেও রাহু আসিয়া আদিত্য-মণ্ডল গ্রাস করিল। পৃথিবীমণ্ডল, তরুগণ ও কানন-সহ কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রদীপ্ত পবন শর্করা বর্ষণ করত বহিতে লাগিল। শৈল-শিখর-সমুদয় মহীতলে পতিত হইল। নানাবিধ মৃগগণ দশ দিকে ধাবমান হইল। সুদারুণ শিবাগণ ঘোরতর চীৎকার আরম্ভ করিল। লোমহর্ষণ মহাঘোর নির্ঘাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। আদিত্য-মণ্ডলের অভিমুখস্থ দিঙ্মণ্ডলে মৃগগণ অশুভ সূচনা করিতে লাগিল এবং কূপ-মধ্যে জলরাশি সহসা সমৰ্দ্ধিত হইল। হে মহারাজ! তৎকালে এক প্রকার অশরীর মহানিনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

বৃকোদর এবম্বিধ বিবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া

জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! মন্দমতি দুর্য্যোধন অদ্যকার সময়ে আমাকে কোনক্রমেই জয় করিতে সমর্থ হইবে না। বহুকাল আমার হৃদয়-মধ্যে যে দারুণ ক্রোধ নিগূঢ় ছিল, খাণ্ডবদাহে পাবকের ন্যায় কৌরবেন্দ্র সুযোধনের প্রতি অদ্য আমি তাহা বিমোচন করিব। হে নৃপবর! আপনার হৃদয়-শায়ি শল্যকে আমি অদ্য উদ্ধার করিব। এই কুরুকুলাধম পাপাত্মাকে গদাঘাতে নিহত করিয়া আপনার গলদেশে কীর্ত্তিময়ী মালা সমর্পণ করিব। অদ্য আমি এই পাপাচারকে রণ-মধ্যে এই গদা-প্রহারে নিহত করিয়া উহার দেহকে শত খণ্ডে ভেদ করিয়া ফেলিব। এই দুর্যোধন পুনর্ব্বার আর হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। হে ভরতকুল-তিলক! সর্প-বিষ্ঠায় শয়ন, ভোজনে বিষ দান, প্রমাণ কোটীতে পতন, জতুগৃহে দাহ, সভা-মধ্যে উপহাস, সর্ব্বস্ব অপহরণ, দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস, এই সকল বিষয়ে আমরা যে সমস্ত দুঃখ পাইয়াছিলাম, অদ্য সেই সমুদায় ক্লেশ-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইব। মহারাজ! অদ্য এক দিবসের মধ্যে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া আমি আত্মার নিকটে অঋণী হইব। অদ্য অকৃতজ্ঞ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের পরমায়ু শেষ হইল এবং তাহার মাতা পিতার সন্দর্শনও সমাপ্ত হইয়াগেল। হে রাজেন্দ্র! অদ্য দুর্ম্মতি কুরুরাজের সুখের সীমা শেষ হইল এবং নারীগণের সহিত পুনরায় দর্শনও সমাপ্ত হইয়া গেল। অদ্য কুরুরাজ শান্তনুর কুল দূষণ দুর্য্যোধন শ্রী ও রাজ্যের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্রকে নিপাতিত শুনিয়া শকুনির বুদ্ধি-জনিত অশুভকর্ম্ম স্মরণ করিবেন।

হে নৃপবর! বীর্য্যবান্ ভীমসেন এইরূপ কহিয়া গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক যেমন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলেন। ক্রুদ্ধ ভীমসেন অন্যদিকে দুর্য্যোধনকে কৈলাস-শৈলের ন্যায় গদা উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান দেখিয়া পুনরায় বলিলেন রে দুর্ম্মতে! বারণাবতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তুমি স্বয়ং যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে অদ্য তাহা স্মরণ কর! সভা-মধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে যে অসহ্য ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সৌবলের কুবুদ্ধি-কৌশলে দ্যূতক্রীড়া-ছলে আমাদিগকে যে বঞ্চিত করিয়াছিলে, তোমার জন্য আমরা বনে থাকিয়া যে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম, পরিশেষে রূপভেদপূর্ব্বক বিরাট দেশে দারুণ ক্লেশে অজ্ঞাতবাসে যে কালযাপন করিয়াছিলাম, অদ্য সেই সমুদয় সুদারুণ দুঃখের শেষ করিব। আজ্ ভাগ্যক্রমে তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। রে মূঢ়! তোমার কারণ প্রতাপবান্ রথিশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় ভীষ্ম শিখণ্ডি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অদ্যাপি শর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তোমার নিমিত্তেই প্রতাপবান্ দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য নিহত হইয়াছেন এবং বৈরানলের আদি কর্ত্তা শকুনিও প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। যে পাপ দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, সে দুরাত্মাও শমন-সদন সন্দর্শন করিয়াছে, তদ্ভিন্ন তোমার আর আর বিক্রান্ত শূরবর ভ্রাতারাও নিহত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেকানেক নৃপতিরাও তোমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অদ্য আমি এই গদাঘাতে তোমাকে নিহত করিব তাহাতে সংশয় নাই।

হে মহারাজ! বৃকোদর উচ্চৈঃস্বরে এই প্রকার কহিতে থাকিলে আপনকার পুত্র সত্য-বিক্রম দুর্য্যোধন নির্ভয়-চিত্তে কহিলেন, হে বৃকোদর! নিরর্থক আত্মশ্লাঘা করিবার আবশ্যক কি? এক্ষণে যুদ্ধ কর; রে কুলাধম! আমি অদ্যই তোমার যুদ্ধ-শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিব। রে ক্ষুদ্রাশয়! দুর্য্যোধন সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ত্বাদৃশ কোন মনুষ্য হইতে ত্রস্ত হইবার ব্যক্তি নহে। তোমার সহিত গদাযুদ্ধ করিব

চিরকাল আমার মনো-মধ্যে এই বাঞ্ছা আছে এবং দেবতারাও তাহার সংঘটনা করিয়াছেন, অতএব রে দুর্ম্মতে! অনর্থ বাক্যব্যয় ও আত্মশ্লাঘা করিলে কি হইবে? যে কথা বলিয়াছ, তাহা কার্য্যে প্রকাশ কর, বিলম্ব করিও না। হে মহারাজ! দুর্য্যোধনের এই সমস্ত কথা শুনিয়া সোমক-প্রভৃতি নৃপতিরা যিনি যিনি তথায় সমাগত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, কুরু-নন্দন সকলের সম্পূজিত হইয়া পুলকিত কলেবরে পুনরায় যুদ্ধার্থ ধীরবুদ্ধি সংস্থাপন করিলেন। নরাধিপেরা উন্মত্ত-মাতঙ্গসম অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে পুনর্ব্বার করতল ধনি-দ্বারা হর্ষান্বিত করিলেন। পাণ্ডু-নন্দন মহাত্মা বৃকোদর গদা উদ্যত করিয়া অতি বেগে ধৃতরাষ্ট্রসুত মহাত্মা দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে জয়াভিলাষি পাণ্ডবগণের কুঞ্জর-সকল বৃংহিত-ধ্বনি ও তুরঙ্গগণ হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং অস্ত্রশস্ত্র-সমুদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

গদাযুদ্ধে ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় ॥ ৫৬।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, দুর্য্যোধন ভীমসেনকে তাদৃশ-ভাবে আগত দেখিয়া অদীনভাবে নিনাদ করত অতি বেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। এইরূপে উভয়েই মহাশৃঙ্গ-বৃষভসম পরস্পর সম্মিলিত হইলে প্রহার-জনিত সুদারুণ মহানির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! ক্রমে ক্রমে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় পরস্পর বিজিগীষু বীর-দ্বয়ের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই গদাহস্ত মনস্বি মহাত্ম-যুগলের সর্ব্ব শরীর রুধির-ধারায় পরিপ্লুত হওয়াতে তাঁহারা দুই জনেই পুষ্পিত কিংশুক-তরুর ন্যায় পরি-দৃশ্যমান হইলেন।

এইরূপে সেই সুদারুণ সংগ্রাম বর্ত্তমান সময়ে আকাশ-মণ্ডল যেন খদ্যোত-সমূহে পরিব্যাপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই তুমুল সঙ্কুল সময়ে শত্রু-দমন দুর্য্যোধন ও বৃকোদর যুদ্ধ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন। তাঁহারা মুহূর্ত্ত কাল আশ্বাস লাভ করিয়া পুনরায় গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বলিষ্ঠ বারণ-দ্বয় যেমন করিণীর কারণ মত্ত হয়, তৎকালে তাঁহারাও ক্ষণকাল বিশ্রামের পর তদ্রূপ হইলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, মানবগণ তাঁহাদিগের উভয়েরই সমান বীর্য্য ও সমভাবে গদা ধারণ সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের সমানভাবে গদা ধারণ দেখিয়া তাবৎলোকেরই অন্তঃকরণে উভয়ের বিজয়-বিষয়ে অতিশয় সংশয় জন্মিল।

অনন্তর, সেই বলিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় সন্নিহিত হইয়া পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণে নানাবিধ উপায় করিতে লাগিলেন। দর্শকসকল যমদণ্ড ও ইন্দ্রাশনির ন্যায় উদ্যত গুরুতর গদাকে ভয়ানক হিংস্র অস্ত্রের সদৃশ অবলোকন করিল। সংযুগ-মধ্যে ভীমসেন যখন গদা ঘূর্ণন করেন, তখন তাহার সেই নিতান্ত তুমুল ঘোরতর নিনাদ মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত স্থির থাকিল। দুর্য্যোধন পাণ্ডু-নন্দনকে সেই অতুল-বেগ-সম্পন্ন গদা ভ্রমণ করাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বীরবর বৃকোদর বারম্বার সমরস্থলে বিবিধ পথে মণ্ডলাকারে বিচরণ করত সুশোভিত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই অন্য হইতে আপনার রক্ষার্থ প্রযত্নপর থাকিয়া তৎকার্য্যে ব্যাকুলতর মার্জ্জার-যুগলের ন্যায় মুহুর্মুহু প্রহার করিলেন। তদানীং ভীমসেন পুনঃপুন বহুবিধ পথে বিচরণ এবং বিচিত্র মণ্ডলাকার-মার্গে গমন ও প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। বিচিত্র অস্ত্রকৌশলে বিবিধ স্থান ভ্রমণ করত প্রহার হইতে শরীর রক্ষণ, প্রহার বারণ ও প্রহার বর্জ্জন, অতি বেগে অভিমুখে ধাবন গদা-দ্বারা গদাঘাতবঞ্চনা-পূর্ব্বক অবস্থান, প্রহার

পাতন, পশ্চাৎ গমন, উল্লম্ফন, অবলম্ফন, তির্য্যক্ প্রসরণ, উপন্যস্ত ও অপন্যস্ত-প্রভৃতি গদাযুদ্ধে যে সকল কৌশল প্রদর্শন করিতে হয়, সেই গদাযুদ্ধ-বিশারদ বীরেরা তাদৃশ কৌশল প্রকাশ-পূর্ব্বক বিচরণ করত পরস্পর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুরুসত্তম ভীমসেন ও দুর্য্যোধন তাদৃশভাবে পরস্পর বঞ্চনা-দ্বারা ক্রীড়া করত রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুদমন বীর-দ্বয় সংগ্রাম-মধ্যে যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন করত সহসা গদা-দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিলেন।

হে মহারাজ! দ্বিরদ-দ্বয় যেমন দন্ত-দ্বারা পরস্পর সংগ্রাম করে, তেমনি তাঁহারা গদা-দ্বারা যুদ্ধ করত রুধিরাক্ত-কলেবরে সুশোভিত হইলেন। বৃত্রাসুর ও বাসবের সংগ্রামের ন্যায় শেষ দিবসে এইরূপে সেই ঘোরতর নিরাবরণ দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর, সেই গদাহস্ত বীরদ্বয় মণ্ডল-মধ্যে অবস্থিত থাকিলে, প্রথমত মহাবল দুর্য্যোধন দক্ষিণ-মণ্ডল আক্রমণ করিলেন, পরিশেষে ভীমসেন সব্য-মণ্ডল অধিকার করিয়া লইলেন। ভীমসেন সংগ্রামের অগ্রভাগে তাদৃশ-ভাবে বিচরণ করিতে থাকিলে, দুর্য্যোধন তাঁহার পার্শ্বদেশে গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন।

হে মহারাজ! বৃকোদর আপনকার পুত্রের প্রহারে আহত হইয়া তাহা অগ্রাহ্য করত গুরুতর গদা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। দর্শকগণ ভীমসেনের সেই ঘোর গদাকে বজ্র ও উদ্যত যমদণ্ডের ন্যায় দর্শন করিল। আপনকার পুত্র শত্রুতাপন দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদা ঘূর্ণন করাইতে দেখিয়া ঘোর গদা উদ্যত করত প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পুত্রের গদা ঘূর্ণনে এক প্রকার ঘোরতর তুমুল শব্দ ও তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। তেজস্বী সুযোধন বিবিধ-মণ্ডলাকার-মার্গে বিচরণ করত ভীমসেন অপেক্ষা সমধিকভাবে সুশোভিত হইলেন। ভীমসেন-কর্তৃক মহাবেগে ঘূর্ণায়িত শব্দায়মান গদা সধূম ও সতেজস্ক অগ্নি পরিত্যাগ করিল। সুযোধন ভীমসেনের গদা ঘূর্ণন অবলোকন করিয়া নিজ অদ্রিসারময় গুরুতর গদা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। সেই মহানুভাবের গদা-ঘূর্ণন-জনিত বায়ুবেগ সন্দর্শনে সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। সেই শত্রুদমন বীরদ্বয় সমরের সমস্ত ভাগে দর্শক-সকলকে যুদ্ধ-ক্রীড়া প্রদর্শন করত সহসা গদা-দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! দুরন্তদর্শন-দ্বিরদ-দ্বয় যেমন দন্ত-দ্বারা পরস্পর দ্বন্দ্ব করে, তেমনি তাঁহারা রুধিরাক্ত-কলেবরে সংগ্রাম করত সুশোভিত হইলেন। শেষ দিবসে এইরূপে বৃত্রাসুর ও বাসবের ন্যায় তাঁহাদিগের পরস্পর ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইল। মহাবল দুর্য্যোধন ভীমসেনকে অবস্থিত দর্শন করিয়া বিবিধ বিচিত্র-পথে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন তাহাতে ক্রোধাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্রোধন দুর্য্যোধনের মহাবেগবতী ও সুবর্ণ পরিচ্ছন্না গদার উপরি গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন। হে মহারাজ! গদা-দ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে বিমুক্ত বজ্র-দ্বয়ের অভিঘাত জনিত শব্দের ন্যায় বিস্ফুলিঙ্গ সহ নির্হ্রাদ প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! ভীম-বিমুক্ত বেগশালি গদা নিপাত-সময়ে মহী-মণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। মত্ত মাতঙ্গ যেমন প্রতিহস্তি দর্শনে ক্রুদ্ধ হয়, সেইরূপ দুর্য্যোধন রণস্থলে সেই গদার প্রতিঘাত গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি মনোমধ্যে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া বামভাগে ভ্রমণ করত ভীমবেগশালি গদা-দ্বারা পাণ্ডু-নন্দনের মস্তকে আঘাত করিলেন। আপনকার পুত্রের গদা-দ্বারা ভীমসেন আহত হইয়া যে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তাহা অতি আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল। গদার আঘাতে ভীমসেন যে এক পদও বিচলিত হইলেন না, এই আশ্চর্য্য জন্য সৈন্য সকল তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর, ভীম-পরাক্রম ভীমসেন হেম-পরিষ্কৃত প্রদীপ্ত ও গুরুতর গদা লইয়া দুর্য্যোধনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, মহাবল দুর্য্যোধন কৌশলক্রমে তাহা নিষ্ফল করিয়া দিলেন, ইহাতে তাবৎ লোকেরই অন্তঃকরণ বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইল। ভীম-নির্ম্মুক্ত গদা নিষ্ফল হইয়া যৎকালে মহানির্ঘাত নিস্বনে ভূমিতলে নিপতিত হয়, তখন ভূমণ্ডল বিচলিত হইল। দুর্য্যোধন কৌশিক-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন-দ্বারা কৌশল-ক্রমে বৃকোদরকে বঞ্চিত করিয়া পুনঃপুন উৎপতন-পূর্ব্বক মহাবল প্রকাশ করত ক্রোধে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন। হে মহারাজ! বৃকোদর সেই মহারণ-মধ্যে আপনকার পুত্রের গদাঘাতে মুহ্যমান হইয়া মুহূর্ত্তকাল-পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। ভীমসেন তাদৃশাবস্থায় থাকিলে, হতসঙ্কল্প সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণ একান্ত অপ্রসন্ন হইল।

অনন্তর, মাতঙ্গ-সদৃশ বৃকোদর সেই দারুণ প্রহারে রোষ-পরবশ হইয়া আপনকার মত্তগজসম পুত্রের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, বৃকোদর গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক, সিংহ যেমন বনগজের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনি বেগভরে আপনকার পুত্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ক্ষণকাল-মধ্যে সেই গদাযুদ্ধ-বিশারদ পাণ্ডু-নন্দন দুর্য্যোধনের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশ লক্ষ করিয়া প্রবল বেগে গদা প্রহার করিলে, কুরুরাজ বিহ্বল হইয়া জানুদ্বয়ে উপবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! কুরুকুলশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন জানুদ্বয়ে উপবিষ্ট হইলে, সৃঞ্জয় সৈন্যের মধ্যে সুমহান্ হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল। সুযোধন তাহাদিগের আনন্দধ্বনি শ্রবণে অমর্ষ-বশত অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন; ক্রমে ক্রমে সেই মহাবাহু মহানাগের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত গাত্রোত্থান করিয়া নেত্রযুগল-দ্বারা যেন বৃকোদরকে দগ্ধ করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, কুরুবংশাবতংস দুর্য্যোধন হস্তে গদা ধারণ-পূর্ব্বক, বোধ হয়, যেন ভীমসেনের মস্তক মথন করিবেন বলিয়াই সমরভূমি-মধ্যে ধাবমান হইলেন। পরে সেই প্রবল পরাক্রান্ত মহাত্মা কুরুরাজ মহানুভাব ভীমসেনের ললাটে গদাঘাত করিলে অচলোপম বৃকোদর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। মহারাজ! বৃকোদর পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনের গদা প্রহার সহ্য করিয়া উদ্ভিন্ন-রুধির-কলেবরে সমরে মত্তমাতঙ্গ-সম বিরাজমান রহিলেন।

অনন্তর, অমিত্রকর্ষণ অর্জ্জুনাগ্রজ বজ্রাশনি সম নিস্বন কারিণী বীরঘাতিনী লৌহময়ী গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বীয় শক্তি অনুসারে বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুর শরীরে প্রহার করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, ভীমসেন-কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তৎকালে তাঁহার শরীরের বন্ধন সকল শিথিল হইয়া গেল। বন-মধ্যে সুন্দর পুষ্প সমন্বিত মহাবৃক্ষ প্রবল পবন-বেগে ঘূর্ণিত হইয়া পতিত হইলে যে প্রকার হয়, সুযোধনও তখন তদ্রূপ হইলেন। তৎকালে পাণ্ডব পক্ষীয়েরা কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে ধরাতলে পতিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিনাদের সহিত নানা প্রকার উপহাস বাক্য বিন্যাস করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল বিলম্বে সুযোধন সচেতন হইয়া, হ্রদ হইতে উত্থিত দ্বিরদের ন্যায়, গাত্রোত্থান করিলেন। মহারথ কুরু-প্রবীর সহজেই সতত ক্রোধাবিষ্ট, তখন শত্রুহস্তে তাঁহার তাদৃশ অবমাননা হওয়াতে তিনি শিক্ষিতের ন্যায় নিরত ভ্রমণ করত অগ্রবর্ত্তি পাণ্ডু-নন্দনকে গদা-দ্বারা তাড়না করিলেন। ভীমসেন তাহাতে বিহ্বল হইয়া ধরণীর আশ্রিত হইলেন। কুরুরাজ তখন ভীমসেনকে ধরাতলে পাতিত করিয়া ঘোরতর সিংহ-

নাদ করিয়া উঠিলেন এবং অনবরত অশনি-তুল্য তজশালি গদানিপাত-দ্বারা বৃকোদরের শরীর রক্ষণ করত বিভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, আকাশ-মণ্ডলে করতালিপ্রদ সুরগণ ও অপ্সরোগণের মধ্যে সুমহান্ নিনাদ আরম্ভ হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে সুরগণ-বিসৃষ্ট বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হে মহারাজ! শত্রুগণ তখন নরবর বৃকোদরকে ধরা-তলে পতিত, তাঁহার সুদৃঢ় বর্ম্ম খিভিন্ন এবং কুরু-রাজকে বিজয়ি দর্শনে অতিশয় ভয়াবিষ্ট হইল।

মুহূর্ত্তকালের পর বৃকোদর সচেতন হইয়া আপন রুধিরার্দ্র বদন মার্জ্জন করত ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক বলবশত বেদনা স্তম্ভন করিয়া বিবৃত্ত-নয়নে স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ॥ ৫৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, কুরুবর ভীম-সেন ও দুর্য্যোধনের তাদৃশ তুমুল সংগ্রাম সন্দর্শনে ধনঞ্জয় যশস্বি বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন। হে জনার্দ্দন! এই দুই বীরের মধ্যে যুদ্ধ-বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া তোমার অভিমত এবং কে সমধিক গুণবান্, ইহা আমাকে বল?

বাসুদেব বলিলেন, ইহাঁদিগের উভয়ের উপদেশ তুল্য, কিন্তু ভীমসেন সমধিক বলবান্, আর দুর্য্যো-ধন বৃকোদর অপেক্ষা রণনিপুণ ও প্রযত্নপর। ভীম-সেন যদি ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করেন, তবে কোন-মতেই দুর্য্যোধনকে জয় করিতে পারিবেন না, আর অন্যায়রূপে যুদ্ধ করিলে অনায়াসে সুযোধনকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা শুনিয়াছি, দেবতারা মায়া-দ্বারা অসুরগণকে জয় করিয়াছি-লেন, দেবরাজের মায়াবলে প্রহ্লাদ-নন্দন বিরোচন নির্জ্জিত হইয়াছিল এবং বলসূদন বাসব মায়া-দ্বারা বৃত্রাসুরের তেজ হরণ করিয়াছিলেন, অত-এব ভীমসেন মায়াময় পরাক্রম অবলম্বন করুন। হে ধনঞ্জয়! বৃকোদর পাশক্রীড়া-কালে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছিলেন, যে "হে সুযোধন! আমি সংগ্রাম-সময়ে তোমার উরু-দ্বয় ভগ্ন করিব," এক্ষণে মায়াবি-রাজাকে মায়া-দ্বারা বিনাশ করিয়া অমিত্রকর্ষণ ভীমসেন পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করুন। ইনি যদি নিজবিক্রম-প্রকাশ-পূর্ব্বক ন্যায় অনুসারে সুযোধনকে প্রহার করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষমস্থ হইয়া পড়িবেন। হে পাণ্ডু-নন্দন! আমি তোমাকে পুনর্ব্বার আরও কিছু কহিতেছি শ্রবণ কর; দেখ, ধর্ম্মরাজের দোষে পুন-রায় আমাদিগের মনে ভয়-সঞ্চার হইতেছে, তিনি ভীষ্ম-প্রভৃতি মহাবীর কৌরব-সেনাপতি-সকলকে সংহার-পূর্ব্বক অতি সুমহৎ কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিলেন এবং তাহাতে জয় লাভ, যশ উপার্জ্জন ও বৈর-প্রতিঘাতন করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন, তথাপি একমাত্র দুর্য্যোধনকে জয় করিবার জন্য তাঁহার মন যে সংশয়াপন্ন রহিয়াছে, ইহা তাঁহার মহতী অবি-বেক শক্তির কার্য্য বলিতে হইবে, যে হেতু এক ব্যক্তির বিজয়-বিষয়ে ঈদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ পণ হইল। এক্ষণে রণনিপুণ সুযোধন জীবিত নিরপেক্ষ হই-য়াছে। ভগবান্ ভার্গব যে সারার্থ-সংযুক্ত পুরাতন শ্লোক কহিয়াছিলেন, তাহা আমার শ্রুত আছে; এক্ষণে তদীয় ভাবার্থ কহিতেছি শ্রবণ কর। "হে ধন-ঞ্জয়! যাহারা যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়া পুনরায় আগমন করে এবং জীবিতাভিলাষী হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা একায়তন গত, ঈদৃশ হতাবশিষ্ট শত্রু হইতে ভীত হওয়া উচিত। হে ধনঞ্জয়! যা-হারা জীবনধারণে আশা না করিয়া অতর্কিত-ভাবে উত্থিত হইয়া থাকে, দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদিগের সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হয়েন না" সম্প্রতি সুযোধন হতসৈন্য হওয়াতে হ্রদ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং পরাজিত হইয়া রাজ্য লাভে আশা না থা-কায় বনগমনে বাসনা করিয়াছিল, যাহার অবস্থা একপ, তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা কোন্ প্রাজ্ঞ-ব্যক্তির বিবেচনা-সিদ্ধ হয়? দুর্য্যোধন আমাদিগের

নির্জ্জিত রাজ্য পুনর্ব্বার হরণ না করুক্। যে, ভীমসেনকে বিনাশ করিবার বাসনায় গদা লইয়া ত্রয়োদশ বর্ষকাল তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাগে বিচরণ করিয়াছে, মহাবাহু বৃকোদর যদি তাহাকে অন্যায়-পূর্ব্বক সংহার না করেন, তবে নিশ্চয় বুঝিলাম, ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন সুযোধন পুনরায় তোমাদিগের রাজা হইবে।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন, মহাত্মা কেশবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের সমক্ষে আপনার বাম উরুদেশে করাঘাত করিলেন। ভীমসেন সেই সঙ্কেতের মর্ম্ম বুঝিয়া গদা লইয়া বিপক্ষকে বিমোহিত করত রণস্থলের বিবিধ বিচিত্র-মণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! বৃকোদর যেমন গোমূত্রাকার দক্ষিণ ও সব্য-মণ্ডলে পর্য্যটন করিতে থাকিলেন, তেমনি আপনার গদা-বিদ্যা-বিশারদ পুত্রও ভীমসেনের জিঘাংসার্থ বিচিত্র ও সত্বর-ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনেই অগুরু-চন্দনচর্চ্চিত ঘোরতর গদাদ্বয় ঘূর্ণন করত বৈরনির্য্যাতনার্থ সযত্ন থাকিয়া ক্রোধাক্রান্ত কৃতান্তের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। সেই পুরুষ-প্রবীর যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিবার কামনায় সর্পমাংসাভিলাষি গরুড়ের ন্যায় সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ও ভীমসেন বিচিত্র-মণ্ডল-সকলে বিচরণ করিতে থাকিলে তাঁহাদিগের গদা-সম্পাত-জনিত অগ্নিকণা সকল বিনির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই বলিষ্ঠ বীরদ্বয় সমভাবে সংগ্রাম করিতে থাকিলে বোধ হইল যেন, প্রবল-পবনবেগে আন্দোলিত সাগর-তরঙ্গের নিনাদ হইতে লাগিল। যাহা হউক, তাঁহারা উভয়ে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলে, প্রহার-জনিত গদানির্ঘাত-ধ্বনি তুমুল-ভাবে সমুত্থিত হইল। এইরূপ সেই নিতান্ত সঙ্কুল সুদারুণ সংপ্রহার-সময়ে সেই শত্রু-দমন বীরেরা দুই জনেই একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

মুহূর্ত্তকাল বিলম্বে তাঁহারা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া মহতী গদা ধারণ-পূর্ব্বক পুনরায় ক্রোধন-ভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপে তাঁহারা পরস্পর গদাঘাত-দ্বারা প্রহার করিতে থাকিলে, ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইল। সেই বৃষভাক্ষ বেগশালী বীরদ্বয় সমরস্থলে ধাবমান হইয়া পঙ্কস্থ মহিষ-যুগলের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত ও রুধিরে পরিপ্লুত হওয়াতে হিমালয় শৈলোপরি সুপুষ্পিত কিংশুকতরুর সমান পরিদৃশ্যমান হইল।

অনন্তর, বৃকোদর ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, দুর্য্যোধন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া সহসা অপসৃত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে মহাপ্রাজ্ঞ ভীমসেন রণস্থলে তাঁহাকে নিজ নিকটে আসিতে দেখিয়া মহাবেগে গদাক্ষেপ করিতে থাকিলে দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থিত হইলেন, সুতরাং ভীমসেনের গদা নিষ্ফল হইয়া ধরাতলে পড়িয়া গেল। হে নৃপবর! এইরূপে আপনকার তনয় সসম্ভ্রমে সেই প্রহার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গদা-দ্বারা বৃকোদরকে প্রহার করিলেন। তাঁহার তাদৃশ দারুণ প্রহারে ভীমসেনের শরীর হইতে অনর্গল রুধির-ধারা নিস্যন্দিত হইতে লাগিল এবং সেই গুরুতর আঘাতে বোধ হইল, যেন, ভীমসেন মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, কিন্তু, দুর্য্যোধন তখন রণস্থলে পাণ্ডু-নন্দনকে পীড়িত বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। ভীমসেন স্বীয় শরীরকে অতিশয় পীড়িত বোধে ধারণ করিলেন এবং দুর্য্যোধনকে তৎকালেও প্রহার করিতে উদ্যত দেখিলেন, কিন্তু, সুযোধন তখন আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না। পরে প্রতাপবান্ বৃকোদর সম্যক্ আশ্বস্ত হইয়া সমুপস্থিত দুর্য্যোধনের প্রতি অতিবেগে ধাবিত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সুযোধন তৎকালে ভীমসেনকে অতি বেগে আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রহারকে বিফল করিবার বাসনায় বৃকোদরকে ছলনা করিবার জন্য অবস্থান স্থান হইতে বল-পূর্ব্বক

লক্ষ প্রদান করিলেন। ভীমসেন তাঁহার এইরূপ কার্য্য-কৌশল অবলোকনে ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া অতি বেগে তাঁহার উরুদ্বয়ে গদাঘাত করিলেন। ভীমসেনের সেই বজ্র-তুল্য গদা তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনের প্রিয়-দর্শন উরুযুগল ভগ্ন করিয়া ফেলিল।

হে মহারাজ! তখন আপনকার পুত্র নরবর দুর্য্যোধন ভীমসেনের গদাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া ধরাতল অনুনাদিত করত পতিত হইলেন। তৎকালে নির্ঘাতের সহিত বায়ু সকল বহিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে পাংশু বর্ষণ আরম্ভ হইল, বৃক্ষ, কানন ও পর্ব্বতের সহিত মেদিনী-মণ্ডল বিচলিত হইল, সেই সর্ব্ব-মহীপালগণের অধীশ্বর কুরুবর দুর্য্যোধন ধরা-শয্যায় শয়ন করিলে, নির্ঘাত সহ মহা ভয়ঙ্করী উল্কা মহাশব্দে পতিত হইতে লাগিল। হে নৃপবর! আপনকার তনয় নিপাতিত হইলে, মঘবান্ কেবল শোণিত ও পাংশুরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আকাশ-মণ্ডলে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের সুদারুণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সেই ঘোরতর শব্দে দশ দিক্‌স্থিত বহুবিধ মৃগ ও পক্ষিগণের চীৎকার-ধ্বনি-সম্বলিত হওয়াতে এক প্রকার অদ্ভুত আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। আপনকার পুত্র নিপাতিত হইলে অবশিষ্ট গজবাজি মনুষ্যেরা আর্ত্তনাদ ও রোদনধ্বনি-দ্বারা ধরামণ্ডল আকুল করিল। শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গ-সমূহের তুমুল শব্দে দশ দিক্ ব্যাপ্ত হইল। বহুপাদ ও বহুভুজ ঘোর দর্শন কবন্ধগণের নৃত্যে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত ও রণস্থল ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! আপনকার পুত্র নিপাতিত হইলে ধ্বজবন্ত, অস্ত্রবন্ত ও শস্ত্রবন্ত মনুষ্যেরা কম্পমান-কলেবরে কালযাপন করিতে লাগিল। হ্রদ ও কূপ সকল রুধির বমন আরম্ভ করিল। বেগবতী নদী-সমুদায় বিপরীত স্রোতে বহিতে লাগিল। নারীগণ পুরুষের ন্যায় এবং পুরুষ-সমুদয় নারীর ন্যায় হইল। হে নৃপসত্তম! আপনার তনয় দুর্য্যোধন এইরূপে নিপাতিত হইলে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সকল সেই সমস্ত অদ্ভুত উৎপাত সন্দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন; দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নিজ নিজ অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। সিদ্ধ চারণগণ দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের যুদ্ধের কথা কহিতে কহিতে এবং তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে করিতে, যিনি যেস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি তথায় গমন করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে দুর্য্যোধনোরুভঙ্গে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়॥ ৫৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, প্রসন্ন-চিত্ত পাণ্ডবগণ সমুন্নত মহাশালবৃক্ষের ন্যায় পাতিত দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সোমক-সৈন্যেরা পুলকিত কলেবরে সিংহ-কর্ত্তৃক বিনিপাতিত মত্ত-মাতঙ্গ-সম দুর্য্যোধনকে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রতাপবান্ ভীমসেন কৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে আহত ও পাতিত করিয়া তৎ সন্নিধানে সমাগত হইয়া এই কথা বলিলেন, "রে দুর্ম্মতে! পূর্ব্বে তুমি সভা-মধ্যে আমাদিগকে উপহাস করত এক বসনা দ্রৌপদীকে যে "গরু গরু" বলিয়াছিলে, অদ্য সেই উপহাসের ফল ভোগ কর।"

হে নৃপবর! বৃকোদর দম্ভ-সহকারে এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে বামপদ-দ্বারা আঘাত করিলেন এবং চরণ-দ্বারা সেই রাজ-সিংহের উত্তমাঙ্গ আলোড়ন করিতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! পরবল পীড়ন-কারী ভীম ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে পুনরায় যাহা বলিলেন, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করুন। ভীম বলিলেন, পূর্ব্বে যে সমস্ত মূঢ়েরা আমাদিগকে "গরু গরু" বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহাদিগকে "গরু গরু" বলিয়া নৃত্য করি। শত্রুনিগ্রহ করিবার কারণ বহ্নিস্থাপন, কি, অক্ষক্রীড়ায় ছল অথবা অন্যবিধ কোন বঞ্চনা

করিবার জন্য আমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হয় নাই, আমরা নিজ বাহুবল অবলম্বন করিয়াই শত্রুকুল নির্ম্মূল করিলাম। বৃকোদর বৈর-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইয়া সহাস্য-বদনে যুধিষ্ঠির, বাসুদেব, ধনঞ্জয়, সৃঞ্জয়গণ, নকুল ও সহদেবের সমীপে বলিলেন, যে, যাহারা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে আনয়নপূর্ব্বক বিবসনা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এক্ষণে সকলে দর্শন কর, সেই দুরাচার ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা যাজ্ঞসেনীর তপস্যাবলে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সংগ্রাম-মধ্যে নিহত হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে সমুদয় ক্রূর পুত্রেরা পূর্ব্বে আমাদিগকে 'ষণ্ড তিল' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারা সকলে স্বগণ-সহ আমাদিগের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল; এক্ষণে আমরা স্বর্গারোহণ করি, অথবা নরকেই গমন করি, উভয়ই আমাদিগের ইষ্ট। ভীমসেন এইরূপ কহিয়া স্কন্ধস্থিত গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক বামপাদ-দ্বারা ধরাশায়ি রাজা দুর্য্যোধনের মস্তক পুনরায় বিমর্দ্দন করত তাঁহাকে নিগ্রহ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! দুষ্টাত্মা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভীমসেন হৃষ্টচিত্তে কুরুসত্তম সুযোধনের মস্তকোপরি পাদ নিক্ষেপ করিলে ধর্ম্মাত্মা সোমকগণ তাহা অভিনন্দন করিলেন না। বৃকোদর আপনকার পুত্রকে তাদৃশভাবে হত করিয়া আত্মশ্লাঘার সহিত নৃত্য করিতে থাকিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিলেন যে, হে বীর! তুমি বৈরিকুল নির্ম্মূল করিয়া শুভ বা অশুভ কর্ম্ম-দ্বারা প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলে, এক্ষণে বিরত হও, চরণ-দ্বারা ইহাঁর মস্তক মর্দ্দন করিও না, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম অতিক্রম করা হয়। হে নিষ্পাপ! ইনি একে রাজা, তাহাতে জ্ঞাতি, সম্প্রতি হত হইয়াছেন বলিয়া তুমি যে ইহাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহা কিছু তোমার উচিত নহে। হে ভীমসেন! যেব্যক্তি কৌরবদিগের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিলেন, সেই রাজা এবং জ্ঞাতির মস্তক পদ-দ্বারা স্পর্শ করা তোমার বিহিত হইতেছে না। ইনি হতবন্ধু, হতামাত্য ও ভ্রষ্টসৈন্য হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সংগ্রামে হত হইয়াছেন, অতএব ইনি সর্ব্ব-প্রকারেই শোচনীয়, ইহাঁকে উপহাস করিয়া ফল কি? ইহাঁর ভ্রাতৃগণ প্রজা-সকল ও অমাত্য-সমুদয় হত হওয়াতে ইনিও এককালে বিধ্বস্ত হইয়াছেন, অন্য কথা কি, এক্ষণে ইহাঁর পিণ্ড লোপ হইল। ইনি তোমার ভ্রাতা অতএব ইহাঁর প্রতি তোমার এরূপ ব্যবহার করা ন্যায্য হয় নাই। হে ভীমসেন! পূর্ব্বে লোকেরা তোমাকে ধার্ম্মিক বলিত, তবে তুমি ধার্ম্মিক হইয়া কি জন্য রাজার মস্তকে পদাঘাত করিলে?

যুধিষ্ঠির অশ্রুকণ্ঠে ভীমসেনকে এইরূপ বলিয়া অতি দীনভাবে দুর্য্যোধনের নিকটে গিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি মন্যু বা শোক করিও না; এক্ষণে তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল অবশ্যই অনুভব করিতেছ। আমরা তোমাকে নিহত করিব এবং তুমিও আমাদের প্রতি অত্যাচার করিবে, ইহা বিধাতার অবশ্যম্ভাবি উপদেশের ফল, এক্ষণে তুমি আত্ম-অপরাধে লোভ, মোহ ও বাল্য-বশত ঈদৃশ বিষম বিপদ প্রাপ্ত হইলে। তুমি পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বয়স্য ও অন্যান্য অনেকানেককে নিহত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিধন লাভ করিলে। তোমার অপরাধ-জন্য আমরা তোমার মহাবীর সহোদর সকলকে এবং অন্যান্য জ্ঞাতি বন্ধুগণকে নিহত করিলাম, অতএব বুঝিলাম, ভাগ্যের ফল অনিবার্য্য।

হে কৌরব! এক্ষণে তোমার পক্ষে মৃত্যুই শ্লাঘনীয়, আত্মা শোচনীয় নহে। অধুনা, আমরাই সর্ব্বাবস্থায় শোচনীয় রহিলাম। সম্প্রতি আমরা সেই সমস্ত প্রিয়বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা-প্রভৃতি বিরহিত, সুতরাং শোকবিহ্বল হইয়া নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে কাল যাপন করিব। অতএব শোকবিহ্বলা বিধবা বধূগণকে কি প্রকারে দেখিব? হে রাজন্! তুমি একাকী প্রস্থান করিলে, নিশ্চয়ই তোমার স্বর্গবাস হইবে। আমরা নারকি-নামে বিখ্যাত হইয়া দারুণ

দুঃখ ভোগ করিব। ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা ও শোকাক্রান্তা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূরা আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিতে থাকিবে।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! নিতান্ত-দুঃখাক্রান্ত ধর্ম্ম-নন্দন নরপতি যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-বিলাপে ঊনষষ্ট অধ্যায়। ৫৯।

—•—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীম, আমার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে অন্যায়রূপে হত করিল—দেখিয়া মাধবাগ্রজ মহাবল বলদেব তখন কি বলিলেন? তিনি গদাযুদ্ধে বিশেষ পণ্ডিত এবং গদাযুদ্ধ-বিশারদ বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছেন, অতএব তিনি এই অন্যায় যুদ্ধ দেখিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তুমি আমাকে তাহাই বল।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ভীমসেন আপনকার পুত্রের মস্তকে পদাঘাত করিলেন—দেখিয়া বলিশ্রেষ্ঠ বলরাম অতিশয় ক্রোধাক্রান্ত হইলেন। পরে হলধর নরেন্দ্রগণের মধ্যে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ঘোরতর আর্ত্তস্বর করত ভীমকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "ধিক্ ভীম! তোমাকে ধিক্ থাকুক্! তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধে যে হেতু নাভির অধোভাগে গদাঘাত করিলে, এই কারণে তোমাকে ধিক্কার প্রদান করিতেছি। হে বৃকোদর! তুমি যাহা করিলে, গদাযুদ্ধে এরূপ কার্য্য আমরা কখন নিরীক্ষণ করি নাই। "নাভির অধোভাগে কদাচ গদাঘাত করিবে না।" ইহা শাস্ত্রের নিশ্চয় আছে, কিন্তু, এই অশাস্ত্রবিৎ মূঢ় অনায়াসে তাহাই করিল।" হে মহারাজ! বলদেব এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মনোমধ্যে দুঃসহ ক্রোধের উদয় হইল; পরে তিনি লাঙ্গল উদ্যত করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মহানুভাব যখন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ধাবমান হয়েন, তৎকালে বহু ধাতু-বিচিত্রিত শ্বেত-শৈলের সমান তাঁহার স্বরূপ-সৌষ্ঠব প্রকাশ পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! বলদেব ধাবিত হইলে, কেশব বিনীত হইয়া পীনবাহু যুগল-দ্বারা প্রযত্ন-সহকারে তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তদানীং শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ যদুনন্দন-দ্বয় একত্র দণ্ডায়মান হইলে দিবাবসান সময়ে নভোমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় সমধিক শোভায় সুশোভিত হইলেন। যাহা হউক, কেশব বলদেবকে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত দেখিয়া সান্ত্বনা করত কহিলেন, আত্মবৃদ্ধি, মিত্রবৃদ্ধি ও মিত্রোদয় এই ত্রিবিধ বৃদ্ধি বিপরীত-ভাবে বিপক্ষদিগের উপরি পতিত হইলে সমুদায়ে ষড়্বিধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ বৃদ্ধি যদি বিপরীতভাবে শত্রুদিগের পক্ষে পতিত হয়, তবে আপনার ও মিত্রের অত্যন্ত গ্লানি হইয়া উঠে। সম্প্রতি পবিত্র-পৌরুষ-সম্পন্ন পাণ্ডবেরা আমাদিগের সহজ মিত্র এবং আপন পিতৃস্বসার পুত্র. বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিল। সংগ্রামে প্রতিজ্ঞা পালন করাই যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—তাহা আপনার অবিদিত নাই। পূর্ব্বে ভীমসেন সভা-মধ্যে সকলের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "মহারণ-মধ্যে আমি গদা-দ্বারা দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করিব," আর, মহর্ষি মৈত্রেয় দুর্য্যোধনকে অভিসম্পাত প্রদান-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "হে শত্রুতাপন! ভীম গদা-দ্বারা তোমার ঊরুভঙ্গ করিবে." অতএব আমি ইহাতে ভীমের কোন দোষ দেখিতে পাই না, সুতরাং আপনি রোষ প্রকাশ করিবেন না। কুটুম্বতা ও হৃদ্যতা উভয় বিষয়েই পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের নিকট সম্বন্ধ, সুতরাং তাঁহাদিগের বৃদ্ধিতে আমাদিগের বৃদ্ধি। অতএব হে পুরুষ-প্রবর! এক্ষণে আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

ধর্ম্মজ্ঞ হলধর বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ! সাধুগণের সুচরিত ধর্ম্ম দুই-বিষয়-দ্বারা নিয়ত হয়, প্রথমত নিরতিশয় অর্থলো-

লুপ ব্যক্তির অর্থ দ্বারা, জিতেন্দ্রিয়ত অতি প্রসিদ্ধ লোকের কাম-দ্বারা, যিনি ধর্ম্মার্থ, ধর্ম্মকাম ও কামার্থ এই তিন বিষয়ে বিমোহিত না হইয়া ধর্ম্মার্থকামের সেবা করেন, তিনিই নিরতিশয় সুখ ভোগ করিয়া থাকেন, সম্প্রতি, তুমি আমাকে যেরূপ কহিলে ইহাতে আমি নিশ্চয় জানিলাম, ভীমসেন ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম করিয়া তাবৎলোককে ব্যাকুল করিয়াছে।

কৃষ্ণ অগ্রজের এতদ্রূপ উক্তি শুনিয়া অন্য কোন কথা না বলিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি লোক-মধ্যে অক্রোধণ, ধর্ম্মবৎসল ও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া বিখ্যাত আছেন, অতএব এক্ষণে ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করুন, সম্প্রতি, কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন, পাণ্ডবেরা বৈরনির্য্যাতন করিয়া যে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন, তাহাতে যদিও কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা ক্ষমা করা আপনার কর্ত্তব্য।"

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপবর! বলদেব কেশবের এই সমস্ত ধর্ম্ম-বিষয়ক ছলবাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রীতি প্রাপ্ত করিলেন না, বরঞ্চ সভা-মধ্যে মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিলেন যে, "বৃকোদর অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মাত্মা রাজা সুযোধনকে হত করিয়াছে, এই জন্য অদ্যাবধি ভীমসেন লোক-সমাজে কুটিল-যোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত থাকিবে। ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন নরাধিপ সুযোধন সরলভাবে সংগ্রাম করিয়া হত হইলেন, অতএব তিনি শাশ্বতী গতি লাভ করিবেন। সেই ধর্ম্মাত্মা যুদ্ধে দীক্ষিত হইয়া রণ-যজ্ঞ বিস্তার-পূর্ব্বক অমিত্র হুতাশনে আত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া অক্ষয় বল প্রাপ্ত হইলেন।" প্রতাপবান্ রোহিণী-নন্দন এই কথা বলিয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। রাম দ্বারবতীনগরীতে গমন করিলে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও বৃষ্ণি-বংশীয় বীরেরা অতিশয় অপ্রসন্নচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, বাসুদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে শোকোপহত চিন্তাপর ও দীনভাবে অধোমুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি কিজন্য বিমনা হইয়া অধর্ম্মবোধে ম্লান রহিয়াছেন? হে নরাধিপ! এই অচেতনভাবে পতিত হতবন্ধু দুর্য্যোধনের মস্তক ভীম পদ-দ্বারা যে মর্দ্দন করিতেছে, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া তাহা কিজন্য উপেক্ষা করিতেছেন?

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কৃষ্ণ! বৃকোদর ক্রোধবশত পদ-দ্বারা যে, রাজা দুর্য্যোধনের মস্তক মর্দ্দন করিয়াছে, তাহা কিছু আমার প্রীতিকর নহে এবং কুলক্ষয় হওয়াতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র হর্ষের সঞ্চারও হয় নাই। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানেরা নিরন্তই আমাদিগকে নিরাকৃত করিয়া রাখিয়াছিল, অনেক নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছিল, অপর কি, তাহাদিগের দুরাচারে আমরা সকলে বনবাসী হইয়াছিলাম, সেই সকল দুঃখ ভীমসেনের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত রহিয়াছে, হে কৃষ্ণ! আমি তাহাই ভাবিয়া এক্ষণে উপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি, অতএব ধর্ম্মেই হউক বা, অধর্ম্মেই হউক, ভীমসেন কৃতবুদ্ধি লুব্ধ ও কামবশীভূত সুযোধনকে হত করিয়া এক্ষণে নিজ মনোমত কার্য্য সাধন করুক।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিলে পর, বাসুদেব তদ্বাক্যে পরমপ্রীতি প্রকাশ-পূর্ব্বক "এইরূপই হউক" মুক্তকণ্ঠে ইহাই কহিলেন। বাসুদেব ভীমসেনের প্রিয়াভিলাষী ও হিতৈষী হইয়া এতাদৃশ উৎসাহ প্রদান করিলে, অন্যান্য সকলে বৃকোদর যুদ্ধে যাহা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়েই অনুমোদন করিলেন। হে মহারাজ! মহাতেজস্বী ভীমসেনও সমর-মধ্যে আপনকার পুত্র অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে হত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে অগ্রে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া আনন্দভরে কহিলেন, মহারাজ! অদ্য আপনার পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইয়া কল্যাণ লাভ করিল। অতএব এক্ষণে

আপনি তাহাকে শাসনে রাখিয়া স্বধর্ম্ম পালন করুন্। স্বভাবত নীচ-প্রকৃতি যে দুরাত্মা এই বৈর-তার মূল কারণ ও আদি কর্ত্তা ছিল, সম্প্রতি সেই ব্যক্তি আমার হস্তে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। দুঃশাসন-প্রভৃতি যাহারা আ-মাদিগকে পূর্ব্বে দুর্ব্বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া-ছিল এবং শকুনি ও কর্ণ-প্রভৃতি আপনার যে সমস্ত শত্রুরা ছিল, তাহারা সকলেও নিহত হইয়াছে। হে মহারাজ! সেই রত্ন-সমাকীর্ণ মহী-মণ্ডল বৃক্ষ, কানন ও শৈলরাজির সহিত পুনরায় আপনার নিকট প্র-ত্যাগত হইল।

যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সন্তোষ-বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! এতকালে বৈর-ভাবের নিধন হইল, রাজা দুর্য্যোধন জীবন বিসর্জ্জন করি-লেন, আমরা কৃষ্ণের মতানুসারে কর্ম্ম করিয়া এই বসুন্ধরা জয় করিলাম, সম্প্রতি ভাগ্যবশত তুমি জননীর নিকটে এবং ক্রোধের সন্নিধানে অঋণী হইলে, আর অদৃষ্টক্রমে সেই সুদুর্জ্জয় শত্রু নিপাত করিয়া জয় লাভ করিলে।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে বলদেবসান্ত্বনায় ষষ্টি অধ্যায়॥ ৬০॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্যেরা সংগ্রামে ভীম-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে আহত হইতে দেখিয়া কি করিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! সিংহ যেমন বনজ মত্ত গজকে হত করে, সমরে বৃকোদর-কর্ত্তৃক কুরু-নন্দন দুর্য্যোধনের তাদৃশ নিধনদশা নিরীক্ষণে পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়বীরেরা কৃষ্ণের সহিত হৃষ্ট-চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিল। তৎকালে সকলে উত্ত-রীয় বস্ত্র ভ্রমণ করাইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। তাহারা তখন এমনি হর্ষাবিষ্ট হইল, যে, এই বসুন্ধরা সেই হর্ষান্বিত বীরগণের ভার ধারণে প্রায় অসমর্থ হইলেন। যাহা হউক, তদানীং কেহ কেহ কার্ম্মুকাকর্ষণ, কেহ কেহ বা, জ্যাক্ষেপণ করিতে লাগিল; কেহ শঙ্খ, কেহ কেহ বা, দুন্দুভি-ধ্বনি আ-রম্ভ করিল। তদ্ভিন্ন আপনার অন্যান্য অহিতগণ কেহ রণক্রীড়া, কেহ কেহ বা, হাস্যপরিহাস করিতে লাগিল। বীরগণ তখন ভীমসেনকে এই কথা বলিল, যে, "অদ্য আপনি রণ-মধ্যে গদাযুদ্ধে কৌরবেন্দ্রকে নিহত করিয়া অতি দুষ্কর-কার্য্য সম্পাদন করি-লেন। পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন মহারণে বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, লোক-সকল আ-পনার এই বৈরিবধ-ব্যাপারকেও তাদৃশ জ্ঞান করি-তেছে। যে দুর্য্যোধন রণ-স্থলে বিবিধ-মণ্ডলে বিচরণ করত কত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিত, সেই শূরবরকে নিধন করিতে বৃকোদর ভিন্ন অন্য কাহার সাধ্য হইতে পারে? এক্ষণে আপনি অমোর অগম্য বৈরসাগরের পারে গমন করিলেন, অন্য কোন বীর এতাদৃশ কার্য্য-সম্পাদন করিতে কোন-ক্রমেই সমর্থ হয় না। হে বীর-প্রবর! মত্তমাত-ঙ্গের ন্যায়, আপনি চরণ-দ্বারা অনায়াসে দুর্য্যো-ধনের মস্তক মর্দ্দন করিলেন, সিংহ যেমন মহিষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার শোণিত-পানে পরিতৃপ্ত হয়, তেমনি আপনি সংগ্রামস্থলে দুঃশাসনের বক্ষ-স্থলস্থ রুধিরপানে তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। যে দুরাত্মারা ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের অবমাননা করি-য়াছিল, আপনি নিজ-বাহুবীর্য্য-বলে তাহাদিগের সকলের মস্তকে পদার্পণ করিলেন। হে ভীম! অহিতগণের মধ্যে উপস্থিত দুর্য্যোধনের বধ জন্য আপনার সুমহৎ যশোরাশি পৃথিবী-মধ্যে চিরকাল প্রথিত থাকিবে। বৃত্রাসুর হত হইলে বন্দিগণ এইরূপে দেবরাজকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি শত্রুকুল নির্ম্মূল করিলেন বলিয়া আমরা সকলে আপনাকে আনন্দিত ও বন্দিত করিতেছি। হে ভরতকুল-তিলক! দুর্য্যোধনের নিধনে আমাদিগের যে সমস্ত গাত্রলোম পুলকিত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহা নিবৃত্ত হইতেছে না। ইহা নিশ্চয় জানিবেন।"

হে মহারাজ! সেই স্থানে সমাগত বার্ত্তাহরগণ ভীমসেনকে এইরূপ প্রশংসা করিতে থাকিলে, মধুসূদন তখন পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত সেই সমস্ত পাঞ্চাল-দলকে অসদৃশ কথা কহিতে দেখিয়া বলিলেন, হে নরাধিপগণ! নিহত শত্রুকে কর্কশ বাক্য-দ্বারা পুনরায় জর্জ্জরিত ও হতজ্ঞান করা ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে, পাপসহায় পাপাত্মা লুব্ধ দুর্য্যোধন যখন নির্লজ্জ হইয়া সুহৃৎ সকলের শাসন লঙ্ঘন করিয়াছিল, তখনই যে, ঐ মন্দবুদ্ধি নিহত হইবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলাম। যে সময় মহানুভাব বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, সঞ্জয় ও ভীষ্মদেব পাণ্ডবদিগের পৈতৃক অংশ বারম্বার প্রার্থনা করিলেও যে নরাধম তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করে নাই, এক্ষণে সেই পুরুষাধম শত্রু বা, মিত্রের যোগ্য হইতে পারে না। হে বসুধাধিপগণ! ঐ কাষ্ঠসদৃশ নরাধমকে বাক্য-দ্বারা ব্যথিত করার ফল কি? চল, এক্ষণে আমরা সকলে নিজ নিজ রথে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করি, আমাদিগের অদৃষ্টক্রমেই এই হতভাগ্য নিজ অমাত্য ও জ্ঞাতি বান্ধবের সহিত নিহত হইয়াছে।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণের মুখ হইতে এই তিরস্কার ও অহঙ্কার-যুক্ত উক্তি শ্রবণ করিয়া অমর্ষ বশত বাহুযুগল-দ্বারা ধরাতল ধারণ করত কটিদেশে ভার দিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বাসুদেবের উপরি ভ্রুকুটীর সহিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। ঊরু-যুগল ভগ্ন হওয়াতে যখন তিনি অর্দ্ধোন্নত শরীরে উপবেশন করিলেন, তৎকালে পুচ্ছশূন্য সর্প ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে থাকিলে যে প্রকার হয়, তাঁহার রূপ তদ্রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

যাহা হউক, দুর্য্যোধন সেই প্রাণান্তকরী ঘোর যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও বাসুদেবকে বাক্য-যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, হে কংসদাসের সন্তান! আমাকে অধর্ম্ম করিয়া যে গদাযুদ্ধে আমা[illegible] করিলে, ইহাতে কি তোমার মনে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না। তুমি আমার ঊরু-যুগলে গদা সন্ধান করিবার কারণ ভীমের স্মরণার্থ যে অর্জ্জুনকে সঙ্কেত করিয়াছিলে, তাহা কি আমি জানিতে পারি নাই। যে সমস্ত মহীপালেরা সরলভাবে ন্যায়ানুগত সংগ্রাম করিতেছিল, তুমি পাণ্ডবগণকে কুমন্ত্রণা দিয়া কত ছলে সেই সকলকে বিনাশমুখে নিক্ষেপ করিলে, ইহাতে তোমার মনে ঘৃণা বা, লজ্জার লেশমাত্র হইল না। তুমি প্রতিদিন শূরগণের সুমহৎ পীড়ন করত পরিশেষে শিখণ্ডীকে পুরস্কৃত করিয়া পিতামহ ভীষ্মদেবকে শরশয্যায় শয়ান রাখিলে। রে দুর্ম্মতে! অশ্বত্থামা নামে হস্তীকে হনন করিয়া মিথ্যাবাক্যে আচার্য্যকে অস্ত্রবিহীন করিয়া যে, তাঁহাকে পাতিত করিলে, তাহা কি আমার অজ্ঞাত আছে? নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন অনায়াসে সেই বীর্য্যশালী আচার্য্যকে সংহার করিল, তুমি প্রত্যক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াও একবার তাহাকে নিবারণ করিলে না। পাণ্ডুপুত্রের বধার্থে যাচিত শক্তিকে তুমি যে ঘটোৎকচের শরীরে সমর্পণ করাইলে, ইহাতে বোধ হয়, তোমা অপেক্ষা পাপকারী মনুষ্য আর কেহই নাই। আরও দেখ, বলবান্ ভূরিশ্রবা যখন ছিন্নহস্ত হইয়া গতপ্রায় হইলেন, তখনও তুমি মহাত্মা সাত্যকিকে তাঁহার বিনাশার্থ প্রেরণ করিলে। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে জয় করিবার নিমিত্তে ন্যায়ানুগত যুদ্ধ করত যখন অশ্বসেনের শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইলেন এবং যৎকালে তাঁহার রথচক্র ধরাতলে নিমগ্ন হইল, তিনি বিপন্ন ও পরাজিত-প্রায় হইয়া রহিলেন, তখনও তুমি সেই নরবর কর্ণকে অর্জ্জুন-দ্বারা পাতিত করিলে। যদি তুমি আমাকে, কর্ণকে, ভীষ্মকে ও দ্রোণাচার্য্যকে ন্যায়ানুসারে জয় করিতে পারিতে, তবে তোমাদিগের নিশ্চয় বিজয় হইত। আমরা ও অন্যান্য ভূপালেরা স্বধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম, তুমি ছল-পূর্ব্বক তাহাদিগকে পাতিত

করিলে; ইহাতে আর গৌরব প্রকাশ করন কর?

বাসুদেব কহিলেন, হে গান্ধারী-তনয়! তুমি পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃৎ ও বান্ধবগণের সহিত হত হইলে, তোমারই দুষ্কৃত-দ্বারা বীরবর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিপাতিত হইলেন এবং মহাবীর কর্ণও তোমার চরিত্রের অনুবর্ত্তন করত সমর-ভূমিতে শয়ন করিলেন। রে মূঢ়! আমি তোমার নিকট কত প্রকার বিনতি করিয়া পাণ্ডব-দিগের পৈতৃক অংশ প্রার্থনা করিলাম, তখন তুমি শকুনির সহায়তার ও সাহসে নির্ভর করিয়া পাণ্ডুতনয়দিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিলে না; তুমি ভীমসেনকে অনায়াসে বিষভোজন করাইলে এবং পাণ্ডব-সকলকে তাঁহাদিগের জননীর সহিত জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা পাইলে, রে নির্লজ্জ! যখন পাশক্রীড়া-কালে সভা-মধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে বহুতর ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সেই সময়েই তোমাকে বধ করা উচিত ছিল। অক্ষক্রীড়ায় অপারগ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে তুমি ক্রীড়াকুশল সৌবল-দ্বারা যে পরাজিত করিয়াছিলে, সেই পাপে এইক্ষণে সমর-শয্যায় শয়ন করিয়াছ। বন-মধ্যে পাণ্ডবেরা মৃগয়া করিতে গমন করিলে তুমি পাপাত্মা জয়দ্রথ-দ্বারা একাকিনী নিঃসহায়া কৃষ্ণাকে যে অপরিমিত ক্লেশরাশি ভোগ করাইয়াছিলে এবং বালক অভিমন্যু একাকী রণস্থলে সংগ্রাম করিতে থাকিলে, অনেক মহারথ-দ্বারা যে, তাহাকে নিহত করিয়াছিলে, সেই সমস্ত দোষেই তুমি স্বয়ং নিহত হইলে; আমরা যে সমুদয় অকার্য্য করিয়াছি, তুমি কহিতেছ, সে সমস্ত কেবল তোমার গ্রহ বৈগুণ্য ও অত্যাচার জন্য আমাদিগের-দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বৃহস্পতি বা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের উপদেশ কখন তোমার কর্ণগোচর হয় নাই এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া তুমি কখন হিতবাক্য শ্রবণ কর নাই; তুমি [illegible], লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া যে সমস্ত অসৎকার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে পরিণাম-সময়ে সেই সমুদয়ের বিপরীত ফল উপভোগ কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি বিধি অনুসারে বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, এবং সসাগরা ধরা-মণ্ডলে আত্ম-আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিপক্ষদিগের মস্তকোপরি পদার্পণ করিয়াছি, অতএব আমার অপেক্ষা প্রধান মনুষ্য আর কে আছে? স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়গণের যে ধর্ম্ম অভিলষিত, আমি সেই ধর্ম্মানুসারেই যদি নিধন লাভ করিলাম, তবে আর আমার অপেক্ষা প্রধান মনুষ্য কে হইল? অনেকানেক ভূপালেরা যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সহজে প্রাপ্ত হয়েন না, আমি যদি সেই সমুদয় দেবার্হ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলাম, তবে আর আমার অপেক্ষা প্রধান লোক কে হইল? হে অচ্যুত! আমি সুহৃৎ ও সহোদর সকলের সহিত স্বর্গে গমন করি, তোমরা হত-মনোরথ হইয়া শোক প্রকাশ করত কাল-যাপন করিতে থাক।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধীমান্ কুরুরাজের এই সমস্ত কথার অবসানে পবিত্রগন্ধ-যুক্ত সুবৃহৎ পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ মনোরম বাদ্যধ্বনি আরম্ভ করিল। অপ্সরোগণ নৃপতির যশোবর্ণন-সম্বলিত গান করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সিদ্ধগণ শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সুখস্পর্শ সুরভি সমীরণ পবিত্রগন্ধে অন্ধ হইয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ-মণ্ডল বৈদূর্য্যমণির সমান প্রকাশমান হইল।

বাসুদেব-প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের বান্ধবগণ এই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা বিলোকনে এবং দুর্য্যোধনের সম্মান সন্দর্শনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া রহিলেন; ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবা অধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, শুনিয়া তাঁহারা সকলে শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ দীন-চিত্ত ও চিন্তাপরায়ণ হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগের তাদৃশ ভাব

নিরীক্ষণে গভীরস্বরে এই কথা বলিলেন, যে, হে পাণ্ডবগণ! এই অতি শীঘ্রাস্ত্র রাজা দুর্য্যোধন ও সেই সমস্ত ভীষ্ম-প্রভৃতি মহারথেরা ঋজুযুদ্ধ-দ্বারা তোমাদিগের কর্ত্তৃক কোনপ্রকারেই নিহত হইবার পাত্র ছিলেন না। ধর্ম্মানুসারে এই নরাধিপকে ধরাশায়ী করা সকলেরই অসাধ্য এবং সেই ভীষ্ম-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথ সকলকে নিহত করিতে কোন বীরেরই ক্ষমতা ছিল না। তবে আমি কেবল তোমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষায় নানা উপায় ও নানাপ্রকার মায়া বিস্তার করিয়া সকলকে সমর-শয্যায় শয়ান করিলাম। আমি যদ্যপি রণস্থলে এবম্বিধ কুটিল আচরণ না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের বিজয়ই বা কোথা হইতে হইত এবং রাজ্য ও ধনই বা কি প্রকারে আয়ত্তে আসিত? সেই চারি মহানুভাব পৃথিবীতে অতিরথ বলিয়া প্রথিত ছিলেন, লোকপাল সকল স্বয়ং ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াও কোনমতে তাঁহাদিগকে হত করিতে সমর্থ হইতেন না। সেইরূপ, এই গদাপাণি গতক্লম ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন ধর্ম্মযুদ্ধে দণ্ডপাণি কৃতান্তের নিকটেও পরাজিত হইবার পাত্র নহেন। এক্ষণে তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, আমরাই কেবল মিথ্যা প্রবঞ্চনা-দ্বারা এই বিপক্ষকে বিনষ্ট করিলাম, কপটাচরণ-দ্বারাই শত্রুকুল নির্ম্মূল হইয়া থাকে, দেবতারা যখন দৈত্যদল দলন করেন, তখন এইমত পন্থা বিস্তার করিয়া থাকেন; সাধুগণের অনুষ্ঠিত পথে সকলেই অনুগত হয়; আমরা সেই সাধু-বিহিত আচরণ করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। হে নৃপগণ! সম্প্রতি এই সায়াহ্ন-সময়ে চল, আমরা সকলে অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ-সহ বিশ্রামার্থ নিবাস-স্থানে গমন করি।

হে মহারাজ! পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তদানীং বাসুদেবের এই সমুদয় বাক্য শ্রবণে আনন্দ-সাগরে একান্ত নিমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, পুরুষ-প্রবর দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট-চিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য-ধ্বনি আরম্ভ করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে কৃষ্ণপাণ্ডব সংবাদে একষষ্ট অধ্যায়। ৬১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর, সেই সমস্ত মহাবাহু মহীপালেরা শঙ্খ-ধ্বনি করত বিশ্রাম জন্য শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণ তখন আমাদিগের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে থাকিলে, মহাবীর সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। অন্যান্য ভূপাল-সকল আপন আপন শিবিরে গমন করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডবেরা লোকশূন্য রঙ্গস্থলের সদৃশ দুর্য্যোধনের হত-প্রভ ও প্রভুশূন্য শিবিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, তৎকালে সেই শিবির নাগহীন হ্রদ ও উৎসবশূন্য নগরের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল এবং বৃদ্ধ অমাত্য, বহুতর-বর্ষবর ও স্ত্রীগণের অধিষ্ঠান স্থান হইয়াছিল; দুর্য্যোধনের পরিচারকগণ মলিন বসন ধারণ করত কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ কুরুরাজের শিবিরের সন্নিহিত হইয়া নিজ নিজ রথ হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর, পাণ্ডবদিগের নিরত প্রিয় ও হিতকার্য্য-নিরত কেশব গাণ্ডীবধন্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অগ্রে তুমি গাণ্ডীব-শরাসন ও অক্ষয় তূণ-দ্বয় অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং রথ হইতে অবতীর্ণ হও, পশ্চাৎ আমি অবতরণ করিতেছি, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।"

পাণ্ডু-নন্দন বীরবর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের কথাক্রমে তাহাই করিলেন, পরে মাধব বাজিগণের রশ্মি মোচন করিয়া স্বয়ং অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সর্ব্বভূতেশ্বর মহানুভাব কৃষ্ণ গাণ্ডীবধন্বার রথ হইতে অবতরণ করিলে, ধনঞ্জয়ের ধ্বজ-

স্থিত দিব্য কপিও অন্তর্হিত হইল। হে মহারাজ! অর্জ্জুনের সেই সুমহান্ রথ পূর্ব্বে দ্রোণ ও কর্ণের দিব্যাস্ত্র-নিকর-দ্বারা দগ্ধ হইয়াও প্রদীপ্ত হয় নাই, সম্প্রতি, কৃষ্ণের অবতরণ ও কপিবরের অন্তর্দ্ধান নিবন্ধন চক্র, যুগ, বন্ধুর, রশ্মি ও অশ্বগণের সহিত এককালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অবিলম্বে তাহা ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইল। হে প্রভো! পাণ্ডবেরা সহসা সেই রথকে ভস্মীভূত দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে প্রণয়ের সহিত প্রণতি করিয়া কহিলেন, হে গোবিন্দ! অকস্মাৎ আমার এই রথ কি কারণে দগ্ধ হইল, ভগবন্! এ কি মহৎ আশ্চর্য্য ঘটিল; এ বিষয় যদি শ্রোতব্য হয়, তবে তুমি আমাকে বিস্তার করিয়া বল।

বাসুদেব বলিলেন, হে পরন্তপ অর্জ্জুন! এই রথ পূর্ব্বে বহুবিধ অস্ত্র-দ্বারা দগ্ধ হইয়াছিল, কেবল আমার অধিষ্ঠান-বশত সমর-মধ্যে প্রজ্বলিত হয় নাই। এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইলে, আমিও রথ পরিত্যাগ করিলাম। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্র-সকলের তেজে প্রজ্বলিত ও দগ্ধ হইয়া গেল। শত্রুহন্তা ভগবান্ কেশব, অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া সহাস্যবদনে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, মহারাজ! ভাগ্যবলে আপনি জয়ী হইলেন, ভাগ্যক্রমে আপনার শত্রু সকল নিহত হইল, ভাগ্যক্রমে গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও আপনি কুশলে আছেন এবং এই বিপক্ষ বীর-ক্ষয়কর সমর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হে ভারত! সম্প্রতি, উত্তরকালের কর্ত্তব্য কার্য্য-সকল সম্পাদন করুন। পূর্ব্বে বিরাট নগরে আমি অর্জ্জুনের সহিত আপনার নিকট উপনীত হইলে, আপনি মধুপর্ক আনয়ন করিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন, যে, "কৃষ্ণ! এই ধনঞ্জয় তোমার ভ্রাতা এবং সখা, ইহাকে তুমি সর্ব্বদা সকল আপদ হইতে রক্ষা করিবে," আপনি এই প্রকার কহিলে আমি তাহাই স্বীকার করিয়াছিলাম। হে জনেশ্বর! আপনার সেই কথা স্বীকার করিয়াছিলাম—বলিয়া আমি সব্যসাচীকে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি এবং সেই সত্যপরাক্রম শূরবর ভ্রাতৃগণের সহিত জয় লাভ করিয়া এই লোমহর্ষণ বীর-ক্ষয়কর সমর হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই প্রকার কহিলে, তাঁহার সর্ব্ব শরীর পুলকে পরিপূর্ণ হইল; পরে তিনি জনার্দ্দনকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে অরিমর্দ্দন! দ্রোণ ও কর্ণ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ জন সহ্য করিতে পারে? সাক্ষাৎ বজ্রধর পুরন্দরও তাহা কোনক্রমে সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না। তোমার প্রসাদে সংশপ্তক সৈন্যগণ পরাজিত হইয়াছে এবং ধনঞ্জয় মহারণমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বারের জন্যও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। হে মহাবাহো! তোমারই অনুগ্রহে আমি পর্য্যায়-ক্রমে কর্ম্ম সকলের বিস্তার ও তেজোরাশির শুভগতি লাভ করিলাম। বিরাট নগরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে কহিয়াছিলেন, যে, "যেস্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানে কৃষ্ণ এবং যেস্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়।"

মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে বীরগণ আপনকার শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোষস্থিত রত্নরাশি ও সম্পত্তি সকল সঞ্চয় করিল; স্বর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, নানাপ্রকার উত্তম উত্তম অলঙ্কার, অজিন, কম্বল, অসংখ্য দাস, দাসী, এবং বহুবিধ রাজ্যোপকরণ আহরণ করিয়া লইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহারা আপনকার এই অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হইয়া সকলে একত্রিত হওত আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল।

অনন্তর, সেই সমস্ত বীর-প্রধান নরেন্দ্রগণ ও পাণ্ডবগণ বাহন সকলকে আশ্বস্ত ও মুক্ত করিয়া সাত্যকির সহিত এক স্থানে উপবেশন করিলেন। পরে মহাযশা বাসুদেব বলিলেন, অদ্য কল্যাণ-

হেতু আমাদিগকে শিবিরের বহির্ভাগে বাস করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি তাহাতে সম্মত হইয়া কৃষ্ণের সহিত মঙ্গলার্থ বহির্গমন করিলেন। তাঁহারা ওঘবতী নাম্নী পবিত্র সরিতের সন্নিহিত হইয়া তদীয় তীরে সেই রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সকলে একবাক্য হইয়া বাসুদেবকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন; প্রতাপবান্ বাসুদেব দারুককে রথোপরি আরোহিত করিয়া সত্বরভাবে হস্তিনাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন, তৎকালে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে কহিলেন, যশস্বিনী গান্ধারী পুত্রহীনা হইয়াছেন, অতএব তুমি গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান কর। সাত্বতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ হতপুত্রা গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে বাসুদেব বাক্যে দ্বিষষ্ট অধ্যায় ॥ ৬২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে কিজন্য গান্ধারীর সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন? পূর্ব্বে কৃষ্ণ যখন শান্তিস্থাপন জন্য কৌরবদিগের নিকটে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করেন নাই—বলিয়া এই সুমহান্ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, পরে যোদ্ধা-সকল হত দুর্য্যোধন নিহত এবং পৃথিবীমণ্ডল পাণ্ডব-শত্রু বিরহিত হইলে, শিবির-সকল শূন্যাকার ধারণ করিলে, পাণ্ডবগণ অতুল যশ উপার্জ্জন করিলে কৃষ্ণ যে, পুনরায় হস্তিনায় গমন করিলেন, তাহার কারণ কি? হে ব্রহ্মন্! ইহা যে অল্প কারণে ঘটিয়াছিল, তাহাও আমার বোধ হইতেছে না, যেহেতু স্বয়ং জনার্দ্দন যখন গমন করিলেন, তখন কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে, অতএব এই কার্য্য নিশ্চয়-বিষয়ে যথার্থ কারণ কি, আপনি আমার নিকটে বিস্তারক্রমে তাহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! আপনি আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত বটে, অতএব আমি আপনাকে তাহা যথার্থরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। মহারাজ! ভীমসেন সমরে গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অন্যায়রূপে গদা প্রহার-দ্বারা মহাবীর দুর্য্যোধনকে নিহত করিলেন—দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণ সুমহৎ ভয়ে ব্যাকুল হইল। তখন তিনি ভাবিলেন, মহাভাগা গান্ধারী অতি তপস্বিনী, তাঁহার ঘোরতর তপস্যা-প্রভাবে ত্রৈলোক্য পর্য্যন্ত দগ্ধ হইতে পারে, তৎকালে তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল, যে, প্রথমত ক্রোধ-দীপ্তা গান্ধারীকে সান্ত্বনা করা উচিত, আমরা তাঁহার পুত্র বধ করিয়াছি—ইহা তিনি শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে মানস-অগ্নি-দ্বারা আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন। 'সরলভাবে যুদ্ধকারী পুত্র ছলযুদ্ধে নিহত হইয়াছে' গান্ধারী ইহা শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে এই তীব্র দুঃখ সহ্য করিবেন।

ধর্ম্মরাজ এইরূপ বহুল চিন্তা করিয়া ভয় শোকসমন্বিত-চিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ! তোমার প্রসাদে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল, যে রাজ্য পাইবার জন্য আমাদিগের মনে কিছুমাত্র ভরসা ছিল না, এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত হইল। হে যাদব-নন্দন! এই লোমহর্ষণ সংগ্রামে আমার প্রত্যক্ষে তুমি অত্যন্ত বিলোড়িত হইয়াছ। পূর্ব্বে দেবাসুর সমরে দৈত্যদল বিনাশার্থ তুমি যেমন সহায় হইয়া অমরারিগণের নিধন করিয়াছিলে, আমাদিগের জন্য তুমি এই যুদ্ধে তেমনি সাহায্য করত সারথ্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলে। তুমি যদি এই মহারণে অর্জ্জুনের সহায় না হইতে, তবে কি, ধনঞ্জয় এই সৈন্যচয় জয় করিতে পারিতেন? তুমি আমাদিগের জন্য বিপুল গদা-প্রহার, ঘোরতর পরিঘাঘাত, শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশুর প্রহার বারবার কতই সহ্য

করিয়াছ, কতই বা পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছ এবং কতই বা বজ্রস্পর্শ-সমান শস্ত্র-সম্পাত সহ্য করিয়াছ। হে অচ্যুত! এক্ষণে দুর্য্যোধন নিহত হওয়াতে তোমার সেই সকল সহ্য গুণ সকল হইয়াছে। সম্প্রতি, সেই সমুদয় পুনরায় যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহাই কর।

হে কৃষ্ণ! এক্ষণে আমাদিগের জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু, আমার মন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতেছে, হে মহাবাহো মাধব! গান্ধারীর যে কত ক্রোধ তাহা তুমি বিবেচনা কর, সেই মহাভাগা নিয়ত উগ্র তপস্যা করিয়া থাকেন, অতএব আমাদিগের দ্বারা তাঁহার পুত্র পৌত্র সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া তিনি একেবারে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অতএব আমার মত, যে, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার এই সময় উপস্থিত। আর সেই পুত্রশোকার্ত্তা ক্রোধ-রক্ত-নয়না দেবীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে গমন করা তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষের সাধ্য? এই জন্য আমার অভিপ্রায় যে, তুমি তাঁহার ক্রোধ-শান্তি কারণ তৎসন্নিধানে গমন কর।

হে অরিন্দম! তুমি লোক-সকলের কর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা, অতএব সময়োচিত যুক্তি ও কারণ-সংযুক্ত বাক্যাবলী-দ্বারা অবিলম্বে গান্ধারীকে সান্ত্বনা করিতে পারিবে। তথায় ভগবান্ পিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থাকিবেন, অতএব হে মহাবাহো! পাণ্ডবদিগের হিতের নিমিত্ত গান্ধারীর ক্রোধ শান্তি করা তোমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

যদুকুল-চূড়ামণি মাধব ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র দারুককে আহ্বান করিয়া রথসজ্জা করিতে অনুমতি করিলেন, দারুক কেশবের আজ্ঞা শ্রবণে সত্বর হইয়া তৎক্ষণাৎ রথ সুসজ্জিত করিয়া তৎসন্নিধানে নিবেদন করিল। কৃষ্ণ সেই সজ্জীভূত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, ভগবান্ মাধব রথারোহণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিলে, তাঁহার রথ-চক্রের শব্দ-দ্বারা "কৃষ্ণ আসিতেছেন" ইহা ধৃতরাষ্ট্রের বিদিত হইল। পরে তিনি সেই মনোহর রথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অদীন-চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের নিকেতনে গমন করিলেন; গমন করিবামাত্র প্রথমত ঋষিসত্তম কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহার ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের চরণ বন্দন করিয়া জনার্দ্দন অব্যগ্র-চিত্তে গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, যদুকুল-তিলক কেশব ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ করিয়া সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তিনি মুহূর্ত্তকাল শোক-সমুদ্ভব বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিয়া জল-দ্বারা নয়ন-যুগল প্রক্ষালন ও যথাবিধি আচমন-পূর্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ প্রস্তুত বাক্য সকল কহিতে লাগিলেন, যে, হে ভারত! ভূতভবিষ্যৎ-প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ের মধ্যে কিছুমাত্র আপনার অবিদিত নাই, কালের যেপ্রকার গতি তাহাও আপনি সবিশেষ জানেন। পাণ্ডবেরা সকলেই আপনার মতানুবর্ত্তী থাকিবার জন্য যত্নবান্ ছিলেন, তথাচ এই সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুল ক্ষয় হইল। ধর্ম্মবৎসল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, আপনার পুত্রেরা সেই শুদ্ধাচার পাণ্ডবদিগকে দ্যূতছলে পরাজিত করিয়া বনবাসে প্রেরণ করিল। তাঁহারা বহুবিধ বেশ ধারণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করত পরিশেষে এক বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করিলেন, তাহাতে যে তাঁহাদিগকে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। অনন্তর, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং সন্ধিবন্ধন করিতে আসিয়া সকলের সমক্ষে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু, মহারাজ! আপনি কালমোহিত হইয়া লোভ-বশত সেই পঞ্চগ্রাম প্রদান করিলেন না, অতএব আপনার অপরাধেই যে এই সমুদয় ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল

হইল, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। মহাত্মা ভীষ্মদেব, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর ইহাঁরা সকলেই আপনার নিকটে শান্তি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু, আপনি তাঁহাদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

মহারাজ! মনুষ্যেরা কাল-বশত মোহিত হইলে সকল বিষয়েই মুগ্ধ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে অন্য উদাহরণ আবশ্যক কি? আপনি পূর্ব্বে এই সংগ্রামার্থ যে মূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ইহাতে দেদীপ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। যাহা হউক, কালবশত ভাগ্য-দোষে এই সমস্ত ঘটনা হইয়াছে; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি পাণ্ডবদিগের প্রতি এই সমস্ত দোষ নিবিষ্ট করিবেন না। মহানুভাব পাণ্ডবেরা ধর্ম্মত, ন্যায়ত ও স্নেহত অল্প-পরিমাণেও সত্যপথ অতিক্রম করেন নাই। আপনি এই আত্মদোষ-কৃত অনিষ্ট-ব্যাপারে বিশেষ বিমুগ্ধ হইয়া যদি পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন, তবে আর উপায় কি আছে? ফলত তাঁহাদিগের প্রতি সাসূয় ব্যবহার করা কোনক্রমেই আপনার উচিত নহে। যে হেতু, এক্ষণে যশস্বিনী গান্ধারীর ও আপনার বংশরক্ষা, কুলমর্য্যাদা ও পিণ্ডসংস্থান-প্রভৃতি যেসমস্ত কার্য্য পুত্র-দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই পাণ্ডবগণের প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইল। অতএব আপনারা পাণ্ডবদিগের উপরি অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া শোক প্রকাশ করিবেন না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার এই সকল বাক্য এবং নিজ ব্যতিক্রম-বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া পাণ্ডবদিগের কল্যাণ কামনা করুন, আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি।

মহারাজ! আপনার প্রতি ধর্ম্মরাজের যে অচলা ভক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ আছে তাহা ত আপনার অবিদিত নাই, তিনি অপকারি শত্রুগণকে সংহার করিয়া দিবাযামিনী কেবল দগ্ধ হইতেছেন, কোনক্রমেই সুখ সমৃদ্ধি সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি শোকাকুল হইয়া কেবল আপনি ও যশস্বিনী গান্ধারী কি প্রকারে শান্তি লাভ করিবেন, নিরন্তর তাহাই চিন্তা করিতেছেন। আপনি পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ব্যাকুল-চিত্ত আছেন—জানিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জা-প্রযুক্ত আপনার নিকটে আসিতে পারেন নাই।

মহারাজ! যদু-প্রধান কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ কহিয়া শোকাকুলা গান্ধারীকে পরম উৎকৃষ্ট কথা সকল কহিতে লাগিলেন, বলিলেন, হে সুবলরাজনন্দিনি! আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, অবহিত-চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। হে শুভে! সম্প্রতি, পৃথিবী-মধ্যে আপনার সমান কোন সীমন্তিনী নাই, হে রাজ্ঞি! আপনি সভা-মধ্যে আমার সন্নিধানে উভয়পক্ষের হিতকর যে সমস্ত ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বাক্য কহিয়াছিলেন, আপনার দুর্বৃত্ত তনয়েরা তাহা রক্ষা করিল না; আপনি জয়াভিলাষি দুর্য্যোধনকে কত নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা ত আপনার স্মরণ আছে। হে নৃপ-নন্দিনি! তখন আপনি আপন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "রে মূঢ়! আমার বাক্য শ্রবণ কর্, যে পক্ষে ধর্ম্ম সেই পক্ষেই জয় হয়, ইহা নিশ্চয় জানিস্।" আপনকার দুরাচার সন্তানেরা সেই কথায় অবহেলা করিয়া এই দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আর শোক-সাগরে নিমগ্ন হইবেন না এবং পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ কদাচ অভিলাষ করিবেন না। হে মহাভাগে! আপনি তপোবলে ক্রোধপ্রদীপ্ত-চক্ষু-দ্বারা অনায়াসে সচরাচর ধরামণ্ডল নিঃশেষে দগ্ধ করিতে পারেন।

দেবী গান্ধারী বাসুদেবের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ, আমি মনোদুঃখে দগ্ধ হইতেছি বলিয়া আমার বুদ্ধি নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছিল, হে জনার্দন! এক্ষণে তোমার বাক্য শুনিয়া অনেক শান্ত ও সুস্থ হইল। কেশব! পাণ্ডবগণের সহিত এক

মাত্র তুমিই কেবল এই পুত্রহীন অন্ধ ও বৃদ্ধ ভূপতির গতি, পুত্রশোক-সন্তপ্তা দেবী এই কথা মাত্র কহিয়া বসন-দ্বারা মুখ আবরণ করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, মহাবাহু মাধব সেই শোক-বিহ্বলা দেবীকে যুক্তি ও কারণ-সংযুক্ত কথাবলী-দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিলেন; কেশব, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বাস প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে অশ্বত্থামার সঙ্কল্পিত অভিপ্রায় উদ্বুদ্ধ হইল, সুতরাং তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া দ্বৈপায়নের চরণ-দ্বয় বন্দন-পূর্ব্বক কুরুরাজকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি কহিতেছি, আপনি শোকে মনঃসমাধান করিবেন না; দ্রোণতনয় অশ্বত্থামার এক পাপ অভিপ্রায় আছে, আমি সেই অভিসন্ধি জানিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলাম; সে মনে মনে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়াছে যে, "এই রাত্রি-মধ্যে পাণ্ডবদিগকে নিপাত করিবে।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কেশবের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ-মাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র গিয়া পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর, পরে তোমার সহিত পুনরায় আমাদিগের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইবে।" জনার্দ্দন তাঁহাদিগের তদ্বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া দারুকের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, বাসুদেব গমন করিলে সর্ব্বলোক-পূজনীয় ব্যাসদেব জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব কৃতকার্য্য হইয়া হস্তিনাপুর হইতে পাণ্ডবগণকে দেখিবার মানসে শিবির-মধ্যে উপনীত হইলেন এবং শিবিরে আসিয়াই সেই রাত্রিতে পাণ্ডবগণের নিকটে গমন করিয়া হস্তিনার বিবরণ সকল বর্ণন করিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী প্রবোধনে
ত্রিষষ্ট অধ্যায়॥ ৬৩॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন সতত শত্রুদিগের মস্তকোপরি অধিষ্ঠিত ছিল এবং আপনাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিত, এক্ষণে তাহার উরু ভগ্ন হওয়ায় সে ধরাশায়ী হইয়া কি বলিল? সে একে রাজা, তাহাতে অতিশয় কোপনস্বভাব, পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত সততই তাহার শত্রুতা ছিল, এক্ষণে বিষম বিপদে পতিত হইয়া কি কহিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! সেই বিপদ্ উপস্থিত হইলে, রাজার উরু ভগ্নের পর তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় যথাবৃত্তরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! রাজা দুর্য্যোধন ভগ্ন-সক্থ হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত-কলেবরে কর-দ্বারা কেশচয় সংযত করত দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া উরগের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পরে অতি যত্নে কেশ সংযমন করিয়া ক্রোধ-পরীত-লোচনে বারম্বার আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মত্তমাতঙ্গের সমান মুহুর্ম্মুহু ধরাতলে কর নিষ্পেষণ করত পুনরায় আলুলায়িত-কেশে দন্ত-দ্বারা দন্ত-মর্দ্দন করিয়া জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে নিন্দা করত নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, অস্ত্রধারী-প্রবর কর্ণ, গৌতম, দ্রোণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, শূরবর শল্য এবং কৃতবর্ম্মা-প্রভৃতি মহাবীর সকল সেনাপতি সত্ত্বে আমার এই অবস্থা ঘটিল, সুতরাং কাল অতি দুরতিক্রম। আমি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। হে মহাবাহো সঞ্জয়! কাল উপস্থিত হইলে কোন ব্যক্তিই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; যাহা হউক, সম্প্রতি এই সংগ্রামে আমাদিগের পক্ষে যে সকল ব্যক্তি জীবিত আছে, তাহাদিগকে ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে প্রকারে আমাকে আহত করিল, তাহা বলিবে। নৃশংস পাণ্ডবেরা সংগ্রামে এইরূপ অনেক কার্য্য করিয়াছে, তাহারা ভূরিশ্রবা কর্ণ, ভীষ্ম ও শ্রীমান্ দ্রোণের প্রতি এইরূপ অস

শক্রর কর্ম্ম করিয়াছে, আমার বোধ হয়, এজন্য তাহাদিগকে অবশ্য নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইতে হইবে। সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তি কপট-যুদ্ধে জয়ী হইয়া কি প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তিই বা নিয়ম-লঙ্ঘনকারী লোককে প্রশংসা করিয়া থাকে? পাপাত্মা পাণ্ডুনন্দন বৃকোদর যেমন আনন্দে অভিভূত হইয়াছে, সেইরূপ কোন্ পণ্ডিত অধর্ম্মত জয় লাভ করিয়া হৃষ্ট হয়? আমার ঊরুদেশ ভগ্ন হইলেও ক্রোধপরবশ ভীমসেন যে পাদ-দ্বারা আমার মস্তক মর্দ্দন করিল, তাহা হইতে আর বিচিত্র কি আছে? হে সঞ্জয়! যেব্যক্তি বন্ধুগণে বেষ্টিত, শ্রীসম্পন্ন ও প্রতাপশালী, তাহার মস্তকে যদি কোনব্যক্তি পদাঘাত করিতে পারে, তবে, সে সকলের পূজনীয় হয়।

হে সঞ্জয়! আমি যুদ্ধধর্ম্মে যেরূপ পারগ, তাহা আমার পিতা মাতা বিলক্ষণ জানেন, সম্প্রতি তাঁহারা নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছেন, অতএব তুমি আমার এই সকল কথা তাঁহাদিগকে নিবেদন করিবে, যে, আমি ইচ্ছানুসারে যজ্ঞ করিয়াছি, ভৃত্যগণকে সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিয়াছি, সসাগরা-ধরামণ্ডলে আধিপত্য প্রচার করিয়াছি, জীবমান অমিত্রগণের মস্তকোপরি পদার্পণ করিয়াছি, শক্ত্যনুসারে দান করিয়াছি, মিত্র-সকলের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই, আমি সমুদয় শক্রকুলকে করস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম, অতএব আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কে আছে? আমি পররাজ্য সকল লাভ করিয়াছি, নৃপগণ দাসের ন্যায় আমার সেবা করিয়াছেন, আমি প্রিয়ব্যক্তির প্রতি সাধু আচরণ করিয়াছি, বান্ধবেরা আরতেই আমার নিকটে সম্মানিত হইয়াছেন, পূজিতব্যক্তিও আমার বশীভূত ছিলেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কামের সেবা করিতে আমার কিছুমাত্র অবশেষ নাই, অতএব আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক আর কে হইতে পারে?

আমি প্রধান প্রধান নৃপতির প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছি, অতি উৎকৃষ্ট আজানেয় হয়ে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিয়াছি, সুদুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কে আছে? আমি যথাবিধানে বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, যাবজ্জীবন নিরাময় থাকিয়া কালযাপন করিয়াছি এবং স্বধর্ম্মবলে সকল লোক জয় করিয়াছি, অতএব আমা অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?

সম্প্রতি, দৈবাধীন আমি শক্র-সকলের নিকটে পরাজিত হইয়া দাসের ন্যায় তাহাদিগের আশ্রিত হইলাম না। ভাগ্যক্রমে আমার বিপুলা লক্ষ্মী আমার অবর্ত্তমানে অন্য হস্তে সমর্পিত হইল; যাহা হউক, স্বধর্ম্মাবলম্বি ক্ষত্রিয়গণ যাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আমি সমরে অনায়াসে সেই নিধন লাভ করিলাম, সুতরাং আমা হইতে কে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? আমি ভাগ্যক্রমে প্রাকৃত মানবের ন্যায় পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হই নাই এবং কোন বিরুদ্ধ মতি অবলম্বন করিয়া পরাজিত হই নাই; লোকে যেমন সুপ্ত বা প্রমত্ত ব্যক্তিকে বিষ-পানাদি-দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকে, তেমনি ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাকে নিহত করিল। মহাভাগ অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে আমার এই কথা বলিবে যে, অনেকবার অধর্ম্মকর্ম্মে-প্রবৃত্ত নিয়মস্থ পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহারা কেন বিশ্বাস করেন না।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র সত্যবিক্রম রাজা দুর্য্যোধন তখন সমাগত বার্ত্তাবহগণকে এই কথা বলিলেন, যে, ভীমসেন অধর্ম্ম-যুদ্ধে আমাকে নিহত করিল, আমি স্বর্গগত মহানুভাব দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, মহাবীর বৃষসেন, সৌবল শকুনি, মহাবীর্য্য জলসন্ধ, ভূপতি ভগদত্ত, মহাধনু সোমদত্ত, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং দুঃশাসন-প্রভৃতি আমার আত্ম-সদৃশ সহোদর সকল, আর বিক্রান্ত দুঃশাসন-তনয় ও লক্ষণ নামক আমার আত্মজ, তদ্ভিন্ন আমার যে সকল বহু সহস্র আত্মীয় ছিলেন, আমি সার্থ হীন পথিকের ন্যায় এক্ষণে তাঁহাদিগের অনুগমন করিব।

হায়! আমার প্রিয় সহোদরা দুঃশলা ভ্রাতৃগণ ও ভর্ত্তার নিধন শ্রবণে দুঃখার্ত্তা হইয়া রোদন করত কি প্রকারে কাল হরণ করিবে। বৃদ্ধ পিতা, পুত্ত্র-বধূ ও পৌত্ত্রবধূগণের সহিত অতঃপর কি প্রকার গতি অবলম্বন করিবেন। পৃথুলোচনা কল্যাণ-দায়িনী লক্ষ্মণ-জননী পতিপুত্ত্র-বিহীনা হইয়া অবিলম্বেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। বাক্য-বিশারদ পরিব্রাট্ চার্ব্বাক যদি আমার এই অবস্থা জানিতে পারেন, তবে অবশ্যই তিনি আমার বৈরনির্য্যাতন করিবেন। ত্রিলোক-বিখ্যাত পবিত্রতীর্থ সমন্তপঞ্চকে আমি নিধন লাভ করিলাম, অতএব অবশ্যই শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইব।"

হে মহারাজ! সহস্র সহস্র লোক ভূপতির এইরূপ বিলাপ-বাক্য শ্রবণে বাষ্পাকুল-লোচনে দশ দিকে ধাবমান হইল। সচরাচর মহী-মণ্ডল সাগর ও বননিকরের সহিত ঘোরতর বিচলিত হইয়া উঠিল। দিক্ সকল নির্ঘাত-দ্বারা আবিল হইয়া গেল। তখন সকলে দ্রোণপুত্ত্রের নিকটে গিয়া গদাযুদ্ধে ভূপাল যে প্রকারে পাতিত হয়েন, তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিল এবং অশ্বত্থামার সন্নিধানে তাবৎ বিবরণ নিবেদন-পূর্ব্বক বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরিশেষে তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে দুর্য্যোধন-বিলাপে চতুঃষষ্ট অধ্যায়॥ ৬৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরবদিগের অবশিষ্ট তিন জন মহারথ অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য যদিও সমরে শরনিকর ও গদাশক্তি তোমর-দ্বারা ক্ষতবিক্ষত-শরীর হইয়াছিলেন, তথাপি বার্ত্তারহগণের সকাশ হইতে "দুর্য্যোধন হত হইয়াছেন," এই কথা শ্রবণ করিয়া সত্বর বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করত যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন, তথায় গিয়া দেখিলেন, মহাত্মা দুর্য্যোধন নিশ্চেষ্ট ও রুধিরাক্ত-কলেবরে ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন। যেমন কানন-মধ্যে মহাশালবৃক্ষ বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পতিত থাকে, মহারণ্য-মধ্যে ব্যাধ-কর্ত্তৃক নিপাতিত মহাগজ যেমন রুধির-সমূহে পরিপ্লুত হইয়া বর্ত্তমান রহে; মহাত্মা দুর্য্যোধন রক্তাক্তকলেবরে তদ্রূপ ধরাতলে বিলুণ্ঠিত রহিয়াছেন। আদিত্য-মণ্ডল দৈবক্রমে ভূতলে পতিত হইলে যেরূপ হয়, সমুত্থিত মহাবাত-দ্বারা সাগর যেমন বিশুষ্ক হয়, আকাশমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র তুষারাবৃত হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, তেমনি সেই মাতঙ্গ-সম-বিক্রম দীর্ঘবাহু দুর্য্যোধন ধূলিধূসর সর্ব্বাঙ্গে ধরণীতলে পতিত রহিয়াছেন; ধনলোভি ভৃত্যগণ যেমন পূর্ব্বে সেই নৃপতি-সত্তমের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট থাকিত, তেমনি তখন ভূতগণ ও ক্রব্যাৎ সকল তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করত উপবিষ্ট থাকায় ক্রোধে যেন উত্তারলোচন হইয়া তিনি ভ্রূভঙ্গী প্রকাশ করিতেছেন, যাহা হউক, কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথেরা তদানীং রাজাকে তাদৃশভাবে ধরাতলে পতিত দেখিয়া মোহাভিভূত হইলেন।

মুহূর্ত্তকাল বিলম্বে তাঁহারা সচেতন হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক রাজার সমীপে গমন করিলেন এবং সকলে দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভূমিতলেই উপবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, অশ্বত্থামা বাষ্পপূর্ণ-লোচনে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সর্ব্বলোকেশ্বর ভরত-শ্রেষ্ঠকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি নিশ্চয় জানিলাম, মনুষ্যলোকে কিছুমাত্র সত্য বিদ্যমান নাই, যেহেতু আপনি পুরুষ-প্রবর হইয়া এক্ষণে পাংশুময় শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, পূর্ব্বে আপনি আসমুদ্র মহীমণ্ডলের রাজা হইয়া সকলের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, অদ্য একাকী এই নির্জ্জন বনে কিরূপে অবস্থিত রহিলেন? অদ্য আমি, মহারথ কর্ণ, কি দুঃশাসন কি অন্যান্য সুহৃৎ সকলের মধ্যে কাহাকেও দেখিতেছি না, এ কি আশ্চর্য্য! লোক-সকলের

মনোমধ্যে ইহা কি সামান্য দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, যে, আপনি রাজ্যেশ্বর হইয়া ধূলিধূসরিত শরীরে শয়ান রহিয়াছেন, যিনি মূর্দ্ধাভিষিক্ত ভূপতিগণের সর্ব্ব প্রধান ছিলেন, তিনিই এখন নিরন্তর পাংশু গ্রাস করিতেছেন, অতএব কালের যে কত বিপর্য্যয় তাহা অবলোকন করুন।

হে মহারাজ! আপনার সেই নির্ম্মল ছত্র, বিমল ব্যজন এবং সেই মহতী সেনা কোথায় গেল? হে নৃপসত্তম! কি কারণে কোন্ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহার গতি অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়, কেন না, আপনি লোকগুরু হইয়া ঈদৃশ দশা প্রাপ্ত হইলেন। আপনি শক্রের সহিত স্পর্দ্ধাকারী, আপনার এই বিপদ্ বিলোকন করিয়া আমি নিশ্চয় জানিলাম, মনুষ্যমাত্রেরই নিকটে শ্রী কখন নিশ্চলা হইয়া থাকিতে পারেন না।

মহারাজ! আপনার পুত্র নরাধিপ দুর্য্যোধন তখন দুঃখিত অশ্বত্থামার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণিযুগল-দ্বারা নয়নদ্বয় মার্জ্জন-পূর্ব্বক শোকাশ্রু ধারা বর্ষণ করিতে করিতে কৃপ-প্রভৃতি তাবৎ বীরকে সম্বোধন করিয়া সময়োচিত কথা সকল কহিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, হে মহানুভাব-সকল! বিধাতা এইরূপ মর্ত্তধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, "কাল পর্য্যায় সমাগত হইলে সর্ব্বভূতেরই বিনাশ হইবে, অতএব আমি এক্ষণে আপনাদিগের সকলের সমক্ষে সেই কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছি, পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবী পালন করিয়া অধুনা আমাকে এইরূপ নাশ প্রাপ্ত হইতে হইল। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমি কখন কাহারও যুদ্ধে আপদ্গ্রস্ত হইয়া পলায়ন করি নাই, পাপাচার পাণ্ডবেরা ছল করিয়া আমাকে নিহত করিল, ইহাতে আর উপায় কি? আমি যুদ্ধ-কালে নিয়তই উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু, ভাগ্যদোষে বান্ধবগণের সহিত এককালে নিহত হইলাম।

যাহা হউক, আমি যে আপনাদিগকে এই দারুণ জনক্ষয় হইতে মুক্ত ও মঙ্গল-যুক্ত দেখিতেছি, ইহাই আমার পরম প্রিয় বোধ হইতেছে। আপনারা আমার প্রতি অতিশয় স্নেহ করিতেন, অতএব আমার নিধনে আপনাদিগের অবশ্যই সন্তাপ হইতে পারে, কিন্তু, আপনারা তাহা পরিত্যাগ করুন। যদি বেদ সকল আপনাদিগের প্রমাণ হয়, তবে আমি অক্ষয় লোক-সকল জয় করিয়াছি, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। আমি অমিততেজা কৃষ্ণের প্রভাব অবগত হইয়াছি, অতএব কোনমতেই সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই নাই, এক্ষণে আমি আপন অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলাম। আপনারা আমার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবেন না, সকলেই আত্ম অনুরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, বিজয়ার্থ যত্ন করিতেও ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু, দৈব অতি দুরতিক্রম।"

হে রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধন বাষ্পাকুল-লোচনে এতাবৎমাত্র কথা কহিয়া বিহ্বল হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। দ্রোণ-নন্দন তখন নৃপতিকে বাষ্প-শোক-সমন্বিত দেখিয়া প্রলয়কালীন বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাণি-দ্বারা পাণি নিপীড়ন করত বাষ্পবিহ্বল-বচনে রাজাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষুদ্রাশয় পাণ্ডবেরা নৃশংস-কর্ম্ম-দ্বারা যে আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহাতে আমার অন্তঃকরণে যত দুঃখ হইয়াছিল, অদ্য আপনার এতাদৃশ দশা সন্দর্শনে আমার অন্তঃকরণ ততোধিক সন্তাপে সন্তাপিত হইতেছে। হে প্রভো! আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন, আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, ধর্ম্ম ও সুকৃত-প্রভৃতি সমুদয় সত্য-দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য আমি বাসুদেবের সমক্ষে সমুদায় পাঞ্চালগণকে সর্ব্বোপায়-দ্বারা প্রেতরাজ-নিকেতনে প্রেরণ করিব, অতএব মহারাজ! আমার প্রতি আপনার অনুজ্ঞা প্রদান করা উচিত হইতেছে।"

কুরুরাজ, দ্রোণপুত্রের এইরূপ চিত্ত-প্রীতিজনন বচন শ্রবণ করিয়া কৃপাচার্য্যকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে আচার্য্য! আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক শীঘ্র একটী জলপূর্ণ কলস আনয়ন করুন। দ্বিজসত্তম কৃপাচার্য্য রাজার এই আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ জলপূর্ণ কলস আনিয়া ভূপতির নিকটে উপস্থিত করিলেন। ভূপাল তখন তাঁহাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর! যদি আপনি আমার কল্যাণ কামনা করেন, তবে আমার এই আদেশানুসারে অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করুন। ধর্ম্মবেত্তারা কহিয়া থাকেন যে, 'রাজার নিয়োগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিবেন' অতএব আপনি আমার এই বাক্য প্রতিপালন করুন।

হে মহারাজ! শারদ্বত কৃপাচার্য্য রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় নিদেশানুসারে দ্রোণনন্দনকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। অশ্বত্থামা অভিষিক্ত হইয়া নৃপবরকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সিংহনাদ-দ্বারা দিক্ সকল নিনাদিত করত তথা হইতে প্রয়াণ করিলেন, দুর্য্যোধনও শোণিতাক্ত কলেবরে সেই সর্ব্বভূত-ভয়াবহা রজনী বঞ্চন করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা-প্রভৃতি মহারথেরা রণস্থল হইতে অবিলম্বে নির্গত হইয়া শোক-সম্বিগ্ন-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গদাযুদ্ধপর্ব্বে অশ্বত্থামসৈনাপত্যাভিষেকে পঞ্চষষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহামহীশ্বর মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৪।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের দশম অংশ সৌপ্তিক পর্ব্বে অশ্বত্থামা-কর্তৃক রজনীযোগে নিদ্রিত দ্রৌপদীপুত্রগণের ও ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি পাঞ্চাল-সকলের নিদারুণ নিধন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, ঐষিকপর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত ইহাতে অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে অর্জ্জুন তাহা নিবারণ করত আপনাদিগকে রক্ষা করেন এবং দ্রৌপদীর বাক্যানুসারে অশ্বত্থামার মস্তকস্থিত সহজাত মণি হরণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির নিকটে প্রদান করেন, এই পর্ব্ব সংশোধিত মূল মহাভারতের সহিত ঐক্য করিয়া মৎকর্তৃক অনুবাদিত ও পরিশোধিত হইল মুদ্রাঙ্কনকালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয় আদ্যন্ত অবলোকন করত অনুমোদন করিয়াছেন ভ্রমপ্রমাদ-বশত যদি ইহাতে কোন দোষ হইয়া থাকে সুধীগণ সদয় হইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন কিমধিকমিতি।

২৮ চৈত্র
শকাব্দ ১৭৯৪
বর্দ্ধমান রাজবাটী }

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
ভয়ব্যাকুল অশ্বত্থামাদির রণস্থল হইতে প্রস্থানাদি	১	১	৩
ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপ ও সঞ্জয়ের প্রতি অশ্বত্থামাদি তিন জনের কৃতকার্য্য জিজ্ঞাসা ...	১	১	২৩
সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে অশ্বত্থামাদি তিন জনের রাত্রিকালে বটবৃক্ষতলে অবস্থিতি ও পেচক-কর্ত্তৃক নিদ্রিত কাক বিনাশ দেখিয়া অশ্বত্থামার নিদ্রিত শত্রু পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে হনন করণে মন্ত্রণাদি কথন	১	২	২৩
অশ্বত্থামার অভিপ্রায়ে কৃপাচার্য্যের ও কৃতবর্ম্মার অসম্মতি ও তাঁহাদিগের পাণ্ডব-শিবিরে রাত্রিকালে গমনাদি	৩	২	২৯
অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক শিবির-দ্বারে প্রবেশ ও মহাভূত দর্শনে চিন্তা এবং মহাদেবের উপাসনা ...	৯	২	১১
অশ্বত্থামায় মহাদেবের আবির্ভাব ও তাহাকে খড়্গ প্রদান ...	১৩	১	১২
অশ্বত্থামা শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি করিয়াছিলেন এইরূপ জিজ্ঞাসামতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয়ের তৎকথনাদি ও অশ্বত্থামার ধৃষ্টদ্যুম্ন শিবিরে প্রবেশ	১৩	১	৫
অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নাদি অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য বিনাশ ...	১৪	১	৪
অশ্বত্থামাদি তিন জনের মুমূর্ষ দুর্য্যোধন নিকটে গমন ও তাঁহাকে দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া কৃপাচার্য্যের আক্ষেপ	১৯	২	১০
দুর্য্যোধন-সমীপে অশ্বত্থামার বিলাপ এবং শিবিরস্থ ধৃষ্টদ্যুম্নাদি শত্রুগণের বিনাশ সংবাদ প্রদানাদি	২০	১	২৬
অশ্বত্থামার প্রতি অনুমোদনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগ	২১	২	১৮
ঐষিকপর্ব্বারম্ভ	২২	১	১৫
ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি প্রমুখাৎ দ্রৌপদীতনয় প্রভৃতি স্বজনদিগের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের বিলাপ	২২	১	১৬
নকুলমুখে পুত্রাদি বিনাশ শ্রবণে দ্রৌপদীর বিলাপ ও যুধিষ্ঠিরকে অশ্বত্থামার বধ করণে অনুরোধ এবং দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীমসেনের অশ্বত্থামার বধার্থ গমন	২৩	২	২৩
কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠির নিকটে অশ্বত্থাম-বধোদ্যত ভীমসেনকে রক্ষা করিবার কারণ অনুরোধ ও তৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মশির অস্ত্রের উপাখ্যান এবং যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এক রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীমসেন উদ্দেশে গমন	২৫	১	১
ভীমসেনকে অস্ত্রধারি ও যুদ্ধোদ্যত এবং তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া			

প্রকরণ … … … …	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
অশ্বত্থামার পাণ্ডববিনাশার্থ ব্রহ্ম-শির অস্ত্র প্রয়োগ … … …	২৭	১	১২
অশ্বত্থামার প্রেরিত ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ নিমিত্ত অর্জ্জুনের ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ … …	২৭	১	২৭
অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক ব্রহ্মশির অস্ত্র উত্তরার গর্ব্বোদ্দেশে পরিত্যাগ	২৮	১	১
অশ্বত্থামার সহিত কৃষ্ণের পরিক্ষিতের জন্মাদি-বিষয়ক কথোপকথন ও অশ্বত্থামার প্রতি কৃষ্ণের অভিশাপ এবং অশ্বত্থামার নিকট হইতে মণি হরণ করিয়া কৃষ্ণাদির গমন-পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করণ ও উক্ত মণি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ধারণ … …	২৯	১	২২
অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক পাঞ্চালাদি বীরগণের বিনাশোপলক্ষে কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরের সংবাদে মহাদেবের মাহাত্ম্য ও তৎপ্রসঙ্গে দেবগণের যজ্ঞে মহাদেবের ক্রোধ ও প্রসন্নতাদি কথন … … …	৩০	২	১৭

সৌপ্তিক পর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কৃপাচার্য্য-কর্ত্তৃক অশ্বত্থামা সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা এই বীরত্রয় দক্ষিণাভিমুখে প্রয়াণ করত সূর্য্যাস্ত কালে শিবির-সন্নিধানে সমাগত হইলেন। তাঁহারা সত্বর হইয়া বাহন সকল পরিত্যাগ করত তৎকালে ভীত হইলেন; সুতরাং গহন-প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করত শিবিরের অনতি দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তিন জনেই শাণিত শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা ক্ষত বিক্ষত ও ছিন্ন-গাত্র হইয়াছিলেন, সকলেই দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পাণ্ডবগণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়াভিলাষি পাণ্ডবগণের ঘোরতর হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া, পাছে তাঁহারা অনুসরণ করেন, এই ভয়ে পুনরায় তাঁহারা পূর্ব্বমুখে ধাবমান হইলেন। ক্রোধ ও অমর্ষ-পরায়ণ সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা মুহূর্ত্তকাল গমন করিলে, তাঁহাদিগের বাহন সকল শ্রান্ত এবং স্বয়ং পিপাসিত হওয়ায় কিছুই বিবেচনা করিতে পারিলেন না, কেবল রাজার বধ-হেতু সন্তপ্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল অবস্থিত রহিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অযুত নাগ-তুল্য বলশালী আমার পুত্রকে ভীম নিপাতিত করিয়াছে, ভীমের কৃত এই কর্ম্ম অতি অশ্রদ্ধেয়। সঞ্জয়! সর্ব্বভূতের অবধ্য বজ্র-তুল্য অস্ত্রধারী আমার যুবা পুত্র সমরে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল। হে সঞ্জয়! মনুষ্যেরা কখন দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না, যেহেতু আমার পুত্র সমরে পাণ্ডবগণের সহিত সঙ্গত হইয়া নিপাতিত হইল। হে সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই অদ্রিসারময়, নতুবা শত পুত্র হত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া কেন সহস্র প্রকারে বিদীর্ণ হইল না। এই হত-পুত্র বৃদ্ধ দম্পতীর অতঃপর কি হইবে? আমি পাণ্ডু-পুত্রের রাজ্যে বাস করিতে কোন রূপেই উৎসাহ করিতে পারি না। হে সঞ্জয়! আমি রাজার পিতা ও স্বয়ং রাজা হইয়া কি প্রকারে দাসের ন্যায় পাণ্ডবগণের শাসনে থাকিব? সমস্ত পৃথিবীতে আজ্ঞা প্রচার করিয়া এবং সকলের মস্তকোপরি অবস্থান করিয়া এক্ষণে কি প্রকারে দাসবৎ ব্যবহার করিব? হে সঞ্জয়! যে ভীম একাকী আমার শত পুত্রকে নিহত করিয়াছে, আমি কি প্রকারে তাহার বাক্য সকল শ্রবণ করিতে পারিব? হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মহাত্মা বিদুরের বাক্য প্রতিপালন না করিয়া তাহা সত্য করিল। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মত হত হইলে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পক্ষের বীরত্রয় কিয়দ্দুর গমন করিয়া অনতিদূরে অবস্থান

করত বিবিধ তরুলতা-সমাবৃত এক ঘোরতর বন দর্শন করিলেন। তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামের পর অশ্বগণকে জলপান করাইয়া সূর্য্যের অস্ত-গমন-কালে সেই মহৎ বনে প্রবেশ করিলেন; উক্ত বন নানা মৃগগণে সেবিত, বহুবিধ বিহঙ্গগণে আবৃত, বিবিধ লতা ও বৃক্ষ-দ্বারা সমাচ্ছন্ন, নানাবিধ হিংস্র জন্তু-নিষেবিত, নানাবিধ জলাশয়ে সমাকীর্ণ, নানাবিধ পুষ্পে সুশোভিত, শত শত পদ্মিনী-দ্বারা সংচ্ছন্ন এবং নীলোৎপল-নিবহে সমাবৃত ছিল। কৃপ-প্রভৃতি বীরত্রয় সেই ঘোরতর বনে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করত সহস্র শাখা-সংচ্ছন্ন এক বট বৃক্ষ দর্শন করিলেন। হে মহারাজ! সেই নরশ্রেষ্ঠ মহারথেরা বটবৃক্ষের নিকটে আগমন-পূর্ব্বক সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বনস্পতিকে বিশেষ-রূপে বিলোকন করিলেন।

অনন্তর, তাঁহারা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণকে বিমুক্ত করত জল-স্পর্শ করিয়া যথা-বিধানে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিলেন। অনন্তর, দিবাকর অস্তাচলে আরোহণ করিলে সমস্ত জগতের বিশ্রামদাত্রী সর্ব্বরী সমাগতা হইলেন, বিস্তীর্ণ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণ-দ্বারা অলঙ্কৃত সুদৃশ্য নভোমণ্ডল চতুর্দ্দিকে তাঁহার বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাত্রিচর জীবগণ স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দিবাচর প্রাণি সকল নিদ্রা দেবীর বশীভূত হইতে লাগিল। রাত্রিঞ্চর জন্তুগণের সুদারুণ নির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল। ঘোরতর ক্রব্যাদ্গণ প্রমুদিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে রজনী সমাগতা হইলেন। সেই ঘোরতর রজনীর প্রারম্ভে শোক-দুঃখ-সমন্বিত কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা পরস্পর সমীপে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা সেই বটবৃক্ষের সমীপে উপবিষ্ট হইয়া কুরু পাণ্ডবগণের সেই অতিক্রান্ত পরিক্ষয় বিষয় চিন্তা করত নিদ্রাক্রান্ত-শরীরে ধরণীতলে শয়ন করিলেন। তাঁহারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও বিবিধ শর-দ্বারা বিক্ষত ছিলেন, সুতরাং মহারথ কৃপ ও কৃতবর্ম্মা নিদ্রাগত হইলেন। তাঁহারা কখন দুঃখভোগ করেন নাই, সুখভোগেরই নিতান্ত উপযুক্ত এবং মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার যোগ্যপাত্র, কিন্তু তখন শ্রম-শোক-সমন্বিত হইয়া অনাথের ন্যায় ধরাতলে নিদ্রিত হইলেন।

হে মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা ক্রোধ ও অমর্ষ-পরবশ হইয়া গর্জ্জনকারী সর্পের ন্যায় নিদ্রাগত হইলেন না; তিনি ক্রোধে দহ্যমান হইয়া নিদ্রা লাভ করিলেন না, কেবল সেই ঘোর-দর্শন বন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাবাহু নানা জীব-নিষেবিত বনস্থল দর্শন করত বহু বায়সে পরিবৃত সেই বটবৃক্ষ বিলোকন করিলেন। সেই বৃক্ষে সহস্র সহস্র কাক রাত্রিযাপন করিতেছিল এবং তাহারা পৃথক্ পৃথক্ আশ্রয় অবলম্বন-পূর্ব্বক অনায়াসে নিদ্রা যাইতেছিল। বায়সেরা বিশ্বস্তভাবে চতুর্দ্দিকে নিদ্রিত থাকিলে, অশ্বত্থামা তথায় এক ঘোরদর্শন পেচককে যাইতে দেখিলেন। সেই পেচকের শব্দ অতিভয়ানক, শরীর বৃহৎ, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, দেহ নকুলের ন্যায় পিঙ্গল, নাসিকা সুদীর্ঘ, নখর সকল প্রখর এবং সে গরুড়ের ন্যায় বেগবান্। অনন্তর, সে লীয়মান অণ্ডজের ন্যায় মৃদুধ্বনি করত বটবৃক্ষের শাখায় আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই বায়সান্তক বিহঙ্গম বটবৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া বহুসংখ্যক সুপ্ত বায়সকে নিহত করিল। সে কতকগুলি কাকের পক্ষ ও কতকগুলির মস্তক ছেদন করিল এবং কতকগুলির চরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই বলবান্ বিহঙ্গম ক্ষণকাল-মধ্যে যাহাকে যাহাকে দৃষ্টিগোচর করিল, তাহাকেই আহত করিয়া ফেলিল। হে মহারাজ! কাকগণের শরীর ও অবয়ব-দ্বারা বটবৃক্ষের তল ভূমি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত্রুসূদন উলূক ইচ্ছানুসারে বৈরিকুলের প্রতিকার করিয়া কাক সকলকে নিহত করত অতিশয় আনন্দিত হইল।

দ্রোণ-নন্দন রাত্রিকালে কৌশিকের কৃত সেই কপট কার্য্য দর্শন করিয়া তাহার অভিপ্রায় বিষয়ে

কৃতসংকল্প হইয়া একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এই পক্ষী সংগ্রাম বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করিল; শত্রুক্ষয় বিষয়ে আমার এই সময় সমাগত হইয়াছে, জয়চিহ্ন-প্রকাশক বলবান্ উৎসাহশালী লব্ধ-লক্ষ্য এবং সংগ্রামকারি পাণ্ডবগণকে এক্ষণে নিহত করা আমার সাধ্য নহে; পতঙ্গের অগ্নি-মধ্যে পতনের ন্যায়, আমি আত্ম-বিনাশিনী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজার নিকট হইতে তাহাদিগের বধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, সংশয় নাই। কপট ব্যবহার-দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে এবং শত্রুদিগেরও সুমহান্ ক্ষয় হইতে পারিবে, সংশয়িত বিষয় অপেক্ষা যাহা নিঃসংশয় হয়, শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা তাহাই বহু মান্য করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে লোক-নিন্দিত গর্হিত বচনীয় যাহা হউক না কেন, ক্ষত্রধর্ম্মেবর্ত্তমান ব্যক্তির তাহা কর্ত্তব্য। অকৃতাত্মা পাণ্ডবেরা সর্ব্বতোভাবে নিন্দিত ও পদে পদে কুৎসিত কার্য্য সকল করিয়াছে; শ্রুত আছে, পুরাকালে ন্যায় ও তত্ত্ব-দর্শি ধর্ম্ম-চিন্তকেরা এই সকল তত্ত্বার্থযুক্ত শ্লোক গান করিয়াছেন যে, শত্রুগণ পরিশ্রান্ত, পলায়িত, ভুঞ্জান, প্রস্থান-প্রবৃত্ত বা প্রবেশোন্মুখ রিপুবলকে প্রহার করিবে, আর অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রার্ত্ত, হতনায়ক, ভিন্ন-যোধ এবং যে সকল সৈন্যের বুদ্ধি দ্বিবিধ হইয়াছে, তাহাদিগকেও প্রহার করা কর্ত্তব্য" প্রতাপবান্ অশ্বত্থামা এইরূপে রাত্রিকালে পাঞ্চালগণের সহিত নিদ্রিত পাণ্ডবগণের মারণে নিশ্চয় করিলেন। তিনি ক্রূর-বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক বারম্বার বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া নিদ্রিত কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে প্রবোধিত করিলেন। মহাবল মহাত্মা কৃপ ও কৃতবর্ম্মা জাগরিত হইয়া অশ্বত্থামার অভিপ্রেত বিষয় শ্রবণে লজ্জিত হইয়া তদ্বিষয়ে কোন উচিত উত্তর প্রদান করিলেন না।

অনন্তর, অশ্বত্থামা মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া বাষ্পবিহ্বলের ন্যায় বলিলেন, যাঁহার জন্য আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাসক্ত হইয়াছি, সেই অদ্বিতীয় বীর মহাবল রাজা দুর্য্যোধন হত হইলেন। সেই একাদশ অক্ষৌহিণীর সেনাপতি পবিত্র-বিক্রম নরপতি একাকী সমরে বহু ক্ষুদ্র জন-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত হইলেন। ক্ষুদ্রাশয় বৃকোদর সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার মস্তক পদ-দ্বারা মর্দ্দন করিয়া অতিনৃশংস কার্য্য করিয়াছে। শত শত পাঞ্চালেরা হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফোট ও হাস্য করিতেছে; কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি, কেহ কেহ বা দুন্দুভিধ্বনি করিতেছে। শঙ্খ-নিস্বন-মিশ্রিত তুমুল বাদ্যধ্বনি বায়ু-দ্বারা চালিত হইয়া যেন দিক্ সকল পরিপূর্ণ করিতেছে। অশ্বগণের হ্রেষা, করি সকলের বৃংহিত এবং শূরগণের সুমহান্ সিংহনাদ শ্রুত হইতেছে। পাণ্ডবেরা পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয়-পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া যাইতেছে, উহাদিগের রথচক্রের লোমহর্ষণ শব্দ কর্ণগোচর হইতেছে। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণের যে বিমর্দ্দন করিয়াছে, তাহাতে এই মহাসমরে আমরা তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি, কেহ কেহ শত নাগ-তুল্য বলশালী এবং কেহ কেহ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল, অতএব বোধ হয়, ইহাতে কালের বিপর্য্যয়ই কারণ। এই কার্য্য-দ্বারা নিশ্চয়ই এইরূপ হইবে, দুষ্কর কার্য্য কৃত হইলেও এই কার্য্যের এইরূপে যাহাতে নিষ্পত্তি হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। মোহ-বশত আপনাদিগের বুদ্ধি যদি অপনীত না হয়, তথাপি এই সমুপস্থিত মহৎ বিষয়ে আমাদিগের যাহা শ্রেয়, তাহাই বলুন।

অশ্বত্থামার মন্ত্রণায় প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে যে কথা বলিলে, তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আমার কয়েকটী কথা শ্রবণ কর। মানবগণ দেহ ধারণ করিয়া অবধি দৈব ও পুরুষকার, এই দ্বিবিধ কর্ম্মে নিবদ্ধ হইয়া থাকে, এই দ্বিবিধ কর্ম্ম হইতে

শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। হে সত্তম! একমাত্র দৈব বা পুরুষ প্রযত্ন-দ্বারা কার্য্য সকল সিদ্ধ হয় না, উভয়ের যোগেই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। উত্তম অধম সমুদয় বিষয় উক্ত উভয় কর্ম্ম-দ্বারা নিবদ্ধ আছে, দৈব এবং পুরুষকার অবলম্বন-পূর্ব্বক অনেক কার্য্য হইতেছে এবং অনেক কার্য্য নাও হইতেছে, ইহাও দেখা যায়। পর্জ্জন্য পর্ব্বতে বারি বর্ষণ করিয়া ফল সাধন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু কৃষ্টক্ষেত্রে জল বর্ষণ করিয়া ফল সাধন করিয়া থাকে। দৈব ভিন্ন পুরুষকার যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনি পুরুষকার ব্যতীত দৈবও ব্যর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু দেখা যায়, পুরুষকার ব্যতীত দৈব কখন কখন সিদ্ধ হইয়া থাকে। দৈব সুন্দর-রূপে বর্ষণ করিলে এবং ক্ষেত্র সম্যক্ কর্ষিত হইলে, বীজ যেমন মহা-গুণ-সম্পন্ন হয়, মানুষী সিদ্ধিও সেইরূপ, কার্য্যদক্ষ প্রাজ্ঞ পুরুষেরা স্বয়ং দৈব-নিশ্চয় না করিয়া পুরুষ-কারে প্রবৃত্ত হয়েন। হে নরবর! মানব-মাত্রেই কার্য্যার্থী হইয়া দৈব ও পুরুষার্থ-দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হয়, দেখা যায়। কৃত পুরুষার্থও দৈব-দ্বারা সিদ্ধ হয়, সুতরাং কার্য্যকর্ত্তার ফল নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মানবদিগের দৈব-বর্জ্জিত প্রযত্ন সম্যক্ সম্পন্ন হইলেও তাহা বিফল দৃষ্ট হয়। অস্থিরচিত্ত অলস পুরুষেরা পুরুষার্থকে নিন্দা করিয়া থাকে, বুদ্ধিমান্ মানবেরা তাহা গ্রাহ্য করেন না। লোক-মধ্যে কৃতকর্ম্ম প্রায়ই বিফল হয় না, দেখা যায়, আর দুঃখকর কর্ম্ম না করিয়াও মহাফল দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কোন চেষ্টা না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কিঞ্চিৎ ফল প্রাপ্ত হয়, আর যে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াও ফল লাভ করিতে সমর্থ না হয়, তাহাদের উভয়েরই অবস্থা সমান। কার্য্যদক্ষ মানব অনায়াসে জীবন ধারণে সক্ষম হইয়া থাকে; কিন্তু অলস ব্যক্তি সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, এই জীব লোক-মধ্যে দক্ষ ব্যক্তিগণকে প্রায়ই হিতৈষী হইতে দেখা যায়। দক্ষ ব্যক্তি যদি আরব্ধ কার্য্য হইতে ফলভোগ করিতে না পারে, তাহাতে তাহার কিছু নিন্দা নাই, অথবা সে লব্ধব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি লোক-সমাজে কর্ম্ম না করিয়া ফল লাভ করে, সে প্রায়ই নিন্দনীয় ও দ্বেষ্য হয়। বুদ্ধি-মান্ মানবদিগের নীতি এই, যে ব্যক্তি দৈব ও পুরু-ষার্থকে অনাদর করিয়া অন্যথা প্রবৃত্ত হয়, সে আপনার অনিষ্ট আপনিই করিয়া থাকে। দৈব বা পুরুষার্থ-বর্জ্জিত, অথবা উভয় কারণ-হীন প্রযত্ন বিফল হয়, ইহলোকে পুরুষার্থ-বিহীন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি দৈবকে নমস্কার করিয়া সম্যক্‌রূপে কার্য্য চেষ্টা করে, সেই দাক্ষিণ্য-সম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তি বৃথা বিহত হয় না। যিনি বৃদ্ধদিগের নিকটে গিয়া কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি বৃদ্ধ-গণের হিত বাক্য শ্রবণ করেন, তাঁহারই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রতিদিন প্রত্যেক বিষয়ে বৃদ্ধগণের সম্মতি গ্রহণ করা উচিত। বৃদ্ধ সম্মতি যোগ বিষয়ে পরম মূল, কার্য্যসিদ্ধিও তন্মূলা হইয়া থাকে। যিনি বৃদ্ধগণের বচন শ্রবণ করিয়া পুরুষার্থ প্রয়োগ করেন, তিনিই অবিলম্বে পুরুষার্থের ফল সম্যক্‌রূপে লাভ করিয়া থাকেন। যে মানব ক্রোধ, লোভ, রাগ ও ভয়-বশত বিষয় লাভের চেষ্টা করে, সে অসমর্থ ও অবমানী হইয়া শীঘ্র শ্রীভ্রষ্ট হয়।

অদীর্ঘদর্শী লুব্ধ দুর্য্যোধন মূঢ়তা-বশত মন্ত্রণা না করিয়া এই ঘোরতর সমর আরম্ভ করিয়াছিল, এ বিষয়ে হিতাহিত চিন্তা কিছুই করে নাই; বরঞ্চ হিতবুদ্ধি সুহৃৎ সকলকে অনাদর করিয়া অসাধু-গণের সহিত মন্ত্রণা-পূর্ব্বক আত্মীয়গণ-কর্ত্তৃক নিবা-রিত হইয়াও অতিশয় গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত বৈর বিধান করিয়াছে। পূর্ব্বে দুর্য্যোধন অতি দুঃশীল ছিল, এ জন্য ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না, মিত্রমণ্ডলের হিত-বাক্য শ্রবণ করিল না, এজন্য এই বিপন্ন বিষয়ে পরিতাপ করিতেছে। আমরাও সেই পাপ-পুরুষের অনুবর্ত্তন করিয়াছি বলিয়া, সু-দারুণা মহতী দুর্নীতি আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে।

এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার বুদ্ধি, উপস্থিত বিপদ-দ্বারা সন্তাপিত হইয়া কিছুমাত্র স্বীয় শ্রেয় বুঝিতে পারিতেছে না। মানবের কোন বিষয়ে মোহ উপস্থিত হইলে সুহৃৎ জনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি ও বিনয় রক্ষা পায় এবং তিনি কল্যাণের পথ দর্শন করেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যের নিদান নিশ্চয়-পূর্ব্বক বৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলেন, সেইরূপ করা উচিত হয়। এক্ষণে আমরা তিন জন একত্র হইয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও মহামতি বিদুরের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলিবেন, পরে আমাদিগের তাহাই করা শ্রেয়, ইহাই আমার বিবেচনা হয়। কার্য্য সকলের আরম্ভ না করিলে কখন অর্থ-সম্পন্ন হয় না; পুরুষার্থ কৃত হইলেও যাহাদিগের কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহারা দৈব-দ্বারা উপহত হইয়া থাকে; যাহা হউক, এ বিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য নহে।

অশ্বত্থাম কৃপ সংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুঃখ-শোক-সমন্বিত অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের ধর্ম্মার্থ-যুক্ত শুভ বাক্য শ্রবণে প্রজ্বলিত অনল-তুল্য শোকে দহ্যমান হইয়া ক্রুর চিত্তে তাঁহাদিগের উভয়কে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, পুরুষে পুরুষে যে পৃথক্ পৃথক্ শোভনা বুদ্ধি আছে, সকলেই সেই নিজ নিজ বুদ্ধি-দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে। সকল লোকেই আপনাকে অতিশয় বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করে, সকলেরই আত্মা বহুমত এবং সকলেই আপনাকে প্রশংসা করে। সকলেরই স্বীয় বুদ্ধি সাধুবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়, সকলেই পর-বুদ্ধির নিন্দা এবং স্বীয় বুদ্ধির বারম্বার প্রশংসা করিয়া থাকে। কারণান্তর সমুদায়-দ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি কার্য্যের উপায় বিষয়ে সমতা ধারণ করিয়াছে, যাহারা পরস্পর সন্তুষ্ট হয় ও বারম্বার বহু মান করে, সেই সকল মনুষ্যের তৎ তৎকালে সেই সেই বুদ্ধি কাল-সহকারে বিপর্য্যস্ত হইয়া বিপন্ন হয়, বিশেষত মানবগণের চিত্ত, বৈচিত্র্য-বশত বৈক্লব্য প্রাপ্ত হইয়া বিকলভাবে উৎপন্ন হয়। যেমন কোন নিপুণ বৈদ্য যথা-বিধানে ব্যাধি বিদিত হইয়া তাহার প্রশমার্থ ঔষধ বিধান করে, সেইরূপ মানবগণ কার্য্যসিদ্ধির উপায় হেতু বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে। মানুষেরা নিজ প্রজ্ঞা-সমন্বিত হইয়া তাহাকেই নিন্দা করে। মনুষ্য যৌবন কালে এক প্রকার বুদ্ধি-দ্বারা মোহিত হয়, মধ্যাবস্থায় অন্য প্রকার বুদ্ধি অবলম্বন করে, বার্দ্ধক্যকালে তাহার আর এক প্রকার মতি হইয়া থাকে। হে ভোজ! পুরুষ মহাঘোর বিপদ বা মহাসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধির বিকৃতি লাভ করে। অকৃতবুদ্ধিতা-হেতু এক পুরুষেই কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং সেই পুরুষেরই সেই সেই বুদ্ধিতে অরুচি জন্মে। প্রজ্ঞা অনুসারে নিশ্চয় করিয়া যে বুদ্ধিকে সাধু বিবেচনা হয়, সেই বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিলে তাহা পুরুষের উদ্যোগ-কারিণী হইয়া থাকে। হে ভোজ! লোক মাত্রেই 'ইহা সাধু' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রীত হইয়া মারণাদি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। সকল মনুষ্যই যুক্তি ও নিজ বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে এবং তাহারা তাহা হিত বলিয়াই জানে। অদ্য আমার এই ব্যসন-সম্ভবা যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমার শোক বিনাশ করিবে; অতএব সেই বুদ্ধির বিষয় আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিব। গুণ-সম্পন্ন প্রজাপতি প্রজা সৃজন করিয়া তাহাদিগের কর্ম্ম বিধান-পূর্ব্বক প্রত্যেক বর্ণে এক একটী গুণ সমাধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণে উৎকৃষ্ট দমগুণ, ক্ষত্রিয়ে উত্তম তেজ, বৈশ্যে দক্ষতা এবং শূদ্রে সর্ব্ব বর্ণের অনুকূলতা বিধান করিয়াছেন। অদান্ত ব্রাহ্মণ অসাধু, নিস্তেজা ক্ষত্রিয় অধম অদক্ষ বৈশ্য এবং প্রতিকূল শূদ্র নিন্দনীয় হইয়া থাকে। আমি ব্রাহ্মণগণের পূজিত শ্রেষ্ঠকুলে জ

গ্রহণ করিয়াছি, মন্দভাগ্য-বশত ক্ষত্রধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছি; ক্ষত্রধর্ম্ম জানিয়া আমি যদি ব্রাহ্মণ্যের আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক সুমহৎ কর্ম্ম করি, তাহা কিছু আমার পক্ষে সাধু-সম্মত নহে। আমি সমরে দিব্য ধনু ও দিব্য অস্ত্র সকল ধারণ করত পিতাকে নিহত দর্শন করিয়া সভা-মধ্যে কি বলিব? অতএব অদ্য আমি ইচ্ছানুসারে ক্ষত্রধর্ম্মের উপাসকগণের, রাজা দুর্য্যোধনের এবং মহাত্মা পিতার পদবীতে গমন করিব। এক্ষণে জয়-লক্ষণধারি পাঞ্চালগণ হর্ষযুক্ত হইয়া বাহন ও কবচ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিশ্বস্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। তাহারা আপনাকে বিজয়ী বিবেচনা করিয়া ব্যায়াম-কর্ষিত হইয়া শ্রান্ত আছে, অদ্য রজনীতে স্বীয় শিবিরে সুস্থ হইয়া প্রসুপ্ত সেই পাঞ্চালগণের সৈন্য-শিবিরকে দুষ্কর-রূপে খণ্ডন করিব; শিবিরে প্রেতের ন্যায় অচেতনাবস্থ সেই সকলকে খণ্ডন করিয়া, ইন্দ্র যেমন দানবগণকে নিসূদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি তাহাদিকে বিনষ্ট করিব। প্রদীপ্ত অনল যেমন তৃণ-কাষ্ঠাদি ধ্বংস করে, সেইরূপ আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমস্ত পাঞ্চালগণকে এককালে সংহার করিব। হে সত্তম! আমি পাঞ্চাল সকলকে নিহত করিয়া শান্তি লাভ করিব। পিণাকপাণি রুদ্র স্বয়ং সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া পশুমণ্ডলী-মধ্যে যেমন বিচরণ করেন, তেমনি আমি সমরে পাঞ্চাল-দলকে নিসূদন করত তাহাদিগের মধ্যে সঞ্চরণ করিব। অদ্য আমি পাঞ্চাল-সকলকে বিচ্ছিন্ন ও নিহত করিয়া হৃষ্ট হইয়া সমরে পাণ্ডবগণকে পীড়িত করিব। অদ্য আমি সমস্ত পাঞ্চাল-দ্বারা রণভূমিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া একে একে প্রত্যেককে প্রহার করত পিতার নিকট অনৃণ হইব। অদ্য আমি পাঞ্চালগণকে দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও জয়দ্রথের দুর্গম পথে প্রেরণ করিব। অদ্য রজনীতে আমি বল-পূর্ব্বক, পশুর মস্তকের ন্যায়, পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তক অবিলম্বে প্রমথন করিব। হে গৌতম! অদ্য রাত্রে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের শয়িত সন্তান সকলকে শাণিত খড়্গ-দ্বারা প্রমথিত করিব। হে মহামতে! অদ্য রজনী-যোগে সেই পাঞ্চাল-সেনা নিহত করিয়া আমি কৃতকৃত্য ও সুখী হইব।

অশ্বত্থামার মন্ত্রণায় তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ॥

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে অক্ষয়! ভাগ্য-ক্রমে তোমার প্রতিকর্ত্তব্য বিষয়ে এইরূপ মতি হইয়াছে, স্বয়ং বজ্রধরও তোমাকে এ বিষয়ে নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন। প্রভাতে আমরা উভয়ে তোমার অনুগমন করিব; অদ্য রজনীতে তুমি ধ্বজ ও কবচ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম কর। তুমি যখন শত্রুগণের অভিমুখে গমন করিবে, তখন আমি ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা উভয়ে কবচ ধারণ করত রথারোহণ-পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব। হে রথিবর! কল্য তুমি আমাদিগের সহিত সানুচর পাঞ্চাল শত্রু-সকলকে বিক্রম-পূর্ব্বক নিহত করিবে। তুমি বিক্রম প্রকাশ করিলে সকলই করিতে পার; এক্ষণে এই রাত্রিতে বিশ্রাম কর। হে তাত! তুমি বহুকাল জাগরণ করিতেছ, অদ্য রজনীতে নিদ্রা যাও। হে মানদ! তুমি বিশ্রান্ত, বিনিদ্র ও সুস্থচিত্ত হইয়া সমরে শত্রু সকলের সহিত সংগ্রাম করত তাহাদিগকে নিহত করিবে। তুমি রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি যদি উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ কর, তবে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও কি তোমাকে জয় করিতে উৎসাহ করেন? সমরে সংরব্ধ দ্রোণ-নন্দন কৃতবর্ম্মা-কর্ত্তৃক রক্ষিত ও কৃপের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিলে অন্য কি, দেবরাজও তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব আমরা অদ্য রজনীতে বিশ্রান্ত, বিনিদ্র ও বিজ্বর হইয়া রাত্রি প্রভাত হইলে শত্রু সকলকে নিহত করিব। তোমার অস্ত্র সকল দিব্য এবং আমারও অস্ত্র সকল দিব্য, সংশয় নাই; কৃতবর্ম্মাও মহাধনুর্দ্ধর এবং নিয়ত রণপণ্ডিত, অতএব হে তাত! আমরা সকলে

মিলিত হইয়া সমরে সমাগত শত্রু সমুদয়কে বলপূর্ব্বক সংহার করত প্রচুর প্রীতি প্রাপ্ত হইব। এক্ষণে তুমি ব্যগ্র না হইয়া বিশ্রাম কর এবং এই রজনীতে সুখে নিদ্রা যাও। তুমি রথী হইয়া সত্বর গমন করিলে শত্রুতাপন ধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও আমি বদ্ধ-কবচ হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগামী হইব। তুমি শত্রু-শিবিরে গমন করত নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া সমরে সংগ্রামকারি বৈরিগণের সুমহৎ পীড়ন করিবে। প্রভাতে নির্ম্মল দিবসে বিপক্ষগণের বিমর্দ্দন করিয়া মহাসুর সকলের নিসূদনকারি ইন্দ্রের ন্যায় বিহার কর। ক্রুদ্ধ দানবারি যেমন দৈত্য-সেনা জয় করিতে সমর্থ, তেমনি তুমি পাঞ্চাল-সেনা জয় করিতে উপযুক্ত পাত্র। তুমি কৃতবর্ম্মা-কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং আমার সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে তোমাকে স্বয়ং বজ্রধরও সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন না। হে তাত! কৃতবর্ম্মা ও আমি সমরে পাণ্ডবগণকে জয় না করিয়া কোন স্থানে যাইব না। পাণ্ডবগণের সহিত ক্রুদ্ধ পাঞ্চালগণকে সমরে হত করিয়া সকলে নিবৃত্ত হইব, অথবা আমরা হত হইয়া স্বর্গে গমন করিব। হে অনঘ! হে মহাবাহো! আমরা প্রভাতে সমস্ত উপায়-দ্বারা সমরে তোমার সহায় হইব, ইহা সত্য কহিতেছি।

হে মহারাজ! অনন্তর, অশ্বত্থামা মাতুলের এইরূপ হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন যে, আতুর, অমর্ষিত, অর্থ-চিন্তাপরায়ণ এবং কামিনীকামুক ব্যক্তির নিদ্রা কোথায়? দেখুন, এক্ষণে এই চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতর অমর্ষ আমার নিদ্রা নাশ করিতেছে। ইহলোকে ইহা হইতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে? পিতার বধের বিষয় স্মরণ করত দিবা রাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কোন ক্রমে শান্ত হয় না। পাপাত্মা পাঞ্চাল আমার পিতাকে যেরূপে নিহত করিয়াছে, তাহা আপনার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সেই সকল বিষয় আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। মাদৃশ ব্যক্তি এইরূপে পিতৃবধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকালও কিরূপে জীবিত থাকিতে পারে? "দ্রোণ হত হইয়াছেন" পাঞ্চালগণের প্রমুখাৎ যখন আমি এই কথা শ্রবণ করিলাম, তখন সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত না করিয়া জীবন ধারণে উৎসাহ করি নাই। আমার পিতাকে নিহত করায় সে আমার বধ্য হইয়াছে এবং যে সকল পাঞ্চালেরা তাহার সহিত সঙ্গত আছে, তাহারাও আমার বধ্য। আর ভগ্নসকৃথ নৃপতির যে বিলাপ-বাক্য আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কোন্ ক্রূর ব্যক্তির হৃদয়কেও দগ্ধ না করে? সেই ভগ্নসকৃথ রাজার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন্ করুণা-শূন্য জনেরও নয়ন-দ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিগলিত না হয়? যিনি আমার মিত্রপক্ষ, আমি জীবিত থাকিতে তিনি পরাজিত হইলেন! অতএব, বারিবেগ যেমন সাগরকে বর্দ্ধিত করে, তেমনি রাজা দুর্য্যোধন আমার শোক-সাগরকে বর্দ্ধিত করিতেছেন। এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি, অতএব আমার নিদ্রাই বা কোথায়? সুখই বা কোথায়? হে মাতুল! বাসুদেব ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, সেই পাঞ্চালগণকে আমি মহেন্দ্রেরও অবিসহ্য জ্ঞান করি। আর আমি এই সমুত্থিত ক্রোধকে কোন প্রকারেই সংযত করিতে সমর্থ নহি। আমাকে এই ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত করে, ইহলোকে আমি তাদৃশ লোক দেখিতে পাই না। আমার বুদ্ধিতে এইরূপ নিশ্চিত এবং ইহা সাধু-সম্মত বলিয়াও বোধ হইতেছে; বার্ত্তাবহগণ আমার মিত্রদিগের পরাভব প্রকাশ করিতেছে। পাণ্ডবদিগের বিজয় আমার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করিতেছে। অদ্য আমি রজনীযোগে সুপ্ত শত্রুগণের বিমর্দ্দন করিয়া বিশ্রাম করিব এবং বিজ্বর হইয়া নিদ্রা যাইব।

অশ্বত্থামার মন্ত্রণা-বাক্যে চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪॥

কৃপাচার্য্য কহিলেন, আমার বিবেচনা হয়, অনিয়তেন্দ্রিয় দুর্ম্মেধা পুরুষ শুশ্রূষু হইলেও তাহাকে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। এইরূপ মেধাবী হইয়া যে পুরুষ বিনয় শিক্ষা না করে, সেও ধর্ম্মার্থ-নিশ্চয় কিছুই জানে না। দর্ব্বী যেমন সূপরসের আস্বাদন জানিতে পারে না, সেইরূপ জড়মতি শূর পুরুষ চিরকাল পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে সমর্থ হয় না, আর জিহ্বা যেমন সূপরসের স্বাদ গ্রহণ করে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকাল মাত্র পণ্ডিতের উপাসনা করিয়া অবিলম্বে ধর্ম্মতত্ত্ব সকল অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। সংযতেন্দ্রিয় শুশ্রূষু মেধাবী পুরুষ সমস্ত আগম জ্ঞাত হয়েন এবং গ্রাহ্য বিষয়ে বিরোধ করেন না। কুনীতি-সম্পন্ন অবমানী দুরাত্মা পাপ-পুরুষ দৈব কল্যাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহু পাপকর কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে। সহায়-সম্পন্ন সুহৃৎ সকল পাপ-কার্য্য হইতে প্রতিষেধ করেন, তাহাতে লক্ষ্মী-বান্ পুরুষ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়েন, অলক্ষ্মীবান্ কদাচ নিবৃত্ত হয় না। ক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি যেমন বহু-বিধ বাক্য-দ্বারা নিয়মিত হয়, সেইরূপ সুহৃৎ-কর্ত্তৃক সে শান্ত হইয়া থাকে, সুহৃদের অশক্য হইলে সে অবসন্ন হয়। প্রাজ্ঞগণ কোন বুদ্ধিমান্ বন্ধুকে পাপ কর্ম্ম করিতে দেখিলে শক্তি অনুসারে তাহাকে পুনঃপুন প্রতিষেধ করিয়া থাকেন। অতএব হে বৎস! তুমি কল্যাণ বিষয়ে মনঃ সমাধান-পূর্ব্বক আপনাকে আপনিই নিয়মিত করত আমার বাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে আর পশ্চাত্তাপ করিবে না। সুপ্ত ব্যক্তিগণকে বধ করা লোকে ধর্ম্মত প্রশংসনীয় নহে, সেইরূপ যাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, রথ ও অশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, 'তোমারই আমি' এই কথা বলিয়া যাহারা শরণাগত হইয়াছে, যাহাদিগের কেশপাশ বিমুক্ত হইয়াছে এবং যাহাদিগের বাহন হত হইয়াছে, তাহাদিগের বধও প্রশংসনীয় নহে। অদ্য রজনীতে পাঞ্চালগণ কবচ বিমোচন করত সকলে প্রেতের ন্যায় অচেতন হইয়া বিশ্বস্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। যে ক্রূর পুরুষ তাহাদিগের সেইরূপ অবস্থাকে দ্রোহ করিবে, সে অবশ্যই দুস্তর নরকে নিমগ্ন হইবে। তুমি লোক-মধ্যে সমস্ত অস্ত্রবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত আছ, অতএব জন-সমাজে কখন যেন তোমার অণুমাত্র পাপ সঞ্চয় না হয়। কল্য দিবাকর উদিত হইলে তুমিও সূর্য্য-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন হইবে, তখন সকলের সমক্ষে সমরে তুমি শত্রু সকলকে জয় করিবে। শুক্লবস্তুতে রক্তবর্ণের উপন্যাসের ন্যায় তোমাতে বিগর্হিত কর্ম্ম অসম্ভাবিত, ইহা আমার বিবেচনা হয়।

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে মাতুল! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা উচিত বটে, সংশয় নাই; কিন্তু পাণ্ডবেরা এই ধর্ম্ম-সেতুকে শতধা বিদলিত করিয়াছে। ভূমিপাল সকলের প্রত্যক্ষে এবং আপনাদিগের সমীপে আমার পিতা শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিল। রথিবর কর্ণের রথচক্র পতিত হইলে তিনি যখন পরম বিপদে নিমগ্ন হইলেন, তখন গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় তাঁহাকে নিহত করিল। সেইরূপ শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম ন্যস্তশস্ত্র ও নিরস্ত্র হইলে, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবা সমরে প্রায়োপবেশন করিলে চীৎকারকারি ভূপালবর্গের সমক্ষে সাত্যকি-কর্ত্তৃক পাতিত হইলেন। ভীম দুর্য্যোধনের সহিত গদাযুদ্ধে সঙ্গত হইয়া ভূমিপাল সকলের সাক্ষাতে অধর্ম্ম অনুসারে তাঁহাকে নিপাতিত করিল। নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন একাকী বহু মহারথ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ভীমসেন-কর্ত্তৃক অধর্ম্ম অনুসারে পাতিত হইলেন।

রাজা দুর্য্যোধনের উরুদেশ ভগ্ন হইলে বার্ত্তাবহগণের কথোপকথনে তাঁহার যেরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। এইরূপে অধার্ম্মিক পাঞ্চালেরা ধর্ম্ম-সেতু ভগ্ন করি-

য়াছে, অতএব সেই মর্য্যাদা-শূন্য পাপাত্মাদিগকে আপনি নিন্দা না করিবেন কেন? রজনীতে নিদ্রাগত পিতৃহন্তা পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়া আমি জন্মান্তরে কীট বা পতঙ্গ-যোনি প্রাপ্ত হইব, তাহাও আমার শ্রেয়। অদ্য আমার যাহা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি তাহাতেই সত্বর হইলাম; আমি যখন কর্ত্তব্য বিষয় সম্পন্ন করিতে সত্বর হইতেছি, তখন আমার নিদ্রাই বা কোথায় এবং সুখই বা বা কোথায়? পাঞ্চালগণের বধ বিষয়ে আমার যে বুদ্ধি নিশ্চিত হইয়াছে, তাহার অন্যথা করে, এমন পুরুষ জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ দ্রোণনন্দন এইরূপ কহিয়া একান্তে অশ্ব-যোজনা-পূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য উভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, হে নরবর! তুমি কি জন্য রথ-যোজনা করিলে এবং কোন্ অভিলষিত কার্য্য করিবে? আমরা উভয়ে তোমার সহিত এক উদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছি এবং আমরা তোমার সুখ-দুঃখের সম-ভাগী; অতএব আমাদিগকে শঙ্কা করা তোমার উচিত নহে।

অশ্বত্থামা পিতৃ-বধের বিষয় স্মরণ করত তৎকালে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ কর্ত্তব্য বিষয় সত্য করিয়া বলিলেন যে, আমার পিতা শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা শত সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। আমি অদ্য সেই বিমুক্ত-কবচ পাপাত্মা পাঞ্চালরাজ-পুত্রকে পাপকর্ম্ম-দ্বারা সেইরূপেই নিহত করিব; পাপাত্মা পাঞ্চালরাজ-পুত্র আমা-কর্ত্তৃক পশুবৎ নিহত হইয়া শস্ত্রজিত লোক সকল প্রাপ্ত না হয়, ইহাই আমার বাসনা। হে শত্রুতাপন রথিপ্রবর-দ্বয়! আপনারা অবিলম্বে বদ্ধ-কবচ হইয়া মুদ্গার ও কার্ম্মুক ধারণ-পূর্ব্বক আমার রক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন। অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া রথারোহণ করত শত্রুদিগের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! কৃপ ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা তাঁহার অনুগামী হইলেন। তাঁহারা তিন জন বিপক্ষগণের অভিমুখে প্রস্থিত হইয়া, যজ্ঞস্থলে হূয়মান প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, বিরাজিত হইলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের শিবিরে সমস্ত লোক নিদ্রিত থাকিলে তাঁহারা তথায় গমন করিলেন, মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া তথায় অবস্থিত রহিলেন।

অশ্বত্থামার পাণ্ডব-শিবির গমনে পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামাকে তাদৃশভাবে দ্বারদেশে অবস্থিত দেখিয়া কি করিলেন, তাহা বল।

সঞ্জয় কহিলেন, ক্রোধাক্রান্ত-চিত্ত মহারথ দ্রোণনন্দন কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক শিবির-দ্বারে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া এক মহাকায় ভূত দ্বার আশ্রয়-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে দেখিতে পাইলেন। তাহার দ্যুতি চন্দ্র ও সূর্য্য-সদৃশ, দেখিলে রোমাঞ্চ হয়, তাহার পরিধান রুধিরধারা-সমন্বিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন, সর্পই যজ্ঞোপবীত। তাহার পীন ও আয়ত বাহু সকল বিবিধ অস্ত্রক্ষেপে উদ্যত, শরীর মহাসর্প-দ্বারা সন্নদ্ধ, মুখমণ্ডল জ্বালামালা-দ্বারা আকুল, দংষ্ট্রা-দ্বারা করাল এবং বিচিত্র নয়ন-সহস্র-দ্বারা বিভূষিত। আস্য ব্যাদিত ও ভয়ানক। তাহার শরীর ও বেশের বর্ণন করা দুঃসাধ্য। পর্ব্বত সকলও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিলে স্ফুটিত হয়। তাহার মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও নেত্র-সহস্র হইতে মহা জ্যোতীরাশি প্রাদুর্ভূত হইতেছে এবং তেজঃ-সমূহ হইতে শঙ্খ-চক্র-গদাধর শত সহস্র হৃষীকেশ উৎপন্ন হইতেছেন।

অশ্বত্থামা সেই লোক-ভয়ঙ্কর অতি অদ্ভুত ভূতকে দর্শন করিয়া ব্যথিত না হইয়া দিব্য অস্ত্র-সমূহ বর্ষণ-

দ্বারা তাহাকে আকীর্ণ করিলেন। বাড়বানল যেমন বারিধির বারি-প্রবাহ পান করে, তদ্রূপ সেই মহৎ ভূত দ্রোণ-নন্দন-কর্তৃক বিমুক্ত শর-সমূহ গ্রাস করিল। অশ্বত্থামা সেই সমস্ত শর নিরর্থক হইল দেখিয়া তাহার প্রতি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় এক রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। আকাশ হইতে বিচ্যুত মহা উল্কা যেমন প্রলয়-কালীন সূর্য্যকে আঘাত করিয়া বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ সেই দীপ্তাগ্র চক্র তাহাকে আহত করিয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর, গর্ত্ত হইতে সর্পকে যেমন নির্গত করে, সেইরূপ অশ্বত্থামা কোষ হইতে অবিলম্বে স্বর্ণমুষ্টি-যুক্ত আকাশবর্ণ দিব্য খড়্গ নিষ্কাশিত করিলেন। পরিশেষে ধীমান্ দ্রোণ-নন্দন তৎকালে ভূতের প্রতি সেই উৎকৃষ্ট খড়্গ প্রেরণ করিলেন। সেই খড়্গ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া বিবর-প্রবেশকারী নকুলের ন্যায় তাহার দেহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর, দ্রোণ-পুত্র কুপিত হইয়া ইন্দ্রকেতু-সন্নিভ প্রজ্বলিত গদা লইয়া ভূতের প্রতি প্রেরণ করিলেন, সে তাহাও গ্রাস করিল।

অনন্তর, অশ্বত্থামা সমস্ত অস্ত্র অভাবে ইতস্তত নিরীক্ষণ করত জনার্দ্দন সমূহ-দ্বারা আকাশকে নিরবকাশ দেখিলেন। অস্ত্রহীন দ্রোণ-নন্দন সেই অদ্ভুত কাণ্ড অবলোকন করিয়া কৃপ-বাক্য স্মরণ করত অতি সন্তপ্ত হইয়া বলিলেন যে, যে ব্যক্তি অপ্রিয় অথচ পথ্যবাদি সুহৃৎ সকলের বাক্য শ্রবণ না করে, আমি যেমন কৃপ ও কৃতবর্ম্মার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া আপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ সেই ব্যক্তিও আপন্ন হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। যে মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্র-দৃষ্ট শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া জিঘাংসা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে ধর্ম্মপথ হইতে প্রচ্যুত হইয়া কুপথে প্রতিহত হইয়া থাকে। গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু, দুর্ব্বল, জড়, অন্ধ, সুপ্ত, ভীত, নিদ্রোত্থিত, মত্ত, উন্মত্ত ও প্রমাদ-গ্রস্ত জনগণের প্রতি শস্ত্রপাত করিবে না। পূর্ব্বে গুরুতর লোকেরা মানবগণকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন; কিন্তু আমি সেই শাস্ত্রদৃষ্ট সনাতন পথ অতিক্রম করিয়া কুপথে পদার্পণ-পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করত ঘোরতর আপদে পতিত হইলাম। মহৎ কার্য্যে উদ্যত হইয়া ভয়-বশত তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াকেও পণ্ডিতেরা ঘোর আপদ বলিয়া থাকেন। ইহলোকে শক্তি-বলে কর্ম্ম করা দুঃসাধ্য, দৈব অপেক্ষা মানুষ কর্ম্ম গুরুতর বলিয়া উক্ত হয় না। কোন ব্যক্তি যদি মানুষকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দৈব-বশত তাহাতে সিদ্ধি লাভ না করে, তবে সে ধর্ম্মপথ হইতে প্রচ্যুত হইয়া বিপথ প্রাপ্ত হয়। প্রতিজ্ঞা-সহকারে কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া ভয়-বশত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে, পণ্ডিতেরা উহাকে অবিজ্ঞের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আমি এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায় ভয়াবিষ্ট হইলাম! কিন্তু, দ্রোণ-নন্দন কখন সমরে কোন প্রকারে নিবৃত্ত হয়েন না। এই সুমহৎ ভূত দৈব-দণ্ডের ন্যায় উদ্যত হইয়াছে, আমি সর্ব্বতোভাবে চিন্তা করিয়া ইহা কি, তাহা জানিতে পারিলাম না। আমার এই যে কলুষীকৃত বুদ্ধি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার প্রতিঘাতের জন্যই এই ভয়ঙ্কর ফল উপস্থিত হইল, সন্দেহ নাই; অতএব আমার এই যে যুদ্ধে নিবর্ত্তন, তাহা দৈব-বিহিত, এই সংসার-মধ্যে দৈবানুকূল্য-ব্যতীত কোন বিষয়ে উদ্যত হওয়া কাহারও সাধ্য নহে, সুতরাং আমি এক্ষণে সর্ব্বেশ্বর মহাদেবের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমার এই ঘোরতর দৈবদণ্ড বিনাশ করিবেন। সেই কপর্দ্দী দেবদেব উমাপতি অনাময় কপালমালী রুদ্র ভগনেত্রহর হর তপস্যা ও বিক্রম-প্রভাবে সমস্ত দেবতার শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি সেই শূলপাণি গিরীশের শরণাগত হই।

মহাভূত দর্শনে অশ্বত্থামার চিন্তায়
ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা

এইরূপ চিন্তা করিয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক দেবেশ মহাদেবের প্রতি প্রণত হইলেন। অশ্বত্থামা কহিলেন, সেই উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, সর্ব্ব, ঈশান, ঈশ্বর, গিরিশ, বরদ, দেব, ভবভাবন, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, অজ, শুক্র, দক্ষযজ্ঞহর, হর, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বহুরূপ, উমাপতি, শ্মশানবাসী, দৃপ্ত, মহাগণপতি, বিভু, খট্টাঙ্গধারী, রুদ্র, জটিল, ব্রহ্মচারী ত্রিপুরারিকে আমি সুবিশুদ্ধ-চিত্ত ও অল্পতেজঃ-সম্পন্ন আত্ম উপহার-দ্বারা পূজা করিব। স্তুত, স্তুত্য, স্তূয়মান, অমোঘ কৃত্তিবাসা, বিলোহিত, নীলকণ্ঠ, অসহ্য, দুর্নিবারণ, শুভ্র, ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী, ব্রতবন্ত, তপোনিষ্ঠ, অনন্ত, তাপসগতি, বহুরূপ, গণাধ্যক্ষ, ত্র্যক্ষ, পারিষদপ্রিয়, কুবের-নিরীক্ষিত-বদন, গৌরী-হৃদয়-বল্লভ, কুমার-পিতা, পিঙ্গ, বৃষোত্তম-বাহন, তনুবাসা, অত্যুগ্র, উমাভূষণ-তৎপর, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, উত্তম বাণাস্ত্রধারী, দিগন্ত ও দেশ-রক্ষাকারী, হিরণ্যবর্ম্মা, চন্দ্রমৌলি দেবকে আমি পরম সমাধি-দ্বারা শরণ-রূপে আশ্রয় করি। অদ্য যদ্যপি এই ঘোরতর সুদুস্তর আপদ হইতে উত্তীর্ণ হই, তবে শরীরস্থ পবিত্র সর্ব্বভূত উপহার-দ্বারা অগ্নিকে পূজা করিব।

স্বীয় কার্য্যের উদ্যোগ-হেতু অশ্বত্থামার এইরূপ চেষ্টা জানিয়া সেই মহাত্মার অগ্রভাগে কাঞ্চনময়ী বেদী প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! তৎকালে সেই বেদীতে চিত্রভানু অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। সেই অগ্নি শিখা-সমূহ-দ্বারা দিক্ বিদিক্ ও আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। তাহাতে দীপ্তবদন, দীপ্তনয়ন, বহু পাদ, বহু মস্তক, বহু বাহু, রত্নময় বিচিত্র কবচ-ধারী সমুদ্যত-কর-মাতঙ্গ ও শৈল-সদৃশ মহাগণ সকল প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কুক্কুর-বদন, কেহ বরাহ-মুখ, কেহ উষ্ট্রবক্ত্র, কেহ অশ্বমুখ, কেহ গোমায়ু-বদন, কেহ গোমুখ, কেহ ভল্লুক-বদন, কেহ মার্জ্জার-মুখ, কেহ ব্যাঘ্র-বদন, কাহারও চিত্রব্যাঘ্রের ন্যায় আনন, কেহ চক্রবাক-বদন, কেহ কারণ্ডবলপন, কেহ শুকানন, কেহ মহা অজগর-বক্ত্র, কেহ সিংহাস্য, কেহ সিতপ্রভা-সম্পন্ন, কেহ সারস-মুখ, কেহ চাসবক্ত্র, কেহ কূর্ম্মমুখ, কেহ নক্রবক্ত্র, কেহ শিশুমার-বদন, কেহ মহামকরমুখ, কেহ তিমি-বদন কেহ নকুল-মুখ, কেহ ক্রৌঞ্চ-বদন, কেহ কপোত-বদন, কেহ দ্বিরদাস্য, কেহ চিত্রপারা-বত-মুখ, কেহ মণ্ডুক-বদন। হে মহারাজ! কাহারও হস্তের ন্যায় কর্ণ, কেহ সহস্রাক্ষ, কেহ কেহ মহো-দর, কেহ মাংস-শূন্য, কেহ কাক-বদন, কেহ শ্যেনা-নন। হে মহারাজ! সেইরূপ কেহ কেহ শিরোহীন, কেহ ঋক্ষমুখ, কাহারও কাহারও নেত্র ও জিহ্বা প্রদীপ্ত, কেহ কেহ জ্বালাবর্ণ। হে রাজেন্দ্র! কাহারও কেশ সকল অগ্নিশিখার ন্যায়, কাহারও চতুর্ব্বাহুতে লোম সকল জ্বলিতেছে। হে মহারাজ! কেহ কেহ মেষ-বদন, কেহ কেহ ছাগমুখ, কাহারও আভা শঙ্খের ন্যায়, কাহারও মুখ শঙ্খ-সদৃশ, কাহারও কর্ণ শঙ্খ-তুল্য, কেহ কেহ শঙ্খমালা-পরিবৃত, কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি সম স্বর-বিশিষ্ট, কেহ জটাধর, কেহ পঞ্চ-শিখাযুক্ত, কেহ মুণ্ডিত-মুণ্ড, কেহ কৃশোদর, কেহ চতুর্দন্ত, কেহ চতুর্জ্জিহ্ব, কেহ শঙ্কুকর্ণ, কেহ কেহ কিরীটধারী। হে মহারাজ! কেহ মৌঞ্জীধর, কেহ কুঞ্চিতকেশ, কেহ উষ্ণীশধারী, কেহ মুকুটধারী, কেহ চারুমুখ, কেহ কেহ বা সুন্দর অলঙ্কৃত, কেহ কেহ পদ্ম, উৎপল ও কুমুদের শেখরধারী, এইরূপ মাহাত্ম্য-যুক্ত শত সহস্র গণ প্রাদুর্ভূত হইল। তাহা-দিগের কাহারও হস্তে শতঘ্নী, কাহারও হস্তে বজ্র, কেহ মুষলপাণি, কেহ পাশহস্ত, কেহ গদাহস্ত, কেহ বা ভুষণ্ডীধারী, কাহারও পৃষ্ঠদেশে তূণ বন্ধ, কোন কোন রণমত্ত গণ বিচিত্র বাণধারী, তাহারা সকলেই ধ্বজ, পতাকা, ঘণ্টা ও পরশু-সমন্বিত, মহাপাশ-হস্ত ও লগুড়ধারী, কেহ স্থূণাহস্ত, কেহ খড়্গপাণি, কেহ কেহ সর্পময়-কিরীটধারী, কেহ মহাসর্পের কবচ-ধারী, কেহ কেহ বিচিত্র আভরণধারী, কেহ ধূলিধ্বস্ত, কেহ পঙ্কসিক্ত, সকলেই শুক্লবস্ত্র ও শুক্লমালাধারী,

কেহ কেহ নীলবর্ণ, কেহ কেহ কপিলবর্ণ, কেহ কেহ মুণ্ডিত-মস্তক।

সেই সমস্ত কনকপ্রভ পারিষদগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, আনক ও গোমুখ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ বা চীৎকার ধ্বনি করত লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল, কেহ কেহ নিনাদকারি মত্ত মাতঙ্গ-সমুহের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু মহা নিনাদ করত প্রচণ্ড-বেগে ধাবমান হওয়ায় তাহাদিগের কেশ সমুদয় পবন-বেগে উদ্ধূত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত অতিভয়ঙ্কর ঘোররূপ শূল পট্টিশধারী পারিষদেরা নানাবিধ বসন এবং বিচিত্র মাল্য ও অনুলেপন ধারণ করিয়াছিল। তাহাদিগের শরীর রত্নময় বিচিত্র কবচ-দ্বারা আবৃত, বাহু সমুদয় সমুদ্যত, সেই সকল অসহ্যবিক্রম শূরগণ শত্রু-সমুহের হন্তা, তাহারা বসা শোণিত-প্রভৃতি পান করিত, মাংস ও অন্ত্র-প্রভৃতি ভোজন করিত, তাহারা সকলেই চূড়া ও কর্ণ-ভূষণ ধারণ করিত, সকলেই আহ্লাদিত, তাহাদিগের উদর পিঠরের ন্যায়, তাহা-দিগের মধ্যে অনেকেই অতিহ্রস্ব শরীর এবং অনে-কের শরীর অতি দীর্ঘ ছিল, অনেকেই লম্বমান এবং অনেকেই অতি ভৈরব মুর্ত্তি, অনেকেই বিকটাকার, অনেকের ওষ্ঠ লম্বমান ও কৃষ্ণবর্ণ, অনেকের মুষ্ক ও মেঢ্র বৃহৎ, অনেকে মহামুল্য বিবিধ মুকুট-দ্বারা সুশোভিত, অনেকে মুণ্ডিতমুণ্ড, অপরে জটাধারী, তাহারা সকলে ভূমণ্ডলে যেন চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-সমন্বিত আকাশমণ্ডলের আবির্ভাব করিল।

যাহারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ ভূত-সমুহকে নিহত করিতে উৎসাহ করিয়া থাকে; যাহারা নির্ভয় হইয়া নিয়ত মহেশ্বরের ভ্রূভঙ্গী সহ্য করে; যাহারা সতত ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে; ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরই যাহাদিগের ঈশ্বর; যাহারা নিয়ত নিত্যানন্দে প্রমুদিত, বাগীশ ও মাৎসর্য্য-শূন্য; যাহারা অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও বিস্ময়াপন্ন হয় না; ভগবান্ শঙ্কর যাহাদিগের কর্ম্ম-দ্বারা নিয়ত বিস্মিত হয়েন; যাহারা ভক্তি-হেতু বাক্য, মন ও কর্ম্ম-দ্বারা মহেশ্বরকে আরাধনা করিলে, তিনি সেই ভক্তগণকে বাক্য, মন ও কর্ম্ম-দ্বারা ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেন; যাহারা বসা ও শোণিত পান করে এবং ব্রাহ্মণ-দ্বেষীর প্রতি সতত ক্রুদ্ধ হয়; যাহারা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-স্বরূপ সোমরস সতত পান করিয়া থাকে; বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-দ্বারা যাহারা মহে-শ্বরকে সম্যক্ আরাধনা করত শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রভু মহে-শ্বর পার্ব্বতীর সহিত আত্ম-স্বরূপ যে মহাভূতগণ-দ্বারা ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিয়া থাকেন, তাহারা নানাবিধ বাদ্য, হাস্য, বাহ্বাস্ফোট, আক্রোশ ও গর্জ্জন-দ্বারা জগন্মণ্ডল নিনাদিত করত অশ্বত্থা-মার অভিমুখে আগমন করিল। তাহারা মহাত্মা দ্রোণ-নন্দনের মহিমা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছু হইয়া সৌপ্তিক দর্শন এবং তাঁহার তেজঃপ্রভাব জানিবার অভিলাষে স্বীয় প্রভা প্রখর করিয়া মহাদেবকে স্তুতি করত উপস্থিত হইল। সেই ভূত সকল ভয়ঙ্কর উগ্রতর শূল, পট্টিশ, পরিঘ ও অলাত অস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইল; যাহাদিগকে দর্শন করিয়া ত্রিলোকের লোকের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয়, মহাবল অশ্বত্থামা তাহাদিগকে দর্শন করত কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর, ধনুর্দ্ধর দ্রোণ-তনয় গোধা ও অঙ্গুলিত্র বন্ধন-পূর্ব্বক আপনিই আপনাকে উপহার প্রদান করিলেন। হে ভারত! সেই কর্ম্মে ধনুঃ সমুদয় সমিধ, শাণিত শর সকল পবিত্র এবং সেই আত্মবান্ অশ্ব-ত্থামার আত্মাই আজ্য হইল। পরিশেষে মহামন্যু প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন সোম-দৈবত মন্ত্র-দ্বারা আ-ত্মাকে উপহার প্রদান করিলেন। শৌর্য্যশালী অশ্ব-ত্থামা কৃতাঞ্জলিপুটে রৌদ্রকর্ম্মা মহাত্মা রুদ্রদেবকে স্তুতি করিয়া এই কথা বলিলেন।

অশ্বত্থামা কহিলেন, ভগবন্! আঙ্গিরস-কুলে উৎপন্ন এই আত্মাকে আমি অদ্য অগ্নিতে হোম করিতেছি, তুমি আমাকে বলি-স্বরূপে প্রতিগ্রহ কর। হে বিশ্বাত্মন্ মহাদেব! আমি পরম সমাধি-দ্বারা তোমার প্রতি ভক্তি-বশত তোমার অগ্রে আত্ম সম্প্রদান করিতেছি, তোমাতে সমস্ত ভুত অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তুমিও সমস্ত ভুতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ, প্রধান প্রধান গণ-সকলের শ্রেষ্ঠত্ব তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে সর্ব্বভূতাশ্রয় বিভো! যদি শত্রুগণ আমার অজেয় হয়, তবে আমি তোমার নিকট আজ্য-স্বরূপে অবস্থিত আছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

অশ্বত্থামা সেই প্রদীপ্ত পাবকাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আশ্রয়-পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়া আত্ম-পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অগ্নিতে আরোহণ করত উপবেশন করিলেন। ভগবান্ মহাদেব স্বয়ং সেই ঊর্দ্ধবাহু নিশ্চেষ্ট দ্রোণ-নন্দনকে আজ্য-স্বরূপে উপস্থিত দেখিয়া যেন হাস্য করত কহিলেন যে, অক্লিষ্ট-কর্ম্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সরলতা, দান, তপস্যা, নিয়ম, ক্ষমা, ভক্তি, ধৃতি, বুদ্ধি ও বচন-দ্বারা যথা-বিধানে আমাকে আরাধনা করিয়াছেন, অতএব কৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কেহ আমার প্রিয়তম নাই। আমি তাঁহার সম্মান ও তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া সহসা পাঞ্চালগণকে রক্ষা করিয়াছি এবং বার বার মায়ার প্রকাশও করিয়াছি। পাঞ্চালগণকে রক্ষা করত আমি কৃষ্ণেরই সম্মান করিয়াছি, এক্ষণে ইহারা কাল-কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছে; অতএব ইহাদের জীবন নাই।

ভগবান্ মহাত্মা অশ্বত্থামাকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট নির্ম্মল খড়্গ প্রদান-পূর্ব্বক তদীয় শরীরে আবিষ্ট হইলেন। অশ্বত্থামা ভগবানের আবেশ-বশত তেজ-দ্বারা অধিকতর প্রজ্বলিত হইলেন এবং দৈবসৃষ্ট তেজ-দ্বারা যুদ্ধে অতিশয় বলবান্ হইয়া উঠিলেন। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায় তিনি শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিতে থাকিলে অদৃশ্য ভুত-গণ ও রাক্ষস-সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

অশ্বত্থামার শিবির প্রবেশ সপ্তম অধ্যায়॥ ৭॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা সেইরূপে শিবিরে প্রয়াণ করিলে, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য ভয়ার্ত্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়েন নাই ত? তাঁহারা সামান্য রক্ষকগণ-কর্ত্তৃক নিবারিত ও বিলোকিত হয়েন নাই ত? সেই মহারথ-দ্বয় এই কার্য্যকে অসহ্য জ্ঞান করত নিবৃত্ত হয়েন নাই ত? সোমক ও পাণ্ডবগণকে নিহত এবং শিবির মথন করিয়া সমরে দুর্য্যোধনের ন্যায় পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন নাই ত? সেই বীর-দ্বয় পাঞ্চালগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ক্ষিতি-তলে শয়ন করেন নাই ত? যাহা হউক, তাঁহারা তৎকালে যাহা করিয়াছেন, তুমি আমাকে তাহা বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই মহাত্মা দ্রোণ-পুত্র শিবিরে গমন করিলে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা শিবিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্বত্থামা সেই দুই মহারথকে যত্নবান্ দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া মৃদুস্বরে এই কথা বলিলেন যে, আপনারা যত্নবান্ হইলে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশে সমর্থ হয়েন, এই হতাবশিষ্ট বিশেষত প্রসুপ্ত পাঞ্চাল-গণের পক্ষে ত কথাই নাই। আমি শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিব; কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিতে আপনাদিগের নিকট হইতে যে প্রকারে মুক্ত না হয়, আপনাদিগের সেই-রূপ করা কর্ত্তব্য, আমার বুদ্ধিতে ইহা নিশ্চয় হই-তেছে। অশ্বত্থামা এইরূপ কহিয়া আত্ম-ভয় পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া অদ্বার-দ্বারা পাণ্ডব-গণের মহৎ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সেই মহা-বাহু শিবির-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উদ্দেশে অল্পে অল্পে তাঁহার বসতি স্থানের সন্নিহিত হই-

লেন। তাঁহারা সমরে সুমহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত থাকায় সকলে একত্র মিলিত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রা যাইতেছিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকটেই শয্যাতলে নিদ্রিত দেখিলেন, তিনি সেই মহাত্মাকে পট্টবস্ত্র ধবলিত মহামূল্য আস্তরণ-সংবৃত, উৎকৃষ্ট মাল্যযুক্ত, ধূপ ও সুগন্ধিচূর্ণ-দ্বারা সুবাসিত শয়নে বিশ্বস্ত ও অকুতোভয়ে নিদ্রিত দেখিয়া চরণ-দ্বারা প্রবোধিত করিলেন। অসীম-বুদ্ধি রণ-দুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন পদ স্পর্শ জ্ঞান-পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া মহারথ দ্রোণ-পুত্রকে জানিতে পারিলেন। মহাবল অশ্বত্থামা তাঁহাকে শয্যা হইতে উত্থিত দেখিয়া কর-দ্বয়-দ্বারা কেশ ধারণ করত মহীতলে নিষ্পেষণ করিলেন। হে মহারাজ! পাঞ্চালরাজ-পুত্র তৎকালে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট হইয়া ভয় ও নিদ্রা-বশত কোন চেষ্টা করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা সেই চীৎকারকারী কম্পমান ধৃষ্টদ্যুম্নকে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে পদ-দ্বারা আক্রমণ করিয়া পশুবধের ন্যায় বধ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন নখ-দ্বারা অশ্বত্থামাকে খণ্ডিত করত অপরিস্ফুট-রূপে বলিলেন, 'আচার্য্য-পুত্র! আমাকে শস্ত্র-দ্বারা বিনাশ কর, বিলম্ব করিও না। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিমিত্ত সুকৃতলোকে গমন করি।' বলবান্ অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক নিতান্ত আক্রান্ত শক্রতাপন পাঞ্চালরাজ-তনয় এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। অশ্বত্থামা তাঁহার সেই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রে কুলপাংসন! আচার্য্যঘাতিদিগের কোন লোক নাই; অতএব রে দুর্ম্মতে! তুমি শস্ত্র-দ্বারা নিহত হইবার উপযুক্ত নহ। অশ্বত্থামা এইরূপ বলিতে বলিতে সিংহ যেমন মত্ত মাতঙ্গকে প্রহার করে, সেইরূপ সেই বীরকে পাদ প্রহার-দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! গৃহ-মধ্যে সেই বীরকে এইরূপে প্রহার করিতে থাকিলে তাঁহার চীৎকার-শব্দে স্ত্রীগণ ও রক্ষি-পুরুষগণ জাগরিত হইয়া উঠিল। তাহারা সেই অতিমানুষ-বিক্রম অতিতেজস্বী অশ্বত্থামাকে দেখিয়া ভূত বিবেচনায় ভয়-বশত কোন কথা বলিতে পারিল না। তেজস্বী দ্রোণ-পুত্র তাঁহাকে উক্ত উপায়-দ্বারা যম-সদনে প্রেরণ-পূর্ব্বক এক সুদৃশ্য রথে অধিষ্ঠান করিলেন। হে মহারাজ! তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিক্ সকল নিনাদিত করত বিপক্ষগণের জিঘাংসা কারণ রথ-দ্বারা শিবিরে প্রয়াণ করিলেন।

অনন্তর, মহারথ দ্রোণ-নন্দন তথা হইতে নির্গত হইলে যোষিদ্গণ রক্ষকদিগের সহিত চীৎকার করিতে লাগিল, তাহারা রাজাকে নিহত দেখিয়া অতিশয় শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। হে মহারাজ! সন্নিহিত ক্ষত্রিয়গণ তাহাদিগের রোদন ধ্বনি শ্রবণে জাগরিত হইয়া অবিলম্বে কবচ পরিধান করিল এবং 'এ কি কাণ্ড' বলিয়া বিস্মিত হইল। হে মহারাজ! সেই সমস্ত বিত্রস্ত রমণীগণ অশ্বত্থামাকে নিরীক্ষণ করিয়া করুণ-স্বরে ক্ষত্রিয়দিগকে বলিল, 'তোমরা শীঘ্র ধাবিত হও, এ ব্যক্তি মনুষ্য কি রাক্ষস, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না; সহসা পাঞ্চালরাজকে নিহত করত রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে।'

অনন্তর, সেই সমস্ত প্রধান প্রধান যোদ্ধারা সহসা অশ্বত্থামাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিল। তিনি তাহাদিগকে আগমন-মাত্রেই রুদ্রাস্ত্র-দ্বারা নিপাতিত করিলেন। অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁহার অনুচরবর্গকে নিহত করিয়া অনতিদূরে উত্তমৌজাকে শয্যাতলে শয়ান দেখিলেন, দেখিবামাত্র সেই শক্রদমনকে কণ্ঠ ও বক্ষস্থলে পাদ-দ্বারা আক্রমণ-পূর্ব্বক বিমর্দ্দন করিয়া বিনাশ করিলেন। যুধামন্যু তাঁহাকে রাক্ষস-কর্ত্তৃক নিহত জ্ঞান করিয়া বেগভরে গদা উদ্যত করত অশ্বত্থামার হৃদয়ে তাড়না করিলেন। দ্রোণ-নন্দন ধাবিত হইয়া তাঁহাকে ধারণ

করিলেন এবং ক্ষিতিতলে পাতিত করত তাড়না করিয়া পশুবৎ তাঁহার বধ সাধন করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! বীর অশ্বত্থামা এইরূপে তাঁহাকে হত করিয়া অন্যান্য সংসুপ্ত মহারথগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। যজ্ঞস্থলে ঘাতক যেমন পশু সকলকে নিহত করে, তেমনি অশ্বত্থামা খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই সমস্ত কম্পমান মানবগণকে আহত করিলেন। তিনি অসিযুদ্ধ-বিশারদগণের সহিত ভাগক্রমে বিবিধ মার্গে বিচরণ করত কক্ষ-মধ্যে শয়ান এবং তন্মধ্যস্থিত শ্রান্ত ও ন্যস্তশস্ত্র রক্ষিগণকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক ক্ষণ কাল-মধ্যে পোথিত করিলেন। এইরূপে দ্রোণ-নন্দন কাল-প্রেরিত অন্তকের ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরাক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট অসিপত্র-দ্বারা অশ্ব, গজ ও যোদ্ধাদিগকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি ছিন্ন গজবাজির বিস্ফুরিত রুধির, লোহিতবর্ণ অসি এবং তাহার আক্ষেপণ-দ্বারা তিন প্রকারে রক্তোক্ষিত হইলেন। শোণিতসিক্ত ও দীপ্ত খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক যুধ্যমান দ্রোণ-নন্দনের অমানুষ আকার তৎকালে পরম ভীষণ-ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

হে কুরুরাজ! তৎকালে যাহারা জাগ্রত হইল, তাহারাও ঘোরতর শব্দে মোহিত হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করত দ্রোণ-নন্দনকে দর্শন-মাত্রেই ব্যথিত হইল। শত্রুকর্ষণ ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার তাদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করত তাঁহাকে রাক্ষস জ্ঞান করিয়া নয়ন নিমীলন করিল। তিনি কালের ন্যায় শিবির-মধ্যে বিচরণ করত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অবশিষ্ট সোমক সকলকে দেখিতে পাইলেন। হে মহারাজ! ধনুর্হস্ত মহারথ দ্রৌপদী-তনয়েরা সেই শব্দে বিত্রস্ত হইয়া এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত শ্রবণ করিয়া নির্ভয়ে অশ্বত্থামাকে শর-সমূহ-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন।

অনন্তর, শিখণ্ডী ও প্রভদ্রকগণ সেই শব্দে জাগরিত হইয়া শিলীমুখ-সমূহ দ্বারা দ্রোণ-পুত্রকে পীড়িত করিলেন। অশ্বত্থামা সেই সমস্ত মহারথকে শর বর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের জিঘাংসার্থ ঘোরতর নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, তিনি পিতার বধ-বৃত্তান্ত স্মরণ করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক সত্বর ধাবমান হইলেন। সেই বলবান্ অশ্বত্থামা সহস্র চন্দ্র-সমন্বিত বিমল চর্ম্ম এবং সুবর্ণ-পরিষ্কৃত দিব্য বিপুল খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সমরে দ্রৌপদীর পুত্রগণের অভিমুখে ধাবিত হইয়া খড়্গ-দ্বারা তাঁহাদিগকে তাড়না করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই নরশ্রেষ্ঠ মহাসমরে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশে আঘাত করিলেন, সুতরাং তিনি হত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। প্রতাপবান্ সুতসোম অশ্বত্থামাকে প্রাস অস্ত্র-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অসি উত্তোলন-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! অশ্বত্থামা সুতসোমের সেই অসিযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া পুনরায় তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি ভিন্ন-হৃদয় হইয়া পতিত হইল। নকুল-নন্দন বীর্য্যবান্ শতানীক বাহু-দ্বয়-দ্বারা রথ-চক্র উৎক্ষিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা অশ্বত্থামার বক্ষঃস্থলে তাড়না করিলেন। শতানীক চক্র পরিত্যাগ করিলে দ্বিজবর অশ্বত্থামা তাঁহাকে প্রহার করিলেন, তাহাতে তিনি বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন; পতিত হইবামাত্র, অশ্বত্থামা তাঁহার মস্তক হরণ করিলেন।

অনন্তর, শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ গ্রহণ করিয়া দ্রোণ-পুত্রের অভিমুখে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার বামভাগে তাড়না করিলেন। পরিশেষে অশ্বত্থামা উত্তম অসি-দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার আস্যদেশে আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি বিমূঢ় ও বিকৃতানন হইয়া হত ও ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। বীরবর মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি সেই শব্দে অশ্বত্থামার নিকটে সমাগত হইয়া তাঁহাকে শরবর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিলেন। দ্রোণ-নন্দন চর্ম্ম-দ্বারা তাঁহার শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহার শরীর হইতে শোভমান সকুণ্ডল মস্তক হরণ করিলেন। অনন্তর, বলবান্ অশ্বত্থামা, ভীষ্ম নিহন্তা শিখণ্ডীকে

সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত নানাবিধ আয়ুধ-দ্বারা আঘাত করিলেন এবং তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যদেশ বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন্। পরিশেষে মহাবল দ্রোণ-পুত্র ক্রোধাক্রান্ত হইয়া শিখণ্ডীকে অসি-দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, ক্রোধাবিষ্ট শক্রতাপন দ্রোণ-নন্দন শিখণ্ডীকে নিহত করিয়া বেগভরে সমস্ত প্রভদ্রকগণ এবং বিরাটরাজের যে সমস্ত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাবল অশ্বত্থামা দ্রুপদরাজের পুত্র পৌত্র সুহৃৎ-প্রভৃতিকে দেখিয়া দেখিয়া ঘোরতর রূপে বিমর্দ্দিত করিলেন। অসিমার্গ-বিশারদ দ্রোণ-তনয় অন্য অন্য পুরুষগণের অভিমুখীন হইয়া অসি-দ্বারা তাহা-দিগকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে সৈনি-কেরা সেই স্থানে রক্ত-বদনা, রক্ত-নয়না, রক্ত-মা-ল্যানুলেপনা, রক্ত-বসনা, পাশহস্তা এক কৃষ্ণবর্ণা গানকারিণী কামিনীকে কালরাত্রির ন্যায় অবস্থিত দেখিল। সেই নারী নর, তুরঙ্গ ও কুঞ্জর সকলকে ঘোরতর পাশ-দ্বারা বদ্ধ করিয়া অবস্থিত ছিল এবং কেশ-শূন্য বিবিধ পাশবদ্ধ প্রেতগণকে হরণ করিতে-ছিল। হে মহারাজ! যে অবধি কুরু পাণ্ডব-সৈন্যের সংগ্রাম হইতেছিল, তদবধি যোদ্ধারা সেই কন্যাকে ও দ্রোণ-নন্দনকে এইরূপে স্বপ্নে দর্শন করিত যে, সেই নারী নিদ্রাকালে প্রতি রাত্রিতে ন্যস্তশস্ত্র সুপ্ত মহারথগণকে স্থানান্তরিত করিতেছে এবং অশ্বত্থামা যেন সকলকে নিহত করিতেছেন। তাহারা প্রথমত দৈব-কর্তৃক হত হইয়াছিল, অশ্বত্থামা ভৈরব রব করত সর্ব্বভূতকে ত্রাসিত করিয়া সেই সমস্ত ব্যক্তিকে পশ্চাৎ নিপাতিত করিলেন। দৈব-পীড়িত বীরেরা সেই পূর্ব্বকালীন স্বপ্ন দর্শন স্মরণ করিয়া ‘ইহাই সেই’ এইরূপ জ্ঞান করিল।

অনন্তর, পাণ্ডবগণের শিবিরে শত সহস্র ধনু-র্দ্ধারিগণ উক্ত নিনাদ-দ্বারা প্রতিবোধিত হইল। অশ্বত্থামা কালপ্রেরিত কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের মধ্যে কাহার পদদ্বয়, কাহারও জঘন ছেদন করিলেন এবং কাহারও কাহারও পার্শ্বদেশ ভেদ করিলেন। হে মহারাজ! অতি উগ্ররূপে প্রতিপিষ্ট শব্দায়মান নিতান্ত আতুর গজ অশ্ব-দ্বারা মথিত মানবগণ-কর্তৃক মহীমণ্ডল আকীর্ণ হইল। ‘এ কি, এ কে, কি শব্দ, কি করিয়াছে’ এইরূপে চীৎকারকারি জনগণের পক্ষে অশ্বত্থামা অন্তক হইয়া উঠিলেন। অস্ত্রধর-প্রবর দ্রোণ-তনয় শস্ত্র ও কবচ-হীন এবং সকবচ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর, সেই শব্দে বিত্রস্ত ও উৎপতিত মানবগণ নিদ্রান্ধ নষ্টসংজ্ঞ ও ভয়াতুর হইয়া যে যে স্থানে ছিল, সে সেই স্থানেই বিলীন রহিল। কেহ কেহ উরুদেশ অবশ হওয়া-প্রযুক্ত নিগৃহীত, ভয়ে অভিহত-বীর্য্য এবং নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া নিনাদ করত পরস্পর সন্নিহিত হইল।

অনন্তর, ধনুর্দ্ধর দ্রোণ-নন্দন ভীমনিস্বনযুক্ত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শর-সমূহ-দ্বারা অন্য অন্য ব্যক্তিকে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। যে সমস্ত নরশ্রেষ্ঠ শূর পুরুষেরা উৎপতিত ও সন্নিহিত হইল, তাহা-দিগকে কাল-রাত্রির নিকটে নিবেদন করিলেন। এইরূপে তিনি রথাগ্র-দ্বারা বৈরিকুলকে প্রমথিত করত ধাবিত হইলেন এবং বিবিধ শরবর্ষণে তাহা-দিগকে আচ্ছন্ন করিলেন। পুনরায় তিনি সুবিচিত্র শত চন্দ্র-সমন্বিত চর্ম্ম এবং সেই আকাশবর্ণ অসি গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মাতঙ্গ যেমন মহাহ্রদ আলোড়ন করে, সেইরূপ যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণ-পুত্র এই প্রকারে পাণ্ডবদিগের শিবির বিক্ষুব্ধ করিলেন। যোদ্ধারা সেই শব্দ-দ্বারা উৎপতিত হইল এবং নিদ্রার্ত্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া সেই সেই স্থানে ধাবিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কেহ কেহ বা বিবিধ অসম্বদ্ধ কথা বলি-তে লাগিল; কেহই শস্ত্র ও বস্ত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। অপরে মুক্তকেশ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিল না। কেহ কেহ শ্রান্ত

ও উৎপতিত হইয়া তথায় পতিত হইল, কেহ কেহ বা সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ পুরীষ পরিত্যাগ করিল, কেহ কেহ বা প্রস্রাব করিয়া ফেলিল। হে রাজেন্দ্র! তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণ যুগপৎ বন্ধন ছেদন-পূর্ব্বক সকল স্থল আকুল করত চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। তত্রত্য কোন কোন মানব ভীত হইয়া মহীতলে বিলীন হইল, গজবাজি সকল সেই সমস্ত নিপাতিত ব্যক্তিকে পেষণ করিতে লাগিল।

হে নরশ্রেষ্ঠ ভরতসত্তম! সেই স্থান তদ্রূপ হইলে রাক্ষসেরা হৃষ্ট হইয়া আনন্দ-বশত উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই মহাশব্দ রক্তমাংসাহারী প্রাণি-সমুহের শব্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া দিক্ সকল ও আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। গজবাজি সকল তাহাদিগের আর্ত্তস্বর শ্রবণে বিত্রস্ত ও বিমুক্ত হইয়া শিবির-মধ্যে জনগণকে বিমর্দ্দন করত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। সেই ধাবমান করি-তুরগগণের চরণোৎক্ষিপ্ত রেণু রাত্রিকালে শিবির-মধ্যে দ্বিগুণতর অন্ধকার করিল। সেইরূপ অন্ধকার হইলে শিবির-মধ্যে জনগণ জ্ঞানশূন্য হইল; পিতারা পুত্রগণকে এবং ভ্রাতারা ভ্রাতা সকলকে চিনিতে পারিল না; গজ সকল গজগণকে ও নির্ম্মনুষ্য হয় সকল হয়গণকে অতিক্রম-পূর্ব্বক তাড়িত, ভগ্ন ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর আঘাত করত ভগ্ন হইয়া পতিত হইল। কেহ কেহ অন্যান্যকে পাতিত করিল এবং পাতিত করিয়া পেষণ করিতে লাগিল। কাল-প্রেরিত মানবেরা নিদ্রান্বিত, বিচেতন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া তথায় আত্মীয়গণকেই আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। দ্বারপালেরা দ্বার ও কক্ষ রক্ষকেরা কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিচেতন ও ভয়দ্রুত হইয়া শক্তি অনুসারে ধাবিত হইল। হে মহারাজ! তাহারা অনুদ্দিষ্ট হইয়া পরস্পর কেহই কাহাকে জানিতে পারিল না, তাহারা দৈব-কর্ত্তৃক হতচিত্ত হইয়া 'হা তাত! হা পুত্র!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বান্ধবগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিকে দিকে পলায়মান সেই সকল মানবেরা গোত্র ও নাম-দ্বারা পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল। অপরে হাহাকার করত ভূতলে শয়ন করিল। দ্রোণ-নন্দন তাহাদিগকে চীৎকার-শব্দ-দ্বারা রণমধ্যে বর্ত্তমান বিজ্ঞাত হইয়া নিপাতিত করিলেন। অপর ক্ষত্রিয়গণ ভয়-পীড়িত মুহুর্ম্মুহু অচেতন ও বধ্যমান হইয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই জীবিতার্থী ত্রস্ত ক্ষত্রিয়েরা শিবির হইতে দ্বারদেশে নির্গত হইবামাত্র কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তাহাদিগকে নিহত করিলেন। শস্ত্র ও কবচ-হীন, মুক্তকেশ, কম্পমান, কৃতাঞ্জলি, ভীত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কৃপ ও কৃতবর্ম্মা কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই। হে মহারাজ! দুর্ম্মতি কৃপ ও কৃতবর্ম্মার নিকট হইতে শিবিরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত কোন ব্যক্তিই বিমুক্ত হয় নাই। তাঁহারা পুনরায় দ্রোণ-তনয়ের প্রিয়কামনা করত শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, শিবিরস্থল প্রকাশমান হইলে পিতার আনন্দবর্দ্ধন অশ্বত্থামা খড়্গ গ্রহণ করত কৃতহস্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। দ্বিজবর দ্রোণ-পুত্র কোন কোন আগত ও ধাবমান বীরগণকে খড়্গ-দ্বারা প্রাণ-বিযুক্ত করিলেন। ক্রোধ-সম্পন্ন বীর্য্যবান্ দ্রোণ-নন্দন কোন কোন যোদ্ধাকে খড়্গ-দ্বারা মধ্যদেশে ছেদন করিয়া তিলকাণ্ডের ন্যায় পাতিত করিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! নিরন্তর দীর্ঘস্বরে চীৎকারকারি পতিত অশ্ব, গজ ও নর-নিকর-দ্বারা মেদিনীমণ্ডল আকীর্ণ হইল। সহস্র সহস্র মনুষ্য হত হইয়া পতিত হইলে অনেকানেক কবন্ধ উত্থিত হইল এবং উত্থিত হইবামাত্র পতিত হইয়া গেল। হে ভারত! মহাত্মা অশ্বত্থামা কাহারও সায়ুধ ও সাঙ্গদ বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও হস্তিহস্ত-সদৃশ ঊরু,

কাহারও হস্ত এবং কাহারও পদ ছেদন করিলেন; অপর সকলকে পৃষ্ঠ ছিন্ন, শিরশ্ছিন্ন, পার্শ্ব ছিন্ন ও পরাঙ্মুখ করিলেন; অন্য কাহারও মধ্যদেশে, কাহারও কর্ণে, কাহারও অংসদেশে আঘাত করিয়া অপর কাহারও মস্তক শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে তিনি অনেকানেক মনুষ্যকে নিহত করত বিচরণ করিতে থাকিলে দারুণ-দর্শনা ঘোরা রজনী অন্ধকার-দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। অল্পপ্রাণ ও হত সহস্র সহস্র পুরুষ এবং গজবাজি-সমূহ-দ্বারা ভূতল ভয়ঙ্কর-দর্শন হইয়া উঠিল। যক্ষ রাক্ষসগণ-দ্বারা আকীর্ণ, রথ বাজি দ্বিরদ-সমূহে দারুণ শিবিরস্থলে ক্রুদ্ধ দ্রোণ-পুত্র-কর্ত্তৃক সংছিন্ন মানবগণ ভূমিতলে পতিত রহিল। কেহ কেহ পিতৃগণকে, কেহ ভ্রাতৃগণকে, কেহ কেহ পুত্রগণকে আহ্বান করিতে লাগিল, কেহ কেহ কহিল, আমরা সংসুপ্ত হইলে ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসেরা যে কার্য্য করিল, ক্রুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সমরে তাহা করিতে পারে নাই। পাণ্ডবগণের অসান্নিধ্য-বশত আমাদিগের এই বিড়ম্বনা করিল; জনার্দ্দন যাহার রক্ষাকর্ত্তা, সেই ধনঞ্জয়কে সুরাসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসেরাও জয় করিতে সমর্থ নহে। ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন সত্যবাদী দান্ত সর্ব্বভূতে দয়াবান্ সেই কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় কখন সুপ্ত, প্রমত্ত, ন্যস্তশস্ত্র, কৃতাঞ্জলি, ধাবমান ও মুক্তকেশ ব্যক্তিকে নিহত করেন না; ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসেরা আমাদিগের পক্ষে সেই ঘোরতর আচরণ করিল, অনেকে এইরূপ বিলাপ করত সমর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। শব্দায়মান মানবগণের সেই সুমহান্ তুমুল শব্দ মুহূর্ত্তকালের পর প্রশান্ত হইল। হে মহারাজ! তুমুল ঘোরতর রজোরাশি শোণিতসিক্ত বসুধাতলে ক্ষণকাল-মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

পশুপতি যেমন জীবগণের সংহার করেন, সেইরূপ ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা চেষ্টমান উদ্বিগ্ন ও নিরুৎসাহ সহস্র সহস্র নরগণকে নিপাতিত করিলেন। পরস্পর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শয়ান, ধাবমান, বিলীন ও যুধ্যমান সমস্ত জনগণকে দ্রোণ-নন্দন পোথিত করিয়া ফেলিলেন। অগ্নি কর্ত্তৃক দহ্যমান ও তৎকর্ত্তৃক বধ্যমান যোদ্ধাদিগকে তিনি যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! দ্রোণ-তনয় সেই রজনীর অর্দ্ধভাগেই পাণ্ডবদিগের মহৎ বলকে শমন-নিকেতনে পাঠাইয়া দিলেন। মনুষ্য, গজ ও অশ্বগণের ক্ষয়কারিণী সেই ঘোরা রজনী নিশাচর জীবগণের অতিশয় হর্ষবর্দ্ধনী হইল। সেই স্থানে তখন নরমাংস-ভক্ষক ও শোণিতপায়ী পৃথক্ বিধ রাক্ষস ও পিশাচ দৃষ্ট হইতে লাগিল। করাল, পিঙ্গল, রৌদ্র-শৈলদন্ত, রজস্বল, জটিল, দীর্ঘসক্থ, পঞ্চ পাদ, মহোদর, পশ্চাদঙ্গুলি, রুক্ষ, বিরূপ, ভৈরবস্বন, ঘণ্টাজালে আবদ্ধ, নীলকণ্ঠ, বিভীষণ, ক্রূর, দুর্দ্দর্শ, নির্ঘৃণ-প্রভৃতি সপুত্র সস্ত্রীক রাক্ষসগণের এইরূপ বিবিধ রূপ দৃষ্টিগোচর হইল। কেহ কেহ শোণিত-পানে হর্ষান্বিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ কেহ ইহা উত্তম ইহা পবিত্র এবং ইহা স্বাদু, এইরূপ কথা বলিতে লাগিল। মাংসজীবি ক্রব্যাদ্গণ পর-মাংস ভক্ষণ করত মেদ, মজ্জা, অস্থি, রক্ত ও বসা ভক্ষণে অতিশয় পরিতৃপ্ত হইল। কুক্ষিহীন নানামুখ মাংসাশি রৌদ্র ক্রব্যাদ্গণ বসা পান করিয়া আনন্দে ধাবমান হইল। সেই স্থানে অযুত প্রযুত ও অর্ব্বুদ-সংখ্যক ঘোররূপ ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ উপস্থিত হইয়াছিল। হে জননাথ! সেই মহাসমরে প্রমুদিত ও পরিতৃপ্ত বহু ভূতেরও সমাগম হইয়াছিল।

অনন্তর, অশ্বত্থামা প্রত্যূষকালে শিবির হইতে প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। নর-শোণিতসিক্ত দ্রোণ-তনয়ের অসিমুষ্টি হস্তের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যেন একীভূত হইয়াছিল। প্রলয়কালে অগ্নি যেমন সর্ব্বভূতকে ভস্ম করিয়া বিরাজ করেন, তেমনি তিনি জন ক্ষয় বিষয়ে দুর্গম পদবীতে গমন করিয়া বিরাজ করিয়াছিলেন। মহারাজ! দ্রোণ-পুত্র প্রতিজ্ঞানুসারে সেই কর্ম্ম করিয়া দুর্গম পথে গমন করত পিতার নিকট অনৃণী হইলেন। হে নরবর! রাত্রি-

কালে শিবির-মধ্যে সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে তিনি যেমন প্রবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে তথা হইতে নির্গত হইলেন। বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা সেই শিবির হইতে নির্গমন করত হৃষ্টচিত্তে কৃত-বর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সঙ্গত হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ কৃত সমস্ত কার্য্য নিবেদন করিলেন, তাঁহারাও তৎকালে তাঁহার প্রিয়কারী হইয়া তাঁহাকে বলি-লেন, সহস্র সহস্র পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। অশ্বত্থামা তৎ শ্রবণে প্রীতি-সহকারে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং পুনঃপুন বাহ্বাস্ফোট ও তলধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহা-রাজ! প্রসুপ্ত ও প্রমত্ত সোমকগণের জন ক্ষয়-বিষয়ে এইরূপে সেই রাত্রি অতিশয় দারুণ হইয়া-ছিল। আমাদিগের জনক্ষয় করিয়া তাদৃশ বীরেরাও যখন নিহত হইল, তখন কালের গতি দুরতিক্রম, ইহাতে সংশয় নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্রের বিজয়ে রত মহারথ দ্রোণ-তনয় পূর্ব্বেই কেন ঈদৃশ সুমহৎ কর্ম্ম করেন নাই, পরিশেষে ক্ষত্রিয়কুল নি-র্ম্মূল হইলে মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা কি কারণে এই কার্য্য সাধন করিলেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করা তোমার উচিত হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের ভয়ে বোধ হয়, পূর্ব্বে এই কার্য্য করিতে পারেন নাই। ধীমান্ কেশব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের অগো-চরে দ্রোণ-নন্দন এই কার্য্য সাধন করিয়াছেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের সাক্ষাতে অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং দেবরাজও কি তাঁহাদিগকে নিহত করিতে পারিতেন? তাঁহারা তথায় ছিলেন না বলি-য়াই সুপ্ত জনে ঈদৃশ কাণ্ড ঘটিয়াছে। যাহা হউক, অনন্তর, সেই মহারথেরা পাণ্ডবদিগের মহানিষ্ট-কর নরক্ষয় করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া ভাগ্য-ক্রমে এইরূপ হইল, এই কথা-মাত্র বলিতে লাগি-লেন। অশ্বত্থামা কৃপ ও কৃতবর্ম্মার দ্বারা প্রতি-নন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলিঙ্গন করিলেন এবং হর্ষ-বশত এই উত্তম বাক্য বলিতে লাগিলেন যে, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, পাঞ্চাল সকল, সোমক সমু-দয় এবং অবশিষ্ট মৎস্য-দেশীয়েরা সকলেই আমা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি, অতএব অবিলম্বে সেই স্থানেই গমন করি, যদি আমাদিগের রাজা জীবিত থাকেন, তবে তাঁহাকে এই প্রিয় নিবেদন করিব।

পাঞ্চালাদি বধে অষ্টম অধ্যায়॥ ৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা সমস্ত পাঞ্চাল ও দ্রৌপদী-পুত্রকে নিহত করিয়া যে স্থানে হত দুর্য্যোধন অবস্থিতি করিতেছিলেন, সকলে মিলিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, জনাধিপ দুর্য্যোধনের প্রাণ কিঞ্চিৎ-মাত্র নির্গত হইতে অবশিষ্ট রহিয়াছে। অনন্তর, তাঁহারা রথ হইতে অবতরণ করত আপনার পুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং সেই ভগ্ন-সকৃথ, কৃচ্ছ্রপ্রাণ, অচেতন রাজাকে ধরাতলে শয়ান থাকিয়া মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে দেখিলেন। তৎকালে ঘোরদর্শন শ্বাপদগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, বৃকগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার আশয়ে নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, তিনি বহু কষ্টে সেই ভক্ষ-ণাভিলাষি শ্বাপদগণকে নিবারণ করিতেছিলেন এবং গাঢ় বেদনায় অতিশয় অস্থির হইয়া মহীতলে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন। হতাবশিষ্ট বীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য এই তিন জন তাঁহাকে নিজ রুধিরোক্ষিত ও তাদৃশভাবে ধরাতলে শয়ান দেখিয়া শোকার্ত্ত হইয়া পরিবেষ্টন করিলেন। বেদী যেমন অগ্নিত্রয়-দ্বারা শোভা পায়, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধন সেই শোণিতাক্ত নিশ্বাসযুক্ত মহারথ-ত্রয়-দ্বারা সংবৃত হইয়া শোভিত হইলেন। তাঁহারা রাজাকে অয-থোচিত রূপে শয়ান দেখিয়া অবিষহ্য দুঃখ-বশত রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহারা হস্ত-

দ্বারা সমরস্থলে শয়ান নৃপতির মুখ হইতে রুধির মার্জ্জনা করিয়া দীনভাবে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৃপ কহিলেন, হায়! দৈবের কোন কার্য্যেই ভার নাই, যেহেতু এই একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি দুর্য্যোধন হত ও রুধিরাক্ত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। দেখ, কনকপ্রভ গদাপ্রিয় নৃপতির সমীপে এই সুবর্ণ-ভূষিতা গদা ভূতলে পতিত রহিয়াছে, এই গদা প্রতিযুদ্ধে কখন বীরবরকে পরিত্যাগ করে না; এই যশস্বী এক্ষণে স্বর্গে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তথাপি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হর্ম্ম্যতলে প্রীতিমতী ভার্য্যা যেমন পতির সহিত শয়ন করিয়া থাকে, তেমনি এই সুবর্ণ-বিভূষিতা গদাকে বীরের সহিত শয্যাতলে শয়ানা দেখ। যে শত্রুতাপন, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদিগের অগ্রগণ্য, তিনি হত হইয়া ধূলিরাশি গ্রাস করিতেছেন, অতএব কালের কি বিপর্য্যয়, তাহা বিলোকন কর। শত্রুগণ যাঁহা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিত, সেই এই কুরুরাজ বিপক্ষ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। শত শত রাজারা যাঁহার ভয়ে নত হইত, তিনি ক্রব্যাদ্‌গণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ অর্থের কারণ যে রাজাকে উপাসনা করিতেন, এক্ষণে মাংসাভিলাষি ক্রব্যাদ্‌গণ তাঁহাকে উপাসনা করিতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতসত্তম! অনন্তর, অশ্বত্থামা সেই কুরুকুল-তিলককে শয়ান দেখিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে নৃপবর! সকলে আপনাকে সমস্ত ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ, সঙ্কর্ষণের শিষ্য এবং যুদ্ধে ধনাধ্যক্ষের সদৃশ বলিয়া থাকেন; আপনি বলবান্ ও কৃতী, অতএব পাপাত্মা ভীমসেন কি প্রকারে আপনার ছিদ্র অবলোকন করিল? হে মহারাজ! সমর-মধ্যে ভীমসেন-কর্ত্তৃক যখন আপনাকেও নিহত দেখিলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহলোকে কালই অতিশয় বলবান্। আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, অতএব মন্দমতি পাপাত্মা ক্ষুদ্র বৃকোদর আপনাকে কি প্রকারে নিহত করিল? ইহাতেই নিশ্চয় বোধ হয়, কালের গতি অতিদুরত্যয়। ভীমসেন বল-পূর্ব্বক আপনাকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মত গদা-দ্বারা আপনার উরুযুগল ভগ্ন করিয়াছে এবং অধর্ম্মত আপনাকে হত করিয়া পদ-দ্বারা আপনার মস্তক মর্দ্দন করিলেও যে যুধিষ্ঠির তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল, সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরকে ধিক্! আপনাকে অন্যায়-রূপে যে হত করিয়াছে, তজ্জন্য যাবৎ কাল জীব সকল জীবিত থাকিবে; তাবৎ পর্য্যন্ত যোদ্ধারা বৃকোদরকে সমর বিষয়ে নিন্দা করিবে। হে মহারাজ! যদুনন্দন রাম সর্ব্বদা বলিতেন যে, গদাযুদ্ধে বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধনের সমান আর কেহই নাই, গদাযুদ্ধে কুরুরাজ আমার সুশিষ্য, এই কথা বলিয়া বলদেব সভামধ্যে সতত আপনাকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়ের যাহা প্রশস্ত গতি কহিয়া থাকেন, আপনি সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হইয়া সেই গতি প্রাপ্ত হইলেন। হে নরবর দুর্য্যোধন! আমি আপনার জন্য শোক করিতেছি না, আপনার হতপুত্র মাতাপিতার জন্যই শোক প্রকাশ করিতেছি যে, তাঁহারা ভিক্ষুক হইয়া শোক প্রকাশ করত এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। যাহারা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, অথচ আপনকার বধকালে উপেক্ষা করিল, সেই বৃষ্ণিবংশোদ্ভব কৃষ্ণ ও দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে ধিক্ থাকুক। 'দুর্য্যোধনকে আমরা কেন নিহত করিলাম!' এই বিষয় ভাবিয়া নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ নরাধিপ সকলকে কি বলিবে?

হে পুরুষ-প্রবর গান্ধারী-তনয়! আপনিই ধন্য; যেহেতু আপনি ধর্ম্মানুসারে বিপক্ষগণের অভিমুখীন হইয়া সমরে নিহত হইলেন। জ্ঞাতি-বান্ধব-বিহীনা হতপুত্রা গান্ধারী এবং প্রজ্ঞাচক্ষু দুর্দ্ধর্ষ রাজা কি উপায় অবলম্বন করিবেন? আমরা রাজাকে পুরস্কৃত

করিয়া যখন স্বর্গে গমন করিলাম না, তখন মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও আমাকেও ধিক্ থাকুক্! আপনি সর্ব্বকামনার দাতা, রক্ষিতা এবং প্রজাদিগের হিতৈষী, আমরা নরাধম, আমরা যখন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না, তখন আমাদিগকে ধিক্ থাকুক্! হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার কৃপাচার্য্যের, আমার এবং আমার পিতার বীর্য্য-দ্বারা আমাদিগের ত' হইতেই পারে, আমাদিগের ভৃত্যদিগেরও গৃহ সকল রত্নযুক্ত হইয়াছে; আপনার প্রসাদে বান্ধব ও মিত্রগণের সহিত আমরা অনেকানেক ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি সমস্ত পার্থিবগণকে পুরস্কৃত করিয়া যে প্রকারে পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন; আমরা পাপাত্মা, আমরা তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইব? মহারাজ! আপনি পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন, আমরা তিন জন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না, এই কারণেই আমরা দগ্ধ হইব। আমরা যখন আপনার অনুগমন করিতেই পারিলাম না, তখন আপনার সঙ্গহীন ও হীনার্থ হইয়া আপনার সুকৃত স্মরণ করত কি করিব? হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমরা এই মহীতলে দুঃখের সহিত বিচরণ করিব, সংশয় নাই। হে মহারাজ! আমরা যখন আপনা হইতে বিরহিত হইলাম, তখন আমাদিগের সুখই কোথায়, শান্তিই বা কোথায়?

মহারাজ! আপনি ইহলোক হইতে গমন করিয়া আমার কথা-ক্রমে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ অনুসারে সমস্ত মহারথের সহিত সঙ্গত হইয়া তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন। হে নরাধিপ! সমস্ত ধনুর্দ্ধরের কেতুস্বরূপ আচার্য্যকে পূজা করিয়া বলিবেন যে, অদ্য আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিয়াছি। আপনি মহারথ বাহ্লীকরাজ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত এবং ভূরিশ্রবাকে আলিঙ্গন করিবেন। আর যে সমস্ত নৃপসত্তম পূর্ব্বে স্বর্গগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আমার কথায় অনাময় জিজ্ঞাসা করিবেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অশ্বত্থামা ভগ্ন-সক্থ অচেতনপ্রায় রাজাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় বিলোকন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি ত জীবিত আছেন, তবে কর্ণ-সুখকর কয়েকটী কথা শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণের পক্ষে সাত জন এবং আপনকার পক্ষে আমরা তিন জন-মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি। পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, বাসুদেব ও সাত্যকি; আমাদিগের মধ্যে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও আমি-মাত্র জীবিত আছি। দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজ সকল, পাঞ্চাল সমুদয় এবং অবশিষ্ট মৎস্য-দেশীয়েরা সকলেই নিহত হইয়াছে। হে ভারত! কৃত কার্য্যের প্রতিকার দেখুন, পাণ্ডবেরা সকলেই হতপুত্র হইয়াছে; তাহাদিগের নর-বাহন-সমন্বিত শিবির সুপ্তাবস্থায় হত হইয়াছে। হে মহারাজ! আমি রাত্রিকালে শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাপকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় নিহত করিয়াছি।

দুর্য্যোধন সেই মনঃপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণে পুনরায় সচেতন হইয়া এই কথা বলিলেন যে, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত আপনি অদ্য আমার যে প্রিয়কার্য্য করিলেন, ভীষ্ম, কর্ণ এবং আপনার পিতাও তাহা করিতে পারেন নাই। সেই ক্ষুদ্র সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন শিখণ্ডীর সহিত হত হইয়াছে—তখন আমি আপনাকে ইন্দ্রের সমান জ্ঞান করি। আপনারা কল্যাণ লাভ করুন, স্বর্গে পুনরায় আমার সহিত আপনাদিগের মিলন হইবে। সেই বীরবর মহামনা কুরুরাজ এইরূপ বলিয়া সুহৃদ্গণকে দুঃখ দান করত প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি পবিত্র স্বর্গধাম আক্রমণ করিলে তদীয় শরীর ক্ষিতিতলে প্রবেশ করিল।

হে মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন অগ্রে সমরে গমন করত পশ্চাৎ শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া এইরূপে নিধন লাভ করিলেন। কৃপ-প্রভৃতি মহারথগণ তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া এবং তাঁহাকে আ-

লিঙ্গন করিয়া পুনঃপুন দর্শন করত নিজ নিজ রথে আরোহণ করিলেন। আমি দ্রোণ-পুত্রের এইরূপ করুণ-বাক্য শ্রবণে শোকার্ত্ত হইয়া প্রত্যূষকালে নগরে আগমন করিলাম। মহারাজ! আপনারই কুমন্ত্রণাতে এইরূপে কুরু পাণ্ডব সেনার ঘোরতর ভয়ঙ্কর ক্ষয় হইল। আপনকার পুত্র স্বর্গগত হইলে আমি অতিশয় শোকার্ত্ত হইলাম; তৎকালেই আমার সেই ঋষিদত্ত দিব্য-দর্শিত্ব বিনষ্ট হইয়া গেল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে পুত্রের নিধন বিবরণ শ্রবণ করিয়া তৎকালে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত চিন্তাকুল হইয়াছিলেন।

সৌপ্তিকপর্ব্বে দুর্য্যোধন প্রাণ-ত্যাগে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

অথ ঐষিকপর্ব্বারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রজনী অতীত হইলে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজের নিকটে, সৌপ্তিককালে যে বিধ্বংস ঘটিয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সারথি কহিলেন, মহারাজ! রাত্রিকালে স্বীয় শিবিরে প্রমত্ত ও বিশ্বস্ত-রূপে নিদ্রিত দ্রৌপদী-তনয়গণ দ্রুপদাত্মজগণের সহিত নিহত হইয়াছেন। নৃশংস কৃতবর্ম্মা, গৌতম কৃপাচার্য্য এবং পাপাত্মা অশ্বত্থামা রজনীযোগে আপনাদিগের শিবিরস্থ সমস্ত সৈন্য নিহত করিয়াছে, ইহারা প্রাস, শক্তি ও পরশু-দ্বারা সহস্র সহস্র মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে ছেদন করিয়া আপনকার সৈন্য নিঃশেষ করিয়াছে। হে মহারাজ! পরশু-দ্বারা ছিদ্যমান মহাবনের ন্যায় আপনকার সৈন্যগণের সেই মহান্ শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে আমিই মাত্র অবশিষ্ট আছি। হে ধর্ম্মাত্মন্! অন্য ব্যক্তির নিগ্রহে আসক্ত কৃতবর্ম্মা হইতে আমি কোন প্রকারে মুক্ত হইয়াছি।

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই অমঙ্গল বাক্য শ্রবণে পুত্র-শোকে ব্যাকুল হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন। তিনি পতিত হইবামাত্র সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তাঁহাকে ধারণ করিলেন। কুন্তী-নন্দন ক্ষণকাল পরে সচেতন হইয়া শোক-বিহ্বল-বচনে 'শত্রুগণকে জয় করিয়া পরে পরাজিত হইলাম' এই বলিয়া আর্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! বস্তুর গতি দিব্য-চক্ষু ব্যক্তিরও দুর্জ্ঞেয়, কেহ কেহ বিপক্ষ-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও শত্রু জয় করে; কিন্তু আমরা শত্রুগণকে জয় করিয়াও পরাজিত হইলাম। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বয়স্য, সুহৃৎ, বন্ধু ও অমাত্যগণকে হত করিয়া জয়ী হইয়াও আমরা পরাজিত হইলাম! কখন অনিষ্ট বিষয় ইষ্ট-সদৃশ, কখন বা অনর্থ বিষয় ইষ্টের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে; আমাদিগের অজয়ের ন্যায় এই জয়, জয় নহে, ইহাকে পরাজয়ই বলিতে হয়। দুর্ম্মতি লোক আপনের ন্যায় যে বিষয় জয় করিয়া পশ্চাত্তাপ করে, শত্রু-কর্ত্তৃক বিজিত সেই জন কেমন করিয়া আপন বিজয় জ্ঞান করিতে পারে? যাহাদিগের জন্য সুহৃদ্ বধ দ্বারা বিজয়-সম্বন্ধে পাপ হয়, সেই নির্জ্জিত ও অপ্রমত্ত শত্রুগণ-কর্ত্তৃক জয়চিহ্নধারি পুরুষেরা বিজিত হইল। কর্ণি ও নালীক অস্ত্র যাহার দন্ত, খড়্গ যাহার জিহ্বা, ধনুই যাহার ব্যাদিত বদন, জ্যাতল-শব্দ যাহার নিনাদ, সমরে অপরাঙ্মুখ ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ সেই নরশ্রেষ্ঠ কর্ণের নিকট হইতে যাহারা মুক্ত হইয়াছিল, আমার অসান্নিধ্য-বশত তাহারা এক্ষণে হত হইল। রথরূপ হ্রদ-সমন্বিত, শরবর্ষণরূপ তরঙ্গ-মালা-বিরাজিত, রত্ন-ব্যাপ্ত বাহন-বাজিযুক্ত, শক্তি ও ঋষ্টিরূপ মীনসংযুক্ত, ধ্বজযুক্ত হস্তিরূপ কুম্ভীর-সমন্বিত, শরাসনরূপ আবর্ত্ত-বিশিষ্ট, মহাবাণরূপ ফেণ-সম্বলিত, সংগ্রাম-চন্দ্রোদয়ে বেগধারি বেলা-সদৃশ, জ্যাতল ও নেমিঘোষ-সমন্বিত দ্রোণ-স্বরূপ সাগরে যে সমস্ত রাজপুত্রেরা বহুবিধ শস্ত্র-স্বরূপ নৌকা-দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা আমার অসা-

ন্নিধ্য-বশত নিহত হইলেন। এই জীবলোকে মানবগণের প্রমাদ হইতে শ্রেষ্ঠতর বধ আর কিছুই নাই। অর্থ সকল প্রমত্ত মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে এবং অনর্থ সকল তাদৃশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট ধ্বজাগ্র সকল যাহার ধূমকেতু-স্বরূপ, যাহার শর সমুদয় জ্বালা-সদৃশ, যাহার ক্রোধ মহাসমীর-সন্নিভ, মহাধনু জ্যাতল ও নেমিনাদ-সমন্বিত, কবচ ও বিবিধ শস্ত্র-সমূহ যাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মহাসেনা-রূপ তৃণকাষ্ঠ-সকলের দাবানল-কল্প ভীম-ময় অগ্নিদাহকে যাঁহারা মহাসমরে সহ্য করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত রাজপুত্রেরা আমার অসান্নিধ্য-বশত নিহত হইলেন। প্রমত্ত ব্যক্তি কখন বিদ্যা, তপস্যা, সম্পত্তি ও বিপুল যশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, প্রমাদ-বিহীন ইন্দ্র সমস্ত শত্রু নিহত করিয়া সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। দেখ, সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বণিক্‌গণ যেমন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অনাদর করত কুনদীতে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ ইন্দ্র-তুল্য রাজ-পুত্র ও রাজ-পৌত্রগণ প্রমাদ-বশত অবশিষ্ট শত্রু অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। যে সমস্ত শয়ান পুরুষেরা অমর্ষিত শত্রু-হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সংশয় নাই; এক্ষণে কৃষ্ণার জন্য এই শোক উপস্থিত হইয়াছে যে, সেই পতিব্রতা সম্প্রতি কিরূপে শোক-সাগরে প্রবেশ করিবেন? তিনি ভ্রাতা, পুত্র এবং বৃদ্ধ পিতা পাঞ্চাল-রাজকে নিহত শ্রবণ করত অচেতন ও পতিত হইয়া শোক-দুর্ব্বল-দেহে ধরাতলে শয়ন করিবেন। সুখ-শালিনী দ্রৌপদী পুত্র-ক্ষয় ও ভ্রাতৃবধে কাতরা হইয়া হুতাশন-দ্বারা দহ্যমানার ন্যায় সেই শোকজ দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া কি করিবেন?

রাজা আর্ত্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করত নকুলকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি যাও, মন্দভাগিনী রাজ-পুত্রীকে মাতৃপক্ষের সহিত এই স্থানে আনয়ন কর।" মাদ্রী-নন্দন নকুল ধর্ম্মপ্রতিম রাজার সেই বাক্য ধর্ম্মত স্বীকার করিয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক যে স্থানে পাঞ্চাল-রাজের পত্নীগণ অবস্থিত ছিলেন, অবিলম্বে দেবীর সেই আলয়ে গমন করিলেন। শোক-পীড়িত যুধিষ্ঠির মাদ্রী-তনয়কে প্রেরণ করিয়া সেই সমস্ত সুহৃদ্‌গণের সহিত পুনঃপুন রোদন করত ভূতগণ-দ্বারা পরিকীর্ণ পুত্রদিগের যুদ্ধস্থলে যাত্রা করিলেন। তিনি সেই ভয়ঙ্কর অমঙ্গলকর সমরস্থলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পুত্র, সখা ও সুহৃৎ সকল রুধি-রার্দ্রগাত্রে ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে; তাহা-দিগের শরীর সকল বিভিন্ন এবং মস্তক সমুদয় প্রহৃত হইয়াছে। কৌরবাগ্রগণ্য ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধি-ষ্ঠির তাহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় পীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে অচেতন হইয়া স্বগণ-সহ ধরাতলে পতিত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরানুতাপে দশম অধ্যায়॥ ১০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রাজা যুধি-ষ্ঠির সমরে পুত্র, পৌত্র ও সখা সকলকে নিহত দেখিয়া মহাদুঃখে ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। অনন্তর, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও স্বজন সকলকে স্মরণ করত সেই মহাত্মার মহাশোক প্রাদুর্ভূত হইল। সুহৃদ্‌গণ তৎকালে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সেই অশ্রু-পূর্ণ-নয়ন কম্পমান ও চেতন-শূন্য নরপতিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সেই প্রভাতকালে নকুল শোকার্ত্ত দ্রৌ-পদীর সহিত আদিত্য-সম উজ্জ্বল রথ-দ্বারা আগমন করিলেন। তিনি শিবিরের সন্নিহিত উপপ্লব্য নামক স্থানে গমন করিয়া তৎকালে পুত্রগণের বিনাশ-রূপ একান্ত অপ্রিয় বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। শোকার্ত্তা কৃষ্ণা বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া কম্পমানা কদলীর ন্যায় রাজার নিকটে আসিয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। সেই প্রফুল্ল-পদ্ম-পলাশ-নয়নার বদন রাহুগ্রস্ত অংশুমালীর ন্যায় সহসা শোককর্ষিত হইল। অনন্তর, ক্রোধ-সম্পন্ন সত্য-

বিক্রম বৃকোদর তাঁহাকে পতিত দেখিয়া উল্লম্ফন-পূর্ব্বক বাহু-দ্বয়-দ্বারা ধারণ করিলেন।

ভামিনী কৃষ্ণা রোদন করত ভীমসেন-কর্ত্তৃক সম্যক্ আশ্বাসিত হইয়া ভ্রাতার সহিত বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! আপনি শূর সন্তান সকলকে ক্ষত্রধর্ম্ম-দ্বারা নিপাতিত শ্রবণ করত ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত এই অখিল ভূমণ্ডল ভোগ করিবেন; আপনি ভাগ্যক্রমে কুশলে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীকে করস্থ করত মত্ত-মাতঙ্গ-বিক্রম সুভদ্রা-সুতকে আর স্মরণ করিবেন না; উপপ্লব্য নগরে আমার সহিত শূর সন্তান সকলকে ক্ষত্রধর্ম্ম-দ্বারা নিহত শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে আর স্মরণ করিবেন না। মহারাজ! হুতাশন যেমন আপন আশ্রয়কে তাপিত করে, সেইরূপ পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামা সুপ্ত সন্তান সকলকে নিহত করিয়াছে—শ্রবণ করিয়া অবধি শোকানল আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। অদ্য যদি সমরে আপনি বিক্রম-পূর্ব্বক সেই সহায়-সম্পন্ন পাপকারী অশ্বত্থামার জীবন হরণ না করেন, তবে আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা সকলেই ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, এরূপ না হইলে দ্রোণ-নন্দন পাপকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে না।

যজ্ঞসেন-নন্দিনী দুঃখিনী দ্রৌপদী এইরূপ বলিয়া পরিশেষে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপবেশন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি যুধিষ্ঠির চারুদর্শনা প্রিয় মহিষী দ্রৌপদীকে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, হে শুভে! হে ধর্ম্মজ্ঞে! তোমার ভ্রাতা ও পুত্রেরা ধর্ম্মত ধর্ম্ম-সঙ্গত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত তোমার শোক করা উচিত নহে। হে কল্যাণি! সেই দ্রোণ-তনয় এস্থান হইতে বহু দূরে দুর্গম বনে গমন করিয়াছেন। হে শোভনে! সমরে তাহার নিপাতের বিষয় তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিবে?

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, দ্রোণ-পুত্রের মস্তকে এক স্বভাবসিদ্ধ মণি আছে, সেই পাপাত্মাকে সমরে নিহত করিয়া সেই মণি আনয়ন করিলে আমি তাহা দেখিতে পাইব এবং তাহা আপনকার মস্তকে রাখিয়া জীবিত থাকিব, ইহাই আমার নিশ্চয় হইয়াছে।

চারুদর্শনা দ্রৌপদী রাজাকে এইরূপ কহিয়া ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া এই কথা বলিলেন, নাথ! তুমি ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করত আমাকে রক্ষা কর, ইন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, তেমনি তুমি সেই পাপকর্ম্মাকে সংহার কর। ইহলোকে বিক্রম বিষয়ে তোমার তুল্য কোন পুরুষ নাই, তাহা সর্ব্বলোকেই বিখ্যাত আছে। বারণাবত নগরে মহাবিপদ-কালে তুমিই পার্থগণের আশ্রয় হইয়াছিলে; সেইরূপ হিড়িম্ব রাক্ষসের দর্শনের সময় তুমিই সকলের গতি হইয়াছিলে। ইন্দ্র যেমন নহুষ রাজার উৎপাত হইতে ইন্দ্রাণীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি বিরাট নগরে আমি কীচক-কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইলে তুমি আমাকে সেই ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। হে শত্রুঘাতিন্ পার্থ! পূর্ব্বে যেমন তুমি এই সকল মহৎ কর্ম্ম করিয়াছ, সেইরূপ এক্ষণে অশ্বত্থামাকে নিহত করিয়া সুখী হও।

কুন্তীপুত্র মহাবল ভীমসেন দ্রৌপদীর বহুবিধ দুঃখ-সমন্বিত বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মনোহর গুণযুক্ত শর সহ বিচিত্র শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কাঞ্চন-বিচিত্রিত মহারথে আরোহণ করিলেন এবং নকুলকে সারথি করিয়া দ্রোণ-পুত্রের বধে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি সশর শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে অশ্ব চালনা করিলেন। হে নরবর! সেই বাতবেগী শীঘ্রগামী হরিদ্বর্ণ হয়গণ চালিত হইয়া বেগ-বশত সত্বর গমন করিল। বীর্য্যবান্ ভীমসেন স্বীয় শিবির হইতে দ্রোণ-পুত্রের রথের গমন-চিহ্ন গ্রহণ করত অবিলম্বে বেগভরে গমন করিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামার বধার্থ ভীমসেন গমনে একাদশ অধ্যায়॥ ১১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, সেই দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন গমন করিলে যদুশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পাণ্ডব! আপনার ভ্রাতা পুত্র-শোক-পরায়ণ হইয়া সমরে দ্রোণ-তনয়কে হনন করিতে ইচ্ছা করত একাকীই ধাবিত হইয়াছেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীম আপনার সকল ভ্রাতা হইতে প্রিয়, অতএব আপনি তাঁহাকে এই ক্লেশসাধ্য-কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিয়া কেন সাহায্য করিতে বিরত রহিয়াছেন? পরপুরঞ্জয় দ্রোণ নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে, 'ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারে' সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধরের কেতু-স্বরূপ মহাত্মা মহাভাগ আচার্য্য প্রসন্ন হইয়া ধনঞ্জয়কে সেই অস্ত্র সম্প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উক্ত অস্ত্র প্রার্থনা করায় তিনি হৃষ্ট-চিত্ত না হইয়া তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, মহাত্মা দ্রোণ নিজপুত্রের চপলতার বিষয় জানিতেন সুতরাং সেই সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ আচার্য্য স্বীয় সুতকে এইরূপে শাসন করিলেন যে, বৎস! তুমি সমরে নিতান্ত আপদ্‌গ্রস্ত হইলেও কখন মানবগণের প্রতি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না, আচার্য্য দ্রোণ পুত্রকে এই কথা বলিয়া পরে কহিয়াছিলেন যে, তুমি কদাচ সাধুগণের পথে অবস্থিত হইতে পারিবে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই দুষ্টাত্মা পিতার অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে সমস্ত কল্যাণে নিরাশ হইয়া শোক বশত মহী-মণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তৎকালে আপনি বনবাসী ছিলেন, সুতরাং সে দ্বারকায় আসিয়া বৃষ্ণিবংশীয়গণ-কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া বাস করে। কোন সময়ে সে সমুদ্র-তীরে দ্বারকাতে বাস করত একাকী আমার নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, যে 'হে কৃষ্ণ! ভারতাচার্য্য সত্য-পরাক্রম আমার পিতা উগ্র তপস্যা করত অগস্ত্যের নিকট হইতে দেবগন্ধর্ব্ব-পূজিত ব্রহ্মশির নামক যে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হে দাশার্হ! সেই অস্ত্র আমার পিতার নিকটে যেরূপে ছিল, এক্ষণে তাহা আমার নিকটে সেই রূপেই আছে, হে যদুবর! তুমি আমার নিকট হইতে সেই দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সমরে শত্রুঘাতি চক্র অস্ত্র আমাকে প্রদান কর' হে মহারাজ! সে কৃতাঞ্জলি হইয়া যত্ন-সহকারে আমার নিকট অস্ত্র প্রার্থনা করিলে, আমি প্রীত হইয়া বলিলাম যে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মানব, পক্ষী ও উরগ প্রভৃতি সকলে মিলিত হইলেও আমার বীর্য্যের শতাংশের সমান নহে; এই ধনু, এই শক্তি, এই চক্র এবং এই গদা রহিয়াছে, ইহার মধ্যে আমার নিকট হইতে তুমি যে যে অস্ত্র ইচ্ছা কর আমি তাহাই তোমাকে দান করিব। তুমি সমরে যে অস্ত্র উদ্ধার ও প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে তুমি আমাকে যে অস্ত্র দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহা না দিয়াও আমার অস্ত্র গ্রহণ কর। সেই মহাভাগ তখন আমার সহিত স্পর্দ্ধা করত আমার নিকট হইতে সুন্দর নাভিযুক্ত সহস্র অর-সমন্বিত বজ্রনাভ লৌহময় চক্র প্রার্থনা করিল। অনন্তর, 'চক্র গ্রহণ কর' আমি এই কথা বলিলে, সে উৎপতিত হইয়া বামহস্ত-দ্বারা চক্র ধারণ করিল, কিন্তু তাহা স্বস্থান হইতে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর, দক্ষিণহস্ত-দ্বারা তাহা ধারণ করিতে উপক্রম করিল, তথাপি সর্ব্ব-প্রযত্ন ও সমস্ত বল-দ্বারা চক্র ধারণ-পূর্ব্বক যখন তাহা উদ্যত বা চালিত করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইল না—তখন দ্রোণতনয় অতিশয় দুর্ম্মনা হইল এবং যত্ন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া নিবৃত্ত রহিল।

আমি অশ্বত্থামাকে তাদৃশ অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত ও উদ্বিগ্ন-চিত্ত দেখিয়া আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলাম যে, যে গাণ্ডীবধন্বা শ্বেতাশ্ব কপিধ্বজ দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি সাক্ষাৎ দেবদেবেশ শিতিকণ্ঠ উমাপতি শঙ্করকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়া সন্তুষ্ট করিয়াছেন, ভূমণ্ডলে যাঁহা হইতে অন্য কোন পুরুষ

আমার প্রিয়তর নাই, অন্যকি যাঁহাকে আমার স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত অদেয় নহে, হে ব্রহ্মন্! সেই অক্লিষ্ট-কর্ম্মা সুহৃৎ পার্থও তুমি আমাকে যে কথা বলিতেছ তাহা পূর্ব্বে কখন বলেন নাই। দ্বাদশবার্ষিক সুমহৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করিয়া হিমালয়ের পাশ্বদেশে আগমন করত তপস্যা-দ্বারা যাঁহাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সমান-ব্রতচারিণী রুক্মিণীতে যিনি জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই সনৎকুমার-সদৃশ তেজস্বী মদীয় পুত্র প্রদ্যুম্নও কখন এই অপ্রতিম সুমহৎ দিব্য চক্র প্রার্থনা করেন নাই, রে মূঢ়! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, মহাবল রাম, গদ এবং শাম্বও কখন তাহা প্রার্থনা করেন নাই, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে দ্বারকাবাসি বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয় অন্যান্য মহারথেরাও কখন তাহা প্রার্থনা করেন নাই, তুমি ভরতবংশীয়গণের আচার্য্যের পুত্র, সমস্ত যাদবগণের মান্য, হে রথিবর! তুমি এই চক্র-দ্বারা কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? দ্রোণ-নন্দন আমা-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া প্রত্যুত্তর বচনে বলিলেন, 'হে কৃষ্ণ! আমি আপনাকে পূজা করিয়া আপনারই সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম এবং সেই কারণেই দেব ও দানবগণের পূজিত চক্র আপনা হইতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, হে বিভো! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি সকলের অজেয় হইব, ইহাই আমার অভিপ্রায় ছিল। হে কেশব! আমি আপনা হইতে দুর্লভ কামনা প্রাপ্ত না হইয়াই স্বচ্ছন্দে প্রতিগমন করি। হে গোবিন্দ! আপনি ইহাই বলুন। এই ভয়ানকের ভয়ানক চক্র যাহা আপনি ধারণ করিয়াছেন, ভূমণ্ডলে অন্য কেহ তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।' দ্রোণ-নন্দন আমাকে এই কথামাত্র কহিয়া যুগ্ম অশ্ব, ধন ও বিবিধ রত্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎকালে প্রস্থান করিয়াছিল। সে দুরাত্মা, ক্রোধন, চপল এবং ক্রূর, সে ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রয়োগ জানে, অতএব তাহা হইতে বৃকোদরকে রক্ষা করা উচিত।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সংবাদে দ্বাদশ অধ্যায়॥ ১২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যোদ্ধৃবর যদুনন্দন এইরূপ বলিয়া সমস্ত উৎকৃষ্ট অস্ত্রযুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিলেন। সেই রথে হেমমালাধারি কাম্বোজ দেশীয় তুরঙ্গগণ যোজিত ছিল; শৈব্য ও সুগ্রীব নামক অশ্ব-দ্বয় সেই আদিত্যোদয় সমান বর্ণ রথবরের দক্ষিণ ও বামভাগের ভার বহন করিতে লাগিল, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক বাহ-দ্বয় সেই রথের পার্শ্বদেশের ভারবাহী হইল। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত রত্ন ও ধাতু-বিভূষিত দিব্য ধ্বজযষ্টি রথে উচ্ছ্রিত মায়ার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রভামণ্ডলমণ্ডিত ও রশ্মিবান্ বিনতানন্দন সেই ধ্বজে অবস্থিত ছিলেন, তাহাতে সেই সত্যবানের কেতু ভুজগারির ন্যায় বিলোকিত হইল। সর্ব্বধনুর্দ্ধরের কেতু হৃষীকেশ, সত্যকর্ম্মা কুরুরাজ যুধিষ্ঠির এবং অর্জ্জুন সেই রথে আরোহণ করিলেন। অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় দেবরাজের উভয় পার্শ্বে যেরূপ শোভা পান, মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন রথস্থ দাশার্হের উভয় পার্শ্বে সেইরূপ শোভিত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করাইয়া বেগযুক্ত অশ্বগণকে প্রতোদ-দ্বারা চালিত করিলেন; অশ্বগণ যদুবর ও পাণ্ডুসুত-দ্বয়-কর্ত্তৃক অধিরূঢ় সেই উৎকৃষ্ট রথ গ্রহণ করত সহসা উৎপতিত হইল। উড্ডীয়মান পক্ষিগণের ন্যায় শীঘ্রগামি অশ্বগণ কৃষ্ণকে বহন করিতে থাকিলে মহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই নরবরেরা বেগভরে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের অনুধাবন করত গমন করিলেন; কিন্তু সেই মহারথেরা মিলিত হইয়াও বিপক্ষ-বিনাশার্থ সমুদ্যত ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তী-তনয় ভীমসেনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। শ্রীমান্ দৃঢ়ধন্বি-

গণ দেখিতে দেখিতেই তিনি হয় সমুদয়-দ্বারা অতিশয় বেগবান্ হইয়া ভাগীরথী-তীরে যেখানে মহাত্মা পাণ্ডবগণের পুত্র-হন্তা অশ্বত্থামা আছে, পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। গমন করিয়া দেখিলেন, জল-সমীপে মহাত্মা যশস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ঋষিগণের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে সেই ক্রূরকৰ্ম্মা ঘৃতাক্ত কুশচীরধারী ধূলিধ্বস্ত অশ্বত্থামা আসীন আছে ; কুন্তীতনয় মহাবাহু ভীমসেন তাহাকে দেখিবামাত্র শর-সহ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন এবং 'থাক্, থাক্,' এই কথা বলিলেন।

অশ্বত্থামা গৃহীত-শরাসন ভীমসেনকে এবং তাঁহার পশ্চাৎ জনার্দ্দনের রথে উপবিষ্ট ভ্রাতৃ-দ্বয়কে দর্শন করিয়া ব্যথিতচিত্ত হইলেন এবং এই সময় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাও বিবেচনা করিলেন। অদীনচিত্ত অশ্বত্থামা তখন সেই পরম দিব্য অস্ত্র চিন্তা করত বামহস্ত-দ্বারা ঈষিকাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই আপদ্‌কাল উপস্থিত দেখিয়া দিব্য অস্ত্র প্রেরণ করিলেন। সেই সমস্ত দিব্য আয়ুধধারি শূর সকলকে ক্ষমা না করিয়া পাণ্ডবগণের বিনাশার্থ দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে নৃপবর! প্রতাপবান্ দ্রোণ-পুত্র নিদারুণ কথা বলিয়া সর্ব্বলোকের মোহের জন্য সেই অস্ত্র মোচন করিলেন। অনন্তর, সেই ঈষিকাতে কালান্তক-যমোপম অগ্নি যেন লোকত্রয় দগ্ধ করিবে বলিয়া উৎপন্ন হইল।

ব্রহ্মশির অস্ত্রত্যাগে ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ১৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাহু কৃষ্ণ ইঙ্গিত-দ্বারা অগ্রেই অশ্বত্থামার সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! দ্রোণের উপদিষ্ট যে দিব্য অস্ত্র তোমার অন্তঃকরণে বিরাজ করিতেছে, সম্প্রতি তাহা প্রয়োগ করিবার সময়। হে ভারত! তুমি ভ্রাতৃগণের ও আপনার পরিত্রাণের জন্য সমরে বিপক্ষের অস্ত্র নিবারণ কারণ আপন অস্ত্র পরিত্যাগ কর। পর-বীরহন্তা পাণ্ডব কেশব-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া শর-সহ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ করিলেন ; প্রথমত আচার্য্য-পুত্রের পরে আপনার এবং সমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল হউক্, শক্রতাপন অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া দেবতা ও গুরুগণকে সর্ব্বপ্রকারে প্রণাম করত এই অস্ত্র-দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র নিবারিত হউক্, এই অভিপ্রায়ে মহাদেবকে ধ্যান করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর, অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই জ্বালাযুক্ত অস্ত্র প্রলয়কালের অনলের ন্যায় সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেইরূপ তিগ্মতেজা দ্রোণ-পুত্রের মহাজ্বালা-যুক্ত ও তেজোমণ্ডল সংবৃত সেই অস্ত্র প্রজ্বলিত হইল ; অনেকানেক নির্ঘাত এবং সহস্র সহস্র উল্কা পতিত হইতে লাগিল। সমস্ত প্রাণিগণের মহাভয় জন্মিল। জ্বালামালা-সমাকুল নভোমণ্ডল অতিশয় শব্দযুক্ত হইল, পর্ব্বত বন ও বৃক্ষের সহিত সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইতে লাগিল। সেই দুই অস্ত্রের তেজে লোক সকল তাপিত হইল। তখন সর্ব্বভূতাত্মা নারদ এবং ভারতগণের পিতামহ ব্যাসদেব এই মহর্ষি-দ্বয় উভয়ে বীর অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়কে শান্ত করিবার জন্য এক কালে সেই তেজো-দ্বয়-মধ্যে আপনাদিগকে দর্শন দিলেন। সর্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ সর্ব্বভূত-হিতৈষী পরমতেজস্বী সেই মুনিদ্বয় দীপ্ত অস্ত্র-দ্বয়-মধ্যে অবস্থিত রহিলেন। প্রাণিগণের অধৃষ্য দেব দানব-পূজিত যশস্বী ঋষিবরদ্বয় লোক সকলের হিত কামনায় অস্ত্রতেজ শান্ত করিবার জন্য সেই অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ঋষিরা বলিলেন, নানাশস্ত্রজ্ঞ মহারথগণ পূর্ব্বে যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্যলোকে কখন কোন প্রকারে এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই ; এই বীরদ্বয় এ কি মহানিষ্টকর সাহস প্রকাশ করিয়াছে!

অর্জ্জুনাস্ত্র ত্যাগে চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ নরবর! ধনঞ্জয় সেই অগ্নিসম তেজস্বী ঋষিদ্বয়কে দেখিবামাত্র সত্বর হইয়া সেই দিব্য শর সংহার করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, ‘ অস্ত্র-দ্বারা অস্ত্র শান্ত হউক্’ এই অভিপ্রায়ে আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি, সম্প্রতি এই পরম অস্ত্র সংহৃত হইলে পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামা আমাদিগকে এবং লোক সকলকে অস্ত্রতেজ-দ্বারা নিশ্চয়ই দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, অতএব আমাদিগের এবং সমস্ত লোকের যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে হিত হয়, আপনারা তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন। ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া পুনরায় অস্ত্র সংহার করিলেন; সমরে সেই অস্ত্রের সংহার করা দেবগণেরও দুষ্কর, সংগ্রামে পরিত্যক্ত সেই পরম অস্ত্রের পুনর্ব্বার সংগ্রহে পাণ্ডব ভিন্ন অন্যের কথা দূরে থাকুক্, সাক্ষাৎ শতক্রতুও সমর্থ নহেন। ব্রহ্মচর্য্যব্রত ব্যতীত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সংহার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণ করে নাই, সে এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই অস্ত্র সংহারকর্ত্তার মস্তক চ্ছেদন করে। ব্রহ্মচারী-ব্রতনিষ্ঠ অর্জ্জুন সেই দুষ্প্রাপ্য অস্ত্র লাভ করিয়া অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াও কখন তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সত্যব্রতধর শূর ব্রহ্মচারী এবং গুরু আজ্ঞানুবর্ত্তী এই কারণেই সেই অস্ত্র পুনর্ব্বার সংহার করিলেন।

অনন্তর, অশ্বত্থামা ঋষিদিগকে অগ্রভাগে অবস্থিত দেখিয়া নিজ তেজোবলে সেই ঘোরতর অস্ত্রকে পুনর্ব্বার সংহার করিতে সমর্থ হইলেন না। হে মহারাজ! দ্রোণ-তনয় সমরে সেই পরম অস্ত্রের প্রতিসংহারে অশক্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে দ্বৈপায়নকে বলিলেন, মুনে! আমি ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া প্রাণ পরিত্রাণ প্রার্থনায় এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্ হে ভগবন্! এই ভীমসেন সমরে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধনকে মিথ্যা আচার-দ্বারা হনন করিতে ইচ্ছা করিয়া অধর্ম্ম করিয়াছেন, এই জন্য আমি অস্ত্র মোচন করিয়াছি; আমি জিতেন্দ্রিয় নহি, অতএব এক্ষণে পুনরায় ইহার সংহার করিতে উৎসাহ করি না। মুনে! আমি পাণ্ডবগণের বিনাশার্থ এই বহ্নি-তেজঃসম্পন্ন দুরাসদ দিব্য অস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং পাণ্ডবগণের বিনাশার্থে প্রেরিত এই অস্ত্র অদ্য তাহাদিগকে প্রাণ-বিযুক্ত করিবে। হে ব্রহ্মন্! আমি রোষাবিষ্টচিত্তে পাণ্ডবদিগের বধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া সমরে অস্ত্র পরিত্যাগ করত এই পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছি।

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! বিদ্বান্ পৃথা-পুত্র ধনঞ্জয় যে ব্রহ্মশির অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা রোষ-বশত অথবা তোমার বিনাশের নিমিত্ত নহে, সমরে তোমার অস্ত্রকে শান্ত করিবার জন্যই অর্জ্জুন এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তাহার প্রতিসংহার করিলেন, মহাবাহু ধনঞ্জয় তোমার পিতার উপদেশ-বশত এই দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন নাই। যে ব্যক্তি ঈদৃশ ধৈর্য্যশালী, সাধু, সমস্ত অস্ত্রবিৎ এবং সৎস্বভাব, তুমি ভ্রাতা ও বন্ধুগণ-সহ তাহার বধ কামনা করিতেছ কেন? যে রাজ্যে ব্রহ্মশির অস্ত্র পরম অস্ত্র-দ্বারা বাধিত হয়, পর্জ্জন্যমেঘ সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বর্ষণ করে না। এই জন্য মহাবাহু অর্জ্জুন সমর্থ হইয়াও প্রজাগণের হিত করিবার ইচ্ছা-হেতু তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করিলেন না। পাণ্ডবগণ, তুমি এবং রাজ্য সততই সম্যক্প্রকারে রক্ষণীয়, অতএব হে মহাবাহো! তুমি এই দিব্য অস্ত্র সংহার কর। তোমার রোষ না হউক্, পাণ্ডবগণ নিরাময় হউন্; রাজর্ষি পাণ্ডুনন্দন অধর্ম্মত জয় করিতে ইচ্ছা করেন না। তোমার মস্তকে যে মণি আছে, তাহা ইহাঁদিগকে দান কর, পাণ্ডবেরা ইহা প্রাপ্ত হইয়া তোমার প্রাণ দান করিবেন।

অশ্বত্থামা কহিলেন, পাণ্ডব ও কৌরবগণ ইহলোকে যে সমস্ত ধন রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় হইতে আমার এই মণি উৎকৃষ্ট; যাহা মস্তকে বন্ধন করিয়া আমার শস্ত্র-ব্যাধি বা, ক্ষুধা জন্য ভয় নাই এবং দেব, দানব, নাগ, রাক্ষস ও তস্করগণ হইতে কোন ভয় উৎপন্ন হয় নাই; যে মণির এরূপ বীর্য্য, তাহা কোন প্রকারে আমার ত্যাজ্য হইতে পারে না। কিন্তু আপনি যাহা কহিতেছেন, এক্ষণে তাহাই আমার কর্ত্তব্য; এই মণি এবং আমিও উপস্থিত আছি, পরন্তু এই উদ্যত অমোঘ ঐষিক অস্ত্র পাণ্ডবগণের গর্ব্ভে পতিত হইবে। ভগবন্! আমি এই উদ্যত অস্ত্রকে পুনরায় সংহার করিতে সমর্থ নহি, এজন্য এই অস্ত্রকে গর্ব্ভে পরিত্যাগ করিলাম। হে মহামুনে! আপনকার বাক্য প্রতিপালন করিব না, এরূপ নহে। ব্যাসদেব কহিলেন, হে অনঘ! তুমি অন্য প্রকার বুদ্ধি করিও না, গর্ব্ভে ইহা পরিত্যাগ করিয়া উপরত হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, অশ্বত্থামা দ্বৈপায়নের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমরে উদ্যত পরম অস্ত্র গর্ব্ভ উদ্দেশে মোচন করিলেন।

ব্রহ্মশির অস্ত্রের গর্ব্ভ প্রবেশে পঞ্চদশ অধ্যায়॥ ১৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হৃষীকেশ পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক গর্ব্ভ উদ্দেশে সেই অস্ত্র পরিত্যক্ত হইল জানিয়া হৃষ্ট হইয়া তখন দ্রোণ-নন্দনকে এই কথা বলিলেন, পূর্ব্বে বিরাটরাজের দুহিতা গাণ্ডীবধন্বার পুত্রবধূ উপপ্লব্য নগরে গমন করিলে কোন ব্রতবান্ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "কুরুবংশীয়গণের ক্ষয় হইলে তোমার পুত্র জন্মিবে, অতএব এই গর্ব্ভস্থ বালকের নাম পরিক্ষিৎ হইবে" এক্ষণে সেই সাধুর বাক্য সত্য হইল; পরিক্ষিৎ, পাণ্ডবগণের বংশ-রক্ষাকর সন্তান হইবে। সাত্বতপ্রবর গোবিন্দ তৎকালে এইরূপ বলিতে থাকিলে, দ্রোণ-নন্দন নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া এই উত্তর করিলেন যে, হে কেশব! তুমি পক্ষপাত-বশত যাহা কহিতেছ, তাহা নহে; হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমার বাক্য অন্যথা হইবে না; তুমি যে গর্ব্ভ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমার পরিত্যক্ত অস্ত্র সেই বিরাট-দুহিতার গর্ব্ভেই পতিত হইবে।

ভগবান্ কহিলেন, সেই পরম অস্ত্রের পতন অব্যর্থ, অতএব তাহা অবশ্যই ঘটিবে; কিন্তু, সেই গর্ব্ভস্থ বালক মৃত হইয়াও জন্মগ্রহণ করিবে এবং দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইবে। মনীষিগণ তোমাকে বারম্বার পাপকর্ম্মকারী বালপ্রাণহারী পাপাত্মা ও কাপুরুষ বলিয়া জানিবেন, সুতরাং তুমি এই পাপকর্ম্মের ফল ভোগ করিবে; তুমি কখন কাহারও সহিত কোন রূপ কথোপকথন করিতে না পাইয়া তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে; সহায়-শূন্য হইয়া নির্জ্জন-প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। রে ক্ষুদ্র! জন-সমাজ-মধ্যে তোমার বসতি হইবে না; রে পাপাত্মন্! তুমি পূয-শোণিত-গন্ধ এবং সমস্ত ব্যাধি-সমন্বিত হইয়া দুর্গম অরণ্য আশ্রয় করত বিচরণ করিবে। আর পরিক্ষিৎ বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া শূরত্ব ও বেদব্রত লাভ করত শারদ্বত কৃপের নিকটে সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা করিবে। সেই ধর্ম্মাত্মা ক্ষাত্রধর্ম্ম ও ব্রতে স্থিরতর থাকিয়া পরম অস্ত্র সকল বিদিত হইয়া ষষ্টি বৎসর কাল এই ভূমণ্ডল পালন করিবেন। রে দুর্ম্মতে! অতঃপর তোমার সাক্ষাতেই মহাবাহু কুরুরাজ পরিক্ষিৎ নৃপতি হইবেন। রে নরাধম! আমার সত্য ও তপস্যার বল বিলোকন কর, আমি সেই শস্ত্রাগ্নি তেজে দগ্ধ গর্ব্ভস্থ বালককে জীবিত করিব।

ব্যাসদেব কহিলেন, তুমি আমাদিগকে অনাদর করিয়া যখন এই দারুণ কর্ম্ম করিলে, ব্রাহ্মণ হইয়াও যখন তোমার চরিত্র এইরূপ এবং তুমি যখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছ, তখন দেবকী-নন্দন তোমাকে যে উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন, তাহাই ঘটিবে, সংশয় নাই।

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি এবং এই পুরুষোত্তম সত্যবাদী হউন, আমি ইহলোকে পুরুষগণের মধ্যে আপনারই সহিত অবস্থিতি করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রোণ-তনয় মহানুভব পাণ্ডবগণকে মণি প্রদান করিয়া বিমনা হইয়া তাঁহাদিগের সকলের সাক্ষাতেই বন গমন করিলেন। হত-বৈর পাণ্ডবেরাও গোবিন্দকে এবং মহামুনি দ্বৈপায়ন ও নারদকে পুরঃসর করিয়া দ্রোণ-পুত্রের সহজ মণি গ্রহণ-পূর্ব্বক সত্বর হইয়া মরণার্থ কৃত-নিশ্চয়া মনস্বিনী দ্রৌপদীর নিকটে ধাবিত হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, সেই নরবরেরা কৃষ্ণের সহিত বায়ুসম-বেগ-সম্পন্ন উৎকৃষ্ট অশ্বগণ-দ্বারা পুনরায় শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। শোক-পীড়িত মহারথ পাণ্ডবগণ কেশব-সহ সত্বর হইয়া উভয় রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক শোকার্ত্তা দ্রৌপদী-কে মলিন-বর্ণা দেখিলেন এবং [illegible]ই দুঃখ-শোক-সমন্বিতা নিরানন্দা কৃষ্ণার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর, রাজার আজ্ঞানুসারে মহাবল ভীমসেন দ্রৌপদীকে সেই দিব্য মণি প্রদান করিয়া বলিলেন, ভদ্রে! এই তোমার মণি, তোমার সেই পুত্রহন্তা পরাজিত হইয়াছে; ওঠ! শোক পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণ কর। হে অসিতেক্ষণে! হে ভীরু! শান্তির জন্য বাসুদেবের গমনকালে তুমি তাঁহাকে বলিয়াছিলে, "রাজা যখন শান্তি ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আমি বুঝিলাম, আমার পতি, পুত্র এবং ভ্রাতা কেহই নাই; হে গোবিন্দ! তুমিও আমার কেহই নহ।" তুমি পুরুষোত্তমকে এই সকল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের অনুরূপ যে পরুষ বাক্য বলিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে তোমার স্মরণ করা উচিত। আমাদিগের রাজ্যের বিরোধী পাপ দুর্য্যোধন হত হইয়াছে; দুঃশাসন জীবিত থাকিতেই আমি তাহার রুধির পান করিয়াছি; বৈর বিষয়ে অনৃণ হইয়াছি; লোকের নিকট নিন্দনীয়ও হই নাই; দ্রোণ-পুত্রকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র এই গৌরব-বশত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। হে দেবি! তাহার যশ নষ্ট হইয়াছে, শরীর-মাত্র অবশিষ্ট আছে, সে মণি হইতে বিযোজিত এবং তাহার অস্ত্র ভ্রংশিত হইয়াছে।

দ্রৌপদী কহিলেন, গুরুপুত্র আমার গুরু, অতএব তাঁহার নিকট আমি কেবল অঋণী হইয়াছি। হে ভারত! মহারাজ এক্ষণে এই মণি নিজ মস্তকে বন্ধন করুন। অনন্তর, রাজা তৎকালে দ্রৌপদীর বচনানুসারে সেই মণি গ্রহণ করত তাহা গুরুর উপভুক্ত বলিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। রাজা সেই দিব্য মণি মস্তকে ধারণ করত চন্দ্র-সমন্বিত উদয়-শৈলের ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর, পুত্র-শোকার্ত্তা মনস্বিনী কৃষ্ণা উত্থিতা হইলেন, পরে ধর্ম্মরাজ, মহাবাহু কৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রৌপদী-সান্ত্বনে ষোড়শ অধ্যায় ॥ ১৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সৌপ্তিকে সেই তিন জন রথি-কর্ত্তৃক সমস্ত সৈন্য হত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির শোক প্রকাশ করত দাশার্হকে এই কথা বলিলেন। কৃষ্ণ! পাপাত্মা পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রাশয় অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক আমার মহারথ পুত্রগণ কেন নিহত হইল এবং কৃতাস্ত্র, বিক্রমশালী, শত সহস্র ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ দ্রুপদরাজের পুত্রগণ দ্রোণ-নন্দন-কর্ত্তৃক কি কারণে নিপাতিত হইলেন? মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ সমরে যাহাকে প্রাধান্য প্রদান করেন নাই, সে রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নকে কিপ্রকারে নিহত করিল? গুরুপুত্র এমন কি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা একাকী আমাদিগের সকলকে বধ করিলেন?

ভগবান্ কহিলেন, দ্রোণ-নন্দন অবশ্যই দেবদেব অব্যয় মহেশ্বরের শরণাগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই একাকী অনেক ব্যক্তিকে বধ করিয়াছেন; মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অমর বর প্রদান করিয়া থাকিবেন এবং এরূপ বীর্য্য দিয়া থাকিবেন,

যাহাতে তিনি ইন্দ্রকেও অবসন্ন করিতে সমর্থ হয়েন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি মহাদেবকে এবং তাঁহার যে সমস্ত বিবিধ পুরাণ কর্ম্ম আছে, তাহাও যথার্থরূপে জানি। হে ভারত! ইনিই প্রাণিগণের আদি, মধ্য ও অন্ত-স্বরূপ; ইহাঁর কর্ম্ম-দ্বারা সমস্ত জগৎ জীবিত রহিয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ পিতামহ প্রথমত প্রজা সৃজনে ইচ্ছা করিয়া এই মহাদেবকে দর্শন করিলেন এবং বলিলেন, "তুমি জীবগণকে সৃষ্টি কর, বিলম্ব করিও না।" মহাদেব তাহাই করিব, এই কথা বলিয়া জীবগণের দোষ দর্শন করিলেন, পরে সেই মহাতপা জল-মধ্যে মগ্ন হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। পিতামহ বহুকাল তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে সর্ব্বভূতের সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন রজোগুণময় চতুর্ম্মুখদেবকে মনের দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। তিনি মহাদেবকে জল মধ্যে সুপ্ত দেখিয়া পিতামহকে কহিলেন "যদি অন্য কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তবে আমি প্রজা সৃষ্টি করিব। পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন, "তোমা ভিন্ন অগ্রজন্মা পুরুষ আর কেহ নাই, কেবল একমাত্র স্থাণু আছেন, তিনিও জল-মধ্যে মগ্ন রহিয়াছেন, অতএব তুমি বিশ্বস্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য কর।" চতুর্ম্মুখ, পিতামহের আদেশক্রমে ভূত-সকলের এবং দক্ষপ্রভৃতি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন; যাঁহাদিগের দ্বারা এই সমস্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভূত-সমূহের প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই সমস্ত প্রজাগণ সৃষ্ট হইবামাত্র ক্ষুধিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রজাপতিকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করত সহসা ধাবমান হইল। তিনি ভক্ষ্যমাণ হইয়া পরিত্রাণার্থ পিতামহের নিকটে গমন করিলেন। কহিলেন, ভগবন্! ইহাদিগ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য আপনি ইহাদিগের বৃত্তি বিধান করুন। অনন্তর, পিতামহ তাহাদিগের ভক্ষণ জন্য ওষধি ও স্থাবর জঙ্গম জীব সমুদয় এবং বলবান্ জীবগণের জন্য দুর্ব্বল জন্তুদিগকে অন্ন বিধান করিয়া দিলেন। সৃষ্ট প্রজাগণের জন্য এইরূপ অন্ন বিহিত হইলে তাহারা যথা-স্থানে গমন করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর, তাহারা নিজ নিজ যোনিতে প্রীতিমান্ থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জীব সমুদয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং লোক-গুরু পিতামহ তুষ্ট হইলে সেই অগ্রজন্মা দেবদেব জল হইতে উত্থিত হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে দর্শন করিলেন। ভগবান্ রুদ্র বিবিধরূপ সৃষ্ট প্রজাগণকে নিজ তেজে বর্দ্ধিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রসব-সামর্থ্য-স্বরূপ নিজ লিঙ্গকে পৃথিবীতে পাতিত করিলেন। শিবলিঙ্গ ভূতলে পতিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। তৎকালে অব্যয় ব্রহ্মা বাক্য-দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, হে শর্ব্ব! তুমি জল-মধ্যে বহুকাল অবস্থান করিয়া কি করিলে এবং কি নিমিত্ত এই লিঙ্গ উৎপাদন করিয়া ভূমিতে প্রবেশিত করিলে? লোকগুরু রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, এই সমস্ত প্রজা অন্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব এই লিঙ্গ লইয়া আমি কি করিব? হে ব্রহ্মন্! আমার তপস্যা-দ্বারা প্রজাগণের নিমিত্ত অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে, ওষধি সকলের পরিবর্ত্তন ক্রমে প্রজাগণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অর্থাৎ অন্ন হইতে রেত এবং রেত হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়া অবসানে অন্নে পরিণত হইতেছে, মহাতপা মহাদেব ক্রোধের সহিত এইরূপ বলিয়া বিমনা হইয়া তপস্যা করিবার জন্য মুঞ্জবান পর্ব্বতের শিখরে গমন করিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির-সংবাদে সপ্তদশ অধ্যায়॥ ১৭॥

ভগবান্ কহিলেন, ঈশ্বরের তিরোধানানন্তর, দেবযুগ অতীত হইলে সত্যযুগে দেবগণ বেদ-প্রমাণানুসারে যথাবিধি যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করত তাহার অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞের কারণ ঘৃতাদি ভাগার্হ দেবতাসকল ও যজ্ঞিয় দ্রব্য সমুদয় আহরণ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত দেবতারা রুদ্রকে যথার্থরূপে জানিতেন না, এ জন্য সেই ফলদাতার

ভাগ কল্পনা করেন নাই ; দেবগণ যজ্ঞস্থলে স্থাণুর ভাগ কল্পনা না করিলে কৃত্তিবাসা ইচ্ছা-পূর্ব্বক যজ্ঞনাশক ধনু সৃষ্টি করিলেন ; সমস্ত লোক আমাকে সাধু বলিয়া জানুক, এই বাসনা-স্বরূপ লোক-যজ্ঞ, গর্ব্ভাধানাদি সংস্কার-স্বরূপ ক্রিয়াযজ্ঞ, পত্নী-সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি-রূপ গৃহযজ্ঞ, আত্মতর্পণ-স্বরূপ পঞ্চভূতময় যজ্ঞ এবং অতিথি-তর্পণ-রূপ নৃযজ্ঞ, এই পঞ্চবিধ সনাতন যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ-দ্বারা কপর্দ্দী ধনু বিধান করিলেন। তাঁহার ধনু পঞ্চ হস্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইল। হে ভারত ! বষট্কার সেই ধনুকের জ্যা হইল ; অর্থিত্ব, সমর্থত্ব, দ্বন্দ্ব-শূন্যত্ব ও শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি, এই চারি প্রকার যজ্ঞাঙ্গ সেই ধনুকের দৃঢ়তা বিধান করিল।

অনন্তর, দেবগণ যে স্থানে যজ্ঞ করিতেছিলেন, মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত ধনু গ্রহণ-পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। সেই অব্যয় ব্রহ্মচারীকে ধনু-র্দ্ধারী দেখিয়া পৃথিবী দেবী ব্যথিতা হইলেন, পর্ব্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল। বায়ু বহিল না, অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না, আকাশ-মণ্ডলে নক্ষত্র সকল উদ্বিগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল, সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন না, চন্দ্রমণ্ডল শ্রীহীন হইল, আকাশমণ্ডল অন্ধকারে আকুল ও আবৃত রহিল। তৎকালে দেবগণ অভিভূত হইয়া কোন বিষয় জানিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগের সঙ্কল্পিত যজ্ঞ প্রকাশিত হইল না, বরঞ্চ তাঁহারা ত্রাসিত হইলেন। অনন্তর, মহাদেব ভয়ঙ্কর শর-দ্বারা যজ্ঞের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন, পরিশেষে অগ্নিরূপী যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ-পূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করিলেন। মহারাজ ! তিনি সেইরূপে রুদ্র-কর্ত্তৃক অনুগম্যমান ও স্বর্গ-প্রাপ্ত হইয়া বিরাজিত হইলেন। যজ্ঞ অপক্রান্ত হইলে দেবগণেরচৈতন্য প্রকাশ পাইল না, সুরগণ সংজ্ঞা-হীন হইলে কোন বিষয়ই বিজ্ঞাত হইল না।

অনন্তর, ত্রিলোচন ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুষ্কোটি-দ্বারা সবিতার বাহু-দ্বয়, ভগের নয়ন-যুগল এবং পূষার দন্ত সকল আহত করিলেন। তৎকালে দেবগণ ও যজ্ঞাঙ্গ সকল সর্ব্ব দিকে ধাবিত হইল ; কেহ কেহ সেই স্থানেই ঘূর্ণিত হইয়া গতাসুর ন্যায় রহিলেন। সেই নীলকণ্ঠ অবলীলাক্রমে তৎসমুদয়কে বিদ্রাবিত করত ধনুষ্কোটি স্তব্ধ করিয়া সুরগণকে রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর, দেবগণের উক্ত-বাক্য তাঁহার ধনু-র্গুণ ছেদন করিল। মহারাজ ! গুণ সহসা বিচ্ছিন্ন হইলেও ধনু শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর, দেববর ধনুঃ শূন্য হইলে দেবতারা যজ্ঞের সহিত তাঁহার শরণাগত হইলেন। তাঁহারা শরণাপন্ন হইলে মহাদেব দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন, ভগবান্ নিজ ক্রোধ জলাশয়ে স্থাপন-পূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেন ; তদীয় ক্রোধ অগ্নিরূপে অনবরত সমস্ত জল শোষণ করিতে লাগিল। হে পাণ্ডব ! তিনি প্রসন্ন হইয়া ভগের নয়ন-দ্বয়, সবিতার বাহু-যুগল, পূষার দন্ত সকল এবং সমস্ত যজ্ঞ ফল পুনরায় প্রদান করিলেন। অনন্তর, সমস্ত জগৎ পুনরায় সুস্থ হইল ; দেবতারা মহাদেবের জন্য সমস্ত যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলেন। মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত জগৎ অস্বস্থ হইয়াছিল, তিনি প্রসন্ন হইলে পুনরায় সমুদয় স্বস্থ হইল। সেই বীর্য্যবান্ মহাদেব এই অশ্বত্থামার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এজন্য আপনকার মহারথ পুত্রগণ-সানুচর পাঞ্চালসকল ও অন্যান্য অনেকানেক শূরেরা নিহত হইয়াছেন ; অতএব এ বিষয় আপনি মনেও আলোচনা করিবেন না, ইহা অশ্বত্থামার কৃত নহে, মহাদেবেরই অনুগ্রহ এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরসংবাদে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ ১৮ ॥

সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষিকপ্রকরণ ও সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

স্ত্রীপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৩।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের একাদশ অংশ স্ত্রীপর্ব্ব গান্ধারী-প্রভৃতি বীর-জননীগণের বিলাপ-বচনে পরিপূর্ণ, জলপ্রাদানিক ও শ্রাদ্ধ-পর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত, ইহাতে সমরে নিহত নৃপতি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সদ্গতি বর্ণিত হইয়াছে; ইহা সংশোধিত মূল মহাভারতের সহিত ঐক্য করিয়া মৎকর্তৃক অনুবাদিত ও পরিশোধিত হইল। মুদ্রাঙ্কন-কালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণতত্ত্ব-বাগীশ মহাশয় ইহার আদ্যন্ত অবলোকন করত অনুমোদন করিয়াছেন; মূলের সহিত সুসঙ্গত রাখিবার জন্য সাধ্যমত যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না; ভ্রমপ্রমাদ-বশত যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, সুধীগণ সদয় হইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন ইতি।

২৮ চৈত্র
শকাব্দ ১৭৯৪।

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

স্ত্রীপর্ব্বের সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
জনমেজয়ের জিজ্ঞাসা মতে বৈশম্পায়ন-কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ কথন	১	১	৩
শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়ের সমুচিত কথন-পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান	২	১	১০
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের সান্ত্বনা বাক্য	৩	১	৭
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট তত্ত্ব-কথা শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিলে বিদুরের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ	৪	২	২০
ধৃতরাষ্ট্র শোকাভিভূত হইলে ব্যাস-কর্ত্তৃক দৈবোপাখ্যানাদি কথন-দ্বারা তাঁহার শোকাপনোদন করণ	৯	১	১
বিদুর-কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার ধৃতরাষ্ট্রের শোকাপনোদন	১০	২	৩৩
রোদন-পরায়ণা গান্ধারী-প্রভৃতি কৌরব-নারীগণকে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিহত পুত্র-পৌত্রাদি সকলের প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যানারোহণে নগর বহির্গমন	১১	২	৩২
কৃপ কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামার ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ এবং রাত্রিকালে শিবিরস্থ সুপ্ত পাঞ্চালাদি বিনাশ-বৃত্তান্ত-কথনাদি	১২	২	২১
ধৃতরাষ্ট্রকে রাজমহিলাগণের সহিত প্রেতকার্য্য করণে গমন করিতে শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদী-প্রভৃতির সহিত যুধিষ্ঠিরাদির তন্নিকটে গমন ও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলন এবং ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক লৌহময় কৃত্রিম ভীমসেন বিনাশাদি	১৩	২	১৭
কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ শান্তি	১৪	২	৩২
যুধিষ্ঠিরাদির গান্ধারীর নিকট গমন ও ব্যাস-কর্ত্তৃক গান্ধারীর ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত উপদেশ ও গান্ধারীর প্রত্যুক্তি	১৫	২	১৫
ভীমসেন ও গান্ধারীর কথোপকথন ও গান্ধারীর ক্রোধদৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের পদাঙ্গুলির নখের বিকৃতি	১৬	২	৮

সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
গান্ধারী-কর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের আশ্বাস প্রদান ও দ্রৌপদী কুন্তী এবং গান্ধারীর মিলন ও বিলাপ-গর্ব্ভ কথোপকথন	১৮	১	১
ধৃতরাষ্ট্রের রাজমহিলাদিগকে লইয়া রণস্থল দর্শনে গমন ও রাজমহিলাগণের বিলাপ ...	১৮	২	১১
ক্রোধার্ত্তা গান্ধারী কৃষ্ণকে অ-ভিশাপ প্রদান করিলে কৃষ্ণের তাহাতে অনুমোদন ও কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক গান্ধারীর প্রতি ভর্ৎসনা	৩১	১	৯
ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসামতে যুধি-ষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিহত সৈন্যগণের পরিমাণ ও স্বর্গ-বিশেষ গমনাদি কথন	৩২	১	১
সমর-হত ব্যক্তিগণের দাহ ..	৩২	২	১১
প্রেত তর্পণ	৩৩	১	৩২
কর্ণের তর্পণ করিবার কারণ কুন্তী-কর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগকে কর্ণের পরিচয় কথন	৩৩	২	১৩
যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক বিলাপ-পূর্ব্বক কর্ণের উদক প্রদান	৩৩	২	৩০
শ্রাদ্ধপর্ব্ব সমাপন	৩৪	২	৯

স্ত্রীপর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

স্ত্রীপর্ব্ব।

অথ জলপ্রদান প্রকরণ ।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া, পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনে! দুর্য্যোধন এবং সমস্ত সৈন্যগণ নিহত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শ্রবণ করিয়া কি করিলেন? এবং মহাত্মা ধর্ম্মপুত্র কুরুরাজ তথা কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি তিন জন মহারথই বা কি করিলেন? পরস্পর শাপ-জনিত অশ্বত্থামার কৃত কর্ম্ম শ্রুত হইল, অতঃপর সঞ্জয় যাহা কহিয়াছিলেন সেই বৃত্তান্ত বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শত পুত্র হত হইলে ছিন্নশাখ বৃক্ষ-সদৃশ পুত্রশোক-সন্তপ্ত চিন্তাপরিপ্লুত ধ্যান ধারণ-বশত মৌনব্রত দীন-চিত্ত মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় এই কথা বলিলেন যে, মহারাজ! কেন শোক করিতেছেন? শোক করিলে কোন আনুকুল্য হইবে না, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হওয়ায় সম্প্রতি এই বসুমতী জনশূন্য হইয়াছে। নানা দেশীয় নরাধিপগণ নানা দিক্ হইতে সমাগত হইয়া আপনকার পুত্রের সহিত সকলেই নিধন লাভ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে পিতৃগণ পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি সুহৃৎ ও গুরুগণের প্রেতকার্য্য যথাক্রমে নির্ব্বাহ করিতে আদেশ প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্র পৌত্র বধে নিতান্ত পীড়িত দুর্দ্ধর্ষ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমার পুত্র, অমাত্য ও সমস্ত সুহৃৎজন হত হওয়াতে এক্ষণে আমি এই পৃথিবী-মধ্যে বিচরণ করত অবশ্যই দুঃখ অনুভব করিব। আমি বন্ধু-বিহীন হইয়াছি, অতএব জরাজীর্ণ ছিন্ন-পক্ষ পক্ষীর ন্যায় আমার জীবনে আর কি প্রয়োজন আছে? আমার রাজ্য হৃত, বন্ধু হত এবং চক্ষু নষ্ট হইয়াছে সুতরাং আমি ক্ষীণ-রশ্মি অংশুমালীর ন্যায় আর প্রকাশ পাইব না। আমি সুহৃৎ-সকলের বাক্য শ্রবণ করি নাই, পরশুরামের কথা প্রতিপালন করি নাই, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বাক্য রক্ষা করি নাই, সভা-মধ্যে কৃষ্ণ আমার শ্রেয়স্কর বাক্য বলিয়াছিলেন যে, 'মহারাজ! বৈরভাবে প্রয়োজন নাই, আপন পুত্রকে নিবারণ করুন' আমি দুর্ব্বুদ্ধি-বশত সেই বাক্য প্রতিপালন না করিয়া নিরতিশয় পরিতপ্ত হইতেছি, বৃষভের ন্যায় নিনাদকারী দুর্য্যোধনের জন্য আমি ভীষ্মদেবের ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করি নাই, দুঃশাসনের বধ, কর্ণের বিপর্য্যয় এবং দ্রোণরূপ সূর্য্যের গ্রহণ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছে।

হে সঞ্জয়! আমি মোহাভিভূত হইয়া এক্ষণে যাহার এই ফল ভোগ করিতেছি, পূর্ব্বে এমন কোন পাপাচরণ করিয়াছিলাম, তাহা ত স্মরণ হয় না,

তবে পূর্ব্বজন্মে আমি অবশ্যই কোন দুষ্কৃত কার্য্য করিয়া থাকিব, যদ্দ্বারা বিধাতা আমাকে দুঃখযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমার বয়সের পরিণাম হইয়াছে, সমস্ত বন্ধু ক্ষয় হইয়াছে, এক্ষণে দৈব-যোগে সুহৃৎ ও মিত্রগণের বিনাশ উপস্থিত হইল; অতএব ভূমণ্ডলে আমা হইতে নিতান্ত দুঃখিত পুরুষ অন্য আর কে আছে? সুতরাং পাণ্ডবেরা অদ্যই আমাকে ব্রহ্মলোকের বিবৃত দীর্ঘ-পথে ব্রত-ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত অবলোকন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা এইরূপে বহু শোক প্রকাশ করত বিলাপ করিতে থাকিলে সঞ্জয় যা-হাতে তাঁহার শোক বিনাশ হয় তাদৃশ বাক্যে বলি-লেন, মহারাজ! শোক পরিত্যাগ করুন, হে নৃপ-সত্তম! সৃঞ্জয় পুত্রশোকে পীড়িত হইলে পূর্ব্বে মুনিগণ যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি বৃদ্ধগণ হইতে সেই সমস্ত বেদ-নিশ্চয় এবং বিবিধ শাস্ত্র ও আগম শ্রবণ করিয়াছেন। আপনার পুত্র যৌবনজন্য দর্প অবলম্বন করিলেন, আপনি যেমন হিতবাদি সুহৃদ্গণের বাক্য অবধারণ করেন নাই, সেইরূপ লুব্ধ ও ফলাভিলাষী হইয়া নিজ স্বার্থের বিষয়ও কিছু চিন্তা করেন নাই, কেবল নিজ-বুদ্ধি-প্রভাবে একধার অসি-দ্বারা ভাবৎ চেষ্টা করিয়াছেন। সুচ-রিত-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রায়ই সতত সেবা করিত তথাচ দুঃশাসন যাহার মন্ত্রী, দুরাত্মা কর্ণ, দুষ্ট-স্বভাব শকুনি, দুর্ম্মতি চিত্রসেন, এবং যে, সমস্ত জগৎকে শল্যপ্রায় করিয়াছিল, সেই শল্য যাহার মন্ত্রণা পাত্র, হে মহারাজ! আপনকার সেই পুত্র, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, শরদ্বানের পুত্র কৃপ, মহাবাহু কৃষ্ণ, ধীমান্ নারদ, অমিততেজস্বি ব্যাসদেব, তথা অন্যান্য ঋষিগণের বাক্য প্রতিপা-লন করেন নাই। আপনার বীর্য্যবান্ পুত্র দুর্য্যো-ধন অল্পবুদ্ধি, অহঙ্কারী, নিয়ত যুদ্ধাভিলাষী, ক্রূর, দুর্ম্মর্ষণ ও সতত অসন্তুষ্ট ছিলেন। আপনি শা-স্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, নিয়ত সত্যব্রত অতএব আপনার ন্যায় ঈদৃশ বুদ্ধিমান্ সাধুব্যক্তিগণ কখন মুগ্ধ হয়েন না। ক্ষত্রিয়গণ কোন ধর্ম্মকে সৎকার করেন নাই, নিয়তই যুদ্ধ কামনা করিতেন, সুতরাং সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে শত্রুদিগের যশ বর্দ্ধিত হইল।

আপনি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, ক্ষম-তাসত্ত্বেও কিছু বলেন নাই এবং উভয়পক্ষের ভার তুল্য-রূপে ধারণ করেন নাই। প্রথমত মনুষ্যের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা উচিত, যদ্দ্বারা প্রয়ো-জনীয় বিষয় অতীত না হয় এবং পশ্চাত্তাপ-যুক্ত হইতে না হয়, সেই রূপেই কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! আপনি পুত্রস্নেহ-বশত তাঁহার প্রিয়-কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া এই পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনার শোক করা উচিত নহে। যে পুরুষ কেবল মধু দর্শন করিয়া উচ্চ স্থান হইতে পতন-সম্ভাবনা দেখে না, সে যেমন মধুলোভে প্রপাত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শোক করিয়া থাকে, আপনিও তদ্রূপ শোক করিতেছেন। শোক করিয়া অর্থ প্রাপ্তি হয় না, শোক করিয়া কোন ফল লাভও হয় না, শোককারীব্যক্তি প্রিয়বস্তু এবং পরম পদ মোক্ষও প্রাপ্ত হয় না। স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন-পূর্ব্বক বস্ত্র-দ্বারা পরিবেষ্টন করত যে ব্যক্তি তদ্দ্বারা দহ্যমান হইয়া মনস্তাপ ভোগ করে, সে পণ্ডিত নহে। আপনি পুত্রের সহিত বাক্যরূপ বায়ু-দ্বারা পাণ্ডব-স্বরূপ পাবক সন্ধুক্ষিত ও প্রজ্বলিত করিয়া লোভরূপ আজ্য সেচন করিয়াছেন, সেই সমিদ্ধ অনলে শলভের ন্যায় আপনকার পুত্রেরা পতিত হইয়াছেন, সেই শরাগ্নি-সন্দগ্ধ সন্তান সকলের জন্য শোক প্রকাশ করা আপনার উচিত হয় না। মহা-রাজ! আপনি অশ্রুপাত বশত যে মলিন বদন ধা-রণ করিতেছেন, তাহা শাস্ত্রদৃষ্ট নহে, পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রশংসা করেন না। পাণ্ডবেরা বিস্ফুলি-ঙ্গের ন্যায় এই সমস্ত মানবকে দগ্ধ করিতেছেন, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন এবং নিজবুদ্ধি-

প্রভাবে আপনার-দ্বারা আপনাকে ধারণ করুন।

হে শত্রুতাপন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহামতি সঞ্জয়-কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইলে বিদুর পুনরায় বুদ্ধি-পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য বলিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রাশ্বাসনে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। অনন্তর, বিদুর অমৃতময় বাক্য-দ্বারা বিচিত্রবীর্য্য-পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে আহ্লাদিত করত যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

বিদুর কহিলেন, হে লোকেশ্বর মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন, কেন শয়ান রহিয়াছেন? আপনাকে আপনিই ধারণ করুন, সমস্ত জীবেরই এই পরম গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। বহু সমবায় হইলেই ক্ষয় হইয়া থাকে, উন্নতি হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলেই বিচ্ছেদ ঘটে এবং জীবিত থাকিলেই মরণ হইয়া থাকে। হে ভারত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যম যখন শূর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করেন, তখন সেই সকল ক্ষত্রিয়েরা কি যুদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পারিতেন? মনুষ্য যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত রহে। মহারাজ! কাল আগত হইলে কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। হে ভারত! জীব-সকলের অগ্রে অভাব থাকে, মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য সম্ভাব হয়, নিধনে পুনরায় অভাব হইয়া থাকে, অতএব তাহাদিগের বিষয়ে বিলাপ করিবার প্রয়োজন কি? মনুষ্য শোক করত মৃত ব্যক্তির অনুগত হইতে পারে না, শোক করত মৃত হইতেও সমর্থ হয় না, লোকে যখন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, তখন আপনি কি জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন? হে কুরুসত্তম! কাল সমস্ত প্রাণীকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটে কেহ প্রিয় বা, দ্বেষ্য নাই।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৃণের অগ্রভাগ-সকল যেমন বায়ু-বশত নত হয়, তেমনি জীবগণ কালের বশতাপন্ন হইয়া থাকে। এক-যোগে সকলেই কালের নিকটে গমন করিতে থাকিলে যাহার কাল অগ্রে গত হয় তাহার বিষয়ে পরিদেবনা কি? মহারাজ! শাস্ত্র যদি প্রমাণ হয়, তবে আপনকার পুত্রেরা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এই সমস্ত যুদ্ধহত পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করা উচিত নহে; তাঁহারা সকলে স্বাধ্যায়বন্ত, সকলেই চরিতব্রত এবং সকলেই সমরে সম্মুখীন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের বিষয়ে বিলাপ করিয়া প্রয়োজন কি? তাঁহারা পূর্ব্বে অদৃষ্ট থাকিয়া কিয়ৎকালের জন্য দর্শনপথে আসিয়াছিলেন, পরে দর্শনপথের অগোচর হইয়াছেন, তাঁহারা আপনার নহেন, আপনিও তাঁহাদিগের নহেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে পরিদেবনা কেন? সমরে হত ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে, যেব্যক্তি-দ্বারা হত হয় তিনিও যশোলাভ করেন, আমাদিগের এই উভয় বিষয়েই বহু গুণ আছে, যুদ্ধে কোন প্রকারে নিষ্ফলতা নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের জন্য কামপ্রদ লোক সকল সৃষ্টি করিবেন, তাঁহারা ইন্দ্রের অতিথি হইবেন। সমরে হত শূরগণ যেরূপে স্বর্গে গমন করেন, নীতিজ্ঞ যজ্ঞযাজি-ব্যক্তি-সকল তপস্যা ও তত্ত্ববিদ্যা-দ্বারা তাদৃশরূপে সুরলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহারা শূর-সকলের শরীর-স্বরূপ হুতাশনে শরাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই তেজস্বিগণ পরস্পর নিজ শরীরে হূয়মান বাণ সকল সহ্য করিয়াছিলেন, হে মহারাজ! আপনাকে কহিতেছি, ইহাই স্বর্গের উৎকৃষ্ট পথ, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। সেই মহাত্মারা সকলেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রত, শূর ও সমর-শোভাকর, তাঁহারা পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের জন্য শোক করা বিহিত হয় না। হে নরবর! আপনি আপনা-দ্বারা আপনাকে আশ্বাসিত করিয়া শোক প্রকাশ করিবেন না।

এক্ষণে শোকাভিভূত হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না।

এই সংসারে সহস্র সহস্র মাতা পিতা, শত শত পুত্র দারা, উৎপন্ন হইয়া এইরূপ দুঃখ অনুভব করিয়াছে, তাহারাই বা কাহার, আমরাই বা কাহার। এই সংসারে সহস্র সহস্র শোকের বিষয় এবং শত শত ভয়ের বিষয় বিদ্যমান আছে, মূঢ়ব্যক্তিরাই তাহাতে আবিষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না। হে কুরুসত্তম! কালের নিকটে কেহ প্রিয় বা, দ্বেষ্য নাই, কাল কাহারও বিষয়ে উদাসীন থাকেন না, তিনি সকলকেই আকর্ষণ করেন। কালই জীবগণকে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন, কালই প্রজা সকলকে সংহার করিতেছেন, সকলে সুপ্ত হইলে কালই জাগরিত থাকেন, কালকে কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। রূপ, যৌবন, জীবিত, দ্রব্য-সঞ্চয়, আরোগ্য এবং প্রিয় সহবাস এই সকলই অনিত্য, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি এই সমুদয়ে আসক্ত হয়েন না। আর সাধারণের সম্বন্ধে যে দুঃখ ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য আপনি একাকী কেন শোক প্রকাশ করেন? আত্মীয় স্বজনের বিনাশেই শোক উপস্থিত হইয়া থাকে, নিয়ত শোক চিন্তা করিলে তাহা নিবৃত্ত হয় না; পরাক্রম থাকিলে শোক না করিয়াও তাহার প্রতীকার করা যায়, দুঃখের চিন্তা না করাই তাহার প্রতীকারের উপায়, সতত শোক চিন্তা করিলে তাহা বিনষ্ট হয় না, বরঞ্চ ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনিষ্ট সংঘটন এবং প্রিয় বস্তুর বিঘটন-নিবন্ধন অল্পবুদ্ধি মানবেরা দুঃখযুক্ত হয়। মহারাজ! আপনি যে জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধি, ধর্ম্ম বা সুখ কিছুই নাই। মানবগণ বিশেষ বিশেষ ধনস্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যার্থ হইতে বিচলিত হয় না—এমন নহে, তাহারা ত্রিবর্গ হইতেও বিচ্যুত হইয়া থাকে। অসন্তুষ্ট মনুষ্যেরা বিশেষরূপে মুগ্ধ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। বুদ্ধিবৃত্তি-দ্বারা মানস দুঃখ এবং ঔষধ-দ্বারা দৈহিক দুঃখ বিনষ্ট করিবে, জ্ঞানের এই সামর্থ্যকে বালকের সহিত সমতা করিবেনা। মনুষ্য শয়ান হইলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম তাহার সহিত শয়ন করে, অবস্থান করিলে তাহার সহিত অবস্থিত হয়, গমন করিলে তাহার অনুধাবন করিয়া থাকে, মনুষ্য যে যে অবস্থায় যে যে শুভাশুভ কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই সেই অবস্থায় সেই সেই ফল ভোগ করেন। যিনি যে শরীর-দ্বারা যে কর্ম্ম করেন, তিনি সেই শরীর-দ্বারা তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের সাক্ষী। মনুষ্য শুভকর্ম্ম-দ্বারা সুখ ও পাপকর্ম্ম-দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয়; কৃতকর্ম্মের ফল সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অকৃতকর্ম্মের ফল কুত্রাপি ভুক্ত হয় না; আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মূলঘাতি জ্ঞান-বিরুদ্ধ বহু পাপকর কর্ম্মে সংসক্ত হয়েন না।

ধৃতরাষ্ট্রাশ্বাসনে দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার মনোহর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমার এই শোক বিনষ্ট হইল, পুনরায় তোমার তত্ত্বকথাসকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পণ্ডিতেরা অনিষ্ট সংসর্গ এবং ইষ্টবর্জ্জন হেতু কি প্রকারে মানস দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন?

বিদুর কহিলেন, পণ্ডিত ব্যক্তি যে যে মানসিক সুখ বা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন, তিনি সেই সেই সুখ দুঃখ হইতে নিয়মিত হইয়া শান্তি লাভ করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই সমুদয় যাহা চিন্তা করা যায়, তৎতাবৎই অনিত্য, লোক সকল কদলীতরুর ন্যায় অসার। প্রাজ্ঞ, মূঢ়, ধনবান্ ও নির্দ্ধন সকলেই প্রেতভূমি প্রাপ্ত হইয়া বিজ্বর হওত নিদ্রিত হয়েন। মাংসশূন্য অস্থিবহুল স্নায়ুনিবদ্ধন গাত্র-দ্বারা অপর লোকে

কিরূপ বিশেষ দর্শন করিয়া থাকে যাহার-দ্বারা কুল, রূপ-প্রভৃতি বিশেষণ জানিতে পারে? বিসম্বাদিত বুদ্ধিমন্ত মানবেরা কি জন্য পরস্পর এইরূপ কামনা করে। পণ্ডিতেরা মনুষ্য-দেহ সকলকে গৃহের ন্যায় বলিয়া থাকেন, কাল-সহকারে তাহারা এক মাত্র শাশ্বত পুরুষে সঙ্গত হইয়া থাকে। পুরুষ যেমন জীর্ণ বা অজীর্ণ বসন পরিত্যাগ করত অন্য বস্ত্র অভিলাষ করে, শরীরিদিগের দেহ সমুদয়ও সেইরূপ।

হে বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন! ইহ লোকে সুখ ও দুঃখ জীবগণের প্রযত্ন সাধ্য, এই কারণে তাহারা স্বকৃত-কর্ম্ম দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ভারত! কর্ম্ম-দ্বারাই স্বর্গ, সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়, মনুষ্য অবশই হউক বা স্ববশই হউক, কর্ম্ম হইতেই সুখ দুঃখের ভার বহন করিয়া থাকে। মৃণ্ময় ভাণ্ড চক্রে আরূঢ় অথবা কিঞ্চিৎ প্রক্রিয়মাণ কিম্বা কৃতমাত্র অথবা সূত্র-দ্বারা ছিন্ন কি চক্র হইতে অবরোপ্যমাণ বা অবতীর্ণ অথবা আর্দ্র, শুষ্ক, পচ্যমান, অবতার্য্যমান অথবা পাক হইতে উদ্ধৃত কিম্বা পরিভুজ্যমান হইয়া যেমন বিনষ্ট হয়, শরীরিদিগের দেহ সমুদয়ও তদ্রূপ; মনুষ্য, গর্ভস্থ বা প্রসূত অথবা এক দিবস বয়স্ক, অর্দ্ধমাস, মাস, সংবৎসর বা বৎসরদ্বয় গত, কিম্বা যৌবনস্থ বা মধ্যাবস্থ অথবা বৃদ্ধ হইয়া বিপন্ন হয়। জীবগণ পূর্ব্ব-কর্ম্মফল-দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, নাও করে, অতএব লোকে যখন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে তখন আপনি আর কিজন্য অনুতাপ করিতেছেন? হে নরাধিপ! জীব যেমন ক্রীড়ার কারণ জলমধ্যে সন্তরণ করত কখন উন্মগ্ন কখন বা নিমগ্ন হয়, তেমনি অল্পবুদ্ধি মানবগণ সংসার-গহনে প্রকাশ ও বিলয়-বিষয়ে কর্ম্মভোগ-দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকে। যাঁহারা প্রজ্ঞাবন্ত, সত্ত্বগুণান্বিত, সংসারানুগত এবং জীবগণের সমাগম জানেন, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্র শোকাপনোদনে তৃতীয় অধ্যায়॥৩॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বক্তৃবর! সংসার গহনের দুর্জ্ঞের ভাব কি প্রকারে বিজ্ঞেয় হয়, ইহাই আমি যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি তাহা বর্ণন কর।

বিদুর বলিলেন, জীবগণের জন্ম হইতে সমুদয় ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে, জীব প্রথমত জরায়ু-শয্যায় বাস করে, কিয়ৎকালের পর পঞ্চম মাস অতীত হইলে তথায় সুচারুরূপে বাস কল্পনা করিয়া থাকে, অনন্তর, সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ গর্ভরূপে জন্মগ্রহণ করে। তৎকালে জীব মাংসশোণিত-লিপ্ত অপবিত্র গর্ভ-মধ্যে বাস করিয়া থাকে; অনন্তর, ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া বায়ুবেগ-দ্বারা যোনিদ্বারে আগমন করত বহুতর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে প্রাক্তন-কর্ম্ম-সমন্বিত হইয়া যোনি-পীড়ন বশত গর্ভ হইতে বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইয়া সাংসারিক অন্য উপদ্রব সকল দর্শন করে, কুক্কুরগণ যেমন আমিষের নিকটে আগমন করে, সেইরূপ, গ্রহগণ সেই জীবের সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, কালক্রমে ব্যাধি সকল স্বকর্ম্ম-সমূহ-দ্বারা বধ্যমান সেই জীবন্ত জীবের সন্নিহিত হয়। হে মহারাজ! জীব ইন্দ্রিয়পাশ-দ্বারা বদ্ধ ও বিষয়াস্বাদসুখ-দ্বারা আবৃত্ত হইলে বিবিধ ব্যসন সকল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে, জীব ইন্দ্রিয়সুখ ও বিষয়াসঙ্গ-দ্বারা বারম্বার বাধিত হইয়াও তৃপ্তি লাভ করে না, তৎকালে সে সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করত তাহার ফল জানিতে পারে না। যাঁহারা ধ্যান ধারণা-বিষয়ে সম্যক্ নিষ্ঠা-সম্পন্ন, তাঁহারা সৎ ও অসৎকার্য্যকে সৎ ও অসৎরূপেই রক্ষা করিয়া থাকেন। পরিশেষে যে যম-লোকে যাইতে হইবে, জীব তাহা তখন জানিতে পারে না। অনন্তর, কালক্রমে যমদূতগণ-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। জীব পুনরায় আপনা-দ্বারা আপনি বধ্যমান হইয়া বাক্যহীনের অবস্থা এবং প্রথমাবস্থায় যে ইষ্ট ও অনিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহা উপেক্ষা করে। কি আশ্চর্য্য! লোক অবমানিত

লোভ-দ্বারা বশীকৃত এবং ক্রোধ, লোভ ও ভয়-দ্বারা উন্মত্ত হইয়া আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না। জীব দুষ্কুলীন-লোক-সকলকে কুৎসা করত স্বয়ং কৌলীনাগর্ব্বে অন্ধ হয় এবং ধনমদে মত্ত হইয়া দরিদ্রদিগকে নিন্দা করে, অপর ব্যক্তিগণকে মুর্খ বলিয়া থাকে, কিন্তু আপনার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে না, অন্যব্যক্তির প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে, অথচ আপনাকে শাসন করিতে ইচ্ছা করে না। যখন বুদ্ধিমন্ত কি মুর্খ, ধনবন্ত কি নির্দ্ধন, কুলীন কি অকুলীন, মানী কি অমানী সকলেই শ্মশানে গিয়া বিস্তর হইয়া নিদ্রা যায় তখন অপর জনগণ নির্ম্মাংস অস্থিভূয়িষ্ঠ এবং স্নায়ুনিবন্ধন দেহ-নিবহ-দ্বারা তাহাদিগের কি প্রকার বিশেষ অবলোকন করিবে? যাহা-দ্বারা কুল, রূপ প্রভৃতি বিশেষণ জানিতে পারা যায়, যখন সকলেই সমভাবে ধরাতলে শয়িত হইয়া নিদ্রা যায়, তখন দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণ কিজন্য ইহলোকে পরস্পরকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, যিনি এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রুতি শ্রবণ করিয়া অস্থির জীবলোকে ধর্ম্ম পালন করত আজন্ম হইতে ধর্ম্ম পথে অবস্থিতি করেন, তিনিই পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন। হে মহারাজ! যে ব্যক্তি এই সমস্ত বিদিত হইয়া তত্ত্ব পথের অনুবর্ত্তন করেন তাঁহার পক্ষে সমস্ত পথ মুক্ত হয়।

ধৃতরাষ্ট্র শোকাপনোদনে চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিস্তার-ক্রমে কথিত এই দুর্জ্ঞেয় ধর্ম্মের বিষয় যখন আমার বুদ্ধির অনুগত হইতেছে তখন তুমি আমার বুদ্ধিকে প্রশংসা কর। বিদুর বলিলেন, আমি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া মহর্ষিগণ যে জন্য সংসারকে গহন বলেন এক্ষণে আপনার নিকট তাহা বর্ণন করিব। মহৎ সংসারে বর্ত্তমান কোন ব্রাহ্মণ ক্রব্যাদগণ-সঙ্কুল দুর্গম-বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই কানন সিংহ ব্যাঘ্র গজ ও ভল্লুক প্রভৃতির চীৎকার ধ্বনি-দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত এবং অতি ঘোরতর, যদ্দর্শনে সমস্ত জীব ত্রাসিত হয়েন, সেই ভয়ঙ্কর বন দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের মন অতিশয় উদ্বিগ্ন এবং লোম-সকল কণ্টকিত হইল, তিনি ইতস্তত ধাবমান হইয়া কোথায় গিয়া আশ্রয় পাইব ইহা ভাবিয়া সকল দিক্ নিরীক্ষণ করত সেই বনে গমন করিতে লাগিলেন, ভয়-পীড়িত হইয়া হিংস্র-জন্তুগণের ছিদ্র অন্বেষণ করত ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে যাইতে পারিলেন না এবং তাহাদিগ হইতে বিমুক্ত হইতেও সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর, তিনি অতিশয় ঘোররূপা এক কামিনী-কর্ত্তৃক বাহুদ্বয়-দ্বারা পরিব্যাপ্ত চতুর্দ্দিকে বাগুরাবৃত এক ঘোরতর বন দেখিতে পাইলেন। সেই মহা-বন শৈলের ন্যায় সমুন্নত গগণস্পর্শী পঞ্চশীর্ষ নাগ-গণ-দ্বারা আকীর্ণ, সেই বন-মধ্যে তৃণচ্ছন্ন দৃঢ় লতা দ্বারা পরিবৃত এক কূপ ছিল। ব্রাহ্মণ সেই লতা-সমূহ সঙ্কুল নিতান্ত গূঢ় সলিলাশয়ে পতিত ও বিলগ্ন হইলেন। পনস ফল যেমন বৃন্তে সংলগ্ন থাকে, সেইরূপ, তিনি তথায় ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া লম্বমান রহিলেন। অনন্তর, সেই স্থানে পুনরায় তাঁহার অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল, তিনি কূপ-মধ্যে এক মহাবল-সম্পন্ন মহানাগ দর্শন করি-লেন এবং কূপের মুখবন্ধন-পট্টের উপরি এক ষম্মুখ দ্বাদশ পদচারি কৃষ্ণবর্ণ মহাগজ দেখিতে পাই-লেন, সেই গজ বল্লী ও বৃক্ষে সমাবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে ছিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই বৃক্ষের শাখাবলম্বি নানারূপ ঘোরতর ভয়াবহ মধুকর সকল প্রশাখা-সমুদয় অব-লম্বন-পূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতে নিবাস করিয়া মধু সঞ্চয় করত অবস্থিতি করিতেছে, যে মধুলোভে বালকেও আকৃষ্ট হয়, জীবগণের স্বাদনীয় সেই সমুদয় মধু ভ্রমরেরা ভূয়োভূয় প্রার্থনা করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত পুরুষ বহুধা ক্ষরিত সেই সমস্ত মধুধারা অবলম্বন করত সতত তাহা পান করিতে লাগিলেন। তিনি

সেই সংকটে পতিত হইয়া নিরন্তর মধু পান করিতে থাকিলে তাঁহার তৃষ্ণা শান্তি হইল না, বরঞ্চ তিনি অতৃপ্ত হইয়া নিয়ত তৎপানে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে তাঁহার জীবন ধারণে নির্ব্বেদ জন্মিল না, যে হেতু সেই মধুতেই মনুষ্যের জীবিতাশা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণ মূষিকগণ সেই বৃক্ষকে অনবরত কুট্টিত করে; সেই দুর্গম বন-মধ্যে প্রথমত, ব্যালগণ হইতে দ্বিতীয়ত অতিশয় ঘোররূপা স্ত্রী হইতে তৃতীয়ত কূপের অধোভাগে নাগ হইতে এবং মুখবন্ধন পট্টে কুঞ্জর হইতে চতুর্থত বৃক্ষ প্রপাত হইতে পঞ্চমত মূষিকগণ হইতে ষষ্ঠত মধুলোভ-বশত মধুকর হইতে মহা-ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সংসার-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া এইরূপে বাস করেন, তিনি জীবিতাশা-বিষয়ে কোন প্রকারেই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন না।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বক্তৃবর! কি আশ্চর্য্য! সেই ব্রাহ্মণের কি মহৎ দুঃখ, আর কত কষ্টেই বা বাস হইতেছে, তাঁহার তথায় কিজন্য অনুরাগ জন্মিল, কিজন্যই বা তুষ্টি হইল, সেই স্থান কোথায়? যথায় তিনি ধর্ম্মসঙ্কটে বর্ত্তমান রহিয়াছেন? সেই মানব কি কারণেই বা মহৎ ভয় হইতে বিমুক্ত রহিয়াছেন, এই সমুদয় সুন্দররূপে তুমি আমার নিকট বর্ণন কর, তাহা হইলে আমি তাঁহার উদ্ধার জন্য চেষ্টা করি, তাঁহার উদ্ধারের কারণ আমার অন্তঃকরণে মহতী কৃপা জন্মিয়াছে।

বিদুর বলিলেন, মহারাজ! মোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণ এই বিষয়টীকে উপমান-স্বরূপে উদাহরণ দিয়া থাকেন। মনুষ্য পরলোকে যে প্রকারে সুকৃত লাভ করে তাহা কহিতেছি, পূর্ব্বে দুর্গম বনের বিষয় যাহা কহিয়াছি তাহারই নাম মহাসংসার, দুর্গম বনই সংসার গহন বলিয়া উক্ত হয়, পূর্ব্বে যাহারা ব্যাল নামে উক্ত হইয়াছে, তাহারাই ব্যাধি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই বনে যে বৃহৎকায়া কামিনী অধিষ্ঠান করেন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকেই বল ও রূপ-বিনাশিনী জরা বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যে কূপ আছে, তাহাই জীবগণের দেহ। মহারাজ! সেই কূপের অধঃপ্রদেশে যে মহাসর্প আছেন, তিনিই দেহিগণের সর্ব্বহর ও সর্ব্বভূতের অন্তকর কাল। কূপ-মধ্যে সমুৎপন্ন বল্লী যাহাতে সেই মানব সংলগ্ন হইয়া লম্বমান রহিয়াছেন, তাহাই শরীরিগণের জীবিতাশা। কূপের মুখবন্ধন-স্থলে যে ষড়্‌বক্ত্র কুঞ্জর সেই বৃক্ষের নিকটে গমন করিতেছে, তাহাই সংবৎসর বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে, তাহার ছয় মুখ ছয় ঋতু এবং দ্বাদশ পাদ দ্বাদশ মাস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যে সমস্ত মূষিক ও পন্নগ সেই বৃক্ষকে নষ্ট করিতেছে তাহাদিগকেই দিবা ও রাত্রি বলা যায়। সেই স্থলে যাহারা মধুকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবগণের সম্বন্ধে কাম নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত মধু-ধারা বার বার মধু-নিস্রব ক্ষরণ করিতেছে তাহাকেই কাম রস জানিতে হইবে, তাহাতেই মানবগণ মগ্ন হইয়া থাকে। ধীরগণ এইরূপে সংসার-চক্রের পরিবর্ত্তন জ্ঞান করেন, যে জ্ঞান-দ্বারা তাঁহারা সংসার চক্রের পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি তত্ত্বদর্শী, তুমি অতি আশ্চর্য্য উপাখ্যান কহিলে, তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় আমার হর্ষোদয় হইল।

বিদুর বলিলেন, রাজন্! আমি এই পথের বিস্তারিত বৃত্তান্ত পুনরায় কহিতেছি শ্রবণ করুন, যাহা শ্রবণ করিয়া বিচক্ষণগণ সংসার হইতে বিমুক্ত হয়েন। হে ভারত! পুরুষ যেমন দীর্ঘ পথ অবলম্বন করত পরিশ্রম বশত শ্রান্ত হইয়া কোন কোন স্থানে বাস করে, সেইরূপ অবোধ ব্যক্তিগণ সং-

সারে পর্য্যায়ক্রমে গর্ভ-মধ্যে বাস করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানিগণ তাহা হইতে মুক্ত হয়েন, এই কারণে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে পথ বলিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে যে সংসার-গহন উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাকে বনরূপে নির্দ্দেশ করেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! লোক-মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণের সম্বন্ধে ইহাই ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত-স্বরূপ, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে পতিত হইয়া নিন্দনীয় হয়েন না, মর্ত্ত্যগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাদিগকেই হিংস্রজন্তু বলিয়া থাকেন। হে ভারত! অল্পবুদ্ধি মানবেরা স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে সেই সমস্ত হিংস্র জন্তু-দ্বারা ক্লিশ্যমান ও বার্য্যমাণ হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না। হে মহারাজ! সেই সমস্ত ব্যাধিগণ পুরুষকে পরিত্যাগ করিলেও রূপবিনাশিনী জরা পরে সেই শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ-প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিরালম্ব মহাপঙ্কে মজ্জমান মানবকে আবরণ করে। সংবৎসর, মাস, পক্ষ, দিবা ও রাত্রি সকল ক্রমশ পুরুষের রূপ ও পরমায়ু গ্রাস করিয়া থাকে। এই সমস্তই কালের আধার, তাহা অবোধ লোকেরা জানিতে পারে না, তাহারা বলে, বিধাতা সমস্ত জীবের অদৃষ্টে কর্ম্মফল সকল লিখিত করিয়াছেন। যাহা হউক, জীবগণের শরীর রথ স্বরূপ, সত্ত্বই সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব এবং কর্ম্মবুদ্ধিই রশ্মিরূপে কথিত হয়। যেব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বগণের বেগের অনুধাবন করে, সেই ব্যক্তিই এই সংসার-চক্রে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আর যিনি বুদ্ধিরশ্মি-দ্বারা সেই সমস্ত হয়গণকে সংযত করেন, এবং সংযত হইয়াও নিবৃত্ত না হয়েন তিনি এই সংসার চক্রে চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করত যাঁহারা মুগ্ধ না হয়েন, তাঁহারা আর সংসারে ভ্রমণ করেন না। মহারাজ! যাহারা সংসারে ভ্রমণ করে তাহাদিগের এই প্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়, অতএব তাহার নিবৃত্তি জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যত্ন করিবেন, ইহাতে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, উপেক্ষা করিলে সেই দুঃখ শতশাখ হইয়া বিস্তৃত হয়।

হে মহারাজ! যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করেন, ক্রোধ ও লোভ-বিহীন হয়েন, যিনি সন্তুষ্ট ও সত্যবাদী, সেই মানবই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। হে নরাধিপ! এই শরীরকেই পণ্ডিতেরা যমের রথ বলিয়া থাকেন, এই শরীর-দ্বারাই অবোধ ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হয়, হে রাজন্! সেই রথ এই শরীর, যাহা আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভারত! রাজ্যনাশ, সুহৃৎ নাশ ও সুতনাশ-জনিত দুঃখ অতিশয় কষ্টকর হইয়া থাকে। সাধুব্যক্তি পরম দুঃখ সকলের ঔষধ আচরণ করেন, তিনি সংযত-চিত্ত হইয়া জ্ঞান-স্বরূপ মহৌষধ লাভ করত দুঃখরূপ মহাব্যাধি বিনাশ করেন। স্থিররূপে সংযত আত্মা যেমন মানবকে দুঃখ-মুক্ত করেন, বিক্রম, অর্থ, মিত্র বা সুহৃজ্জন তদ্রূপে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন না। হে ভারত! অতএব সর্ব্বভূতে সমান দয়া অবলম্বন করিয়া সাধু-চরিত্র লাভ করুন। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটী ব্রহ্মের অশ্ব হয়, হে মহারাজ! যিনি শীলরশ্মি-সংযুক্ত হইয়া মানসরথে অবস্থিতি করেন, তিনি মৃত্যুভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে মহীপতে! যিনি সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করেন, তিনি অনাময় বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন; মনুষ্য অভয়দান-দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হয়েন, সহস্র সহস্র যজ্ঞ ও নিত্য নিত্য উপবাস দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হয়েন না। হে ভারত! জীবগণের মধ্যে আত্মার প্রিয়তর বস্তু কিছুই নিশ্চিত নাই, কিন্তু সর্ব্বভূতের অনিষ্ট-করণই মরণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; অতএব পণ্ডিতব্যক্তির সর্ব্বভূতে দয়া করা কর্ত্তব্য। বিবিধ মোহ-সমাবৃত ও বুদ্ধিজাল-দ্বারা সংবৃত অসূক্ষ্ম-দৃষ্টি মূঢ়েরা মোহ ও বুদ্ধিজাল-মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, আর সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ধীরেরা ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে সপ্তম অধ্যায়। ৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্রশোকে নিতান্ত-সন্তপ্ত কুরু-সত্তম ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন, তাঁহাকে তাদৃশরূপে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত দর্শন করত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ক্ষত্তা বিদুর, সঞ্জয় এবং অন্য অন্য সুহৃৎ ও দ্বারপাল সকল যাহাদিগকে তিনি বান্ধব বলিয়া স্নেহ করিতেন, তাঁহারা সকলেই সুখস্পর্শ শীতল জল সেচন ও যত্ন-সহকারে তালবৃন্ত বীজন করত তাঁহার গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তাদৃশাবস্থ মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রকে বহুক্ষণ আশ্বাস প্রদান করিলে, দীর্ঘকালের পর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি সচেতন হইলে পর পুত্রশোক-নিমিত্ত মনঃপীড়ায় নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকটে এইরূপে বহুক্ষণ বিলাপ করিলেন। হায়! মনুষ্যজন্মেই ধিক্ থাকুক্, যদিও মনুষ্যত্ব হয় তথাপি দারপরিগ্রহই নিন্দনীয়, যাহা হইতে মুল দুঃখ সকল মুহুর্ম্মুহু সম্ভূত হইয়া থাকে। হে বিভো! পুত্রনাশ, অর্থনাশ, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের বিনাশ হইলে বিষাগ্নি-সদৃশ সুমহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহা-দ্বারা গাত্র সকল দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং পুরুষ যদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া মরণকে বহুমান করে, আমি ভাগ্য-বিপর্য্যয়-বশত সেই দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। হে দ্বিজসত্তম! প্রাণ-পরিত্যাগ ব্যতীত যে দুঃখের অন্ত হইবে না, অদ্যই আমি তাহার শেষ করিব। ধৃতরাষ্ট্র ব্রহ্মজ্ঞতম মহাত্মা পিতাকে এই কথা বলিয়া মোহাভিভূত এবং অতিশয় শোক প্রাপ্ত হইলেন।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র! আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি তাহা শ্রবণ কর, হে শত্রুতাপন! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী এবং ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে কুশল, তোমার অবিদিত ও বেদিতব্য কিছুই নাই। মানবগণের অনিত্যতার বিষয় নিঃসংশয় তোমার অবিদিত নহে। হে ভারত! অনিত্য জীবলোকে অবস্থান যদি অস্থির হইল—তখন জীবনে বা মরণে কেন শোক প্রকাশ করিতেছ? হে রাজেন্দ্র! তোমার প্রত্যক্ষেই এই বৈর-সমুদ্ভব হয়, তোমার পুত্রকে কারণ করিয়া কালবশত এই কাণ্ড ঘটিল। মহারাজ! কৌরবগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবি, অতএব তদ্বিষয়ে পরমগতিপ্রাপ্ত শূরসকলের জন্য কি নিমিত্ত শোক করিতেছ? হে মহাবাহু জননাথ! মহানুভাব বিদুর এই সকল ঘটনা হইবে জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে শান্তির জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু চিরকাল উদ্যোগ করিয়াও কোন ব্যক্তি দৈবকৃত ঘটনা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন না, ইহা আমার নিশ্চয় জানা আছে। দেবতাদিগের যে কার্য্যের বিষয় আমি স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় তোমার নিকট কহিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে কথঞ্চিৎ তোমার অন্তঃকরণ স্থির হইবে।

পূর্ব্বে আমি অশ্রান্ত হইয়া সত্বরভাবে ইন্দ্রের সভায় গমন করিয়াছিলাম, তথায় গিয়া দেখিলাম, তৎকালে সমস্ত দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি সকল সমবেত রহিয়াছেন, হে পৃথ্বীপাল! আমি তথায় দেবগণের সমীপে কার্য্যার্থ সমাগত পৃথিবীকেও দেখিতে পাইলাম, তিনি সমাগত সুরগণের সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, "হে মহাভাগ সকল! তদানীং ব্রহ্মার সদনে তোমরা যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, শীঘ্র তাহার সম্যক্ বিধান কর।" সর্ব্বলোক-নমস্কৃত বিষ্ণু সুরসভা-মধ্যে পৃথিবীর সেই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন, যে, ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন নামে যিনি বিখ্যাত আছেন তিনিই তোমার কার্য্যসিদ্ধ করিবেন, তুমি সেই মহীপালের নিকটে গিয়া কৃতকৃত্যা হইবে, সমরদক্ষ ভূপালগণ তাঁহার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়তর শস্ত্রনিকর-দ্বারা পরস্পরকে নিহত করিবেন, হে দেবি! সেই যুদ্ধের পর তোমার ভার লাঘব বিদিত হইবে, শোভনে! এক্ষণে তুমি স্বীয় স্থানে গমন করিয়া

লোক সকলকে ধারণ-কর ,” মহারাজ ! তোমার এই পুত্র লোক সংহার করিবার কারণ গান্ধারীর জঠরে কলির অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইনি যেমন অমর্ষী,চপল, ক্রোধন এবং অপ্রসন্ন ; দৈবযোগে ইহাঁর ভ্রাতারাও তত্তুল্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহাঁর মাতুল শকুনি ও পরম সখা কর্ণ প্রভৃতি নৃপগণ বিনাশের জন্যই এককালে ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা যাদৃশ হয়েন, তাঁহার পারিষদ লোক-সকলও তদ্রূপ হইয়া থাকে, প্রভু যদি ধার্ম্মিক হয়েন, তবে অধর্ম্মও ধর্ম্ম হইয়া উঠে, প্রভুর দোষ ও গুণ-দ্বারা ভৃত্যবর্গ দোষ ও গুণ বিশিষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই। মহারাজ! তোমার তনয়গণ দুষ্ট রাজাকে আশ্রয় করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে মহাবাহো! তত্ত্ববিৎ নারদ এই বিষয় জানিতেন, হে পৃথ্বীপাল ! তোমার পুত্রেরা আত্ম অপরাধ বশতই বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব হে রাজেন্দ্র। তাহাদিগের জন্য শোক করিও না, শোকের প্রতি কোন কারণ নাই।

হে ভারত! পাণ্ডবেরা তোমার নিকট অল্পমাত্রও অপরাধ করে নাই, তোমার পুত্রেরা দুরাত্মা ছিল, তাহারাই এই পৃথিবীকে ঘাতিত করিল। পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সভা-মধ্যে নারদ তোমার হিতকর বিষয় কহিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন ‘ হে কুন্তী-তনয় ! পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর সঙ্গত হইয়া মিলিত হইবে না, অতএব তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা আচরণ কর ’ পাণ্ডবেরা তৎকালে নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি তোমার নিকটে দেবগণেরও গোপনীয় সনাতন-বিষয় সমুদয় বর্ণন করিলাম। দৈবকৃত বিধি জ্ঞাত হইয়া এক্ষণে কি রূপে তোমার শোক নাশ হইবে, কি প্রকারে বা প্রাণ ধারণে দয়া হইবে এবং কিরূপেই বা পাণ্ডু-পুত্রগণের প্রতি স্নেহ জন্মিবে। হে মহাবাহো ! এই বিষয় আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং ধর্ম্মরাজের উৎকৃষ্ট রাজসূয়-যজ্ঞকালে কহিয়াছিলাম। আমি এই গোপনীয় বিষয় বলিলে পর ধর্ম্মপুত্র কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম না করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈব সমধিক বলবান্, হে রাজন্ ! স্থাবর ও জঙ্গম জীবের সহিত কৃতান্তের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা কোন প্রকারেই অতিক্রমণীয় নহে।

হে ভারত! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও বুদ্ধিমান্ মানবগণের শ্রেষ্ঠ হইয়া প্রাণিগণের গতি ও অগতির বিষয় জানিয়াও যখন মুগ্ধ হইতেছ তখন তোমাকে শোক-সন্তপ্ত ও মুহুর্ম্মুহু মুহ্যমান জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন। হে রাজেন্দ্র ! তিনি যখন ধীর এবং তির্য্যক্‌যোনি-গত জীবগণের প্রতিও কৃপালু, তখন তোমার প্রতি কেন কৃপা না করিবেন ? হে ভারত! তুমি আমার নিয়োগ, দৈবের অনিবর্ত্তন এবং পাণ্ডবগণের কারুণ্য-বশত প্রাণধারণ কর। তুমি এইরূপে বর্ত্তমান থাকিলে লোকে তোমার কীর্ত্তি হইবে। হে তাত! তোমার সুমহান্ ধর্ম্মরূপ অর্থ আছে, চিরকাল তপস্যাও করিয়াছ, অতএব হে মহারাজ ! জ্বলিত অনলের ন্যায় সমুৎপন্ন পুত্র-শোককে প্রজ্ঞাবারি-দ্বারা সতত নির্ব্বাণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা বেদব্যাসের সেই কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর! আমি সুমহৎ শোক-জাল-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছি, অতএব বারম্বার মুহ্যমান হইয়া আপনাকেই জানিতে সমর্থ নহি; আপনার এই দৈব-নিযোগ-জনিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিব, শোক করিতে প্রবৃত্ত হইব না। হে রাজেন্দ্র ! সত্যবতীসুত ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে অষ্টম অধ্যায়। ৮।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে ! ভগবান্ ব্যাস-

দেব গমন করিলে পর মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র কি করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট ব্যাখ্যা করা আপনার উচিত হইতেছে এবং মহাত্মা কৌরব-রাজ ধর্ম্মপুত্র তথা কৃপ-প্রভৃতি মহারথত্রয় কি করিলেন? অশ্বত্থামার কর্ম্ম শ্রুত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের পরস্পর শাপ প্রদানের বিষয়ও শ্রবণ করিয়াছি, অতঃপর সঞ্জয় যে সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন তাহাই বলুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দুর্য্যোধন এবং সমস্ত সৈন্য হত হইলে সঞ্জয় বুদ্ধিহীন হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন, সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! নানা জনপদেশ্বর রাজারা নানা দেশ হইতে আগমন করিয়া আপনকার পুত্রগণের সহিত পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভারত! সকলে আপনকার পুত্রের নিকটে শান্তি প্রার্থনা করিলেও তিনি শত্রু ভাবের অন্ত বিধান ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত নৃপকে নিহত করাইলেন, হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেত-কার্য্য যথাক্রমে নির্ব্বাহ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া গতাসুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পৃথিবী-তলে পতিত হইলেন, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ বিদুর মহীপতিকে মহীতলে শয়ান দেখিয়া এই কথা বলিলেন যে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ লোকেশ্বর মহারাজ! উত্থিত হউন, কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? শোক করিবেন না, সমস্ত জীবেরই এই পরম গতি। হে ভারত! জীবগণ প্রথমত থাকে না, মধ্যে কিয়দ্দিনের জন্য জন্ম গ্রহণ করে, পরিশেষে তাহাদিগের নিধনবশত অভাব হইয়া থাকে, অতএব তদ্বিষয়ে বিলাপ কি? মনুষ্য শোক করত মৃত ব্যক্তির অনুগত হয় না এবং শোক করিয়াও মৃত হয় না, লোকে যখন এই রূপ প্রসিদ্ধি আছে, তখন আপনি কি জন্য শোক করিতেছেন, মহারাজ! মনুষ্য যুদ্ধ না করিয়াও মৃত হয়, কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করিয়াও জীবিত রহে, কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। হে কুরুসত্তম! কাল বিবিধ-ভূত-সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার নিকটে কেহ প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বায়ু যেমন তৃণের অগ্রভাগ সকলকে কম্পিত করে, তেমনি জীবগণ কালের বশতাপন্ন হইয়া থাকে। এক অভিপ্রায়ে গমন-শীল জীবগণের মধ্যে যাহার কাল অগ্রে যায় তাহার জন্য পরিদেবনা করিবার প্রয়োজন কি? মহারাজ! যুদ্ধে নিহত যে সমস্ত ব্যক্তিগণের জন্য আপনি শোক প্রকাশ করিতেছেন, সেই সমস্ত মহাত্মারা সকলেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন অতএব তাঁহারা সকলেই অশোচ্য। শূরগণ সমরে শরীর পরিত্যাগ করত যে রূপে স্বর্গ গমন করেন ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যা-দ্বারা তাদৃশ-রূপে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহারা সকলেই বেদবিৎ, শূর ও ব্রতাচারী সকলেই সম্মুখযুদ্ধে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব তদ্বিষয়ে পরিদেবনা কি? সেই সমস্ত সৎ পুরুষেরা শূর সকলের শরীরে শরাহুতি প্রদান করিয়াছেন এবং হূয়মান শর-সমুদয় সহ্য করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য বিলাপ করা বিফল মাত্র। মহারাজ! স্বর্গের উৎকৃষ্ট পথ এই রূপ, তাহা আপনার নিকটে কহিলাম, ইহলোকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ হইতে অধিক আর কিছুই নাই। সেই সমস্ত সভা-শোভাকর শূরবর মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহারা কেহই শোচনীয় নহেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আপনার দ্বারা আপনাকে আশ্বাসিত করিয়া শোক হইতে বিরত হউন, এক্ষণে শোকাভিভূত হইয়া আপনার কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

ধৃতরাষ্ট্র শোকাপনোদনে নবম অধ্যায়॥ ৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'যান যোজনা কর'

এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন, কৌরব নারী-গণের সহিত গান্ধারীকে, বধূ কুন্তীকে এবং সেস্থানে অন্য অন্য যে সমস্ত যোষিৎ আছেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে লইয়া আইস, ধর্ম্মাত্মা নরপতি ধর্ম্মবিত্তম বিদুরকে এই রূপ বলিয়া শোকোপহত-চিত্তে যানের নিকট গমন করিলেন।

পুত্র শোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য নারীগণের সহিত যেস্থানে রাজা ছিলেন তথায় যাইতে লাগিলেন। নিতান্ত শোক-সমন্বিত নারীগণ রাজার সন্নিহিত হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ করিয়া গমন করত উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বিদুর স্বয়ং সেই নারীগণ হইতে অধিক-তর আর্ত্ত হইয়াও তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং সেই অশ্রুকণ্ঠী অবলাদিগকে যানে আরোহণ করাইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর, কৌরবগণের সমুদয় ভবনে রোদন ধ্বনি সমুত্থিত হইল, আবালবৃদ্ধসমন্বিত সমস্ত নগর শোকাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহা-দিগকে দেখিতে পান নাই, তৎকালে সেই বিধবা অবলাগণকে সাধারণ লোকে দর্শন করিল, নারীগণ মনোহর ভূষণ-সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক বস্ত্র ধা-রণ করিয়া আলুলায়িত-কেশে অনাথিনীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। যূথপতি হত হইলে হরিণীগণ যেমন গিরিগুহা হইতে নির্গত হয়, শ্বেত পর্ব্বত স্বরূপ গৃহ সকল হইতে তাঁহারা তদ্রূপ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই সমস্ত প্র-ধান প্রধান অঙ্গনাগণ অঙ্গণ মধ্যে বিচরণকারী অশ্বিনীগণের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বাহু-ধারণ-পূর্ব্বক পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার জন্য রোদন করত প্রলয়কালের লোকক্ষয় বিষয় যেন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিলাপ ও রোদন করত গমন করিতে করিতে শো-কোপহত চিত্তে কর্ত্তব্য বিষয় বিদিত হইতে পারি-লেন না। যে সমস্ত যোষিদ্গণ পূর্ব্বে সখীগণের সন্নিধানেও লজ্জিত হইতেন, তাঁহারা শ্বশ্রূগণের সম্মুখে একবস্ত্র ও নির্লজ্জ হইলেন। রাজন্! সেই শোক বিহ্বলা অবলারা গুরুতর শোক সময়ে পর-স্পর আশ্বাস প্রদান করত পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সহস্র সহস্র রোদনপরায়ণ রমণীগণ-দ্বারা পরিবৃত রাজা হীনবেশে রণস্থলে যাইবার উদ্দেশে নগর হইতে নির্গত হইলেন। শিল্পকর বণিক্ বৈশ্য ও সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মোপজীবি পৌরগণ রাজাকে অগ্রসর করিয়া নগরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেই কুরুকুল সংক্ষয় কালে ক্রন্দনকারিণী আর্ত্তা কামিনীদিগের সুমহান্ রোদন ধ্বনি ত্রিভুবন ব্য-থিত করত প্রাদুর্ভূত হইল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে দহ্যমান জীবগণের অভাবের ন্যায় কি এই সময় উপস্থিত হইল? জীবগণ ইহাই জ্ঞান করিতে লাগিল। মহারাজ! কৌরবগণের ক্ষয় হইলে নিতান্ত অনুরক্ত পুরবাসি জনগণ একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিল।

সস্ত্রীক ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে নির্গমন বিষয়ক দশম অধ্যায়॥ ১০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা একক্রোশ পথ গমন করিয়া মহারথ সারদ্বত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে দেখিতে পাইলেন। মহারথেরা প্রজ্ঞাচক্ষু রাজাকে রোদন করিতে দেখিবামাত্র অশ্রুকণ্ঠে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিলেন, মহা-রাজ! আপনার পুত্র মহীপতি দুর্য্যোধন অনুচর-গণের সহিত অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে আমরা তিনজন রথি-মাত্র মুক্ত হইয়াছি, আপনকার আর আর সমস্ত সৈন্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য রাজাকে এই রূপ বলিয়া পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীকে এই কথা বলিলেন,

দেবি! আপনকার পুত্রেরা অভীতভাবে যুদ্ধ করত অনেকানেক শত্রুগণকে নিহত করিয়া বীরোচিত কার্য্য সাধন-পূর্ব্বক নিধন লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা শস্ত্র-নির্জ্জিত পবিত্রলোক সকল প্রাপ্ত হইয়া ভাস্বর-দেহ অবলম্বন করত নিশ্চয়ই অমরের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন; শূরগণের মধ্যে যুদ্ধ করত কেহ পরাঙ্মুখ হন নাই; শস্ত্র-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাচ কেহ শত্রুর নিকটে অঞ্জলি বন্ধন করেন নাই। প্রাচীনেরা সমরে শস্ত্র-দ্বারা নিধন লাভকেই পরম গতি কহিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের জন্য শোক করা আপনার উচিত নহে।

হে রাজ্ঞি! তাঁহাদিগের শত্রু পাণ্ডবেরা বর্দ্ধিত হয় নাই। ভীমসেন-কর্ত্তৃক অধর্ম্ম অনুসারে আপনকার পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া অশ্বত্থামা-প্রভৃতি আমরা তিন জন যাহা করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। আমরা সুপ্তজন-সমন্বিত শিবির-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে বিমর্দ্দন করিয়াছি, ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি দ্রুপদের পুত্রগণ এবং পাঞ্চাল সকলকে নিহত করিয়াছি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পাতিত করিয়াছি। আমরা তিন জন আপনকার পুত্রদিগের শত্রুগণের তাদৃশ ক্ষয় সাধন করিয়া ধাবমান হইয়াছি, রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না। সেই মহাধনুর্দ্ধর শূরবর পাণ্ডবেরা বৈর প্রতীকার করিবার বাসনায় অমর্ষ-পরবশ হইয়া অবিলম্বে আগমন করিবে। হে যশস্বিনি! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পুত্রগণ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া পদপ্রাপ্তির ইচ্ছায় শীঘ্রই আসিবে, তাহাদিগের তাদৃশ সংহার করিয়া আমরা এক্ষণে এস্থানে অবস্থান করিতে উৎসাহ করি না; অতএব রাজ্ঞি! আমাদিগকে গমন করিতে অনুমতি করুন, আপনি শোকে মনঃ সমাধান করিবেন না। মহারাজ! আপনিও আজ্ঞা প্রদান করুন এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মকে কেবল বিনাশাবসান দর্শন করুন।

হে ভারত! কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ভাগীরথীর নিকটে মহানুভাব মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক দর্শন করত অবিলম্বে অশ্ব চালনা করিলেন। মহারাজ! তৎকালে মহারথেরা উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক তিন জন তিন দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা নিজ রাজ্যে এবং অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমে গমন করিলেন। সেই বীর-ত্রয় এইরূপে মহানুভাব পাণ্ডবগণের নিকটে অপরাধ করিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত প্রস্থিত হইলেন। মহারাজ! তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজার সহিত সঙ্গত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে যথা স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর, মহারথ পাণ্ডবেরা দ্রোণপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সমরে তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে একাদশ অধ্যায়॥ ১১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্য হত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃদ্ধ পিতা হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইতেছেন শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিবামাত্র তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া সুত-শত-শোকাচ্ছন্ন শোচমান জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের নিকটে যাইতে লাগিলেন। মহানুভাব বীরবর কৃষ্ণ, যুযুধান ও যুযুৎসু তাঁহার অনুগামী হইলেন। শোক-কৃশাঙ্গী নিতান্ত দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদী, পাঞ্চাল-যোষিৎ ও আর আর যে সকল নারীগণ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হে ভরতসত্তম! যুধিষ্ঠির গঙ্গাসমীপে নারীগণকে, দুঃখার্ত্ত কুররী-কুলের ন্যায়, রোদন করিতে দেখিলেন, অভিমন্যু ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করত ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া দুঃখিত-স্বরে রোদনকারিণী সেই সমস্ত সহস্র সহস্র রমণী-দ্বারা

রাজা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপে আক্রোশ করিতেছেন যে, রাজা যখন পিতা, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র ও সখা সকলকে বধ করিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞতা, সত্য ও অনৃশংসতা কোথায়? হে মহাবাহো! পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও জয়দ্রথকে হত করিয়া তোমার মন কি প্রকার হইয়াছে? হে ভারত! তুমি পিতা, ভ্রাতা, দুর্দ্ধর্ষ অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর তনয়গণকে দর্শন না করিয়া রাজ্য লইয়া কি করিবে? মহাবাহু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুররীর ন্যায় আক্রোশকারিণী সেই সমস্ত কামিনীকে অতিক্রম করিয়া জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর, অমিত্রকর্ষণ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে অভিবাদন-পূর্ব্বক নিজ নিজ নাম নিবেদন করিলেন। পুত্রবধ-জনিত শোকার্ত্ত পিতা ধৃতরাষ্ট্র তখন অপ্রীত হইয়াও পুত্রগণের অন্তকর পাণ্ডু-তনয় যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন। হে ভারত! দুষ্ট-স্বভাব ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া দহনেচ্ছু পাবকের ন্যায় ভীমসেনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কোপানল শোক-সমীরণ-দ্বারা সমিদ্ধ হইয়া ভীমসেন-স্বরূপ গহন কানন দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে, বোধ হইল। কৃষ্ণ তখন ভীমের প্রতি তাঁহার অশুভ সংকল্প অবগত হইয়া কর-দ্বারা তাঁহাকে দূরে অপসারিত করত রাজার নিকটে লৌহময় ভীমমূর্ত্তি প্রদান করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ জনার্দ্দন পূর্ব্বেই ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ভাব অবগত হইয়া লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বলবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর-যুগল-দ্বারা সেই লৌহময় ভীমসেনকে গ্রহণ করত তাহাকে প্রকৃত ভীমসেন জ্ঞান করিয়া ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অযুত নাগসম বলশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্র লৌহময় ভীমকে ভগ্ন করিয়া বক্ষঃস্থল মথিত হওয়ায় মুখ হইতে রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি পুষ্পিত শিখর পারিজাত তরুর ন্যায় রক্তাক্ত-কলেবরে ধরাতলে পতিত হইলেন, পতিত হইবামাত্র বিদ্বান্ গবল্গণ-তনয় তাঁহাকে ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, 'মহারাজ! এরূপ করিবেন না,' শোক-সমন্বিত মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগ করত 'হা ভীম! হা ভীম!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। পুরুষ-প্রবর বাসুদেব ভীমসেনের বধ জন্য পীড়িত রাজাকে ক্রোধ-রহিত জ্ঞান করিয়া এই কথা বলিলেন যে, 'মহারাজ! আপনি শোক করিবেন না, ভীম হত হয় নাই, ভীমের আয়সী প্রতিমাকে আপনি নিপাতিত করিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে ক্রোধের বশীভূত জানিয়া মৃত্যুর দন্তের অন্তর্গত কুন্তী-নন্দন ভীমসেনকে দূরে প্রেরণ করিয়াছি। হে নৃপবর! আপনার তুল্য বলবান্ কেহই নাই। হে মহাবাহো! আপনার বাহুগ্রহণ কে সহ্য করিতে পারে? যেমন অন্তকের নিকটে গিয়া কেহ জীবিত হইয়া বিমুক্ত হয় না, তেমনি আপনার বাহু-দ্বয়ের অন্তর্গত হইয়া কেহ জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না; অতএব আপনার পুত্র যে ভীমের লৌহময়ী প্রতিমা করিয়াছিলেন, আমি আপনকার নিকটে তাহাই অর্পণ করিয়াছিলাম। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে পুত্র-শোক-সন্তাপ-বশত আপনার মন ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, এই জন্য আপনি ভীমসেনকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু বৃকোদরকে বিনষ্ট করিতে আপনার সাধ্য নাই এবং আপনার পুত্রগণ কোন রূপেই জীবিত থাকিবার উপযুক্ত ছিলেন না; অতএব আমরা শান্তি কামনা করত যাহা করিয়াছিলাম, আপনি সেই সমস্ত বিষয়ে সম্মত হউন, শোকে মনঃ সমাধান করিবেন না।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে আয়স ভীম ভঙ্গে
দ্বাদশ অধ্যায়। ১২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, পরিচারকগণ রাজাকে স্নান করাইবার জন্য তাঁহার নিকট উপ-

স্থিত হইল। স্নান সমাপ্তি হইলে মধুসূদন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি সমস্ত বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম সমুদয় শ্রবণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ বিদ্বান্, মহাপ্রাজ্ঞ ও বলাবলে সমর্থ হইয়া আপনার অপরাধ-বিষয়ে কি কারণে ঈদৃশ ক্রোধ করিতেছেন? মহারাজ! আমি সেই সময়েই আপনাকে যাহা বলিয়াছিলাম এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও সঞ্জয় আপনাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আপনি তদনুসারে কার্য্য করেন নাই। হে কৌরব! তৎকালে আমরা সকলে আপনাকে নিবারণ করিলেও আপনি পাণ্ডবগণকে বল ও শৌর্য্য বিষয়ে প্রবল জানিয়াও আমাদিগের বাক্য প্রতিপালন করিলেন না। যে রাজা স্থিরবুদ্ধি হইয়া স্বয়ং দেশ কালের বিভাগ ও দোষ সমুদয় দর্শন করেন, তিনিই পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হয়েন, আর যাহাকে শ্রেয়ো বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিলেও হিতাহিত গ্রহণ করে না, সে দুর্নীতি-বশম্বদ ও আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শোক করিয়া থাকে; অতএব হে ভারত! হে রাজন্! আপনি নিজ দুশ্চরিত বিষয় অবলোকন করুন। আপনি দুর্য্যোধনের বশীভূত হইয়া আপন স্বভাবকে আয়ত্ত রাখিতে পারেন নাই, আপনি আত্ম অপরাধ হেতু আপন্ন হইয়াছেন, অতএব ভীমকে হনন করিতে ইচ্ছা করেন কেন? এক্ষণে স্বীয় দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করুন। যে ক্ষুদ্রাশয় স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক পাঞ্চালীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, ভীমসেন বৈর প্রতীকারে বাসনা করত তাহাকে নিহত করিয়াছেন। হে শত্রু-তাপন! পাণ্ডবগণকে নিরপরাধে যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনার ও দুরাত্মা পুত্রের সেই ব্যতিক্রম অবলোকন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জননাথ! কৃষ্ণ এইরূপে সমস্ত সত্য বাক্য কহিলে মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র দেবকী-নন্দনকে বলিলেন, হে মহাবাহু ধর্ম্মাত্মন্ মাধব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ, পুত্র-স্নেহই আমাকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিয়াছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম বলবান্ ভীমসেন ভাগ্যক্রমে তোমা-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া আমার বাহুযুগলের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় নাই। হে মাধব! এক্ষণে আমি অব্যগ্র ক্রোধ-হীন ও গত-জ্বর হইয়া মধ্যম পাণ্ডব বীর বৃকোদরকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি, পার্থিবেন্দ্রগণ হত ও শত পুত্র নিহত হওয়ায় পাণ্ডু-তনয় সকলে আমার সুখ ও সম্প্রীতি অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর, কুরুরাজ, ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও পুরুষপ্রবীর মাদ্রীসুত-দ্বয়ের গাত্র-স্পর্শ করিলেন, গাত্র স্পর্শ-পূর্ব্বক রোদন করত আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহা-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র কোপ-বিমোচনে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, সেই কুরুশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ কেশবের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে সকলেই গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন। অনিন্দিতা পুত্র-শোকার্ত্তা গান্ধারী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে অভিলাষিণী হইলেন। সত্যবতী-পুত্র মহর্ষি বেদব্যাস পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার পাপ অভিপ্রায় বিদিত হইয়া প্রথমেই সতর্ক হইলেন। মনের ন্যায় বেগশালী মহর্ষি শুচি হইয়া পবিত্র-গন্ধযুক্ত গঙ্গাবারি স্পর্শ করিয়া গান্ধারীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি দিব্যচক্ষু ও অনুদ্ধতচিত্ত-দ্বারা তখন সমস্ত প্রাণীর অভিপ্রায় অবলোকন করত সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। কল্যাণবক্তা মহাতপা ব্যাসদেব শাপের সময় অতিবাহিত ও ক্ষমাকাল প্রকাশ করত সেই শোক সময়ে পুত্রবধূকে কহিলেন, 'গান্ধার-রাজ-তনয়ে! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি ক্রোধ করিও না, শান্তি অবলম্বন কর এবং শাপ-বাক্য নিগ্রহ করত আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পুত্র সমরে বিজয় বাসনা করত

অষ্টাদশ দিবস ক্রমাগত তোমাকে কহিয়াছিল, "মাতঃ! আমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, এই সময় তুমি আমার জয় কামনা কর" হে গান্ধারি! জয়াভিলাষী পুত্র সময়ে সময়ে তোমার নিকট তাদৃশরূপে প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে, 'যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয়।' হে গান্ধারি! তুমি প্রাণিগণের হিত-সাধনে সতত অনুরাগবতী, তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা আমি স্মরণ করিতেছি, তোমার সেই অতীত বাক্যকে মিথ্যা করিতে বাসনা করি না; তুমুল সংগ্রাম সময়ে রাজ্য পরম সংশয়ে আরূঢ় হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণ-কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে, অতএব নিশ্চয় বোধ হয়, তাহাদিগের পক্ষেই সমধিক ধর্ম্ম ছিল। হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বে ক্ষমাশীলা ছিলে, এক্ষণে কি জন্য ক্ষমা করিতে বিরতা রহিয়াছ? অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয় হইয়া থাকে। হে সত্যবাদিনি মনস্বিনি গান্ধারি: তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও উক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ কর, ক্রোধনা হইও না।

গান্ধারী কহিলেন, ভগবন্! আমি পাণ্ডবদিগকে অসূয়া বা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, পুত্রশোক-বশত আমার অন্তঃকরণ অতিশয় বিহ্বল হইতেছে। পাণ্ডবগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করা কুন্তীর যেরূপ কর্ত্তব্য, আমারও তদ্রূপ; আমি তাহাদিগকে যেরূপে রক্ষা করিব, কুরুরাজও তাহাদিগকে সেইরূপে রক্ষা করিবেন। দুর্য্যোধন এবং শকুনির অপরাধ জন্য কর্ণ ও দুঃশাসন-দ্বারা এই কুরুকুল ক্ষয় হইল; অর্জ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব এবং রাজা যুধিষ্ঠির কখন অপরাধ করেন নাই। কৌরবেরা পরস্পর যুদ্ধ করত ছিদ্যমান হইয়া নিহত হইয়াছে, তাহাতে আমার অপ্রীতি নাই, কিন্তু বাসুদেবের সমক্ষে মহামনা ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছে এবং সে সময়ে বহুবিধরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে এবং শিক্ষাবিষয়ে প্রধান হইলেও তাহার নাভির অধোভাগে যে প্রহার করিয়াছে, তাহাই আমার ক্রোধ বৃদ্ধির কারণ। শূরগণ প্রাণ রক্ষার জন্য মহানুভাব ধর্ম্মজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক সমুদ্দিষ্ট ধর্ম্মকে সমরে কি প্রকারে পরিত্যাগ করেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে গান্ধারী সান্ত্বনায়
চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥ ১৪॥
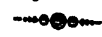
বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন তৎকালে গান্ধারীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া অনুনয়ের সহিত প্রত্যুত্তর করিলেন। 'আমি আত্মত্রাণ অভিলাষ করিয়া তৎকালে ত্রাস-বশত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহা কিছু করিয়াছি, আপনকার তাহা ক্ষমা করা উচিত। আপনকার মহাবল পুত্র ধর্ম্ম অনুসারে পতিত হয়েন নাই, ধর্ম্মত তাঁহাকে নিহত করিতে কাহারও সামর্থ্য ছিল না; এই জন্য আমি অন্যায় আচরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে তিনিও অধর্ম্ম অনুসারে ধর্ম্মরাজকে জয় করিয়াছিলেন এবং সততই আমাদিগকে অবমানিত করিতেন, এই জন্যই আমি অন্যায় আচরণ করিয়াছি। সৈন্যের মধ্যে অবশিষ্ট একমাত্র সেই বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধদ্বারা আমাকে হত করিয়া রাজ্যহরণ না করেন, এই ভাবিয়া আমি এইরূপ কার্য্য করিয়াছি। একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকন্যা পাঞ্চালীকে আপনার পুত্র যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ত আপনার বিদিত আছে? দুর্য্যোধনকে সংহার না করিয়া আমরা সসাগরা ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হইব না, এই জন্য আমি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি। আপনার পুত্র সভা-মধ্যে দ্রৌপদীকে যে নিজ বাম উরু প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় আচরণ করা হইয়াছিল। মাতঃ! আপনকার সেই দুরাচার পুত্র তৎকালেই আমাদিগের বধ্যরূপে গণ্য হইয়াছিলেন, আমরা কেবল ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে এত কাল নিয়মে নিবদ্ধ

ছিলাম। রাজ্ঞি! আপনকার পুত্রই এই মহৎ বৈর উদ্দীপিত করিয়াছিলেন এবং বহুকাল বনবাস করাইয়া আমাদিগকে ক্লেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল কারণেই আমি এইরূপ করিয়াছি। আমি সমরে দুর্য্যোধনকে হত করিয়া শত্রুতার পার প্রাপ্ত হইলাম, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, আমরাও অক্রোধ হইলাম।

গান্ধারী বলিলেন, বৎস! তুমি যখন আমার পুত্রকে প্রশংসা করিতেছ, তখন ইহা তাহার বধ বলিয়া গণ্য করা যায় না। তুমি আমার নিকট যাহা কহিতেছ, সে এই সমুদয়ই করিয়াছিল; কিন্তু হে বৃকোদর! বৃষসেন-কর্ত্তৃক নকুল হতাশ্ব হইলে তুমি যে দুঃশাসনের শরীরের শোণিত পান করিয়াছ, তাহা সাধু-বিগর্হিত অসাধু-জন-সেবিত ঘোরতর ক্রূর কর্ম্ম করা হইয়াছে, অতএব তাহা কিছু যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই।

ভীমসেন কহিলেন, মাতঃ! যখন অন্যের শোণিত পান করা বিহিত নহে, তখন আপনার রুধির কিরূপে পান করিব? আপনিও যে, ভ্রাতাও সে, তাহাতে কোন বিশেষ নাই; রুধির আমার দন্ত এবং ওষ্ঠাধর অতিক্রম করে নাই, তজ্জন্য আপনি শোক করিবেন না, কর্ণ তদ্বিষয় বিশেষ জানিতেন, আমার হস্ত-দ্বয়ই রক্তাক্ত হইয়াছিল। সমরে বৃষসেন-কর্ত্তৃক নকুলকে হতাশ্ব দেখিয়া আমি হর্ষান্বিত ভ্রাতৃগণের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিলাম, দ্যূতক্রীড়া-কালে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিলে আমি ক্রোধবশত যাহা কহিয়াছিলাম, তাহা আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। রাজ্ঞি! আমি সেই প্রতিজ্ঞা হইতে নিস্তার না পাইলে নিয়ত কাল ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই, এই কারণেই সেই কার্য্য করিয়াছি। মাতঃ! এক্ষণে আমাকে দোষী বলিয়া শঙ্কা করা আপনার উচিত নহে; পূর্ব্বে আমরা যখন অনপরাধী ছিলাম তখন আপন পুত্রগণকে নিগ্রহ করেন নাই, এক্ষণে কেন আমাদিগকে দোষী করিতেছেন।

গান্ধারী কহিলেন, বৎস! তুমি এই বৃদ্ধ-যুগলের শত পুত্র নিহত করত অপরাজিত রহিয়াছ; কিন্তু আমরা হৃতরাজ্য ও বৃদ্ধ, আমাদিগের যে সন্তান তোমাদিগের নিকট অল্প অপরাধ করিয়াছিল, তাহাকে কেন অবশিষ্ট রাখিলে না? এই অন্ধদ্বয়ের একটিমাত্র যষ্টিকে কেন পরিত্যাগ করিলে না? তুমি আমার পুত্র সকলকে নিহত করিয়া যদি একটিকেও অবশিষ্ট রাখিতে তাহা হইলে আমার এই দুঃখ হইত না, তোমারও ধর্ম্ম আচরণ করা হইত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্র পৌত্র বধে পীড়িতা ক্রোধ-সমন্বিতা গান্ধারী ভীমসেনকে এইরূপ কহিয়া 'সেই রাজা যুধিষ্ঠির কোথায়?' জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির কম্পমান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে এইরূপ মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি! আমি আপনার পুত্রহন্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির, আমি পৃথিবী-নাশের হেতু হইয়া শাপার্হ হইয়াছি; অতএব আপনি আমাকে শাপ প্রদান করুন। আমি মূঢ় ও বন্ধু-দ্রোহী, তাদৃশ সুহৃৎ সকলকে হত করিয়া আমার জীবন, ধন বা রাজ্যে প্রয়োজন নাই। রাজা নিকটস্থ ও ভীত হইয়া এইরূপ বলিলে গান্ধারী অনবরত নিশ্বাস পরিত্যাগ করত তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। নরপতি যুধিষ্ঠির অবনত-দেহে দেবীর চরণ-দ্বয়ে পতিত হইতে প্রবৃত্ত হইলে দীর্ঘদর্শিনী ধর্ম্মজ্ঞা গান্ধারী নেত্রনিবদ্ধ পট্টবস্ত্রের প্রান্তভাগ-দ্বারা তাঁহার অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর, যে নৃপতি যুধিষ্ঠিরের নখর সকল রমণীয় ছিল, তিনি তখন কুনখী হইলেন। অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বাসুদেবের পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন। হে ভারত!

পাণ্ডবেরা এইরূপে ইতস্তত বিচলিত হইতে থাকিলে গান্ধারী ক্রোধ-হীনা হইয়া মাতার ন্যায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই বিশাল-বক্ষস্থল পাণ্ডবগণ একত্র হইয়া গান্ধারীর আদেশক্রমে বীর-জননী জননী কুন্তীর নিকটে গমন করিলেন। দেবী কুন্তী বহু কালের পর পুত্রগণকে দর্শন করত তাঁহাদিগের মনঃপীড়ায় পরিপ্লুত হইয়া বসনাঞ্চল-দ্বারা মুখ আবরণ-পূর্ব্বক অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি পুত্রগণের সহিত অশ্রুমোচন করিয়া তাঁহাদিগকে শস্ত্র-সমুহ-দ্বারা বহু প্রকারে পরিক্ষত দেখিতে পাইলেন। তিনি একে একে পুত্রগণ ও হত-পুত্রা দ্রৌপদীকে স্পর্শ করত দুঃখার্ত্ত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, তিনি পাঞ্চাল-রাজ-নন্দিনীকে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইতে দেখিলেন। দ্রৌপদী তখন রোদন করত বলিলেন, আর্য্যে! অভিমন্যু এবং আপনকার সেই সকল পৌত্রেরা কোথায় গেল? বহু দিন হইল তাহারা আপনাকে দর্শন করিয়াছিল, অদ্য আর আপনকার নিকট আগমন করিতেছে না। আমি পুত্র-হীনা হইলাম! আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? হে মহারাজ! দ্রৌপদী এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে কুন্তী সেই বিশাল-নয়না বধূকে যথোচিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই শোকার্ত্তা রোদনপরায়ণা যাজ্ঞসেনীকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত পুত্রগণকে পশ্চাৎ করত দুঃখিনী গান্ধারীর নিকট গমন করিলেন।

গান্ধারী যশস্বিনী কুন্তীকে বধুর সহিত আর্ত্তভাবে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, বৎসে! তুমি এরূপ দুঃখার্ত্ত হইও না, আমাকেও দুঃখিত দেখিতেছ ত? আমার বোধ হয়, লোক-সকলের বিনাশের কারণ এই কালবিপর্য্যয় উদিত হইয়াছে; এই অবশ্যম্ভাবী লোমহর্ষণ জন-ক্ষয় স্বভাবত উপগত হইয়াছে। কৃষ্ণের অনুনয় অসিদ্ধ বিশেষত সেই অপরিহার্য্য বিষয় অতীত হইলে মহামতি বিদুর যে মহৎ বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে; অতএব তুমি আর শোক প্রকাশ করিও না। যাহারা সংগ্রামে নিধন লাভ করিয়াছে, তাহারা শোচনীয় নহে; তুমিও যেমন আমিও তেমন, অতএব কে আমাকে আশ্বাস দান করিবে? আমারই অপরাধে এই প্রধান বংশ বিনাশিত হইল।

পৃথাপুত্রদর্শনে পঞ্চদশ অধ্যায়॥ ১৫॥

জলপ্রাদানিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

অথ স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গান্ধারী এইরূপ কহিয়া সেই স্থানে অবস্থান করত দিব্যচক্ষু-দ্বারা কৌরবগণের বধস্থান দর্শন করিতে লাগিলেন। সমানব্রতচারিণী উগ্রতপস্যাশালিনী সতত সত্যবাদিনী পতিব্রতা, পুণ্যকর্ম্মামহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নের বরদানপ্রভাবে দিব্যজ্ঞান ও দিব্যবল-সমন্বিতা সেই মহাভাগা বিবিধ বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বুদ্ধিমতী নিকটস্থ বস্তু যেরূপ দর্শন করেন, সেইরূপ দূর হইতেই নরবীরগণের লোমহর্ষণ অদ্ভুত রণক্ষেত্র দর্শন করিলেন। সেই রণস্থল চতুর্দ্দিকে অস্থি ও কেশ সমুহ-দ্বারা পরিব্যাপ্ত, শোণিত-সমুহে পরিপ্লুত বহু সহস্র মৃত শরীর-দ্বারা আকীর্ণ, অশ্ব, গজ ও রথি-যোদ্ধাদিগের রুধিরাবিল শিরঃশূন্য শরীর এবং দেহ-হীন মস্তক-সমুহ-দ্বারা আবৃত; অশ্ব, গজ, নর ও নারীগণের চীৎকার-শব্দে সর্ব্ব দিকে পরিবৃত; শৃগাল, বৃক, কাক, কঙ্ক ও দ্রোণকাকগণ-দ্বারা নিষেবিত; নরখাদক রাক্ষসগণের আমোদ-জনন; কুরর পক্ষিকুল-দ্বারা সমাকুল; অশিব-সূচক শিবা-সমুহদ্বারা নিনাদিত এবং গৃধ্রনিবহ-দ্বারা নিষেবিত ছিল।

অনন্তর, মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে বাসুদেবকে এবং যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি সেই সমস্ত পাণ্ডবগণ হতবন্ধু নরপতিকে পুরস্কৃত করিয়া কুরু-নারী সকলকে লইয়া যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন।

পতিহীনা কুরু-কামিনীরা কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তথায় পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতা সকল নিহত হইয়া রহিয়াছেন; মাংসাশি শৃগাল, কাক, দ্রোণকাক, ভূত, পিশাচ, রাক্ষস ও বিবিধ নিশাচরগণ তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। নারীগণ তখন রুদ্রের ক্রীড়াভূমি-সন্নিভ সেই সমরস্থল দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে মহামূল্য যান-সকল হইতে নিপতিত হইলেন। দুঃখার্ত্ত কুরু-নারীগণ যাহা কখনও দর্শন করেন নাই, তাহা প্রত্যক্ষ করত কেহ কেহ কাহারও গাত্রে অপরে ভূতলে পতিত হইলেন; কেহ কেহ এরূপ শ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের চেতনামাত্র ছিল না। পাঞ্চাল ও কুরু-নারীগণের সেই দর্শন মহৎ দুঃখ-জনক হইয়াছিল।

অনন্তর, দুঃখোপহত-চিত্ত যোষিদ্গণ-দ্বারা সর্ব্বদিকে অনুনাদিত অতি উগ্র রণস্থল এবং কৌরবদিগের নিধন দর্শন করিয়া দুঃখ-বশত ধর্ম্মজ্ঞা সুবল-নন্দিনী গান্ধারী পুরুষোত্তম পুণ্ডরীকাক্ষকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মাধব! আমার এই বিধবা বধূগণ আলুলায়িত-কেশে কুররী-কুলের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে দর্শন কর; ইহারা এই স্থলে সমাগত হইয়া ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে স্মরণ করত যূথে যূথে পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পুত্রগণের নিকট ধাবিত হইতেছে। হে মহাবাহো! যে স্থল জ্বলন্ত অনল-তুল্য ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্য-প্রভৃতি পুরুষ-প্রবর-দ্বারা শোভিত ছিল, তাহাই এক্ষণে হত-পুত্রা বীর-জননী ও হত-বীরা বীর-পত্নীগণ-দ্বারা আবৃত হইয়াছে। ইহার কোন স্থান মহানুভাব যোদ্ধাদিগের কাঞ্চনময় কবচ, দিব্য মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর ও বহুবিধ মাল্য-সমূহ-দ্বারা অলঙ্কৃত; কোন স্থল বীর-বাহু-বিমুক্ত শক্তি, পরিঘ, বিবিধ তীক্ষ্ণ খড়্গ ও শর-সহ শরাসন-সমূহ-দ্বারা সমাকীর্ণ; কোন স্থল মিলিতভাবে অবস্থিত ক্রীড়াকারী ও শয়ান বিবিধ মাংসাশি-সমূহ-দ্বারা সমাবৃত। হে বিভো! হে বীর! এই রণক্ষেত্র তুমি বিশেষরূপে দর্শন কর। হে জনার্দ্দন! আমি ইহা অবলোকন করত শোকানলে দগ্ধ হইতেছি। হে মধুসূদন! পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে আমি বিবেচনা করিতেছি যেন পঞ্চ ভূতেরই বিনাশ হইয়াছে। সহস্র সহস্র উগ্রতর সুপর্ণ ও গৃধ্র সকল সেই সমস্ত রক্তসিক্ত বীর-পুরুষদিগকে আকর্ষণ করিতেছে এবং তাহাদিগের কবচ ভেদ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিতেছে। জয়দ্রথ, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অভিমন্যুর যে বিনাশ হইবে ইহা কে চিন্তা করিতে পারিত? হে মধুসূদন! এক্ষণে আমি সেই সমস্ত অবধ্যকল্প বীরগণকে গৃধ্র, কঙ্ক, কাক, শ্যেন, কুক্কুর ও শৃগালগণের ভক্ষণীয় হইতে দেখিয়া অবসন্ন হইতেছি। দুর্য্যোধনের বশীভূত অমর্ষ-সম্পন্ন এই সমস্ত পুরুষ-প্রবরকে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত পাবকের ন্যায় অবলোকন কর। যাঁহারা কোমল ও নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত তাঁহারাই এক্ষণে বিপন্ন হইয়া অনাবৃত বসুধাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহারা নিয়ত যথাকালে স্তুতিকারি বন্দিগণ-কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইতেন, তাঁহারা এখন শিবাগণের ঘোরতর বিবিধ অশুভ রব শ্রবণ করিতেছেন, যে সমস্ত যশস্বি বীর-পুরুষেরা পূর্ব্বে অগুরুচন্দন-চর্চ্চিত-শরীরে বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা ধূলিরাশি-মধ্যে শয়ান রহিয়াছেন। এই সমস্ত গৃধ্র গোমায়ু বায়স ও ঘোররূপা শিবাসকল পুনঃপুন নিনাদ করত তাঁহাদিগের আভরণ সমুদয় আকর্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত যুদ্ধাভিমানি বীরেরা জীবিত জনের ন্যায় প্রীত হইয়া শাণিত বাণ খড়্গ ও নির্ম্মল গদা সকল ধারণ করিয়া আছে; অনেকানেক সুরূপ ও সুন্দর-বর্ণ বৃষভ-সম বীরেরা হরিদ্বর্ণ মাল্য ধারণ করত ক্রব্যাদগণ-কর্ত্তৃক সংঘট্টিত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। কোন কোন দীর্ঘবাহু শূরেরা দয়িতা রমণীর ন্যায় গদা আলিঙ্গন করত বিমুখ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে জনার্দ্দন! অপরে কবচ ও বিমল আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া আছে—বলিয়া ক্রব্যাদগণ

তাহাদিগকে জীবিত বোধে আক্রমণ করিতেছে না, অন্য অন্য মহানুভবগণ ক্রব্যাদগণ-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদিগের স্বর্ণময়ী বিচিত্র মালা সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই সমস্ত সহস্র সহস্র শৃগাল নিহত-মহাত্মগণের কণ্ঠমধ্যগত হার সমুদয় আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ যাহাদিগকে সতত রজনীশেষে উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ-দ্বারা আনন্দিত করিত, এক্ষণে এই সমুদয় দুঃখ শোকসমাকুল অঙ্গনাগণ তাহাদিগের জন্য দীনভাবে বিলাপ করিতেছে। হে কেশব! উত্তমা স্ত্রীগণের মনোহর মুখ-সকল পরিশুষ্ক হওয়ায় রক্তোৎপল বনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। এই সমস্ত কুরুনারীগণ রোদন হইতে উপরত হইয়া শোকসংচ্ছন্নচিত্তে চিন্তা করত দুঃখিত-ভাবে নিজ নিজ নিহত পতি পুত্রের অভিমুখে গমন করিতেছে। কুরুনারীগণের এই সমস্ত সুবর্ণ-সন্নিভ আদিত্যবর্ণ বদন সকল রোষ ও রোদন-বশত রক্তবর্ণ হইয়াছে, ইহাদিগের অসম্পূর্ণ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া যোষিদ্গণ পরস্পরের ক্রন্দন-ধ্বনি অবগত হইতে সমর্থ হইতেছে না। এই সমস্ত যোষাগণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনঃপুন বিলাপ করিয়া বিশেষরূপে স্পন্দমান হইয়া দুঃখবশত জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। অনেকে আত্মীয়গণের মৃত-শরীর দর্শন করিয়া চীৎকার ও বিলাপ করিতেছে, অনেকানেক কোমলপাণি কমিনীরা মস্তকে করাঘাত করিতেছে। পরস্পর সংসক্ত স্তূপাকারে পতিত হস্ত মস্তক-প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ-দ্বারা আকীর্ণ মেদিনীতল শোভা পাইতেছে, নারীগণ ঘোরতর ক্রব্যাদগণের আনন্দবর্দ্ধন শিরঃশূন্য শরীর এবং দেহহীন শিরঃসমুদয় দর্শন করিয়া বহুক্ষণ মোহাভিভূত রহিয়াছে। কোন কোন কামিনী নিজ নিজ পতি পুত্রাদির মস্তক শরীরের সহিত সংযোজিত করত দর্শন করিতে করিতে অচেতন হইয়া তাহা প্রকৃত না হওয়ায় অপরের দেহ হইল জানিয়া ‘ইহা ইহার নহে’ বলিয়া দুঃখিত হইতেছে। অপরে অন্য অন্য ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ বাহু, উরু, চরণ ও শিখাশূন্য শিরঃসমুদয় সন্ধান করত অসুখিত হইয়া পুনঃপুন মূর্চ্ছিত হইতেছে। কোন কোন ভরতযোষিৎ পশুপক্ষিগণ-কর্ত্তৃক উৎকর্ত্তন-পূর্ব্বক ভক্ষিত মস্তক-সমস্ত দর্শন করিয়া নিজ পতিদিগকে জানিতে সমর্থ হইতেছে না। হে মধুসূদন! অপরে পতি পুত্র পিতা ও ভ্রাতা-প্রভৃতিকে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া মস্তকে করাঘাত করিতেছে। মাংসশোণিত-কর্দ্দমশালিনী পৃথিবী খড়্গ-সমন্বিত বাহু ও সকুণ্ডলমস্তক-সমস্ত-দ্বারা অগম্য হইয়াছে। যে সমস্ত অনিন্দিত নারীগণ পূর্ব্বে কখন দুঃখ ভোগ করে নাই, তাহারা এক্ষণে পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণ দ্বারা পরিকীর্ণ ধরাতলে দুঃখের সহিত শয়ন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রের সুকেশী পুত্রবধূগণকে অশ্বিনীযূথের ন্যায় দর্শন কর। হে কেশব! ইহা হইতে আমার আর অধিকতর দুঃখ কি আছে যে, এই সমস্ত নারীগণ বহুরূপ রূপ ধারণ করিতেছে। হে কেশব! আমি যখন পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতিকে নিহত দেখিতেছি, তখন অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মে মহাপাপ করিয়াছিলাম। দুঃখার্ত্তা গান্ধারী এইরূপ বিলাপ করত হত পুত্র দুর্য্যোধনকে দর্শন করিলেন।

স্ত্রীগণের যুদ্ধভূমি দর্শনে ষোড়শ অধ্যায়॥১৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন। অনন্তর, গান্ধারী দুর্য্যোধনকে দর্শন করত শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া বন মধ্যে বিচ্ছিন্ন কদলীতরুর ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলেন, তিনি কিয়ৎকালের পর সংজ্ঞালাভ-পূর্ব্বক পুনঃ পুন ক্রন্দন করত রক্তসিক্ত শয়ান সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি শোকার্ত্তা ও ব্যাকুল-চিত্তা হইয়া ‘হা পুত্র হা পুত্র!’ বলিয়া বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি শোক-তাপিত হইয়া তাঁহার হারনিষ্ক-

নিষেবিত গূঢ়জত্রু-যুক্ত বিপুল বক্ষঃস্থল নেত্রনির্গত বারি-দ্বারা সেচন করত সন্নিহিত হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন, হে বিষ্ণু বৃষ্ণি-নন্দন! জ্ঞাতিগণের ক্ষয়কর এই সমর উপস্থিত হইলে এই নৃপসত্তম কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, যে ‘ এই জ্ঞাতিক্ষয়কর সংগ্রামে আমার জয় হউক, জননি! আপনি এই কথা বলুন।’ দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে আমি পূর্ব্বেই নিজ বিপদ্ উপস্থিত হইবে জানিয়া বলিয়াছিলাম, হে নরবর ! যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। হে পুত্র! তুমি যখন যুদ্ধ করত মুগ্ধ হওনা তখন অবশ্যই অমরের ন্যায় শস্ত্রজিত-লোক-সকল প্রাপ্ত হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্রকে এইরূপ বলিয়াছিলাম বলিয়া ইহার জন্য শোক করিতেছি না, এক্ষণে হতবান্ধব শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্তই শোক প্রকাশ করিতেছি। হে মাধব! আমার অমর্ষণ যোদ্ধৃবর শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সন্তান বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে দেখ। যে শত্রুতাপন মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদিগের অগ্রগামী ছিল, এক্ষণে সেই দুর্য্যোধন ধূলিরাশির উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে, অতএব কালের বিপর্য্যয় অবলোকন কর।

বীর দুর্য্যোধন অবশ্যই সুলভ গতি লাভ করিয়াছে; যেহেতু সে বীর-সেবিত শয়নে অভিমুখ হইয়া শয়ান রহিয়াছে। পূর্ব্বে বরাঙ্গনাগণ উপাসনা করত যাহাকে আনন্দিত করিত, সম্প্রতি বীর-শয্যায় প্রসুপ্ত সেই বীরকে অশিব-সূচক শিবা সকল পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে মনীষিগণ উপাসনা করত যাহাকে আনন্দিত করিতেন, এক্ষণে সেই ধরাতলস্থ নিহত পুত্রকে গৃধ্রগণ উপাসনা করিতেছে। পূর্ব্বে রমণীগণ যাহাকে রমণীয় ব্যজন-দ্বারা বীজন করিত এক্ষণে পক্ষিগণ পক্ষরূপ ব্যজন-দ্বারা তাহাকে উপবীজিত করিতেছে। এই সত্যবিক্রম বলবান্ মহাবাহু সিংহ-কর্ত্তৃক নিহত গজেন্দ্রের ন্যায় সমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ ! ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত রুধিরসিক্ত ভরতকুল-নন্দন দুর্য্যোধন গদা আলিঙ্গন করত শয়ন করিয়া আছে দর্শন কর।

হে কেশব ! পূর্ব্বে যে মহাবাহু সমরে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সংগ্রহ করিয়াছিল, সে দুর্নীতিবশত নিধন প্রাপ্ত হইল। সিংহ-কর্ত্তৃক নিপাতিত শার্দ্দূল-সম এই মহাধনুর্দ্ধর মহারথ দুর্য্যোধন ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে; এই মন্দভাগ্য মূর্খ বালক বিদুর এবং পিতাকে অবমান করিয়া বৃদ্ধজনের অবমান জন্য মৃত্যুর বশীভূত হইল। ত্রয়োদশ বৎসর পৃথিবী যাহার হস্তে থাকিয়া নিঃসপত্ন হইয়াছিল, আমার সেই মহীপাল পুত্র নিহত হইয়া মহীতলে শয়ন করিয়াছে।

হে বৃষ্ণিকুল-নন্দন কৃষ্ণ ! এই পৃথিবী, গো, অশ্ব, মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ হইয়া দুর্য্যোধনের শাসনে ছিল, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল দেখিতে পাইলাম না। হে মহাবাহু মাধব! এক্ষণে আমি সেই গো-অশ্ব-হস্তিহীনা পৃথিবীকে অন্য-কর্ত্তৃক শাসিত দেখিতেছি, তবে আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? দেখ, এই সকল রমণী যে, রণে হত শূর সকলকে সেবা করিতেছে, ইহা আমার সুতনাশ হইতেও অতিশয় ক্লেশকর।

হে কৃষ্ণ ! সুবর্ণবেদী-সদৃশী সুমধ্যমা দুর্য্যোধনের সুন্দর-ক্রোড়গামিনী আলুলায়িত-কেশা লক্ষ্মণের জননীকে নিরীক্ষণ কর। মহাবাহু দুর্য্যোধন জীবিত-সত্ত্বে এই মনস্বিনী অবশ্যই তাহার ভুজ-যুগল অবলম্বন করত ক্রীড়া করিয়া থাকিবে। পুত্রের সহিত পুত্রকে সমরে নিহত দেখিয়া আমার এই হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, এই অনিন্দিতা বামোরু বনিতা রুধিরসিক্ত পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিতেছে এবং করতল-দ্বারা দুর্য্যোধনের অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিতেছে। এই মনস্বিনী পতি ও পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ এবং পুত্রকে পুনঃ পুন নিরীক্ষণ করত শোভা পাইতেছে, হে মাধব ! এই বিশাল-নয়না নিজ শিরে করাঘাত করিয়া বীরবর কুরুরাজের

বক্ষঃস্থলে পতিত হইতেছে। পুণ্ডরীক-সম-প্রভা এই তপস্বিনী পতি ও পুত্রের পুণ্ডরীক-তুল্য-মুখমণ্ডল মার্জ্জন করত পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। যদি আগম ও শ্রুতি সকল বর্ত্তমান থাকে তবে অবশ্যই এই নরপতি নিজ বাহুবলে উপার্জ্জিত লোক-সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গান্ধারীর দুর্য্যোধন দর্শনে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! দেখ আমার শ্রমজয়ী শতপুত্রের মধ্যে অধিকাংশকেই সমরে ভীমসেন গদাঘাত-দ্বারা নিহত করিয়াছে, অদ্য আমার ইহাই অধিকতর দুঃখকর যে, এই সকল পুত্রহীনা বধূরা মুক্তকেশী হইয়া রণস্থলে ধাবিত হইতেছে। যাহারা বিভূষিত চরণ-দ্বারা প্রাসাদতলে বিচরণ করিত এখন তাহারা আপদাপন্ন হইয়া রুধিরার্দ্র-ধরাতল স্পর্শ করত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে এবং কেহ কেহ শোকার্ত্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, কেহ বা উন্মত্তার ন্যায় বিচরণ করিতেছে। এই মুষ্টিমিত-মধ্যমা অনিন্দনীয়া অবলা ঘোর বিপদ্ নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াও পতিত হয় নাই। হে মহাবাহো! এই রাজকন্যা রাজমহিষী লক্ষ্মণের মাতাকে দেখিয়া আমার মন শান্ত হইতেছে না। ইহারা কেহ কেহ ভ্রাতা সকলকে কেহ কেহ পতিগণকে কেহ কেহ পুত্র সমুদয়কে নিহত দেখিয়া তাহাদিগের বাহু সমুদায় গ্রহণ করত ধরাতলে পতিত হইতেছে।

হে বিজয়িন্! এই দারুণ বিপদ-কালে স্বজনহীনা মধ্যমা ও বৃদ্ধা নারীগণের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ কর। হে মহাবল! শ্রম ও মোহে পীড়িতা অবলারা রথনীড় ও হত গজ-বাজিগণের দেহ সমুদয় অবলম্বন করত অবস্থান করিতেছে অবলোকন কর। হে কৃষ্ণ! অন্য অবলা নিজ বন্ধুর দেহ হইতে অপহৃত সুচারু-কুণ্ডল-মণ্ডিত সমুন্নত-নাসিকা-যুক্ত মুখমণ্ডল গ্রহণ করত অবস্থিতি করিতেছে দর্শন কর। হে নিষ্পাপ! এই অনিন্দনীয় নারীগণ এবং অল্পবুদ্ধি আমি পূর্ব্বজন্মে যে পাপ করিয়াছিলাম বোধ হয়, তাহা অল্প নহে।

হে বৃষ্ণিকুল-নন্দন জনার্দ্দন! যদিও ধর্ম্মরাজ আমাদিগের সমুদয় বন্ধুবান্ধবগণের বিনাশ-সাধন করিয়াছেন, তথাপি আমাদিগের শুভাশুভ কর্ম্মের নাশ হয় নাই। হে মাধব! এই দেখ নবযৌবনা সুচারু কুচ ও উদর-শোভিতা সৎকুলজাতা লজ্জাবতী কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ্ম ও কেশশালিনী হংসের ন্যায় গদ্গদ-ভাষিণী কামিনীরা শোকদুঃখে বিমোহিত হইয়া সারসীর ন্যায় ধ্বনি করত ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! সূর্য্যদেব এই যোষিদ্গণের প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় প্রকাশমান অনিন্দিত মুখমণ্ডল সকল তাপিত করিতেছেন।

হে বাসুদেব! আমার মত্তমাতঙ্গ-তুল্য দর্পশালি ঈর্ষা-সমন্বিত পুত্রগণের পরিজনদিগকে এক্ষণে সাধারণ জনগণ দর্শন করিতেছে। হে গোবিন্দ! আমার পুত্রগণের শতচন্দ্রশোভিত চর্ম্ম, আদিত্য-সন্নিভ ধ্বজ, সুবর্ণময় বর্ম্ম, কাঞ্চন-নির্ম্মিত নিষ্ক এবং এই শীর্ষত্রাণ সমুদয় ধরাতলে যেন সম্যক্ হুত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পতিত রহিয়াছে অবলোকন কর।

সমরে শত্রুঘাতি শূর ভীমসেন যাহার সর্ব্বশরীরের শোণিত পান করিয়া নিপাত করিয়াছে, এই সেই দুঃশাসন শয়ান রহিয়াছে। হে মাধব! ভীম দ্রৌপদীর বাক্য ও দ্যূতক্রীড়ার ক্লেশ-সকল স্মরণ করিয়া গদা-দ্বারা আমার পুত্রের যে অবস্থা করিয়াছে তাহা দর্শন কর। হে জনার্দ্দন! এই দুঃশাসনই ভ্রাতা ও কর্ণের প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া সভা-মধ্যে দ্যূত-নির্জ্জিতা দ্রৌপদীকে বলিয়াছিল যে, 'পাঞ্চালি! তুমি আমাদিগের দাস-ভার্য্যা অতএব সহদেব, নকুল ও অর্জ্জুনের সহিত শীঘ্র আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর।' হে কৃষ্ণ! তাহার এই কথার পর সেই সময় আমি রাজা দুর্য্যোধনকে

বলিয়াছিলাম যে, ‘বৎস! তুমি মৃত্যুপাশ-দ্বারা আবদ্ধ শকুনিকে পরিত্যাগ কর, এই কলহ-প্রিয় মাতুলকে অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি জ্ঞান কর, হে পুত্র! তুমি অবিলম্বে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত শান্তিস্থাপন কর, রে দুর্ব্বুদ্ধে! উল্কা-দ্বারা কুঞ্জরকে পীড়িত করার ন্যায় তুমি তীক্ষ্ণতর বাক্য-রূপ নারাচ-দ্বারা অমর্ষণ ভীমসেনকে যে পীড়িত করিতেছ তাহা বুঝিতে পার না? আমি এই সকল কথা বলিলেও দুর্য্যোধন দুর্ব্বুদ্ধি-বশত সর্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডবগণকে মনে মনে ক্রুদ্ধ জানিয়াও তাহাদের প্রতি বাক্য-স্বরূপ শল্য নিক্ষেপ করিয়াছিল। মহা-গজ যেমন সিংহ-কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ ভীম-সেন-কর্ত্তৃক নিহত এই দুঃশাসন বিপুল-ভুজযুগল প্রসারণ করত শয়ন করিয়া রহিয়াছে। অমর্ষণ ভীমসেন সমরে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া যে দুঃ-শাসনের শোণিত পান করিয়াছে তাহা অতি ভয়-ঙ্কর কর্ম্ম।

গান্ধারীবিলাপে অষ্টাদশ অধ্যায়॥ ১৮॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! আমার প্রাজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত পুত্র বিকর্ণ ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত ও শতধাকৃত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে। হে মধুসূদন! বিকর্ণ গজ-মধ্যে হত হইয়া নীলবর্ণ মেঘে পরিবেষ্টিত শরৎকালের শশধরের ন্যায় শয়ন করি-য়া আছে। ইহার এই তলত্র-যুক্ত হস্ত শরাসন ধারণ-বশত অতিশয় কিণাঙ্কিত হওয়ায় ভক্ষণার্থি গৃধ্রগণ-কর্ত্তৃক অতি কষ্টে ছিন্ন হইতেছে। হে মাধব! ইহার এই দুঃখিনী ভার্য্যা আমিষাভি-লাষি গৃধ্রগণকে নিরন্তর নিবারণ করিতেছে, কিন্তু সমর্থ হইতেছে না। হে পুরুষোত্তম মাধব! দেব-তুল্য যুবা শূর বিকর্ণ সুখভোগে উপযুক্ত হইয়া চির-কাল সুখে বাস করিয়াছিল, এক্ষণে সে ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে; সমরে কর্ণি, নালীক ও না-রাচ-দ্বারা ইহার মর্ম্ম ভেদ হইলেও এই ভরত-সত্তম এখনও শ্রীহীন হয় নাই। সংগ্রামশূর ভীম-সেন প্রতিজ্ঞা পালন করিবে বলিয়া সমরে এই অরিকুল-হন্তা দুর্ম্মুখকে নিহত করায় এ, এক্ষণে অভিমুখ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বৎস কৃষ্ণ! ইহার এই মুখমণ্ডল শ্বাপদগণ-কর্ত্তৃক অর্দ্ধ-ভক্ষিত হওয়ায় সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। হে কৃষ্ণ! আমার যে সন্তান সমরে অতিশয় শূর ছিল, তাহার মুখের অবস্থা অবলোকন কর; সে কেন অমিত্রগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধূলিরাশি গ্রাস করিতেছে? হে প্রিয়দর্শন! সমরে যাহার সম্মুখ-বর্ত্তী ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই সুরলোক-বিজয়ী দুর্ম্মুখ কেন শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল!

হে মধুসূদন! ধনুর্দ্ধরগণের উপমান-স্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন নিহত চিত্রসেন ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছে দেখ। বিচিত্র মাল্য ও আভরণ-ভূষিত এই বীরকে শোকাক্রান্ত যুবতিগণ রোদন করত ক্রব্যাদ-সমূহের সহিত উপাসনা করিতেছে। হে কৃষ্ণ! স্ত্রীগণের রোদন-ধ্বনি এবং শ্বাপদ সকলের বিচিত্র গর্জ্জন আ-মার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

হে মাধব! দেব-তুল্য যুবা এই বিবিংশতি সতত উত্তমাস্ত্রীগণ-দ্বারা সেবিত হইত, এক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ধূলিরাশি মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। শর-দ্বারা ছিন্নবর্ম্মা সমরে হত বীর বিবিংশতিকে বিংশতির অধিক গৃধ্রগণ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই বীর সমরে পাণ্ডবগণের সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৎপুরুষোচিত বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! বিবিংশতির ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুন্দর নাসিকা ও ভ্রূসমন্বিত সুধাকর সম অতীব শুভ্র বদন অবলোকন কর।

পূর্ব্বে ক্রীড়াকারি গন্ধর্ব্ব-সম যাহাকে সহস্র সহস্র দেবকন্যা-সদৃশ অপ্সরোগণ উপাসনা করিত, যে বীর সেনা-সকলের হন্তা, শূর, সমর-শোভাকর ও শত্রু-সকলের উন্মূলন-কারী সেই দুঃসহকে কে

সহ্য করিতে পারিত? স্বীয় শরীর হইতে সমুৎপন্ন প্রফুল্ল কর্ণিকার-তরুনিকর-দ্বারা আবৃত শৈল যেমন শোভা পায়, শরসমূহ দ্বারা সমাবৃত দুঃসহের শরীর সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে। শ্বেত-পর্ব্বত যেমন পাবক-দ্বারা শোভা পায় দুঃসহ গতপ্রাণ হইয়াও স্বর্ণময়ী মালা ও দীপ্তিশালী কবচ-দ্বারা সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে।

গান্ধারীবিলাপে একোনবিংশতি অধ্যায়॥ ১৯॥

গান্ধারী কহিলেন, হে কেশব! লোকে উন্মত্ত-সিংহসম যে অভিমন্যুকে বল ও শৌর্য্য-বিষয়ে তোমার ও তাহার পিতার অর্দ্ধাধিক গুণে বিভূষিত বলিত, যে একাকী আমার পুত্রের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, সে অন্যের মৃত্যুস্বরূপ হইয়াও স্বয়ং মৃত্যুর বশীভূত হইল। হে কৃষ্ণ! সেই অপরিমিত তেজস্বী অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু হত হইলেও তাহার উজ্বল প্রভা শান্ত হয় নাই দেখিতেছি। এই অনিন্দনীয়া বালিকা বিরাট-দুহিতা ধনঞ্জয়ের পুত্রবধূ দুঃখিতা হইয়া বীর পতিকে দর্শন করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! এই অভিমন্যুর ভার্য্যা বিরাট-নন্দিনী পতির নিকটে উপবিষ্ট হইয়া কোমল করতলদ্বারা পতির অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছে। এই কমনীয় রূপবতী ভাবিনী মনস্বিনী সেই সুভদ্রা-সুতের সুন্দর গ্রীবা-সমন্বিত প্রফুল্ল কমলাকার মুখমণ্ডল আঘ্রাণ করত আলিঙ্গন করিতেছে। হে বীর! পূর্ব্বে এই বালা মধুমদে মূর্চ্ছিতা হইয়া ইহার নিকট লজ্জিতা হইত, এক্ষণে ইহার রক্তসিক্ত সুবর্ণ-পরিষ্কৃত কবচ বিমোচন করত সর্ব্ব শরীর নিরীক্ষণ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! এই অবলা নিজ পতিকে নিরীক্ষণ করত তোমাকে বলিতেছে 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এই তোমার সদৃশ পুণ্ডরীক-নয়ন নিপাতিত হইয়াছেন, হে নিষ্পাপ! যিনি বল, বীর্য্য, রূপ ও তেজে তোমার তুল্য ছিলেন, তিনিই এখন নিপাতিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, যিনি নিতান্ত সুকুমার বলিয়া সতত রাঙ্কব ও অজিন-মধ্যে শয়ন করিতেন, এক্ষণে তাঁহার শরীর ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া তোমার পরিতাপ হইতেছে না?"

"হে নাথ! তোমার যে ভুজ-দ্বয় মাতঙ্গ-ভুজ-সদৃশ, জ্যাক্ষেপ-দ্বারা যাহার ত্বক্ কঠিন হইয়াছিল, সেই কাঞ্চনবর্ম্ম-বিভূষিত বিপুল ভুজযুগল নিক্ষেপ করিয়া তুমি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তুমি বহুবিধ ব্যায়াম করিয়া যেন সুখে নিদ্রা যাইতেছ, আমি শোকার্ত্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছি, আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। পূর্ব্বে তুমি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, এক্ষণে আমি তোমার কোন অপরাধ স্মরণ না করিলেও তুমি কেন আমার সহিত আলাপ করিতে বিরত রহিয়াছ। আর্য্য! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা এই সমস্ত দেব-তুল্য পিতৃগণ এবং এই দুঃখার্ত্তা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে?"

দুঃখিনী উত্তরা প্রিয়তমের শোণিতলিপ্ত কেশ-সমুদয় কর-দ্বারা সংযত করিয়া ক্রোড়-মধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডল অর্পণ করত জীবন্তের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "নাথ: তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয়, গাণ্ডীবধারীর পুত্র, তুমি রণ-মধ্যে অবস্থিত হইলে এই সকল মহারথেরা কিপ্রকারে তোমাকে নিহত করিলেন? যাহারা তোমাকে ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন করিয়াছে সেই সমস্ত ক্রূর-কর্ম্মকারী কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে ধিক্ থাকুক্। তুমি একাকী অথচ বালক, আমার দুঃখের নিমিত্ত তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া যাহারা নিহত করিয়াছে সেই সমস্ত রথিগণের মন তখন কিরূপ হইয়াছিল? হে বীর! তুমি নাথবান্ হইয়া অনাথের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে কিরূপে তাদৃশ নিধন প্রাপ্ত হইলে? সেই পুরুষ-প্রবর বীর-পিতা বীর পাণ্ডুকুল-ধুরন্ধর তোমাকে সমরে বহুরথি-কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া কিপ্রকারে

জীবন ধারণ করিবেন? হে কমল-লোচন! বিপুল রাজ্য লাভ বা, শত্রুগণের পরাভব তোমা-ব্যতিরেকে পাণ্ডবদিগের প্রীতি বিধান করিবে না। হে নাথ! আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-দ্বারা অবিলম্বে তোমার শস্ত্রজিত-লোকে অনুগমন করিব, তুমি তথায় আমাকে প্রতিপালন করিও। কাল আগত না হইলে কোনব্যক্তি মৃত্যুবশীভূত হয় না, যেহেতু এই দুর্ভগা তোমাকে সমরে হত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে। হে নরবর! তুমি পিতৃলোকে গমন করিয়া সুমধুর সস্মিতবচনে এক্ষণে আমার ন্যায় আর কাহাকে সম্ভাষণ করিবে? আমার বোধ হয় তুমি স্বর্গে সৌন্দর্য্য ও সস্মিত-বচনে অপ্সরোগণের মন মথন করিবে। হে নাথ! তুমি পুণ্যবলে উপার্জ্জিত লোক সকল প্রাপ্তি-পূর্ব্বক অপ্সরাদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া বিহার করত যথাকালে আমার সুকৃত সকল স্মরণ করিও। হে বীর! ইহলোকে এই ছয় মাস মাত্র আমার সহিত তোমার সহবাস বিহিত হইয়াছিল, সপ্তম মাসে তুমি নিধন লাভ করিলে।”

বিফল-সংকল্পা দুঃখিতা উত্তরা এই সকল বিলাপ-বাক্য বলিতে থাকিলে মৎস্যরাজের কুলকামিনীগণ তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া গেলেন। তাঁহারা উত্তরাকে অভিমন্যুর নিকট হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া বিরাটরাজকে নিহত দর্শনে স্বয়ং নিতান্ত আর্ত্ত হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! দ্রোণাচার্য্যের শর-দ্বারা নিহত রক্তসিক্ত-কলেবরে শয়ান বিরাটরাজের নিকটে এই সমস্ত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ চীৎকার করিতেছে, —অসিত-নয়না অবলারা অবশ ও আতুর হইয়া বিরাটের নিকটে বিহগগণের চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন না। হে মাধব! দেখ, এই সমস্ত আতপতাপিতা আয়াস ও শ্রম-বশত বিবর্ণ-বদনা যোষিৎদিগের শরীর দগ্ধ হইতেছে, এই সমরভূমির অগ্রভাগে উত্তর, অভিমন্যু, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ, লক্ষ্মণ ও সুদর্শন এই কয়েক জন বালক নিহত হইয়াছে অবলোকন কর।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী বাক্যে বিংশতি অধ্যায়॥ ২০॥

গান্ধারী কহিলেন, এই প্রজ্বলিত অনল তুল্য মহাধনুর্দ্ধর মহাবল সূর্য্য-তনয় সমরে ধনঞ্জয়ের তেজঃপ্রভাবে প্রশান্ত হইয়া শয়ন করিয়াছে। দেখ, বৈকর্ত্তন কর্ণ বহু অতিরথকে নিহত করিয়া এক্ষণে শোণিত-সমূহে পরিপ্লুত-শরীরে ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে। এই অমর্ষশালী দীর্ঘ রোষ-সম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর শূরবর মহারথ সমরে গাণ্ডীবধারি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ যেমন যূথপতিকে অগ্রসর করিয়া যুদ্ধ করে, সেইরূপ আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবদিগের ত্রাস-বশত যাহাকে অগ্রসর করত যুদ্ধ করিত, সিংহ-কর্ত্তৃক শার্দ্দূল এবং মত্ত মাতঙ্গ-কর্ত্তৃক নিহত মাতঙ্গের ন্যায়, সেই কর্ণ এখন সমরে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে। হে নরবর! এই আলুলায়িত-কেশা অবলারা রোদন করত সমাগত হইয়া সমরে নিহত শূরবরকে সেবা করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সতত যাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন ছিলেন, ত্রয়োদশ বৎসর যাঁহাকে চিন্তা করত নিদ্রা লাভ করেন নাই, ইন্দ্রের ন্যায় যিনি সমরে শত্রুগণের অনাক্রমণীয়, প্রলয়কালের অনলের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয়ের ন্যায় স্থৈর্য্যশালী হে মাধব! সেই বীরবর কর্ণ দুর্য্যোধনের রক্ষক হইয়া বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণ! দেখ, কর্ণের পত্নী বৃষসেনের জননী করুণ-স্বরে বিলাপ ও রোদন করত ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। হে কর্ণ! এই পৃথিবী যখন তোমার রথচক্র গ্রাস করিয়াছিল, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, তোমার আচার্য্যের শাপ প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই কারণ-বশতই যুদ্ধ স্থলে বিপক্ষগণের মধ্যে ধনঞ্জয় শর-দ্বারা তোমার

মস্তক হরণ করিয়াছে। হা ধিক্! হা ধিক্! এই নিতান্ত দুঃখিতা সুষেণ-মাতা রোদন করত সুবর্ণ-নিষ্ক-বিভূষিত মহাবাহু মহাসত্ত্ব কর্ণকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক গত-চেতন হইয়া পতিত হইয়াছেন। নর-শরীর-ভক্ষক শ্বাপদগণ এই মহাত্মার শরীর অল্পাব-শেষ করিয়াছে; অতএব কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর শশীর ন্যায় ইহার দর্শন আমাদিগের প্রীতিকর নহে। সেই ভূতলে পতিতা দুঃখিতা সুষেণ-মাতা পুনরায় উত্থিতা হইয়া পতির মুখ আঘ্রাণ করত পুত্র বধ জনিত শোকে নিতান্ত তাপিত হইয়া পুনঃ-পুন রোদন করিতেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে একবিংশতি অধ্যায়॥ ২১॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মধুসূদন! শূরবর অবন্তি-রাজ যাঁহার বহু বান্ধব বর্ত্তমান ছিল, ভীমসেন তাঁহাকে নিপাতিত করায় এক্ষণে বন্ধু-হীনের ন্যায় তাঁহাকে গৃধ্র ও গোমায়ুগণ ভক্ষণ করিতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি সমরে শত্রুগণের বিমর্দ্দন করিয়াছিল, এক্ষণে সে রুধিরাক্ত-কলেবরে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং শৃগাল, গৃধ্র-প্রভৃতি নানাবিধ মাংসাশি জীবগণ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, অতএব কালের বিপর্য্যয় বিলোকন কর। নারীগণ মিলিত হইয়া রোদন করত বীর-শয্যায় শয়ান ক্রন্দনকারি বীরবর অবন্তিরাজের সেবা করিতেছে।

হে কৃষ্ণ! মহাধনুর্দ্ধর মনস্বী প্রতীপ-নন্দন বাহ্লিক ভল্ল-দ্বারা নিহত হইয়া শার্দ্দূলের ন্যায় নিদ্রিত রহিয়াছেন দর্শন কর। ইনি নিদ্রিত হইলেও পৌর্ণ-মাসী তিথিতে সমুদিত সুধাকরের ন্যায় ইহাঁর মুখ-বর্ণ অতীব শোভিত রহিয়াছে।

ইন্দ্র-পুত্র অর্জ্জুন সুত-শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য সমরে জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। মহাত্মা দ্রোণ একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা ভেদ করিয়া যাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ধনঞ্জয় নিজ প্রতিজ্ঞা সত্য করিতে ইচ্ছা-করিয়া সেই সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছেন অবলো-কন কর। হে জনার্দ্দন! যে জয়দ্রথ সিন্ধু ও সৌবীর দেশের ভর্ত্তা, নিয়ত দর্পপূর্ণ ও প্রশস্তচিত্ত, গৃধ্র ও শৃগাল সকল তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে। অচ্যুত! অনুরক্ত ভার্য্যাগণ ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলেও চীৎকারকারিণী শিবা সকল নিকটস্থ নিম্ন গহনে ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত কাম্বোজ ও যবন নারীরা সেই মহাবাহুকে রক্ষা করত সেবা করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যখন কেকয়গণের সহিত দ্রৌপদীকে লইয়া পলায়ন করি-য়াছিল, তখনই সে পাণ্ডবদিগের বধ্য হয়; কিন্তু পাণ্ডুনন্দনগণ তৎকালে দুঃশলার দুঃখ হইবে বিবে-চনা করিয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! সম্প্রতি তাহারা কেন দুঃশলার সম্মান রক্ষা করিতে বিরত হইল? এই সে আমার বালিকা দুহিতা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করত আত্ম-বিনাশে সংকল্প করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! বালিকা কন্যা ও বধূগণ বিধবা হইল, ইহা হইতে আমার অধিকতর দুঃখ আর কি হইবে! হায়! হায়! ধিক্! ধিক্! দুঃশলা স্বামীর মস্তক ধারণ না করিয়া ভয় ও শোক-রহিতার ন্যায় ইতস্তত ধাবমানা হইতেছে, অব-লোকন কর। আমার পুত্রদিগের হিংসাকারি পা-ণ্ডবগণকে যে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিল, সে বিপুল সৈন্যকুল সংহার করিয়া স্বয়ং মৃত্যুর বশীভূত হইল! এই চন্দ্রাননা নারীরা সেই মত্ত মাতঙ্গ-সম পরম দুর্জ্জয় বীরবরকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করি-তেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে দ্বাবিংশতি অধ্যায়॥ ২২॥

গান্ধারী কহিলেন, বৎস! নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল এই শল্য সমরে সাধুতম ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক হত

হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে পুরুষপ্রবর! যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব-স্থানে তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই মহারথ মদ্ররাজ এই নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। যিনি যুদ্ধে কর্ণের সারথি-কার্য্য গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-পুত্রগণের জয়ের জন্য তাঁহার তেজোবধ করিয়াছিলেন, হায়! সেই শল্যের পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য পদ্ম-পলাশ-লোচন নিষ্কলঙ্ক মুখমণ্ডল কাকগণ দংশন করিতেছে; এই সুবর্ণ-বর্ণ শল্যের তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় প্রভাবতী জিহ্বা আস্য হইতে বিনিঃসৃত হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিতেছে। সভা-শোভাকর মদ্র-রাজ শল্য যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় তাঁহার কুল-কামিনীগণ রোদন করত চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপাসনা করিতেছে। এই অতি সূক্ষ্ম-বসনা ক্ষত্রিয়-ললনারা ক্রন্দন করত হস্তী পঙ্কে পতিত হইলে সকৃৎপ্রসূতাকরিণীগণ যেমন তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ নরবর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শূরতর মদ্ররাজ শল্যকে নিপতিত দর্শনে সকলেই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। রথিশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-দাতা শূরবর শল্য শর-সমূহ-দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া বীর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর।

এই শৈলবাসী গজাঙ্কুশ-ধর প্রতাপবান্ রাজা ভগদত্ত নিপাতিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিলেও যাঁহার মস্তকে সুবর্ণময়ী মালা শিরোরুহ সমুদয় সুশোভিত করত বিরাজিত হইতেছে। বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যেমন ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তেমনি ইহাঁর সহিত পার্থের সুদারুণ যুদ্ধ হয়। এই মহাবাহু কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে পরম সংশয়ে আরোহণ করাইয়া পরিশেষে তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন। ইহ-লোকে শৌর্য্য ও বীর্য্য বিষয়ে যাঁহার সমান কেহই নাই; সমরে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী সেই ভীমরূপ ভগ-দত্ত এই নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

হে কৃষ্ণ! যুগান্তকালে কালক্রমে অম্বর হইতে পতিত সূর্য্যের ন্যায় ভাস্কর-সম তেজস্বী শান্তনু-নন্দন শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর। হে কেশব! এই বীর্য্যবান্ নরসূর্য্য শস্ত্রতাপ-দ্বারা সমরে শত্রু সকলকে তাপিত করিয়া সূর্য্যের অস্তাচলে গমনের ন্যায় অস্ত গমন করিতেছেন। যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে দেবাপির তুল্য, সেই বীর শর-শয্যাগত হইয়া শূর-সেবিত বীর-শয়নে শয়ান রহিয়াছেন দর্শন কর। ভগবান্ স্কন্দ শরবণে প্রবেশ-পূর্ব্বক যেমন শয়ান ছিলেন, সেইরূপ এই বীর গাঙ্গেয় কর্ণিনালীক ও নারাচ-নিকর-দ্বারা উত্তম শয্যা আস্তরণ করত ধনঞ্জয়-দত্ত বাণ-ত্রয় মাত্র উৎকৃষ্ট উপ-ধান অবলম্বন-পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মাধব! এই মহাযশস্বী ঊর্দ্ধরেতা শান্তনু-নন্দন পিতার শাসন প্রতিপালন করত নিরুপম ছিলেন, এক্ষণে রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। হায়! এই ধর্ম্মাত্মা মানব হইয়াও অমরের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, বোধ হয় ঐহিক ও পারলৌকিক জ্ঞানবলে এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আছেন। সমরে যাঁহার সদৃশ কৃতী, বিদ্বান্ ও পরাক্রমী কেহই নাই, সেই শান্তনু-তনয় ভীষ্মদেব শর-সমূহ-দ্বারা নিহত হইয়া সম্প্রতি শয়ান রহিয়াছেন। এই ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী শূরবর স্বয়ং সমরে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আপন মৃত্যুর উপায় বলিয়াছিলেন। প্রণষ্ট কুরু-বংশ যৎকর্ত্তৃক পুনরায় সমুদ্ধৃত হইয়াছিল, সেই মহাবুদ্ধি ভীষ্মদেব কুরুগণের সহিত পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। হে মাধব! নরবর দেব-সদৃশ দেবব্রত স্বর্গগত হইলে কৌরবগণ কাহাকে আর ধর্ম্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন।

যিনি অর্জ্জুনের আচার্য্য, সাত্যকির শিক্ষক এবং কৌরবগণের অস্ত্রগুরু সেই দ্বিজসত্তম দ্রোণ পতিত

রহিয়াছেন অবলোকন কর। হে মাধব! দেবরাজ ইন্দ্র এবং মহাবীর্য্য ভৃগুনন্দন যেমন চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ, দ্রোণও তদ্রূপ। যাঁহার প্রসাদে ধনঞ্জয় দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন, তিনিই হত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন, অস্ত্র সকল ইহাঁকে রক্ষা করে নাই। যাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়াছিল, সেই শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা পরিক্ষত হইয়াছেন। শত্রু সৈন্য দগ্ধ করিবার কালে যাঁহার গতি অগ্নির ন্যায় হইত, তিনি নিহত হইয়া প্রশান্ত পাবকের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মাধব! দ্রোণ নিহত হইলেও তাঁহার ধনুর্মুষ্টি দৃষ্ট হইতেছে। আদিকালে প্রজাপতি হইতে বেদ সকল যেমন বিচলিত হয় নাই, তেমনি যে শূর হইতে চতুর্ব্বেদ ও সমস্ত অস্ত্র অপগত হয় নাই, তাঁহার এই বন্দনীয় বন্দিগণ বন্দিত ও শিষ্য-সমূহ-কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত পবিত্র চরণ-দ্বয় গোমায়ুগণ আকর্ষণ করিতেছে। হে মধুসূদন! দ্রোণ-পত্নী দুঃখে হতচেতন হইয়া দীন ভাবে দ্রুপদ-পুত্র-কর্ত্তৃক নিহত নিজ পতির অনুগামিনী হইয়াছেন। দেখ, সেই সতী পতিতা পীড়িতা মুক্তকেশী ও অধোমুখী হইয়া শস্ত্রধর-প্রবর হত পতি দ্রোণাচার্য্যের উপাসনা করিতেছেন। হে কেশব! ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে বাণ-দ্বারা যাঁহার তনুত্রাণ ভেদ করিয়াছে, জটিল ব্রহ্মচারিগণ সেই দ্রোণাচার্য্যের উপাসনা করিতেছেন। যশস্বিনী সুকুমারী আতুরা কৃপী কৃপণ-ভাবে সমরে হত পতির প্রেতকৃত্য করিতে যত্নবতী হইতেছেন। সামগ ব্রহ্মচারিগণ যথা-বিধানে অগ্নি আহরণ-পূর্ব্বক চিতা প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে দ্রোণকে আধান করত সাম-ত্রয় গান করিতেছেন। হে মাধব! এই জটিল ব্রহ্মচারিগণ ধনুঃ, শক্তি ও রথনীড়-দ্বারা চিতা সজ্জা করিতেছেন এবং ইহাঁরা অন্যান্য বিবিধ শস্ত্র-দ্বারা ভূরিতেজা দ্রোণকে সমাধান-পূর্ব্বক দহন করত সাম গান ও রোদন করিতেছেন। অগ্নি-মধ্যে অগ্নি সমর্পণের ন্যায় হুতাশনে দ্রোণকে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অপরে অন্ত্যকালীন সাম-ত্রয় গান করিতেছেন। দ্রোণ-শিষ্য দ্বিজগণ তৎপত্নীকে পুরস্কৃত ও চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছেন!

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়॥ ২৩॥

গান্ধারী বলিলেন, হে মাধব! এই দেখ, অতি নিকটে যুযুধান-কর্ত্তৃক নিহত সোমদত্তের পুত্রকে বহু বিহগগণ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। হে জনার্দ্দন! সোমদত্ত পুত্র-শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া যেন মহাধনুর্দ্ধর যুযুধানকে নিন্দা করিতেছেন দেখা যাইতেছে! এই অনিন্দনীয়া ভূরিশ্রবার মাতা একান্ত দুঃখিতা হইয়াও স্বামি সোমদত্তকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন যে, 'মহারাজ! দৈবক্রমে প্রলয়-স্বরূপ কৌরবগণের ঘোরতর ক্রন্দন-সমন্বিত এই দারুণ ভরতকুল-ক্ষয় তোমাকে দেখিতে হইল না। দৈবক্রমে অদ্য তোমাকে অনেক যজ্ঞযাজি ভূরি-সহস্র-দাতা বীর পুত্র যূপধ্বজকে নিহত দর্শন করিতে হইল না? মহারাজ! সাগরে সারসীদিগের চীৎকারের ন্যায় বধূগণের ঘোরতর বহু বিলাপ-বাক্য তোমাকে শ্রবণ করিতে হইল না? তোমার বধূরা বিধবা ও পুত্র হীনা হওয়ায় একবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক আলুলায়িত-কেশে ধাবমান হইতেছে। হায়! সেই নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ছিন্নবাহু হইয়া নিপাতিত হওয়ায় শ্বাপদগণ তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে, দৈবক্রমে ইহা তোমাকে দেখিতে হইল না। সংগ্রামে শল ও ভূরিশ্রবা নিহত হওয়ায় এক্ষণে বধূগণ যে বিধবা হইয়াছে, দৈবক্রমে তাহা তোমাকে দেখিতে হইল না। সেই যূপকেতু মহাত্মা সোমদত্ত-সুতের সেই কাঞ্চন ছত্র রথের নিকটে বিকীর্ণ রহিয়াছে, দৈববশত তাহা তোমাকে দেখিতে হইল না। ভূরি-

শ্রবার এই কৃষ্ণ-নয়না ভার্য্যারা সাত্যকি-কর্ত্তৃক নিহত পতিকে পরিবেষ্টন করত শোক প্রকাশ করিতেছে।'

হে কেশব! ইহারা ভর্ত্তার শোকে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া বহুল বিলাপ করত দুঃখিত-ভাবে তোমার অগ্রভাগে অভিমুখ হইয়া পতিত হইতেছে। বীভৎসু এই বীভৎস কর্ম্ম কিরূপে করিলেন? এই যাজ্ঞিক শূরবর প্রমাদগ্রস্ত হইলে কিরূপে তাঁহার বাহু চ্ছেদন করিলেন? সাত্যকি তাঁহাহইতেও অধিকতর পাপকর কর্ম্ম করিয়াছে, যেহেতু এই প্রশংসিত-স্বভাব শূরবর প্রায়োপবেশন করিলেও ইহাঁকে প্রহার করিয়াছিল। 'হে ধার্ম্মিক! তুমি একাকী দুইজন-দ্বারা অধর্ম্মত হত হইয়া শয়ান রহিয়াছ' হে মাধব! ভূরিশ্রবার বনিতাগণ এই কথা বলিয়া রোদন করিতেছে। যূপধ্বজের এই ক্ষীণমধ্যা বনিতা নিজক্রোড়ে ভর্ত্তার ভুজ রক্ষা করত কৃপণভাবে বিলাপ করিতেছেন যে, 'এই কর আমার কাঞ্চীদাম আকর্ষণ, পীনস্তন বিমর্দ্দন, নাভি, ঊরু ও জঘনস্পর্শ এবং বসনগ্রন্থি-বিমোচন করিত! এই কর সেই বৈরিদিগের বিনাশ-কর, মিত্রগণের অভয়প্রদ, গো সহস্র প্রদাতা এবং ক্ষত্রিয়গণের অন্তকর। এই বীর সমরে অন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকিলে বাসুদেবের সাক্ষাতে অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুন ইহাঁকে নিপাতিত করিয়াছেন।' হে জনার্দ্দন! স্বয়ং কিরীটধারী বা তুমি সভা-মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনের এই মহৎ কর্ম্ম কিরূপে ব্যক্ত করিবে? এই বরাঙ্গনা এইরূপে নিন্দা করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছে, সপত্নীগণ স্বীয় বধূর ন্যায় ইহার সহিত শোক প্রকাশ করিতেছে।

সত্যবিক্রম বলবান্ গান্ধাররাজ শকুনি ভাগিনেয় সহদেব-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যিনি হেম-দণ্ড-মণ্ডিত ব্যজন-দ্বয়-দ্বারা উপবীজিত হইতেন, তিনিই এক্ষণে শয়ান থাকিয়া পক্ষিগণের পক্ষ-দ্বারা উপবীজিত হইতেছেন, যিনি মায়াবলে শত সহস্রবিধ রূপ প্রকাশ করিতেন, পাণ্ডবগণের তেজঃ-প্রভাবে সেই মায়াবির মায়া দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। যিনি বৈরিপরাভব-করণে নিপুণ হইয়া সভা-মধ্যে মায়া-দ্বারা বিপুল রাজ্য সহ যুধিষ্ঠিরকে জয় করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে নিজ জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। হে কৃষ্ণ! যিনি আমার পুত্রগণের বিনাশের নিমিত্ত কৈতব শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শকুনিকে শকুন্তগণ সর্ব্বদিকে সেবা করিতেছে। ইনি আমার পুত্রগণের এবং স্বগণ সহ আপনার বধের জন্য পাণ্ডবগণের সহিত এই মহৎ বৈর আরম্ভ করিয়াছিলেন। হে বিভো! আমার পুত্রগণ যেমন শস্ত্র দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছিল, সেইরূপ এই দুর্ব্বুদ্ধিও শস্ত্রনিকর-দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছে। হে মধুসূদন! তথাপি এই কপটাচার আমার সরল-স্বভাব সন্তানগণকে ভ্রাতৃগণের সহিত কেন বিবোধিত করিল না।

স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীবাক্যে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়॥ ২৪॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! দেখ এই দুরাক্রমণীয় বৃষস্কন্ধ কাম্বোজ-রাজ যিনি কাম্বোজ দেশীয় উত্তম আস্তরণে নিয়ত শয়ন করিতেন তিনিই এক্ষণে হত হইয়া ধূলিরাশি-মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় রক্তসিক্ত দর্শনে দয়িতা অতি দুঃখিতা হইয়া কৃপণভাবে বিলাপ করিতেছেন, "পূর্ব্বে আমি যাহাদিগের মধ্যগত হইলে রতি আমাকে পরিত্যাগ করিত না এই সেই সুন্দরতল ও অঙ্গুলি সমন্বিত-পরিঘ-তুল্য বাহুদ্বয়। হে জননাথ! আমি অনাথার ন্যায় বন্ধুহীনা ও কম্পমানা হইয়া তোমাব্যতিরেকে এখন কোন্ গতি অবলম্বন করিব?" হে মধুসূদন! বিবুধগণের মালার ন্যায় আতপক্লান্ত কামিনীগণের শ্রী হীন হয় নাই। দেখ, যাঁহার ভুজদ্বয় প্রদীপ্ত অঙ্গদযুগল-দ্বারা প্রতিবদ্ধ রহিয়াছে সেই শূরবর কলিঙ্গরাজ

শয়ান রহিয়াছেন। হে জনার্দ্দন! দেখ, মগধদেশীয় কামিনীরা মগধ দেশের অধিপতি জয়ৎসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! এই আয়ত-নয়না সুস্বরা সুন্দরীগণের শ্রবণ-মনোহর স্বর যেন আমার মন মোহিত করিতেছে। শোকাক্রান্ত মগধ-বনিতাগণ যাহারা সুন্দর-শয্যায় শয়ন করিত তাহারা এখন সমস্ত আভরণ বিকিরণ করত ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

এই সমুদয় রমণীগণ কোশল দেশের অধিপতি নিজপতি রাজপুত্র বৃহদ্বলকে পৃথক্ পৃথক্ পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ইহারা পুনঃ পুন মূর্চ্ছিত ও অসুখিত হইয়া অভিমন্যুর বাহুবলে অর্পিত ইহার গাত্রস্থিত বাণ সকল উদ্ধার করিতেছে। হে মাধব! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী-নারীগণের পরিশ্রম-বশত মুখ-মণ্ডল সকল আতপতাপিত সরসীরুহের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ধৃষ্টদ্যুম্নের শূর ও শিশুসন্তান সকল মনোহর কবচ ও হেমমালা ধারণ করত দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। শলভগণ যেমন অনলে দগ্ধ হয় সেইরূপ যাঁহার রথ অগ্নিগৃহ, শরাসন কিরণ, শর, শক্তি ও গদাই ইন্ধন সেই দ্রোণানলে ইহারা দগ্ধ হইয়াছে। এই সমস্ত রুচির কবচধারী কেকয় বংশীয় শূরবর পঞ্চ ভ্রাতা দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া সকলেই তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। এই তপ্তকাঞ্চন-কবচধারি তালধ্বজ রথচারি বীরগণ জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রভাপটল-দ্বারা মহীতল উদ্ভাসিত করিতেছে।

হে মাধব! অরণ্য-মধ্যে প্রবল সিংহ যেমন বলবান্ মাতঙ্গকে হত করে সেইরূপ সমরে দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত ও পাতিত দ্রুপদরাজকে দর্শন কর। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! পাঞ্চালরাজের বিমল পাণ্ডর আতপত্র শরৎকালীন নিশাকরের শোভা পাইতেছে। এই সমুদয় নিতান্ত দুঃখিত ভার্য্যা ও পুত্রবধুগণ মনঃপীড়ায় দগ্ধ হইয়া পাঞ্চালরাজ বৃদ্ধ দ্রুপদের দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছে।

চেদিকুলের মঙ্গল-কারিণী কামিনীগণ হৃত-চিত্ত হইয়া দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত শূরবর মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টকেতুকে হরণ করিতেছে। হে মধুসূদন! এই মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধবিমর্দ্দে দ্রোণের অস্ত্র অভিহত করিয়া বাতভগ্ন-বৃক্ষের ন্যায় হত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

এই চেদিপতি শূরবর মহারথ ধৃষ্টকেতু সমরে সহস্র শত্রু নিহত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং হত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে হৃষীকেশ! রমণীগণ বিহগকুল-কর্ত্তৃক বিচ্ছিদ্যমান সেই চারুকুণ্ডল ও সুকেশ-সমন্বিত চেদিরাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এই বরাঙ্গনাগণ সত্যবিক্রম বীরবর শয়ান শিশুপাল-সুত চেদিপতিকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতেছে। হে হৃষীকেশ! ইহাঁর মনোহর কুণ্ডল ও শোভন চিকুর-সমন্বিত পুত্র সমরে দ্রোণ-কর্ত্তৃক শরনিকর-দ্বারা বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে দর্শন কর। হে মধুসূদন! এই বীর বিপক্ষগণের সহিত যুধ্যমান সমরস্থ পিতাকে এক্ষণ-পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করে নাই। এইরূপ আমার পৌত্র পরবীরহন্তা লক্ষ্মণও পিতা দুর্য্যোধনের অনুগমন করিয়াছিল।

হে কেশব! বসন্তকালে পুষ্পিত শালবৃক্ষ-যুগল যেমন বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া পতিত হয়, তেমনি এই কাঞ্চন-কবচ খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী ঋষভ-সম-নেত্র বিমল-মাল্যবস্ত্র অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ রণস্থলে পতিত হইয়া শয়ান রহিয়াছে দর্শন কর। হে কৃষ্ণ! তোমার সহিত পাণ্ডবগণ যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, বৈকর্ত্তন কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, মহারথ জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ এবং শূরবর কৃতবর্ম্মা হইতে মুক্ত হইয়াছে তখন ইহাঁরা সকলেই অবধ্য। যে সকল নরশ্রেষ্ঠগণ শস্ত্রবলে দেবতাদিগকেও আহত করিতে পারিতেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন, অতএব কালের বিপর্য্যয় অবলোকন কর। হে মাধব! যখন আমার শূরবর প্রধান ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে তখন নিশ্চয় বোধ হয় দৈবের অধিকতর ভার আর কিছুই

নাই। হে কৃষ্ণ! তুমি যখন অকৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় উপপ্লব্যনগরে গিয়াছিলে তখনই আমার বলবন্ত সন্তান সকল নিহত হইয়াছে। তৎকালে শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'নিজপুত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রকাশ করিও না।' বৎস জনার্দ্দন! তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ দর্শন কি মিথ্যা হইতে পারে? অচিরকাল-মধ্যেই আমার পুত্রগণ ভস্মীভূত হইল!!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! গান্ধারী এই-রূপ বলিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শোকে মূর্চ্ছিত ও দুঃখে হতচেতন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। অনন্তর, পুত্রশোক-পরিপ্লুতা বিকলেন্দ্রিয়া গান্ধারী কোপপূর্ণ-শরীরে দোষ-দর্শন-হেতু কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন।

গান্ধারী বলিলেন, হে কৃষ্ণ! পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনগণ পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া দগ্ধ হইল, অতএব হে জনার্দ্দন! যখন তাহারা বিনষ্ট হয় তখন তুমি কি-জন্য তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলে? হে মহাবাহু মধুসূদন! তুমি বিপুল বলে অধিষ্ঠান করত বহু ভৃত্য-সমন্বিত ও সমর্থ হইয়াও উভয়-পক্ষের বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া যখন কৌরবগণের বিনাশ-বিষয় উপেক্ষা করিয়াছ তখন অবশ্যই তাহার ফল লাভ কর। হে চক্রগদাধর! আমি পতিশুশ্রূষা-দ্বারা যেকিছু তপস্যা উপার্জ্জন করিয়াছি সেই দুষ্প্রাপ্য তপোবল-দ্বারা তোমাকে শাপ প্রদান করিতেছি। হে গোবিন্দ! যে হেতু কুরুপাণ্ডব জ্ঞাতিগণ পর-স্পর নিধন লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি তাহা-দিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলে সেই কারণে তুমিও আপন জ্ঞাতিগণের বধ-সাধন করিবে। হে মধু-সূদন! ষট্‌ত্রিংশ বৎসর উপস্থিত হইলে তুমিও হত-জ্ঞাতি হতামাত্য হত-পুত্র ও বনচর হইয়া কুৎ-সিত উপায়-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইবে। কুরুনারী-গণের ন্যায় তোমারও রমণীগণ সুতহীন এবং জ্ঞাতি-বান্ধব-বিহীন হইয়া পরিতাপ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহামনা বাসুদেব এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক ঈষৎ বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় দেবী গান্ধারীকে বলিলেন, সুব্রতে! বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশকর্ত্তা ইহলোকে আমি ভিন্ন অন্য কেহই নাই, ইহা আমি জানি, অতএব যাহা ঘটিবে তদ্বিষয়ে অভিশম্পাত প্রদান-দ্বারা তুমি নিজ তপস্যা ক্ষয় কেন করিলে? যাদবগণ অন্য কি দেব দানবগণেরও অবধ্য, অতএব তাহারা পরস্পরকৃত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ ত্রস্তচিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং জীবনধারণে নিরাশ হইলেন।

স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীশাপ দানে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়॥ ২৫॥

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব সমাপ্ত।

অথ শ্রাদ্ধপর্ব্ব।

ভগবান্ কহিলেন, হে গান্ধাররাজ-নন্দিনি! গা-ত্রোত্থান কর, শোকে মনোনিবেশ করিও না, তো-মারই অপরাধে অনেকে নিধন লাভ করিয়াছেন। যখন তুমি ঈর্ষান্বিত নিতান্ত অভিমানী নিষ্ঠুর বৈরি-প্রিয় বৃদ্ধগণের শাসন অতিক্রম-কারী দুরাত্মা পুত্র দুর্য্যোধনকে পুরস্কার করিয়া দুরাচারকে সদাচার জ্ঞান করিয়াছ, তখন আমাতে আত্মকৃত দোষ অর্পণ করিতে কেন ইচ্ছা কর? যে ব্যক্তি মৃত বা অনুদ্দিষ্ট জনের জন্য অনুশোচনা করে, সে দুঃখ-দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া দুইটি অনর্থ লাভ করি-য়া থাকে। ব্রাহ্মণী তপোনিষ্ঠ সন্তান হইবে বলিয়া গর্ব্ভ ধারণ করেন, গোজাতি হলভার-বহন যোগ্য বৎস হইবে বলিয়া গর্ব্ভ ধারণ করিয়া থাকে, অশ্বিনী ধাবমান সন্তানের জন্য গর্ব্ভভার বহন করে, শূদ্রা দাস সন্তান এবং বৈশ্যা পশু-পালনক্ষম পুত্রের জন্য গর্ব্ভিণী হয়, আর তোমার মত রাজকন্যা বধের যোগ্য পুত্র জন্য গর্ব্ভ ধারণ করিয়া থাকেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শোকাকুল-চিত্তা গান্ধারী বাসুদেবের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌন-

ভাবে রহিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র অবোধ-জনিত মোহ নিবারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডু-নন্দন! সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে তুমি তাহাদিগের পরিমাণ অবগত আছ, যাহারা হত হইয়াছে তাহাদিগের পরিমাণ যদি জানিয়া থাক তবে আমার নিকট প্রকাশ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! এই সংগ্রামে যাহারা হত হইয়াছেন তাহাদিগের পরিমাণ ষট্‌ষষ্ট কোটি এক লক্ষ বিংশতি সহস্র, যে সমস্ত বীর অলক্ষ্য থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র এবং অন্যান্য সৈন্যগণের পরিমাণ এক লক্ষ পঞ্চসপ্ততি সহস্র মাত্র।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাবাহু যুধিষ্ঠির! সেই সমস্ত সংপুরুষেরা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর, তুমি সর্ব্বজ্ঞ ইহা আমি স্থির করিয়াছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যাঁহারা এই মহা সমরে হর্ষান্বিত হইয়া শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই সমস্ত সত্যবিক্রম বীরেরা ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভারত! যাহারা মরিতে হইবে বলিয়া অপ্রসন্ন মনে যুদ্ধ করত সমরে হত হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্ব্বগণের সমভাবে বাস করিতেছে। যাহারা বহুল সংগ্রাম করিয়া প্রার্থিত হইয়াও পরাঙ্মুখ হইয়াছিল পরিশেষে শস্ত্র-দ্বারা নিধন লাভ করিয়াছে, তাহারা গুহ্যকদিগের লোকে গমন করিয়াছে। যে সকল মহাত্মারা অস্ত্রহীন হওয়ায় বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক পীড্যমান ও হীয়মান হইয়াও অকার্য্য-প্রবৃত্তি-বিষয়ে নিষেধ করত সমরে শত্রুগণের অভিমুখে শাণিত-শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা ছিদ্যমান ও হত হইয়াছেন, সেই সমস্ত ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ তেজস্বি বীরগণ ব্রহ্ম-সদনে গমন করিয়াছেন। মহারাজ! সেই সমরে যে কোন রূপে যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহারা উত্তর কুরু-দেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাবাহু বৎস! তুমি কোন্ জ্ঞানবলে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় এইরূপ দর্শন করিতেছ, তাহা যদি আমার শ্রোতব্য বিবেচিত হয়, তবে আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পূর্ব্বে আপনকার আদেশানুসারে যৎকালে আমি বন-মধ্যে বিচরণ করি, তদানীং তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গ-বশত দেবর্ষি লোমশকে দর্শন করত তাঁহা হইতে এই অনুস্মৃতি-রূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি, আর পূর্ব্বে জ্ঞান-যোগবলে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভারত! এই অনাথ জনের যে সমস্ত পুত্র পৌত্রগণ সমরে নিহত হইয়াছে এবং যুদ্ধ-হত বীরগণের মধ্যে যাহাদিগের আত্মীয় স্বজন বর্ত্তমান আছে, যাহাদিগের দাহকর্ত্তা নাই এবং যাহারা আহিতাগ্নি নহে, তাহাদিগের দেহ সকল কি বিধি-পূর্ব্বক দগ্ধ করিতেছ? হে তাত! কার্য্য বহুল, অতএব আমরাই বা কাহার কার্য্য সাধন করিব? হে যুধিষ্ঠির! সুপর্ণ জাতীয় বিহগ ও গৃধ্রগণ যাহাদিগকে ইতস্তত আকর্ষণ করিতেছে, অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম-দ্বারা তাহাদিগের কি শুভ লোকে গতি হইবে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবুদ্ধি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ উক্ত হইয়া সুধর্ম্মা, ধৌম্য, সূত সঞ্জয়, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, কুরুনন্দন যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি ভৃত্য ও সূতগণকে আদেশ করিলেন যে, আপনারা এই সকলের প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করাইতে প্রবৃত্ত হউন; কোন দেহ যেন অনাথের ন্যায় বিনষ্ট না হয়। মহারাজ! ধর্ম্মরাজের শাসনানুসারে বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্ম্মা, ধৌম্য এবং ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি অগুরু চন্দন-কাষ্ঠ, দারুহরিদ্রা-প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, তৈল, ঘৃত, মহামূল্য পট্টবস্ত্র, কাষ্ঠ সঞ্চয়, রথ ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় সেই স্থানে আহরণ করিয়া যত্ন-সহকারে চিতা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অব্যগ্রভাবে বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম-দ্বারা প্রধান অনুসারে সকলের দেহ দাহন

করাইতে লাগিলেন। হে ভারত! শতাধিক ভ্রাতার সহিত রাজা দুর্য্যোধন, শল্যরাজ, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসন-নন্দন, লক্ষ্মণ, রাজা ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, শতাধিক সৃঞ্জয়গণ, রাজা ক্ষেমধন্বা, বিরাটরাজ, দ্রুপদরাজ, পাঞ্চালরাজ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী, বিক্রান্ত যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশল দেশীয় নৃপগণ, দ্রৌপদীর পুত্র সকল, সুবল-নন্দন শকুনি, অচল, বৃষক, নরপতি ভগদত্ত, পুত্র-সহ অমর্ষণ সূর্য্য-সুত কর্ণ, মহাধনুর্দ্ধর কৈকেয়গণ, মহারথ ত্রিগর্ত্ত-সমুদয়, রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ, বক রাক্ষসের ভ্রাতা, রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ এবং অন্যান্য শত সহস্র পার্থিবগণকে ঘৃতধারা-সমন্বিত প্রদীপ্ত পাবক-দ্বারা দগ্ধ করাইয়াছিলেন। কোন কোন মহাত্মাদিগের বৃষোৎসর্গ-প্রভৃতি পিতৃ-মেধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল, তাঁহারা সামগান ও অপরে অনুশোচনা করিয়াছিলেন; সাম গান ও ঋক্ মন্ত্রের নিনাদে এবং নারীগণের রোদন ধ্বনি-দ্বারা রজনীতে সর্ব্বভূতের মোহ জন্মিয়াছিল। সেই ধূম-বিহীন অগ্নি-সকল দীপ্যমান ও প্রদীপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডলে অল্প মেঘ সমাবৃত গ্রহগণের ন্যায় বিলোকিত হইয়াছিল। আর সেই সময়ে যে সমস্ত অনাথ জনগণ নানাদেশ হইতে আগমন করিয়া-ছিল, তাহাদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র রাশি করিয়া কাষ্ঠ-সঞ্চয়-দ্বারা চিতা নির্ম্মাণানন্তর বিদুর ধর্ম্মরাজের শাসনানুসারে প্রচুর স্নেহসহকারে মন্ত্রো-চ্চারণ করাইয়া সকলকে দাহ করাইয়াছিলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমা-পন করাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে পুরস্কৃত করত গঙ্গার অভি-মুখীন হইয়া গমন করিলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্বে যুদ্ধমৃতগণের ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মে ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়॥ ২৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা পুণ্যশীল জন-সেবিত তট-সমন্বিত দেব-যজন-কার্য্যোচিত পবিত্র জল-সম্পন্ন মহাবেগবতী গঙ্গা-তরঙ্গিনীর তীরে উপ-নীত হইয়া উত্তরীয় বসন উষ্ণীশ কটিবন্ধন ও ভূষণ-সমুদয় মোচন-পূর্ব্বক পিতা ভ্রাতা পুত্র পৌত্র ও আত্মীয় স্বজনগণের তর্পণ করিলেন। নিতান্ত দুঃখিত কুরু-নারীগণ রোদন করত পতিগণের উদক ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞগণ সুহৃৎ সকলকেও সলিলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। বীর-পত্নীগণ বীর সকলের উদক ক্রিয়া করিতে থাকিলে গঙ্গার অবতরণ পথ সুন্দর ও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত হইল। বীর-পত্নীগণ-কর্ত্তৃক সমাকীর্ণ মহা-সাগর-সদৃশ সেই গঙ্গাতীর নিরানন্দ ও নিরুৎসব হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

মহারাজ! অনন্তর, শোকাকুলা কুন্তী সহসা রোদন করত মন্দ মন্দ বচনে পুত্রগণকে কহিলেন, যে বীর লক্ষণ-সম্পন্ন রথ-যূথপতি শূরবর মহাধনুর্দ্ধর সমরে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। হে পাণ্ডবগণ! যাঁহাকে তোমরা রাধা-গর্ব্ভ-সম্ভূত সুত-পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাক; যিনি সেনানী-মধ্যে প্রভু হইয়া সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেন; তোমরা সানুচর-সত্ত্বেও পূর্ব্বে যিনি তোমাদিগের সকলের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিলেন; যিনি দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যের উৎকর্ষ-সাধন করত শোভিত হইতেন; পৃথিবীতে বীর্য্য বিষয়ে যাঁহার সমান কেহই নাই, যে শূর সতত ধরাতলে প্রাণপণে যশঃ সঞ্চয় করি-তেন, তোমরা সেই সত্যসন্ধ শূর সংগ্রামে স্থিরতর অক্লিষ্টকর্ম্মা ভ্রাতার উদক ক্রিয়া কর। সেই কুণ্ডল ও কবচধারী দিবাকর-সম প্রভাশালী শূর তোমা-দিগের অগ্রজ ভ্রাতা তিনি ভাস্কর হইতে আমার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণ জননীর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। অনন্তর, সেই নরবর কুন্তীনন্দন বীর যুধিষ্ঠির পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত জননীকে বলিলেন, শর-নিকর

যাহার তরঙ্গ, বজ্রই যাহার আবর্ত্ত, মহাভুজ যাহার মহাগ্রহ, তলশব্দই যাহার নাদ-স্বরূপ, সেই মহাহ্রদ-স্বরূপ মহারথ যাঁহার বাণ বর্ষণ আরম্ভ হইলে ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কেহ স্থিরতর থাকিতে পারে না, আপনার সেই দেব-তুল্য পুত্র পূর্ব্বে কিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যাঁহার বাহুপ্রতাপে আমরা সর্ব্বতোভাবে তাপিত হইয়াছিলাম, বস্ত্র-দ্বারা অগ্নিকে আচ্ছাদনের ন্যায় আপনি কেন তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন? আমরা যেমন ধনঞ্জয়ের বাহুবল আশ্রয় করিয়াছিলাম, তেমনি কৌরবগণ যাঁহার বাহুবলের নিয়ত উপাসনা করিত, যিনি প্রবল বল-বশত সকল ভূপালের বল-স্বরূপ ছিলেন, যে কুন্তীকুমার কর্ণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি রথিগণের মধ্যে রথী বলিয়া গৃহীত হইত না, সেই সর্ব্ব শস্ত্রধারিপ্রবর আমাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা, পূর্ব্বে আপনি সেই অদ্ভুত-বিক্রম কর্ণকে কিরূপে প্রসব করিয়াছিলেন? কি আশ্চর্য্য! আপনি এই গূঢ় বিষয় গোপন করাতেই আমরা হত হইলাম; কর্ণের নিধন-নিবন্ধন আমরা সবান্ধবে পীড়িত হইলাম। অভিমন্যুর বিনাশ, দ্রৌপদীর পুত্রগণের বধ, পাঞ্চাল সকলের নাশ ও কৌরবদিগের নিপাতে আমার অন্তঃকরণে যত দুঃখ হইয়াছে, কর্ণের নিধন-নিবন্ধন দুঃখ তাহা হইতে শত গুণ হইয়া আমাকে পীড়িত করিতেছে; আমি কর্ণের জন্য শোক প্রকাশ করত যেন অগ্নিতে অর্পিত হইয়া দগ্ধ হইতেছি। ইহ লোক বা স্বর্গলোক-স্থিত কোন বস্তুই অপ্রাপ্য নহে, কৌরবগণের অন্তকর এইরূপ ঘোরতর সমর যেন আর না হয়। ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখিত হইয়া এইরূপ বহুল বিলাপ ও রোদন করত কর্ণের উদক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

অনন্তর, সেই সমস্ত রমণীগণ উদক ক্রিয়া করণ কালে জল-সমীপে অবস্থিত থাকিয়া সহসা সকলেই রোদন করিয়া উঠিল। পরিশেষে ধীশক্তি-সম্পন্ন কুরুপতি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃস্নেহ-বশত কর্ণের পরিচ্ছদ-বতী পত্নীগণকে আনয়ন করাইলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা তাঁহাদিগের সহিত অনন্তরকরণীয় প্রেতকৃত্য সমাধা করিয়া ব্যাকুল-চিত্তে গঙ্গা-সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্বে কর্ণের গূঢ়পুত্রত্ব কথনে
সপ্তবিংশতি অধ্যায়॥ ২৭॥

শ্রাদ্ধপর্ব্ব সমাপ্ত।

স্ত্রীপর্ব্ব সম্পূর্ণ।